শ্রীরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত

পারমার্থিক-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

সংখ্যা ১-৪৩, ৪৫, ৪৭-৫০

গৌড়ীয়

সপ্তদশ বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

(১৩৪৫ মাঘ হইতে শ্রাবণ ১৩৪৬)

—:☆:—

সম্পাদক
মহামহোপদেশক
শ্রীতাতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

সমাজ-সম্পাদক
মহামহোপদেশক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

—:☆:—

শ্রীগৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সপ্তদশবর্ষ 'গৌড়ীয়' পূর্ব্বার্দ্ধের প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সমাজ [গৌড়ীয় ১৭শ বর্ষের উপোদ্ঘাতে—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত]	১।৮-৮
ইষ্টগোষ্ঠী-সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব [শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা—২৪।৭।৩৮]	১।৮ ; ২।২৩
শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী—১।১, ২।১৭, ৩।১৩, ৪।৪৯, ৬-৭।৫, ৮।১৪৯, ৯।১৬৫, ১০।১৮১, ১১।২০৭, ১২।২২৩, ১৩।২১৯, ১৪।২৫৫, ১৫।২৭১, ১৬।২৮৯, ১৭।৩০৫, ২০-২১।৩৫৩, ২২।৩৮৫, ২৩।৪০১, ২৪।৪১৭, ২৫ । ৪৩৩	
বর্ষারম্ভে—[শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব-লিখিত]	১।২
বর্ষারম্ভে নিবেদন [শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদশত-বর্ষ-পূর্ত্তি-আবির্ভাবোৎসব-উপলক্ষে আহ্বান]	১।৩
ভক্তিবিনোদ ও আচার-প্রচার	১।৪
ভক্তিবিনোদ ও গীতা	১।৬
ভক্তিবিনোদ ও বৈষ্ণব-শিক্ষা	১।১২
বিবিধ-প্রসঙ্গ [শ্রীজগন্নাথপুরীধাম মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্ত্তি-আবির্ভাব-মহোৎসব—৮।৭।৩৮তারিখ হইতে ১২।৭।৩৮ পর্য্যন্ত ; নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা—কলিকাতা ২য় দিবস ৩১।৭।৩৮)]	১।১৬
ভক্তিবিনোদ ও বৈষ্ণব-সেবা	২।১৮
ভক্তিবিনোদ ও জীবে দয়া	
ভক্তিবিনোদ ও বৈষ্ণবের জীবনবৃত্তি	
শ্রীভক্তিবিনোদ ও সমন্বয়বাদ	
অজ্ঞতার আর এক পিঠ [শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা]	২।২৭
বিবিধ-প্রসঙ্গ [কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-মহোৎসব-পক্ষী — ষাদশ দিবস ১৯।৭।৩৮ হইতে বিংশ দিবস ২৭।৭।৩৮ পর্য্যন্ত ; স্বধাম-প্রাপ্তি (শ্রীভুবনমোহন দাসাধিকারী—২৩।৭।৩৮) ; বিশেষ দ্রষ্টব্য—শ্রীগৌড়ীয় মহাপথ, শ্রীবিশ্রামঘাট, মথুরা]	২।৩১
ভ্রম-সংশোধন—২।৩২, ৯।১৮০, ১০।১৯২খ, ১৩।২৪৪, ১৪।২৫৯, ১৫।২৮২, ১৮-১৯।৩৫২	
শ্রীভক্তিবিনোদ ও শুষ্কা ভক্তি	৩।৩৭
ভক্তিবিনোদ ও মানবসমাজ	৩।৪১
ভক্তিবিনোদ ও প্রতিষ্ঠাশা	৩।৪৪
বিবিধ-প্রসঙ্গ [শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্ত্তি-আবির্ভাব-মহোৎসব-পক্ষী (একবিংশ দিবস ২৮।৭।৩৮ হইতে চতুর্ব্বিংশ দিবস ৩১।৭।৩৮ পর্য্যন্ত) ; নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা (কলিকাতা—তৃতীয় দিবস ১৪।৮।৩৮) ; আলবার্ট হলে বক্তৃতা (২১।৮।৩৮ তারিখ সর্ব্বপল্লীর সভাপতিত্বে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর বক্তৃতা) ; দিল্লী গৌড়ীয়মঠে শ্রীগুরু-মহোৎসব; স্বধাম-প্রাপ্তি (বর্দ্ধমান জেলার খাসবাগান গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত গুপেন্দ্র নারায়ণ রায়, ডেটারিনারী সার্জ্জন—৫।৮।৩৮)]	৩।৪৭
বিশেষ দ্রষ্টব্য ['গৌড়ীয়পত্র' সম্বন্ধীয় পত্রাদি কোন্ ঠিকানায় প্রেরিতব্য]	৩।৩৮ ; ৪।২৩পৃষ্ঠায়
ভক্তিবিনোদ ও মুক্তিতত্ত্ব	৪।৫০
শ্রীভক্তিবিনোদ ও বেদান্তসিদ্ধান্ত	৪।৫২
মূর্খপঞ্চকম্ (শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা)	৭।৫৭
শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব	৪।৫৭
জন্মোৎসব (পদ্য-প্রাপ্ত)	৪।৬০
বিবিধ-প্রসঙ্গ [কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-মহোৎসব-পক্ষী (পঞ্চবিংশ দিবস ১৮।৮।৩৮ হইতে অষ্টবিংশ দিবস ১৯।৮।৩৮ পর্য্যন্ত) ; সাঙ্গত শ্রাদ্ধ (শ্রীহরিজনানন্দ দাসাধিকারীর পিতৃদেবের), ভজনানুকূল গৃহপ্রবেশ (১০।৮।৩৮—শ্রীপাদ সেবাবোধিনি প্রভুর)]	৪।৬১
শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা [৩০।৮।৩৮ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাব-তিথিতে কলিকাতা-	

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

শ্রীগৌড়ীয়মঠে গুরুপূজার নিমন্ত্রণপত্র] ৪।১৪

গুরুবর্গের প্রণামমন্ত্র ৪।১৫

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব-পূজা ['শ্রীগুরুপূজা'-সংখ্যার বিশেষ প্রবন্ধ] ৪।১৬

সংস্কৃতশ্লোক ('পূর্ণাচার্যেভ্যঃ' ইত্যাদি) ৪।৮৩

ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি [শ্রীল আচার্যদেবের ৪০ বর্ষপূর্তি আবির্ভাবোপলক্ষে জনৈক সেবক-লিখিত পদ্য] ৪।৮৩

পঞ্চমী-প্রশস্তি (গদ্য) ৪।৮৪

বিজ্ঞপ্তি (পদ্য) ৪।৯০

সপার্ষদ শ্রীগুরুপাদপদ্মাবির্ভাব (গদ্য) ৪।৯১

বক্তৃতা [২৭। ৪ ২৮।৩৩ তারিখে ভবানীপুর আশুতোষকলেজহলে শ্রীপাদ তীর্থমহারাজ, ভক্তি-সারঙ্গ প্রভু ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতার বিজ্ঞাপন] ৪।৯৭

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি [শ্রীআচার্য-প্রকট-তিথি-পূজা-উপলক্ষে জনৈক-সেবক-লিখিত] ৪।৯৪

"বন্দনা" [ঐ জনৈক সেবক-লিখিত] ৪।৯৬

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-চরণানাম্ আবির্ভাব-বর্ষশতপূর্তি-মহোৎসব-বর্ণনম্ [শ্রীচৈতন্যমঠাভিতানাম্] ৬-৭।৩

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী ৬-৭।৪

শ্রীভক্তিবিনোদ-আরতি ৬-৭।৮

"শ্রীভক্তিবিনোদ-কৃপা করহ বিচার" [শ্রীশ্রীল আচার্যদেব লিখিত] ৬-৭।৯

ব্যাসাচার্য-সার্বভৌম শ্রীল ভক্তিবিনোদ [শ্রীশ্রীল আচার্যদেব লিখিত] ৬-৭।১২

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীগৌরহরি ৬-৭।১৭

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীনামকীর্তন ৬-৭।২১

শ্রীগৌরধাম ও শ্রীভক্তিবিনোদ ৬-৭।২৬

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও অভক্তিপর মতবাদ-নিরসন ৬-৭।৩১

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্তি তিথিপূজা [পদ্য—শ্রীমতী দেবী লিখিত] ৬-৭।৩৭

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-পরিক্রম ৬-৭।৩৯

সাময়িক প্রসঙ্গ [শ্রীগৌড়ীয়মঠে মাসব্যাপী শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদ-শতবর্ষ-পূর্ত্যাবির্ভাব-মহামহোৎসব ; বক্তৃতা—

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

(১) ২১।৩।৩৮ 'শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বিশ্বমঙ্গল', স্থান—কলিকাতা ম্যাসবাটহল, বক্তা—শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু, সভাপতি—স্যর মন্মথনাথ ; (২) ২২।৩।৩৮ 'লোক-শিক্ষক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ', স্থান—ভবানীপুর আশুতোষ কলেজহল, বক্তা—শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও অপ্রাকৃত প্রভু, সভাপতি—কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ডাঃ বিজন কুমার মুখার্জী ; (৩) ২৮।৩।৩৮ 'গৌড়ীয় সাহিত্য ও দর্শনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ', স্থান—ঐ, বক্তা—গৌড়ীয়-সম্পাদক, সভাপতি—শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্-এ ; (৪) ৪।৪।৩৮ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ভগবৎপ্রেম', স্থান—কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইন্‌স্টিটিউটহল, বক্তা—শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু, সভাপতি—শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ (মহারাজ সম্বোধের পরিবর্তে); কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে ঠাকুরের শিক্ষা প্রচার ; কলিকাতায় বিরাট্ নগরসংকীর্তন—১৭।৩।৩৮, ৩১।৩।৩৮ ও ১৩।৪।৩৮ ; শ্রীল আচার্যদেবের নির্দেশানুসারে শ্রীনামের ফুলদোলোৎসব ও অন্যান্য উৎসবাদি ; ৩০।৩।৩৮ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীআচার্য-প্রকট-তিথিতে শ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব, অঞ্জলি-পয়াদি পাঠ, আচার্যদেবের অভিভাষণাদি ; শ্রীভক্তিবিনোদ শতবর্ষ-পূর্তি আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে গ্রন্থচতুষ্টয় প্রকাশ] ৬-৭।৫১

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-বাসরে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের অভিভাষণ [শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা—৩০।৩।৩৮] ৮।১৫০

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যদেবানাং প্রাকট্যতিথৌ শ্রীশ্রীগুরুপূজায়াং প্রণতি-বিজ্ঞাপনম্ [দাসাধিকারি-নন্দলালেন] ৮।১৫৬

সাময়িক প্রসঙ্গ [কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তি-বিনোদশতবর্ষ-পূর্তি-আবির্ভাব-মহোৎসব-পঞ্জী (উনচত্বা-রিংশ দিবস ১৪।৩।৩৮ হইতে পঞ্চপঞ্চাশত্তম দিবস ৩১।৩।৩৮ পর্য্যন্ত), ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে মাসব্যাপী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শতবর্ষপূর্তি-আবির্ভাব-মহোৎসব, উক্ত উৎসবকালে প্রদত্ত বক্তৃতা-বলী ও মহোৎসব-সমূহের বিবরণ ; ৩০।৩।৩৮ শ্রীশ্রী-আচার্যাবির্ভাব-বাসরে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

মহোৎসব, রেঙ্গুণ-গৌড়ীয়মঠে পবিত্রারোপিণী একাদশী তিথি ৬।৯।৩৮ হইতে পূর্ণিমা ৭।৯।৩৮ পর্য্যন্ত মাসব্যাপী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শতবর্ষ-পূর্ত্তি আবির্ভাব-মহোৎসব এবং কুলনবাত্রা, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, শ্রীগুরু-পূজা, শ্রীরাধাষ্টমী প্রভৃতি উৎসবের অনুষ্ঠান; শ্রীপাদ গিরি মহারাজের ৬।৯।৩৮ রেঙ্গুণ হইতে কলিকাতা আগমন; ইটালীতে প্রচার; স্বধাম-প্রাপ্তি ও সাঙ্গত শ্রাদ্ধ (খুলনা জেলার সাতবাড়িয়া গ্রাম-নিবাসী গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ দাসাধিকারীর স্বধাম-প্রাপ্তি—২।৯।৩৮, তৎপুত্র-কর্ত্তৃক শ্রীধামে সাঙ্গত শ্রাদ্ধ-বিধান), ৪।৯।৩৮ ধানবাদের শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসন্নদাসাধিকারী মহোদয়ের পুত্রের শ্রাদ্ধ, বান্ধব-বিরহ (ভরত পুরের রাওলাহেব রঘুবীর সিং মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তি—১।৯।৩৮); শ্রীমায়াপুরমণ্ডলে উর্জ্জব্রত] ৮।১৫৭

রথযাত্রা ২।১৭৬

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ [(১) শ্রীমন্মহাপ্রভু—"আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।"—এই বাক্যে পৃথিবীর সকল লোককেই 'আচার্য্য' হইতে বলিয়াছেন। অতএব যিনি কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন, তিনিই আচার্য্য হইতে পারেন কিনা? গৌড়ীয়মঠ ব্যতীত অন্য স্থানের কেহ আচার্য্য হইতে পারিবেন কি না? (২) শ্রীগৌড়ীয়মঠে কি কোন একজনই আচার্য্যের কার্য্য করেন, না বহু ব্যক্তি আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন? (৩) একজন আচার্য্য স্বীকার করিলে কি পদ্ধিনসীন-মতবাদ উপস্থিত হইবে না? (৪) পূর্ব্বে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে গোস্বামিগণ সকলেই একযোগে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ—ইঁহারাও ত' একই সময়ে স্বতন্ত্রভাবে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুর, পরমহংস শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহাশয় একই সময়ে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। শুনিয়াছি, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে দীক্ষা না দিয়া শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট হইতে দীক্ষা লইতে বলিয়াছিলেন। (৫) বহু আচার্য্য হইলে সঙ্ঘবদ্ধ-প্রতিষ্ঠান বা মিশনের প্রচার-কি আরও অধিক প্রসারিত হইবে না? (৬) "আমার গুরু আমার কাছে, তোমার গুরু তোমার কাছে"—এবিচার থাকিলে বা বিভিন্নপরিবারগত সম্প্রদায় হইলে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান কেনই বা হইতে পারিবে না? (৭) কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পুরুষই গুরু বা আচার্য্য, ইহা মহাপ্রভুর বাক্য হইতে স্বীকার করা যায়; কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হইলেই তাঁহাকে "বিষ্ণুপাদ" বলা কি অপরাধজনক নহে? ইহাতে কি জীবে বিষ্ণুত্ব (পরমেশ্বরত্ব) আরোপরূপ মতবাদ হইয়া যাইতেছে না? এবং তদুত্তর] ৯।১১১

বিবিধ প্রসঙ্গ [কাঁচড়াপাড়া-গৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-মহোৎসব (৯।৯।৩৮হইতে ১১।৯।৩৮ পর্য্যন্ত); আসামবাসী ভক্তবৃন্দের শ্রীরাধাষ্টমী-মহোৎসব—২।৯।৩৮] ৯।১৮০

সত্যমেব বিজয়তে নানৃতম্। [বাদী স্বরূপ পর্ব্বত কর্ত্তৃক আলিপুর কোর্টে উপস্থাপিত মানহানি-মোকদ্দমায় বিবাদী পক্ষের সসম্মানে মুক্তিলাভ-প্রসঙ্গ] ৯।১৮৪

শ্রীদুর্গা-তত্ত্ব ১০।১৮২

অকিঞ্চনের রূপ ১০।১৮৩

বৈষ্ণবধর্ম্মের ঐতিহাসিক দিগ্‌দর্শন ১০।১৮৬

বিবিধ সংবাদ [শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্ত্তি-আবির্ভাব-মহোৎসব (৫৬তম দিবস ১।৯।৩৮ হইতে ৬৪তম দিবস ৯।৯।৩৮ উৎসবসমাপ্তি পর্য্যন্ত); উর্জ্জব্রত; শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের স্থান পরিবর্ত্তন; বিশেষ-দ্রষ্টব্য—শারদীয়পূজাবকাশে গৌড়ীয়ের অপ্রকাশ] ১০।১৯১-১৯২খ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিরুদ্ধে আনীত মানহানি-মোকদ্দমার রায় (ইংরাজী মূল) ১০।১৯৩

চয়ন ['আনন্দবাজার পত্রিকা' ২৮।৯।৩৮ বুধবার—"গৌড়ীয়মঠের মামলা; মানহানির অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই; সকল আসামীর মুক্তিলাভ"] ১০।২০৪

বিভিন্ন সংবাদপত্রে সত্যের বিজয়-দুন্দুভি ['অমৃত-বাজার', 'যুগান্তর', 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড', 'ধুগান্তর', 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্' প্রভৃতি সংবাদপত্রে মানহানি-মোকদ্দমার

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
বাণী সম্বন্ধে উক্তি]	১০।২০৬
নির্য্যাণ-সংবাদ [ঢাকা কমলাপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দাসাধিকারীর নিত্যধাম-প্রাপ্তি—১২।১।৩৮]	১০।২০৬
একটি বিশেষ তিথি-পূজার নির্দ্দেশ	১০।২০৭
শ্রীগুরুর নাম ও অর্চ্চাবতার	১১।২০৮
জাবালোপনিষৎ	১১।২১২
শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ	১১।২১৩
শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ-বাণী	১১।২১৪
সমালোচনা ['সাহিত্য-পরিষৎ' পত্রিকায় (বৈশাখিক ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৪৪) 'গোপাল ভট্ট' নামক একটি প্রবন্ধে মিঃ সুকুমারেরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে লিখিত অসত্যোক্তিপূর্ণ বাক্যের প্রতিবাদ]	১১।২১৯
শ্রীদামোদরাষ্টকম্	১১।২২০
শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনা-দশকম্	১১।২২১
বিবিধ প্রসঙ্গ [পরলোকে প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব (১১।১০।৩৮), বিদ্যালঙ্কার প্রীতি-সম্ভাষণ]	১১।২২২
বারাণসীতে শ্রীশ্রীআচার্য্য-বাণী [৮।১০।৩৮]	১১।২২৩
প্রয়াগক্ষেত্রে শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ [৭।১০।৩৮]	১১।২২৫
দৈবর্ণাশ্রম ও পারমহংস্য-প্রসঙ্গে কতকটি কথা	১১।২২৯
হরিকীর্ত্তন-প্রচারে শ্রীল আচার্য্যদেব	১১।২৩৫
অযোধ্যায় প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব	১১।২৩৭
বিবিধ প্রসঙ্গ [মথুরায় সংবাদ, কলিকাতার সংবাদ, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী ও শ্রীনন্দকিশোর দাসাধিকারীর হরিনাম-গ্রহণ-প্রাপ্তি—৩।১০।৩৮]	১২।২৩৮
শ্রীশ্রীল চার্য্য-কথা প্রসঙ্গ	১৩।২৪০
অকৃতজ্ঞতা	১৩।২৪৩
দম্ভ ও দৈন্য	১৩।২৪৬
লক্ষ্মণাবতীতে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-বক্তৃতা [শ্রীল আচার্য্যদেব-কথিত]	১৩।২৪৮
'গৌড়ীয়' সম্পাদকের বক্তৃতা [লক্ষ্ণৌ অনুষ্ঠানাবলির-প্রাঙ্গণে "শ্রীচৈতন্যদেব ও ভগবৎপ্রেম" সম্বন্ধে বক্তৃতা— ১৭।১০।৩৮]	১৩।২৪৯
শ্রীবিশ্বম্ভর 'বিজয়াজ' ও তৎপ্রিয় 'বৈষ্ণব-সমাজ'	১৩।২৫১
Address to His Divine Grace Srila Acharyyadev by the members of Sree Rupa Gaudiya Math, Prayag.	১৩।২৫২
বিবিধ প্রসঙ্গ [অন্নকূট-মহোৎসব (শ্রীবৈরিবারণা, চটক পর্ব্বত, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ঢাকা শ্রীরাধাগৌড়ীয়-মঠ ও অন্যান্য মঠে অনুষ্ঠিত—২৪।১০।৩৮) ; শ্রীগোবর্দ্ধনে উর্জ্জব্রত (৬।১০।৩৮ হইতে আরম্ভ), বিভিন্ন মঠে উর্জ্জব্রত]	১৩।২৫৪
প্রয়াগে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ [চিত্তশুদ্ধিবর ও ভগবৎপ্রেম— ৯।১০।৩৮]	১৪।২৫৬
শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও মিঃ হরিশঙ্কর মাথুর [১৭।১০।৩৮]	১৪।২৫৯
লক্ষ্ণৌতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব [১৯।১০।৩৮ হইতে ২২।১০।৩৮ পর্য্যন্ত চরিতকথা]	১৪।২৬৪
শৈলিবারণ্যে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট মহা-মহোৎসব [২৩।১০।৩৮ শ্রীল আচার্য্যদেবের গোবর্দ্ধন-পূজা]	১৪।২৬৫
শ্রীল আচার্য্যদেবের গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন (২৭।১০।৩৮)	১৪।২৬৮
পরমগুরু শ্রীশ্রীগৌরকিশোর প্রভুর ত্রয়োবিংশতি-বর্ষপূর্ত্তি বিরহতিথি-পূজা (৩।১১।৩৮)	১৪।২৬৮
মহামান্য হাইকোর্টের নির্দ্দেশ [রিসিভারের প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নসিমালী সাহেবের আদেশ]	১৪।২৭০
শ্রীগোবর্দ্ধনে উর্জ্জব্রত-পঞ্চমী [৬।১০।৩৮—১৭।১০।৩৮ পর্য্যন্ত – আংশিক]	১৪।২৭০
শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও রায় বাহাদুর মদনগোপাল সার্দ্ধানা [লক্ষ্ণৌ 'শ্রীকৃষ্ণভবন' ১৯।১০।৩৮]	১৪।২৭২
শ্রীধাম মায়াপুরে সংশিক্ষা প্রদর্শনী [৪।১১।৩৮]	১৪।২৮২
চূড়ামণি যোগ [৭।১১।৩৮]	১৪।২৮৩
বিবিধ প্রসঙ্গ [শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব	

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

২৩।১০।৩৮ (শ্রীগোবর্দ্ধন, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর ও বিভিন্নমঠে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা), ঢাকা শ্রীমদ্ভগৌড়ীয়মঠে নিয়ম সেবা (৪।১১।৩৮ হইতে ৭।১১।৩৮ পর্য্যন্ত), শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঊর্জ্জব্রত] ১৪।২৮৪-২৮৬

মানহানি মামলার 'মোশন' বাতিল ১৪।২৮৭

Petition Against Acquittal [Defamation Charge—The Statesman (6. 11. 38)] ১৪।২৮৭

শ্রীগৌড়ীয় মিশনের উপর অত্যাচারের অভিযোগ [কৃষ্ণনগর-সদর ফৌজদারী আদালতে গৌড়ীয়মিশনের পক্ষ হইতে কৃত দরখাস্ত ও হাকিমের মূল রায়ের নকল (ইংরাজী)] ১৪।২৮৭-৮৮

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এবং বাবুরাম অগ্নিহোত্রী ও রায় বাহাদুর সার্দ্দানা [২০।১০।৩৮] ১৬।২৯০ — ১৭।৩১০

শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি [২১।১১।৩৮] ১৬।২৯২

বিবিধ প্রসঙ্গ [রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠে শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসবের দৃশ্য— 'Peak of Food Ceremony' (The Rangoon Gazette, 27. 10. 38] ১৬।৩০০

কেন ভগবদ্দর্শন হয় না ? ১৬।৩০১

শ্রীগৌরকিশোর-বিরহোৎসব [শ্রীধাম-মায়াপুর ও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে—৩।১১।৩৮] ১৬।৩০২

বিবিধ প্রসঙ্গ— [ছাপাচিত্রে বক্তৃতা (ঢাকার বিভিন্ন স্থানে), বক্তৃতা (কলিকাতা পল্লীপুকুর ইন্‌ষ্টিটিউসন্ হলে 'গৌড়ীয়' সম্পাদকের "হিন্দুধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা—৩০।১০।৩৮), স্বধাম-প্রাপ্তি (বালেশ্বর জেলার সুন্দরকুলী নিবাসী শ্রীরামচন্দ্র সাহু—২৪।৯।৩৮), শাশ্বত শ্রাদ্ধ (৭।১১।৩৮ ঢাকায় শ্রীযুক্তা সরস্বতী মালাকারের পরলোকগত স্বামীর শ্রাদ্ধকৃত্য) ১৬।৩০৩-৩০৪

খালাসের হুকুমের বিরুদ্ধে দরখাস্ত—মানহানির অভিযোগ [৬।১১।৩৮ ষ্টেট্‌সম্যানপত্রে প্রকাশিত সংবাদের অনুবাদ] ১৬।৩০৪

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত-ব্যাখ্যা [কলিকাতা শারস্বত-শ্রবণ-সদন, ১২ই কার্ত্তিক, ১৩৪৫] ১৭।৩০৬

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

বেণীমাধব ১৭।৩১৩

উৎসাহ, নিশ্চয় ও ধৈর্য্য (প্রাপ্ত) ১৭।৩১৬

প্রচার-প্রসঙ্গ [ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের] ১৭।৩১৭

নিমন্ত্রণ পত্র [শ্রীধাম মায়াপুরে ১১।১২।৩৮ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ-উৎসবোপলক্ষে নিমন্ত্রণ-পত্র ও সেবা-পঞ্জী] ১৮-১৯। ক্রোড়পত্র

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ১৮-১৯। ক্রোড়পত্র

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ব্রজবিজয়ানুসন্ধান [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু লিখিত] ১৮-১৯।৩২১

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ ১৮-১৯।৩২১

শ্রীল প্রভুপাদের সাহিত্যে বিরহের রূপ ১৮-১৯।৩২৬

পণ্ডিতের নিবেদন (পদ্য) ১৮-১৯।৩৪৭

শ্রীভক্তিরঞ্জন-স্মৃতি-সভার অধিবেশন [১৭।১২।৩৮—বিজ্ঞাপন] ১৮-১৯।৩৪৮

প্রচার-প্রসঙ্গ [কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা, শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের অষ্টম বার্ষিক বিরহ-তিথি-সম্মান—২১।১১।৩৮, ঐ বিরহ-সভা—১৭।১২।৩৮, রহুলকুণ্ডাতে প্রচার, কৃষ্ণনগর-শ্রীকৃষ্ণকুটীরে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের হরিকথা ও অন্যান্য সন্ন্যাসী মহারাজের বিভিন্ন স্থানে প্রচার, পাটনা, মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরীতে প্রচার, শ্রীপাদ ভূতভূৎ প্রভুর কলাণী গভর্ণর-সহ সাক্ষাৎকার (১৬।১১।৩৮), শ্রীপাদ গিরি মহারাজের যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর-সহ সাক্ষাৎকার (২৬।১১।৩৮)] ১৮-১৯।৩৫৯-৫১

স্বরূপ পর্ব্বতের আদালত-যোগে মানভাঙ্গের ব্যর্থ প্রয়াস ১৮-১৯।৩৫১

পর্ব্বতের মোশনের বিরুদ্ধে আলিপুরের সেসন্স্ জজ বাহাদুরের আদেশ—Extract from order sheet [order No. 3. dated 3. xi. 38] ১৮-১৯।৩৫২

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও রায়বাহাদুর মদনগোপাল সার্দ্দানা [২১-২২।১০।৩৮] ২০-২১।৩৫৪

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূনমালা ২০-২১।৩৬০

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ [শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহতিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-পীঠে সঙ্কলনভাষ্য প্রদত্ত—১১।১২।৩৮] ২০-২১।৩৬১

'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতা [শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয়বার্ষিক বিরহোৎসবে] ২০-২১।৩৬৮

চট্টগ্রামে শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে শুদ্ধভক্তিপ্রচার [চট্টগ্রাম-'নিবাসন' হইতে প্রকাশিত প্রচারপত্র ও ১।১২।৩৮ তারিখের 'পাঞ্চজন্য' পত্রে প্রকাশিত সংবাদের সমালোচনা—বিকৃত সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় এবং শিব ও শক্তি-তত্ত্ববিষয়ক সিদ্ধান্ত] ২০-২১।৩৭১ ; ২২।৩২০

বিরহোৎসব [১১।১২।৩৮ তাং শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহোৎসব (শ্রীধাম মায়াপুরে—১০ই ও ১১ই ডিঃ, ১৯৩৮, কলিকাতা, মাদ্রাজে, কটকে, চট্টগ্রামে, ঢাকায়, কুমিল্লায়), মাদ্রাজের 'হিন্দু' ১৩।১২।'৮ ও 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' ১৪।১২।৩৮ পত্রে মাদ্রাজমঠে বিরহ-সভার সংবাদ, 'হিন্দু' পত্রে নাগরাজ শর্ম্মার উক্তি ; শ্রীমহেশ পণ্ডিতের বিরহোৎসব (ঢাকাদহ—৩রা পৌষ, ১৩৪৫)] ২০-২১।৩৮১-৮৪

শ্রীভক্তিরঞ্জন অষ্টম বার্ষিকী বিরহ-স্মৃতিসভা [১৭।১২।'৮] ২০-২১।৩৮৪

শ্রীশ্রীআচার্য্য-সংলাপ [কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার—১।১১।৩৮] ২১।৩৮৬

চট্টগ্রামে শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে শুদ্ধভক্তিবার্ত্তা-প্রচার ২২।৩২০

শ্রীযোগমায়াপুরে শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী [১৬।১২।'৮] ২২।৩৯৭

ঢাকায় শ্রীল আচার্য্যদেব [২৭।১২।৩৮ তারিখে ঢাকায় শুভবিজয়] ২২।৪০০

ঢাকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ [শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের বাণী—২৮।১২।৩৮] ২৩।৪০২

দশাশ্বমেধ ঘাট

সমালোচনা না বিপ্রলিপ্সা ?

ঢাকায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাঞ্চরাত্র [২৭।১২।৩৮ শুভাগমন, সভায় হরিকথা] ২৩।৪১৫

প্রচার-প্রসঙ্গ [কুমিল্লায় প্রচার] ২৩।৪১৬

শ্রীশ্রীআচার্য্য-সংলাপ [শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ—২৯।১২।'৮] ২৪।৪১৮ ; ২৫।৪৩৪

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত ব্যাখ্যা [স্থান বাগবাজার-শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কাল—৩০।১০।৩৮] ২৪।৪২৭

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও প্রকৃতিকবলিত জীব [চট্টগ্রাম—১।১।৩৯ 'পাঞ্চজন্য'পত্রে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ] ২৪।৪৩০

অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য [শ্রীবিগ্রহ-সমক্ষে চরণামৃত-বিতরণ বা গ্রহণ-নিষেধ] ২৫।৪৩১

প্রচার-প্রসঙ্গ [ঢাকায় শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীযুক্তবিহারী মঠে কীর্ত্তন (১২।১২।৩৮ মথুরার ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত হরিকথা), যুক্তপ্রদেশে প্রচার, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর ও হবিগঞ্জে প্রচার] ২৯।৪৩১

চয়ন [ঢাকা 'ইষ্টবেঙ্গলটাইম্‌স্' ৭।১।৩৯ ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ১০।১।৩৯ তাং সংখ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেবের ঢাকায় শুভবিজয়-সংবাদ] ২৯।৪৩২

ঢাকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ ২৯।৪৩৪

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম [স্থান—শ্রীধামমায়াপুর, কাল—৯।৩।'৮, ১১।৩।৩৮ ও ১৩।৩।'৮] ২৫।৪৩৮

বিবিধ প্রসঙ্গ ['ঢাকায় গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্য'—'পাঞ্চজন্যে'—৭।১।৩৯ ; "Gaudiya Mission : Spiritual Head Arrives At Dacca"—A. B. Patrika 10. 1. 39 ; লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্থান-পরিবর্ত্তন ; বিশেষদ্রষ্টব্য] ২৫।৪৪১

শ্রীশ্যামপূজার নিমন্ত্রণপত্র ২৫।৪৪২

সপ্তদশবর্ষ 'গৌড়ীয়' উত্তরার্দ্ধের

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী	২৬।৪৪৩, ৩৫।৪৮৭, ৩৬।৬০৬
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর ; ১১।২।৩৬, (ত্রিষষ্টিতমবর্ষপূর্ত্তি-ব্যাসপূজার অধিবাস তিথি)]	২৬।৪৪৪
শ্রীআচার্য্য-সংলাপ [শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের শ্রবণ-সদন ; ৩০।১২।৩৮]	২৬।৪৪৯
শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত-ব্যাখ্যা [শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদন ; ৩১।১০।৩৮]	২৬।৪৫১
চট্টগ্রাম শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়ে শুদ্ধভক্তি-প্রচার	২৬।৪৫৩
বিবিধ-প্রসঙ্গ [ঢাকায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা ; শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভুর শ্রীহট্টে প্রচার]	২৬।৪৫৭
শ্রীধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব [নিমন্ত্রণ-পত্রদ্বয়]	২৬।৪৫৭
আর্ত্তি-কুসুমাঞ্জলি [পদ্য]	২৭-২৮।৪৬৬
শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজা [শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাববাসরে লিখিত]	২৭-২৮।৪৬৭
শ্রীরূপবিজয়াভিযানের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী [বাগ-বাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে ; ১৮।১২।৩৬]	২৭-২৮।৪৭১
বাল্যকালে ধর্ম্মশিক্ষা-বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ	২৭-২৮।৪৭৪
শ্রীব্যাসপূজাবাসরে শ্রীল প্রভুপাদ [শ্রীভক্তিবিজয় ভবন, শ্রীধাম মায়াপুর ; ১২।২।৩৬ ;]	২৭-২৮।৪৭৫
শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের হস্তলিখিত পত্রের প্রতিলিপি	২৭-২৮।৪৭৯
শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের অপ্রকাশিত পত্রাবলী	২৭-২৮।৪৭৯
শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ [লক্ষ্ণৌ—৭।১১।২৯]	২৭-২৮।৪৮০
বিবিধ-প্রসঙ্গ [শ্রীল আচার্য্যদেবের কলিকাতায় শুভবিজয়—২৩।১।৩৯ ; শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাবতিথিপূজা—২৪।১।৩৯ ; ঐ দিবস ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বৈষ্ণব-মধুকর শব্দ-চয়ন-সেবা আরম্ভ ; বিভিন্ন মঠে শ্রীভৈমী একাদশী, শ্রীবরাহ-দ্বাদশী ও শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশীতিথি-পালন ; "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-প্রপন্নাশ্রম" সম্বন্ধে আলোচনা]	২৭-২৮।৪৯০
"শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু" [শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বিরচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ]	২৭-২৮।৪৯০
"বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্ত্র" [শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবতিথিপূজা উপলক্ষে "গৌড়ীয়"-সম্পাদক-বিরচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ]	২৭-২৮।৪৯০
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ	২৯।৪৯১
শ্রীশ্রীল জগন্নাথাষ্টকম্	২৯।৫০৫
শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব [শ্রীচৈতন্যমঠে, মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে]	২৯।৫০৬
কুঞ্জবাবুর ক্ষমাপ্রার্থনা	২৯।৫০৬
শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকাশিত-হরিকথা [শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর ; ১৩।২।৩৬ ; শ্রীব্যাসপূজার ২য় দিবস]	৩০-৩১।৫০৭
ফাল্গুনী পূর্ণিমা	৩০-৩১।৫২৯
শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম [শ্রীধাম মায়াপুর, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির ; ৮।২।৩৭]	৩০-৩১।৫৩২
বিবিধ সংবাদ [বিভিন্ন মঠে শ্রীব্যাসপূজা-সংকীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠান ; ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল—১৬।১।৩৮ "খড় ও জাঠিয়া বেটা ?" (ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত 'চারুমিহির' সংবাদপত্রে প্রকাশিত মানহানি মোকদ্দমায় আমাদিগের ক্ষমাপ্রার্থনার বিবরণ) ; বাউতারামঠে পাষণ্ডীদের জুলুমের প্রতিবিধান]	৩০-৩১।৫৩৭
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার ৪৫ তম বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণ [শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের শ্রীঅঙ্গন ; ৫।১।৩৯]	৩২।৩৩।৫৩৯
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রাবলী	৩২-৩৩।৫৫২
ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা [প্রশ্নপত্র ; গৌরাব্দ ৪৫৩ বর্ষপূর্ত্তি]	৩২-৩৩।৫৫৮
শ্রীধর অঙ্গনে শ্রীগৌরপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠা [শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীগৌরপাদপীঠ	

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
নবনির্মিত শ্রীমন্দিরে প্রকটিত—৮।৫।৩৯]	১২-৩৩।৫৫৮
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা [শ্রীগৌড়পীঠ, শ্রীমায়াপুর ; ১৪।২।৩৬ ; শ্রীবাসপূজার ৩৫ দিবস]	৩২-৩৩।৫৬১
শ্রীশ্রীআচার্যকথা-প্রসঙ্গ [লক্ষ্ণৌ অবস্থানকালে]	৩২-৩৩।৫৬২
শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের হরিকথার মর্ম [শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির ; ২।২।৩৯]	৩২-৩৩।৫৬৫
গোপালপুরে শ্রীমদ্ভাগবতবিরোধী পাষণ্ডদলন	৩২-৩৩।৫৬৮
শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের ও বাহ্যবাহাদুর মদনগোপাল সাঙ্গীনা [প্রশ্নোত্তর-প্রসঙ্গ]···	৩৪।৫৭১
প্রশ্নোত্তর-স্তুত	৩৪।৫৭৬
প্রচার-প্রসঙ্গ [চাঁদপুরে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী ; মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে শ্রীমদের রাজকুমার]	৩৪।৫৮৬
শ্রীশ্রীআচার্যকথা-প্রসঙ্গ [শ্রীধাম মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ ; ৯।১২।৩৮]	৩৪।৫৮৮
আধ্যাত্মিকতা	৩৪।৫৯২
পাপ, পুণ্য ও ভগবদ্ভক্তি	৩৪।৫৯৬
স্বধামে সম্রাসদেব মহারাজ	৩৪।৬০০
কলিকাতা ও দিল্লী গৌড়ীয়মঠে বিশিষ্ট দর্শক	৩৪।৬০১
প্রচার-প্রসঙ্গ [শিলচরে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী ; চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, পাটনায় শ্রীপাদ কৃষ্ণবিলাস ব্রহ্মচারী ; শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের দুইটি সাপ্তাহিক অধিবেশনে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক কর্তৃক 'বৈষ্ণবতত্ত্ব' ও 'সাধক জীবনের কর্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা ; বিভিন্ন মঠে রামনবমী উৎসব]	৩৪।৬০১
শ্রীশ্রীআচার্যকথা-প্রসঙ্গ [শ্রীধাম মায়াপুর ; ১।১২।৩৮, ৪।১২।৩৮]	৩৪।৬০৪
শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর	৩৫।৬১১
নববর্ষে নিবেদন [১লা বৈশাখ, ১৩৪৬]	৩৫।৬১৮
শিলচরে প্রচার	৩৫।৬১৮
অমায়া [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিত]	৩৭।৬১৯
শ্রীল আচার্যদেবের অভিভাষণের মর্ম [শ্রীবানবন্দরস্থ গৃহকক্ষে ; ১৬।২।৩৯	৩৭।৬২০
আত্মমঙ্গলের উপায়	৩৭।৬২৪
প্রাচীন প্রসঙ্গ	৩৭।৬২৬
পণ্ডিত ও কপট	৩৭।৬২৯
লণ্ডনের একটী পত্র	৩৭।৬৩১
প্রচার-প্রসঙ্গ [শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীআচার্যদেবের হরিকথা, শ্রীধাম অঙ্গনে ও শ্রীযোগনন্দ গৌড়ীয়মঠে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অপ্রকট-তিথি-পূজা—১৪।৪।৩৯ ; পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিহারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী স্যর গণেশ দত্ত সিংহ ; বম্বে শ্রীপাদ শক্তিপাবন ব্রহ্মচারী ; ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে দুইটী সাপ্তাহিক অধিবেশনে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক কর্তৃক 'সাধক জীবনের কর্তব্য' ও 'হরিভজন' সম্বন্ধে বক্তৃতা ; অবসরপ্রাপ্ত সবজজ্ রায় শ্রীযুক্ত মনমোহন নিয়োগী বাহাদুরের ঢাকাস্থিত বাস-ভবনে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্য-পুরাণরাগতীর্থ মহোদয় কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা ; পূর্ণিয়ায় বিভিন্নস্থানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ কর্তৃক বক্তৃতা ; ময়মনসিংহে প্রচার ; চট্টগ্রামে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজীর প্রচার ; দিল্লী গৌড়ীয়মঠে আইন-সচিব স্যর এন্, এন্, সরকার মহোদয়ের সহধর্মিণী লেডি সরকার]	৩৭।৬৩২
বৃত্তাকর-প্রমাদ	৩৭।৬৩৪
সদাচার [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]	৩৮।৬৩৫
শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণস্মৃতি [স্বধামগত স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী সুপ্রিমকোর্ট, এম-এ, ডি-এল, কে-টি, সি, আই, ই, মহোদয়ের ভবনে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা]	৩৮।৬৩৭
শ্রীশ্রীআচার্যকথা-প্রসঙ্গ [শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা ; ১৬ই কার্তিক, ১৩৪৫]	৩৮।৬৩৮
পুরাণ [পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-রাগতীর্থ]	৩৮।৬৪৩, ৪০।৬৭৯, ৪২।৭১২ ; ৪৩।৭৪৪ ৪৬।৭৭৩, ৪৭।৭৮৬
প্রাচীন-প্রসঙ্গ ও আলোচনা [বৈশাখ মাসের (১৩৪৬) 'প্রবাসীতে' শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখিত 'চৈতন্য-যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে নূতন তথ্য' শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা]	৩৮।৬৪৬
বৈষ্ণবসমালোচনা-সমালোচনা	৩৮।৬৪৯, ৩৯।৬৬৫, ৪০।৬৭৮, ৪১। ৬৯৭, ৪৩।৭২৪, ৪৪।৭৩৮, ৪৬,৭৭৫, ৪৭।৭৮৯

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রচার-প্রসঙ্গ [চট্টগ্রামে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ; পাটনায় শ্রীপাদ পশুপালপঙ্কজদৃক্ দাসাধিকারী ; বম্বে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ; কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে হরিকথা ; শ্রীএকায়ন মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ : শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে গৌড়ীয়সম্পাদক কর্তৃক 'কাম' সম্বন্ধে বক্তৃতা]	৩৮।৬৫০
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৩৯।৬৫১, ৪০।৬১৭, ৪১।৬৮৩, ৪২।৬৯৯
সংশয়	৩৯।৬৫৭
প্রাচীন-প্রসঙ্গ [প্রাচীন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় (গৌরাব্দ ৪০৬) 'শ্রীগৌরকথা' শীর্ষক প্রবন্ধে স্বনামধন্য শিশির-কুমার ঘোষ মহাশয় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রসঙ্গ]	৩৯।৬৬০
শ্রীল শ্রীধরস্বামীকৃত শ্রীনৃসিংহস্তব ; [পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ কর্তৃক অনূদিত]	৩৯।৬৬২
প্রচার-প্রসঙ্গ [হংসক্ষেত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ; কলিকাতায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ; চট্টগ্রামে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ; কাছাড় জেলায় শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী ; পাটনায় শ্রীপাদ পশুপালপঙ্কজদৃক্ ভক্তিপ্রসূন ; সিরাজ-গঞ্জে শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী ; শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে 'গৌড়ীয়' সম্পাদক কর্তৃক 'ভক্তির বিঘ্ন ও তাহা নিবারণের উপায়' সম্বন্ধে বক্তৃতা ; শ্রীনৃসিংহ চতুর্দশী-ব্রত উদ্‌যাপন]	৩৯।৬৬৪
শ্রীশ্রীআচার্যকথা-প্রসঙ্গ [শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা ; ১।১১।৩৮]	৪০।৬৭০
আলো প্রভা	৪০।৬৭৪
প্রচার-প্রসঙ্গ [শ্রীনৃসিংহ চতুর্দশী উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল আচার্যদেবের হরিকথা ; শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক কর্তৃক 'ক্রোধ' সম্বন্ধে বক্তৃতা ; পাটনায় শ্রীপাদ পশুপালপঙ্কজদৃক্ দাসাধিকারী ; পুরীতে শ্রীপাদ গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ; চট্টগ্রামে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী]	৪০।৬৮২
শ্রীশ্রীআচার্যকথা-প্রসঙ্গ [শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা ; ১৬।১১।৩৮]	৪১।৬৮৮
ভ্রম-সংশোধন	৪১।৬৯১
সাধুর অনুসন্ধান	৪১।৬৯২
প্রচার-প্রসঙ্গ [আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমমঠে মহামহোৎসব ; পুরীধামে শ্রীপাদ গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ; মথুরায় শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ; বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমঠে ৪টজন বিশিষ্ট দর্শক ; লক্ষ্ণৌ মৌলবীগঞ্জে শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ দাসাধিকারী ; শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক কর্তৃক 'নিষ্ঠা' সম্বন্ধে বক্তৃতা]	৪১।৬৯৬
শ্রীশ্রীআচার্যকথা-প্রসঙ্গ [শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১৮।১১।৩৮, ২০।১১।৩৮, ২৫।১১।৩৮, ২৮।১১।৩৮, ৩০।১১।৩৮]	৪২।৭০২
শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের হরিকথার মর্ম [শ্রীচৈতন্যমঠ অধিষ্ঠানস্থ নাট্যমন্দির ; ২৫।১।৩৯]	৪২।৭০৮
প্রচার-প্রসঙ্গ [গঞ্জামে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ; শিলচরে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী ; কলিকাতা বড়বাজারে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুর প্রচার ; গৌড়ীয়মঠে সম্পাদকবর শ্রীপাদ ভক্তি সুধাকর প্রভু ; কলিকাতা মহাজনপল্লীর অন্তর্গত ট্যাংরায় কৃষ্ণনাথ মহাশয়ের ইন্‌স্টিটিউটে শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহা-রাজ ও শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহো-দয়কর্তৃক "শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা]	৪২।৭১৫
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণস্মৃতি [শ্রীপুরুষোত্তম মঠের চটক-পুটারে কীর্তিত ; ২৭।৪।৩৯]	৪৩।৭১৫
শ্রীল আচার্যদেবের উপদেশামৃত-ব্যাখ্যা [গৌড়ীয়মঠ শ্রীমায়াপুরস্থ-শ্রবণসদন ; ১।১১।৩৮]	৪৩।৭১৮
শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রৌত-উপদেশ [শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্যধৃত শ্রৌতবাক্য হইতে সংগৃহীত]	৪৩।৭২১, ৪৪।৭৩৭, ৪৬।৭৭০, ৪৭।৭৮৩, ৪৮।৭৯৯
শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম [শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	৪৩।৭২৫
প্রাচীন-প্রসঙ্গ [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট লিখিত 'অমৃতবাজারের স্বনামখ্যাত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের একটী পত্র]	৪৩।৭২৭
বিবিধ প্রসঙ্গ [লক্ষ্ণৌতে শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ; কটক শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে শ্রীল রায় রামানন্দ গোস্বামী প্রভুর বিরহমহোৎসব ; কাশীতে শ্রীনেত্রানন্দ

প্রবন্ধের নাম সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ; গঙ্গামে ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ; গাজীপুর বিভিন্নস্থানে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠে পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয়ের বক্তৃতা ; ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈরেয় ; কলুরের নানাস্থানে শ্রীপাদ ব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী ; ঢাকা শ্রীআন্ধ্র-গৌড়ীয়মঠে বিদ্যাবলধিক নালন্দা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সাহা এম-এ মহোদয়ের পারমার্থিক বিষয়ে আলোচনার জন্য আগমন ; শ্রীআন্ধ্র-গৌড়ীয়মঠের দুইটী সাপ্তাহিক অধিবেশনে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক কর্তৃক 'হরিভজন না হইলে ক্ষতি কি ?' ও 'হরিভজন ও সংসার' সম্বন্ধে বক্তৃতা ; শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সমাগত উৎসবের বার্ত্তা ; কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর হরিকথা ; পাবনা ও ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্নস্থানে শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস ভক্তিশাস্ত্রী ; সাঙ্গহবিধানে শ্রাদ্ধ। স্বধামগত শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ দাসাধি-কারী ও শ্রীপীযূষকৃষ্ণ দাসাধিকারী)] ৪৩।১২৮

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমালোচনা-সাহিত্য ৪৪।১৩১

শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের উপদেশ [অধিষ্ঠানবন ; নাটমন্দির ; ১।৩।৩২ ... ৪৪।১৩৩, ৪৬।১৫৪

প্রচার-প্রসঙ্গ [চট্টগ্রামের বিভিন্নস্থানে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী ; জাজারিবাগে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহা-রাজ ; দিল্লীতে শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব ; ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈরেয় ; বোম্বে শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ; ঢাকা কমলাপুরস্থিত শ্রীশ্রীগোপালজীউ মঠে বার্ষিক মহোৎসব] ৪৪।১৪৬

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—প্রথম প্রবন্ধ (ভক্তির স্বরূপ বিবেক) [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৪৫।১৪৭

শ্রীশ্রীগৌরমন-বিরহতিথি ৪৪।১৫৪

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—দ্বিতীয় প্রবন্ধ (ভক্ত্যাভাস-বিবেক) ৪৫।১৪৭, ৪৭।১৯২

ভক্তির-প্রতি অপরাধ [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর] ৪৬।১৬৩

বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাই আর্য্যধর্ম্মের গৌরব ৪৬।১৬৮

বিবিধ-প্রসঙ্গ [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-

প্রবন্ধের নাম সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

মহোৎসব (১।৭।৩২)—শ্রীগোদ্রুমস্থ স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে, ঢাকা শ্রীআন্ধ্রগৌড়ীয়মঠে, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে ; শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহোৎসব ; পাটনা ও গয়ার বিভিন্ন স্থানে শ্রীপাদ পশুপালস্বরূপকৃষ্ণ দাসাধি-কারী, শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠানবন-প্রবণসদন ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত প্রবণসদনে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক কর্তৃক যথাক্রমে 'আধ্যাত্মিকতা ও শরণাগতি' এবং 'শ্রীচৈতন্যদেব ও গুরুবৈষ্ণবতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা ; শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈরেয় ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক কলিকাতার 'পানপোস্তা' নামক স্থানে নানাবিষয়ে বক্তৃতা ; শ্রীচৈতন্যমঠে বিভিন্ন বিষয়ে শ্রীল আচার্যদেবের হরিকথা ৪৩।১১৭

অধিরোহবাদে গুরুগ্রহণ [ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ] ৪৭।১৭৯

শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের হরিকথা-প্রসঙ্গ [শ্রীগৌড়ীয় মঠ ; ১।২।৩২] ... ৪৭।১৮০

শ্রীচৈতন্যদেব [পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ] ৪৭।১৯০

প্রচার-প্রসঙ্গ [চট্টগ্রামের বিভিন্নস্থানে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও অধ্যাপক শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল ; পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীল প্রভানন্দ প্রভুর তিরোভাব-বাসরে কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের হরি-কথা ; দিল্লীতে শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব মহোদয় কর্তৃক বহু শিক্ষিত সজ্জনসমন্বিত সভায় বক্তৃতা ; বিদ্যাধরপুর গ্রামে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠান ; আলালনাথ শ্রীব্রজগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব ; ময়মনসিংহের বিভিন্নস্থানে শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের প্রচার ; পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহমহোৎসব] ৪৭।১৯৩

শ্রীশ্রীআচার্যকথা-প্রসঙ্গ [শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-বাসর, শ্রীগৌড়ীয়মঠে ; ২।২।৩২] ৪৮।১৯৫

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্ব ৪৮।২০০

কৃষ্ণনগর সবজজ কোর্টে স্বত্বের মোকদ্দমায় সুবিস্তৃত রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৪৮।২০৩

প্রচার-প্রসঙ্গ [শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে শুদ্ধভক্তগণ কর্তৃক চাতুর্মাস্য ব্রত যাপন, কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়-

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
মঠে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাসচন্দ্র রায় এম-এ, ডি-লিট্ মহাশয়ের হরিকথা শ্রবণের জন্য আগমন ; রথযাত্রাদিবস শ্রীচৈতন্য-মঠে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নরোত্তমদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, মধুরভঙ্গে ও পুরুষোত্তমের পুনর্যাত্রাদিবস শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভুর মূলসাম্বকত্বে বিরাট্ নরসংকীর্ত্তন ; কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক "শ্রীচৈতন্যদেবের দার্শনিক বিচার" সম্বন্ধে বক্তৃতা ; রেঙ্গুনের বিভিন্নস্থানে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ]	৪৮।৮১০
সাধুর শ্রাদ্ধ [স্বধামগত পুণ্যাত্মা মহিমচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল মহাশয় ; ২৮।৬।৩৯]	৪৮।৮১০
শ্রীশ্রীমহাজন বাণী	৪৯।৮১১
শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত ব্যাখ্যা [শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা ; ২।১১।৩৮]	৪৯।৮১২
পত্র-সংশোধন ও আত্ম-সংশোধন	৪৯।৮১৫
প্রাকৃত-সাহজিক ও শুদ্ধবৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত	৪৯।৮১৯
প্রাপ্ত-পাত্র	৪৯।৮২৪
শ্রীরামানুজাচার্য্যের উপদেশাবলী	৪৯।৮২৬
বর্ষশেষে নিবেদন	৫০।৮২৭
শ্রীশ্রীআচার্য্যকথা-প্রসঙ্গ	৫০।৮৩০

সপ্তদশবর্ষ 'গৌড়ীয়ে'র চিত্রসূচী

চিত্র	সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ	১।২
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ	৪। ক্রোড়পত্র
শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ	ঐ
শ্রীল প্রভুপাদ	ঐ
শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ	ক্রোড়পত্র, ৫।৬১
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	৬-৭, ক্রোড়পত্র, ২
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ	৬-৭।৬
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নাবস্থার চিত্রাবলী	৬-৭।৬-৭
শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু	৬-৭।৬
শ্রীল প্রভুপাদ	৬-৭।৬
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন-ভবন—ভক্তিকুটী	৬-৭।৭
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি-মন্দির	৬-৭।২৬
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির	৬-৭।২৭
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ শ্রীবিগ্রহ	৬-৭,২৮
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ	৬-৭।৪০
শ্রীল প্রভুপাদ	৬-৭।৪১
গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ	৬-৭।৪৩
শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু	১৪।২৬৮
রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠে শ্রীঅন্নকূট মহোৎসবের দৃশ্য	১৬।৩০০
শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু	১৬।৩০৩
প্রয়াগে শ্রীশ্রীবিন্দুমাধব বা শ্রীশ্রীবেণীমাধব শ্রীবিগ্রহ	১৭।৩১৪
শ্রীবেণীমাধব শ্রীমন্দিরের দ্বার	১৭।৩১৫
শ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্নাবস্থার চিত্রাবলী	১৮-১৯ ক্রোড়পত্র
শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-পীঠ	ঐ
শ্রীল প্রভুপাদ	১৮-১৯।৩২১
শুকরতলে শ্রীল প্রভুপাদ	১৮-১৯।৩২২
চাতুর্মাস্যকালে শ্রীল প্রভুপাদ	১৮-১৯।৩২৩
চাতুর্মাস্যকালে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ	১৮-১৯।৩২৩
শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু	১৮-১৯।৩২৪
শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল আচার্য্যদেব ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক	১৮-১৯।৩২৫
শ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন চিত্র	১৮-১৯।৩ ৭-৩২৯
ঢাকায় জন্মাষ্টমী-শ্লোক ব্যাখ্যাকালে শ্রীল প্রভুপাদ	১৮-১৯।৩৩১

চিত্র সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও বঙ্গের ছয়পুরুষ যাবৎ সভ্যগণের স্থান-তল প্রদর্শন ১৮।১৯।৩৩৩

ঢাকাবাসী সজ্জনমণ্ডলী-কর্তৃক অভিনন্দিত প্রভুপাদ ১৮-১৯।৩৩৪

মাদ্রাজে শ্রীল প্রভুপাদ ১৮-১৯।৩৩৫

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপীঠ ১৮-১৯।৩৩৬

সন্ন্যাসে শ্রীল প্রভুপাদ ১৮-১৯।৩৩৭

ব্রহ্মচারী অবস্থায় শ্রীল প্রভুপাদ ১৮-১৯।৩৩৮

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদ ১৮-১৯।৩৪০

গুরুত্যক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী কোনও ব্যক্তির নিকট শ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্ত-লিখিত পত্রের ব্লক ১৮-১৯।৩৪১-৪২

শ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্তলিখিত পত্রে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ছয়টি আদেশ ও তাঁহার মনোভীষ্ট পরিপূরণের বাণী ১৮-১৯।৩৪৩-৪৪

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্তলিখিতা ও শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুর কীর্তিতা বিপ্রলম্ভময়ী গীতির ব্লক ১৮-১৯।৩৪৫

প্রয়াগের বলাঘাটের ঘাট ২৩।৪০৬

শ্রীল আচার্যদেব ২৪।৪৩২

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ২০-২৮।৪৫০

পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-গৃহ ২১-২৮।৪৬০

শিক্ষারত শ্রীল প্রভুপাদ ২১-২৮।৪৬১

বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ ২১-২৮।৪৬২

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু ২১-২৮।৪৬২

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ২১-২৮।৪৬২

শ্রীল প্রভুপাদ ২১-২৮।৪৬৩

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু ২১-২৮।৪৬৩

ব্রহ্মচারি-লীলায় শ্রীল প্রভুপাদ ২১-২৮।৪৬৪

ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুবেশে শ্রীল প্রভুপাদ ২১-২৮।৪৬৪

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীহস্তাক্ষর ২১-২৮।৪৬৪

শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের বৈশিষ্ট্য ২১-২৮।৪৬৫

দুঃসঙ্কেত্রে একাকিন্ মঠে গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ-পরিদর্শন-রত ২১-২৮।৪৬৯

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ২১।৪৯১

বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ ২১।৪৯১

পুরীধামে শ্রীশ্রীল মধুসূদন-সমাধি ২১।৪৯২

বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের সমাধি ২১।৪৯৯

চিত্র সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক

শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীধামমায়াপুর ৩০-৩১।৫১২

শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ৩০-৩১।৫১৩

ভক্তরাজ শ্রীধর ও শ্রীগৌরহরি ৩০-৩১।৫১৪

শ্রীমুরারিগুপ্তের উপাস্য—শ্রীশ্রীরামসীতার মন্দির ৩০-৩১।৫১৫

বিদ্যানগরে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের স্থান ৩০-৩১।৫১৬

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদ্মপত্র-তাড়ন-লীলা ৩০-৩১।৫১৬

শ্রীগৌরসুন্দর ৩০-৩১।৫১৭

শ্রীগৌরজন্মস্থলীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির ৩০-৩১।৫১৮

পরিক্রমাকারিগণ নদীয়ার পূর্বতীর হইতে পশ্চিম তীরে যাইতেছেন ৩০-৩১।৫১৮

কাশীধামে শ্রীসনাতন-শিক্ষাস্থলী ৩০-৩১।৫১৯

শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত মন্দারগিরি ৩০-৩১।৫১৯

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ৩০-৩১।৫১৯

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠসমূহ ৩০-৩১।৫২০

শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত সত্যবাদী গ্রাম ৩০-৩১।৫২১

গম্ভীরা ৩০-৩১।৫২১

শ্রীপরমানন্দ পুরীর কূপ ৩০-৩১।৫২১

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ৩০-৩১।৫২২

সিদ্ধবকুল ৩০-৩১।৫২২

আলালনাথের শ্রীমন্দির ৩০-৩১।৫২৩

শ্রীনরেন্দ্রসরোবর ৩০-৩১।৫২৩

শ্রীগুণ্ডিচা বা সুন্দরাচল ৩০-৩১।৫২৪

কণারকে সূর্যমন্দির ৩০-৩১।৫২৪

বিন্দুসরোবরের তীরে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের শ্রীমন্দির ৩০-৩১।৫২৫

শ্রীভুবনেশ্বরের শ্রীমন্দির ৩০-৩১।৫২৫

গোরোক্ষেত্র ... ৩০-৩১।৫২৬

দাক্ষিণাত্যে শ্রীগৌরপদাঙ্কিত শ্রীমন্দির ৩০-৩১।৫২৬

শ্রীরূপশিক্ষা ৩০-৩১।৫২৭

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৩০-৩১।৫২৮

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু ৩০-৩১।৫২৮

শ্রীল প্রভুপাদ ৩০-৩১।৫২৮

শ্রীল আচার্যদেব ৩০-৩১।৫২৮

খানমাহীতে শ্রীশার্ঙ্গমুরারির শ্রীপাট ৩০-৩১।৬১৬

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৪৫।৭৪৭

চাতুর্মাস্যকালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৪৫।৭৫৬

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি-মন্দির ৪৫।৭৬২

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-সপ্তদশবর্ষের উপোদ্ঘাত

শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সমাজ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

আমরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে, এই সমাজের দ্বারা জনসমাজের বিশেষ উপকার হইবে। ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন যে, "যে যা মানে, যে না মানে সব তাঁর দাস।" শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ, তাহা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রেই স্বীকার করেন। জীবমাত্রেই কৃষ্ণদাস। তন্মধ্যে কতকগুলি লোক অপরাধ-পীড়িত হইয়া কৃষ্ণদাস্য স্বীকার করেন না। তাঁহারা অবশ্য এই গৌরাঙ্গসমাজকে উপেক্ষা করিবেন। সমাজও সুতরাং তাঁহাদিগকে উপেক্ষা না করিয়া আর কি করিবেন? যে সকল লোক শ্রীগৌরাঙ্গকে মানেন, তাঁহারা সকলেই একমনে এই সমাজে যোগ দিবেন ইহাতে সন্দেহ কি? গৌরাঙ্গপ্রভুতে বিশ্বাস করাও তিন প্রকার। কতকগুলি লোক তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন। কতকগুলি লোক তাঁহাকে সর্ব্বোত্তম ভক্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। কতকগুলি লোক তাঁহাকে উত্তম লোকদিগের মধ্যে একজন বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিনপ্রকার লোকই গৌরাঙ্গের প্রতি আদর করেন, অতএব তাঁহারা সকলেই গৌরাঙ্গসমাজে ভুক্ত হইতে পারেন। যাঁহারা গৌরাঙ্গকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলিয়া ভজন করেন, তাঁহারা গৌরাঙ্গের একান্ত ভক্ত। তাঁহারা গৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গগণ ভুক্ত। ইহাদের মধ্যেও প্রকার-ভেদ আছে; কেননা কেহ কেহ গৌরাঙ্গকে ঈশ্বর জানিয়াও তাঁহাকে ভজনের বিষয় বলিয়া মনে করেন না। তথাপি সকলেই তাঁহার প্রতি প্রেম প্রদর্শন করেন—ইহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভক্তোত্তম বলিয়া জানেন, তাঁহারাও অন্য সম্প্রদায়ের উপাসক হইলেও, গৌরপ্রেমপ্রচারে সময়ে সময়ে প্রবৃত্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। গৌরাঙ্গ-সমাজের উন্নতিসাধনে তাঁহারা কখনই পরাঙ্মুখ হইতে পারিবেন না। যাঁহারা গৌরাঙ্গকে সাধারণ ভক্ত ও স্বদেশীয় সমাজ-সংস্কারক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাও এই সমাজের অঙ্গবিশেষ। এই শেষোক্ত দুইশ্রেণীর ব্যক্তিগণকে এই সমাজে লইলে গৌরাঙ্গসমাজ জগতে কোন সাময়িক উপকার সাধনে কখনই পরাঙ্মুখ হইতে পারিবেন না। গৌরাঙ্গসমাজে তাঁহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। অতএব ইহাই স্থির হইয়াছে যে, যে সকল মহাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গকে আদর্শ বলিয়া মানেন, সেই সকলকে লইয়া গৌরাঙ্গসমাজ গঠিত হইবে। এখন একটি কথা বিবেচনা করিতে হইবে। এ প্রকার গৌরাঙ্গ-সমাজ গৌরাঙ্গের অভিপ্রেত কিনা? আমরা ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিতেছি যে, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকটলীলার সময়েই তিনি এরূপ সমাজের ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন। পাঠকবর্গ! আপনাদের কি মনে পড়ে যে, বারাণসীধামে শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দেশে একটি বিরাট্ সভা হইয়াছিল? যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সেই সভার সংঘটন করেন, তিনিও একজন পার্ষদ ভক্তবিশেষ। কাশীর সমস্ত শাঙ্কর সন্ন্যাসী ও পরমহংসদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি বিশেষ অনুনয়পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সেই সভায় লইয়া যান। শাঙ্কর সন্ন্যাসিগণ প্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সকলের প্রতি কৃপা করিবার মানসে সেই সমাজটি স্বীকার করত নিজের কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। সেই ঐশ্বর্য্যদর্শনে চমৎকৃত হইয়া সন্ন্যাসিগণ নিজ নিজ আসন হইতে উঠিয়া আমাদের জগন্নাথকে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছিলেন। সেই বিরাট্ সভায় প্রভু শুদ্ধ স্বভক্তি প্রচার করিয়া সকলের পূজিত হন। সন্ন্যাসিগণ গলদশ্রু হইয়া প্রভুর চরণাশ্রয় করিলেন। সেই সভায় সর্ব্বপ্রকার লোকের আগমন হইয়াছিল। পরমহংস সন্ন্যাসিগণ, কর্ম্মাশ্রয়ী ব্রাহ্মণনিচয়, বহু বহু বিদ্বান্ লোক, সকল সম্প্রদায়ের ভক্তগণ এবং পরম শুদ্ধভক্ত শ্রীসনাতন গোস্বামী, চন্দ্রশেখর, তপনমিশ্র ও পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া সকলেই সেই সভার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। যথা শ্রীচরিতামৃতে,—

আর দিন গেলা প্রভু সে বিপ্রভবনে।
দেখিলেন বসিয়াছেন সন্ন্যাসীর গণে॥
বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ।
মহাতেজোময় বপুঃ কোটিসূর্য্য-ভাস॥
প্রভাবে আকর্ষিলা সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিলা সন্ন্যাসী সব, ছাড়িয়া আসন॥

আপনে প্রকাশানন্দের হাতেতে ধরিয়া।
সভাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া।
প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি' সন্ন্যাসীর গণ।
চিত্ত ফিরি' গেল, করে মধুর বচন॥
যে কিছু কহিলা তুমি, সর্ব্বসত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায়, যার ভাগ্যোদয়॥

এই আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া আমরা নিশ্চয়ই বুঝিতেছি যে, প্রভুর ইচ্ছামতে সেই আদি গৌরাঙ্গসমাজ মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভে বর্ত্তমান ছিল। যদি প্রভুর কৃপা হয়, তবে বর্ত্তমান গৌরাঙ্গসমাজেও সেইরূপ ফল হইবে। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে মানেন, তাঁহারা তদীয় আচারাদি অনুশীলন করিতে করিতে অবিলম্বে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব হইবেন। আবার যাঁহারা একেবারে গৌরাঙ্গ মানেন না, তাঁহারাও সভায় উপস্থিত হইলে গৌরাঙ্গবিষয়ক মিষ্টকথা শুনিতে শুনিতে নম্র হইয়া পড়িবেন। শুধু তাহা নয়, অল্প কিছু-দিনের মধ্যে ভক্ত-সম্প্রদায়-মধ্যে শ্রদ্ধাসহকারে বিশুদ্ধ গৌরভক্ত হইবেন। কবিরাজ গোস্বামী এ কথাটি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যথা :—

যেবা নাহি জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত॥

শাস্ত্রমতে বৈষ্ণব তিনপ্রকার, অর্থাৎ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। এই তিনপ্রকার বৈষ্ণবের মধ্যে সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব সামাজিক নহেন। তথাপি তিনি কৃপা করিয়া গৌরাঙ্গ-সমাজে থাকিলে সমাজের বড়ই হিত হয়। তাঁহার ভাব এই যে, তিনি সর্ব্বভূতে ভগবৎসম্বন্ধ দেখিয়া আর আত্ম-পর ভেদ করেন না। সর্ব্বভূতকে ভগবত্তত্ত্বে অধিষ্ঠিত দেখিয়া শত্রু, মিত্র, বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব ভেদ বিচার হইতে রহিত হন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব। পূর্ব্বোক্ত ভাবসকল তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে থাকিলেও তিনি ভক্তসোষ্ঠিপ্রিয় এবং ভক্তিপ্রচার-অনুরক্ত; যথা শ্রীসনাতন গোস্বামিবাক্য;—

আপনার-কার্য্য প্রভুর নাম-প্রচার।
সে নিজ-কার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বার॥
অতএব তুমি লহ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
সবার আগে কর' নামের মহিমা কথন॥
আপনে আচরে' কেহ, না করে' প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
আচার-প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥

মধ্যম বৈষ্ণবগণ উত্তম বৈষ্ণবের অনুগত এবং কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের উপকারক। সুতরাং উত্তম ভক্ত ও মধ্যম ভক্তগণ গৌরাঙ্গ-সমাজের ভজন-বিভাগের যোগ্য। ইহাঁরা কার্য্যবিভাগে সময়ে সময়ে থাকিলেও কার্য্যতঃ কনিষ্ঠ-বৈষ্ণবগণের ন্যায় কার্য্যক্ষম হন না। তথাপি তাঁহারা কনিষ্ঠবৈষ্ণবের সদাদরণে সকলকার্য্যই করেন, ভজন-বিভাগের বৈষ্ণবগণ গৌরাঙ্গ-সমাজের সভাশ্রেষ্ঠীভূক্ত হইয়া প্রায় নির্জ্জনভজন ও ইষ্টগোষ্ঠীতে আনন্দ লাভ করেন। ইষ্টগোষ্ঠী দুইপ্রকার, আচার ও প্রচার। আচারপালনে তিনি শ্রীভাগবতাদি পাঠ ও শ্রবণ এবং হরিনামকীর্ত্তনে রত। প্রচারসময়ে ভগবত্তত্ত্ব, জীব ও জগতত্ত্ব ও নামমহিমা অধিকারিভেদে প্রদান করেন।

যেমত সাধারণ গৌরাঙ্গ-সমাজ বারাণসীতে প্রকটলীলায় সংস্থাপিত, সেইরূপ ইষ্টগোষ্ঠী পদ্ধতিও সেইকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বপূর্ব্ব বৈষ্ণবগণও কোন-প্রকার ইষ্টগোষ্ঠী করিতেন। প্রভুর সময় ঐরূপ ইষ্টগোষ্ঠীকেও গৌরাঙ্গসমাজ বা বৈষ্ণবসমাজ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রভু নিজবকুলে সমস্ত পার্ষদবর্গকে লইয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন এবং সেই সময় শ্রীরূপকে কহিলেন—

প্রভু কহে,—রূপ, কেনে কি সঙ্কোচ লাজে।
গ্রন্থের কথা শুনাইবে বৈষ্ণবসমাজে॥

শুদ্ধভক্তসঙ্গ ব্যতীত ইষ্টগোষ্ঠী হয় না। 'ইষ্ট'শব্দে—অভিলষিত বিষয়; 'গোষ্ঠী' শব্দে—সভা। এই দুইশব্দ মিলিত হইয়া শুদ্ধভক্তিপরায়ণ সাধুদিগের সভাকে ইষ্টগোষ্ঠী বলিয়া নামকরণ করা হয়। শুদ্ধভক্ত জগতে অতিশয় বিরল। অতএব তাঁহাদের মিলনরূপ ইষ্টগোষ্ঠীতে দুইচারিজন ব্যতীত একস্থানে অধিক পাওয়া যায় না। তিনজন বৈষ্ণবেও ইষ্টগোষ্ঠী হইতে পারে, তাহাও শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে—

প্রভু আসি' প্রতিদিন মিলে দুই জনে
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহে কতক্ষণে॥

দুইজনে মিলিত হইয়া যে গোষ্ঠী হয়, তাহাকে কৃষ্ণকথা

গোষ্ঠ—বলে, যথা শ্রীচরিতামৃতে ;—

দুইজন বসি-কৃষ্ণকথা' গোষ্ঠী তৈলা।
পণ্ডিতেরে সমাজন দুঃখ নিবেদিলা ॥

তাৎপর্য্য এই যে, যে-স্থলে সর্ব্বপ্রকার লোকের সমাগম, সে স্থলে গৌরাঙ্গের সামাজিক সভা হয়। যে স্থলে কেবল ভক্তগণের সমাগম, সেস্থলে বৈষ্ণবসমাজ বা বৈষ্ণবদিগের ইষ্টগোষ্ঠী। যে স্থলে দুইজন ভক্তভক্তের মিলন, সেস্থলে কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী। যে স্থলে একজন ভক্তভক্তের অবস্থান, সেস্থলে কেবলমাত্র নামাদির নির্জ্জনভজন। এই সমস্তই শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজের অন্তর্গত। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ বিশ্বব্যাপী বৈষ্ণবধর্ম্মের ক্রিয়া-বিকাশ।

এই গৌরাঙ্গসমাজ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেরণায় এই কলিকাতা মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। এখন এই সমাজের সংরক্ষণ ও উন্নতি যাহাতে হয়, তাহা সকল সজ্জন ব্যক্তির করা উচিত। স্বার্থপরতা, প্রতিষ্ঠাশা ও কপটতা হইতে বিশেষ সতর্ক না হইলে এই সমাজ স্থির থাকিবে না। এই বঙ্গভূমিতে যে-সকল বৃহদ্-ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়, সে সকলই অল্পদিনের মধ্যে উক্ত তিনটি দোষে দূষিত হইয়া নষ্ট হইয়া পড়ে। এই সমাজের নেতা মহোদয়দিগকে আমরা করযোড়ে নিবেদন করি, যেন তাঁহারা আমাদের এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখেন। উক্ত তিনটি দোষ হইতে মুক্ত থাকিয়া সঙ্ঘবদ্ধের প্রাচীন বিধিগুলি পালন করিতে পারিলে এ সমাজের ততই উন্নতি সাধন হইবে। একতাই সমাজের জীবন। নূতন মত বা মতভেদের দ্বারা একতা নষ্ট হইলে সমাজেরও জীবন নষ্ট হইবে। আমরা গৌরাঙ্গ-কীর্ত্তন করিব, কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত ও অনুষ্ঠানের প্রতি কখনই অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষ করিব না। পূজ্যপাদ হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন ;—

"শুন বাপ, সবারই একই ঈশ্বর।
নামমাত্র-ভেদ করে হিন্দুতে-যবনে॥
পরমার্থ এক কহে কোরাণে-পুরাণে।
এক তত্ত্ব নিত্যবস্তু অখণ্ড অদ্বয়॥
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়ে।
সে প্রভুর নামগুণসকল জগতে।
বলেন সকলে মাত্র নিজশাস্ত্রমতে॥
যে ঈশ্বর সে পুনঃ সবার ভাব লয়।
হিংসা করিলে সে তাঁহার হিংসা হয়॥
খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ-প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের সভ্য মহোদয়গণ এই ভাবে কার্য্য করিলে অবশ্যই সভার উন্নতি সাধন হইবে।

কএকটি প্রাচীন বিধি পালন করা আবশ্যক। গৌরাঙ্গ-সভার সাধারণ অধিবেশনে পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ও নাম-সংকীর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু রসকীর্ত্তন বা রসব্যাখ্যা করিতে গেলে অপরাধ হইবে। রস-ব্যাখ্যা বা রস-কীর্ত্তন কেবল ইষ্টগোষ্ঠীতে হইতে পারিবে। এ বিষয়ের একটি বিধি হওয়া আবশ্যক। শ্রীমহাপ্রভুর চরিত্রে এই বিধিটি লক্ষিত হয়—

দিনে নৃত্যকীর্ত্তন, ঈশ্বর-দরশন।
রাত্রে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন॥

ইহার তাৎপর্য্য এই, সাধারণের সঙ্গে রসালাপে সুখ হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত রসভঙ্গ হয়। ইষ্টগোষ্ঠীতে সেরূপ রসভঙ্গ হয় না। নামকীর্ত্তন-স্থলে কীর্ত্তনের মর্য্যাদা রক্ষা করা আবশ্যক। তদ্বিষয়েও একটি কার্য্য নির্দ্ধারিত করা চাই। সভ্যগণ স্বয়ং কীর্ত্তন করিলে কীর্ত্তনের অধিক ফল হয়। অর্থ দিয়া কীর্ত্তন-শ্রবণে কোন অংশে অপরাধ এবং কোন অংশে নিষ্ফলতা উপস্থিত হয়।

গৌরাঙ্গ-সভার প্রচারকার্য্য-সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিহত জীবের প্রতি অপার কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক যে-সকল উপদেশ প্রচার করিয়াছেন, গৌরাঙ্গসভার প্রচারকেরা সেই সকল উপদেশ অনুসারে বক্তৃতা করিবেন এবং অন্য জীবকে শিক্ষা দিবেন। প্রচার-কার্য্যটির ভারভজন-বিভাগের সভ্যগণের প্রতি অর্পণ করিলে ভাল হয়। কেবল বাগ্মিতা থাকিলেই গৌরশিক্ষা-প্রচারক হইতে পারে না। অন্যন্যূন কুড়বিঘা কতকগুলি মহাত্মা যদি ভজনবিভাগের ইষ্টগোষ্ঠীতে বসিয়া সরলভাবে গৌর-শিক্ষা আলোচনা করেন, তবে অতি শীঘ্রই প্রচারকের কার্য্যে পটু হইবেন। যাঁহাদের নাম-নামীতে অভেদজ্ঞান নাই এবং সেই অভেদতত্ত্বকে পরব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া বিশ্বাস নাই, তাঁহারা গৌরাঙ্গসভার প্রচারক হইলে হিতে বিপরীত

হইয়া উঠিবে। একখাটি বড়ই গুরুতর। গুরুগিরি যে কি বস্তু, তাহার জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহারা নিরপরাধে নাম-রস সেবন করেন, তাঁহারাই প্রচারকের যোগ্য। প্রচারক-দিগের নামাপরাধগুলি ভালরূপে জানা আবশ্যক। তাহা জানিতে পারিলে তাঁহারা উপযুক্ত নাম-প্রচারক হইবেন। নামপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিতে হইবে, নতুবা প্রচারকগণ নিজেরাও নামাপরাধী হইয়া পড়িবেন।

ইষ্টগোষ্ঠী-সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব

(শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ)

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

কাল—২৪শে জুলাই, ১৯৩৮, অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা।

আমাদের সম্প্রদায়টি সাক্ষাৎ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর সেবক-সঙ্ঘ। সেই বাণীর মধ্যেই আমরা শ্রীস্বরূপ-রূপ ও তদনুগ গুরুবর্গকে পাই। তাঁহাদের নিত্যদেহের উপলব্ধিই আমাদের ভজন, সাধন যাহা কিছু—সবা-সর্ব্বস্ব। শুদ্ধ বৈষ্ণবের সেবার নামই সম্প্রদায়; তাহা ছাড়া সৎসম্প্রদায়ের অন্য কোন উদ্দেশ্য বা কৃত্য থাকিতে পারে না।

মনোধর্ম্মোত্থ তথাকথিত ভারতীয় জ্ঞান-স্পৃষ্ট মতের সহিত শুদ্ধচেতন সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের এই পার্থক্য যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ স্বীকার করেন; তাহাই তাঁহাদের আরাধ্য বিষয়। তাঁহারা ব্রহ্ম, পরমাত্মপ্রতীতিকে ভগবৎপ্রতীতির সহিত এক অধিরূঢ়ে অবস্থিত দর্শন করিলেও ভগবজ্জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আংশিক প্রতীতিকে তাঁহারা পরিপূর্ণ বা সম্যক্ বস্তুদর্শন বলেন না।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

(ভাঃ ১।২।১১)

এই ভাগবতীয় শ্লোকই তাঁহাদের অনুসরণীয়।

পরতত্ত্বের বিলাসের বস্তুর নামই—বৈষ্ণব। যেখানে সেই বৈষ্ণবের আনুগত্য নাই, সেবা নাই, সেখানে কৃষ্ণও নাই। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের বিলাসবিবর্ত্তদর্শনে ব্রহ্ম বা পরমাত্ম-প্রতীতি পর্য্যন্তই লক্ষীভূত বিষয় হয়; বিলাসযুক্ত বৈষ্ণব-দর্শনেই পূর্ণ ভগবত্তা, ভগবজ্জ্ঞান বা অধোক্ষজ সেবার বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত।

প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণের বিলাসের দিকে উন্মুখ করার নামই বৈষ্ণবতা। শ্রীগুরুদেবের কার্য্যই হইতেছে—বৈষ্ণবকে দিয়া কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বিধান। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগতো নিজেরা সেবোন্মুখ হইয়া অন্যকে সেবায় উন্মুখ করাই একমাত্র কৃত্য। তাহাতেই সম্যক্ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বিদ্যমান।

কনিষ্ঠাধিকারী কৃষ্ণের বিলাসের তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, মধ্যমাধিকারী তাহা বুঝিয়া বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত হইয়া অধিকারে—

"যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লৈয়া আদর করিব যবে"

—এই মহাজনবাক্যের বিচার উদিত হয়। তিনি কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি ও উত্তমে শুশ্রূষার বিচার উপলব্ধি করিতে পারেন। কনিষ্ঠাধিকারী জগতের বিশেষ কিছু উপকার করিতে পারেন না। মধ্যম অধিকারীই প্রকৃত পরোপকার করিতে পারেন। উত্তম বা উত্তম অধিকারী সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে পরোপকার করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের সেবা-বিচারটি যাঁহার যত অধিক পরিমাণে উদিত হইয়াছে, তিনি তত অধিক বৈষ্ণবতা লাভ করিতে পারেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবসেবকাভিমানেই গুরুত্ব সংপ্রতিষ্ঠিত। [ক্রমশঃ]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল-ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পাক্ষিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৮ই শ্রাবণ ; {

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

জীবের ক্লেশ দেখিলে বৈষ্ণবের হৃদয় কৃপায় আর্দ্র হয়, তাঁহার বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বা ভগবদ্ভক্তি-বিদ্বেষ দেখিলে সে জীবের প্রতি কঠিন হইয়া তাহাকে উপেক্ষা করেন।

সংসার যতক্ষণ ভজনানুকূল থাকে, ততক্ষণ তিনি স্বীয় স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির প্রতি অত্যন্ত কোমল-হৃদয় হন। সংসার যখন ভজনের প্রতিকূল হইয়া পড়ে, তখন তিনি কঠিন-হৃদয় হইয়া স্ত্রী-পুত্রের ক্রন্দনের মধ্য হইতে চিরজীবনের জন্য বিদায় লইয়া থাকেন।

সদ্ধর্ম্ম দেখিলে মৈত্রী-সহকারে তাঁহার হৃদয় কোমল হয়। সদ্ধর্ম্ম-বিরোধ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বজ্রসম কঠিন হইয়া পড়ে। এই আশ্চর্য্য স্বভাব যে পুরুষে লক্ষিত হয়, তিনি মহানুভব বৈষ্ণব।

—(শ্রীসজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা)

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ-ব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃসাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন না। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-আচার হয় না। অসৎ দুইপ্রকার অর্থাৎ স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন।

—(শ্রীসজ্জনতোষণী ৫ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা)

বৈষ্ণবই অপরকে বিষ্ণু-পূজার অধিকার দিতে সমর্থ। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কোনকালেই বিষ্ণুমন্ত্র প্রদান করিতে পারেন না। গুরু-বৈষ্ণবের অপূজক বা নিন্দাকারী ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্র লাভ করিতে পারে না। বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে জীবের কোন মঙ্গল উদিত হয় না।

—(ভাগবত ও বৈষ্ণব ১৮৬ পৃঃ)

বর্ষারম্ভে

[আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরমহংসকুলচূড়ামণি গোস্বামী প্রভু-লিখিত]

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা মহাবদান্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় ও তাঁহার নিজজন শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় "গৌড়ীয়" প্রতি সপ্তাহে গৌরবিহিত হরি-কীর্ত্তন করিতে করিতে ষোড়শবর্ষ পূর্ণ করিয়া আজ সপ্তদশবর্ষে পদার্পণ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ না জানি কোন্ শুভক্ষণে বর্ত্তমানকাল হইতে ষোড়শবৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবর্ষ-বৈষ্ণব-রাজ-সভায় এই শুভকল্পনাবীজের সহিত "গৌড়ীয়-মঠ" ও এই সহর মুখপত্রের নাম "গৌড়ীয়" আবিষ্কার করিয়া তাঁহার ভক্তিবিনোদ অনুসন্ধিৎসা দ্বারা বিতরণের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

"গৌড়ীয়"র বাণিজ্য সাক্ষাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামি-প্রভু। শ্রীল স্বরূপ-দামোদর শ্রীচৈতন্যবাণীবিগ্রহ ভক্তিবিনোদ দ্বারা জগতে বিতরণ করিবার জন্য গৌড়ীয়গণের নিত্য অধিনায়কত্ব করিতেছেন। শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুই গৌড়ীয়-গণের প্রাণনাথ জিন ঠাকুরের সেবাবৃত অপার ও অহৈতুকী করুণার বশবর্ত্তী হইয়া জগতে নিত্য দান করিতেছেন। শ্রীস্বরূপের শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত বিরূপাচরণে গৌড়ীয়ানাথের কৈঙ্কর্য্য প্রাপ্তি ঘটে না, অপরাধ-নিধি ভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর অকপট সেবায় জীবের রুচি হইতে পারে না।

গৌড়ীয়ানাথের নির্হেতুক কৈঙ্কর্য্যে অকপট লোভ উদিত না হইলে জীব অগৌড়ীয় থাকিয়া শ্রীরূপবিরোধী কুরূপকে বহুমানন করে। তাহাতেই মায়াদর্শন এবং তাহা হইতে ভয়ের উদয় হয়। "দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি"—এই শ্রুতিবাক্য ও "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ"—এই ভাগবতীয় বাক্য সম্বন্ধে এই কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বরূপের আশ্রয় ছাড়িয়া বিরূপের কবলে কবলিত হইলেই 'জীবসদ্গতি' শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর পাদপদ্মাশ্রয় হইতে জীবের বিচ্যুতি ঘটে—অচ্যুতগোত্র হইতে চ্যুত হইতে হয়।

'স্বরূপভ্রম', 'অসত্কা', 'হৃদয়-দৌর্ব্বল্য', ও 'অপরাধ'—এই অনর্থ-চতুষ্টয় হইতে উদ্ধার করিয়া বিশ্ববাসীকে শ্রীগৌরের বিমল সঙ্কীর্ত্তন-রাসে যোগ-দান করাইবার জন্য বৈকুণ্ঠনামের আবাহন করাই 'গৌড়ীয়ে'র উদ্দেশ্য। 'গৌড়ীয়' সাময়িক পাক্ষিক পত্র-ভাস্করকুলে গৌড়ীয় গগনে উদিত হইয়া ৫ বার শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবাময়ী মৌলিকতা ও বিশিষ্টতা সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। কলির অর্থাৎ তর্কপথের ক্রমবর্দ্ধমান অবস্থার অভিযানকালে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মানবজাতি ভোগ ও ত্যাগময় অতৃপ্তমনোবেগের যে-সকল বিচিত্র নবীন নবীন প্রাকৃত সভ্যতা ও অপমতবাদের স্তূপ গড়িয়া তুলিতেছে, 'গৌড়ীয়' পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যবৃন্দের মুখারবিন্দবিগলিত শ্রৌতবাণী-গঙ্গার প্লাবনে তাহা অনায়াসে ভাসাইয়া দিয়া তথায় শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর সিদ্ধান্ত-প্রবাহ আনয়ন করিতেছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যবর্য্যের কীর্ত্তন-লেখন-মুখে প্রচার-প্রণালী হইতে 'গৌড়ীয়ে'র কীর্ত্তনলেখন-প্রচারপ্রণালীর বিচিত্র বৈশিষ্ট্য এই যে, 'গৌড়ীয়' পূর্ব্বাচার্য্য-গণের শুদ্ধযশ-লব্ধ সংসিদ্ধান্তরাশির অবিমিশ্রত্ব সংরক্ষণ করিয়া নব নব ভাষাবিভূতিবৈভবে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর আরতি করায় গৌড়ীয়বৃন্দারকের অকৃত্রিম আনন্দ ও আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিয়াছেন।

কেহ মুখে স্বীকার করুন আর নাই করুন, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে নিরপেক্ষ নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তিমাত্রই এইজন্য "গৌড়ীয়ে"র নিকট অনন্তকাল ঋণী থাকিবেন। 'গৌড়ীয়' অপরাপর প্রকার তাৎপর্য্যরূপ মনোব্যাসঙ্গকে নিরস্ত করিয়া, অনর্থোপশমে নিত্য নূতন, অথচ চিরন্তনের ভাব ও ভাষার ক্রমিসঙ্গতে একমুখে ও বহুমুখে প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়া কলিহতজীবের অখিল কল্যাণের উৎস ও খনি আবিষ্কার করিয়াছেন, করিতেছেন এবং করিতে থাকিবেন। জগতে এমন দিন অবশ্যই আসিবে, যখন 'গৌড়ীয়ে'র এই মহা

বদান্যতার কথা—প্রকৃত বিশ্বকল্যাণের কথা সর্বত্র সাধারণের দ্বারে উপনীত হইয়া বিশ্ববাসীকে 'গৌড়ীয়ে'র, গৌড়ীয়ের মালিক গৌড়ীশ্বর-সহ গৌড়ীয়া-নামের শ্রীচরণ-নখশোভায় আকৃষ্ট ও সেবাসংরত করাইবে।

শ্রীস্বরূপরূপানুগ শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামিপ্রভু তৎকৃত শ্রীশচীসুতাষ্টকে "নিজয়ে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভু-বিমান্ হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরদবিরতা কীর্তয়ত যঃ"—এই স্তব রচনা করিয়া আপনাকে শ্রীস্বরূপরূপানুগ গৌড়ীয়-গণের অন্তরঙ্গরূপে ইঙ্গিত করিলেও তিনি নিত্যকালই গৌড়ীয়বর্য্য। শ্রীল সার্বভৌম-হরিদাসপ্রভুও তাঁহার স্বলিখিত পত্রে 'গৌড়ীয়'-চারকরূপে ও গৌড়ীয়স্বরূপ তাঁহার নিজজনের কথার সুগূঢ় ইঙ্গিত উপলব্ধি করাইতেছেন :—

"সর্বাধর-নিত্যবর　　শ্রীস্বরূপদামোদর
সর্বকাল গৌরকৃষ্ণ ভজে।
জগতের দেখি' ক্লেশ　　হইয়া বিষুক্ত বেশ
অহরহঃ কৃষ্ণনাম ভজে।
শ্রীগৌর-ইচ্ছায় দুই,　　মহিমা কি তব দুই,
অপ্রাকৃত পারিষদ-কথা।
প্রকট হইয়া সেবে,　　শ্রীগৌর-অভিন্নদেবে,
অপ্রকাশ্য কথা যথা তথা॥"

বুদ্ধিমান্ নিষ্কপট গৌড়ীয়সেবকগণ——'গৌড়ীয়পতি' শ্রীগৌরের প্রেষ্ঠজন ভজনশিক্ষাগুরুদেবের পরিচয় পাইয়া নিজ-ভজনে নিরন্তর 'গৌড়ীয়ে'র অনুশীলনমুখে গৌড়ীয়া-নামের—গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুরের কৃপায় গৌড়ীশ্বর শ্রীস্বরূপরূপের সেবা-পরিচর্য্যাকেই নিত্যসর্বস্ব জীবাতু জ্ঞান করিয়া নিরন্তর উৎকণ্ঠাযুক্ত থাকুন, ইহাই প্রার্থনা।

'গৌড়ীয়ে' ষোলবৎসর যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদ নিজের গৌড়ীশ্বরূপে শ্রীস্বরূপরূপের কথা স্বয়ং কীর্তন করিয়া এবং তাঁহার অনুকম্পিত ও শক্তিসঞ্চারিত সম্পাদকপ্রবরের বাণীতে ও জিহ্বায় অবতীর্ণ হইয়া তদ্দ্বারা কীর্তন করাইয়া সমগ্র মানবজাতির যে কি মহাকল্যাণ বিধান করিয়াছেন এবং সমগ্র মানবজাতিকে যে কি অমলোদয় দয়া বিতরণ করিতেছেন, তাহা ভাষা বর্ণন করিতে অক্ষম। শ্রীল প্রভু-পাদের অন্তরঙ্গ দামোদরানুগ নিষ্কপট সজ্জন-গুরু-গৌড়ীয়-ভক্তগণ সানন্দচিত্তে ও মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিবেন।

"গৌড়ীয়" ষোড়শবর্ষ ধরিয়া ষোড়শোপচারে শ্রীভক্তি-বিনোদসরস্বতী ও তাঁহার সেবক 'গৌড়ীয়া'র নামের কীর্তন করিয়া বিশ্বের অকৃত্রিম ও অসীমিত কল্যাণ বিধান করিয়াছেন—তাপাধার বিশ্ববাসীকে নিঃশ্রেয়সপথে পরিচালন করিয়াছেন। এই কৃষ্ণসঙ্কীর্তনযজ্ঞের যে কোন প্রকার সেবায় নিজেকে আহুতি দান করাই প্রত্যেক গৌড়ীয়সেবকের একমাত্র নিত্যধর্ম।

জগৎ হইতে গৌড়ীয়ের ভক্তিবিনোদ-বাণী-বিরোধী সমস্ত অসদ্বার্তা-বেত্তার রূপচ্ছটা কোন জীবকে আক্রমণ না করুক, গৌড়ীয়ের বাণীবন্যাই সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করুক, গৌড়ীয়ের কণ্ঠরোধের আসুরিক প্রচেষ্টাপ্রভৃতি বাহিরেক-ভাবে গৌড়ীয়কৈঙ্কর্য্যাভিলাষী সেবকগণের গৌড়ীয়ের অনুগমন ও অনুসরণ প্রবৃত্তিকে কোটিগুণে বর্ধন করুক, অথবা সেবোৎসাহ সকলকে শ্রীচৈতন্যের সেবায় চেতনময় রাখুক, শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতীধারা বিশ্ববাসীর হৃদয়ে অপ্রতিহত বেগে প্রবহমান থাকুক;—আজ বর্ষারম্ভে ইহাই শ্রীস্বরূপ-রূপ-ভক্তিবিনোদানুগ গৌড়ীয় ও 'গৌড়ীয়া'র নাথ তিন ঠাকুরের শ্রীচরণে গৌড়ীয়কৈঙ্কর্য্যাভিলাষী কৃপণ আমাদিগের সকাকু নিবেদন।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্তি আবির্ভাব-মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার যাবতীয় মঠে, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সান্নিধ্যে স্বয়ং উপস্থিতিতে কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠে মাসব্যাপী শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতী-কথামৃতবিতরণের বিরাট্ আয়োজন হইয়াছে। গৌড়ীয়ের সজ্জন গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠক এবং সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই স্বয়ংস্থান শুদ্ধসংকীর্তন-মহাযজ্ঞোৎসবে যোগদান করিয়া নিজেরা ধন্য হইয়া 'গৌড়ীয়'-কিঙ্করানুকিঙ্কর আমাদিগকে কৃতার্থিত করুন, গৌড়ীয়ের বর্ষারম্ভে ইহাই নম্র নিবেদন।

ভক্তিবিনোদ ও আচার-প্রচার

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

আচার ও প্রচার ভক্তিপথের নিত্যকৃত্য। নিজে আচরণ বা অনুশীলনের নাম আচার, আর যথা আচরণ-পূর্ব্বক তাহা অপরের নিকট কীর্ত্তনের নাম প্রচার। যাঁহারা এই আচার ও প্রচার যুগপৎ নিষ্কপটভাবে লোক-হিতার্থে প্রকাশ করেন, তাঁহারাই আচার্য্য। কেহ কেহ কেবল আচারের পক্ষপাতী, প্রচারের প্রতি উদাসীন, কখনও বা বিরোধী। কিন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আচার ও প্রচারের যুগপৎ অনুশীলনকারীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক ও লোকহিতকারক বলিয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-বাণীর আচারপূর্ব্বক প্রচারে তিনি যে অসাধারণ উৎসাহ ও প্রেরণা দান করিয়াছেন, তৎফলেই বর্ত্তমানযুগে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণু-পাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে, তাঁহারই মহত্তমে বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পাশ্চাত্যদেশে বেদবাণীপাত্রাদীত অপ্রাকৃত প্রেমধর্ম-প্রচারে কিরূপ পরম উৎসাহী ছিলেন, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বহু রচনা হইতে প্রমাণিত হয় :—

"ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীহরিদাসঠাকুরকে বর্ণন করিয়া পণ্ডিতবর শ্রীসনাতন গোস্বামী এই প্রকার করিয়াছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ;—

"আপনি আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার॥
আচার-প্রচার নামের তুমি দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্ব-গুরু তুমি জগতের আর্য্য॥"

সাধু পাঠক, শ্রীসনাতন গোস্বামীর উক্তিটি ভাল করিয়া বিচার করুন। রুচি অনুসারে ভক্তগণ তিন প্রকার, অর্থাৎ আচার-প্রধান ভক্ত, প্রচার-প্রধান ভক্ত ও আচার-প্রচারসম্পন্ন ভক্ত। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ বিচার করিলে আচার-প্রচারসম্পন্নই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেবল-আচার-প্রধান ভক্ত মধ্যম। কেবল-প্রচার-প্রধান ভক্ত কনিষ্ঠ। সাধু-দিগের বর্ণাশ্রমের নাম আচার। সেই বর্ণ জগতে অন্ত

জীবের নিকট প্রচার করার নাম প্রচার। আচার বা প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রথমে সাধুদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা করা আবশ্যক। শিক্ষা করতঃ কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্ব্বেই প্রচার-কার্য্য করিতে থাকেন। তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না। তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে,—

'উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি যঃ।
অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ।'

স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়। ইতিহাসে এবং নরগণের দৈনন্দিন চরিত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যাইতেছে। গৃহস্থ ভক্তগণ যে স্থলে আচার্য্য হইয়া সন্ন্যাসলিঙ্গ ও দণ্ডাদি প্রদান করেন, সে স্থলে সন্ন্যাসপ্রতীতার বিশেষ অমঙ্গল হয়, তাহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। যাঁহারা ভিক্ষাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্মের আচার শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাই ভিক্ষাশ্রমের প্রকৃত গুরু। গৃহস্থদিগের মধ্যে যাঁহারা নববিধ ভক্তি আচরণে পটু, তাঁহারাই ভক্তিকাণ্ডের আচার্য্যতা গ্রহণ করিবার যোগ্য। কোন কোন লোক স্বয়ং শুষ্কভক্তির আচরণ করেন না, বরং কপটতাদুষ্ট স্মার্ত্তসদৃশ আচার করিয়া থাকেন; তাঁহারা যে ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দেন, তাহা সর্ব্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। প্রচার করিতে হইলে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যক। কচিৎক্রমে যে সকল শুষ্ক সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মত্ত হইয়া প্রচার-কার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রচারকর্ত্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন। যথা, শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীহরিদাস-বাক্য;—

"অপকর্ত্তা হইতে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনকারী।
শত শুদ্ধাদ্বিজ কুল পুড়াপেতে পারি॥
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীর্ত্তন।
অন্যত্রাত্র শুনিয়া পায় বিমোচন॥"

অতএব আচার প্রচার-সম্পন্ন বৈষ্ণবদিগের চরণে আমাদের কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম।

* * *

শ্রীকলিপাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেব কলিপীড়িত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কলিযুগের উপযুক্ত ধর্ম্ম, যে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন তাহা সাঙ্গোপাঙ্গের সহিত-সহকারে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। ভারতবর্ষের কতিপয় মানবকে উদ্ধার করিবার জন্য যে তাঁহার অবতার, এমত নহে। কিন্তু জগতের সর্ব্বপ্রদেশে নিত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীবসকলকে উদ্ধার করাই তাঁহার প্রয়োজন ছিল। তিনি শ্রীমুখে নিম্নলিখিত কথাটি বলিয়াছেন,—

পৃথিবী পর্য্যন্ত, যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥

এই ভবিষ্যদ্বাক্য আজ যে সময়েই কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সে সমস্তই পরিপক্কাবস্থায় এক নাম-সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম হইয়া পড়িবে—ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মচেষ্টা যেরূপ জগতে প্রবলরূপে লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে, সমস্ত ধর্ম্মের নির্য্যাসরূপ কোন অদ্বিতীয় ধর্ম্ম অতি শীঘ্রই জগতে প্রচারিত হইবে। সে ধর্ম্ম কি? যে সকল ধর্ম্ম পাশ্চাত্য প্রদেশে ও অন্য খণ্ডে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে সকল ধর্ম্ম যে থাকিবে না, তাহার আর কথা কি? সংস্থাপিত ধর্ম্মসকলে কতকগুলি অযুক্ত বিশ্বাস বিশেষরূপে আবৃত হওয়ায় সেই সকল ধর্ম্ম পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ অযুক্ত বিশ্বাসসকল দূরীভূত হইলে সকল ধর্ম্মই একাকার হইবে। সেই একাকার অবস্থায় ধর্ম্মে কি কি বিষয় নিত্যরূপে থাকিবে, তাহা বিবেচনা করা যাউক। পরমেশ্বর এক বস্তু ও সর্ব্বদা চিন্ময়-স্বরূপ-প্রাপ্ত। তিনি সর্ব্ব-দোষহীন ও সর্ব্ব গুণের আকর। জীবসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্ময় বস্তু। জড়জগতে জীবের ঈশাধীন জীবনই নিত্যধর্ম্ম। পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ গুণগণের কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। ক্রমশঃ সংস্থাপিত ধর্ম্মসকলের দোষাংশ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায়-বিশেষের ভজনভেদ ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন সকলবর্ণ, সকলজাতি, সর্ব্বদেশের মনুষ্য একত্রিত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-সহকারে পরাবারাধ্য পরমেশ্বরের নাম-সঙ্কীর্ত্তন সহজেই করিতে থাকিবেন। তখন কেহ কাহাকে চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যভিমানে মুগ্ধ হইয়া জীবসমূহের সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না। তখন হরিদাস গোস্বামীর কলসী লইয়া শ্রীবাসের মুখে ঢালিতে থাকিবেন এবং

শ্রীবাস হরিদাসের চরণ-রেণু মস্তকে লইয়া 'হা চৈতন্য! হা নিত্যানন্দ!' বলিয়া সহজেই নৃত্য করিবেন।

এতদ্ভিন্ন অধিকন্তু শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্তন-রূপ পরম ধর্ম অচিরেই জগতে প্রচারিত হইবে। তাহার লক্ষণ সর্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। খ্রীষ্টানগণ খোল-করতাল লইয়া নামগান আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইউরোপ পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্য-দেবের খোলকরতাল অতি সত্বরেই ইংলণ্ডাদি দেশে লইয়া যাইতেছেন। ব্রাহ্মমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তমত্ব, নামের অপার মহিমা, বৈষ্ণব-কৃপার সকল উৎসবৃদ্ধি হইয়া থাকে—এরূপ সিদ্ধান্তের সহিত বক্তৃতার পর 'হাতারে দেখিলে নয়ন জুরে, তারে দুই ভাই এলেছে' এই সঙ্গীতে খোল-করতাল-সহকারে নৃত্য করিতেছেন। আবার যুক্তিকৌশলী খ্রীষ্টানগণ প্রকারান্তরে সঙ্কীর্তন স্থাপন করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া আমাদের মনে আশা হয় যে, প্রাক্তন শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা সর্বত্র প্রতিপালিত হইবার সময় আসিয়াছে। যদিও শ্রীকীর্তনাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে নির্মল হইয়া বৈষ্ণবেতর সম্প্রদায়ে প্রকাশ পায় নাই, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যৎ বাক্য কিছুদিনের মধ্যেই সত্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না। কেন না, কোন ঘটনাই একবারে বিলুপ্ত হয় না। প্রথমে সমরঙ্গণে প্রকাশ হইতে হইতে নির্মল হইয়া পড়ে। আহা! যে দিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুসিয়ায়, প্রুসিয়ায় ও আমেরিকার ভাগ্যবন্ত পুরুষগণ নিশান ডঙ্কা খোলকরতালাদি লইয়া মুহুর্মুহুঃ নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নামোল্লেখপূর্বক হরিনাম কীর্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সে দিন কবে হইবে? আহা যে দিন বিলাতীয় শ্বেতবর্ণপুরুষগণ একদিক্ হইতে 'জয় শ্রীশচীনন্দন কি জয়' এইরূপ ধ্বনি করতঃ প্রধাবিত হইয়া অপরদিকে অন্যদেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গনপূর্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সেদিন কবে হইবে! যে দিন তাঁহারা বলিবেন—হে আর্য্য ভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেম-সমুদ্রে চৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, সেদিন কবে হইবে? যেদিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণব প্রেমই সর্বজীবের একমাত্র ধর্ম হইবে ও সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম অনন্ত বৈষ্ণব-ধর্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সেদিন কবে হইবে?"

ভক্তিবিনোদ ও গীতা

ভক্তিবিনোদের চরিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চরমশ্লোকে সারূপে প্রকাশিত। শ্রীগীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও তাঁহার সার্বভৌমিক বিচার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগৎকে দান করিয়াছেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকা-সহ তাঁহার সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তাৎপর্য্য গীতার বিষদদান মতবাদসমূহকে নিরাস করিয়া ব্যাসের প্রকৃত হরিভক্তি সিদ্ধান্তকে প্রকাশ করিয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের গীতাভাষ্য ও গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রধানাচার্য্যদ্বয় চক্রবর্ত্তী ও বলদেবের গীতাভাষ্য প্রকাশ করিয়া জগৎকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গীতার তাৎপর্য্য এইরূপভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন—

"নিগম-শাস্ত্র—অত্যন্ত-বিপুল। তাহার কোন অংশে 'যজ্ঞ', কোন অংশে 'কর্ম্ম', কোন অংশে 'সাংখ্য-জ্ঞান' এবং কোন অংশে 'ভগবদ্ভক্তি' বিস্তীর্ণরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐসমস্ত ব্যবস্থার পরস্পর সম্বন্ধ কি এবং কখনই বা কোন্ ব্যবস্থা হইতে ব্যবস্থান্তর স্বীকার করা কর্ত্তব্য,—এরূপ ক্রমাধিকার-তত্ত্ব ঐ শাস্ত্রে কোন-কোন-স্থলে দৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ও সদ্বুদ্ধিমেধা-যুক্ত কলিজাত জীবগণের পক্ষে উক্ত বিপুলশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও বিচারপূর্বক অধিকার-ক্রমে কর্ত্তব্য নির্ণয় করা—অতীব কঠিন। অতএব ঐ সমস্ত ব্যবস্থার একটী সংক্ষিপ্ত ও সরল বৈজ্ঞানিক মীমাংসা—নিতান্ত-আবশ্যক। দ্বাপরান্ত-কাল-পর্য্যন্ত বীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণও বেদ-শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া, কেহ কর্ম্মকে, কেহ যোগকে

কেহ মায়িক-জ্ঞানকে, কেহ তর্ককে, কেহ বা অভেদ-ব্রহ্মবাদকে 'একমাত্র গ্রাহ্য মত' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে-ছিলেন। তদ্দ্বারা ভারত-ভূমিতে খণ্ডজ্ঞান-জনিত অসম্পূর্ণ মতসমূহ, পাকস্থলীস্থ অচরিত খাদ্যদ্রব্যের ন্যায় নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত করিয়াছিল। উক্ত উৎপাত কলির আগমনের প্রাক্‌কালে অত্যন্ত প্রবল হইলে, সত্য-প্রতিজ্ঞ পরম-কারুণিক ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র নিজ-সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগদ্ধিতায়ের একমাত্র উপাদেয়রূপ সর্ব্ববেদ-সারার্থ-মীমাংসা-রূপ শ্রীশ্রীভগবদ্গীতা শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন; সুতরাং গীতা-শাস্ত্র—সমস্ত উপনিষদ্‌গণের শিরোভূষণস্বরূপে দেদীপ্যমান। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা-সকলের পরস্পর সম্বন্ধ ও তাহাদের তরম-লক্ষ্যরূপ পরিচয়ই সর্ব্বজীবের নিত্যকর্ত্তব্যরূপে গীতা-শাস্ত্রে উপদিষ্ট। কোন কোন তর্ক-প্রিয় পণ্ডিত গীতা-শাস্ত্রকে 'অভেদ-ব্রহ্মবাদ-মতপোষক শাস্ত্র' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মত-প্রবর্ত্তক ভগবদ্দাসেদাসপালকাবতার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ভগবদ্গীতার যে ভাষ্য প্রস্তুত করেন, তাহাকেই লক্ষ্য (আদর্শ মূলভিত্তি) করিয়াই তাঁহারা উক্ত কুতর্কের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন।

যে সকল গ্রন্থে 'কর্ম্ম' বা 'জ্ঞান'কে চরম উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, ঐ-সকল গ্রন্থ—তত্তদ্ব্যবস্থার অধিকারী-দিগের পক্ষেই কল্যাণ-প্রদ। সেই সেই ব্যবস্থার নিষ্ঠা উৎপাদন করিবার জন্য সেই সেই ব্যবস্থাকে 'চরম ব্যবস্থা' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট না করিলে, তাহা ত্যাগ করিয়া ব্যবস্থান্তর-স্বীকার-স্থলে সেই ব্যবস্থার অধিকারীদিগের নিতান্ত অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা,—এরূপ বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম-শাস্ত্রে কর্ম্মকে ও জ্ঞানশাস্ত্রে জ্ঞানকে 'সর্ব্বোত্তম' বলা হইয়াছে। এই প্রকার কৌশল অবলম্বন করা কর্ত্তব্য কিনা, তাহা এস্থলে বিচার করা যাইতেছে না, কেবল উক্ত কৌশল যে বহুতত্ত্ব-শাস্ত্রে অবলম্বিত হইয়াছে, ইহাই বিজ্ঞাত হউক। যে-গ্রন্থে সাধনকালে কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রধানীভূতা ভক্তি এবং ফলকালে নিরুপাধিকপ্রীতি উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই গ্রন্থই সর্ব্বজীবের নিতান্ত শ্রেয়স্কর। উপনিষৎসমূহ, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা—সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধভক্তিশাস্ত্র। স্থল-বিশেষে আবশ্যকতা-মতে ঐ সকল শাস্ত্রে 'কর্ম্ম', 'জ্ঞান', 'মুক্তি', 'ব্রহ্মনাশ' ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ আলোচনা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু চরম-মীমাংসা-স্থলে শুদ্ধভক্তি ব্যতীত আর কিছুই উপদিষ্ট হয় নাই।

গীতা-শাস্ত্রের পাঠকবিগকে দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। একভাগের নাম—'স্থূলদর্শী, এবং অপর ভাগের নাম—'সূক্ষ্মদর্শী'। স্থূলদর্শী পাঠকগণ কেবল বাক্যার্থ লইয়াই 'সিদ্ধান্ত' করে; সূক্ষ্মদর্শী পাঠকগণ শাস্ত্রের তাত্ত্বিক অর্থ অনুসন্ধান করেন। স্থূলদর্শী পাঠকগণ আদ্যোপান্ত গীতা পাঠ করিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্ম—নিত্য, অতএব সমস্তগীতা শ্রবণ করতঃ অর্জ্জুন যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মই স্বীকার করিলেন। অতএব বর্ণধর্ম্মবিহিত কর্ম্মাশ্রয়ই গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। সূক্ষ্মদর্শী পাঠকগণ এরূপ ভক্ত-সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হ'ন না; তাঁহারা হয় 'ব্রহ্মজ্ঞান', নতুবা 'পরা-ভক্তি'কেই গীতা-তাৎপর্য্য বলিয়া স্থির করেন। তাঁহারা বলেন যে, অর্জ্জুনের যুদ্ধস্বীকার—কেবল অধিকার-নিষ্ঠারই উদাহরণমাত্র, গীতার চরম তাৎপর্য্য নয়; মানবগণ স্বভাববশতঃ কর্ম্মাধিকার প্রাপ্ত হয় বেং কর্ম্মাধিকার আশ্রয় পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে কর্ম্মাশ্রয় না করিলে জীবনযাত্রা সম্যক্ নির্ব্বাহিত হয় না; জীবনযাত্রা সম্যক্ নির্ব্বাহিত না হইলেও আবার তত্ত্বদর্শন সুলভ হয় না। অতএব তত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধে কর্ম্মের ও কর্ম্মবন্ধের একটি অনুভববর্ত্তী 'সম্বন্ধ' আছে। জীবের যে-পর্য্যন্ত বন্ধনমুক্তি না হয়, সে-পর্য্যন্ত ঐ সম্বন্ধ—অপরিহার্য্য। অর্জ্জুনে যে স্বভাব লক্ষিত হয়, তাহাতে যুদ্ধরূপ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মই কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। অতএব অর্জ্জুন গীতা শ্রবণপূর্ব্বক যুদ্ধ অঙ্গীকার করায়, ইহাই স্থির হয় যে, ব্রহ্মস্বভাব ব্যক্তি গীতা শ্রবণ করতঃ উদ্ধবের ন্যায় সন্ন্যাস অঙ্গীকার করিবেন। অতএব গীতার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যে-ব্যক্তি যে স্বভাব-সম্পন্ন, তদনুযায়ীই তাহার অধিকার। সেই অধিকার-নির্দ্দিষ্ট জীবনযাত্রোপযোগিকর্ম্ম স্বীকার করতঃ পরতত্ত্ব অনুসন্ধান কর্ত্তব্য; তাহাতেই শ্রেয়ঃ নিহিত। অধিকার ত্যাগপূর্ব্বক বদ্ধজীবের পক্ষে তত্ত্বলাভের সম্ভাবনা নাই।

এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'পরমবৈষ্ণব অর্জ্জুন কি ব্রহ্মস্বভাব-সম্পন্ন নন?' ইহার উত্তর এই যে, অর্জ্জুন মুক্তাত্মা বটেন, কিন্তু ভগবানের প্রপঞ্চাবতরণ-কালে তাঁহার লীলা-পুষ্টির জন্য ক্ষত্র-স্বভাব স্বীকার করিয়া অবতীর্ণ হন। তাঁহার তাৎকালিক স্বভাব—ক্ষত্রিয়-বৃত্তি; সেই স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ অধিকার-তত্ত্বের জ্ঞান জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন,—এই মাত্র বুঝিতে হইবে।

সরল-বুদ্ধিদ্বারা আলোচনা করিলে জীবের বর্ত্তমান অবস্থাকে শোচনীয় অবস্থা বলিয়া প্রতীত হয়। শোচনীয় অবস্থা হইতে কোন মঙ্গলময় বিশুদ্ধ অবস্থা-প্রাপ্তির জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত বলিয়া বোধ হয়। সেই বিশুদ্ধ অবস্থাকে 'উপেয়' বা 'প্রয়োজন' বলি; তদ্দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে 'উপায়' বলি। শাস্ত্রকারগণ কেহ 'যজ্ঞ'কে, কেহ 'যোগ'কে, কেহ 'তর্ক'কে, কেহ 'পুণ্য'কে, কেহ 'বৈরাগ্য'কে, কেহ 'তপস্যা'কে, কেহ 'ধর্ম্ম-বুদ্ধি'কে, কেহ 'ঈশ্বরোপাসনা'কে, কেহ 'ধর্ম্ম'কে, কেহ 'ভগবদ্ভক্তি'কে, কেহ 'জ্ঞানে'কে ও কেহ 'দান'কে (প্রয়োজন-প্রাপ্তির) 'উপায়' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এইরূপ নানা-নামে অবৈজ্ঞানিকরূপে অভিহিত হইয়া উপায়-তত্ত্ব অসংখ্য হইয়া উঠিল। কালে বিজ্ঞান ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, কার্য্যে-কারণের সংখ্যার লাঘব হইয়া পড়িল। দেখা গেল যে, ঐসকল উপায়—ভিন্ন ভিন্ন তিনটী তত্ত্বের অধীন; ঐ তিনটী তত্ত্বের নাম—'কর্ম্ম', 'জ্ঞান' ও 'ভক্তি'।

বস্তুতঃ নিত্য আত্মপ্রত্যয় ও বিশুদ্ধ বিচার-দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে যে, জীবের সিদ্ধসত্তা—চিন্ময়ী। মাতৃগর্ভে উৎপত্তি—কেবল ঐ সিদ্ধসত্তার জড়ত্বহরণ-দশা মাত্র। অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য-শক্তি ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত চিৎতত্ত্বের তত্ত্ব-সম্বন্ধে অন্য কেহ বা সম্ভাবনা নাই, তাহা পরিদৃশ্য; নরবুদ্ধির সীমাবদ্ধগত নহে অতএব উপরোক্ত-ভেদে, জীব দুই প্রকার—'মুক্ত' ও 'বদ্ধ'। মুক্তজীব—দুই প্রকার অর্থাৎ কোন কোন জীব কখনও বদ্ধ হন নাই (অর্থাৎ নিত্যমুক্ত) এবং কোন কোন জীব সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে (অর্থাৎ বদ্ধমুক্ত)। উভয়বিধ মুক্তজীবই শাস্ত্রাতীত। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির যে সার্থকতা বদ্ধজীবে লক্ষিত হয়, তাহা মুক্তজীবে নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞান—প্রেম-বৃত্তির উপাধি-বিশেষ। সেই উপাধি যে জীবের প্রেমরূপ নিত্যধর্ম্মকে স্পর্শ করে, তাহাতেই বদ্ধাবস্থা। জীবের বদ্ধাবস্থায় ভগবদ্-বহির্ম্মুখতা-রূপ উপাধি সংসর্গে প্রেমবৃত্তি 'বিকৃত' হইয়া ধর্ম্ম(কর্ম্ম)রূপ একটী আকার প্রাপ্ত হয় ও স্থল-বিশেষে 'জ্ঞান'রূপে আর একপ্রকার আকার পাইয়া থাকে; সাধন-ভক্তিই ঐ বৃত্তির কৃষ্টীত আকার। তন্মধ্যে 'সাধনভক্তি'-রূপ আকারটীই বদ্ধজীবের স্বাস্থ্য-লক্ষণ, অপর দুইটী আকার—জড়সম্বন্ধরূপ পীড়ার লক্ষণ।

শরীর-যাত্রে কর্ম্ম—অপরিহার্য্য। শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য যে-সমস্ত কার্য্য করা যায়, তন্মধ্যে যে-সকল কর্ম্ম—জগতের অমঙ্গলজনক সে-সকলকে 'বিকর্ম্ম' বা 'কুকর্ম্ম' বলে; মঙ্গলজনক কর্ম্ম না করার নামই 'অকর্ম্ম'; যে-সকল কর্ম্ম—জগন্মঙ্গলজনক, সেইসকলকে 'কর্ম্ম' বলে। কর্ম্ম—চারিপ্রকার, অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক। কর্ম্মমাত্রেরই একটী একটী অবান্তর ফল আছে; যথা আহারের ফল—শরীর-পোষণ ও বিবাহের ফল—সন্তানোৎপত্তি। অবান্তর ফলগুলি সকলেই লক্ষিত হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক-চক্ষে দৃষ্টি করিলে সাধিই ঐ সকল ফলের 'চরম ফল' বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে। বিজ্ঞানকে আর কিছু দূর চালিত করিলেই দেখা যাইবে যে, জড় যন্ত্রণা হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হইয়া ভগবচ্চরণের সেবা-লাভই পরম-শান্তি। আহার, বিহার, ব্যায়াম, নিদ্রা, শৌচ ইত্যাদি শরীর-পালক কর্ম্ম, যজ্ঞ, ব্রত, অষ্টাঙ্গ-যোগ প্রভৃতি অনেক-প্রকার সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; তন্মধ্যে অষ্টাঙ্গ-যোগে যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম,—এই চারিটী 'শারীর' যোগ; প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা—ইহারা 'মানস' যোগ এবং সমাধি—'আধ্যাত্মিক' যোগ। এই সমুদায়ই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কর্ম্ম। বেদে ও স্মৃত্যাদি বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রে যজ্ঞ, দান, ব্রত ও বর্ণাশ্রম-বিহিত সর্ব্বপ্রকার-সামাজিক-কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। যে যে শাস্ত্রে ঐসকল কর্ম্মের ব্যবস্থা দেখা যায়, সেই সেই শাস্ত্রে ঐসকল কর্ম্মের আপাততঃ অবান্তর ফলসমূহ কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সেই শাস্ত্রের চরম-সিদ্ধান্তে কোনপ্রকার শান্তি-লক্ষণ ফলেরই উল্লেখ দেখা যায় না। অষ্টাঙ্গ-যোগশাস্ত্রে বিভূতি-পাদে নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্যরূপ 'অবান্তর' ফল কথিত হইয়া, কৈবল্যপাদে কেবল 'শান্তি'কেই 'ফল' বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। সকল কর্ম্মই প্রথমে সুখভোগরূপ ফলদানের প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে, কিন্তু চরমে সমস্ত সুখের অনিত্যতা দেখাইয়া কৈবল্যাদি শান্তি-সুখকেই 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া তৎপ্রতিই লক্ষ্য বদ্ধ করায়। কৈবল্যাদি শান্তি—'মুক্তি' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও দুঃখাভাব-মাত্র, স্বয়ং 'সুখবিশেষ' নহে। তখন কোনপ্রকার ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ চিৎসুখের অন্বেষণ হয়। অতএব ব্রহ্মসুখ পর্য্যন্ত সমস্ত অবান্তর ফল অতিক্রম করিয়া যখন ভগবৎসেবা-সুখ পরি-

লক্ষিত হয়, তখনই 'কর্ম্ম' 'ভক্তি'রূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব ভক্তিই জীবের কর্ম্মফলের চরম উদ্দেশ্য। যে-কর্ম্মে ঐ চরম উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় নাই, সে কর্ম্ম—ভগবদ্-বহির্ম্মুখ; তাহাকেই 'কর্ম্ম' বলা যায়। ভগবৎসেবাপরায়ণ হইলে তাদৃশ কর্ম্মের নাম 'সাধনভক্তি' হয়, তখন 'কর্ম্ম' নাম থাকে না।

জড়বদ্ধ হইলেও জীব স্বয়ং স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু-তত্ত্ব, অতএব তাহার পক্ষে জ্ঞানালোচনা—স্বাভাবিক। জ্ঞানালোচনা—চারিপ্রকার অর্থাৎ জড়ীয়-জ্ঞানালোচনা, নৈগমিক-জ্ঞানালোচনা, জড় ও নিজের ব্যতিরেক জ্ঞানালোচনা ও শুদ্ধজ্ঞানালোচনা। দর্শন-শ্রবণাদির জড়ীয় 'বিষয়জ্ঞানই' 'জড়ীয়-জ্ঞান'। ধ্যান-ধারণা-কল্পনা-বিচারমাত্রের মানস-জগতের জ্ঞানকেই 'নৈগমিক-জ্ঞান' বলে। জড়ীয় ও নৈগমিক-জ্ঞানকে অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত সমাধি অথবা সাংখ্যযোগীর অন্তরিন্দ্রিয়-প্রক্রিয়াদ্বারা স্থগিত করিলে জড় ও নিজের ব্যতিরেক জ্ঞানরূপ 'কূট-সমাধি' হয়। এই-স্থলে শঙ্করীয় অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ অথবা পাতঞ্জলীয় ঈশ্বর-সাযুজ্য-রূপ কৈবল্যবাদ উদিত হয়। নিরুপাধিক চিত্তত্বের শুদ্ধ-বস্তুর অর্থাৎ স্থূল ও নিজের 'সাক্ষাদ্দর্শন' বা 'কূটসমাধি'র ব্যতিরেক ভাবনা দূর হইলে, শুদ্ধচিত্তের সহজ প্রকাশ হয়; তাহার নাম—'সহজ সমাধি' বা 'শুদ্ধজ্ঞান'; এই জ্ঞানই ভক্তি-পোষক। জ্ঞানালোচনা-দ্বারা বদ্ধজীব প্রথমে জড়-জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুসকলের জ্ঞান সংগ্রহ করে। পরে ঐ সকল বস্তুগত-ধর্ম্ম এবং বস্তুসকলের মিলনাবস্থায় যেই সমস্ত ধর্ম্ম উদিত হইলে ঐ সকল বিষয় অবগত হইয়া থাকে; কখনও বা ঐ সকল বস্তু ও ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া সকলের কর্ত্তা ও পালয়িতৃরূপ ঈশ্বরকে নির্দ্দেশ করতঃ তাঁহার প্রতি একপ্রকার হৈতুকী ভক্তি প্রদর্শন করে; কখনও বা এই জগৎকে 'নশ্বর' জানিয়া নিজে বৈরাগ্য সাধন করে এবং প্রপঞ্চাতীত কোন অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের সহিত আপনাকে মিলিত করিয়া অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদের কল্পনা করে; কখনও বা বস্তুর অস্তিত্বের প্রতি ঘৃণা করিয়া নাস্তিত্ব ও নির্ব্বাণকেই 'সুখ' বলিয়া তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য উদ্যোগ করে। যেরূপেই আলোচনা করুক না কেন, অদ্বৈত-চিন্তা ও নির্ব্বাণ-চিন্তাকে 'অকিঞ্চিৎকর' জানিয়া জীব অবশেষে কোন পরম-তত্ত্বের আনুগত্য স্বীকার করে। সেই আনুগত্য স্পষ্টীকৃত হইলেই 'ভক্তি' হইয়া উঠে। অতএব ভক্তিই জীবের জ্ঞানফলের চরম উদ্দেশ্য। কর্ম্মের অবান্তর ফল—'মুক্তি' ও জ্ঞানের অবান্তর ফল—'মুক্তি' এবং তদুভয়ের চরমফলরূপে 'ভক্তি'কে বুঝিতে হইবে। যে-স্থলে জ্ঞান ভক্তিকেই চরম ফল বলিয়া উদ্দেশ না করে, সে-স্থলে জ্ঞান—নৈগমিক ও ভগবদ্বহির্ম্মুখ, এবং যে-স্থলে ভক্তিকেই উদ্দেশ করিয়া জ্ঞানের চালনা হয়, সে-স্থলে জ্ঞানকে 'সাধন-ভক্তি' বলা যায়।

অনেকে বলেন যে, ভক্তির নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ নাই; কেবল কর্ম্মের বিমুক্তাবস্থা ও জ্ঞানের কৈবল্যাবস্থাকেই 'ভক্তি' বলা যায়,—এইরূপ সিদ্ধান্ত-প্রচারক ক্ষুদ্রদর্শী পণ্ডিতগণ বলেন যে, বিশুদ্ধ আত্মার আরাধনরূপ ক্রিয়া-চালনাকে 'কেবলা,' 'অকিঞ্চনা' বা 'অনন্যা' ভক্তি বলা যায়; তাহার অন্যতর নাম—প্রেম; আর আত্মার চিদ্বৃত্তি-চালনাকে 'জ্ঞান' বলে। আরাধনশূন্য বিচার চরমে প্রায়ই অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ বা নির্ব্বাণবাদরূপ অনর্থকে আনয়ন করে। জীব—স্বভাবতঃই 'আরাধন' প্রধান। কেবল বিচারময় হইতে গেলে স্বস্থ-ভাব হইতে চ্যুত হইতে হয়। জ্ঞান যখন প্রেমের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন 'জ্ঞানমিশ্রা' ভক্তি হয়। জ্ঞান যখন প্রেমপ্রাচুর্য্যক্রমে বিচার-বৃত্তিকে স্থগিত করে, তখন কেবলা-ভক্তিরূপে প্রকাশিত হয়।

জীবের সত্তা—'নিত্য', অতএব তাহার আলোচনা-বৃত্তিও 'নিত্যা'। আলোচনা-বৃত্তি নিত্যা হইলে তাহার কার্য্যও সুতরাং নিত্য। মুক্তাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা-ভেদে জীবের কার্য্য—দুইপ্রকার, অর্থাৎ 'নিরুপাধিক' ও 'সোপাধিক'। জড়-সঙ্গক্রমে জড়াভিমানই জীবের উপাধি, সেই উপাধিক্রমে জড়ীয়-শরীরে ও ঐ শরীরের অনুগত সমস্ত-ব্যাপারে যে 'অহংতা' ও 'মমতা' জন্মে, তাহাই জীবের জড়াভিমান বা 'দেহাত্মাভিমান'। জড়বদ্ধ-জীবের কার্য্য—সোপাধিক; আর যাঁহারা জড়ে বদ্ধ হন নাই বা যাঁহারা ভগবৎকৃপা-বলে জড়-মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য—নিরুপাধিক। বিশুদ্ধ আত্মার নিরুপাধিক-কার্য্যের নামই ভগবৎসেবা, আর জড়বদ্ধ আত্মার সোপাধিক কার্য্যের নামই 'কর্ম্ম'। জড়মুক্ত হইলে জীবের কার্য্য নিরুপাধিক হয়। সোপাধিক-অবস্থায় জীবের কর্ম্মানুষ্ঠান—দুইপ্রকার। জীবের স্বরূপ-তত্ত্বে প্রেম-সেবাই 'সহজ ধর্ম্ম', সেই ধর্ম্ম বদ্ধাবস্থাতেও জীবের সঙ্গে সঙ্গে

স্বতরাং আছে। বহির্মুখ কর্ম্মের ফলবত্তা সমূলে তাহা লুপ্ত-প্রায় থাকে। সৎসঙ্গক্রমে যে-সকল জীবে উক্ত বহির্মুখতা খর্ব্ব হয়, ঐ সকল জীবে সেবা-বৃত্তির প্রবলতা হয়; তখন তাহাকে 'কর্ম্মমিশ্রা সাধন-ভক্তি' বলে। সেবা-বৃত্তি প্রাচুরূপে বলবতী হইলে কর্ম্ম ক্রমশঃ স্বাধস্বরূপতঃ রূপ স্ব-স্বরূপকে পরিত্যাগ করে, তখন ইহা কেবলা ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়।

জড়-রসের কার্য্যের ন্যায় মানবদিগের কর্ম্ম জ্ঞানমূল যে কর্ম্ম জ্ঞানকর্ত্তৃক কৃত হয়, তাহাতে জ্ঞানের সত্তা লক্ষিত হয়। মানবের জ্ঞানালোচনা কখনও কর্ম্মশূন্যতা লাভ করেনা; আলোচনাই জ্ঞানের জীবন। ঐ আলোচনার একটী কর্ত্তৃত্বের, ভোক্তৃত্বের ব্যক্তির নিকট কর্ম্ম ও জ্ঞানের ইহা লক্ষণ তাত্ত্বিক-বিচারে 'কর্ম্মের স্বরূপ' ও 'জ্ঞানের স্বরূপ'—পৃথক্; তদ্রূপ, ব্যবহারিক কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তিকে 'পৃথক্' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও, তাত্ত্বিকবিচারে কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য সিদ্ধ হয়।

নিষ্কপটিকা উহারী প্রেমদেবাই ভক্তির 'নিজ স্বরূপ'। যদিও অভক্তাবস্থায় তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা সহজ নহে, তথাপি ভক্তিরসে ভাবগ্রস্থ ব্যক্তিগণের নিকট তাহা—সহজে প্রতীত। শাস্ত্রজ্ঞ কৃষ্ণভক্তিরসের আলোচনা করিয়া থাকেন, তথাপি কেবল তর্কের আদর করেন না, তাঁহারাই ভক্তি-তত্ত্ব অবগত হন।

ভক্তি—দ্বিবিধা অর্থাৎ 'কেবলা' ও 'প্রধানীভূতা'। কেবলা-ভক্তি—কর্ম্ম ও কর্ম্ম-জ্ঞান-গন্ধ-শূন্যা; তাহাকেই 'নিষ্কপাটিক সেবা', 'নিষ্কপাটিক সেবা', 'অনন্যা ভক্তি' 'অকিঞ্চনা ভক্তি' ইত্যাদি নামে বিভূষিত করিয়া শাস্ত্রে উক্তি করা হইয়াছে। প্রধানীভূতা ভক্তি—তিন-প্রকার অর্থাৎ কর্ম্মপ্রধানীভূতা, জ্ঞানপ্রধানীভূতা ও কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রধানীভূতা। যে-কর্ম্ম বা যে-জ্ঞানে ভক্তির প্রাধান্যতা ও কর্ম্ম বা জ্ঞানের ভক্তিদাসত্ব লক্ষিত হয়, সেই কর্ম্ম বা জ্ঞানের সহিত যে ভক্তি বৃত্তি থাকে, তাহাকেই 'প্রধানীভূতা ভক্তি' বলা যায়। যে কর্ম্মে বা জ্ঞানে ভক্তি-বৃত্তির গন্ধমাত্র নাই, অর্থাৎ কর্ম্ম বা জ্ঞানেই প্রাচুর্য লক্ষিত হয় এবং ভক্তি কেবল কর্ম্ম বা জ্ঞানের দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যা করে, সেই কর্ম্মের নামই 'কর্ম্ম' ও সেই জ্ঞানের নামই 'জ্ঞান' ঐ কর্ম্ম বা জ্ঞানকে 'ভক্তি' নাম দেওয়া যায় না। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—স্বরূপতঃ পরস্পর ভিন্ন-ভিন্ন-স্বরূপ। অতএব তত্ত্ববিচারধারা কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকে পৃথক্ করা হইয়াছে।

গীতা-শাস্ত্রে আঠারটী অধ্যায়; তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে 'কর্ম্ম', দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে 'ভক্তি' ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে 'জ্ঞান' পৃথক্‌পৃথক্-রূপে বিচারিত হইয়া চরমে ভক্তিই 'শ্রেষ্ঠতা' নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি অত্যন্ত গূঢ়তর; অথচ জ্ঞান ও কর্ম্মের জীবনস্বরূপ ও অর্থসাধক বলিয়াই ভক্তিবিষয়ক বিচারকে মধ্যবর্ত্তিত ছয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

এবম্বিধ বিশুদ্ধভক্তিই গীতা-শাস্ত্রে 'জীবের চরম উদ্দেশ্য' বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার চরমে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকে 'ভগবৎ শরণাপত্তি'ই যে 'সর্ব্বগুহ্যতম' উপদেশ,—ইহা পরিজ্ঞাত হইবে।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গীতার তাৎপর্য্য-সূচক বলিতেছেন,—

"অষ্টাদশ-অধ্যায়ে সমস্ত গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। আত্মাবলোকন-জনক ধ্যানযোগ-শিক্ষক কর্ম্মযোগ একটি পন্থা এবং হরিবিমুখি-প্রবোধিত শুষ্ক-ভক্তিযোগ আর একটি পন্থা;—ইহাই গীতাশাস্ত্রের সার-সংগ্রহ। তন্মধ্যে মানবদিগের স্বভাবসিদ্ধ-বর্ণক্রমে বর্ণ-জীবন অবলম্বনপূর্ব্বক নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা ক্রমশঃ যে জ্ঞানপথ লাভ হয়, তাহাই 'গুহ্য' উপদেশ; ঐ জীবনে ধ্যানযোগক্রমে সংযোগপূর্ব্বক ক্রমশঃ আত্মাবলোকনরূপ জ্ঞানানুষ্ঠানেই 'গুহ্যতর' এবং শ্রীকৃষ্ণশরণাপত্তিদ্বারা ভক্তি-যোগের অনুষ্ঠানেই 'সর্ব্বগুহ্যতম' উপদেশ,—ইহাই অষ্টাদশ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

সমস্ত গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, অদ্বয়-বস্তুই এক-মাত্র তত্ত্ব; ভগবত্তাই সেই তত্ত্বের সম্যক্ পরিচয়। অন্য সমস্ত তত্ত্বই সেই ভগবদ্বস্তুর শক্তিবিংশতি:—চিচ্ছক্তি-দ্বারা ভগবৎস্বরূপ ও চিদ্বৈভব, জীবশক্তি-দ্বারা মুক্ত ও বদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ অনন্ত জীব, মায়াশক্তি-দ্বারা প্রধান হইতে স্থূল পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি জড়তত্ত্ব, কালশক্তি-দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ও সর্ব্বাবস্থার কলন এবং ক্রিয়াশক্তি-দ্বারা সর্ব্ববিধ-কর্ম্মা-বিচার। ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব, কাল ও কর্ম্ম,—এই পাঁচটি

তত্ত্ব একমাত্র ভগবত্তত্ত্ব হইতেই নিঃসৃত। ব্রহ্মপরমাত্মা প্রকৃতি ভাবসকল—ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত। উক্ত পঞ্চবিধ তত্ত্ব—পৃথক্ হইয়াও যুগপৎ ভগবত্তত্ত্বের আত্মাধীন একতত্ত্বমাত্র, একতত্ত্ব হইয়াও বিশেষ দর্শনমতঃ নিত্য পৃথক্। 'এই গীতাশাস্ত্রোক্ত ভেদাভেদতত্ত্ব মানবযুক্তির অতীত। এতদ্বিষয়ক পূর্ব্বমহাজনগণ গীতাশাস্ত্রে শিক্ষিত (উপদিষ্ট) তত্ত্বের নাম 'অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এতৎসম্বন্ধি-জ্ঞানের নামই 'তত্ত্বজ্ঞান'।

জীব—স্বরূপতঃ শুদ্ধচেতন, চিৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কিরণ-পরমাণু-গত তত্ত্ববিশেষ; তিনি—স্বভাবতঃ চিৎ ও অচিৎ, উভয় জগতের যোগ্য। চিৎ ও অচিজ্জগতের সন্ধিস্থলে তাঁহার প্রথম অবস্থান। তিনি 'চেতন' বলিয়া স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র; চিজ্জগতে রত হইলে কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া চিদ্গতা হ্লাদিনী-শক্তির সাহায্যে শুদ্ধানন্দ ভোগ করিতে সমর্থ আর তদেক পার্শ্বস্থিত মায়িক-জগতে রত হইলে মায়াশক্তির আবর্ষণে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া জড় সুখ-দুঃখে নিপতিত হন। যাঁহারা—চিদ্ভক্তিবিশিষ্ট, তাঁহারা—নিত্য-মুক্ত, এবং যাঁহারা অভক্তিবিশিষ্ট, তাঁহারা—নিত্যবদ্ধ; উভয়বিধ জীবের সংখ্যাই অনন্ত।

বদ্ধজীব মৃতপ্রায় স্বভাব হইয়া জড়-সমুদ্রে হাবু ডুবু খাইতে খাইতে কোন সময়ে নির্ব্বেদ লাভ করতঃ তদুপযুক্ত গুরুপদাশ্রয়ে কর্ম্মযোগ-দ্বারা ধ্যানশক্তিকে স্বভাবস্বরূপ ভগবদ্বৃত্তি লাভ করেন। কখনও বা ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তদুপযুক্ত গুরুপাদাশ্রয়ে সাধন, ভাব ও প্রেম পর্য্যন্ত লাভ করেন। উক্ত বিবিধ উপায় ব্যতীত আত্মযাথাত্ম্য-লাভের অন্য উপায় নাই। উক্ত বিবিধ উপায়ের মধ্যে ধ্যানশিক্ষক আত্মযাথাত্ম্যপ্রদ কর্ম্মযোগই সাধারণের অবলম্বনীয়, যেহেতু তাহা—সুচেষ্টোধীন। শ্রদ্ধোদিত ভক্তিযোগ কর্ম্মযোগাপেক্ষা প্রশস্ততর ও সহজ হইলেও ভগবৎ-কৃপা বা সাধুকৃপাভাব ভাগ্যোদয় না হইলে তাহা ঘটে না। সুতরাং জগতের অধিকাংশ লোকই জ্ঞানমার্গ-কর্ম্মযোগপ্রিয়। তন্মধ্যে যাঁহাদের ভাগ্যোদয় হইয়া পড়ে, তাঁহাদেরই ভক্তিযোগে শ্রদ্ধা হয় এবং গীতার চরমশ্লোকোক্ত প্রপত্তিকৃপা শরণাপত্তি উদিত হয়,—ইহাই সর্ব্ববেদের অভিপ্রেত।

কর্ম্মমার্গে যে চতুর্দ্দশলোকে ভোগসুখ-ভোগ করিতে হয়, তাহা চেতনস্বরূপ জীবের পক্ষে অভাব দোষ। গীতার আরম্ভেই সেই কর্ম্ম ও তদুদিত মুক্তি নিতান্ত তুচ্ছীকৃত হইয়াছে। অবান্তর-মোক্ষানন্তর কেবলাদ্বৈতসিদ্ধিরূপ সাযুজ্য-নির্ব্বাণাদি-বাচ্য মুক্তিও যে জীবের চরমপ্রয়োজন নয়, তাহাও অনেক স্থানে উক্ত হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি ও সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তিরূপ মুক্তিস্থানে ভেদ করত ভাবরাজ্যাংশ অন্তরঙ্গ-যাথাম্ম্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ভাব অর্থাৎ নিত্য প্রেমলাভ করাই যে জীবের চরম প্রয়োজন, তাহাই অনেক-স্থলে সিদ্ধান্তসংস্থিতি-কালে কথিত হইয়াছে।

অতএব গীতাশাস্ত্রে সমস্ত বেদ ও বেদান্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক জীবের চরমোপাদেয়রূপ বিভুত জ্ঞানসুন্দর ভগবান্ এই-মাত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সম্বন্ধ-জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান করত পরম প্রয়োজনরূপ প্রেম লাভ কর; স্ব স্ব অধিকারানুসারে স্বধর্ম্মজীবনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনাদি ভক্তিযোগ অবলম্বন কর; ভক্তিযোগের অনুকূল আচার-রূপ স্বধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন নির্ব্বাহ কর এবং শ্রদ্ধাসহকারে ক্রমশঃ বর্ণিত ত্যাগপূর্ব্বক শরণাগতি দ্বারা ভক্তিযোগ-নিরূপিত হইয়াও স্বধর্ম্ম-দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। তাহা হইলে স্বয়ংজ্ঞান-মধ্যেই আমি তোমাদিগকে নিরপেক্ষ-জুষ্ট বিশুদ্ধ-প্রেম দান করিব। এরূপ শুদ্ধসম্বন্ধাশ্রয়ে কর্ম্মযোগ করিবামাত্র অশোক, অভয় ও অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি লাভ করত আমার নিত্যপ্রেমে আবিষ্ট হইবে।"

ভক্তিবিনোদ ও বৈষ্ণবনিন্দা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন "জীব যতপ্রকার অপরাধ করিতে পারেন, তন্মধ্যে বৈষ্ণবনিন্দাতুল্য আর দ্বিতীয় অপরাধ নাই।"—ইহা সকলেই জানে। বৈষ্ণবনিন্দার গুরুত্ব সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বৈষ্ণবনিন্দা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বৈষ্ণবের স্বরূপ সম্বন্ধেও নির্ণয় করিয়াছেন। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ যাহা তাহা বলিয়া যে কোন ব্যক্তিকেই বৈষ্ণব মনে করে। প্রকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক চণ্ডীদাসের 'ভজনমালা'তে লিখিত আছে যে, যাহাতে যাতা তিনক পড়ইলে বৈষ্ণব-বিচারে তাহাকে সম্মান করিতে হইবে। কিন্তু এই বিচার সমাজ-অধিকারী এরূপ করিলে কোন দিনই মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। যিনি যতটা বৈষ্ণব চিনিতে পারেন, তিনিই ততটা বৈষ্ণব। এজন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিতেছেন,—

যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া,
আদর করিব তবে।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি
অবশ্য পাইব তবে।

(কল্যাণকল্পতরু ৭)

ইহার অব্যবহিত পরেই ঠাকুর বলিতেছেন,—

বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র,
সেই নিত্য নিন্দা করি'।
ভকতি-বিনোদ না সম্ভাষে তাহে,
থাকে সদা মৌন ধরি'॥

(কল্যাণকল্পতরু ৭)

বৈষ্ণবের স্বরূপ জানিবার পর বৈষ্ণবনিন্দার বিচার। অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' বলা বা বৈষ্ণবকে 'অবৈষ্ণব' বলা উভয়ই বৈষ্ণবনিন্দা; এজন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'বৈষ্ণবনিন্দা' প্রবন্ধে বলিয়াছেন—

"বৈষ্ণবনিন্দা হইতে যখন এরূপ সতর্ক করা হইতেছে, তখন প্রথমে বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করা এবং যে যে কার্য্যের দ্বারা বৈষ্ণবাপরাধ হয়, তাহা স্থির করা নিতান্ত প্রয়োজন। জীবসকলকে চারিপ্রকারে বিভাগ করা প্রয়োজন। জীব-সাধারণ, ধার্ম্মিক জীব, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবপ্রায় জীব ও বৈষ্ণব জীব—এই প্রকার জীবের চারিটী বিভাগ। জীবমাত্রই শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠানে এই বুদ্ধিতে সকল জীবকেই আদর করা উচিত। তন্মধ্যে ধার্ম্মিক জীবগণকে একটু বিশেষ আদর করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবপ্রায় জীবগণকে সম্মান করা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব জীবের চরণ ভজন করাই বিধেয়। (সাধারণ) জীবের আদর, ধার্ম্মিক জীবের বিশেষ আদর ও ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবপ্রায় জীবের সম্মান না করিলে পাপ হয়। বৈষ্ণব জীবের অনাদর ও অসম্মান করিলে অপরাধ হয়। পাপসমূহ সামান্য প্রায়শ্চিত্তে ক্ষয় হয়; কিন্তু অপরাধ সহজে যায় না। পাপ স্থূল ও নিজ শরীর-নিষ্ঠ। অপরাধ—জীবের আত্মনিষ্ঠ পতন-বিশেষ। অতএব যাঁহারা ভগবদ্ভজন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে অপরাধ হইতে বিশেষ সাবধান (থাকা আবশ্যক)।

শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নলিখিত তিনটী শ্লোক দ্বারা বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম এই বিভাগক্রমে বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

কনিষ্ঠ বৈষ্ণব যথা;—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।

যিনি লোকপরম্পরা-প্রাপ্ত শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীমূর্ত্তিতে হরি-পূজা করেন, কিন্তু হরিভক্তের পূজা করেন না, তিনি কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ ভক্তিপথে প্রবেশমাত্র করিয়াছেন। পরম্পরা-প্রাপ্ত শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার প্রভেদ এই যে—পরম্পরা-প্রাপ্ত শ্রদ্ধা কেবল লৌকিক শিক্ষা হইতে উদিত হয়। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাতে শাস্ত্রবাক্যে গাঢ় বিশ্বাস ও তদ্বাক্য-প্রমাণদ্বারা বৈষ্ণবজন-প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়; শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হইলেই জীব মধ্যমাধিকারস্থ বৈষ্ণব হন। যে পর্য্যন্ত তাহার উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত সাধকের কর্ম্মাধিকার ক্ষয় হয় না। তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ বলেন;—

"শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে কিন্তু বৈষ্ণবের প্রায়।"

প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইলেই কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈষ্ণবপ্রায় জীব শুদ্ধবৈষ্ণব হইতে পারেন।

মধ্যম বৈষ্ণব যথা ;—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, বালিশ অর্থাৎ ভক্তি-তত্ত্বানভিজ্ঞ বৈষ্ণবপ্রায় জীবে কৃপা এবং ভগবদ্বিদ্বেষী ও বৈষ্ণব বিদ্বেষী জনের প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ অবজ্ঞা-ক্রমে ঔদাসীন্য, সন্নিকৃষ্টতা বা পরিত্যাগ করেন, তিনি মধ্যম বৈষ্ণব। বিদ্বেষিগণও বালিশ এরূপ বুদ্ধিতে তাহাদিগকে যথাযোগ্য কৃপাও করেন। মধ্যম বৈষ্ণবদিগেরই বৈষ্ণব-সেবার অধিকার, যেহেতু কনিষ্ঠ বৈষ্ণবেরা তাহা করেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবপ্রায় বলা যায় ; বৈষ্ণব বলা যায় না।

উত্তম বৈষ্ণব যথা ;—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

যিনি সর্ব্বভূতে আত্মাতীষ্ট ভগবদাবির্ভাব দৃষ্টি করেন এবং সেই সমস্ত ভূতকে স্বীয় চিত্তে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত ভগবত্তত্ত্বে অনুভব করেন অর্থাৎ তদাশ্রিতভাবে জগৎকে বৈষ্ণব বলিয়া দেখেন, তিনি উত্তম বৈষ্ণব। এরূপ বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাবৈষ্ণব রূপ ভেদ-দৃষ্টি নাই।

এতদ্দ্বারা ইহাই স্থির হইল যে, কনিষ্ঠ শ্রেণীতে যাঁহারা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা লাভ করতঃ বৈষ্ণবসেবা করিবার যোগ্য হইয়াছেন, তাঁহারাই মধ্যম বৈষ্ণবের অন্যান্য লক্ষণ না পাওয়া পর্য্যন্ত কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈষ্ণব। মধ্যম বৈষ্ণবই বৈষ্ণবতর। উত্তম বৈষ্ণবই বৈষ্ণবতম। এই তিনপ্রকার বৈষ্ণবকে মহাপ্রভু যেরূপে আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, তাহা এস্থলে বিচার্য্য।

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেইত বৈষ্ণব তার করহ সম্মান ॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সেই ত বৈষ্ণব ভজ তাহার চরণে ॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥
ভজন করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে কৃষ্ণনামোচ্চারণ-মাত্রই বৈষ্ণবত্ব। কনিষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা বৈষ্ণবপ্রায় অর্থাৎ বৈষ্ণবাভাস বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তাঁহারা নামাভাসমাত্র উচ্চারণ করেন, নাম উচ্চারণ করেন না। যিনি একবার শুদ্ধনাম উচ্চারণ করিতে পারেন, তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব। যিনি সেই শুদ্ধ নাম নিরন্তর উচ্চারণ করেন, তিনি বৈষ্ণবতর। যাঁহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণনাম আইসে, তিনি বৈষ্ণবতম। এস্থলে আরও দ্রষ্টব্য এই যে, শুদ্ধ বৈষ্ণব হইবার জন্য দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই। বৈষ্ণবপ্রায় হইবার জন্য অর্চ্চাতে হরিপূজোপযোগী মন্ত্র-গ্রহণকে দীক্ষা বলে। সে দীক্ষা নামতত্ত্বে আবশ্যক। যথা প্রভু-বাক্য ;—

প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই, শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব পাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হইতে হয়।
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে ॥
অন্যফল করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষয়ে করে কৃষ্ণ-প্রেমোদয় ॥
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই বৈষ্ণব, করি তার পরম সম্মান ॥

নাম ও নামাভাসের পার্থক্য বিচার করিবার এখানে অবকাশ নাই। সময়ান্তরে বিশেষরূপে সে বিষয়ের বিচার করিব। এই পর্য্যন্ত এস্থলে বলিতে পারি যে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা অর্থাৎ শুদ্ধ শরণাগতির সহিত কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইলে নাম হয়। অন্যাভিলাষিতাশূন্য বা জ্ঞান কর্ম্মযোগ-বৈরাগ্যাদি দ্বারা আবৃত যে নাম তাহা নামাভাস। নামাভাসে মুক্তি পর্য্যন্ত ফলোদয় হইলেও বৈষ্ণবের মুখে নামাভাস উচ্চারিত হয় না ; শুদ্ধ নাম উচ্চারিত হয়। নামের স্বরূপজ্ঞান, নাম-নামীর অভিন্নত্ব বুদ্ধি, জীবের শুদ্ধ চিদ্বিলাসে নামের উৎপত্তি-স্থান অনুভবের দ্বারা যে নাম উচ্চারিত হয়, তাহাই নাম। তদ্রূপ একনাম যাঁহার জিহ্বাতে উদয় হয়, তিনি বৈষ্ণব। নাম উদয় হইতে হইতে সমস্ত প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপক্ষয় হয়। উদয় হইবামাত্র প্রেম উদিত হইয়া পড়ে।

বৈষ্ণব স্বভাবতঃ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত। চরিতামৃতে—

সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।

কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে।
বিধি-ধর্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন।
অজ্ঞানে বা হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তগণ।
অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।

যেদিন হইতে এক কৃষ্ণনাম জিহ্বায় উদয় হয়, সেই দিন হইতে আর জীবের পাপে রুচি থাকে না। পাপে রুচি থাকা দূরে থাকুক পুণ্যেতেও রুচি থাকে না। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম সকলেই নিরঞ্জন, নির্মল ও নিষ্পাপ। যদি পাপের আদর দেখা যায়, তবে তাহাকে বৈষ্ণব-মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবেরও পাপ ও পুণ্যে রুচি থাকে না। যিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব হইয়াছেন, তাঁহার দোষ নাই, অতএব নিন্দাও নাই। যিনি তাঁহার নিন্দা করিবেন, তিনি বৈষ্ণবের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিবেন। বৈষ্ণবের তিন প্রকার কথা লইয়া দুষ্টলোকে বিদ্বেষপূর্ব্বক আলোচনা করিতে পারে। শুদ্ধভক্তির উদয় হইবার পূর্ব্বে সেই ব্যক্তির যে সকল দোষ ছিল, তাহা এক প্রকার দুষ্টলোকের আলোচ্য হয়। ভক্তির উদয় হইলে দোষসমূহ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। বিনষ্ট হইতে হইতে যে কিছুকাল অতিবাহিত হয়, সেই সময়ে তাঁহার অবশিষ্ট দোষের বিষয়ে দুষ্টলোকে আলোচনা করিয়া থাকে। দুষ্ট লোকের তৃতীয় আলোচ্য বিষয় এই যে, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের দোষে স্পৃহা না থাকিলেও কখন দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়। সেই দোষ বৈষ্ণবে কখনই স্থায়ী হয় না। তথাপি দুষ্ট লোকে ঐ দোষের আলোচনা করিয়া বৈষ্ণব-নিন্দার দোষে পতিত হয়। অতএব নামতত্ত্বরত্নমালায় এরূপ কারিকা দৃষ্ট হয়;—

প্রাগুক্তকৈতবরাহিত্যঃ ক্বচিদবশিষ্ট এব চ।
দৈবোৎপন্নস্তু ভক্তানাং নৈবালোচ্যঃ কদাচন॥
সদ্বেদ্যমাত্রে যস্তু মৃষাপবাদমেব চ।
দোষানালোচয়ত্যেষ স সাধুনিন্দকোঽধমঃ॥

হে পাঠকবর্গ! বৈষ্ণবের ভক্তি উদয়ের পূর্ব্বে যে সমস্ত দোষ ছিল, তাহা সদ্বেদ্য ব্যতীত কখনই আলোচনা করিবেন না। পূর্ব্ব দোষের কথাবশিষ্ট দোষ লইয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবেন না, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় কহিয়াছেন;—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

নিসর্গপ্রায় যে সকল সুদুরাচার ভক্তি জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে আসিতেছে, তাহা দিন দিন ভক্তিবলে খর্ব্ব হইয়া স্বল্প কালের মধ্যেই নষ্ট হইয়া পড়ে। তাহা লইয়া সদ্বেদ্য ব্যতীত আলোচনা করিলে বৈষ্ণবনিন্দার অপরাধ হয়। বৈষাৎ আপতিত যে দোষ, তাহা দেখিয়াও বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবে না। তৎসম্বন্ধে কবিরাজগণ বলিয়াছেন;—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

দৈবোৎপন্ন দোষের সদ্বেদ্য ব্যতীত আলোচনা করিলে বৈষ্ণবনিন্দার অপরাধ হয়। মূল কথা এই যে, বৈষ্ণবের মিথ্যাপবাদ ও পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার দোষ লইয়া আলোচনা করিলে নামাপরাধ হইলে নাম স্ফূর্ত্তি হয় না। নাম স্ফূর্ত্তি না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না।

এস্থলে এরূপ বিতর্ক হইতে পারে, উক্ত চারি প্রকার দোষ ব্যতীত বৈষ্ণবের অন্যান্য দোষের আলোচনা করা উচিত কিনা। উত্তর এই যে, বৈষ্ণবের উক্ত চারি প্রকার দোষ ব্যতীত অন্য দোষ হইতে পারে না। যাঁহাদের উক্ত তিন প্রকার দোষ ব্যতীত অন্য দোষ আছে, তাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হন নাই। এস্থলে বিবেচ্য এই যে, জীবমাত্রের দোষসকল সদ্বেদ্য-ব্যতীত কাহারও আলোচনা করা উচিত নয়। বৈষ্ণব-নিন্দা অপরাধ। অন্য জীব-নিন্দা পাপ। যিনি বৈষ্ণব, তাঁহার সেরূপ পাপেও রুচি হয় না। সদ্বেদ্যের সহিত যে পরদোষ আলোচনা, তাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই। সদ্বেদ্য তিন প্রকার। যে ব্যক্তির পাপ লইয়া আলোচনা করা যায়, তাহাতে যদি তাহার কল্যাণ উদ্দিষ্ট হয়, তবে সেই আলোচনা

গুরু। জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য যদি পাপীর পাপ আলোচনা করা যায়, তবে তাহা শুভ কার্য্যের মধ্যে গণিত। নিজের মঙ্গল সাধনের জন্য যদি সেই আলোচনা হয়, তাহাতেও গুণ বই দোষ নয়। এই সকল সম্বন্ধেতেই বাল্মিকীর পূর্ব্ব চরিত্র, জগাই মাধাই এর পূর্ব্ব চরিত্র প্রভৃতি ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সর্ব্বদা নিষ্পাপরূপে আলোচিত হইয়া থাকে। শিষ্য গুরুকে বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করিতে প্রার্থনা করিলে গুরু শিষ্যের ও জগতের মঙ্গলকামনায় অসদাচারী-দিগকে অবৈষ্ণব বলিয়া সাধু বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সাধু-বৈষ্ণবের সদাশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে অসৎসঙ্গপ্রার্থী লোককে পরিত্যাগ করাতে সাধু-নিন্দা বা বৈষ্ণবাপরাধ হয় না। যদি সে বিষয়ে ব্যক্তিগত আলোচনা উত্থাপন হয়, তাহাও দোষ হইতে পারে না। এই সকলই সম্বন্ধেতের উদাহরণ।

হে পাঠকবর্গ! আপনারা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক এই গভীর বিষয়ের চিন্তা করিবেন। সিদ্ধান্ত করিয়া সাধু-বৈষ্ণবের সম্মান ও অসাধুর সঙ্গত্যাগ অবশ্য অবশ্য করিবেন। সাধু বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে হৃদয়ে নামতত্ত্বের উদয় হইবে না। অতএব ভাগবতে উপদিষ্ট হইয়াছে,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ

এই সকল কারণে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ লোক সাধুসঙ্গ করিয়া থাকেন। কেন না সাধু-উপদেশ-দ্বারা সাধুগণ মনের ব্যাসঙ্গ অর্থাৎ অসাধু-বিষয়ে আসক্তি ও তজ্জনিত দুঃখ ছেদন করিয়া থাকেন।

এমত মনে করিবেন না যে, আমরা সাধু বলিয়া অসাধুকে সেবা করিলেও সাধু-সেবা-ফল পাইব। পূর্ব্বোক্ত মধ্যমাধিকারীদিগেরই সাধু-সেবার প্রয়োজন, কেন না কনিষ্ঠ সাধু সেবা করেন না ও উত্তমাধি-কারীর সাধু অসাধুতে ভেদ বুদ্ধি নাই। আপনারা মধ্যমাধিকারী, অতএব সাধু অন্বেষণ করিয়া তাঁহাতে মৈত্রী ও অসাধুকে কৃপা বা উপেক্ষা করিতে বাধ্য আছেন। আপনারা বীট অধিকার পরিত্যাগ করিলে দোষী হইবেন। দোষ গুণ সম্বন্ধে ভাগ-বতের আজ্ঞা এই ;—

যে যেনধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥

আপনারা না জানিয়াও অসাধু সঙ্গ করিলে ভক্তির নিকট অপরাধী হইতেছেন.যথা ভাগবতে;—

সঙ্গো যঃ সংসৃতে হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

অধিয়া অর্থাৎ বুদ্ধিদোষে না জানিতে পারিয়াও যে অসৎসঙ্গ হয়, তাহা সংসৃতির অর্থাৎ পতনের হেতু হয়। সেইরূপে সাধুতে সঙ্গ হইলে নিঃসঙ্গত্ব সাধিত হয়।

ভক্তমাল প্রেমবিবর্ত্ত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থে উত্তম ভক্ত-দিগের সর্ব্বত্র সাধুদর্শনের যে মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা বৈষ্ণবদিগের আচরণীয় নয়। তাহা আচরণ করিতে গেলে অনধিকারচর্চ্চা-দোষে শীঘ্র পতন হইয়া পড়ে।

{ সঃ তোঃ ৫ম খণ্ড ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৫৭-৪০
৩য় ১৯ ৬০
,, ,, ৪র্থ ,, ৯৫-৯৮

বৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ (perfect indifference, non-chalance অর্থাৎ অশ্রদ্ধের ভাব বা ঔদাসীন্য দেখাইবার আদর্শ প্রকট করিয়াছেন। শুদ্ধ-বৈষ্ণবের personality যেখানে আবৃত হইতেছে না, সেখানে আমিও impersonal দেখাইব—সম্পূর্ণ যৌন থাকিব—non-cooperation করিব। বিমলবৈষ্ণবে যেখানে দোষ আরোপিত হইতেছে, সেখানে স্বয়ং নিরপেক্ষের কীর্ত্তনকারিবিগ্রহ ভক্তিবিনোদ নিজেকে impersonal দেখাইয়াছেন, যেন চেতনের বৃত্তি সেখানে paralysed হইয়া গিয়াছে ; যেখানে positive aggressiveness, সেখানে ঠাকুর aggressive না দেখাইয়া non-respon-sive non-cooperation দেখাইতেছেন।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ শতবর্ষ-পূর্ত্তি আবির্ভাব-মহোৎসব

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শতবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাবতিথি আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ বুধবার। এতদুপলক্ষে শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার যাবতীয় মঠে গত শয়ন একাদশী হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত সভার শাখামঠ বহরমপুরস্থ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠেও মঠবাসিগণ-কর্ত্তৃক শ্রীগুরুবৈষ্ণবাগমনে সংকীর্ত্তনোৎসবের বিরাট্ আয়োজন হইয়াছে। প্রত্যেক সপ্তাহে শনি ও রবিবারে এবং বিশেষ বিশেষ তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর তাঁহারা গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে ও আনুগত্যে বিংশতি বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-পারায়ণ, অপরাহ্ণে শ্রীভক্তিবিনোদ প্রসঙ্গ ও ইষ্টগোষ্ঠী, সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ নিয়মিতভাবে হইতেছে। তাঁহাদের বক্তৃতার পঞ্জী এইরূপ :—

২৩শে জুলাই—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও আমাদের আশা, গৌড়ীয়াচার্য্য ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ; ২৪শে জুলাই—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বিশ্বকল্যাণ; ৩০শে জুলাই—ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ও গৌরহরি, গৌরধাম; ৩১শে জুলাই—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ভাগবত, পঞ্চরাত্র-শ্রুতি-স্মৃতি-সাহিত্য; ৬ই আগষ্ট—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বৈষ্ণবাশ্রম ধর্ম্ম, ৭ই আগষ্ট—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীরূপানুগভজন; ১১ই আগষ্ট—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও সাধন-সাধ্যভক্তি; ১৩ই আগষ্ট—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও অভক্তিমতবাদ নিরসন; ১৪ই আগষ্ট—বেদান্ত ও ভক্তিবিজ্ঞানসাহিত্যে ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ; ১৯শে আগষ্ট—শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী; ২০শে আগষ্ট—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও কর্ম্ম-জ্ঞান এবং ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ও শ্রীনামকীর্ত্তন; ২১শে আগষ্ট—ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ও শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা; ২৭শে আগষ্ট—ঐতিহ্য, দর্শন বিচার-সাহিত্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ; ২৮শে আগষ্ট—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও আচার-প্রচার এবং ত্যাগ ও ত্যাগ। ৩রা সেপ্টেম্বর—ভক্তি ও প্রীতি-সাহিত্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও পারমহংস্য ধর্ম্ম; ৪ঠা সেপ্টেম্বর—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও সমন্বয়াভিধেয় প্রয়োজন এবং ৭ই সেপ্টেম্বর—ঠাকুরের আবির্ভাব-বাসরে আমাদের কর্ত্তব্য এবং রসসাহিত্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

উক্ত বক্তৃতা-পঞ্জী অনুসারে আমরা দুইটি অধিবেশনের সংবাদ পাইয়াছি। প্রথম অধিবেশনে মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ বসুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, বি-এল এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী যথাক্রমে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও আমাদের আশা এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বিশ্বকল্যাণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ ও স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ এই উৎসবে যোগদানপূর্ব্বক সেবোৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন জানিয়া আমরা পরমানন্দিত হইলাম।

নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা (২য় দিবস)

আগামীকল্য (১৫ই শ্রাবণ, ১৩১৫ ; ৩১শে জুলাই, ১৯০৮, রবিবার) অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ১৭।৭।০৮ রবিবারের ন্যায় এক নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইবে। শোভাযাত্রা—কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সজ্জনসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

মথুরা শ্রীগৌড়ীয়মঠালয়ের স্থান পরিবর্ত্তন

আগামীকল্য (৩১শে জুলাই, ১৯০৮) মথুরা শ্রীগৌড়ীয়-মঠালয় 'বিশ্রামঘাট' ঠিকানা হইতে 'ডিগ্বিজয়রাজা' ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইবেন। এই স্থানটি মথুরা শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থানের অতি নিকটে অবস্থিত। এখন হইতে পত্রাদি "ডিগ্বিজয়রাজা, মথুরা" এই ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২১শে শ্রাবণ ; ৬ই আগষ্ট, ১৯৩৮ {

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

জীবের ক্লেশ দেখিলে বৈষ্ণবের হৃদয় কৃপায় আর্দ্র হয়, জীবের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বা ভগবদ্ভক্তি-বিদ্বেষ দেখিলে সে জীবের প্রতি কঠিন হইয়া তাহাকে উপেক্ষা করেন।

সংসার যতক্ষণ ভজনানুকূল থাকে, ততক্ষণ তিনি স্বীয় স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির প্রতি অত্যন্ত কোমল-হৃদয় হন। সংসার যখন ভজনের প্রতিকূল হইয়া পড়ে, তখন তিনি কঠিন-হৃদয় হইয়া স্ত্রী-পুত্রের ক্রন্দনের মধ্য হইতে চিরজীবনের জন্য বিদায় লইয়া থাকেন।

সদ্ধর্ম্ম দেখিলে মৈত্রী-সহকারে তাঁহার হৃদয় কোমল হয়। সদ্ধর্ম্ম-বিরোধ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বজ্রসম কঠিন হইয়া পড়ে। এই আশ্চর্য্য-স্বভাব যে পুরুষে লক্ষিত হয়, তিনি মহানুভব বৈষ্ণব।

—(শ্রীসজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা)

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ-ব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃসাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন না। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-আচার হয় না। অসৎ দুইপ্রকার অর্থাৎ স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন।

—(শ্রীসজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা)

বৈষ্ণবই অপরকে বিষ্ণু-পূজার অধিকার দিতে সমর্থ। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কোনকালেই বিষ্ণুমন্ত্র প্রদান করিতে পারেন না। গুরু-বৈষ্ণবের অপূজক বা নিন্দাকারী ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্র লাভ করিতে পারে না। বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে জীবের কোন মঙ্গল উদিত হয় না।

—(ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ১৮৪ পৃঃ)

ভক্তিবিনোদ ও বৈষ্ণবসেবা

বৈষ্ণবসেবা বলিতে সাধারণ লোক বৈষ্ণবকে ভোজন করান'ই বুঝিয়া থাকেন। অবশ্য বৈষ্ণবকে ভোজন করান' বৈষ্ণবসেবার একটি অঙ্গ। 'ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে' এই বিচার অনুসারে ষড়্‌বিধ সঙ্গের অন্যতম 'বৈষ্ণব-ভোজন' বৈষ্ণবসেবার অঙ্গবিশেষ; কিন্তু 'বৈষ্ণবসেবা'র ব্যাপক অর্থ—বৈষ্ণবের হরিজনের যাবতীয় চেষ্টার আনুকূল্য সম্পাদন বা বৈষ্ণবের মনোহভীষ্টের সেবা। বৈষ্ণবের 'চিত্তবৃত্তির অনুসরণ না করিলে বৈষ্ণবসেবা হয় না। তাহা কখনও অর্থাৎ প্রভুর ফলভোগকামনা-যুক্ত দাম্ভিকতা হইয়া পড়ে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণের প্রশ্নে মহাপ্রভু যে গৃহস্থগণকে বৈষ্ণবসেবার কথা বলিয়াছেন, তদ্বিষয় অবলম্বনে ও সাধারণ ধারণানুযায়ী বৈষ্ণবসেবা সম্বন্ধে সজ্জনতোষণীতে এইরূপ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন—

"কুলীনগ্রামী ভক্তবিগের প্রশ্নে গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য-বিচারে মহাপ্রভু এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন—

'প্রভু কহেন,—কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন॥'

এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আমরা বিচার করিয়া দেখিতেছি যে, বৈষ্ণবসেবা গৃহস্থের পক্ষে প্রধান ধর্ম্ম। অতএব বৈষ্ণবসেবা কিরূপে হয়, তাহা বিচার করা আবশ্যক। আজকাল প্রথা এই যে, যখন যাঁহার বৈষ্ণবসেবা করিতে ইচ্ছা হয়, তখন তিনি কোন একটি প্রভু-সম্প্রদায়ে আমন্ত্রণ করতঃ তাঁহার পূজারী টহলিয়া-দ্বারা অনেক অন্ন-ব্যঞ্জন পিঠাপানা প্রস্তুত করাইয়া বৈষ্ণব বলিয়া কতক-গুলিকে আমন্ত্রণ করতঃ ভোজন করাইয়া থাকেন। এরূপ কার্য্যকে আমরা বৈষ্ণবসেবা বলিতে পারি না। নিমন্ত্রণ করিয়া একদল বৈষ্ণব আনা কেবল আত্মমর্য্যাদা মাত্র। যে বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে, তিনি কি প্রকার বৈষ্ণব, তাহা কুলীনগ্রামী ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে প্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন। যথা;—

প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই ত বৈষ্ণব ভজ তাঁহার চরণে॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম॥

একটি কৃষ্ণনাম লইলে বৈষ্ণবপদবী প্রাপ্ত হয়। সেই নাম কিরূপ তাহাও চরিতামৃতে লিখিয়াছেন;—

এক নামাভাসে তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥

এই স্থলে বুঝিতে হইবে, যতদিন নামাপরাধ আছে, ততদিন নাম হয় না। কেবল নামাভাস হয়। নামা-ভাসের ফলে পাপসকল ক্ষয় হয়। পাপক্ষয় হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয়। চিত্ত নির্ম্মল হইলে নামাপরাধ অবসর পায় না। নামাপরাধ অবসর না পাইলে নিরপরাধ নাম হয়। নিরপরাধে কদাচিৎ নাম হইলেও তিনি বৈষ্ণব। সেইরূপ নিরন্তর নাম হইলে বৈষ্ণবতর হয়। হ্লাদিনীশক্তি উদয় হইলে বৈষ্ণবতম হয়।

এইরূপ বৈষ্ণব লইয়া গৃহস্থগণ বৈষ্ণবসেবা করিবেন। এরূপ বৈষ্ণব গৃহস্থ বা বৈরাগী হইতে পারেন। বৈষ্ণবসেবায় আশ্রম সম্মানের প্রয়োজন নাই। **ভক্তের তারতম্যে বৈষ্ণবের তারতম্য।** বর্ত্তমান প্রথা নিতান্ত অনিষ্টকর। একজন ছড়িদার গিয়া একশত বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলে ও নিমন্ত্রণ পাইলে বৈষ্ণবগুলি অপরাপর কার্য্য রহিত করিয়া তিলকাদিদ্বারা সজ্জীভূত হইলেন। 'এক ভরে'ট লুচি আলপোনা পাইব এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু দক্ষিণা মিলিবে'—এই বলিয়া ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে—

'ধন-শিষ্যাদিভির্যৈষা ভক্তিরূপপদ্যতে'

ইত্যাদি বাক্যদ্বারায় এই সকল কার্য্যকে ভক্তি করিয়া স্বীকার করেন নাই। এই সকল কার্য্য যদি ভক্তি না

হইল, অনুষ্ঠাতাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না। জীবমাত্রকে যদি বৈষ্ণব বলা যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সেবা করিলে 'জীবসেবা' হইতে পারে, তাহাকে মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট নাম-পরায়ণ বৈষ্ণবসেবা বলা যায় না।

আজকাল ভেকধারী বৈষ্ণবদিগের আখড়া বলিয়া একটি ব্যাপার দেখা যায়। আখড়ায় একটি দেবসেবা থাকে। অভ্যাগত বৈষ্ণবদিগকে দেবতাজ্ঞানে ভিক্ষা অর্পণ করিয়া থাকেন, এ ব্যাপারটি মন্দ নহে; সে আখড়াধারী বৈষ্ণবদিগকে গৃহস্থগণ নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন ও ভোজন-দক্ষিণা দেওয়ার যে প্রথা উঠিতেছে, তাহা অবৈষ্ণব ব্যবহার। বৈষ্ণব অতিথির উপাদেয়। বৈষ্ণব জগতের বন্ধু। বৈষ্ণব গৃহে আসিলে তাঁহার সেবা করা গৃহস্থদিগের কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবের ভোজন, শয়ন ও গমনাগমনের উপকার করাই বৈষ্ণবসেবা। অভ্যাগত বৈষ্ণব আসিলে তাঁহার প্রতি যত্ন করা নিতান্ত উচিত। কিন্তু বৈষ্ণবকে ভোজন করাইয়া তাঁহার দক্ষিণা দেওয়া নিতান্ত কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত। বৈষ্ণবের দক্ষিণা নাই। বৈষ্ণবের দক্ষিণা প্রথা ব্রাহ্মণভোজনের দক্ষিণা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রথা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। হে ভক্তবৃন্দ! শুদ্ধ নামপরায়ণ-বৈষ্ণবকে সর্ব্বপ্রকার তর্পণ করুন। কিন্তু বৈষ্ণবের ভোজনদক্ষিণা দিয়া বৈষ্ণবসেবাকে কর্ম্মকাণ্ডের অঙ্গ করিবেন না। নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক-গুলি ভেকধারী বৈষ্ণবকে ভোজন করাইবার চেষ্টা করিলে [illegible]

[illegible] নাম্নি [illegible]

[illegible] আখড়ায় [illegible] একটি গৃহে আসিলে তাঁহাদের সেবা [illegible] হইতেই [illegible] বৈষ্ণবসেবা হয়। অধিক বৈষ্ণবদিগকে একত্র করিয়া উপযুক্ত [illegible] আখড়ায় [illegible] করিয়া বৈষ্ণবের [illegible] থাকে বটে, [illegible] হয় না। [illegible] বৈষ্ণবকে গৃহে আনিয়া [illegible] করিলে [illegible] হয় বটে; কিন্তু [illegible] বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলে অপরাধের অবসর হয়। গৃহস্থবৈষ্ণবগণ এ বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া দেখিবেন। বৈষ্ণবসেবাকে নিত্য-ধর্ম্ম মধ্যে গণ্য করিবেন; কিন্তু প্রতিষ্ঠার আশায় নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবকে সেবা করিয়া দক্ষিণাদি প্রদান করত ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন না। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, এ কালটি কলিকাল। যদি শুদ্ধভক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, কলি তাঁহার সৎকার্য্যে বাধা দিবার জন্য অনেক কুপন্থা সৃষ্টি করে। মহাপ্রভুর চরিত্র ও উপদেশে যাহা করিবেন, তাহাতে কলির অধিকার নাই।"

গৃহীসমাজে বৈষ্ণবসেবার ব্যভিচাররূপে কতকগুলি ধর্কটবৈরাগীকে শ্রাদ্ধ-বিবাহাদিতে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহা-দিগকে ভূরিভোজন দান বৈষ্ণবসেবা বা মহোৎসব বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল; সংযোগী বৈষ্ণবনামধারী ব্যক্তিগণ ঐরূপ ভোজন ও দক্ষিণার লালসায় কর্ম্মকাণ্ডীয় ব্রাহ্মণ-ক্রবগণের অনুকরণপ্রিয় হইয়াছিল। এখনও ন্যূনাধিক সেই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব এত সুলভ নহেন যে, ইচ্ছা করিলেই বৈষ্ণবসেবা করা যায়। দৃষ্টান্ত, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে কোন কোন ধনশালী ব্যক্তি 'ধর্কট বৈরাগী' সম্প্রদায়কে নিমন্ত্রিতভাবে আনাইয়া ভোজন করেন। যাহারা দম্ভোদর পূরণের জন্য ঐরূপ বিষয়ীর মুখাপেক্ষী হয়, তাহারা কখনই বৈষ্ণব হইতে পারে না। মহাপ্রভু সিংহদ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তিকেই বেশ্যার বৃত্তি বলিয়াছেন। যে-সকল ধর্কটবৈরাগী ভোজনের জন্য অপরের মুখাপেক্ষী, শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর তাঁহাদিগকে 'পালাসক' বলিতেন। যে সকল গৃহস্থ শ্রাদ্ধ করিবার জন্য বিষ্ণু ব্যক্তি শ্রাদ্ধদক্ষিণা দিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে 'পালাসক' বলা হয়, তদ্রূপ যাহারা বিষয়ীর নিকট হইতে ভোজনের আশায় তাহাদের [illegible] করিয়া পরিপুষ্টদেহ জীবনযাপন করে তাহারাও পালাসক। কোন গ্রন্থে উদাসীন বৈষ্ণব নিজ ঈশ্বরসিদ্ধির জন্য সাধারণ মুখাপেক্ষী হন না। বৈষ্ণবের ভৌমধনের [illegible] মূল্য বিষ্ণুবৈষ্ণব ঐশ্বর্য্য দূরের কথা, উহাকে কেহ পরিষ্কৃত দেখিতে পারে। [illegible] এইরূপ শুদ্ধবৈষ্ণবের কথা। অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিলেই [illegible] বৈষ্ণবের পরিচর্য্যা বলিতে কেবল তাঁহার আদিকসেবা লক্ষ্য করে না। সর্ব্বতোভা-

ভাবে বৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তির অনুগমনই বৈষ্ণবসেবা। তাহা দেশ-কাল-পাত্রের কোন ব্যবধানের অন্তর্গত নহে। ঠাকুর নরোত্তম খেতুরীতে থাকিয়াও ব্রজধামস্থ শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপ্রভুর সেবা বিপ্রলম্ভের সহিত করিয়াছেন। পাহর্ষনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ হইতে বহুদূরে থাকিয়া গুরুসেবা করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল গৌরকিশোর হইতে বাহ্যদর্শনে দূরে থাকিয়াও গুরুসেবা করিয়াছেন। রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর পুরুষোত্তমে থাকিতেন, আর শ্রীসনাতন-রূপ শ্রীবৃন্দাবনে থাকিতেন। এইরূপ শত শত মাইল ব্যবধানে থাকিয়াও তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি একযোগসূত্রে গ্রথিত থাকায় তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সেবানুরাগীই ছিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন ব্রজমণ্ডলে বসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছেন। গুরুড়ীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রামে বসিয়া গৌরসেবা করিয়াছেন। আবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের চতুঃসার্শ্ব বৈষ্ণব করিয়াও ও তাঁহাদের অন্তরঙ্গ পরিচর্য্যার অভিনয় করিয়াও অনেকেরই গুরুসেবা ও বৈষ্ণবসেবা হয় নাই। বৈষ্ণবসেবার ফলে অনর্থনিবৃত্তি ও স্বার্থসিদ্ধি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথিত বৈষ্ণবসেবার উদ্দেশ্য।

ভক্তিবিনোদ ও জীবে দয়া

"জীবে দয়া" তাহাকে বলে, তাহা প্রবন্ধ বা গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায় না। কিন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্র দর্শন করিলে তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের কথিত 'জীবে দয়া' বা পরোপকার বৃত্তি এবং 'নামে রুচি' বিগ্রহ ধারণ করিয়া ভক্তিবিনোদরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জগতের অল্প লোক জীবের দেহ ও মনের উপকার করাকেই জীবে দয়া বা পরোপকার মনে করিয়া থাকে। আবার আধুনিক সমন্বয়বাদী-সম্প্রদায় 'জীবে দয়া'র প্রতি অসৎসাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পোষণ করিয়া 'জীবসেবা' কথাটিকে সমীচীন মনে করেন। বস্তুতঃ জীব-সেবা কথাটি পরমেশ্বরের প্রতি বিদ্রোহ। পরমেশ্বরের সেবাই জীবের কর্ত্তব্য। জীব পরমেশ্বরের নিত্যদাস। পরমেশ্বরের সেবক বৈষ্ণবের সেবা আরও উচ্চতর জীবের নিত্যকৃত্য; কিন্তু বহির্ম্মুখ জীবের প্রতি দয়াই কর্ত্তব্য। তাহা স্থূল ও লিঙ্গদেহের উপকারস্বরূপ 'দয়া' নহে। **জীবকে ভগবৎসেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহার নিত্য উপকার সাধনের নামই 'জীবে দয়া'।** যাঁহারা এইরূপ জীবে দয়া করেন, তাঁহাদিগকেই শ্রীমদ্ভাগবত 'কৃপিণ' বলিয়াছেন। 'জীবে দয়া' সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সারগর্ভ বিচার করিয়াছেন :—

"জীবে দয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। জীবের প্রতি দয়া করা বৈষ্ণবের একটী স্বভাব। যাঁহাতে এই স্বভাব লক্ষিত না হয়, তিনি সহস্র সহস্র বাহ্য চিহ্ন ধারণ করিলেও বৈষ্ণব হইতে পারেন না। 'জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন' ইহাই মাত্র বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া শ্রীশচীনন্দন সর্ব্বত্র শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। জীবের প্রতি বৈষ্ণবের দয়া বৈষ্ণবের অন্তঃকরণেই থাকে, তাহার বাহ্য পরিচয় কি ইহা জানিতে পারিলে উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়। অতএব তাহার বাহ্য পরিচয় অনুশীলন করিতেছি। 'জীবে দয়া' এই কথাটী কেবল বদ্ধ জীব সম্বন্ধে, ইহা বুঝিতে হইবে। আবার বদ্ধ জীবের মধ্যে যাঁহারা ভক্ত সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি দয়া, তদ্রূপ মৈত্রী ব্যবহার করার উপদেশ আছে। অতএব বদ্ধ জীবের মধ্যে যাঁহারা বালিশ অর্থাৎ মূঢ়, তাঁহাদের প্রতি দয়া করিতে হয়। জীবের ক্লেশ দেখিয়া যে প্রবৃত্তি চিত্তে উদিত হইয়া জীবের আনুকূল্যে আর্দ্রতা উৎপন্ন করে, তাহার নাম দয়া। ক্লেশ তিন প্রকার অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ, লিঙ্গদেহনিষ্ঠ ও স্থূলদেহনিষ্ঠ। অবিদ্যা-বন্ধন-জনিত স্বরূপ-ভ্রংশই আত্মনিষ্ঠ ক্লেশ। তাহাতেই জীবের স্বরূপ যে কৃষ্ণদাস্য, তাহার বিস্মৃতি। ইহাই জীবের মূল ক্লেশ। যাবদ্বদ্ধ

P29543

হইয়া মানিক অহঙ্কার, বুদ্ধি, চিত্ত ও মনকে জীব স্বীকার করিয়াছেন। তাহাই তাঁহার লিঙ্গশরীর। জড়ীয় সত্ত্বাতে 'আমি ও আমার' বুদ্ধিকে মানিক অহঙ্কার বলি। জড়ীয় বস্তুতে জ্ঞানাদি চর্চ্চাই মানিক বুদ্ধি। জড়ীয়জ্ঞানকে সংগ্রহ করিয়া গণনা করার নাম মানিক চিত্ত। জড়ীয় ধর্ম্মের চিন্তা ও বিচারের নাম মানিক মন। এই অবস্থাটীই জীবের একটী ক্লেশ। এই স্থলে জড়ীয় পাপ-পুণ্যের উদয় ও বিচার। এই কার্য্য যত হয়, জীব ততই স্বস্বরূপ আত্মা হইতে সুদূরবর্ত্তী হইয়া কেবল মানিক জগতে অভিনিবিষ্ট হন। তাহার উপর মাতৃগর্ভ হইতে প্রাপ্ত জীবের স্থূল শরীর। স্থূল শরীরের অভাব, পীড়া, মৃত্যু ও বাধ্যবাধকতা—ঐ সমুদায়ই জীবের স্থূল-ক্লেশ-নিষ্ঠ ক্লেশ। পাপাচরণ ত' ক্লেশই বটে। পুণ্যাচরণও আত্মার স্বস্বরূপ হইতে দূরবর্ত্তী ক্রিয়া বলিয়া আপাততঃ শুভময়ে পরিগণিত হইলেও ক্লেশ বটে। যিনি কৃষ্ণোন্মুখ জীব, তিনি এই সমস্ত ক্লেশ হইতে ক্রমশঃ শিথিল-বন্ধন হইয়া কৃষ্ণানুশীলন-সুখ ভোগ করিতে থাকেন। নিজের যত সুবিধা হইতে থাকে, তিনি অন্যান্য ক্লিষ্ট জীবের দ্বারে ততই আর্দ্র হইতে থাকেন। তিনি ইচ্ছা করেন, 'আর কেন অন্য জীবসকল ক্লেশ-বন্ধনে মুহ্যমান হইয়া আছেন। আমি তাঁহার বিবিধ ক্লেশের অপনোদন করিতে যত্ন করিব।' তখন তিনি নিজ কার্য্য না থাকিলেও সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া কৃষ্ণনামে রুচি উৎপাদনের যত্ন করিয়া থাকেন। এইটী বৈষ্ণবধর্ম্মেরই স্বভাব।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন ;—

যহাপি-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ-কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥

তিনি তখন দ্বারে দ্বারে গিয়া এইরূপ বলিতে থাকেন ;—

(প্রভাবান্ জন হে।)
নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নাম-হাট জীবের কারণ॥
সবুর আদেশে তাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥
অপরাধ-শূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার॥

দ্বারে দ্বারে এইরূপ শিক্ষা দিতে দিতে যদি একটী জীবও এক্ষণসময়ে উদ্ধার হইয়া কৃষ্ণ ভজন করে, তবে বৈষ্ণব নিজ কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ করেন। জীবের ভাগ্যোদয় না হইলে কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তি উদয় হয় না। তৎকার্য্যে জীবকে সাহায্য করাই বৈষ্ণবের হৃদয়স্থ জীবে দয়ার একমাত্র পরিচয়। জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। যে স্থলে স্থূল শরীরের রোগ-নিবৃত্তি বা ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সে স্থলে বৈষ্ণবতা নাই। যেহেতু তদ্দ্বারা কেবল ক্ষণিক উপকার হয়, কিন্তু নিত্য উপকার হয় না। তবে যেখানে ঐ সব কর্ম্মদ্বারা কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির সহায়তা করা যাইতে পারে, সেখানে তত্তৎকার্য্যেও বৈষ্ণবের স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়।

মধ্যমাধিকারী বা উত্তমাধিকারী বৈষ্ণব হইলে এই 'জীবে দয়া' প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হয়। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবদিগের এ প্রবৃত্তি প্রবল থাকে না। বৈষ্ণব কৃপায় যখন কনিষ্ঠত্ব লোপ হইয়া মধ্যমাধিকার উদয় হইতে থাকে, তখনই তিনি 'বৈষ্ণব' পদবাচ্য হন এবং জীবে দয়া তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়। সঙ্কোচ বৈষ্ণবদিগের হৃদয়ে জীবে দয়া অত্যন্ত প্রবল। তিনি বলেন ;—

জীবের পাপ ল'য়ে মুঞি করি নরক-ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও তব-রোগ॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই কথাটি তাঁহার একটী বিশেষ জীবে দয়ার পরিচয়। "জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। যে স্থলে স্থূল শরীরের রোগ-নিবৃত্তি বা ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সেস্থলে বৈষ্ণবতা নাই।" যাহার হৃদয়ে যতটা জীবে দয়া প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ অর্থাৎ যিনি যতটা কৃষ্ণবিমুখ, জীবকে কৃষ্ণসেবায় সংলগ্ন করিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি ততটা মহাপ্রভুর প্রিয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাপ্রভুর প্রিয়তম বলিয়াই তাঁহার ন্যায় পরদুঃখদুঃখী গৌড়জন জগতে সুদুর্ল্লভ।

———

ভক্তিবিনোদ ও বৈষ্ণবের জীবনবৃত্তি

হরিভজনের অনুকূল জীবন যাপন করিবার জন্য গৃহত্যাগী ও বৈষ্ণবগৃহস্থ 'কপট' জীবনানুকূলবৃত্তি অবলম্বন করিবেন, তদ্বিষয়ে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে সকল বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেকেরই অনুধাবন করা কর্তব্য। কারণ শরীরযাত্রা প্রত্যেককেই নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা অতিক্রম করিবার উপায় নাই। গৃহত্যাগিগণ তাঁহাদের প্রয়োজন লোকাপেক্ষা অত্যন্ত সঙ্কুচিত করিয়া হরিভজনের জন্য কোন প্রকারে শরীরধারণার্থ মাধুকরী ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় দেখিতে পাওয়া যায়,—

"বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২২৩—২২৭)

মাধুকরিবৃত্তিগ্রহণের নামেই অনেক অসৎ গৃহত্যাগিব্যক্তিগণ নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে ব্যস্ত হন। এ বিষয়ে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিশেষ সতর্ক করিয়াছেন। বৈষ্ণবগৃহস্থেরও জিহ্বালাম্পট্য ও বিলাসিতার জন্য অধিক অর্থাদি ব্যয় হরিভজনের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। 'শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়' এই শিক্ষাটি গৃহত্যাগী ও গৃহস্থ উভয়ের পক্ষেই সমভাবে প্রযোজ্য। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের জীবনবৃত্তি সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—[illegible] দিয়াছেন যাহা

"গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী এই উভয় দলের মধ্যে যিনি শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত, তিনি বৈষ্ণব। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ভিক্ষাদ্বারা শরীর রক্ষা করিবেন। গৃহস্থবৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রম অনুসারে বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। যে সকল গৃহস্থদিগের বর্ণাশ্রম নাই, তাঁহারাও স্বীয় স্বীয় স্বভাব ও প্রবৃত্তি অনুসারে ন্যায়বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। ব্রহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যগণের গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের জন্য উপদিষ্ট যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি জীবনযাপনের বৃত্তি। রাজ্যপালন, যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদি বৈশ্যবৃত্তি ও দ্বিজবর্ণের সেবা,—ইহাই শূদ্রবৃত্তি। এই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ন্যায়পূর্ব্বক ধনসঞ্চয় করত শরীররক্ষা করাই সার ধর্ম্ম। রাজকার্য্য দুই প্রকার অর্থাৎ মন্ত্রযোগ্য রাজকার্য্য ও ক্রিয়াযোগ্য রাজকার্য্য। কার্য্যালয়ে নিয়মিত সময়ে গমনপূর্ব্বক লেখাপড়ার দ্বারা রাজ্যশাসন-কার্য্যে যাঁহারা রাজসেবা করেন; তাঁহাদের কায়বৃত্তি। এই সকল রাজসেবকদিগের পক্ষে রাজদত্ত বেতন-দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করাই উচিত। গোপনে অর্থসংগ্রহ করাটা চৌর্য্যবৃত্তি। তাহা দুই-প্রকার। রাজদত্ত বেতন অপেক্ষা অধিক ধন রাজভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া লওয়া একপ্রকার চৌর্য্য। নিজকর্ত্তব্য কার্য্য-সূত্রে অপর লোকের নিকট হইতে উৎকোচগ্রহণ করা দ্বিতীয় প্রকার চৌর্য্য। তৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই উপদেশ দিয়াছেন;—

রাজবর্ত্তন খায় আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥

যে সকল রাজকর্ম্মচারী উৎকোচগ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রভুর মতে দণ্ড্য, অন্যত্রও অনেককারণে এই পাপক্রিয়া তাঁহারা নানাপ্রকারে করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের দ্বারা জীবনযাত্রা যতদূর নির্ব্বাহ হয়, তাঁহাতেই সন্তুষ্ট থাকা বৈষ্ণবের উচিত। কেহ কিছু ধন দান করিলে [illegible]

যাহারা জমীর নিকট নির্দ্দিষ্ট খাজনা চুক্তি করিয়া বিষয় ভোগ করেন তাঁহারা জমীর মালিককে দিয়া যাহা পান তাহাই তাঁহাদের বৃত্তিপ্রাপ্ত ধন। তৎসম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন—

"ব্যয় না করিও কভু রাজার ভূষণে ।
রাজার ভূষণ দিয়া যে কিছু লভ্য হয় ।
সেই ধন করিও নানা ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয় ।
অন্যায় না করিও যাতে দুইলোক যায় ।"

বহুমাল্যভোজন, অসৎ নাট্যাদি দর্শন, বৃথা লোকক্ষয় ইত্যাদিতে যায়, অসৎপাত্রে দান ইত্যাদি বহুবিধ অসৎ ব্যয় আছে। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাস হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অসদ্ব্যয় না করিয়া সদ্ব্যয় করিবেন। অতিথিসেবা, দুঃখীলোককে অন্নদান, পীড়িতলোককে ঔষধ ও পথ্য দান, বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যাদান, দরিদ্রলোককে কন্যাদি দায় হইতে মুক্তকরণ, এই সমস্ত সদ্ব্যয় অপেক্ষা একটি বিশেষ শুভতর সদ্ব্যয় আছে। সেই ব্যয় শ্রীভগবৎ-সেবা ও শ্রীভাগবত-সেবাতে হইয়া থাকে। যে সব ধনী, যে সকল ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরে ভগবৎসেবার উদ্দেশে অর্থ দান করিয়াছেন, তাঁহাদের তুল্য মহাবৈষ্ণব আর কে আছেন? প্রভুর দৈনন্দিন-সেবা সংস্থাপনের জন্য সমস্ত গৃহস্থবৈষ্ণব-দিগের অর্থ হইতে কিছু কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য।"

কলিকাতার বাহ্য হইতে ভক্তাগমন ও হরিনাম-প্রচারের সেবার অর্থব্যয় অনন্তকোটিগুণে শ্রেষ্ঠ—ইহা সাধারণলোকে বুঝিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা আত্ম-মঙ্গলের অনুসন্ধিৎসু, তাঁহারা নামকীর্ত্তনকারী ভক্ত ও শ্রীনামের সেবার অর্থানুকূল্য করিয়া কোনপ্রকার দাক্ষিণ্য বা ঔদার্য্যনিমিত্ত প্রত্যাশিলাভ আকাঙ্ক্ষা করেন না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে অর্থাৎ চারিজনের অনুকূল জীবন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য যথাসম্ভব হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় নিয়োগ করাই বৈষ্ণবের জীবন-বৃত্তি হইয়া কর্ত্তব্য।

—

ইষ্টগোষ্ঠী-সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব

[গৌড়ীয় ১৭শ বর্ষ ১ম সংখ্যা উপোদ্ঘাত 'ঘ' পৃষ্ঠার পর]

প্রত্যেক মঠে বৈষ্ণবশাস্ত্রের বিশেষরূপে অনুশীলন হওয়া আবশ্যক; নতুবা আমাদের 'দেহাত্মবুদ্ধিঃ' রূপ মূর্খতা ঘুচিবে না, আমরা যদ্বোক্ষবিৎ পণ্ডিত হইতে পারিব না। বৈষ্ণবদাসানুদাসাভিমানেই প্রকৃত পাণ্ডিত্য বর্ত্তমান, তাহাই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের চরম বিজ্ঞান। শ্রীচক্রি বিনোদ-গৌর-সরস্বতীর একমাত্র তাহাতেই সন্তোষ।

* * *

'বেদ' বলিতে কেবল ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্বের যে কএকটি মন্ত্র বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে, তাহাই নহে। শ্রীমদ্ভাগবতই সমগ্র বেদের একমাত্র নির্য্যাস গ্রন্থ—তিনি একাধারে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্র-সার। এই জন্যই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই অমল-প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া আখ্যান করিয়াছেন। কৃষ্ণসুখ-পর শব্দই বেদ। যে বাণী শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত হইয়া শ্রৌতপারম্পর্য্যক্রমে অনুস্যূতভাবে অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে, তাহাই বেদ।

*

প্রাকৃত পাণ্ডিত্য কাহারও থাকিলে তাহা হরিজনের সহায় হইতে পারে বটে, কিন্তু না থাকিলেও যে হরিজন হইতে পারে না—এরূপ কথাও নহে। সদ্বিৎ শক্তির কৃপায় প্রকাশই সিদ্ধান্তজ্ঞান। সেই সিদ্ধান্তজ্ঞান কোন প্রাকৃত অপরা বিদ্যাকে অপেক্ষা করে না। একমাত্র গুরুপাদপদ্মের কৃপায়ই তাহা লাভ করা যায়।

* * *

সদ্বিৎশক্তির বাধক কৃষ্ণ। আমাদের misunder-standing করিয়া যাইবে, মোহ অর্থাৎ চেতনে অচেতন ও অচেতনে চেতন-ভ্রম, সত্যে অসত্য ও অসত্যে সত্য-ভ্রম এবং আনন্দে নিরানন্দ ও নিরানন্দে আনন্দ-ভ্রম; প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতা, করণাপাটব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ স্ব-পর-বঞ্চনেচ্ছা, ভয় অর্থাৎ দ্বিতীয়াভি-নিবেশ, শোক অর্থাৎ ভোগবস্তুর বিয়োগে চিত্তের ক্লেশ—এই সমুদয় অনর্থই হ্লাদিনীসার সদ্বিৎশক্তির কৃপায় দূরীভূত হইতে পারে।

* *

কৃষ্ণের বিলাসের উপকরণই বৈষ্ণব। বৈষ্ণব ও কৃষ্ণের —পরস্পরের মধ্যে বিলাস নিত্যকাল চলিতেছে। সেই বৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়া যে কৃষ্ণদর্শনের চেষ্টা বা ইচ্ছা, তাহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানমাত্র। যিনি কৃষ্ণকে দিতে পারেন, যাঁহাকে লইয়া ভগবানের ভগবত্তা অর্থাৎ কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব, তিনিই 'বৈষ্ণব'। তাঁহার সেবার জন্য সর্ব্বক্ষণ যাঁহার হৃদয়ে তীব্র বিরহ জাগরূক হইয়া উঠিতেছে, যিনি সর্ব্বক্ষণ "হায়! হায়! আমি ত' বৈষ্ণবসেবা করিতে পারিলাম না—কিরূপে যাঁহার সেবা হইবে"—এই আচার। শ্রীগুরু বৈষ্ণবে রতি না হইল আমার অশেষ বন্ধনে মন মগন রহিল। বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল — যিনি সত্য-সত্য ব্যাকুল-হৃদয় হইতেছেন, তাঁহারই প্রতি বৈষ্ণবের কৃপাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতেছে। আর সেই বৈষ্ণবের আবেদনে অধোক্ষজনয়নের কৃষ্ণ তাঁহাকেই দয়া করিতেছেন।

* * *

আমার বৈষ্ণবসেবা হইল না বলিয়া বৈষ্ণব-সেবকমাত্রেরই দৈন্য থাকা দরকার। সেই নিষ্কপট দৈন্য যাঁহার যত বেশী, তিনি তত অধিক কৃষ্ণের প্রিয়,—কৃষ্ণ তাঁহার নিকট তত অধিক থাকেই। বৈষ্ণব-সেবার বিচারই প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত এবং তাদৃশ চিন্তাই 'প্রকৃষ্টাকর্ষিণী'। সকলেরই ইহা দৃঢ় ও নিশ্চিতরূপে জানা দরকার যে, হরিগুরুবৈষ্ণবের বিরহস্মৃতিই কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা লাভ করায়।

* * *

বৈষ্ণবসেবক নিজে নামপরাধ থাকিয়া প্রত্যেকে যাহাতে শ্রীনামের শ্রবণকীর্ত্তনে উন্মুখ থাকেন, তজ্জন্য চেষ্টা করিবেন। তাহা না করিলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে বাধা পড়িয়া নানাপ্রকার অমঙ্গল আক্রমণ করিবে। প্রত্যেকেরই অধিকার যাহাতে উন্নত হয়, তজ্জন্য আমাদের পরস্পরের মিলিয়া মিলিয়া চেষ্টা করা আবশ্যক। যিনি তাহা চাহেন না, তিনি কৃষ্ণকেই ফাঁকি দিতে চান। যেখানে পরস্পরের ভজনোন্নতি বিধান করিবার চেষ্টা দেখা যায় না, সেখানে কৃষ্ণের সুখ নাই।

* * *

এই সম্প্রদায়ের আচার্য্য স্বয়ং শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার এই সম্প্রদায়ের নাম "শ্রীগৌড়ীয় মঠ" এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাক্ষিক পত্রের নাম "গৌড়ীয়" কেন রাখিলেন? সজ্জনতোষণীই ত' ছিল? ইহাতে সম্প্রদায়ের অনেক গূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত আছে। "গৌড়ীয়"—শ্রীস্বরূপদামোদরানুগত্যময়।

* * *

যিনি পাকা খেলোয়াড়, তিনি খেলার অনেক কৌশল বা প্যাঁচ জানেন। প্রভুপাদও কৃষ্ণের ক্রীড়া বা বিলাস-সম্পাদনের একজন সুকৌশলী খেলোয়াড়। কৃষ্ণের বিলাস-সম্পাদনের যাবতীয় কৌশলে যিনি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ, তিনিই শ্রীগুরুদেব। যিনি কৃষ্ণের ভোগ বর্দ্ধন করান, যিনি তাঁহার সেবা বা কাম বর্দ্ধন করান, তিনিই শ্রীগুরুদেব। আর যিনি প্রভুপাদের সমস্ত কৌশলের মধ্যে কৃষ্ণভবনের ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান্ ও নিষ্কপট বিপ্রলম্ভসেবক, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রদর্শিত ভজনমার্গের সত্যসত্যই প্রকৃত অনুসরণ করিলেন। বস্তুতঃ ভজন-কৌশলী তিনি; তাঁহার অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ ভজন-রীতি ছিল। এই সমস্ত বিষয় বুঝিবার জন্য অকপট সেবা-সমাধি দরকার। প্রাকৃত বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাশক্তি বা সেবা-মনীষার দ্বারা কখনই শ্রীল প্রভুপাদের বিচার-আচার বুঝা বা জানা সম্ভব হইবে না। কেননা, তিনি এবং সকল কার্য্যই বিষ্ণুর নিকট নিত্যকাল transcendental paradox, সাধারণ বোধ মানবজাতি তাঁহার বা তাঁহাদের ক্রিয়াযুক্তিকে উল্টাপাল্টা বুঝিয়া "মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ" বাক্যের সার্থকতা বিধান করিবে। তাঁহার অহৈতুকী কৃপাই তাঁহার সেই অপ্রাকৃত পরমগম্ভীর ভজনরীতি বুঝিবার একমাত্র উপায়। আবার বৈষ্ণবসেবা বিচারেই তাঁহার কৃপা-লাভ হয়—ইহাও বিশেষভাবে অবধারণ করিতে হইবে।

* * *

কেবলমাত্র কতকগুলি ইট-কাঠ-মাটি-পাথরের ঘরবাড়ী করার চেষ্টা তাঁহার ছিল না। যাহাতে চৈতন্যবাণীর মঠ-মন্দিরে আমাদের সকলেরই কৃষ্ণসেবা হয়, তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

* * *

সকলে মিলিয়া আশ্রয়বিগ্রহের সেবায় সমর্পিতাত্মা হওয়াই আমাদের একমাত্র বিচার হউক। আমাদের এই

সম্প্রদায়টি শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতী-বাণীরই সেবক। যাহাতে এই বাণী আমরা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সেবায় নিত্যকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারি, তজ্জন্যই প্রচেষ্টা করা সকলের কায়মনোবাক্যে কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবের সেবা করিলেই, প্রাণপণে বৈষ্ণবসেবায় আনুকূল্য বিধান করিলেই সম্প্রদায়ের শুদ্ধি বজায় থাকে, শ্রীল প্রভুপাদের সেবাও থাকিবে, নতুবা শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পাদপদ্মে আমাদিগকে স্থান দিবেন না। মুখে নামমাত্র প্রভুপাদের অনুগত বলিয়া পরিচয় দিলে কখনও প্রভুপাদের বাস্তব আনুগত্য লাভ হইবে না. সত্য সত্য প্রভুপাদের সেবা করিবার ইচ্ছা থাকিলে, শুদ্ধ বৈষ্ণবের প্রতি প্রযুক্ত ও আচরিত অসম্মান অপমান, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, insult-disgraceএর বিরুদ্ধে প্রতীকার লাভের জন্য প্রাণপণে বাধা দিতে হইবে, তাহাতে নিরপেক্ষ থাকিলে চলিবে না।

প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে 'ভাল আমি'র বিচার প্রথম করিতে হইবে অর্থাৎ বৈষ্ণবের সেবাপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইতে হইবে; নতুবা 'বড় আমি'র বিচারের মধ্যে পড়িয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণে আত্মবিনাশ বরণ করিতে হইবে। তাহা কখনও লভ্য বা সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য নহে। কৃষ্ণ-কান্তের নিত্যচেতনময় সেবা সুখে অহৈতুক অকৃত্রিম আনন্দ-লাভই শোক-মোহ-ভয় নিবারণের একমাত্র উপায়।

শ্রীভক্তিবিনোদ ও সমন্বয়বাদ

সমন্বয়বাদকে সকলেই আদর করেন। Proper adjustmentকে সমন্বয় বলে। এইরূপ সমন্বয়ের নামই ভক্তি বা ভগবৎপ্রীতি। পরব্রহ্মে সকলেরই সমন্বয় আছে। বেদান্তের 'তৎ তু সমন্বয়াৎ' সূত্রই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু বর্ত্তমানে সমন্বয়ের যে বিকৃত ধারণা ব্যাপক বন্যা-স্রোতের ন্যায় সকলকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা সমন্বয় নহে, উহা সমন্বয়ের বাতিচার মাত্র। বর্ত্তমানে যোগ্য স্থানে যোগ্য বস্তু স্থাপিত না হইয়া একাকার করাকেই সমন্বয় বলা হয়। বুড়ি-মিছরী, জড় ও চেতন, আলো ও অন্ধকারকে একাকার করিবার চেষ্টা সমন্বয় নহে। উহারা এক হয় না। আলো ও অন্ধকারকে এক করিতে গেলে সেখানে সন্ধ্যা হইয়া যায়। দেবীধাম ও বৈকুণ্ঠধাম কখনও এক হয় না। যথাস্থলে বিরজা ব্যবধান থাকেই থাকে। ইহাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার সমসাময়িক • • মহাশয়ের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ শিক্ষা রামচন্দ্র দত্তের পুস্তকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন।—

"গ্রন্থকার (১) • •এর প্রশংসার স্থলে লিখিয়াছেন যে, তিনি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের নিতান্ত বিরোধী এবং সমস্ত সাম্প্রদায়িকদিগের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও আনন্দ লাভ করেন। এই পরিচয়ে আমরা মনে করি যে, • • মহাশয় জ্ঞানী ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার ভক্তির কোন বিশেষ পরিচয় নাই। জ্ঞানের ধর্ম্ম এই যে, সাধককে ফলকালে নিঃসঙ্গ ও নিরপেক্ষ করিয়া ফেলে। ভক্তির ধর্ম্ম এই যে, সাধককে ফলকালে ভক্তসঙ্গলিপ্সা ও ইষ্টবস্তুতে নৈষ্ঠিকী মতি প্রদান করে। ইহার মধ্যে কোন্‌টি ভাল—এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আমাদিগকে এই বলেন যে, নৈষ্ঠিকী মতি ও ভক্তসঙ্গলিপ্সা বৈরাগ্য ও নিরপেক্ষতা অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ।

এ-সম্বন্ধে অনেক বিচার ও উদাহরণ আছে। বিচার এই যে, নিত্য বস্তু-নিষ্ঠা-ব্যতীত জীবের মঙ্গল আর কিছুতে নাই। যদি সর্ব্বনিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে জগতে আর অশ্রেষ্ঠ কি আছে? যে যাহাতে নিষ্ঠা করে, তাহাই যদি ভাল হয়, তবে আর ভাল-মন্দের বিচার কি থাকে? বুড়ি-মিছরি তাহা হইলে একই হইয়া পড়ে—জীবের আর সাধন-ভজনের কিছুই প্রয়োজন থাকে না। তাহা হইলে সেবানিষ্ঠ লম্পট

(১) "উদ্ধবদাস" নামক গ্রন্থপ্রণেতা রামচন্দ্র দত্ত।

এবং তৎসন্নিস্থ পরমহংস—এ দুইয়ের ভেদ কি ? তাহা হইলে অতৎ ও তৎ—দুইই এক !! অতএব সমস্ত-নিষ্ঠাই শ্রেয়ঃ এবং অনিষ্ঠাই দোষ। সুতরাং সকল বিষয়ে নিরপেক্ষতাকে ভাল বলা যায় না। বরং সাপেক্ষ হইয়া নিরপেক্ষতাকে বিসর্জ্জন দেওয়াই কর্ত্তব্য। উদাহরণ-স্থলে আমরা কেবল এই বলিতে চাই যে, যাহার একনিষ্ঠতা নাই, সে কখনও পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের উৎকর্ষ দেখে নাই। পতিব্রতা স্ত্রী তাঁহার স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠতার দ্বারাই জগৎপূজ্যা হয়। নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম স্বীকার করিলে স্ত্রীলোকের বেশ্যোপাধি হয়। আমরা জানি যে, যিনি 'তৎ'বস্তুতে নিষ্ঠা লাভ করিয়া সমস্ত অতৎ-বস্তুর প্রতি নিরপেক্ষ না হন, তাঁহার ধর্ম্মভাব উচ্চতা লাভ করে নাই। বিশেষতঃ প্রীতি-তত্ত্বের জীবনই নৈষ্ঠিকতা। অতএব ভক্তপ্রধান হনুমান্ রাম ও কৃষ্ণের অভেদ জানিয়াও এরূপ উক্তি করিয়াছেন—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ ॥

পরমারাধ্যা গোপীজনগণ কৃষ্ণমাধুর্য্যে এতদূর মুগ্ধ যে, কৃষ্ণ স্বয়ং চতুর্ভুজ হইলেও তাঁহারা নিরপেক্ষভাব প্রকাশ করিলেন।

শেষ কথা এই যে, যদিও জ্ঞানের দ্বারা ইহা সিদ্ধান্তিত হয় যে, পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী, অতএব সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়া নিরপেক্ষভাবে সকল-ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা করা ভাল, কিন্তু যাঁহারা ভজন-চতুর, তাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শন করিয়াও স্বকীয় ইষ্ট-তত্ত্বে নৈষ্ঠিকী প্রীতির অনুশীলন করেন।

গ্রন্থকার কোন স্থলে • বাবাজীর ভাবাবেশাদির উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে কিয়ৎপরিমাণ আনন্দের উদয় হয়। যিনি নিরপেক্ষ, তিনি সর্ব্বদাই জ্ঞানের কথা-যাতে ব্যস্ত থাকেন, পাছে কাহার সাপেক্ষ হইতে হয়, এই জন্য তাঁহার ভাবাবেশের সংঘটন হয় না। • • বাবাজীর যদি নিরপেক্ষত্ব সত্ত্বেও ভাব হয়, তবে তিনি ধন্য। কিন্তু বিচারপূর্ব্বক যদি ভাবের লক্ষণসকল স্বীকার করেন, তাহা হইলে সেই ভাবসমূহ যথার্থ ভাবই নয়, সে-সকল কেবল ভাবাভাস মাত্র। তদ্রূপ ভাব-সম্বন্ধে বিশুদ্ধ-প্রেমাচার্য্য শ্রীস্বরূপ গোস্বামী এইরূপ বলিয়াছেন—

কিন্তু বালচমৎকারকারী ভক্তিহৃদীক্ষয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধ্যোঽয়ং হৃত্যাভাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
প্রতিবিম্বতথা ছায়া-রত্যাভাসো দ্বিধা মতঃ ॥

রত্যাভাস দুইপ্রকার। প্রতিবিম্ব-রত্যাভাস ও ছায়া-রত্যাভাস। রত্যাভাস-মাত্রেই সর্ব্বপ্রকার ভক্তি-লক্ষণ লক্ষিত হয়। তাহাতে নির্ব্বোধ লোকেরা চমৎকৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু যথার্থ-ভক্তির আস্বাদকগণ তাহা চিনিতে পারেন।

আমরা স্বয়ং • • মহাশয়কে জানি না যদি গ্রন্থকার তাঁহার তত্ত্ব না জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সামান্য নিরপেক্ষ দলে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, তবে তৎসম্বন্ধে আমরা যাহা যাহা বলিলাম, তাহাতে আমাদের অপরাধ নাই। আমরা যেরূপ দুর্বিটি এই গ্রন্থে দেখিতেছি, সেইরূপ মত প্রকাশ করিলাম। তিনি যদি যথার্থ সাধু হন, তবে তাঁহার চরণে আমাদের কোটি কোটি দণ্ডবৎ। বৈষ্ণব-অবমাননা অপেক্ষা আর অধিক অপরাধ জীবের পক্ষে সম্ভব হয় না।

আমরা করযোড়ে জগৎকে বলিতেছি—"হে ভ্রাতৃবর্গ! নিরপেক্ষতা বিষয়সম্বন্ধেই থাকুক, ভগবৎসম্বন্ধে উহাকে চিত্ত হইতে দূর কর। ভগবানের নিত্যলীলা অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিত্য-স্বরূপ লাভ কর। বাহ্যিক লীলার মধ্যেও তাঁহার নিত্যলীলার পরিচয় আছে। জড়ীয় সাকার নিরাকার-বিবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব-স্বরূপ সেই ভগবৎসৌন্দর্য্য দর্শন কর। ব্রহ্মশক্তি—ব্রহ্ম হইতে অভেদ ও নিত্য। সাধনভক্তির দ্বারা ভাবভক্তি ও তদ্দ্বারা নির্গুণ প্রেমভক্তি লাভ কর। ঈশ্বর-পরমাত্মাদি সাম্বন্ধিক-স্বরূপ অতিক্রম করত নিত্যস্বরূপ ভগবান্‌কে প্রীতিসূত্রে লাভ কর।

নামাপরাধকে নাম, প্রতিবিম্ব ছায়া নামাভাসকে নামাভাস বা নামের সহিত সমান-জ্ঞান, অন্যাভিলাষকে ভক্তির সহিত একাকার করা যে সমীচীন নহে, তাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উক্ত সমালোচনাতে প্রদর্শন করিয়াছেন; সাধারণ লোক ভক্তি ও অন্যাভিলাষের পার্থক্য বুঝিতে পারে না। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যাকে কখনও ভক্তির সহিত একাকার করা যায় না। কেবলাদ্বৈতবাদ বা নির্ব্বিশেষবাদে অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও প্রেম-ভক্তির বিকার প্রদর্শিত হয়,—যাঁহারা বলেন, তাঁহারা

যে বিদ্বাভক্ত ও ভক্তিদেবীর শত্রু, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সমালোচনাতে প্রদর্শন করিয়াছেন। জগতের মনোধর্মী ব্যক্তিগণের শতকরা শতজন—স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালের সমস্ত অধিবাসীও যদি চরমে নির্ব্বিশেষবাদীকে প্রেমিক ভক্ত বলিয়া মাথায় করিয়া নৃত্য করেন, তদ্দ্বারা প্রকৃত সত্য নিরূপিত হইবে না। • • মহাশয় "অদ্বৈতবাদ আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর" বাক্যে তাঁহার ভ্রমপ্রমত্তভাব প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং নির্ব্বিশেষবাদ চরম লক্ষ্য থাকিলে যে ভাবের বিকারাদি দেখা যায়, তাহা প্রেমভক্তি নহে, উহা প্রতিবিম্ব-ছায়া-নামাভাস বা অভক্তি।"

অজ্ঞতার আর এক পিঠ

(শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা)

১১৪এ, ল্যান্সডাউন রোড্ হইতে প্রকাশিত ও খড়দহ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের সম্পাদিত 'পাক্ষিক গৌড়ীয়' নামক পত্রের এক পিঠ অর্থাৎ সংস্কৃত অংশের স্বরূপ ইতঃপূর্ব্বে শ্রীপাদ বলদেব-বন্দনাদি কার্য্যোপলক্ষে মহাশয় নৈপুণ্য-সহকারে উদ্ঘাটন করিয়াছেন। উক্ত পত্রিকার প্রকাশক মহাশয় বলিয়াছেন—তাঁহাদের পত্রিকার সম্পাদক বিদ্যারত্ন মহাশয় অপ্রাকৃত-পাণ্ডিত্যযুক্ত, পারমার্থিক অধ্যাপক-পদে চিরপ্রতিষ্ঠিত ও সমালোচক মহাশয়ের অধ্যাপকেরও অধ্যাপক অর্থাৎ ঠাকুর দাদা। তাঁহার ভ্রম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রমের মতই অবিশ্বাস-যোগ্য। আমরা অদ্য এই প্রবন্ধে উক্ত অপ্রাকৃত-পাণ্ডিত্যশালী সম্পাদক মহাশয়ের নিজ লিখিত বাঙ্গালা প্রবন্ধ অর্থাৎ 'সম্পাদকীয়' মন্তব্য হইতে অংশবিশেষ উদ্ধারপূর্ব্বক তাহার স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছি। নিজ পাঠক মহোদয়গণ ইহা হইতেই বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিদ্যার স্বরূপ আরও জানিতে পারিবেন।

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ২৭ পৃষ্ঠা—"তাঁহারা তাঁহাদের অহৈতুক কৃপাবারিসেচনে অস্মদীয় ঊষর-চিত্ত-ভূমিকা সরস রাখুন।"

'ভূমিকা'-শব্দটি ভূমি বা ক্ষেত্র অর্থে কোন অভিধানে লক্ষিত হয় না। গ্রন্থাদির বক্তব্য বিষয়ের সূচনা, নাট্যাদিতে রূপান্তর-গ্রহণ বা বেশ-রচনা-ইত্যাদিই 'ভূমিকা' শব্দের অর্থ। তবে তিনি 'ক্ষেত্র' অর্থে প্রয়োগ করিয়া যখন আপনে পড়িয়াছেন, আর যদি 'ক্ষেত্র' অর্থেই স্বীকার করিতে পাঠকগণকে অনুরোধ করেন, তবে আমরাও বলি—"বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমপকালে বিশেষতঃ" অর্থাৎ পাঠকগণ বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার আপৎকালে অনুরোধ রক্ষা করিবেন।

• • •

৩য় সংখ্যা ১২ পৃষ্ঠা—"পাক্ষিক গৌড়ীয় পত্র বাহির হইয়া নির্ম্মৎসর সজ্জনগণের আনন্দবর্দ্ধনে সমর্থ হইতেছেন দেখিয়া তদীয় সেবকবৃন্দে আমরা কৃতার্থ বোধ করিতেছি"। সম্পাদক মহাশয় এস্থলে যাহাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছেন, সেই কর্ম্মপদার্থটি কোথায়? প্রকাশক মহাশয় "শুষ্কমূলা বিদ্যা" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'সম্পাদক মহাশয় অতি যোগ্যতার সহিত পত্রিকার সম্পাদন করিতেছেন।' সুতরাং এস্থলেও যে সম্পাদক মহাশয় নিজকেই কৃতার্থ বোধ করিতেছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই; তবে তিনি বিনয়ের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি; স্বরূপের পরিচয় প্রদান-কালে "পুতীষের কীট হ'তে মুই সে লঘিষ্ঠ" এ সব কথাই তাঁহার মনে হয়। অতএব এস্থলে বাক্যের একটু ন্যূনতাদোষ ঘটিলেও কর্ম্মপদার্থরূপে নিজের উল্লেখ করেন নাই। তিনি ত' আর "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" দলের লোক ন'ন।

৯০ পৃষ্ঠা—"এই ক্ষতরোগ কবে নিরাময় হইবে"। আমরা রোগীকেই নিরাময় (নীরোগ) হইতে শুনিয়াছি, রোগকে নিরাময় হইতে শুনি নাই। তবে যদি তাঁহাদের পত্রিকার ৬০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের শাস্ত্র-দর্শনপূর্ব্বক সম্যক্ বিচারে নির্ণীত ঔষধের গুণে ঐরূপ সম্ভবপর হয়, তবে আমরাও আবার অগত্যা আপৎ-কালে বৃদ্ধ দাদা মহাশয়ের বচন গ্রহণ করিতে বাধ্য

• • •

৪র্থ সংখ্যা ১২৪ পৃষ্ঠা—"পাক্ষিক গৌড়ীয় পত্র অষ্ট চতুর্থ-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়া সজ্জনতোষণ ও দুর্জ্জন-রোষণ কার্য্যের সংসাধনে প্রবৃত্ত"।

দুর্জ্জন-দমন, দুর্জ্জন-শমন, দুর্জ্জন-শোষন বা দুর্জ্জন-শাসন —এই সকলই সজ্জনের কার্য্য বলিয়া জানি ; তবে এস্থলে দুর্জ্জনরোষণ অর্থাৎ দুর্জ্জনের রোষ উৎপাদনরূপ কার্য্য-সংসাধনে সম্পাদক মহাশয়ের প্রবৃত্তি কেন? যদি বলেন —'সজ্জন-তোষণ' এই পদটির সঙ্গে উচ্চারণগত আংশিক সাম্যরক্ষার জন্যই 'দুর্জ্জন-রোষণ' পদটির প্রয়োগ করিয়াছেন, অনুপ্রাসের অট্টহাস-বিকাসে একটু সাধ হইয়াছিল—তাহা হইলে আমরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য। বৃদ্ধ বয়সে কত কিছু সাধ হয়, এ আর বেশী কি! কথায় বলে 'ছেলে বুড়োর সাধ'।

পূর্ব্বোক্ত পৃষ্ঠায়—'যদিও তিনি বড় বেছিজ্ঞ'।

এস্থলে 'বেশ' শব্দের অকার-লোপের কোন অনুশাসন আমরা প্রচলিত ব্যাকরণসমূহে পাইতেছি না। তবে শুনিয়াছি ফরিদপুরে একজন পণ্ডিত নাকি যাহেতুব্যাকরণের নিয়মানুসারে 'হা কাঁট পতন' প্রভৃতি অনেক বিচিত্র-পদের সাধন করিয়া থাকেন ; এই সম্পাদক মহাশয় তাঁহারই সতীর্থ কিনা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

• •

৫ম সংখ্যা ১৪৬ পৃষ্ঠা—"পাক্ষিক গৌড়ীয়ের ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া সজ্জন-মণ্ডলীর চিদিন্দ্রিয়-রসায়নে সমর্থ হইতেছেন।"

"চিদিন্দ্রিয়-রসায়নে" ইহার অর্থ কি, তাহা সম্পাদক-মহাশয় বা 'বাপা রাণীর মহারাজ' প্রভৃতি বাক্যের টীকাকার বাক্যবাগীশ মহাশয় পরিস্ফুট না-করিলে আমাদের বোধগম্য নহে। যদি বলেন—চিদিন্দ্রিয়ের সাহায্যব্যতীত কেহ ইহা বুঝিতে পারে না, তাহা হইলে আমরা বলি—তাঁহাদের চিদ্‌বোধাচর অনুচরগণ বুঝিলেই হইল। "তাই শুনে যম ঘোর পরিতুষ্ট আছে"।

১৫৭ পৃষ্ঠা—"শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের কুলবিশেষে অভ্যুদয় বৃত্তান্ত।"

জন্ম বা আবির্ভাব অর্থে 'অভ্যুদয়' শব্দ অভিধানে লক্ষিত হয় না। তবে সম্পাদক-মহাশয় যদি বলেন—"ঋষীণাং পুনরাত্তানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি "অর্থাৎ ঋষিগণ অর্থ চিন্তা করিয়া বাক্য উচ্চারণ করেন না, পরন্তু তাঁহারা বাক্য উচ্চারণ করিলে যথাযথ অর্থ তাহা হইয়াই সেই বাক্যের অনুসরণ করিয়া থাকে, তবে উহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। শ্রীমান্ চিরঞ্জীব ভায়াও পূর্ব্বে "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" এই বাক্যে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীরই প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা সমর্থযোগ্য বটে।

• • •

৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৯২ পৃষ্ঠা—"সজ্জনতোষণই আমাদের কার্য্য। দুর্জ্জন-তোষণ হইতে আমরা কোটি-যোজন দূরে থাকিব, দুর্জ্জন-রোষণও আমাদের কার্য্যতালিকাভুক্ত নহে।"

৪র্থ সংখ্যায় নিজ মন্তব্যেই সম্পাদক মহাশয় বলিয়া-ছেন—"পাক্ষিক গৌড়ীয় পত্র…সজ্জনতোষণ ও দুর্জ্জন-রোষণ কার্য্যসংসাধনে প্রবৃত্ত"। এখানে আবার বলিলেন—"দুর্জ্জনরোষণও আমাদের কার্য্যতালিকাভুক্ত নহে"। এই সম্পাদক মহাশয়টি বোধ হয় কলিকুলে চতুর্ম্মুখ পিতামহেরই অর্দ্ধ-সংস্করণ অর্থাৎ দ্বিমুখ ঠাকুর্দ্দা। নচেৎ একমুখে কি দুই কথা সম্ভবপর হয়? লোকে কথায় বলে—'ভদ্রলোকের এককথা'।

তিনি যদি বলেন—মাথার একটু গোলযোগ ঘটেছে, তাই পূর্ব্বাপর কথার সঙ্গতি থাকে না, তবে অবশ্য আমাদের কোন অভিযোগ নাই। একে বৃদ্ধ বয়স। তা'র উপর মাথায় এত বড় একটা পত্রের সম্পাদন-ভার !! তাহাও একদিন দু'দিন নয়, পুরোপুরি বর্ষাধিক কাল কাটিয়া গেল। তাহাতে আবার—নাই অন্ন সহায়, 'একচক্র শুধো হরি' অবস্থা। মাথার আর দোষ কি। তবে একজন নিজ কবিরাজ দেখাইয়া 'ধন্বন্তরি-নারায়ণ' প্রভৃতি

কোন একটা তৈলের ব্যবস্থা করাইয়া লইলেই ভাল হয়; নচেৎ সমধিক আশঙ্কাজনক অবস্থা ঘটিতে পারে।

* * *

১০ম সংখ্যা ২৯৪ পৃষ্ঠা—"কিন্তু বানরগণের প্রত্যেকে চতুর্হস্ত হইয়াও তাহারা আদৌ প্রযুক্ত কোন বাসস্থান করে না কেন? এই স্নেহপূর্ণ শ্লেষ শুনিয়া বানরগণ।" আমরা নীতিকথায় পড়িয়াছিলাম—"হস্তপদাদিসংযুক্তা যূয়ং কিমবসীদথ" অর্থাৎ হে বানরগণ! তোমরা হস্তপদাদিসংযুক্ত হইয়া কি হেতু অবসাদগ্রস্ত? পরন্তু এস্থলে সম্পাদক মহাশয় বানরগণের চতুর্হস্তের অধিকার-পূর্ব্বক প্রাণিতত্ত্ববিদ্যার পরম-গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ডারুইন্ সাহেব জীবিত থাকিলে এরূপ পরমপণ্ডিত গুরুমহাশয়ের নিকট কি দু'চার পাতা না পড়িতেন! "স্নেহপূর্ণ শ্লেষ" এই বাক্যটির অর্থ পাঠকগণ বুঝিলেন কি?

২৯৪ পৃষ্ঠা—"এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ইহারা সাংখ্যধৃত উদাহরণের দৃষ্টান্তোক্ত কুলটার ন্যায় ক্রমশঃই অধিকতর নির্লজ্জ হইতেছেন।"

যাঁহারা ভদ্রকুলের সন্তান, কুলটাগণের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ পরিচয়ের সম্ভাবনা নাই। পরন্তু "সলজ্জা গণিকা নহী" এই নীতিবচন হইতে সকলেই অবগত আছেন যে, পতিতামাত্রকেই জীবিকার অনুরোধে নির্লজ্জতার আশ্রয় করিতে হয়। তবে এস্থলে সম্পাদক মহাশয় নির্লজ্জতার তুলনা দিতে যাইয়া কুলটা-সাধারণকে বর্জ্জনপূর্ব্বক সাংখ্যশাস্ত্রের কুলটাকেই যে কেবলমাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা কাহার নির্দ্দেশ বলিবেন কি? সাংখ্যে "নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ" এই সূত্রে পিঙ্গলানাম্নী এক বেশ্যার উল্লেখ রহিয়াছে এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও তাহার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। সে বিষয়ভোগের আশায় কষ্ট পাইতেছিল এবং অবশেষে বিষয়-ভোগের আশা পরিত্যাগ করিয়া সুখ লাভ করিয়াছিল। সেখানে তাহার নির্লজ্জতার কোন উল্লেখই নাই। আর সে সম্পাদক-মহাশয়ের প্রতিবেশিনীও নহে যে, কারণবিশেষবশতঃ তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার উপর অথথা নির্লজ্জতার আরোপ করিতে পারেন। সুতরাং বক্তব্যবাক্যে উপযার অনিষ্টি-নিবন্ধন উপমেয়গত নির্লজ্জতারও অসাধন বক্তারই অধিকতর নির্লজ্জতার সূচক হয় নাই কি? তবে যদি বলেন—সাংখ্যশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য-প্রকটনার্থ এবং প্রত্যুত্তরে নৈপুণ্য-প্রকাশনার্থ ই ইদানীন্তন কুলটা-সাধারণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীনা পিঙ্গলার গ্রহণে অভিলাষ হইয়াছিল, তবে ইহা সমর্থনীয় বটে। আশা করি—ভারত-সরকার এরূপ পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ অবিলম্বেই সম্পাদক মহাশয়ের 'মহামহোপাধ্যায়' এবং তদীয় সংগ্রহ-কারী মহাশয়ের 'রায়-বাহাদুর' উপাধির ব্যবস্থা করিয়া গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় দিতে ত্রুটিত হইবেন না।

* *

১৫ সংখ্যা ৪৪৩ পৃষ্ঠা—"তবেই আমাদের আচরণদ্বারা তাঁহার অতিমানুষী মহিমা সুঘোষিত করিব।"

'মহিমা' পদটির অন্তে আ-কার থাকায়ই যদি উহার স্ত্রী-লিঙ্গত্ব নির্দ্ধারিত হয় এবং তাহার বিশেষণরূপে 'অতি-মানুষী' এই স্ত্রী-লিঙ্গের পদটি প্রযুক্ত হইতে পারে, তবে আ-কারান্ত 'ঠাকুর-বাবা' শব্দটিরও কি ঐ গতি হইবে? এ জাতীয় অজ্ঞতাকে লক্ষ্য করিয়াই কি সাহিত্য-দর্পণকার বলিয়াছেন—"বিবেকমুকুরননঃ পুংসেব যোষিদ্-ভ্রমঃ"।

* * *

১৬ সংখ্যা ৪৬৬ পৃষ্ঠা—"এই ক্ষুদ্র পরিসর মধ্যে এতৎসম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনার স্থান সঙ্কুলান হইবে না"। সংস্কৃত শব্দকোষে উদ্দিষ্ট অর্থে সঙ্কুলন শব্দটিও দৃষ্টিগোচর হয় না। আর 'সঙ্কুলান' শব্দটি যে কোন্ ভাষায় কি অর্থে প্রযুক্ত হয়, তাহা আমাদের জানা নাই! প্রাকৃত বা নীচ জাতির মধ্যে ব্যবহৃত যাবনী-পৈশাচী প্রকৃতি ভাষাসমূহে আমাদের অভিজ্ঞতার অভাব স্বীকার্য্য বটে।

* *

১৭—১৮ (বক্স) সংখ্যা ৫১৭ পৃষ্ঠা—"হে পতিত-পাবন প্রভো! আজ বাদৃশ অধম জীবকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক অন্ধতমঃপূর্ণ এই জড়জগতে প্রগাঢ়তমের মধ্য দিয়া"।

"অন্ধতমঃ" পদটি কি যাস্কেশ-ব্যাকরণ-সম্মত? পাণিনি প্রকৃতির মতে ত' 'অন্ধতমস' এইরূপই প্রয়োগ হইয়া থাকে। 'অন্ধতমঃপূর্ণ জড়জগতে' আবার 'প্রগাঢ় তমের মধ্য দিয়া' কেন?

৫১৯ পৃষ্ঠা—"হে প্রভো! অন্তকার দিনে তোমার ধারা স্মরণ পূর্ব্বক আমাদের ন্যায় বিমুখগণকে···প্লাবিত করিয়া"। এখানে "তোমার ধারা" অর্থ কি? যদি বলেন 'তোমার কৃপা ধারা' এই অর্থে যাহেশ-ব্যাকরণানুসারে মধ্যপদলোপি-সমাসে "তোমার ধারা" এইপদ সিদ্ধ হইয়াছে; যথা—'ধর্ম্মাবতার অগাধ সমুদ্র'—তাহা হইলে এযুক্তি স্বীকার্য্য।

* *

১৯ সংখ্যা ৫৪৩ পৃষ্ঠা—"এখন তিনি অন্তরালে অন্তর্হিত হওয়ায়"। হায়! শ্রীকুমুদদাদা অন্তর্হিত হইলে যে জীবের অভাবে জ্ঞানরাজ্যে ভীষণ অন্ধকার। 'অন্তরালে অন্তর্হিত হওয়া'র ব্যাখ্যাটা সকলকে জানিয়ে দিলে ভাল হয় না কি?

২০ সংখ্যা ৫৬৫ পৃষ্ঠা—"মুকুন্দপ্রেষ্ঠ মহাভাগবতের দাস পরিচয়ে এইরূপ প্রণয়াস্থরের অত্যুদয় কলির বিশেষ প্রাদুর্ভাবের পরিচয়"। প্রণয়াস্থরের অত্যুদয় কলির প্রাদুর্ভাবের পরিচয় কেন? আর অত্যুদয়টি কোথায়? ল্যান্সডাউন রোডে কি? আর যদি তাহা ঘটিয়াই থাকে, তাহাতেই বা চিন্তা কি? আশুবাক্যে শুনিয়াছি যে, শ্রীরেবতীরমণ বলদেব প্রভুই প্রণয়াস্থরনাশনরূপে প্রসিদ্ধ।

৫৬৫ পৃষ্ঠা—"যে প্রকার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা, ক্ষান্তি প্রভৃতি বৈষ্ণবোচিত সদ্‌গুণাবলীর পরিচয় দিয়াছেন"।

'ক্ষমা' প্রভৃতি পর্য্যায় শব্দগুলি যে ছাড় গেল! বুড়ো মানুষ কিনা, তাই বোধ হয়, ভু'লে গিয়েছিলেন।

* * *

৫১ সংখ্যা ৫৯১ পৃষ্ঠা—"ভক্তিচেষ্টার ভাণ করিয়া যখন ভক্তিদেবীকে বিদ্রূপ পূর্ব্বক"।

এখানে 'বিদ্রূপ' শব্দটির অর্থ কি? ইহা কোন্ ভাষায় ব্যবহৃত হয়?

* * *

৫৯১ পৃষ্ঠা—"এই ভণ্ডবেশোপজীবিগণ কর্ত্তৃক"

ভণ্ডের বেশটি কি? আমরা জানি, যে সকল দুর্জ্জন সাধুর বেশে স্বরূপ আবৃত রাখিয়া লোকসমাজে বিচরণ করে, তাহারাই ভণ্ড; উহাদের স্বতন্ত্র কোন বেশ নাই। আর যদি ভণ্ডের পরিচায়ক কোন বেশই থাকে, তবে ঐ বেশে জীবিকা-নির্ব্বাহ হইবে কিরূপে? সম্পাদক মহাশয়ের তদ্‌বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকিলে আমাদিগকে জানাইবেন কি? সকল সময় লোকচরিত্রে জ্ঞান থাকা ভাল।

* * *

ঐ পৃষ্ঠায়—"চতুর্দ্দশ-তম অপসম্প্রদায়"।

"বিংশত্যাদেস্তমড্ বা" এই সূত্রানুসারে বিংশতি প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তরই পূরণার্থে বিকল্পে 'তমট্' প্রত্যয় হইয়া থাকে। এস্থলে সম্পাদক মহাশয় 'চতুর্দ্দশ-তম' পদের সাধনে অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় দিয়াছেন। যাহেশব্যাকরণের প্রয়োগ বিচিত্র বটে।

* * *

২২ সংখ্যা ৬১৪ পৃষ্ঠা—"অথচ তাহাদের তদুপযোগী বিদ্যা নাই"।

স্ত্রীলিঙ্গ এ 'বিদ্যা' শব্দ, বিশেষণ হ'বে তাই।
'তদুপযোগিনী', নৈলে ব্যাকরণ-অশুদ্ধি পাই॥
করুক এ সব তর্ক বিদ্যাসাগরাদি বুড়ো।
শব্দশাস্ত্রমুখে আমি জ্বালিব খড়ের নুড়ো॥

এ যে হলধর গুড়োর বিচার। সম্পাদক মহাশয়ও কি পরিণত বয়সে ঐ পথেই প্রবেশ করিলেন?

* *

প্রিয় সজ্জন পাঠক মহোদয়গণ! আজ এখানেই আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি। পরলোকগত সাহিত্যিকবর বঙ্কিমবাবুর মুখে আপনারা কমলাকান্ত-দপ্তরের একটি দপ্তরের সন্ধান পাইয়াছেন। কাজেই আপনারা যে সম্প্রতি আমার সাক্ষাৎ পাইয়া দপ্তরটিরও একটু সন্ধান করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে! সুতরাং আমি স্বয়ংই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি যে, আগামি-সংখ্যায় এই শ্রীগৌড়ীয়-পত্রেই আমার দপ্তরের পরিচায়করূপে দীর্ঘকালের সঞ্চিত 'মূর্খশতক' হইতে পাঁচটি শ্লোক আপনাদিগকে উপহার প্রদান করিব এবং আশা করি, ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্তসহ ঐ শ্লোকগুলির রসাস্বাদনে আপনারা পরিতৃপ্ত হইবেন। অবশ্য এজন্য আপনাদের নিকট আমার অন্য কোনরূপ শুল্ক প্রার্থনীয় নহে; আপনাদের সন্তোষই আমার নিকট মহামূল্যরূপে গণ্য হইবে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-মহোৎসব

দ্বাদশ দিবস—১৯ শে জুলাই, ১৯৩৮ মঙ্গলবার। মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন হইতে সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন পর্য্যন্ত পাঠ-কীর্ত্তন-পারায়ণ, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীনারায়ণ-প্রবণ-সদনে একটি সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বি-এ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ভোগ-ত্যাগ" সম্বন্ধে যথাক্রমে বক্তৃতা প্রদান করেন।

ত্রয়োদশ দিবস—২০শে জুলাই, ১৯৩৮ বুধবার। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন পর্য্যন্ত পাঠ-কীর্ত্তন, পারায়ণ, ইষ্টগোষ্ঠী পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যারাত্রিকের পর পূর্ব্বদিবসের ন্যায় শ্রীনারায়ণ-প্রবণ-সদনে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা" সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। রাত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ ও শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী তাঁহাদের সহকারী মঠসেবকগণ-সহ উৎসবে যোগদান করেন।

চতুর্দ্দশ দিবস—২১শে জুলাই, ১৯৩৮ বৃহস্পতিবার। মঙ্গলারাত্রিক হইতে সন্ধ্যারাত্রিক পর্য্যন্ত পাঠকীর্ত্তন, পারায়ণ, ইষ্টগোষ্ঠী পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীনারায়ণ-প্রবণ-সদনে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও অভক্তি-মতবাদ নিরসন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রৌতী মহারাজ ৮ নং রামানন্দপুর রোড্ চেৎলাস্থিত পরলোকগত শ্রীযুক্ত রাধালদাস আঢ্য মহোদয়ের গৃহে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রায় চারিশত পুরুষ ও মহিলা শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য মহোদয়ের আগ্রহ বিশেষ প্রশংসার্হ। অদ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ উপদেশক শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী রাগকুমুদ প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন। স্বামীজী কটকমঠের উৎসব সমাপনান্তে পত্ত ১৮ই জুলাই তথা হইতে যাত্রা করিয়া বালিশ্বর ও বস্তা প্রভৃতি স্থানে প্রচারকার্য্য করিয়াছেন।

অপরাহ্ণে—শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা-প্রসঙ্গে বলেন—শ্রুতিসকল গো-রূপে ব্রজে শাস্ত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—ব্রজের যে গোধন, তাঁহারা শ্রুতিমাতা; তাঁহাদের সহিত অন্যান্য প্রাকৃত জীবভোগ্য প্রাকৃত জীব গবাদিকে সাম্যবুদ্ধি করিতে হইবে না। শাস্ত্ররসে নিরপেক্ষ ভাব আছে; কৃষ্ণসেবার অনুকূলে স্বতঃপ্রবৃত্তিশীল না হইলেই তাহাতে চিজ্জড়নির্ব্বিশেষাত্মক নিরপেক্ষভাব প্রবল হইয়া ক্রমশঃ বহির্ম্মুখ অপরদ্ধ আনয়ন করিবে। এইজন্য ব্রজে গোচারণ, গো-ক্রীড়া প্রভৃতি আদর্শে যাহাতে শাস্ত্ররস উদ্গীত হইয়া কৃষ্ণের উল্লাসবর্দ্ধন-রূপ সেবার স্বভাবতঃ রুচিবিশিষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদ, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ মহাজনগণ শ্রুতিসকল হইতেও নির্ব্বিশেষবাদের ভাষ্য আলোচিত করিয়া কৃষ্ণসেবার স্বাভাবিক উন্মুখতা ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন; অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাই যে শ্রুতিসকলের একমাত্র বিমৃগ্য বিষয়, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন!

পঞ্চদশ দিবস—২২শে জুলাই, ১৯৩৮ শুক্রবার। প্রাতে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ও রাত্রে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। পারায়ণ ও ইষ্টগোষ্ঠী পূর্ব্ববৎ। শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ ও শ্রীরূপবিলাস প্রভু আচার্য্যানুগত্যে পাটনা ও গয়া-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুদেবের জুলনযাত্রা-মহোৎসব সম্পাদন করিবার জন্য অদ্য গয়া যাত্রা করেন।

ষোড়শ দিবস—২৩শে জুলাই, ১৯৩৮ শনিবার। প্রাতে পাঠকীর্ত্তন, পারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ। অপরাহ্ণ সার্দ্ধ দ্বিঘটিকার সময়ে শ্রীনারায়ণ-প্রবণ-সদনে শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজ-সভার একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু ইষ্টগোষ্ঠীর অবশ্য প্রয়োজনীয়তা ও আমাদের ব্যক্তিগত ভজনোন্নতির উপায় বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—"অর্থ-প্রবৃত্তি ব্যতীত অনর্থ-নিবৃত্তি সম্ভব হয় না। কিন্তু সেই অর্থপ্রবৃত্তি-বিষয়ে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে অনুশীলন-চেষ্টা না হইলে অনর্থযুক্ত অবস্থার প্রতি আমাদের নানাপ্রকারে সমর্থন-চেষ্টা আসিয়া আমাদিগকে প্রাকৃত-

সহজিয়া করিয়া তুলিবে। কেবল অভক্তিরসনে প্রবৃত্ত না হইয়া তদ্বিষয়ক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয়তা আছে। হয় ভোগ, না হয় ত্যাগের বিচারে প্রধাবিত হওয়াই বদ্ধজীবের পক্ষে স্বাভাবিক; কৃষ্ণসেবা-সম্বন্ধযুক্ত বৈরাগ্যই প্রকৃত বৈরাগ্য, তাহা কৃত্রিম অভ্যাসের বিষয় নহে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন প্রবল হওয়া দরকার। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টা যাহাতে প্রবল না হয়, কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও নাম-সংকীর্ত্তন কিরূপে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ক আলোচনা ভজনবিজ্ঞগণের আনুগত্যে না হইলে আমাদের আচার-প্রচারে "অহং মম" ভাবই প্রবল হইবে। সকলকেই নিঃসঙ্কোচে পরিপ্রশ্নের অবকাশ দিতে হইবে। তদ্ব্যতীত বড়রিপু প্রীতি-লক্ষণের কোন পরিচয় থাকিতে পারে না। ভজন-বিষয়ে সংশয়-নির্মুক্ত হওয়া আমাদের সকলেরই একান্ত প্রয়োজন" ইত্যাদি অনেক কথা আলোচিত হয়। উক্ত অধিবেশনে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু, শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ, শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ বৈখানস মহারাজ, শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ এবং মঠের বহু সেবক উপস্থিত ছিলেন।

অদ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ শ্রীপাদ সুধাংশু দাসাধিকারী-সমভিব্যাহারে দার্জ্জিলিং গৌড়ীয় মঠে যাত্রা করেন।

সপ্তদশ দিবস—২৪শে জুলাই, ১৯৩৮ রবিবার। পূর্ব্বাহ্নে পাঠ ও পাঠারম্ভ পূর্ব্ববৎ। অপরাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব ইষ্টগোষ্ঠি সভায় বৈষ্ণবসেবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ করেন। (গৌড়ীয় ১৭শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ও বর্ত্তমান সংখ্যা দ্রষ্টব্য।) সভায় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, শ্রীধর মহারাজ, অরণ্য মহারাজ, যাযাবর মহারাজ, ভক্তি-সুধাকর প্রভু, অপ্রাকৃত প্রভু, জগদ্বন্ধু প্রভু, ভবভক্তিহর প্রভু, হরপ্রিয় প্রভু ও প্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠের বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে "ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ও শ্রীগৌরহরি" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অপ্রাকৃত প্রভুর বক্তৃতার পর একটি নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। সভা-ভঙ্গের পর বহু ব্যক্তি মহা প্রসাদ পাইয়াছিলেন।

অষ্টাদশ দিবস—২৫শে জুলাই, ১৯৩৮ সোমবার। রাত্রে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। পূর্ব্বাহ্নে পাঠ ও পাঠারম্ভাদি পূর্ব্ববৎ। অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠি-সভায় শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেবের গত কল্যকার উপদেশাবলম্বনে হরিকথা বলেন।

ঊনবিংশ দিবস—২৬শে জুলাই, ১৯৩৮ মঙ্গলবার। পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণে পাঠ, পাঠারম্ভ ও ইষ্টগোষ্ঠী পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যার পর শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ভক্তিকমল প্রভু 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং ভোগ ও ত্যাগ' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

বিংশ দিবস—২৭শে জুলাই, ১৯৩৮ বুধবার। পাঠ, পাঠারম্ভ ও ইষ্টগোষ্ঠী পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও অভক্তিরসবাদ নিরসন'-বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

অপ্রাকৃত-প্রাপ্তি

গত ৭ই শ্রাবণ, ১৩৪৫; ইং ২৩শে জুলাই, ১৯৩৮ শনিবার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত জ্যোৎস্বনডাঙ্গা গ্রাম-নিবাসী (পোঃ পলাশপাই) শ্রীযুক্ত যাদবপুর শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীভবমোচন দাসাধিকারী (শ্রীকৃপতি-চরণ পড়িয়া) মহাশয় তাঁহার স্ব-ভবনে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়া-ছেন। শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা-বলে বলীয়ান্ হইয়া এই ভক্তবর একাকী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী প্রাকৃত-সহজিয়া সমাজের অসংখ্য অত্যাচার উৎপীড়ন অম্লান বদনে সহ্য করিয়া স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তি-গ্রামসমূহে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-মহিমা-প্রচারে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকবর্গকে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ন্যায় একজন সেবাপ্রাণ ভক্তকে হারাইয়া বিশেষ ব্যথিত হইয়াছি। তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার সেবাদর্শ অনুসরণপূর্ব্বক তাঁহার প্রকৃত আনন্দ বিধান করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীগৌড়ীয় মঠালয়, বিশ্রামঘাট, মথুরা

আমাদের মথুরার সংবাদ-দাতার ২৫।৭।৩৮ তারিখের প্রেরিত সংবাদানুসারে গৌড়ীয় ১৭শ বর্ষ ১ম সংখ্যায় বিশ্রাম ঘাট হইতে ভিক্ষুকগণের মথুরা-গৌড়ীয়মঠালয়ের স্থান পরিবর্ত্তনের সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল; তাঁহার পরবর্ত্তী ১।৮।৩৮ তারিখের সংবাদে প্রকাশ—বিশেষ কারণবশতঃ উক্ত মঠালয়ের স্থান পরিবর্ত্তন হয় নাই, সুতরাং পূর্ব্ববৎ "বিশ্রামঘাট, মথুরা"—এই ঠিকানায়ই পত্রাদি ব্যবহৃত হইবে।

ভ্রম-সংশোধন

গৌড়ীয় ১৭শ বর্ষ ১ম সংখ্যার 'উপোদ্ঘাত' 'অ' পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে ১ম পংক্তিতে 'গোষ্ঠে'স্থানে 'গোষ্ঠী' হইবে। ঐ সংখ্যার ৮ম পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে ৪র্থ পুংক্তিতে 'তদ্দ্বারা যাহা' স্থলে 'যদ্দ্বারা তাহা' পাঠ হইবে এবং ২১শ পংক্তিতে 'পরিমেয়' শব্দের পর ';' হইবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণু পাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমার্থিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪৫; ১৩ই আগষ্ট, ১৯৩৮ {

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

জীবের ক্লেশ দেখিলে বৈষ্ণবের হৃদয় কৃপায় আর্দ্র হয়, জীবের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বা ভগবদ্ভক্তি-বিদ্বেষ দেখিলে সে জীবের প্রতি কঠিন হইয়া তাহাকে উপেক্ষা করেন।

সংসার যতক্ষণ ভজনানুকূল থাকে, ততক্ষণ তিনি স্বীয় স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির প্রতি অত্যন্ত কোমল-হৃদয় হন। সংসার যখন ভজনের প্রতিকূল হইয়া পড়ে, তখন তিনি কঠিন-হৃদয় হইয়া স্ত্রী-পুত্রের ক্রন্দনের মধ্য হইতে চিরজীবনের জন্য বিদায় লইয়া থাকেন।

সদ্ধর্ম্ম দেখিলে মৈত্রী-সহকারে তাঁহার হৃদয় কোমল হয়; সদ্ধর্ম্ম-বিরোধ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বজ্রসম কঠিন হইয়া পড়ে। এই আশ্চর্য্য-স্বভাব যে পুরুষে লক্ষিত হয়, তিনি মহানুভব বৈষ্ণব।

—(শ্রীসজ্জনতোষণী ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ-ব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃসাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন না। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-আচার হয় না। অসৎ দুইপ্রকার অর্থাৎ স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন।

– (শ্রীসজ্জনতোষণী ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

বৈষ্ণবই অপরকে বিষ্ণু-পূজার অধিকার দিতে সমর্থ। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কোনকালেই বিষ্ণুমন্ত্র প্রদান করিতে পারেন না। গুরু-বৈষ্ণবের অপূজক বা নিন্দাকারী ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্র লাভ করিতে পারে না। বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে জীবের কোন মঙ্গল উদিত হয় না।

—(ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ১৮৪ পৃঃ)

শ্রীভক্তিবিনোদ ও শুদ্ধা ভক্তি

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বর্ত্তমান যুগে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদিত শুদ্ধভক্তিকে পুনরায় প্রচার করিয়াছেন। জগতে শুদ্ধভক্তি অন্তর্হিত হইল। ভক্তির নামে মিশ্রভক্তি, বিদ্ধাভক্তি ও ভক্তিবিপরীত ক্রিয়াসমূহ প্রচলিত হইয়াছে। জীবের অনাদিবৈমুখ্য এইরূপ কুফলপ্রসূ বৃত্তিকে 'ভক্তি' বলিয়া জগতে প্রচলিত রাখিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সমগ্র জীবকুলকে তাহাদের কল্পিত ভক্তিসাধনের কুফল হইতে উদ্ধার করিয়া ভক্তিসাধুপন্থার দিকে শুদ্ধভক্তিরূপ পান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন। জীবকুল সেবোন্মুখ হইয়া সেই ভক্তিরসে আস্বাদন করুন। আমরা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তাহার শুদ্ধভক্তির স্বরূপ নিম্নে প্রকাশ করিলাম। শ্রীমদ্ভাগবত 'স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে'। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি'—শ্লোকে যে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহাই অন্যাভিলাষিতাশূন্যা ও কর্ম্মজ্ঞানাদ্যনাবৃতা উত্তমা ভক্তি। অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা না হইলে তাহাকে 'শুদ্ধভক্তি' ও 'উত্তমা ভক্তি' বলা যাইবে না। অন্যাভিলাষ ও কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি দ্বারা ভক্তির বিনোদন হয় না; ঐ সকল ভক্তিকে প্রতিহত করিয়া থাকে।

"শুদ্ধভক্তির স্বরূপ-সম্বন্ধে শ্রীরূপ-গোস্বামি-পাদ (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯) বলিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।

শ্রীচরিতামৃতে (মধ্য ১৯শ ১৬৭),—

অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম্ম।
আনুকূল্যে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥

সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ-দ্বারা আনুকূল্যভাবের সহিত কৃষ্ণানুশীলনের নাম কৃষ্ণভক্তি। ভক্তির উন্নতিবাঞ্ছা ব্যতীত সমস্ত বাঞ্ছারহিতভাবে এবং অন্য দেবতাদিতে পৃথগীশ্বর-বুদ্ধিতে পূজা না করিয়া কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতার সহিত জ্ঞান ও কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক যে আনুকূল্যে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই শুদ্ধভক্তি। কৃষ্ণের প্রতি রোচমানা প্রবৃত্তির নাম আনুকূল্য। ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অনুশীলন জ্ঞান ও যোগমার্গেই সম্ভব; অতএব তাহা ভক্তি নয়। 'জ্ঞান' বলিতে এস্থলে সাংখ্যজ্ঞান ও নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানকে বুঝিতে হইবে। জীব, জড় ও ভগবান্ ইহাদের তত্ত্বজ্ঞান ও সম্বন্ধজ্ঞান স্বরূপসিদ্ধির জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা ভক্ত্যনুশীলনের অন্তর্গত। 'কর্ম্ম'-শব্দে স্মার্ত্তদিগের নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, প্রায়শ্চিত্তাদি-ভগবদ্বহির্ম্মুখ-কর্ম্ম। কৃষ্ণ-পরিচর্য্যাদি কর্ম্মনাম হইলেও সেবানিষ্ঠা-লক্ষণ-যুক্ত কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয় না, ভক্তিনামেই পরিচিত। ভক্তির পূর্ব্বে যে বৈয়র্থ্য হয়, তাহাও কর্ম্মবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জীবের যে অহৈতুকী অব্যবহিতা আত্মবৃত্তি, তাহাই ভক্তিলক্ষণে লক্ষিত হয়। ভক্তির সাধনাবস্থায় চারিটী ক্রিয়ালক্ষণ ও সাধ্যাবস্থায় দুইটী ক্রিয়ালক্ষণ। (১) অবিদ্যা (পাপবীজ), পাপবাসনা ও পাপ তথা অবিদ্যা (পুণ্যবীজ), পুণ্যবাসনা ও পুণ্য—এই সকল ক্লেশনাশই সাধন-ভক্তির প্রথম লক্ষণ। (২) জগৎপ্রীণন, জগতের অনুরক্ততা, সমস্ত সদ্গুণ ও শুভ-সুখ প্রদান করাই দ্বিতীয় লক্ষণ। (৩) মোক্ষকে তুচ্ছ করিয়া দেওয়া সাধন-ভক্তির তৃতীয় লক্ষণ। (৪) ফলভুক্তিতে গাঢ় আসক্তিরহিত হইয়া সাধন-ভক্তির অঙ্গসকল চিরকাল অনুষ্ঠান করিলেও ভক্তি লাভ হয় না, এই সুদুর্লভতাই সাধন-ভক্তির চতুর্থ লক্ষণ। (ক) সাক্ষাদ্ধর্ম্ম-বিশেষ-স্বরূপতা ও (খ) শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণীত্বই সাধ্য-ভক্তির দ্বিবিধ লক্ষণ।

"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা।
সাক্ষাদ্ধর্ম্ম-বিশেষাদ্যা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা॥"
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১ম লঃ ১২)

সাধ্য-ভক্তিতেও পূর্ব্ব চারিটী লক্ষণ যথাযথ লক্ষিত হয়। সাধ্য-ভক্তির প্রথমাবস্থাই ভাবভক্তি; তাহাতে প্রথম চারিটি লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে থাকে। সাধ্যভক্তির চরমাবস্থাই প্রেম। অতএব ভক্তির সাধনাবস্থার—সাধনভক্তি ও সাধ্যাবস্থার—ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। কেবল যুক্তি ভক্তিতত্ত্বকে অবরোধ করিতে পারে না। যুক্তি স্বরূপতঃ অনুগত হইলেই ভক্তিতত্ত্ব স্পষ্ট করিতে পারে।

এ প্রসঙ্গে কেবল সাধন-ভক্তির আলোচনা হইবে—

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্য-সিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।২)

সাধনভক্তির লক্ষণ এই যে, সাধ্যভাবরূপা শুদ্ধা ভক্তি যেস্থলে ইন্দ্রিয়প্রেরণায়ত্নে সাধ্যা হইতে থাকেন, তখন তাঁহার নাম সাধন-ভক্তি'। সাধ্যভাব নিত্যসিদ্ধ বটে, কিন্তু যদ্দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে প্রকট করা যায়, তাহারই নাম সাধন। মূল-তত্ত্ব এই যে, যে-কোন যোগ্য ও স্বমনোঽনুকূল উপায় অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণে মনোনিবেশ করিতে পারা যায়, সেই উপায়কেই সাধনভক্তি বা উপায়-ভক্তি বলা যায়। সেই সাধনভক্তি দুইপ্রকার—'বৈধী' ও 'রাগানুগা'।

বৈধী ভক্তির লক্ষণ এই যে, যে স্থলে কৃষ্ণে স্বাভাবিক রাগ ও রুচিবশতঃ প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল শাস্ত্রশাসনের দ্বারা কৃষ্ণভক্তিতে জীব প্রবৃত্ত হয়, সেই স্থলে যে সাধন-ভক্তি, তাহাকে 'বৈধী ভক্তি' বলে। এই বৈধী-ভক্তি-বিধি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—সকলেরই পক্ষে নিত্যকৃত্য বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব নারদ-পঞ্চরাত্রে (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৮ পঞ্চরাত্রবাক্যম্),—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

যে স্মর্ত্তব্য, শ্রীহরির উদ্দেশে যে-সমস্ত ক্রিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহাকেই সাধনভক্তি বা উপায়-ভক্তি বলে, তাহা দ্বারা পরা ভক্তি বা সাধ্যভক্তি বা উপেয়-ভক্তি লাভ হয়।

এই বৈধভক্তির তিন প্রকার অধিকারী; যথা (চৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ২২শ, ৬৩),—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা-অনুসারী॥

'শ্রদ্ধা'-শব্দের অর্থ যথা (চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ ৬২),—

'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস করে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥

কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত জীবের অন্য উপায় নাই, জ্ঞান-কর্ম্মাদি চেষ্টা ভক্তিশূন্য হইলে বিফল,—এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়ের সহিত যে ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তি, তাহারই নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা যাঁহাতে দৃঢ় ও অটল, তিনি ভক্তির উত্তমাধিকারী। যাঁহাতে কিঞ্চিদূন, তিনি ভক্তির মধ্যমাধিকারী। দৃঢ়তা নাই, অথচ বিশ্বাস-প্রায় আছে অথবা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তেও ভয় হয়—এরূপ শ্রদ্ধা যাঁহার, তিনি ভক্তির কনিষ্ঠাধিকারী। কনিষ্ঠাধিকারী দুইপ্রকার অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞানাদ্যধিকারমিশ্র ও কর্ম্মজ্ঞানাদ্যধিকার-শূন্য। কর্ম্মজ্ঞানাদ্যধিকার-শূন্য কনিষ্ঠাধিকারী সাধুসঙ্গে উত্তম হইবেন। কর্ম্মজ্ঞানাদ্যধিকার-মিশ্র কনিষ্ঠাধিকারিগণ বিশেষ কষ্টে ও অত্যন্ত প্রবল সাধুকৃপায় উন্নত হইতে পারেন। তৎসম্বন্ধে শ্রীরূপ বলিয়াছেন (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৮২),—

যদৃচ্ছয়োক্ত কথিতা বরা কর্ম্মাদ্যধিকারিতঃ।

[যদৃচ্ছ-শ্রদ্ধ অর্থাৎ যাঁহার স্বল্পমাত্রও শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাঁহার কর্ম্মাধিকারিতাও অল্প অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডেও তাঁহার অধিকার সঙ্কুচিত হইয়াছে।]

ইঁহারাই বর্ণাশ্রমধর্ম্মদ্বারা ও কর্ম্মার্পণদ্বারা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন। তাঁহাদের ভক্তি 'ভক্তি' নয়, ভক্ত্যাভাস। তাঁহাদের ইচ্ছাকৃত হরিনাম ছায়ানামাভাস যদি অপরাধিনী থাকে, তবে প্রতিদিন-নামাভাস হয় এবং তাঁহাদিগকে কর্ম্মী বলা যায় বা জ্ঞানী বলা যায়, ভক্ত বলা যায় না। অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতকারী কনিষ্ঠ ভক্তগণ বৈষ্ণব প্রায় অর্থাৎ বৈষ্ণবাভাস। রামানন্দ-মিলনে, রামানন্দ যখন সাধন নির্ণয় করেন, তখন মহাপ্রভু যে-পর্য্যন্ত "এহ বাহ্য, আগে কহ আর" এইরূপ উত্তর দেন, তদ্দ্বারা মৃদু-শ্রদ্ধদিগের ধর্ম্ম বলিয়া জানিতে হইবে। পরে যখন "এহ হয়, আগে কহ আর" এই কথা কহিলেন, তখনই শুদ্ধভক্তির পরিচয় হইল। অতএব দৃঢ়-শ্রদ্ধ ভক্ত্যধিকারীর লক্ষণ এইরূপ (ভাগবত ১০।১৪।৩),—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।

হে ভগবন্, কর্ম্মযোগের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মাত্ম-সন্ধানরূপ জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহারা ভক্ত্যনুকূল স্থানে স্থিত হইয়া সাধুগণের মুখনিঃসৃত প্রবণ-

পরন্তু আপনার লীলাকথাকে নমস্কার-পূর্ব্বক জীবন নির্ব্বাহ করেন, হে অজিত, তাঁহারই তাঁহাদিগের দ্বারা ত্রিলোকের মধ্যে আপনি জিত (প্রাপ্ত) হইয়া থাকেন। [ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুলাভের চেষ্টার নাম আরোহবাদ বা অধ্রোহ-তর্কপন্থা। হে অবাঙ্‌মনোগোচর অজিত প্রভু, যাঁহারা এই নশ্বর ইন্দ্রিয়-দ্বারা বাহ্য অসদ্‌বিষয়ের অভিজ্ঞান-সম্বল তর্কপন্থা পরিত্যাগ করিয়া ব্রত, তপঃ, বিদ্যা ও তত্ত্বপাঠের—এই দোষচতুষ্টয়রহিত বাসুদেব-বিচারে সর্ব্বাত্ম অজিত সাধুর শ্রীমুখে—"আমি শ্রবণ-যোগ্য-হেতু শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কীর্ত্তন শ্রবণ করিব"—এইরূপ সেবাবুদ্ধি লইয়া এবং কামনোদ্রেকের সমূহ অন্তরায় পরিত্যাগ করিয়া তোমার কলিকলুষনাশিনী ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনে জীবন যাপন করেন, তাঁহারা ত্রিভুবনে যে কোন স্থানে বা যে কোন আশ্রমে অবস্থিত থাকুন না কেন, তুমি যে এতাদৃশ ঘুণ্যের—অজ্ঞের, তথাপি তোমাকে সুদৃঢ়ভাবে জ্ঞাত হইয়া প্রেমভক্তি দ্বারা বশীভূত করিতে সমর্থ হন।]

অনেক ভক্তি-বাসনারূপ সুকৃতিবলে জীব ভক্তানুগী শ্রদ্ধা লাভ করেন। তাহা লাভ করিলে জড়বিষয়ে জীবন-নির্ব্বাহ-মাত্র চেষ্টারূপে অঙ্গভক্তি উদিত কিন্তু বৈরাগ্য হয় না।

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১৬)

ভুক্তি ও মুক্তির স্পৃহা-পিশাচী যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে থাকে, সে পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তির অভ্যুদয় হইতে পারে না। তন্মধ্যে মুক্তিবাঞ্ছা অত্যন্ত বিরোধী। সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য—ইহাদের মধ্যে সাযুজ্য মুক্তি ভক্তির নিতান্ত বিরুদ্ধ। তথাপি কৃষ্ণভক্তগণ সালোক্যাদি কোন প্রকার মুক্তি বাঞ্ছা করেন না। যথা শ্রীভাগবত (৩।২৯।১৩),—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ন্যায় সাধন-ভক্তি ব্যক্তিবিশেষের অধিকার বলিয়া কথিত হয় নাই ; মানবমাত্রেই জাত-শ্রদ্ধ হইলে ভক্তির অধিকারী হন। ভক্তির অধিকারীর কর্ম্মাধিকার নাই। ভক্তি-অধিকারীর বিকর্ম্মে রুচি হয় না। তবে যদি বিকর্ম্ম দৈবাৎ উপস্থিত হয়, তাহা ভক্তি-প্রভাবেই তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষা থাকে না। যথা শ্রীভাগবত (১১।৫।৪২),—

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তঃ স্বিরন্তঃ প্রাহ্রন্তি চাভীক্ষ্ণমবন্তি বিশ্বম্।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

অধিকারবিচারই সকলগুণের হেতু, অনধিকার-কার্য্যেই সমস্ত দোষ। যথা শ্রীভাগবত (১১।২।১২),—

যে যেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ।

এই সকল নিষ্ঠার সহিত বৈধী ভক্তি আচরণ করাই শাস্ত্রের আদেশ। সাধনভক্তির অঙ্গসকল অনেক, কিন্তু সংক্ষেপে বলিলে চৌষট্টি অঙ্গ হয়, যথা (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২শ ১১৫-১১৬),—

সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়, কৃষ্ণদীক্ষা ও শিক্ষা, গুরুসেবা, সাধু-পথানুগমন, সদ্ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগ, ভক্তিতীর্থে বাস, জীবননির্ব্বাহ-উপযোগী সংগ্রহ, হরিবাসর-সম্মান, ধাত্র্যশ্বত্থাদির গৌরব—এই দশটী অঙ্গ অল্পায়াসে প্রায়শঃ হয়। বহির্ম্মুখসঙ্গ-ত্যাগ, অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্য না করা, বহ্বারম্ভ পরিত্যাগ, ভক্তিপুস্তকগ্রন্থ পাঠ ও ভক্তি-শাস্ত্রের কলাভ্যাস ও ব্যর্থালাপ-বর্জ্জন, ব্যবহারে অকার্পণ্য, শোকাদির বশবর্ত্তী না হওয়া, অন্য দেবাবজ্ঞা পরিত্যাগ, নিষিদ্ধকার্য্য-দ্বারা অন্য জীবের উদ্বেগ দান না করা, সেবা ও নামাপরাধ-বর্জ্জন, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের নিন্দা-শ্রবণত্যাগ,—এই দশটী অঙ্গ ব্যতিরেকভাবে সাধন করিবে। গুর্ব্বাশ্রয়, দীক্ষা-শিক্ষা ও গুরুসেবা—এই তিনটী অঙ্গ ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। বৈষ্ণব-চিহ্নধারণ, হরিনামাক্ষরধারণ, নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ, কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য, দণ্ডবন্নতি, অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, ভগবৎ-স্থানে গমন, পরিক্রমা, অর্চ্চন, পরিচর্য্যা, গীত, সঙ্কীর্ত্তন, জপ, বিজ্ঞপ্তি, স্তবপাঠ, নৈবেদ্যাস্বাদন, পাদ্যাস্বাদন, ধূপমাল্যাদির সৌরভ-গ্রহণ, শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শন, ঈক্ষণ, আরাত্রিক, উৎসবাদি দর্শন, কৃপাদৃষ্টি গ্রহণ ও প্রিয়বস্তুর উপহার, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, সর্ব্বদা সপরিবার, তুলসী, ভাগবত, মথুরা ও বৈষ্ণবসেবা, যথাসাধ্য সম্প্রদায়ের সঙ্গ

মহোৎসব, কার্ত্তিক-ব্রত, জন্মদিনাদির যাত্রা, শ্রীমূর্ত্তিসেবা, রসিকবিশেষের সহিত ভাগবতার্থ-আস্বাদন, সজাতীয়-আশয়-স্নিগ্ধ, আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও মথুরাবাস। শেষ পাঁচটী অঙ্গের স্বরূপসম্বন্ধ হইলেও তাহাতে ভক্তির উদয় হয়। এই সকল অঙ্গ মধ্যে কতকগুলি কায়-সম্বন্ধীয়, কতকগুলি ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় ও কতকগুলি অন্তঃকরণসম্বন্ধীয় উপাসনা। মূলতত্ত্ব এই যে, শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনকে কৃষ্ণভক্তির বশীভূত করার উপায়কে বৈধী সাধনভক্তি বলা যায়। কেহ কেহ এক অঙ্গ সাধনেই সিদ্ধ হন। কেহ কেহ বহু অঙ্গ সাধন করেন। পাদ্মে এই সকল অঙ্গসাধনের যে ভোগ মোক্ষাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল উল্লিখিত হইয়াছে, সে কেবল বহির্ম্মুখ লোককে প্রলোভন দেখাইয়া প্রবৃত্ত করিবার জন্য। বস্তুতঃ সাধনভক্তির সকল অঙ্গেরই মুখ্যফল এক অর্থাৎ চিন্নিষ্পত্তি বস্তু।

অঙ্গসকল চৌষট্টি ভাগে বিভক্ত হইলেও স্বরূপতঃ তাহারা নয় অঙ্গ মাত্র; যথা শ্রীভাগবত (৭।৫।২৩-২৪),—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।

যথা (শ্রীচরিতামৃতে মধ্য ২২শ ১১৮),—

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন॥

[যিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক সাবধান (জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ প্রভৃতি) রহিত হইয়া এই নবলক্ষণা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তিনি উত্তমরূপে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারই শাস্ত্রানুশীলন সার্থক হইয়াছে।]

ভক্তিবিদ্ বুজরেরা কর্ম্মকে কোন অবস্থায় ভক্তির অঙ্গ বলেন না। কর্ম্মের কর্ম্মত্ব নাশ অর্থাৎ ভক্তিত্বের স্বরূপ ও ভক্তিনামপ্রাপ্তি না হইলে তাহা 'ভক্তি' বলিয়া পরিগণিত হয় না। কর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তন হইবার পূর্ব্বে তিনটি অবস্থা হয় অর্থাৎ নিষ্কাম-অবস্থা, কর্ম্মার্পণাবস্থা ও কর্ম্মযোগাবস্থা। ঐ তিন অবস্থা অতিক্রম করিলে কর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া পরিচর্য্যা-রূপ ভক্তি হইয়া পড়ে। অতএব শ্রীভাগবতে (১১।২০।১০),—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

কর্ম্ম-নির্ব্বেদ হইলে কর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া জ্ঞানস্বরূপ হইয়া পড়ে। কৃষ্ণকথায় যখন শ্রদ্ধা হয়, তখন কর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া ভক্তির স্বরূপ উদয় হয়। নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্মের বিষয়ে শ্রীনারদ বলিয়াছেন (ভাগবত ১।৫।১২),—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥

অচ্যুতভক্তিবর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্মারূঢ় ব্রহ্মজ্ঞানও যখন সুন্দর হয় না, তখন স্বাভাবিক অভদ্র যে কর্ম্ম, তাহা নিষ্কাম হইলেও ঈশ্বরার্পিত না হওয়া পর্য্যন্ত কিরূপে শোভা পাইবে?

ঈশ্বরার্পিত-কর্ম্ম ভক্তি-স্বরূপে যেরূপে পর্য্যবসান লাভ করে, তাহাও শ্রীনারদ গোস্বামী বলিয়াছেন, ভাগবত (১।৫ ৩৫-৩৬),—

আয়ুর্হ্যক্ষ বৃহন্নক্তং শ্রুতঞ্চ যেন প্রবর্ত্ততে।
তদেব হ্যমৃতং ত্বত্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥
যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥
কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াসকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ॥

যাহাদের যাবতীয় মানবগণের রোগ উৎপত্তি হয়, তাহা রোগ-নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করিলে রোগ কখনই ভাল হয় না। কর্ম্মকাণ্ড সমস্তই জীবের সংসারবন্ধনের হেতু; তাহা নিষ্কামভাবেই হউক বা ঈশ্বরার্পিতভাবেই হউক, কখনই সংসারক্ষয়রূপ ফল উৎপন্ন করিবে না। কর্ম্মকে কে, দৈনযাত্রানির্ব্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া পরে অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপে করিতে করিতে পারিলে কর্ম্ম-স্বরূপ বিনাশের সম্ভাবনা হয়। ভগবৎপরিতোষণযোগী কর্ম্মমাত্র স্বীকার করিলে এবং ভক্তির অধীন সম্বন্ধ-জ্ঞানকে স্বীকার করিলে সকল কর্ম্মই ভক্তিযোগ হইয়া পড়ে। সেই ভক্তিযোগগত কৃষ্ণসংসারাশ্রিত কর্ম্ম-সকল করিয়া ভগবৎ-নিষ্কাজ্ঞমে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের গুণ-নামাদি স্মরণ ও গান করা

জ্ঞান-বৈরাগ্য যদিও ভক্তিপ্রবেশের ঈষৎ উপযোগী বটে, তথাপি তাহারা ভক্তির অঙ্গ নয়। তাহারা প্রবল হইয়া চিত্তকে কঠিন করিলে শুষ্কযাজ্ঞিকবৎ তারা ভক্তি সুখ পান না, অতএব সম্বন্ধ-প্রয়োজনরূপ ভক্তি-আলোচনাই ভক্তির একমাত্র কার্য্য। অনাসক্তভাবে অনুকূলরূপে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ করিয়া যথাযোগ্য বিষয়সকল ভোগ করি সেই যুক্তবৈরাগ্য হয়। যথা (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।২৫৫)

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।

তাহাই সাধনভক্তের কর্ত্তব্য। কর্ম, আধ্যাত্মিক-জ্ঞান ও শুষ্ক-বৈরাগ্য ভক্তিতত্ত্বের কখনই অঙ্গ হয় না। সে সমস্তই বিরোধ হন ও নিষেধাদির জন্য যে ভক্তি প্রকাশ করা যায়, তাহা ভক্তি হইতে দূরস্থ শুষ্কভক্তির বিরোধ-পরিচয়। বিবেকাদি শুদ্ধাধিকারীর জন্য বটে, ভক্তির অঙ্গ নয়, নিয়ম, অহিংসা, শৌচাদি সচ্চরিত্রতা স্বয়ং ভক্ত-অঙ্গ-আশ্রয়ে শোভা পায়, অতএব তাহারা ভক্তির অঙ্গ নয়। যথা (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২শ ১৪১),—

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি—ভক্তির কভু নহে 'অঙ্গ'।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি যৈছে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ॥

এই পর্য্যন্ত বৈধী ভক্তির বিচার। এখন রাগানুগা সাধনভক্তির বিষয় আলোচিত হইবে।

ইষ্টে স্বারসিকীরাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৭০)

ইষ্টবিষয়ে যে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা—তাহাই রাগ। তন্ময়ী যে কৃষ্ণ-ভক্তি তাহাই রাগাত্মিকা ভক্তি। সেই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগত ভাবই রাগানুগা ভক্তি। শাস্ত্র-শাসনানুগা ভক্তি যেমন বৈধী নামে অভিহিত, সেইরূপ রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগামিনী যে ভক্তি তাহাই 'রাগানুগা' নাম পাইয়া থাকে। ইহারা কেহই সাধ্যভক্তি নয়, উভয়েই সাধনভক্তি। রাগাত্মিকা ভক্তি দ্বিবিধা অর্থাৎ কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা। ব্রজবাসী ও পুরবাসী জনগণের রাগাত্মিকা ভক্তি প্রসিদ্ধা। তাঁহাদিগের ভক্তিভাব লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা লুব্ধ হন, তাঁহারাই রাগানুগা সাধনভক্তির অধিকারী। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা যেরূপ বৈধী ভক্তির অধিকার প্রদান করে, সেইরূপ রাগাত্মক ভক্তজনের ভাবে যে লোভ—তাহাই রাগানুগা ভক্তির অধিকার দেয়। যথা (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাধনভক্তি লহরীতে ১১৮, ১৪০-১৪১ শ্লোক),—

তত্তদ্ভাবাদি-মাধুর্য্য-শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথা-রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

ইহাতে শাস্ত্র বা যুক্তি লোভোৎপত্তির লক্ষণ নয়। কেবল সেই সেই ভাবমাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে মন হইতে বুদ্ধি যাহা অপেক্ষা করে, তাহা কেবল বিশুদ্ধ লোভ বই আর কিছুই নয়। কৃষ্ণস্মৃতি ও নিজ-বাঞ্ছিত কৃষ্ণ-প্রিয়জনের স্মৃতির সহিত ও কৃষ্ণলীলা কথায় রতি-পূর্ব্বক সর্ব্বদা ব্রজে বাস এবং সাধকরূপে ও সিদ্ধরূপে বাঞ্ছিত ভাবের লালসায় ব্রজলোকের সেবানুসারের দ্বারা কৃষ্ণসেবা করিবে—ইহাই ব্রজরাগানুগ ভক্তের পরিপাটী সাধন-প্রণালী। বৈধ-ভক্তি বিষয়ে যে কীর্ত্তনাদি অঙ্গসকল কথিত হইয়াছে, সেই সকল অঙ্গের মধ্যে এইরূপ সেবার যোগ্য যে সকল অঙ্গ হয়, সেই সমস্তই রাগানুগ সাধক-দেহে স্বীকার্য্য। যাঁহারা দাস্যরসলুব্ধ, তাঁহারা পত্রকাদির, যাঁহারা সখ্যরসলুব্ধ, তাঁহারা সুবলাদির, যাঁহারা বাৎসল্য-রসলুব্ধ, তাঁহারা নন্দযশোদাদির, যাঁহারা মধুররসে লুব্ধ, তাঁহারা ব্রজগোপীদিগের ভাব ও চেষ্টার মুখ্যাসকল অনু-সরণ করিয়া থাকেন।

রাগাত্মিকা ভক্তি কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা ভেদে দ্বিবিধা। রাগানুগাও তদনুসারে দ্বিবিধা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কামানুগাই প্রধানা ও বলবতী। কামানুগা আবার সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তাৎপর্য্যেচ্ছাময়ীরূপে দ্বিবিধা। সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভক্তি কেলিতাৎপর্য্যবতী। তাৎপর্য্যেচ্ছাময়ী ভক্তি কেবল ব্রজদেবীর ভাবমাধুর্য্যাশ্রিতা মাত্র। কৃষ্ণ পিতৃত্বাদি সম্বন্ধমনন ও মমতারোপময়ী যে ভক্তি, তাহাই সম্বন্ধানুগা। পুরে মহিষীভাবানুগা ভক্তির বহুলরূপে সম্বন্ধানুগা। ব্রজে ঐ রূপে কামানুগা ব্যতীত মধুর রতি নাই।

এখন জ্ঞাতব্য এই যে, শ্রীগৌরচন্দ্র জগজ্জীবকে যে শিক্ষা

দিয়াছেন, তাহাতে সাধকের সহসা রাগোদয় হইতে পারে না। রাগমার্গে তখনই তাঁহার অনুযোধিক। জীবের ভাগ্যক্রমে যদি গৌরাঙ্গকৃপাপাত্র জনের সঙ্গ লাভ হয়, তবে ব্রজবাসীর ভাবে অবশ্যই লোভ হইবে। যে পর্য্যন্ত সে প্রকার সাধু সঙ্গ হয়, সে পর্য্যন্ত প্রায়ই সাধকগণ বৈধী ভক্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। গৌর-পাদাশ্রয় হইলেই রাগমার্গে প্রবেশ হয়। রাগমার্গ-লুব্ধ ব্যক্তির প্রথমে রাগানুগা-ভক্তি। রাগানুগা-ভক্তিতে যে অধিকার, তাহা অতিশয় উচ্চ। ব্রজবাসীর ভাবে লুব্ধ হইবামাত্র আর ইতর-রুচি থাকে না। পাপ, পুণ্য, কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি হইতে সাধক সহসা সেই লোভজন্মের সহিত পরিমুক্ত হন। যথা (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ লোভভক্তিলহরীতে ১১ শ্লোক),—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেমঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

বৈধ-মার্গে আদৌ শ্রদ্ধা, পরে সাধুগুরুসঙ্গ, পরে ভজন হইতে অনর্থনিবৃত্তি। তদনন্তর নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তিক্রমে ভাব হয়। তাহাতে ভাব চিরকাল সাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু লোভ জন্মিলে আর অন্য লোভ থাকে না বলিয়া সহজেই অনর্থনাশ হয়। ভাবও ঐ লোভের সঙ্গে সঙ্গেই উদিত হয়। রাগমার্গে কেবল আভাস ও কপটতাকে দূর করা আবশ্যক। তাহা থাকিলে বিঘ্ন-বিস্তার ও অনর্থমাত্র কম হয়; শ্রেষ্ঠ রাগকে প্রাপ্য মনে করে। অবশেষে বিঘ্নসমূহই প্রকারান্তরে বলবান্ হইয়া জীবের অধোগতি করিয়া দেয়।

শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত সাধক-পুরুষ শুদ্ধ-লোভ-ক্রমে রাগানুগা ভক্তিকেই অবলম্বন করেন। বৈধসাধনের মধ্যে সদ্-গুরু-পদাশ্রয় করিয়া শ্রীমূর্ত্তিসেবা, বৈষ্ণবসঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রের আদর, ভগবল্লীলাস্থলে বাস ও ভগবন্নামানুশীলনের সহিত নীয় সিদ্ধদেহে ব্রজবাসীর ভাব অনুসরণপূর্ব্বক মানসে ভাবমার্গে কৃষ্ণসেবা করেন। তন্মধ্যে অতিশয় ভাগ্যবান্ জন সাধুসঙ্গের সহিত ভক্তিপ্রকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হরিনাম আশ্রয়পূর্ব্বক ভাগবত-সেবায় নিযুক্ত হন। নামাশ্রয়ে দীক্ষা, পুরশ্চর্য্যা-বিধির অপেক্ষা নাই। নামাভাস ও নামাপরাধ হইতে দূরে থাকিয়া ক্রমশঃ নিরন্তর কৃষ্ণনাম করেন। নিরন্তর নামালোচনা করিতে করিতে শ্রীবিগ্রহের রূপাদৃষ্টি-ভাবনার সহিত নাম ও রূপের নিত্যত্ব আলোচনা করেন। ক্রমশঃ শ্রীবিগ্রহের গুণগণ, রূপ ও নাম যুগপৎ আলোচিত হয়। পরে স্বরূপগত লীলাভাবনার সহিত গুণ, রূপ ও নাম হইতে থাকে। লীলায় রসোদয় হয়। এসই চরম দশা। কেবল নামানুশীলন-সময় হইতেই রসোন্মুখী সাকুলতা থাকিলেই অতি অল্পদিনেই রসোদয় হয়।

নামাপরাধ দশটী; যথা শাস্ত্রে,—

(১) সতাং নিন্দা নামঃ পরমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্।
(২) শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি-সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥
(৩) গুরোরবজ্ঞা (৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং (৫) তথার্থবাদো
(৬) হরিনামি কল্পনম্। (৭) নামো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি-
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥
(৮) ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ।
(৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামা-
পরাধঃ॥ (১০) শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো
নরঃ। অহংমমাদি পরমো নাস্তি দেহোপরাধকৃৎ।

(১) শুদ্ধভক্তিবিদ্বেষ ও নিন্দা। (২) অন্য দেবতাকে পৃথক্‌ঈশ্বর-বুদ্ধিদ্বারা কুতর্কনিষ্ঠার হানি। (৩) সাধুগুরু-প্রতি অশ্রদ্ধা। (৪) ভক্তিশাস্ত্রের অবহেলা। (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যকে স্তুতিমাত্র জ্ঞান। (৬) হরিনামে অর্থকল্পনা। (৭) নামবলে পাপাচরণ। (৮) অন্য শুভকর্ম্মের সমান বলিয়া নামকে জ্ঞান। (৯) অনধিকারী লোককে হরিনাম দেওয়া। (১০) নামমাহাত্ম্য শুনিয়াও নামে অবিশ্বাস ও অরুচি এবং অহঙ্কারবুদ্ধি ত্যাগ না করিয়া নামগ্রহণ।

নামাভাস দুই প্রকার অর্থাৎ ছায়া-নামাভাস ও প্রতিবিম্ব নামাভাস। স্বরূপ-জ্ঞানরহিত অপরাধশূন্য নামই নামাভাস। তাহাই, সাধুসঙ্গে শীঘ্রই স্বরূপজ্ঞান লাভ হইলে, শুদ্ধ নাম হয়। অজ্ঞাতসারিতা, জ্ঞানকর্ম্মযোগ ও বৈরাগ্যবুদ্ধি-আচ্ছাদিত নামকে প্রতিবিম্ব-নামাভাস বলে। কোনস্থানে তাহা ছায়া-নামাভাসপ্রায় এবং কোনস্থলে তাহা নামাপরাধ হইয়া পড়ে। সাধুসঙ্গে নিরন্তর নামানুশীলনেই নামাপরাধ ক্ষয় হয়, অন্য উপায়ে হয় না।

ওষ্ঠনামপল্লবে বৈষ্ণবই 'শ্রীচৈতন্যচরণানুগত বৈষ্ণব' বলিয়া খ্যাত। সাধুর নামানুগৈষ্ণবই—'বৈষ্ণব'। নিরন্তর নামানুশীলকই—'বৈষ্ণবতর' যাঁহার সন্নিধিমাত্র অন্যের মুখে গুণনাম হয়, তিনি 'বৈষ্ণবতম'।

যথা (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৫শ ১১১, মধ্য ১৬শ ৭২, ১৪-৭৫)—

অদ্বৈতের হাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত' বৈষ্ণব, করি তাঁহার সম্মান॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণবপ্রধান'॥
কৃষ্ণ করি' কহে প্রভু 'বৈষ্ণব'-সকল।
'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর' আর 'বৈষ্ণবতম'॥

এই সকল সাধুকেই কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবকে সম্মান করিবে। বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের চরণাশ্রয় করিবে। এইরূপ বৈষ্ণব লইয়াই গৃহস্থবৈষ্ণব মহোৎসব করিবেন। বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন, বা সন্ন্যাসীই হউন, নিজ নিজ শ্রেণীতে সকলেই সমান। কিন্তু বৈষ্ণবসঙ্গ করিতে হইলে, তিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে অন্বেষণ করিয়া লইবেন। যথা (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ সাধনভক্তিলহরীতে ৪০ শ্লোক)—

সতাং ক্ষীরাশয়ে সিতে সাধো সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থাস্বাদনাদপি রসিকৈঃ সহ॥

বৈষ্ণবদিগের পূর্ব্ব পাপ, অনাবশ্যিষ্ট বা অল্পোন্মুখ পাপ কিম্বা বৈষয়িক-আগন্তু পাপে কোনরূপই করিবে না।

"ন প্রাক্তনৈর্মহদ্ভিরুক্তমস্মাভিরেতৎ"

(উপদেশামৃত ৫ম শ্লোক)

সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কোন লোকের পাপকার্য্যের চর্চ্চা করিবে না। সর্ব্বজীবে যথোচিত দয়া করিবে। আপনাকে হীনজ্ঞানে সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আপনাকে অমানী করিবে। গৃহস্থ-বৈষ্ণব অনাসক্তভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধভাব পবিত্রভাবে মিশ্রিত করিয়া যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করত ত্রিনামবলের সাধন করিবে। কৃষ্ণরুচি সকল হইলে বিষয়রুচি যখন সম্পূর্ণ বিগত হইবে, তখন কাজে কাজেই অভাব-সঙ্কোচরূপ এক প্রকার সহজ বৈরাগ্যভাব উদিত হইবে। চেষ্টা করিলে তাহা হয় না।

উত্তমাধিকারী সাধনভক্তিতেই সদ্গুরুর আবশ্যকতা। বৈষ্ণবজ্ঞানে সদ্গুরু তাঁহার রুচি-অনুসারে প্রয়োজনীয় বিধিপালনের উপদেশ ও অনর্থনিবৃত্তির পথ শিক্ষা দিবেন। যথাযথ ভক্তি-জিজ্ঞাসুকে তাঁহার স্বাভাবিক রুচির উপযোগী রসের পথ দেখাইয়া দিবেন। রুচি দ্বা লোভ দুই প্রকার—ঔপাধিক ও নৈসর্গিক। অনেকেই শ্রীব্রজ-যুথেশ্বরীর চরিত্র শুনিয়া সেই সেই চরিত্রে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন, কখনও একটু ভাব প্রদর্শন করেন, কিন্তু সেই আনন্দ ও ভাব অল্পকালমাত্র স্থায়ী হয়। সে স্থলে সেই ভাবকে ঔপাধিক লোভ বলা যায়। তদ্দৃষ্টে কোন কার্য্য হইতে পারে না। পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি রসের মধ্যে জিজ্ঞাসুর কোন্ রসে নৈসর্গিক লোভ আছে। নৈসর্গিক ভাবটি বুঝিয়া সদ্গুরু শিষ্যকে সেই ভাবের অনুগত করিয়া দিবেন, নতুবা অনধিকার-দোষদুষ্টতা উপস্থিতভাব স্থায়ী হইবে না। সকল জিজ্ঞাসুই যে মধুররসের অধিকারী হইবে, এরূপ নয়। যে-গুরু এই অধিকার বিচারে অক্ষম, তিনি সরলতার সহিত জিজ্ঞাসুকে আপনার অসামর্থ্য ব্যক্ত করিয়া অন্য উপযুক্ত গুরুর নিকট যাইতে বলিবেন। শিষ্যের পক্ষে সদ্গুরু-পদাশ্রয় না করিতে পারিলে আর উপায় নাই।"

ভক্তিকে অভক্তির সহিত সমন্বয় করিবার পিপাসা বা প্রবৃত্তি অভক্তিপথাশ্রিত ব্যক্তিগণের স্বাভাবিক। কেহ কেহ ভক্তিযোগ লিখিতে গিয়া অভক্তিযোগ বা মুক্তিমিশ্রিযোগ লিখিয়া ফেলিতেছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও মহাজনগণের আচরণের দ্বারা ইহাকে ভক্তিরচনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধ বলিয়াছেন।

"আমরা অনেক প্রকার ভক্তির অনুষ্ঠান করি। সম্প্রদায়ভুক্ত গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করি। প্রত্যহ যথাশক্তিক ধারণ-পূর্ব্বক শ্রীতুলসীর অর্চ্চন করি। একাদশী তিথির পালন করি। সাধ্যমত নাম স্মরণ করি। শ্রীবৃন্দাবনাদি স্থান দর্শন করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ না হয়, এরূপ যত্ন করি না। শ্রীভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধের লক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভু মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়াছেন, যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

কারে দণ্ড তুল লয়, কারে মারি যায়ে।
যত ও মারিয়া যেহ্যা না দেখিবে মোরে॥

প্রভুবরে ও চেষ্টা যখন যথা যায়।
সেইসব কথা কহি তথায় বিদায়॥
বাশিষ্ঠ পড়ায় যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তি করি' নাচে গায় ভূমি করি' বঙ্গে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন পড়ায়।
নাহি মানে ভক্তি আছি যারতে সভায়॥
ভক্তিধর্ম্মে ইহার হইল অপরাধ।
এতেক হইল উহার দরশন বাদ॥

শ্রীযদুনন্দন একজন ভগবৎপার্ষদ। সুতরাং প্রভুর তৎসম্বন্ধে যে কথা তাহা সহজ নয়। কিন্তু মহাপ্রভুর হৃদয় অতিশয় গম্ভীর। যে-কথা যখন বলিয়াছেন, তাহাতে একটি উপদেশ আছে। উপদেশটী এই যে, কেবল দীক্ষাদি গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে, কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নয়। অনন্যা ভক্তিতে যাঁহার অনন্যচিত্ত, তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার হৃদয়ে সে-প্রকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনি শুদ্ধভক্তির পক্ষপাতে দৃঢ় হইয়া থাকেন। যেখানে শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ নাই, সেখানে যান না বা বসেন না। যেখানে শুদ্ধভক্তির বিষয় আলোচনা হয়, তথায় তিনি রুচিপূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্তিতাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। লোকাপেক্ষায় কখন ভক্তিবিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না। শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বদা নিরপেক্ষ।

আজকাল অনেকগুলি লোক হইয়াছেন, যাঁহারা এইপ্রকার অপরাধকে ভয় করেন না। ভক্ত দেখিলেই অঙ্গ-পুলক হয়, কখন কখন কথা আলোচনার দশা প্রাপ্ত হন। আবার আধ্যাত্মিক সভায় আধ্যাত্মিক মঞ্চের সহায়তা করেন। বিষয়াবিষ্ট হইয়া আবার বিষয়-চেষ্টায় নিতান্ত উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন। হে পাঠকবর্গ! এই প্রকার লোকসকলের নিষ্ঠা কি? আমরা বিবেচনা করি যে, প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যই তাঁহারা ভক্তিযোগের নিকট ভক্তিরাজের লক্ষণ দেখাইয়া থাকেন। কোনস্থলে প্রতিষ্ঠালাভের লোভে এবং কোন স্থলে অল্প পার্থিব লাভালোভে ঐ সকল বহুরূপী ব্যবহার করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা অপরকে ঐপ্রকার ব্যবহার শিক্ষা দিয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি কেবল অপরাধ করিতেছেন এমন নয়, অনন্তজীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন।

হে পাঠকবর্গ! আসুন আমরা সাবধান হই। ভক্তি-দেবীর প্রতি আমাদের যাহাতে অপরাধ না হয়, তাহা করি। প্রথমেই আমরা নিরপেক্ষ হইয়া ভক্তি যাজন করিব—এরূপ প্রতিজ্ঞা করি। কোন পক্ষের অপেক্ষা করিয়া আমরা ভক্তির প্রতিকূল কোন কথা কহিব না বা কোন কার্য্য করিব না। সকলকার্য্যে সরল থাকিব। হৃদয়ে এক, আবার ব্যবহারে অন্য—এরূপ হইব না। ভক্তিপ্রতিকূল পক্ষের লোকসঙ্গকে কোন ক্রমেই সঙ্গত দেখাইয়া প্রতিষ্ঠালাভের যত্ন করিব না। শুদ্ধা ভক্তিরই পক্ষপাত করিব, আর কোনপ্রকার বিরোধের পক্ষ অবলম্বন করিব না। আমাদের অন্য ও ব্যবহার একই প্রকার হউক।"

বর্ত্তমান যুগে শ্রীগৌরপুরুষ শুদ্ধভক্তিপ্রচার আমাদের মূর্ত্তিমান পুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদের শ্রৌতবিচার অবলম্বন করিয়া ভক্তির পথে বিচরণ করিলে আমাদের শুদ্ধভক্তি লাভ হইবে, নতুবা সহস্র সহস্র সাধন করিয়াও আমরা কখনও ভক্তিদেবীর কৃপা লাভ করিতে পারিব না। শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিতে হইলে, শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার নিত্য অনুগমন করিতে হইবে—কর্ণপুটে শ্রীভক্তিবিনোদ গৌরসরস্বতী নিত্য পান করিতে হইবে।

ভক্তিবিনোদ ও মানবসমাজ

মানবমাত্রেই কোনও না কোনপ্রকার সমাজের পরিচয়ে পরিচিত। মানবসমাজ কিরূপভাবে পরিচালিত হইলে প্রকৃত গতিমান্ হইতে পারে, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অতি বিশেষ-সহকারে প্রদর্শন করিয়াছেন। সমাজের প্রতি ভক্তিবিনোদের এই অবদান অনুপম। সামাজিকগণ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই অবদান বহন

করিলে সমগ্র মানবসমাজ এই চিন্‌বৈজ্ঞানিক বিচার ও ভজন-প্রণালীতে পরিচালিত হইয়া নিত্য নিঃশ্রেয়স লাভ করিবার সৌভাগ্য বরণ করিতে পারেন।

যাহাকে পণ্ডিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বলে, তাহারই নাম—বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। জীবের নিত্যধর্ম্মের নামই 'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম'। জীব যখন উপাধি-মুক্ত হয়, তখন তাহার স্বরূপ শুদ্ধ চিন্ময়। তখন তাহার নিত্যধর্ম্ম কি?—নিরুপাধিক প্রেম। যখন জড়-প্রবিষ্টরূপ উপাধিযুক্ত হয়, তখন তাহার ধর্ম্ম—বিকৃতপ্রেম বা জড়োপাধি-মিশ্রিত প্রেম। শুদ্ধজীবের বৈকুণ্ঠধর্ম্ম বদ্ধ-জীবে অনেকটা বিকৃতভাবে প্রকাশ পায়।

বদ্ধ-জীব জড়দেহে আবদ্ধ হইয়া জড়াবধির অধীন। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক দুঃখনিবৃত্তির বিধি আছে, সকলই জড়বিষয়ক। জড় সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া স্বস্বরূপ লাভ করিতে চাহিলেও জড়বিধি সহসা পরিত্যক্ত হইতে পারে না। এই জড় শরীরে অবস্থিত হইয়াই জীবকে জড়-দুঃখের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। জড়-সম্বন্ধ ভাল মন্দ বলিয়া জড়দেহ নাশ করিলে কোন লাভ হইবে না; বরং আত্মঘাত-পাপে অধিকতর বন্ধন-লাভের আশঙ্কা আছে। অতএব স্বস্বরূপ-প্রাপ্তির জীবের পক্ষে দেহরক্ষার কার্য্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়; কেবল দেহ-রক্ষা নয়, দেহের পুষ্টি-বর্দ্ধন ও নানাবিধ দৈহিক-অভাব-নিবৃত্তির যত্নও করা আবশ্যক।

উত্তমরূপে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে অর্থোপার্জ্জনের একটি উপায় অবলম্বন করিবার নিতান্ত প্রয়োজন। দেহযাত্রা যাহাতে নিষ্পাপরূপে নির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্য একটি আশ্রম ও সংসার স্বীকার করা আবশ্যক। বিবাহিত হইয়া গৃহেই থাকুন বা অবিবাহিত অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস গ্রহণই করুন, একটি আশ্রম অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। সেই আশ্রমের উপযোগী একটি সমাজকে অবশ্যই পত্তন করিতে হইবে। অতএব বিষয়ী, মুমুক্ষু ও মুক্ত সকলেরই একটী-একটী সমাজ আছে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, সামাজিক লোককে বৈষ্ণব বলা যায় না। এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রম। সমাজ বাস্তবিক তিন প্রকার অর্থাৎ বিষয়ি-সমাজ, মুমুক্ষু-সমাজ ও মুক্ত-সমাজ। জীব কোন সময়েই সমাজশূন্য হয় না। জীবের স্বভাবই সামাজিক, জড়-মুক্ত হইলেও জীবের শুদ্ধভক্ত-সমাজ অনিবার্য্য। অতএব বনেই থাকুন, গৃহেই থাকুন, বা বৈকুণ্ঠেই থাকুন, জীব সর্ব্বদাই সামাজিক। বৈষ্ণব-জীব ও ইতর-জীবের ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-জীবের বৈষ্ণব-সমাজ এবং ইতর-জীবের ইতর-সমাজ। এইস্থলে এইমাত্র সিদ্ধান্ত হইবে যে, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-সমাজে কোন ভেদ নাই।

বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজের ভেদ এই যে, বৈষ্ণব সমাজের একমাত্র চরম-উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রেম এবং ইতর-সমাজের উদ্দেশ্য স্বার্থপর কাম। ইতর-সমাজে যাঁহারা অবস্থিত, তাঁহারা দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, নীতি ও জড়ীয় বিজ্ঞানের আলোচনার দ্বারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারক বিষয়াবিষ্কার ও জড়ীয়-ক্লেশের ক্ষণিক-নিবৃত্তিরূপ কার্য্যকেই জীবনের ও সমাজের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ ঐহিকসুখকে, কেহ কেহ পারত্রিক ভোগকে এবং কেহ কেহ জীবের অস্তিত্ব-নাশরূপ নির্ব্বাণকে সহমানন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-সমাজস্থিত জীবসকল দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, বিজ্ঞান, নীতি ও জড়দুঃখনিবৃত্তির দ্বারা ভগবৎপ্রীতি অনুশীলনের আনুকূল্য লাভ করেন। উভয়-সমাজের আকৃতি এক, কিন্তু প্রকৃতি ভিন্ন। যাঁহারা সমাজ-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এক-বাক্যে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থিত হইলে জীবের প্রকৃতি লোপ হইতে পারে না, বরং তৎসাহায্যে অনেক অবকাশ ও সুবিধার সহিত ভগবৎপ্রেমালোচনার কার্য্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই জীবের বদ্ধদশার একমাত্র সমাজ। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কিপ্রকার, তাহা শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে প্রথম ও দ্বিতীয় বৃষ্টিতে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। অতএব ঐ ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব এস্থলে পুনরালোচিত হইল না; কেবল এইমাত্র জ্ঞাতব্য যে, মনুষ্য নিজের স্বভাব-বশতঃ একটি বর্ণ এবং অবস্থা বশতঃ একটি আশ্রম স্বীকার করিয়া জীবন নির্ব্বাহপূর্ব্বক ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিবে। নানা কর্ম্ম ও ঘটনার দ্বারা স্বভাব নির্ণীত হয়; তন্মধ্যে জন্মও একটি ঘটনা-বিশেষ।

ঘটনাক্রমে আপাততঃ কেবল জন্ম-দ্বারা বর্ণ নির্ণীত হওয়ায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অপভ্রষ্ট হইয়াছে। তাহাতে ফল এই হইয়াছে যে, সেই ধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কোন কার্য্যের

সাফল্য হয় না। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের এই প্রকার ব্যতিক্রম দৃষ্টি করিয়া অনেক সহৃদয় লোক ভারতের ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন, এই জন্যই কৃতবিদ্য ভারতবাসিগণ বর্ণবর্ম্মের উৎসাদন-কল্পনায় নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা দেখিতেছি, বর্ণধর্ম্মের বিনাশ-দ্বারা জগতের উন্নতি হইতে পারে না। বর্ণধর্ম্মই সামাজিক মানবের জীবন-স্বরূপ। বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে। মানব 'পুনর্মূষিকো ভব' এই পুরাতন অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় অবৈধ জীবনের প্রবিধা লাভ করিবে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বিনাশ করা কোন দেশহিতৈষী ব্যক্তির অভিপ্রেত নয়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই দূর করা কর্ত্তব্য।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে পুনরায় স্বাস্থ্য লক্ষণে আনিতে হইলে নিম্নলিখিত কএকটি বিধিকে পুনঃপ্রচলিত করিতে হয়, যথা :—

১। কেবল জন্ম-বশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না।

২। বাল্য-সঙ্গ ও জ্ঞান-সংগ্রহ-ক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাব অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

৩। বর্ণ নির্ণয়কালে স্বভাব ও কচির সহিত পিতা-মাতার বর্ণ-সম্বন্ধ একটু বিচার করিয়া বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে।

৪। পুরুষের উপনয়ন বয়স হইলে অর্থাৎ ১৫ বৎসর বয়সের পর কুল-পুরোহিত, জ্ঞাতী, পিতামাতা ও গ্রামস্থ কতিপয় নিঃস্বার্থ বিদ্যাবান্ ব্যক্তি বসিয়া বর্ণ নির্ণয় করিবেন।

৫। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের কি বর্ণ হওয়া উচিত, এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ পিতৃ-বর্ণ প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে কিনা, এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে।

৬। যদি দেখা যায় যে, পিতৃ বর্ণের যোগ্যতা হইয়াছে, তদনুরূপ সংস্কার করা যাইবে। যদি দেখা যায় যে, উচ্চ-বর্ণ লাভের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার সংস্কার হইবে। যদি দেখা যায় যে, পিতৃ বর্ণের অবম বর্ণের উপযোগিতা হইয়াছে, তবে বালককে আর দুই বৎসর সময় দেওয়া যাইবে।

৭। দুই বৎসরের পর পুনরায় পূর্ব্ববৎ বিচারপূর্ব্বক তাহার বর্ণ-নিরূপণ হইবে।

৮। সমিতিগ্রামে একটি সমাজসংরক্ষক-বিধান স্থায়ী, পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক প্রচলিত রাখিতে হইবে।

৯। এই সমস্ত কার্য্য যথাবিধি প্রচলিত থাকে, তজ্জন্য সম্রাটের সাহায্য লইতে হইবে। সম্রাটই বাস্তবিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের রক্ষক

১০। যাহার যে বর্ণ হইবে তাহার তদনুরূপ বিবাহাদি সংস্কার ও অন্যান্য অধিকার হইবে। তদ্ব্যতিক্রমকারীর রাজদণ্ড বিধান করিতে হইবে।

এখন দেখা যাউক যে, এই প্রকার সমাজসংস্কার আরম্ভ হইতে পারে কিনা, আমাদের বিবেচনায় এরূপ কার্য্য হইবার সুবিধা নাই। আগে রাজ-সাহায্য পাওয়া কঠিন। দ্বিতীয়তঃ রাজসাহায্য পাওয়া গেলেও তাহা সহসা গ্রহণ করা উচিত নয়, যেহেতু রাজা যে পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। নিরপেক্ষ এবং সরল সাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ সংস্কার কোনক্রমেই ঘটিতে পারে না। ভারতবাসীদিগেরও এ বিষয়ে সম্যক্ সাহায্য পাইবার আশা নাই। স্বার্থ-পরতা-ক্রমে অনেকেই এই প্রার্থনীয় পরিবর্ত্তনে মত দিবেন না। বরং সংস্কার-সময়ে অনেকপ্রকার ব্যাঘাত উপস্থিত করিবেন। নিম্নবর্ণের লোকে বা মূর্খতা ও অজ্ঞান-বশতঃ বর্ত্তমান কুসংস্কারকে সহসা পরিত্যাগে অক্ষম হইবে। অতএব কতিপয় সজ্জন ব্যক্তি মিলিত হইলেও এই বৃহৎ কার্য্য সহসা ঘটনীয় নহে।

যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

এখন দেখুন দুইদিকেই বিপদ্। একদিকে কুসংস্কার-কীট আমাদের সমাজকে নিঃসার করিতেছে চুপ করিয়া থাকিলে অমঙ্গল বই মঙ্গল নাই। আমাদের সামাজিক বল-বীর্য্য ও সৌভাগ্য সকলই ক্রমে-ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। যে আর্য্যসন্তানের প্রতাপে বহুকালাবধি বহুন্ধরা কম্পমানা ছিল, সেই আর্য্যসন্তানগণ এখন ম্লেচ্ছগণ অপেক্ষাও হীন হইয়াছে এবং ক্রমে-ক্রমে অধিকতর হীন হইতেছে

উহার ভয় আছে, তিনি সকল আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন। উহার ভয় নাই, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া সর্ব্বতঃ অগ্রসর হইতেছেন। অন্য দিকে দৃষ্টি করিলেও সামঞ্জস্যের বিপর্য্য দেখা যায়। যদি বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া নূতনরূপে সমাজ স্থাপন করি, তাহা হইলে আর আমাদের আর্য্যত্ব থাকে না, যেহেতু বৈজ্ঞানিক সকলে চিরোচিত হয়। উদাহরণস্বরূপে দুই হইতে যে, বৌদ্ধসমাজ, জৈনসমাজ, কেহ বা খ্রীষ্টানসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-রহিত সমাজসমূহ কখনই ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। বৌদ্ধসমাজ ও জৈনসমাজ পর্ব্বতগুহা-মধ্যে লুক্কায়িত হইল। পরে খ্রীষ্টানসমাজ কেবল ফ্রেঞ্চাডাঙ্গায় উদিত হইল, ব্রাহ্মসমাজ কুটীরের হইয়া পড়িল সত্য, কিন্তু কাহারও সামাজিক স্বাধীন জীবন নাই। কোথায় বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা কোথায় বা নববিধান? কেহই কোন কার্য্যে লাগিল না। কখনই এই বিজ্ঞানপীঠ কাহাকে কোনকালে লাগিবে না। যদি আমরা সহসা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সংস্কার আরম্ভ করিতাম তবে এতদূর পড়িয়া যাইতে। সকল দিকে অন্ধকার দেখা যাইতেছে।

এখন উপায় কি? মঙ্গলের প্রয়োজন। কিন্তু মঙ্গল কিসে সংসাধিত হয়, তাহা বিবেচনা করা উচিত। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যে পর্য্যন্ত সংস্কৃত হইয়া প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সামাজিক আধিভৌতিক ও পারমার্থিক অমঙ্গলসমূহ আমাদিগকে অভিভূত করিবে। সমস্ত মঙ্গলের নিদান স্বরূপ ভগবান্‌ই সেই মঙ্গল বিধান করিবেন, সন্দেহ নাই।

পুরা অবলম্বনপূর্ব্বক কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কলির অবসানে শ্রীশ্রীকল্কিদেব অবতীর্ণ হইয়া খড়্গ ও দেবাগ্নি রাজদ্বারের সাহায্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনর্ব্বার সংস্থাপন করিলে সত্যযুগের উদয় হইবে। কিন্তু আমরা বলি যে, এই কলিযুগ সাধারণ কলিযুগ নয়। ইহাকে পূর্ব্ব মহাত্মগণ 'ঘোর কলি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাধারণ কলিযুগেই কেবল কলিকালের অবসানে ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়। ঘোর কলিযুগে আর কল্কি অবতারের অপেক্ষা নাই। যে কলিযুগে পরিপূর্ণ শক্তি, পরম কারুণিক, পরমেশ্বরমূর্ত্তি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে কলিযুগের আর ভয় কি? সেই করুণাময় মহাপ্রভুর কৃপায় অবিলম্বে সমস্ত সামাজিক অমঙ্গল দূরীভূত হইবে, সন্দেহ নাই। অকৃত্রিমরূপে সেই মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় করিলে আর কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে উক্ত আছে যে, পরমার্থের জন্য ভগবান্‌কে ভজন করিবে, কিন্তু অন্যান্য প্রাকৃত সুখের জন্য অন্যান্য দেবতার উপাসনা-পদ্ধতি। যাঁহারা এইরূপ কার্য্য করেন, তাঁহারা সনিষ্ঠ বর্ণাশ্রমী এবং বহু দেবতা ও কর্ম্মাশ্রয়ী। যদি সংসারে বর্ত্তমান থাকিয়া অন্য দেবতা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল একমাত্র অচ্যুতাশ্রিত হইতে পারা যায়, তাহা হইলে পরিনিষ্ঠিত নাম লাভ করা যায়। তাঁহাদের সম্বন্ধে ভাগবতে ঐ শ্লোকেই কৃত হইয়াছে যথা—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্‌॥

সংসারী লোক মাত্রেই সর্ব্বকাম। সর্ব্বকাম সত্ত্বেও যদি সেই সেই কামের জন্য কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত বহু দেবতা-ভজন পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র পরম পুরুষকেই যজন করা যায়, তবে সনিষ্ঠগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ শ্রেণীর পক্ষে একটি কঠিন ব্যবস্থা লক্ষিত হয়। 'তীব্রেণ ভক্তিযোগেন' এই শব্দদ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে যে, তীব্র ভক্তিযোগ অভাবে অচ্যুত-গোত্রত্ব সম্ভব হয় না। অনাদি বেদ-সম্মত যে বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা, তাহাতে নিষ্ঠাপূর্ব্বক বর্ত্তমান হইলে মানব-সমাজ নির্দ্দোষ। কিন্তু অচ্যুত-গোত্র লাভ করত তীব্র ভক্তির অভাব হইলে উভয় পদ চ্যুত হয়। তীব্র ভক্তিই একমাত্র অচ্যুতকুলের জীবন। আমাদের বক্তব্য এই যে, 'গৃহস্থ বৈষ্ণব' বলিলে বর্ণাশ্রমী ও সংযোগী উভয় বৈষ্ণবই গৃহীত হইবেন, কিন্তু সংযোগীর পক্ষে কঠিন এই যে, যে সংযোগীর তীব্রভক্তি দেখা যায় না, তিনি উভয় কূল-চ্যুত। কৃষ্ণভক্তির জন্য বর্ণাশ্রম পরিত্যাগে কিছুমাত্র দোষ নাই। কিন্তু বর্ণাশ্রম ত্যাগীর যদি কৃষ্ণভক্তি দূর হয়, তবে তাঁহাকে কি বলা যাইবে? সে অবশ্য বর্ণাশ্রম ত্যাগের জন্য দোষ এবং অপকৃষ্ট ফলভোগী হইবে। তাহাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া আদর করা যাইবে না।

সমাজ-সম্বন্ধে বৈষ্ণব তিন প্রকার, সনিষ্ঠ অর্থাৎ বর্ণাশ্রমে অবস্থিত অথচ কৃষ্ণভক্ত, পরিনিষ্ঠিত অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডত্যাগী অচ্যুতাশ্রিত ব্যক্তিবিশেষ। উভয়েই গৃহস্থ।

নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগী। নিরপেক্ষ ব্যক্তিই অগুরুষ। ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ লক্ষণ-বিশিষ্ট বৈষ্ণব। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি তিন জনেরই জীবন। উত্তরোত্তর কৃষ্ণভক্তির উন্নতিই প্রয়োজন। যে স্থলে পরিনিষ্ঠিত বা নিরপেক্ষের কৃষ্ণভক্তি লঘু হয়, সে স্থলে তত্তৎপাত্রে তাঁহাদের পতন স্বীকার করা যায়।

বর্ণাশ্রম স্বীকার, বর্ণাশ্রম ত্যাগ, বা ভেকাদি গ্রহণই যে বৈষ্ণবতা তাহা নয়। একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই বৈষ্ণবতার লক্ষণ। বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে যে পরিমাণ কৃষ্ণভক্তি থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করা চাই।

ইহাতে আর একটি নিগূঢ় কথা এই যে, সনিষ্ঠ ও পরিনিষ্ঠিত উভয়ই গৃহস্থ, অতএব কৌপীন গ্রহণে অনধিকারী। অধিকার না থাকিলে যাহা করা যায়, তাহা দোষ বই গুণ নয়। সনিষ্ঠ বৈষ্ণবদিগের পক্ষে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ পর্য্যন্তই বৈষ্ণবতার পরিচয়। পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির পক্ষসংস্কার স্থলে বর্ণাশ্রমান্তর্গত নামান্তর গ্রহণ দ্বারা পরিচয় সিদ্ধ হয়। তাঁহাদের কৌপীন গ্রহণ হইতে পারে না। নিরপেক্ষ ব্যক্তির পক্ষে কৌপীন গ্রহণই বৈষ্ণবতার বাহ্য পরিচয়। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধ। পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির কৌপীন গ্রহণে অপরাধ হয়। কৌপীন-গ্রহীতা আর কখনই গ্রাসন্ন করিতে পারিবে না, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। অতএব সংযোগী বৈষ্ণবদিগের যে দণ্ড-ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়, তাহার সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক। এতদ্বিষয় আমরা সংক্ষেপে বলিলাম।

পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগের পরিবার পোষণের জন্য অর্থসঞ্চয় আবশ্যক। সেই অর্থ-সঞ্চয় সম্বন্ধেও অনেকগুলি বিচার আছে। এই স্থলে সপ্তম শ্লোকে বর্ণাশ্রম-লক্ষণ স্বীকার না করিলে তাহাদের ভিক্ষা-দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করার মত সুতরাং সংঘটনীয়। তদ্দ্বারা তাঁহারা পতিত হইবেন, যেহেতু নিরপেক্ষ ব্যক্তীত কাহারও ভিক্ষাধিকার নাই। অতএব পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগের প্রস্তাবানুসারে একটি একটি বর্ণ নিরূপণ পূর্ব্বক বৃত্তি-দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।"

ভক্তিবিনোদ ও প্রতিষ্ঠাশা

প্রতিষ্ঠা বা যশের আকাঙ্ক্ষা সংসারের জীবেরই স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি। কনক ও কামিনী যাহারা পরিত্যাগ করিলেও প্রতিষ্ঠাশা পরিত্যাগ করা সুকঠিন। শ্রীগুরুপাদপদ্মই যাবতীয় প্রতিষ্ঠার একচেটিয়া মালিক। এই বিচারে সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে প্রতিষ্ঠাশার কবল হইতে উদ্ধার-লাভ তাহারও পক্ষেই সম্ভব নহে। সাধকজীব কিরূপে প্রতিষ্ঠাশা বর্জ্জন করিয়া গুরুবৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠার পূজা করিবে, তাহার কৌশল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিবিধ প্রবন্ধ ও নিবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্নে প্রতিষ্ঠাশা-বর্জ্জন-সম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ উদ্ধৃত হইল।

"আমরা যতই আত্মোন্নতির চেষ্টা করি, যতই বাহ্যিক হইতে দূর করি, যতই বৈরাগ্যবেশ পালন করি বা যতই জ্ঞানচর্চ্চা করি, ততই স্বীয় প্রতিষ্ঠার আশা আমাদের চিত্তকে মলিন করে এবং চরিত্রকে দূষিত করে। অনেক যত্ন করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদকে খর্ব্ব করি। কঠোর তপস্যা করিয়া ইন্দ্রিয় দমন করি, তথাপি হৃদয়ে অভিগুপ্তরূপে প্রতিষ্ঠাশারূপ ব্যালশাবক সঞ্চরিত হইতে থাকে। অষ্টাঙ্গযোগ শিক্ষা করিয়া যোগিরূপে খ্যাত হইতে বাসনা করি; যদি কেহ বলে—আমার যোগশিক্ষা কেবল ধূর্ত্ততামাত্র, তখনি আমি ক্রোধে প্রজ্বলিত হই। আমি অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আপনাকে ব্রহ্মতত্ত্বে লীন করিবার চেষ্টা করি, যদি কেহ বলে—ঐ প্রক্রিয়াটী

নিষ্ফল, তখনই আমার মনে উদয় হয়, আমার নিজকে নিন্দা করিতে থাকি। শম, দম, তপ, অস্তেয় প্রভৃতি দশবিধ কর্ম্ম নিন্দা করি এবং নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে করিতে সর্ব্বদা নিন্দাই করি; যদি কেহ বলে কর্ম্মকাণ্ড কেবল নিরর্থক শ্রম-মাত্র, তখনই আমার মনে দুঃখ হইয়া থাকে, কেননা, আমার প্রতিষ্ঠার ধর্ম্ম হইলে আমার কিছুই ভাল লাগে না।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি যখন ভুক্তি ও মুক্তি-ফলাশায় ব্রত করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের শান্তি কোথায়? সুতরাং তাঁহারা প্রতিষ্ঠার আশাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসাশূন্য বৈষ্ণবগণের পক্ষে প্রতিষ্ঠার আশা—নিতান্ত হেয়। আজকাল যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্য, তাঁহারা কোনপ্রকার অসম্মান সহিতে পারেন না; প্রথমেই সকলের মস্তকে পদ উত্তোলন করিয়া নিজ গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন। 'আচার্য্য' বলিয়া অপরে সম্মান করে, তাহা অন্যায় নয়, কিন্তু যিনি নিজে সেই সম্মান হস্তগত করিবার যত্ন করেন, তাঁহার শ্রেয়ঃ কোথায়? আবার কোন ব্যক্তি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করে নাই, তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা নিতান্ত গর্হিত ব্যাপার। আচার্য্যদিগকে সম্মান করিবার জন্য যিনি লোক তাঁহাদের জন্য পৃথক্ আসন দিয়া থাকেন অর্থাৎ ইঁহারা আসন দেন, তাঁহারা যথাশাস্ত্র আচার্য্য-সম্মান করেন, কিন্তু ঐ আচার্য্যদিগের আসনে অন্য কেহ বসিলে তাঁহাদের যে ক্রোধোৎপত্তি হয়, তাহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। ঐ সকল কার্য্য কেবল প্রতিষ্ঠাশা হইতে উদিত হয়।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক গৃহত্যাগ করিয়া ভেক গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠার আশা গৃহস্থ লোকের অধিক হইবে বলিয়া শান্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সংসার ছাড়িয়া ভেক গ্রহণ করেন; কিন্তু সেই অবস্থায় আবার প্রতিষ্ঠাশা অধিক বলবতী হইয়া উঠে। কোন ভেক-ধারীকে যদি সম্মান না করা যায়, তাহা হইলে তিনি বিশেষ ক্রোধান্বিত হন। গৃহস্থ বৈষ্ণবাচার্য্য এবং ভেক-ধারী বৈষ্ণবের মধ্যেই যদি প্রতিষ্ঠার আশা রহিল, তবে আর কাহার চিত্ত সেই আশাশূন্য হইতে পারিবে?

আমরা অনেক চিন্তা করিয়া এবং মহৎলোকের উপদেশ সংগ্রহ করিয়া জানিয়াছি যে, যতদিন প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করিতে না পারি, ততদিন 'বৈষ্ণবদাস হইয়াছি'—এইরূপ মনে করিতে পারি না, কেবল কথায় দৈন্য করিলে হয় না। আমি বলিয়া থাকি—'আমি বৈষ্ণবদিগের দাসের দাস হইবার যোগ্য নই, কিন্তু মনে মনে চিন্তা করি—শ্রোতৃগণ এই কথা শুনিয়া আমাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবেন!' তাই প্রতিষ্ঠার আশা আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না, অতএব বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী বলিয়াছেন—

প্রতিষ্ঠাশা শূন্যা যদবধি মনো নর্ত্তয়তি নঃ
কদং সাধু প্রেম্না স্পৃশতি শুচিরেতদ্ধৃদয়ং।
তদা দূরে সেবাস্তব প্রমুখিত সাধুবপুষাং
যথা তাং নিষ্কাস্য ত্বরিতমিহ তং সেশয়তি সঃ।

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, "যতদিন আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাশারূপ নির্লজ্জচণ্ডালিনী নৃত্য করিতেছে, ততদিন নির্ম্মল সাধুপ্রেম এই মনকে কিরূপে স্পর্শ করিবে? অতএব হে মন! তুমি তোমার গুরু শ্রীরূপের অনুগ সাধুরূপ শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা কর, তাহা হইলেই তিনি সেই চণ্ডালিনীকে তোমার হৃদয়ের মন্দির হইতে শীঘ্র দূর করিয়া প্রেম-বস্তুকে প্রবেশ করাইবেন।"—এই মহাজন-বাক্য হইতে আমরা কি সংগ্রহ করিব? আমরা জানিতে পারিতেছি যে, কেবল গ্রন্থচর্চ্চা, অপ্রাপ্তপ্রেম ব্যক্তির নিকট উপদেশ লাভ এবং শরীর-চেষ্টাময় যোগাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা কখনই দূর হইতে পারে না। কেবল বিশুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গ ও বৈষ্ণবসেবার দ্বারাই তাহা নিশ্চিতরূপে দূর হয়। আমরা বিশেষ যত্ন-সহকারে বিশুদ্ধবৈষ্ণব অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিব—ইহাই আমাদের চরম কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবসঙ্গে আমাদের হৃদয়ে সাধুতার উদয় হইবে এবং অসাধুতা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে। হৃদয় পরিষ্কৃত হইলে সেই সাধুবৈষ্ণবের হৃদয়স্থ প্রেম-সূর্য্যের কিরণ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করত প্রেমরূপে সমৃদ্ধ হইবে। এই উপায় ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ইহাই সাধু হইবার স্বাভাবিক উপায়। অন্য প্রকার সকল যত্নই বিফল হয়। তাৎপর্য্য

এই যে, সংবর্ত্তন প্রহণ ও অসংস্কারের দূরীকরণ—একই কথা। প্রেম যে ধর্ম্ম, তাহা কেবল বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-সম্বন্ধ আত্মায় নিহিত থাকে; দেহের অন্য আবাদ নাই। এক আত্মা হইতে প্রেম অন্য আত্মায় সঞ্চারিত হয়—একদেহ হইতে অন্য দেহে যেরূপ বিদ্যুৎবৎ সঞ্চারিত হয়, তদ্বৎ। সঙ্গ-ক্রমে যখন প্রেম-বিদ্যুৎজনক বৈষ্ণবাত্মা হইতে অন্য জীবের আত্মার স্বভাবক্রমে চালিত হয়, তখনই অন্য জীব-হৃদয়ের মলস্বভাব দূরীভূত হইয়া সাধুস্বভাব অন্তে সঞ্চারিত হয়। সকল মহদ্গুণই প্রেমের সঙ্গী; সুতরাং প্রেমের প্রবেশ-কালে মহদ্গুণগুলি অগ্রসর হইয়া হৃদয় শোধন করে। অতএব সাধুসঙ্গের দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা দূর করা কর্ত্তব্য।"

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-মহোৎসব

একবিংশ দিবস—২৮শে জুলাই, ১৯৩৮ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণে পাঠ, কীর্ত্তন, পারায়ণ, ইষ্টগোষ্ঠী পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে শ্রীযুৎ প্রবোধানন্দ ব্রহ্মচারী 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন।

দ্বাবিংশ দিবস—২৯ জুলাই, ১৯৩৮ শুক্রবার। পাঠ-কীর্ত্তন, পারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ। অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠীসভায় শ্রীপাদ তীর্থমহারাজ হরিকথা বলেন। রাত্রেও স্বামীজী মহারাজ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

ত্রয়োবিংশ দিবস—৩০ জুলাই, ১৯৩৮ শনিবার। পাঠ-কীর্ত্তন, পারায়ণ, ইষ্টগোষ্ঠী পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকৃষ্ণ শ্রীধর মহারাজ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও সাধনভক্তি' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই দিবস রাত্রে শ্রীযুক্ত সরোজ কুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এস্-সি, বি-এল সমুখ হাইকোর্টের প্রায় ১৫।১৬ জন ব্যারিষ্টার আসিয়া শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। বিদায়গ্রহণকালে তাঁহাদিগকে কিছু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

চতুর্ব্বিংশ দিবস ৩১ জুলাই, ১৯৩৮ রবিবার। পাঠ-কীর্ত্তন ও পারায়ণ পূর্ব্ববৎ। অপরাহ্ণ ৪।০ ঘটিকায় সমবেত শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে দশম দিবসের [গত ১লা শ্রাবণ (১৩৪৫) ১৭ই জুলাই (১৯৩৮) রবিবারের] ন্যায় এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রা—কালাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, সেন্ট্রাল এভিনিউ, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট, ঠনঠনিয়া হইয়া পুনরায় কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট দিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শোভাযাত্রা সেন্ট্রাল এভিনিউর কিছুদূর অগ্রসর হইলে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। কীর্ত্তনকারি-ভক্তবৃন্দ ৩৩ নং সেন্ট্রাল এভিনিউস্থ শ্রীযুত লছমনদাস আগরওয়ালা মহাশয়ের একটি নবনির্ম্মীয়মাণ সুবৃহৎ অট্টালিকা দেখিয়া তথায় সকলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভক্তগণের উদ্দণ্ডনৃত্যকীর্ত্তনে গৃহের চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল। সকলেই একবাক্যে উক্ত আগরওয়ালাহৃদয়ের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, ঐ স্থানে সংকীর্ত্তনরত সাধু বৈষ্ণবের পদধূলি পড়া বোধ হয় ভগবানেরই অভিপ্রেত ছিল, তজ্জন্যই বর্ষাগম। বৃষ্টি থামিয়া গেলে ভক্তগণ পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রসর হইলেন। কীর্ত্তনে কোনই অসুবিধা হয় নাই। পূর্ব্বদিবস অপেক্ষা লোকসংখ্যা অনেক বেশী হইয়াছিল। মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও অনেকক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তন হয়, অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন। রাত্রে অর্দ্ধসহস্রাধিক পুরুষ ও মহিলা প্রসাদ পাইয়াছিলেন।

নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

তৃতীয় দিবস

আগামীকল্য (২৯শে শ্রাবণ, ১৮ই আগষ্ট, রবিবার) অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় বাগবাজার-শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে এক নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া কালাপাহাড় রোড, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, মাণিকতলা স্ট্রীট, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ও বাগবাজার ষ্ট্রীট প্রভৃতি ভ্রমণপূর্ব্বক পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

আলবার্ট হলে বক্তৃতা

সভাপতি—স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, ডি, লিট

আগামী ২১ আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় কলেজ স্কোয়ারস্থ আলবার্ট হলে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বিশ্বকল্যাণ সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করিবেন। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

দিল্লীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখামঠ দিল্লীস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগামী ১৮ই আগষ্ট (১৯৩৮) বৃহস্পতিবার হইতে ২৪শে আগষ্ট বুধবার পর্য্যন্ত একসপ্তাহকাল শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীভগবানের আবির্ভাব-লীলা সম্পর্কিত কতকগুলি প্রধান প্রধান দৃশ্য-সম্বলিত একটি সুন্দর প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকিবেন। ঐ সকল দৃশ্যের বিশেষ বিশেষ শিক্ষাসমূহ দর্শকগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, বক্তৃতা এবং শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইবে। ১৮ই আগষ্ট শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীর অধিবাস-উৎসব উপলক্ষে সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও সংকীর্ত্তন হইবে। ১৯শে আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বাসরে অরুণোদয় হইতে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের পারায়ণ আরম্ভ হইবে। রাত্রি ১২ ঘটিকায় ঐ ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পাঠ ও কীর্ত্তনমুখে পূজা-ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হইবে। ২০শে আগষ্ট শ্রীনন্দোৎসব-দিবসে সন্ধ্যায় বক্তৃতা হইবে, ২৪শে আগষ্ট বেলা ৯ ঘটিকা হইতে আগন্তুকগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

স্বধাম-প্রাপ্তি

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত নিত্য গৃহস্থ ভক্ত শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় (ভেটারিনারী সার্জ্জন) মহোদয় গত ২১শে শ্রাবণ (১৩৪৫), ৬ই আগষ্ট (১৯৩৮) শনিবার শ্রীএকাদশী তিথিতে রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় তাঁহার বর্দ্ধমান খাসবাগানস্থিত স্ব-ভবনে স্বধাম-প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীধাম ও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় এই ভক্তবরের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইনি 'গৌড়ীয়' পত্রের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম আন্তরিক অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্দ্ধমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্য্যে তিনি প্রচারকগণকে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন। আমরা আজ সত্য-সত্যই আমাদের একজন অকৃত্রিম বান্ধব হারাইলাম। তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার ভক্তিময় জীবনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বহুল আশীর্ব্বাদভাজন হউন, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা ও সান্ত্বনার বিষয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গৌড়ীয়-গ্রাহক ও পাঠকগণের নিকট যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর সবিনয় নিবেদন—

মহাশয়। অদ্যপ্রভৃতি অদ্যাবধি 'গৌড়ীয়পত্র' বিষয়ক কোন চিঠিপত্র কিম্বা টাকাকড়ি "গৌড়ীয়-সম্পাদক", "গৌড়ীয় কার্য্যালয়ক," বা "ম্যানেজার গৌড়ীয়", কিম্বা "গৌড়ীয়-কার্য্যালয়" ইত্যাদি নামে না পাঠাইয়া, এই গৌড়ীয়-পত্রের শেষ অঙ্গের বিজ্ঞাপনের "ক" পৃষ্ঠায় লিখিত নির্দ্দেশানুযায়ী "সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা"—এই ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের ঠিকানায় না পাঠাইয়া অন্য কোন ঠিকানায় পাঠাইলে "গৌড়ীয়" বা "তাঁহার স্বত্বাধিকারী শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা" এজন্য কোন প্রকারে দায়ী হইবেন না।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদক—"গৌড়ীয়"
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল
সম্পাদক—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
বাগবাজার, কলিকাতা
ইং ১২।৮।৩৮

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীসরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পাক্ষিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৩রা ভাদ্র, ৩৪৫ ; ২০শে আগষ্ট, ১৯৩৮ | ৭ম সংখ্যা

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

জীবের ক্লেশ দেখিলে বৈষ্ণবের হৃদয় কৃপায় আর্দ্র হয়, জীবের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বা ভগবদ্ভক্তি-বিদ্বেষ দেখিলে সে জীবের প্রতি কঠিন হইয়া তাহাকে উপেক্ষা করেন।

সংসার যতক্ষণ ভজনানুকূল থাকে, ততক্ষণ তিনি স্বীয় স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির প্রতি অত্যন্ত কোমল-হৃদয় হন। সংসার যখন ভজনের প্রতিকূল হইয়া পড়ে, তখন তিনি কঠিন-হৃদয় হইয়া স্ত্রী-পুত্রের ক্রন্দনের মধ্য হইতে চিরজীবনের জন্য বিদায় লইয়া থাকেন।

সদ্ধর্ম্ম দেখিলে মৈত্রী-সহকারে তাঁহার হৃদয় কোমল হয়। সদ্ধর্ম্ম-বিরোধ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বজ্রসম কঠিন হইয়া পড়ে। এই আশ্চর্য্য-স্বভাব যে পুরুষে লক্ষিত হয়, তিনি মহানুভব বৈষ্ণব।

—(শ্রীসজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা)

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ-ব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃসাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন না। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-আচার হয় না। অসৎ দুইপ্রকার অর্থাৎ স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন।

—(শ্রীসজ্জনতোষণী ৫ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা)

বৈষ্ণবই অপরকে বিষ্ণু-পূজার অধিকার দিতে সমর্থ। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কোনকালেই বিষ্ণুমন্ত্র প্রদান করিতে পারেন না। গুরু-বৈষ্ণবের অপূজক বা নিন্দাকারী ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্র লাভ করিতে পারে না। বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে জীবের কোন মঙ্গল উদিত হয় না।

—(ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ১৮৪ পৃঃ)

ভক্তিবিনোদ ও মুক্তিতত্ত্ব

'মুক্তিতত্ত্ব' লইয়া ধর্মাচার্য্যগণের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ ও মতদ্বৈধ থাকিলেও একমাত্র প্রেমসাধনার বৈষ্ণবগণ ব্যতীত অন্যান্য সকল মতেই সাযুজ্যাদি মুক্তিকে সাধ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষানুসারে মুক্তিতত্ত্বের যে সার্ব্বভৌমিক বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত বিদ্যমান মতবাদসমূহের সর্ব্বৈবই মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম—

"মুক্তি-বিষয়ক অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়া থাকে। কেহ কেহ জীবের ব্রহ্মের সহিত ঐক্যকে মুক্তি বলেন। মুক্তিকে পঞ্চপ্রকারে শ্রেণিবদ্ধ করা হইয়াছে অর্থাৎ সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই সকল মুক্তির শ্রেণি। ভগবানের সহিত সমান ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির নাম সার্ষ্টি, ভগবল্লোকে বাসের নাম সালোক্য, ভগবৎসমীপস্থ হওয়ার নাম সামীপ্য, ভগবৎস্বরূপ-প্রাপ্তির নাম সারূপ্য এবং ভগবানে লীন হওয়ার নাম সাযুজ্য—এই প্রকার শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। নিগূঢ় বিচার করিলে সকল প্রকার মুক্তির একটি সাধারণ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এ সমুদয়ই ভগবৎসম্বন্ধি প্রকাশ করে। জীবের ভগবদ্বিমুখতাই সকল দুঃখের কারণ, যেহেতু অনন্তচিন্ময় ভগবান্‌কে ত্যাগ করিলে দুঃখময়-জড়তাই ফল হয়। ইহাই জীবের বদ্ধাবস্থা। বদ্ধাবস্থার অনেক প্রকার বিশেষত্ব থাকিলেও তাহার সাধারণ লক্ষণ ঈশ্বর-বিমুখতা-ব্যতীত আর কিছু উপলব্ধি হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রকার মুক্তিতেই ঈশ্বর-সম্বন্ধিনী অর্থাৎ সাযুজ্য-ব্যতীত আর কি সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়? অনেক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে 'মুক্তি' শব্দের প্রতি একটি বিশেষ বিদ্বেষ আছে। তাহা কেবল মুক্তি-বিষয়ক আলোচনার অভাব হইতে উদ্ভব হইয়াছে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সার্ব্বভৌম-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংবাদে সার্ব্বভৌমোক্তি ;—

সালোক্যাদি চারি যদি হয় দেবাকার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥

তত্রৈব চৈতন্যদেবেনোক্তং সার্ব্বভৌমং প্রতি —

প্রভু কহে মুক্তিপদের আর অর্থ হয়।
মুক্তিপদ শব্দে 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' কহয়॥
মুক্তি পদে যাঁর সেই মুক্তিপদ হয়।
কিম্বা নবম পদার্থ মুক্তির সমাশ্রয়॥
দুই অর্থে কৃষ্ণ কহি' কেনে পাঠ ফিরি।

তত্র সার্ব্বভৌমোত্তরং ;—

সার্ব্বভৌম কহে ও-পাঠ কহিতে না পারি॥
'মুক্তি' শব্দ কহিতে হয় ঘৃণা আর ত্রাস।
'ভক্তি' শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস॥

তদনন্তরং ;—

শুনিয়া হাসেন প্রভু ইত্যাদি।

এস্থলে চৈতন্যদেবের সারগ্রাহী শিক্ষণগণ 'মুক্তি' ও 'ভক্তি' পদে স্বতন্ত্রার্থ করিবেন না, বরং যাঁহারা 'মুক্তি'-শব্দকে ঘৃণা করেন, তাঁহাদের বিচার-পারদর্শিতার প্রতি সন্দেহ করা যাইবে। বস্তুতঃ মুক্তি ও পরা ভক্তিতে কিছুমাত্র ভেদ নাই, বরং যাঁহারা ভেদদৃষ্টি করেন, তাঁহারা তত্ত্বতত্ত্বের মধ্যে কোনটিকেই উপলব্ধি করেন নাই, ইহাই প্রতীত হয়। যখন ভক্তি ও মুক্তি উভয়েই কেবল ঈশ্বর-সাযুজ্যরূপ পরমানন্দই একমাত্র লক্ষণ, তখন 'মুক্তি' শব্দে ঘৃণা করত 'ভক্তি'শব্দের আদর করা কেবল অভিধানিক বিবাদ হইয়া উঠে। বৈষ্ণবদিগের 'মুক্তি'শব্দের প্রতি ঘৃণার এই এক কারণ দৃষ্ট হয় যে, 'মুক্তি' বলিলেই জীবের সর্ব্বনাশ অর্থাৎ অভাব নরকে বুঝায়। তথাহি তত্রৈব সার্ব্বভৌমোক্তিঃ—

যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয়।
তথাপি আরিঢ়-দোষে কহন না যায়॥
যদ্যপি মুক্তি শব্দের হয় পঞ্চবৃত্তি।
রূঢ়ি বৃত্যে কহে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি॥

এস্থলে সাযুজ্য শব্দের অর্থ—ব্রহ্মের সহিত লয় বাস্তবিক সাযুজ্য শব্দের অর্থ—ব্রহ্মের সহিত সংযোগ।

যে সকল বৈষ্ণব গোপীভাবের সাধনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের সাধনই ব্রহ্মসাযুজ্য-সাধন বলিতে হইবে। অর্থে কিছুমাত্র ভেদ নাই, কেবল নামের বিবাদ মাত্র। তদ্বিষয়ে শাণ্ডিল্য-সূত্র, যথা—

"তদৈক্যং নামাদ্যৈকরূপাদিযোগকানাদিত্যবৎ।"

পরব্রহ্মের আশ্রয়ের দ্বারা যে ফল হয়, তাহাকেই মুক্তি বলি। ঐ মুক্তি কি প্রকার, তাহা কঠোপনিষদে এই প্রকার বর্ণিত আছে ;—

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

এই মুক্তিই জীবকে স্বপদপ্রাপ্তি করায়, ঐ স্বপদ কঠোপনিষদে উল্লিখিত বাক্যের পরেই এই প্রকার বর্ণিত আছে ;—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

বাস্তবিক এই সকল শ্রুতি ও বিচারের দ্বারা মুক্তি অর্থাৎ জীবের স্বপদ যে এক অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার, তাহা উপলব্ধ হইতেছে। এই ব্যাপারটি বাক্য ও মনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না ; যেহেতু এই বদ্ধাবস্থায় সকল জীবই (ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত) দেশ ও কালের বশীভূত হইয়াছে, অতএব তদুভয় পদার্থের অতীত অবস্থাকে কেহই চিন্তা করিতে পারে না, কিন্তু এই অবস্থা হইতে সেই অবস্থা যে উৎকৃষ্ট, ইহা আমাদের স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস। যাঁহারা এই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস অনাদর করেন, তাঁহাদের বিষয়ে মৃত্যু কঠোপনিষদে কহিয়াছেন, যথা—

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে॥

যুক্তি-বিচারের দ্বারা যাঁহারা জীবের মুক্ত অবস্থার নির্ণয় বা পরব্রহ্মতত্ত্ব বিচার করিতে চাহেন, তাঁহারা নির্ব্বোধ। তথা হি কঠোপনিষদি ;—

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি
ত্বাদৃঙ্নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা।

যুক্তিবিষয়ক অধিক বিচার সম্ভব নহে, অতএব যাঁহারা সেই অচিন্ত্য অবস্থার বিষয় নির্ণয় করিবার জন্য তর্ক করিয়া থাকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পরিশ্রম সফলবান্ হয় না, বরং নিষ্ফল, সালোক্য, সার্ষ্টি প্রভৃতি অবস্থা লইয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকেন, কখনই মীমাংসা হইতে পারে না অতএব নিম্নলিখিত সাধুবাক্যই আমাদের কেতু স্বরূপ ;—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

তত্র ব্যাসসূত্রং যথা ;—

'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ।'

৩৬ সূত্রের ভাষ্যে ইহার বিশেষ বিবরণ করা যাইবে।

অতএব নিশ্চয় মীমাংসা এই যে, জীবের অনর্থ-নিবৃত্তিই মুক্তি এবং তদ্দ্বারা জীবের স্বপদ প্রাপ্তি হয়। তথা চ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে সূতোক্তিঃ,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥

তথা চ ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে মুক্তিলক্ষণং ;—

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।

এস্থলে সংশয় উপস্থিত হইল যে, পরমেশ্বর পরম-কারুণিক, তবে জীবের অনর্থে কারণ কি জন্য হইল—এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য এই সূত্র ;—

চিৎপদার্থস্য স্বভাবতঃ স্বতন্ত্রস্য ঈশ্বরাধীনত্বাৎ। কিন্তু জীবানাং স্বাতন্ত্র্যাৎ হি তেষাং ক্লেশরূপঃ ইতি প্রসিদ্ধং তদি তদ্ধানেন কৃতঃ ঈশ্বরপ্রযত্নো ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ,—

জীবানামিতরাপুরক্তিহেতুরীশ্বরকারণাৎ তত এব তেষাং স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধেঃ। ২৭

[তেষাং স্বাতন্ত্র্যাৎ তদুৎকর্ষায় ঈশ্বরেণ ফলপ্রয় কৃতম্। ততঃ পরমেশ্বরঃ বিদ্বত্ত্ব স্বতন্ত্রতয়া জীবা ইতরবিষয়াসক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ। অনেন ভাবেনাত্মনাত্মপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরণাদি ন হং বিরোধ ই ইথা বহুস্যাং প্রজায়েয় বহুধ ইত্যাদি শ্রুতেঃ।]

ইতরাপুরক্তির দ্বারা জীবের ক্লেশ, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু পরমেশ্বর পরম কারুণিক, তবে তিনি

জীবশিশুকে ইতরানুরাগ হইতে বঞ্চ কেন না করিলেন, এরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইবার সম্ভাবনা। জীবশিশুকে যদপি জড়ের হাত হইতে নিরস্ত করিতেন, তাহা হইলে জীবের উৎকর্ষসাধন কিরূপে হইত? স্বাধীন কার্য্যের ফলই উন্নতি বা অবনতি। উন্নত করিবার ইচ্ছায় জীবের স্বভাব স্বতন্ত্র করিলেন। যে-সকল জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করত স্বীয় স্বরূপভূত ঈশ্বরানুরক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতরানুরক্তির দ্বারা ভোগেচ্ছা করিলেন, তাঁহারা স্বীয় কামনা বশতঃ জড়তায় বদ্ধ হইয়া অতলস্পর্শকে ভোগ করিতেছেন অর্থাৎ পরমানন্দ রূপ প্রেমামৃত হইতে বঞ্চিত হইয়া বদ্ধ আছেন। তথা হি বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ;—

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-
স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ভূতিকামঃ॥

তথা হি চতুর্থ শ্রুতৌ;—

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্ত
ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥

এই প্রকার স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারে জীবের যে কষ্ট, তাহা ঈশ্বরকৃত বলা যায় না এবং ঈশ্বরকে তজ্জন্য কোন প্রকার দোষ দেওয়া যায় না। বিবিধজন্মের দ্বারা যে ক্লেশ পাইতে হয়, তজ্জন্য বিধাতা কখনই দোষী নহেন। বিধাতা যদি জীবকে ঐ অনর্থগ্রহণে বাধা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বৈষম্য দোষ হইত। জীব যদি নিজ স্বাধীনতার দ্বারা স্বীয় পরানুরাগকে আরও দৃঢ় করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উৎকর্ষ হইত; কিন্তু স্বাধীনতা না পাইলে তাঁহার উৎকর্ষের উপর কোন অধিকার হইত না। পরমেশ্বর জীবকে এরূপ অপূর্ব্ব স্বাধীনতা দেওয়ায় জীবের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই বলিতে হইবে। স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারে যে পতন দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল জীবকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই হইয়াছে, ইহা বলিতে হইবে। ঈশ্বরের হস্তবিধিই যে কার্য্যের ফল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে নাগপত্নী কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে—

অনুগ্রহোঽয়ং ভবতা কৃতো হি নো
দণ্ডোঽসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ।
যদদশ্যুকত্বমদৃষ্ট হেতুনঃ
ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এব সম্মতঃ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ ও বেদান্তসিদ্ধান্ত

বেদান্তের ভিত্তির উপরই ভারতীয় সনাতনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সনাতনধর্ম্মের অপরনাম—ভাগবতধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। অনেকের ধারণা,—ভক্তিধর্ম্ম বেদান্তের প্রতিপাদ্য নহে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বেদান্তের প্রকৃতস্বরূপ, বেদান্তের যথার্থ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে শাস্ত্র ও যুক্তি-মূলক বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হইতে ভাগবত ধর্ম্ম যে বৈদান্তিক-ধর্ম্মের শেষকথা—ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

"বেদান্ত কাহাকে বলে, এ সম্বন্ধে লোকের অনেক সন্দেহ। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, বৈষ্ণবদিগের মত ও বেদান্ত-মত পরস্পর পৃথক্। সাধারণে এইরূপ মনে করেন যে, বৈষ্ণবগণ ভাগবতাদি পুরাণ অবলম্বন করিয়া চলেন এবং পুরাণসকল বেদান্ত হইতে পৃথক্ শাস্ত্রবিশেষ। তাঁহাদের মনে এরূপ ধারণা আছে যে, শঙ্করাচার্য্য যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই বৈদান্তিক মত। এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমমূলক। আমরা প্রথমেই সেই ভ্রম দূর করিবার যত্ন পাইব।

বেদের শিরোভাগকে উপনিষৎ বলে। উপনিষৎ অনেক; তন্মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য প্রভৃতি দশটী উপনিষৎ বলিয়া সর্ব্বকালে স্বীকৃত

আছে। সেই উপনিষদ্-বাক্যের নামই বেদান্ত। বেদান্ত-শব্দে বেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে বুঝায়।

উপনিষদ্বাক্যসকল প্রায় পরস্পর সংযুক্ত নয়। উপনিষদ্গ্রন্থে বিষয় বিভাগপূর্ব্বক কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নাই। প্রত্যেক বাক্যই স্বতঃসিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন অন্য বেদবাদী ব্যক্তির পক্ষে উপনিষদ্কে বেদান্ত-জ্ঞান লাভ করা দুঃসাধ্য।

পরম দয়ালু সত্যবতী-নন্দন বেদব্যাস জীবের সুবিধার জন্য বেদমন্ত্র বেদসকলকে বিভাগ করিলেন, সেইরূপ উপনিষদ্-বাক্যের তাৎপর্য্য সহজ করিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত বেদান্ত-বাক্যার্থ সংগ্রহ করতঃ প্রায় সাড়ে পাঁচশত সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া বেদান্ত-সূত্র বা ব্রহ্মসূত্র বলিয়া তাহাদের নামকরণ করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ ঐ সূত্র-সকলের যথার্থ অর্থ-সংগ্রহে অক্ষম হইলে পরে তিনি নারদের আজ্ঞাক্রমে পারমহংস্য-সংহিতা রূপ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ নির্ম্মাণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতই ব্যাসকৃত বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে যে সকল সিদ্ধান্ত আছে, সে সমুদায়ই যথার্থ বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, সূত্রকার যদি স্বয়ং ভাষ্যকার হন, তবেই সূত্রের অর্থ যথার্থরূপে পাওয়া যায়। অতএব ভাগবতরূপ ভাষ্যই জীবের পক্ষে বেদান্ত-বাক্য বলিয়া গৃহীত হইবে।

বেদান্ত-সূত্রভাষ্যস্বরূপ ভাগবতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

অদ্বয়-জ্ঞানকেই তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। সেই অদ্বয়জ্ঞানই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া শব্দিত হন। এস্থলে বিবেচ্য এই যে, অদ্বয়তত্ত্বই সমস্ত সিদ্ধান্তের চরম বিশ্রাম-স্থল। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ যখন সেই অদ্বয়-তত্ত্বরূপে নির্ণীত হইয়াছেন, তখন উক্ত প্রকাশত্রয়ের মধ্যে কেহ সগুণ নন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সমস্তই নির্গুণ।

অদ্বয়জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা বিচার করা উচিত। অনেকে মনে করেন যে, কেবল অভেদ-বাদকে অদ্বয়জ্ঞান বলে। তাহা নয়। কেবল অভেদবাদ সমস্ত-বেদবিরুদ্ধ। বেদ অনেক স্থলে অভেদবাদ এবং অনেকস্থলে নিত্যভেদ উপদেশ করেন। বস্তুতঃ বেদশাস্ত্র স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, অতএব কোন বিশেষ মতবাদ তাহাতে নাই। বেদের সিদ্ধান্ত এই যে, পরব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ নিত্যসিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন এই বিশ্ব ও জীব-সকল পরব্রহ্ম হইতে যুগপৎ পৃথক্ হইয়াও তাঁহা হইতে অভেদ। দ্বৈত ও অদ্বৈত একই কালে সত্য, অতএব অদ্বৈত তত্ত্বে জড় হইতে আত্মতত্ত্বের পার্থক্য আছে এবং আত্মতত্ত্বে অণুচৈতন্য জীব হইতে পরমেশ্বরের নিত্য পার্থক্য আছে। এই ভেদাভেদ-তত্ত্ব যিনি জানিতে পারেন, তাঁহার আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকে না। যখন অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বের প্রথম প্রকাশ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই তত্ত্বের অবয়জ্ঞান সিদ্ধি হইয়া থাকে। জীবস্বরূপ জীব সেই পরমতত্ত্ব হইতে কিছুই পৃথক্ দেখিতে পান না। যখন তিনি প্রাকৃত সৃষ্টির বশীভূত, তখনই তাঁহার কেবল ভেদ দৃষ্ট হয়। জড় একটী নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব বলিয়া চৈতন্য হইতে পৃথগ্রূপে জ্ঞানমান হয়। ইহারই নাম বৈতজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানের সহিত বৈতজ্ঞান থাকিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইতে হইতেই প্রথমে সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া পড়ে। প্রাকৃত দৃষ্টি আর থাকে না। ব্রহ্ম হইতে কোন স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া প্রকৃতিকে আর বোধ হয় না। এই অবস্থায় অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানময়। ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবিষ্ট হইয়া বিচারক জীব যখন আত্মাকে পৃথক্ করিয়া লন, তখনই ঐ অদ্বয়জ্ঞান অধিকতর স্পষ্ট হইয়া পরমাত্মস্বরূপ হইয়া পড়ে। তখন আর অপরা প্রকৃতির সম্বন্ধ থাকে না। পরা প্রকৃতিরূপ জীব-চৈতন্যই তখন প্রতীত হয়। ইহাই অদ্বয়জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রতীতি। পরমাত্মতত্ত্বে দৃঢ়ীভূত হইয়া বিচারক জীব যখন পরম চৈতন্যকে পৃথক্ করিয়া দৃষ্টি করেন, তখনই সেই অদ্বয়তত্ত্ব পূর্ণরূপে প্রতীত হয় তখন অদ্বয়জ্ঞানের নাম ভগবান্। ভগবদ্দর্শনই জীবের অদ্বয়জ্ঞানের চরমাবস্থা। তখন পরমবস্তু আর পরা ও অপরা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত না থাকায়, তাহা স্বরূপ-প্রকৃতিময় হইয়া পড়ে। অতএব ভগবান্ই অদ্বয়তত্ত্বের চরম প্রকাশ, পরম নির্গুণ ও বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। যাঁহারা ভগবান্কে সগুণ ও ব্রহ্ম-পরমাত্মাকে নির্গুণ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা যথার্থ বেদান্তবিচারে পটু নন। অদ্বয়তত্ত্বের যাথার্থ্য লাভ করেন নাই।

ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ—

এই সূত্রের কেবল-অদ্বৈতভাষ্যে কোনপ্রকার ভাল সিদ্ধান্ত নাই। রামানুজাদি পরম পণ্ডিতগণ এই সূত্রটীর ভাষ্যাধিকারে যে শ্রুত্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন, সমুদায় বিচার করিলে স্থানাভাব হয়। অতএব আমরা কেবল নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া সন্তুষ্ট হইব—

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিযুক্তঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাত্মনঃ॥

সেই অদ্বয়জ্ঞানরূপ অচ্যুত-তত্ত্ব স্বরূপতঃ একমাত্র ভগবান্। জীব সৃষ্টি-ভেদক্রমে তাঁহার ভিন্ন প্রকাশ দর্শন করেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সৃষ্টি করিলে একই বৈদূর্য্য মণি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রকাশ করে। তদ্রূপ সেই ভগবদ্রূপ তত্ত্ব-মণিও জীবের অধিকার ভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্রূপে ভাসমান। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবের অধিকার ভেদ কত প্রকার?

জীবের বুদ্ধি ও রুচিভেদে অধিকার নানাপ্রকার। সেই অধিকারসমূহ স্থূল বিচার দ্বারা তিনপ্রকারে বিভক্ত হয়। সেই তিনটী অধিকারের নাম—জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। জ্ঞানাধিকারে অবস্থিত পুরুষ সেই তত্ত্বমণিকে ব্রহ্মস্বরূপে দৃষ্টি করেন; যোগাধিকারে অবস্থিত ব্যক্তি তাঁহাকে পরমাত্মা-স্বরূপে দৃষ্টি করেন। ভক্ত্যধিকারে অবস্থিত জীব সেই তত্ত্বমণির ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হন।

ভগবৎস্বরূপই পূর্ণ স্বরূপ; যেহেতু তাহাই বিশেষাত্মক। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সেই বিশেষ্যের বিশেষণময়। যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন একমাত্র ভগবান্ বই আর কিছু ছিল না। তখন ব্রহ্ম ছিল না। জগৎ সৃষ্টি হইলে 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এই ভাবে ভগবানের একটী বিশ্বসম্বন্ধীয় আবির্ভাব পরিজ্ঞাত হয়। ব্রহ্ম সম্বন্ধে দুইটী ভাব আছে। একটী "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত সৃষ্ট বা সৎ বস্তুর ব্যতিরেক চিন্তা-বিশেষ। উভয় ভাবই বিশ্ব সম্বন্ধীয় ভাব। অতএব ব্রহ্মই ভগবানের জ্যোতিঃস্বরূপে বিশ্বসম্বন্ধে পরিব্যাপ্ত। এ স্থলে ব্রহ্মকে ভগবানের অঙ্গকান্তি বলিলে যথার্থের চরিতার্থতাই হইয়া থাকে। পরমাত্মাকে ভগবানের অংশ বলিলে কোন দোষ হইতে পারে না। জীবসৃষ্টির সহিত ভগবানের যে অংশাবির্ভাব, তাহা ভগবদ্গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ

মূর্খ-পঞ্চকম্

(শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা)

[মাননীয় সজ্জন পাঠক মহোদয়গণ! বিগত সপ্তাহে শ্রীগৌড়ীয়পত্রমুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি যে—আমার দপ্তর হইতে আপনাদিগকে 'মূর্খ-পঞ্চকম্' উপহার দিব। তদনুসারে অদ্য আপনাদের সম্মুখে তাহার উপস্থাপন করিতেছি। ইহা মূর্খগণের উল্লেখ-প্রসঙ্গে পাঁচটী মাত্র শ্লোক হইলেও প্রত্যেক শ্লোকে চারি প্রকার মূর্খের বর্ণনাহেতু সাকল্যে ইহাতে কুড়ি প্রকার মূর্খের নির্দ্দেশ হইয়াছে। বোধ-সৌকর্য্যার্থ ইহার সহিত বঙ্গানুবাদ এবং কচিৎ কচিৎ যথাযথ উদাহরণাদিরও উল্লেখ হইল।]

নির্ব্বুদ্ধিঃ শ্রৌতকার্য্যার্থী প্রত্যবায়ী হত-ত্বরে।
রাজার্থী গণকস্তোকেঽর্থলুব্ধে কৃতাদরঃ॥ ১॥
লোভেন স্বজন-ত্যাগী গর্ব্বযান্ মার্গলোকিভিঃ।
আত্মসম্ভাবনা-রুদ্ধঃ সকলেঽহৈঃ কৃতব্যয়ঃ॥ ২॥
স্ত্রী-বর্শায় হিতশ্রোতা হিতবাদিনি মৎসরী।
প্রকৃতিভোঽতিভক্তিভিরিক্তিপ্তস্বয়চাটুভিঃ॥ ৩॥
বাক্তর্কোদ্ভজনগ্রাহী প্রত্যক্ষার্থেঽপ্যপহ্নবী।
কুকর্ম্মণ্যপি নির্লজ্জো রোগী পথ্য-পরাঙ্মুখঃ॥ ৪॥
ব্যাখ্যাহা চাপ্রতে গ্রন্থে স্বয়ন্ধী প্রাজ্ঞ-মর্ম্মণি।

পণ্ডিতোঽনীতি যাচালো বাচা নিজ-বিরাগকৃৎ ॥ ৫ ॥

(এতে তু বিংশতিমূর্খা বিজ্ঞেয়া হিতকাঙ্ক্ষিভিঃ ।)

১। "নির্নষ্টিঃ প্রৌঢ়কার্য্যার্থী"—যে ব্যক্তি নির্ব্বুদ্ধি হইয়াও প্রৌঢ়কার্য্য অর্থাৎ বৃহৎ কার্য্যসাধনের ইচ্ছা করে (সে এক প্রকার মূর্খ)।

তাৎপর্য্য—উক্ত ব্যক্তি যে সর্ব্বথা নির্ব্বোধ তাহা নহে, পরন্তু যে কার্য্য তাহার সাধ্য নহে, পরম-বিজ্ঞ পুরুষেরই সুসাধ্য, তাদৃশ কার্য্যে নিজ ক্ষেত্রজ কর্ত্তৃত্বকামনাই নির্ব্বোধত্ব। লৌকিক বা পারমার্থিক উভয় জগতেই এ জাতীয় মূর্খের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

২। "পরাদৌ দত্ত-ভরে"—অপরের বঞ্চাডম্বরদর্শনে যে ব্যক্তি তাহার প্রতি বিশ্বাসযুক্ত হয় (সে এক প্রকার মূর্খ)।

তাৎপর্য্য—যে স্থলে নিজ হিতাহিতজ্ঞানের অভাব, পরিণাম-দর্শিতার রাহিত্য বা যুক্তাযুক্ত-পরীক্ষাহীনতা বর্ত্তমান, সেস্থলেই ক্রূরপ্রহরণী তৃতীয়পক্ষের আবির্ভাব হয়। 'আমি অমুক', আমার সাহায্যে অমুকের অসত্তাবনীয়রূপে বিজয় লাভ হইয়াছে, আমার মরণার সর্ব্বত্র আপনার বিজয় অবশ্যম্ভাবী, ইত্যাদি বাক্যাড়ম্বর বিস্তারে যে তখন অপরকে মোহিত করিতে চেষ্টা করে এবং যে ব্যক্তি তৎকালে তাহাতেই মোহিত হয়, সে বস্তুতঃই মূর্খ। আগন্তুক পক্ষেই আবার হিতৈষী ও সাহায্যপ্রার্থী, অথবা রাবণের কালনেমি মায়া বা দুর্য্যোধনের শকুনি মায়ার ন্যায় পরিণামে সর্ব্বনাশকর, ইহার বিচার না করাই এস্থলে মূর্খতা।

৩। "রাজ্যার্থী গণকস্তোক্তেঃ"—'আপনি রাজা হইবেন'—এইরূপ দৈবজ্ঞবচনে বিশ্বাসযুক্তত্বনিবন্ধন রাজ্যলাভের জন্য চেষ্টাশীল পুরুষ (একপ্রকার মূর্খ)।

তাৎপর্য্য—নিজ যোগ্যতার অত্যল্পত্বেও কেবলমাত্র দৈবজ্ঞের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কোন বিষয়ের প্রাপ্তি-কামনাই মূর্খতা। আমরা জানি, সাধারণের নিকট পারমার্থিক জগতের সম্বন্ধযুক্তরূপে পরিচয় প্রদানকারী জনৈক ব্যক্তি মুখে—"ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো" ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়াও কোন দৈবদৈবী বিপত্তি হইতে পরিত্রাণ এবং রাজপ্রসাদের কোন উপঢৌকনলাভের কামনায় বিমুগ্ধীভূত গ্রহদোষশান্তির জন্য কবচাদিগ্রহণার্থ কিছুকাল পূর্ব্বে কালীঘাট ও শ্রে ষ্ট্রীটে দৈবজ্ঞসমাজে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ২ দিন মাণিকতলায় আমাদের পরিচিত এক জ্যোতিষিকের বাড়ীতেও তাঁহাকে দেখা গিয়াছিল। তাদৃশ ভ্রমণের ফলে নিজ লাভ কি হইয়াছিল জানি না, তবে দৈবজ্ঞগণের চিকিৎসাবিভাগে আমাদের জ্ঞাতসারেই সংঘটিত হইয়াছিল।

৪। "মূর্খাগ্রে কৃতাদরঃ"—মূর্খের সভায় যে আদর করে, (সে এক প্রকার মূর্খ)। এ জাতীয় মূর্খের সর্ব্বদাই সদ্ভাববাহুল্য রহিয়াছে।

৫। "লোভেন স্বজনত্যাগী"—যে ব্যক্তি বিষয়লোভে স্বজনসঙ্গকে পরিত্যাগ করে (সে এক প্রকার মূর্খ)।

তাৎপর্য্য—যিনি জীবকে এই সংসার দুঃখ হইতে পরিত্রাণে সমর্থ, শ্রীভাগবতের মতে তিনিই বস্তুতঃ স্বজন। সদ্গুরু বা বৈষ্ণবগণই সেই স্বজন হ'ন; সুতরাং যে ব্যক্তি পরিণামদুঃখকর বিষয়ের লোভে সেই নিত্যকল্যাণকর স্বজনের সঙ্গ ত্যাগ করে, তদপেক্ষা মূর্খ আর কে হইতে পারে?

৬। "গর্ব্বান্ বার্হস্পত্যোক্তিভিঃ"—আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্, আপনি মহারাজ, আপনি বড়ই ধনী,—যাচকগণের এই সকল বাক্যে যে ব্যক্তি গর্ব্বিত হয়, (সে এক প্রকার মূর্খ)। এ জাতীয় মূর্খ জগতে অসংখ্য রহিয়াছে।

৭। "আত্মসম্ভাবনোদ্যতঃ"—যে ব্যক্তি আত্মসম্মান লাভে শুদ্ধ অর্থাৎ অহঙ্কারে আত্মবিস্মরণক্রমে ভাগবতধর্ম্মাশ্রিত, (সে এক প্রকার মূর্খ)।

তাৎপর্য্য—জগতে অন্যাভিলাষরূপে গাম্ভীর্য্য বা রক্ষণাত্মক প্রতিষ্ঠালাভে অনেকেরই হইয়া থাকে। পরন্তু তাদৃশস্থলে নির্ব্বিকারচিত্তে অবস্থানই পণ্ডিতোচিত ধর্ম্ম। নচেৎ তাদৃশ প্রতিষ্ঠা জীবের সর্ব্বনাশ আনয়ন করে অর্থাৎ পরম লক্ষ্য বস্তু হইতে বিচ্যুতি সাধন করিয়া থাকে।

৮। "সঙ্ঘাহৈঃ কৃতবাদঃ"—অপরের সঞ্চিত বিত্তাদিকে যে ব্যক্তি বাধিত বা বিনষ্ট করে (সে এক প্রকার মূর্খ)।

তাৎপর্য্য—অনেক স্থলেই দেখা যায়, একজন সমগ্র জীবনব্যাপী অক্লান্ত কর্ম্মদ্বারা প্রভূত বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছেন, স্বয়ং ভোগও করেন নাই, পরন্তু অকস্মাৎ তাঁহার লোকান্তর গমনে অপর একজন নিঃসম্পর্ক লোক দ্বিতৈষিবেশে উপস্থিত হইয়া অপস্বার্থাভিসন্ধানমূলে স্নানবাক্য বিবাদাদি সৃষ্টি

করিয়া অল্পদিনেই সেই সকল বিদ্বেষের সোচ্চার পরিণাম অর্থাৎ "ন ভেদো ন মর্শায়" দশায় উত্তীর্ণ করে। এ জাতীয় লোক সদসদ্বিবেকিগণের মতে বস্তুতঃই মূর্খ।

৯। "ধী-দর্পাৎ হিতভ্রোতা"—আমি বুদ্ধিমান্, আমি আমার অপরের উপদেশ শুনিব কেন? এরূপভাবে যে ব্যক্তি অপরের নিকট হইতে হিতোপদেশ-শ্রবণে পরাঙ্মুখ (সে এক প্রকার মূর্খ)।

তাৎপর্য্য—উক্ত দর্পোৎফুল্লে হিতোপদেশের অশ্রবণে নিজ অনিষ্টেরই আবাহন করা হয় বলিয়া ইহাকে মূর্খতা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ—"বালাদপি সুভাষিতম্" ইত্যাদি নীতিবচনানুসারে বিজ্ঞগণ সকলের নিকট হইতেই হিত-শ্রবণে সাগ্রহ।

"হিতবার্ত্তিনি মৎসরী"—যে ব্যক্তি হিতোপদেষ্টার প্রতি মৎসরী অর্থাৎ বিদ্বেষযুক্ত (সে এক প্রকার মূর্খ)।

তাৎপর্য্য—ইনি বস্তুতঃ আমার মঙ্গলেচ্ছু—এরূপ বুদ্ধির উদয় হইলে হিতোপদেষ্টার প্রতি বিদ্বেষ আসিতে পারে না; পরন্তু যেস্থলে পরিণামদর্শিতার অভাবে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাভিনিবিষ্টতার আরোপ করা হয়, সে স্থলেই মূর্খতা আত্মপ্রকাশ পাইতে পারে।

"প্রকৃতিতোঽহিতাভিধিঃ"—অভিধৃতি অর্থাৎ অপথ্য ভাষণে যে ব্যক্তি প্রবৃত্ত হয় (সে এক প্রকার মূর্খ)।

১২। "বিক্ষিপ্তশ্চাটুভিঃ"—যে ব্যক্তি কপটকৃত স্তুতিবচনে বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ কর্ত্তব্যবিমুখতাযুক্ত হয়, (সে এক প্রকার মূর্খ)।

১৩। "বাক্তদোষজনশ্লাঘী"—যাহার দোষ জনসমাজে সুব্যক্ত হইয়াছে, তাহার প্রশংসাকারী বা তৎকৃত দুষ্ট-কর্ম্মের সমর্থনকারী (একপ্রকার মূর্খ)।

১৪। "প্রত্যক্ষার্থেঽপাপহ্নবী"—যাহা সকলের ও নিজের প্রত্যক্ষ বিষয়, যে ব্যক্তি তাহার গোপন করিতে ইচ্ছা করে (সে এক প্রকার মূর্খ)।

১৩—১৪ তাৎপর্য্য—দুষ্কার্য্যের সমর্থনই বিজ্ঞজনোচিত কর্ম্ম নহে, তদুপরি যদি সেই দুষ্কর্ম জনসাধারণে ব্যক্ত হয়, তাহা হইলে তৎসমর্থন মূর্খতামাত্র। কারণ—তাহাতে সমর্থকের অভীষ্ট ফল ত' সিদ্ধই হয় না, অধিকন্তু নিজেকেও দুষ্টসঙ্গিরূপে পরিচিত হইতে হয়। এইরূপ যে বিষয় সকলের প্রত্যক্ষ, তাহার গোপন-চেষ্টা কাকোলূকিনীয়ের ন্যায় ব্যর্থপ্রয়াসমাত্র। সম্প্রতি কোন অপ-সম্প্রদায়ের পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, তাঁহাদের বিরোধিগণ নাকি কেবলমাত্র কুৎসাই প্রচার করেন। প্রমাণস্বরূপে বলা হইয়াছে—তাঁহারা সেই অপ-সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে এরূপ কুৎসা প্রচার করিতেছেন, যাহা অসত্যপূর্ণ। আর যাঁহারা সেই কুৎসা প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই নাকি সেই অপসম্প্রদায়ের বিরোধী। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে—যাহার সম্বন্ধে কুৎসাপ্রচারের কথা এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে, সে বস্তুতঃই দুষ্কর্ম-রত কিনা এবং বিরোধিগণই বস্তুতঃ এই কুৎসাপ্রচারের মূলে কিনা, ইহা বিচার করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। তাহাদের মতে যাহা বিরোধ, তাহা একবৎসরের মাত্র; পরন্তু উক্ত বিষয়ে প্রায় ৮ বৎসর যাবৎই জনপ্রবাদ সর্ব্বত্রপ্ত। এ বিষয়ে অনেক সাক্ষীও বর্ত্তমান। গ্রন্থা-দিতেও তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। জনৈক চক্রবর্ত্তী ৬ বৎসর পূর্ব্বে হিতবাদি-পত্রমুখে উক্ত দলের অধ্যক্ষকে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির সমূহে দেহবিসর্জ্জনচেষ্টার কারণসম্বন্ধে প্রশ্নও করিয়াছিলেন (পরন্তু উত্তর প্রদত্ত হয় নাই)। এই সকল সাক্ষী, গ্রন্থ-প্রকাশক ও চক্রবর্ত্তী সকলেই কি শতকরা ৯৯ জনের অন্তর্গত? আর নিজ দলে মাষ্টারমহাশয়-রূপে পরিচিত যিনি এম-এ পড়ার সময়ে উক্ত ব্যক্তিটির সাহায্যে কোনস্থানে আহার্য্যলাভ করিয়া এবং তজ্জন্য অপরের নিকটে উক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে নিজ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াও তদীয় দুষ্কার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন, তিনিও কি ৯৯ জনেরই অন্তর্ভুক্ত? আর উক্ত দলের যে অধ্যক্ষ মহাশয় একদিন নিরপেক্ষ লোকের নিকটই স্বীকার করিয়া-ছেন যে—আমার এখানে দুষ্কর্ম্ম রহিয়াছে বটে, তবে তাহা-দিগকে পরিত্যাগ করিলে লাভ হইবে কি? আমি তাহাদের দুষ্কার্য্যের সমর্থক নহি, পরন্তু তাহাদের সংশোধক (যদিও ৮ সংবৎসরের মধ্যে সংশোধনের কোন চেষ্টা বা ফল কেহ প্রত্যক্ষ করেন নাই), তিনিও কি ৯৯ জনেরই অন্তর্গত, কিম্বা অতিরিক্ত একজন? বস্তুতঃ ইহাই ব্যক্তদোষ অনের দোষ-সমর্থন বা প্রত্যক্ষ বিষয়ের গোপনচেষ্টার নিদর্শন।

১৫। "কুকর্ণপাপি নির্লজ্জঃ"—কুকর্মের আচরণেও যে লজ্জা-শূন্য, (সে এক প্রকার মূর্খ)। দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন।

১৬। "রোগী পথ্যপরাঙ্মুখঃ"—ব্যক্তি রোগী হইয়াও চিকিৎসকের উপদিষ্ট হিতকর আহার-বিহারে বিমুখ (সে এক প্রকার মূর্খ)। তাৎপর্য্য—রোগ অর্থাৎ যেকোন-রূপ শারীর বা মানস দোষজনিত বিকারে উপদ্রুত হইলে চিকিৎসক অর্থাৎ মঙ্গলকামী সংশোধকের উপদেশপালনই কর্ত্তব্য। নচেৎ পরিণামে অমঙ্গলের আনয়নকারী মূর্খতারই প্রকাশ করা হয়।

১৭। "ব্যাখ্যাতা চাগ্রন্থে গ্রন্থে"—অগ্রন্থ গ্রন্থ অর্থাৎ যাহা অধ্যয়ন করা হয় নাই, সেই গ্রন্থের ব্যাখ্যাকর্ত্তা (একপ্রকার মূর্খ)। গৌড়ীয়-পত্রে এজাতীয় মূর্খতার স্বরূপ সমালোচনামুখে প্রকৃতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৮। "স্বল্পাধী প্রাজ্ঞপর্ষদি"—বিদ্বৎসভায় অল্প-জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ (একপ্রকার মূর্খ)। মূর্খের নিকটও যে স্বল্পজ্ঞানের অধিক সম্মান দাবী করা নীচ-পুরুষের উপযোগিতেই তাহা সুব্যক্ত হইয়াছে; সুতরাং পণ্ডিতসভায় অল্পজ্ঞানাভিমানী সাজিবার চেষ্টা মূর্খতা নহে কি?

১৯। "পণ্ডিতোঽস্মীতি বাচাঽঽঃ"—'আমি পণ্ডিত' এই জ্ঞানে যে পণ্ডিতরূপে পরিচিত হওয়ার জন্য বাক্যব্যয় করে (সে এক প্রকার মূর্খ)। এরূপ বাক্যব্যয়ের সকলের পরিচিত বলিয়া অধিক পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন।

২০। "বাচা মিত্র-বিরাকৃৎ"—যে ব্যক্তি অসংযত বচনদ্বারা বিদ্বেষের বিষাদ উৎপাদন করে (সে এক প্রকার মূর্খ)। কেহ হয়ত' বস্তুতঃই অপরের মিত্র অর্থাৎ সর্ব্বহিতৈষী, পরন্তু সে ব্যক্তি নির্ব্বুদ্ধিতাহেতু তাহার প্রতি অন্যায় বাক্য-প্রয়োগদ্বারা বিরোধ উৎপাদনপূর্ব্বক নিজেরই অনিষ্ট সাধন করিতেছে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব

জীবহৃদয়ে শ্রীবলদেবাবির্ভাব-ব্যতীত কৃষ্ণাবির্ভাব কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণেরই সন্ধিনী-শক্তিময়বিগ্রহ শ্রীবলদেব। সেই সন্ধিনীশক্তি হইতে নিখিল চিৎ, অচিৎ ও জীবসত্তা প্রকটিত। কৃষ্ণের চিদ্ধাম, চিন্নাম, চিদ্রূপগুণপরিকর-লীলাদি সমস্তই বলদেবতত্ত্ব। যেখানে কৃষ্ণপরতত্ত্ব প্রকটিত হন, সেই স্থানেই যাবদ্রূপে শ্রীবলদেব সেই তত্ত্বসত্ত্ব ধারণ করেন। যে শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেব-ব্যতীত অন্য কুত্রাপি বাসুদেব-কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না, সেই শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীবলদেবরূপাব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীবলদেবই বসুদেব-হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া কৃষ্ণাবির্ভাবের যোগ্যতা প্রদান করেন। শ্রীবলদেবই বসুদেব হইতে দেবকীহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণাবির্ভাবের আসন রচনা করেন। কৃষ্ণই বলদেব-রূপে নিজেই নিজেকে ধারণ করেন। এই জন্য শ্রীদেবকীহৃদয়ে অগ্রেই বলদেবাবির্ভাব, পরে কৃষ্ণাবির্ভাব সূচিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বেই তাঁহার লীলাশক্তি যোগমায়াকে আদেশ করেন—"হে দেবি! তুমি গোপ-গোপী ও গোধনসমাকীর্ণ ব্রজে গমন কর। সেই নন্দ-গোকুলে বসুদেবমহিষী রোহিণীদেবী বাস করিতেছেন এবং বসুদেবের অন্যান্য মহিষীও কংসভয়ে তথায় অবস্থান করিতেছেন। তুমি সেই স্থানে গমন করিয়া দেবকীর উদরে আমার দ্বিতীয়বিগ্রহ সঙ্কর্ষণ, যিনি অংশে 'শেষ'নামে খ্যাত হইয়া তাঁহার সহস্রফণ মস্তকে ভূমণ্ডলকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই তুমারী শেষের অংশীস্বরূপ আমার আদ্যমূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে সংস্থাপন কর। তৎপরে আমিও পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্রত্ব স্বীকার করিব এবং তুমিও নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে আবির্ভূতা হইবে।" মহালক্ষ্মীশক্তি যোগমায়া ভগবানের এইরূপ আদেশানুসারে বলদেবকে দেবকীর সপ্তমগর্ভে আকর্ষণপূর্ব্বক রোহিণীতে সংস্থাপন

করিয়াছিলেন। রোহিণীদেবী এই বলদেবস্বরূপের নিত্যমাতা। শ্রীভগবান্ দেবকীগর্ভে স্থিতি হইবেন বলিয়া শ্রীবলদেব অগ্রেই দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া স্বয়ংরূপ নিজ অংশ শেষকে তথায় স্থাপন করিয়া স্বয়ং নিত্যমাতা রোহিণীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন।

সঙ্কর্ষণাৎ চ বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
হামোত্ত লোকরমণাদ্বলভদ্রং বলোল্লসাৎ॥

(ভাঃ ১০।১।১৩)

[গর্ভ-সঙ্কর্ষণহেতু রোহিণীনন্দন এই ভূতলে 'সঙ্কর্ষণ' নামে আখ্যাত হইবেন। আবার গোকুলবাসী লোকসমূহের আনন্দবর্দ্ধনহেতু 'রাম' বলিয়া হেতু অর্থাৎ সাঙ্কর্ষণাখ্য শক্তিমদ্বিগ্রহের নিবন্ধন 'বলভদ্র' নামে কীর্ত্তিত হইবেন।]

শ্রীবলদেব প্রভু—মূলসঙ্কর্ষণ. তাঁহারই অংশ বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ এবং পাতালে সঙ্কর্ষণাবেশাবতার শেষাখ্য সঙ্কর্ষণ। ইনিই ভূধারী শেষরূপে খ্যাত। এই শেষ মহাবাক্য। সনকাদি মুনিগণ ইঁহারই শ্রীমুখ হইতে শ্রীভাগবত শ্রবণ করেন। ইঁহারই কৃপায় অপ্রাকৃত বাগ্মিতার উদয় হয়। কৃষ্ণেতরবিষয়ে বাগ্মিতাও ইঁহারই বাগ্বিলাসশক্তির হেয় প্রতিফলন। আমাদের যাবতীয় দুঃখদৌর্ভাগ্যরূপ অনর্থের বিনাশ সাধনপূর্বক কৃষ্ণে রতি উৎপাদন করেন বলিয়া মূলসঙ্কর্ষণ বলরাম নামে খ্যাত। শ্রীবলদেব ব্যতীত সম্বন্ধাভিধেয়ের মূল আশ্রয়বিগ্রহ সন্ধিনীশক্তির ঈশ্বর। শ্রীবলদেবের কৃপা ব্যতীত কাহারও শ্রীরাধাগোবিন্দের কৃপা লাভ হইতে পারে না। তাই ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

যেন নিতাই বিনা ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।
নিতাই যে কৃপা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
ধর নিতাইর চরণ দু'খানি।

শ্রীরোহিণীনন্দন বলদেবই সাক্ষাৎ শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অভিন্ন প্রকাশ বিগ্রহই শ্রীগুরুদেব। সেই গুরুকৃপাব্যতীত হৃদয় কখনই নির্ম্মল বা অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি মলিনতারহিত হইবে না। নির্ম্মল হৃদয় বা বিশুদ্ধ সত্ত্ব ব্যতীত অন্য কোথাও কৃষ্ণপাদপদ্মের আবির্ভাব উপলব্ধির বিষয় হইবে না। আর তাহা না হইলে সকলই নিষ্ফল। এইজন্য প্রভুপাদ বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণভজনবিনা জীবের জীবনই বৃথা।

শ্রীবলদেবই সন্ধিনীশক্তির ঈশ্বরূপে জীবকে কৃষ্ণপাদপদ্মের সন্ধান প্রদান করেন। শ্রীবলদেবের কৃপাবলম্বনব্যতীত জীব নিজের বলে কখনই 'দুরত্যয়া মায়া' জয় করিয়া মায়াধীশ কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপন্ন হইতে পারেন না, কৃষ্ণপাদপদ্মের কোন সন্ধানও পান না। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এই শ্রুতিমন্ত্রের কদর্থ করিয়া সাধারণ অজ্ঞ জীব 'বল' অর্থে 'শারীর বল' বিবেচনায় কুন্তীপাক পালোয়ান হওয়াকেই বলদেবের উপাসনা মনে করে। কিন্তু নিজবলপ্রয়োগদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির যে অবৈধ চেষ্টা, তাহার নাম আরোহবাদ। ঐরূপ আরোহবাদাবলম্বনে জীব আত্মানুশীলনের নামে দেহ মনের অনুশীলনে নিযুক্ত হইয়া স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু হইয়া পড়ে। অত্যন্ত দার্ষ্টিকতার শেষ পরিণাম অদ্বয়জ্ঞান-প্রাপ্তি। বস্তুতঃ শ্রুতিমন্ত্রোক্ত 'বল' শব্দে চিদ্বল বা বলদেবের কৃপাবলই লক্ষিত হইয়াছে।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥

শ্রীবলদেব প্রভু নিখিল চিদ্বলের মূলাধার। তাঁহার বই বহুবলী অন্য কোথাও নাই। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"বলচক্রে বলোজ্জ্বাণং" অর্থাৎ বলাধিক্য বশতঃই তাঁহার বলদেব নাম। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব; তাঁহার অংশ বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ, তাঁহা হইতেই কারণার্ণবশায়ী। কারণার্ণবশায়ী হইতে সমষ্টিবিষ্ণু গর্ভোদকশায়ী, সেই গর্ভোদকশায়ী হইতে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি যাবতীয় লীলাবতার বা কল্পাবতার আবির্ভূত হন। তাঁহাদের বলেরও ইয়ত্তা নাই। জগতে যতপ্রকার অসুর আসুরিক বলদৃপ্ত হইয়া ভক্তি, ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষের আচরণ পূর্ব্বক জগজ্জালে উপস্থিত করিয়াছে, তাহাদের সকলেরই নিধন সাধন করিয়া তাঁহারা জগতে নিত্য সত্য সনাতনধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছেন।

সমষ্টি-বিষ্ণু গর্ভোদকশায়ীর অংশই তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী বা অনিরুদ্ধ বিষ্ণু। তিনি ব্যষ্টিজীবের

অন্তর্যামিরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া নিখিল জীবসত্তা সংরক্ষণ করিতেছেন। আমাদের যে-কিছু উন্নতি-চেষ্টা, শক্তি-সামর্থ্য, তাহা তাঁহারই কৃপার পরিচয়। কিন্তু এমনই দুর্দ্দৈব অদৃষ্ট আমাদের, যাঁহার কৃপাশক্তি-সঞ্চারিত হইয়া আমরা চেতনত্তার পরিচয় প্রদান করি, যাঁহার কৃপায় আমাদের দেহ-মন কার্য্যক্ষম হইতে পারে, তাঁহাকেই ভুলিয়া গিয়া আত্মস্ফূর্ত্তিমূলে অনিত্য দেহমনের বাহ্য ক্রিয়াদক্ষতাতেই ধাবক হইয়া পড়ি। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলিযুগে যতপ্রকার অসুরের উদ্ভব হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহারা 'যেহাস্তরহৃদ্ধিঃ' রূপ মূর্খতাবশতঃ যে শারীর বা মানস বলের গর্ব্ব করিয়া থাকে, তাহাও সেই শ্রীবলদেবের বিকলা অর্থাৎ অংশাংশের অংশস্বরূপ যে গর্ভোদকশায়ী, তাঁহারও অংশ শ্রীক্ষীরোদকশায়ীর ষষ্ঠি জীবান্তর্য্যামির রূপ প্রকাশমাত্র। শ্রীবলদেবই মহাসঙ্কর্ষণ, বিবিধ পুরুষাবতার ও শেষ—এই পঞ্চরূপে বিলাস করিয়া থাকেন। সুতরাং নিখিল সৃষ্টি জীবান্তর্য্যামী পরমাত্মরূপে সেই বলদেবেরই কৃপাবল প্রকাশিত। শ্রীসঙ্কর্ষণ বলদেব তাঁহার সেই কৃপাবল আকর্ষণ করিয়া লইলে যাবতীয় জ্ঞান-বলমূল মিথ্যাবিস্মরণ-কুলনানয়ন্বিত অসংপ্রয়োপাসক-গণের সকল অহঙ্কার মুহূর্ত্তমধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যায়। অঘটনঘটনপটীয়সী দৈবী গুণময়ী মায়া এমন করিয়াই জীবকে মোহমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহাদের নিজ নিজ দুরবস্থা একবারও চিন্তা করিবার অবসর হয় না। আধ্যক্ষিক জ্ঞানপ্রয়াস সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাকৃত অস্মিতার অভিমান কিছুতেই কৃষ্ণজন্মমহোৎসবে যোগদান করিতে দিবে না। 'কেন' বা 'তলবকার' উপনিষদে দেখা যায়,—অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীবলদেবের কৃপাশক্তি বিচ্যুত হইয়া নিজ নিজ শক্তির অভিমানে মত্ত হইলে শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগের সেই অহঙ্কারের মূলা তৃণতুলাও নাহে—ইহা তাঁহাদিগকে উপলব্ধি করিবার অবসর প্রদান করিয়াছিলেন এবং হৈমবতী উমার শ্রীমুখদ্বারা তাঁহার আরাধনার কথা "তদনুপপাদিতবান্" এই মন্ত্রে উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীবলদেব আমাদের শক্তি যখন আকর্ষণ করেন, তখন একটি ক্ষুদ্র তৃণকেও আমরা স্থানচ্যুত করিতে পারি না। দেহাত্ম-বোধ মানুষকে এসকল বিচারে একেবারেই অন্ধ করিয়া রেখে, তাই দেহমনোধর্ম্মের তাৎকালিক সুখকে ভিত্তি করিয়া এই সংসারসমুদ্রে বহু মতবাদবাদের উদ্ভব হইয়াছে এবং সেই সকল ভ্রান্ত জীবের অস্তিত্বেরই লোপ সাধন করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট হইতেছে। নাস্তিক্য, সংশয়, অজ্ঞেয়তা, শ্রীবস্তুস্বরূপাদি নানাপ্রকার স্বরূপ ও স্বরূপবিরোধী মত-বাদ প্রবল হইয়া জীবকে তাহার স্বরূপগত সুকৃতোত্তরবিচারে প্রবিষ্ট হইতে দেয় না। ঐ সকল আত্মবিনাশী মতবাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি হইয়া জীব যতই চিন্তাস্রোতে অগ্রসর হইতে থাকিবেন, ততই স্বরূপোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ তিনি একলপুরুষোত্তম, লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ, বসুদেব ও ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিচারে প্রবেশাধিকার লাভ করিবেন। স্বরূপের সম্পূর্ণ বিকচিতাবস্থায় ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণে রতি সমর্পিত হয়। ইহাই জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনসম্পৎ. শ্রীবলদেবের কৃপাই জীবকে এতবড় সম্পদশালী করিতে পারে। অতএব কৃষ্ণাবির্ভাব বিষয়ে শ্রীবলদেবকৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল শ্রীবলদেবাভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবই আবার সেই বলদেবকৃপাধারা। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মই সর্ব্বতোভাবে অবলম্বনীয় হউন।

শ্রীবলদেব গুরুপাদপদ্মের কৃপায় শ্রবণপুটে কৃষ্ণকথামৃত পানে হৃদয় নির্ম্মল হয়, সেই নির্ম্মল হৃদয়েই কৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা উপস্থিত হইলেই রোহিণীসুত বলদেব হৃদয়ে কৃষ্ণাবির্ভাব উপলব্ধির পরিবর্ত্তে আত্মবিনাশকেই অবশ্যম্ভাবিরূপে বরণ করিতে হয়। রোহিণীসুত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভাগবত শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অনেক অভিনয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শ্রীবলদেব-স্বরূপের অনাদর হেতু তৎসমুদয়ই ভস্মে ঘৃতাহুতি স্বরূপ নিষ্ফল হইয়াছিল। সুতরাং আমরা কৃষ্ণজন্মোৎসবের বাহ্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল আক্ষেপ্রিয়তর্পণায়নে প্রবৃত্ত না হই, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্যের বিষয়। শ্রীনন্দ-বসুদেব উৎসব করিয়াছিলেন কৃষ্ণাবির্ভাব-হেতু,কিন্তু আমাদের উৎসব কি লইয়া। কৃষ্ণবিস্মৃতি সাগরের অতলতলে নিমজ্জিত হইয়া বাহ্যানুষ্ঠানাদি দ্বারা নিজসুখ সমৃদ্ধ করাই কি আমাদের উৎসবের উদ্দেশ্য? কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও তদ্গিরিজন শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা হইয়া শ্রীভক্তিবিনোদগৌরবাণীসঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসবে যোগদান না

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণমূলক নন্দোৎসব অনুদিন সংঘটিত হইতেছে। শ্রীনন্দনন্দনের কৃষ্ণের স্বাভাবিক নিত্যস্বরূপ। বসুদেব-নন্দন শ্রীবলদেবনন্দনেই মিলিত হইয়া লীলারসের এক অপূর্ব্ব চমৎকারিতা আবিষ্কার করেন। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবা-রসের আশ্রয়বিগ্রহগণের ঐকান্তিক আনুগত্য-ব্যতীত সেই কৃষ্ণপাদপদ্মের প্রকটোৎসবে যোগদানের সৌভাগ্য হইবে না। সুতরাং আশ্রয়বিগ্রহের কৃপাই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয় হউক।

নন্দোৎসব

[প্রাপ্ত]

নন্দ-আলয়ে নন্দন রূপে,
অজ ভগবান্ বিরাজে আজ ;
ঘর আনন্দ প্লাবন বহায়ে,
বরজ জনের পরাণ মাঝ ॥
বাজে সুমধুর শত বীণা-বাঁশী,
সে সুরে ঝরিছে পুলকের রাশি,
মাতা উৎসবে, মাতিলরে সবে,
রচিতে শ্যামের আরতি-সাজ।
নন্দ-আলয়, নন্দিত করি'
কৃপাময় হরি এসেছে আজ ॥
নব কিশলয় কুসুম ভূষণে,
প্রকৃতি সতীর মোহন বেশ ;
পরি' দূর্ব্বাদল শ্যামল বসন
ধরিতেছে শ্যামে বরজ দেশ।
ছড়ায়ে ছড়ায়ে কুসুম গন্ধ,
বহে সুশীতল সমীর মন্দ,
পিক আলাপনে, ভ্রমর গুঞ্জনে,
সুখ-প্রবাহের নাইরে শেষ।

ব্রজরঞ্জন, নন্দন হরি,
নন্দিত করে বরজ দেশ ॥
ব্রজ মাঝে নব, মহা উৎসব,
পূজা-আয়োজন চলেছে তাঁর ;
ঘরে ঘরে কত, ছানা নবনীত,
ঘৃত, দধি-ক্ষীর,—সেবোপচার।
হরষিত মনে সকলে মিলিয়া,
নন্দ-ভবনে নিতেছে বহিয়া,
করি' প্রণিপাত, পরাণের সাথ,
সঁপিতে অর্ঘ্য-ভার—
মুক্তকুল যত ভজি' অবিরত,
না পায় যাঁহার পার ;—
চরণ কমলে তাঁ'র ॥
প্রসন্ন আকাশ, প্রসন্ন বাতাস,
সুপ্রসন্ন আজি সকল ঠাঁই ;
জয়ন্তী রাগিণী, গাহিছে ধরণী,
সুখসিন্ধুর সীমা যে নাই।

জনম-রহিত, অজ ভগবান,　　ধরিতে যাঁহারে, পারে না কেহই,
না জানি নিগূঢ় কোন্ বা কাজে ;　　ধরা দেন তিনি স্নেহের ডোরে।
নিখিল ভুবন- পালক হ'য়েও　　অনাদির আদি, কারণ-কারণ,
আসে নন্দের পাল্য-সাজে।　　স্তন পান করে যশোদা-ক্রোড়ে ॥

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-মহোৎসব

পঞ্চবিংশ দিবস—১লা আগষ্ট, ১৯৩৮ সোমবার। পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণে পাঠকীর্ত্তন, পাঠাদি। ইষ্টগোষ্ঠী পূর্ব্ববৎ রাত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন।

ষড়্‌বিংশ দিবস—২রা আগষ্ট, ১৯৩৮ মঙ্গলবার। পাঠাদি পূর্ব্ববৎ। রাত্রে ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ প্রণবানন্দ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও সাধনভক্তি' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

সপ্তবিংশ দিবস—৩রা আগষ্ট, ১৯৩৮ বুধবার। পাঠাদি পূর্ব্ববৎ। রাত্রে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ 'ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ এবং শ্রীপুরুষোত্তম ও গাণ্ডুরধাম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

অষ্টাবিংশ দিবস—৪ঠা আগষ্ট, ১৯৩৮ বৃহস্পতিবার। পাঠাদি পূর্ব্ববৎ। রাত্রে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শুদ্ধ-ভক্তির প্রচার' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

ঊনত্রিংশ দিবস—৫ই আগষ্ট, ১৯৩৮ শুক্রবার। পাঠাদি পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অমা-য়িক উপাখ্যান পাঠ করেন, রাত্রে ইষ্টগোষ্ঠীসভার একটি বিশেষ অধিবেশনে মহাপুরুষের কৃপা ও বঞ্চনালীলা-বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। শ্রীল আচার্যদেব শ্রীপাদ অধো-ক্ষজ সেবাকোবিদ্ প্রভুর সহিত কথা-প্রসঙ্গে বলেন—

"শ্রীভগবান্ বা তাঁহার ভক্তের কৃপা ও বঞ্চনালীলা বুঝিবার উহা অল্প ভাগ্যের কার্য্য নহে, উহ জন্মে বা পূর্ব্বপূর্ব জন্মে সাধুগুরু-চরণে কোনপ্রকার অপরাধ থাকিলে ভজন-বিষয়ে কিছুতেই উন্নতি লাভ করা যায় না, সত্যে অসত্য বা অসত্যে সত্য-ভ্রম রূপ ভয়ঙ্কর বিবর্ত্তগর্ত্তে-পতিত হইতে হয়। সুতরাং বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

সন্ধিনীশক্তিবর্দ্ধিত শ্রীবলদেব হইতেই নিখিল সত্তার উদ্ভব লাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের মূলআশ্রয়—সমস্তই শ্রীবলদেবের বৈভব, কৃষ্ণের ভোগের উপকরণ ঐ সকলে গুরুবুদ্ধির পরিবর্ত্তে ভোগাবুদ্ধি করিতে গিয়াই আমাদের সমূহ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে কৃষ্ণযোষিৎ দর্শন হইলে তদাশ্রিতাভিমানেই নিত্যমঙ্গল, আর অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া 'আমি কর্ত্তা' 'আমি সত্য' 'আমি ভগবান্' হইবার দুর্বুদ্ধি আসিলে শ্রীবল্লভাচার্য্যের কথিত 'কৃপাবলি সুনীচেন' শ্লোকের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তন অসম্ভব। শ্রীবলদেব অনন্তদেবে কৃষ্ণেরই ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া থাকেন—এই বিচারটি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরূক থাকিলে জগতের কোন বস্তুকেই ভোগ বা ত্যাগ করিবার বিচার হয় না।

অনেক গৃহস্থ ভক্ত বৈষ্ণবের ছলনায় কৃষ্ণভজনার্থ মঠে প্রসাদ না পাইবার যে বিচার প্রদর্শন করেন, তাহা সমীচীন নহে। মঠের অন্ন ধ্বংস (?) করিয়া কি হইবে—এই প্রকার বৈষ্ণ দেখাইতে গিয়া নিজের বোধাধিক

অর্থের অন্বে আসক্তি দর্শন করিলে বিষয়ীর অন্নই খাওয়া হইবে, গুরুদেবের প্রসাদ সম্মান করা হইবে না।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার পিতার সেরিত অর্থে সংগৃহীত অন্ন শ্রীগুরু প্রভুকে ভিক্ষা দিয়া সেবা করিবার বিচার করিয়াছিলেন এবং নিজেও বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করেন নাই। তিনি বিচার করিয়াছিলেন—

'বিষয়ীর দ্রব্য লৈলা করি নিমন্ত্রণ
প্রসন্ন না হয় ইহাতে, জানি প্রভুর মন।
মোর দ্রব্য লৈতে চিত্ত না হয় নিশ্চল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠা মাত্র ফল॥
উপলক্ষে মোর ঘরে মানেন নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখ হইবেক বন্ধুজন॥

এইরূপ বিচারপূর্বক শ্রীরঘুনাথ যখন শ্রীমহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন, তখন শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথের বিচারে অতীব প্রীত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস-নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দুঁহার মলিন হয় মন॥

আমার উপার্জ্জিত অর্থাদি আমার বা আমার ভোগ্য স্বজনগণের ভোগ্য— এই বিচার হইলেই বিষয়ী হইয়া যাইতে হয়। এইরূপ বিষয়ীর কোন দ্রব্য শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবার লাগে যাবতীয় বিষয়কে কিরূপে কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্ত করা যায়, তাহা বিশেষভাবে স্মরণ করা আবশ্যক।

কৃষ্ণের অর্চ্চন করিয়া বিষয়ী গৃহস্থ যে ভোগ নিবেদন করেন, তাহা নিঃসংশয়িতভাবে কৃষ্ণের প্রসাদ বলিয়া যথাধিকারী স্বীকার করিতে পারেন না, কিন্তু শুদ্ধোক্তিই মহাপ্রসাদকে নিঃসন্দেহে কৃষ্ণপ্রসাদরূপে বরণ করিতে পারেন।

বিশেষ ভাগ্যবল না থাকিলে শ্রীল প্রভুপাদের বা শ্রীভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের কৃপা উপলব্ধির বিষয় হয় না— কেননা তাঁহারা কেবলাদ্বৈতগম্য কৃষ্ণলীলার নিত্য অনুশীলন-রত।"

ত্রিংশদিবস ৬ই আগষ্ট, ১৯৩৮ শনিবার, ঐতরিবাসর। পাঠ, কীর্ত্তন, পারায়ণ, ইষ্টগোষ্ঠি প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যারাত্রিকের পর 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক-অধিবেশনে 'শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গ্রন্থরাজিরূপে বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বিদগ্ধপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ তীর্থ মহারাজ ঐ সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী প্রভুর পীতাবলী হইতে "মাধবমধুকলরাপম্" এই সংস্কৃত সঙ্গীতটী কীর্ত্তন করেন।

একত্রিংশ দিবস—৭ই আগষ্ট, ১৯৩৮ রবিবার। শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের অপ্রকট বাসর। পারায়ণ, ইষ্টগোষ্ঠি প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ। অপরাহ্ণে গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের ষষ্ঠসেবা সম্বন্ধীয় আলোচনা সম্পর্কে একটী সভার অধিবেশন হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটী গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বাধীজির বক্তৃতার পূর্ব্বে শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারীজী "হারে হরে কর মাধব-মন্দিরে" ও "শ্রীরূপমঞ্জরীপদ" এই দুইটী গীতি কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার পর ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ গণধানন্দ "যে আনিল প্রেমধন" ও "শ্রীমদ্ রূপগোস্বামিপ্রভুর পোষক" কীর্ত্তন করেন। সভায় উপস্থিত বহু সুধী ও মহিলা ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। এই দিবস সন্ধ্যা ৬।০ ঘটিকায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ১৪৪, শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরীহলে "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। শিবপুরের বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

দ্বাত্রিংশ দিবস—৮ই আগষ্ট, ১৯৩৮ সোমবার। পাঠ, পারায়ণ, ইষ্টগোষ্ঠি প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী—"শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দ গোবিন্দ নন্দ-নন্দন" এই সংস্কৃত গীতিটী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ তীর্থমহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "সনাতন-শিক্ষা" পাঠ করেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ দিবস—৯ই আগষ্ট, ১৯৩৮ মঙ্গলবার। পারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যারাত্রিকের পর মহাবক্তোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারীজী

"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ নন্দকুমার" এই সংকীর্ত্তনটী এবং বক্তৃতার পর শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ "মন কেন কর দর্প অভিমান" এই গীতিটি কীর্ত্তন করেন।

চতুস্ত্রিংশ দিবস—১০ই আগষ্ট, ১৯৩৮ বুধবার। পাঠাদি পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং কর্ম্ম ও জ্ঞান" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

পঞ্চত্রিংশ দিবস—১১ই আগষ্ট, ১৯৩৮ বৃহস্পতিবার। শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব মহোৎসব। পাঠাদি পূর্ব্ববৎ। রাত্রিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ 'শ্রীবলদেব আবির্ভাব' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে শ্রীপ্রপন্নানন্দ ব্রহ্মচারী ও পরে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ কীর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবও "শ্রীবলদেবতত্ত্ব" সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। শ্রীবলদেব সঙ্কিনী-শক্তিমদ্ বিগ্রহ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের আদ্য কায়ব্যূহ মূলসঙ্কর্ষণ। মহাসঙ্কর্ষণ, ত্রিবিধ পুরুষাবতার ও শেষ এই পঞ্চবিধ রূপ ধারণ করিয়া তিনি সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবা-নিরত। সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের আকরস্বরূপ তিনি, সুতরাং তাঁহার আশ্রয়ী বা আশ্রয়ের বিশেষভাবে পালনীয়—ইহা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং দিবারাত্র উপবাসী থাকিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন।

ষট্‌ত্রিংশ দিবস—১২ই আগষ্ট, ১৯৩৮ শুক্রবার, পারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ তীর্থস্বামী মহারাজ "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও গৌরধাম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

সপ্তত্রিংশ দিবস—১৩ই আগষ্ট, ১৯৩৮ শনিবার। পারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেব পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগুরুতত্ত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং মঠ ও গৃহ" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

এই দিবস সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিবোল ব্রহ্মচারী কাকন-পল্লী Hind Mursh Institute Hallএ "শ্রীচৈতন্য দেব ও গীতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ ও শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী অন্য প্রাতে গয়া হইতে আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন।

অষ্টত্রিংশ দিবস—১৪ই আগষ্ট রবিবার। পারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ১০ম ও ১৪শ দিবসের ন্যায় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে এক বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হন। শোভাযাত্রা বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মাণিকতলা স্পার, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, মোবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, হেদোর চতুষ্পার্শ্ব, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ও বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অন্যান্য লোকসংখ্যা প্রথম ও দ্বিতীয় দিবস অপেক্ষা অনেক বেশী। উদ্ধত নৃত্য-কীর্ত্তন মুখে সংকীর্ত্তনানন্দও অনির্ব্বচনীয়। মঠে আসিয়াও অনেকক্ষণ নৃত্য-কীর্ত্তন হইবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। অদ্য রাত্রিতে সংক্রামক ব্যাধিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। আকাশের অবস্থা সবিশেষ অনুকূল থাকায় এই দিবসের সংকীর্ত্তনোৎসব বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

অদ্য মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রজ্ঞাকৃত ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু পূর্ব্বদিবসের ন্যায় কাঁচড়াপাড়া Hind Mursh Institute Hallএ "Divine love" (ভগবৎ প্রেম) সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীপাদ যাযাবর ব্রহ্মচারীজি কীর্ত্তন পরিচালনা করিয়াছিলেন। সভাকক্ষ ও অন্যান্য স্থানে উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের মধ্যে শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বসু, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চক্রবর্ত্তী প্রমুখ রেলওয়ে কর্ম্মচারিবৃন্দ তথা শ্রীযুক্ত গীরেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ, বি-টি প্রভৃতি সজ্জনগণের আগ্রহ উল্লেখযোগ্য।

সাঙ্গত শ্রাদ্ধ

গত রবিবার ফুলাই (১৯৩৮) রোববার ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ যাযাবর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ঢাকানিবাসী সুহৃদ্ভক্ত শ্রীযুক্ত হরিজনানন্দ দাসাধিকারী মহোদয় অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ বহুবর ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় পৌরোহিত্যে তাঁহার পরলোকগত পিতৃদেব শ্রীযুক্ত হরিমোহন বিশ্বাসী দাস মহোদয়ের সাঙ্গত-শ্রাদ্ধ যথা শাস্ত্রবিধানে দ্বারা সম্পাদন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে অদ্য মধ্যাহ্নে একটি উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই উৎসবে স্থানীয় সুহৃদ্ বহুজন যোগদান করিয়াছিলেন।

ভক্তসাধুকুলে গৃহপ্রবেশ

গত ১০ই আগষ্ট (১৯৫৮ খৃঃ) হরিবাসর শ্রীবলদেব-বিভার বাসরে শ্রীগৌড়ীয়-মঠাধিপতি ভক্তিপ্রবর শ্রীপাদ অধোক্ষজ দেবগোস্বামি প্রভু শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের শুভেচ্ছায় ও প্রেরণায় শ্রীশ্রীগোবিন্দবিগ্রহাদি শ্রীমূর্ত্তি ও ভজনরহস্যাকারী গ্রন্থের বহু শুদ্ধবৈষ্ণবকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সান্ধ্য মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনিসহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাকৃষ্ণ-গিরিধারীর বিপুল হরিধ্বনি ও নামসংকীর্তনসহ তাঁহার বেলগাছিয়া-স্থিত নবনির্মিত গৃহে প্রবেশ করেন। এতদুপলক্ষে তাঁহার গৃহে এক বিরাট সংকীর্তন-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতঃ ৯ ঘটিকা হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামিবৃন্দ ভজনদেবা, গুরুপূজা, পঞ্চতত্ত্ব এবং 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ও 'অনুরাগ ত' হইতে বহু মহাজন-পদাবলী কীর্তন করিবার পর ত্রিদণ্ডিপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ-তীর্থ মহারাজের নির্দেশানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ 'গুরুদেবের গৃহপ্রবেশ' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সময়ে শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী বেদবিগ্রহ প্রভু শ্রীশ্রীগিরিধারীজিউর যথাশাস্ত্র অভিষেক ও ষোড়শোপচারে অর্চ্চনাদি সমাপন করিয়া ভোগারাত্রিক আরম্ভ করিলে ভোগারাত্রিককীর্তন আরম্ভ হয়। কীর্তন সমাপ্ত হইলে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ওঁ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকৈবল শ্রীধর মহারাজ, মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ, প্রেষ্ঠার্থ শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তি-বিজয় প্রভু ও সর্ব্বশেষে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ তীর্থ মহারাজ যথাক্রমে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীপাদ মাধবের মহারাজ 'গুরুমহত্তচরণরেণু' ও মহামন্ত্র কীর্তন করেন। বেলা ১১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

উপস্থিত বৈষ্ণবমণ্ডলের মধ্যে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকৈবল শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী বেদবিগ্রহ প্রভু, শ্রীপাদ ভগবান ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, শ্রীপাদ ভগবদ্ভক্তিহৃদ্ ভক্তিসৌরভ, শ্রীপাদ হরপ্রিয় ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী হরিরস, প্রেষ্ঠার্থ শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ অধিকারী (ব্যাড্‌জোকেট্, পাটনা), শ্রীপাদ নিত্যগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীপাদ নবোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা

শ্রীগৌড়ীয়-মঠ,
বাগবাজার, কলিকাতা, ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৬৫

সাক্ষাদ্বিষ্ণোন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

ত্রিদণ্ডিকুল-প্রবর-জ্যোতিষ্টোম-পরিব্রাজিকেষু—

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলাভিধিক শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্য, শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ গৌড়ীয় আম্নায়ের একান্ত অনুগত ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্-অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে ১৩ই ভাদ্র, ৩০শে আগষ্ট মঙ্গলবার বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে ঐ দিবস সন্ধ্যা ৬।০ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-প্রবচনহলে সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। সভায় বক্তৃতা, অভিনন্দন পাঠ, সঙ্কীর্তন ও বিবিধ ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে। মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক এই উৎসবে শুভাগমন ও যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। নিবেদনমিতি—

শ্রীশ্রীরূপানুগমঠসেবকানাম্

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আচার্য্য-সংক্রান্ত সমস্ত দ্রব্যসম্ভার ও প্রণামী প্রভৃতি শ্রীপাদ নারায়ণ দাস অধিকারী ভক্তি-সুধাকর, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-
দাস বাবাজী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব
পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিমহারাজ

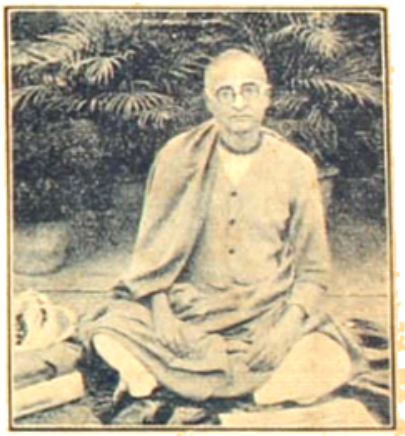

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

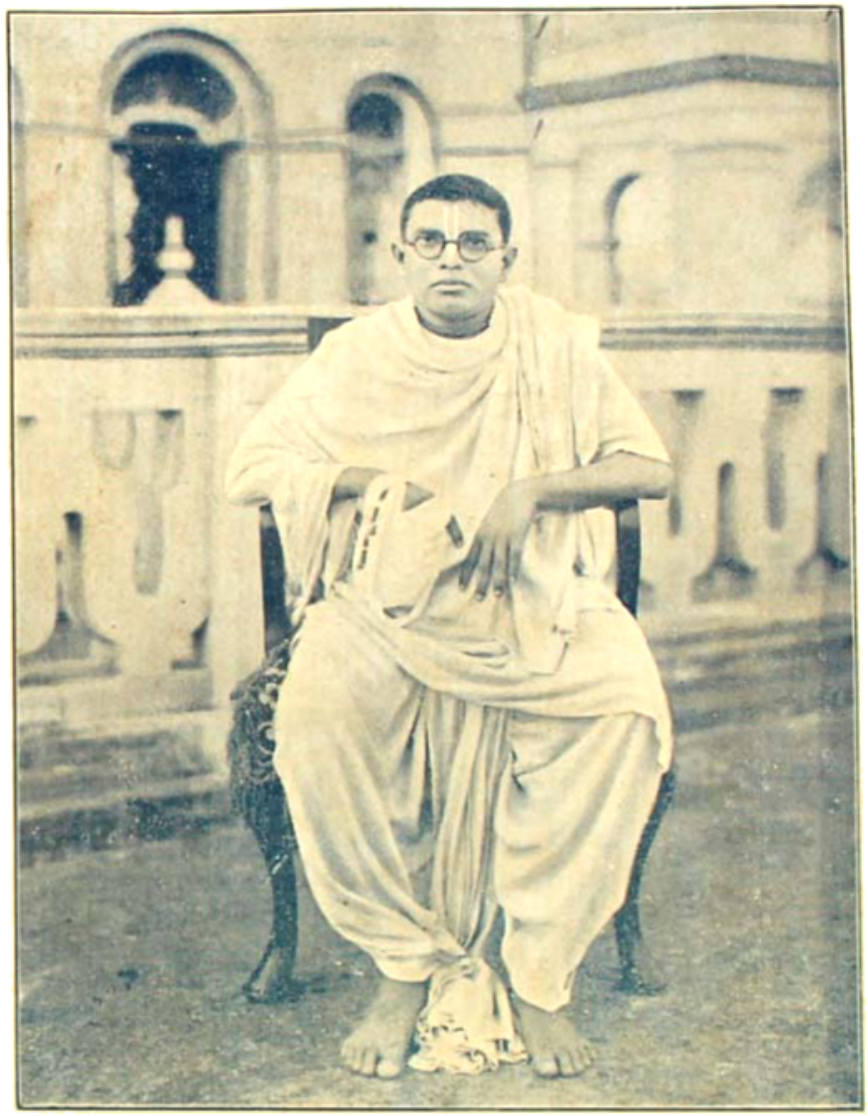

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ
গোস্বামিমহারাজ

নমঃ পরমহংসায় ওঁ বিষ্ণুপাদপূর্ব্বিণে।
অনন্তবাসুদেবায় অষ্টোত্তরশতশ্রিয়ে॥
নমঃ শ্রীরাধিকাদেবীদয়িতান্তঃস্বরূপিণে।
তদ্ভাবকান্তিমুদ্রাণাং সম্যগর্থাবধারিণে॥
সুদুরীকৃতদুঃসঙ্গসাধুত্রাসবিলাসিনে।
আদর্শমুক্তবৈরাগ্যবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
ভক্তিবিনোদসিদ্ধান্তসহজশ্রীতত্ত্বকর্ত্রে।
লোকমঙ্গলকারুণ্যচেতসে প্রভবে নমঃ॥
নিজাভীষ্টসমাবিষ্টকৃষ্ণকীর্ত্তনকীর্ত্তনম্।
বিশতাং পরমশ্রেষ্ঠগৌরপ্রেষ্ঠায় তে নমঃ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

'শ্রীশ্রীগুরুপূজা'-সংখ্যা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১০ই ভাদ্র, ১৩৪৫ ; ২৭শে আগষ্ট, |

ওঁ বিষ্ণুপাদ-শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদেভ্যো নমঃ

শ্রীল-প্রভুপাদ-প্রণতিঃ

নম ও বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥

শ্রীল গৌরকিশোর-প্রণতিঃ

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাব্জায় তে নমঃ

শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-প্রণতিঃ

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে

শ্রীল-জগন্নাথ-প্রণতিঃ

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনাগ্রণীঃ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমশ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব-পূজা

নিখিল-ভুবন-মঙ্গলময়ী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথির আরাধনী-গীতি-সঙ্কীর্ত্তনের মূল গায়কস্বরূপে যিনি ভক্তিসংসনাচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শক্তিস্বরূপিণী সীতা-দেবীর আবির্ভাবের গৌর-পক্ষমী তিথি অবলম্বন করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভবের প্রকাশ-বিগ্রহ আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীলজগন্নাথদাসদেব পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে আমরা শ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথির আরতি করিবার কথা আর্য্য ঘোষণা করিতেছি। গৌরনিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈকুণ্ঠের নিঃশ্রেয়স ধাম হইতে এই ভূলোকে যে কল্যাণকল্পতরুরাজ আনয়ন করিয়াছেন, তাহাকে ঠাকুর কমলনয়ন শ্রীচৈতন্যাম্নায়-বিগ্রহ সরস্বতীর কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীই শ্রীভক্তিবিনোদ-বিভুর বৈভব—

"সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব।"

—কল্যাণকল্পতরু, উপদেশ ১০

এক কৃষ্ণা পঞ্চমীতে শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর আবির্ভাব, আর এক গৌর-পঞ্চমীতে শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব-প্রকাশের জগতে আত্মপ্রকাশ। এই জন্যই বোধ হয় পঞ্চমী তিথি বাণীপূজার, গুরুপূজার বা ব্যাসপূজার পক্ষে প্রশস্ত তিথি।

গৌড়ীয়াচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামি-মহারাজ

শ্রীভক্তিবিনোদ-পরম্বতী শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর পূজা করিবার প্রণালী বেদান্তসূত্রের গুরুক্রমভাষ্যের নিম্নোক্ত 'গৌড়ীয় ভাষ্যে' আমাদিগকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছেন, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছি।

"শ্রীরাধা-গোপাল আত্মে,
বাসুদেবানন্ত-গাত্মে,
বাকিয়াত' সদা লহ নাম।"

ব্রহ্মসূত্রের অনুসরণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'আত্মার-সূত্র' রচনা করিয়াছেন। এই আত্মাসূত্র অভিন্ন-বেদান্ত-সূত্র। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী বেদান্তসূত্রের আত্মাস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয় ভাষ্যের মহাচার্য্যরূপে জগতের প্রতি আশীর্ব্বাদে 'বাসুদেবানন্তপাদে' অবস্থান করিয়া 'সদা' 'নামব্রজনামের সেবা' রূপ নিজ মনোহভীষ্টের সেবা করিবার আশীর্ব্বাদ জগতে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীভক্তিবিনোদের আত্মাসূত্রকে, ব্রহ্মসূত্রের যাহাকে বা শ্রীব্রজবাসুদেবগৌড়ীয়ের যাহাকে জাগতিক কোন শক্তি ছিন্ন করিতে পারে না।

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে শ্রীব্রহ্ম-বাসুদেব-সম্প্রদায় বলা হয়। কারণ, শ্রীমধ্বাচার্য্যের অপর নাম 'শ্রীবাসুদেব'। সেই বাসুদেব আশ্রয়বিগ্রহ-প্রাপনাম; তাঁহাকে বিষয়বিগ্রহ-প্রাপনাম বা সাধারণ জীববিশেষ বলা যাইবে না। গৌড়ীয়-বেদাচার্য্য শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভুর ভাষ্য তিনি 'সহ্যসারার্ণব-তরণী' ও 'গোবিন্দভাষ্য'।

আশ্রয়বিগ্রহ বাসুদেবের আচার্য্যলীলায় গুরু-বৈষ্ণবাদ প্রচারিত হইয়াছে। আমার সেই গুরু-বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের মধ্যে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্যে (ভাঃ ১১।৭।৩৪) ব্রহ্ম-তর্কের বাক্যের দ্বারা অভিন্ন-বেদান্তের সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীতে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, জীবকে 'বিষ্ণু' জ্ঞান করা যেরূপ apotheosis বলিয়া কথিত, তদ্রূপ বিষ্ণুকে বা গুরুতত্ত্বকে জীবজ্ঞানও anthropomorphism। উভয়ই মায়াবাদরূপ অপরাধ। শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী কেবল জীবকে বিষ্ণু জ্ঞান করাকে 'মায়াবাদ' বলেন নাই, আচার্য্য বা গুরুতত্ত্বকে 'জীব' জ্ঞান করাকেও মায়াবাদ বলিয়া জানাইয়াছেন। আচার্য্যতত্ত্ব বা গুরুতত্ত্ব মায়াবাদী আক্রান্ত হয়, বিষ্ণুপারত্ব, বিষ্ণুর বা সর্ব্বব্যাপকতাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অণুত্বধর্ম্ম-নিবন্ধন মায়াভিভূত হয়, উহাই মায়াবাদ-অপরাধ।

বিষ্ণুবিগ্রহ বাসুদেবকে 'জীব' বলা যেরূপ অপরাধ, গৌরনাথ বাসুদেব আনন্দতীর্থপাদকেও 'জীব' বলা তদ্রূপ অপরাধ। আনন্দতীর্থ বাসুদেব ভগবৎপাদ—বিষ্ণুপাদ। যিনি বায়ুর অবতার, তাঁহার সর্ব্বব্যাপকত্ব বা বিষ্ণুপাদত্ব নিত্যসিদ্ধ। আশ্রয়বিগ্রহ বাসুদেবের সহিত বিষয়বিগ্রহ বাসুদেবের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ। পূর্ব্বাচার্য্যগণের সহিত পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের অচিন্ত্য-তাদাত্ম্য সম্বন্ধ। ঠাকুর বৃন্দাবনের মহাগ্রন্থে—চৈতন্যভাগবত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুরের বাণীতে অনন্ত ব্যাসের কথা শুনা যায়, পরবর্ত্তী ব্যাস পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাসের আসনে বসিয়া পূর্ব্বব্যাসের বা আচার্য্যের পূজাই করিয়া থাকেন, শ্রীমদ্ভাগবতেরই কীর্ত্তন করেন; পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাসের অবমাননা করেন না বা অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধকে লোপ করিয়া মায়াবাদীর সদদ্বৈতৈকায়বাদে পতিত হন না।

ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীবাসুদেবসর্ব্বজ্ঞাচার্য্যের বাণীর বর্ত্তমানে আমাদের নিকট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল অনন্তবাসুদেব সর্ব্ববিদ্যাভূষণ গৌরবিপ্রভু আচার্য্যরূপে প্রকটিত হইয়া শ্রীভক্তিবিনোদের আত্মবিদ্বত্ত ও তত্ত্বসূত্রকে অধিচ্ছিন্ন করিয়াছেন।

বিষয়বিগ্রহ বাসুদেবের আবির্ভাবের আগমনী কথা জগতে প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেবকীর অষ্টম গর্ভ বিনাশ ও বাসুদেবাবির্ভাবের পরে বিংশতি-সংখ্যক অসুরকর্ত্তৃক কংসের অনুপ্রেরণায় বালকরূপী বাসুদেবকে ব্রজধাম হইতে অপসারিত করিবার আসুরিক চেষ্টা হইয়াছিল। ভক্তিবিনোদ-বাণীতে এই সকল লীলার বহু শিক্ষারহস্য আছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার সম্বন্ধতত্ত্বচন্দ্রিকা বা গৌড়ীয়ব্যাখ্যা, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ও শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে এই সকল লীলার রহস্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

"যাঁহারা পবিত্র ব্রজভাবগত হইয়া কৃষ্ণানন্দ সেবা করিবেন, তাঁহারা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক আটটি প্রতিবন্ধক দূর করিবেন। উহার মধ্যে কতকগুলি প্রতিবন্ধক জীব শুদ্ধভাবগত হইয়া স্বীয় চেষ্টাক্রমে দূর করিবেন, কতকগুলি শ্রীকৃষ্ণকৃপা-সহকারে দূর করিতে প্রস্তুত হইবেন। যে সকল প্রতিবন্ধক জীব স্বয়ং দূর করিতে সমর্থ হয়েন, ঐ সকল শ্রীভাগবতে বলদেব-কর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়া থাকার বর্ণন আছে। কিন্তু কৃষ্ণাশ্রয়ে যে-সকল প্রতিবন্ধক দূর হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দূর করিয়াছেন,—এরূপ বর্ণিত আছে। সুমেধাবিগণ উহার আলোচনা করিয়া দেখিবেন। যাঁহারা জ্ঞানাধিকারী, তাঁহারা বাসুদেবের সকল বন্ধন করিবেন; যাঁহারা কর্ম্মাধিকারী, তাঁহারা আবরণাত্মক দোষসকল দূর করিবেন; কিন্তু ভক্তগণ রসবাধক প্রতিবন্ধকসকল বর্জ্জন করত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হইবেন।"

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক হইতে অধ্যায়ের সমাপ্তি যে ১৮টি অনর্থ ব্রজভজনের প্রতিবন্ধক বলিয়া উল্লিখিত আছে, তাহাতে স্বরূপার্জ্জনক ও সাধিক বিগ্রহগণের দুর্ব্বাসিধান-দৌলাক্ষ্য এই দুইটী লীলা যোগ করিলেই বিংশতি প্রতিবন্ধক হয়। এই সমুদয়ই ব্রজভজনের প্রতিকূল তত্ত্ব। নামভজনকারী সাধক প্রথমেই হরিসমীপে এই প্রতিকূল-বর্জ্জনশক্তি হরির নিকট অকপটে প্রার্থনা করিবেন। তাহা করিতে পারিলেই ভক্তচিত্ত প্রেমিত হইবে।"

—(চৈঃ শিঃ ৯।৫)

শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বাসুদেবাশ্রয়-বিগ্রহের আত্মপ্রকাশের প্রাক্কালে ও আচার্য্যলীলার অবসানের ঠিক ঐ জাতীয় প্রতিবন্ধক উদিত হইয়াছে। শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বাসুদেব তাঁহার নিত্যসিদ্ধ বিগ্রহে ঐ বিংশতি প্রকার ব্রজভজন-বিরোধী বা শ্রীগুরুপাদপদ্ম-ভজন-বিরোধী প্রতিকূল তত্ত্বকে নিরাস করিতেছেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভবের পশ্চাতে সেই সকল গুরুপাদপদ্ম ভজনবিরোধী প্রতিবন্ধকসমূহ প্রতিকূল আচরণ

করিয়া বাহিরের ভাবে সকলের অন্তর্যামী ও প্রাণস্বরূপ হইয়াছেন। আমরা এই শ্লোকের অন্তর্নিহিত সত্য বুঝিবার আলোচনামুখে শ্রীল ভক্তিবিনোদবাণী-বৈভব-প্রকাশ-বিগ্রহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিব :—

কংসের স্বরূপ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় বলিয়াছেন,—"কলাপগ্রামভূমি ভারতবর্ষে ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ বসুধার বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ বসুদেব অবস্থান করেন। সাত্বতদিগের বাসনসমূহ বসুদেব নাস্তিক্য রূপ কংসের মনোময়ী ভগিনী দেবকীকে বিবাহ করেন। ভোজাদির কংস ঐ সম্পত্তি হইতে ভগবদ্ভক্তের উৎপত্তি আশঙ্কা করিয়া স্মৃতিরূপ কারাগারে তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করেন। বসুদেবের মধ্যে সাত্বতকুল ভগবৎপর ছিলেন, এবং ভোজ-বংশ নিতান্ত যুক্তিপর ও ভগবদ্বিদ্বেষ্টা তাপাপন্ন ছিল। ঐ নাস্তিক্যরূপ কংসধ্বংস ইচ্ছা করিয়া মহাবীর্য্য ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হইলেন। নাস্তিক্যরূপ কংস শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার বাসনায় বালঘাতিনী পূতনাকে ব্রজে প্রেরণ করিলেন।

[১] পূতনা-বধ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে বলিয়াছেন,—"যুক্তিযুক্তিপ্রিয় কপট সাধুগণ পূতনাতত্ত্ব। তত্ত্ব ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া বালকৃষ্ণ স্বীয় নব-উদিত ভাবকে রক্ষা করিবার জন্য পূতনা বধ করেন।"

বাসুদেবাশ্রয়-বিগ্রহতত্ত্বের আবির্ভাবেও যুক্তিযুক্তি-প্রিয় কপট সাধুতা-সমূহ বা পূতনাতত্ত্ব বিলয় পাইল না। সেই কপট সাধুতাসমূহ নাস্তিকতারূপ কংসের আনুগত্যে শ্রীবাসুদেবাশ্রয়-বিগ্রহকে গর্ভস্থ থাকাকালেই অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে আত্ম-প্রকাশের পূর্ব্বেই বিনাশ করিতে অসমর্থ হইয়া কপটতার আশ্রয়ে তাঁহার বালসকাশ স্বীকার করিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের যুক্তিযুক্তি-পিপাসা ও কাপট্যের বিনাশক হইবে, পুনরায় এরূপ আশঙ্কা করিয়া মাতৃত্ব বা পালকত্বের ছেদে নিজপালককে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিলেন। আশ্রয়-বিগ্রহ, ভক্তভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া, তাঁহাদের নবোদিত চিরপুরাতন ভাবকে রক্ষা করিবার জন্য পূতনাতত্ত্বকে বিনাশ করিলেন অর্থাৎ যুক্তিযুক্তিপ্রিয়তা-কপটতার অবতারে যে পূর্ণাচার্য্যের বঞ্চনাময়ী প্রশংসাদির মধুরপুষ্পে লোকলোচনে শোভিত থাকিয়া মায়ার চিত্তবৃত্তিকে মুগ্ধায়িত রাখিয়াছিল, বৈষ্ণবসমাজে ওতানি চালাইতেছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া দিলেন। এই পূতনা-তত্ত্বরূপ যুক্তিযুক্তি-কামনার বিনাশের দ্বারা রূপানুগ ভজনের সর্ব্বপ্রথম প্রতিবন্ধক বিদূরিত হইল।

[২] শকট-ভঞ্জন

শ্রীরূপানুগভজনরাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক শকটারিষ্ট নামক দৈত্য। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বিচারে শকটারিষ্ট অসুর, বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণকে শকটের দ্বারা চাপিয়া মারিবার (?) জন্য ঐ শকটে আবিষ্ট হইয়াছিল। দৈত্যের অজ্ঞাতে শকটের চক্র ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিতে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। যখন ঐ শকট শ্রীকৃষ্ণকে চাপিবার জন্য তাঁহার নিকট-বর্ত্তী হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পদযুগলের দ্বারা শকটকে উল্টাইয়া স্থানান্তরে পাতিত করিলেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে এই শকটভঞ্জনলীলাকে "প্রাকৃতী ও আধুনিকী অসৎ-সংস্কার, জাড্য ও অভিমানজনিত ভারবাহিত্ব" বলিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় বলিয়াছেন, যাহারা বৈধপর্ব্বের সার অবগত না হইয়া তাহার ভারবহনে তৎপর, তাহারা রাগ অনুভব করিতে পারে না। অতএব তাহাই ভারবাহিত্বরূপ বুদ্ধি-নাশক শকট।

আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের আচার্য্যলীলার শ্রীরূপানুগ-ভজনরাজ্যের এই দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকটীর ভঞ্জন দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধ একটী ভারবাহী সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইয়াছিল যে, বৈধপর্ব্বের সার অবগত না হইয়াই রাগানুগত্য হয়। সাত্বত-স্মৃতির বিধানানুসারে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের তত্তদনুকূল অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াও, ভক্তি-প্রতিকূল কর্ম্মজড়বিধানে অভিনিবিষ্ট হইয়াও রাগানুগ সিদ্ধান্তের বা বজরীর অভিধান প্রচারপূর্ব্বক লাভপূজা-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে পারা যায়। শ্রীস্বরূপরূপাগ্রজের গুরুপাদপদ্মের প্রচারিত শিক্ষাদীক্ষার অনুসরণ ও অনুশীলন না করিয়াও কেবল সুপারিশপত্রের দ্বারা গুরু-শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ ও অব্যয় থাকিতে পারে, এইরূপ ভারবাহিত্বরূপ

বুদ্ধিমর্দক নিরঙ্কুশ-নিষ্কাম যখন শকটাসুরের ন্যায় আচার্যের প্রাথমিক আবির্ভাবকে পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন সেই আচার্যলীলা শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর ভক্তি-সন্দর্ভধৃত শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোকের পদযুগলের দ্বারা ঐ ভারবাহিত্বরূপ শকটাসুরকে উল্টাইয়া স্থানান্তরে পাতিত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণাবতারস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের এই পদযুগল আশ্রয়বিগ্রহ বাসুদেবের প্রাথমিক আচার্যলীলার ঐ নিরর্থক গুরুপ্রেষ্ঠাভিমানরূপ ভারবাহিত্বকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে—

"শ্রীগুরোঃ শ্রীভগবতো বা প্রসাদলব্ধং সাধনসাধ্যসর্বস্বং স্বীয়-সর্বস্বভূতং যে বক্তুং অবগন্তুং বা শক্নুবন্তি, তান্ প্রতি ন কস্মৈচিৎ প্রকাশ-নীয়ম্; যথাহ (ভাঃ ৮।১৭।২৩)—

"নৈতৎ পরস্মা আখ্যেয়ং পৃষ্টোঽপি বহুশো জনৈঃ।
সর্বং সম্পদ্যতে দেবি দেহিনাং সুখদুঃখতম্॥

শ্রীগুরু বা শ্রীভগবানের প্রসাদে সাধনসাধ্যসর্বস্ব স্বীয়-সর্বস্বভূত যে বস্তু অবগত হওয়া যায়, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ্য নহে। যথা—"হে দেবি! কেহ জিজ্ঞাসা করিলেও এই তত্ত্ব অন্যকে বলিবে না। দেহগণের বহুত সময় সুখদুঃখ হইলেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।" "সম্পদ্য" অর্থাৎ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

[৩] তৃণাবর্তবধ

ভারবাহিত্ব আপাতঃ 'মঞ্জরী' বা 'সখী'-রূপে অভিমান করিয়া এবং ভাবক-সম্প্রদায়ের দ্বারা তাহা প্রচার করিয়া যখন উহাকে কুতর্ক-বলে স্থাপন করিবার চেষ্টা করে, তখন শ্রীগুরানুগ-ভবনের তৃতীয় প্রতিবন্ধক কংসলেলিহ তৃণাবর্ত-দৈত্যের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কুতর্কাভিমান তৃণাবর্তরূপে নিত্যসিদ্ধ-গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'নজির' অবৈষ্ণবভাবে দেখাইয়া প্রমাণ করিতে উদ্যত হইল যে,ঠাকুর ভক্তিবিনোদও যখন তাঁহার কোন্ কোন্ গ্রন্থে নিজের নিত্যসিদ্ধস্বরূপের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন ভাবক-সম্প্রদায়ের কৃপাসিদ্ধ গুরুশ্রেষ্ঠত্ব কেনই বা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আনুকরণিক সংস্করণ হইতে পারিবে না? এই তৃণাবর্তরূপ কুতর্ক ও হৈতুক পাষণ্ডমত শ্রীগুরানুগ সিদ্ধান্ত বা ভক্তিসিদ্ধান্তকে Intellectualism বা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যায়াম বলিয়া স্থাপন করিতে উদ্যত হইল।

ঐ হৈতুক পাষণ্ডমত ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞাতৃত্বকে আচার্যের লক্ষণ না বলিয়া,—'ভক্ত আমি'র ভারবাহিত্ব, বাগ্বায়ীর ভোক্তৃত্ব, অসার বাক্যবাগীশতা, মৎসরতাপূর্ণ জ্ঞানেন্দ্রিয়, গর্জিত বচন, বেষ প্রভৃতিকে 'আচার্য-লক্ষণ' বলিয়া কল্পনা করিল!

হৈতুক পাষণ্ডমতবাদরূপ তৃণাবর্ত কনিষ্ঠাধিকার-সম্প্রদায়ের 'পদিনশীন মহান্তগিরি'কে শ্রীমদ্ভাগবতমার্গের ও শ্রীব্রজ-মাধুরীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আত্মারামসূত্র-সংরক্ষণকারী আচার্যাঙ্গকে একাকার করিয়া লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার জন্য মুহূর্তকাল মধ্যে গৌড়ীয়-গগন ধূলিরাশির দ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক সকলের দৃষ্টি অবরোধ করিল। মুহূর্ত-কাল মধ্যে ভক্তগণের চোখে ঐ ধূলির দ্বারা অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। কুতর্ক তৃণাবর্ত শুদ্ধবৈষ্ণবগণের হৃদয়ে প্রকাশিত আচার্যত্বের নবোদিত ভাবকে হরণ করিয়া লইবার চেষ্টা করিল। তৃণাবর্ত দৈত্যের বিক্ষিপ্ত ধূলি-রাশি ও কঙ্কর দ্বারা আহত হইয়া অনেকেই শ্রীরূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে এবং নিজ গুরুবর্গকে দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। কৃষ্ণের নিত্যত্ব নাই, আচার্যের নিত্যত্ব ও বিষ্ণুপাদত্ব নাই, বৈষ্ণবের আনুকরিক চেষ্টা ও কৌশলগুলিই সত্য—এইরূপ নাস্তিকতায় ন্যূনাধিক সকলের হৃদয় আচ্ছন্ন হইল! কোমলশ্রদ্ধ নবীন সাধক-গণের ত' কথাই নাই প্রৌঢ়শ্রদ্ধগণের হৃদয়েও সংশয় ও দ্বিধার উদয় হইল! সাধারণ পাষণ্ড শুদ্ধভক্তি বা আন্তিকতার প্রাণ একেবারেই আছা ছাড়াইয়া ফেলিলেন! তখন তৃণাবর্তের আশ্রিত পাষণ্ডসম্প্রদায়ও প্রভুর বাসস্থান হইতে অধিকতর ধূলিরাশি বর্ষণ করিতে থাকিল যাহারা একান্তভাবে শুদ্ধভক্তির শরণাপন্ন হইলেন, তাঁহারা এই নবোদিত ভাবকে ধূলির নিম্নে মৃত ও গৌড়ীয়গগনের ঐরূপ ধূলিসমাচ্ছন্ন অবস্থা দেখিয়া কেবলমাত্র যাঁহার কৃপায় হৃদয়ের সমস্ত বেদ উদ্ভাসিত হয়, সেই অধোক্ষজ-ধরাধিপি শ্রীচৈতন্যের শ্রীভক্তিবিনোদ-ধরার বাণী-বৈভবের শরণাপন্ন হইলেন ও সত্যের অনু-সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে এই ধূলি-বর্ষণ বেগ শান্ত হইল।

আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের ভক্তিসিদ্ধান্তের গুরুত্বহেতু তৃণাবর্তরূপ পাষণ্ড মতবাদ সেই সিদ্ধান্তকে নিষ্ক্রিয় [illegible]

ঘোষ করিতে লাগিল। তখন ঐ পাষণ্ডমত ভক্তিসিদ্ধান্তের তার খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে পুরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। শ্রীরূপানুগ নিজান্ত শ্রীভক্তিবিনোদের বাণী হইতে জানাইয়া দিলেন যে,—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায় স্বীকার করত যাহারা গুরুপরম্পরালিঙ্কপ্রণালী স্বীকার করে না, তাহারা কলির গুপ্তচর।" আরও জানাইলেন যে, "শ্রীরূপানুগ শ্রীভক্তিবিনোদ ধারা কখনও রুদ্ধ হইবে না, অচিরেই পঞ্চাশ লক্ষ লোক আগমন করিতেছেন।"—শ্রীল প্রভুপাদের এই সব বাণী কীর্তিত এই বাণী কখনই মিথ্যা হইবার নহে। তৃণাবর্ত গৌড়ীয়দেরকে ধূলিরাশি বিকিপ্ত করিয়া ঐ সময়কে 'অন্ধকার যুগ' রূপে প্রচার করিতে চাহিলেও তাহা 'অন্ধকার যুগ' বা কোনরূপ নাস্তিকতার রাজত্ব নহে। কৃষ্ণ তাঁহার নিজজন দ্বারা সর্বদাই ভুবনমঙ্গলের জন্য জগতে সংরক্ষণ করেন।

সময় সময় যে 'অন্ধকারযুগে'র কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সময়ও আমরা-আমরা অনুভব থাকে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে যে ভীষণ অন্ধকার যুগ ছিল, সেই সময়ও শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীল অদ্বৈতাচার্য, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রমুখ মহাপুরুষগণ—মহান আচার্যে। কার্য করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমাদির পর যে অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছিল, তখনও শ্রীরসিকানন্দ মুরারির শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দ দেব, তচ্ছিষ্য শ্রীরসিকানন্দ দেব, শ্রীরাধামোহনের প্রভৃতি শ্রীরূপানুগ আচার্যে মহান সদ্গুরুর কার্য করিয়াছিলেন। তৎপর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের পর আবার যে অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছিল, তখনও জাহ্নবাদেবীর অনুগত শ্রীউদ্ধবদাস, শ্রীমধুসূদন ও শ্রীজগন্নাথদাস মহান আচার্যের কার্য করিয়াছিলেন কোনও দিনই শ্রীরূপানুগগুরুপরম্পরাধারার মহান আচার্যের নিত্যপ্রকটরূপ মহাবদান্যলীলা রুদ্ধ হয় নাই ও হইবে না।

তৃণাবর্ত এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব গ্রহ করিতে পারিল না। ইহা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের একরূপ। দ্বিতীয় রূপটী তৃণাবর্তের আর একটী পাষণ্ডমতকে নির্যাস করিলেন। তৃণাবর্ত-রূপ পাষণ্ডমতের বিচারানুসারে কৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর যেরূপ গ্রন্থ-ভাগবত-সূর্যের উদয় হইয়াছিল, তদ্রূপ পূর্বাচার্যের অপ্রকটের পর তাঁহার আলেখ্য-মূর্তি ও গ্রন্থাবলীই আচার্যরূপে উদিত থাকিয়া আচার্যের কার্য করিবেন, অন্য কোন মহান্ত আচার্যের আবশ্যকতা নাই,—এই হৈতুক পাষণ্ডমতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রূপটী সিদ্ধান্তটী তৃণাবর্তের গলদেশ দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরিলেন এবং দেখাইলেন যে, শুদ্ধভাগবত বা মহাশুদ্ধ ব্যতীত গ্রন্থভাগবতের ব্যাখ্যা করিবেন কে? প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদ যে বিগ্রহমন্দির-নির্মাণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন কোন আধ্যক্ষিক ব্যক্তি শ্রীমূর্তিবিরোধী হেতু শ্রীমূর্তির পূজা প্রকাশ না করিয়া গ্রন্থভাগবতের স্থাপনের কথা বলিলে শ্রীল প্রভুপাদ সেই নাস্তিকতাগর্ভ অসদ্বিচার খণ্ডন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরূপানুগগণ "গ্রন্থসাহেব-পূজার প্রচলনকারী নহেন, তাঁহারা Personality of Godhead বা পুরুষোত্তমের উপাসক। নরোত্তম শ্রীমহান্ত গুরুদেবের আনুগত্যে পুরুষোত্তমের সেবা-প্রচারই শ্রীরূপরঘুনাথের ধর্ম। ব্যাসদেব, শুকদেব প্রভৃতি ভুবনপাবন মহান্ত আচার্যাবর্গের অস্তিত্ব না থাকিলে কেবল গ্রন্থভাগবতের আবির্ভাবে জীবের নিত্যমঙ্গল সাধিত হইত না। বেদানন্দ পণ্ডিতের ন্যায় ভাগবত-বক্তা বা মায়াবাদী কপট-ভক্তস্বার্থ ভাগবত-বক্তা কিংবা যাহারা গৌড়ব্রাহ্মণসমাজে রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিয়া উদরের সংস্থান করেন, সেরূপ ব্যক্তিগণ ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ মহান্ত আচার্যের অভাবের সুযোগ পাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদের ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রবাবলী পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিবে, শালগ্রাম শিলা বাদাম ভাঙ্গিবে,—এইজন্য মহান্ত আচার্যের আবির্ভাব ঐ সকল অভক্তিমতবাদ-নিরসনের জন্য ভগবদিচ্ছায় নিত্য কালই প্রকাশিত থাকিবেন।

যখন ভক্তিসিদ্ধান্তের এই দুই হস্তের গুরুত্ব তৃণাবর্তের গলদেশকে জড়াইয়া ধরিলেন, তখন "ছেড়ে দে' মা কেঁদে বাঁচি"—এইরূপ এক অবস্থায় তৃণাবর্ত পতিত হইল। তৃণাবর্তের হস্তপদাদি অঙ্গ নিশ্চেষ্ট ও চেষ্টাহীন হইল, তাহার নেত্রদ্বয় বহির্গত হইয়া পড়িল। মর্মান্তিক যাতনায় কাতর হইয়া সেই পাষণ্ডমতবাদ অস্ফুট শব্দ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিল। ভীষণ দৈত্য আকাশমার্গ হইতে বজ্রাঘাতবিদ্ধ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় শিলাতলে পতিত হইল এবং তাহার

সকাম চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। শ্রীভক্তিকল্পতরু-সিদ্ধান্তের দ্বারা তাহাও পল্লব প্রাপ্ত হইল।

[৪] যমলার্জ্জুনভঙ্গ

ভগবদ্ভক্তজনের চতুর্থ প্রতিবন্ধক—ধনমদ-জাত দোষিৎসঙ্গ, জিহ্বালাম্পট্য ও কুতর্কিতা, নির্লজ্জতাদি। বিষয়িসঙ্গ হইতে জাত ধনমদ ও দোষিৎসঙ্গাদিকে ভক্তির অনুকূল বলিয়া প্রবলে সোপানে সোপানে চালাইবার চেষ্টা যখন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং তৎফলে জগদ্গুরু-দেব শ্রীনারদের (নারদ—সমগ্র জীবজাতি বা জীবসমষ্টিকে যিনি কৃষ্ণপাদপদ্ম প্রদান করেন) মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াও যখন দোষিৎসঙ্গ, জিহ্বালাম্পট্য, নির্লজ্জতাদি দোষ চলিতে লাগিল, তখন সেই জগদ্গুরুর বক্ষনাকল্প অভিসম্পাতে ধনের বৃদ্ধি ভাবস্থ লাভ করিল অর্থাৎ অপকারকঠিন হইয়া উঠিল। সেই দোষ আচার্য্যের প্রাথমিক লীলাই উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। সেই দোষ উৎপাটিত করিবার কালে চোর যেরূপ নিজের দোষ এড়াইবার জন্য প্রকৃত সাধুকে 'চোর চোর' বলিয়া দেখাইয়া দেয়, এখানেও সেইরূপ অসৎচেষ্টার উদয় হইল। এই জন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ বলিয়াছেন,—

"সকল আচার্য্যের আচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু অবধূত হইলেও কখনই নিজ-চরিত্রে কোন ছটাচার দেখান নাই। এমন নির্ম্মল-চরিত্র প্রভুকে যাঁহারা দুরাচারী বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহাদের জীবনে ধিক্। **অসদাচারী ব্যক্তিগণ আচার্য্য-চরিত্রে মিথ্যা-দোষারোপ করিয়া আপনাদের দোষকে গুণ বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন! হা কলি, তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তাহা করিলে!** অনেকগুলি ব্যক্তি কপট বৈষ্ণব হইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে মদ্য-মাংসাশী বলিয়া নিন্দা করেন, আবার ধর্ম্মবৃত্তি শ্রীমহাপ্রভুতে যোষিৎসঙ্গ-দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে নব-রসিক-মনো রঞ্জন করেন! নির্ম্মল-চরিত্র শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতির সম্বন্ধে মিথ্যা-স্ত্রীসঙ্গ-দোষ রচনা করিয়া আপনাকে বঞ্চনা করেন!"

—(নামাপরাধ শ্লোক-প্রভৃতি একটি নামাপরাধ', সঃ তোঃ ৮।৯)

যেখানে গুরু সেবক-বিচার, সেখানে গুরু সেবককে কখনই ভোগ্য বস্তুরূপে বা যোষিতে পরিণত করিবার দুর্বুদ্ধি হইতে পারে না। সেইরূপ দুর্বুদ্ধিযুক্ত থাকিয়া অর্থাৎ গুরুসেবককে ভোগ করিয়া বা ঐরূপ বুদ্ধিকে কোনরূপে প্রশ্রয় দান করিয়া গুরুপ্রেষ্ঠের সান্নিধ্য হইতে পারে না। যেখানে বিচারটী ভাবরত্ন-দর্শ লাভ করিয়াছে, সেখানে আচার্য্যলীলা উহার মূল উৎপাটন করিয়া দিলেন, এবং জানাইলেন,—**"কোন কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী কখনও শ্রীরূপরঘুনাথের কথা প্রচার বা উহার ত্রিসীমানায় যাইতে পারে না।"**

[৫] বৎসাসুর বধ

শ্রীভগবদ্ভজনের পঞ্চম প্রতিবন্ধক—বৎসাসুর। অভিধানের ভাষায় ইহার কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য আছে। বাল বুদ্ধি অনিত্য দেহ হইতে যে দুষ্ক্রিয়া ও পরবুদ্ধিপরিচর্য্যা হয়, তাহাই বৎসাসুর নামক অনর্থ। বৎসাসুর শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস অর্থাৎ গাভী সেবকগণের বেশ ধারণ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিচরণ করে। আচার্য্যলীলা শ্রীভগবদ্ভজনের প্রতিবন্ধকস্বরূপ এইরূপ দুষ্ক্রিয়া ও পরবুদ্ধিপরিচর্য্যাকে সম্পূর্ণ ভাবে সংহার করিয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "নিরীহ ভাবগত জীবের ভগবদ্দেবা-গত চালনাবশ হওয়াকে "বালদোষ" ও "বালবুদ্ধি" বলিয়াছেন। এই বালবুদ্ধি জনিত দুষ্ক্রিয়াকে বেশ প্রশ্রয় দেওয়ায় উহা নানাপ্রকার কপটতার সৃষ্টি করিতেছিল। এমন কি শ্রীচৈতন্যবাণীর 'বিদ্যাদান' অর্থাৎ সর্ব্ব-ব্যাপকরূপে সন্নিহান হইয়া তাঁহার ভজনমন্দিরের সংলগ্ন স্থানে নানাপ্রকার দুষ্ক্রিয়া চালাইতেছিল এবং সেই ভগবৎপরিচর্য্যাচার্য্যের বৎসগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার কলহ আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। নবো-দিত আচার্য্য-লীলায় সেই দুষ্ক্রিয়া ও পরবুদ্ধিপরিচর্য্যারূপ বৎসাসুর সম্পূর্ণভাবে নিহত হইয়াছে।

[৬] বকাসুর বধ

শ্রীভগবদ্ভজনের ষষ্ঠ প্রতিবন্ধক—বকাসুর। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় বলিয়াছেন,—"দম্ভ-কপটতারূপ মহাধূর্ত্ত বকাসুর বৈষ্ণবদিগের প্রতিবন্ধক। ইহাকে 'নামাপরাধ' বলে। যাহারা অধিকার বুঝিতে না পারিয়া ছাই গুরু উপদেশে উচ্চাধিকারের উপাসনা-লক্ষণ

অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা প্রবঞ্চিত ভাবুকাধী, কিন্তু যাহারা স্বীয় অনধিকার অবগত হইয়াও উচ্চ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া সম্মান ও অর্থসঞ্চয়কে উদ্দেশ করে, তাহারাই কপট। ইহা দূর না করিলে রাগের উদয় হয় না। সম্প্রদায়লিঙ্গ ও উদাসীনলিঙ্গ দ্বারা তাহারা জগৎকে বঞ্চনা করে। ঐসকল দাম্ভিকদিগের বাহ্যলিঙ্গ দেখিয়া যে-সকল লোক আদর করেন, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রীতির অনাপ্তি-হেতু হইয়া জগতের কণ্টক হন।"

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"কুটীনাটী, ধূর্ত্ততা ও পাঠ হইতে মিথ্যা ব্যবহারই 'বকাসুর'। তাহাকে নাশ না করিলে শুদ্ধভক্তি হয় না।"

এজ-বাসুদেব-গৌড়ীয়-পরম্পরাই সময় সময় বকাসুরসমূহ প্রবেশ করিয়া শুদ্ধভক্তিকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। শ্রীভক্তিবিনোদ গৌর-বাণীর নামের ধ্বজা উড়াইয়া যে ধর্ম্মকাপট্যরূপ মহাধূর্ত্ত বকাসুর স্বীয় অনধিকার অবগত হইয়াও উচ্চলক্ষণ অবলম্বনপূর্ব্বক সম্মান ও অর্থসঞ্চয়কে মূলমন্ত্র করিয়াছিল এবং শ্রীচৈতন্যবাণীর সম্প্রদায়লিঙ্গ ও কেহ কেহ উদাসীনলিঙ্গদ্বারা জগৎকে বঞ্চনা করিতেছিল, আর ঐ দাম্ভিকদিগের বাহ্যলিঙ্গ দেখিয়া কোমলশ্রদ্ধ ও বস্তুতন্ত্র জনসাধারণ উহাকে আদর করিতেছিল, বস্তুতঃ কৃষ্ণপ্রীতির অনাপ্তি হেতু তাহারা জগতের কণ্টক হইয়াছিল, সেই ভাবটীকে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-বাসুদেবের আচার্য্যলীলা অঘাসুর-তুল্যবিদ্বেষের পক্ষের ন্যায় শুদ্ধভক্তসম্প্রদায়ের সমক্ষে অবলীলাক্রমে বিস্তার করিয়া ফেলিলেন।

বঞ্চনাধর্ম্মিকতা, কুটীনাটী, ধূর্ত্ততা ও পাঠাদিনিত মিথ্যা ব্যবহারের প্রতি মহাভাগবতের বঞ্চনা কখনই ঐসকল ধর্ম্মকাপট্য বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী বা শুদ্ধভক্তির ধ্বংসকারী অপরাধ সমূহের সমর্থক হইতে পারে না। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের আচার্য্যলীলায় সেই ধর্ম্মকাপট্য-পাঠ্যরূপ মহাধূর্ত্ত বকাসুরের চেষ্টা সমূহ কৃষ্ণপক্ষের ন্যায় বিলীন হইল। ইহাতে শুদ্ধভক্তির সেবক দেবতাগণ ঢক্কা-ভেরী-মৃদঙ্গাদি বাদ্যের সহিত স্তব করিতে করিতে আশ্রয়-বিগ্রহের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রূপানুগ-সেবক-সম্প্রদায়ও দেবতাগণের এইরূপ আনন্দোল্লাস দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত হইলেন। সকলেই ইহা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য, এই বালককে বহুবার বিনাশ করিতে আসিলেও যাহারা হননেচ্ছু, তাহাদিগেরই আনিষ্ট হইল। ঐ অঘরূপি সাকার কৃতান্ত-সদৃশ ও ঘোর-দর্শন হইয়াও ত' ইহাকে পরাস্ত করিতে পারিল না! বরং ইহার হিংসা করিতে আসিয়া অগ্নিসমুখস্থ পতঙ্গের ন্যায় ইহারাই নষ্ট হইয়া গেল। এই আশ্রয়বিগ্রহের প্রভাব এইরূপ যে, তাঁহার আশ্রয়-সংসর্গেই ধূর্ত্ততা, কপটতা, পাঠা, মৎসরতা, ধর্ম্মধ্বজিতা, সম্প্রদায়লিঙ্গ ও উদাসীনলিঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা লোক-বঞ্চনাবৃত্তি প্রভৃতি কংসানুচরগণ নিজ মূল-পুরুষের সহিত "পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে"—এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিল।

[৭] অঘাসুর বধ

শ্রীরূপানুগভজনের সপ্তম প্রতিবন্ধক—অঘাসুর। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচারে ইহা "বেষভূষিত পরদ্রোহরূপ পাপ-বুদ্ধি, নৃশংসত্ব ও প্রচণ্ডত্ব।" আচার্য্যলীলা ধর্ম্মকাপট্য-রূপ বকাসুরকে বিনাশ করিলে সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ কংস অন্যান্য অসুরগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কি ভাবে বিনষ্ট রাজ্য পুনরায় উদ্ধার করা যায়, তজ্জন্য বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। কারণ, একটী বালকের জন্যে তাহারা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছে, এইরূপ একটী বালক সাধারণের চক্ষে বড়ই অপমান-জনক এবং তাহাদের মাৎসর্য্যের ধ্বজাস্বরূপ। তখন কংস এরূপ কোন অসুরের শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য বিচার করিল, যে কৃষ্ণের বয়স্যগণের সহিত নন্দাদি ব্রজ-বাসিগণকে পূতনা ও বকাসুরের প্রেত-তর্পণের নিমিত্ত 'ত্রিলোক' রূপে পরিণত করিতে পারে অর্থাৎ অঘাসুর পূতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; কাজেই সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ও ভগ্নীর সম্মান রক্ষা করিবার জন্য ও তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য ব্রজবাসী বা শ্রীবাসুদেবাশ্রিত শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে প্রেত-শ্রাদ্ধের উপকরণরূপে পরিণত করিবার ইচ্ছা করিল। এখানে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন, "ইহা লীলাশক্তিরই চাতুর্য্য-বিশেষ। লীলাশক্তি ভাবিলেন, ভগবানের এই বাল্যলীলার ক্ষণে ক্ষণে যেরূপ পরমানন্দের বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে বিহার সমাপ্ত হওয়া অসম্ভব, আর খেলা শেষ না হইলেও শ্রীবাসুদেবের ভোজনাদি

হইতেছে না, তাহার লীলাশক্তি সেই লীলা বিজ্ঞেদ-মানসে ও দুষ্টের সংহার আবশ্যক ভাবিয়া অঘাসুরের ইচ্ছানুসারে অঘাসুর নামক দৈত্যকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎপরে অঘাসুর যোজন-পরিমিত বিশাল পর্ব্বতের ন্যায় সুদীর্ঘ অজগর রূপ ধারণ করিল ও তাহার ন্যায় মুখ ব্যাদান করিয়া শ্রীবাসুদেব ও শ্রীবাসুদেবের সেবোপকরণ-সমূহকে গ্রাস করিবার অভিলাষে পথে শয়ন করিয়া রহিল। কৃষ্ণ-সেবার উপকরণগুলি যারা কৃষ্ণের সেবা হইবে না, সে-ই উহাদিগকে গ্রাস করিবে। শ্রীবাসুদেবের সহিত তদাশ্রিত জনগণ সকলেই যেন তাহার শ্রেততর্পণের 'তিলোদক' !

অঘাসুরের মুখবিবর ঘোর অন্ধকারপূর্ণ, দন্তগুলি যেন একটী পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায়, জিহ্বা যেন বিস্তৃত পথ, নিশ্বাস খরতর বায়ুসম ও চক্ষুর্দ্বয়ের দৃষ্টি দাবাগ্নিসদৃশ অতিশয় উষ্ণ। তাহাকে দেখিয়া শ্রীবাসুদেবাশ্রিত বালকগণ উহাকে 'সহ-প্রাণী' জ্ঞান করিয়া উচ্চহাস্য করিতে লাগিল। বালকগণ অঘাসুরের কৌশলে সোৎসেলকলের সহিত উহার উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। কিন্তু কৃষ্ণ তাহাদিগকে পলায়নকরণ করিল না। অঘাসুর বকারি-বাসুদেবের প্রবেশ অপেক্ষা করিতে লাগিল। কি করিয়া বকারিকে তাহার মুখগহ্বরে আনয়ন করিবে, এই কৌশল ও যুক্তি উদ্ভাবনা করিতেছিল।

কিরূপে ঐ খল অসুরও মরিবে, অথচ নিজজনগণ রক্ষা পাইবে, এই দুইকার্য্য কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া বকারি শ্রীবাসুদেব অঘাসুরের মুখগহ্বরে প্রবেশ করিলেন। ইহা দেখিয়া অঘাসুরের বান্ধব ও মূল চক্রান্তকারী কংসাদির সহিত অন্যান্য দৈত্যগণের আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা মনে করিল, 'এতদিনে বাসুদেবকে আমাদের কবলে পাইয়াছি; তাঁহার সেবার সমস্ত উপকরণগুলিকে ও সহায়কগুলিকে আমাদের গ্রাসে পাইয়াছি, এখন আর কিরূপে বাহির হয় দেখি, এবার আমাদের ভ্রাতা উদ্ধার হইবে, নির্য্যাতিত যশঃ পুনরায় উদ্ভাসিত হইবে।' ইহা ভাবিয়া যখন দৈত্যগণ হর্ষধ্বনি করিতেছিল, তখন দেবতাগণের শোকপক্ষ ও অসাধুগণের হর্ষধ্বনির মধ্যে অঘাসুর সর্পের গলদেশে বকারি বাসুদেব নিজজনগণের সহিত বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। গলদেশে দেহবর্দ্ধন-হেতু সেই অঘাসুরের কণ্ঠরোধ হওয়ায় তাহার চক্ষু বহির্গত হইল। সে ব্যাকুলভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। শেষে অঘাসুর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। শ্রীবাসুদেব দেখিলেন, তাঁহার বিরহে ও অসুরের কষ্টদানের জ্বালায় তাঁহার নিজ-জনগণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টির দ্বারা সচেতন করিয়া কপালফলকের অন্তঃ প্রকটিত নিজস্বরূপকে নিজজনগণের সহিত অসুরের মুখ হইতে বাহিরে প্রকাশ করিলেন। সুবুদ্ধিমন্ত পাঠকগণ! বিগ্রহবিগ্রহ বকারি বাসুদেবের লীলার সহিত আশ্রয়বিগ্রহ বকারি বাসুদেবের লীলা মিলাইয়া শ্রীরূপানুগভজনের প্রতিবন্ধকগুলিকে দূর করিবেন।

শ্রীমদ্ভাচার্য্যের চরিত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়, পঞ্চম বর্ষীয় বালক বাসুদেব মহাভারত-কথিত মণিমান্-নামক সর্পাকার অসুরকে পদানুষ্ঠদ্বারা সংহার করিয়াছিলেন।

[৮] ব্রহ্মমোহন

ব্রহ্মমোহন-ব্যাপারটী ব্রজজনের অষ্টম প্রতিবন্ধক ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচারে ইহা "কর্ম্মজ্ঞানাদি-চেষ্টার সন্দেহবাদ ও ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে মাধুর্য্যের অবমাননা"র প্রতীক। ব্রহ্মার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রহ্মা আকাশে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর-বধ হইতে নিজজনগণের উদ্ধার পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইলেও যেন শ্রীবাসুদেবের অজ্ঞ সন্দেহের মহিমা দর্শন করিবার অভিলাষে তথায় আগমন করিয়া তাঁহার ব্রজের সমস্ত-বালকদিগকে অপহরণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা সর্ব্বলোক-পিতামহ বটেন, কিন্তু কৃষ্ণ সর্ব্বলোকের অন্তর্গত মনুষ্যবিশেষ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করায় ব্রহ্মার অধীন হন নাই; কিন্তু আধ্যক্ষিকতা ইহা বুঝিতে পারে না। এইরূপ আধ্যক্ষিকতা কখনও সংসর্গজার অধীনতায়, কখনও বা বহির্ম্মুখতার স্বভাববশতঃ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ বৈষ্ণবে সাধারণ জীববুদ্ধি করিলে হরিজনের যে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, তাহারই নাম 'ব্রহ্মমোহন'। ব্রহ্মমোহনোদ্ধারণ প্রতিবন্ধক জীবহৃদয়ে উদিত হইলে জীবের বিচার এই হয় যে, বর্ণ, আশ্রম, সদ্বংশ বা বৈধিক বিপুলতার মধ্যে আচার্য্য আবদ্ধ। একদিন শ্রীব্রজসম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীবাসুদেবকে 'বালক' জ্ঞান করিয়া মথুরেশ এবং 'সাধারণ প্রজা' মনে করিয়া মহাদেব নামক জনৈক রাজা আচার্য্যের বৈষ্ণবের প্রতি সন্দিহান হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য-বাসুদেব

পিতার সম্পূর্ণ অসম্মতিতে মাত্র দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রহ্লাদ অসুর হিরণ্যকশিপুর নিকট সাক্ষাৎ বালক বলিয়া প্রতিভাত হইলেও অতি বাল্যকালেই অন্যান্য অসুরবালকগণের উপদেষ্টা ও আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য-নন্দন শ্রীঅচ্যুতানন্দ পঞ্চমবর্ষ বয়সেই ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞান-নিবন্ধন আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। অতএব আচার্য্যত্বে বালক, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ বা স্ত্রী এই সকল আবহমিক বিচার ব্রহ্মমোহরূপ ভজন-প্রতিবন্ধক।

ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী না হইলে আচার্য্য হইবার যোগ্যতা হয় না, পুরুষদেহধারী না হইলে আচার্য্য হওয়া যায় না—এইসকল অন্যায় কূট ও অসার সিদ্ধান্ত ব্রহ্মমোহরূপ প্রতিবন্ধক। শ্রীরূপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারায় এইরূপ ব্রহ্ম-মোহরূপ প্রতিবন্ধক নাই।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন,—

"বর্ণাশ্রম-বিচার পৃথক্ রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।"

—চৈঃ ধঃ, ২০ অঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেন,—

'যে-কোন বর্ণে বা যে-কোন আশ্রমেই অবস্থিত হউন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই গুরু অর্থাৎ বর্ত্মপ্রদর্শক, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু হইতে পারেন। গুরুর যোগ্যতা কেবল-মাত্র কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞতার উপরই নির্ভর করে,- বর্ণ বা আশ্রমের উপর নির্ভর করে না।"

—(চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭ অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য)

"শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস কিংবা সনাতন-গোস্বামি-প্রভুর অনুসরণে বিধি-মার্গে শিখিলাগ্রহযুক্ত ও অনুরাগাধিক্যবশতঃ কায়ার বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া পরমহংস-বেষ গ্রহণ করুন, সকলেই ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিগণ লোকচক্ষে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অভিনয় করিয়া কিম্বা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীবাসাদি গার্হস্থ্যলীলার অভিনয় করিয়া, শ্রীসনাতনাদি পরমহংসবেষে সজ্জিত হইয়া, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া সকলেই কায়মনোবাক্যে হরিসেবায় নিযুক্ত ছিলেন।"

—(গৌড়ীয় ২য় বর্ষ, ২৯শ সংঃ ৪, ৫ পৃষ্ঠা)

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীবাসাদি বৈষ্ণব-গৃহস্থকুল এবং শ্রীরূপাদি ত্যাগী গোস্বামিকুলের সকলেই ত্রিদণ্ডী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগী গোস্বামিকুলের মধ্যে গদাধরশাখার মূলপুরুষ—শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু। এই গদাধরের ত্রিদণ্ডবাসী শ্রীমাধব উপাধ্যায় নামক একজন শিষ্য ছিলেন। ইনি পরে পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া মাধবাচার্য্য নামে খ্যাত হন।"

—(গৌঃ ৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যা—শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত 'ত্রিদণ্ডী' প্রবন্ধ)

শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং ব্রহ্মচারী লীলায় আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং বহু ব্যক্তিকে দীক্ষা ও কৌপীনাদি পর্য্যন্ত প্রদান করেন।

শ্রীরূপানুগভজনের প্রতিবন্ধকরূপ ব্রহ্মমোহ দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুকে ভিন্ন তত্ত্ব বিচার করিয়া থাকে। শ্রীরূপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারায় সেরূপ ব্রহ্মমোহের বিচার নাই।

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ- এই দুই রূপ।

—(চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৭)

"শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুতে তত্ত্বগত কোনও পার্থক্য নাই, কেবল লীলাগত পার্থক্য। আশ্রয়-বিগ্রহ শিক্ষাগুরু অভিধেয়-বিগ্রহ, সুতরাং ঐ আশ্রয়বিগ্রহ সম্বন্ধজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। উভয়েই শ্রীগুরুদেব। তাঁহাদের প্রতি উচ্চাবচ ভাব প্রদর্শন বা উপলব্ধি অপরাধ আনয়ন করে।"

—(অনুভাষ্য চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৭)

শ্রীরামানুজাচার্য্যের সাক্ষাদ্বাক্যেও দেখিতে পাওয়া যায়—

"স্বদেশিকস্য কৈঙ্কর্য্যে কৈঙ্কর্য্যে বৈষ্ণবস্য চ।
প্রতিপত্তিং সমাং কৃত্বা কৈঙ্কর্য্যং কারয়েৎ সদা॥

স্বীয় গুরুদেবের ও বৈষ্ণবের কৈঙ্কর্য্যে সমান সম্মান করত তাঁহাদের সর্ব্বদা সেবা করিবে।"

—(ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুবাদ)

আর একটী ব্রহ্মমোহ এই যে, "কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ ঐকান্তিক বৈষ্ণব বা আচার্য্যকে 'নিত্যসিদ্ধ' বা 'পরমহংস' বলা অন্যায় ও অপরাধ। "ঐকান্তিক বৈষ্ণবে তাঁহার নিত্যসিদ্ধত্ব ও পরমহংসত্ব সম্বন্ধে যে সংশয়, কুতর্ক বা বেদবাদজনিত মোহ উপস্থিত হয়, তাহাই ব্রহ্মমোহরূপ শ্রীরূপানুগভজন-প্রতিবন্ধক। রূপানুগবিচারে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগিগণের পরমহংসত্ব সিদ্ধ হয় না। একমাত্র বৈষ্ণবগণই সহজপরমহংস।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"এ জগতে চিদচিদ্-বিচার-চতুর পরমহংস ভক্তগণই বস্তু। ভক্তগণই পণ্ডিত, কেন তাঁহারা ভববাদের মোহ-কলিলের পার পাইয়াছেন।"

—(আত্মা-বিদ্যাবিধি ভাষা-টীকা)

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী এই—"গৃহস্থ, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর ছেলেরা সকলে পরমহংস বা উচ্চসন্ন্যাসী হইয়া থাকেন। ইহার চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টার নামই সন্ন্যাস। বৈষ্ণবমাত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসী, বৈষ্ণবের অপর নাম—পরমহংস।"

—(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী, ১ম খণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠা)

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ।

—এই অবস্থা-লাভই পারমহংস্যের সুষ্ঠু বিচার। ভোগ ও ত্যাগের বিচার পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎসেবক হইলে পারমহংস্য-ধর্ম্ম সিদ্ধ হয়।"

—(শ্রীল প্রভুপাদ কৃত গৌড়ীয়ভাষ্য ভাঃ ১১।১৮, ২৮, ৩৬)

"ভাগবতা এব পরমহংসাঃ"—(শ্রীধরস্বামী, ভাঃ ৬।১।৫)

অর্থাৎ ভাগবত বা বৈষ্ণবগণই পরমহংস।

"ভাগবতা এব পরমহংসো হেয়োপাদেয়-বিদঃ"

—(শুকদেবকৃত সিদ্ধান্তপ্রদীপ ভাঃ ৬।১।৫)

শ্রীমদ্ভাগবতের ৬।১।১৮ শ্লোকের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর পরমহংসকে 'প্রধানীভূত ভক্তিমান্' বলিয়াছেন।

'আচার্য্যত্ব কুল-পুরোহিত বা তথাকথিত বর্ণ-পুরোহিতের ন্যায় একটি বৃত্তিবিশেষ; অথবা পরীক্ষাবিশেষের উপাধি কিংবা বিধিদিয়া সন্ন্যাসের বিশেষণ মাত্র আচার্য্যত্ব'—এই সকল বিচারই—ব্রহ্মমোহ। শ্রীরূপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারায় এইরূপ ব্রহ্মমোহনের ছলনা উপস্থিত হইলে আশ্রয়বিগ্রহ করিবেন।

আচার্য্যের লক্ষণ শ্রীব্যাসদেব ও পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদ এইরূপ বলিয়াছেন—

পঞ্চরাত্র-প্রমুখত্ব সিদ্ধান্তার্থক তত্ত্ববিৎ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নোঽপি হ্যাচার্য্যঃ স বিশিষ্যতে॥
যস্য বিষ্ণৌ পরাভক্তির্যথা বিষ্ণৌ তথা গুরৌ।
স এবাচার্য্যস্য জ্ঞেয়ঃ সত্যমেতন্ ন সংশয়ঃ॥

—(হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র)

আচার্য্যান্ত ভগবদ্বিত্তাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ।
শৌচাচার-পরো নিত্যং পাঞ্চরাত্রপথে স্থিতঃ॥

—(মাৎস্য)

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

—(পাদ্মপুরাণ)

শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীনিবাসাচার্য্যকে কেবলমাত্র শ্রীরূপানুগ-ভক্তিসিদ্ধান্তে পারঙ্গত দেখিয়া 'আচার্য্য' উপাধি দিয়াছিলেন।—(ভক্তিরত্নাকর ৬ষ্ঠ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)। শ্রীগৌরহরি প্রভু শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতেও জানা যায়, আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্তি, তিনি গ্রন্থাদি প্রচারের দ্বারা ও সিদ্ধান্ত-প্রচারের দ্বারা কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচারন করেন।

"শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য! তুমি শ্রীশ্রীমহাপ্রভোঃ শক্তিঃ, অতএব এতস্য শক্ত্যা প্রভুশিক্ষাদি-শ্রীরূপসনাতনাদি-দ্বারা গ্রন্থং প্রকাশিতং, অপরঞ্চ শক্ত্যা গৌড়মণ্ডলে মহাজন-সংসেদি গ্রন্থবিস্তারং করোষি।"

—(ভক্তিরত্নাকর ১৪শ তরঙ্গ)

কেহ কেহ গৌরপ্রেমস্বরূপ আচার্য্য।
আচার্য্যের ভাবে প্রভু লয়ে বহুকার্য্য॥
গোস্বামিগণের গ্রন্থ করিয়া প্রচার।
ভক্তিবিরোধীর দর্প করিল সংহার॥

—(ভক্তিরত্নাকর ১৪শ তরঙ্গ

[৯] ধেনুকাসুর

ধেনুকাসুর শ্রীরূপানুগভজনের নবম প্রতিবন্ধক। গোবর্দ্ধন-গিরির নিকটে তালবনে অবস্থিত। রাম ও কৃষ্ণের সখা শ্রীদাম, সুবল, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি সেই তালবনে গমন

করিয়া তালভক্ষণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু ঐ তালবনে এক মহাবলশালী অসুর গর্দ্দভের রূপ ধারণ করিয়া বাস করিত। ঐ অসুর নর-মাংসভোজী।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে ধেনুকাসুরকে স্থূলবুদ্ধি, সৎ-জ্ঞানাভাব, মূঢ়তাজনিত তত্ত্বাজ্ঞতা ও স্বরূপজ্ঞানবিরোধের প্রতীক বলিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতায় লিখিয়াছেন,—

"বৈষ্ণবতত্ত্বে স্থূলবুদ্ধির নিতান্ত প্রয়োজন। * * কিন্তু তালফল গর্দ্দভ স্বয়ং খাইতে পারে না, অথচ অপরলোকে খাইলে, তাহাতেও বিরোধ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের পূর্ব্বাচার্য্য মহোদয়কর্ত্তৃক যে-সকল পরমার্থ-গ্রন্থ রচিত আছে, স্থূল-বুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহা নিজে বুঝিতে পারে না এবং অপরকেও দেখিতে দেয় না। * * অতএব গর্দ্দভরূপী ধেনুকাসুর বধ না হইলে বৈষ্ণবতত্ত্বের উন্নতি হয় না।"

আচার্য্যলীলা যখন ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য আরম্ভ করিলেন, তখন এইরূপ স্থূলবুদ্ধি, সৎ-জ্ঞানাভাব, মূঢ়তা-জনিত তত্ত্বাজ্ঞতা ও স্বরূপজ্ঞানবিরোধরূপ ধেনুকাসুর কৃষ্ণ ও তাঁহার নিজজনগণের ঐ ভূমিটুকু আস্বাদনের বিঘ্ন উৎপাদন করিল। নিগমকল্পতরুর প্রপক্কফলরূপ নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্ম, যাহা ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-পরম্পরায় অবিচ্ছিন্ন-ভাবে আসিয়াছে, সেই ফল তত্ত্বাজ্ঞতারূপ স্থূলবুদ্ধি থাকিলে আস্বাদন করা যায় না। কিন্তু মূঢ়তাজনিত তত্ত্বাজ্ঞতা তৎপক্ষকে Intellectualism রূপে প্রচার করিয়া নিজেও গর্দ্দভতা-নিবন্ধন ঐ ফল ভক্ষণ করিতে পারিবে না, অপরকেও ভক্ষণ করিতে দিবে না, এইরূপ এক মৎসংবর্ম্ম অবলম্বন করিল। ভক্তিসিদ্ধান্তে ঘোলও ভাজা অথবা বাস্তবিক সিদ্ধান্ত, 'মেরেধরেও ও মনমাফুষী' স্থূলবুদ্ধি তালবনে কংসচর গর্দ্দভাসুররূপে বাস করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর বলে, বলদেব-প্রভুর কৃপায় সেই মূঢ়তাজনিত তত্ত্বাজ্ঞতা ও স্থূলবুদ্ধি কল্পতরুর নিঃশ্রেয়স-ফল হইতে বিদূরিত হইল।

এই স্থূলবুদ্ধি গর্দ্দভাসুরই বিচার করিয়াছিল যে, আচার্য্য-লীলার নিত্যত্ব নাই। 'অন্ধকার যুগ' কথাটির দ্বারা আচার্য্য-ত্বের অনিত্যত্ব বা 'লীলার অবসান' ঘটাইতে পারিলে ক্রিয়ার ধাপাড়ম্বর বাজার করিতে পারে। ইহা বলদা কাক্ষিগণকে কল্পতরুর ফল আস্বাদনে বাধা প্রদান ব্যতীত আর কি? নিজেও ঐ ফল খাইতে পারিল না, অপরকেও খাইতে দিল না!

এই ধেনুকাসুররূপী স্থূলবুদ্ধি শুষ্কত্যাগ-বুদ্ধিকে ভগবদ্ ভজন অপেক্ষা বহুমান করিতে করিতে প্রজল্পভোগী ও স্পষ্ট ভোগী হইয়া পড়ে এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান একটা পরিহাস-সহসনবিশেষ, ভোগ ও ত্যাগই সারাৎসার অর্থাৎ নাস্তিকতাই চরম প্রাপ্যবস্তু, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে। ইহাই স্বরূপ-জ্ঞানবিরোধ বা তত্ত্বাজ্ঞতা; শ্রীরূপানুগ ভজনের একটি প্রধান প্রতিবন্ধক।

বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের দ্বারা এই তালবনবাসের অভিনয়কারী ধেনুকাসুর নিহত হয়। এই স্থূলবুদ্ধিকে বলদেব বিতাড়িত করেন।

[১০] কালিয়-দমন

শ্রীরূপানুগভজনের দশম প্রতিবন্ধক কালিয়। অভিমান, খলতা, পরাপকারিতা, ক্রূরতা, মহাশূরতা প্রভৃতি কালিয় সর্পের প্রতীক। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় বলিয়াছেন,—"কালিয়সর্পরূপ খলতা বৈষ্ণবদিগের চিদ্ রসতারূপ যমুনাকে সর্ব্বদা দূষিত করে।" 'আমি গুরু শ্রেষ্ঠ', 'আমি সন্ন্যাসী', 'আমি 'বড় আমি', 'আমি মাপা-রাষ্ট্রির মহারাজ', 'আমি পরমহংস ও সিদ্ধবল্লভী'; সুতরাং সাত্বত বিধির অনুসরণ বা অর্চ্চনাদি কার্য্যে উদাসীনতা আমার পক্ষে গুণাতীত হেয় নহে—এইরূপ খলতার দ্বারা পরের অপকার-সাধন, ক্রূরতার দ্বারা গুরুহাত্যা প্রভৃতির দ্বারা লোকবঞ্চনাই কালিয় সর্পের আদর্শ। আচার্য্যলীলায় রূপানুগভজনের এই প্রতিবন্ধককে দমন করিয়া বৈষ্ণবদিগের চিদ্রসতারূপ যমুনাকে নির্ম্মল করিবার চেষ্টা সুধীগণ দর্শন করিতে পারিয়াছেন।

[১১] দাবাগ্নি পান

ব্রজভজনের একাদশ প্রতিবন্ধক দাবাগ্নি। পরস্পর বাদ, বিরোধ বা সঙ্ঘর্ষ মাত্রই দাবানল। শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন, কালিয়ের সখা কংসাসুরের অনুচর কোন অসুর ব্রজ-বাসিগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত দাবাগ্নিরূপ ধারণ করিয়াছিল।

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা হইতেই বিবাদ, বিদ্বেষ ও সঙ্ঘর্ষের উদয় হয়। নাস্তিকা কংসাদির—অভক্তজনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী। তাহার প্রিয়তম চর প্রলম্ব এই দাবাগ্নির প্রধান ইন্ধন। ঐ অসুর কালিয়ের সখা ও কংসের অনুচর হইয়া শ্রীবলদেবরূপানুগবর শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর অহৈতুক সেবক সম্প্রদায়কে বিনাশ করিবার নিমিত্ত রজনী দ্বিপ্রহরের সময় প্রায়কালীন শুষ্ক অরণ্য হইতে দাবাগ্নিরূপে উত্থিত হইয়াছিল কি প্রকারে সেবকগণের মধ্যে কনক-প্রতিষ্ঠাদির আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করাইয়া তাঁহাদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বাধাইয়া দিবে, ইহাই ছিল তাহার মূল উদ্দেশ্য। এই দাবাগ্নি এক সময় যাজ্ঞবাল্কির ন্যায় নীলাচলের সমুদ্র মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া আত্মবিসর্জনের অভিনয় করিয়াছিল। এই দাবাগ্নি অনেক বারই সঙ্ঘর্ষ ও বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কালিয়ের সখা এই দাবাগ্নির কুহকতা, খলতা, পরের সর্ব্বনাশ, গুরুসেবককে যোজিতজ্ঞানে ভোগচেষ্টা প্রভৃতি স্থূলিত আসুরিক প্রবৃত্তি গুরুত্যক্ত-সম্প্রদায়ে ন্যূনাধিক সকলেরই পরিজ্ঞাত বিষয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই দাবানলকে 'নাস্তিক্যাদির দ্বারা ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের প্রতি উপদ্রবের' প্রতীক বলিয়াছেন। গুরুরূপানুগধর্ম্ম, গুরুরক্ষক আচার্য্য ও সেবকবৃন্দের প্রতি যে উপদ্রব, তাহাই দাবানল। নাস্তিক্যাবাদরূপ কংসের প্রেরিত অসুরগণ নানাভাবে এই দাবানল সৃষ্টি করিয়া থাকে। নিরীহ বৈষ্ণবগণকে অসংখ্য উপায়ে নির্য্যাতন করিবার শত শত কৌশল আবিষ্কার করে। ইহা বর্জ্জনের নামই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিচারে দাবানল পান। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধুদেবের আচার্য্যলীলায় এই দাবানলরূপ অসৎসঙ্গকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা হইয়াছে।

১২] প্রলম্বাসুর

শ্রীরূপানুগভজনের দ্বাদশ প্রতিবন্ধক প্রলম্বাসুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই প্রলম্বকে শ্রীলাম্পট্য, লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠাশার প্রতীক বলিয়াছেন। যখন রামকৃষ্ণ গোপগণের সহিত বনে গোচারণ করিতেছিলেন, তখন প্রলম্বনামক অসুর রামকৃষ্ণকে হরণ করিবার নিমিত্ত গোপরূপ ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল। সর্ব্বদর্শী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ অসুরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি তিনি প্রলম্বকে উহার বিনাশ-সাধনের নিমিত্ত উহাকে সহচররূপে গ্রহণ করিলেন। যখন রামকৃষ্ণ বয়স্যগণের সহিত ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন, তখন ক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে বহন করিয়াছিলেন, প্রলম্ব বলদেবকে বহন করিয়াছিল। প্রলম্ব বলদেবকে অতিবেগে আকাশমার্গে লইয়া যাইতেছিল। কিন্তু বলদেবের মুষ্টির প্রহারে প্রলম্বাসুর আহত হইয়া উদ্গমস্থানে রক্ত বমন করিতে লাগিল, তাহার স্মৃতি-শক্তি নষ্ট হইল, ক্রমে প্রাণশূন্য হইয়া ভীষণ শব্দ করিয়া পতিত হইল।

শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর আচার্য্যলীলায় তাঁহার সেবার বেষ ধারণ করিয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি প্রবৃত্তি প্রবেশ করিয়াছিল। সর্ব্বদর্শী ভগবৎসেবা তাহা জানিতে পারিয়াও ব্যতিরেকভাবে তাঁহার লীলার পুষ্টির জন্য শ্রীরূপানুগভজনের ঐ প্রতিবন্ধকটীকে অনুচররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সময় সময় বলিতেন, "আমি প্রলম্বকে যদি দিয়া নির্হেতুক সত্যানুসন্ধিৎসুগণের মঙ্গল বিধান করিব।"

তাঁহার এই অপূর্ব্ব কৌশলময়ী লীলা জগতে প্রকাশিত না হইলে আচার্য্যলীলার সার্ব্বদেশিকত্ব প্রকাশিত হইত না অর্থাৎ শ্রীলাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা কিরূপে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেবা বা অনুচরের রূপ ধারণ করিয়া বৈষ্ণবসমাজে প্রবেশ করিতে পারে এবং রূপানুগ ভজন-প্রকাশিগণ তাহা হইতে কিরূপ সতর্ক হইবেন,—এই শিক্ষাটি জগতে প্রকাশিত হইত না। বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের প্রকাশ-বিগ্রহের অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনে ঐকান্তিকতারূপ মুষ্টি-প্রহারে সেই প্রলম্বাসুরের মস্তক ভগ্ন হইয়াছে। ঐ অসুর রুধির বমন করিতে করিতে স্মৃতিশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে।

প্রলম্বাসুর নিজ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাপূর্ণ হৃদয়কে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের উপর আরোপ করিবার জন্য কে-সকল চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা বাস্তব-সত্যের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। উহার দ্বারা তাহারই চরিত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

[১৩] যান্ত্রিক বিপ্র

শ্রীরূপানুগভজনের ত্রয়োদশ প্রতিবন্ধক যান্ত্রিকবিপ্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহাকে বর্ণাশ্রমাভিমানজনিত কৃষ্ণের প্রতি ঔদাসীন্য কর্পটতা বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর আচার্য্যলীলায় এরূপ কর্পটতা ও অবৈধ-বর্ণাশ্রমাভিমান-জনিত কৃষ্ণের প্রতি ঔদাসীন্যরূপ বহুবার খণ্ডিত হইয়াছিল। তাঁহার তিরোভাবের পর অন্য প্রকার বর্ণাশ্রমাভিমানজনিত কার্পণ্যের প্রতি ঔদাসীন্য ও কর্পটতার উদয় হইল। স্বপরার্থসিদ্ধির জন্য শ্রীগুরুদেবে কায়বুদ্ধি, আশ্রয়ের তারতম্যরূপ বহুধার বিচারে আচার্য্যাভিমান-নিরসন-চেষ্টারূপ কর্পটতা বা বর্ণাশ্রমাভিমানজনিত কার্পণ্যের প্রতি ঔদাসীন্যরূপ একটি দুর্লক্ষ্য আন্তরিক ভাব ভজনজনের প্রতিবন্ধকরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। আচার্য্যলীলায় এই প্রতিবন্ধকটি ঐকান্তিক ভজনপ্রয়াসিগণের কোনই অসুবিধা করিতে পারিল না। কারণ, অধোক্ষজ-বিমুখগণের বহুকষ্টার্জ্জিত, প্রভূতায়াস কৃত্রিম বাগ্মিতা, সুবৃহৎ বপু, বহুজ্ঞতা, ক্রিয়া-কাণ্ড, আনুষ্ঠানিক তপস্যা প্রভৃতির কিছুই মূল্য নাই।

[১৪] ইন্দ্রপূজা-বারণ

ব্রজভজনের চতুর্দ্দশ প্রতিবন্ধক—ইন্দ্র-পূজা। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই ইন্দ্র-পূজাকে 'বহুশ্বরবুদ্ধি ও অহংগ্রহোপাসনা'র প্রতীক বলিয়াছেন। বহুশ্বরবুদ্ধি ও অহংগ্রহোপাসনা অনেক প্রকার। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্ব অর্থাৎ বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহ অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকারে এই বহুশ্বরবুদ্ধি ও অহংগ্রহোপাসনারূপ অপরাধ দূর হয়।

বিষয়বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের লীলায় ইন্দ্র-পূজা-বারণের দ্বারা কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ সংস্থাপন ও অন্যান্য দেবতার স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধি পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীমধ্বাচার্য্য বাসুদেব দেবতাদিগের মধ্যে তারতম্য বিচার প্রদর্শন ও বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মাকে বা শ্রীশ্যামসুন্দরকে অন্যান্য দেবতাগণের সহিত সমান আসন প্রদান করেন নাই। সকলেই এক গুরুর শিষ্য হইলেও সতীর্থগণ সকলে সমান, তাঁহাদের মধ্যে উচ্চাবচ ভেদ নাই, অথবা কেবলমাত্র বেষ বা আশ্রয়ের দ্বারাই উচ্চাবচ নিরূপিত, এইরূপ বিচার শ্রীভক্তি-বিনোদ-ধারার বিচার নহে। এমন কি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যেও শ্রীস্বরূপ-সনাতনগণের বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীস্বরূপ-র ১৪শ পরিচ্ছেদই গৌড়ীয়গণ পরিচিত। সকল বৈষ্ণবকে সমান বলিলে—

"যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া,
আদর করিব তবে।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাতে সর্ব্বসিদ্ধি,
অবশ্য পাইব তবে॥"

—এই ভক্তিবিনোদ-বাণীকে লঙ্ঘন করা হয়। এইরূপ অসিদ্ধান্তই বহুশ্বরবুদ্ধি। ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কোমল-হৃদ, সরল কিংবা তত্ত্বানভিজ্ঞ জনসাধারণ তাঁহাকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করে। 'বড় আমি'র অভিমানকারী বা সম্রান্তলিঙ্গযুক্ত কিংবা রাজাধিরাজ অথবা কর্পটীর বা ক্রিয়াকাণ্ডী ব্যক্তিগণকে দেখিয়া ঐকান্তিক শরণাগত ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ বৈষ্ণবের সর্ব্বোত্তমতা উপলব্ধির অভাবই ইন্দ্র-পূজা বা নাম ঐশ্বর্য্যের পূজা। 'কেন' উপনিষদে ইন্দ্রের মূলপুরুষ কে, তাহা একটি আখ্যায়িকার দ্বারা বিবৃত হইয়াছে। আচার্য্যলীলায় ইন্দ্রপূজা-বারণের দ্বারা 'Shoon-bottle' সম্বন্ধের পূজা নিষেধ করা হইয়াছে। যতক্ষণ ইন্দ্র ব্রহ্মের শক্তি ধারণ করেন, ব্রহ্মের সেবানুকূল্য করেন, ততক্ষণই তাঁহার আধিকারিক দেবত্ব। কিন্তু ইন্দ্র যখন 'বড় আমি' হইতে চায়, 'মাপাত্রাধীন মহারাজ' হইবার অভিলাষ করে, পৃথিবী-বিজয়ী রাজা বা 'গুরুশ্রেষ্ঠ' বলিয়া আপনাকে প্রচার করে, তখন পরব্রহ্ম তাহার শক্তি হরণ করিয়া লন। ইন্দ্র যখন কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার দাস হইয়া পড়ে, তখন আর তাহাকে ভগবৎসেবক বা প্রভু বলা যায় না।

"গুরু সেবক হয় মাত্র আপনার"। গুরু-সেবককে ভোগ করিবার চেষ্টা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অহংগ্রহোপাসনা। উহা জীবব্রহ্মৈক্যবাদ অপেক্ষা অপরাধ-জনক। 'আমি বৈষ্ণবের গুরু', 'বৈষ্ণবের প্রভু', 'গুরুসেবকের গুরু', 'আমি উচ্চাসনে বসিয়া থাকিব, আর গুরুসেবক গরুড়-পক্ষীর ন্যায় নিম্নে অবস্থান করিয়া পদযুগলকুড়ানি হইয়া আমার স্তব করিবে, আর সেইরূপ চিত্র বৈষ্ণবসমাজে ও সাধারণ্যে প্রচার করিয়া আমি কিরূপ বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিতে পারি, তাহা প্রদর্শন করিব' এইরূপ অহং-গ্রহোপাসনা শ্রীরূপানুগভজনের সম্পূর্ণ বিরোধী। শ্রীগুরু

ভগবদ্বহির্মুখিনী কৃষ্ণভ্রেষ্ঠা ও সর্বস্ব শক্তিতত্ত্বের অধিনী হইয়াও তুলসী মঞ্জরীকে কখনও নিজ পাদপদ্মে স্থান করেন না। তিনি শ্রীতুলসীকে হস্তে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রদান করেন। ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মভজনের ধারা।

কোন এক সময় গৌরনাগরী-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কোন এক ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত অভিমান করিয়া 'গৌড়ীয়' পত্রের প্রচারকল্পে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট কালে কেটি 'ব্লক' নির্মাণ করাইয়া আনিয়াছিলেন। ঐ ব্লকটি ঐ ব্যক্তির পরিকল্পনানুসারে এইরূপভাবে চিত্রিত হইয়াছিল যে, 'গৌড়ীয়' শব্দের দুইদিকে দুইটি পক্ষ করাযোড়ে 'গৌড়ীয়'কে স্তব করিতেছেন! বোধ হয়, বৈকুণ্ঠনাথের অপেক্ষা শ্রীগুরুপাদ-পীঠের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রদর্শনই উক্ত মনোধর্মীর উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীল আচার্যদেব এইরূপ পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ অপরাধজনক জানাইয়া উহা বাতিল করিয়াছিলেন। এই সকল সংশিক্ষার স্মরণের দ্বারা আচার্যলীলায় বস্তুবিষয়বুদ্ধি ও অবতারপ্রোপাস (হেয় ইন্দ্র-পূজা) বারণ করা হইয়াছে।

[১৫] বরুণ হইতে নন্দোদ্ধার

বরুণ হইতে নন্দোদ্ধার লীলাটী বারুণী অর্থাৎ আসব-সেবায় ভজনানন্দ বৃদ্ধি হয়, এই যুক্তি খণ্ডনের আদর্শ। শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিতেছেন,—"জীবের নিরুপাধিক আনন্দকে 'মদ' বলিয়া ব্রজে লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ন্যূন ব্যক্তিরা ঐ আনন্দকে বর্ধন করণার্থে মাদক দ্রব্য সেবন করেন। তাহাতে আত্মবিস্মৃতিরূপ বৃহৎ অনর্থ ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতাবগত পুরুষেরা কখনই কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করেন না।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার সজ্জন-তোষণীতে 'কলি' প্রবন্ধে বলিয়াছেন,—"আসবমাত্রই পান। পান কোন স্থলে দ্রবমাত্রই, কোনস্থানে ঘনাকার।" ঠাকুর হয় হইতে চারপ্রকার মদ্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ঠাকুর লিখিয়াছেন, "আসব-সেবন-দ্বারা বৈরাগ্য ও ভজনের উপকার হয়, এইরূপ কথা কেবল আসবপরতন্ত্র লোকের আত্মরক্ষাবাক্যমাত্র।" বিষয়ীর সঙ্গকল্প আসব-সেবনের দ্বারা হরিসেবার সহায়তা হয়, এইরূপ মতবস্তুতাদূষক আত্ম-রক্ষার বাক্য কতিপয় ব্যক্তি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীল আচার্যদেব স্মরণাপন্ন ব্যক্তিগণকে এইরূপ দুর্বিষহ দল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

[১৬] সর্প হইতে নন্দমোচন

'সর্প হইতে নন্দমোচন' লীলাটী শ্রীগুরুপাদপদ্মভজনের ষোড়শ প্রতিবন্ধক। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহাকে মায়াবাদাদি মিশ্রিত ভক্তিতত্ত্বের উদ্ধার ও মায়াবাদি-সঙ্গ-ত্যাগের প্রতীক বলিয়াছেন।

আচার্য ও শাস্ত্রবিরোধি-সম্প্রদায় এক-জন্মগুরু-বাদিগণের ন্যায় মহাভাগবতের অস্বীকার করিয়া কৃষ্ণের নিঃশক্তিকত্ব প্রতিপাদন করিতে চাহিতেছেন। সকল সময়েই এই পৃথিবীতে কৃষ্ণশক্তির পরিচয় আছে। শিক্ষাগুরুকে ভক্তশ্রেষ্ঠ ও বিষয়বিগ্রহ শ্রীবাসুদেবের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত না জানাই মায়াবাদ। দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরুকে কৃষ্ণের সমান বা কৃষ্ণ হইতে ছোট, উভয় বিচারই অপরাধজনক। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ "শ্রীগুরুস্মরণ" প্রবন্ধে (সঃ তোঃ ১৮।৫) লিখিয়াছেন,—"গুরুতত্ত্বও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, অচিন্ত্যভেদাভেদ বাক্ত হইলে ভেদতত্ত্বই ভগবান্; কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ হইতে বাস্তবে ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের অতিন্ন প্রিয়বস্তু তিনি ভক্ত, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বড়। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার খর্বতা করা হয়। গুরুদেব সন্ধিনী, হ্লাদিনী বা সম্বিৎ-শক্তি-মূলে নিত্য-বিরাজমান; কেবল সম্বিৎ-শক্তি-পরিচয় তাঁহার স্কন্ধে চাপাইতে গেলে মায়াবাদী বা বাউল সহজিয়া-মত হইয়া যাইবে।"

শিষ্যের পক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে বা আচার্যকে যে, 'ওঁ বিষ্ণুপাদ', 'ভগবচ্ছব্দ' বা 'ভগবৎপাদ' প্রভৃতি বলিবার বিধি শ্রীল-ষ্টন গোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিবিলাসে (১।১ বিঃ ৮০) শাস্ত্রপ্রমাণমূলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য মায়াবাদের প্রশ্রয় দেন নাই, শিষ্য যখন গুরুদেবকে "ওঁ বিষ্ণুপাদ" বা "ভগবৎপাদ" বলেন, তখন তাহা শ্রীগুরুদেব কখনই নিজে আত্মসাৎ করেন না। বস্তুতঃ শ্রীগুরুদেবকে জীবজ্ঞান বা হ্লাদিনীর ভোক্তা শক্তিমত্ত্ব জ্ঞান, উভয়ই মায়াবাদ। আচার্য-

লীলায় এই সকল নিষ্কাম প্রচারের দ্বারা বলভাপুর ব্যাখ্যাবাদরূপ দর্প হইতে ভক্তবৃন্দকে 'নমো'র উদ্ধার হইয়াছে।

[১৭] শঙ্খচূড় বধ

শঙ্খচূড় বধ ও তাহার মস্তকের মণি-মোচনরূপ লীলাটী শ্রীরূপানুগভজনের সম্বন্ধে প্রতিবন্ধক। প্রতিষ্ঠাশা ও স্ত্রী সঙ্গস্পৃহার বন্ধন—এই লীলার প্রতীক। আচার্য্যলীলায় এই শঙ্খচূড়বধ ও মণিমোচন লীলাটী প্রত্যেক অকপট সাধকই পরিদর্শন করিতে পারিয়াছেন। শঙ্খচূড় দৈত্য তাহার মস্তকস্থিত ভাগবতমণির প্রভাব দ্বারা বহুলোককে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শঙ্খচূড় ধনাধিপতি কুবেরের অনুচর। সে মনে করিয়াছিল, ধনমুগ্ধেরই তাহাকে রক্ষা করিবে। সেই ব্যক্তি ধনাদের দুরাপেক্ষিতারূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া হরিসেবার ছলনায় প্রতিষ্ঠাশা ও যোষিৎসঙ্গস্পৃহার আসক্ত হইয়া পড়িতেছিল। লোকে তাহার মস্তকে ভাগবতমণি দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া যাইত। কাজেই অনেকে তাহার চরিত্র জানিলেও উহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যখন সেই ধনমত্ততার আনুগত্য বৃত্তি ভগবৎ-কাম-বিগ্রহকে 'বহুধা' মনে করিয়া তৎসেবা-সম্প্রদায়ের ভক্ত সেবাবৃত্তি অবলম্বন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, তখন অপ্রাকৃতবিগ্রহ শ্রীবাসুদেব শঙ্খচূড়ের মস্তকের সহিত শিরোমণিটি তাহার সংসিদ্ধাস্তরূপ মুষ্টির দ্বারা মোচন করিয়া বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রদান করেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগুরুসংহিতায় লিখিয়াছেন—

"প্রতিষ্ঠাশক্তা ও ভক্তিচ্ছলে ভোগকামনা—ইহারা শঙ্খচূড় নামা প্রতিবন্ধক। প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য করিয়া যে-সকল লোক কোন কার্য্য করেন, তাঁহারাও এক প্রকার যাজ্ঞিক। অতএব বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা তাহা হইতে সাবধান থাকিবেন।"

এই সকল যাজ্ঞিক 'বড় আমি'র অভিমান-ভরে উপদ্রব হইয়া যে-সকল বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা আচার্য্য-লীলায় সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে।

[১৮] অরিষ্টবৃষ-বধ

অরিষ্টাসুর বৃষভ ব্রজভজনের অষ্টাদশ প্রতিবন্ধক। অরিষ্টাসুর বৃষের রূপ ধারণ করায় লোকে ইহাকে 'ধর্ম্মের ষাঁড়' মনে করে। এই অরিষ্ট 'ধর্ম্মের ষাঁড়' রূপে হ্লাদিনীর বিভিন্নাংশ শক্তিতত্ত্বকে ভোগ করিবার জন্য ভ্রমণ করিয়া থাকে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ চলদ্বাহির অভিমানে ভক্তিকে অবহেলা করার সহিত ইহার তুলনা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইহাকে "Stud bull" বলিতেন। এই অরিষ্টাসুর মনে করিত যে, "ভগবদ্ভক্তি একটা বাহ্যাবাজী বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের কৌশল মাত্র। ভোগী ও বিষয়ী লোকের নিকট একটা বাহাড়ম্বর সাধারণ করিয়া গোপনে গোপনে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ করাই সাধারণ। শাস্ত্রে যে-সকল কথা আছে, তাহা ইউটোপিয়ান থিওরী (Utopian theory) বা কাল্পনিক সর্ব্বোত্তমতা মাত্র। চালিয়াতী, বাহ্যাবাজী ও ছল-ধর্ম্মাদির দ্বারা ভক্তিকে অবহেলা করিলে বাস্তবতার কোন অসুবিধা হয় না। আচার্য্যলীলায় এই অরিষ্টাসুর বৃষের ধ্বংস হইয়াছে—ছলধর্ম্মের ষাঁড়—ধ্বংস-দেবতার গাঢ় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

[১৯] কেশীদৈত্য বধ

কেশীদৈত্য শ্রীরূপানুগভজনের উনবিংশ প্রতিবন্ধক। কংস-প্রেরিত কেশীদৈত্য বৃহদাকার অশ্বের আকৃতি ধারণ করিয়া মনের ন্যায় দ্রুতবেগে নন্দব্রজ গমন করিয়াছিল তাহার অশ্বজাতীয় খুরে বিশ্ব ভীত হইয়াছিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় বিশাল, মুখবিবর বিকট, গলদেশ বৃহৎ ও গভীর নীলবর্ণ মেঘের ন্যায়। কোন কোন বৈষ্ণব ইহাকে 'সখিনা'র সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই দৈত্য দুরাশয় কংসের মঙ্গল সাধনের জন্য ব্রজধাম কম্পিত করিয়া সগর্ব্বে বিচরণ করিতেছিল।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহাকে 'আমি বড় ভক্ত ও আচার্য্য'—এই অভিমান, ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি ও পার্থিব অহঙ্কারের প্রতীক বলিয়াছেন।

"আমার শরীর অন্যের ন্যায় স্থূল ও আমার স্বর অন্যের হেষারবের ন্যায় উচ্চ, বহু যোষিৎ, বিষয়ী ও ধনবান্ আমাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন, আমার পদানত হন, 'আমি বড় ভক্ত ও আচার্য্য'—এইরূপ অভিমান, ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি ও পার্থিব অহঙ্কারের যখন উদয় হয়, তখন 'ভাল আমি' হইবার পরিবর্ত্তে আমরা 'বড় আমি' হইয়া পড়ি। 'আমি আচার্য্য' অভিমান করিয়া শ্রীগুরুদেবের প্রকটকালেই তাঁহার বিনা অনুমতিতে শিষ্য-করণ, নিজ চিত্রপটের পূজা-প্রচার, স্বতন্ত্রভাবে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া

থাকি। এই জাতীয় চিৎ-বৃত্তিরূপ কৈতবই বর্ত্তমান পৃথিবীর ঘূর্ণিত লোচনে সুদীর্ঘ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিল 'কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী অনর্থযুক্ত জীবও বড় ভক্ত ও আচার্য্য হইতে পারে'—এইরূপ বিচার, ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি ও আগন্তুক অহঙ্কাররূপ কৈতব আচার্য্যলীলার অত্যন্ত হীন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

[২০] ব্যোমাসুর

শ্রীব্রজমণ্ডলের বিংশতিতম প্রতিবন্ধক ব্যোমাসুর। মহামায়াবী মহাসত্ত্ব ব্যোমাসুর গোপবালকের বেশ ধারণ করিয়া চৌরের অনুকরণ পূর্ব্বক মেষরূপধারী অনেক গোপ-বালককে অপহরণ করিয়াছিল। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ব্যোমাসুর কৈতবকে চৌরাদি ও কপট ভক্তের আদর্শ বলিয়াছেন। ব্যোমাসুর শুদ্ধভক্তি-সাম্রাজ্যের কোন কোন কোমলশ্রদ্ধ সেবককে বা বালককে নিজের কপট বেশ ও সুপারীশ পত্র প্রভৃতি দেখাইয়া অপহরণ করিয়াছে ও করিতেছে। এমন কি, শ্রীবাসুদেবমূর্ত্তি ও শ্রীসেবপায়ী-মূর্ত্তিকে ব্রজমন্দির হইতে অপহরণ করিয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে! ব্রজের বিভিন্ন বৈষ্ণবকে বিভিন্ন স্থান হইতে অপহরণ করিয়াছে। কোমল-শ্রদ্ধগণের কোমল-শ্রদ্ধা, বৈষ্ণবদাধুগণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি ভেদবৃত্তিকে হরণ করিয়াছে। এই অসুর কপট ভক্তির মূর্ত্তপ্রতীক। প্রোজ্ঝিত-কৈতব ভাগবতধর্ম্ম ও আশ্রয়বিগ্রহের দোহাই দিয়া বংশ-পরম্পরায় হারভক্তৈক্ষ্য-ভোগবৃত্তি চালাইবার জন্য যাবতীয় কপটতার আশ্রয় করিয়াছে। আচার্য্যলীলার এই সকল চৌরাদি ও কপট ভক্তের সঙ্গরূপ অনর্থ সম্পূর্ণ ভাবে নিরাকৃত হইয়াছে।

আচার্য্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলা অর্থাৎ কৃষ্ণ ও গৌর উভয় লীলার ভজন রহস্যের প্রতি-কূল তত্ত্বসমূহের নিরাস দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীভক্তি-বিনোদ-গৌর-বাণীর অনুসরণে জানিতে পারা যায় যে, 'গৌরলীলায় রঙ্গকবি সমুখ সিদ্ধান্ত-বিরোধী রসাভাস-দুষ্ট কবিগণ, গদাধরপুরীসমুখ ভরিগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষি-গণ, কৃষ্ণের অন্যাভিলাষী কালাকৃষ্ণদাস ও বলভদ্র ভট্ট প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, ছোট হরিদাসের আদর্শে জিহ্বা-শিশ্নোদর-লম্পট কপট ত্যাগিগণ, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-কাঙ্ক্ষিগণ, বাউলিয়া কর্ত্তাভজা, সহজ, মাধব প্রভৃতি মায়াবাদ-সিদ্ধান্তকারী ব্যক্তিগণ, অদ্বৈতাচার্য্যের পরিত্যক্ত ও গদাধর-পণ্ডিতবিরোধী ব্যক্তিগণ, সংকীর্ত্তনের মৃদঙ্গভঙ্গ-কারী খাসকাভিমানিগণ মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীভক্তি-বিনোদ-গৌর-সরস্বতী-প্রকাশ-বিগ্রহের লীলা-কালেও এইরূপ আত্মরক্ষনার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তিবিনোদধারার যে সুসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, আমরা নিজ দুর্দ্দৈববশেই বঞ্চিত হই। 'সূর্য্য ছত্র দ্বারা আবৃত হইয়াছেন' বলিলে যেরূপ আমরা আমাদের চক্ষুকেই ছত্রের দ্বারা আবরণ করি, সুবৃহৎ সূর্য্যকে আবরণ করিতে পারি না, তদ্রূপ যখন অন্যাভিলাষের বহুরন্ধ্র ধ্বনিকার দ্বারা আমাদের সেবাবৃত্তিকে আবরণ করি, তখনই আমরা আচার্য্য-কৃপা হইতে বঞ্চিত হই; ইহারই নাম শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর সেবা হইতে বঞ্চিত হওয়া। শ্রীভক্তিবিনোদ গৌর-বাণীর অহৈতুকী কৃপা ও আশীর্ব্বাদধারা শ্রাবণের ধারার ন্যায় অনর্গল বর্ষিত হইতেছে। যাঁহারা অন্যাভিলাষের 'বস্তির আবরণের দ্বারা আপাত আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইলেন বা হইবেন, তাঁহারাই ঐ ধারা হইতে বঞ্চিত হইবেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর সিদ্ধান্তের অনুযায়ী আদর্শ-চরিত্রগঠন ও তাহা সম্যগ্‌ভাবে আচার ও প্রচার না করিলে কেবল সুপারীশের জোরে বৈষ্ণবতা লাভ হইতে পারে না। স্বতন্ত্রতাই তটস্থশক্তিজাত জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যে মুহূর্ত্তে সেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার প্রকাশিত, সেই মুহূর্ত্তেই বৈষ্ণবতা প্রকাশিত। আবার তটস্থধর্ম্ম-নিবন্ধন যে মুহূর্ত্তে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার, সেই মুহূর্ত্তেই অবৈষ্ণবতার প্রকাশ।

স্বয়ং ভগবান্ ও ভগবৎপ্রকাশ বিগ্রহ আচার্য্যের বাৎসল্যলীলা-রহস্য ভক্তিসিদ্ধান্তের দ্বারা দর্শন করিতে হয়। আমরা শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর সিদ্ধান্ত হইতে কৃষ্ণ ও গৌরলীলায় প্রকৃত ভক্তবাৎসল্যের রহস্য কি, তাহা উদ্ধার করিয়া আচার্য্য-প্রকটতিথিতে শ্রীগুরুপূজার আবৃত্তি করিতেছি।

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের (১১শ স্কন্ধ) গৌড়ীয়ভাষ্যে বলিতেছেন,—

"বিষ্ণুর সহিত বিষ্ণুবৈষ্ণবের সাম্য কল্পনা করায় জগতে যে

অমঙ্গল ঘটে, তাহা নিরাকরণ করিবার জন্যই ভগবানের যদুকুল-ধ্বংসের প্রয়াস। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৎসল। কিন্তু যেস্থলে শ্রীকৃষ্ণান্তরের কৃষ্ণবৈমুখ্য বা কার্ষ্ণ্যাংশলাভের বা ভগবদ্বহির্মুখজনের মধ্যে মিত্রতাভাব, সেস্থলে কৃষ্ণের আত্মীয় জ্ঞানে বিদ্বেষিজনের প্রতি জীবের মিত্রতা অজ্ঞতারই কারণ হয়। কংসকে 'ভগব ন্মাতুল' মনে করিয়া যদি কেহ তাহাকে কৃষ্ণের অনুগত জ্ঞান করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিচার যেরূপ ভ্রমপূর্ণ হয়, দুর্জ্জনাদিকে কৃষ্ণের আত্মীয়জ্ঞানে যদি কৃষ্ণবিদ্বেষিপক্ষকে কৃষ্ণপালাপক জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সেইরূপ মায়াবাদপ্রিয় জনগণ কৃষ্ণভক্ত-বিরোধিগণকে কৃষ্ণাত্মীয়তুল্য-জ্ঞানে অবিচার গ্রহণ করিবেন। • • বিমুখ-বিগ্রহ কৃষ্ণের প্রতি আশ্রয়ের কৃত্য-বিমুখ যে-সকল আশ্রিতাভিমানী, তাহাদিগকে কৃষ্ণভক্তির বিরোধী বলিয়া না জানিয়া অনুকূলজ্ঞান, কখনই 'সুদর্শন' শব্দবাচ্য নহে।* • যদিও প্রাকৃত সহজিয়াকুল আপনাদিগকে কৃষ্ণের 'আত্মীয়' জ্ঞান করেন, তথাপি পরম-দয়াময় কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের বিনাশ-সাধনে সত্য-সঙ্কল্প অর্থাৎ তাঁহাদের কোন সেবাই গ্রহণ করেন না। বহুকুলারগণের কপটতা 'বিনীতবৎ' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারা দুর্ব্বিনীত। • • শ্রীগৌরসুন্দরের স্বীয় জননীদ্বারা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর স্থানে অপরাধমার্জ্জন প্রভৃতি লীলা ঐশ্বর্য্যের আদর্শ। শ্রীকৃষ্ণের যদুকুল-সংহার-লীলা ভক্তবাৎসল্যেরই জ্ঞাপিকা। • • শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় মিছাভক্ত-সম্প্রদায় পরস্পর প্রতিষ্ঠাশায় ভাগবাটোয়ারা ও কনক-কামিনীর অংশ-নির্দ্দেশ লইয়া এরকা বনের শর-সংগ্রহ-রূপ মিছাভক্তি-শর-দ্বারা কামবাণে আচ্ছন্ন হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করিবেন অর্থাৎ নিত্যকৃষ্ণ-বৈমুখ্যই লাভ করিবেন। * * যেরূপ শুদ্ধভক্তি-প্রচারকগণ মিছাভক্তগণের ভক্তি-বিদ্বেষকে 'ভক্তি' বলিয়া প্রচলন করা অমঙ্গলের হেতু বলিয়া জানাইয়া দেন, সেইরূপ ভাবেই নারদাদি কবিগণ কপটত্যাশ্রিতাভিমানী বহুনামকে মুচ, দুর্ম্মতি প্রভৃতি সম্বোধন করিলেন এবং বলিলেন—এই মিথ্যা-পর্ত্তে বা মিথ্যা-সাধুর বেষে তোমাদের কুলনাশন মূষল জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভোগী বিদ্ধ-গৌড়ীয়-ভক্তনাম-ধারী নেষ্টভক্তির ঔদ্ধত্য ও কপটতা প্রকটিত করিয়া দেখান। স্ত্রী-বেষের অন্তর্ধানীতায় মিছাভক্তির অকপটতা অন্তর্হিত করিয়াছে এবং মূষলের দ্বারা মিছাভক্তকুল-নাশন হইবে, ইহা জানাইয়া দিলেন। • • যদুকুমারগণ নারদোক্তি বৈষ্ণবের বাক্যে সশঙ্ক উদরাভ্যন্তর উন্মোচন করিয়া দেখিলেন যে, কপটতার জন্য বৈষ্ণবাপরাধের ফলস্বরূপ সত্যসত্যই কুল-নাশন মূষল রহিয়াছে। এই জগতে বিদ্বৎসমাজে কপটতা-নাশক মূষল কখনই ভক্তের সমাজে শান্তি বিধান করিতে পারিবে না; পরন্তু অভক্তিক্রিয়াসমূহ ও সেইরূপ অপসম্প্র-দায়ের অবিবেচনা—সমস্তই ধ্বংস লাভ করিবার আকর দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের কৃত কার্য্যের জন্য ভয় হইল, সুতরাং যাহাতে কপটতা সূক্ষ্মাকার ধারণ করে এবং ছড়াইয়া না পড়ে, তাহা হইলে আর লোকে কপটতা ধরিতে পারিবে না, এইরূপ পরামর্শ করিলেন। কিন্তু এইরূপ পরামর্শ করিয়াও তাঁহারা ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধ-নিবন্ধন তাঁহাদের কুল রক্ষা করিতে পারেন নাই। • • কৃষ্ণ যেরূপ জবিষ্ঠ কলি জন্ম গ্রহণ করাইয়া নিজ কুল সংহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরসুন্দরও তদ্রূপ ত্রয়োদশ প্রকার এবং ভাবী বহুপ্রকার অপসম্প্র-দায়ের গৌরানুগতত্রুব গৌরবংশ্য মিথ্যাভিমানী জনগণকে সংহার করিবার জন্য বিভিন্ন মায়াবাদ ও কর্ম্মবাদে জগৎ প্লাবিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার তিনি নিজ-জনগণকে কপটজন-গণের মিছা ভক্তির সহিত পৃথক্ থাকিবার জন্যও ব্যবস্থা করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলার মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের যে-সকল রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা গৌরভক্তগণ আলোচনা করিয়া বিষ্ণুতত্ত্বে প্রাকৃত জ্ঞান করিবেন না।"

এই আচার্য্যলীলায় কৃষ্ণলীলার বিংশতি বা ষাবিংশতি অনুষ্ঠানলীলা অর্থাৎ ব্রজভজন বা শ্রীরূপানুগ ভজনের প্রতিবন্ধক দূরীকরণ-লীলা তথা শ্রীগৌরলীলার মূলতত্ত্বপ্রচারী কাজী দলন লীলা, ছোট-হরিদাস-বর্জ্জন, রামচন্দ্র পুরী ও শ্রীঈশ্বরপুরীর গুরুসেবার পার্থক্য প্রদর্শন, বঙ্গদেশীয় কবির ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস দোষ নিরসন, বাউলিয়া সন্তোষ দাস, শ্রীমদ্বাচস্পতি ও শ্রীবিশ্বনাথের শ্রীচৈতন্যানন্দ-বিরোধী আচার্য্যকল্পনা দাস, অদ্বৈতবংশাভিমানে প্রেতশ্রাদ্ধানুষ্ঠান প্রভৃতি বহু বহু মতবাদের নিরাস হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পূর্ব্বাচার্য্যরবের্বিয়োগবিধুরং সচ্চিত্তপদ্মাকরং
নাস্তাহ্লাদমভক্তকৌশিকঘটাদম্ভং লয়ং লম্ভয়ন্।
মোহস্বপ্নসমাকুলং নরকুলং সম্বোধনং প্রাপয়ন্
গৌড়াচার্য্যবিভাবসুর্বিজয়তে সদ্ধর্ম্মিণাং সম্মদে॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-প্রশমাধস্তনান্বয়বর শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
শ্রীভক্তিবিনোদগৌরবাণীপ্রেষ্ঠ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী-
শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভুর নিখিলভুবনমঙ্গলময়
ত্রিচত্বারিংশদ্বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-বাসরে

ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি

ভকতি-বিনোদ- গৌর-বাণীর
চরণ-দায়িনী সিত পঞ্চমি।
অয়ি চির নন্দিতা, সুরে-বন্দিতা,
অবনত শিরে তোমারে নমি॥
বন্দি তোমারে, ওগো তিথিবরা,
কৃপা-বিগলিত সুকল্যাণি!
উষর মরুতে, এনেছ প্লাবন,
সেবা-লোকময়ী চেতনবাণী॥
ব্রজ-সুধাসারে, নিত্য স্নপিতা,
তোমার চেতন-বীণার তান;
করুণা করিয়া, জড়তা নাশিয়া,
সেবা-ব্যাকুলতা করুন দান।
(ওহে) গৌরবাণী-প্রিয়তম, কৃপানুগ মহাজন,
দীনহীন জানায় প্রণতি।
(তব) পাদপদ্মে অনুক্ষণ, আশা করি কৃপাকণ,
তুমি দেব, অগতির গতি॥
ব্যাসগুরু-পূজা কথা, সুকল্যাণ এ বারতা
আচরিয়া জানাইছে সবে;
তোমার করুণা-বলে, গুরু-পূজা-বেদী-তলে,
উপনীত হইব বা কবে?
(তব) অনুগত যত, গৌরবাণী-সেবাব্রত,
তাঁ'সবার চরণে ধরিয়া।
কবে ভাগ্যোদয় হবে, গুরুপূজা-মহোৎসবে,
সেবা-ধন লইব মাগিয়া॥
আনুগত্যে সেবাধর্ম্ম, যেবা জানে এর মর্ম্ম,
তাঁ'র পদ মোর সুসম্বল।
আশ্রয়েরে তেয়াগিয়া, বৃথা দম্ভ প্রকাশিয়া,
সর্ব্বনাশ একমাত্র ফল॥
পরম আনন্দকন্দ, অভিন্ন-শ্রী-নিত্যানন্দ-
শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী;
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনধন, করিবারে বিতরণ,
কৃপারসে বিগলিত অতি।
জগত ভরিয়া তাঁর, বিতরিলা কৃপাসার,
কতই না সুযতন করি';—
এ' হরি-বিমুখ ভবে, প্রচারিলা কতভাবে,
নিত্যসেবা জগন্নাথ হরি॥
সে মহাবদান্যলীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
জয় জয় করুণা-প্লাবন।
সিদ্ধান্ত-ভাণ্ডার তাঁর, অবিকৃত রাখিবার,
মহাজনে কৈলা নির্দ্ধারণ॥
শ্রীশচীনন্দন-হরি, সিদ্ধান্ত-মঞ্জুষা-ধরি,
স্বরূপেরে দিলা রক্ষাভার।
সিদ্ধান্ত-বিরোধ কভু, না সহেন সেই প্রভু,
'গৌড়ীয়া-সমাজ' পাল্য তাঁর॥

শ্রীচৈতন্যবাণী ধরে, বিলাস করিলা ভবে,
ভকতি-সিদ্ধান্ত প্রভুরূপে ;
করিবারে সংরক্ষণ, দিলা সেই গোপ্যধন,
তোমা হেন অভিন্ন-স্বরূপে।
গৌরার মরম-কথা, সুগোপন সে বারতা,
জানিতেন শ্রীরূপগোঁসাই।
শ্রীরূপ প্রভুর প্রায়, চিত্তে তব সদা ভায়,
গৌরবাণী-মরম সদাই ॥
গৌরবাণী-মনো'ভীষ্ট, সতত পূরণে নিষ্ঠ ;
হে সিদ্ধান্ত-সাম্রাজ্যরক্ষক।
তব কৃপা-স্পর্শ বিনা, বাজে না যে সেবা-বীণা,
জানে, যাঁরা বাণীর সেবক।
শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে, জগতের সর্ব্বস্থানে,
অধর্ম্মের হ'ল পরাক্রম।
সে দুর্দ্দিনে ভগবান্, করিলা প্রকাশমান,
ভাগবত-সূর্য্যের বিক্রম ॥
ভাগবতোত্তমবর, গৌরকৃপাশক্তিধর
ভকতি-বিনোদ-গৌরবাণী।
তাঁহাদের তিরোধানে, কলি হ'তে পরিত্রাণে,
রক্ষাকর্ত্তা তোমারেই জানি ॥
প্রভুপ্রেষ্ঠ পাত্ররাজ ! গৌড়ীয়সমাজ আজ,
বরিয়াছে তব শ্রীচরণ।
অসত্য দেখাক ভয়, তাহাতে কম্পিত নয়,
সত্যরূপে যে করে গ্রহণ ॥
গৌরবাণী-কৃপাশক্তি, তোমাতে ধ'রেছে মূর্ত্তি,
ভক্তজনে পুষ্প-সুকোমল।
অধর্ম্ম-অসত্য যথা, বড় ভয়ঙ্কর তথা,
সমুদ্যত বজ্রের অনল ॥
শ্রীগুরুবিরোধী যারা, শুষ্ক আম্নায়ের ধারা,
পশুবলে কৈল অস্বীকার
অভক্তির এ' তাণ্ডব, করিবারে পরাভব,
প্রভো, তব করুণা অপার ॥
আম্নায়-প্রবাহ নিত্য, তাঁর পূজা নিত্য কৃত্য,
এই তত্ত্ব ভকতির প্রাণ।
মুক্তকুল অবিরত, আম্নায়-ভজনে রত,
আম্নায়-রক্ষক ভগবান্ ॥
জয় জয় আচার্য্যপ্রবর !
তোমার উদয়ে আজি, নূতন আলোকে সাজি'
সজ্জনেরা সুখী নিরন্তর।
গুরুগৌর-চিত্তবৃত্তি, তাহাতেই অনুরক্তি,
সেই ভাবে তুমি বিভাবিত।
গূঢ় সেবা-অনুকূলে, রহিয়াছ কুতূহলে,
বিপ্রলম্ভে সদা উদ্দীপিত ॥
গুরুপূজা করিবার, বিন্দুমাত্র আশা যাঁ'র,
অকপট মানসেতে রয়।
অজস্র করুণাধার, বরিষ হে অনিবার,
তাঁ'র প্রতি হইয়া সদয় ॥
ত্যাগবাদ, ভোগবাদ, শুষ্কা ভকতির বাধ,
উভয়েরে অপসারি দূরে।
শ্রীহরি-ভজন-নীতি, প্রচারিতে তার রীতি,
অবতীর্ণ তুমি মর পুরে ॥
শ্রীরূপমঞ্জরীপদ, সেই তব সুসম্পদ,
শ্রীরূপময়ী বাণী তব ধন।
সেই ধ্যান, সেই জপ, সেই তব মন্ত্ররূপ,
রূপ-দ্যুতি, তব আভরণ ॥
মঠ-মন্দির বাণীময়,— ইট কাঠ কভু নয়,
চৈতন্য-মঠের তুমি প্রাণ।
হেন দিন কবে হবে, বাণী-আরাধনোৎসবে,
গাবো সুখে তব গুণগান ॥
আমি ত' ভকতিহীন, নাহি বাজে হৃদি বীণ,
মায়াসক্তি হইয়াছে বলী।
কোন্ মন্ত্রে আবাহিব, কিরূপে বা সাজাইব,
নগণ্য এ বন্য পুষ্পাঞ্জলি ?
আজি এ সুখের দিনে, আশা করে দীন হীনে,
বামন যেন গো চাঁদ চায় ;—
কৃপা করি' অকৈতবে, এ ক্ষুদ্র অঞ্জলি লবে,
রাতুল কমল দুটী পায় ॥

—ভবদীয় পাদপদ্ম-কৃপা-কণাভিলাষী
জনৈক সেবক

পঞ্চমী-প্রশস্তি

[প্রাপ্ত]

ভগবৎ-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীনন্দদেবাভিন্ন জগদাচার্য্যবরেণ্য পারমপদ্ম প্রকাশ করিয়া যে ভাদ্র-শুক্লা-পঞ্চমী তিথি আজ জগতের দ্বারে পরম করুণাভরে সমুপস্থিতা হইয়াছেন, তাঁহাকে আমাদের নিত্যোপাস্যা জানিয়া সর্ব্বাগ্রে বন্দনা করিতেছি। শ্রীস্বরূপশক্তিরূপিণী ঈশ্বরী শ্রীসীতাদেবীও এই তিথিতে জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়া কেবল ভগবৎ-সুখৈকতানা হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণের সংসার করিবার শিক্ষা জগতে দান করিয়াছেন, এজন্য তিনিও লোক-শিক্ষয়িত্রী আচার্য্যা। যাহা শুক্লা-পঞ্চমী তিথিতে গৌরশক্তি প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বিপ্রলম্ভভাবদ্বারা ভগবানের সম্যক্ ইন্দ্রিয়-বৃত্তিবিধান শিক্ষা দিয়া আচার্য্যরূপেই জগতে প্রকাশিতা। বর্ত্তমান গৌড়ীয় সমাজের পরমারাধ্যতম নিত্যারাধ্যদেব শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুরের যাহা কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে আবির্ভাব তাঁহার রাধা-নিত্যজনত্ব বা গৌরশক্তি-স্বরূপত্ব প্রকাশ করিয়াছে।

মায়াবাদাচার্য্য শ্রীশঙ্করও বৈশাখের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। শঙ্কর: শঙ্কর: সাক্ষাৎ। শঙ্কর বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভগবৎপ্রিয়তম শম্ভুরই অবতার; তিনি ভগবানের 'মাক গোপয়' এই আদেশ পালন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, সেজন্য তিনি তাঁহার পরম মঙ্গলময় বৈষ্ণবরূপ আবৃত বা গোপন রাখিয়াছেন। আমরা শ্রীবৈষ্ণবগণের বাণীতে শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছি যে, বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর "যস্য শ্রীচরণকমলে···শেষশায়ীস্থিতির্নঃ"—ভজন-গীতির উদ্ধিই পরম বিপ্রলম্ভরসের আস্বাদনপর মূল আশ্রয়বিগ্রহের অভিন্ন প্রকাশ মূর্ত্তি। শ্রীশঙ্করাচার্য্যও শম্ভুস্বরূপে সংকর্ষণ রামের নিত্য পার্ষদ, অতএব তাঁহা হইতে অভিন্ন। জগতে অমঙ্গল-উন্মূলন দ্বারা বিতরণই জীব-দুঃখদুঃখী ভগবৎ করুণাশক্তি আচার্য্যবৃন্দের কার্য্য। আমরা শঙ্করাচার্য্যের নিকট ব্যতিরেকভাবে এই কথার সন্ধান পাই আর গৌড়ীয়াচার্য্যবরের শ্রীপদনখপ্রান্তে অন্বয়ভাবে সেই কথার উৎস দেখিতে পাইতেছি। ভগবানের শক্তি তাঁহার সহিত অভিন্না; সুতরাং শক্তিগণও পরস্পর অভিন্না। একই তত্ত্ব, তথাপি তাঁহাদের লীলায় এই বৈচিত্র্য আমাদের চক্ষে বিস্ময়কর ও আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হয়।

ভগবান্‌কে প্রকাশ করাই আচার্য্যের লীলা। আচার্য্য শঙ্কর ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্যভার লইয়া জগতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য ভগবান্ বা তত্ত্ববস্তুকে গোপন করা, যাহাতে বহির্মুখ প্রজাসৃষ্টি উহাতে ভক্তি-প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীনারদপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের অভিযান ঠিক ইহার বিপরীতমুখিকে। ভগবান্ নারদের সেই বৃত্তি শ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের চরিত্রে অত্যন্ত পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য ও কৃষ্ণপ্রীতো সন্ন্যাস আশ্রমধর্ম্মের অবশিষ্ট হইয়া ভগবদিচ্ছা পরিপূরণের অনুকূল হউক। আমাদের—ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনই রুদ্ধ হয় না, বর্ত্তমান আচার্য্যপাদের আবির্ভাব-দ্বারা জগতে ইহা বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার বাণীতে জানি, আচার্য্য-ধারা বা শ্রীভক্তিবিনোদ-সোত্রবর্দ্ধনের কার্য্যে সকলে যদি সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ না করেন, তাহা হইলে, বহির্মুখ প্রজাসৃষ্টির বা নূতন নূতন অন্যাভিলাষ বরণের দক্ষতা অর্জ্জনই সার হইবে। কামবীজ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া নূতন নূতন কামনা ও কামনার বীজ উৎপন্ন করিবে। এই ইতর কামনাই ভবের দুঃসঙ্গ।

বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের প্রথম আদেশ—দুঃসঙ্গ ত্যাগ। আমাদের—ধারায় বা অন্যত্র গোত্রে প্রবেশ করিয়া গোত্র বর্দ্ধন করিতে হইলে প্রথমেই অসৎসঙ্গ বা দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন করা একান্ত আবশ্যক। অসৎসঙ্গ বলিতে আচার্য্যগণের বাণী অনুসারে আমরা যোষিৎসঙ্গী এবং কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গকেই জানি কনক-কামিনী-সঙ্গীই যোষিৎসঙ্গী এবং প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষীই কৃষ্ণাভক্ত। বাহিরে তিনি কনককামিনী-ত্যাগী হইলেও তিনি কৃষ্ণভক্তির বিপরীত স্বভাব বিশিষ্ট। কনককামিনী বিষয়বিগ্রহের একচেটিয়া সম্পত্তি এবং প্রতিষ্ঠার মূলিক মূল আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যাহারা কনককামিনী ভোগের আশায় ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা কৃষ্ণের সহিত পায়ারারি করিয়া বিরোধিতা করে।

যাহারা প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত, তাহারা আশ্রয় ও বিষয় উভয়ের সহিত বিরোধ করে, কেহ তাহাদের বৃত্তি আরও অন্যত্র। উহা স্বরূপানুবৃত্তি অর্থাৎ অণুচিৎ কৃষ্ণদাসানুদাসের অনুকূলিক বিপরীত ভাব উৎপন্ন করে।

শ্রীশঙ্কর তাঁহার মায়াবাদ-অলঙ্কার স্থাপন করিতে গিয়া আশ্রয়বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকারই করেন নাই। তিনি বলেন—'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা', একমাত্র ব্রহ্মেরই সত্তা বা প্রতিষ্ঠা আছে, জগতের অনন্ত বৈষম্যসত্তাকে তিনি যে ব্রহ্মসত্তার অনুকৃতিতে বিলোপ করিতে চান, সেখানে যে তিনি ক্রমপরম্পরাক্রমে লোকবঞ্চনের কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে একটী মস্তবড় বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। অবিদ্যা-পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মখণ্ড (?) যত বেশী সংখ্যায় তাঁহার নিকট আসিবেন, ততই তাঁহাদের পৃথক সত্তা বা বহুত্বের ভাব করিয়া যাইবে, সুতরাং তাহাতে লোক বা লোকী বৃদ্ধি না পাইয়া ত' হ্রাসই হইবে। শ্রীবলদেব প্রভুই চিদ্‌চিৎ সকল সত্তার মালিক। তটস্থশক্তি-পরিণত যে জীব নিজেকে অচিৎ মনে করিয়া কাল্পনিক অচিৎসত্তার অভিমানে ব্যস্ত, তাহাকে বলদেবই কৃপা করিয়া তাঁহার চিৎসত্তার অনুকূলে দিতে পারেন। চিৎসত্তার অভিমানে সে নিজেকে 'গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ' বলিয়া জানে। বলদেবাভিন্ন আচার্য্য জীবের অচিদভিমান জ্ঞানাঞ্জনশলাকা-দ্বারা দূর করিয়া দেন; সে তখন নিজেকে চেতন বা চিদ্বস্তু বলিয়া জানে এবং ভগবানের চিদ্‌বৈভব তাহাতে উত্তরোত্তর প্রকাশিত হয়।

আচার্য্য শঙ্কর "মায়া গোপয়" বাণীর পরিপালক। তিনি 'তৎ'বস্তু বা তত্ত্ববস্তুকে আবরণ করিতে আসিয়াছেন। ভগবান্‌কে, নিজেকে, জীব এবং প্রকৃতি সকলকেই গোপন করিয়া ফেলিয়াছেন। নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক বলিয়া ভগবান্‌কে আবরিত করিয়াছেন, মায়াবাদাচার্য্যরূপে নিজের বৈষ্ণবত্বেই শঙ্করূপ লুকাইয়াছেন। যদি তিনি এইরূপে জগতে প্রকটিত না হইতেন, তাহা হইলে, এতটা ব্যাপক ভাবে তাঁহাকে লোক ভ্রমপূর্ণ চক্ষে দর্শন করিত না, হয়ত বা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কিছু উপলব্ধি করিতে পারিত। অণুচিৎসত্তা-বিশিষ্ট জীবের, দাসানুদাসরূপে কৃষ্ণপাদপদ্মে স্থিতিই প্রকৃত স্বরূপ, শঙ্কর তাহা হইতে জীবকে ব্রহ্মসত্তার অভিমানে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া তাহার স্থিতি বা প্রতিষ্ঠাই নষ্ট করিয়াছেন। সেব্যবস্তু আছেন, সেবক নাই; বিষয় আছেন, আশ্রয় নাই;—এই আশ্রয়হীনতার বিচার জীবের প্রকৃত স্থিতি বা অবস্থান বা প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিয়াছে। অণুর পক্ষে অসম্ভব যে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, তাহারই বৃথা আশায় জীব কেবল স্ব-স্বরূপকেই লাভ করিতেছে। প্রকৃতি বা অবিদ্যাকেও তিনি প্রকারান্তরে ব্রহ্মের উপরই স্থান দিয়াছেন।

ভগবৎ-প্রকাশবিগ্রহ আচার্য্যবৃন্দের একমাত্র কার্য্য সকল বস্তুকে প্রকাশ করা। আচার্য্য শঙ্কর নিজেকে আবৃত করিলেও পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের বাণীতে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারি। বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরু আচার্য্যদেবের কৃপায় শম্ভু-স্বরূপে শঙ্কর শ্রীভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ সংকর্ষণের অভিন্ন-মূর্ত্তি হইয়াও কেন ভগবান্‌কে গোপন করিবার কার্য্যে আদিষ্ট হইলেন বা ঐ কার্য্যে ব্রতী হইলেন, তাহা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইতেছে। শম্ভুর দুই রূপ আছে বৈষ্ণব-দর্শনে তিনি জগদ্গুরু 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' এই বিচারে। বৈষ্ণব-দর্শনেই তাঁহার শিবত্ব বা শম্ভুত্ব প্রকটিত, সেখানে তিনি মায়াতীত, মায়াসঙ্গী নহেন। তাঁহার অন্যরূপ রুদ্র বা সংহার মূর্ত্তি। এই সংহার-মূর্ত্তিই তাঁহার বঞ্চনাময় রূপ। এই রূপেই তিনি বৈষম্যসত্তা-লোপ-চেষ্টোন্নিরত মায়াবাদাচার্য্য। শিব বা বলদেবের কার্য্য—স্থিতি, প্রকাশ, আর রুদ্রের কার্য্য তদ্বিপরীত। সংকর্ষণ যেরূপ তাঁহার সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত স্বরূপ-বৈভব ভগবদ্ধামে ওতপ্রোত ভাবে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, তদ্রূপ তাঁহার অভিন্ন অংশ বা সদাশিব স্বরূপ সংকর্ষণাংশ মহাবিষ্ণু বৈকুণ্ঠপতি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শক্তিমদ্রূপে অর্থাৎ জড়জগতের উপাদান কারণরূপে নিত্য বর্ত্তমান। আবার অন্যদিকে রুদ্র প্রকৃতিসঙ্গী হইয়া প্রকৃতি-পরিণত দৃশ্য প্রধানরূপে বা জড়বিশ্বের উপাদান অণু পরমাণুরূপে চিন্ময় অবয়বজ্ঞান ভগবদ্দর্শনে বাধা বা বিঘ্নরূপ হন—সেবাবিমুখ জীবকে আবরণে ও বিক্ষেপ করেন।

সংহারমূর্ত্তি হইয়া জগতে প্রলয়সৃষ্টি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য শঙ্কর ত্যাগধর্ম্মাদি প্রচার করিয়াছেন। বৈরাগ্যাদি উৎপাদন করিবার জন্য যে পঞ্চোপাসনাদি তিনি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সকলচিত্ত জনগণ সেই পঞ্চোপাসনাতেই নিরত থাকিবে; ক্রমে

নৈষ্কর্ম্য অবলম্বন করিয়া বৈরাগ্য আশ্রমের মতি তাহাদের হইবে না। বেদও কর্ম্মকে দুষ্কৃতিপ্রসূত বলিয়া জানাইয়াছেন, এবং লোকেরও ইহা সহজে উপলব্ধি হয়; সুতরাং নৈষ্কর্ম্যকে ফলরূপে ব্যক্ত করাইয়া লোককে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। তিনি জানেন যে, অজ্ঞাভিলাষী জীবকে একবার কামনার উদ্দীপক কর্ম্মপথে প্রবৃত্ত করিয়া দিলে তাহারা আর তাহাকে কোনমতেই ছাড়িতে চাহিবে না। যদিই বা কেহ কর্ম্ম করিয়া তাহাতে তৃপ্ত না হয়, তখন তাহাকে জ্ঞানের পথ দিয়া ব্রহ্মানুভূতি বা নির্ব্বিশেষ ভাবে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যাইবে, তাহাতে বর্ত্তমানে তাহাকে লক্ষ্যভ্রষ্টের কার্য্যের মধ্যে না দেখা গেলেও বহির্ম্মুখতা-বৃদ্ধির জন্য, চরমফলে তাহাকে দিয়াই ঐ কার্য্য আরও সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইবে। "যে সেবকাভিমানী ত্যাগী-বৈরাগী হৈতুক-নাস্তিকেরা অন্যান্য ক্ষুদ্রক্ষুদ্র নির্জ্জন ও শ্রীবৈকুণ্ঠাদিধাম বিরজায় ও ব্রহ্মলোকে এবং ক্ষুদ্রক্ষুদ্র অন্যান্য জড়বিলাসিগণ দেবীধামে গুণ-সম্ভূত তৈজস মহাকাল ও গুণস্থা তৈজসী মহাকালীর ঊর্দ্ধ ও অধঃ দক্ষরূপ নির্ভেদ নির্জ্জন কেবলাদ্বৈত-জ্ঞানে এবং গুণত্রয় সাম্যাত্মক অঙ্গ পুং-প্রকৃতিরূপ ভবানীকন্দুক রূপ সগুণ দ্বৈত জ্ঞানে যে সংসার লাভ করে, তাহাতে পরিণামে নিজেদের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, পরে চিরতরে আঁধারে মিশিয়া যায়।" যেখানে কেবলাদ্বৈত জ্ঞান এবং দ্বৈতজ্ঞান বা কর্ম্ম-চেষ্টার ফলেই জীবের সংসার লাভের কথা পাইতেছি।

আমরা বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লীলায় কর্ম্ম ও জ্ঞানের আবরণ দূর করাই একটী বৈশিষ্ট্য বলিয়া দেখি। বর্ত্তমান আচার্য্যপাদের চরিত্রে উজ্জ্বলভাবে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতেই শ্রীল প্রভুপাদ বীজ অঙ্কুরিত করিয়াছেন এবং অঙ্কুরিত ক্ষেত্রে শ্রীল আচার্য্যদেব আগাছা পরিষ্কার এবং প্রকৃত অঙ্কুরকে বর্দ্ধিত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। জ্ঞানের আবরণে কর্ম্মপ্রেরণা অথবা কর্ম্মদ্বারা জ্ঞান-প্রাপ্তিতে নৈষ্কর্ম্য-স্বীকার প্রভৃতি সকল বৃত্তিকেই সেবায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং এই প্রবর্ত্তন-দ্বারা জড় কর্ম্ম ও জ্ঞান দুইই নিরস্ত হইয়াছে। সম্বন্ধ জ্ঞানের দ্বারা সেবা-প্রবৃত্তি এবং সেবার দ্বারা সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ে ভক্তিপ্রতিকূল আগন্তুক কর্ম্ম-সমূহকে (তাহা পুণ্য বা ছলসেবা হইলেও) সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জনের শিক্ষা অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত-দ্বারা জানাইয়াছেন। যাঁহারা সিদ্ধান্তকে Intellectualism মনে করিয়া প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে সম্বন্ধ-জ্ঞানের আলোচনা বা শব্দানুশীলনকে চরম বলিয়া মনে করেন, অথবা 'আমি গুরুদেবের সেবক হইয়া গিয়াছি, এখন আমি যাহা করি, তাহাই সেবা, কর্ম্মের অকর্ম্ম মাত্র বিচার করিয়া প্রতিকূল জ্ঞানে উহা বর্জ্জন করিবার আর প্রয়োজন নাই', অথবা এইরূপ বিচার অবলম্বন করেন, তাঁহারা গুরুপাদপদ্মে "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ" রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না। আচার্য্যদেবের লীলায় সেবা, সেবক ও সেবার স্বরূপের সহিত বিরূপেরও প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। শঙ্কর যেরূপ সমস্ত বস্তুই আবৃত করিয়াছেন, বর্ত্তমান আচার্য্যপাদের অনুসরণে তাহার বিপরীত ক্রমে বস্তুর সহিত অবস্তুর অর্থাৎ বস্তুর অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশ আমরা দেখিবার সৌভাগ্য পাইতেছি।

শঙ্কর প্রপঞ্চাতীতকেই প্রাকৃতরস বলিয়া জানাইয়াছেন। শঙ্করের গুরুদেবের মতেও, শিবের বক্ষঃস্থিত ভবানীকন্দুকেরই একটী রূপ। তাঁহার এই আচরণ দ্বারা ইহাই প্রচারিত হইয়াছে যে, "বিলাসমাত্রই জড় এবং জীবের ভক্ত বর্জ্জিত, তত্ত্ববস্তুকে যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দেহকে জড়বিলাস অপবিত্র করিয়া তাহাকে অসিদ্ধ করিতে পারে। অতএব বৈরাগ্যদ্বারা বিলাসকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করাই সিদ্ধি-লাভের উপায়।" জগৎ জড়বিলাসে আকৃষ্ট মজ্জিত, তাহারা ইহাতে ভয় পাইয়া অনর্থের দ্বারাই কামঅর্থের সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীল আচার্য্যদেবের আচার প্রচার এবং সিদ্ধান্তদ্বারা যে শিক্ষা আমরা পাইতেছি, তাহাতে জানিতে পারি যে, জড়জগতে বিলাস বলিয়া কথাই নাই এবং যাহাকে আমরা বিলাস মনে করি, উহা বিলাসরাহিত্যের দিকে বিলাস-স্বরূপের নিবিড় প্রচারণারই বিকার অথবা অভিধান এবং অধিষ্ঠান বিলাসী পুরুষ কৃষ্ণকে 'ভোক্তা' মাত্র। এ জড় দেহ ভাগ্যবান্ জীবের সেবোন্মুখ-চেষ্টায় ব্যতিরেক ভাবে সহায়তা করে। বহির্ম্মুখজীবের সংশোধনের জন্য ভগবান্ এই জড় দেহ দান করিয়াছেন। "আমি কৃষ্ণশক্তি, জড়বিলাসে মত্ত হইলেও আমার কার্য্য

বিজ্ঞপ্তি

১

নিখিল ভক্তচিত্তে হর্ষে ভ'রে' দিয়ে আসে নিতি,
সকল ভক্তা এ বাদরী তিথি।
সেথায় আহ্বানে চির উদাসীন অন্তর আমার,
কর্ণে তাই নাহি বাজে আলোকের জয়োৎসব-তান;
অকলঙ্ক শশি দেখে আলোকের মহা-অবসান;
আমি মরি ঘুরে—
মরম তিমির মাঝে বক্ষে ল'য়ে ব্যর্থ অভিমান—
সেথা-বীথি হ'তে বহুদূরে।

২

শুভ পৌষাব্দের পদ্ম হেন কালে মোহিল মধুপে—
সাড়া দাও জাগরণী সুরে।
জীবের সৌভাগ্যাকাশে হের' শুভ অরুণ-উদয়—
নিত্যজীবনের ধন পাষণ্ড অশোক, অক্ষয়।
দুর্বলে লভিছে বল, অসহায় পেয়েছে আশ্রয়;
তুচ্ছ দুখ কাদে—
তুমি থাকিতনা ঘুরে, হে পতিত, এস পাছ জয়
পতিতপাবন তাঁর নামে।

৩

সবার পশ্চাতে থাকি পূর্ণিমার রাতুল চরণ,
আলিঙ্গিছে তাই দীন জন।
সেবাধন বিনা ব্যর্থ রিক্ত হায় ধরিত্র জীবন,
আপন হীনতা স্মরি খেদ মনে জাগে অনুক্ষণ;
তবু এই আশা জাগে, হে দয়াল, অনাথ-শরণ
করুণা তোমার—
ধরিত্রেরে ধন্য করে, সৌন্দর্যমাঝে করি' আকর্ষণ,
আলোকের দেব অধিকার।

৪

হেরিব স্বরূপ তব— জড়প্রায় আমি হীন দীন
ধরণীর ধূলায় মলিন।
তোমার উদারে ছন্দ তারি লাগি অনাহত বাজে,
অমৃতের বার্তা আনে মরণ আহত বিশ্বমাঝে।
স্বপ্রকাশ তোমা হেরি মায়া মহে অতি দূরে লাজে—
এ ধরণীতলে
করুণামূরতি তব নয়নাভরূপে নিত্য রাজে
নাহি দুখ শুধু কোনকালে।

৫

বাণী-তীর্থ দ্বারদেশে দাঁড়ায়েছে 'সুদর্শন'রথ
হে বাণী-বিনোদ প্রভুবর!
অযোনিজ বিষ্ণু করে সুদর্শন শোভে জ্যোতির্ময়,
বিশ্বেষীর কুদর্শন নাশি করে অদর্শনে লয়
তব বাণী-সুদর্শন ওহে স্রষ্টা পূর্ণ করি তায়
সার্থক করি'
দেবার শ্রীনামে নিত্য সম্মিলিত আত্মার-বিশ্বের
রূপ-রস-লীলা সুমাধুরী।

৬

বন্ধুর সত্যের পথ— নহে তাহা সরল সরল
পুষ্পশয্যা সম সুকোমল।
কোটি কণ্টকেতে ঢাকা—সুদুর্গম যেন দুরবার
সত্যপথ চিরদিন;—সত্য নহে পণ্য বাণিজ্যার।
কুহকিনী মায়া পুনঃ কত ছলে রচিছে আঁধার
ঢাকিছে নয়ন—
তথাপি সে পথ সত্য একমাত্র গতি সবাকার
তারে ছাড়ি বিফল জীবন।

৭

সুদুর্দিন সেই ক্ষণে জগতের জীবে দিতে দান
আসিয়াছে করুণা-নিধান।
শত হাতে শত লিখি বিথারিয়া সত্যের বৈজয়ে,
মুখর জগতে করি চির মৌন শত কণ্ঠরবে,
বিতরিছ বিশ্বমাঝে গোকুলের মহামহোৎসবে;
তব শ্রীচরণে—
পৌষীয়-গৌরব দেব! শুধু প্রতি কণু লাভ হবে,
এই ভিক্ষা যাচি শুভক্ষণে।

৮

বিরহের সান্ত্রমূর্তি পাষণ্ড বক্ষে বহ নিতি,
আলো-কালো হে বাদরী তিথি!
বেণুর পঞ্চম তান, পঞ্চম রসের মধুরিমা,
জীবের পঞ্চম অর্ঘ, পঞ্চ তত্ত্ব উদার মহিমা,
পঞ্চমীর সমাবেশে রচে কোন গোলোক-সুষমা
নিত্যই নূতন!
অনুভূতি লাভে কণু অধিকার পাবে সর্বজীবন
এই আশে যাচে কৃপাকণ।

—শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণরেণুপ্রার্থী
জনৈক সেবকাধম।

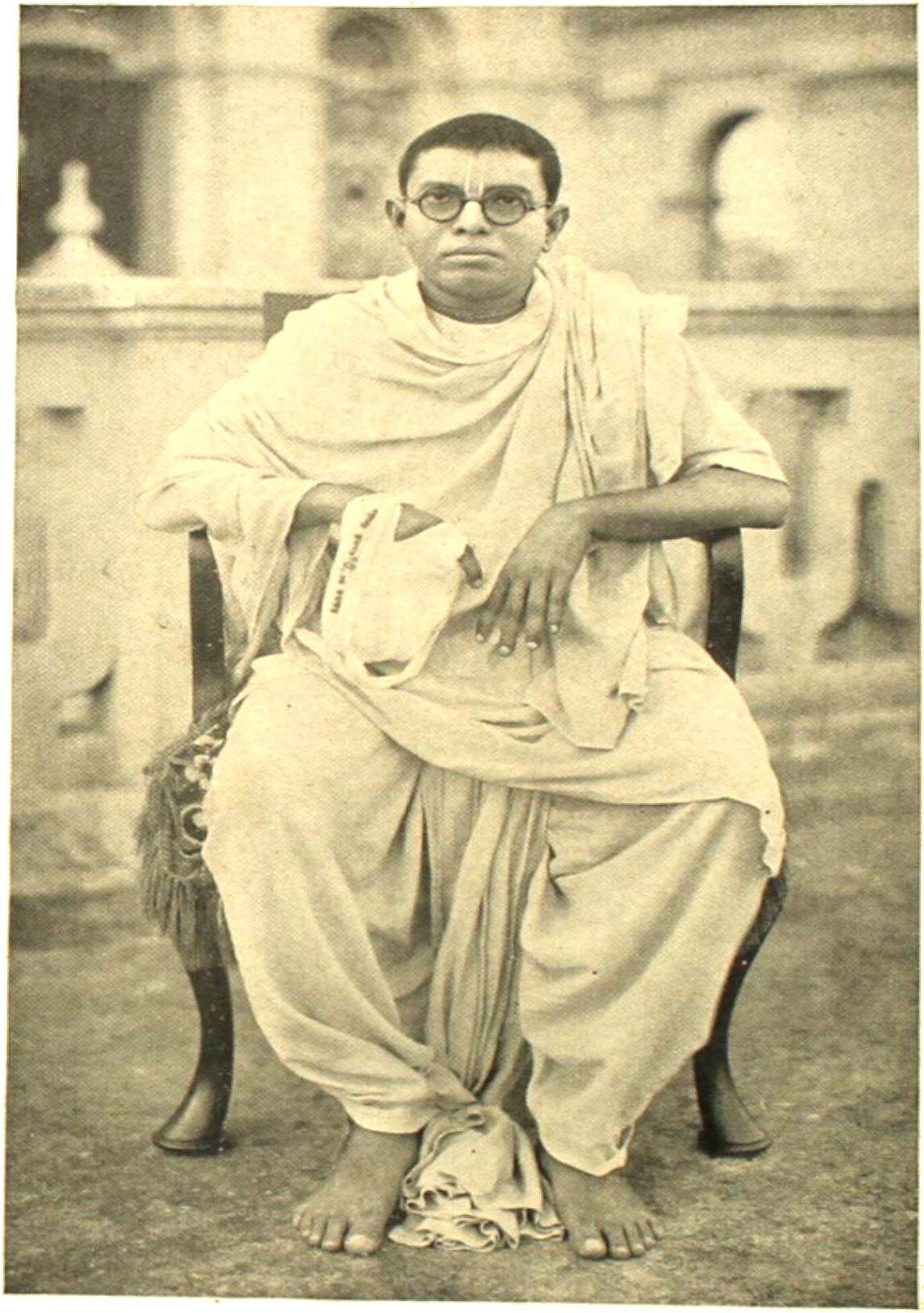

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায়-দশমাধস্তনাম্নায়বর আচার্যবর্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস
শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-দশমাধস্তনাধস্তরবর ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ভক্তিবিনোদগৌরবাণী-প্রেষ্ঠ ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুচরণের

নিখিলভুবনমঙ্গলময়ী

ত্রিচত্বারিংশত্তম আবির্ভাববাসরে

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

শ্রীচৈতন্যবাণীর মনোঽভীষ্ট-পরিপূরক পতিতপাবন আচার্য্যদেব! আমাদের নিত্যারাধ্য পরমাভীষ্টপাদপদ্ম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে শ্রীব্যাসাভিন্ন আপনার আচার্য্য-লীলা-প্রকাশে আমরা অকূল-পাথারে এক অদ্বিতীয় অবলম্বন লাভ করিয়াছি। উৎকলপুরুষোত্তম হইতে আপনার নিত্যসিদ্ধ-আচার্য্য-লীলা প্রকটিত হইলেও শ্রীচৈতন্যমঠে গৌরাবির্ভাব-দিবসে আপনার আচার্য্য-লীলা-প্রকাশের বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত হইয়াছে।

হে স্বরূপ-রূপানুগবর আচার্য্যবর্য্য, আপনাতে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যের যাবতীয় লক্ষণ সজ্জনগণের নিকট পরিস্ফুট; কিন্তু ঔলূক্যধর্ম্মবিশিষ্ট ও আলবন্দারু ঋষি-কথিত রাজস ও তামসগুণ-সম্পন্ন অদৈব-প্রকৃতি জীবগণের নিকট তাহা অবিদিত—

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্ট-
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥

আপনি পরমোৎকৃষ্ট শুদ্ধসত্ত্বদ্বারা রচিত শীল, রূপ ও চরিত্র-সম্পন্ন বলিয়া তমঃপ্রধান অসুরস্বভাববিশিষ্ট জীবগণ আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না। আপনার শ্রীচরণে প্রপন্নজনই আপনার কৃপায়ই আপনার স্বরূপাবধারণে সমর্থ শ্রীব্যাসাদি প্রসিদ্ধ পরমার্থবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত-শ্রবণমুখে শুশ্রূষুজনগণ আপনাকে জানিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত অপরে আপনাকে কিছুই বুঝিতে পারেন না।

হে স্বরূপ-রূপানুগভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শ্রীচৈতন্যবাণীজীবাতু আচার্য্যদেব! শ্রীব্যাস ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাদি আচার্য্যগণ-কথিত আচার্য্য-গুণগ্রাম আপনাতে স্বতঃই প্রস্ফুটিত—

পঞ্চরাত্রপ্রবুদ্ধস্তু সিদ্ধান্তার্থস্য তত্ত্ববিৎ।
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি হ্যাচার্য্যঃ স বিশিষ্যতে ॥
যস্য বিষ্ণৌ পরা ভক্তির্যথা বিষ্ণৌ তথা গুরৌ।
স এবাচার্য্যস্তু জ্ঞেয়ঃ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥

(হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র)

আচার্য্যস্তু ভবেন্নিত্যং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ।
শৌচাচারপরো নিত্যং পাষণ্ডকুলনিস্পৃহঃ ॥

(মাৎস্য)

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥

(বায়ুপুরাণ)

হে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রেষ্ঠ বিগ্রহ! আপনি শ্রীচৈতন্যমঠের প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী সেবকের আত্মা ও সর্ব্বস্ব। শ্রীচৈতন্যকথিত দ্বিবিধ

অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনে আপনার সুদৃঢ় নিষ্ঠা, আপনার নিরপেক্ষতা ও নিষ্কপটতা, আপনার নির্ম্মল-চরিত্রের অকৃত্রিমতা, আপনার ভক্তিসিদ্ধান্তে শ্রীস্বরূপ-রূপ-ভক্তিবিনোদ-সরস্বতীর ন্যায় অতুলনীয় সহজস্ফূর্ত্তি, আপনার আজন্ম নিত্যসিদ্ধ ভাগবত-প্রীতি সর্ব্বতোভাবে আপনার আচার্য্যত্ব প্রকাশ করিয়াছে।

হে রূপানুগবর আচার্য্যদেব! শ্রীরূপ-রঘুনাথের প্রচারপ্রণালীই যে একমাত্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের আরাধ্য, শ্রীল প্রভুপাদের এই সর্ব্বপ্রধান কথাটী আপনিই সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। আপনি ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধ, নিবন্ধের পূর্ণ তাৎপর্য্য আর কেহ দন্তস্ফুট করিতে পারেন না,—ইহা আমরা নিরন্তর প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আপনার কৃপা ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের ভাব, ভাষা ও বক্তব্য বিষয় সকলের নিকট অবিদিত—ইহা নির্ভীক সত্য। যদি শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে তদীয় নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ আপনার উদয় না হইত, তাহা হইলে আজ কে তাঁহার অপ্রাকৃত বাণী সংরক্ষণ করিতেন? কেই বা প্রভুপাদের অনুগমনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্ট-স্বরূপ ভাগবত-সিদ্ধান্তের প্রচার করিতেন? আপনি শ্রীল প্রভুপাদের যাবতীয় ভক্তিসিদ্ধান্ত-গ্রন্থের সঙ্কলনকারী। শ্রীল প্রভুপাদ আপনার হস্তেই তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ, নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও তাঁহার পত্রাবলী, উপদেশাবলী লেখাইয়াছেন এবং আপনি শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরের কথা ও উদ্দিষ্ট-বিষয় বুঝিতে পারিয়া অপ্রকাশিত ও অসম্পূর্ণ-বিষয় পরিপূরণ করিতে পারেন,—ইহা শ্রীল প্রভুপাদ কোটীকণ্ঠে আনন্দভরে সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিতেন। যেমন শ্রীরূপ মহাপ্রভুর হৃদয়ের ভাবানুযায়ী শ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুর অন্তরের তাৎপর্য্য জ্ঞাত ছিলেন বলিয়া অন্তরঙ্গ নিজ-জন ও সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের আচার্য্যরূপে অভিনন্দিত হইয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদের লীলায়ও আপনি সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

হে শ্রীস্বরূপানুগবর! আপনি শ্রীল স্বরূপ দামোদরপ্রভুর অভিন্ন-বিগ্রহরূপে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কর্ণানন্দ-বর্দ্ধনকারী গৌর-বিহিত-কীর্ত্তনে

নিত্যসিদ্ধ। শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্রীচৈতন্যমঠে শত শতবার আমাদের সম্মুখে বলিয়াছেন—এই যুগে কীর্ত্তনকারিগণ শতকরা প্রায় শতজনই সুর-তাল-মান-লয়ের সম্ভোগরসে মত্ত হইয়া সুনীতি লঙ্ঘন করিয়া থাকে; কিন্তু একমাত্র বাসুদেবই বর্ত্তমান যুগে সঙ্গীতকীর্ত্তনকারিগণের মধ্যে আদর্শ নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র। শ্রীল প্রভুপাদ আপনার শ্রীমুখে "যশোমতী-নন্দন", "শ্রীরূপমঞ্জরীপদ" ও অনেক নিগূঢ় ভজন-গীতি শ্রবণ করিতে সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত হইতেন। আপনার কীর্ত্তন ও লেখনীর অভাবে জলপানে ছত্রের তৃষ্ণা মিটাইবার ন্যায় অপরের কীর্ত্তন ও লেখনীকে কথঞ্চিৎ আদর করিতেন এবং তাঁহাদিগকেও আপনার নিকট হইতেই শিক্ষাগ্রহণ করিতে আদেশ দিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলার পূর্ব্বেও একমাত্র আপনার নাম উল্লেখ করিয়া কীর্ত্তন-প্রচারের কথা বলিয়াছেন। আপনি শ্রীস্বরূপ-রামানন্দের ন্যায় কীর্ত্তনের দ্বারা আপনার ইষ্টদেবের পূর্ণানন্দবিধান করিতে পারিতেন বলিয়াই আপনাতে স্বরূপ-রূপানুগত্যের পূর্ণ নিদর্শন রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত কি সন্ন্যাসী, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থ, কি গৃহস্থ, কি পরমহংসবেষধারী,— সকলেই আপনার নিকট ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ করেন। আপনাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কেহই শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারেন নাই। আপনি আচার্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়া "আচার্য্য-ধারা কালে কালে বিচ্ছিন্ন হয়"—এইরূপ নিখিল-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিরোধী নির্ব্বিশেষবাদকে নিরস্ত করিয়াছেন, "গুরুপাদপদ্মের অপ্রকটকালের আলেখ্য-সংরক্ষণে গুরুপাদপদ্মে অপরাধের অবকাশ দেওয়া হয়"—শ্রীল প্রভুপাদের এই সিদ্ধান্ত জানাইয়া সকলকে অপরাধপঙ্ক হইতে রক্ষা করিয়াছেন, শ্রীগুরুদেবের অর্চ্চার কেবল অর্চ্চন হইতে মহান্তগুরুপাদপদ্মের নিকট সাক্ষাদ্ভাবে পরিপ্রশ্নাদিমুখে শ্রবণ-কীর্ত্তন অধিকতর আত্মমঙ্গলকর ও ভজনের পরিপোষক—ইহা জানাইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর যাহারা গুরুগোত্রবর্দ্ধনরূপ মহাবদান্যতাকে অর্চ্চার নিকট মনোধর্ম্মজাত আনুষ্ঠানিক ব্যাপারমাত্রে পরিণত রাখিয়া অন্তঃসারহীন লোক-বৃদ্ধি ও

লোকহিংসা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাদের অসৎ সিদ্ধান্তকে খণ্ডিত করিয়া আপনি ভক্তিবিনোদ-ধারার নিত্যত্ব সংরক্ষণ করিয়াছেন। আচার্য্যত্ব-প্রকাশকে যাহারা দাম্ভিকতা মনে করিয়াছিল, তাহাদের কুসিদ্ধান্ত নিরাস করিয়া উহা যে পরিপূর্ণ গুরুদাস্য বা তদ্‌ভূতাভূতাভূত্যানুভূত্যা-ভিমান—ইহা সাধু-শাস্ত্র-মহাজনের আদর্শের দ্বারা আপনি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাকৃত-ধন-জন-বল-পাণ্ডিত্যের দাম্ভিকতার দ্বারা ভগবদ্ভক্তির প্রচার হয় না, একান্ত শরণাগত গুরুসেবকের বা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র নামপ্রভুর নিয়ামের অভিমানে প্রতিষ্ঠিত বাণীসেবকের দ্বারাই বাস্তবসত্যের প্রচার হয়, শরণাগতি-বলের নিকট সার্ব্বভৌমাদির বল যে পরম দুর্ব্বলতার নিদর্শন—ইহা আপনি আপনার আচার্য্য-লীলায় প্রকাশ করিয়াছেন।

আপনার আচার্য্যত্ব গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে এক যুগান্তরের সূচনা করিয়াছে। কেননা, এইরূপ আন্তর্জাতিক বহুরূপী নাস্তিকতার যুগে আপনার ন্যায় সিদ্ধান্তবিৎ আচার্য্যের অভ্যুদয় না হইলে অতিমর্ত্য আচার্য্য-সম্বন্ধেও গণবাদ বা নির্ব্বিশেষবাদের প্রচ্ছন্ন প্রতীকস্বরূপ সর্ব্বসম্ব-বাদ অর্থাৎ সকলেই আচার্য্যের পাল্লাদার বা তাঁহার সমান—এই নাস্তিক সিদ্ধান্ত আচার্য্যের অদ্বিতীয় আসনকে কলঙ্কিত করিত। আপনি গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভুর অভিন্ন-বিগ্রহরূপে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-প্রচারের পরিশিষ্ট সেবা করিবার জন্যই উদিত হইয়াছেন।

অসংখ্যবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি—শ্রীল প্রভুপাদ আপনাকে সর্ব্বতো-ভাবে নিশ্ছিদ্র ও নিষ্কলঙ্ক অপতিত-চরিত্র দেখিয়া তাঁহার সকল আশ্রমের সেবকগণের প্রতি আপনার দ্বারাই নিষ্কপট-হরিভজনবিষয়ের শাসনদণ্ড প্রদান করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্রীচৈতন্যমঠে অসংখ্যবার বলিয়াছেন—"একমাত্র বাসুদেবই আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছে, আর দুই একজন তাহা হইতেই সামান্য কিছু বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে।"

শ্রীল প্রভুপাদ আপনার উপরই বৃহৎ-মৃদঙ্গ বা মুদ্রাযন্ত্রের ভার অর্পণ করিয়াছেন। বাণীসম্পুটের ভার সম্পূর্ণরূপে আপনার উপর অর্পণ

করিয়াছেন,—এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম 'মঠ্ঠ্বা'র ও 'গৌড়ীয়ে'র সেবা আপনার আনুগত্যেই মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকে সম্পন্ন করিতে বলিয়াছেন। হারমনিষ্ট ও ইংরাজীভাষায় নামহট্টের প্রচার-সেবাও একমাত্র আপনার আনুগত্যেই মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবগণকে সম্পন্ন করিতে বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের মুখপত্র দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক-সঙ্ঘকে আপনার দ্বারাই নিয়মিত হইবার কথা সহস্রবার বলিয়াছেন। আপনিই সকল সময় দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশের নবীনলেখকগণের সিদ্ধান্তাদিকে সংশোধন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বক্ষণই জানাইয়াছেন—"হরিকথা-কীর্ত্তনের জন্যই তাঁহার পৃথিবীতে আগমন। ইহাই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য।" প্রভুপাদ বলিতেন—"আমি কাদা দিয়া ইট গাঁথাইব, ইহা বেশী মজবুত করিব না, যেন পরে অন্ততঃ আস্ত ইটগুলি পাওয়া যায়। আমি পর্ণকুটীরে থাকিয়া হরিকথা প্রচার করিব। শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারই আমার মূল উদ্দেশ্য।" শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার "The Vedanta and Its Morphology & Ontology" অভিভাষণে যে Morphology ও Ontologyর কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আকাশেই বিলীন হইয়া গিয়াছিল, আমরা অনেকেই উহাকে কর্ণে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত মনে করি নাই বা ঐরূপ একটা কথা আছে, তাহাতে আদৌ মনোযোগই দেই নাই। শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে একমাত্র আপনিই উহার তাৎপর্য্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।

"লোকতোষণ প্রচার নহে, সম্প্রদায়ের প্রকৃত সমৃদ্ধিও নহে, কৃষ্ণতোষণই প্রচার ও সম্প্রদায়-সংরক্ষণ-সেবা"—ইহা শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় আপনি নির্ভীক-কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবকগণ সকলেই আপনার পাদপদ্মানুরাগী হইয়াছেন ও হইবেন। যাঁহারা অন্যাভিলাষকে পোষণ করিতে চাহেন না, উহার দুর্ব্বল-সমর্থন চাহেন না, শ্রেয়ঃ অপেক্ষা প্রেয়ঃকে অধিক আদর করেন

না, যাঁহারা অনর্থ ও পরমার্থের অবৈধ চিজ্জড়সমন্বয় ইচ্ছা করেন না, যাঁহারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে খানাবাড়ীর রায়ত বা বাগানের মালী করিতে চাহেন না, যাঁহারা গুরুদেবের নিকট হইতে প্রশস্তি বা বিজ্ঞাপন আদায় করিতে চাহেন না, যাঁহারা গুরুদেবের সালোক্য-সামীপ্য-সার্ষ্টি বা সারূপ্য স্বয়ং গুরুদেব প্রদান করিতে আসিলেও উহা দ্বারা বঞ্চিত না হইয়া কেবল নিষ্কপটে সেবার ফলস্বরূপ সেবাই প্রার্থনা করেন, যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই সেবার শিক্ষা আপনার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আপনার অনুগতাভিমান ব্যতীত অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করিতে পারেন না। তাই হে আচার্যবর, আপনার এই শুভ প্রকট-বাসরে আপনার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা আপনি শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত এই দীন-সেবকগণকে আপনার আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যমঠে নিত্য আশ্রয় প্রদান করুন।

হে শ্রীরূপ-রঘুনাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরসরস্বতীর নিজ-জন আপনি কোনদিনই আপনার অকৃত্রিম ও নীরব বিশ্রম্ভ-গুরুসেবার বিজ্ঞাপন প্রচার করেন নাই। আপনাতে কোনদিনই জড়কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-শার বিন্দুমাত্রও দেখা যায় নাই। ইহা পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কোটি-কোটিবার আমাদের নিকট বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের ট্রাষ্টিসূত্রে এবং আপনার ব্যক্তিত্ব ও গুরুসেবাময় সাধুত্বের প্রতি সকলেরই স্বাভাবিক প্রীতি ও সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকায় হরিকীর্ত্তন-প্রচারের উপায়ন-স্বরূপ বহু অর্থ আপনার নিকট আসিলেও আপনি একটি কপর্দ্দকও কোন দিনই নিজে গ্রহণ করেন নাই। সকলই তৎক্ষণাৎ গুরুপাদপদ্মে বা অর্থাদি-সংরক্ষণে ভারপ্রাপ্ত সেবকগণের নিকট প্রদান করিয়াছেন। আপনি নিত্যসিদ্ধ পরম পণ্ডিত বলিয়াই বোধ হয় নিজের জন্য কোন প্রকার দ্রবিণ, এমন কি, গ্রন্থাদি পর্য্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রহ করেন নাই। আপনি নিষ্কিঞ্চন শ্রেষ্ঠ গুরুসেবকের উপমানস্বরূপ। আপনি একমাত্র হরিকথা কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যম স্বীকার করিয়া জগতের স্ত্রী-পুরুষ-বালক কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই। আহারে বিহারে সর্ব্বতোভাবে আপনি ভক্তিপ্রতিকূল বিষয়িসঙ্গ হইতে পৃথক্

থাকিয়াছেন। কোন বিষয়ী কোন প্রকার প্রলোভনের দ্বারা আপনাকে কোন দিনই ভক্তিপ্রতিকূল বিষয় সমর্থন করাইতে পারে নাই। কাহারও হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সেইরূপ কোন ভাব লুক্কায়িত থাকিলেও আপনি তাহা প্রকাশ করিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়াছেন। আপনার সঙ্গীতবিদ্যা কোনও দিনই গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত কোন বিষয়ীর ইন্দ্রিয়-তর্পণ বা লোকরঞ্জনের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় নাই। আপনি শ্রীগুরু-দেবকে দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের বিন্দুমাত্র প্রচ্ছন্ন-চেষ্টাকেও জঘন্যতম গুরুভোগ চেষ্টা বলিয়া জানাইয়াছেন। এক সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত বিভিন্ন সেবকবৃন্দের প্রশংসা গান করিয়া স্বয়ং কতি-পয় প্রবন্ধ আপনার হস্তেই শ্রীচৈতন্যমঠে বসিয়া লেখাইয়াছিলেন সেই সময় আপনার প্রশংসাসূচক একটী পৃথক্ প্রবন্ধও আপনার হস্তেই লেখান। কিন্তু আপনার প্রশস্তিসূচক সেই প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইলে পাছে গুরুপাদপদ্মের দ্বারা নিজের সেবার বিজ্ঞাপন-প্রচার ও গুরুদেবকে সেইরূপ কার্য্যের যন্ত্র করিবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—এই আদর্শ স্থাপন-কল্পে আপনি উহা এরূপভাবে গোপন করিলেন যে, 'নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদকসঙ্ঘ বহু চেষ্টা করিয়াও উহা আপনার নিকট হইতে বাহির করিতে পারেন নাই। আপনি কোনদিনই গুরুপাদপদ্ম হইতে আত্মপ্রশংসার তালিকা বা সুপারিসের নজির সংরক্ষণের চেষ্টা ও আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। আপনি সর্ব্বতোভাবে আপনাকে গুরুপাদপদ্মের শাসন বা শিষ্যত্ব বরণে নিয়োগ করিবার আদর্শ দেখাইয়াছেন। সেবার বাহ্য-পারিপাটা ও আড়-ম্বর দেখাইয়া উহার অভ্যন্তরে গলদ বা উহাতে গোঁজামিল দেওয়াকে আপনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগুরু-দেব আমাকে যদি খুব কম সেবক জানেন, তথাপি যদি আমি সেই সেবাটী অকৃত্রিম ও অকপটভাবে নিশ্ছিদ্ররূপে করিতে পারি, তাহাতেই অতিমর্ত্য গুরুদেবের সেবা হইবে, বাহ্য বাগাড়ম্বর বা চালাকিদ্বারা সেবা হইবে না —ইহাই আপনার নীরব ও নিষ্কপট আদর্শ সর্ব্বদা প্রদর্শন করিয়াছে ও করিতেছে। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত কোন সেবকই আপনার স্তোকবাক্য বা

মনোরঞ্জনকারিণী কথায়, রাজনৈতিকচালে বা অন্য কোন প্রকার বাহ্য-ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হন নাই ; কেবল আপনার স্বাভাবিক নিষ্কপট গুরুসেবাময় ব্যক্তিত্ব, আদর্শ-সুনির্ম্মল-চরিত্র, ভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণতা ও আচার্য্যোচিত আচরণই সকলের প্রাণ আকর্ষণ করিয়াছে। আপনি সকলেরই আত্ম-মঙ্গল অনুসন্ধান করিয়াছেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত নিষ্কপট আত্মমঙ্গল-সন্ধিৎসুমাত্রই আপনার পাদপদ্মে আকৃষ্ট। আপনি অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত সেবকগণকে সেইরূপ অমায়ায় কৃপা করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণীসেবায় নিত্য নিযুক্ত রাখুন,—ইহাই আপনার শ্রীপাদপদ্মে আজ আমাদের প্রার্থনা।

হে সহজ-পরমহংসবর! আপনি নিত্যসিদ্ধ গৌরজন হইয়াও খণ্ডকালগত দৃষ্টিতে অদ্য দ্বিচত্বারিংশৎ বর্ষ পূর্ণ করিয়া জগতের ভাগ্যে কৃপা পূর্ব্বক উদিত হইয়াছেন আপনার আশৈশব হরিভজন-প্রচেষ্টা, আদর্শচরিত্র, গুরুগৌরাঙ্গ-সেবৈক-নিষ্ঠা স্মরণ করিয়া এই শুভ বাসরে আপনার দাসাভি-মানী অযোগ্য সেবকবৃন্দ আমরা আমাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি-পুষ্পা-ঞ্জলি আপনার কোটীচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণকমলে প্রদান করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি। আপনি নিজগুণে কৃপাপূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করুন।

হে পরমারাধ্যতম জগদ্-গুরো! পরমকরুণাময় মহা-মহাবদান্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ও অভিন্নহৃদয় আপনাকে পাইয়া আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটেও অসহায় বা অনাথ হই নাই। পাষাণ্ড-দলনবানা নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ আপনার হুঙ্কারে সন্ত্রস্ত হইয়া হরিগুরু-বিদ্বেষী পাষণ্ডগণ বহুদূরে অবস্থান করিতেছে। আপনার নির্ভীক হরিকথা-কীর্ত্তন সজ্জনবৃন্দের হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া সকলেরই আকুল প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছে ও করিতেছে। হরি-বিদ্বেষীর প্রতি আপনার বজ্রাদপি কঠোরতা, শরণাগতের প্রতি আপনার কুসুমাদপি কোমলতা, আপনার যুক্ত-বৈরাগ্য, সহজ সরল দৈন্য, জীব-দুঃখে কাতরতা, পরদুঃখদুঃখিতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা সজ্জনমাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করি-য়াছে। গৌরকৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ আপনি আজ জগতে গুরুগৌর-মনোঽভীষ্ট-প্রচারের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া অসংখ্য বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া পরমসাহসভরে

নির্ভীকতার সহিত শ্রীরূপরঘুনাথের বাণী-প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন এবং সকলকে তাহাতে যোগদান করিবার সুবর্ণ সুযোগ প্রদান পূর্ব্বক সাদর আহ্বান করিতেছেন দেখিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছেন। আপনার আনুগত্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিতে পাইয়া আজ আমরা নিজদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করিতেছি। শ্রীশ্রীব্যাসাবতার আপনি জয়যুক্ত হউন্।

হে পরমদয়াল অদোষদর্শিন্ পতিতপাবন প্রভো, আপনার অনন্তগুণাবলীর কথা কীর্ত্তন করিতে পারি এরূপ যোগ্যতা আমাদের নাই, তথাপি অধমতারণ নিত্যানন্দ আপনার কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল। আমরা যেন আপনার আনুগত্যে আপনার প্রীতিবিধানময়ী সেবায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বিধান করিতে পারি ; কারণ, আপনার কায়মনোবাক্যের যাবতীয় চেষ্টা সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বসময়ে গুরুগৌর-দাস্যে নিযুক্ত। সুতরাং একমাত্র আপনার সেবার দ্বারাই আমাদের নিত্যা-রাধ্য মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও অনুকূল কৃষ্ণের সেবা হইবে। আপনার অনুগতাভিমানী শ্রীচৈতন্যমঠের অযোগ্য সেবকবৃন্দ আমরা আজ এই শ্রীশ্রী-ব্যাসপূজা-বাসরে আপনার পরমপূত পদাম্ভিকে আমাদের এই সামান্য ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, কৃপা পূর্ব্বক যোগ্যতা বিচার না করিয়া আমাদের এই সামান্য নৈবেদ্য গ্রহণ করুন আর আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা নিত্যকাল আপনার অনুগত হইয়া থাকিবার সৌভাগ্য পাই। জয় গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পর-বিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ কী জয়।

১০ই সেপ্টেম্বর, ২৫শে ভাদ্র
গৌর-পঞ্চমী
শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

আপনার চিরদাস্যাভিলাষী দীন অযোগ্য—
শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায়-দশমাদ্যুনাথবর

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীপ্রেষ্ঠ পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের

দ্বিচত্বারিংশদ্ধর্ম্মপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-মহোৎসবে

শ্রীধামমায়াপুর "শ্রীচৈতন্যমঠ" হইতে প্রকাশিত

১৫ ভাদ্র ১৩৪৮ ১০ই সেপ্টেম্বর

সপার্ষদ শ্রীগুরুপাদপদ্মাবির্ভাব

[প্রাপ্ত

মহামায়ার ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মিথ্যা মোহজাল দূরে অপসারিত করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমের সন্ধান প্রদান করিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে পঞ্চমী তিথিতে স্বীয় আলোকময় শ্রীপাদপদ্ম প্রকট করেন, সেই নিখিলকল্যাণময়ী তিথিদেবীকে আমরা সর্ব্বাগ্রে বন্দনা করি। আমরা অনাদি-বহির্ম্মুখ, পতিত, দুর্বল, অন্ধ ও পশু জীব। গোলোক-রাজ্যের, নিত্যসেবার রাজ্যের কোন সন্ধানই আমরা এখানে পাই না। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য আমাদের প্রতি অত্যন্ত করুণা করিয়া আত্যন্তিক কল্যাণ বিতরণ করিবার জন্য সনাতন শ্রীগুরুপাদপদ্ম গোলোক হইতে ভূলোকে পাত্রাভাব রূপে কোনও বিশেষ কালে কৃপাবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হন। নিরাশ্রয়, অসহায় আমরা, শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিত্য আশ্রয় লাভ করিয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত ভয় এবং ঈশ-বৈমুখ্য-বশতঃ বিপর্য্যয় ও বিস্মৃতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের সুযোগ পাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাবতিথি সেইজন্য আমাদের আদরের বস্তু। বর্ষে বর্ষে এই তিথি শুভাগমন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ করুণার কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন। ভজনবর্দ্ধনকারী এই তিথি আমাদের নিত্যকাল কীর্ত্তনমুখে বরণীয়া, অর্চ্চনীয়া ও স্মরণীয়া।

প্রপঞ্চে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব নিত্য। কিন্তু প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াও তিনি প্রপঞ্চের ক্ষুদ্র স্থান, কালের অন্তর্গত পাত্রবিশেষ নহেন। শ্রীগুরুদেব ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াও নিত্য গোলোকবাসী, স্বরূপে প্রকটিত হইয়াও সর্ব্বোত্তম, অর্থাৎ সর্ব্ব রসের একমাত্র বিষয় নবীন শ্রীব্রজরাজ-নন্দনের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ তৃপ্তি-বিধান-কারিণীর অভিন্ন বিগ্রহ। তিনি অজ, আমার তাঁহার আবির্ভাব-লীলাও নিত্য। অবাঙ্মনসী সুরিগণ নিত্যকাল শ্রীগুরুপাদপদ্মকে তাঁহার আনুগত্যে আশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহ পুরুষোত্তম ভগবানের বিলাসপরাকাষ্ঠা সাধনের সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণা সেবিকারূপে দর্শন করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহারা কখনও মোহগ্রস্ত হন না।

ভূলোকে ও গোলোকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের যুগপৎ স্থিতি নিত্য সিদ্ধ। ভূলোকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহারই স্থান ও বিভিন্নাংশ রূপে সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়া সর্ব্বদা বিধি-নিষেধমূলা শিক্ষা-দ্বারা আমাদিগকে অপরাধের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য আচরণের সুযোগ দিয়া থাকেন। তাঁহাদেরই জয়গান-মুখে আজ আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদানের আশা পোষণ করিতেছি।

পরিকর-মাহাত্ম্য-প্রকাশ ভাগবত-ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। পুরাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত 'আশ্রয় বস্তু' নির্দ্দেশকালে বলিতেছেন—তিনি স্বরাট্ বস্তু। স্বরাট্ শব্দের অর্থ, স্বৈঃ সহ রাজতে—লীলাবিলাস-সহচরগণ-সহ বিরাজমান। "হৃদা যেন জগদ্ধৃষ্যতি তৎ সত্ত্বং পরং ধীমহি" যাঁর আবির্ভাব-স্থান শ্রীমধুরাধাম বিজ্ঞানময়ী ভূমি। সেই অধোক্ষজ-বিজ্ঞান-ভূমি প্রকাশ করিয়া যিনি মায়ার অজ্ঞানমূলক নিরস্ত করিবার শক্তি নিত্যকাল ধারণ করিতেছেন, সেই পরমসত্যবস্তুকে আমরা ধ্যান করি। বিষয় বস্তুটী এক—একমেবাদ্বিতীয়ম্ কিন্তু সেই অধোক্ষজতত্ত্বের অন্বয়ত্বের—একত্বের বৈশিষ্ট্য স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া তাঁহার নিত্যপরিকরবর্গের সহিত তাঁহার নিত্যকাল বিলাস রূপে প্রকাশমান। এক অদ্বিতীয় লীলাপুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য তদীয় বহু শক্তিবর্গের সেবাচেষ্টা নিত্যকাল প্রচলিত রহিয়াছে ইহা অসাধারণ অবীক্ষক হইলে একের একত্ব শুষ্কবাদ-কল্পিত অস্তিত্বহীনতা কিংবা অজ্ঞানতমঃ মাত্র হইয়া পড়ে। সেই বহু পরিকর-পরিবেষ্টিত অন্বয়বস্তুকে আমরা বহু ব্যক্তি মিলিত হইয়া নিত্যকাল ধ্যান করিতেছি।

বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলকথা শ্রীভগবদ্বিলাস। কর্ম্মীর অপরকে ভোগ দিয়া অপবার্গসাধনের প্রয়াস এবং জ্ঞানীর শুষ্ক বৈরাগ্য, উভয়ের মূলেই ভগবান্‌কে ফাঁকি দিবার পিপাসা অত্যধিক কর্ম্মী ও জ্ঞানী শ্রীভগবানের বিলাস স্বীকার করিতে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করে। এই জন্য কর্ম্মী ও জ্ঞানী বৈষ্ণবের সম্পূর্ণ বিপরীত। বহুকে লইয়া এক

অবয়বাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ চেষ্টাই—বৈষ্ণবধর্ম। বহু পরিকর-পরিবেষ্টিত অধিলীয় বস্তুকে বহুজন ধ্যান করেন—শ্রীমদ্ভাগবত ইহাই জানাইতেছেন। এই বিলাসের উৎকর্ষ তত্ত্বাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের আকৃতি করিতে গিয়াও শ্রীমদ্ভাগবত ইঙ্গিত করিয়াছেন—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনা সুমেধোগণ সংকীর্তন মুখে করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীকৃষ্ণ একই তত্ত্ব, বিলাস তাঁহার নিত্যস্বরূপপ্রকাশের স্বরূপ। উভয় স্বরূপের নির্দেশ করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত তন্ত্রজ্ঞ একই রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণের "অস্মাকন্তু বরঃ" শ্লোক হইতে এবং "কৃষ্ণবর্ণং" এই শ্লোকে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণনন্দন ও শ্রীগৌরসুন্দরের বিলাসের পরিচয়েই প্রদত্ত হইয়াছে। তত্ত্বদ্বয়ের সুন্দর ঐক্য একমাত্র শ্রীচৈতন্যানুগত জনগণই উপলব্ধি করিতে পারেন। অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ নিত্যপার্ষদপরিবেষ্টিত—'ষড়াঢ্য'। তাঁহাকে বহুজন ধ্যান করিয়া থাকেন। আশ্রয়বিগ্রহোপযোগী বিপ্রলম্ভরসভাবিত বিগ্রহবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরও স্বীয় অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং পার্ষদবর্গ পরিবেষ্টিত অবয়বানন্তর। তাঁহাকে একজন মাত্র সুমেধা আরাধনা করেন না; পরন্তু বহু সুমেধা তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। সেই উপাসনার বৈশিষ্ট্যটিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহাদের উপাসনা হয় সংকীর্তন-যজ্ঞদ্বারা। সুমেধা সম্প্রদায় পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিগত অন্তর্যামিত্বের পূজাযাজ দ্বারা সংকীর্তনবিগ্রহের আরাধনা করেন না; সকলে মিলিয়া সংকীর্তন-পিতার আনুগত্যে সংকীর্তনমুখে তাঁহারই আরাধনা করেন।

সংকীর্তনধর্ম শ্রীচৈতন্যদেবের স্বয়ং আচরিত ও প্রচারিত যুগধর্ম। সংকীর্তনে সেবাসঙ্গের সুখের পূর্ণতা হয়, কারণ সেখানে বহুর অর্থাৎ শক্তির বৈশিষ্ট্যের সম্যক্ সমাবেশ আছে। সকলে মিলিয়া একই সেব্যের ইন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টা রহিয়াছে। বহুর একতাৎপর্যপর পৃথক্ ও সমবেত সেবাচেষ্টাদ্বারাই, পূর্ণের বিলাসের ভূমিকা প্রস্তুত হয়। এইজন্য বিলাসী কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তোষণই যাঁহাদের একমাত্র কাম্য, তাঁহাদের মধ্যে গোষ্ঠীবর্তনচেষ্টা সর্বদাই লক্ষিত হয়। লীলাপুরুষোত্তম ভগবানের বিলাস বা রাস বিচিত্রতাময়। সম্ভোগরসে কিশোর-নাগরের বিভিন্ন রসের সেবকমণ্ডলীর সহিত বিভিন্ন প্রকার রাসলীলা ও আশ্রয়ের বিপ্রলম্ভভাববিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তগোষ্ঠীর সহিত সংকীর্তনরাস-লীলার বৈশিষ্ট্য-দ্বারা বস্তুর চিন্ময় একত্বের বিরোধ হয় না।

ঈশ তত্ত্বটী এক, সেখানে বহুত্ব নাই। সেই ঈশতত্ত্বের ঈশত্ব যে সমুদয় বস্তু বা তটীয়বর্গের দ্বারা লাঞ্ছিত হইতেছে, তাঁহারা একই মূলশক্তির অংশ ও বিভিন্ন প্রকাশে বহুমূর্তি-বিশিষ্ট। একের সহিত তটীয় বহুর এই যে নিত্য বিলাস, ইহাই বৈষ্ণব-ধর্মের নিরূপাধিক তটীয়ের ধর্মের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য। কর্ম, জ্ঞান বা যোগপথে এই অপ্রাকৃতিক বিলাসের কথা আসিতে পারে না, কারণ সেখানে প্রত্যেকের ভোক্তৃ অভিমান প্রত্যেককে পরস্পর হইতে এবং অন্বয় বস্তু হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে, সেখানে কেবল সংঘর্ষ; মিলন বলিয়া কোন কথা সেখানে নাই। মিলন কেবল একতাৎপর্যপর একের বহু উপাসকের সমাবেশেই সম্ভব। সেই জন্য বৈষ্ণব-ধর্মে সেবকের সাহায্য সেব্যের সাহায্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। পরিকর বিলাসের সহায়, প্রকাশকারী ও বিস্তারকারী। পরিকর-ব্যতীত বিলাস হয় না, বিলাস-ব্যতীত চেতনতাই সম্ভব হয় না।

বিলাসী শ্রীভগবানের লীলাবিলাসের পরিপূর্ণতা সাধনের নিমিত্ত শ্রীগুরুদেব বহুরূপে আপনাকে বিস্তার করেন। শ্রীগুরুদেবের সেবকগণ তাঁহা হইতে অভিন্ন, তাঁহার সেবার উপকরণ ও সহায়ক। শ্রীগুরুদেব বিভু, তাঁহার সেবকগণই তাঁহার বৈভব। শ্রীগুরুদেবের সেবকগণ আমাদিগকে গুরুসেবাপ্রণালী আচরণপূর্বক শিক্ষা দেন। শ্রীগুরুদেবের সেবকগণকে লঙ্ঘন করিয়া শ্রীগুরুসেবা হয় না; শ্রীগুরুদেব সেখানে নিজের প্রকৃত স্বরূপ গোপন করিয়া বহুনামরূপ প্রদর্শন করেন। বৈষ্ণবের সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ না বুঝিতে পারিয়া আমরা অপসাম্প্রদায়িক বিচার অবলম্বনে শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার সেবকগণের প্রতি মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া কখনও শ্রীগুরুসেবককে শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপেক্ষা হীন, কখনও গুরুকে যেরূপ ভগবান্ হইতে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে, তাহারই অবৈধ অনুকরণে শ্রেষ্ঠ বলিবার দুষ্টতাও প্রদর্শন করি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং

তদীয় বৈষ্ণবগণের পরস্পরের প্রকৃত সম্বন্ধ শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপায় উপলব্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত সপার্ষদ শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

আশ্রয়বিগ্রহই মহাভাগবতরূপে জগদ্‌গুরু। সেবা শিক্ষা দিবার পরিপূর্ণ যোগ্যতায় তাঁহারই একচেটিয়া অধিকার। তিনি স্বতন্ত্র ইচ্ছাবশে তাঁহার আচার্য্যলীলা বা জগদ্‌গুরুত্ব প্রকাশ করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন। আশ্রয়াশ্রয়ভক্তা বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি। শ্রীগুরুদেব তাঁহার আচার্য্যলীলা জগতে প্রকাশ করিলে শুদ্ধভাগবত-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত অশুচিৎ বৈষ্ণবগণের তাঁহার আশ্রয়ে, তাঁহার আনুগত্যে সঙ্কীর্ত্তনসেবাতে অধিকার লাভ হয়। একই সময়ে আশ্রয়-বিগ্রহের একাধিক প্রকাশমূর্ত্তি জগতে আচার্য্যলীলা প্রকটিত করিতে পারেন। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি আনুগত্যের অভাব দৃষ্ট হয় না। আশ্রয় প্রকাশবিগ্রহ নিত্যসিদ্ধ মহা-ভাগবতগণ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহেন। শ্রীগুরুদেব ও অশুচিৎ বৈষ্ণব পরস্পর অভিন্ন হইয়াও আশ্রয় ও আশ্রিত বৈশিষ্ট্যবশে তাঁহাদের যুগপৎ নিত্যভেদ। শুদ্ধ সেবানুভূতিকায় হেতুবর্জ্জিত পূর্ণের ও অপূর্ণের চিন্ময়ী অনুভূতি নিত্য বিদ্যমান। সেখানে ছোট বড় প্রভৃতি ভেদ-বৈচিত্র্যদ্বারা রসপুষ্টি সাধিত হয়। উহা চিচ্ছক্তিরই ক্রিয়া; মায়িক স্থানকালপাত্রের খণ্ডিত অনুপাতের ভেদজনিত বৈরস সেখানে নাই। আশ্রয়বিগ্রহের পূজা বিষয়বিগ্রহের পূজা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বিষয়-ভগবানের সেবাগ্রহণ-যোগ্যতা আশ্রয়বিগ্রহের দ্বারা প্রকাশিত হয়। অশুচিৎ বৈষ্ণব শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন। বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবানের সহিত আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের যে সম্বন্ধ, আশ্রিত অশুচিৎ বৈষ্ণবের সহিত শ্রীগুরুদেবের সেরূপ সম্বন্ধ নহে। শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার অনুগত বৈষ্ণব উভয়েই আশ্রয়জাতীয় তত্ত্ব, কৃষ্ণসেবাপর; কৃষ্ণই উভয়েরই সেবার ভোক্তা। আশ্রয়-বিগ্রহের বৈষ্ণব-প্রকাশের পূর্ণতা অধিকতর হইলে তদ্দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্যময়ই পূর্ণতরভাবে সাধিত হয়। আশ্রয়-বিগ্রহগণের সেবাসামর্থ্য নিত্যকালই পরিপূর্ণতম। সেবাই বিগ্রহ ধারণ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে নিত্য প্রকা-শিত। শ্রীগুরুদেবে সেবার সর্ব্বোত্তমতা ও সর্ব্বোৎকর্ষ দর্শন না করিলে গুরুদর্শনই হয় না। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বকাল সর্ব্বা-পেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবানের সুখবিধানে, ভগবৎসেবা-শিক্ষাদানে তিনি সক্ষমতম এবং ইহাতে তাঁহারই স্বতন্ত্র ভাবে একচেটিয়া অধিকার। শ্রীগুরুদেবের সেবায় অপরোক্ষদৃষ্ট মহাজনগণ মুক্তকণ্ঠে গান করেন ;—

নিকুঞ্জযূনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ
যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।

হরি, গুরু ও বৈষ্ণব তিন বস্তুই অন্বয়জ্ঞানতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। অন্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি রসের বিষয় এবং গুরু ও বৈষ্ণব রসের আশ্রয়জাতীয় আলম্বন। বিষয় ও আশ্রয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভোক্তা ও ভোগ্য ভাবে স্বতঃই আকৃষ্ট। বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গীন সুখচেষ্টাই আশ্রয়জাতীয়ের স্বাভাবিক কৃত্য। গুরু বা বৈষ্ণবের বিষয়ের সুখ-কামনার মূল আশ্রয়ের আনুগত্যময় সেবা-বৈশিষ্ট্য-দ্বারা বিষয়ের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পরিপূর্ণরূপে সাধিত হয় বলিয়াই তথায় কোন বিরোধ হয় না।

গুরু বা আচার্য্য আশ্রয়-বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়ের ভেদাভিমান করেন। "আমি অযোগ্য হইলেও শ্রীচৈতন্যের 'আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই বেদ" এই আজ্ঞা যাহা আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজ আচরণে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজ আচরণে পালন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তাঁহার পরিকরবর্গের তৃপ্তি বিধান করিব"—ইহাই আচার্য্যের আচার্য্যোচিত সদাসত্য অভিমান। আচার্য্য কখনও বৈষ্ণব বা আচার্য্য সাজিয়া অভিমান করেন না। তাঁহারা স্বয়ং কৃষ্ণবিগ্রহ হইয়াও নিত্যকাল আশ্রিত-ভেদাভিমানে অবস্থান করিতেই ভাল বাসেন। তাঁহারা তাঁহাদের সেবা-উপায়ন স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিকট উপস্থিত না করিয়া তাঁহাদের আশ্রিতের হস্তে দিয়া দিতেই অধিক আনন্দ বোধ করেন। গুরু-বৈষ্ণবের এই লীলার মধ্যে সুন্দর Harmony লক্ষিত হয়।

হরি, গুরু ও বৈষ্ণবের এই যে সংস্থিতি—শ্রীল প্রভুপাদ "Adjustment" এই শব্দটী প্রয়োগ করিয়া তাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ একদিবসমাত্র বলিয়াছেন—এই adjustment বৈষ্ণবধর্ম্মের আত্যন্তিক বৈশিষ্ট্য। অনাবিল প্রেমধর্ম্ম বহু আশ্রয়জাতীয়ের harmony বা মিলিত সেবা দ্বারা

অবয়বসন্নিবেশের ইঙ্গিতপূর্ণ বিধান। Adjustment না থাকিলে harmony বা সেতারের তারে সুরের মিলন থাকা সম্ভবপর হয় না। বিলাসের বা লীলাবৈচিত্র্যের প্রাণই এই adjustment বিরোধের মাঝে—সঙ্ঘর্ষের মধ্যে থাকিয়া আমরা adjustmentএর চরম তাৎপর্য্যের প্রয়োজন কখনই উপলব্ধি করিতে পারিব না। চিদ্‌বিলাস-ভূমির সহিত Properly adjusted না হইতে পারিলে উহার নিরপাধিক আহার নিত্য ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য কখনই উপলব্ধির বিষয় হয় না।

শ্রীগুরুদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদের লক্ষণবিগ্রহ বৈষ্ণব-গণের আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্য-ধর্ম্ম নিত্য। "মুক্তপুরুষগণ তাঁহাদের অধীশ্বরকেই ভগবৎ সেবার সর্ব্বতোভাবে সমর্থ বলিয়া বিচার করেন"—শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী-দ্বারা তাহাই সূচিত হয়। মুক্তপুরুষগণ পরমস্বতন্ত্র; মুক্তপুরুষ-গণের উপাস্য যিনি, তিনিও পরমস্বতন্ত্র। উপাস্য বস্তু একজন মাত্র; উপাসকও মূলে একজন মাত্র; উপাস্য এক অদ্বিতীয়স্বরূপে সেবাগ্রহণকালে স্বতন্ত্রতার প্রকাশ যেরূপভাবে করিয়া থাকেন, মূল আশ্রয়ের স্বাংশ ও বিভিন্নাংশগণ নিজ নিজ সেবা-সামর্থ্য তদনুযায়ী প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদের স্বতন্ত্রতার সম্ভাবনাতীত বিষয়বস্তুর স্বতন্ত্রতা-প্রকাশে স্বীয় আশ্রয়জাতীয় নিত্যস্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। ইহাতে একমাত্র বিষয়বস্তু এবং বহু আশ্রয়-বস্তুর নিত্য ও আশ্রয়ের বৈশিষ্ট্যের নিত্যনবনবায়মান প্রকাশশীল গতি অব্যাহত থাকে। উহা মায়িক বদ্ধ-সমূহের নিত্য ক্ষুদ্র জীবের অধিগম্য নহে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রসন্নতা ভিক্ষা করিয়া আমরা ইহার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা নিতান্ত অস্ফুটভাবে করিবার প্রয়াস করিলাম।

যথাধিকারী এবং কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণবও শ্রীগুরু-পাদপদ্মেরই বৈভব। শ্রীগুরুদেব পরিপূর্ণ সেবাবিগ্রহ। অনুচিৎ যথাযথালম্বনের গুরুসেবার প্রকাশ সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায়। কনিষ্ঠবৈষ্ণব সেবার ও সেবকের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না তথাপি তাঁহার যে শ্রীবিগ্রহের প্রতি প্রাকৃতপ্রতাধিসেব দূর হয়, তাঁহার আনুগত্য সেবা-বৃত্তিকেই ঐ প্রদ্ধার মূল জানিতে হইবে। সেবাই বৈষ্ণবতা। কনিষ্ঠবৈষ্ণবকে যখন বৈষ্ণব আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তখন তাঁহার শ্রদ্ধা সেবা-প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিরোধী নহে, ইহা বুঝা যায়। সেবার বিকাশ যে পাত্রে যে পরিমাণে লক্ষিত হয়, সেই পরিমাণেই শ্রীগুরু-দেবের চিদ্‌বিভূতি সেখানে অনুভূত হয়।

সেবক বৈষ্ণবের আনুগত্য-দ্বারাই বিভু অনুকূল গুরুপাদপদ্মের সেবা লাভ হয়। শ্রীগুরুদেবের সেবকগণকে উপেক্ষা করিলে তাঁহার গুরুত্ব আমরা আর কখনও করিতে পারি না, কারণ আশ্রয়বস্তুর স্বরূপপ্রকাশ আশ্রয়কুলের দ্বারাই হইয়া থাকে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শুভাভির্ভাববাসরে তাই তাঁহার নিষ্কপট সেবকগণের নিত্যানুগত্যে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আরতি করিবার একবিন্দু অধিকার যাদৃশ সেবা-বিমুখের নিত্যপ্রার্থনীয় হউক। ওঁ নমোস্তে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাবুধজন গোস্বামি-প্রভুকী জয়!

বক্তৃতা

অদ্য (১০ই ফাল্গুন, ১৭৮৩৮৮) সন্ধ্যা ৬।০ ঘটিকায় ভবানীপুর আশুতোষ কলেজ হলে কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের সভাপতিত্বে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু 'লোকশিক্ষক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন।

আগামীকল্য (২৮।৩।৭৮) সন্ধ্যা ৬টায় উক্ত হলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্-এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে গৌড়ীয়-সম্পাদক 'গৌড়ীয় সাহিত্য ও দর্শনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মহীশ্বর জগদ্‌গুরু ১০৮ শ্রী শ্রী বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভুপাদের ভুবনমঙ্গলময়ী প্রকটতিথিতে শ্রীগুরু-চরণকমলে—

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

হে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেব!

আজ আপনার পরম পবিত্র আবির্ভাব-তিথি আমার ন্যায় পতিতাধমের প্রতি অশেষ করুণা করিয়া সেবা-সৌভাগ্য দান করিবার জন্য বিশ্বে উদিত হইয়াছেন। এই তিথিবরাকে অর্চন করিবার আশায় আপনার একনিষ্ঠ সরল সেবকগণ বিশ্বের নানাস্থান হইতে বহুমূল্য উপায়ন হস্তে আপনার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্ম-তলে মিলিত হইয়াছেন।

হে কারুণ্যঘন-বিগ্রহ!

দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া ত্রিতাপপ্রপন্ন বদ্ধজীবকুল যাহাতে নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে পারে, দীনহীন অপতিত পতিতরূপে—তাই আপনার প্রকট-লীলা। ভক্তিপথের উপদেশ-দ্বারা বাস্তববস্তু কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করাইতে আপনার অসাধারণ নিপুণতা। নামকীর্তন-মণ্ডলীতে কৃষ্ণগোষ্ঠী-বর্দ্ধনে আপনি পরম দক্ষ। আপনি কৃষ্ণশক্তি, আপনার অহৈতুকী কৃপা-ব্যতীত কৃষ্ণের কৃপা কখনই লাভ করা যায় না। আমার ন্যায় কলিগ্রস্ত জীবের দুর্দশা দেখিয়া সাধুবৈদ্যরূপে আপনার প্রপঞ্চে অবতরণ-লীলা। আপনি কৃষ্ণসেবার মূর্ত্তবিগ্রহ, নিরন্তর কৃষ্ণসেবার চমৎকারিতা কীর্তনকারী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ।

হে নিত্যসিদ্ধ জগদ্‌গুরো!

আপনি শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন সাক্ষাৎবিগ্রহ, যদিও সর্ব্ব-প্রকার যোগ্যতাহীন আমার সে প্রতীতি নাই, কিন্তু আপনার কৃপাসিক্ত ভজনপরায়ণ নিষ্কপট ভক্তগণ সর্ব্বদা তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইতেছেন। কপট ব্যক্তিগণ আপনার বজ্রাদপি কঠোরতা দেখিয়া, ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া যেমন আপনা হইতে দূরে অবস্থান করে, তেমনি অতি দুর্বল ব্যক্তিও যদি নিষ্কপট হয়, সে আপনার স্নেহশীল অতি কোমল-হৃদয়ের অযাচিত স্নেহলাভের সৌভাগ্য পাইয়া আপনার অতি নিকটে সানন্দে স্থান লাভ করে।

হে নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদপ্রবর!

আপনার নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্ব অস্বীকার করিয়া যাহারা আপনার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছে,—ব্যক্তিগতভাবে তাহারাও যে আচার্য্য-মহিমারই প্রকাশক, সজ্জনগণ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে অধিকতর ভাবে আকৃষ্ট হইতেছেন এবং আচার্য্য-মহিমার জয় জয়-কার ঘোষণা করিতেছেন।

হে সিদ্ধান্ত-সম্রাট্!

আলোক এবং অন্ধকারের একত্র অবস্থান যেরূপ কখনই সম্ভবপর নহে, সৎ এবং অসতের সমন্বয় সেইরূপ আপনার নিকট একেবারেই স্থান পায় না। তাই স্বয়ং-প্রকাশ আচার্য্যলীলা-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-রূপ বৈধাচার আপনার অনুগত সেবকবৃন্দের নিত্য-কল্যাণ বিধান এবং লোকশিক্ষার জন্য নিজে আচরণ পূর্ব্বক প্রদর্শন করিলেন।

হে মুকুন্দশ্রেষ্ঠ!

আপনার অনন্তগুণ-মহিমার কীর্ত্তন করিতে পারি, বিদ্যা-বিদ্যাগর্ব্বের কীট আমি, আমার কি সাধ্য। সুরমুনি-বন্দ্য আপনার শ্রীপাদপদ্মের বন্দনা স্বয়ং অনন্তদেব অনন্তমুখে কীর্ত্তন করিয়াও শেষ করিতে পারেন না। আপনার প্রীতি বিধান করিতে পারি, এমন কোন সম্বলই আমার নাই, তথাপি আত্মশোধনের জন্য বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আমার এই ক্ষুদ্রতম প্রয়াস।

হে নিত্যারাধ্য দেব!

আপনার নিষ্কপট সেবকমণ্ডলীর সকলের পিছনে থাকিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে আপনার শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি আপনার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণান্তিকে উপস্থিত করিয়াছি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতা-বিহীন এই অঞ্জলি গ্রহণ করুন, দীনাতি-দীনের ইহাই প্রার্থনা। ইতি—

আপনার শ্রীচরণরেণুপ্রার্থী—

জনৈক অযোগ্যতম সেবক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের

শুভ-প্রকট-তিথিবাসরে দীনাতিদীনের—

"বন্দনা"

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভো র্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।

সমস্ত শাস্ত্রের শিক্ষার দৃষ্টিতে গুরুদেব সাক্ষাৎ 'হরি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং সাধুগণ গুরুদেবকে তাহাই জানেন কিন্তু যিনি নিজ প্রকাশ-স্বরূপ হইয়া কৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিজ সেবাধিকারী, সেই গুরুদেবের চরণপদ্ম আমি বন্দনা করি।

হে আচার্য্য দেব!

সাধু, গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে আমরা জানিতে পারি, বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবানই আশ্রয়বিগ্রহ বা সেবক ভগবান্ বা আচার্যরূপে আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের নিত্য কল্যাণের নিমিত্ত প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহাতে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া আমরা নরকের পথ প্রশস্ত করিয়া থাকি আমাদের এইরূপ অসুস্থ, মূর্খতা ও আত্মবিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় আপনার অহৈতুকী কৃপা-ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে পাই না। সূর্য্যের আলোক ব্যতীত যেরূপ সূর্য্যদর্শন সম্ভব হয় না, তদ্রূপ আপনার কৃপা ব্যতীত আপনার স্বরূপ অবগত হইবার উপায় নাই। সূর্য্য উদিত হইয়া তাঁহার কিরণ সকল সহকারে বিকীরণ করিলেও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলে যেরূপ তাহা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয় না, সেইরূপ বিমুখ লোকের ন্যায় আপনার প্রকটলীলা, আপনার অহৈতুকী কৃপার দান, আপনার প্রকট-তিথিপূজার তাৎপর্য্য আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইতেছে না।

হে গৌরকৃপাশক্তিবিগ্রহ!

কলিকালে ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥

সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-শক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্ম অভিন্ন-শ্রীনিত্যানন্দ-প্রকাশ-বিগ্রহ। নিত্যানন্দের কার্য্যই পাষণ্ডদলন আর প্রেম প্রচারণ। জগতে আপনার অভ্যুদয়ে আমাদের ইহাই বিশেষ অনুধাবনের বিষয় যে, এই দুইটী কার্য্য যুগপৎ আপনার দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতেছে। আরও বিশেষভাবে অনুধাবনের বিষয় এই যে জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দিরাদি সুরক্ষার সহিত পরিচালনা এবং তাঁহার মনোহভীষ্ট নাম-প্রেমপ্রচার তাঁহার প্রকটকাল হইতেও বর্ত্তমানে আপনার দ্বারা বিপুলভাবে প্রচারিত হইতেছে, ইহা অনুধাবন ও অনুভব করিতে পারিতেছেন। আম্নায়ধারার বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল মহাপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জগতের প্রতি অপার করুণার দান শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা ব্যতীত কেই বা জানিতে পারিত বা পারিয়াছে? আবার তদ্রূপ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীঠাকুরের করুণার দান আপনাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যদি কেহ জানিতে পারে, পারিয়াছে বা পারিবে বলিয়া দম্ভ বা দুষ্টতা প্রকাশ করে, সে কখনই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-ঠাকুরের নিজ-পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারিবে না।

হে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ!

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর নিষ্কপট সেবক যাঁহারা, তাঁহাদের অনুগত্যে যাঁহারা সিদ্ধান্তবাণী-শ্রবণ-কীর্ত্তন সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদেরই হৃদয়ে আপনার রূপ, গুণ, লীলা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা তাহারা বেষকে অবহেলা করিয়া বপুদর্শন বা মাংসদর্শন-দ্বারা অমঙ্গল বরণ করিয়াছে। অন্তরে বিন্দুমাত্রও মাৎসর্য্য বা অন্যাভিলাষ থাকা কালীন আপনার অনন্ত গুণাবলীর কণামাত্রও কাহারও উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না। আমাদের পূর্ব্ব-গুরু-পাদপদ্ম জানাইয়াছেন—

আকাশ অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ॥

অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত শুদ্ধ স্বরূপেই আপনার শ্রীপাদপদ্মের প্রাকট্য সম্ভব হইয়া থাকে।

হে ব্যাসাভিন্ন বিগ্রহ!

অতি বাল্যকাল হইতেই আপনার শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহে অসাধারণ অধিকার এবং অল্পপ্রাশনকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-আলিঙ্গন প্রভৃতি কার্য্যে আপনার ব্যাসাভিন্ন-বিগ্রহত্বই সূচিত হইয়াছিল। আজ জগতের বহু ভাগ্যফলে গৌরপক্ষীয়-তিথি সমাগতা হইয়াছেন। এই শুভ মুহূর্ত্তের বন্দনা একমাত্র আপনার গুণকীর্ত্তনের দ্বারাই সুষ্ঠুতা লাভ করিবে, কিন্তু আমি আমার নিতান্ত অযোগ্যতা-নিবন্ধন আপনার শ্রীপাদপদ্মের গুণানুকীর্ত্তনে সম্পূর্ণ অক্ষম। তবে গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা সুষ্ঠুতা লাভ করিয়া থাকে, ইহাই ভরসা।

আপনার শুভপ্রকট-তিথি-বাসরে আমাদের হৃদয়ে পূর্ণরূপভাবে আপনার শ্রীমুখ-প্রকটিত বিনোদ-বাণী-গৌর আবির্ভূত হউন, ইহাই প্রার্থনা। ইতি—তবদীয় কৃপাপ্রার্থী—

অনৈক সেবকাভাস

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-

শতবর্ষপূর্ত্তি-কীর্ত্তন-

মহোৎসব

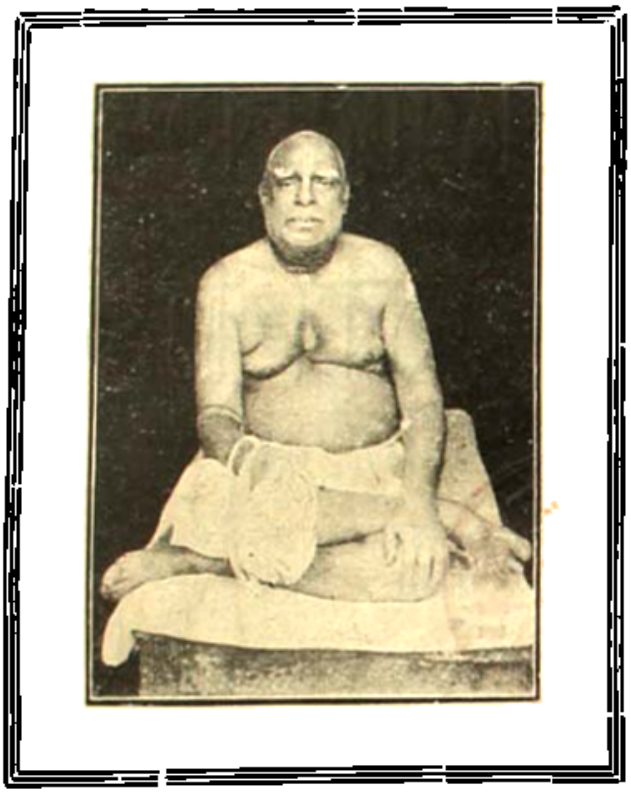

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগ-বরায় তে॥

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাবশতবর্ষপূর্ত্তি-মহোৎসব-সংখ্যা।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর শ্রীকৃপানুগবর

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরিষদের একমা

গৌড়ীয়

এবমেকং বিজানাতি যথার্থমুপলভতে।
নির্দ্বন্দ্বং ব্রহ্মপদ্মঞ্চ পুমান্ সৌম্যমুপৈতি সঃ ॥
'আত্মতত্ত্বহি সর্ব্বজ্ঞমহি
বিজ্ঞেয়মুহ সর্ব্বমি ভাবত।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
—শ্রীরূপগোস্বামী মহাপ্রভুর
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগ ছাড়ি ॥

১৭শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শনিবার, ১৭ই-২৭শে ভাদ্র, ১৩৭৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ } ৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্যা।

ওঁ বিষ্ণুপাদ-শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরচরণানাম্

আবির্ভাব-বর্ষশতপূর্ত্তি-মহোৎসব-বন্দনম্

কালে যত্র কলিপ্রভাব-জলদ-ব্যাপ্তং সুধাম্বরং
ভগ্ন-প্রেম-রবিপ্রভং পরিসরদ্ধ্বান্ত-চাপল্যকম্।
শঙ্কা-কর্কশ-শর্করাবহ-মহাদুস্তর্ক-বাত্যাকুলং
জাতং দুর্জ্জন-ঘূক-ঘূৎকৃতি-ঘটা-সংঘট্ট-ঘোরং ক্ষিতৌ ॥

ভ্রান্তি-ধ্বান্ত-নিতান্ততান্ত-মনুজস্বান্তং সদাশ্রান্তকং
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়বাজিরাজিভিরিতং দুর্ভোগকান্তারকম্।
আশাস্তং পরিগম্যমক্ষমতয়া নাশান্তকাদ্ নত্বতঃ
শান্তিং নৈব কৃতান্ত-প্রান্ত-বিষয়প্রাপ্তেঃ জগাম ক্বচিৎ ॥

শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তনং ভবদবোদ্ভাপ্তেক-সঞ্জীবনং
শুদ্ধং ভক্তিসরিদ্বরাগতমহো স্রোতো যদা ভূতলে।
রুদ্ধপ্রায়কপাটকং কপটিভির্বিঘ্নক্ষুধানাশনে
দৃষ্টং কৃষ্ণকথা-স্তুতক্ষ্যনিচয়ে দৌর্ভিক্ষ্যসঞ্চারকম্ ॥

সারাসারবিচারভারপরমাঃ প্রাপ্তে পুনর্দুর্দিনে
শ্রীকৃষ্ণৈকপরায়ণাস্তু করুণামন্বীক্ষমাণা হরেঃ।
স্থিত্বা স্থানসমাশ্রয়েণ ভজনানন্দামৃতাস্বাদিন
আসন্নির্জ্জন-পুণ্য-দুর্গমপদে কেচিদ্ যদা কুত্রচিৎ ॥

কারুণ্যৈকসুধানিধেনিরবধেঃ শ্রীগৌরচন্দ্রস্য যো
জীবোদ্ধারশুভেচ্ছয়া নিজজনো নির্দ্দেশতস্তৎক্ষণে।
সর্ব্বক্ষেমবিধিক্ষমঃ ক্ষিতিতলং শ্রীগৌরপক্ষাশ্রিতাং
ভদ্রাং ভাদ্রপদে ত্রয়োদশমিতাং লব্ধা তিথিং সঙ্গতঃ ॥

স্বানন্দাখ্যসুখপ্রদে প্রতিবসন্ কুঞ্জে স্বয়ং গোদ্রুমে
দ্বীপে কীর্ত্তনভক্তিযাজনপদে শ্রীগৌরকৃষ্ণাশ্রয়ঃ।
লোকেঽস্মিন্ পরিবাহয়ন্ হরিকথামন্দাকিনীং সর্ব্বতো
জীবানুগ্রহতৎপরত্বমতুলং প্রাখ্যাপয়দ্ যঃ প্রভুঃ ॥

ভূত্বা সিদ্ধমহাজনোঽপি নিয়তং গোলোকসংস্থোঽপি চ
সত্যানন্দ-চিদাত্মকোঽপি চ রতিং কৃষ্ণে দধানোঽপি চ।
নব্যানাং বিধিভক্তি-শিক্ষকতয়া যো বদ্ধবদ্মর্ত্ত্যবজ্
জাড্যাসত্ত্বকদুঃখভাঙ্ মনুজবল্লীলাশ্রয়োঽদৃশ্যত ॥

নিত্যানন্দবিলাসভূ-প্রকটনে সর্ব্বান্নরানাহ্বয়ন্
গৌরাঙ্গৈকগতির্ম্মুদাভিনয়নং শ্রীনামহট্টে দধৎ।
বৃন্দারণ্যসরূপকং ব্রজযুবদ্বন্দ্বাশ্রিতং সর্ব্বদা
স্বান্তানং জগতি প্রকাশমনয়চ্ছ্রীনামহট্টাঙ্গনা ॥

শ্রীমদ্ধামপ্রকাশনেন ভগবৎকামস্য সংপূরণা-
দ্নানাসাত্বতশাস্ত্ররত্নপ্রণয়ান্নামপ্রচারাদপি।
শ্রীগান্ধর্ব্বিকয়া সমং গিরিভৃতো ভক্ত্যা মুদং বর্দ্ধয়ন্
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ইত্যভিধয়া যঃ সার্থকং শব্দিতঃ ॥

এবং জীবদয়াব্রতে তু সততং নৃত্যং মহচ্চেষ্টিত-
ব্রাতং যঃ কলয়ন্নহ ন গতস্তৃপ্তিং স্বতশ্চেতসি।
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীপ্রভুবরং দিব্যং নিজং বৈভবং
সংরক্ষ্যেহ ধরাতলে নিজপদং ভেজে পরং চিন্ময়ম্ ॥

বাণীং যস্য প্রচারয়ন্ স বিবিধৈরস্মৎপ্রভুঃ সাধনৈ-
র্নানাদেশসমুদ্ভবেষ্বনুগতৈর্বাপার্থ্যতঃ সর্ব্বথা।
নীত্বা পৃষ্ঠিমনেকশশ্চ হৃদয়াভীষ্টং তদীয়ং পুন-
র্হিত্বাস্মান্ ভবদুঃখবারিধিগতান্ প্রাপ্তঃ স্বলীলাস্পদম্ ॥

অজ্ঞানন্তপদাশ্রয়ং গতবতঃ শ্রীবাসুদেবাঙ্গনঃ
শ্রীগৌড়ীয়গণাগ্রণ্যস্য জগতাং বন্দ্যস্য সদ্ভাবতঃ।
আচার্য্যোত্তমভাস্বতঃ সদুদয়ে তস্য প্রপূর্ত্তিং গতে
পুণ্যে বর্ষশতে মহামহমিমং বন্দামহে ভক্তিতঃ ॥

ভবদীয়ানাং কৃপাপ্রার্থিনাং
শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতানাম্

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

"জীবের ভাগ্যোদয় না হইলে কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির উদয় হয় না। তৎকার্য্যে জীবকে সাহায্য করাই বৈষ্ণবের হৃদয়গত জীবে-দয়ার একমাত্র পরিচয়। জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। যে-স্থলে স্থূল শরীরের রোগ-নিবৃত্তি বা ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সে স্থলে বৈষ্ণবতা নাই।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদের সর্বোপাস্য বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস
গোস্বামি-প্রভুবর

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
গোস্বামি-প্রভুপাদ

শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

যাদুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

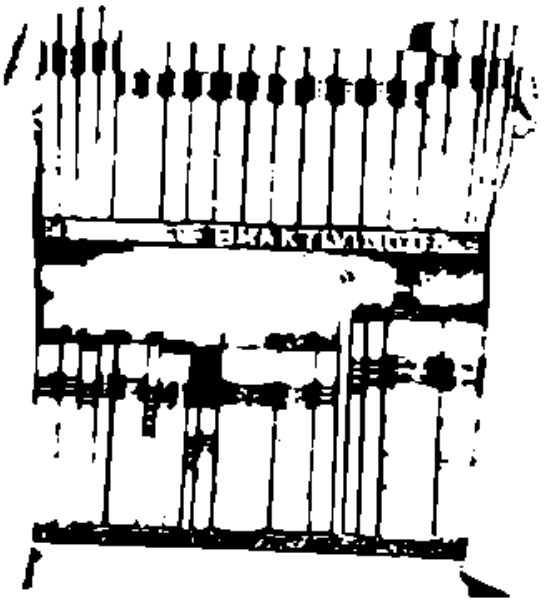

স্বরচিত গ্রন্থাবলীর সহিত যাদুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

শ্রীভক্তিবিনোদ-আরতি

চৌষট্টিযোগপীঠ—শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল। সেই নবদ্বীপমণ্ডলের উনা বা বীরনগর গ্রামে বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধ-ভক্তিস্রোতঃ-পুনঃপ্রবাহের মূল-পুরুষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১৪২ শ্রীচৈতন্যাব্দে বা ১২৪৩ বঙ্গাব্দের ১৮ই ভাদ্র অথবা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর রবিবার শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা ১০ মিনিটে আবির্ভূত হন। বর্ত্তমান বর্ষের (৪৫২ চৈতন্যাব্দ), ২৯ ভাদ্রকেশ, (১২৮৫ বঙ্গাব্দ) ২১শে ভাদ্র, (১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ) ৭ই সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তি-বাসর।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর পরবর্ত্তী যুগে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাখ্যাতার—শুদ্ধভক্তিরূপিনী শুদ্ধসত্ত্বভূমিতে ভক্তিগঙ্গা-পুনরানয়নের ভগীরথ। ভক্তিবিনোদ—সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্ত্ত-বিগ্রহ। তিনি গৌরাঙ্গের নিত্যসঙ্গী। গৌরসুন্দর যেরূপ নিজ হৃদয়কান্তি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন নাই, তদ্রূপ ঠাকুর ভক্তি-বিনোদও তাঁহার আচার প্রচারের মধ্যে তাঁহাকে বদ্ধ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি যে সাক্ষাৎ গৌরশক্তি,—যে গৌরশক্তি বার্ত্তায় গৌর-নাম, গৌর-ধাম ও গৌর-কামের সঙ্কীর্ত্তন-বন্যা জগতে প্রবর্ত্তন অসম্ভব, তাহা তাঁহার আচার ও প্রচারে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

"কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥"

গৌরসুন্দর যেরূপ মহা-বদান্য, ঠাকুর ভক্তিবিনোদও সেইরূপ মহা-বদান্য। অথবা গৌরসুন্দরের মহা-বদান্যতা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মহাবদান্যতা-প্রভাবেই বর্ত্তমানে জীব-জগতের উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে। গৌরসুন্দর যেরূপ কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা, ঠাকুর ভক্তিবিনোদও সেইরূপ গৌর-কৃষ্ণ-প্রেম-প্রদাতা। গৌরসুন্দর যেরূপ বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদও সেইরূপ আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ। গৌরসুন্দরের নাম যেরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ঠাকুরের নামও সেইরূপ শ্রীসচ্চিদা-নন্দ ভক্তিবিনোদ। গৌরসুন্দরের লীলার ন্যায় গৌর-জন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের লীলাও মহা-বদান্য অর্থাৎ নাম-প্রেম-প্রচারক।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদে একাধারে শ্রীনিত্যানন্দের প্রেম-প্রচারিণী ও পাষণ্ড-দলন লীলা এবং শ্রীরায়-রামানন্দ-শ্রীস্বরূপ-দামোদর-শ্রীসনাতন-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীবের রস-সিদ্ধান্ত ও ভক্তি-সিদ্ধান্ত-প্রচারলীলা পরিদৃষ্ট হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ —"কৃষ্ণের সংসার কর, ছাড়ি' অনাচার। জীবে দয়া, কৃষ্ণ-নাম সর্ব্বধর্ম্মসার॥"—এই বাণীর মধ্যে নিখিল সাধন-শাস্ত্রের নির্য্যাস বিতরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণের সংসার কর—এই মহা-বাক্যের দ্বারা ভোগ ও ত্যাগবাদকে নিরাস করিয়া সকল জীবকে কৃষ্ণের বিলাস অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তর্পণ-যজ্ঞের সহিত আহরণের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। নিরীশ্বর বা স্বেশ্বরনীতি ও দুর্নীতি - এই সকলই অনাচার। জীবে দয়া ও কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের দ্বারাই কৃষ্ণের সংসারে বসতি হয়। সমস্ত জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণের সংসারে নিত্য-সংসারী। সেই কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা দাস্য ভুলিয়া মায়ার সংসারে প্রবিষ্ট হইলে তাহাদের যাবতীয় ক্লেশ ও অশান্তি উপস্থিত হয়।

মায়ার সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজকীয় পথ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সমগ্র মানব-জাতিকে তথা সমগ্র জীবজাতিকে প্রদর্শন করিয়াছেন। কৃষ্ণের সংসার কর—এই মহাবাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্যই ব্রজ পত্তন কর—শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকট কর। ব্রজবাসীর আনুগত্য না হইলে কৃষ্ণের সংসার হইতে পারে না। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রজবাসী—স্বরূপ-সনাতন-রূপ রঘুনাথ। তাঁহাদেরই অভিন্ন মূর্ত্তি—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীগৌরকিশোর এবং ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শতবর্ষপূর্ত্তি-প্রকট-তিথির আবৃত্তি আমরা তাঁহারই বাণীর সহস্র প্রদীপে আচার্য্যানুগত্যে করিতে অভিলাষী হইয়াছি। শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদের অষ্টোত্তরশতকীর্ত্তিশ্রী তাঁহার বাণীর কৃপালোকে আমরা দর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

"শ্রীভক্তিবিনোদ-দয়া করহ বিচার"

[গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পদবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপাদ]

একশত বৎসর পূর্ব্বে গৌড়মণ্ডলের অন্তঃপাতী বীরনগর গ্রামে মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম নিজ-জন নিখিলদুষ্কৃতকর্ত্তন ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অবতার-লীলা প্রকাশ করেন। অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দের পৃথগে অনাদিকাল হইতে বদ্ধজীবসমূহ কিরূপে সৎ, চিৎ ও আনন্দ-রাজ্যের যাত্রী হইতে পারে, তাহা যিনি নিজের লীলাদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রীভক্তিবিনোদ-শ্রীপাদপদ্মের সন্ধান মহীশ্বর ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায়ই আমরা পাইয়াছি। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমগ্র-লীলাটি জীবের সচ্চিদানন্দ সাক্ষাৎকারের সহজ চিত্র।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার বাল্য-লীলার পারি-পার্শ্বিকতা ও আবেষ্টন, সুখ-দুঃখের বিভিন্ন বৈচিত্র্য, বিলাস ও দারিদ্র্যের সম্ভাতমধ্য অবস্থা, যৌবনে জড়বিলাস ত্যাগপূর্ব্বক যুক্তি-বিচার-প্রধান-মার্গে বিচরণ, ক্রমশঃ ভক্তি-হীন যুক্তির অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন, ভক্তি বা আত্মার পক্ষপাতিত্ব, ভক্তিকল্পতরুর প্রকৃষ্টফল-স্বরূপ একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেই পরম আদর এবং শ্রীমদ্ভাগবত-বিগ্রহ শ্রীরাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ গৌরসুন্দর ও গৌর-সুন্দরাভিন্ন শ্রীহরিনামের নিরন্তর অনুশীলনময় আচার-প্রচার প্রভৃতি আদর্শের দ্বারা নিজের অলৌকিক অপ্রাকৃত লীলা শিক্ষা দিয়াছেন।

তিনি স্বয়ং অনুক্রমপরায়ণ এবং তাঁহার লীলাগুণাবলীও অনুক্রম। "ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ" —এই স্বরূপানুবন্ধি-নিত্যসিদ্ধ নামযুক্ত হইয়া নিজের নাম-রূপ-গুণ-লীলাতেও ঠাকুর অবর্ত্তনাময় হইয়াছেন। ঠাকুর সকল জীবাত্মার স্বাত্ম্য পুনঃ প্রকাশের জন্য তাঁহার সমগ্র-জীবনব্যাপী আচরণমুখে অগ্রগতির আদর্শ এবং পূর্ণস্বাত্ম্য-প্রাপ্তি অর্থাৎ স্বারসিকী সিদ্ধি বা অপ্রাকৃত নিত্যলীলায় প্রবেশ পর্য্যন্ত যুগপৎ আচার ও প্রচারময় আদর্শ-সমূহ দেদীপ্যমান রাখিয়াছেন।

নির্ব্বিশেষ মতবাদের আপাত নিরপেক্ষতার ছলনা ও বস্তুবৈরাগ্যের কৃত্রিমতার অপ্রতিষ্ঠা এবং তৎসঙ্গে চিন্নিলাসের সহজ প্রতিষ্ঠার অগ্রগতি, অপ্রাকৃত বা কৈবল্যের প্রতি অভিযানের আদর্শ তাঁহার আচার ও প্রচারে সুসমঞ্জসরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়াছে। কি অবিদ্যাস্থিতি, কি বিদ্যাস্থিত লীলায়, কি ত্যক্তবর্ণাশ্রম-লীলায়—সর্ব্বত্রই নিত্য মঙ্গলময় চিরসুন্দর চিন্ময়সুখস্বরূপ সত্যের অন্বেষণ, তজ্জন্য তীব্র প্রচেষ্টা ও তৎপ্রতি অনুরাগ ঠাকুরের নির্দ্দোষ নির্ম্মল অনবদ্য চরিত্রে সর্ব্বক্ষণ অধ্যয়ন করিবার বিষয়। শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন-বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবতই ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার নিজ-জনরূপে জগতে বিশ্বের নিত্য কল্যাণ-বিধানের জন্য অবতীর্ণ হন—ইহা ঠাকুরের আচার-প্রচারে পরিদৃষ্ট হয়।

'কৈবল্য'-শব্দটী খণ্ডযোগি-গণের দ্বারা বিকৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত যে কৈবল্যৈকপ্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন, তাহাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় "ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া প্রেমভক্তি।" চিন্নিলাস অধোক্ষজের উত্তম আধার অপ্রাকৃত ধামে যে কৈবল্যের বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয়, তাহাই আমাদের প্রয়োজন। তথায় মৎসরতার কোন ভূমি নাই। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্র সেই কৈবল্যের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন।

ঠাকুরের দয়ার প্রধান যন্ত্র

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দয়ার কথা অপার ও অনন্ত। তাঁহার দয়ার প্রধান যন্ত্র—প্রেম। ষড়্গোস্বামী প্রভুগণের ন্যায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীগৌরসেবা-সংরত লেখনী অবিশ্রান্তভাবে লক্ষমুখে, কোটিমুখে, অর্ব্বদমুখে জীবে দয়া করিবার জন্য—জীবের হৃদয়-গুণ্ডিচা মার্জ্জন করিবার জন্য—শ্রীসচ্চিদানন্দ-নাম-প্রভুর দুষ্ট পরিমার্জ্জন করিবার জন্য—শ্রীমদ্ভাগবতের বিলাস, শ্রীগৌরসুন্দরের বিলাস, অমল শ্রীহরিনামের অমিয় বিলাস-বৈভব বিস্তার করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার লেখনী একাধারে প্রেম-প্রচারণ ও পাষণ্ড-দলন-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ ও ষড়্গোস্বামী প্রভুগণের নিত্য-লীলার দ্বারা সংরক্ষণ করিয়াছে।

ব্যাসাচার্য্য-সার্ব্বভৌম শ্রীল ভক্তিবিনোদ

[আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপাদ]

গ্রন্থকাররূপে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য বা মৌলিকত্ব গৌড়ীয় ইতিহাসে অদ্বিতীয় ও অনুপমেয়। তিনি সার্ব্বভৌম-প্রকাশে বা শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যে ভক্তির ব্যাসগণের কথা বলিয়াছেন, সেই **ব্যাস-মণ্ডলের মধ্যে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ব্যাস-সার্ব্বভৌম।**

শ্রীল ঠাকুর তাঁহার 'বিষ্ণুসহস্রনাম' ভাষ্যের 'বোধনে' যে পরাভাষ্য, উপনিষদ্‌ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও বিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য রচনাদ্বারা আচার্য্য-প্রবরগণের অনাদৃত ইতিহাস কথা বলিয়াছেন, প্রকৃতরূপে সেই আচার্য্য তাঁহাতে সম্ভবপরিত্ব অর্থাৎ শ্রীল ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথমে গৌড়ীয়দ্বারায় নিজের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তপর ভাষ্যসমূহ প্রচার করেন।

ঠাকুর শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পরাভাষ্যের 'হরিত-রঞ্জনরোচি-ভাষ্য' এবং শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের পরাভাষ্যের 'বিদ্বদ্রঞ্জন-ভাষ্যভাষ্য' রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের টীকার সহিত উপনিষদের 'বেদান্তদীপিতি টীকা', বিষ্ণুসহস্রনামের ভাষ্যভাষ্য, বেদান্তস্যমন্তকমালা প্রভৃতি বেদান্তগ্রন্থ রচনা করিয়া ঠাকুর পূর্ব্বাচার্য্যগণের শ্রৌত-ধারার রীতি সংরক্ষণ করিয়াছেন। 'গোবিন্দ-ভাষ্যে'র ভাষ্য-ভাষ্য প্রকাশ করিবার ভার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহোদয়ের উপর প্রদান করিয়াছিলেন এবং বেদান্তসূত্রের একটি ভক্তিপর ব্যাখ্যা লিখিবার ভার পরমারাধ্য **ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** উপর সমর্পণ করেন। শ্রীল ঠাকুর বেদান্তপীঠক 'সিদ্ধান্তসরে'র সারসঙ্কলন ও 'সিদ্ধান্ত-প্রদীপে'র ভাষ্যভাষ্য প্রচার করিয়াছিলেন ঠাকুর তাঁর সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের গ্রন্থরাজির অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা এবং প্রচার করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর তাঁহার 'মধ্বমতম্', শ্রীবল্লভসম্প্রদায়ের গৌড়পূর্ণানন্দের 'তত্ত্বমুক্তাবলী'র

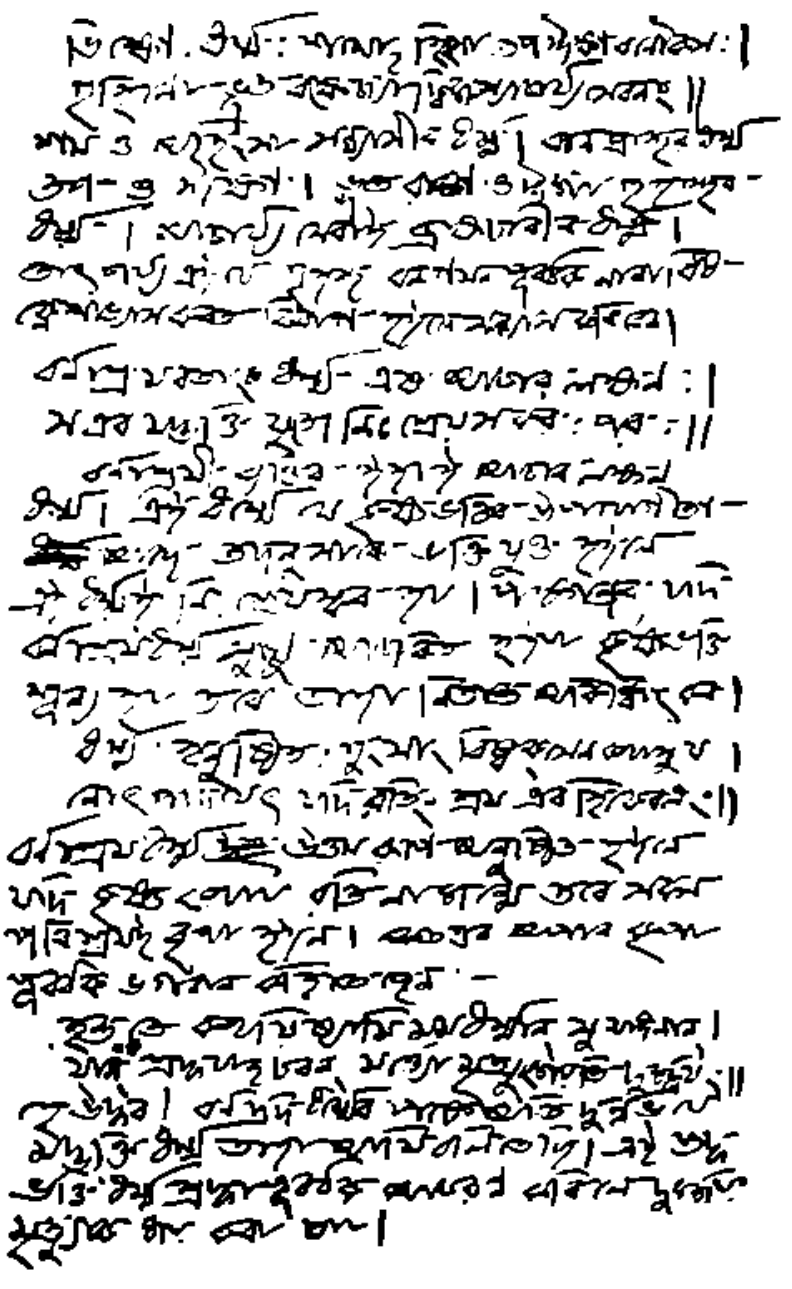

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীহস্তাক্ষর

অনুবাদ, শ্রীরামানুজাচার্য্যের গদ্যত্রয়োক্ত উপদেশের ও লোকাচার্য্যের অর্থপঞ্চকের অনুবাদ; গীতামালা, শরণাগতি প্রভৃতির মধ্যে শ্রীযামুনাচার্য্যের স্তোত্ররত্নের পদ্যানুবাদ; শ্রীনিম্বার্কের দশশ্লোকীর ব্যাখ্যা ও অনুবাদ; শ্রীবল্লভাচার্য্যের ষোড়শগ্রন্থ প্রকাশ প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা **আচার্য্য-সার্ব্বভৌম**-পদবাচ্য হইয়াছেন।

স্মৃতিপ্রস্থান, ন্যায়প্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান ও প্রকরণপ্রস্থানের বিবিধ গ্রন্থ ঠাকুরের বিপুল ভক্তিসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুরের 'দশোপনিষৎ-চূর্ণিকা' ও অথর্ববেদীয় শ্রীচৈতন্যোপনিষদের "শ্রীচৈতন্যচরণামৃতম্" নামক সংস্কৃতভাষ্য প্রভৃতি তাঁহার স্মৃতিপ্রস্থান-বিষয়ক গ্রন্থ। ঠাকুর নিজের মৌলিক সংস্কৃতশ্লোকে ব্যাসসূত্রের অধিকরণমালা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যদিও তাহা প্রথমাধ্যায়ের চারিটী পাদপর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে, তথাপি তাহাতে সংক্ষেপে সমগ্র বেদান্তের সার রক্ষিত হইয়াছে। ঠাকুরের 'চূর্ণিকা' নাম্নী সংস্কৃতটীকা ও বঙ্গভাষায় রচিত 'পাদসিদ্ধান্তে'র টীকা-সহিত শ্রীমদ্ভক্তি-সূত্রমালা ঠিক শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যের অনুভাষ্যের অনুসরণে রচিত। অতএব ন্যায়প্রস্থানেও গৌরলীলার ব্যাস ঠাকুর ভক্তি বিনোদের দানের মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা' ও 'সংস্কারদীপিকা', 'পদ্মপুরাণ', 'বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য', 'গীতাভাষ্য' প্রভৃতি গ্রন্থ ভাষ্যভাষ্য প্রভৃতির সহিত প্রচার করিয়া গৌড়ীয়-স্মৃতি-প্রস্থানের ব্যাস-রূপে বৃত হইয়াছেন।

প্রকরণপ্রস্থানের মধ্যে তিনি পূর্ব্বমহাজনগণের বহু গ্রন্থ, যথা —শ্রীরামানুজাচার্য্যের 'উপদেশ', লোকাচার্য্যের 'অর্থ-পঞ্চক', 'মাধ্ব-ভাষ্য', বৃহদ্ভাগবতামৃতের 'ভক্তি-সিদ্ধান্তামৃত', 'ধামামৃত' প্রভৃতির ভাষ্যভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

মৌলিক গ্রন্থ-রচনায় তিনি নিত্যসিদ্ধ ব্যাসাবতার। মৌলিক-গ্রন্থের মধ্যে তিনি কতক-গুলি সংসম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রতি উদাসীন সাধারণের জন্য কতকগুলি সংসম্প্রদায়ে প্রবেশোন্মুখ ও প্রবিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্য রচনা করিয়াছেন। সেই রচনা সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরেজী গদ্য ও পদ্যে দৃষ্ট হয়। তাঁহার মৌলিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে মহাগ্রন্থ, সংহিতা গ্রন্থ, তত্ত্বগ্রন্থ, লীলাগ্রন্থ ও ধর্ম্মগ্রন্থ- সকল প্রকার বিচিত্রতাই দৃষ্ট হয়।

যাহারা কোনপ্রকার creed অর্থাৎ বিশেষ সাম্প্রদায়িক মত অনুসরণ না করিয়া সমুক্তিদ্বারা সত্যের অনুসন্ধান করিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'তত্ত্বসূত্র' গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণসংহিতার উপক্রম, উপসংহারেও অনেকটা সেইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া বহির্বিশ্লিষ্ট দৃষ্ট ও বিচারমূলে সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা 'কৃষ্ণসংহিতা'র উপক্রম ও উপসংহারে দেখিতে পাওয়া। শিক্ষামূলেও সমুক্তি ও চিৎ-বৈজ্ঞানিক চরম শিক্ষার দিকে অভিযান দৃষ্ট হয়।

আর যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার শিক্ষার কোনও না কোনরূপে আকৃষ্ট বা তৎসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট কিম্বা প্রবেশোন্মুখ অথবা মহাপ্রভুর বিচারধারা সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবাপন্ন, তাঁহাদিগকে চরম সত্যের অনুসন্ধান প্রদানের জন্য, তাঁহাদের নিকট মহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষা প্রচারের জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রথমে-বিচারে মূলে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব নির্ণয়-পূর্ব্বক 'হৈবধর্ম্ম' ও 'শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা'

২২

দৈবীর

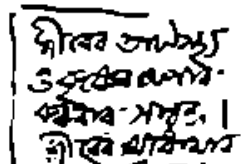

দীবের স্বাভাব্য
ও প্রেমের সম্বন্ধ
পর্য্যন্ত-সম্বন্ধ। ।
দীবের অভিধেয়
ও উপায়-ভক্তি ।

৩। কৃষ্ণ পরম করুণাময়, তিনি জীবকে এরূপ দুর্ব্বল করিয়া কেন স্থাপন করিয়াছেন? যে দুর্ব্বলতাক্রমে জীব মায়াভিনিবেশে পতিত হয়?

উ। কৃষ্ণ করুণাময় বটে, তথাপি তিনি লীলাময়। নানা অবস্থায় জীবের সহিত নানারূপে লীলা হইবে এই ইচ্ছায় জীবকে আদি তটস্থ অবস্থা হইতে পরমোচ্চ ভক্তভাব পর্য্যন্ত ক্রমবিধি ব্যাপিয়া অনন্ত উন্নতি পথের উপযোগী করিয়াছেন এবং উপযোগীতার সুবিধা ও দৃঢ়তার জন্য অতি নিম্নে মায়া জড়ের সহিত অভেদ অহঙ্কার পর্য্যন্ত পরমানন্দ লাভের অনন্ত বাধা স্বরূপ মায়িক অধোমান সৃষ্টি করিয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বহস্ত-লিখিত পার্শ্ব-টীকা-সংযুক্ত ও সংশোধিত জৈবধর্ম্মের কিয়দংশ

গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'হৈতবাদের' 'হট্‌সন্দর্ভ,' 'শ্রীভক্তি-বেদান্তস্বামিপাদ' ও 'উজ্জ্বলনীলমণির' নির্য্যাস প্রয়োজন-তত্ত্বে উপন্যাসাকারে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও ও সংক্ষেপভাগবতামৃতের কারিকার স্থানে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায়' কারিকা-সমূহ দ্বারা বিষয়, সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া প্রমাণ-চতুষ্টয়ের দ্বারা সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি প্রদর্শিত হইয়াছে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' গ্রন্থটী শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর হট্‌সন্দর্ভের ন্যায় প্রাচীন রীতিতে লিখিত। ইহা শিক্ষাষ্টকের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র প্রভৃতির প্রমাণ দ্বারা চিদ্‌বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বিবৃতি। ইহাতে গৌর-জন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শাস্ত্রীয় বিচার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্রের চরম তাৎপর্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাতেই পর্য্যবসিত।

ঠাকুরের রচিত 'আম্নায়সূত্র'—শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের অনুরূপ ভাগবত শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌড়ীয়-গণের শিক্ষানুসারে। আম্নায়সূত্রের অর্থ—শ্রৌতসূত্র। নির্ব্বিশেষবাদিগণ ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থকে আচ্ছাদন করিয়া এরূপ বিকৃত ভাব ও ধারণার জগৎ পরিপ্লাবিত করিয়াছে যে, তাহাতে শ্রীল ঠাকুরকে 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহার করিতে সতর্ক হইতে হইয়াছিল। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু যেরূপ ষট্‌সন্দর্ভের কোন সন্দর্ভের নামই 'ব্রহ্মসন্দর্ভ' প্রদান করেন নাই, 'তত্ত্ব', 'ভগবৎ', 'পরমাত্ম', 'কৃষ্ণ',—এইরূপ নাম প্রদান করিয়াছেন, তদ্রূপ ঠাকুর ভক্তিবিনোদও তাঁহার গ্রন্থকে মায়াবাদিগণের বিকৃত বিচারের জন্য 'ব্রহ্ম' শব্দে অভিহিত না করিয়া 'আম্নায়', 'তত্ত্ব', 'কৃষ্ণ' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার কতিপয় গ্রন্থের নাম হইয়াছে 'আম্নায়সূত্র', 'তত্ত্বসূত্র', 'তত্ত্ববিবেক', 'কৃষ্ণসংহিতা' ইত্যাদি। শ্রীল ঠাকুর তাঁহার তত্ত্বসূত্রে ভগবৎসূত্রের কথাই বলিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বা পরমাত্মসূত্রের কথা বলেন নাই। ঠাকুরের সর্ব্বত্রই আম্নায়সূত্র ব্যবহার করিবার একটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। আম্নায়সূত্র-শব্দের দ্বারা ঠাকুর গুরুপরম্পরা বা শ্রৌতধারার-নিত্যত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। আম্নায়ের সূত্র অর্থাৎ শ্রৌতবাণীর ধারা বিচ্ছিন্ন হইলে ভক্তিধারাই বিলুপ্ত হয়।

শ্রীল ঠাকুরের 'কৃষ্ণসংহিতা' গ্রন্থ 'সিদ্ধান্তরত্নের' অনুরূপ বিচারে লিখিত। বৈজ্ঞানিক যুগে কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলার এরূপ চিদ্‌বৈজ্ঞানিক সুবিন্যাস আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। 'কৃষ্ণসংহিতা' তত্ত্ববিচারের সংহিতা-গ্রন্থ।

ঠাকুরের সম্বন্ধ-বিষয়ক বিচার-গ্রন্থের মধ্যে 'তত্ত্বচন্দ্রিকা' বা ভাগবতের গর্ভস্তোত্র-ব্যাখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'ভাগবতার্কমরীচিমালা' সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক গ্রন্থ। ইহা 'হট্‌সন্দর্ভে'র পদ্ধতির-অনুসারে গুম্ফিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের আঠার হাজার শ্লোকের মধ্যে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-তত্ত্বের অন্তর্গত করিয়া ১২৪০টী শ্লোক ইহাতে স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে ২২টি শ্লোক 'দ্বিঃপ্রয়োগ' আছে। উহা বাদ দিলে ইহাতে ১২২৮টী শ্লোক হয় শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর আজ্ঞানুসারে ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-ক্রমে ঠাকুর এই সকল শ্লোক গুম্ফন করিয়াছেন। "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের তাৎপর্য্যটী ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষক ও "গৌড়ীয়া"র বালিক শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভুর কথিত তাৎপর্য্যানুসারে লিখিত।

"শ্লোক বিচারিতে শ্রীস্বরূপদামোদর।
অনুভবে আসি আজ্ঞা দিল অতঃপর॥
মহাপ্রভু আজ্ঞামত শ্লোক সাজাইয়া।
সম্বন্ধাভিধেয়-ক্রম দেহ দেখাইয়া॥
গ্রন্থ নিত্য পাঠ্য হ'বে বৈষ্ণব-সভায়।
ভাগবত-পরমার্থ প্রভুর কৃপায়॥
'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের তাৎপর্য্য কহিল।
গৌড়ীয়-ব্যাখ্যার ক্রম তবে দেখাইল॥
সেইত প্রেরণা-ক্রমে এ অধম দাস।
ভক্তিবিনোদ গ্রন্থ করিল প্রকাশ।"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পরমার্থের অনুকূল প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহ্য সম্বন্ধেও যথেষ্ট আলোচনামূলক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঠাকুরের 'Maths of Orissa,' 'Speech on Gautama' প্রভৃতি ইংরেজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ এবং 'কৃষ্ণসংহিতা'র উপক্রম প্রভৃতিতে ঐতিহ্য ও প্রত্নতত্ত্বের বিশেষ বিচার পাওয়া যায়। 'সজ্জনতোষণী' ও 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকায় তাঁহার পারমার্থিক ঐতিহ্য ও প্রত্নতত্ত্বমূলক গবেষণাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ আছে। শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডল পুনরাবিষ্কারমুখে তিনি যে-সকল পরমার্থানুকূল প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহ্যের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বহির্মুখ প্রত্নতত্ত্ব ও

ঐতিহ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ঠাকুরের প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক আলোচনা শ্রীগৌরহরির তত্ত্বপরিবেষণের সেবা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ Elegyর আকারে ঠাকুর হরিদাসের সমাধি-সম্বন্ধে ইংরেজী কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ইংরেজীতে রচিত 'Saragrahi Vaishnava' কতকটা Psalm of Life এর অনুরূপ; জীবকে জড় হইতে চেতনের দিকে—ব্রজের দিকে অভিযান করাইবার জন্য গোলোকের সেনাপতির আহ্বানের সদৃশ। তাঁহার রচিত 'শোকশাতন' একটী সংক্ষিপ্ত ও সম্বন্ধজ্ঞানের উপদেশপূর্ণ কাব্যবিশেষ।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সংস্কৃত রচনাও মৌলিকতা-বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে 'তত্ত্বকৌস্তুভ' সংস্কৃত ভাষায় রচিত তত্ত্ববিষয়ক ও গম্ভীর বিচারপূর্ণ গ্রন্থ। 'বৌদ্ধবিজয়'-কাব্য, 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা,' শিক্ষাষ্টকের 'সম্বোধন-ভাষ্য,' 'দশোপনিষৎ-চূর্ণিকা', 'বেদান্তাধিকরণমালা', 'ভাষাবলী', শ্রীচৈতন্যোপনিষদের 'শ্রীচৈতন্যচরণামৃত-ভাষ্য,' আহ্নিক-সূত্রের সংস্কৃত সূত্র ও সংস্কৃত টীকা, তত্ত্বসূত্রের সংস্কৃত সূত্র ও ভাষ্য, গৌরাঙ্গস্তবন-মঙ্গলস্তোত্রের সংস্কৃত শ্লোক, 'হরিনাম-ত্রয়োদশকম্', দশমূল-নির্য্যাস প্রভৃতি সংস্কৃত-গ্রন্থ সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব-বিষয়ক শিক্ষাপূর্ণ শ্রৌতসিদ্ধান্ত-গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত ঠাকুরের রচিত অনেক সংস্কৃত শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ঐসকল সংগৃহীত হইলেও প্রকরণ প্রস্থানের একটী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ শুম্ভিত হইতে পারিত।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমালোচনা-বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে ইংরেজী ভাষায় "Speech on Bhagavat" ও 'নিত্যধর্ম-সংস্থান' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। শ্রীসজ্জনতোষণীতে প্রকাশিত 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'সংক্ষেপভাগবতামৃত', 'বেদান্ত-দর্শন', 'ষট্‌সন্দর্ভ', 'সিদ্ধান্তরত্ন' প্রভৃতি গ্রন্থের সমালোচনা এবং অন্যান্য সংসম্প্রদায় ও অপসম্প্রদায়ের রচিত গ্রন্থ-বিষয়ক মতবাদাদির সমালোচনাপর বিরাট্ সাহিত্য গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারের একটী অমূল্য রত্নবিশেষ।

উপন্যাস ও নবন্যাসের যুগে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উপন্যাসের মধ্য দিয়া তত্ত্বকথা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার 'প্রেমপ্রদীপ' উপন্যাস-গ্রন্থটী যোগ ও নির্ব্বিশেষ ব্রাহ্মমত নিরাস করিয়া অপ্রাকৃত সহজ প্রেমধর্ম্মের প্রতি তদানীন্তন শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহার 'প্রেমপ্রদীপে'র উৎসর্গ-পত্রে নিজেই বলিয়াছেন—"ইহার দ্বারা অনেক কৃতবিদ্য যুবকের ব্রহ্মভক্তি লাভ হইয়াছে।"

তাঁহার স্বরূপকল্পতরু ও ইংরেজী ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর "Life & Precepts" একাধারে লীলা ও তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ। তত্ত্বকে যে লীলা হইতে পৃথক্ করা যায় না, ইহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমস্ত রচনাতেই প্রকাশিত হইয়াছে।

ঠাকুরের 'দশমূল-নির্য্যাসে' অতি সংক্ষেপে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মহাপ্রভুর রস-সিদ্ধান্তের হইয়াছে। এই দশমূলকেই তিনি মূল করিয়া সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' নামক গ্রন্থটী এই দশমূলের অনুসরণে লিখিত। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বা শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তীর নামে আরোপিত "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়ঃ" শ্লোকটীতে মহাপ্রভুর শিক্ষাবর্ণনে যে অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহা দশমূল-নির্য্যাসের "আরাধ্যো ভগবান্" শ্লোকে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন—"আরাধ্যো ভগবান্" শ্লোকে অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের কথা নাই; কিন্তু "আম্নায়ঃ প্রাহ" শ্লোকে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিচার পরিলক্ষিত হয়।

লীলা ও রস-সাহিত্য প্রসঙ্গে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভক্তি-সিদ্ধান্তকে অপ্রাকৃত-রস হইতে পৃথক্ করিলে তাহা 'বিরস' 'অপরস' বা 'রসাভাস' হইয়া যায়। লীলা ও রস-সাহিত্যের কথা উপস্থিত হইলেই ঠাকুর অধিকারের কথা উত্থাপন করিতেন। 'অরসিকে রসের নিবেদন' ঠাকুর কখনই সহ্য করিতে পারিতেন না।

এজন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার কল্যাণকল্পতরুর "রসকীর্ত্তনে"র উপসংহারে বলিয়াছেন,—

"কেন মোর দুর্ব্বলা লেখনী নাহি সরে।
অভিসার আরম্ভিয়া সঙ্কল্প অন্তরে॥
মিলন, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভাদি বর্ণন
প্রকাশে করিতে নাহি সরে মম মন
দুর্ভাগা না বুঝে রাস-লীলা-তত্ত্বসার।
শূকর যেমন নাহি চিনে মুক্তাহার॥

অধিকারহীন-জন-মঙ্গল চিন্তিয়া

কীর্ত্তন করিছে গৌর, হরি বিহরিয়া

ঠাকুরের কীর্ত্তি-চর্চ্চিতা অন্ধ-চর্চ্চিতার মধ্যে আমরা তাঁহার গৌরজনয় রাধাভাবের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিতে পাই। শ্রীল ঠাকুর কেহবাসে 'স্বর্ণ-বাসক' ও গৌরচন্দ্রে 'কাঞ্চন নট' দর্শন করিয়া রাধাভাবে-চিত্রচর্চ্চিত শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-রসের পরিপোষণ করিয়াছেন। তাঁহার কবিতাকেরতরু লালসাময়ী প্রার্থনায় তিনি কীর্ত্তনীয়া গৌরের স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে গৌর-গদাধরকে রাধাভাবরূপে দর্শন করিয়াছেন

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের কারিকা উদ্ধার করিয়া 'স্বানন্দ' শব্দের তাৎপর্য্য এইরূপ দেখাইয়াছেন,—

"স্বতন্ত্রত্বাৎ সুখত্বাচ্চ স্বনামা বিকুণ্ঠচাতে" অর্থাৎ স্বতন্ত্রত্ব ও সুখত্ব হেতু বিকুণ্ঠে 'স্ব' শব্দে অভিহিত করা হয়। যাহা সেই স্বকীয় 'আনন্দ' ও 'সুখ' দান করে, তাহাই 'স্বানন্দ-সুখদ',—যে-স্থানে শ্রীল-পুরুষোত্তম স্বতন্ত্র আনন্দময়, যে-স্থানে স্বতন্ত্র সুখময়, সেখানে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীনতা সম্প্রকাশিত অর্থাৎ **যে স্থলে তিনি ঈশানাথ হইয়াও ঈশালীর।"**

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের শ্রীভক্তিবিনোদ এই কীর্ত্তনাখ্য গোলোকধামের স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীরাধামাধবের যে নিত্য-কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহাই তাঁহার সাহিত্যরূপে প্রকাশিত। সেই সাহিত্য-রসামৃত-সিন্ধুর একটী বিন্দু আস্বাদন করিবার যোগ্যতা হইলে জীব কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন।

শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী যে ভক্তিবিনোদধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, সেই ধারে যাঁহারা অবগাহন করিতে চাহেন, তাঁহাদের হৃদয়ে অস্বচ্ছতার বা কোন প্রকার কপটতার স্থান নাই। তাঁহাদের চিত্তবৃত্তিতে কেবল শ্রীভক্তিবিনোদ গৌর-বাণীর সেবা-লালসাময়ী আর্ত্তি বিরাজিতা। ভক্তিবিনোদ-ধারায় সম্ভোগের কোন কথা নাই। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমলোজ্জ্বল-ধারার এককণাও আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবকীট স্পর্শ করিলে কৃতার্থন্মন্য হইবে। তাঁহার কৃপার কথা বলিতে বলিতে শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের এই কথাটী কেবল হৃদয়ে জাগিতে থাকে, **"কস্যপ্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।"** অর্থাৎ কাহাকেই বা বলিতে পারি, আর এখন কেই বা তাহা বিশ্বাস করিবে?

আমাদিগের দুই দিকেই বুঝিল। ঠাকুরের পক্ষ হইতে বলিলে লোকে আমাদিগকে সাম্প্রদায়িক বলিবেন, আমার তথাকথিত নিরপেক্ষ হইয়া বলিলেও ভক্তিদেবীর প্রতি অবিচার করা হইবে। উভয় প্রবৃত্তি হইতে দূরে নিরপেক্ষতা কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তবে চিৎসাপেক্ষতার অনুগত নিরপেক্ষতার প্রতিষ্ঠা আছে, তাহা কখনও জড়-সাপেক্ষ হইয়া অধোগতি লাভ করে না।

শ্রীল ঠাকুরের শতবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহারই মূর্ত্ত কৃপা-বৈভব-প্রকাশ গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ অষ্টোত্তরশত প্রদীপের দ্বারা ঠাকুরের আরতি করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। সেই আরতির আলোক আমার কৈতবতমোরাশি বিদূরিত করুক। সেই আরতির উপায়নরাশির কোন ক্ষীণতম উপকরণ হইতে পারিলেও নিজের ব্যর্থ জীবন ধন্য জ্ঞান করিব। শ্রীল ভক্তিবিনোদের নিত্য আলোকিত পাদপদ্মের শোভা দর্শন করিবার দুর্লভ সৌভাগ্য শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আরাত্রিককারিগণের সর্ব্বপশ্চাতে থাকিয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-পদ-নখালোকে আকৃষ্ট থাকিবার উচ্চাশা আমার পক্ষে দুর্লভ ও অসম্ভব হইলেও আমি যেন নিত্যকাল সে আশাবহ্নিই পোষণ করিতে পারি। পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের দাসানুদাসগণের অনুগত হইয়া যেন অকপটে বলিতে পারি—

দেহার্ব্বুদানি ভগবন্! ভুবনং প্রবিশ্য
বক্ত্রার্ব্বুদানি চ পুনঃ প্রতিদেহমেব।
জিহ্বার্ব্বুদানি ভুবনং প্রতিবক্ত্রমেব
নৃত্যন্তু তেষু তব নাথ গুণার্ব্বুদানি॥
কর্ণাযুতস্যৈব ভবন্তু লক্ষ-
কোট্যো রসজ্ঞা ভগবংস্তবৈব।
বেণোর্ন লীলা শৃণুয়াদপি নিত্যং
তেনৈব গায়ানি ততঃ সুখং মে
তৎপার্শ্বগত্যৈ পদকোটিরস্তু
সেবাং বিধাতুং মম হস্তকোটিঃ।
তাং শিক্ষিতুং তাদপি বুদ্ধিকোটি-
রেতান্ বরাম্যে ভগবন্! প্রসহ্য।

—অনুরাগ-বল্লী ১, ৫, ৮ শ্লোক

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
ভক্তিবিনোদপাদাব্জরেণুঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীগৌরহরি

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নাম উচ্চারণ করিবা-মাত্রই তৎসঙ্গে-সঙ্গে শ্রীগৌরহরির কথার স্মরণ হয়। শ্রীগৌরহরির প্রতি শ্রীল ঠাকুরের যে অলৌকিক প্রীতি, তাহা ভূলোকে সম্ভব নহে। শ্রীগৌরহরি শ্রীভক্তিবিনোদের প্রাণধন, জীবনসর্ব্বস্ব ও ভজন-পূজন। শ্রীগৌরহরিই ঠাকুরের মন্ত্রতন্ত্র, বেদধর্ম্ম ও বেদাতীত ধর্ম্ম। গৌরহরিই ঠাকুরের প্রাণনিধি, বাঞ্ছানিধি, নয়নতারা, হৃদতারা—যথাসর্ব্বস্ব। শ্রীল ঠাকুর—"শ্রীগৌরাঙ্গৈকগতি"।

শ্রীগৌরহরি—শ্রীভক্তিবিনোদের সত্তা—সর্ব্বস্ব। ঠাকুর—শ্রীগৌরহরির নিজ-শক্তি—নিজ-জন। ঠাকুর—গৌর-হরির প্রিয়তম, গৌরহরির প্রকাশবিগ্রহ, গৌরহরির মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক, গৌরহরির প্রেরিত মহাজন, গৌরহরির নয়নমণি, গৌরহরির প্রাণারাম।

গৌরহরি ব্যতীত শ্রীভক্তিবিনোদের অধিষ্ঠান নাই, শ্রীভক্তিবিনোদ ব্যতীত শ্রীগৌরহরির অধিষ্ঠান নাই। শ্রীভক্তিবিনোদ গৌরহরির নাম, ধাম ও কাম মহাযজ্ঞের একাধারে হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা।

ঠাকুর গৌর-নাম-প্রচারের জন্য, গৌরধাম-উদ্ধারের জন্য ও গৌরহরির কাম-বর্দ্ধনের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গৌরহরি কি বস্তু, গৌরহরির প্রকৃত সেবা কি, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্র ও শিক্ষার অবতরণ না হইলে এই যুগে কেহই বুঝিতে পারিতেন না।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে গৌরহরির সেবার বিশেষ ভাব লইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বলিখিত চরিত্রের একটী ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হয়। ঠাকুর মাথুর মণ্ডলের কোন যমুনাময় পুলিন-বনে নির্জ্জন ভজন করিবার সঙ্কল্প করেন এবং অব্যবহিত পরে তারকেশ্বরে গমন করেন। বৈষ্ণবরাজ তারকেশ্বর ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে রাত্রিতে স্বপ্নযোগে বলেন যে, তিনি শ্রীগৌরহরির ধামের সেবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার সেই মূল কার্য্যই বাকী রহিয়াছে। সুতরাং তিনি কেন ব্রজমণ্ডলে যাইবেন?

শ্রীগৌরহরি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জন্যই ঐ সেবাটি রাখিয়া দিয়াছিলেন; নতুবা যে-স্থানে স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হইলেন, যে-স্থান হইতে প্রেমের ঠাকুর সমগ্র বিশ্ব ভরিয়া প্রেম বিতরণ করিলেন, সে-স্থানে কোন স্মৃতি-চিহ্নের সংরক্ষণ কিংবা সে-স্থানের কোন বিশেষ পরিচয় রক্ষা করিবার চেষ্টা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া একরূপ স্থগিত থাকিবার কারণ কি?

ঠাকুরের অন্তর্নিধি গৌরহরির ধাম-আবিষ্কারের জন্য ঠাকুর কিরূপ পাগলপারা হইয়া—সত্য সত্য গৌর-প্রেমের বাতুল সাজিয়া তাঁহার আর্ত্তি-গীতি গাহিয়াছেন,—

"হে ভক্তবৃন্দ, আজকাল **অন্য আশা, অন্য চিন্তা দূরে রাখিয়া এই গুপ্ত মহাতীর্থের স্থানগুলি আবিষ্কার করিতে যত্ন করুন।** ভাস্করাচার্য্য, আর্য্যভট্ট প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণের গ্রহ-নক্ষত্র-স্বরূপ ও গতি-সম্বন্ধীয় গবেষণার ন্যায় আপনাদের গবেষণা কঠিন নহে। তাঁহারা জড়বিৎ পণ্ডিত, সুতরাং জড় বিষয় অনুসন্ধান করিতে গেলে জড়ীয় যন্ত্রাদি-নির্ম্মাণরূপ বহু কষ্টকর কার্য্য করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু হে নিত্যানন্দের বাতুল-সকল, তোমাদের স্থিতি জড় জগতে নয়; তোমরা মনে করিলে অনায়াসে সকলই করিতে পার। প্রভু নিত্যানন্দের পাদ-পদ্মে পতিত হইয়া যদি একবার আবদার কর, তাহা হইলে অপ্রাকৃত শ্বেতদ্বীপকেও হস্তামলকবৎ সংগ্রহ করিতে পার। তোমরা যদি 'হা গৌরাঙ্গ!' 'হা বিষ্ণুপ্রিয়া!' 'হা প্রভু নিত্যানন্দ!' 'হা প্রভু অদ্বৈত!' 'হা গদাধর!' শ্রীনিবাস!' বলিয়া পঞ্চতত্ত্বের চিন্ময় ধামে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে থাক, তাহা হইলে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব তোমাদের প্রতি কৃপা করিয়া সমস্ত স্থানই দেখাইয়া দিবেন হে বৈষ্ণবগণ, আর বিলম্ব করিও না।"

—'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম', 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা'

ঠাকুরের 'শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ' পাঠ করিলে ঠাকুর যে গৌড়বনকে ব্রজবন দর্শন করিতেন, তাহা জানা যায়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গৌরজনত্বের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় শ্রীশ্যামসুন্দরের লীলা ও শ্রীশ্যাম-সুন্দরের লীলায় শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা দর্শন ও প্রদর্শন করিতেন।

শ্রীগৌরহরি কৃষ্ণপ্রেম-প্রচারের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা গৌরহরিকে জগতে প্রদান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরহরি কলির প্রথম সন্ধ্যায় অবতীর্ণ হন। কলির

বয়স যত বাড়িতে লাগিল, ততই বহুরূপিণী নাস্তিকতা-পিশাচী ছল-মনোমোহিনীর বেশে জগতের রঙ্গমঞ্চে বিবিধ নৃত্য আরম্ভ করিল। নাস্তিকতার ক্রম-বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে যে-সকল অচৈতন্য-মতবাদ জগৎকে গ্রাস করিয়া ফেলিল, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই সকল মতবাদের মূল উৎপাটনের জন্য—অচৈতন্য বিশ্বকে শ্রীচৈতন্য-বাণীতে সঞ্জীবিত করিবার জন্য নানা সদ্‌যুক্তি, সুবিচার ও সংসিদ্ধান্তপূর্ণ সাহিত্য-রাজি প্রকাশ ও প্রচার করিতে লাগিলেন। পুরাতন ও নবীন-গণের জন্য তিনি গৌরহরির মহিমা-মূলক কত গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় লিখিয়া গেলেন, কত আলোচনা, কত বক্তৃতা, কত সাময়িক পত্রিকা দ্বারা কত ভাবে, কত কৌশলে গৌরহরির কথা প্রচার করিলেন! তাঁহারই কৃপায় গৌরহরির জন্মোৎসব আজ বঙ্গদেশে জাতীয়-পর্ব্বরূপে পরিণত হইয়াছে, তাঁহারই কৃপায় গৌরহরির অতি বিশুদ্ধভাবে জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহারই কৃপায় গৌরহরির পার্ষদগণের গৌরব ও প্রকৃত স্বরূপ জগতে বিস্তৃত হইয়াছে। তাঁহারই কল্যাণে গৌরহরির প্রেমধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ ও শিক্ষাসমূহ বিশ্বের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতেছে।

আর কেই বা পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের বাণী সার্থক করিয়া গৌরহরির নামের বিজয়-ডঙ্কা বাজাইবার জন্য জীবন পণ করিয়াছিলেন? গৌরহরির নাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক, গৌরহরির সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মরূপ সমুদ্রে সকল ধর্ম্ম আসিয়া মিলিত হউক—এ চেতন-মহা-সমুদ্রের সমাধি এ যুগে আর কাহার হইয়াছিল? কেই বা গৌরহরির নামের দ্বারা প্রকৃত বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও যথার্থ বিশ্বপ্রেম স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন?

ঐ শুন, ঠাকুর গৌরহরির প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া বিশ্ববাসী সকলকে ডাকিয়া কি বলিতেছেন,—

"ভারতবর্ষের কতিপয় মানবকে উদ্ধার করিবার জন্যই যে তাঁহার অবতার, এমত নয়। কিন্তু জগতের সর্ব্ব প্রদেশে নিত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীব-সকলকে উদ্ধার করাই তাঁহার প্রয়োজন ছিল। তিনি শ্রীমুখে নিম্নলিখিত কথাটী বলিয়াছেন;—

পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম।

এই অবিতর্ক্য আজ্ঞা যে সত্বরই কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সে-সমস্তই পরিণামাবস্থায় এক নাম-সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম হইয়া পড়িবে—ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মচেষ্টা যেরূপ জগতে প্রবলরূপে লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে, সমস্ত ধর্ম্মের নির্য্যাস-রূপ কোন অদ্বিতীয় ধর্ম্ম অতি শীঘ্রই জগতে প্রচারিত হইবে। সে ধর্ম্ম কি? যে-সকল ধর্ম্ম পাশ্চাত্য প্রদেশে ও জম্বু-খণ্ডে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে সকল ধর্ম্ম যে থাকিবে না, তাহার আর কথা কি? সংস্থাপিত ধর্ম্মসকলে কতকগুলি অযুক্ত বিশ্বাস বিশেষরূপে আদৃত হওয়ায় সেই সকল ধর্ম্ম পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ অযুক্ত বিশ্বাস-সকল দূরীভূত হইলে সকল ধর্ম্মই একাকার হইবে। সেই একাকার অবস্থায় ধর্ম্মে কি কি বিষয় নিত্যরূপে থাকিবে, তাহা বিবেচনা করা যাউক। পরমেশ্বর এক বস্তু ও সর্ব্বদা চিন্ময়-স্বরূপ-প্রাপ্ত; তিনি সর্ব্বদোষহীন ও সর্ব্বগুণের আকর। জীব-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্ময় বস্তু: ঈশানুশীলনই জড়জগতে জীবের নিত্যধর্ম্ম। পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ গুণগণের কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। ক্রমশঃ সংস্থাপিত **ধর্ম্মসকলের হেয়াংশ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায়-বিশেষের ভজনভেদ ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন সকল বর্ণ—সকল জাতি—সর্ব্বদেশের মনুষ্য এক হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-সহকারে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নামসঙ্কীর্ত্তন সহজেই করিয়া থাকিবেন।** তখন কেহ কাহাকেও চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যভিমানে মুগ্ধ হইয়া জীবসমূহের সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না। তখন হরিদাস প্রেমরসের কলসী লইয়া শ্রীবাসের মুখে ঢালিতে থাকিবেন এবং শ্রীবাস হরিদাসের চরণ-রেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া হা চৈতন্য! হা নিত্যানন্দ! বলিয়া সহজেই নৃত্য করিবেন।

এবম্ভূত অদ্বিতীয় শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ পরম ধর্ম্ম অবিলম্বেই জগতে প্রচারিত হইবে। তাহার লক্ষণ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। খ্রীষ্টিয়ানগণ খোল-করতাল লইয়া নামরস আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ান পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্যদেবের খোল-করতাল অতি সত্বরই ইংলণ্ডাদি দেশে লইয়া যাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমত্ব, নামের অপার

মহিমা, বৈষ্ণব-কৃপায় সকল চিৎসমৃদ্ধি হইয়া থাকে—এরূপ সিদ্ধান্তের সহিত বক্তৃতার পর "যাহাকে দেখিলে নয়ন ভরে, তা'র দুই ভাই এসেছে"—এই সঙ্গীতে ব্রাহ্মণ্ডলী খোল করতাল-সহকারে নৃত্য করিতেছেন। আবার মুক্তি-কৌজীয় খ্রীষ্টানগণ প্রকারান্তরে সঙ্কীর্ত্তন স্থাপন করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া আমাদের মনে আশা হয় যে, প্রাগুক্ত শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইবার সময় আসিয়াছে। যদিও শ্রীকীর্ত্তনাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হইয়া বৈষ্ণবেতর সম্প্রদায়ে প্রকাশ পায় নাই, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাক্য কিছুদিনের মধ্যেই যে সত্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না; কেন না, কোন ঘটনাই একবারে বিশুদ্ধ হয় না। প্রথমে সমলরূপে প্রকাশ হইতে হইতে নির্ম্মল হইয়া পড়ে।

আহা! যেদিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুশিয়ার প্রুশিয়ার ও আমেরিকার অক্ষেদ্য ভাগ্যবন্ত পুরুষ-সকল নিশান, ডঙ্কা, খোল-করতালাদি লইয়া নিজ নিজ নগরে মুহুর্মুহু শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর নামোল্লেখ-পূর্ব্বক হরিনাম-কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সে দিন কবে হইবে? আহা! যেদিন বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষ-সকল একদিক হইতে 'জয় শ্রীশচীনন্দন কী জয়'—এইরূপ ধ্বনি করত প্রসারিত-বাহু হইয়া অপরদিকে অন্যদেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গন-পূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সেদিন কবে হইবে। যেদিন তাঁহারা বলিবেন—'হে আর্য্যভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেম-সমুদ্রে চৈতন্যদেবের চরণ আশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, সেদিন কবে হইবে! যেদিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণব-প্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে ও সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণব-ধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সেদিন কবে হইবে।"

—সঃ তোঃ ৪।৩, 'নিত্যধর্ম্ম-সূর্য্যোদয়'

সমগ্র বিশ্বে গৌরহরির নাম, যশ ও কামোৎসব-কল্পবৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রেমামরতরু গৌরহরির প্রধান-শাখা বা গৌরহরির নিজবংশাবতংসরূপে সজ্জন-সমাজে সুবিদিত হইয়াছেন।

'গৌরহরি'-শব্দটি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্বন্ধে ব্যবহার করিবার কারণ এই যে, ঠাকুর গৌর ও কৃষ্ণে কোন ভেদ দর্শন করেন নাই, আবার উভয় লীলা-বৈচিত্র্যের ধ্বংস সাধন করিবারও চেষ্টা করেন নাই। ঠাকুর বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণ ও গৌরকিশোর ইহারা পৃথক্ তত্ত্ব নন, উভয়ই মধুর তত্ত্বের আশ্রয়; একটু ভেদ মাত্র এই যে, মাধুর্য্যরসে দুইটি প্রকোষ্ঠ আছে—অর্থাৎ মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য; তন্মধ্যে মাধুর্য্য যেখানে বলবৎ, সেইখানে কৃষ্ণস্বরূপ এবং ঔদার্য্য যেখানে বলবৎ, সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপ।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরহরিকে ঐতিহাসিক বা অনিত্য-বিচারে দর্শন করেন নাই। তিনি ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বের কোন নায়কবিশেষকে উপাসনা করিবার কথা বলেন নাই। তাঁহার গৌরহরি নিত্য-বস্তু, অচিন্ত্য-শক্তিমান্ বা সর্ব্বশক্তির আশ্রয়বিগ্রহ। তাঁহার গৌরহরি ইতিহাসের অতীত বস্তু হইয়াও বিভিন্ন-ব্রহ্মাণ্ডে কোন ঐতিহাসিক কালে অনাদি-চক্রবৎ নিত্যপ্রাকট্যলীলা বিস্তার করিয়া জগতে অনুপমেয় কৃপা বর্ষণ করিতেছেন।

কেহ কেহ কুতর্ক উত্থাপন করিয়া বলেন যে, গৌরসুন্দরের উপাসনা ব্যতীত যদি রাধাগোবিন্দের ভজন সুষ্ঠু না হয়, তবে মহাপ্রভুর প্রকট-লীলার পূর্ব্বে জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপ্রমুখ মধুর রসের রসিকগণের রাধাকৃষ্ণের ভজন কি সুষ্ঠু হয় নাই?

ইহার উত্তরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন যে "কৃষ্ণ আগে গৌর পরে; বা গৌর আগে কৃষ্ণ পরে"—এরূপ ভেদ-বিচার এক নিত্য অখণ্ড তত্ত্বের সম্বন্ধে হইতে পারে না। ঠাকুর তাঁহার 'জৈবধর্ম্মে' বলিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য উভয়ই নিত্য প্রকাশ। কে আগে, কে পশ্চাতে, বলা যায় না। 'আগে চৈতন্য ছিলেন, পরে রাধাকৃষ্ণ হইলেন, আবার দেই দুই একত্র হইয়া এখন চৈতন্য হইয়াছেন',—এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ আগে, কেহ পাছে,—এরূপ নয়—দুই প্রকাশই নিত্য।"

ঠাকুর বলিয়াছেন,—"শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণ আশ্রয় করত কৃষ্ণের ভজন না করিলে পরম পুরুষার্থ পাওয়া যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়-কালের পূর্ব্বে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতেন তাঁহাদের ভজন সম্পূর্ণরূপে প্রীতিপ্রদ ছিল। যদিও তৎকালে শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ-দেবের বাহ্য প্রকাশ হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল।"

গৌরহরির নিজ-জন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সেবার অবৈব

অনুকরণ করিয়া তাঁহার সমসাময়িক যুগে কতকগুলি লোক 'গৌরভক্ত' বা গৌরবাদী' হইয়া পড়িয়াছিল। আবার কতকগুলি ব্যক্তি গৌরাঙ্গকে 'নাগর' কল্পনা করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস-দোষ আনয়ন করিয়াছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাহাদের মঙ্গল বিধানের উদ্দেশে তাঁহার সম্পাদিত সাময়িক পত্র শ্রীসজ্জনতোষণীতে অনেক কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

"আজকাল কতকগুলি লোকের মনে এরূপ হইয়াছে যে, কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন আর গতি নাই; তাঁহার নাম স্মরণ ও তাঁহার মন্ত্র উপাসনা ব্যতীত আর উপাসনা নাই। তাঁহাদের মতে—শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের আবশ্যকতা নাই। ইহা যে কেবল কলিকাতা-নগরীতে আছে, তাহা নহে, কিন্তু অনেকানেক ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও অনেকে এই কথা প্রচার করিতেছে।

এই কলিকালে গৌর বিনা গতি নাই—এই কথা নিতান্ত সত্য। যাঁহারা স্মার্ত্ত-মতে বা তান্ত্রিক মতে কৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভজনে প্রেমোদয় হয় না—ইহাও সত্য। স্মার্ত্ত ও তান্ত্রিক কৃষ্ণভজনে সম্বন্ধ-জ্ঞানের নিতান্ত অভাব, সুতরাং তাহাদের ভজনই ভজন-বিরোধী। যাহাই হউক, শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়ের পর যাঁহারা প্রভুর উপদেশমত প্রভুর লীলা-চরিতোদিত কৃষ্ণভক্তি অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা ধন্য। শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্রে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের যেরূপ অপূর্ব্ব উদয়, তাহা পূর্ব্বে আর কোথাও দেখা যায় না। কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ আশ্রয় করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণভজন করেন, তাঁহারাই জগতে পরম ধন্য। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া দোহাই দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন পরিত্যাগ করা যাঁহাদের মত হইয়াছে, তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পালন করেন না। শ্রীগৌর-কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। যাঁহারা মনে করেন যে, গৌরাঙ্গ-চরণ আশ্রয় করিলে আর কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে না, তাঁহাদের গৌর-কৃষ্ণে ভেদ-জ্ঞান হয়। কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলার কোন ভেদ নাই, দুই লীলাই এক। **কৃষ্ণলীলার ভজন-বিষয় প্রতিভাত, আর গৌরাঙ্গ-লীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রতিভাত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না।** শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত্র যত পাঠ করা যায়, কৃষ্ণলীলায় ততই প্রেম হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা যতই পাঠ করা যায়, গৌরলীলা ততই মনে পড়ে। **কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া গৌর এবং গৌর ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ কখনই ভাল বলিয়া বোধ হয় না।** গৌরকে পরোপাস্য বলিয়া যখন বিশ্বাস করা যায়, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণরূপে উদয় হয়। এই সকল কথা বড় গোপনীয় হইলেও বড় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে। 'আমরা গৌর ভজিব, আর কৃষ্ণ স্মরণ করিব না'—এই কথা একটী গৌরাম্নায়ের মধ্যে পরিগণিত; সেইরূপ—'কৃষ্ণ ভজিব, গৌরকে স্মরণ করিব না,'—ইহাও মহা দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। শ্রীগৌর-লীলা ও শ্রীকৃষ্ণ-লীলা পরস্পর ওতঃপ্রোতভাবে কলিযুগের পরমামৃতরূপে উদ্ভূত হইয়াছে। একটু বুদ্ধির সহিত বিচার করিলে গৌর-কৃষ্ণ পরস্পর এক বলিয়া মনে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত,—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ কে? যে গৌর, সেই কৃষ্ণ—কৃষ্ণ স্বয়ং গৌর হইয়া নিজে কৃষ্ণরস আস্বাদন করতঃ জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণপূর্ব্ব গৌরোপাসনা একটী নূতন প্রথা হয়, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের অনুমোদিত নহে। দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকরগণ কিরূপ উপাসনা করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণের স্বরূপ জানিয়া শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা গৌরাঙ্গকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতের উপাসনা-তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ হয় না। সমস্ত গোস্বামীমণ্ডলীর উপদেশ অবজ্ঞা-পূর্ব্বক যাঁহারা গৌরবাদী হইবেন, তাঁহাদের একটী নূতন পন্থা হইল, বলিতে হইবে।

কতকগুলি মহাপুরুষের কেবল গৌরাঙ্গে সমস্ত ভজন-সিদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও তাঁহাদের পক্ষে নিষ্ঠাভেদে কৃষ্ণভজনই বলিতে হইবে। কৃষ্ণই গৌর হইলেন, 'আমরা গৌরাঙ্গ-পরিকরে নিত্য অবস্থিতি করিতেছি'—এই ভাবিয়া তাঁহারা স্ব-স্ব-নিষ্ঠা ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ ভজন সাধারণ ভক্তের পালনীয় নহে, ভক্তবিশেষের নিষ্ঠা মাত্র। তবে ঐ সকল ভক্তেরা নিজ-নিষ্ঠায় রত থাকিয়া গৌরকৃষ্ণের অভেদনিষ্ঠ ভক্তদিগের কখনই বিরুদ্ধ উপদেশ

দেন নাই তাঁহারাও যেখানে কৃষ্ণকীর্ত্তন হইত, তথায় তাহাতেই যথেষ্ট যত্ন থাকিতেন। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, যেন গৌরভজন-রূপ একটী মতবাদ না হয়। নিরন্তর শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করি, তাহাতে দোষ নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-ভজন নিষেধ করিতে পারি না; বিশেষতঃ কেবল গৌর-ভজনের দ্বারা পরে গৌরাঙ্গের কৃপায় তাহাদেরও কৃষ্ণভজন দৃঢ় হইবে, ইহাই ফল বলিয়া বোধ হয়।"

—সঃ তোঃ ১১।৬ 'গৌরকৃষ্ণ অভেদ'

শ্রীগৌরসুন্দরকে নাগর কল্পনা করিয়া যাহারা ব্রজ-ভজন পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইরূপভাবে সতর্ক করিয়াছেন,—

"প্রাণনাথ নিমানন্দকে সাক্ষাৎ নন্দীশ্বর-পতির পুত্র বলিয়া জান। কৃষ্ণ হইতে কোনক্রমে তাঁহাকে তত্ত্বান্তর মনে করিও না। নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একটী পৃথক্ ভজন-লীলা দেখাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে নবদ্বীপ-নাগর মনে করিয়া ব্রজ-ভজন পরিত্যাগ করিও না।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের দ্বারায় যুগপৎ গৌর ও কৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গৌরহরির একান্ত ভক্তগণের চরমগতি-বর্দ্ধন-মুখে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইরূপ বলিয়াছেন, —

"মূল-বৃন্দাবনেও কৃষ্ণপীঠ ও গৌরপীঠ—এই দুইটী পৃথক্ প্রকোষ্ঠ আছে। কৃষ্ণপীঠে যে-সমস্ত নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদ মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণগণ; শ্রীগৌরপীঠে সেই সকল নিত্যসিদ্ধ ও নিত্যমুক্ত পার্ষদগণই ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্য ভোগ করিতেছেন। **কোন স্থলে উভয়পীঠে অরূপ-ব্যূহদ্বারা তাঁহারা বর্ত্তমান**; আবার কোন স্থলে এক স্বরূপেই এক পীঠে আছেন, অন্য পীঠে থাকেন না। সাধনকালে যাঁহারা কেবল গৌরোপাসক, সিদ্ধিকালে তাঁহারা কেবল গৌরপীঠে সেবা করেন; সাধনকালে যাঁহারা কেবল কৃষ্ণোপাসক, সিদ্ধিকালে তাঁহারা কৃষ্ণপীঠ অবলম্বন করেন। সাধনকালে যাঁহারা কৃষ্ণ ও গৌর,—উভয়ের উপাসক, **সিদ্ধিকালে তাঁহারা কায়ব্যূহ অবলম্বন পূর্ব্বক উভয় পীঠে যুগপৎ বর্ত্তমান—ইহাই গৌর-কৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদের পরম রহস্য।**"

ঠাকুরের এই সিদ্ধান্তের মধ্যে তাঁহার নিজ স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। গৌরহরির নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদ একাধারে গৌরকৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ—গৌর-রাধাজন—গৌর ও কৃষ্ণ উভয় পীঠেই স্বরূপতঃ নিত্য বর্ত্তমান। গৌরকৃষ্ণজন ঠাকুর তাঁহার নিত্যসিদ্ধ-কায়ব্যূহ অবলম্বন-পূর্ব্বক উভয় পীঠেই যুগপৎ বর্ত্তমান। গৌরহরির এই সেবা-ভজন-সিদ্ধি-রহস্য একমাত্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দ্বারাই জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব মহাবদান্য গৌরসুন্দরের দয়া হইতেও ভক্তিবিনোদের দয়া সুলভতরা। গৌরসুন্দর কৃষ্ণকে দান করিয়াছেন, আর স্বরূপ-রূপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঔদার্য্য-বিগ্রহ গৌরহরির নাম, ধাম ও কাম জগতে বিতরণ করিয়া মহামহা-বদান্য জগন্মঙ্গল কৃপাবতার-রূপে জগতে বিঘোষিত হইয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যথার্থই শ্রীস্বরূপ-দামোদরের কীর্ত্তিত অমন্দোদয়-দয়ানিধি গৌরহরির ভক্তিবিনোদ অমন্দোদয়-দয়ার অবতার।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীনামকীর্ত্তন

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমদ্ভাগবতাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রবর্ত্তিত শ্রীনামকীর্ত্তন-ধর্ম্ম বা শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মের অপূর্ব্ব বিজ্ঞান জগতে প্রচার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র ও তাহাদের সার নির্য্যাস, শাস্ত্র-চক্রবর্ত্তি-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত একমাত্র 'নাম-সংকীর্ত্তন'কেই কলিযুগধর্ম্ম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন শ্রীগৌরসুন্দর ও গোস্বামিগণ সকল অভিধেয়ের মধ্যে শ্রীনামকীর্ত্তনেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু কলি-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে এই একমাত্র সাধন ও সাধ্য নানাভাবে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে যুক্তিবাদিগণের নামকীর্ত্তনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস; কেহ বা নামে অর্থবাদ কল্পনা করিয়া কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণকে

নামকীর্ত্তনের প্রতি আস্থাহীন করিয়া দিতেছিল অপর দিকে স্মার্ত্তসম্প্রদায় নামকীর্ত্তন-রসকে জীবের ইহ্লিহ-তর্পণ বা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রয়োজন-সাধক কার্য্যের যন্ত্র করিয়া তুলিয়াছিল। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রাকৃত-সহজিয়া এবং কীর্ত্তন-ব্যবসায়ি-সম্প্রদায় নামকীর্ত্তনকে ভোগ্য-ব্যাপাররূপে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এরূপ সময়ে সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিত্য গোলোক হইতে ভূলোকে অবতরণ করিয়া ঐরূপ অপরাধের স্রোতে বাধা প্রদান করিলেন এবং নামকীর্ত্তন-ধর্ম্মের যথার্থ বৈজ্ঞানিক রহস্য জগতে বিতরণ করিলেন।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কলিকাতা-বৌবাজারে হরিভক্তিপ্রদায়িনীসভায় শ্রীহরিনাম সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ বক্তৃতাটি খৃষ্টাব্দ ১২৯১ সালে প্রথম মুদ্রিত হয়। তাহাতে ঠাকুর শ্রীহরিনামকীর্ত্তনের প্রণালী বিশেষভাবে বিচার করিয়াছিলেন। এই নামকীর্ত্তন প্রচারের জন্য (১৮৯২ খৃষ্টাব্দে) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনামহট্ট পাতিয়াছিলেন এবং নিজেকে নামহট্টের 'পরিমার্জ্জক' বা 'ঝাড়ুদার' বলিয়া পরিচয় দান করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের শ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জন-লীলা সেই যুগে শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় জগতে অবতীর্ণ না হইলে কলিহত জীবগণ সম্পূর্ণ নাস্তিক ও একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধ্য ও সাধন-ধন হইতে বঞ্চিত হইত। ঠাকুরের শ্রীনামহট্ট-পরিমার্জ্জকের লীলার প্রকৃষ্ট পরিচয় তাঁহার শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, সজ্জনতোষণী, শ্রীনামহট্টের ওটিকাবলী এবং বিবিধ প্রবন্ধে, নিবন্ধে ও গ্রন্থে, সর্ব্বোপরি তাঁহার আচার্য্য আচারে পাওয়া যায়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদই শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মোৎসবকে কীর্ত্তন-পর্ব্বরূপে প্রথমে এই যুগে প্রচার করেন। কলিকাতা নগরীতে কোন-কোন সম্প্রদায় তদনুকরণে হরিকীর্ত্তনকে ক্লেশ-নিবারণ এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-সাধক যন্ত্ররূপে পরিণত করিবার চেষ্টা করে। তাহা দেখিয়া শ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জকবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধার করিতেছি, —

"শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের নেতৃপক্ষদিগের মনে একটা ভাব উঠিল; সেই ভাব দ্বারা চালিত হইয়া নগরবাসীদিগের সাহায্যে বিডন্ ষ্ট্রীটে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মদিনে প্রথম সঙ্কীর্ত্তন হয়। অনেকানেক বৃদ্ধদিগের মতে ঐরূপ সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব কলিকাতা মহানগরীতে আর কখনও হয় নাই। কি পাষণ্ড, কি ভগবদ্ভক্ত,—সকলেই একত্রে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর জন্মদিনে এইরূপ সমারোহে সর্ব্বদেশে নামসঙ্কীর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। সেই মহোৎসব হইতে নগরবাসিগণ কীর্ত্তনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। এমত কি, সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বহু ব্যয়-পূর্ব্বক প্রত্যেক পল্লীতে একটি একটি কীর্ত্তনদল স্থাপিত হইল। এ সমস্তই মহাপ্রভুর ভঙ্গী।

এইটি বড়ই দুঃখের বিষয় যে, ভারতের সর্ব্বপ্রদেশস্থ লোকেরা কলিকাতায় থাকিয়া শ্রীনামকীর্ত্তনে যোগ দিয়াছেন। বিশেষতঃ পশ্চিমের লোকেরা, যাঁহারা কখনও মহাপ্রভুর নামও শুনেন নাই, তাঁহারাও শ্রীহরিনামকীর্ত্তনে যোগ দিয়া নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ-নামে উন্মত্ত হইয়াছেন—বড় বাজারের বহুতর দালাল, দোকানদার প্রভৃতি পশ্চিমদেশনিবাসিগণ বহু যত্নে ও বহু অর্থ ব্যয়ে এই নগরকীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীর নিবাসিগণ আপন-আপন পল্লীতে মহাসমারোহে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর জন্মদিবসে কীর্ত্তনের জন্মভূমি মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে জন্ম-মহোৎসবে নিযুক্ত ছিলাম। কয়েকদিন পরে কলিকাতায় আসিয়া কয়েকটী কীর্ত্তন দেখিয়া আমাদের মনে এই প্রকার ভাব হইল, যে-কলিকাতায় ধর্ম্ম একেবারে উঠিয়া যাইতেছিল, সেই কলিকাতায় প্রভুর শক্তিক্রমে সর্ব্বধর্ম্মের সারধর্ম্ম যে হরিকীর্ত্তন, তাহাই প্রবল হইয়াছে; কিন্তু মহাপ্রভু এই সকল কার্য্যে উৎসাহ দিয়াও তাঁহার অতি গুপ্ত রহস্য যে প্রেম, তাহা এই মহানগরীতে বিতরণ করেন নাই!! যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছেন, তিনি আপনাকে প্রচার করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার লোককে মতি দিয়াছেন; এমত কি, অজ্ঞানা সুখপরিত্যাগেরও শক্তি দিয়াছেন, কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির দ্বার উদ্ঘাটন করেন নাই। কীর্ত্তনকারীদিগের হৃদয়ে কীর্ত্তন-স্পৃহা দিয়াছেন; কিন্তু পূর্ব্ব-মহাজনদিগের পথে অনুগত হইবার প্রবৃত্তি আজও যেন নাই। চর্ম্মপাদুকা ছাড়িয়া

অনেকে খোল-করতালের সহিত কীর্ত্তন করিতেছেন, তথাপি অনেকেরই গলায় তুলসী-মালা দেখিলাম না। যদিও কেহ কেহ ধারণ করিয়াছেন, সে মালাগুলিও নূতন; তাহাতেও অনেক সন্দেহ হয়। অনেকের অঙ্গে বাদশ তিলক শোভা পাইতেছে না!! আজ নিমতলার ঘাটে, কল্য ঘোড়াসাঁকোয়, আবার একদিন আমাপুকুরে মহাজনী প্রণালীতে কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য গিয়া কোথাও সেইরূপ দেখিতে পাইলাম না! নেড়া, বাউল, যাত্রা, থিয়েটার—এই সকল সুরে রঙ্গের গান শুনিলাম, তাহাতে আমাদের যে পরিমাণ দুঃখ হইল, তাহা মধ্যে-মধ্যে 'হরি,' কৃষ্ণ' 'রাম' এই সকল নিত্য-নাম শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ দূর হইল।

যাঁহাদের হৃদয়ে প্রেমভক্তি আছে, তাঁহারা প্রায়ই প্রাচীন নামের সুর ভালবাসেন। তাঁহারা বাজে কথা গান করিতে বা শুনিতে চাহেন না। তাঁহারা প্রাচীনভাবে শুদ্ধ হরিনাম গান করেন ও শ্রবণ করেন। এই মহানগরীর পল্লীবাসিগণ আজকাল সৎসঙ্গাভাবে শুদ্ধ ভক্তির স্বভাব সহজে লাভ করেন না। কাজে-কাজেই তাঁহারা অকপোল-কল্পিত পদ্ধতি অবলম্বন করেন। খোল-করতালাদি প্রাচীন যন্ত্র ব্যতীত আধুনিক ও বৈদেশিক যন্ত্র-সকল কীর্ত্তনে প্রবেশ করাইলে অনেক রঙ্গ হয় বটে, কিন্তু শ্রীভক্তিদেবীর ক্রমভঙ্গ হইয়া পড়ে। আজকাল আমরা বৈদেশিক ব্যবহারে এত মুগ্ধ যে, ভজন-প্রণালীর মধ্যে তাহাকে প্রবেশ করাইতে যত্ন করিয়া থাকি। যাহাই হউক, আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু বড়ই দয়ালু। তিনি যখন কলিকাতা মহানগরীর প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিয়া কীর্ত্তনে মতি দিয়াছেন, তখন আমরা ভরসা করি যে, এই মহানগরবাসিগণের হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে শুদ্ধভক্তির সঞ্চার করিবেন। কতকগুলি লোকে বলেন যে, নগরবাসিগণ রোগের আগমনে এই সকল কীর্ত্তন-প্রথা সৃষ্টি করিয়াছেন। যে-সকল লোকেরা কীর্ত্তন-বিরোধী, তাহারা দেশের যে পরম শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের আর একটা কথা আছে। সঙ্কীর্ত্তন হউক, কিন্তু পর্ব্বদিন অবলম্বন করা আবশ্যক। দর্শ-পৌর্ণমাসী; একাদশী, গৌর-পৌর্ণমাসী, কৃষ্ণাষ্টমী, কার্ত্তিক মাস, বৈশাখ মাস, ভগবানের যাত্রা-সকল সংক্রান্তি—এই সকল পর্ব্বদিন অবলম্বন করিয়া হরিকীর্ত্তন হইলে ভাল হয়। প্রাচীন মহাজনী সুরে খোল-করতাল ইত্যাদি প্রাচীন যন্ত্র লইয়া নিজে নিজে পবিত্র বৈষ্ণব-ভাবে শ্রীনামকীর্ত্তন করিয়া নগরবাসিগণ আমাদিগের হৃদয়ে পরমানন্দ দান করুন।

শ্রীগৌরাঙ্গ—কল্পতরু। তাঁহাদিগকে ইচ্ছামত ফল অবশ্য প্রদান করিবেন।"

—সঃ তোঃ ১১।৩, 'কলিকাতায় কীর্ত্তন'.

নামকীর্ত্তনের নাম করিয়া ঠাকুরের সময়োচিত যুগে কিরূপ উদর-ভরণ-চেষ্টা বা কীর্ত্তন-ব্যবসায় চলিয়াছিল এবং ঠাকুর তৎসম্বন্ধে তাঁহার সাময়িক পত্র 'সজ্জনতোষণী'তে কিরূপভাবে উহা দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত কএকটী কথা হইতে পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন—

"এতদ্দেশের প্রায় সকল পল্লীতেই কার্ত্তিক, মাঘ এবং বৈশাখ মাসে ঢহল-দেওয়া-প্রথা প্রচলিত আছে অর্থাৎ এক একজন বৈষ্ণব অতি প্রত্যূষে করতাল বাজাইয়া প্রত্যেক গ্রামে লোকের দ্বারে দ্বারে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। প্রাচীন প্রথাটী অতি উৎকৃষ্ট; কিন্তু কার্য্যটী বিশুদ্ধরূপে করা হয় না। নামদাতা বৈষ্ণব প্রতি-গৃহস্থের ঘরে নাম দিয়া তণ্ডুল ভিক্ষা লইয়া থাকেন এবং মাস গত হইলে পুনর্ব্বার প্রত্যেক বাড়ীতে কিছু কিছু চা'ল ও পয়সা আদায় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। জীবিকা-নির্ব্বাহের অন্য অন্য অনেক উপায় আছে; তাহাই অবলম্বন করিয়া সে-কার্য্য নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। হরিনাম বিক্রয় করিয়া পয়সা সংগ্রহ করা ও সেই পয়সাকে সংসার-নির্ব্বাহের বৃত্তি-স্বরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায় ও ভক্তি-বিরুদ্ধ কার্য্য। ইহাতে নাম-দাতা ও শ্রোতা উভয়েরই প্রেম-ফল-লাভের সম্ভাবনা থাকে না। • • পয়সা হরিনামের মূল্য নয়; একমাত্র শ্রদ্ধাই ইহার মূল্য। অতএব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণ করাই সকলের উচিত। এ বিষয়ে সজ্জনতোষণী পত্রিকায় বারংবার আলোচিতও হইয়াছে; কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন শুভফল দেখিতে না পাইয়া পুনর্ব্বার লিখিতেছি, - যদি গ্রামস্থ শ্রদ্ধাবান্ বৈষ্ণব ভক্ত মহোদয়গণ আপন-আপন অধিকারে হরিনাম দিয়া পয়সা গ্রহণ করা

ত্ব-প্রথা সংশোধন করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞা-উচ্চ লোকের ঘরে ঘরে প্রচার করাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে হরিনাম-কীর্তন ও প্রবণের উদ্দেশ্য এবং জীবের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। আজ্ঞা-উচ্চ যথা,—

প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি, অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণ নাম সর্ব্বধর্ম্ম-সার॥

কলিকাতা বেড়াশাঁকোর হরিসভায় বক্তৃতায় শ্রীল ঠাকুর নামকীর্তনের প্রণালীতে যে অপরাধ প্রবেশ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন—

"নামাভাস ও নামের জ্ঞেয় না বুঝিয়া অনেকে মনে করেন যে, নাম অক্ষরময়, অতএব শ্রদ্ধা না করিয়া নামাদি গ্রহণ করিলেও ফল হইবে। তাঁহারা অজামিলের ইতিহাস ও "সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা" ইত্যাদি শাস্ত্র-বচনের উদাহরণ দেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, নাম—চৈতন্যরূপ-বিগ্রহ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। এজন্য সে স্থলে নিরপরাধে নামরূপ আশ্রয় না করিলে নামের ফলোদয় সম্ভব হয় না। শ্রদ্ধাবিহীন লোকের শ্রীনাম উচ্চারণ করার ফল এই যে, পরে সশ্রদ্ধ-নাম হইতে পারে। অতএব তদ্রূপে অর্থবাদ করিয়া নামকে জড়াত্মক অক্ষররূপ-জ্ঞানে যাঁহারা কল্পকাণ্ডের মত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা নিতান্ত বহির্মুখ ও নামাপরাধী। বৈষ্ণবজনগণ ঐ নামাপরাধ যত্ন-পূর্ব্বক বর্জ্জন করিবেন।

অনেকে হরিনাম আশ্রয় করিয়া মনে করেন যে, আমরা সমস্ত পাপ-ব্যাধির একটি ঔষধ লাভ করিয়াছি। সেই বিশ্বাসের সহিত তাঁহারা প্রবঞ্চনা, মিথ্যা-বচন, লাম্পট্য ইত্যাদি পাপ আচরণ করিয়া পুনরায় হরিনাম-উচ্চারণ-পূর্ব্বক ঐ সমস্ত পাপ ক্ষালন করিতে চেষ্টা করেন। ঐ সকল ব্যক্তি নামাপরাধী। যিনি নামাশ্রয় করেন, তিনি চিদ্রসের আস্বাদন করিয়া আর জড়ীয় অসদ্বস্তুতে আসক্তি করেন না। তাঁহার দ্বারা পাপাচরণ সম্ভব নয়। পুনঃ পুনঃ পাপ করিয়া নাম গ্রহণ করা কেবল ধাষ্ট্য-মাত্র। এই অপরাধটী অত্যন্ত গুরুতর, সর্ব্বদা পরিহার্য্য। অনেকে মনে করেন যজ্ঞাদি কর্ম, দানাদি ধর্ম, তীর্থ-যাত্রাদি চেষ্টা-সকল যেরূপ শুভকর, নামও তদ্রূপ।' যাঁহাদের এরূপ বুদ্ধি, তাঁহারা নামাপরাধী; নাম সর্ব্বদাই চিদ্রূপ-স্বরূপ। অন্যান্য সমস্ত সৎকর্মই জড়ময়; অতএব উহারা নাম হইতে বিজাতীয়। যাঁহারা নামের সহিত ঐ সকল শুভকর্ম্মের সাম্য বিবেচনা করেন, তাঁহারা প্রকৃত নামরস আস্বাদন করেন নাই, হীরক ও কাচে যেরূপ ভেদ, হরিনাম ও অন্যান্য শুভ-কর্ম্মের তদ্রূপ বস্তুগত ভেদ আছে। যিনি অশ্রদ্ধান ব্যক্তির প্রতি হরিনাম উপদেশ করেন, তিনি নামাপরাধী। শূকরকে মুক্তাফল দিলে যেমন কোন কার্য্য হয় না, কেবল মুক্তাফলের অবমাননাই হয়, তদ্রূপ নামের প্রতি যাঁহাদের উপযুক্ত শ্রদ্ধা উদিত হয় নাই, তাঁহাদিগকে নাম-উপদেশ করা নিতান্ত অন্যায়। অন্যান্য জীবের যাহাতে হরিনামে শ্রদ্ধা হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা হইলে নাম উপদেশ করিবে।"

শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার শ্রীনামকীর্তন-প্রণালীর একটী বৈশিষ্ট্য আছে। যে নামকীর্তনে কেবল অভিযান বা ascensionএর কথা আছে, সেইরূপ নামকীর্তনের কথা শ্রীল ঠাকুর বলেন নাই। মুক্তকুলের সহজ ও নিত্য-অবস্থায় যে কীর্তন সেই কীর্তনের কথাই শ্রীল ঠাকুর জানাইয়াছেন—নিত্যসিদ্ধ কীর্তনের কথা বলিয়াছেন। এই নামকীর্তনই—সাধন ও নামকীর্তনই—সাধ্য।

সকল অভিধেয়কে ক্রোড়ীভূত করিয়া সার্ব্বভৌম-অভিধেয়রূপে নামকীর্তন নিত্য-বিরাজমান। যে অভিধেয়েতে স্বয়ংরূপালিঙ্গিত স্বয়ংরূপের অনুশীলন, তাহাই নামানুশীলন। 'নামকীর্তন' বলিতে নামের অনুশীলন অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ। কীর্তনের অন্তর্গতই শ্রবণ ও স্মরণ।

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ—সর্ব্ব-অভিধেয়-শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে আবার কীর্তনের প্রাধান্য। নামকীর্তন বাদ দিয়া অন্যান্য অভিধেয়ের অভিধেয়ত্ব থাকে না, মন্ত্রের মন্ত্রত্ব থাকে না, অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে নামের অনুশীলনেই কলিযুগের ধর্ম্ম। 'অন্বয়' বলিতে যৎসত্তায় তৎসত্তা ও 'ব্যতিরেক' বলিতে যাহার অসত্তায় তাহার অসত্তা। যেরূপ সূর্য্য থাকাতে অন্যান্য গ্রহের সত্তা, সূর্য্য না থাকিলে অন্যান্য গ্রহের অসত্তা, তদ্রূপ নামকীর্তনের সত্তা-প্রযুক্তই অন্যান্য অভিধেয়ের অভিধেয়ত্ব, নামকীর্তন বাদ দিলে

অন্যান্য অভিধেয়ের অভিধেয়ত্ব থাকিতে পারে না, ইহাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নামকীর্ত্তন-শিক্ষা-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষানুসারে নামই—মহাপ্রভু। উচ্চৈঃস্বরে নামের অনুষ্ঠন হইলে তাহাকে 'নামকীর্ত্তন' ও সুরাদি-সংযোগে গীত হইলে তাহাকে 'গান' বলা যায়। নামের আধার—ব্রজ বা কৃষ্ণের সংসার। নামকীর্ত্তনকারী নামদাতা গুরুদেবের নিত্য আনুগত্যে কৃষ্ণের সংসাররূপ ব্রজে বা ব্রজাভিন্ন গৌরধামে সর্ব্বক্ষণ বাস করিবেন। নাম—আশ্রয়বিগ্রহসমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহ—একাধারে সাধন ও সাধ্য, উপায় ও উপেয়। নামই—প্রেম অর্থাৎ প্রয়োজন। নামই অভিধেয় ও সম্বন্ধ। নামই—রস, রসই—নাম, রসই—প্রেম। শ্রীদামোদরস্বরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথের ও শ্রীজীব প্রভুর কৃপায় জীবের নামকীর্ত্তনে রুচি হইয়া থাকে। শ্রীস্বরূপ সনাতন-শ্রীরূপাভিন্নবিগ্রহ শ্রীসরস্বতী-ভক্তিবিনোদ যেরূপ জীবের অবস্থা বুঝিয়া নামকীর্ত্তনের সর্ব্বতোমুখিনী ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার তুলনা পাওয়া যায় না।

হর্ষে প্রভু কহেন,—শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়॥

—এই গৌরবাণীর উপর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখ-বিগলিত "চেতোদর্পণ মার্জ্জনম্" শ্লোকের 'চেতোদর্পণ' হইতে 'বিদ্যাবধূজীবন' পর্য্যন্ত যে অধোক্ষজ ভূমিকা এবং 'আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধন' হইতে কৃষ্ণের যে সেবাবিলাস-ভূমিকার কথা, তাহা একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের আশ্রয়-বিগ্রহের আশ্রিতাভিমান, বৈষ্ণবের পাদপদ্মের ধূলি-অভিমানই নামসঙ্কীর্ত্তনকারীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সহিষ্ণুতা ও দৈন্য নামকীর্ত্তন-প্রণালীর মধ্যে একই তাৎপর্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। মায়িক বিষয়-বাসনা অপসারিত করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে যে মিলন করাইবার চেষ্টা, তাহাই দয়া'। তত্ত্বজ্ঞান-সম্পর্কশূন্য ব্যক্তিকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধজ্ঞানে জ্ঞানী করাও দয়া। এই দয়াতে সেবা-অভিমানই প্রবল, তাহাতে গুর্ব্বভিমান নাই। তাহা চৈতন্যেরই প্রকার-বিশেষ।

'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের মধ্যে নামাপরাধ, নামাভাস বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধনামকীর্ত্তনের কথাই আছে, ইহাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছেন। 'অমানী' ও 'মানদ' শব্দের উপদেশানুসরণে নামকীর্ত্তনকারীর বৈষ্ণব-দাস্যাভিমান প্রবল রাখিবার কথা ঠাকুর বলিয়াছেন। অপরাধ না থাকিলেই নামে রুচি এবং ক্রমে সাধ্যভক্তি ও প্রয়োজন লাভ হয়।

ব্যবহারিক বা সামাজিককে সামাজিক সম্মান এবং ভক্তির তারতম্যানুসারে পারমার্থিককে পারমার্থিক সম্মান প্রদানই—'মানদ'। ব্যবহার ও পরমার্থকে একাকার করা নামকীর্ত্তনকারীর প্রণালী নহে—ইহাই ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের নামকীর্ত্তন-প্রণালী-শিক্ষার মধ্যে দৃষ্ট হয়।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছেন, কেবল অনর্থ-নিবৃত্তিই নামকীর্ত্তনের ফল নহে। সর্ব্বাত্মস্নপন বা স্বাবদিকী-সিদ্ধিতে আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয়বিগ্রহের সেবা-লাভই নামকীর্ত্তনের ফল।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পারমরাজ পরমহংস ও বিকুণ্ঠান শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরমবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু "শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীনামকীর্ত্তনে"র সম্বন্ধে গত ফুলন-একাদশী-দিবস স্বরাক্ষরে এই কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন,—

"কলির বয়স বৃদ্ধি প্রাপ্ত যাহে, ততই তদুপথে লোকের রুচি চ্যুতি হয়—প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর আস্থা স্থাপিত হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর আস্থাবিশিষ্ট লোকের সংখ্যাই জগতে খুব বেশী। তদপেক্ষা পরোক্ষ-বাদিগণের সংখ্যা কম। তদপেক্ষা অপরোক্ষজ্ঞানের প্রতি আস্থাবিশিষ্ট লোকের সংখ্যা অল্প। তদপেক্ষা অধোক্ষজ-জ্ঞানের প্রতি আস্থাবিশিষ্ট লোকের সংখ্যা কম। অপ্রাকৃত শব্দের প্রতি আস্থাবিশিষ্ট লোকের সংখ্যা খুবই কম—একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্যান্য আচার্য্যগণ হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা কেবল নামকীর্ত্তনের কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য আচার্য্যগণ নববিধা ভক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু নামকীর্ত্তন, যাহার মধ্যে নববিধা ভক্তি ও সকল ভক্তাঙ্গ অন্তর্ভুক্ত আছে, তাহা প্রচুর পরিমাণে আলোচনা শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতীর মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীভক্তিবিনোদ-সরস্বতী বলিতেছেন,—প্রাকৃত সহজিয়াগণ অপ্রাকৃতকে প্রাকৃতস্তরে টানিয়া

গিয়া সেবাফল হইতে বঞ্চিত হয়। অতএব নামের 'দোল', নামের 'ঝুলন', নামের 'রাস' হউক। যাহারা যেখানে মূল গায়ন অর্থাৎ গুরুদেব যেখানে গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ সেবা করিতেছেন, তাঁহার দোহারগিরি করাই মূল সঙ্কীর্ত্তন। শ্রীগুরুদেবকে মূল গায়ন রাখিয়া তাঁহার দোহারগিরি করা ও সেই রাসে সকলকে আহ্বান করাই শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর শিক্ষা। শ্রীভক্তিবিনোদের নামকীর্ত্তনের প্রণালীর মধ্যে শ্রীনামস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীকৃষ্ণে শ্রীগৌরলীলা দর্শনের অনর্পিতচরদান অতিশয় সুকৃতিশালী জীবের জন্য বিতরিত হইয়াছে।"

— — —

শ্রীগৌরধাম ও শ্রীভক্তিবিনোদ

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, গৌরজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম প্রচারের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি গৌরধাম নবদ্বীপের সন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই আবির্ভূত হন। এই জন্যই ক্ষেত্রপাল ভাবকেশর এক সময় ঠাকুরকে স্বপ্নে বলিয়াছিলেন,—"তুমি বৃন্দাবনে যাইবে? তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপ-ধামে যে কার্য্য আছে, তাহার কি করিবে?"

গৌরধামে ঠাকুরের যে প্রীতি, তাহা অনন্তদেবও অনন্ত-মুখে কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যখন যখন শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতেন, তখন অনেক সময়ই বলিতেন যে, ধামের বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতা, প্রত্যেক রেণু-পরমাণু-দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও পুলকের সঞ্চার হয়।

ঠাকুর গৌরধামে ব্রজধাম দর্শন করিতেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নবদ্বীপের নব দ্বীপে নবধা ভক্তির অধিনায়ক শ্রীগৌরসুন্দরের অষ্টকালীয় লীলারস আস্বাদন করিতেন। ঠাকুর তাঁহার ভজনরহস্যে শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের দ্বারা যে ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের অষ্টকালীয়-লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, 'শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গে,' 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে', 'শ্রীনবদ্বীপশতকে' তিনি গৌর-বনে সেই ব্রজবনের অষ্টকালীয় লীলার অনুশীলনের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহা অতীব গূঢ় রহস্য—কাহারও নিকট বলিবার নহে; বলিবার মত মর্ম্মিলোকও অতি কম, আবার অনেকে ইহা বিশ্বাসও করিবেন না, বা বুঝিবেন না।

ঠাকুর কীর্ত্তনাধ্যক্ষ শ্রীগোদ্রুমে শ্রীগৌরহরির পূর্ব্বাহ্ণ-লীলা দর্শন করিতেন; গোদ্রুমকে 'শ্রীনন্দীশ্বর-ধাম', 'গোপাবাস' বা 'গোষ্ঠ' বিচার করিতেন। তাই ঠাকুর নবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গে (৪৩-৪৪) গাহিয়াছেন,—

গোদ্রুমে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমাধি-মন্দির

"ভজরে ভজরে মন গোদ্রুম কানন।
অচিরে হেরিবে চক্ষে গৌরলীলাধন॥
যে-লীলা দর্শনে তুমি যুগল বিলাস।
অনায়াসে লভিবে পূরিবে তব আশ॥
গোদ্রুম শ্রীনন্দীশ্বর গোপাবাস।
যথা শ্রীগৌরাঙ্গ করে বিবিধ বিলাস॥

পূর্ব্বাহ্নে গোপের ঘরে দধি দুগ্ধ খাই।
গোপ-সনে গোচারণ করেন নিমাই ॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কখনও অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীগোকুলমহাবন ও তথায় শ্রীবৃন্দাবন-রাসমণ্ডল দর্শন করিতেন। শ্রীরাসমণ্ডলে নিশান্ত-লীলার ইঙ্গিত পাওয়া যায়,

"মায়াপুর হয় শ্রীগোকুল-মহাবন।
পাবডাঙ্গা সঙ্কিনার স্বরূপ গণন।
তথায় আছে বৃন্দাবন শ্রীরাসমণ্ডল
কালে এই স্থানে হ'বে গান-কোলাহল ॥"

—শ্রীনবদ্বীপ-ধামমাহাত্ম্য—অন্তর্দ্বীপ

শ্রীল ঠাকুর **মধ্যদ্বীপে মধ্যাহ্ন-লীলা** দর্শন করিতেন

"শ্রীগৌরাঙ্গ গণসহ মধ্যাহ্ন সময়ে।
হরষে এসব বনে প্রেমে মত্ত হ'য়ে ॥
ভক্তগণে **কৃষ্ণ-লীলা সঙ্কেত** করিয়া।
নাচেন কীর্ত্তনে রাধা-ভাব আবরিয়া ॥"

—নবদ্বীপভাবতরঙ্গ—৪৭

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্দির

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীসীমন্ত দ্বীপের রক্ষাকর্ত্রী শ্রীগৌর-পাদপদ্মপরাগ-বিভূষণা শ্রীসীমন্তিনী দেবীকে মূল স্বরূপে যোগমায়া পৌর্ণমাসীরূপে দর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর পার্ব্বতীদেবীকে বলিতেছেন,—

"তুমি মোর ভিন্ন নও শক্তি সর্ব্বেশ্বরী।
এক শক্তি দুইরূপ মম সহচরী ॥
স্বরূপ শক্তিতে তুমি রাধিকা আমার।
বহিরঙ্গরূপে রাধার তোমাতে বিস্তার ॥
তুমি নইলে মোর লীলা সিদ্ধি নাহি হয়।
তুমি যোগমায়ারূপে লীলাতে নিশ্চয় ॥
ব্রজে তুমি পৌর্ণমাসী রূপে নিত্যকাল।
নবদ্বীপে প্রৌঢ়মায়া সহ ক্ষেত্রপাল ॥

—নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ৬ষ্ঠ অঃ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধামের রক্ষক বৃদ্ধ শিবকে শ্রীমায়াপুরের **'ক্ষেত্রপাল'** বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। মহাপ্রভু যখন অপ্রকটলীলা বিস্তার করিবেন এবং গঙ্গাদেবী যখন শ্রীমায়াপুরের কোন কোন অংশ প্রায় আচ্ছাদন করিয়া ফেলিবে, তখন কেবল গৌরজন্মস্থানটী ও তন্নিকটবর্ত্তী কোন কোন ভূমিভাগ বাকী থাকিবে। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় যখন পুনরায় তাঁহার আবির্ভাব-স্থানে ভক্তগণ মন্দির প্রকাশ করিবেন, তখন প্রৌঢ়মায়া ও বৃদ্ধ শিব আসিয়া পুনরায় প্রভুর ইচ্ছায় নিজ কার্য্য সাধন করিবেন। ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ভাবিকালে গৌর-সেবা-বৈভব-বিস্তারের যে স্বপ্ন-সমাধি দর্শন করিয়াছেন, তাহা সত্য-সত্যই বাস্তবরূপে পরিণত হইয়াছে। ঠাকুর নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে লিখিয়াছেন,—

"অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ।
গৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হইবে বিকাশ ॥"

—নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৪র্থ অঃ

ঠাকুর পরবর্ত্তিকালের লক্ষ্মণ সেন কর্ত্তৃক খনিত বল্লাল দীঘিকাকে 'বৈষ্ণব মহারাজ পৃথুর কুণ্ড' বা 'পৃথুকুণ্ড' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ **সরডাঙ্গাকে "শ্রীপুরুষোত্তমধাম"** বলিয়াছেন। বিশ্বাধিষ্ঠাতৃত্বের স্থানকে দ্বারকারূপে দর্শন করিয়া স্বরূপ-রূপানুগবর গৌরজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—'যঃ কৌমারহরঃ' ও তদনুরূপ শ্রীরূপের 'প্রিয়ঃ সোঽয়ং' শ্লোকের বিচারানুসারে গৌরহরিকে পৃথুকুণ্ডতীরে বৃন্দাবনা-ভিন্ন শ্রীবাসমন্দিরে লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন।

শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গে কোলদ্বীপকে বহুলাবনরূপে বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়; আবার শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্যে কুলিয়া পাহাড়কে 'গিরি-গোবর্দ্ধন' রূপে বর্ণিত দেখা যায়, যথা—

"এই শ্রীকোলদ্বীপ
এথা আনন্দময় শ্রীবহুলাবন

১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই চৈত্র শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে
প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিগ্রহ

আবার শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে—

"কোলদ্বীপ পর্ব্বতাগ্র এইস্থান হয়।
সেই হইতে পর্ব্বতাগ্র হইল পরিচয়।
শুন জীব, নিত্যলীলাময় বৃন্দাবনে।
গিরিগোবর্দ্ধন এই জানে ভক্তজনে।"

—১৪শ অঃ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে কোলদ্বীপের উত্তরে বহুলাবন দর্শন করিয়াছেন এবং শ্রীনবদ্বীপ-ধামে বৃন্দাবনের ছাদশ বনের ক্রম-বিপর্য্যয়ের মধ্যে যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আছে, তাহা বর্ণন করিয়াছেন,—

"শ্রীবহুলাবন দেখ ইহার। কোলদ্বীপের। উত্তরে।
এথের ছটায় সর্ব্বদিক্ শোভা করে।
বৃন্দাবনে যে যে ক্রমে দ্বাদশ কানন।
সে ক্রম নাহিক এথা বাহ্য-দরশন।
প্রভুর ইচ্ছায় হেথা ক্রমবিপর্য্যয়।
ইহার তাৎপর্য্য জানে প্রভু ইচ্ছাময়।
যেইরূপ আছে তথা দেখ সেইরূপ।
বিপর্য্যয়ে প্রেমবৃদ্ধি এই অপরূপ

—নবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য ১০শ অঃ

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্যে সমুদ্রগড় দ্বারকাপুরী-রূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"এই যে **সমুদ্রগড়ি** কর দরশন
সাক্ষাৎ **দ্বারকাপুরী শ্রীগঙ্গাসাগর।**
দুই তীর্থ আছে হেথা দেখ বিস্তর।

—নবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য, ঐ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত **চম্পকহট্টকে খদিরবন বা রাধাকুণ্ড-প্রদেশের একদেশ** বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,—

"এই স্থানে ছিল পূর্ব্বে চম্পক-কানন।
খদির বনের অংশ সুস্পষ্ট দর্শন॥
চম্পলতা দখী নিত্য চম্পক লইয়া।
মালা গাঁথি' রাধাকৃষ্ণে সেবিতেন গিয়া।"

—নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ১১শ অঃ

আবার নবদ্বীপভাবতরঙ্গে বলিতেছেন,

"চম্পহট্ট গ্রামে আছে চম্পকের বন।
চম্পলতা করে যথা কুসুম-চয়ন॥
নবদ্বীপে শ্রীখদিরবন সেই গ্রাম।
ব্রজে যথা রাম-কৃষ্ণ করেন বিশ্রাম॥
অন্তর্দ্বীপ বনময় অতি মনোহর।
বসন্তাদি ঋতু যথা গৌরসেবাপর॥
সর্ব্বর্ত্তু সেবিত ভূমি আনন্দ-নিলয়।
রাধাকুণ্ড-প্রদেশের একদেশ হয়॥"

—শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৭৮-৭৯

নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে —

"গৌরাঙ্গের নাম শুনি, নিতাই উঠে অমনি,
বলে এই রাধাকুণ্ড স্থান।
হেথা তত্ত্ব সঙ্গে করি, অপরাহ্ণে গৌরহরি,
করিতেন কীর্ত্তন-বিধান॥
দেখ শ্যামকুণ্ড-শোভা, জগজ্জন-মনোলোভা,
সখীগণ-কুঞ্জ নানা স্থানে।
হেথা অপরাহ্ণে গোরা সঙ্কীর্ত্তনে হয়ে ভোরা,
ডুবিলেন সবে প্রেমদানে॥
এ স্থান সমান ভাই, ত্রিজগতে নাহি পাই,
ভক্তের ভজন-স্থান জান।
হেথায় বসতি যার, প্রেমধন লাভ তার,
ধন্য হয় তাঁর প্রাণ॥"

শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সুরভীদ্বীপে রাধাকুণ্ড-স্ফূর্ত্তির কথা বর্ণন করিয়াছেন,—

"কবে আমি সুরভীদ্বীপে করিয়া ভ্রমণ।
বনশোভা হেরি লীলা করিব স্মরণ॥
রাধাকুণ্ড-লীলা স্ফূর্ত্তি হইবে তখন।
স্তম্ভিত হইয়া তাহা করিব দর্শন॥" (৮০-৮১)

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জহ্নুদ্বীপে 'ভদ্রবন' (নঃ ভাঃ তঃ ১৬ ও নঃ ধাঃ মাঃ ১৩শ অঃ), মোদদ্রুমদ্বীপে 'ভাণ্ডীর বন' (নঃ ভাঃ তঃ ১১০), মোদদ্রুমের অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরে 'নিত্যপ্রেয়স বন' [কল্যাণ-কল্পতরু], (নঃ ভাঃ তঃ ১১৭)-মহৎপুরে 'কাম্যবন' (নঃ ভাঃ তঃ ১২৪) দর্শন করিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ নবদ্বীপভাবতরঙ্গে নিদয়াকে 'সাযুজ্য মুক্তি'স্বরূপা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বজীবকে নিস্তার করিলেন; এমন কি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টিরূপা মুক্তি পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল, কিন্তু একমাত্র নির্দ্দয় হইলেন সাযুজ্য-মুক্তির প্রতি। কারণ, ইহার প্রতি ভক্তগণ অত্যন্ত বিরূপ।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু সর্ব্ব-জনে নিস্তারিল।
কেবল আমার প্রতি নির্দ্দয় হইল॥
আমি সেই স্থানে এবে ছাড়িব জীবন।
নিদয়া বলিয়া স্থান যাউক সর্ব্বজন॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ১৪০

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নবদ্বীপকে ভক্তির পীঠ এবং কর্ম্ম জ্ঞান-যোগাদিকে সেই নবধা ভক্তির সেবা-প্রতীক্ষাকারী কিঙ্করস্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন। যাহারা বহির্ম্মুখ, তাহাদিগকে শাস্ত্র দুষ্টমতি প্রদান করিয়া থাকেন, এবং শিষ্টজনকে কৃষ্ণরতি দান করিয়া থাকেন। শাস্ত্র পড়িয়াও অনেকে গৌরধামের প্রতি বিশ্বাসী হইতে পারেন না।

"নবদ্বীপে নববিধ ভক্তির অধিষ্ঠান।
ভক্তিকে সেবয়ে সদা কর্ম্ম আর জ্ঞান॥
বহির্ম্মুখ জনে শাস্ত্র দেয় দুষ্টমতি।
শিষ্ট জনে সেই শাস্ত্র দেয় কৃষ্ণরতি॥

—নঃ ধাঃ মাঃ ১৩শ অঃ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরধাম ও ব্রজধামে কি লীলা-বৈচিত্র্য দর্শন করিতেন, তাহাও তাঁহার কৃপায় সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"নবদ্বীপমণ্ডল, ব্রজমণ্ডল এবং গোলোক—একই অখণ্ড তত্ত্ব; কেবল প্রেম-বৈচিত্র্যগত অনন্ত ভাব-বিশেষ উদিত হইয়া বিবিধ হইয়াছেন।"

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে গোলোকের মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য প্রকোষ্ঠস্বরূপ এবং নবদ্বীপধামের স্বরূপ এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"এই নবদ্বীপ হয় সর্ব্বধাম-সার।
শ্রীবিরজা ব্রহ্মধাম আদি হ'য়ে পার॥
বৈকুণ্ঠের পর শ্বেতদ্বীপ শ্রীগোলোক।
তদন্তে গোকুল বৃন্দাবন কৃষ্ণলোক॥
সেই লোক দুই ভাবে হয়ত প্রকাশ।
মাধুর্য্য-ঐশ্বর্য্য-ভেদে রসের বিকাশ॥
মাধুর্য্যে ঐশ্বর্য্য পূর্ণরূপে অবস্থিত।
ঐশ্বর্য্যে মাধুর্য্য পূর্ণরূপেতে বিদিত॥
তথাপি যে প্রকাশে মাধুর্য্য-প্রধান।
বৃন্দাবন বলি তাহা জানে ভাগ্যবান্॥
যে প্রকাশে ঐশ্বর্য্য-প্রধানে নিত্য হয়।
সেই নবদ্বীপধাম সর্ব্ববেদে কয়॥

বৃন্দাবনে নবদ্বীপে নাহি কিছু ভেদ।
রসের প্রকাশ-ভেদে কহয় প্রভেদ॥"

—নঃ ধাঃ মাঃ ৪র্থ অঃ

ঠৈতন্যমঠের ঠাকুর বলিয়াছেন, গোলোক, 'বৃন্দাবন' ও 'শ্বেতদ্বীপ'—এই তিনটি পরব্যোমের অন্তঃপুর। গোলোকে কৃষ্ণের স্বকীয়। স্বীয় স্বরূপশক্তিসহ) লীলা, বৃন্দাবনে পারকীয় লীলা, **শ্বেতদ্বীপ সেই লীলার পরিশিষ্ট**। গোলোক, বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপে তত্ত্বভেদ নাই—**শ্রীনবদ্বীপ বস্তুতঃ শ্বেতদ্বীপ হইয়াও বৃন্দাবন হইতে অভেদ।**"

শ্রীগৌরধাম দর্শন করিবার চক্ষু কিরূপে লাভ করিতে হয়, তাহাও মর্ম্মাপ্রকাশ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন। গৌরধামের কৃপা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপা লাভ করিতে হইবে। গৌরধামে নিত্য-বসতির সৌভাগ্য লাভ করিতে চাহিলে শ্রীভক্তিবিনোদের পাদপদ্মরেণুর সংসর্গ হইতে হইবে। দেহে আত্মবুদ্ধি থাকিতে, মাংসদর্শন থাকিতে, ধামাত্মবুদ্ধি বা ধাম দর্শন হয় না। নামকৃষ্ণই ধামের স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন এই কথাই ঠাকুর পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"যতদিন না ছাড়িবে প্রভুর ইচ্ছায়।
মায়িক শরীর ততদিন তো তোমায়॥
না ঘুচিবে পূর্ণরূপে এ ধামের ভাব।
তব বুদ্ধি না ছাড়িবে জীবের স্বভাব॥
ভাগবতী তনু পাবে প্রভুর ইচ্ছায়।
অধোক্ষজ-গতি তব হইবে হেথায়॥
ভূতমায়াজালে আবরণ যাবে দূরে।
অসীম আনন্দ পাবে এই নিত্যপুরে॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ১০৫—১০৬

গৌরধামে কি ভাবে হরিভজন হয়, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গের ১০০-১০৮ সংখ্যক পদ্যাবলীতে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তাহার সারমর্ম্ম এই—সকল আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র গৌরধামে অবস্থানপূর্ব্বক গৌরহরির ভজনই বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্তি-লাভের এবং শ্রীগৌরচরণ-প্রাপ্তির উপায়। মহাপ্রভুর কৃপা হইলে এই গৌরধামে মুক্তজন সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণলীলা ও গৌর-লীলা দর্শন করিতে পারেন। ভক্তভক্তগণ এই ধামে কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্য-মাধুর্য্যে সর্ব্বদা মগ্ন থাকিয়া জাগতিক অভাব, পীড়া ও সংসার-যাতনায় ক্লিষ্ট হন না; তাঁহারা নিষ্কাম ও শুদ্ধপ্রেমিক। গৌরধাম—অনন্ত; তথায় জড় মায়া নাই। যে পর্য্যন্ত জীবের মায়িক শরীর আছে, সে পর্য্যন্ত অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়া দৃঢ়িকৃতা ও ধৈর্য্যের সহিত শুদ্ধ-ভক্তের সেবা বিষয়ে শৈথিল্যভাব, সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম, যুগল ভজন, শ্রীধাম, শ্রীনাম ও ভক্তকৃপা-বাঞ্ছা, অসাধু-সংসর্গ হইতে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া ভজন করিলে শ্রীধামের কৃপা লাভ হয়।

ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরধামের কথা বর্ণন করিতে করিতে তাঁহার প্রিয়তম শ্রীরাধাকুণ্ডাদির গোদ্রুমদ্বীপ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, স্বানন্দকুঞ্জেশ্বরী এবং অভীষ্ট স্বারসিকী সেবা-স্থিতি ও কৈঙ্কর্য্যের কথা বর্ণন করিয়া নিজস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। **ঈশাক্ষেত্রে** অবস্থানপূর্ব্বক **ঈশানাথের** সেবাই—ঠাকুরের সাধ্য ও সাধন।

শ্রীল ঠাকুর শ্রীমায়াপুরের দক্ষিণাংশে ভাগীরথীর তটে সরস্বতী-সঙ্গমের সন্নিকটে ঈশোদ্যান নামক এক উপবনের কথা তাঁহার শ্রীধাম-প্রদক্ষিণাবলীতে জানাইয়াছেন। সেই বনে ঠাকুরের রাধাকুণ্ডের মধ্যাহ্নলীলা-স্ফূর্ত্তির এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"মায়াপুর-দক্ষিণাংশে ভাগীরথী তটে।
সরস্বতী-সঙ্গমের অতীব নিকটে॥
ঈশোদ্যান নাম উপবন সুবিস্তার।
সর্ব্বদা ভজনস্থান হউক আমার॥
যে-বনে আমার প্রভু **শ্রীশচীনন্দন**।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা লয়ে ভক্তজন॥
বন-শোভা হেরি **রাধাকুণ্ড** পড়ে মনে।
সে সব স্ফুরুক সদা আমার নয়নে॥"

—নবদ্বীপভাবতরঙ্গ—২৬-২৭

শ্রীগোদ্রুমবনেও ঠাকুরের শ্রীরাধাকুণ্ড-স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইত। তাঁহার নিত্যলীলাপ্রবেশের কালে তাঁহাতে সেই স্বারসিকী-সিদ্ধি সাক্ষাদ্ভাবে প্রকটিত হইয়াছিল—ইহা মহাজন-বাক্যে শুনিয়াছি; ইহা এক অলৌকিক ব্যাপার। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, গৌরধামের সর্ব্ববিধ বৈভবের বিস্তারের জন্যই শ্রীধামেশ্বর গৌরহরি ঠাকুরকে জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের রাধাকুণ্ডাদির শ্রীগোদ্রুমে এইরূপ লীলাসার পরিচয় পাওয়া যায়,—

"সেই শ্রীগোদ্রুমবন অদ্ভুত ব্যাপার।
কবে বা দেখিব গে'তে রাধাকৃপাসার।"
(শ্রীনবদ্বীপশতক—৪২-৪১)

গৌরাঙ্গৈকগতি নদীয়াপ্রকাশ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কিরূপ লৌল্যের সহিত তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব গৌরধামের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন, গৌরধামের কৃপা কি, গৌরধামে বাসের প্রয়োজন কি, গৌরধামবাসীর দৈন্য কিরূপ তাহার কৃপায় গৌরধামে বসতি হয়, তাহা তাঁহারই ভাষায় নিম্নে উদ্ধার করিয়া তাঁহার দাসানুদাসগণের কৃপাকণা যাচ্ঞা-পূর্ব্বক এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

"ঈশোদ্যান সন্নিকটে নিজকুঞ্জে বসি'
ভজিব যুগল-ধন শ্রীগৌরাঙ্গশশী।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
এ ভক্তিবিনোদ মাগে নবদ্বীপ-বাস।
রূপ-রঘুনাথ-পদে আকুতি করিয়া।
নিজাভীষ্ট-সিদ্ধি মাগে ব্যাকুল হইয়া॥
নবদ্বীপ বৃন্দাবন ক্ষেত্রবাসিগণ।
ঈশাক্ষেত্রে কর মোরে অচিরে স্থাপন॥
তোমাদের ক্ষেত্র এই আমি মাত্র দাস।
তোমা সবা সেবাচ্ছলে পাই ক্ষেত্রবাস॥
নবদ্বীপ কর মোরে কৃপা বিতরণ।
তব কৃপা বিনা ক্ষেত্র লভে কোন্ জন॥
আমার যোগ্যতা লয়ে না কর বিচার।
জাহ্নবা নিতাই আজ্ঞা করিয়াছি সার॥"
—নঃ ভাঃ তঃ ১১৩-১১৭

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও অভক্তিপর মতবাদ-নিরসন

অপার দয়ানিধি শ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয়-দয়ার অবতার শ্রীল ভক্তিবিনোদ অভক্তিপর মতবাদ নিরসন করিয়া শুদ্ধভক্তির বিনোদনের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অভক্তিপর মতবাদের নিরসন না হইলে সদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না। যেরূপ দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সাধুসঙ্গ না করিলে সাধুসঙ্গের মঙ্গল লাভ করিতে পারা যায় না; কুপথ্য পরিত্যাগ করিয়া সুপথ্য গ্রহণ না করিলে সুপথ্যের ফল-লাভ ও শরীরের পুষ্টি হয় না, তদ্রূপ অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ভক্তির অনুশীলন অর্থাৎ অভক্তিপর মতবাদ নিরসনপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির আচার ও প্রচার না করিলে শুদ্ধ ভক্তিদেবীর বিনোদন হয় না। অভক্তিপর মতবাদের নিরসনটী পরচর্চ্চা, পরনিন্দা বা 'প্রজল্প' নহে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'প্রজল্প' প্রবন্ধে বলিয়াছেন,—

"গুরুদেব শিষ্যোপদেশের জন্য বিষয়ীদিগের চর্চ্চা করিয়াও প্রজল্পী হন নাই, আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ দিবার জন্য স্বীয় শিষ্যদিগকে অসদ্বৈরাগীর বিষয় বলিয়াছেন। উপদেশস্থলে ও বিষয়সিদ্ধান্ত-সময়ে এরূপ বাক্য না বলিলে জগতের ও নিজের মঙ্গল হয় না। সুতরাং মহাত্মা গুরুবর্গ যখন এরূপ আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধ আচরণে আমাদের কিরূপে মঙ্গল হইবে? কোন সম্প্রদায়ে বা সাধারণে প্রচলিত অসদ্ব্যবহারকে এরূপ অবস্থায় আলোচনা করাকে ভক্তিবিরোধী প্রজল্প বলা যায় না। কোন কোন সময়ে ব্যক্তিবিশেষের কথা হইয়া পড়িলেও দোষ হয় না যেরূপ রাজার সম্বন্ধে মৈত্রেয় ঋষির পরচর্চ্চা আবশ্যক হইয়াছিল। ভক্তিসাধকদিগের ভক্তমণ্ডলীতে প্রাচীন ইতিহাস সকল সহজে আলোচিত হয়; তাহাতে অসাধুদিগের চরিত্রের আলোচনা স্থানে স্থানে দেখা যাইতেছে, তাহা সর্ব্বথাই মঙ্গল-জনক ও ভক্তির অনুকূল। ঈর্ষা, দ্বেষ, দম্ভ অথবা প্রতিষ্ঠাদি ভক্তিবাধক-প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে সকল লোক পরের কথা আলোচনা করেন, তাঁহারা ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী।" 'প্রজল্প',—নঃ তোঃ ১০।১০

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এইরূপ বিচারেই অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির বিনোদন ও জীবমঙ্গলের জন্যই জগতের অসংখ্য প্রকার অভক্তিপর মতবাদসমূহ নিরসন করিয়াছেন। এই সকল অভক্তিপর মতবাদের নিরসন-কার্য্য শ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জক-ঠাকুরের একটী মহাবদান্যলীলা।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রচারকগণকে, ভক্তিপরিপন্থী সাম্প্রদায়িক দুর্দ্ধান্ধতা-কলহাকাঙ্ক্ষাকে অবশ্যই ও সযত্নে ত্যাগ করিয়া সংসিদ্ধান্ত সংগ্রহ ও সুভক্তিবর্দ্ধন লাভের জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

তিনি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সত্যানুরাগী ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—

"হে ভক্তবৃন্দ, এই **গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে চারি শত বৎসরের মধ্যে অনেক প্রকার অনর্থের উদয় হইয়াছে। সেই সকল অনর্থ সম্পূর্ণ উৎপাটন করা আচার্য্যসন্তানদিগের প্রধান কার্য্য।** আজকাল মহাত্মাদিগের অমনোযোগে বৈষ্ণবদিগের শুদ্ধভক্তির বিচার প্রায় রহিত হইয়া যাইতেছে। আমি কৃতাঞ্জলিপুটক নিবেদন করিতেছি **পূজ্যপাদ মহাচার্য্যগণ একটী সম্প্রদায় দোষ শোধনী সভা সংস্থাপনপূর্ব্বক অনর্থ-সকল যাহাতে শোধিত হয়, তাহার যত্ন করুন। যাঁহাদিগের শ্রীগৌরাঙ্গে অনন্য ভক্তি আছে, তাঁহারা তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়কে নির্দ্দোষ রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।**"

—'শ্রীচৈতন্য প্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক', সঃ তোঃ ৪র্থ বর্ষ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সত্যকথা বলিতেও অভক্তিপর মতবাদ নিরসন করিতে কোন দিনই পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি অন্যত্র লিখিতেছেন,—

"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লেখক গোস্বামিবংশের পরিচয় দিয়াও পূর্ব্ব পূর্ব্ব গোস্বামীদিগের আচার পরিত্যাগ করিয়াছেন। আশঙ্কা হয় যে, কলিদূষিত কোন মত তাঁহার হৃদয়ে আছে।"—'নূতন পত্রিকা' সঃ তোঃ ৪র্থ বর্ষ

শ্রীল ঠাকুর অন্যত্র বলিতেছেন,—

'গোস্বামী' মহাশয়গণ বৈষ্ণবদিগের বিশুদ্ধমত অনাদর করত স্বকপোল কল্পিত ও লোকানেক্ষা-জনিত যে সকল অসত্য মত মধ্যে মধ্যে প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা দেখিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। **আচার্য্যাসনে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বাচার্য্য বিরুদ্ধ মত প্রচার করিলে সর্ব্ব নিশ্চয়ই কলঙ্কিত হয়।**"

—'ইশাদি দশ', সঃ তোঃ ৫র্থ বর্ষ

শ্রীল ঠাকুর সাধারণ কোমলশ্রদ্ধ অভাবিত ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন,—

"মহাশয়, আপনার দেশে যদি দুই মত থাকে, আপনি সেই সকল মতকে শোধন করিবার যত্ন করিবেন। **ইহাতে দুর্ব্বৃত্ত ও তস্কর লোকের সহিত যদি মনোযোগ হয়, তাহাও শ্রীমহাপ্রভুর শান্তিরে স্বীকার করিবেন। মনুষ্যদেহ দুর্লভ, ইহার একদিনও যেন অপব্যয় না হয়। শ্রীমদ্‌গোস্বামিগণ এ বিষয়ে জীবগণকে বিশেষ সতর্ক করিয়াছেন।** কলি-নিষ্কিঞ্চন সহজ বাউলিয়া মতসকল দূর করিয়া জীবের সহজধর্ম্ম যে কৃষ্ণভক্তি, তাহাই আশ্রয় করিবেন।"

—'সহজিয়া মতের হেয়ত্ব', সঃ তোঃ ৪র্থ বর্ষ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তদ্রূপ অভক্তিপর মতবাদের নিরসন কার্য্যকে মূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। ঠাকুর শ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জকের লীলা বা শ্রীব্রহ্ম মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণির লীলা প্রকট করিয়া নিজ সম্প্রদায় অর্থাৎ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অভক্তিপর মতবাদরূপ আগন্তুক আবর্জ্জনাসমূহ নিরাস করিয়াছেন, আবার 'সর্ব্বাচার্য্যে'র লীলা প্রকটকারী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেরিত বিশ্বমঙ্গলাবতার সূত্রে বিশ্বের যাবতীয় অভক্তিপর মতবাদগুলির নিরসন-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা দুই দিক্ দিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের আচার্য্য-লীলা অনুসরণ ও অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কতিপয় অসন্মতের সম্বন্ধে আমরা ঠাকুরের বিচার উদ্ধৃত করিয়াছি। ঠাকুর তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের বিরোধনে' বলিয়াছেন,—

"অনেকস্থলে বিধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম প্রভৃতি দুষ্টমতকে দুষ্টগণ কণ্ঠবিপাকে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন এবং বিচারশক্তিরহিত বিষয়াবিষ্ট অনেকেই সেই সকল দুষ্টমতকে প্রকৃতপ্রস্তাবে মহাপ্রভুর মত বলিয়া মানিয়া প্রকৃত উপদেশ হইতে বঞ্চিত থাকেন। তাঁহাদের দুঃখে আমরা নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক দুঃখ করিয়া থাকি।"

শ্রীচৈতন্যদেবের দোহাই দিয়া ও ভক্তির নাম করিয়া যে-সকল অভক্তিপর মতবাদ জগতে চলিয়াছিল, তদ্দর্শনে জীবদুঃখদুঃখী ঠাকুর ভক্তিবিনোদের যে কিরূপ দুঃখ হইত, তাহা উপরি-উক্ত বাক্যই প্রমাণ করিবে।

যাহারা সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাদি গ্রহণের আবশ্যকতা

স্বীকার না করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য বা কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য ভক্তির অভিনয় দেখাইয়া থাকে, তাহাদিগকে ঠাকুর 'আত্মবঞ্চক' ও 'বৈড়ালব্রতিক' বলিয়াছেন।

"যাঁহারা শিক্ষার প্রতিপক্ষ হইয়া কেবল কপটকীর্ত্তনাদির রঙ্গ দেখাইয়া আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া থাকেন, তাঁহারাও নিতান্ত আত্মবঞ্চক।"

—'তত্ত্বসূত্রপ্রবর্ত্তন,' সঃ তোঃ ১১।৬

"বৈড়াল-ব্রতিকগণ বাস্তব-ভক্তির নিত্যতা স্বীকার করে না, কিন্তু বাহিরে তচ্চিহ্নসকল সর্ব্বদা প্রকাশ করিয়া থাকে; কোন দূর উদ্দেশ্য-সাধনই তাহাদের প্রয়োজন।"

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

লোকে কেন অভক্তিপর মতবাদ বা দুষ্টমত গ্রহণ করেন? ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দেখাইয়াছেন যে, কতকগুলি লোক কপটতা ও লোকবঞ্চনা করিবার ইচ্ছায়ই ঐরূপ করিয়া থাকে; আর কতকগুলি লোক নিজ মূঢ়তাবশতঃ ঐসকল বঞ্চকের দ্বারা বঞ্চিত হইয়া অভক্তিপর মতবাদ আশ্রয় করিয়া থাকেন।

—'ভজনরহস্য', সঃ তোঃ ১০।১১

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ (১) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াও গোপনে গুরুপরম্পরাসিদ্ধ প্রণালী অস্বীকারকারী, (২) মন্ত্রাচার্য্যের ছলনায় আচার-প্রচারহীন কপট ও পাপী, (৩) অবৈধ-যোষিৎসঙ্গী আখড়াধারী মহান্ত, (৪) অপকাষায়ের ভেকধারী, (৫) পরযোগীর আনুকরণিক কপট ছাবভাবের প্রকাশকারী, (৬) জাতি-বৈষ্ণব, (৭) নেড়া, (৮) বাউল, (৯) কর্ত্তাভজা, (১০) দরবেশ, (১১) সাঁই, (১২) চরণপালী, (১৩) ধুলাপটাী, (১৪) সহজিয়া, (১৫) কৃষ্ণ ও গৌরে ভেদ-দর্শনকারী, (১৬) গৌরমন্ত্র-অস্বীকারকারী, (১৭) গৌরনাগরী, (১৮) রসকীর্ত্তন-ব্যবসায়ী, (১৯) বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধিকারী, (২০) বিষ্ণু-পূজার ছলনায় শক্তোপাসক ও স্মার্ত্ত, (২১) ভগবদ্ভক্তের নামে সময়য়বাদী, (২২) কুম্ভপটিয়া, (২৩) অতিবাড়ী, (২৪) চূড়াধারী, (২৫) সখীভেকী, (২৬) আউল, (২৭) ধাম-বিরোধী, (২৮) নামাপরাধী, (২৯) স্বেচ্ছাচারী, ভাক্তসম্প্রদায় প্রভৃতির মত নিরাস করিয়াছেন আনুকরণিক অবতারবাদী এবং শিক্ষা-ভিন্নক-মাত্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকারকারী যাবতীয় নিরাকারবাদী ব্যক্তি মনোধর্ম্মী পৌত্তলিকগণকেও ঐ শ্রেণীর অভক্তিপর মতবাদিগণের মধ্যে ধরিয়াছেন।

প্রেম-রোগাদি-নিবারণের জন্য নামকীর্ত্তনের অভিনয়, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য গুরুগিরির অভিনয়, অন্তঃপ্রবেশ সংরক্ষণ, মৎস্যাদি ও তাম্বূল-তাম্রকূটাদি মাদক-দ্রব্যের সেবন করিয়াও নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয়-দান, বৈষ্ণবাচার্য্য-বংশ বলিয়া কনক ও প্রতিষ্ঠাদির সংগ্রহের চেষ্টাকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সম্ভোগবাদ বা অভক্তি-মতবাদ বলিয়াছেন। ঠাকুর অসংখ্য স্থানে তাঁহার লেখনীরূপ অসির দ্বারা ঐসকল মতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন।

ঠাকুর বলিয়াছেন —

'বৈষ্ণবজাতি' বা 'বৈষ্ণবাচার্য্যবংশ' বলিয়া যে সম্মান দেখিতে পাই, তাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরব হয় না, বরং অবৈষ্ণবতার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে।

—'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি,' সঃ তোঃ ২-৯

বাউল-মতের সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে অবলম্বনপূর্ব্বক প্রেমালিঙ্গন করিয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষৌরকার্য্য করাইয়া দিলেন। অতএব **বাউল বৈষ্ণবদিগের অচ্ছেদ্য প্রমাণ সেইকালেই নরসুন্দরের ক্ষুরে কাটা গিয়াছে।**"

—'শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভু', সঃ তোঃ ২।৭

অন্য স্থানে ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"আউল বাউল, সাঁই, নেড়া, দরবেশ, কর্ত্তাভজা, অতিবাড়ী, প্রভৃতি যে-সকল মতবাদ আছে, সে-সমুদায়ই অবৈষ্ণবমত। তাঁহাদের উপদেশ ও কার্য্য অত্যন্ত অসংলগ্ন। অনেকেই তাঁহাদের মতবাদের আলোচনা করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করেন। কিন্তু বাস্তবিক **বৈষ্ণবধর্ম্ম ঐ সকল ধর্ম্ম-ধ্বজীদিগের দোষের জন্য দায়ী হইতে পারেন না।**"

—প্রেঃ প্রঃ, ৬ষ্ঠ প্রঃ

প্রাকৃত সহজিয়াগণের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"বিশুদ্ধ কৃষ্ণরতিকে বঞ্চিত ও বঞ্চকগণ জড়ের সহজধর্ম্ম যে স্ত্রীপুরুষ-সংযোগ, তাহাতেই পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে, বস্তুতঃ তাহা সেরূপ নয়। **আত্মার সহজধর্ম্মে জড়ীয় স্ত্রীপুরুষ-শরীরের সংযোগ নিতান্ত হেয় ও অনুপযুক্ত।** সম্প্রতি যে মতকে 'সহজিয়া মত' বলে, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ।"

ব্যবসায়ী গায়কগণের সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"ব্যবসায়ি-গায়কগণ প্রকৃত-সাধুসঙ্গ করেন নাই, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তও ভালরূপ জানেন না। অতএব তাঁহাদের **অক্ষরগুলি বৈষ্ণবকর্ণে বজ্রাঘাতের ন্যায় পড়িয়া থাকে।**"

—সঃ তোঃ ৬।৭

"হে ব্যবসায়ীর, তুমি এ ব্যবসাটী সহসা পরিত্যাগ কর, তুমি রসপিপাসু, রসের নিকট আর অপরাধ করিবে না; শরীর-নির্ব্বাহের জন্য শাস্ত্রোক্ত অনেক প্রকার ব্যবসায় আছে, তাহাই অবলম্বন কর; সাধারণের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবে না।"

—চৈঃ ধঃ ২৬শ অঃ

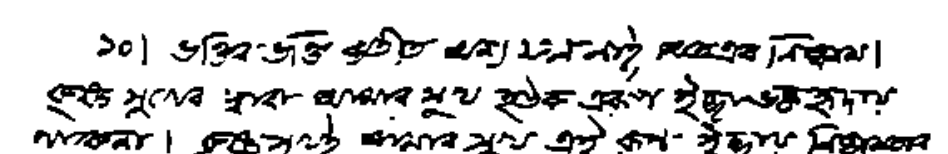

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত গ্রন্থের কিয়দংশ

"হরিনাম বিক্রয় করিয়া পয়সা সংগ্রহ করা ও সেই পয়সাকে সংসারনির্ব্বাহের বৃত্তিস্বরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায় ও ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য। ইহাতে নামদাতা ও শ্রোতা, উভয়েরই প্রেমফল-লাভের সম্ভাবনা থাকে না, প্রত্যুত পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে।"

—'উদ্ধব', স-সঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৮

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সময় গৌড়মণ্ডল কিরূপ অভক্তিমতবাদে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহার একটী চিত্র ঠাকুর 'সজ্জনতোষণী'তে এইরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে, —কেহ কেহ মায়াবাদকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিতেছেন, কেহ কেহ শুষ্কতর্কের একটু অঙ্গ লইয়া তাহাতে মায়াবাদ ও কর্ম্মবাদ মিশাইয়া একপ্রকার বিকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। যাহারা নির্গ্রন্থ, তাঁহারা 'অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং প্রহরেহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥'—এই ন্যায়ানুসারে কনিষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। বুদ্ধিমান্ শুদ্ধবৈষ্ণবের শিক্ষকের নিতান্ত অভাব হইলে জীবের যে গতি হয়, তাহাই আজকাল গৌড়মণ্ডলের অবস্থা।

কলিকাল এরূপ ভয়ানক যে, সৎকার্য্যের বহুদিন স্থিতি করিতে দেয় না; উক্ত আচার্য্যত্রয় ও তাঁহাদের অনুচর শ্রীগোবিন্দলালাদি মহাজনগণের অদর্শনের সঙ্গে-সঙ্গে পরম ধর্ম্ম পুনরায় বিলুপ্ত হইতে লাগিল। গৌড়ভূমিতে শুষ্কভক্তির বিচার উঠিয়া যাইতে লাগিল। আচার্য্য-বংশধরগণ বৈষ্ণবই হউন, শাক্তই হউন বা কর্ম্মকাণ্ডীই হউন, বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায্য (?) প্রচারক বলিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। কাজে-কাজেই শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈত প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িল। একদিকে এইরূপ **আচার্য্য-বিপ্লব**; অপরদিকে **বাউল, সহজিয়া প্রভৃতির উপদ্রব** ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইল। শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের দুর্দ্দশা এইসব কারণে আজ পর্য্যন্ত প্রতীয়মান।"

—'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস,' সঃ তোঃ ৯।৮

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভক্তির নামে বা ভাণে ছলনা-মূলক মতবাদ ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের যে-সকল মতবাদ নিরাস করিয়াছেন, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা প্রদান করিতেছি। ঠাকুরের 'প্রেমপ্রদীপ' উপন্যাসে হঠযোগ, রাজযোগ ও রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের নিরাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কর্ম্ম-জ্ঞানেরও নিরাস আনুষঙ্গিকভাবে আছে। প্রসঙ্গক্রমে বিলাতী ভূতবিদ্যা, ক্লেয়ার ভয়েন্স (Clairvoyance), মেস্‌মেরিজম্ (mesmerism) প্রভৃতি অভক্তিপর মত-বাদের নিরাস দেখিতে পাওয়া যায়। 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে,' 'জৈবধর্ম্মে,' 'শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষায়,' 'তত্ত্বসূত্রে' প্রভৃতি গ্রন্থে বিবর্ত্তবাদ, ভোগ ও ত্যাগবাদ, কর্ম্ম ও জ্ঞান, পাপ ও পুণ্য, জীবের বর্ণাশ্রম, নানাপ্রকার মনোধর্ম্ম বা নীতি,

বিবিধ পৌত্তলিকতা, বিবর্ত্তবাদ, নির্ব্বাণবাদ প্রভৃতি অভক্তিপর মতবাদের নিরাস দেখিতে পাওয়া যায়।

জাগতিক নীতিবাদিগণের মধ্যে স্বদেশ-প্রেম ও বিশ্ব প্রেম সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে; কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ সাধারণের ধারণায় বিপ্লব আনয়ন করিয়া সুযুক্তির দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, পৃথিবীর ঐরূপ সর্ব্বোচ্চ নীতি ও ধর্ম্ম—অভক্তিপর মতবাদবিশেষ।

"সাংসারিক জীবদয়াত্মিনী দয়াই—অত্যন্ত কুণ্ঠিত অবস্থায় জীবের স্বদেশনিষ্ঠ; একটু প্রস্ফুটিত হইলে স্বজাতি-বাসি-জীব-নিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্ববর্ণনিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্বদেশবাসী স্বজাতিনিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্বদেশবাসী সর্ব্বজননিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে সর্ব্বমানবনিষ্ঠ এবং **সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে সর্ব্বজীবনিষ্ঠ আর্দ্রভাব বিশেষরূপে পরিচিত** হয়। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে **প্রেটিয়টিজম্** (patriotism) বলে,—তাহা স্বদেশবাসী স্বজাতিনিষ্ঠ বা সর্ব্বজননিষ্ঠ ভাববিশেষ। যাহাকে **ফিলান্থ্রপি** (philanthropy) বলে, তাহা সর্ব্বমানব-নিষ্ঠ ভাববিশেষ। **বৈষ্ণবগণ ঐ সমস্ত সঙ্কীর্ণ ভাবে আবদ্ধ থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত জুগুপ্সারাহিত্যরূপা সর্ব্বজীবের প্রতি পরম আর্দ্রতাস্বরূপা দয়াই একমাত্র বরণীয় ভাব।"**

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জড়নীতিকে 'অভক্তিমতবাদ' বলিয়া নিরাস করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন,—"কেবল নৈতিক-জ্ঞানে পরলোক-জ্ঞান বা ঈশজ্ঞান থাকে না। কোন কোন ব্যক্তি নৈতিক জ্ঞানকেও সাক্ষাৎ জ্ঞান বলিয়া ইহাকে Positivism বা 'নিশ্চয় জ্ঞান' বলিয়া নাম দিয়া থাকেন। কিন্তু মানব-প্রকৃতিতে আরও উচ্চতর বৃত্তি থাকায়, কেবল নৈতিক জ্ঞানের দ্বারা মানবের সন্তুষ্টি হয় না। নৈতিক-জ্ঞানে নামমাত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পাপ-পুণ্য আছে এবং তাহার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ফলও আছে; কিন্তু মানবের মরণান্তে তাহার নিজের পক্ষে যশঃ বা অযশঃ ব্যতীত অন্য কোন ফল নাই, আশাও নাই।"

—চৈঃ শিঃ ৪।৩

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পৌত্তলিকতাকে অভক্তিপর-মতবাদ বলিয়া নিরাস করিয়াছেন অভক্তিপর মতবাদ কিরূপ বহুরূপিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনোধর্ম্মিগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন,—

"ভক্তিদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, **শ্রীবিগ্রহসেবকেরা পৌত্তলিক নন। ভগবৎস্বরূপের সহিত সম্বন্ধহীন বস্তুকে যাহারা উপাসনা করে, তাহারাই পৌত্তলিক।** তাহারা পঞ্চপ্রকার,—

(১) সম্পূর্ণজ্ঞানাভাবে যাহারা জড়কে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে।

জড়কে চৈতন্যজ্ঞান করিয়া জড়-বিপরীত ভাবকে ঈশ্বর বলিয়া যাহারা পূজা করে।

(৩) যাহারা ঈশ্বরের স্বরূপ নাই স্থির করিয়াছে, কিন্তু স্বরূপ ব্যতীত চিন্তার বিষয় পাওয়া যায় না, তজ্জন্য যাহারা উপাসনাকে সুলভ করিবার জন্য ঈশ্বরের জড়ীয়-রূপ কল্পনা করে।

(৪) যাহারা চিত্তবৃত্তির শুদ্ধতা ও উন্নতির জন্য একটি ঈশ্বর কল্পনা করত তাহার একটি কল্পিত মূর্ত্তির ধ্যান করে

(৫) যাহারা জীবকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে।

অসভ্য **বন্যজাতিগণ, অগ্নিপূজকগণ** ও জোভ (Jove), সেটার্ণ (Saturn) প্রভৃতি **গ্রহপূজক** গ্রীকদেশের ব্যক্তিগণ **প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক**।

জড়ীয় জ্ঞানের অত্যন্ত আলোচনাক্রমে যুক্তিদ্বারা সমস্ত **জড়ীয় গুণের বিপরীত নির্ব্বিশেষ ভাবকে যখন ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস হয়, তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকতা** উপস্থিত হয়।

চরমে নির্ব্বাণকে যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু, শিব, প্রকৃতি, গণেশ ও সূর্য্যের সগুণ মূর্ত্তিসকলকে সাধনের উপায় বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা **ঈশ্বরের নিত্যস্বরূপ মানেন না, অতএব কল্পিত মূর্ত্তি সেবা করত তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিক** মধ্যে পরিগণিত হন। আজকাল যাহাকে **'পঞ্চ উপাসনা'** বলিয়া বলা যায়, তাহা এই শ্রেণীর পৌত্তলিকতা।

যোগীদিগের কল্পিত বিষ্ণুমূর্ত্তিধ্যানই চতুর্থ শ্রেণীর **পৌত্তলিকতা**।

যাহারা কোন জীবকে ঈশ্বর বা অবতার বলিয়া পূজা করেন, তাঁহারা পঞ্চম শ্রেণীর পৌত্তলিক।

—ইঃ শিঃ ৪।৩

'তত্ত্ববিবেক' বা 'শ্রীভক্তিজ্ঞানকাহুভূতি' নামক গ্রন্থে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনোধর্ম্মিগণের বিভিন্ন অভক্তিপর মতবাদসমূহ অকাট্য যুক্তি ও তর্কের দ্বারা নিরাস করিয়াছেন। ঐ অভক্তিপর মতবাদসমূহকে ঠাকুর 'চিত্রমত' নাম দিয়াছেন। আর ভক্তিসিদ্ধান্তকে 'যুক্তমত' নাম দিয়াছেন। 'চিত্রমত'বহুবিধ, কিন্তু 'যুক্তমত'স্বরূপতঃ একই প্রকার। চিত্রমতসমূহের মধ্যে স্বভাব বা জড়বাদই অধিক ব্যাপ্ত হইয়াছে। অসাম্বর-ভেদক্রমে এই মতবাদ দুই প্রকার—**জড়ানন্দবাদ** ও **জড়নির্ব্বাণবাদ**। এই জড়ানন্দবাদ আবার দুই প্রকার—**স্বার্থ-জড়ানন্দবাদ** ও **নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদ**। নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদ ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ফ্রান্সদেশের কোঁৎ-নামক বিচারকের গ্রন্থে '**ঘিয়রবাদ**' নামে অভিহিত হইয়াছে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন,—**স্বার্থজড়ানন্দবাদিগণ কেবল নামের দ্বারা ধরা পড়িয়াছেন; বস্তুতঃ নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদীরাও স্বার্থবাদী।**

জড়ানন্দবাদে অসন্তোষহেতু জড়নির্ব্বাণবাদের উদ্ভব হইয়াছে। জড়নির্ব্বাণবাদিগণ বলেন,—অস্তিত্বই ক্লেশ, অস্তিত্বের সমাপ্তিই সুখ, শরীর ক্লেশ সাধনপূর্ব্বক নির্ব্বাণ অনুসন্ধান কর। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মই এই জড়নির্ব্বাণবাদের প্রতীক। য়ুরোপের Pessimism নামক মতবাদও এক প্রকার জড়নির্ব্বাণবাদ। এই জড়নির্ব্বাণবাদ একজন্মগত ও বহুজন্মগত-ভেদে দ্বিবিধ।

জড়বাদ বা জড়ভক্তিবাদ, ভাববাদ ও সন্দেহবাদ বিভিন্ন দেশে ভাষাভেদে বিভিন্ন হইলেও **সকলই অভক্তি-মতবাদ**। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলেন,—**নরস্বভাব কখনও জড়বাদে নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হইতে পারে না।** জড়বাদ যখন তাহার কঠিন লৌহময় শৃঙ্খলে মুক্তির হস্তপদ বাঁধিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিল, তখন যুক্তি স্বীয়বলে ঐ শৃঙ্খল ছেদন করিবার যে চেষ্টা করে, তাহাই '**সন্দেহবাদ**'। **জড়বাদকে ধ্বংস করিতেই হইবে** এইরূপ **দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া যুক্তি তখন সন্দেহবাদ প্রসব করিল।**

সন্দেহবাদ আপনাকে আপনিই নাশ করে। যেহেতু তাহাতে অসন্দিগ্ধ তত্ত্বের স্বীকার আছে। 'আমি আছি কি না'—**এই সন্দেহ কে করিতেছে? আমিই করিতেছি: অতএব আমি আছি।**

যতপ্রকারের নাস্তিক্যবাদ হইতে পারে, সকল প্রকার বাদই জড়বাদ বা জড়শক্তিবাদ, ভাববাদ ও সন্দেহবাদের অন্তর্গত। বেদের **একদেশ অবলম্বন করিয়া অদ্বৈত-বাদ নামক একটি প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যবাদ ভারতে ও ভারতের বাহিরে বিপুলভাবে প্রচারিত রহিয়াছে।** আলেক্‌জেণ্ডারের সহিত কয়েকজন পণ্ডিত ভারতে আসিয়া এই অদ্বৈতমত উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। ইহা আংশিকরূপে তত্রত্য পণ্ডিতগণ নিজ-নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তত্ত্ববিবেকের প্রথমানুভবে বিভিন্ন বিচিত্র মতের বিচার করিয়া দ্বিতীয় অনুভবে শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত যুক্ত-মতের দ্বারা ঐ সকল চিত্রমতরূপ অভক্তিমতবাদ নিরাস করিয়াছেন। তাঁহার 'তত্ত্বসূত্র' ও 'কৃষ্ণসংহিতা' গ্রন্থেও ঐ সকল চিত্রমতবাদের সুযুক্তিমূলক নিরসন দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভে ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গোবিন্দভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্ন ও সিদ্ধান্তদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে অভক্তিপর মতবাদ নিরসন করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তি-সাম্রাজ্যকে সংরক্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল গৌড়ীয় আচার্য্যের সময় জগতে এতটা চিত্রমতের প্রসার হয় নাই। কলির উত্তরোত্তর প্রাবল্যে পাশ্চাত্য-শিক্ষা-দীক্ষা, জড়-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও সভ্যতার সম্ভারে এই বিশ্বে যে কত প্রকার চিত্রমত ও অভক্তিপর মতবাদের প্রসব ও প্রসার হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সন্ধিক্ষণে অবতীর্ণ হইয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যাবতীয় চিত্রমত নিরাস করিয়াছেন এবং তাঁহার অভক্তিপর-মতবাদ-নিরসন-লীলার পরিশিষ্ট-লীলা সাধনের জন্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জগতে উদিত হইয়াছিলেন। আমরা এই দুই ঠাকুরের আচার্য্য-লীলায় যাবতীয় অভক্তিপর মতবাদের সমূল ছেদন-কার্য্য দেখিয়া ভক্তিদেবীর সুশাসনে সুখে বাস করিতেছি। কোন সংশয়বাদ, সন্দেহবাদ, প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট কোনপ্রকার অভক্তিপর মতবাদই নাস্তিক্যরূপ কংসের গুপ্তচররূপে আসিয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর সরস্বতীর প্রকৃত নিজজনকে আর মুগ্ধ বা ছলনা করিতে পারিবে না—ইহা আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছি।

শ্রী শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তি-তিথিপূজা

কলি-কৈতব আবরিল যবে, বিমল ভকতি-ধর্ম্ম,
হরিবিমুখতা অশেষ উপায়ে হরিল নিখিল শর্ম্ম।
বহুরূপি-সাজে নানা মতবাদ ছাইল সকল দেশ,
নিবিড়-কলুষ-তিমির-রাত্রি, লুপ্ত আলোক-লেশ।
গৌরহরি যবে আসে নাই ভবে, বিতরিতে প্রেমধন ;
তখনো ধরণী রয়েছিল শত, মোহঘোরে অচেতন।
সে দিনের চেয়ে আরো দুর্দ্দিন, বিশ্ব করিলে গ্রাস,
দুষ্টে দলিয়া শিষ্টে পালিতে, রাখিতে নিজের দাস।
গোকুলবিহারী কৃপাময় হরি, আপনার প্রিয়তম,
পর-দুঃখ-দুঃখী, দয়ার ঠাকুর পাঠালেন একজন।
মহা মহিমায় দীপ্ত বিভায়, উদিল নবীন সূর্য্য ;
শঙ্কানাশন চেতন শঙ্খ, ঘোষিল মহান্ তূর্য্য।
প্রতিদ্বারে দ্বারে, নগরে নগরে, ফিরে কৃপা আহ্বান ;
"কে আছ কোথায়, অমৃতকামী ! হও সবে আগুয়ান।
বিশ্বে উদিত, শ্রীনাম-তপন, অবিদ্যা বিনাশ লাগি'—
ছাড়ি লাজ ভয়, শত সংশয়, হও তা'তে অনুরাগী।"
গৌর-শক্তিধর ভকতিবিনোদ গোরার চেতন বাণী,
ভাগীরথী ধারা, ভগীরথ সম, বিশ্বে বহা'ল আনি' ॥
প্রতপ্ত সংসার মরুর মাঝারে, উছলিল প্রেম-বন্যা।
শান্তি-শীতল করুণা-সলিলে অবনী হইল ধন্যা ॥
কল্যাণ-কল্পতরুর ছায়ায়, মিলিয়া প্রার্থিজন,
সে প্রভুবরের 'ভূরিদান' যত, লভিতেছে অনুখন।
শ্রীচৈতন্য-বাণী-গঙ্গারে যিনি, আনিতে এ ধরাপরে,
ভকতিবিনোদা দয়া প্রকাশিলা, প্রচুর উল্লাস-ভরে,
গৌরহরির নিজ-জন সেই, দয়ালু প্রভুর পায়।
ভক্তকুলের স্তুতি-অঞ্জলি, স্তূপাকারে শোভা পায় ॥
গৌরহরির কৃপা-সুরধুনী ভকতিবিনোদ-পাতে,
সেবা-গরবিনী প্রগতিশালিনী, উল্লাসময়ী তা'তে।
শ্রেয়ঃ-সুধাসারে আপনা সপিতে, শুভমতি যাঁর রয়।
গাহি কৃষ্ণনাম এ'ধারায় স্নান, তাহারি কৃত্য হয় ॥

সুর-সুরধুনী বাণী গঙ্গার, উছলে কলতানে।
প্রাচী-প্রতীচীর মিলনের সেতু করিয়াছে নির্ম্মাণ॥
কৃপাকর্ষণ-রজ্জুর টানে, গৌড়বনের ছায়,
নানাদেশবাসী, নানা ভাষা-ভাষী, 'বিনোদ-মহিমা'গায়॥
প্রচার-প্রমোদ ভকতিবিনোদ, অতি সকরুণ চিত্ত;
সাহিত্য-আকারে করিলেন দান, অতুল গোকুল-বিত্ত।
প্রবন্ধ-নিবন্ধে, গীতি-কবিতায়, গীতা-ভাগবত সার,
কলি-উপযোগি সহজ ভাষায়, বিতরিলা চারি ধার।
ভবব্যাধিঘোরে পতিত দেখিয়া, যতেক জগত-জন।
অমন্দ-উদয়া দয়াগুণে তাঁ'র, ঝরেছিল দু'নয়ন।
কত করুণায়, মহাজন হায়, (সদ্) বৈদ্যরাজের মত;
মায়ারে ছাড়িয়া আরাধিতে হরি, উপদেশ দিলা কত।
ব্রজবনাভিন্ন নবদ্বীপধাম, প্রকাশিয়া পুনরায়,
গৌর-চাঁদের লীলাস্থান যত, জানাইলা অমায়ায়।
কলিহত জনে কি করুণা-ধারা, করিলেন বরিষণ;
সে কথা স্মরিয়া ভকত-জনের, নাচিছে হৃদয় মন।
গৌরহরির নাম-ধাম-কাম, প্রকাশ যাঁহার ব্রত;
সে মহাজনের পূজা-তিথি আজি, হইয়াছে সমাগত।
ভকতিজননী নিখিল কল্যাণী, শতেক বরষ ধরি,'
শত শত ধারে, চেতন অমিয়া, অজস্র আধার ভরি,'
সেবা উদ্দীপন, নবীন জীবন, বিতরিছে কৃপারাশি,
মৃতসঞ্জীবন সুধার সুধারা, নমিছে ত্রিলোকবাসী॥
চির বরণীয়া, চির স্মরণীয়া, ওগো পূজনীয়া তিথি!
ঠাকুরের শুভ প্রকট-বাসরে কেমনে গাহিব গীতি?
এহেন বিনোদ-গৌর-সরস্বতী, পূজা-তরে মোর মন,
এখনও সে হায়, একবার কভু করিল না ক্রন্দন।
সেবা-সৌরভ-বিহীন, ক্ষুদ্র, কুসুম-অরঘ-ভার,
লজ্জিত মনে, রাখিয়া চরণে, প্রণমি গো শতবার।
ভকতি-বিনোদ-সেবা-তীর্থের ছুঁইতে একটি কণ,
করুণা করিয়া সেবা-ব্যাকুলতা, কর আজি বিতরণ॥

—শ্রীঅপর্ণা দেবী

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-পরিক্রম

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-শতবর্ষ-পূর্ত্তি-উৎসব-উপলক্ষে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-প্রেষ্ঠ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য বর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-প্রভুবর যে অষ্টোত্তর-শত শ্লোক শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদারতির জন্য রচনা করিয়াছেন, আমরা সেই শ্লোকাবলী মস্তকে ধারণ করিয়া আচার্য্যের অনুগমনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভুর নীরাজন করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পরিক্রম করিতে অভিলাষী হইয়াছি। শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণববৃন্দ আমাদিগকে অমায়ায় কৃপাকণা বিতরণ করুন।

অষ্টোত্তরশত বিষয়ের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৩৬টী বিষয় লইয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা বক্তৃতা, আলোচনা ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার ভক্তিপ্রতিষ্ঠানসমূহে কীর্ত্তন করিবার কথা ইতঃপূর্ব্বে 'গৌড়ীয়' ও 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে' মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকরপ্রভু জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আমার প্রতি শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি বিশেষ আদেশ ছিল—যাহাতে উক্ত ৩৬টী বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-শতবর্ষ-পূর্ত্তিতিথি-পূজা-বাসরে গৌড়ীয়ের একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় এবং পরে ঐ ৩৬টী বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-সম্বন্ধে ৩৬ খানা গ্রন্থ বিরচিত হয়। কিন্তু এইরূপ গুরুতর কার্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর কৃপা ব্যতীত ক্ষুদ্র জীবকীটের দ্বারা সম্ভবপর নহে। শ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' পূর্ব্বোক্ত ৩৬টি বিষয় লইয়া এক একটি প্রবন্ধ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু আবির্ভাব-তিথিপূজার সময় অতীব আসন্ন হইয়া পড়ায় এবং এই তিথিপূজা উপলক্ষে 'শ্রীশ্রীভক্তি-বিনোদবাণী-বৈভব', 'গীতি-সাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ', 'শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ' ও 'ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ'—এই গ্রন্থচতুষ্টয়ের সঙ্কলন, সম্পাদন ও বিরচন-সেবায় ব্যাপৃত থাকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশ পালন করা অযোগ্যতম ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হইবে না বিচার করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দিষ্ট বিষয়-সমূহের সার অবলম্বনে ও তৎপ্রসঙ্গে আরও কতিপয় বিষয়রূপ প্রদীপ লইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণববৃন্দের অনুগমনে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-পরিক্রম করিতে অভিলাষী হইয়াছি। যদি শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী কৃপাপূর্ব্বক এই সেবায় শক্তি দান করেন এবং সেবা গ্রহণ করেন, তবেই এই স্বপ্ন বাস্তবতায় পরিণত হইতে পারে।

পরিক্রম চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম। শ্রীমন্দির-পরিক্রম, শ্রীধাম-পরিক্রম শ্রীবিগ্রহ-পরিক্রম প্রভৃতি বিধি শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রণয়িভক্তজন-সঙ্গে গৌরপদাঙ্কিত-ধাম পরিক্রমের কথা বলিয়াছেন। যে মহামহাবদান্য ঠাকুর জগতে শ্রীগৌরহরির নাম, ধাম ও কাম প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা শুদ্ধ ভক্তগণের অনুগমনে সেই শ্রীভক্তিবিনোদের পাদপদ্ম কীর্ত্তনমুখে পরিক্রম করিয়া একাধারে গৌরহরির ধাম, গৌরহরির কাম ও গৌরহরির নামের পরিক্রমের ফল লাভ করিব এই আশাবন্ধ হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। ঠাকুরের হৃদয় গৌরহরির বিশ্রামস্থল, সুতরাং তাঁহার পরিক্রমেই একাধারে আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহের পরিক্রম ও তদ্রূপ-বৈভবের পরিক্রম হইবে।

শ্রীনামহট্ট পরিমার্জ্জক-লীলায় শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীভক্তিবিনোদ-পরিক্রমের প্রথমেই শ্রীল ঠাকুরের নামহট্ট পরিমার্জ্জন-লীলার কথা কীর্ত্তন করিব। ঠাকুর—

"নদীয়া-গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ॥
প্রভুর কৃপায়, ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া কৃষ্ণনাম—সর্ব্বধর্ম্মসার॥"

এই যে 'আম্নায়-উদ্ঘোষ' প্রচার করিয়াছেন, তন্মধ্যেই ঠাকুরের পরিমার্জ্জক-লীলার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম' এবং 'কৃষ্ণের সংসার

কর ছাড়ি' অনাচার'—এই
মহাপ্রভু শ্রীগৌর নিত্যানন্দের নামের

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

করিয়াছেন। ঠাকুরের 'হরিনামচিন্তামণিতে' 'নামাপরাধ' ও নামাভাসে'র বিচারে এই পরিমার্জক-লীলার সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া যায়। ঠাকুর একদিকে যেরূপ বিশ্ববাসী সকলকে গৌর-নিত্যানন্দের আনীত গোলোকের প্রেমধন নামসঙ্কীর্তন-প্রচারমুখে বিতরণ করিয়াছেন, অপর দিকে নামের ছাটে যেসকল আবর্জনা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা তাঁহারই শরণাশ্রিত সেবকানুসেবকরূপ শতমুখীর দ্বারা নিরাস করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ঠাকুরের শ্রীহস্তদত্ত শতমুখী, তাঁহারাই যথার্থ শ্রীনামহট্টের সেবক বা শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথার প্রচারক।

কেহ কেহ ঠাকুরের অনুকরণে আপনাকে শ্রীনাম-হট্টের পরিমার্জক বলিয়া পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছেন! **ঠাকুরের অনুকরণের দ্বারা কখনও প্রকৃত কোন মঙ্গল হইবে না; তাহা চরম পাষণ্ডতা ও গুর্ব্বপরাধের পরাকাষ্ঠা।** পরিমার্জক লীলাভিনয়কারী শ্রীল ভক্তিবিনোদের আসন অধিকার না করিয়া তাঁহার শ্রীহস্তদত্ত শতমুখীর একটী শলাকারূপে থাকিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদের সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিলেই আমরা কৃতার্থ হইব।

শ্রীনামহট্ট-পরিমার্জক-লীলায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে অপরাধ ও অনাচারের কথা বলিয়াছেন, তাহা এই,—

"অপরাধ বহুবিধ হইলেও প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত—বৈষ্ণবাপরাধ, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। তন্মধ্যে (এক) বৈষ্ণবাপরাধ যথা, স্কান্দে,—

"হসিং, নিন্দাং, বৈ দ্বেষং, বৈষ্ণবানাভিনন্দতি।
কৃধ্যতে, যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥"

বৈষ্ণবের হসন করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং বৈষ্ণব-দর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া—এই ছয়টি অপরাধে জীবের মহাপতন হয়। কোন ভজনপ্রয়াসীরই যেন এই অপরাধ না হয়। (দুই) সেবা-অপরাধ—শ্রীমূর্ত্তি-সেবা-সম্বন্ধেই বিচার্য্য। (তিন) নামাপরাধ দশবিধ—(১) সাধুনিন্দা,—যাঁহারা একান্ত-ভাবে নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা বা দ্বেষ করা, অর্থাৎ তাঁহারা কেবল নামতত্ত্বই জানেন; জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি কিছুই জানেন না—এরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে অবহেলা করিলেও ভীষণ নামাপরাধ হইয়া থাকে; (২) দেবান্তরে স্বতন্ত্র-জ্ঞান অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ও সর্ব্বেশ্বর এবং অন্যান্য দেব-দেবী—সকলেই তাঁহার বিধিকিঙ্কর, কৃষ্ণকে ভজন করিলেই অন্য দেবদেবীর ভজন হয়',—এইরূপ বিশ্বাস না করিয়া 'কৃষ্ণও একজন ঈশ্বর এবং শিবও অন্য একজন ঈশ্বর' এইরূপ স্বতন্ত্র-শক্তিসিদ্ধ বহু ঈশ্বর কল্পনা করিলে নামাপরাধ হইয়া থাকে; (৩) গুর্ব্ববজ্ঞা—যিনি নামতত্ত্বের সর্ব্বোৎকর্ষ শিক্ষা দেন, তিনিই নামগুরু, যদি মনে করা যায় যে, তিনি নামপ্রাপ্তেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন, অন্য সাধনবিষয়ে কিছুই জানেন না, তাহা হইলে এই ভীষণ তৃতীয় নামাপরাধ হয়। সকল কর্ম্মের চরম ফলই নাম-উদয়ে, তাহা যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার অন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই, এবং কিছু জানিতেও তাঁহার বাকী নাই, (৪) শ্রুতি-নিন্দা—বেদে নামের অনেক মাহাত্ম্য বলিয়াছেন সেই সমস্ত নাম-মাহাত্ম্য-সূচক বেদবাক্যে অবিশ্বাসমূলক দ্বেষভাব বহন করিলে নামাপরাধ হয়; (৫) হরিনামে অর্থবাদ—অর্থাৎ রাম,

কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতি নাম করিল এবং ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম নাই,—এইরূপ মনে ভাবিলে জীবন নামাপরাধ হয়; (৬) নাম-বলে পাপ—'নাম করিলে পাপ থাকিবে না, অথবা নাম করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হইয়া পাপে আর রুচি থাকিবে না, কিন্তু আপাততঃ স্বার্থের জন্য একটি পাপ করিয়া লই',—নামের ভরসায় এইরূপ যে পাপ করা যায়, তাহা বড় কঠিন নামাপরাধ; (৭) শুভকর্ম্মসাম্য—অর্থাৎ ধর্ম্ম, ব্রত, তপঃ প্রভৃতি যেরূপ শুভকর্ম, নামও তদ্রূপ একটি শুভকর্ম-বিশেষ, অতএব যে-কোন একটি শুভকর্ম আশ্রয় করিলে আত্মশুদ্ধি হইতে পারে,—এইরূপ মনে করিয়া নামাশ্রয় না করাও নামাপরাধ; (৮) প্রমাদ—হরিনামে অনবধান অর্থাৎ ঔদাসীন্য, জাড্য ও বিক্ষেপ থাকিলে প্রমাদাপরাধ হয়। নামগ্রহণকালে নামের প্রতি উদাসীন হইয়া মুখে নাম ও মনে নানারূপ বিষয়-চিন্তা করাই ঔদাসীন্য, নামগ্রহণে অরুচি এবং কতক্ষণে সংখ্যা-নাম শেষ হইবে—এইরূপ মনে করিয়া বারম্বার জপমালার সুমেরুর প্রতি কটাক্ষপাত প্রভৃতি জাড্যের লক্ষণ। প্রতিষ্ঠাশা বা পাঠ-দশবর্ত্তী হইয়া নামগ্রহণই বিক্ষেপ; (৯) অজ্ঞ-অশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে নাম-মননে,—অর্থাৎ **অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধ জনের নিকট নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া, নামে তাহার বিশ্বাস হইলে তবে তাহাকে নাম-মন্ত্র প্রদান করা উচিত।** সামান্য অর্থলোভে অযোগ্য শিষ্যকে নাম দিলে সেই গুরু (৯) অপরাধে অধঃপতিত হন; (১০) অহং-মম-ভাব—অর্থাৎ নাম-মাহাত্ম্য জানিয়া-শুনিয়াও বিষয়াসক্তির আধিক্যবশতঃ নামভজনে প্রবৃত্ত না হওয়াও বিশেষ নামাপরাধ। এই দশবিধ নামাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে নামের ফলে প্রেম লাভ হয়।"

—'বিশুদ্ধ ভজন', সঃ তোঃ ১১।৭

শুদ্ধভক্তির আচার ও শ্রীভক্তিবিনোদ

পরিব্রাজক-লীলায় ঠাকুর যেরূপ ব্যতিরেকভাবে অনাচারের কথা বলিয়াছেন, তদ্রূপ অন্বয়ভাবে আচারের কথাও বলিয়াছেন। ঠাকুর বলেন,—"সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণের নাম আচার।"—'আচার ও প্রচার', সঃ তোঃ, ৪র্থ বর্ষ

ঠাকুর 'সাধুবৃত্তি' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"কোন মহাত্মা বলিয়াছেন—মহাজনের যেই পথ, তাতে ত'র অনুগত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনের পূর্ব্বে যে সকল ঋষি প্রভৃতি মহাত্মা আচরণ শিক্ষা দিয়াছেন, সে-সকলকে পূর্ব্ব মহাজনের মধ্যে গণ্য বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীমহাপ্রভুর উদয় হইতে যে-সব মহাজনের আচার দেখা যায়, তাহা পরবর্ত্তী মহাজনের আচার। **পরবর্ত্তী আচারই শ্রেষ্ঠ ও অবলম্বনীয়। জীব শিক্ষার জন্য প্রভু ও প্রভুর অনুগত জনের যে আচার, তাহাই সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয়।"**

—সঃ তোঃ ১১।১১

শ্রীমন্মহাপ্রভু "অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।"—এই বাক্যে যে বৈষ্ণবাচারের কথা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীল ঠাকুরের শুদ্ধভক্তির আচার সম্বন্ধে উপদেশে ও তাঁহার নিজ-চরিত্রে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঠাকুর বলিয়াছেন যে, যিনি এই বৈষ্ণবাচার সর্ব্বতোভাবে পালন করেন, তিনিই আচার্য্য। ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"যাহারা নববিধ ভক্তি-আচরণে পটু, তাহারাই ভক্তিকাণ্ডের আচার্য্যত্ব গ্রহণ করিবার যোগ্য। কোন কোন লোক স্বয়ং শুদ্ধভক্তির আচরণ করেন না, বরং কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্তসম্মত আচার করিয়া থাকেন; তাঁহারা যে ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ করেন, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ।"

—'আচার ও প্রচার', সঃ তোঃ ৪র্থ বর্ষ

শ্রীল ঠাকুর বলিয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণ-সেবন ব্যতীত অন্য-অভিলাষ-শূন্য হইয়া এবং জ্ঞান-কর্ম্মাদির প্রতি স্বাধীন চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করাই শুদ্ধভক্তি। জ্ঞান ও কর্ম্ম যখন ভক্তির অনুগত হয়, তখন তাহার কোন দোষ থাকে না, কিন্তু তাহাদের প্রতি স্বাধীন চেষ্টা থাকিলে তাহারা ভক্তিবিরোধী হইয়া পড়ে, তাহাতে ভজন বিশুদ্ধ হয় না। 'জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ—জীবের নিত্য প্রভু, এই জগৎ—ভগবদ্ভক্তিরূপা মায়া-নির্ম্মিত, উহা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের কারাগারস্বরূপ'—এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অভাবহেতু জীবে ব্রহ্মত্বের আরোপ, মায়ার ব্রহ্মের ভ্রম, জগৎ মিথ্যা প্রভৃতি নানাপ্রকার অসৎ সিদ্ধান্তের উদয় হয়। তাহাতে কেহ মায়াবাদী, কেহ নির্ব্বিশেষবাদী, কেহ জ্ঞানী, কেহ যোগী এবং কেহ বা কর্ম্মী—এইরূপ নানা মতবাদী হইয়া ভজন অশুদ্ধ করিয়া ফেলে,—তাহাতে

কোনরূপে তাঁহার মঙ্গল লাভ হয় না; পরন্তু অমঙ্গলই হইয়া থাকে। কৃষ্ণভক্তগণ কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য প্রার্থনা করেন না। স্বর্গ ও মোক্ষ, উভয়ই কৃষ্ণভক্তের নিকট নরকসদৃশ দুঃখপ্রদ বলিয়াই বোধ হয়। ভগবান্ পঞ্চবিধ মুক্তি দিলেও ভক্তগণ তাহা স্বীকার করেন না।"

— বিশুদ্ধ ভজন', সঃ তোঃ ১১।৭

"কৃষ্ণনামানুশীলন ব্যতীত বৈষ্ণবের অন্য কোন ভজন নাই, অন্য অঙ্গগুলি নামেরই সহচররূপে গৃহীত হয়। অন্যাভিলাষ, অনুশীলনপূজা এবং স্বাধীন জ্ঞান-কর্ম-প্রয়াস ত্যাগ করিয়া অপরাধশূন্য হইয়া নাম করিতে পারিলে ভজন বিশুদ্ধ হয় এবং এই বিশুদ্ধ ভজনের ফলস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়।" — (ঐ)

শ্রীল ঠাকুরের কথিত শুদ্ধভক্তি আচারের আদর্শ এইরূপ।

শুদ্ধভক্তির প্রচার ও শ্রীভক্তিবিনোদ

উপরি-উক্ত শুদ্ধ ভক্তির আচারসমূহ যিনি নিজ চরিত্রে আচরণ করিয়া প্রচার করেন, তিনি 'প্রচারক' শব্দবাচ্য। এইজন্য শ্রীল ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"রুচি অনুসারে ভক্তগণ তিন প্রকার অর্থাৎ (১) **আচার-প্রধান ভক্ত**, (২) **প্রচার-প্রধান ভক্ত** ও (৩) **আচার-প্রচার-সম্পন্ন ভক্ত**। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ বিচার করিলে **আচার-প্রচার-সম্পন্ন ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ**। কেবল আচার-প্রধান ভক্ত—মধ্যম এবং কেবল প্রচার-প্রধান ভক্ত—কনিষ্ঠ। সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণের নামই—'আচার' এবং সেই ধর্ম্ম জগতে অন্য জীবের নিকট প্রচার করার নামই —'প্রচার'।"

শুদ্ধভক্তির আচার ও প্রচারকার্য্যের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে ঠাকুর এইরূপ বলিয়াছেন,—

"আচার বা প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রথমে সাধুদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা করা আবশ্যক। শিক্ষা করত কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্ব্বেই প্রচার-কার্য্য করিতে থাকেন। তাহাতে বড়ই ফলোদয় হয় না। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে,—

"উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি যঃ।
অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং হি লোকনাশায় তদ্ভবেৎ॥"

স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়। ইতিহাসে ও নরগণের দৈনন্দিন চরিত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যাইতেছে।"

—'আচার ও প্রচার', সঃ তোঃ ৪।২

শুদ্ধভক্তির প্রচারককে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কেবল ভজনানন্দী অপেক্ষা জগতের অধিক উপকারক বলিয়াছেন। তবে ঠাকুর ইহাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন যে, কেবল বাক্যসার প্রচারক 'প্রচারক'-শব্দ-বাচ্য নহে। বস্তুতঃ তাহারা প্রচারক-শ্রেণীরই অন্তর্গত। যাঁহারা স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক প্রচার করেন, এইরূপ প্রচারকই জগতের প্রকৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকারক। "প্রচার করিতে হইলে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যক। **কুচিক্রমে যে-সকল ভক্ত সাধুদিগের ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচারকার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রচারকর্ত্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন।**"

—'আচার-প্রচার', সঃ তোঃ ৪।২

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিধিজ্ঞানন্দী ও গৌঢ়ানন্দীর দুইটি বৈশিষ্ট্য বিচার করিয়াছেন,—

"বিধিজ্ঞানন্দিগণ—আচারপ্রিয় এবং গৌঢ়ানন্দিগণ—সঙ্গল প্রচারপ্রিয়। তন্মধ্যে কেহ কেহ উভয়-মিশ্রভাবে আনন্দভোগ করেন। ভগবৎস্মরণই প্রেমভক্তের আচার এবং ভগবন্নামকীর্ত্তনই প্রেমভক্তের প্রচার কার্য্য।"

— চৈঃ শিঃ ৬।৩

ঠাকুর শুদ্ধভক্তিপ্রচারের যে প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তদনুসারেই পরবর্ত্তিকালে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণ শুদ্ধভক্তির প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন।

"নগরে নগরে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা প্রচার করুন। আপনারা **হস্তে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত লইয়া দ্বারে দ্বারে শ্রীমহাপ্রভুর নাম ও শিক্ষা প্রচার করুন।** মহাপ্রভু যেরূপ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে আজ্ঞা-টহল প্রচার করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, আপনারা সর্ব্বদেশে শ্রীগৌরাঙ্গের দাস হইয়া শ্রীআজ্ঞা-টহল-প্রচারে সৎপাত্রগণকে নিযুক্ত করুন। **প্রচার-কার্য্য অসৎ পাত্রের দ্বারা হয় না।** আমাদের বিবেচনায়, আপনারা অবিলম্বে একটী 'বৈষ্ণব চতুষ্পাঠী' করুন; কতকগুলি নিঃস্বার্থ সচ্চরিত্র লোককে সেই **চতুষ্পাঠীতে শিক্ষিত করিয়া** নগরে নগরে ও পল্লীতে পল্লীতে শ্রীআজ্ঞা-টহল প্রচারের ভার অর্পণ করুন।"

—'শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজ,' সঃ তোঃ ১১।৩

আম্নায় ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

'আম্নায়' শব্দটীর ব্যবহার ও অনুশীলন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের একটী বৈশিষ্ট্য। আম্নায়ের ঐকান্তিক অনুসরণ ব্যতীত কখনও শুদ্ধভক্তির আচার ও প্রচার হইতে পারে না, এজন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আম্নায়-তত্ত্ব রচনা করিয়াছেন। এমন্মহা-প্রভুর শিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থে আম্নায়-স্বীকারের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিয়াছেন। ঠাকুর 'আম্নায়' শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং সাক্ষাদ্ব্রহ্মবিদেতি বিশ্রুতাঃ।
গুরুপরম্পরা প্রাপ্যাঃ বিশ্বকর্ত্তুর্হি ব্রহ্মণঃ॥

বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্ম হইতে গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা-নাম্নী শ্রুতিসকলকে 'আম্নায়' বলা যায়।"

'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা'—২য় পরিচ্ছেদ

বিদ্যানীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

'আম্নায়' শব্দের মুখ্যার্থ—বেদ। যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে বেদসংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অনুব্যাখ্যানি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ মত স্বীকার করেন। অপর সকলে মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ড-মতের দাস হইয়া পড়িয়াছে।

ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, ব্রহ্মসম্প্রদায়-নামক একটী সম্প্রদায় সৃষ্টির সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই সম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত বেদসংজ্ঞিতা বিশুদ্ধা বাণীই ভগবদ্ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিতেছে। সেই বাণীই—আম্নায় (আ+ম্না+ঘঞ্)। যে-সকল লোক "পরমেশ্বরস্য স্বাদীক্ষিতো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ" ইত্যাদি বাক্যক্রমে প্রদর্শিত ব্রহ্মসম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত পাষণ্ডমত-প্রচারক। **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় স্বীকার করত যাঁহারা গোপনে গুরুপরম্পরা-সিদ্ধ-প্রণালী স্বীকার করেন না, তাঁহারা কলির গুপ্তচর।"**

—'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' ২য় পরিচ্ছেদ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আচারহীন ব্যক্তিরা ছেদন করিবার পক্ষপাতী অর্থাৎ তাঁহারা মহাপ্রভু-গুরু ও আচার্য্যের নিত্যত্ব ও সর্ব্বযুগে অবতার স্বীকার করেন না, তাঁহারা বস্তুতঃ ব্রহ্মসম্প্রদায়কে অস্বীকার করিয়া ব্রহ্মসূত্রকে ছেদন করিবার জন্য ব্যস্ত। ইহারা গুরুদেবের প্রদত্ত ব্রহ্মসূত্রকে ছেদন করার গুরুপাদপদ্মে জাতিবুদ্ধি করিয়া 'প্রাকৃতসহজিয়ার দল' ও 'কলির গুপ্তচর' হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আম্নায়-বিরোধি-সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—**"যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচরগণের প্রধান শত্রু।"**

—'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' ২য় পরিচ্ছেদ

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ

শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাসার একটী শ্লোকাকারে বর্ণন করিয়াছেন –

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমৎ গৌরচন্দ্র এই দশটি তত্ত্ব জীবগণকে উপদেশ করিতেছেন,—

(১) আম্নায়-বাক্যই প্রধান প্রমাণ ; তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত দশটী সিদ্ধান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে

(২) কৃষ্ণস্বরূপ হরিই জগন্মধ্যে পরমতত্ত্ব।

(৩) তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্।

(৪) তিনিই অখিল-রসামৃত-সমুদ্র।

(৫) জীবসকল শ্রীহরির বিভিন্নাংশ-তত্ত্ব।

(৬) তটস্থগঠন বশতঃ জীবসকল—বদ্ধদশায় প্রকৃতি-কর্ত্তৃক কবলিত।

(৭) তটস্থধর্ম্মবশতঃ জীবসকল—মুক্তদশায় প্রকৃতি হইতে মুক্ত।

(৮) জীব-জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ।

(৯) শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন।

(১০) শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য।"

—'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা'—১ম পরিচ্ছেদ

ঠাকুরের বিরচিত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটীতে চিদ্বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মহাপ্রভুর শিক্ষার মূলবিষয়সমূহ সম্পূর্ণভাবে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বা অন্যান্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্ত স্বল্পাক্ষরে পাওয়া যায়,—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের এই শ্লোকটী কেবল ভজনতত্ত্ব-বিষয়ক, শ্রীমহাপ্রভুর সমগ্র শিক্ষার তত্ত্ববিষয়ক মত ইহাতে পাওয়া যায় না ; কিন্তু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'আম্নায়ঃ প্রাহ' শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মূলশিক্ষাসমূহ বিশেষভাবে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার সজ্জনতোষণী পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন-বিষয়ক মতটি নিম্নকৃত শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি প্রভুর সমস্ত তত্ত্ববিষয়ক মতের সংখ্যা করেন নাই ; এই শ্লোকে জীবতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, সাধনভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের উল্লেখ নাই। তত্ত্ব-বিচার-স্থলে এই শ্লোক সম্পূর্ণ নয়। সম্পূর্ণ তত্ত্বসংখ্যা করিতে হইলে ষট্‌সন্দর্ভ-লিখিত তত্ত্ববিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক।

কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও কৃষ্ণলীলাত্মক ভগবত্তত্ত্ব, তথা নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত-ভেদে বিবিধ বিভিন্নাংশগত জীবতত্ত্ব ও তদ্ভাবরূপ মায়াতত্ত্ব এবং সাধন-তত্ত্ব ও সাধ্যতত্ত্ব, এই সমস্ত তত্ত্ব পৃথক্ পৃথগ্রূপে নব তত্ত্ব হয়। এই নব তত্ত্ব প্রমেয় ও স্বতঃসিদ্ধ বেদশাস্ত্র ও ভাগবতশিরঃ স্মৃতিশাস্ত্রই প্রমাণ। এবম্বিধ দশটি সিদ্ধান্তের পৃথগ্গ্রন্থ-রহিত বিচারকে কখনও বৈদান্তিক বলিয়া বৈষ্ণবগণ স্থির করিবেন না।"

—'নূতন পত্রিকা', সঃ তোঃ ৮ম বর্ষ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সজ্জনতোষণী ৯ম বর্ষ ৯ম সংখ্যায় 'দশমূল-নির্য্যাসে' শ্রীচৈতন্যের শিক্ষার এই দশটি মূলবিষয় বিবৃত করিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, আম্নায়সূত্র, তত্ত্বসূত্র, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থেই শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা ঐ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিচারে ষট্‌সন্দর্ভের প্রণালীর অনুসরণে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের 'সম্মোদনভাষ্যে' ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সংস্কৃত গদ্যে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আবার শিক্ষাষ্টকের গীতা-নুবাদের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজনবিষয়ক শিক্ষা এবং শিক্ষাষ্টকের অবলম্বনে ভজনরহস্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টকালীয় ভজন-পদ্ধতি ভজনপরায়ণগণের জন্য গুম্ফিত করিয়াছেন।

বেদান্ত-সাহিত্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ব্রহ্মসূত্রের অনুসরণে আম্নায়সূত্র রচনা করিয়াছেন,—ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের সহিত সেই আম্নায়সূত্রের বিচারের বৈশিষ্ট্য এই যে, ব্রহ্মসূত্রে যে রহস্য সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাকারে প্রচ্ছন্ন

ছিল, আম্নায়সূত্রে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তটি ঠাকুরের আম্নায়সূত্রে পরিস্ফুট। এজন্য আম্নায়সূত্রকে একাধারে বেদান্তদর্শনের সূত্রধার ও ভাষ্যসার বলা যাইতে পারে। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত তথা শ্রীমদ্ভাগবতাক্তির শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা, যাহা ষট্‌সন্দর্ভে গ্রথিত হইয়াছে, তাহাই সূত্রাকারে আম্নায়সূত্রে পাওয়া যায়। তাঁহার তত্ত্বসূত্রের তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—যাহা বেদান্তের প্রতিপাদ্য, তাহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণপূর্ণ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুর নিজ সম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরু শ্রীবলদেবাচার্য্য-কৃত 'অণুভাষ্য' নামক বেদান্ত-ভাষ্যের অনুসরণে 'বেদান্তাধিকরণ-মালা' রচনা করিয়াছেন। ঠাকুর সংক্ষেপে বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের সিদ্ধান্ত 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন,—

পাদসিদ্ধান্ত

"যে ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ হয়, তিনিই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানরূপ বেদের বক্তা এবং কৃপাপূর্ব্বক ঐ বেদ-বাক্যের দ্বারাই বোধ্য হইয়াছেন। অতএব বেদবাক্যের অর্থসমন্বয়পূর্ব্বক ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই কর্ত্তব্য। শব্দযোনি হইয়াছেন বলিয়াই তিনি সগুণ নহেন; অর্থাৎ তিনি নির্গুণ, হেয়-বর্জ্জিত ও মুক্তিদ—এরূপ জানিতে হইবে। তিনি জীব নহেন, যেহেতু জীবের আনন্দ বিধান করেন এবং জড়ও নহেন, যেহেতু তাঁহার ইচ্ছা আছে। আদিত্যান্তর্বর্ত্তী 'হিরণ্ময়' শব্দের দ্বারা তাঁহাকে 'জড়সূর্য্য' বলিতে হইবে না, অথবা সূর্য্যরূপ দেবতা বা জীবও বলিতে হইবে না;—যেহেতু তিনি জীবসকলের পাপ হরণ করেন। ভূতাতিরিক্ত নির্গুণ সেই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিবার জন্য অকর্ত্তা-নির্দ্দেশের ন্যায় তাঁহাকে জ্যোতিঃ, আকাশ, গায়ত্রী, প্রাণ ইত্যাদি বাক্যসকল ব্যক্ত করে। ইন্দ্রাদি অন্য দেবতার উপাসনা অকর্ত্তব্য, কিন্তু ঐ সকল দেবতা যে নিজ নিজ উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, সে কেবল তাঁহাদের অন্তরস্থ ব্রহ্মোপাসনা মাত্র—যেরূপ বাসুদেবঋষি আপনাকে ব্রহ্মাদি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।"

এক শ্রেণীর লোকের ধারণা এই যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম—ভাবুকতার ধর্ম্ম, উহা বৈদান্তিক ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন। ভাগবত-ধর্ম্মকেও অনেকে পৌরাণিক ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বলিতে প্রস্তুত; কিন্তু তাহাকে বৈদান্তিক ধর্ম্ম বলিতে সাধারণ লোক নারাজ। বৈদান্তিক ধর্ম্ম' বলিতে শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বিশেষবাদকেই অধিকাংশ লোকে বুঝিয়া থাকেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সাধারণের এই ভ্রম দূরীভূত করিয়াছেন। ইহার দ্বারা কেহ যেন না বুঝেন যে, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য ওকালতী করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মকে বৈদান্তিক ভূমিকায় স্থাপন করিয়াছেন। একদিন গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর উপর নির্ব্বিশেষবাদিগণ এইরূপ দোষারোপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাহাও খণ্ডন করিয়াছেন। বস্তুতঃ বেদান্তের চরম প্রতিপাদ্য প্রয়োজনই বৈষ্ণবগণের সাধ্য ও সাধন। বেদান্তের চরম প্রয়োজন লইয়াই অধিক আলোচনা এবং এক শ্রেণীর ব্যক্তির তাত্ত্বিক বিচারে উদাসীনতা হইতেই সাধারণের এরূপ ভ্রান্ত ধারণার উদয় হইয়াছে। কিন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সুসূক্ষ্ম বৈদান্তিক ও বৈজ্ঞানিক বিচারপরিপূর্ণ লেখনী তাত্ত্বিক বিচারে জাড্য, আলস্য ও উদাসীনতাকে একদিকে যেরূপ নিরাস করিয়াছেন, অপরদিকে সম্বন্ধজ্ঞান বা তত্ত্ববিচারহীন কেবল-প্রয়োজনানুসন্ধানের অভিনয়কেও বৈষ্ণবসমাজ হইতে অপসারণ করিয়া শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভুর বা শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারের অনুসরণে বৈষ্ণব ও ভাগবতধর্ম্মের অসমোর্দ্ধ স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তত্ত্ববিচারবিমুখ, নামে-মাত্র বৈষ্ণব বা তৎপরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"অনেকেই মনে মনে করেন—আমি বৈষ্ণব; কিন্তু কি কি বিষয় জানিলে ও কি কি করিলে জীব 'বৈষ্ণব'পদবাচ্য হন, তাহা অবগত হইতে গেলে শ্রীগোবিন্দভাষ্য পাঠ করা আবশ্যক। এই গোবিন্দভাষ্য-বেদান্তই বৈষ্ণবের পক্ষে অমূল্য নিধি।"

— 'নববর্ষে বিগতবর্ষের আলোচনা', দঃ তোঃ ৮।১

শ্রীল ঠাকুর বেদান্ত-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—

"বেদান্ত কাহাকে বলে, এ সম্বন্ধে লোকের অনেক সন্দেহ আছে। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, বৈষ্ণবদিগের মত ও বেদান্ত-মত পরস্পর পৃথক্। সাধারণে এইরূপ মনে করেন

যে, বৈষ্ণবগণ ভাগবতাদি পুরাণ অবলম্বন করিয়া চলেন এবং পুরাণ-সকল বেদান্ত হইতে পৃথক্ শাস্ত্রবিশেষ তাঁহাদের মনে এইরূপ ধারণা আছে যে, শঙ্করাচার্য্য যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই বৈদান্তিক মত। এইরূপ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমমূলক বেদের শিরোভাগকে 'উপনিষৎ' বলে; সেই উপনিষদ্বাক্যের নামই —'বেদান্ত'। বেদান্ত শব্দে বেদের চূড়ান্ত শব্দকে বুঝায়। অন্বেষণী ব্যক্তির পক্ষে উপনিষদ্-বাক্যে বেদজ্ঞান লাভ করা দুঃসাধ্য। পরম দয়ালু বেদব্যাস উপনিষদ্বাক্যের তাৎপর্য্য সরল করিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত বেদান্তবাক্যার্থ সংগ্রহ করত প্রায় সাড়ে পাঁচ শত সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র বলিয়া তাহাদের নামকরণ করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ ঐ সূত্রসকলের যথার্থ অর্থ সংগ্রহে অক্ষম হইলে পরে তিনি নারদের আজ্ঞা-ক্রমে পারমহংস্যসংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ নির্ম্মাণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতই ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য।"

শ্রীমদ্ভাগবতে যে অদ্বয়জ্ঞানের কথা বর্ণিত আছে, সে অদ্বয়জ্ঞানকে নির্ব্বিশেষবাদিগণ কেবলাদ্বৈতবাদ মনে করেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন—

"অদ্বয়জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা বিচার করা উচিত। অনেকে মনে করেন যে, কেবল অভেদ-বাদকেই অদ্বয়জ্ঞান বলে। কেবল অভেদ-বাদ সমস্ত বেদবিরুদ্ধ। বেদ অনেক স্থলে অভেদবাদ এবং অনেকস্থলে নিত্যভেদ উপদেশ করেন। বস্তুতঃ বেদশাস্ত্র স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, অতএব কোন বিশেষ মতবাদ তাহাতে নাই। বেদের সিদ্ধান্ত এই যে, পরব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ নিত্যসিদ্ধ। এতদ্ভিন্নরূপ এই বিশ্ব ও জীব-সকল পরব্রহ্ম হইতে যুগপৎ পৃথক্ হইয়াও তাহা হইতে অভেদ। দ্বৈত ও অদ্বৈত একই কালে সত্য, অতএব অদ্বৈত-তত্ত্বে জড় হইতে আত্মতত্ত্বের পার্থক্য আছে এবং আত্মতত্ত্বে অণুচৈতন্য জীব হইতে পরমেশ্বরের নিত্য পার্থক্য আছে। • • • যখন অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্বের প্রথম প্রকাশ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই তত্ত্বের অদ্বয়জ্ঞান-সিদ্ধি হইয়া থাকে।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আদর্শ আচার ও প্রচার শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্যস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্যই যেন শ্রীভক্তিবিনোদমূর্ত্তিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন,—"ভাগবত পড়িয়াও করে বুদ্ধিনাশ।" ভাগবত পাঠের অভিনয় সত্ত্বেও যাহাদের বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে, যাহারা ভাগবতে বিশ্বাসহীন, শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের ভাষায় যাহারা যমদণ্ড্য, আবার যাহারা স্বয়ং ভগবদ্বিগ্রহ ভাগবতের দ্বারা স্ব স্ব জীবিকা অর্জ্জন করাইয়া লইতে প্রস্তুত, এইরূপ ভাগবতাপরাধী ব্যক্তিগণের উপরও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের করুণা অতুলনীয়। ইংরেজী ভাষায় লিখিত ঠাকুরের 'Bhagavat Speech' পাঠ করিলে জানা যায় যে, তিনি কিরূপ বিশ্লেষণ ও যুক্তিধারা নাস্তিক আধ্যাত্মিক, এমন কি, ভাগবত-বিরোধী পাষণ্ডগণকেও শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা উপলব্ধি করাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। পরলোকগত বিখ্যাত • • ঘোষ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'Bhagavat Speech' পাঠ করিয়াই তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মের মহিমার উপলব্ধি হয়। শ্রীল ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য ও জগতের একমাত্র উপকারক শাস্ত্র বলিয়া জানিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যদি পৃথিবীর সমস্ত শাস্ত্রের গ্রন্থাগার বিলুপ্তও হইয়া যায় কিন্তু একমাত্র একখানি শ্রীমদ্ভাগবত থাকে, তাহা হইলেই জীব পরম-সত্যের সন্ধান হইতে বিচ্যুত হইবে না। •

তিনি স্বয়ং ভাগবত ছিলেন, সর্ব্বদাই ভাগবতের অনুশীলন করিতেন। প্রকৃত ভাগবত ও রসশিলাসুর নিকট ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভু স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীল ঠাকুরের ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন।

যাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি সাক্ষাৎ রসময়বিগ্রহ শ্রীমদ্-ভাগবতকে লইয়া ব্যবসায় করেন, তাঁহাদিগের প্রতিও করুণা বিস্তার করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

"আহা! শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সাক্ষাৎ সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি, নিগম শাস্ত্রের ফলস্বরূপ। প্রথম স্কন্ধের প্রথম-অধ্যায়ের

• "আমরা বলিতে পারি যে, যদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রই পৃথক্ সমূহে নিক্ষেপ করা যায় এবং একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত রক্ষা পায়, তাহা হইলে আর্য্য পুরুষদিগের (জীবন্মুক্তদেরও) কোন ক্ষতি হয় না।"

—'সমালোচনা,' সঃ তোঃ ৮।১২

তৃতীয় শ্লোকে যাহা কথিত আছে, তাহাই করিবে—'মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ' (ভাঃ ১১।১৩)- এই বাক্যে কেবল ভাবুক বা রসিক ব্যতীত আর কেহই শ্রীমদ্ভাগবত-রস পানের অধিকারী ন'ন (হে অনধিকারী,) এ ব্যবসায়টী সত্বর পরিত্যাগ কর। তুমি রস-পিপাসু হইলে রসের নিকট আর অপরাধ করিবে না। 'রসো বৈ সঃ' (তৈঃ আঃ ৭।১) এই বেদবাক্যে রসই কৃষ্ণস্বরূপ। শরীর নির্ব্বাহের জন্য শাস্ত্রোক্ত অনেক প্রকার ব্যবসায় আছে, তাহাই অবলম্বন কর। সাধারণের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবে না।"

—চৈঃ শিঃ ২৮শ অঃ

রস-সাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীভক্তিবিনোদের রস-সাহিত্য কোন দিনই সিদ্ধান্ত ও তত্ত্ববিচারকে অবহেলা করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ভাবুকতা ও রসাভাসকে আদর করে নাই। শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীস্বরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপের ঐকান্তিক আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কাজেই তিনি রসের নামে অপরস, কুরস বা বিরসের প্রশ্রয় প্রদান করেন নাই।

ঠাকুর সকলকেই **নামাকৃষ্ট রসজ্ঞ** হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন; কিন্তু তৎসঙ্গে-সঙ্গে সতর্কও করিয়া দিয়াছেন যে অপ্রাকৃত রসের নাম করিয়া যেন মাংসচর্ম্মগত ব্যভিচারকে কেহ 'রস' মনে না করে। "রসো বৈ সঃ" শ্রুতি-মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ রসস্বরূপ বলা হইয়াছে। সেই রসের ভবনে যেন আমাদের অপরাধ না হয়। ঠাকুর প্রেমাকাঙ্ক্ষু সাধকভক্তগণকে এইরূপভাবে আহ্বান করিয়াছেন,—

"হে প্রেমাকাঙ্ক্ষু সাধক ভক্তগণ! আপনারা বৈধভক্তির দ্বারা লঙ্ঘভাব-মার্গে এই জগতের স্থূল চতুর্দ্দশ স্তরকে অতিক্রম করিয়াছেন। এই চতুর্দ্দশ স্তরের ঊর্দ্ধভাগে নিত্য-জগতের হরণাত্মক চতুঃসংখ্যক স্তরকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হউন। বিরজার পর বিশুদ্ধ সত্ত্বময় দুইটী স্তর ভেদ করুন, তবে গোলোক-বৃন্দাবনের সীমা লাভ করিবেন। ঐ দুই স্তর—ব্রহ্মধাম ও বৈকুণ্ঠ। গোলোকে আত্মভাবময় পঞ্চস্তর দেদীপ্যমান—শান্ত, দাস্য, সাখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মধুর-স্তরে গিয়া শ্রীগোপীদেহরূপ নিজের নিত্যসিদ্ধ চিন্ময় দেহ অবলম্বন করত শ্রীবৃষভানুরাজের যূথে শ্রীমতী রাধিকার গণে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীরূপমঞ্জরীর কৃপায় নিজ হৃদয়ে শুদ্ধ চিন্ময় বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা স্বীয় স্থায়ী ভাবকে রসাবস্থায় উন্নত করুন। **নামাকৃষ্ট রসজ্ঞ হইলে অনায়াসে মহাভাব পর্য্যন্ত প্রেমধন অর্জ্জন করত কৃতকৃতার্থ হইবেন।** স্বীয় বর্ত্তমান অধিকার বিচারে ও জড়দেহে মুক্তাবস্থায় এবং নিরন্তর নামরস পানে সর্ব্বোত্তম অধিকার লাভ করুন।"

চৈঃ শিঃ ৭।৭

যাঁহারা অধিকার লঙ্ঘন করিয়া অপকাবস্থায় অপ্রাকৃত রসের আলোচনায় অভিনয় করিতে যান, তাঁহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য ঠাকুর বলিতেছেন,—

যে সকল ব্যক্তি স্থূলদেহগত সুখকে বর্দ্ধমান করত চিন্ময় দেহগত এই সকল আনন্দ-বৈচিত্র্য অবগত হন নাই, তাঁহারা এ সকল কথার প্রতি দৃষ্টিপাত, মনন ও আলোচন করিবেন না; কেন না, তাহা করিলে ঐ সকল বর্ণনকে মাংসচর্ম্মগত ক্রিয়া মনে করিয়া হয় অশ্লীল বলিয়া নিন্দা করিবেন, নয় আদর করিয়া প্রাকৃত সহজিয়াভাবে অধঃপতন লাভ করিবেন।"

—চৈঃ শিঃ ৭।৭

কোন এক সময় শ্রীল ঠাকুরের শিষ্যাভিমানী এক ব্যক্তি ঁ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমপ্রিয় রসগ্রন্থ পঞ্চক অর্থাৎ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথ-বল্লভ নাটক,' জয়দেবের 'শ্রীগীতগোবিন্দ' ও বিল্বমঙ্গলের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের' টীকা টিপ্পনী-সমেত একটী উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীল **প্রভুপাদ** এতদ্বিষয়ে **শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের** অনুমতি ও উপদেশ প্রার্থনা করিলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীল প্রভুপাদকে বলেন,—"ঐ সকল গ্রন্থ মাত্র তিন চারিখানা ছাপাইয়া তোমার নিকট রাখিয়া দিতে পার। ইহার অপেক্ষা বেশী সংখ্যা প্রকাশ করিলে জগতে উৎপাত উপস্থিত হইবে; কারণ, ইহার অধিকারী জগতে অতি দুর্লভ।" শ্রীল ঠাকুর সজ্জনতোষণীতে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীরাধাগোবিন্দের শৃঙ্গার-লীলার গীত ও শ্রবণ উভয়ই প্রধান উপাসনা ও নিত্যভজন। এই ভজন-লীলা সর্ব্বসাধারণের নিকট গান করা অনুচিত ও অপরাধ। 'আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা'—এই আচার্য্য-বাক্য বিস্মৃত

করিলে অর্থ-ব্যবসায়ী গায়কদিগের মুখে রসগান শ্রবণ করা অপরাধ হইয়া উঠে। • • গায়ক ও শ্রোতাদিগের এরূপ অপরাধ-ক্রিয়া আজকাল নিরঙ্কুশ হইয়া পড়িয়াছে। জগতে অধিকাংশ মনুষ্য বিকৃত; তাহারা রং ভালবাসে, প্রকৃত ভজনের নাম লইয়া যথেচ্ছাচার করিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত এই কুপথা দূরিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত গৌড়ার রসের গাম্ভীর্য্য থাকিবে না • • সম্প্রদায়ের অধিকারী যেখানে উপস্থিত, সেখানে নাম, প্রার্থনা এবং দাস্যরসের গান হওয়া উচিত। যেখানে অধিক শুদ্ধ রসিক বৈষ্ণবগণ উপস্থিত, সেখানে রসগান শ্রবণ করুন এবং রসগান শ্রবণ-সময়ে নিজ-সিদ্ধস্বরূপোচিত ভজনভাব অনুভব করুন। ইহাতে গান-পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায় যাউক, তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে। অর্থলোভে ও ইন্দ্রিয়-সুখের প্রত্যাশায় যেখানে-সেখানে রস-গানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কলির কার্য্য।"

—'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও মাথুর-ধাম

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌড়মণ্ডলে ব্রজমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলে গৌড়মণ্ডল দর্শন করিতেন, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের—

"শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস।"

—এই বাক্যটী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্রেও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল।

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে' যে ৬৪টী ভক্ত্যাঙ্গের মধ্যে ৫টী অঙ্গকে প্রধান বলিয়াছেন, মথুরাবাস তাহার অন্যতম। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমায়াপুরে মথুরা দর্শন ও মাথুর বাস করিয়া শ্রীরূপানুগ-ভজনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈষধর্ম্মে 'বিজয়' বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"বিজয়। হরিজন্মস্থান মথুরার কিরূপ মাহাত্ম্য?

বাবাজী। মথুরা-বিষয় শ্রবণ, স্মরণ, কীর্ত্তন, তথায় গমন-বাসনা ও তীর্থ দর্শন, স্পর্শন, তথায় বাস ও তাঁহার সেবা—এই সকল ক্রিয়ার দ্বারা অবশ্যই লাভ হয়; শ্রীমায়াপুরকেও তদ্রূপ জানিবে।"

—বৈষধর্ম্ম ২০শ অঃ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আত্মচরিত পাঠে জানা যায় যে, ঠাকুর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম মথুরা বৃন্দাবন ধাম দর্শন করিবার জন্য গমন করেন। তখন বৃন্দাবনে রাজা রাধাকান্তের সহিত ঠাকুরের শাস্ত্রালাপ হইয়াছিল। রাজা তখন গর্গসংহিতা পড়িতেছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে ঠাকুর আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি থাকিতেও শুদ্ধভক্তের আনুগত্যের অভাবে কখনও শ্রীধাম বৃন্দাবন দর্শন হয় না।

ঠাকুর ইংরেজী ১৮৮১ সালে পুনরায় শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন,—

"আমি কএকদিন ব্রজে সাধুসঙ্গ লাভ করিলাম। • • গোবিন্দজী, গোপীনাথ, মদনমোহন দর্শন হইল। গোপীনাথের বাটীতে ভেট লইয়া বিবাদ হইল: রূপদাস বাবাজীর কুঞ্জে প্রসাদ-সেবন। তথায় নিম্বাদিত্যের দশশ্লোকী পাইলাম। • শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজীকে তথায় প্রথম দেখিলাম। পাকী করিয়া রাধাকান্ত গোবর্দ্ধন দর্শন করিলাম। তথায় কণ্ডুর দৌরাত্ম্য অনুভব করিলাম। তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলাম।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কল্যাণকল্পতরুতে মনঃশিক্ষা-ছলে গাহিয়াছেন,—

তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন মনোহর।
যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির করি নিজ-চিত্ত
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥"

ঠাকুরের এই বাক্য তাঁহার স্বচরিত্রে দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ গয়াতে পিতৃ-শ্রাদ্ধ করিবার ছলে গমন করিয়া শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদের দর্শনলীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও শ্রীমাথুরমণ্ডলে গমন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী স্বীয় গুরুপাদপদ্ম বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রথম দর্শন-লীলা

অধিকার করিয়াছিলেন। ঠাকুর ব্রজে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম দর্শন ও সাধুসঙ্গ-লাভের সঙ্গে-সঙ্গে ব্রজ-ভজনের প্রতিকূল ব্যাপারসমূহ নিরাস করিয়াছিলেন। যেমন গোপীনাথের মন্দিরে ভেট-প্রথা; কড়চার দৌরাত্ম্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে ঠাকুর বিশেষ আন্দোলন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ইংরেজী ১৮৯২ সালের ফাল্গুন মাসে ঠাকুর পুনরায় শ্রীমাথুরমণ্ডলাভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আনুগত্যেই ব্রজদর্শন হয়, এরূপ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীল ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের পথে বর্দ্ধমান জেলার আমলাযোড়া গ্রামে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সঙ্গলাভোদ্দেশ্যে অবতরণ করেন ও শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আনুগত্যে হরিবাসর দিবসে অহোরাত্র শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া শ্রীরূপের শিক্ষাস্থলী প্রয়াগ হইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন এবং শ্রীব্রজমণ্ডলের বাদশ বন ভ্রমণ করিতে করিতে প্রেমবিভাবিত হন।

শ্রীল ঠাকুরের মাথুর-ধামের প্রতি প্রীতির বৈশিষ্ট্য অতুলনীয়। ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী।

শ্রীরূপানুগ-ভজন ও ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"রূপপ্রদর্শিত পথ স্বচরিতে যথাযথ,
জগৎ জীবেরে দেখাইল।
ভকতিবিনোদাশ্রিত, প্রেমভক্তি সমন্বিত,
উপদেশামৃত তা'র হইল॥"

শ্রীল প্রভুপাদের এই উক্তি হইতে আমরা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে রূপানুগ ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার-প্রচার-পরায়ণ মহাজন বলিয়া জানিতে পারি। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের রূপানুগ ভজনের বৈশিষ্ট্য শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-তিথিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদেরও তদ্রূপ রূপানুগ ভজনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে।

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রদ্ধা হইতে প্রেমোদয় পর্য্যন্ত যে ক্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই ক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টককে গ্রথিত করিয়া নামভজনের রহস্যোদ্ঘাটন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রূপানুগ ভজনের একটি বৈশিষ্ট্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে, শ্রীরূপের নামাষ্টকে কথিত বাচকস্বরূপ শ্রীনামের সর্ব্বোৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। শ্রীগৌরশিক্ষামৃতই শ্রীরূপশিক্ষামৃত ও শ্রীরূপশিক্ষামৃতই শ্রীগৌরশিক্ষামৃত—ঠাকুর ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ' নামে যে গীতিগুচ্ছ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি শ্রীরূপানুগ ভজনটী কি, তাহা বলিতেছেন—

'বহুজন্ম ভাগ্যবশে, চিন্ময় মধুর রসে,
স্পৃহা জন্মে জীবের হিয়ায়।
সেই স্পৃহা লোভ হয়া, ব্রজধামে জীব লঞা
রূপানুগ-ভজনে মাতায়॥
ভজন-প্রকার যত, সকলের সার মত,
শিখাইল শ্রীরূপ গোসাঞি॥"

শ্রীরূপের শিক্ষা-সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইরূপ বলিয়াছেন—

"ছাড়ি' অন্য অভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্ম-সহবাস
আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন।
শুদ্ধ ভক্তি ধনি তারে, ভক্তি-শাস্ত্র সুবিচারে,
শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত-বচন॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মৃতি, সেবার্চ্চন, দাস্য, নতি,
সখ্য-আত্ম-নিবেদন হয়।
সাধন-ভক্তির অঙ্গ, সাধকের চাহে রঙ্গ,
সদা সাধুজন-সঙ্গময়॥
সাধন-ভক্তির বলে, ভাবরূপা ভক্তি ফলে,
তাহা পুনঃ প্রেমরূপ পায়।
প্রেমে জীব কৃষ্ণ ভজে, কৃষ্ণভক্তিরসে মজে,
সেই রস শ্রীরূপ শিখায়॥"
—'শ্রীরূপানুগ ভজন-দর্পণ'—৪

শ্রীল ঠাকুর শ্রীরূপের 'উপদেশামৃতে'র 'পীযূষবর্ষিণী' বৃত্তিতে শ্রীরূপানুগ ভজনের প্রতিকূল ও অনুকূল বিষয়সমূহের বিচার করিয়াছেন। ইহাতেও শ্রীল ঠাকুরের শ্রীরূপানুগ ভজনের একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইয়াছে। বড় বেগের দাস হইয়া বাহিরে ভাবুকতা ও রসিকতার ছলনা যে রূপানুগ ভজন নহে, তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উপদেশামৃতের পদ্যানুবাদে, পীযূষ-বর্ষিণী-বৃত্তিতে তথা শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায় উপদেশামৃত-কথিত ভক্তির প্রতিকূল ও অনুকূল ষাটটি বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক ষাটটি প্রবন্ধের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। 'পীযূষবর্ষিণী' [illegible] উপসংহারে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীরূপানুগ ভজনের রহস্য অধিকারী ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য স্বাক্ষরে লিখিয়াছেন—

"রাধাকুণ্ডই সমস্ত ভজনপরায়ণদিগের বাস-যোগ্য স্থান। অপ্রাকৃত ভক্তে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর কুঞ্জে পাদ্যদাসীভাবে অবস্থিতি করত যাহে নিরন্তর শ্রীনামাশ্রয়-পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ব্যক্তির জীবনচাতুরী।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীরূপের আনুগত্য উপদেশামৃতের গীতানুবাদে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন—

"শ্রীরূপ গোস্বামি, শ্রীগুরু-রূপেতে,
শিক্ষা দিল মোর কানে।
দান মোর কথা, নামের কাঙ্গাল,
হরি গাবে নাম গানে॥
কৃষ্ণ-নাম-রূপ, গুণ-সুচরিত,
পরম যতনে করি।
রসনা যাচনে, করহ নিয়োগ,
ক্রম-বিধি অনুসারি॥
ব্রজে করি বাস, রাগানুগ ভক্তি,
স্মরণ কীর্ত্তন কর।
এ নিখিল কাল, করহ যাপন,
উপদেশ-সার ধর॥
হা! রূপ গোস্বামি, কৃপা করি কবে,
দিবে মোরে ব্রজবাসা।
রাগাত্মিক তুমি, তব পদাশ্রয়,
হইতে দাসের আশা॥"

—শ্রীঃ 'ভজন-লালসা'—৯

শ্রীরূপানুগ ভজনের আর একটি বৈশিষ্ট্য রূপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। আত্মসংযোগ বা আত্মসুখের জন্য রূপানুগ ভজন নয়। কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-জন্য আমার স্বাভাবিক আর্ত্তিই শ্রীরূপানুগ ভজন।

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর—

তণ্ডাপ্যন্তঃখেলন্ মধুরমুরলী পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

—'পদ্যাবলী' ৩৮৭

এই বিচার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রূপানুগ ভজন-রহস্যের মধ্যে প্রকাশিত—

তথাপি আমার মন বংশীধ্বনিময়।
কালিন্দীপুলিনে স্পৃহা করে অতিশয়॥

—'ভজনরহস্য' ৮ম ধামসাধন

"শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা-সখীর কুঞ্জে পাদ্যদাসীভাবে অবস্থিতি করত যাহে নিরন্তর শ্রীনামাশ্রয়-পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই" যে শ্রীরূপানুগভজনরহস্য বলিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন, সেই রহস্যের মধ্যে আর একটী রহস্য এই যে, শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর গৌরব্রজধামে ভেদ দর্শন না করিয়া নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসি-স্বরূপে শ্রীরাধাকুণ্ডস্থিত শ্রীগোদ্রুমের আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জে শ্রীরূপানুগভজন-রহস্য প্রকট করিয়াছেন। ইহাও ঠাকুরের শ্রীরূপানুভজনের একটী বিশেষ রহস্য।

শ্রীল ঠাকুর শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

'কৃপা করি,' গৌড়বন মাঝে,
গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান।
আজ্ঞা দিল মোরে, এই ব্রজে বসি',
হরিনাম কর গান॥
গৌড়ব্রজধামে ভেদ না হেরিব,
হইব ব্রজবাসী।
ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী॥"

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্ত্যাবির্ভাব-মহামহোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পারমহংস শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-প্রভুর আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত ভবনপ্রাঙ্গণে চুইমাসকাল শ্রীল ভক্তিবিনোদ-মহিমা-সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছে। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বক্তৃগণ প্রত্যহই শ্রীল আচার্যদেবের নির্দ্দিষ্ট বিষয়াবলম্বনে শ্রীল ঠাকুরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত গত ২১শে আগষ্ট কলিকাতার প্রসিদ্ধ এলবার্টহলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "কিং জর্জ্জ ফিফ্‌থ্ প্রোফেসর" স্তর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ এম্-এ, ডি, লিট্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে নূতন গৌড়ীয়মঠের ভারপ্রাপ্ত প্রচারকবর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু "শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বিশ্বমঙ্গল" সম্বন্ধে একটী অভিভাষণ প্রদান করেন। গত ২৭শে আগষ্ট ভবানীপুর আশুতোষ কলেজ-হলে ত্রিদণ্ডিপাদপ্রবর শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের সভাপতিত্বে "লোকশিক্ষক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। গত ২৮শে আগষ্ট উক্ত হলেই অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্-এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক "গৌড়ীয়-সাহিত্য ও দর্শনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে সম্মেলের মহারাজা স্তর মন্মথনাথ রায়চৌধুরী মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ প্রভু এক বক্তৃতা প্রদান করিবেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে ও পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহে শ্রীভক্তিবিনোদ-শতবার্ষিক উৎসব-উপলক্ষে বক্তৃতা ও ছায়াচিত্রযোগে ঠাকুরের শিক্ষা প্রচারিত হইয়াছে।

কলিকাতা মহানগরীতে গত ১০ই জুলাই, ৯ই আগষ্ট ও ১০ই আগষ্ট বিরাট্ মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন-[illegible] অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

আচার্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে এবার শ্রীনামের পুনর্জ্জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ প্রভুর তিরোভাব, শ্রীবলদেবের আবির্ভাব, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী প্রভৃতি উৎসব সমূহ সঙ্কীর্ত্তনসহযোগে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র নরনারী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

গত ১৩ই ভাদ্র ১৩৫৫ সাল ৩০শে আগষ্ট শ্রীল আচার্যদেবের আবির্ভাব-তিথিতে **শ্রীশ্রীগুরুপূজা মহামহোৎসব** গতবৎসর অপেক্ষাও অধিকতর বিপুলভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীল আচার্যদেবের নাগরাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের ভজন-মন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের পাদুকা-যুগলে সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রণতি অঞ্জলি-সমূহ সমর্পণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' ও দৈনিক নদীয়া প্রকাশের একটী বিশেষ "শ্রীশ্রীগুরু-পূজা সংখ্যা" রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্‌দ প্রভুর ইংরাজী ভাষায় লিখিত 'Vyasa-Puja Homage,' আচার্যদেব সজ্জনগণের পক্ষ হইতে ইংরাজী ভাষায় লিখিত 'An humble offering', শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের প্রেরিত 'A Sincere Entreaty', দক্ষিণ ভারতস্থ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীপাদ শচীন্দ্রকৃষ্ণদাস অধিকারী লিখিত 'An humble offering', শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের সেবকবৃন্দের 'শ্রীশ্রীআচার্য্য-পূজা', শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত সেবকবৃন্দের 'কৃপাকটাক্ষ-লালসোল্লাস-প্রার্থনম্' ও 'শ্রীশ্রীআচার্য্য বন্দনম্', শ্রীধাম মায়াপুর পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রদত্ত 'আর্পণা কুসুমাঞ্জলি', ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শ্রীশ্রীআচার্যদেবের চরণাশ্রিত ছাত্রবৃন্দের 'ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি', বেনারস শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের 'আর্ত্তি-অর্ঘ্য', দিল্লী গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের 'ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি' পাটনা ও পাটনা মঠের সেবকবৃন্দের 'ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি', কাশী শ্রীমাধুন গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের 'আর্ত্তি-প্রসূনাঞ্জলি', শ্রীরাধাগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রেরিত 'আর্ত্তি-আরতি', শ্রীশ্রীরসময়াগৌড়ীয়মঠ হইতে [illegible]

হইতে উৎকল ভাষায় লিখিত 'ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি', কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে 'শ্রীবাসুদেবপ্রদীপ', এতদ্ব্যতীত যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবের বিভিন্ন গুরুকুল প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় লিখিত বহু অঞ্জলি, বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভক্তের প্রেরিত শত শত অঞ্জলি ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিভিন্ন মঠ হইতে ও সজ্জনগণের নিকট হইতে প্রায় বহু টেলিগ্রাম শ্রীগুরু-পূজা-বাসরে শ্রীল আচার্যদেবের নিকট উপনীত হইয়াছিল। শ্রীল আচার্যদেব এই সমুদয়কে শ্রীগুরু-পাদুকা-মূলে সমর্পণ করিয়া গুরু-সেবার আদর্শ ও প্রকৃত আচার্যের আচরণ শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুপূজা-দিবস অপরাহ্ণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে বিভিন্ন ভক্ত তাঁহাদের রচিত অঞ্জলি-পত্র পাঠ ও কীর্তন করেন। শ্রীল আচার্যদেব প্রায় একঘণ্টাব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীমান ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের সুললিত কীর্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়। সেই দিবস প্রায় দুই সহস্র লোককে ভগবৎপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্তি-আবির্ভাব-উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা "গৌড়ীয়" ব্যতীত গৌড়ীয়-সম্পাদকের সম্পাদকতায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-সম্বন্ধে কয়েকটী অপূর্ব মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে—

(১) **গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ**—ইহাতে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতি-সাহিত্যের মৌলিক সমালোচনা ও আস্বাদন দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) **শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বৈভব**—ইহাতে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র রচনা-সমুদ্র হইতে সুচয়নিত অমৃতরত্নসমূহ চয়ন করিয়া ঐ সকলকে ১০৮টী বৈভবে বিভিন্ন প্রবিপ্রবরের মীমাংসা-রূপে, সর্বজীবভক্তিবৃত্ত-প্রয়োজন-তত্ত্বের মধ্যে গুম্ফিত করা হইয়াছে।

(৩) **শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ**—ইহাতে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও বর্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদেব শ্রীল অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে কিরূপ বিচারে দর্শন ও উপলব্ধি করিয়াছেন এবং শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার বৈশিষ্ট্য কি তাহা অতি সুন্দরভাবে গ্রথিত হইয়াছে।

(৪) **ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ**—এই গ্রন্থে বিদ্যালয়ের ছাত্র ও সুকুমার-মতি বালক-বালিকাগণের উপযোগী করিয়া সহজ ও সরল ভাষায় শ্রীল ঠাকুরের শিক্ষা ও চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষ-পূর্তি-আবির্ভাব-সঙ্কীর্তন-মহা-মহোৎসব কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে ও বিশ্বের বিভিন্ন ভক্তি প্রতিষ্ঠানে সম্বৎসরকাল চলিবে। ইহাতে সত্যানুসন্ধিৎসু জনসাধারণের শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সম্বন্ধে অনেক বিষয় আলোচনা ও অনুশীলন করিবার সুযোগ হইবে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দান যতই আলোচিত হইবে, ততই বিশ্বের মঙ্গল উদিত হইতে থাকিবে। আমরা সেই শুদ্ধভক্তি-স্রোতঃ পুনঃপ্রবর্তনের ভগীরথ সপার্ষদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জয়গান ও তাঁহার কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি।

জয়-জয়-জয়-জয় ভকতি-বিনোদ।
শুদ্ধ-ভক্তি-ভগীরথ প্রচার-প্রমোদ॥
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগ-বরায় তে॥
আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
ভক্তিবিনোদপাদাব্জরেণুঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

—•(•)•—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর

পরমার্হিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

প্রমাণমত্র নিরস্য পরার্থমুপযুঞ্জতে।
নির্বহঃ হ্যপ্রমাণস্য মূলং বিদ্যুদ্‌ঘনস্য চ।
আনুমানিকে সমুদ্ভূতির
বিলম্বস্য অবধি নাস্তি।

প্রাপ্তিস্বীকার মূল্য ইত্যাদিবিষয়ক:।
মুদ্রণাদি: অধিষ্ঠান বৈষয়ং দ্রষ্টব্যম্।
—শ্রীবিনোদবাণী গ্রন্থাবলী
বিষয় বিনা গ্রাহক হউন।

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৩১শে ভাদ্র, ১৩৪৫ ; ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ | ৮ম সংখ্যা

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

ভগবৎপাদপদ্মের গুণশ্রবণ বর্জ্জন করিলে ও তাহাতে আদররহিত হইলে জীব ভগবৎ-স্মৃতিরহিত হন।

—ভাঃ ১২।১২।৪৬ বিবৃতি

নিষ্কপটভাবে নিজ কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে ভগবদ্‌গৃহের পরিচর্য্যাকারী ভৃত্যজ্ঞানে উহার মার্জ্জন, লেপন, জলসেচন ও মণ্ডলাদি রচনা কর্ত্তব্য।

স্বয়ং সম্মানিত হইবার প্রযত্ন, নিজের শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞান, সামান্য আচরিত কর্ত্তব্যকে বহুমাননা করিয়া আস্ফালন, ভগবদালোকদ্বারা স্বীয় বিষয়কার্য্যে সাহায্য-লাভের চেষ্টা বা বাসনা, অপরের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপহারাদির অবশেষ-দ্বারা ভগবৎপূজা করা কর্ত্তব্য নহে।

কামনা-পরিচালিত হইয়া স্বীয় অভীষ্টবস্তুগুলি নিজকার্য্যে বা অপর বদ্ধজীবের ভোগে নিযুক্ত না করিয়া সমস্ত বস্তুই ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবে। এইরূপে অনন্ত কল্যাণ লাভ ঘটিবে।

স্বয়ং গৃহসুখে বা সংসারের প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া সকল প্রকার সুখৈষণা, বিত্তৈষণা বা ভোগৈষণা ভগবানে নিয়োগ করিবে।

অনন্তবস্তুতে সকল চেষ্টা নিহিত না হইলে বা সকল উদ্দেশ্য পর্য্যবসিত না হইলে খণ্ডিত সান্ত বস্তুর সংসর্গে বা সংস্পর্শে জীবের বিতৃষ্ণাভিনিবেশ ঘটে।

—ভাঃ ১১।১১।৩৪-৩৫

শ্রীশ্রীগুরুপূজা-বাসরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ

স্থান—শ্রীসারস্বত-প্রেস-ভবন, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

কাল—১৩ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৭২ ; ৩০শে আগষ্ট ১৯৬৫, গোবিন্দজয়ী

নামব্রহ্মেতি মন্ত্রস্য শচীপুত্রস্য স্বরূপতঃ
রূপং তস্যাগ্রজত্বেন ব্যঞ্জয়ন্তীং গৌরবাচীম্ ।
ব্যাকুর্ব্বতে গিরিবরধরো ! রাধিকাভাবকান্তে
প্রাপ্তো যস্ত্বং প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥

পরম পূজনীয় শ্রীযুত বৈষ্ণবগণ, ভক্তের মহিলাবৃন্দ ও সমবেত সজ্জনমণ্ডলি ! প্রথমেই আমি আমার বলিবার অক্ষমতা জানাইয়া আপনাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। হেইজন্য আপনাদের ধৈর্য্য নষ্ট করিব না। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও তাঁহাদের সেবক বৈষ্ণবগণের কৃপায় যতটুকু পারি বলিবার প্রয়াস পাইব। আমার ভাষাগত ত্রুটী আপনাদের ঔদার্য্যগুণে ক্ষমা করিয়া লইবেন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীব্যাসপূজা গুরুপূজা সনাতন ভারতে শ্রৌত স্মার্ত্ত সম্প্রদায় ও স্মার্তবিরোধী শ্রৌতক্রব সম্প্রদায়ে বহু প্রাচীন-কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস—শক্ত্যাবেশ অবতারতত্ত্ব ; তাঁহার নিত্যত্ব আছে, তাঁহার সত্তা নিত্যকাল বিদ্যমান। জ্ঞান-চক্ষুর অভাবে অন্ধ ও অন্যান্য বিপ্রকৃষ্টপ্রকৃতি জীবগণের নিত্য-কল্যাণ-বিধানের জন্য—তত্ত্ব সত্য মঙ্গল-সাধনের জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া শুধু বেদশাস্ত্র-বিভাগ-দ্বারা নহে, বেদের শিক্ষাদার চয়ন করিয়া, বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ বা বেদান্ত এবং সেই বেদান্তের সার ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়া,প্রকৃত সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব বর্ণন করিয়া, আবার সেই সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া জীবের নিঃশ্রেয়সলাভের পরম সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। এত বড় অলৌকিক ঔদার্য্যমহিমা এই সনাতন ভারতে খুবই বিরল, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পরম্পরা কেবল স্মার্ত্ত সম্প্রদায় (অর্থাৎ যাঁহারা ভগবানের নিত্য সত্তা, চেতনত্ব, আনন্দময়ত্ব—সচ্চিদানন্দময়ত্ব বিশ্বাস করেন এবং তাঁহার সহিত নিত্যকাল চেতনময় সেবকসূত্রে আবদ্ধ,—এবম্বিধ বিশ্বাস ও অনুশীলনকারী সাধক সম্প্রদায়) নহেন ; পরন্তু যাঁহারা প্রকৃতিকে মূল প্রমাণরূপে স্বীকারের অভিনয় করেন, সেই শ্রৌতক্রব চিন্মাত্রবাদী অপরোক্ষ নির্ভেদ কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ও শ্রীব্যাসপূজা প্রচলন করিয়া আজ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন ; কেননা, শ্রীব্যাসের সিদ্ধান্ত সমগ্র বেদশাস্ত্রের সার নির্য্যাস-স্বরূপ, প্রকৃত সত্য। শ্রীব্যাসের আনুগত্য ব্যতীত বেদশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য—সুষুপ্ত মর্ম্মের অনুধাবন-প্রয়াস কেবল ধার্ষ্টতা ও ব্যর্থ কালক্ষেপণ মাত্র।

নিজ সম্প্রদায়ের সত্যতা—প্রামাণিকতা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিতে হইলে শ্রীব্যাসের আনুগত্য ব্যতীত সুধী-সম্প্রদায়ের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। অপরোক্ষ নির্ভেদ কেবলাদ্বৈতবাদী, যাঁহারা শ্রৌতক্রব, তাঁহারা ব্যাসের সত্তাত্ব স্থাপন করিতে গিয়া ব্যাসের চরণে নানাপ্রকারে অপরাধ করেন। যিনি নিত্যসত্তাবিশিষ্ট, নিত্যচেতনানন্দময়, তাঁহাকে প্রাকৃতগুণজাত—প্রকৃতি-সৃষ্ট কিম্বা ত্রিগুণের অন্যতম, সত্ত্বগুণসৃষ্ট বা সৌম্য মনে করা শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভীষণতম অপরাধ। শ্রীগুরুদেব নিত্য বস্তু। যদি গুরুদেব নিত্য না হন, তাহা হইলে তাঁহার উপদিষ্ট বস্তুও তাঁহার নিত্য সত্তা, নিত্য চেতন ও নিত্য আনন্দ বা চিদ্বিলাস রক্ষা করিতে পারেন না।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মই পরতত্ত্ববস্তু ; কিন্তু লোক-মঙ্গলের জন্য উপদেশক সেবকরূপে তিনি প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। লোকের প্রজ্ঞাচক্ষু

উন্মীলন করিবার জন্য সেই তৃতীয় নেত্র তৃতীয় মানে অবতরণ করিয়া থাকেন, অত বিষয়-দূষিতত্বরাহিতে অকীভূত চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক দিব্যদর্শন প্রদান করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করান। এই স্থানেই গুরুর গুরুত্ব, এই কার্য্য শ্রীব্যাসগুরু-পাদপদ্ম ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হইতে পারে না, এইজন্যই শ্রীগুরুপদাশ্রয়-স্বীকার। যিনি আচার্য্য বা গুরুপাদ-পদ্ম স্বীকার করিবেন না, তিনি নাস্তিক।

সাধারণতঃ আষাঢ়ী পূর্ণিমায় শ্রীগুরুসেবকাভিমানী শিষ্যগণ শ্রীব্যাসপূজা সম্বন্ধে যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠানাদি করিয়া থাকেন। শ্রীব্যাসগুরুপূজনাভিলাষী সেই সেবকাভিমানী কেবল যে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থ, তাহা নহে, পরন্তু গৃহস্থেরাও হইতে পারেন। আবার আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ব্যাসপূজা না করিয়াও সেবক-সংরক্ষণকারী নিজজন্মদিনে গুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা যাচ্ঞা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি দেন, ইহাই সনাতনী পাশ্চাত্য রীতি।

শ্রীবল্লভৈবাদিকমাধ্বসম্প্রদায়ে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকেই আচার্য্য এবং তদভিন্ন সেবা বস্তু জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহারা অত্যন্ত বর্ত্তমান। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই সম্প্রদায়ের পূর্ণতা বিধান করিয়াছেন। শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের প্রত্যেক গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে "শ্রীমদ্ভুবনভাস্কোদয়ভাষ্যাদ্যর্পিতরাম-কৃষ্ণদেবব্যাসাত্মকলক্ষ্মীহয়গ্রীবায় নমঃ" বলিয়া এই প্রণাম মন্ত্র আছে। যিনি হনুমান্, তিনিই ভীমসেন, তিনিই আবার কলিযুগ মধ্বাচার্য্য—যিনি ভীমবেগে তত্ত্বতত্ত্বিরোধী অদ্বৈত-মত যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। সেই হনুমান্, ভীম ও মধ্বের অন্তর্যামী, সেবা ও আরাধ্য যথাক্রমে রাম, কৃষ্ণ ও বেদব্যাস—তদাত্মক লক্ষ্মীসংযুক্ত হয়গ্রীবকে নমস্কার। লক্ষ্মীদেবীর সহিত শ্রীহয়গ্রীব বিষ্ণুই বেদশাস্ত্রের রক্ষাকর্ত্তা ও ব্যাখ্যাতা।

"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ, ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিঃশ্বসিতানি।"

বেদে উপরিউক্ত মহাপ্রাণী বলিয়া যিনি কথিত হইয়াছেন, তিনিই হয়গ্রীব। এই হয়গ্রীব কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের প্রতীক-স্বরূপ মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়কে নিধন করিয়া ব্রহ্মাকে—নিজসেবককে রক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতকার এই কৃষ্ণদ্বৈপায়নে বেদব্যাসেই বেদ বিভাগ করিয়া বেদের বিষয়োভাগ উপনিষদের অর্থ প্রকাশ করেন এবং সেই উপনিষদের তাৎপর্য্য—সারমর্ম্ম সূত্রাকারে গ্রথিত করিয়া ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন। সেই ব্রহ্মসূত্র বা ব্যাসসূত্রে ন্যূনাধিক সাড়ে পাঁচ শত সূত্র লিপিবদ্ধ আছে। ব্রহ্মসূত্রে উপনিষদের তাৎপর্য্য সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফলাধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। সেই ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন তাৎপর্য্য বা ব্যাখ্যা বিভিন্ন মেধাবীসম্পন্ন ব্যক্তি প্রণয়ন করিয়া নিজ নিজ মতবাদ সংরক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা স্বয়ং সূত্রকারকেই যদি তাঁহার সূত্রব্যাখ্যা-কর্ত্তারূপে দেখিতে পাই, তাহা হইলেই সূত্রের প্রকৃত অর্থ-প্রকাশ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারি স্বয়ং Court বা Judge (বিচারক) নিজেই আবার Advocate (উকীল) রূপে পক্ষ সমর্থন করিলে সেই পক্ষবিশেষেরই জয় যেমন ধ্রুব—অবশ্যম্ভাবী, তদ্রূপ সূত্রকার স্বয়ং তাঁহার রচিত সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপে যে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন, তাহাই নিঃসন্দেহরূপে সূত্রের প্রকৃত অর্থ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। আমরা শ্রীপরিক্ষিদ্বিলাসধৃত গারুড় বচন হইতে জানিতে পারি—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥

[এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের সদর্থ-দ্বারা সমন্বিত।]

শ্রীমদ্ভাগবত একান্তভাবে সমগ্র শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-গ্রন্থ। সেই গ্রন্থরত্নরচয়িতা বেদব্যাস নিখিল সাত্বত-সম্প্রদায় অর্থাৎ যাঁহারা ভগবানের নিত্য-সত্তা, নিত্য আনন্দ ও নিত্যচেতনস্বরূপে বিশ্বাস ও অনুশীলনকারী, তাঁহাদের আরাধ্য, সেব্য ও অনুশীলনীয় বস্তু। সেই ব্যাস যে স্বীয় সেবাকাঙ্ক্ষী বিশ্বম্ভরসেবকের নিকট তাঁহার গূঢ় সম্পত্তি অর্থাৎ শাস্ত্রতাৎপর্য্যসম্পত্তি সংরক্ষণ করেন, তিনি আবার তৎপরবর্ত্তী যোগ্যাধিকারের নিকট সেই সম্পত্তি প্রদান করেন। এই প্রণালীতে যে ধারায় শিষ্যপারম্পর্য্য-ক্রমে বাস্তব সত্য সংরক্ষিত হয়, তাহাকে আম্নায়ধারা বা শ্রৌতপথ বলে,—অর্থাৎ শ্রুতি ও তদনুগশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে পরম্পরায় চলিয়া আসে, তাহাকে 'আম্নায়ধারা' বা

'গুরুপরম্পরা' বলে। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এইরূপ প্রণালীতে যে সম্পত্তি সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন, সেই সম্পত্তি যে সম্প্রদায়ের দ্বারা দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহার নাম ব্রহ্ম-বৈষ্ণবিক মধ্ব-সম্প্রদায়। শ্রীমধ্বাচার্য ঐ সম্প্রদায়ের পূর্বতা বিধান করেন। সর্বাবতারাবতারী, সর্ব অংশী স্বয়ংরূপ ভগবান্ গৌরসুন্দর শ্রীমধ্বসিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া তাহার পূর্বাক্তিরূপে ঋচিয়া-ভেদাভেদসিদ্ধান্ত সংস্থাপনপূর্বক বৈষ্ণবতের পূর্বতা বিধান করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আবার তদভিন্ন বিগ্রহ শ্রীস্বরূপরূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীব-কবিরাজ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-উদ্ধব-মধুসূদন-জগন্নাথ-শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-শ্রীসরস্বতীপ্রভুপাদপর্যন্তক্রমে সেই দুর্লভ সম্পত্তিটি অটুট ভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সেই ব্যাসাবতারের পূজা ব্যাসবিষয়ক-সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান কৃত্য। শ্রীব্যাসদেব যাঁহার কথা কীর্তন করিয়া জগতের চরম কল্যাণ বিধানার্থ জগদ্গুরু হইয়াছেন, সেই চিল্লীলাবিধুর স্বরূপশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দের ভজনপ্রণালী শ্রীব্যাস তাঁহার নিজকৃত সকল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দ —শ্রীব্যাসের প্রেমবাধ্য বল্লভ। সর্বকারণকারণ,স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম স্বয়ংরূপ শ্রীনন্দনন্দনকে—শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনকে শ্রীব্যাসদেব শব্দের সাহায্যে বর্ণন করিয়াছেন—বাচক শব্দের বাচ্য অর্থাৎ শব্দ যাহাকে উদ্দেশ করে, সেই স্বরূপশক্তিমদ্বিগ্রহ বিভু সচ্চিদানন্দ গোবিন্দের বিলাস-বৈভবকে তিনি জগতে বিস্তার করিয়াছেন, সেই শব্দের বাচ্য—শব্দী ও সেই বাচক—শব্দ একই বস্তু।

অপ্রাকৃত শব্দ ও শব্দীতে কোন ভেদ নাই। এ জগতের শব্দের বাচ্য ও বাচকে ভেদ আছে; 'জল' শব্দটি কোন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলেও তাহার জিহ্বাতে জলের উদয় হয় না, উচ্চারিত শব্দ ও বস্তুটি বস্তু পৃথক্; পক্ষান্তরে বৈকুণ্ঠ শব্দ ও শব্দীর সহিত কোন পার্থক্য নাই। যে শব্দ নিজের স্বতন্ত্রতা—স্বাধীনতা পরিচালনা করিবার ক্ষমতা রাখেন,যে শব্দকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্তৃত্ব পরাজয় করিয়া তাঁহার নিজ স্বতঃকর্তৃত্ব প্রকট করিতে পারেন, সেই শব্দ শব্দীর সহিত অভিন্ন। যে শব্দ নিজরূপ, নিজগুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা দেখাইতে পারেন, যাঁহার সেবক অসংখ্য, যিনি নিজ ক্রিয়া-দ্বারা অচিন্ত্য শক্তিমত্তা প্রকাশ করেন, যে শব্দ একাধারে বিশেষ্য ও বিশেষণ, যে শব্দ সকল বাণিয়া লওয়া বর্ণকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া নিজের একচ্ছত্র চিদানন্দময়ী ক্ষমতা প্রকট করিতে পারেন, সেই শব্দের কথাই শ্রীব্যাসদেব বর্ণন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মী,খরোষ্ঠী,সাঙ্কেতী, পুষ্করসাদি প্রভৃতি লেখনপ্রণালীতে শব্দের যে বর্ণনা আছে, তাহার সহিত শ্রীব্যাস-লিখিত শব্দ এক নহে। মানবমেধাসৃষ্ট বা lexicographerএর সঙ্কলিত বা কালসৃষ্ট শব্দের সহিত অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম এক নহে। তিনি ত্রুটীর বস্তু, পরিস্থিতি-ধর্মের অতীত, তাঁহাকে মাপা যায় না, তাঁহাকে ইন্দ্রিয়ের গণ্ডীর মধ্যে আনা যায় না— তাঁহার একটি স্বাধীনতা-পরিচালনের ক্ষমতা আছে।

'শ্রুতের শব্দমূলত্বাৎ'—সমস্ত শ্রুতিরই শব্দমূলত্ব অর্থাৎ শব্দই মূল প্রমাণ। সেই শ্রুতিই শাস্ত্র। 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'— এই সূত্রে শ্রীগোবিন্দকে 'শাস্ত্রযোনি' বলা হইয়াছে অর্থাৎ শাস্ত্ররূপ নিজেই নিজের প্রমাণ। সেই শব্দব্রহ্মের কীর্তন-কারীই ব্যাস বা আচার্য। তাঁহার পূজা করিলেই কৃষ্ণের সন্তোষ হয়। সকল পূজ্যেরও পূজ্য বিষ্ণু, সেই বিষ্ণুপূজা অপেক্ষাও বিষ্ণুভক্তের পূজার আধিক্য নিখিল শাস্ত্রশাসনে বর্ণিত আছে। শ্রীভগবান্ নিজমুখেই বলিয়াছেন—

'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' অর্থাৎ আমার ভক্তের পূজা আমা হইতেও অধিক। বৈষ্ণবরাজ জগদ্গুরু শম্ভুও শ্রীপার্বতী দেবীকে বলিতেছেন—

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্॥

অর্থাৎ হে দেবি! সকল আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতে "তদীয়" অর্থাৎ তৎসম্বন্ধী বৈষ্ণবের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ। শ্রীব্যাস তদীয় বস্তু। তুলসী, গঙ্গা, মথুরা, ভাগবত—ইহারা তদীয় বস্তু। ভগবান্ বেদব্যাসের 'ভাগবত' তদভিন্ন বস্তু। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ যুগপৎ চন্দ্রসূর্যরূপে উদিত হইয়া জীবের চিত্ত-গুহা হইতে অজ্ঞানতমোধর্মকে দূরীকৃত করিয়া দুই ভাগবতের সহিত সাক্ষাৎকার করান। তন্মধ্যে এক ভাগবত 'ভাগবত-শাস্ত্র,' আর এক ভাগবত 'ভক্তিরসপাত্র' ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস সেই ভক্তশ্রেষ্ঠ সেবক-ভগবান্, তিনি সকল জগতের গুরু। যাঁহারা চরমে নিঃশ্রেয়স-লাভাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের একমাত্র গুরু—ব্যাস। এই জন্য তাঁহার পূজা নিঃশ্রেয়সলাভার্থী মাত্রেরই একমাত্র কৃত্য।

'অনন্য রাধিতঃ' এই বিচার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির কৃত্য উদ্দিষ্ট হইয়াছে, আর 'অনন্য ধীহতে' এই বিচার দ্বারা সেই স্বরূপ শক্তির ছায়াশক্তি মায়ার ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে শক্তির সাহায্যে বস্তুর যাথার্থ্য ইন্দ্রিয়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিবার বিচার হয়, তাহাই বঞ্চনাময়ী বা ছলনাময়ী মায়া। উহা তাহার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের দ্বারা আমাদের বস্তুদর্শনের পথে ঘোর বিঘ্ন উপস্থাপন করে। অবশ্য সূর্য্যস্বরূপ স্বপ্রকাশ বস্তুকে আবৃত করিবার শক্তি মায়ার নাই; ভ্রষ্ট-অভিমানীর সেবা-বিমুখ চক্ষুই মায়ার ছায়ার দ্বারা আবৃত হইয়া বাস্তব-বস্তুদর্শনে অসমর্থ হয়। সেবোন্মুখ-বৃত্তির দ্বারা বস্তুর দৃশ্য হইবার বিচারের পরিবর্ত্তে বস্তুকেই সেবাবিমুখ ইন্দ্রিয়ের দৃশ্য করিবার বিচার এই মায়াভিনিবেশ হইতেই উদিত হয়। সুতরাং যে-শক্তি জীবের ভ্রষ্ট-অভিমান উৎপাদন করিয়া বাস্তব-বস্তুর সাক্ষাৎকারে ব্যাঘাত উৎপাদন করে, তাহাই মায়া; আর যে-শক্তি তাঁহাকে আরাধনা করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জীবকেও তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত করিবার জন্য মহামহাবদান্যলীলা বিস্তার করেন—বাস্তব-বস্তুর স্বতঃ-কর্ত্তৃত্বধর্ম্ম প্রকট করিয়া সকল জীবশক্তিকে সেই অধোক্ষজ বস্তুর ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করেন, তাহাই চিৎশক্তি বা স্বরূপশক্তি। সেই চিৎ ও অচিৎ—একই শক্তির বিভিন্ন দিক্ মাত্র। একটি শক্তি উন্মুখতোষণী হইয়া ভগবৎসাক্ষাৎ-প্রাপ্তির সহায়তাকারিণী, আর একটি শক্তি বিমুখবিমোহিনী হইয়া জীবের ভগবদ্বিমুখতা-সাধনকারিণী। স্বরূপশক্তির কৃপাবিতরণ হইলেই মায়ার দিক্—অচিৎ অন্ধকার কমিতে কমিতে জীব বাস্তব সত্তা-সূর্য্যালোকের দিকে যাইতে থাকেন। নতুবা আলোর দিক্ কমিতে কমিতে অন্ধকারই বাড়িতে থাকে। যাঁহারা প্রাকৃত মনীষা-চালিত হইয়া বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করিতে চান, তাঁহারা পরাক্বগতিবিশিষ্ট হইয়া ভ্রষ্ট বা প্রবাহ-অভিমানে নিজেকে খুব বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ যুক্তি-বাদী মনে করেন—প্রাকৃত সেবার সাহায্যেই বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করিতে যান; পরিণামে বিফলমনোরথ হইয়া "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ" অবস্থা লাভ করেন।

যাঁহারা বাস্তব বস্তুর Freedom বা Libertyকে বাধা না দিয়া, পরতত্ত্বের স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া তাঁহার স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ পথের বা অবরোহপন্থার পথিক। অবশ্য পরতত্ত্ব-বস্তুর স্বতন্ত্রতা দর্শন করার সামর্থ্য কাহারও নাই, কিন্তু মনোধর্ম্মী জীব প্রাকৃতগুণ-তাড়িত হইয়া অধোক্ষজ পরম স্বতন্ত্র বস্তুকেও নিজেদের ক্ষুদ্র অকিঞ্চজ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলিতে চায়, বস্তুতঃ ইহা তাহার মূর্খতারই পরিচয় মাত্র। যাঁহারা স্বতঃ-সিদ্ধ ভক্তিযোগ-সমাধিযুক্ত চেতনের সাহায্যে সেই পরবস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই তাঁহাদের সেবোন্মুখ চিত্তে সেই স্বপ্রকাশ বস্তুর প্রকাশ উপলব্ধি করিতে পারেন। পরন্তু যাঁহারা পরিবর্ত্তনশীল মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া পরতত্ত্ব বস্তুকে মানিবার দার্ষ্টিকতা করেন, তাঁহারা অবরোহপন্থী—মায়া-বদ্ধ। প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যমান সেই পরবস্তু তাঁহার কৃপালোকে উদ্ভাসিত করেন—তাঁহাদের নিকট কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ করেন, আর পরাক্ষপরিদৃশ্য সেই পরবস্তুর কৃপা হইতে চিরবঞ্চিত হন।

এই অবতরণ Incarnation নহে, ইহাকে Descent বলা যায়। রক্তমাংসের দেহ লইয়া আসাকে "Incarnation" বলে। 'অবতার' বিচারটি ঐ Incarnationএর বিরোধী 'অবতার'—অধোক্ষজ-বস্তু। তিনি অপ্রাকৃত সত্তা, অপ্রাকৃত জ্ঞেয় ও অপ্রাকৃত আনন্দময় বস্তু। তাঁহার Personality বা ব্যক্তিত্ব কোন গুণজাত বা কালক্ষোভ্য বস্তু নহে, তাহা প্রকৃতির অতীত। তিনি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বয়ং বস্তু হইয়াও লীলাবশতঃ যে জীব-প্রতি অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। তিনি কালের মূলেরও আকর বস্তু, এই জন্য তাঁহাকে incarnation বলিলে দোষ হয়, flesh and bloodএর কথা তাহাতে আসিয়া যায়, বস্তুতঃ সেখানে ঐ প্রকারের কোন কথা থাকিতে পারে না। তিনি নিত্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, জীব যখন তাঁহার নিজ নিত্য আশ্রয় হইতে বহির্ম্মুখ হইয়া ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতে থাকে, তখন তাহাদের চরম কল্যাণ-বিধানের জন্য—তাহা-দিগের নিজ স্বরূপ—নিজ ধর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য—তাহাদিগকে নিত্যচিদানন্দময় স্বদেশে পুনরায় ফিরাইয়া লইবার জন্য করুণাময় ভগবান্ অসংখ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এই অবতার-লীলার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অন্যতম। তাঁহার পূজা হইলেই প্রকৃত শাস্ত্রমর্ম্ম অবগত হওয়া যায়। তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা আর কেহই নাই। প্রত্যেক প্রজ্ঞাচক্ষু ব্যক্তিমাত্রই ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য।

শ্রীভগবানের সেবা অপেক্ষাও আচার্য্য বা শাস্ত্রবর্ণ্য-ব্যাখ্যাতার সেবার মহত্ত্ব আরও অধিক। কেন না, সেবা ভগবান্‌ই তাঁহার সেবা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সেবক-ভগবান্ আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরু-দেবের কৃপা না হইলে তাঁহার কীর্ত্তিত শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য বুঝিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। সুতরাং ব্যাসের পূজা বা কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী গুরুপাদপদ্মের পূজা আমাদের সর্ব্বপ্রধান ভজন সাধন—বস্তুসর্ব্বস্ব। যাঁহারা মূল আকর বস্তু হইতে ভক্তসম্পত্তি লাভ করিয়া তাহা আমাদিগকে বিতরণ করিবার জন্য আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁহাদের পূজা না করিয়া মূলবস্তুর পূজায় ব্যক্তিগত সম্পূর্ণ-রূপে হইবে। প্রাকৃত জগতেও দেখা যায় যে,যেরূপ সন্তানকে আদর না করিলে সন্তান-বৎসল পিতামাতা আনন্দিত হন না, সেইরূপ ভক্তবৎসল ভগবান্‌ও তাঁহার নিজজনপাদপদ্ম-অনাদরকারীর বা উল্লঙ্ঘনকারীর কোন পূজা আদৌ গ্রহণ করেন না। বিগ্রহবিগ্রহই আমাদের মূর্ত্তিতে তাঁহার শক্ত্যাধান অর্চ্চনকারী ব্যাস বা আচার্য্যরূপে প্রকটিত হন। এই আচার্য্যের সম্যক্ পূজা বিহিত হইলেই ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়রহিত, অমায়ক, অকপট শ্রদ্ধাবিশেষে শ্রীব্যাসাচার্য্যের কৃপায় সম্বন্ধাধিকার লাভ হয়। স্বয়ং মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে এই ব্যাসপূজা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। স্বয়ং-রূপের স্বয়ংপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও তাঁহার অংশী মহাপ্রভুকে পূজা করিয়া জগতে ব্যাসপূজার আদর্শ শিক্ষা প্রদান করেন।

শঙ্করাচার্য্য নিজস্বত্ব স্থাপনের জন্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো', 'সোঽহম্'—এই চারিটী প্রাদেশিক বাক্য বিশেষভাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্যের অর্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর "তৃণাদপি" শ্লোকেই সুব্যক্ত। নিম্নতর তৃণাদপি সুনীচই শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম উপদেশ করিতে পারেন। অহং 'ব্রহ্মাস্মি', 'মায়িকোঽস্মি' নহে অর্থাৎ আমি মায়িক তৃতীয় স্থানের মধ্যে কাল-সৃষ্ট ভঙ্গ-স্থিতি-ভঙ্গশীল কোন অনিত্য, অচিৎ, নিত্যানন্দময় পদার্থ নহি। আমি ব্রহ্ম—তৃণাদপি সুনীচ বস্তু অর্থাৎ ধূলি। তৃণ তবু মাথা উঁচু করিয়া থাকে, কিন্তু আমার স্বরূপ তাহা অপেক্ষাও লঘু, অবশ্য এই তৃণ গোলকস্থিত-কল্পা তৃণ নহে। 'তৃণাপেক্ষা নীচ ধূলি' বলিতে কোথাকার ধূলি? তাহা আমার স্বদেশ—নিজ নিত্য বৈকুণ্ঠে—স্বধামের ধূলি। তাহা তৃতীয় স্থানের বিচারের দ্বারা পরিমিত হইবার বস্তু নহে। প্রাপঞ্চিক সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মধ্যে তাহার পরিচয় নাই, তাহা তুরীয় বস্তু। তন্মধ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা ছোট—লঘুতর যে স্বরূপের পরিচয়, তাহাই আমার স্বরূপ অর্থাৎ ভগবানের আশ্রয়-বিগ্রহের পদধূলিই আমার নিজ পরিচয়। ভগবানের চিৎ-বিলাস-চরিতার্থকারী নিত্যানন্দবর্দ্ধক তাঁহার এই যে পদধূলি, যাহা আমার স্বরূপের একমাত্র পরিচয়, তাহারই নাম 'ব্রহ্ম'; ইহা মায়িক নহে। মায়িক বস্তু হইলে 'আমি বেদজ্ঞ, আমি বুদ্ধিমান্, আমি বিদ্বান্, ধনবান্, রূপবান্ আমি অন্যকে তুচ্ছ করিতে পারি' ইত্যাদি নানাপ্রকার দাম্ভিকতা আসিয়া যায়, উহা কখনই 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র অর্থ নহে। মায়িক যুক্তি তাহার নিজস্ব রাখিতে পারে না—তাহা subject to development, improvement, amelioration and transformation.

আশ্রয়ের পদধূলি এত বড় একটী জিনিষ, যাহা ব্রহ্মানন্দকেও তুচ্ছ করিতে পারে। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের পর যে বিরজা, সেই বিরজার পরপারে যে ব্রহ্মলোক, তাহাকেও তুচ্ছ করিয়া দিতে পারে। তদতীত পরব্যোমের ঐশ্বর্য্যও তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। স্বয়ং বিগ্রহবিগ্রহ ভগবান্ যেখানে আশ্রয়ের বশীভূত, সেই অপ্রাকৃত ধাম শ্রীগোলোক বৃন্দাবনের আশ্রিত অধিবাসীর পদধূলিই আমাদের নিত্য সত্তা। সেখানে আমাদের স্বরূপের সেই অভিমান নাই, সেখানে অমানিত্ব-মানদত্ব থাকিতে পারে না, সেখানে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষ বিচার প্রবল হইয়া আমাদিগকে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা করিয়া তোলে, আমরা হরিকীর্ত্তন হইতে একেবারেই বঞ্চিত হই আমাদের স্বরূপ মায়ার দ্বারা আবৃত, লাঞ্ছিত হইয়া থাকে। 'আশ্রয়ের পদধূলিই আমাদের স্বরূপ', এই জ্ঞান হইলে সর্ব্বত্র গুরু, পূজ্য বা আরাধ্য দর্শন হইতে থাকে। ধূলিকে সকলেই পদদলিত করিয়া যায়, সুতরাং স্বরূপের তাদৃশ অভিমানেই ঔপাধিক অহঙ্কার সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। সর্ব্বত্র গুরু বা পূজ্য দর্শন হইলে আর সেখানে কোন ছলনা থাকে না, সচ্চিদানন্দ দর্শন হইতে থাকে, ইহারই নাম বৈষ্ণব-দর্শন, সুদর্শন—সদ্গুরু বিষ্ণু-দর্শন। "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান, এইরূপ বিচার প্রত্যেক জীবকে ভগবানের অধিষ্ঠিত বৈষ্ণব বা গুরুজ্ঞান; অবশ্য 'দরিদ্র নারায়ণ' নহে, তাহা হইলে Inconsistency

আসিয়া গেল, কারণ তত্ত্ব অভাবগ্রস্ত দরিদ্রজীবকে চিরৈশ্বর্য্যময় বিকুণ্ঠধাম দিতে পারেন তা'র; যেখানে নারায়ণসম্বন্ধযুক্ত দর্শন, সেখানেই সুদর্শন। এই সুদর্শনের কৃপাবঞ্চিত কুদর্শন-প্রভাবান্বিত মানবজাতির করণার মধ্যে কেবল অভাব-অভিযোগ ব্যতীত আর কোন কথা নাই, এরূপ সেখানে গুরুপূজার বাহ্য অভিনয় থাকিলেও তাহা আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমার আজ এই সকল কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, এই অভিনন্দন পত্রগুলি আমার গুরুবর্গ গৌরবের পাত্রবোধে পূজনীয় বস্তুকেই প্রদান করিয়াছেন। তাহারও জাতি, দেহ, কুল, বিদ্যা, বুদ্ধি, আভিজাত্য, পাণ্ডিত্য দেখিয়া ঐ সকল সম্মান প্রদত্ত হয় নাই, ভগবানের সেবা-সম্বন্ধযুক্ত কোন ব্যক্তিবিশেষ জ্ঞানে তাঁহারা এইরূপ গৌরব প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং যিনি সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, এ সকল একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য। প্রাপঞ্চিক দেহ-কুল-জাতি-আভিজাত্যবিশিষ্ট কোন-ব্যক্তিবিশেষ ইহার ভোগের দাবী রাখিতে পারে না। শুদ্ধ-বৈষ্ণবঠাকুরেরই ইহা সম্পূর্ণ প্রাপ্য। শ্রীগুরুদেবই ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী, সুতরাং ইহা তাঁহারই প্রাপ্য। সাধারণতঃ সভায় কোন ব্যক্তিবিশেষের গুণরাশি উল্লেখ করিয়া বক্তার পর বক্তা যে সমস্ত কথা বলিয়া যান, সেই ব্যক্তিবিশেষ যেমন সেই সকল তাঁহারই প্রাপ্যজ্ঞানে আত্মসাৎ করিয়া সুখানুভব করেন—এই সভার কৃত্যসমূহ তাদৃশ কোন আনুকরণিক সংস্করণ নহে। শ্রীগুরুদেব তাঁহার শ্রীমুখে বা লেখনীর দ্বারা যে সমস্ত বাণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অনুকীর্ত্তন-দ্বারা আজ ভক্তবৃন্দ-গণ তাঁহার সুখ-বিধানের যে বিচার বরণ করিয়াছেন, আমি মাঝপথে থাকিয়া তাঁহার প্রাপ্য সেই সুখের share দাবী করিতে পারি না, বা তাহাতে বাধা দেওয়ার কোন ক্ষমতাও আমার নাই। শ্রীগুরুদেব ঐ সকল ভগবদ্ভক্তিকে তাঁহার আরাধ্য বস্তুর প্রতিজ্ঞানে যে সুখ অনুভব করেন, তাহাতে বাধা দিয়া নিজের জন্য প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন কখনও শ্রীগুরু কিঙ্করানুকিঙ্করাভিমানী আমাদের কর্ত্তব্য নহে। শ্রীগুরুদেব তাঁহার নিকট প্রদত্ত সমস্ত পূজা-সম্ভারকে তাঁহার আরাধ্যবস্তু শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া যেমন সুখ পান, আবার শ্রীগোবিন্দও তাঁহার নিজ-জনের প্রীতি যাহাতে প্রবল করিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের—সেবক-সেবোচিত ভগবদ্ভক্তিতে উভয়ের সুখে আমাদের সৌখ্য হওয়াই উচিত। তাঁহাদের সুখের অংশ লইয়া নিজে সুখ ভোগ করা বা তাঁহাদের সেই সুখে বিঘ্ন উৎপাদন করা কখনও তাঁহাদের বিশ্বাসী আমাদের কৃত্য হইতে পারে না।

বহির্ম্মুখ মানবগণ যে স্তবস্তুতি করে, তাহাতে ভগবান্ বা ভক্তের কিছু সুখ হউক আর নাই হউক, তাহাদের কিছু সুখ হইলেই হইল, ইহাই তাহাদের বিচার। আমি জানি, এই গুণগ্রাম কীর্ত্তন আমার তার রক্তমাংসলিপ্তের জন্য নহে। ভগবৎকথার এই অভিনন্দন রক্তমাংসলিপ্ত ঘৃণ্যবস্তু কর্ম্মফলবাধ্য জীবের জন্য নহে, ইহার প্রতীতা স্বয়ং শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ; একমাত্র এই ব্যাসপূজায় আমাদের জ্ঞান বিষ্ঠাকৃমিকীটবিষ্ঠাভুক্ ব্যক্তির নিজ প্রশংসা শ্রবণ করিয়া নিজ মনের বিকট উল্লাস বোধ করিবার জন্য এই পূজা নহে। যাঁহারা আমার ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ডে বহির্দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবজ্ঞানে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা যে কত বড়, তাঁহাদের দর্শন যে কত উন্নত, তাহা অল্পলোক ধারণাই করিতে পারে না। এই ব্যাস পূজা-ব্যাপারটি কোন মানুষ-পূজা নহে। কালের মধ্যে যাহা লব্ধ-প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ স্থূল বস্তুর প্রতি সম্মান-প্রদানে কোন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নাই। যেখানে জীবকে কৃষ্ণের দাসের—আশ্রিত—বৈষ্ণব—জ্ঞানে সম্মান-প্রদর্শন চেষ্টা, সেখানে কতবড় উচ্চ দর্শন, তাহা মৎসর আধ্যক্ষিকের ধারণাতীত। সেখানে কোন তটস্থ জীব-দর্শন নাই।

কৃষ্ণমন্দির-দর্শন বা গোবিন্দের বিপ্রাদরহল অর্থাৎ ভক্তগণ-বৈভব দর্শন-ব্যাপারটি কতবড়, সেই দর্শনকারীই বা কতবড়, তাহা বলিবার জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। যাঁহারা আমার ন্যায় দীনহীন কাঙ্গালকে তাঁহাদের নিজ মহিমা জানাইয়াছেন এবং সেই ছলে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবাদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন, এরূপ শিক্ষাগুরুবর্গকে প্রণাম করিয়া আজ আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মমহিমা-শ্রবণানুকীর্ত্তনই আমার প্রধান কৃত্য। যাঁহারা তদ্বিষয়ে আমাকে আন্তরিকভাবে সহায়তা করিতেছেন, আমি সেই পাঠক ও শ্রোতৃগণের চরণে প্রণত হইয়া আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

যুগশরশ্রুতিমিতশ্রীচৈতন্যাব্দে শ্রীহৃষীকেশনিবাসে শ্রীগৌরশ্রীধরে
শিবপ্রত্যূষবাসরে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবানাং প্রাকট্যতিথৌ
শ্রীশ্রীগুরুপূজায়াঃ প্রণতিবিজ্ঞাপনম্

গুরৌ প্রবিষ্টে ক্ষণদান্তলীলাং
বিরঞ্চিসুস্তুৎপ্রিয়ভক্তবর্গান্।
যোঽবাতরৎ স্বৈরমমুষ্যমূর্ত্যা
মহাজনং তং নিয়তং প্রবন্দে।

সনাতনত্বং বিরহানুভূতে-
র্গৌড়ীয়সঙ্ঘস্য বিশিষ্টতত্ত্বম্।
প্রচায্য যোঽচ্যুতচরণং বিধত্তে
মহাজনং তং নিয়তং প্রবন্দে॥

সিদ্ধান্তশস্ত্রৈরনুহৃত্য বিজ্ঞান্
ভ্রান্তাপবাদান্ সুনিরাকরিষ্ণুঃ।
আচার্য্যবর্য্যঃ কৃপয়াবতীর্ণো
মহাজনং তং নিয়তং প্রবন্দে॥

সাফল্যবৃত্তির্মহতাং পদানাং
হসৎসহাধাসবিসৃষ্টিরেব।
তাটস্থ্যমাত্রাপি ন চিন্তনীয়ং
গাম্ভীর্য্য শিক্ষা তমহং প্রবন্দে।

কাপট্যপূর্ণৈশ্চনৈঃ কঠোরো
মুহুঃ প্রসূনাদ্গতকৈতবেষু।
শুশ্রূষমাণেষ্বভিবৎসলো যো
মহাজনং তং নিয়তং প্রবন্দে॥

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
সম্সেটনেবেন্দ্রিয়তোষকো যঃ।
শ্রীবার্ষ্যবৈরাগ্যযশঃসুমূর্ত্যো
মহাজনং তং নিয়তং প্রবন্দে॥

বিবেকহীনে নিতরাং সুদীনে
পাপিষ্ঠপাশে ময়ি মারকীয়ে
নরাধমে যো নিয়তং কৃপালু-
স্তিষ্ঠন্তু তস্মৈ নতয়ো মদীয়াঃ॥

নমঃ পরমহংসায় গৌরবাণীবিনোদিনে।
অনন্তবাসুদেবায় বিদ্যাভূষণশোভিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতদাসনন্দিনে।
স্বরূপরূপসিদ্ধান্ত প্রতীপকবিমর্দ্দিনে॥
নমো রূপবিনোদসদ্ভক্তিধারাপ্রবাহিণে।
গোকুলোৎসবনামশ্রীপ্রচারব্রতধারিণে॥

নিত্যপ্রণতিপরস্য
দাসাধিকারি-নন্দলালস্য

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীভক্তিবিনোদশতবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-মহোৎসব কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে—

উনচত্বারিংশ দিবস—১৩ই আগষ্ট, ১৯৩৮ সোমবার। পাঠ, পারায়ণ, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ। রাত্রিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ "পরিহট-পরিমার্জ্জনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন [ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ শ্রৌতী মহারাজ দাসপাড়া ডাউনস্টীতে ছায়াচিত্রযোগে 'রাসলীলা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রেয় ছায়াচিত্র প্রদর্শন, শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রহ্ব ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ গোপালকৃষ্ণ দাসাধিকারী কীর্ত্তন এবং শ্রীসদাবর-গৌরাঙ্গদাস ব্রহ্মচারী মৃদঙ্গবাদন করেন।] অপরাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব কথা-প্রসঙ্গে বলেন—"ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র আত্মযাথার্থ্য জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বজগন্মঙ্গল বিধান করিলেন আর বিরোচন দেহাত্মবোধেই শ্রীগুরুদেবের উপদেশ জানিয়া নিজের সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন। সেইরূপ শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ ও শ্রীরামচন্দ্রপুরী উভয়েই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তদ্বোপদেশ শ্রবণ করিলেও একজন লাভ করিলেন—প্রেমভক্তি, আর একজন হইয়া গেলেন—নির্ব্বিশেষবাদী। সুতরাং শ্রবণের প্রকার-ভেদ ও উপলব্ধির তারতম্য আছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীগুরুসংহিতার বিচারের মধ্যে ফেলিয়া দিলেই আমরা কে কিরূপ ভজন করিতেছি, তাহা বুঝিতে পারিয়া যাইবে। শ্রবণকীর্ত্তনাদির বাহ্যঅভিনয় ও গুরুদেবতাত্মক হইয়া প্রকৃত শ্রবণ কীর্ত্তন এক নহে। শ্রবণকীর্ত্তনাদি বাহিরের ঠাট বজায় থাকিলেও 'শুষ্ক হইয়া মূল শাখা বাড়িতে না পায়।'—আমাদের growth 'stunt' হইয়া যায়, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাদিই বাড়িয়া চলিতে থাকে।"

চত্বারিংশ দিবস—১৪ই আগষ্ট, ১৯৩৮ মঙ্গলবার। পারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যার পর শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীসারস্বত-শ্রবণসদনে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও সম্বন্ধজ্ঞান" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

একচত্বারিংশ দিবস—১৫ই আগষ্ট, ১৯৩৮ বুধবার। পারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রেয় ভক্তিশাস্ত্রী "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং কর্ম্ম ও জ্ঞান" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

দ্বিচত্বারিংশ দিবস—১৬ই আগষ্ট, ১৯৩৮ বৃহস্পতিবার। পারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ। রাত্রিতে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীসারস্বত-শ্রবণসদনে "শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও মায়ুরবাদ" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

ত্রিচত্বারিংশ দিবস—১৭ই আগষ্ট, ১৯৩৮ শুক্রবার। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস। অদ্য দিবারাত্র নির্জ্জল উপবাস পালন করা হয়। (স্মার্ত্তগণ বিদ্ধা বিচার স্বীকার না করায় সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমী সত্ত্বেও উপবাস করিতেছেন, এজন্য গোস্বামিমতে অদ্য উপবাস।) আজ মঠে লোকে লোকারণ্য, প্রাতঃকাল হইতে মঙ্গলিক বাদ্য আরম্ভ হইয়াছে, কৃষ্ণকোলাহলে সকলে মুখরিত। শ্রীবিগ্রহের অতি অপূর্ব্ব শৃঙ্গার হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নক্তমারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হয়। অপরদিকে শ্রীপাদ স্বামিকানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ পারায়ণ করিতে থাকেন, তিনি অদ্য সমস্ত রাত্রি জাগরণ করেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পারায়ণের ক্রম এইরূপ—শ্রীপাদ পরমেষ্ঠীনন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ অপ্রাকৃতরূপ ভক্তিরাজ, শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিরাজ, শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি দাসাধিকারী, শ্রীরূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব, (এই সময়ে মধ্যাহ্নিক ভোগারাত্রিক হয়) শ্রীবিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রেয়, শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরগ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ভক্তিবিজয়, শ্রীঅপ্রমেয় দাসাধিকারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে পারায়ণ করেন, অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু ও শ্রীপাদ সাগর মহারাজ যথাক্রমে

'কৃষ্ণবিভাব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রপন্নজন 'রাধাকৃষ্ণ বল বল'—এই গীতিটি কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ যাদবের মহারাজ দশমস্কন্ধের 'ভগবানপি বিরাজা' শ্লোক হইতে গর্ভস্তোত্র পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করেন, অতঃপর শ্রীপাদ শ্রোত্রী মহারাজ মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত দশমস্কন্ধের ১ম অধ্যায় হইতে রাসলীলা ব্যাখ্যা করিলে শ্রীপাদ যাদবের মহারাজ 'যদিস্মৃত হ'তে যাদের ভজিবে' এই গীতিটি কীর্ত্তন করেন। ইতোমধ্যে শ্রীবিগ্রহের পূজা সমাপ্ত হইয়া ভোগ উঠিলে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। শ্রীপাদ যাদবের মহারাজ ও শ্রীপ্রপন্নজন ব্রহ্মচারী কীর্ত্তন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-সদনে কীর্ত্তন বক্তৃতাদি হইবার সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের ঘরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হইতেছিল, সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-সদনে সমস্তরাত্রি পালাক্রমে পারায়ণ চলিতে থাকে।

চতুশ্চত্বারিংশ দিবস—২০শে আগষ্ট, ১৯৩৯ শনিবার, শ্রীজন্মোৎসব। অদ্য বেলা ৯।১০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় ৪ সহস্র পুরুষ ও মহিলাকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে মধ্যরাত্রিপর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তও অতিরিক্ত সংকীর্ত্তনানন্দ-কোলাহলে সমস্ত মঠ মুখরিত থাকে। গত রাত্রিতে সমস্ত রাত্রি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হইয়া অদ্য বেলা ১১ ঘটিকায় পারায়ণ সমাপ্ত হয় সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর বক্তৃতা আরম্ভ হয়। প্রথমে শ্রীপাদ ভক্তিমৈত্রেয় প্রভু, পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ বক্তৃতা করেন। অতঃপর শ্রীপ্রপন্নজন ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ বিদ্যাপুরি ভাগবতাধিকারী কীর্ত্তন করেন। মহামন্ত্র কীর্ত্তনমুখে বিবিধ পত্রাবলী ও আশীর্ব্বাদ-সংযোগে রেঙ্গুণ হইতে পত্রনারাত্রিক কীর্ত্তন হয়।

পঞ্চচত্বারিংশ দিবস—২১শে আগষ্ট, ১৯৩৯ রবিবার। পাঠাদি পূর্ব্ববৎ। অপরাহ্ণে শ্রীমঠে গৃহস্থভক্তবৃন্দের একটি সভা হয়; ঐ সভায় অধ্যাপক মহোপদেশক শ্রীপাদ মহত্তর ভাগবতাধিকারী ভক্তিপাত্রী এম্-এ বি-এল বক্তৃতা করেন।

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ১৪ নং কলেজস্কোয়ারস্থ ম্যালবার্টহলে স্যার মন্মথনাথ মুখার্জ্জন্ (এম্-এ,ডি-লিট,কিং জর্জ্জ দি ফিফ্থ প্রফেসর অব্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) মহোদয়ের সভাপতিত্বে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু 'Srila Thakur Bhakti-Vinode and Universal Good' অর্থাৎ 'শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বিশ্বকল্যাণ' সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা করেন। রায় বাহাদুর ডাঃ হরিদাস দত্ত মহোদয়ের প্রস্তাবে ও সলিসিটর মিঃ বি, এম্ দাস মহোদয়ের সমর্থনে স্যার মন্মথনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে সভার কার্য্যারম্ভে শ্রীপাদ স্বামিকাশ্রমানন্দ ব্রহ্মচারীজী 'হরি হরি বড় শেল মরমে রহিল' এই উদ্বোধন-সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করেন। মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ সভাপতি মহোদয়কে এবং ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল তীর্থ মহারাজ গোস্বামিপ্রভুকে পুষ্পমাল্যদ্বারা ভূষিত করেন। অতঃপর বক্তৃতা আরম্ভ হয়; বক্তৃতার পর সভাপতি মহোদয়, একটি নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করিলে বাঁশবেড়িয়ার জমিদার রাজা কিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। সভাপতি মহাশয় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় মঠের অধোক্ষজসিদ্ধান্ত প্রচারের বিশেষ প্রশংসা করেন। উপসংহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ 'যশোমতীনন্দন' এই সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের মধ্যে রাজা কিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু এম্-এ, ব্যারিষ্টার মিঃ আর এম্ সেন, মিঃ ডি ডি শাস্ত্রী, মিঃ জে গোস্বামী বি-এল হেডমাষ্টার ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউশন, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চৌধুরী বি-এল, প্রফেসর আবদার রহিম, শ্রীযুক্ত বিনিবিহারী দত্ত (১৭০ নিউ পার্ক ষ্ট্রীট), মিঃ জিনাভাই আর প্যাটেল ও মিঃ নালমকর এম্ জানি (১২৬ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ), শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্লীডার, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী প্রসাদ (এ্যাডভোকেট, পাটনা), শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্রমোহন সরকার এম্-এ বি-এল (এ্যাডভোকেট), মিঃ এ-কে সরকার এম্-ডি ও এম্-ই-এস্, মিঃ এস্ এন রায়চৌধুরী জমিদার (অলোয়া, বরদ্ধমান) প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য, এতদ্ব্যতীত মঠবাসী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারি-বৃন্দের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

রাত্রিতে মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' সম্বন্ধে হরিয়া ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন।

ষট্চত্বারিংশ দিবস—২২শে আগষ্ট, ১৯৩৯ সোমবার

—একাদশী। পাঠাদি পূর্ব্ববৎ। রাত্রিতে মঠে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন।

সপ্তচত্বারিংশ দিবস—১৩শে আগষ্ট, ১৯৩৮ মঙ্গলবার। পাঠপারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ। রাত্রিতে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শুদ্ধভক্তির প্রচার' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

অষ্টচত্বারিংশ দিবস—১৪শে আগষ্ট, ১৯৩৮ বুধবার। পাঠ-পারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ। রাত্রিতে শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও আমাদেরধারা' সম্বন্ধে যথাক্রমে বক্তৃতা প্রদান করেন।

উনপঞ্চাশত্তম দিবস—১৫শে আগষ্ট,১৯৩৮ বৃহস্পতিবার। পারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ। রাত্রিতে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও অলৌকিক বৈষ্ণবপ্রীতি' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

পঞ্চাশত্তম দিবস—১৬শে আগষ্ট, ১৯৩৮ শুক্রবার। পাঠাদি পূর্ব্ববৎ। রাত্রিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের ছেড্‌মাষ্টার শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবারিধি বি-এল 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ঐতিহ্যসাহিত্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

একপঞ্চাশত্তম দিবস—১৭শে আগষ্ট, ১৯৩৮ শনিবার। পাঠ-পারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ। রাত্রিতে মঠে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ হরিকথা বলেন। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় ভবানীপুর আশুতোষ কলেজ হলে মাননীয় জাষ্টিস্ ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় এম্-এ ডি-এল্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিরঞ্জন সোরারী প্রভু 'লোকশিক্ষকরূপে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' বিষয়ে যথাক্রমে বক্তৃতা করেন। বাগ্মিবর কুমার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনারায়ণ রায় এম্-এ প্রাজ ভুবনমঙ্গল মহোদয়ের প্রস্তাবে ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের সমর্থনে মাননীয় বিচারপতি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে সভার কার্য্যারম্ভে শ্রীপাদ স্বামিকারানন্দ ব্রহ্মচারীজী 'রাধে জয় জয় মাধবদয়িতে' এই সংস্কৃতগীতি ও পরে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ 'ভজহুঁরে-মন' এই বাংলা গীতিটি কীর্ত্তন করেন, সভাপতির আসন গ্রহণের পূর্ব্বে শ্রীপাদ গোপালকৃষ্ণ দাসাধিকারী 'বন্দেমাতরম্' গীতিটি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রসিংহ আলোয়ার অভীষ্টবর শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী সভাপতি মহাশয় ও বক্তৃবৃন্দকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। বক্তৃতান্তে সভাপতি মহোদয় একটি নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করিলে হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার-এট-ল শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। উপসংহারে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ 'গায় গৌরহরি ও নন্দের নন্দন' এই গীতি কীর্ত্তন করিলে সভাভঙ্গ হয়। উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের মধ্যে মিঃ জে সি গুপ্ত (Reid, Judge S.C. Court), কুমার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনারায়ণ রায় এম্-এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, মিঃ এস্ এন রায় চৌধুরী বার-এট-ল, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বি-এল, কুমার শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া), অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মিঃ এস্ সি ঘোষমল্লিক (ব্যারিষ্টার-এট-ল, হাইকোর্ট), শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন ভট্টাচার্য্য (অবসরপ্রাপ্ত জেলার), শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র দত্ত, মিঃ আর এম সেন সলিসিটর, শ্রীযুক্ত তারাপদ গুপ্ত (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট), শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম্-এ বি-এল, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ব্যারিষ্টার-এট-ল), শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষাল, মিঃ পি, সি, ঘোষ (অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে অফিসার), শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মৈত্র, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য।

দ্বিপঞ্চাশত্তম দিবস—১৮শে আগষ্ট, ১৯৩৮ রবিবার। পাঠাদি পূর্ব্ববৎ। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় পত্তকলাকার স্থার ভবানীপুর আশুতোষ কলেজ হলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্-এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ বি-এ "গৌড়ীয়-সাহিত্য ও দর্শনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। সভারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ ওরীটক, পকড়ত্ব ও 'হরি যাদব জয়' প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর আলীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত তারানাথ গুপ্ত মহোদয়ের প্রস্তাবে ও সলিসিটর মিঃ আর এম্ সেন মহোদয়ের সমর্থনে অধ্যাপক বসু মহোদয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলে সভার কার্য্যারম্ভে

শ্রীপাদ স্বামিকানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীজগন্নাথদেবের নাটকের 'উড়-জনমনোহর বেষম্' এই সংস্কৃত পঙ্‌ক্তিটি কীর্ত্তন করেন। অনন্তর বক্তৃতা আরম্ভ হয়। বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সভাপতি মহোদয় গুরুশিষ্য ভাষায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধে বিষয়ের প্রতি প্রচুর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন পূর্ব্বক বক্তার বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত তপনিহরঞ্জন দাস এম্-এ বি-এল মহোদয় সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ 'রাধাকৃষ্ণ বল বল' পঙ্‌ক্তি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের মধ্যে শ্রীযুক্ত তারানাথ গুপ্ত (ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, আলীপুর), মিঃ এস এন মুখার্জ্জী (সলিসিটর), শ্রীযুক্ত মতিমোহন চট্টোপাধ্যায় (হেডমাষ্টার, মডেল হাই ইংলিশ স্কুল, ৭৯ সারকুলার রোড), প্রফেসর এস এন চ্যাটার্জ্জী, শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ব্যারিষ্টার-এট-ল), মিঃ আর এম সেন (সলিসিটর), রায় বাহাদুর জে এম ব্যানার্জ্জী, শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ গুপ্ত রায় ব্যারিষ্টার-এট-ল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনোদ চন্দ্র গুহ এম্ এ বি-এল, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ দাস, মিঃ পি সি বোস, মিঃ ইউ পি দাস গুপ্ত (ব্যারিষ্টার-এট-ল), শ্রীযুক্ত সরৎকুমার রায় (জমিদার), শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত তপাদার, শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ (উকীল), শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পীতানাথ চক্রবর্ত্তী (ব্যারিষ্টার-এট-ল হাইকোর্ট), শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন (প্রোপ্রাইটর মেসার্স ব্রাদার্স), শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এতদ্ব্যতীত অনেক বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম দিবস—২৯শে আগষ্ট, ১৯৩৮ সোমবার। পাঠলীলাগানাদি পূর্ব্ববৎ। রাত্রিতে মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ঐতিহ্যসাহিত্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শেষে ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ 'দুই মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব' —এই পঙ্‌ক্তিটী কীর্ত্তন করেন। [ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ সলিসিটর মিঃ আর এম্ সেন মহোদয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ স্বামিকানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীসতীশ ও স্বামীজী স্বয়ং কীর্ত্তন করেন।]

চতুঃপঞ্চাশত্তম দিবস—৩০শে আগষ্ট, ১৯৩৮ মঙ্গলবার—শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব। অদ্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত কীর্ত্তন, পাঠ ও বক্তৃতাদিতে মঠ সর্ব্বক্ষণ মুখরিত থাকে। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র পুরুষ ও মহিলাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এক দিকে যেমন শ্রীনামব্রহ্মহরিনামে কীর্ত্তন চলিতে থাকে, অন্যদিকে তেমন শ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটীরে ভোর ৬ ঘটিকা হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীল প্রভুপাদের ঘরেই প্রভুপাদের শ্রীপাদুকার পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান স্থির হয়। তদনুসারে পূজার আয়োজন হইতে থাকে। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ ও মঠের অন্যান্য ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের ঘরে 'দুইমন তুমি কিসের বৈষ্ণব' পঙ্‌ক্তিটি কীর্ত্তন করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রাতঃ ৭ ঘটিকার কিছু পূর্ব্বে প্রভুপাদের ভজনকুটীরে প্রবেশ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদুকা পূজা করেন। অতঃপর শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, শ্রীধর মহারাজ, সাগর মহারাজ, অরণ্য মহারাজ, বৈখানস মহারাজ, যাযাবর মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ, শ্রীপাদ অপ্রাকৃতবন্ধু, ভক্তিসুধাকর প্রভু, গৌড়ীয়'-সম্পাদক, ভবানন্দচ্ছিৎ প্রভু, অনন্তচরণ প্রভু, কৃষ্ণিয়া প্রভু, শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন, শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীপাদ সতীচরণ ভক্তিবিজয়, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মোহন সরকার এম্-এ বি-এল, শ্রীযুক্ত দিগীন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার মন্ত্রদীক্ষাপ্রাপ্ত ও নাথাশ্রিত বহু ত্যক্তগৃহ ও গৃহস্থ সেবক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীকর-কমলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলে তিনি তাহা শ্রীল প্রভুপাদের পাদুকায় অর্পণ করেন। বেলা প্রায় ১১শ ঘটিকা পর্য্যন্ত এইরূপ অঞ্জলিপ্রদান-কার্য্য চলিয়াছিল। এই সময় সময়ই শ্রীল প্রভুপাদের নিত্য গীতাবলী কীর্ত্তিত হইতেছিল। নাটমন্দিরেও এইরূপ কীর্ত্তন চলিতেছিল। অতঃপর নাট্যমন্দিরে আসিয়া ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ আচার্য্য-পাদপদ্মবাহাদ্য-সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও

ব্যাখ্যা করেন। পরদিন পরই আবার কীর্তন আরম্ভ হয়। শ্রীউপাসকদের ব্রহ্মচারী ও শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী যথাক্রমে 'গুরুদেব কৃপাবিন্দু বিনা' ও 'বহু জনিয়ন শরীর না ধরত' ইত্যাদি পদাবলী কীর্তন করেন। ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ পত্তবর্ষের ব্যাসপূজা-সংখ্যা গৌড়ীয় (১৬শ বর্ষ ১৮-১৯শ সংখ্যা) হইতে শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামিরাজ-রচিত "শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্মস্তবকম্" কীর্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীব্যাসপূজা-বিবৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে গুরুতত্ত্বের কৃপা সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা হয়। বেলা ৩ ঘটিকায় ত্রিতলের ছাদের উপর ষটকের শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহদাসাধিকারী মহোদয়ের সেবোৎসাহে গুরুতত্ত্বের একটি আলোচনা-সভা হয়। এদিকে নাট্য মন্দিরে ব্যাসপূজা-বিবৃতিব্যাখ্যা সমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মচারীজী 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভক্তিসদ্ম' ইত্যাদি মহাজনপদাবলী কীর্তন করেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত কীর্তন চলিতে থাকে। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্তনের পর শ্রীসারস্বতশ্রবণসদনে এক বিরাট্ আচার্য্যাভিনন্দন-সভার অধিবেশন হয়। সুসজ্জিত উচ্চ বেদীর উপর শ্রীল আচার্য্যদেবের আসন রচিত হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গসারস্বতগিরিবরের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে আচার্য্যদেব আসন পরিগ্রহ করিলে শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারীজী "বন্দে বাসুদেব পদকমলম্"—এই সঙ্কেত গীতিটী উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে কীর্তন করিয়া শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মকে অভিনন্দিত করেন। এই সময়ে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সমুদয় সভ্যবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেবের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান ও অঙ্গরাগ করিয়া তাঁহাকে আচার্য্যোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। অতঃপর অভিনন্দনপত্রসমূহের পাঠ আরম্ভ হয়। প্রথমে শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দপ্রভু নদীয়াপ্রকাশ গুরুপূজা-সংখ্যা হইতে 'শ্রীশ্রীআচার্য্যবন্দনম্' পাঠ করেন, তৎপর ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ শ্রীশ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে 'শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈজয়ন্তীপূজা' প্রবন্ধ, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার স্বলিখিত 'Vyaspuja Homage' ও শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী তাঁহার 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' অভিনন্দন পাঠ করিলে শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃদ্দাসাধিকারী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, মাদ্রাজ, বোম্বে (মঠের ১টি ও দালাল স্ট্রেডিলার ১টি), পুরী, বিলাসপুর, চট্টগ্রাম, লক্ষ্ণৌ, ঢাকা, বেরহমপুর, পাটনা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে তড়িদ্বার্ত্তা-যোগে প্রেরিত অভিনন্দনপত্রসমূহ পাঠ করেন, এতদ্ব্যতীত যে-সকল অভিনন্দনপত্র অল্প সময়াভাবে পঠিত হইতে পারিল না, তাহার নামমাত্র উল্লেখ করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার শিক্ষালয়-সম্বলিত একটি প্রশস্তিভাষণ প্রদান করিয়া স্বীয় ভজনকুটীরে শুভবিজয় করিলে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিমহারাজ একটী বক্তৃতা করেন, তৎপরে শ্রীপাদ ব্যাসাশ্রম মহারাজ 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভক্তিসদ্ম' প্রভৃতি পদাবলী কীর্তন করিয়া পঞ্চনারাত্রিক কীর্তন করেন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম দিবস—৩১শে আগষ্ট, ১৯৩৮ মঙ্গলবার। পাঠাদ্যাদি পূর্ব্ববৎ। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে শ্রীসারস্বত-শ্রবণসদনে একটি সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় যথাক্রমে পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ—শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাভিত্তপণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত সংস্কৃত গদ্য 'কৃপাকটাক্ষদাক্ষিণ্য-লেশ-প্রার্থনম্', শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী—শ্রীযোগপীঠের সেবকবৃন্দ-প্রদত্ত "শ্রীশ্রীআচার্য্যপূজা" (বাংলা গদ্য), শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ দাসাধিকারী—স্বলিখিত 'A most humble offering' (ইংরাজী গদ্য), শ্রীললিতানন্দ ব্রহ্মচারী—শ্রীঅপর্ণা দেবী লিখিত 'ভক্তিকুসুমাঞ্জলি' (বাংলা পদ্য), শ্রীপাদ ভক্তিসৌধ ভক্তিবৈভবের ভক্তিশাস্ত্রী—স্বলিখিত 'দীনের প্রার্থনা' (বাংলা পদ্য), শ্রীপাদ ধনবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ—পাটনা গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রদত্ত 'শ্রীভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' (হিন্দী গদ্য), শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর পাণ্ডা বি-এ—কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রদত্ত 'শ্রীব্যাসপূজা-প্রদীপ' (ওড়িয়া গদ্য)—এই ৭টি অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্তনের পর পুনরায় সভা হয়। ঐ সভায় নিম্নলিখিত অভিনন্দনপত্রগুলি যথাক্রমে পঠিত হইয়াছিল। (পাঠকের সুবিধার জন্য অভিনন্দনপত্রের নামের পার্শ্বে প্রদত্ত হইল :—)

'দীনের পুষ্পাঞ্জলি'(বাংলা গদ্য)—শ্রীপাদ ব্যাসাশ্রম ব্রহ্মচারী (স্বলিখিত), 'Vyaspuja Homage' (ইংরাজী গদ্য—ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট হইতে প্রদত্ত)—শ্রীপাদ কিশোরীমোহন

ভক্তিবান্ধব, 'বন্দনা' (বাংলা পদ্য—শ্রীমতী শ্রীমাধবী দেবী লিখিত)—শ্রোত্রাগ্র শ্রীপাদ সতীশচন্দ্র ভক্তিবিনোদ, 'শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আরতি' (বাংলা পদ্য—শ্রীমতী মাধবী বি-এ লিখিত)—শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ বসু, "শ্রীশ্রীগুরুপূজার অঞ্জলি" (বাংলা গদ্য—শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রদত্ত)—শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী, 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' (বাংলা গদ্য—দিল্লী-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রদত্ত)—শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী, 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' (বাংলা গদ্য—শ্রীযুক্তা সরকতা দেবী লিখিত)—শ্রীপ্রমানন্দ ব্রহ্মচারী, 'ভক্তিপ্রণতাঞ্জলি' (সংস্কৃতগদ্য—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ প্রদত্ত)—শ্রীপ্রমানন্দ ব্রহ্মচারী, 'হার্দ্দার্চ্চিকুসুমাঞ্জলি' (বাংলা পদ্য)—শ্রীহরিসেবানন্দ ব্রহ্মচারী লিখিত ও পঠিত, 'Sree Gurupuja—an humble offering' (ইংরাজী গদ্য—শ্রীকৃষ্ণদেবাদীর পক্ষ হইতে প্রদত্ত)—শ্রীপাদ নারায়ণানন্দ ব্রহ্মচারী 'A Sincere Entreaty' (ইংরাজীগদ্য—শ্রীমান্ প্রিয়ানন্দ গৌড়ীয়মঠসেবকগণ প্রদত্ত)—শ্রীপাদ উদ্ধবগোপালদি দাসাধিকারী বি-এ, 'পঞ্চমী-প্রশস্তি' (বাংলা গদ্য—শ্রীনীলিমা দেবী লিখিত)—শ্রীপ্রমানন্দ ব্রহ্মচারী, 'সপার্ষদ শ্রীগুরুপাদপদ্মাবির্ভাব' (বাংলাগদ্য—শ্রীমতীমাধবী বি-এ লিখিত)—শ্রীপাদ নারায়ণ ব্রহ্মচারী। উক্ত ক্রমানুসারে অভিনন্দনপত্রাবলী পঠিত হইবার পর কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। ক্রমশঃ

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে—

গত ২১শে ভাদ্র, ৭ই সেপ্টেম্বর, বুধবার দিবস বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তি-মহোৎসব ঢাকামঠে সুচারুরূপে অতিশয় সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসববাসরে প্রত্যূষ হইতে শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবন্দনা, গুরুষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হইলে "গোপীনাথে। মম নিবেদন শুন"—এই গীতির সহিত শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। অনন্তর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উৎসবোপলক্ষে নবপ্রকাশিত গ্রন্থসমূহ, যথা—"ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ", "শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ", "ইতিহাসিকো শ্রীভক্তিবিনোদ" ও "শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বৈভব" গ্রন্থ যথাক্রমে অর্পিত হয়।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদকান্তজীউর আরাত্রিকের পর আসন-গৃহে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভার আদিতে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণববন্দনার পর 'শুদ্ধ ভক্তচরণেরে ভকত অনুকূল' শ্রীতিটী কীর্ত্তিত হইলে শ্রীমদ্ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের নির্দ্দেশে "গৌড়ীয়" ভক্তিবিনোদাবির্ভাবশতবর্ষপূর্ত্তি মহোৎসব-সংখ্যা হইতে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী রাগকাব্যপুরাণতীর্থ "মহোৎসবকথনম্" স্তোত্রটি পাঠ করেন। অনন্তর ডঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় "ভক্তিবিনোদ-দয়া করহ বিচার" প্রবন্ধটি পাঠ করেন এবং শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব, অদ্ভুতত্ব-দয়া ও অভিমর্ত্যচরিত্র সম্বন্ধে বহুকথা কীর্ত্তন মুখে একটি চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি "শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বৈভব" ও অন্যান্য নবপ্রকাশিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেন। বক্তৃতার অন্তে রাগভৈরবী "হরি! হরি! কবে মোর হবে হেন দিন" গীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। অনন্তর সমবেত প্রায় পঞ্চশত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীবিগ্রহগণ ও আচার্য্যবর্গের পূজার অভিমুখর হইয়াছিল।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের আবির্ভাব-শতবর্ষ-পূর্ত্তি-মহোৎসবকালে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী ও মহোৎসব-সমূহের বিবরণ—

কাল, বিষয় ও বক্তা বা কীর্ত্তনকারীর নাম যথাক্রমে দেওয়া হইল :—

২৪শে আষাঢ়, রবিবার ১০ই জুলাই,—"সাধুস্মৃতি"—ডঃ মঃ শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ। ১লা শ্রাবণ, রবিবার ১৭ই জুলাই,—"সাধন"—মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার। ৮ই শ্রাবণ, রবিবার, ২৪শে জুলাই—'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীনামকীর্ত্তন'—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী রাগকাব্যপুরাণতীর্থ। ১৫ই শ্রাবণ, রবিবার ৩১শে জুলাই,—"ভক্তিসাহিত্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দান"—ডঃ মঃ শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ। ২২শে শ্রাবণ, রবিবার ৭ই আগষ্ট, "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বিশ্বকল্যাণ"—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী রাগ-কাব্য-পুরাণতীর্থ। ২৯শে শ্রাবণ, রবিবার ১৪ই আগষ্ট,—"শ্রীগৌরহরি ও শ্রীভক্তিবিনোদ"—ডঃ মঃ শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ। ৩রা ভাদ্র, শনিবার

২০শে আগষ্ট,—"মহোৎসব"—ঃ ঃ শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ। ৪ঠা ভাদ্র, রবিবার, ১১শে আগষ্ট—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও আচার-প্রচার—শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী এমকাষ্যপুরাণতীর্থ। ১১ই ভাদ্র, রবিবার ২৮শে আগষ্ট,—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও মহাপ্রভুর শিক্ষা"—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ। ১৮ই ভাদ্র, রবিবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর,—"শ্রীমদ্ভাগবত ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ"—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ। ২১শে ভাদ্র, ৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার—"শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদাবির্ভাব."—ঃ ঃ শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব

গত ১৩৫ ভাদ্র, ৩০শে আগষ্ট মঙ্গলবার শ্রীমঠে শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্য-বিরহ-বাসরে শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব অতি সুচারুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবোপলক্ষে অতি উষঃকালে শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদকান্ত জীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর মঠদেবকগণ শ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীগুরুষ্টক, শ্রীগুরুপরম্পরা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্যটী সুসজ্জিত করিয়া উচ্চাসনে স্থাপিত হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজের আনুগত্যে পূর্ব্বাহ্ণ ৯॥ ঘটিকায় কএকজন মঠদেবক ভগবান নিবেদনান্তে শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে মহোপদেষ্টক শ্রীপাদ নবীন কৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু, শ্রীপাদ শিবদাস্তব বিগ্রহ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি বৈষ্ণবমণ্ডল অঞ্জলি প্রদান করেন। অনেক গৃহস্থ ভক্তও অঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন।

উৎসবোপলক্ষে সমস্ত দিনই সংকীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ হইয়াছিল। সায়াহ্নে শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জীউর আরাত্রিকের পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আরাত্রিক হয়। অতঃপর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা হইলে "গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া" পদটি কীর্ত্তিত হন। অনন্তর শ্রীমৎ শ্রৌতী মহারাজ "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ"—গুরুপূজা-সংখ্যা হইতে "শ্রীশ্রীআচার্য্য-বন্দনম্" স্তোত্র; শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ প্রভু 'শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল আচার্য্যদেব", শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী 'গুর্ব্বষ্টক', শ্রীপাদ হরিজনানন্দ ব্রহ্মচারী 'গৌড়ীয়' গুরু-পূজা সংখ্যা হইতে 'ভক্তিকুসুমাঞ্জলি', শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র কৃষ্ণিয়ার 'বিজ্ঞপ্তি' এবং শ্রীপাদ গোপাগোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী 'শ্রীভক্তিবিনোদ-বার্ষি-বৈভব-পূজা' প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অনন্তর শ্রীমৎ শ্রৌতী মহারাজ 'শ্রীশ্রীগুরু-পূজা-সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘা বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত বহু শিষ্য ও সজ্জনব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পাঠ-বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হইলেও উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ সকলেই আগ্রহ ও বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। উৎসবোপলক্ষে বহু সজ্জন ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

রেঙ্গুণ-গৌড়ীয়মঠে—

৩০।১।১ লুইস্ ষ্ট্রীটস্থ রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠে গত ৬ই আগষ্ট (১৯২৮) পবিত্রারোপণী একাদশী তিথি হইতে ৭ই সেপ্টেম্বর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত একমাসকালব্যাপী বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিস্রোতের পুনঃপ্রবর্ত্তক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের শতবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাবোৎসব উপলক্ষে হরিকীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসবের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানের তালিকা এইরূপ ছিল, যথা—উষাকালে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক, প্রভাতী কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পারায়ণ; মধ্যাহ্নে ভক্তিবিনোদ-বহির্ব্বাগমন ও তদ্রচিত ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা; অপরাহ্নে ভিন্নভিন্ন সজ্জনসাধারণের বাসস্থানে পারমার্থিক পরিপ্রশ্নাদির মীমাংসা প্রদানের জন্য ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত পারমার্থিক আলোচনা সভা এবং সায়াহ্নে শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত নীতাবলী কীর্ত্তন, পারমার্থিকজগতে ভক্তিবিনোদের দান ও বিভিন্ন পারমার্থিক বিষয়ে বক্তৃতাভাষণাদি।

শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, শ্রীগুরু-পূজা, শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তি-মহোৎসব—এই কএকটি উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। রেঙ্গুনের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে এই সময় নানা বিপদ আপদ সত্ত্বেও প্রত্যেক উৎসবে শত শত প্রত্যহ সজ্জন আসিয়া যোগদান করিয়াছেন। ঝুলনযাত্রার দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন দিবসে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও তাঁহার সহকারিরূপে

শ্রীপাদ দেবীবহাদুর ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজী প্রমুখ আচার্যদেবের কতিপয় বিশিষ্ট শিষ্যের আলোচনা করিয়াছেন। সন্ধ্যাকীর্তন হইবার পর মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী সহ কাশেরা জাহাজে বেতুন হইতে যাত্রা করিয়া ৬ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিপ্রাহে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপনীত হন।

ইটালীতে প্রচার

১৮ই আগষ্ট, ১৯৩৮ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় এটালী ইন্‌ষ্টিটিউটে ভবোদ্যোগে ১৫ নং আনন্দ পালিত রোডস্থ কৈলাসচন্দ্র বাসিকাবিদ্যালয় ভবনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিচার যাযাবর মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসৌধের ভক্তিসাধ্য 'কৃষ্ণাষ্টমী' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ শ্রোতা মহোদয়গণের বক্তৃতা দিবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁহাকে কার্য্য স্থলে বিশেষ ব্যাপৃত থাকিতে হওয়ায় তৎস্থলে শ্রীপাদ শ্রীমৎ মহারাজ উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের মধ্যে—মাননীয় বিচারক শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হরিমোহন ঘোষ, শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি-এল কাউন্সিলার, শ্রীউমেশচন্দ্র মল্লিক জমিদার, শ্রীবেদানন্দ ঘোষ প্রেসিডেন্ট এটালী ইন্‌ষ্টিটিউট, ডাঃ সুবোধকুমার সরকার এম্‌বি, শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ বি-এল, শ্রীসত্যচরণ ঘোষ—ভাইস্ প্রেসিডেন্ট কে-সি-পার্কস্ স্কুল, শ্রীনৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় বি-এল সেক্রেটারী ঐ, শ্রীসুপ্রকাশ সরকার বি-এল সেক্রেটারী এটালী ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীপ্রসন্নকুমার দে জমিদার, শ্রীহরিপদ বসু, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু জমিদার, শ্রীমন্মথনাথ দে বি-এ জমিদার প্রমুখ মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

স্বধাম-প্রাপ্তি ও সাত্বত শ্রাদ্ধ

গত ১৬ই ভাদ্র ১৩৪৫; ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ শুক্রবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীবাসরে বেলা ১টা ৪০ মিনিটের সময় খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতবাড়িয়া (পোঃ দিলালপুর) গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ দাসাধিকারী মহোদয় ৬৪ বৎসর বয়সে স্বভবনে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীনামপদ স্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি ১২৮১ বঙ্গাব্দে ২৮ শে ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। ন্যূনাধিক ত্রিংশতিবর্ষ পূর্ব্বে এই মহাত্মা কিছুকাল শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তিকালেও ইনি শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবায় নানাভাবে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্মে ইহার চিরদিনই প্রচুর ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল, শ্রীল আচার্য্যদেবকে তিনি শ্রীল প্রভুপাদেরই অভিন্নবিগ্রহ বলিয়া জানিতেন। দেহরক্ষা-কালেও তিনি তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ ভোলানাথকে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া নিত্যমঙ্গল বরণের কথা বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমান্ তদনুসারে আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশানুযায়ী শ্রীধামমায়াপুর যোগপীঠে গত ২৬শে ভাদ্র (১৩৪৫), ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) সোমবার একাদশাহে পণ্ডিত শ্রীমন্মথমন্মথদাস ভাগবতীর্থ মহোদয়ের পৌরোহিত্যে সাত্বতস্মৃতিবিধানে মহাসমারোহসহকারে তাঁহার পিতৃদেবের শ্রাদ্ধকৃত্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ রবিবার মানবাজার শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসন্নদাসাধিকারী মহোদয় কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ ব্রহ্মচারীর পৌরোহিত্যে মহাপ্রসাদদ্বারা তাঁহার পুত্রের শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদন করেন।

বান্ধব-বিরহ

ভরতপুরের রাওসাহেব রঘুবীর সিং অশীতিবর্ষ বয়সে গত ১লা জুলাই (১৯৩৮) পরলোকগমন করিয়াছেন। এই মহাত্মা পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের অনেক সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে ইহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। ইহার সত্যানুরাগ, হরিকথা-শ্রবণে আগ্রহ, সরলতাদি সদ্‌গুণ স্মরণ করিয়া আমরা আজ তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি।

শ্রীমাধুরমণ্ডলে ঊর্জ্জব্রত

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছানুযায়ী তাঁহার আনুগত্যে আগামী ১৯শে আশ্বিন, ১৩৪৫, ৬ই অক্টোবর, ১৯৩৮ বৃহস্পতিবার হইতে শ্রীঊর্জ্জব্রত নিয়মসেবা আরম্ভ হইবে। যাঁহারা উহাতে যোগদানের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা 'শ্রীমধুরামণ্ডলীয় মঠালয়, বিশ্রামঘাট, মথুরা' ঠিকানায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রৌতী মহারাজের নিকট পূর্ব্বাহ্নেই পত্র প্রেরণ করুন। বিশেষ বিবরণ পরবর্ত্তি-সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমার্থ-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

প্রমাদমত্ত বিষয়ে যথার্থমুপযুক্তঃ।
নির্ব্বন্ধ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্ত বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধজ্ঞানে
বিষয়মুহ সমতি যাবৎ।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥
—শ্রীরূপগোস্বামী যাবৎ এমুন
'নিত্য' বলিয়া জ্ঞান হয়ুন ॥

৯৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৭ই আশ্বিন, ১৩৮৫; ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ | ৯ম সংখ্যা

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"পরমার্থ-বিষয়ে যিনি কৃতকর্ম্মা, তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত।" —'গুর্ব্বষ্টকা', ৪: টি:

"বৈষ্ণব-ধর্ম্মে ইহাই স্বীকৃত আছে যে, যিনি প্রাকৃত-অপ্রাকৃত-তত্ত্বের ভেদ জানিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজীবের উপদেষ্টা, ইহাতে জন্মগত বর্ণাদি ও সংস্কারগত আশ্রমাদির অপেক্ষা নাই।" —অ: প্র: ভা: অ: ৭।৮৪-৮৫

"বর্ণাশ্রম-বিচার পৃথক্ রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।" —চৈ: ধ: ২০শ অ:

"বৈষ্ণব-গ্রন্থের সর্ব্বত্র শুদ্ধজ্ঞানের প্রশংসা আছে। মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষাতেই এই তিনটী কথা—সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়-সাধন ও প্রয়োজন। ভগবান্ কি তত্ত্ব, জীব কি তত্ত্ব ও সমস্ত জড়ব্রহ্মাণ্ড কি তত্ত্ব এবং উক্ত তিন তত্ত্বের পরস্পর কি সম্বন্ধ,—ইহা ভাল করিয়া জানার নাম সম্বন্ধ-জ্ঞান। তিনিই 'সদ্গুরু', যিনি এই 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' শিষ্যকে ভাল করিয়া 'উপদেশ' দিয়া প্রয়োজন-সাধনে অভিধেয় দেখাইয়া দেন। এই সম্বন্ধ-জ্ঞান পাইলে জীবের আর কি কোনপ্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করিতে বাকী থাকে? জড়ব্রহ্মাণ্ডে তোমার যত প্রকার বিজ্ঞান ও জ্ঞান চলিতেছে, তাহা সকলই জানা যায়।"

—'সমালোচনা', স: তো:, ১১।১০

"যিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য। কেবল বিতর্ক উৎপন্ন করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করিলে আচার্য্য-লাভ হয় না।

—'মহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক' স: তো:, ৪।১

রথযাত্রা

কিম্বদন্তী-সম্ভারের মধ্যে অনেকের ধারণা,—হিন্দুদিগের রথযাত্রা উৎসবটি বৌদ্ধদের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ গবেষক ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে রথযাত্রার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার সমর্থনস্বরূপ ডাক্তার মিত্র চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ানের প্রমাণও দিয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফাহিয়ান বুদ্ধের রথযাত্রা বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থকারগণ বিভিন্ন দেখাইতে চেষ্টা করেন যে,ফাহিয়ান পাটলীপুত্রে যে দিন রথ [illegible] বর্ণন করিয়াছিলেন, ঐ দিন বুদ্ধের [illegible] তথাপি, বুদ্ধের জন্মোৎসব উপলক্ষে [illegible] সৃষ্ট হয় নাই। কারণ, ফাহিয়ানের পূর্ব্বেও এক সময়ে এই উৎসবের প্রচলন ছিল [illegible] এক ভিন্ন সময়ে এই উৎসব হইত। প্রাচীন শৈব ও বৈষ্ণবদের মধ্যেও রথযাত্রার প্রচলন ছিল ও আছে। এমন কি, এক সময় য়ুরোপেও রথযাত্রা প্রচলিত ছিল। অদ্যপি কোন কোন মাসের প্রথমভাগে য়ুরোপের অন্তর্গত সিসিলি দ্বীপে 'রথযাত্রা'র অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। তাহাতে বৈশাখে সূর্য্যদেবের রথে যেরূপ জ্যোতিষচক্র ও নবগ্রহের মূর্ত্তির সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, সিসিলি দ্বীপের বৃহদ্রথেও সূর্য্যচন্দ্রাদি নবগ্রহ ও জ্যোতিষচক্র রচিত হইয়া সেইরূপ রথোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীমতী কারাসিওলো (Madam Henrietta Caraciolo) এই রথোৎসবের কথা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

A colossal car is dragged by a long team of buffaloes through the irregular and illpaved streets. Upon this are erected a great variety of objects, such as Sun, Moon and principal planets, set in rotary motion and diminishing proportionately in size as they approach the summit of the structure. This erection is in itself really imposing; sumptuously decorated and put in movement in honour of her who gave birth to the God of Charity. But its [illegible] recall to mind the famed car of Jagannath. (Memoirs of Henrietta Caraciolo p. 21).

সুদীর্ঘ বহির্ব-শ্রেণী-দ্বারা একটি বিরাট্ রথ প্রস্তর-নির্ম্মিত বন্ধুর পথের উপর দিয়া আকর্ষণ করা হয়।

এই রথোপরি বিবিধ মূর্ত্তাবলী সজ্জিত থাকে, তন্মধ্যে ঘূর্ণ্যমান চন্দ্র-সূর্য্যাদি প্রধান প্রধান গ্রহরাজি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রহসমূহ ঘুরিতে ঘুরিতে রথের শীর্ষ দেশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে ক্রমশঃ উহারা ক্ষুদ্র দেখাইতে থাকে। এই দৃশ্যটি বস্তুতঃই মনোহর। কল্যাণীল বদান্য-দেবতার জননীর প্রতি সম্মান-প্রদর্শন-কল্পে এই বৃহৎ রথটী নির্ম্মিত ও বহু অর্থ ব্যয়ে সজ্জিত হইয়া চালিত হয়। কিন্তু এই উৎসবটি প্রসিদ্ধ জগন্নাথের রথের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

উক্ত বিলাতী রথযাত্রা যদিও মেরীর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তথাপি উহা যে দেশ, কাল ও অবস্থানুযায়ী সুপ্রাচীন সূর্য্যদেবের রথযাত্রার রূপান্তর, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পুরী হইতে প্রায় ১৯ মাইল উত্তরে সমুদ্রের তীরে পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা কণারকের মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা কালো পাথরে নির্ম্মিত অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-খচিত সূর্য্য-মন্দির। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় সাড়ে সাতশত বৎসর পূর্ব্বে এই সূর্য্য-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরটীকে একটী সূর্য্যদেবের রথ বলিতে পারা যায়। ঠিক রথের আকারেই এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের নীচের ভাগে কাল পাথরের খুব বড় বড় চাকা ও পাথরের ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সূর্য্য-মন্দিরের অভ্যন্তরে শুভ্র প্রস্তরে অপূর্ব্ব কৌশলে সংযোজিত নবগ্রহের মূর্ত্তি ছিল। তাহা হইতে সমস্ত মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ প্রকোষ্ঠালোকে দিবারাত্র আলোকপ্লাবিত থাকিত এবং তাহার চতুর্দ্দিকে গবাক্ষ-উপগ্রহগণ বিরাজিত থাকিয়া সাক্ষাৎ সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা বিস্তার করিত। সূর্য্যদেবের এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ও গাত্রোপরিস্থগণের আবরণসহ ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল, পোর্টুগীজগণ ঐ সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাপার দেখিয়া এতটা চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, উহা তাঁহাদের দেশে পাদ্রিদের জাহাজে করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন; তাঁহারা সূর্য্যমণ্ডলের উপকরণগুলিকে বিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে উহা বিকল হইয়া গেল। আধুনিককালে অধিকৃত বৈজ্ঞানিক শক্তির সাহায্য ব্যতীত কণারকের মন্দিরে দিবারাত্র প্রোজ্জ্বল আলোক স্বতঃই প্রকাশমান দেখা যাইত, তাহা সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল।

যাহা হউক, উৎকলে কণারকের মন্দিরটিকে সূর্য্যের রথই বলিতে পারা যায়। ভুবনেশ্বরেও রথযাত্রা-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পুরীতে আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা উৎসব হয়; কিন্তু ভুবনেশ্বরে চৈত্রী শুক্লাষ্টমী তিথিতে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় এবং আটটি দিবস (পঞ্চম দিনে) উহার পুনর্যাত্রা হইয়া থাকে।

নেপালে রথযাত্রা

নেপালে বৌদ্ধ ও শৈবগণের মধ্যে বিভিন্নপ্রকার রথযাত্রোৎসব প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়—

The Buddhist Festival is evidently adopted from the Hindu Festival of Jagannath, in honour of Jagannath and His brother Balaram, and the Kumari representing their sister Subhadra.—(Oldfield's Sketches from Nepal vol. II p. 316)

হিন্দুদিগের রথযাত্রা বলিতে সকলেরই হৃদয়ে শ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রার কথা উদিত হয়। এ রথযাত্রোৎসব যে কতকাল হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব।

যাঁহারা মনে করেন, বৌদ্ধদের রথোৎসব হইতেই জগন্নাথদেবের রথযাত্রার উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহাদের যাহা কতটা সঙ্গত, তাহা আমরা আলোচনা করিতেছি।

পৃথিবীর সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ বেদে 'রথ'শব্দের উল্লেখ আছে। কাঠকোপনিষদের তৃতীয় বল্লীর ৩য়-৪র্থ ও ৯ম মন্ত্রে দেখিতে পাই,—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়-মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥
বিজ্ঞান-সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

যদিও এখানে রথ, সারথি প্রভৃতি শব্দ রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি রথের অস্তিত্ব উহার দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বেদ প্রাচীনকালের রাজন্যবর্গের যুদ্ধাদিতে ব্যবহৃত রথসম্বন্ধে উল্লেখ। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন পুরাণগ্রন্থেও যুদ্ধে রথাদির ব্যবহারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথের সারথী হইয়াছিলেন, হইতে বিষ্ণু ও সূর্য্যের রথের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বিষ্ণুর রথারোহণ-উৎসব যে বৌদ্ধগণের নিকট হইতে হিন্দুগণ অনুকরণ করিয়াছেন, ইহার কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ নাই। পদ্মপুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, ভাগবত পুরাণ প্রভৃতি সকল বিষ্ণু ও কৃষ্ণের রথারোহণের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে প্রাচীন দ্রাবিড়ের সর্ব্বদক্ষিণ অংশ—পাণ্ড্যদেশে পাণ্ড্যবিজয় বা 'পাণ্ডুবিজয়' নামে এক মহা পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। পাণ্ডুবিজয় রাজার পরিচয়-কালে বৌদ্ধ-বিপ্লবে বৈষ্ণবসম্প্রদায় প্রায় ক্ষীণপ্রভ অবস্থায় ছিল। পাণ্ড্যবিজয়ের এক বিষ্ণুভক্ত পুরোহিত ছিলেন, তাঁহার নাম শ্রীদেবেশ্বর। দেবেশ্বরের মন্ত্রণায় পাণ্ড্যরাজ

বৌদ্ধবিদ্বেষে বিলুপ্ত সনাতনধর্মাবলম্বিগণের আচার ও অনুষ্ঠানের পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। নীলাচলে অর্থাৎ পুরীতে নীলমাধব নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজিত ছিলেন। ইনি পরবর্ত্তিকালে শ্রীজগন্নাথ নামে প্রসিদ্ধ হন। নীলমাধবের সহিত বলভদ্র ও সুভদ্রাও পূজিত হইতেছিলেন। কিন্তু যখন বৌদ্ধরাজ নীলাচল অধিকার করিলেন, তখন নীলমাধব মূর্ত্তি-সহ বলভদ্র ও সুভদ্রা বৌদ্ধগণের ভয়ে বৃক্ষ, দধি ও সঙ্ঘ নামে আখ্যাত হইলেন। বৈষ্ণব-রাজ পাণ্ডুবিজয় সেই তিনটী শ্রীমূর্ত্তিকে পুনরুদ্ধার করিয়া এবং তাঁহাদিগকে রথে আরোহণ করাইয়া পুরীর পুরোত্তরভাগে 'গুণ্ডিচা' নামক নির্জ্জন উপবনে সংরক্ষণ করিলেন। রাজা সুন্দর পাণ্ড্যের সময় এই স্থানের নাম সুন্দরাচল হইয়াছিল। রাজা পাণ্ড্যবিজয় এই সময় বৌদ্ধগণের বিধানে নানাধিক পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং কিছুদিন পরে সেই তিনটি শ্রীবিগ্রহকে পুনরায় শ্রীনীলাচলের শ্রীমন্দিরে আনিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। এখনও রথযাত্রার দিন শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথারোহণ-কার্য্যকে পাণ্ড্যবিজয়ের নামানুসারে 'পাহাণ্ডি' বা 'পাণ্ডুবিজয়' বলিয়া থাকে। পাণ্ড্যবিজয়ের পুরোহিতের নাম হইতেই জগন্নাথের সেবাধিকারিগণ 'পাণ্ডা' নামে খ্যাত হইয়াছেন। ইহা শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ের বহু শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। পাণ্ড্যবিজয়ের গুরু দেবেশ্বর, দেবেশ্বরের পুত্র দেবতনু ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'আদি বিষ্ণুস্বামী' নামে পরিচিত হন এবং অষ্টোত্তর-শতনামী ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী শিষ্য করেন। তিনি বৌদ্ধমত নিরাস করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছিলেন।

ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে যে, সত্যযুগে অর্থাৎ বুদ্ধদেবের জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রহ্লাদ প্রথমে মহাবিষ্ণুর রথ টানিয়াছিলেন। তৎপরে দেবতা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্বগণও এই রথযাত্রার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

অতি পূর্ব্বকালে কোথায়ও কোথায়ও কার্ত্তিক মাসে শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রার অনুষ্ঠানের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আষাঢ় মাসে পুষ্যানক্ষত্র-যুক্তা শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার বিধি রহিয়াছে। পুরীর রথযাত্রা এক বিপুল ব্যাপার। অতি প্রাচীনকাল হইতে সমগ্র ভারতের, এমন কি, সমগ্র পৃথিবীর বর্ণপ্রায় লক্ষ লক্ষ নরনারী এই রথযাত্রা-উৎসব দর্শনের জন্য পুরীতে সমবেত হইতেন ও এখনও হইয়া থাকেন। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার অগণিত গৌড়ীয়-ভক্তগণের সহিত প্রতি বৎসর এই রথযাত্রা-মহোৎসব দর্শন ও রথের সম্মুখে সাতটী সঙ্কীর্ত্তন-সম্প্রদায় রচনা করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেন, ইহা প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসরের কথা। উৎকলের গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র রথযাত্রার একএক মাস পূর্ব্ব হইতেই রথ-নির্ম্মাণের ব্যবস্থাদি করাইতেন। অন্যান্য স্থানে যেরূপ একটি রথ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিলে তাহা বহুবৎসর ধরিয়া ব্যবহার করা হয়, পুরীর রথ সেইরূপ নহে। পুরীর রাজা রথনির্ম্মাণকারক স্থপতিগণকে বিভিন্ন মৌজা প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন। রথনির্ম্মাণকারক শত শত শিল্পী উৎকলের বিভিন্ন মৌজায় বাস করিয়া বংশপরম্পরায় সেই কার্য্যই করিয়া থাকেন। পুরীর বড় রাস্তা অর্থাৎ যে প্রধান বড় রাস্তাটী দিয়া জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথ টানা হয়, সেই রাস্তার দুইদিকে রথোৎসবের কএকমাস পূর্ব্ব হইতেই শিল্পিগণ প্রত্যহ রাত্রেই নূতন করিয়া তিনটি বিরাট্ রথ প্রস্তুত করিতে থাকে। এই রথ-নির্ম্মাণের জন্য যে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের বিপুল কাষ্ঠের প্রয়োজন হয়, তজ্জন্য উৎকল-রাজ উড়িষ্যার বিরাট্ শালবন প্রস্তুত করিয়াছেন।

রথযাত্রার প্রায় পনেরদিন পূর্ব্বে স্নানযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে শত শত স্বর্ণ ও রৌপ্য কলসীপূর্ণ জল ও সুগন্ধি দ্রব্যে স্নান করান হয়। স্নানযাত্রার পর ১৪ দিনকে "অনবসর কাল" বলে। তখন শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন বন্ধ থাকে। এই সময় শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গরাগ হয়। ১৪ দিন পরে নবযৌবন বা নেত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তখন সকলে আবার শ্রীমূর্ত্তির দর্শন পান।

রথযাত্রার পূর্ব্বে গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন করা হয়। পূর্ব্বে যে সুন্দরাচলের কথা বলা হইয়াছে, সেই সুন্দরাচলেই এই গুণ্ডিচা-মন্দির অবস্থিত। রথে চড়িয়া শ্রীজগন্নাথদেব সেই গুণ্ডিচা-মন্দিরে গমন করেন ও তথায় এক সপ্তাহকাল অবস্থান করেন। কিংবদন্তী এই যে, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন, যিনি জগন্নাথদেবের একজন পরমভক্ত ছিলেন ও পুরীতে যাঁহার বহু দেবাকীর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়, তাঁহারই মহিষীর নাম ছিল "গুণ্ডিচা দেবী", তাঁহার নামানুসারেই ঐ মন্দিরের নাম 'গুণ্ডিচা' হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভক্তগণের সহিত এই গুণ্ডিচা-মন্দিরমার্জ্জনলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা তিনি এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, ভগবান্‌কে হৃদয়মন্দিরে বসাইতে হইলে সেখানে কোন প্রকার কামনা-বাসনার আবর্জ্জনা রাখিলে ভগবান্ তথায় অবস্থান করেন না। কপটতা, ভোগ-মোক্ষ-কামনা, যশঃআকাঙ্ক্ষা—এইগুলি সব আবর্জ্জনা।

শ্রীচৈতন্যদেব যখন ভক্তগণের সহিত রথাগ্রে নৃত্য করিতেন, তখন স্বয়ং মহারাজ প্রতাপরুদ্র রথের রাস্তা পরিষ্কার করিবার জন্য সোনার ঝাড়ু দিয়া পথ পরিষ্কার করিতেন, ইহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের সূর্য্যগ্রহণে সমাগত বিরহবিধুরা গোপগোপীগণের ভাবে বিভাবিত হইয়া নীলাচলরূপ কুরুক্ষেত্র হইতে সুন্দরাচলরূপ বৃন্দাবনে শ্রীশ্যামসুন্দর জগন্নাথদেবকে এই গান গাহিতে গাহিতে লইয়া যাইতেন,—

সেইত পরাণ-নাথ পাইনু।
যাহা লাগি' মদন-দহনে ঝুরি গেনু॥

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজজন গোপগোপীগণকে বিরহ-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া দ্বারকায় রাজা হইয়া বসিয়াছেন। গোপ-গোপীগণের সহজ-সম্পদ্ বৃন্দাবনের ফল, ফুল, কিশলয়, যমুনা, কদম্বকানন, বন্ধুত্ব, গোধন—এই সব। তাঁহারা কৃষ্ণকে রাজবেশে দেখিতে চাহেন না। কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য-ব্যবহার নাই, সম্ভ্রম নাই, দূর দূর ভাব নাই, কৃষ্ণ অতি নিকটতম নিজজন। তাই শ্রীচৈতন্যদেব বিরহবিধুরা গোপীর ভাবে বিভাবিত হইয়া রথস্থিত শ্রীজগন্নাথকে বলিতেছেন,—

আহুশ্চ তে নলিন-নাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮২।৪৮)

অঙ্গের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥
* * *
তোমার যে অঙ্গ রেণু, অঙ্গ সঙ্গ, অঙ্গ বেণু,
ব্রজজনে কভু নাহি ত্যজ।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের হি হয় ঐছে॥
তুমি ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের ধনধন,
তুমি সকল ব্রজের সম্পদ্।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি' জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাও নিজ পদ॥

জগন্নাথের রথ টানিবার সময় রথের চাকার নীচে পড়িয়া প্রাণবিসর্জ্জন ধর্ম্মোন্মত্ত নরনারীর জন্য একসময় খুবই দেখা যাইত। রথদেব সহজ অনুরাগটি অনুকরণ-মূলক কৃত্রিমতার পরিণত হইলে তাহাই 'ধর্ম্মোন্মত্ততা' নাম ধারণ করে। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম ভক্ত শ্রীসনাতন গোস্বামী 'কৃষ্ণসেবা লাভ হইল না, সুতরাং এই প্রাণশরীর ধারণ করা বৃথা'—এইরূপ আধি ও বৈক্লবে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণবিরহে রথচক্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের নিকাসিদ্ধ অন্তরঙ্গ পার্ষদের এই বিপ্রলম্ভময়ী চিত্তবৃত্তি ফলভোগকামিগণের ভোগময় বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভূমিতে অবস্থিত। নশ্বর ও সকাম পুণ্যের আশায় কতকগুলি মূর্খ লোক রথের চাকার নীচে প্রাণবিসর্জ্জনের যজ্ঞ করিত। ইহা যে কেবল ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা নহে। সুসভ্য য়ুরোপের সিসিলি দ্বীপেও রথযাত্রার সময় ঐরূপ বীভৎস ও নির্ম্মম কাণ্ড হইত—

The heart sickens at sight of it and it is difficult to refrain from crying shame upon the horrible barbarity; for, bound to the rays of Sun and Moon, to the circles forming the spheres of the various planets, are infants yet unweaned, whose mothers, for the gain of a few ducats, thus expose their offspring, to represent the cherub escort which is supposed to accompany the virgin to heaven.

When this huge machine has made its jolting sound, these helpless creatures,

—Memoirs, page 22.

অর্থাৎ সেই রথযাত্রা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সেই বিভীষিকাময়ী অনুভূতির বিস্তার না দিয়া থাকা যায় না। সামান্য কএকটি মুদ্রার লোভে দেবদূতস্বরূপ (রথস্থ) কুমারীর সহিত স্বর্গলোকে গমনের বিশ্বাসে যাহা দুধের ছেলেকে গর্ত্তা ও চক্রের কিরণে নিখিলব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলনির্দ্দেশক চক্রের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে। যখন সেই বৃহৎ যন্ত্র সম্মুখে ঘুরিতে থাকে, তখন সেই নিঃসহায় ও সর্ব্বপ্রকার দেখশূন্য, মুখসেব্যতার শিশুসন্তানেরা প্রায় ৭ ঘণ্টা কাল পূর্ণাবয়ব চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া মৃত বা মৃতপ্রায় অবস্থায় পতিত হইয়া থাকে।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কএকটি কথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা।
তত্রাং রথে সমারোপ্য রামং মাং তত্রা সহ।
যত্রোৎসবং প্রকুর্ব্বীথ শ্রীপরেচ্ছ বিজান্ বহূন্।
ওঙ্কারাদে তিথৌ কার্য্যা সদা সা প্রীতয়ে মম।
তস্মাৎ সদ্বিতীয়ে মম যাত্রা ভবিষ্যতি।
অষ্টমে দিবসে সর্ব্বান্ রথান্ বাটৈবিকূষয়েৎ।
নবম্যাং নিয়মেদ্বেবাংস্তেষু প্রীতঃ সমৃদ্ধিমান্।
দক্ষিণাভিমুখী যাত্রা বিষ্ণোরেষা সুদুর্লভা।
যথা পূর্ব্বা তথা চেয়ং তে যে মুক্তিপ্রদায়িকে।"

(বিষ্ণুধর্ম্ম)

আষাঢ়মাসের পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সুভদ্রা ও বলরামের সহিত জগন্নাথদেবকে রথে আরোহণ করাইয়া এই উৎসব করিতে হয়। যদি এই তিথিতে পুষ্যানক্ষত্রের যোগ না হয়, তাহা হইলেও কেবল উহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এইস্থলে কেবল তিথিরই প্রাধান্য, অধিকন্তু নক্ষত্রের যোগ হইলে বিশিষ্ট ফল হইবে মাত্র। এই দিন নানাবিধ উৎসব ও মহাপ্রসাদভোজন করাইতে হয়। সুভদ্রা বলরামের সহিত জগন্নাথদেবকে রথে আরোহণ করাইয়া যাত্রা দিবে। পরে সাতদিন এই রথ নদীতীরে রাখিয়া দিবে, অষ্টমদিনে নানাপ্রকার তূর্যনাদদ্বারা রথ সজ্জিত করিয়া নবমদিনে পুনর্যাত্রা করিতে হইবে। বিষ্ণুর দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা অতি দুর্লভ এবং মুক্তিপ্রদায়িকা।

দ্বিতীয়ার যাত্রার নবমদিনে পুনর্যাত্রা করিলে একাদশীর দিন পুনর্যাত্রা হইবে।

"আষাঢ়স্য দ্বিতীয়ায়াং রথং কৃত্বাতিশোভনম্।
আষাঢ়স্যৈকাদশ্যাং জগন্নাথমহোৎসবম্॥
রথস্থিতং ব্রজন্তং তং সর্ব্বেদেবীমহোৎসবে।
যে পশ্যন্তি মুদা যুক্তা বাসন্তেষাং হরেঃ পদে॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং প্রতিজানে ধনঞ্জয়।
নাতঃ শ্রেয়ঃপরো বিষ্ণোরুৎসবঃ শাস্ত্রসম্মতঃ

(পদ্মপুরাণ রথযাত্রা)

অর্থাৎ আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা করিয়া শুক্লা একাদশীর দিন পুনর্যাত্রা করিতে হইবে। এইদিন জগন্নাথাদি মহোৎসব বিধেয়। যাঁহারা বিষ্ণুকে রথে যাত্রা গমনসময়ে দর্শন করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া থাকে।

"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"—সাধারণ হিন্দুগণের মধ্যে এই কথাটির খুব প্রচলন আছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার ঠিক এইরূপ নহে। তিনি পাঁচমিশালী ধার্ম্মিকগণের ন্যায় ধর্ম্ম বা কামনাকে পরমার্থরাজ্যের অধিক উচ্চে স্থান প্রদান করেন নাই। তিনি অহৈতুকী ভক্তি শ্রেয়ঃকেই জীবের একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন বা চরমমঙ্গল বলিয়া জানাইয়াছেন। এ জন্য তিনি নীলাচলের কুরুক্ষেত্রের বিচার হইতে জগন্নাথকে গুণ্ডিচাতে বা বৃন্দাবনের অহৈতুক-সেবার বিচারে রথে করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা এই—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥
অয়ি নন্দতনূজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥

যথা তথা ন বিধাতৃ লক্ষণঃ।
মৎপ্রাপনার্থস্তু স এব সাধনম্॥
"বনজন নাহি মাগোঁ কবিত্ব সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি যেন কৃষ্ণ মোরে কৃপা করি॥"

"না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥"

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

চট্টগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে-সকল প্রশ্ন করিয়াছেন, সেই সকল প্রশ্নের সহিত যথাযথ উত্তর নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১। প্রশ্ন—শ্রীমন্মহাপ্রভু—"আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।"—এই বাক্যে পৃথিবীর সকল লোককেই 'আচার্য্য' হইতে বলিয়াছেন। অতএব যিনি কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন, তিনিই আচার্য্য হইতে পারেন কি না? গৌড়ীয়মঠ ব্যতীত অন্য স্থানের কেহ আচার্য্য হইতে পারিবেন কি না?

১। উত্তর—"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।"—এই বাক্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আচার্য্য হইতে বলিয়াছেন এবং প্রত্যেককেই অধিকারে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণোপদেশ প্রদান করিতে বলিয়াছেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাণীর দ্বারা কীর্ত্তনকারী ও শ্রবণকারীর অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের যোগ্যতা বা অধিকার অস্বীকৃত হয় নাই "যারে দেখ তারে কহ"—এই বাক্যের মূল অর্থ গ্রহণ করিয়া কেহ যদি নিম্নেই বা অনধিকারী ব্যক্তিকে কৃষ্ণোপদেশ প্রদান করেন, তবে হিতে বিপরীত ফল হইবে। "সকলকেই তিনি 'গুরু' হইবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন, অতএব কোন যোগ্যাযোগ্য বিচার নাই", —ইহাই তাঁহার শ্রীমুখবাণীর তাৎপর্য্য হইলে "যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়" কিংবা "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" (মুণ্ডক ১।২।১২), "তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥" (ভাঃ ১১।৩।২১) প্রভৃতি শ্রুতি ও ভাগবত-কথিত আচার্য্য ও শিষ্য-লক্ষণের কোনও সার্থকতাই থাকে না; মহাপ্রভু নিজেই নিজের কথার বিরোধী তথা শ্রুতি ও শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী হইয়া পড়েন! অপ্রাকৃতধামে হরিনামোপদেশরূপ অপরাধ অথবা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১ম বিঃ ২৭ বিঃ—৪১ বিঃ) এবং অন্যান্য শাস্ত্রে গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ বর্ণন করিবারও কোন সার্থকতা থাকে না। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর "যারে দেখ তারে কহ" বাক্যের দ্বারা অযোগ্য ব্যক্তি কখনই 'শিষ্য' ও 'গুরু' পদবাচ্য হইতে পারেন না; যোগ্য ব্যক্তিগণই শিষ্যত্ব ও গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন,—এই সিদ্ধান্তকেই পূর্ব্বাপর বাক্যের সহিত সঙ্গতি করিয়া পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপরি-উক্ত বাক্যটি প্রচারক আচার্য্যগণের পক্ষে। দীক্ষাদাতা আচার্য্যের সহিত কেবলমাত্র প্রচারক আচার্য্যের বৈশিষ্ট্য আছে। প্রচারকগণ সর্ব্বনিয়ামক দীক্ষাদাতা আচার্য্যের অনুগত-সম্প্রদায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু তুপ্ত নামক গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে গৃহে থাকিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ ও সকলের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপে প্রত্যেক হরিনাম-পরায়ণ গৃহস্থকে কীর্ত্তনকারী প্রচারক হইবার শিক্ষা দিয়াছিলেন। যথা—

"এইরূপ ঘরে ঘরে করে ভক্তু ভিক্ষা।
সেই নীচ করে যাহে করায় এই শিক্ষা।"

—চৈঃ চঃ ম ১১০

—এইরূপ প্রচারকের কাছারও যোগ্যতার প্রয়োজন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্। তিনি যাঁহাকে শক্তি সঞ্চার করিতেন, তদ্দণ্ডেই সেই ব্যক্তির যোগ্যতা উপস্থিত হইত, কাজেই তিনি আচার্য্য হইতে পারিতেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

"সাধুদিগের ব্যবহারের নাম 'আচার'। সেই ধর্ম্ম জগতে সর্ব্ব জীবের নিকট প্রচার করার নাম 'প্রচার'। আচার বা প্রচার কার্য্য নির্দ্দোষ হইতে গেলে প্রথমে সাধুদিগের সঙ্গ শিক্ষা করা আবশ্যক। শিক্ষাকরত কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্ব্বেই প্রচার-কার্য্য করিতে থাকেন, তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না। তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে :—

"উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি যঃ।
অপরীক্ষোপদিষ্টৈঃ স্বয়ং লোকনাশায় জায়তে॥"

স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়। ইতিহাসে এবং সকলের দৈনন্দিন চরিত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যাইতেছে।"

—"আচার ও প্রচার", সঃ তোঃ ৪র্থ বর্ষ

যিনি কৃষ্ণনাম কর্ণ উচ্চারণমাত্র করেন, তিনিই যে আচার্য্য হইতে পারিবেন, এরূপ কথা শ্রীরূপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারায় নাই। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলেন,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনামাদি বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। নামাপরাধী বা নামাভাসী কখনও আচার্য্য হইতে পারেন না। অন্যাভিলাষী কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, মুমুক্ষু, বুভুক্ষু, সম্ভোগবাঞ্ছী প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতিও কৃষ্ণনামাক্ষর কীর্ত্তনের অভিনয় করেন; কিন্তু তাঁহারা শুদ্ধ আচার্য্য পদবাচ্য নহেন।

গৌড়ীয়মঠ ব্যতীত অন্যত্র কেহ আচার্য্য হইতে পারিবেন কিনা—এ কথার উত্তর দিতে হইলে গৌড়ীয়-মঠের স্বরূপ ও আচার্য্যের স্বরূপ সর্ব্বাগ্রে জানা প্রয়োজন। আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন যে, 'গৌড়ীয়মঠ' জিনিষটি কোন একটি স্থূল ভোগ্য বস্তু নহে। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"যিনি অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানের অপব্যবহার করিবার বাসনে কপটতার বশবর্ত্তী হইয়া গৌড়ীয় মঠের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাঁহার সহিত গৌড়ীয় মঠের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বা নাই; যেরূপ যাত্রার দলের অভিনয়ে বাস্তব সত্যের অভাব লক্ষিত হয়, তদ্রূপ। দীক্ষার অভিনয় ও দিব্যজ্ঞান—এক নহে।"—('শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী' ১ম খণ্ড ১ম পৃষ্ঠা, শিলং হইতে ২১।২৮ তারিখে লিখিত পত্র)

—এই বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠে দীক্ষাশিক্ষার অভিনয় করিলেও তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকপদবাচ্য হইবেন না, যদি না তাঁহাতে অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান বা অহৈতুকী শুদ্ধা ভক্তি প্রকাশিত হয়। কাজেই গৌড়ীয়মঠের প্রকৃত স্বরূপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলিতে হইলে ইহা বলা কোনমতেই অসঙ্গীন বা গৌড়ামী হইবে না যে, গৌড়ীয়মঠ ব্যতীত অন্যত্র কেহই প্রকৃত আচার্য্য হইতে পারেন না। আরও তৎসঙ্গে-সঙ্গে ইহা বলাও অসঙ্গত হইবে না যে, গৌড়ীয়মঠ একটী নির্দ্দিষ্ট দালানবাড়ী নহে। যাঁহার প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, গৌড়ীয়মাধের সেবায় গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে অহৈতুক অনুরাগ হইয়াছে, সেই চেতন-বস্তুই শ্রীগৌড়ীয়মঠ। সেইরূপ চেতনময়ী সেবাবৃত্তির উদয় না হইলে গৌড়ীয়মঠে আসিবার অভিনয় করিলেও এবং কপটতার বশবর্ত্তী হইয়া গৌড়ীয়মঠের আনুগত্য স্বীকার করিলেও গৌড়ীয়মঠের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। সেরূপ বাহ্যিকতাপূর্ণ সেবায় ছলকারী যাত্রার দলের নারদের ন্যায় অভিনয়কারী মাত্র—বাস্তব সেবক নহে।

২। প্রশ্ন—গৌড়ীয়মঠে কি কোন একজনই আচার্য্যের কার্য্য করেন, না বহু ব্যক্তি আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন?

২। উত্তর—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদর্শ হইতে জানা যায় যে, গৌড়ীয়মিশনের পারমার্থিক নিয়ামক আচার্য্য বহু হইতে

পারেন না। শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বাচার্য্যবৃন্দের শ্রৌত-ধারাকে নিয়ামকরূপে স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক আর কাহাকেও পারমার্থিক কর্ণধার হইতে দেন নাই। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কোন কোন শিষ্য স্বতন্ত্রভাবে শিষ্যাদি করিলেও তাঁহাদিগকে গৌড়ীয়বিশনের পারমার্থিক কর্ণধার স্বীকার করা হয় নাই কিম্বা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-নামধারী কাহাকেও প্রতিদ্বন্দ্বী পারমার্থিক নিয়ামকরূপে স্বীকার করা হয় নাই। অপ-সম্প্রদায়বিশেষের এক নায়কের স্বধাম-গমনের পর, তাঁহাদের সম্প্রদায়ে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি নাই বলিয়া তাঁহারা সকলেই রক্ষাকর্ত্তা করিয়া তাঁহাদের গুরুর আলেখ্যের সম্মুখে স্বয়ং-কল্পিত দীক্ষাদি দানকার্য্য ও সম্প্রদায়ের কার্য্যনির্ব্বাহ (management) করিতে আরম্ভ করেন এবং শ্রীমদ্-ভাগবতের পণ্ডিত ও বক্তা বলিয়া অভিনয়কারী কোন এক লৌকিক গোস্বামীকে তাঁহাদের পারমার্থিক নিয়ামক বলিয়া স্বীকার করেন! এইরূপ বিচারও শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিচার নহে। যদি সম্প্রদায়ে যোগ্য ব্যক্তিই স্বীকৃত না হইল, তবে এরূপ দীক্ষাদানাদি অভিনয় মাত্র করিয়া জগৎ বঞ্চনা করিবার সার্থকতা কোথা? নামাপরাধী ও নামাভাসী কি নামোপদেশ এবং অমুক ব্যক্তি কি দীক্ষা দান করিতে পারেন?

৩। **প্রশ্ন**—একজন আচার্য্য স্বীকার করিলে কি সম্মিলনীন মহান্তবাদ উপস্থিত হইবে না?

৩। **উত্তর**—শ্রীরূপানুগনিষ্ঠাগরিষ্ঠ, কৃষ্ণকথনিষ্ঠ, আদর্শ-চরিত্র, শ্রৌতপন্থী ও আচার-প্রচার-পরায়ণ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠকে এক অদ্বিতীয়কর্ণধাররূপে বরণ করিলে তদ্দ্বারা সম্মিলনীন মহান্তবাদের ব্যভিচার-স্রোতঃ প্রশমিতই হইবে। সম্প্রদায় হইতে এই অনর্থ চিরতরে দূর করিবার জন্যই আচার-প্রচার-পরায়ণ কৃষ্ণকথনিষ্ঠার পূর্ণ নিয়ামকত্ব স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা আছে। বহু আচার্য্য স্বীকৃত হইলে বহ্বীশ্বরবাদের অনর্থের ন্যায় নানাপ্রকার অবৈধ কামনামূলক অনর্থ সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবে। তত্ত্বভক্তিরাজ্যে যেরূপ একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বর স্বীকৃত হন এবং অন্যান্য দেবতার অস্তিত্ব সেই পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্ররূপে বিচার করা হয় না, তদ্রূপ অন্বয়জ্ঞান ভগবানের প্রকাশবিগ্রহেরও অন্বয়ত্ব স্বীকৃত হয় এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণকে স্বতন্ত্ররূপে দর্শন করা হয় না। হরি ও হর কোথা। মায়াবাদিগণ হরিকেও হরির ন্যায় স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বলিয়া স্থাপন করিতে চাহেন। সমন্বয়বাদিগণ শিব, শক্তি, সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতি দেবতাকে বিষ্ণুরই ন্যায় স্বতন্ত্র ঈশ্বর বিচার করেন; কিন্তু শুদ্ধভক্তির বিচারে হরি ও হর একাত্মা হইয়াও, পরস্পর নিত্যপ্রিয় ও সখা হইয়াও সেব্য ও সেবক-সম্বন্ধে অবস্থিত। যে স্থলে আচার্য্যের অন্বয়ত্ব স্বীকৃত হইবে না, সে স্থলে বহুদেবতাবাদের অনর্থের ন্যায় নানা অনর্থের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী।

৪। **প্রশ্ন**—পূর্ব্বে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে সোস্বামিগণ সকলেই একযোগে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ ইহারাও ত' একই সময়ে স্বতন্ত্রভাবে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীরাধাকুণ্ড-বাসী ঠাকুর, পরমহংস গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহাশয় একই সময়ে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। শুনিয়াছি, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আপনাদের গুরুদেব শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয়কে নিজে দীক্ষা না দিয়া গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট হইতে দীক্ষা লইতে বলিয়াছিলেন।

৪। **উত্তর**—পূর্ব্বের গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের গঠিত বর্ত্তমান স্থান-কাল-পাত্রোপযোগী সঙ্ঘবদ্ধ গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান গৌড়ীয়মিশনের মত এরূপ Organised Mission system বা সঙ্ঘপ্রণালী ছিল না; গৌড়ীয়গণ এরূপ ষষ্ঠাদিতে অবস্থান পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র হইতে এরূপ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে প্রচার-কার্য্যাদি করিয়াছেন বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, "বিশুদ্ধ ভজনাভিলাষী সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া খুব ব্যাপকভাবে শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরকামের প্রচার-কার্য্যকে প্রসারিত করুন, কেটি Organised Mission (সঙ্ঘবদ্ধ সম্প্রদায়) হউক।" ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুরের সেই মনোভীষ্ট পরিপূরণ করেন। যে স্থলে এইরূপ মিশন বা সঙ্ঘ বর্ত্তমান, সেখানে বহু নিয়ামক হইলে কার্য্যের কোন শৃঙ্খলতা রক্ষিত হইতে পারে না। Mission একটি compact body বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি-সংযুক্ত সুসম্বদ্ধ অখণ্ড শরীর। উহার মস্তক একটি, বহু নহে। Jointly & severally—এই দুই

প্রকারে কার্য্য হইতে পারে বটে; কিন্তু jointly কার্য্য হইতে হইলে একজন কর্ত্তা হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে কখনই সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য হইতে পারে না। যেমন Jointfamily বলিয়া একটি ব্যাপার,—ইহাতে বহুকর্ত্তার সমাবেশ নাই। Severally এক-একজন এক একটি দল করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাতে অসুবিধা এই যে, পরিণামে 'যা'র যা'র গুরু, তা'র তা'র কাছে' এইরূপ একটি অপসিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে। 'আমার গুরু আমার কাছে, তোমার গুরু তোমার কাছে' এইরূপ বিচার গুরুতত্ত্বে বহুপরাহত। হ্লাদিনীসারসমবেত সন্ধিজক্তাধিষ্ঠিত তত্ত্ববস্তুই শ্রীগুরুদেব। এক অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্য কোন কৃত্য নাই। যে স্থলে সেই অদ্বয়জ্ঞানের সেবাই একমাত্র স্বার্থ, সে স্থলে কোন মাৎসর্য্যের অবকাশ নাই, সেখানে হরিদাস শ্রীবাসকে প্রণাম করিতেছেন, আবার তাঁহাকেও হরিদাসকে প্রণাম করিতেছেন। শ্রীবাস তাঁহার ও হরিদাসের চরণধূলি লইতে বলিতেছেন, আবার হরিদাসও তাঁহার শিষ্যকে শ্রীবাসের চরণধূলি লইতে বলিতেছেন। সে স্থলে গুরুতত্ত্বে মর্য্যাদার কোন কথা নাই।

ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীশ্রীনিবাস প্রভু—ইঁহাদের এক একজন বহু শিষ্য করিয়াছেন। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। আবার শ্রীঅদ্বৈত-তনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে অদ্বৈতসন্তানাভিমানিগণের মধ্যে তৎকালে মহাসংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। যেখানে স্বার্থগন্ধ এক অদ্বয়-জ্ঞান সেবা-ব্যতীত, তাঁহার প্রভুত্বাদর-ব্যতীত আর কিছু হইয়া পড়ে, সেখানেই হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বা শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর সময়েও তাঁহারা বিভিন্ন শিষ্যমণ্ডলীর সহিত কোন কে সঙ্ঘারামে বা বহু সঙ্ঘারামে একত্র বাস করিয়া একযোগে প্রচার-কার্য্য করেন নাই। অর্থাৎ তখনও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে Mission system বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রচার-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু একাই দাক্ষিণাত্যে প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ স্ব-স্ব তখন কুটীরে অবস্থান করিয়া, কখনও বা এক এক বৃক্ষতলে এক একদিন যাপন করিয়া গ্রন্থাদি রচনা ও হরিকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু এক কুটীরে বাস করিতেন, পৃথক্ কুটীরে শ্রীল রঘুনাথ, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি বাস করিয়া গ্রন্থাদি রচনা করিতেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুগণও পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করিতেন। কোন বিশেষ মহোৎসবের সময় তাঁহারা স্ব-স্ব শিষ্যাদির সহিত কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইতেন এবং কতকদিন হরিকথা-কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতিতে একসঙ্গে যাপন করিতেন। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ কখনও ব্রজমণ্ডলে, কখনও বা কুলিয়া নবদ্বীপে বাস করিতেন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কখনও গোদ্রুমে, কখনও বা কলিকাতায় ভক্তিভবনে, কখনও শ্রীমায়াপুরে, কখনও বিভিন্ন স্থানে পর্য্যটন করিয়া ভক্তিবিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা ও হরিকথা-কীর্ত্তনাদি করিতেন। গৌড়ীয়-মিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ কখনও পুরীতে, কখনও শ্রীমায়াপুরে অবস্থান করিতেন। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু কখনও কুলিয়ায় নবদ্বীপের চড়ায়, কখনও গোদ্রুমে, কখনও বা অনিকেতভাবে স্বতন্ত্র অবস্থান করিতেন। পূর্ব্বে ইঁহারা কেহই শিষ্যাদির সহিত বহু সঙ্ঘারামে স্থাপন করিয়া আচার্য্যের কার্য্য করেন নাই। কাজেই ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দাদি পূর্ব্ব গুরুগণ পৃথক্ পৃথক্ আচার্য্যের কার্য্য করিলেও কোনও একটি বিশিষ্ট সঙ্ঘ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইবার কারণ উপস্থিত হয় নাই। তাঁহারা সকলে একই সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না বলিয়াই 'ঠাকুর মহাশয়ের পরিবার', 'শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর পরিবার', 'শ্রীশ্যামানন্দের পরিবার' প্রভৃতি আখ্যার আখ্যাত হইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি যে, পরমহংস শ্রীল রসিকদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য ও পরম ভক্ত পুরুষ। শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময়ে অনেকের নিকট সেই মহাপুরুষের অতিমর্ত্য চরিত্রের কথা বর্ণন করিতেন, এমন কি, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত সেই মহা-পুরুষের দর্শনের প্রসঙ্গও তাঁহার আত্মচরিত্রের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল রসিকদাস বাবাজী মহারাজ বাহ্যদর্শনে বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ অপেক্ষা

অনেক বড়। শ্রীল প্রভুপাদ যখন ব্রহ্মচারীর লীলা অভিনয় করিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিতেছিলেন, তখনও শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ নবদ্বীপে বাস করিতে-ছিলেন। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তিকে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের পাদপদ্ম দর্শন করিবার জন্য প্রেরণ করিতেন। কিন্তু পাছে সঙ্ঘ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, একসঙ্ঘের মধ্যে বহু আচার্য্যের বহু শিষ্যের আবির্ভাবে 'যার যার গুরু, তার তার কাছে'—এই মতবাদ জাত ও অজ্ঞাতসারে সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইয়া সঙ্ঘশরীরকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, এজন্য তিনি সঙ্ঘনিয়ামক আচার্য্যপদে অধিরূঢ় হইয়া আচারে ও প্রচারে প্রকট রাখিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য-নামধারী কোন এক মঙ্গলাচার্য্য, পাষণ্ড, শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসিদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া "প্রভু-পাদের গুরু সুতরাং প্রভুপাদ হইতেও বড়"—এই বিচারে শ্রীল গৌরকিশোরপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে একদিকে যেমন শ্রীল গৌরকিশোরের দ্বারা উপেক্ষিত, অন্য দিকে তেমনি শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারাও 'পাষণ্ড' ও 'অযাত্রা' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছিল; ইহার মূল কারণ এই যে, যোগ্যবিচারেও কোন সঙ্ঘের মধ্যে বহু আচার্য্য স্বীকৃত হইলে সঙ্ঘ কিছুতেই অখণ্ড থাকিতে পারে না।

শ্রীপদ্মনাভতীর্থ, শ্রীনরহরিতীর্থ ও শ্রীমাধবতীর্থ—ইহারা তিনজনই শ্রীমধ্বাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন অর্থাৎ এই তিনজন পরস্পর গুরুভ্রাতা এবং তিনজনই আচার্য্যোপ-যোগী সর্ব্বগুণে বিভূষিত ছিলেন। ইহারা তিনজনই এক কালে মাধ্ব-সম্প্রদায়-নিয়ামক আচার্য্য হইতে পারিতেন। কিন্তু সম্প্রদায় রক্ষার জন্য ইহারা এককালে আচার্য্যের কার্য্য না করিয়া প্রথমে শ্রীপদ্মনাভ, তৎপরে শ্রীনরহরি ও তৎপরে শ্রীমাধব সম্প্রদায়-নিয়ামক আচার্য্যের কার্য্য করেন। উত্তরাদি মঠের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, শ্রীপদ্ম-নাভ ১১২০ শকাব্দায়, নরহরি ১১২৭ শকাব্দায় ও শ্রীমাধব ১১৩৬ শকাব্দায় যথাক্রমে আচার্য্যাসনে উপবেশন করিয়া-ছিলেন। ইহা শ্রীল প্রভুপাদও 'বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব-সমাহৃতি', 'অনুভাষ্য' এবং তাঁহার রচিত 'শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-পরম্পরা'-গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীবিশ্বকর্ণপুর গোস্বামী ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও এই ক্রম স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের এই রহস্য যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা কখনও কোন সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে সম্প্রদায়-নিয়ামক আচার্য্যের বহুত্ব কল্পনা করিয়া সঙ্ঘকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবার পক্ষপাতী হন না।

পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভু বিশ্বিকানন্দী মহাপুরুষ ছিলেন। যেমন বিশ্বিকানন্দী শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বহু প্রার্থনায় ও সেবায় বাধ্য হইয়া কেবলমাত্র ঠাকুর মহাশয়কেই শিষ্যরূপে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী প্রভুও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ সরস্বতী ঠাকুরের ঐকান্তিকতা ও সেবায় বাধ্য হইয়া একমাত্র তাঁহাকেই নিজশিষ্যরূপে বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল লোকনাথ বা শ্রীল গৌরকিশোরের ন্যায় বিশ্বিকানন্দী মহাপুরুষগণ কোন সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান রচনা করেন নাই। কাজেই তাঁহাদের নিজের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রতি থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ সাধারণ অধিকারীর পক্ষে দীক্ষাদি জ্ঞানকার্য্যের সহিত যুক্তভাবে অধিকারিগণের ভাগবতী দীক্ষাদানকার্য্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে।

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে নিত্য সম্পূজিত ও ষড়-গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি-প্রভু বহু যোগ্যতম ব্যক্তিদের অধিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও এবং শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভৃতি বাসে বহু প্রাচীন হইলেও শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুই তৎকালে ব্রজমণ্ডলে সম্প্রদায়-নিয়ামক আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ বহুস্থানে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীজীব গোস্বামিপাদ আমাদের **ভট্টাচার্য্য**। সুতরাং শ্রীরূপ-সনাতনের শাসন-গর্ভে সকলেই বর্ত্তমান।"

—ব্রহ্মসংহিতা-বিবৃতি ২।৭৭

"শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরূপের নিকট সমস্ত ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিছুদিনের মধ্যে ভজনপথে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে শ্রীজীব গোস্বামী **একমাত্র আচার্য্য** বলিয়া গৃহীত হইলেন।"

"শ্রীশ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু", সঃ তোঃ ২।১২

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৈষ্ণব জগতে একটু উপদ্রব হইয়াছিল। প্রভু-বংশে উপযুক্ত পাত্র না থাকায় এবং নামাভাসবলে প্রবেশ করায় গৌড়ভূমি আচার্য্য-শাসন-

বর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভু বীরচন্দ্রের স্বতন্ত্রস্বভাব-বশতঃ সমস্ত গৌড়ভূমিকে তিনি আয়ত্তাধীন করিতে পারেন নাই। শ্রীল অদ্বৈত-সন্তানের মধ্যে তখন বড় গোলযোগ। মহাপ্রভুর পার্ষদ-মহাজনগণ ক্রমে ক্রমে অপ্রকট হইতে লাগিলেন। এই সুযোগে বাউল, সহজিয়া, সখীভেখ, সাঁই প্রভৃতি তুচ্ছ প্রচারকগণ স্থানে স্থানে আপন আপন প্রথা প্রচার করিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-নামে সাধারণের বিশেষ বিশ্বাস। স্বীয় স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাদের দোহাই দিয়া উহারা দুর্ভাগা জীবদিগকে কৃপণতা শিখাইতে লাগিল। শ্রীজীব গোস্বামী তখন একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্য। তিনি ব্রজবাসী থাকায় গৌড়মণ্ডলের শোচনীয় অবস্থা শ্রবণে দুঃখিত হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে গৌড়ভূমির ধর্ম্ম-সংস্কারক আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রভু-পরিকরকৃত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ-সকল গৌড়ভূমিতে প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ঐ সমস্ত গ্রন্থ পথিমধ্যে অপহৃত হইল। প্রেরিত প্রচারকগণ নিরুদ্যম হইয়া নিজ-নিজ-জনপদে আপন আপন গীত-পদ্ধতি অবলম্বন-পূর্ব্বক শুষ্ক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।"

—'সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।৮

শ্রীরামানুজের সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনা করিলেও সম্প্রদায় রক্ষার জন্য পারমার্থিক নিয়ামকের অবশ্যতার কথাই সমর্থিত হয়। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি দুই দশজন হন নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য কিংবা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দের ব্যক্তিত্ব অদ্বিতীয়। কিন্তু তাঁহাদের শিষ্যগণের মধ্যে সকল সময় সেরূপ অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ও বৈষ্ণবত্বের প্রকট দেখা যায় না বলিয়া আচার্য্যের অদ্বিতীয়ত্ব থাকার কথা সমীচীন নহে।

শ্রীরামানুজ বা শ্রীমধ্বাচার্য্যের ন্যায় ব্যক্তিত্ব তাঁহার সকল শিষ্যগণের মধ্যে আছে কি নাই, ইহার বিচার সাধারণ ঐশ্বর্য্য-মুগ্ধ ব্যক্তিগণ যেভাবে করেন, পারমার্থিকগণ সেভাবে করেন না। দ্বিতীয়তঃ কোন অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্ব ভূঁইফোড়ের মত জগতে প্রকাশিত হয় নাই। আদর্শ আচার ও প্রচার-মূলে যে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাকেই পারমার্থিকগণ আদর করেন; নতুবা শঙ্করাচার্য্যের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-খণ্ডনকারীর ব্যক্তিত্বকে বা অদ্বৈতপর চৈতন্যকে শ্রীধর, শ্রীরামানুজ, এমন কি শ্রীচৈতন্যদেব অপেক্ষাও অধিক বড় বলিতে হয়; সদানন্দ সরস্বতী, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির শ্রীমদ্ভাগবত-ভজন-কার্য্যের ব্যক্তিত্বকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা বহুমানন করিতে হয়—যেমন আসুরিক সম্প্রদায় করিয়া থাকেন।

যখন কোন আচার্য্য ধর্ম্মের সংস্থাপন-কার্য্য আরম্ভ করেন, সদ্ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ও ধর্ম্মের গ্লানি বিদূরিত করেন, তখন সেই 'যুগাচার্য্যের' বৈভব জগতে অধিকতর প্রকাশিত হয়। সেই সকল বিশেষ বিশেষ যুগাচার্য্যের প্রকৃত অনুচরগণ গুরুপাদপদ্মের বিচার-ধারা সংরক্ষণ করিবে। আচার্য্যসেবারূপ আচার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকেন। সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে সেই কার্য্য করিতে হইলে বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট সঙ্ঘ-শরীরের একটি মস্তক থাকাই কর্ত্তব্য। নতুবা বহু নিয়ামক বা dictator বা বহু কর্ত্তার নিয়ামকত্বের বিচার উপস্থিত হইলে সঙ্ঘশরীর অবিলম্বেই ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়।

'ভেঙ্গলই গুরুপরম্পরাই' নামক 'শ্রী'সম্প্রদায়ের প্রত্নালোচনায় জানা যায় যে, রামানুজাচার্য্যের ৭৪টী বিশিষ্ট শিষ্য ব্যতীত ৭০০ সাত শত সন্ন্যাসী শিষ্য, ১২০০০ একাঙ্গী শিষ্য, ৩০০ স্ত্রীলোক শিষ্য ও অসংখ্য অবর-কুলোদ্ভূত শিষ্য ছিল। শ্রীরামানুজাচার্য্যের অনুচর বা personnl attendantsএর মধ্যেও প্রায় বিংশতি শিষ্যের নাম পাওয়া যায়। 'ধনুর্দ্দাস' শ্রীরামানুজাচার্য্যের কোষ-রক্ষক ছিলেন, 'উৎকণ্ঠার্য্য' শ্রীরামানুজকে নিত্য ভগবৎপ্রসাদ পরিবেশন করিতেন, 'উৎকল অম্মাল' আচার্য্যকে বাতাস করিতেন, 'অম্মঙ্গী অম্মাল' আচার্য্যের পানীয় দুগ্ধ প্রস্তুত করিতেন, 'বড় মাকতী' আচার্য্যের হস্তপদাদি ধুইবার জল দিতেন, 'ছোট মাকতী' মঠের দাতাহিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেন, 'তুলা মুনি-তেলম্' আচার্য্যের স্নানের জন্য জল আনিতেন, 'বত্ত ও গুত্ত' (ধনুর্দ্দাসের ভাগিনেয়দ্বয়) প্রত্যেকে রাজকার্য্য করিয়া ১০০০ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা বাহিনা পাইতেন এবং তাহা সমস্তই মঠে দান করিতেন। 'প্রণতার্ত্তিহর' ও 'কিদাম্বী পেরুমাল' ভোজনশালা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, 'আন্ধ্রপূর্ণ' শ্রীরামানুজের স্নানের সময়

যে-সে সেবার প্রয়োজন, তাহা করিতেন ও গো পালন করিতেন। 'বেদরাজ-মুনি' আচার্য্যের আদেশে 'জ্ঞানসার' ও 'প্রমেয়সার' গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামানুজাচার্য্য তাহা সংশোধন ও অনুমোদন করিয়াছিলেন। 'আলবান্,আওান, বল্লভ বিষ্ণু আচার্য্য, পরাশর এবং তাঁহার ভ্রাতা' প্রভৃতি শ্রীরামানুজাচার্য্যকে 'শ্রীভাষ্য' রচনার সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা সকলেই আচার্য্যের সেবা ও সম্প্রদায়ের ও মঠের বিভিন্ন সেবা করিয়াছিলেন বলিয়া সম্প্রদায়-নিয়ামক বা সঙ্ঘের পারমার্থিক নিয়ামক শিক্ষকপদে ব্রত হন নাই। কিন্তু একমাত্র কুরেশনন্দন পরাশরই শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের নিয়ামক আচার্য্য হইয়াছিলেন। 'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থে ইহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। পরাশর ধনুর্দ্দাসের ন্যায় আচার্য্যের কোষরক্ষকতার সেবা করেন নাই, উৎকলাচার্য্যের ন্যায় নিত্য নৈবেদ্য পরিবেশন বা বালার্য্যের ন্যায় শ্রীগুরুদেবের কমণ্ডলু ও পাদুকা বহন করেন নাই, বঙ্গ ও গুপ্তের ন্যায় রাজসেবা করিয়া সহস্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রাও নিয়মিতভাবে প্রদান করেন নাই, কেবলমাত্র 'শ্রীভাষ্যে'র রচনাকালে বহু সেবকের অন্যতমরূপে শ্রীরামানুজাচার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রপন্নামৃতের বিচারানুসরণে বলিতে গেলে পরাশরের কুরেশের ন্যায় ভক্তি ও শরণাগতি, স্বাভাবিক ভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণতাই তাঁহার আচার্য্যত্বের কারণ। পরাশর শ্রীরামানুজাচার্য্যের অন্যান্য বহু শিষ্য হইতে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্যের সাত শত (৭০০) প্রবীণ সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। কিন্তু ইঁহাদিগকে শ্রীরামানুজ সঙ্ঘের নিয়ামক না করিয়া একমাত্র পরাশরকেই শ্রী-বৈষ্ণব-সঙ্ঘের সার্ব্বভৌমপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তাই 'প্রপন্নামৃত' গ্রন্থ বলিতেছেন যে,—"শ্রীরামানুজাচার্য্যের অপ্রকটের পর অন্যান্য শিষ্যগণ শ্রীমান্ পরাশর ভট্টের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহারই নিয়ামকত্বে আচার্য্যের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া রহিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য গোবিন্দের ক্রোড়ে স্বীয় মস্তক ও আদ্যপূর্ব্বের ক্রোড়ে স্বীয় চরণদ্বয় সংস্থাপন পূর্ব্বক নিত্যলীলা প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা যা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট আচার্য্যের অন্যান্য সহস্র সহস্র শিষ্য যুবক পরাশরকে অদ্বিতীয় আচার্য্যাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তৎপ্রতি মৎসরতা প্রদর্শন করেন নাই।

৫। প্রশ্ন—বহু আচার্য্য হইলে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান বা মিশনের প্রচার কি আরও অধিক প্রসারিত হইবে না?

৫। উত্তর—সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান বা মিশনে প্রচারক অনেক থাকিবেন এবং তাঁহারা এক প্রধান আচার্য্যের আনুগত্যে পারমার্থিক কার্য্য অর্থাৎ প্রচারাদি করিবেন, তবেই প্রচার প্রসারিত হইতে পারে। বহু আচার্য্য হইলে সঙ্ঘ বা মিশন-শব্দ থাকিতে পারে না। তখন তাহা 'পরিবার' শব্দে অভিহিত হয়। তখন সাধুগণকে 'আমি অমুক পরিবারের শিষ্য'—এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। যথা—বিষ্ণুদাস কবীন্দ্রের পরিবার, চট্টোপাধ্যায় মাধবদাসের পরিবার, জয়-গোপালদাসের পরিবার, জগন্নাথদাসের পরিবার ইত্যাদি আচার্য্যের বিরূপ বিমুখ ভাকগণের পরিবার গজাইয়া উঠিবে।

গুরুগিরি-প্রচলনকারী বিভিন্ন পরিবারের ভাগের বহু আচার্য্য হইলে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবেন। বর্ত্তমান সময়েও প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে বহু পরিবারের প্রচলন আছে। গুরুকরণমন্ত্রের মধ্যে যে একতান বা সমন্বিত-বৃত্তি, তাহা তাহাতে নাই। বস্তুতঃ সেখানে সঙ্ঘ বা মিশন, বহু অযোগ্য তথাকথিত আচার্য্যের গুরুগিরি-দ্বারা খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়াছে, সেখানেই "পরিবারের" বা দলের উৎপত্তি, তাহা বিভিন্ন লক্ষ্মনদলের নাসিকা-কুঞ্চনের অবকাশ প্রদান করিয়াছে। উহাতে অনাভিলাষ, যথেচ্ছাচার, নানাপ্রকার গৌণাখিল ও মনোধর্ম্মের নিরঙ্কুশ তাণ্ডবই চলিতে থাকিবে। প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে সঙ্ঘবদ্ধ সম্প্রদায় বলিয়া কোন কথা নাই।

৬। প্রশ্ন—"আমার গুরু আমার কাছে, তোমার গুরু তোমার কাছে" এ বিচার থাকিলে বা বিভিন্ন পরিবার বা সম্প্রদায় হইলে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান কেনই বা হইতে পারিবে না?

৬। উত্তর—শ্রীগুরুদেব বিভু বস্তু, এক বস্তু, স্বরূপশক্তি। 'আমার গুরু আমার কাছে, তোমার গুরু তোমার কাছে' ইত্যাদি বিচার আসিলে গুরুতত্ত্বে জড়ীয় দ্বৈতবুদ্ধি আসিয়া বিভিন্নাংশ জীবজ্ঞানে বহু-বুদ্ধি-জন্য খণ্ডবস্তুরূপ মহদপরাধের অবকাশ হয়।

অন্তরে জড়ীয় বৈতবুদ্ধিজনিত পৃথক্ পৃথক্ বিচার থাকিলে মূল তত্ত্বস্তুতেই অপরাধ আসিয়া যায়, অখণ্ড জ্ঞানের ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, ভক্তিসিদ্ধান্ত ও তত্ত্বভক্তি-বিচারে ত্রুটি আসিয়া পড়ে। যেখানে কেবল অন্বয়জ্ঞানের স্বার্থে উদ্দিষ্ট, সেখানে নিরন্তর সেবার চমৎকারিতা বিধায়িনী প্রতিযোগিতা (Cocopetition) চলিতে থাকিলেও কোন সংঘর্ষ নাই, আনন্দাভাব, অসূয়া বা মৎসরতা নাই।

হরিদ্বার, প্রয়াগাদি তীর্থস্থানে কুম্ভস্নানকালে দেখা যায় যে, কে এক সময়ে কে আগে স্নান করিবে, ইহা লইয়া নাগাদের মধ্যে বিশেষ গোলযোগ বাধে। উহাদের মধ্যে 'নির্ব্বাণী' ও 'নিরঞ্জনী' নামে দুইটি সম্প্রদায় আছে। এক এক সময়ে তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। অন্য-সম্প্রদায়ে শুনা যায় যে, শ্রীমন্মধ্ব-প্রতিষ্ঠিত অষ্ট মঠের মধ্যে কে আগে 'তীর্থম্' অর্থাৎ চরণোদক পাইবার অধিকারী, ইহা লইয়া প্রভূত পরিমাণে বাগবিসম্বাদ হইয়া প্রেতিকাউলিল পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল। মূল উদ্দেশ্য হারাইয়া কে আগে একটু সম্মান পাইবে, তাহা লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়ে।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে অনাদিল সম্প্রদায়-সংরক্ষণের কার্য্য করিতে হইলে পারমার্থিক কর্ত্তা একজন থাকা দরকার। বহু কর্ত্তা হইয়া পড়িলে কখনই লক্ষ্য চলিতে পারে না। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য দুই দলটি হন নাই। ভগবদ্বিমুখ রাজনৈতিক মানবকাতির বৈতজ্ঞান বা জড়ীয় সেবাগ্রহণ Democracy (জনগণতন্ত্রবাদ বা প্রজাতন্ত্র)-নীতি হইতে উদ্ভূত Common-Wealth, Dominion Status, Republic, Communism, Socialism, National Socialism বা Nazism বা Fascism এবং এই সমস্ত আধুনিক চিন্তা-বিচারধারাপর নীতির সেবকল প্রাকৃত অপ-কালনীতি বা অপ-বৈতনীতি অবলম্বনের ফলে সংসের অনিবার্য্যতাও এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে অনুধাবনীয়।

রোমের ইতিহাসের Patrician ও Plebiansের প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকাটি অনেকেই জানেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সমস্ত অবয়ব লইয়াই একটি শরীর, ইহার মধ্যে হস্তপদ-উদরাদি অঙ্গ যদি স্ব-স্ব কার্য্যদক্ষতার অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া পরস্পর বিবদমান হয় এবং মস্তিষ্কের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে বা মস্তিষ্ককে তাহাদের Co-sharer Co-ordinate authority জ্ঞানে প্রতিষ্ঠাদির ভাগবাটোয়ারার জন্য ব্যস্ত হয়, তাহা হইলে দেহ সংরক্ষণ কখনই সম্ভব হইতে পারে না। একটি Mission বা Compact body এইরূপ পরস্পর অপস্বার্থের প্রতিযোগিতামূলে তাহার প্রকৃত সত্তা বজায় রাখিতে পারে না।

আমরা প্রত্যেকেই মিশ্র করিয়া সঙ্ঘ বাঁধিতে পারি, কিন্তু শুদ্ধ সেবাপর বা তাহাতে মিশনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। সঙ্ঘ বা মিশনরূপী শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি কোনটিই অপ্রয়োজনীয় নহে, পরস্পরের সহিত যোগসূত্র রহিয়াছে; কিন্তু সেখানে মস্তকমাত্র একটি থাকিবে, তাহারই নির্দ্দেশানুসারে অন্যান্য সকল অঙ্গ ক্রিয়াপর হইবে। আবার মস্তকও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা মূল শরীরের সংরক্ষণ-সেবার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবে না। তবেই শরীরের system ঠিক থাকিবে।

আচার্য্যের কার্য্য স্বয়ং কৃষ্ণসেবা করিয়া অন্য সকলকে সেই সেবায় প্রতিষ্ঠিত করা হন দাস। কৃষ্ণসেবাই একমাত্র লক্ষ্য থাকিলে কোন বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না।

শ্রীললিতা বা শ্রীবিশাখাদি সখীগণের নিজ নিজ গণ থাকিতে পারেন, কিন্তু যূথেশ্বরী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর আনুগত্যে কৃষ্ণসেবাই সকলের উদ্দেশ্য হওয়ায় সেখানে সমচিত্তবৃত্তি, ঐকতান (Harmony), অভাব বা বিরোধ (discord) নাই।

মহাপ্রভুর অনুগত বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী কাহারও গৌড়ীয় হইতে বাধা নাই বটে, কিন্তু যেখানে আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয়বিগ্রহের ইন্দ্রিয়তর্পণে যত্ন নাই, সেখানে প্রকৃত গৌড়ীয়ত্বের কোন পরিচয় নাই।

দুঃসঙ্গরহিত, সদাচারসম্পন্ন, অকৈতব হরিনামপরায়ণ প্রত্যেকেই আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন; তাঁহারা প্রত্যেকেই গোত্র বর্দ্ধন করিয়া একএকটী সম্প্রদায় গঠন করিতে পারেন; কিন্তু তাহা এক অখণ্ড সঙ্ঘ বা মিশনের মধ্যে থাকিয়া নহে; তাহা হইলে সঙ্ঘ বা মিশনের

উদ্দেশ্য সফল হইবে না অর্থাৎ সঙ্ঘটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন —খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়া যাইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠানের রচনামূলে আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্ম্ম সংস্থাপন। বৃত্তি বা লক্ষণই বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্ম্মের মেরুদণ্ড। আচার্য্যের সন্তানমাত্রই আচার্য্য হইবেন, গুরুপুত্রমাত্রই গুরু হইবেন, বৈষ্ণবপুত্রমাত্রই বৈষ্ণব হইবেন—এইরূপ জাতিগোস্বামী, জাতিগুরু বা জাতিবৈষ্ণবত্বই বৈষ্ণবর্ণাশ্রমের বিরোধী ও তথাকথিত আর্ত্তধর্ম্মের অনুকূল। "কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্‌ই আচার্য্য-পদের অধিকারী—এই লক্ষণ বা বৃত্তির কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, মূর্দ্ধাচার্য্যের শিখাসূত্রধারী হইলে বা বাহিরে সন্ন্যাসীর চেহারা থাকিলেই, উপবীতধারী হইলেই তিনি আচার্য্য বা গুরু বা ব্রাহ্মণ বলিয়া গণিত হইবেন",—এরূপ বিচার সম্পূর্ণ ভক্তিবিরোধী কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের।　চেহারায় আচার্য্যত্ব আর লক্ষণে বা গুণে আচার্য্যত্ব এই দুইটি পৃথক্ কথা। চেহারায় ব্রাহ্মণত্ব, চেহারায় আচার্য্যত্ব প্রভৃতি বহির্ম্মুখ কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের বিচার; আর বৃত্তিতে বা লক্ষণে আচার্য্যত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব-নির্দ্দেশ শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার।

সর্ব্বাপেক্ষা বিচার ও প্রণিধানের বিষয় এই যে, বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্ম্মপর সঙ্ঘের মধ্যে যদি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ কোন পরমহংস বৈষ্ণবসঙ্ঘের নিয়ামক আচার্য্যের পদ গ্রহণ না করেন, কেবলমাত্র বক্তৃতাশক্তি বা কার্য্যদক্ষতা থাকিলেই ভিন্ন ভিন্ন বহু আচার্য্যের সৃষ্টি হয় এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই Co-sharer or coordinate authority হইয়া পড়েন, তবে শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারিত বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্ম্ম উৎসাদিত হইয়া অবৈধ-বর্ণাশ্রমধর্ম্মেরই তাণ্ডবনৃত্য নিশ্চয়ই আরম্ভ হইবে, হইবে, হইবে,—সন্দেহ নাই, নাই, নাই। সঙ্ঘশরীর নিশ্চয়ই **dismembered** অর্থাৎ খণ্ডবিখণ্ডিত বা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

৭। প্রশ্ন—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গুরুই গুরু বা আচার্য্য, ইহা মহা-প্রভুর বাক্য হইতে স্বীকার করা যায়; কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্ব-বিৎ হলেই তাঁহাকে "বিষ্ণুপাদ" বলা কি অপরাধজনক নহে? ইহাতে কি তাঁহাকে বিষ্ণুত্ব (পরমেশ্বরত্ব) আরোপ-রূপ অপরাধ হইয়া যাইতেছে না?

৭। উত্তর—"কিংবা বিপ্র কিংবা স্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়"—এই বাক্যে কি 'বিপ্র', 'স্যাসী', 'শূদ্র' এই সকল শব্দের দ্বারা বর্ণাশ্রমাভি-মানী জীবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? সম্ভবতঃ সেই সকল জীবের মধ্যে যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, তিনিই গুরুদেব বা বিষ্ণুপাদ। শ্রীগুরুদেব বিষ্ণুকোটির অন্তর্গত তত্ত্ব, ইহা শ্রীমদ্ভাগবত ও সমস্ত পাঞ্চরাত্র-শাস্ত্র সমস্বরে বলিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের বাক্য উল্লেখ করিয়া সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন যে,—প্রণবসংযুক্ত 'বিষ্ণুপাদ' শব্দ ব্যতীত গুরুদেবের নাম কখনই উচ্চারণ করিবে না।* 'বিপ্র' 'স্যাসী', 'শূদ্র' প্রভৃতি যখন কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হন, তখন তাঁহাকে গুরুরূপে বর্ণন করিতে বলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু কি জীবে ঈশ্বরত্ব আরোপের প্রশ্রয় দিয়াছেন? না, সেখানে কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ বা গুরুদর্শন, সেখানে বিপ্রত্ব, স্যাসিত্ব, শূদ্রত্ব বা জীবত্ব দর্শন নাই, তথায় বিষ্ণুত্ব বা বিষ্ণুপাদত্ব দর্শন—এই সিদ্ধান্তই করিয়া-ছেন? 'গুরু' বা 'আচার্য্য' বলিব অথচ তাঁহাকে 'বিষ্ণুপাদ' বলিব না, ইহা ভণ্ডামী মাত্র। আবার 'গুরু' বলিব অথচ তাঁহাকে 'শূদ্র', 'বিপ্র' বা 'সন্ন্যাসী' বলিব—ইহা দ্বিতীয় প্রকার ভণ্ডামী। 'কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা' বলিব অথচ তাঁহাকে 'গুরু' বা 'আচার্য্য' বলিব না—ইহা তৃতীয় প্রকার ভণ্ডামী। যিনি আচার্য্য, তিনিই বিষ্ণুপাদ, তিনিই গুরু। তিনি শূদ্র নহেন, বিপ্র নহেন, নরপতি নহেন, বৈশ্য নহেন বা তিনি স্যাসী নহেন, ব্রহ্মচারী নহেন, গৃহস্থ নহেন, বনচারী নহেন; তিনি—পরমহংস শ্রীগুরু ও পরমহংস একই কথা। বর্ণাশ্রমে বদ্ধ কর্ম্মমিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে অবস্থিত ব্যক্তি কখনও শুদ্ধভক্তশ্রেষ্ঠ গুরু হইতে পারেন না। যিনি বৈষ্ণবগুরুর কার্য্য করিবেন, তিনিই পরমহংস —তিনিই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা—তিনিই বিষ্ণুপাদ। যে ব্যক্তি বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস নহেন, 'কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ' নহেন, তিনি কখনও গুরু আচার্য্যের কার্য্যও করিতে পারেন না।

---

* অতস্ত্বাং ন গুরোর্নাম গৃহ্ণীয়াচ্চ কদাচন্।
প্রণবঃ শ্রীগুরোর্নাম বিষ্ণুপাদেতি সংযুতম্।
পাদপদ্মসমেতঞ্চ নমস্কুর্য্যাদ্‌গুরুং সুধীঃ॥
—হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ৬০ সংখ্যা-
ধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বাক্য।

দার্জিলিং-গৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদশতবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব মহোৎসব

উপাসনেক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ গণাধর দাসাধিকারী ভক্তিসুহৃৎ শ্রীপাদ সঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী প্রমুখ দার্জিলিং গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ ও বিকুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শতবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-মহারাজের আনুগত্যে গত ২৩ ভাদ্র (১৩৪৫) (ইং ১৯৩৮) শুক্রবার হইতে ২৫ ভাদ্র রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় জলপাইগুড়ীস্থ সার্ব্বজনীন রায়সাহেব কালীবাড়ীর নাট্যমন্দিরে সংকীর্ত্তন মহোৎসব করিয়াছেন। প্রথম দিবস 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ভাগবতধর্ম্ম' বিষয়ে বক্তৃতা, ২য় দিবস শ্রীমদ্ভাগবত ও ৩য় দিবস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (শ্রীহরিদাস নির্য্যাণোৎসব) পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। বক্তা—শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাসাধিকারী ও কার্ত্তনিয়া শ্রীপাদদ্বয় দাসাধিকারী ও শ্রীসঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারী।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ভাগবতধর্ম্ম' বিষয়ক বক্তৃতার কথা জলপাইগুড়ীর 'ত্রিস্রোতা' নামক সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রের ১৩শ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যায় (১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ তারিখে) প্রকাশিত হইয়াছে।

আসামবাসিভক্তবৃন্দের শ্রীরাধাষ্টমীমহোৎসব

আসাম দেশের কামরূপ জেলার অন্তর্গত চকচকা বাজার হইতে শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল দে ও শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দ জানাইতেছেন—

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বর্ত্তমান পাত্রাধিপ্রবর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে চকচকাবন্দরে শ্রীযুক্ত ব্রজলাল দে ও বেণীমোহন দে মহোদয়ের বাসভবনে গত ২রা সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) আসামবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। ১লা সেপ্টেম্বর অধিবাসবাসরে সুসজ্জিত উচ্চবেদীর উপর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ এবং শ্রীল প্রভুপাদ ও তদীয়বিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যদেবের আসনোপরি সংস্থাপন পূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্ম-বন্দনা-পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্রকীর্ত্তন মুখে বিহিত বিধানে অধিবাসের কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। ২রা সেপ্টেম্বর শ্রীজন্মাষ্টমীবাসরে ভোর ৫টা হইতে শ্রীগুরুবন্দনা ও উষঃকীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ সদানন্দ দাসাধিকারী 'ভজহুঁ রে মন' ও 'দুর্ল্লভ মানবজন্ম লভিয়া সংসারে' প্রভৃতি পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ হরিতোষণ দাসাধিকারী দৈনিকনবীয়া প্রকাশ শ্রীশ্রীগুরুপূজা সংখ্যা এবং ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ৮ম সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের 'রাধাতত্ত্ব' বিষয়ক অভিভাষণ পাঠ করেন। অনন্তর ভোগারাত্রিককীর্ত্তনান্তে প্রায় ২৫০ পুরুষ ও মহিলাকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর পুনরায় কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। শ্রীহরিতোষণদাসাধিকারী গুরুবন্দনা, মনোঽভীষ্টনর্ত্তন, গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া, কবে গৌরবনে ইত্যাদি মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

উৎসবের সর্ব্ববিধ কার্য্যে শ্রীযুক্ত বেণীমোহন দে মহাশয়ের সেবানুকূল্য ও সেবোৎসাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধুবড়ী হইতে শ্রীপাদ চরিতোষণ দাসাধিকারী, শিলঙ হইতে শ্রীপাদ সদানন্দ ও কুঞ্জবিহারী দাসাধিকারী, মধুপুরসিংহ অনোয়ার শ্রীযুক্ত সুধাংশু রায়, পানবাড়ীর শ্রীপাদ নরহরিদাসাধিকারী ও শ্রীলোহিতচন্দ্র দাস এবং চকচকাবন্দরের শ্রীযুক্ত ব্রজলাল দে, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জনদাস, শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল দে, শ্রীযুক্ত প্রাণবল্লভ সাহা ও শ্রীযুক্ত কালীপদ দত্ত প্রমুখ বহুভক্ত উৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে উৎসবটি সর্ব্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন

পূর্ব্বপ্রকাশিত (১৭শ বর্ষ) ৮ম সংখ্যা গৌড়ীয়ের ১৫০ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে ১৬শ-১৭শ পংক্তিতে "বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ বা বেদান্ত এবং সেই বেদান্তের সার ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়া" স্থলে "বেদের শিরোভাগ যে উপনিষৎ বা বেদান্ত, সেই বেদান্তের সার ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়া"—এইরূপ পাঠ হইবে।

সত্যমেব বিজয়তে নানৃতম্।

গৌড়ীয় মঠাচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নিখিলকান্ত সান্যাল এম-এ ভক্তিসুধাকর, শ্রেষ্ঠার্থী শ্রীপাদ সতীশচন্দ্র রায় ভক্তিবিনয় ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়গণের বিরুদ্ধে শ্রীযুত কুঞ্জবাবুর দলের শ্রীযুত পর্ব্বত নামক একব্যক্তি আলিপুর ফৌজদারী আদালতে একটি মানহানির মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় উক্ত মোকদ্দমায় বাদিপক্ষের পরাজয় সংঘটিত ও বিবাদী বৈষ্ণবগণ সসম্মানে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমার গত ২১।৯।৩৮ তারিখের যে রায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য উক্ত রায় আগামী সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পঞ্চসাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৪ই আশ্বিন, ১৩৪৫; ১লা অক্টোবর, ১৯৩৮ { ১০ম সংখ্যা

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"পরমার্থ-বিষয়ে যিনি কৃতকর্ম্মা, তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত।" —'সর্ব্ববজ্ঞা', ২: চিঃ

"বৈষ্ণব-ধর্ম্মে ইহাই স্বীকৃত আছে যে, যিনি প্রাকৃত-অপ্রাকৃত-তত্ত্বের ভেদ জানিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজীবের উপদেষ্টা. ইহাতে জন্মগত বর্ণাদি ও সংস্কারগত আশ্রমাদির অপেক্ষা নাই।" —অঃ প্রঃ ভাঃ অঃ ৭।৮৪-৮৫

"বর্ণাশ্রম-বিচার পৃথক্ রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।" —চৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

"বৈষ্ণব-গ্রন্থের সর্ব্বত্র শুদ্ধজ্ঞানের প্রশংসা আছে। মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষাতেই এই তিনটি কথা—সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়-সাধন ও প্রয়োজন। ভগবান্ কি তত্ত্ব, জীব কি তত্ত্ব ও সমস্ত জড়ব্রহ্মাণ্ড কি তত্ত্ব এবং উক্ত তিন তত্ত্বের পরস্পর কি সম্বন্ধ,—ইহা ভাল করিয়া জানার নাম সম্বন্ধ-জ্ঞান। তিনিই 'সদ্‌গুরু', যিনি এই 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' শিষ্যকে ভাল করিয়া 'উপদেশ' দিয়া প্রয়োজন-সাধনে অভিধেয় দেখাইয়া দেন। এই সম্বন্ধ-জ্ঞান পাইলে জীবের আর কি কোনপ্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করিতে বাকী থাকে? জড়ব্রহ্মাণ্ডে তোমার যত প্রকার বিজ্ঞান ও জ্ঞান চলিতেছে, তাহা সকলই জানা যায়।"

—'সমালোচনা' ২: তোঃ ১১।১০

"যিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য। কেবল বিতর্ক উৎপন্ন করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করিলে আচার্য্য-লাভ হয় না।

শ্রীদুর্গা-তত্ত্ব

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধন-শক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

(শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা ৪৪)

[স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিকজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী যাহা শক্তিই ভুবন-পূজিতা 'দুর্গা', যিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।]

যে-জগতে ব্রহ্মা অবস্থিত হইয়া গোলোক-নাথের স্তব করিতেছেন, সেই জগৎ—চৌদ্দভুবনাত্মক 'দেবীধাম', তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'দুর্গা'; তিনি—দশকর্মরূপ দশভুজাযুক্তা, বীরভাবে অবস্থিতা বলিয়া সিংহবাহিনী, পাপ-অসুরনাশিনী মহিষাসুরমর্দ্দিনী; শোভা ও সিদ্ধিরূপ সন্তানদ্বয়-বিশিষ্টা বলিয়া কার্ত্তিক ও গণেশের জননী; জড়ৈশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যা-রূপিনী লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যবর্ত্তিনী; পাপ-দমনে বহুবিধ বেদোক্তস্বরূপ বিশেষ-অস্ত্র-ধারিণী; কাল-শোভা-বিশিষ্টা বলিয়া কপর্দ্দোজ্জ্বিনী;—এই সকল আকৃতি-বিশিষ্টা দুর্গা; এই দুর্গা—গুণবিশিষ্টা। 'দুর্গ'-শব্দে কারাগৃহ; তটস্থশক্তি-প্রভব জীবগণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে যে প্রাপঞ্চিক-কারায় অবরুদ্ধ হন, তাহার দাত্রী 'দুর্গা'। কর্ম্মচক্রই তাহার 'দণ্ড'; অহির্ম্মুখ জীবগণের প্রতি এইরূপ শোধন-প্রণালী-বিশিষ্ট কার্য্যই গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম; দুর্গা তাহাই নিয়ত সম্পাদন করিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে জীবদিগের যখন সেই বহির্ম্মুখতা দূর হয় এবং অন্তর্ম্মুখতা উদিত হয়, তখন আবার গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে দুর্গাই সেই সেই-জীবের মুক্তির কারণ হন। সুতরাং অন্তর্ম্মুখ-ভাব দেখাইয়া কারারক্ষ্রী দুর্গাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট কৃপা লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। ধন, মান, পুত্রের আরোগ্য-প্রাপ্তি ইত্যাদি বরগুলিকে দুর্গার কপট কৃপা বলিয়া জানা উচিত। সেই দুর্গাই দশ-মহাবিদ্যারূপে প্রাপঞ্চিক জগতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের জন্য "জড়ীয় আধ্যাত্মিক লীলা" বিস্তার করেন। জীব—চিৎকণ স্বরূপ। তাঁহার কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-দোষ হইলেই তিনি মায়িক-জগতে মায়ার আকর্ষণ-শক্তি-দ্বারা বিক্ষিপ্ত হন; বিক্ষিপ্ত হইবা-মাত্র দুর্গা তাঁহাকে, কয়েদীর পোষাকের ন্যায় পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত একটি সূক্ষ্মদেহে আবদ্ধ করিয়া কর্ম্মচক্রে নিক্ষেপ করেন। জীব তাহাতে ঘূর্ণায়মান হইয়া সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরকাদি ভোগ করেন। এতদ্ব্যতীত সূক্ষ্মদেহের ভিতর মনো-বুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ একটি লিঙ্গ দেহও থেন। জীব এক স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া সেই সূক্ষ্মদেহ লিঙ্গদেহে অন্য স্থূল দেহকে আশ্রয় করেন। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অবিদ্যা-দুর্গা-প্রদত্ত লিঙ্গদেহ দূর হয় না। লিঙ্গদেহ দূর হইলে বিরজার স্নান করিয়া জীব গোলোকে গমন করেন। এই সমস্ত কার্য্যই দুর্গা গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে করিয়া থাকেন। "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ।" এই ভাগবত-বচনেই বহির্ম্মুখ জীবের সহিত দুর্গার সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। জড়-জগতে যে দুর্গার পূজা হয়, তিনিই এই 'দুর্গা'; কিন্তু ভদ্রকাল্যের আবরণে যে মন্ত্রময়ী দুর্গার উল্লেখ আছে, তিনি চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী। ছায়া দুর্গা তাঁহার দাসীরূপে জগতে কার্য্য করেন।

—ওঃ সং ওঃ মুঃ

অকিঞ্চনের রূপ

যাঁহার কিছু নাই, তাঁহাকে 'অকিঞ্চন' বলা হয়। অকিঞ্চনত্বের বিচারে যাঁহার কোনপ্রকার জড়ীয় অভিমান নাই,—তিনিই 'অকিঞ্চন'।

"উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।"

—চৈঃ চঃ আ ২০।২২

—ইহাই অকিঞ্চনতার যথার্থ স্বরূপ। উত্তম জন্ম বা কুল, ঐশ্বর্য বা ধন সৌষ্ঠব, শ্রুত বা পাণ্ডিত্য, শ্রী অর্থাৎ জড়ীয় রূপ—এই সকল বাহ্যদৃষ্টিতে থাকা বা না থাকা সত্ত্বেও যাঁহার তত্তদ্বস্তুর অস্তিত্ব বা অভাবে কোনপ্রকার জড়ের অভিমান নাই, কেবল শ্রীহরিপাদপদ্মে যাঁহার ঐকান্তিকী রতি ও প্রীতি- তিনিই যথার্থ 'অকিঞ্চন'।

'আমি কুলীন', 'আমি ধনী', 'আমি পণ্ডিত', 'আমি রূপবান্'—এইরূপ অভিমান যেরূপ অকিঞ্চনতার বিরুদ্ধ বিচার, রূপ 'আমি উচ্চকুলে জন্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই', 'আমার অর্থ নাই', 'আমি অতি দরিদ্র' 'আমার পাণ্ডিত্য নাই', 'আমার সৌন্দর্য নাই'—এইরূপ অভাববোধও অকিঞ্চনতার বিরুদ্ধ বৃত্তি। 'অকিঞ্চন' জড়ীয় সদ্ভাব বা অসদ্ভাবের বোধে মুগ্ধ হন না। 'অকিঞ্চন জড়সদ্ভাবকে প্রশ্রয় দেন, অথবা জড়ের কোন বস্তুর অভাবে—শোকে মুহ্যমান হন। শ্রীল রঘুনাথের ভাষায় বলিতে গেলে "যত আমি" অকিঞ্চনতার বিরুদ্ধ বিচার, তাহা বিভবের রূপ।

স্বরূপের রূপই—অকিঞ্চনতা। বিভবের রূপই—দাম্ভিকতা। অকিঞ্চনতা—মুখ্য; দাম্ভিকতা—বিভ্রী। অকিঞ্চনই—রূপবান্—রূপাশ্রিত। শরণাগত-অকিঞ্চনই—পরমহংস। অকিঞ্চন না হইলে নিত্যানন্দের কৃপা পাওয়া যায় না। নিত্যানন্দ জীবকে 'অকিঞ্চন' করিয়া ভক্তের পথে লইয়া যান। জাহ্নবা ও নিত্যানন্দ অকিঞ্চনের সেবায় ছলে আকৃষ্ট হইয়া জীবকে শ্রীরূপের চরণে লইয়া যান। শ্রীরূপ তখন ব্রজরসযুগলের সেবা প্রদান করেন।

দাম্ভিকের পৈশাচিক মূর্তি কখনই হরিগুরুবৈষ্ণব দেখিতে চাহে না। দাম্ভিক নিজে নিজেই ক্ষেপ পায়। দাম্ভিকতা পরব্যোমে বা তদূর্ধ্বে যাইতে পারে না।

শ্রীশ্রীবলদেবপাদ, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, শ্রীবীরাঘব প্রভৃতি আচার্যগণ 'অকিঞ্চন' শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—"নিষ্কাম"। বৈষ্ণবের ২৬টি লক্ষণের মধ্যে 'অকিঞ্চনতা' একটি লক্ষণ। ঐ ২৬টি লক্ষণের মধ্যে আবার 'কৃষ্ণৈক-শরণত্বই'—স্বরূপ-লক্ষণ। 'কৃষ্ণৈকশরণত্ব' ও 'অকিঞ্চনতা' একই তাৎপর্যপর। 'অকিঞ্চন' হইলেই 'কৃষ্ণৈকশরণ' হওয়া যায়। এইজন্য শ্রীদশাক্ষর-শিক্ষায় উক্ত হইয়াছে,—

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম।
'অকিঞ্চন' হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥
শরণাগতের, অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রধানরূপে আত্মসমর্পণ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২০,১৬

শ্রীগৌরসুন্দরের এই উক্তির দ্বারা অকিঞ্চনই যে পরমহংস, অকিঞ্চনই যে কৃষ্ণৈকশরণ ইহা প্রমাণিত হয়। 'অকিঞ্চন-ভক্ত' ও 'শরণাগত-ভক্ত'—এদের একই লক্ষণ। ইহাদের মধ্যে শরণাগতের 'আত্মসমর্পণ' রূপ একটি লক্ষণ অধিক। ভাগবতীয় সিদ্ধান্তে পরমহংসের অন্য কোন রূপ নাই। পরমহংস—অকিঞ্চন ও কৃষ্ণৈকশরণ। যিনি কৃষ্ণৈক-শরণ, তিনিই যথার্থ পরমহংসপদবাচ্য। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বী—ইহারা কেহ কর্মের শরণাপন্ন, কেহ নির্ভেদ জ্ঞানের, কেহ বা যোগের, কেহ বা ব্রতের, কেহ বা তপস্যার শরণাপন্ন বলিয়া একমাত্র কৃষ্ণের শরণাপন্ন নহেন। এজন্য তাঁহারা 'অকিঞ্চন' বা 'পরমহংস' পদবাচ্যও নহেন। তাই শ্রীরূপ-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলই অশান্ত॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১৪৯

"তৃণাদপি সুনীচ", "তরোরপি সহিষ্ণু", "অমানী মানদ", "সর্বদাই হরিকীর্তন-রত"—ইহাই অকিঞ্চনের 'রূপ'।

যাহারা ঐশ্বর্য শ্রুত-শ্রীর অভিমানে দৃপ্ত, কর্ম-জ্ঞান-যোগ-ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভক্তে দাম্ভিক, এমন কি, যাহাদের

তৃণের মত সাধারণভাবে মাথা উঁচু করিয়া থাকিবার চিত্তবৃত্তি আছে, তাহারা সকলেই বিনতাতে ডুবিয়া যাইবে। তৃণ হইতে সুনীচ বস্তুটি কি? ধূলিই তৃণ হইতেও সুনীচ। অকিঞ্চন আপনাকে সেই 'ধূলি' জ্ঞান করেন। কিসের ধূলি? প্রপঞ্চের 'ধূলি' নহে—শ্রীধামের ধূলি—ভক্তপদরেণুর ধূলি—অপ্রাকৃত হরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মের ধূলি। অকিঞ্চনের রূপ বা স্বরূপই—কৃষ্ণপাদপদ্মের ধূলি। তাই শ্রীগৌরসুন্দর অকিঞ্চনের রূপ তাঁহার গানে গাহিয়াছেন,—

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলী-সদৃশং বিচিন্তয়।
তোমার নিত্যদাস মুই, তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা।
কৃপা করি' কর মোরে পদধূলী-সম।
তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন॥"

—চৈঃ চঃ অ ২০।৩২-৩৩

আশ্রয়বিগ্রহ-সম্বন্ধিত বিষয়-বিগ্রহের পদধূলি, শ্রীরূপের পদধূলি, বৈষ্ণবের পদধূলিরূপে অভিমানই—অকিঞ্চনের 'অভিমান'। আশ্রয়বিগ্রহের পদধূলিতে আত্মবোধই তাঁহার স্বরূপোপলব্ধি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীল রঘুনাথ আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরূপের পাদপদ্মের ধূলির আকাঙ্ক্ষা করিয়া স্বীয় অসমোর্দ্ধ অকিঞ্চনতার রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন।

"আশ্রয়ানরূপং পতিতমিহ মাং নিত্য-পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপ-পদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥"

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নান কেলি,"

শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তিতেও আমরা শুনিয়াছি,—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

—ভাঃ ৭।৫।৩২

নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ নিরন্তবিষয়াভিমান পরমহংস মহদ্-বৈষ্ণবগণের পদরজে যে পর্য্যন্ত ঐ সকল ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ ব্যক্তি অভিষিক্ত না হয়, তৎকালাবধি তাহাদের মতি ভগবান্ উরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না, অর্থাৎ তাহারা মহৎ বা বৈষ্ণবগণের পদধূলি বরণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি তাহাদের বুদ্ধি বিনিষ্ট হয় না, (সুতরাং তাহাদের অনর্থ বা সংসার-বাসনাও অপগত হয় না,) বিশেষতঃ অনর্থরূপ সংসারের নিবৃত্তিই সেই ভগবৎপাদপদ্মস্পর্শিনী মতির একমাত্র তাৎপর্য্য।

নিষ্কিঞ্চনের পদধূলির আশ্রিত হওয়াই মানব-জীবনের প্রয়োজনের পরাকাষ্ঠা লাভ। নিষ্কিঞ্চন পরমহংসগণের পাদপদ্ম-সংলগ্ন ধূলিকণও পরমহংস ও অকিঞ্চন। তাঁহাদের সেই স্বরূপের কৃষ্ণের নাম 'বৈষ্ণ'। অকিঞ্চনগণ 'বৈষ্ণ' ও 'সহিষ্ণুতা'র অলঙ্কার পরিধান করেন। অকিঞ্চনগণ পূর্ব্ব-নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণের পদধূলির মুকুট পরিধান করিয়া বৈষ্ণবসাম্রাজ্যের সার্ব্বভৌম-পদে অধিষ্ঠিত হন।

"বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয়॥

—ইহাই অকিঞ্চনের ধর্ম্ম। অকিঞ্চনগণের স্বভাব নিম্নলিখিত একটি শ্লোকে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

ছিন্নং ছিন্নং পুনরপি পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং
ছিন্নং ছিন্নং পুনরপি পুনঃ স্বাদু চৈবেক্ষুখণ্ডম্।
দগ্ধং দগ্ধং পুনরপি পুনঃ কাঞ্চনং কান্তবর্ণং
ন প্রাণান্তে প্রকৃতিবিকৃতির্জায়তে সজ্জনানাম্॥

চন্দনকে যতই ঘর্ষণ করা হউক না কেন, তাহাতে তাহার সৌরভের ক্ষয় না হইয়া বরং প্রসারই হয়, ইক্ষু-খণ্ডকে যতই ছেদন করা হউক না কেন, তাহাতে তাহার মাধুর্য্যের হ্রাস না হইয়া প্রকাশই হয়, আর সুবর্ণকে যতই দগ্ধ করা হউক না কেন, তাহাতে দীপ্তির হানি না হইয়া বরং উজ্জ্বলতার বৃদ্ধিই হয়। এইরূপ সজ্জনগণের যে সৎস্বভাব, তাহা প্রাণান্তকর বিপত্তিকালেও বিকৃত না হইয়া বরং উৎকর্ষ-প্রাপ্তই হইয়া থাকে।

'তরোরপি সহিষ্ণু' একমাত্র ধরিত্রী। ধরিত্রীকে এজন্য 'সর্ব্বংসহা' বলা হয়। মাটি বা ধূলি সব সহ্য করে। প্রাকৃত বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়াছেন যে, ধূলিই আমাদিগকে সুখকর সূর্য্যালোক প্রদান করে। ধূলি না থাকিলে হয় সূর্য্যালোক অসহনীয় হইত, না হয় এমন একটা কৃষ্ণচ্ছায়া পড়িত, যাহার মধ্যে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইত না। এই যে আকাশ নীলবর্ণ দেখায়, প্রদীপের শিখা পীতবর্ণ দেখায়, ধূলিকণাই তাহার একমাত্র কারণ। যতই উপরে উঠা

যায়, ততই ধূলিকণা ক্ষুদ্রতর ও লঘুতর হইয়া আইসে। ঐসব ধূলিকণাতে কেবল নীলবর্ণ প্রতিফলিত হয়। এইজন্যই পরিষ্কার আকাশ নীলবর্ণ দেখায়।

ধূলিকণার সাহায্যে মেঘের সৃষ্টি হয়। এক একটি ধূলিকণার আশ্রয়ে এক একটি জলকণার উৎপত্তি হইয়া থাকে। যতগুলি ধূলিকণা থাকে, জলকণাও ঠিক ততগুলি হয়।

প্রাকৃত বিজ্ঞান অপ্রাকৃত বিজ্ঞানেরই হেয় ও খণ্ডিত প্রতিচ্ছবি। যাঁহারা আপনাদিগকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পদধূলি বলিয়া উপলব্ধি করেন, সেই অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-পদরেণুগণ জগতে অবতীর্ণ না হইলে কৃষ্ণসূর্য্যের আলোক জগতে এইরূপ সুখকরভাবে প্রকাশিত হইত না। জগতে এখন একটা যাহার ভাবসী ছায়া পড়িত, যাহার মধ্যে কোন রূপই দেখিতে পাওয়া যাইত না। অতএব হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পদধূলিগণই আমাদিগকে কৃষ্ণসূর্য্যের আলোক ও অপ্রাকৃত রূপ প্রদর্শন করেন। এই সকল ধূলিকণে শ্যামবর্ণ প্রতিফলিত হয়। নির্ম্মল আকাশ অর্থাৎ পরব্রহ্ম অপ্রাকৃত নীলদ্যুতি প্রকাশ করেন। তাই শ্রুতি গাহিয়াছেন,—

"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।"

—ছান্দোগ্য ৮।১৩।১

"শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির আশ্রয় পরম। শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীভাগের আশ্রয় করি এবং হ্লাদিনীর সারভাগের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করি।"

"কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি।"

—তৈত্তিরীয় ২।৭ অনুবাক্

কে বা শরীর ও প্রাণ চেষ্টা করিত, যদি সেই অখণ্ড ওঙ্কারস্বরূপী আনন্দস্বরূপ না হইতেন। তিনিই সকলকে আনন্দ দান করেন।

অপ্রাকৃত ধূলিকণা-বাতীত জগতে গোলোক-মহোৎসবের কাঞ্চনবৃষ্টির সৃষ্টি হইতে পারে না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বিন্দুকণসমূহ এই সকল অপ্রাকৃত ধূলিকণার সাহায্যেই বর্ষিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে।

ধার্ম্মিক রাবণ, যাহার 'বড় আমি' অভিমান, সে কখনও উপরে উঠিতে পারে না—সে বিরজার ডুবিয়া যায়; কিন্তু বৈষ্ণবের পাদপদ্মধূলিকণাসমূহ বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোমের সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইতে পারেন। ধূলিকণার ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, ইহা যতই উপরে উঠে, ততই আপনাকে ক্ষুদ্রতর ও লঘুতররূপে প্রকাশ করে, অর্থাৎ ততই ইহার অধিকনের রূপ প্রকাশিত হয়।

ভক্তপদধূলি হইবার বাসনা একমাত্র অধিকনগণেরই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। প্রাচীন আলোয়ারগণের অন্যতম হোত্তারড়িপ্পড়ি আলোয়ারের নাম "ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু"। ঠাকুর মহাশয়ের গীতিতেও শুনিতে পাই—

"বৈষ্ণবচরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
আর নাহি ভূষণের আশ।"

এই ক্ষুদ্র রূপ লইয়া ধূলিসৃষ্টি প্রকাশিত হয়। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পদধূলিগণ যখন সম্মিলিত স্বরূপ প্রকাশ করেন, তখনই তাঁহাদের মধ্যে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মের প্রকাশ হয়। অপ্রাকৃত পদধূলিগণ সর্ব্বদাই হরিগুরুপাদপদ্মে সংলগ্ন থাকিয়া হরিকীর্ত্তনধর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি একই তাৎপর্য্যপর। ধূলিকণাগণ স্ব স্ব আত্মস্বরিতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে ধূলিকণত্ব বা স্বরূপের ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট ও হরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম হইতে অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। ধূলিকণগণ হরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে সংলগ্ন থাকিয়াও পরস্পর মিলিত। তাঁহারা বহুতর্ত্বত্ব ও বহুজনসংবিদ্-ধর্ম্মকে পরিহার করিয়া একায়নত্বসিদ্ধ-ধর্ম্মই স্বীকার করেন।

অধিকন একায়নধর্ম্মী। বহু শাখা বা বহুতর্ত্বার সেবক নহেন—খণ্ডিচারী নহেন। অধিকন সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা হীনের—কাঙ্গালের রূপেই আত্মপ্রকাশ করেন। পরমহংসশিরোমণি শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর কথিত "কাঙ্গালিনীর ঠাকুরাণী" আর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কথিত "কাঁথা-করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গালের ঠাকুর"—(চৈঃচঃ মধ্য২৩।১৭৬) অধিকনের রূপ, স্বরূপ ও ধর্ম্ম প্রকাশ করিতেছে। যাহারা অধিকন, তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন, তাঁহাদের কোন প্রকার জড়ের দম্ভ নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদ-ধূলিরূপেই তাঁহারা গুরুদেবের মনোহভীষ্ট প্রচার ও আচার্য্যের কার্য্য করেন। যেমন প্রাচীরে বিজ্ঞাপন লাগাইবার নিষেধাজ্ঞা: প্রচারকারীকে নিজের প্রচারেরই বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে 'বিজ্ঞাপন লাগাইও না, 'Stick No Bills' প্রভৃতি বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে হয়, তদ্রূপ যিনি আচার্য্যের কার্য্য করেন, হরিকীর্ত্তন করেন,

গুরুপূজা করেন, শ্রীব্যাসপূজা করেন, গুরুপাদপদ্মের মহিমা প্রচার করেন, তাঁহাদেরও হয়ত নিজের কোন কোন বিষয়ের বিশেষ প্রচার করিবার বেগ সকলের পূর্ণ প্রাণ করিতে হয়, নিজের বিজ্ঞাপন পাঠাইয়া পত্রের বিজ্ঞাপন বাহির করিতে হয়। ইহাতে আচার্য্যের অকিঞ্চন-স্বরূপ নষ্ট হয় না। সর্ব্বোপরিই অকিঞ্চনের কথা। যিনি সর্ব্বোপরি, তিনিই পরমহংস—তিনিই অকিঞ্চন। তাই শ্রীগৌরসুন্দরের শেষ পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিয়া আমরা অকিঞ্চন বা পরমহংসের রূপের সঙ্কেত করিতেছি—

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥"

বৈষ্ণবদর্শনের ঐতিহাসিক দিগ্‌দর্শন

ভারতের তথা সমগ্র পৃথিবীর প্রাচীনতম সংহিতা ঋগ্বেদ যে এক অদ্বিতীয় পরতত্ত্ববস্তুর পরমপদের কথা জানাইয়াছেন, যিনিই 'বিষ্ণু', তাঁহার উপাসকদলই 'বৈষ্ণব'। জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, সকলেই সেই বিষ্ণুর উপাসক। সুতরাং বাহিরে যাঁহার যে ধর্ম্মের পোষাকই থাকুক না কেন, চেতন-স্বরূপে সকলেই বৈষ্ণব। 'বৈষ্ণব' বলিতে আমরা বর্ত্তমানে আমাদের ব্যবহার যে সকল বিকৃত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতীক অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছি, পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণব সেই জাতীয় বৈষ্ণব নহেন। যাঁহাদের চেতনের সর্ব্ব উদ্বুদ্ধ, তাঁহারাই বৈষ্ণব।

'দর্শন'-শব্দের সরল বাঙ্গালা অর্থ—'দেখা'। 'চক্ষু', 'বুদ্ধি', 'ধর্ম্ম', 'উপলব্ধি', 'শাস্ত্র' প্রভৃতি দর্শনশব্দের প্রতিশব্দ বা পর্য্যায়-শব্দ।

বৈষ্ণবদর্শন সেই জ্ঞান—যে জ্ঞানের দ্বারা 'বিষ্ণু' অর্থাৎ পরমেশ্বরের যথার্থ স্বরূপ এবং 'বৈষ্ণব' অর্থাৎ পরমেশ্বরের উপাসকগণের বা পরমেশ্বরের বস্তু বা অধীন যাবতীয় বস্তুর স্বরূপ দেখিবার মত চক্ষু, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, উপলব্ধি, পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান পরিস্ফুট হয়। বৈষ্ণব-দর্শন পাণ্ডিত্যের চরম-সীমা, তাহা চেতনের দর্শন। শুধু আনুমানিক মনীষা বা বুদ্ধির ব্যবহৃত নহে, বাগ্‌বৈখরীর দ্বারা দিগ্‌দিশেও নহে, তাহা বাস্তববস্তুর বাস্তব উপলব্ধি।

বৈষ্ণব-দর্শনের মূল তত্ত্ব এক ও অবিরোধী হইলেও বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্ত্তক ও আচার্য্যগণের প্রচারিত সিদ্ধান্ত এক একটি ভিন্ন ভিন্ন মত ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছে। অনেকে সম্প্রদায় বা সাম্প্রদায়িক মতের কথা শুনিলেই শিহরিয়া উঠেন। ঐরূপ করিবার যথেষ্ট কারণও আছে। কিন্তু সারগ্রাহী ও দূরদর্শী আচার্য্যগণ বিবাদ, বিসম্বাদ, কুতর্ক কিম্বা অন্যায় গোঁড়ামী সৃষ্টি করিবার জন্য সম্প্রদায়-প্রণালী জগতে প্রচার করেন নাই। 'স্বাধীন চিন্তা'র নামে উচ্ছৃঙ্খলতা, নাস্তিকতা ও অসৎ-সাম্প্রদায়িকতারূপ সত্তানিরোধী শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সুদৃঢ় দুর্গরূপ সৎসম্প্রদায়সমূহ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন সুপ্রাচীনকাল হইতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের চারিটি বিভাগের কথা শুনিতে পাওয়া যায় :—

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ।
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ।

অর্থাৎ কলিতে এই চারিটি মূল আদি আচার্য্যের নামানুসারে চারিটি সম্প্রদায় প্রকাশিত হইবে,—(১) শ্রী, (২) ব্রহ্মা, (৩) রুদ্র ও (৪) সনক-সনাতন-সনন্দন-সনৎ-কুমার—এই চতুঃসন।

এই সম্প্রদায়াচার্য্যচতুষ্টয়,—সকলেই ভুবন পাবন বৈষ্ণব।

ইহারা সকলেই উৎকলের শ্রীপুরুষোত্তম হইতে প্রকাশিত হইয়েন। লক্ষ্মীদেবী—রামানুজকে, ব্রহ্মা—মধ্বাচার্য্যকে, রুদ্র—বিষ্ণুস্বামীকে এবং চতুঃসন—নিম্বার্কাচার্য্যকে শিষ্যরূপে স্বীকার করিয়া ঐ চারিটি সম্প্রদায়-ধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক ক্রম বিচার করিলে এই চারিজন আচার্য্যের মধ্যে আদি শ্রীবিষ্ণুস্বামীর অভ্যুদয়ই সর্ব্বাগ্রে লক্ষিত হয়। তৎপরে শ্রীরামানুজ এবং তৎপরে শ্রীমধ্বাচার্য্য। শ্রীরামানুজ ও মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক কাল নির্ণীত হইয়াছে, যদিও তৎসম্বন্ধে অতি সামান্য মতভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্কের আবির্ভাবের যথার্থ ঐতিহাসিককাল পাওয়া যায় না।

ত্রিবিধ বিষ্ণুস্বামীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারা যথাক্রমে আদি বিষ্ণুস্বামী বা দ্রবিড়স্থ বিষ্ণুস্বামী, দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামী বা রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামী এবং তৃতীয় বিষ্ণুস্বামী বা আন্ধ্র-বিষ্ণুস্বামী নামে পরিচিত হইয়াছেন। গুরুপুর তৃতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত দাক্ষিণাত্যে মাদুরা প্রদেশের অধিবাসী দেবেশ্বর ভট্টদেশিকের পুত্রই আদি বিষ্ণুস্বামী। তিনি বেদান্তাবলম্বনে 'সর্ব্বজ্ঞসূক্ত' নামে এক ভক্তিপর ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রচনা করেন। বর্ত্তমানে সেই গ্রন্থ লুপ্ত। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধরস্বামী ও সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহের লেখক সায়নমাধব যথাক্রমে বিষ্ণুস্বামীর সেই ব্যাখ্যা-গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু অংশ শ্রীমদ্ভাগবতের ভাবার্থদীপিকা টীকা ও রসেশ্বর-দর্শনের মধ্যে উদ্ধার করিয়াছেন। আদি বিষ্ণুস্বামীর অবতন সাতশত ত্রিসপ্ততিসন্ন্যাসী ও আচার্য্য উক্ত ব্যাখ্যানুযায়ী বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। উক্ত বিষ্ণুস্বামী বেদান্তাবলম্বনে যে ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থের নাম—'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'। ইহা শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বের কথা। শঙ্করাচার্য্য ৬৮৭ খৃষ্টাব্দে (?) দাক্ষিণাত্যের কেরলদেশের অন্তর্গত কালাড়িগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে সরস্বতী, গিরি, ভারতী, পুরী, তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, পর্ব্বত ও সাগর—এই দশনামী একদণ্ডিসন্ন্যাসীর মধ্য প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া সাধারণে প্রচারিত আছে, তাহা আদি বিষ্ণুস্বামীর অবতন সাতশত ত্রিসপ্ততি-সন্ন্যাসীর অনেক পরের কথা। আদি বিষ্ণুস্বামী প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসীর ১০৮টি নাম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন; শঙ্করাচার্য্য পরবর্ত্তিকালে তাহা হইতে ১০টি নাম বাছিয়া লইয়া দশনামী সন্ন্যাসীর প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য ও বিষ্ণুস্বামী—উভয়ের বৈদান্তিক মতকেই 'অদ্বৈতবাদ' বলা হয়। পণ্ডিতগণ বিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্তকে 'শুদ্ধাদ্বৈত' এবং শঙ্করাচার্য্যের মতবাদকে 'বিদ্ধাদ্বৈত' বা 'কেবলাদ্বৈত' নাম দিয়াছেন। শুদ্ধাদ্বৈত ও কেবলাদ্বৈত-মতবাদে অতিসূক্ষ্ম ভেদ আছে। ভেদ এত সূক্ষ্ম যে, সাধারণ লোক একটিকে আর একটি বলিয়া ভ্রমে পতিত হয় এবং তাহাতে সনাতন-ধর্ম্মের মূল ভিত্তিকেই বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। এইজন্য অনেকে শ্রীধর স্বামীকে শঙ্করাচার্য্যেরই মতাবলম্বী অথচ কিঞ্চিৎপরিমাণে কতিপয়নিষ্ঠ অদ্বৈতবাদী বলিয়া ভ্রম করেন। বস্তুতঃ শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য ও মতাবলম্বী; কারণ, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় এবং তাঁহার লিখিত অন্যান্য টীকা ও গ্রন্থে বিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্তকেই সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন এবং তাঁহাকেই আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সায়নমাধব 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ' গ্রন্থের অন্তর্গত রসেশ্বর-দর্শনে বিষ্ণুস্বামীর মত উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিষ্ণুস্বামী নৃসিংহের উপাসক ছিলেন। শ্রীধরস্বামী ও নৃসিংহ-দেবকেই তাঁহার অভীষ্ট দেবতা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার ভাবার্থদীপিকার আদিতে, মধ্যে ও অন্তে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুস্বামী উৎসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক রুদ্রকে 'গুরু' বলিয়া বরণ করিয়াছেন, শ্রীধরস্বামীও ভাবার্থদীপিকার মঙ্গলাচরণে 'রুদ্র'কেই গুরু-রূপে স্বীকার করিয়া স্বসম্প্রদায়ানুসারে ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময় হইতে ন্যূনাধিক এগার শত বৎসর পূর্ব্বে দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামী বা শ্রীরাজগোপাল বিষ্ণুস্বামীর অভ্যুদয়ের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইনি কাঞ্চিতে বরদরাজ বা রাজগোপালবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তথায় নিজ আসন প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি স্বারকায় রণছোড়লাল-বিগ্রহ এবং সাতটি প্রসিদ্ধ মোক্ষদায়িকা-পুরীতে বিষ্ণুমূর্ত্তিসমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়া বেদান্তের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বিল্বমঙ্গল পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদী ছিলেন, পরে রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামী বা দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর প্রসিদ্ধ অর্থাৎ বিল্বমঙ্গল শিষ্য হইয়া রাধাকৃষ্ণ বৈষ্ণবধর্ম্ম স্বীকার করেন। এসম্বন্ধে বিল্বমঙ্গলের রচিত একটি সুন্দর শ্লোক আছে,—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্থানস্থিতাননে-লক্ষকীকাঃ।
গঠেন কেনাপি বয়ং পঠেম
যাসীকৃতা গোপবধূবিটেন।

অর্থাৎ স্বপক্ষ-সমর্থন-বিপক্ষীয়-দোষরহিত অদ্বৈত-মার্গের পথিকগণের উপাস্য আস্বাদনের আদর্শে দীকাপ্রাপ্ত হইয়াও আমি কপট গোপবধূলম্পটের দ্বারা বলাৎকারে তাঁহার দাসী হইয়া পড়িয়াছি। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য্য আমাকে ব্রহ্মানন্দ হইতে আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণদাসিকা করিয়া ফেলিয়াছে।

তৃতীয় বিষ্ণুস্বামী ও অন্য বিষ্ণুস্বামীর গুরুত্ব শিষ্য-পরম্পরায় বোধস্থটু, প্রেমাকর ভট্ট ও লক্ষ্মণ ভট্ট আবির্ভূত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ ভট্টেরই পুত্র শ্রীবল্লভ ভট্ট—যিনি পরবর্ত্তিকালে 'শ্রীবল্লভাচার্য্য' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীচৈতন্যদেব হইতে বয়সে সাতবৎসরের বড় ছিলেন অর্থাৎ বল্লভ ভট্ট ১৪০০ শকাব্দায় এবং মহাপ্রভু ১৪০৭ শকাব্দায় আবির্ভূত হন। উভয়ের সহিত যে সাক্ষাৎকার ও আলাপাদি হইয়াছিল, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিপিবদ্ধ আছে। বল্লভাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের 'অণুভাষ্য' নামক একটী ভাষ্য রচনা করেন। শিষ্যগণ তাঁহার মতকে 'শুদ্ধাদ্বৈত'মত ও তাঁহাকে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ের শ্রীধরস্বামি-পাদের ভাগবত-টীকার সহিত বল্লভাচার্য্যের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। এই জন্য তিনি শ্রীধরস্বামিপাদের 'সুবোধিনী' নাম্নী টীকা লিখিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের পুরীতে অবস্থানকালে তাঁহার কিয়দংশ তাঁহাকে শুনাইতে চাহিলে শ্রীচৈতন্যদেব

"স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥"
(চৈঃ চঃ অ ৭।১১১)

—এইরূপ বলিয়া বল্লভাচার্য্যের শ্রীধর স্বামীর প্রতি অদ্বেষ ও অপস্বাদপূর্ণ আক্রমণের প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন যে, শ্রীধরস্বামী জগদ্-গুরু, তাঁহার নিন্দাতে কোন-মূল নাই। তিনি কেবলাদ্বৈত-বাদের ব্যাখ্যা করেন নাই, শুদ্ধভক্তিরই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের এই অভিমত অনুসারে শ্রীল জীবগোস্বামী শ্রীধর স্বামীকে 'জগদ্গুরুত্তম' বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে জানা যায়, বল্লভ ভট্ট শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট পরে কিশোরগোপাল-মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীযাদবাচার্য্যের নিকটই বল্লভভট্ট শেষ বয়সে দ্বিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

বিষ্ণুস্বামীর পরে অথবা বিষ্ণুস্বামীর আগেই আচার্য্য নিম্বাদিত্যের আবির্ভাব কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা আধুনিক কালে আপনাদিগকে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা নিম্বার্ককে বহু প্রাচীন বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।১১) কবিচমসীক্ষিতসেনায় যে 'অরুণ মুনি' সমাগত হইয়াছিলেন, সেই বংশের 'আরুণি' নামক এক ব্যক্তির পুত্রই পরে নিম্বাদিত্য নামে খ্যাত হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ স্মৃতি নির্ণয়সিন্ধু গ্রন্থে (রচনা-কাল—ত্রয়োদশশতক শতাব্দী) শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের নামের উল্লেখ দেখা যায়। বেদান্তের যে ভাষ্য বর্ত্তমানে নিম্বার্কের ভাষ্য বলিয়া পরিচিত, তাহাতে দেখা যায়, সনৎকুমার ঋষির শিষ্য নারদ ও নারদের শিষ্য নিম্বার্ক ছিলেন। নিম্বাদিত্যের প্রচলিত বেদান্ত-ভাষ্যের নাম—বেদান্তপারিজাতসৌরভ। কেহ কেহ প্রাচীন দ্বৈতা-দ্বৈতবাদী ভাস্করাচার্য্য ও নিম্বাদিত্যকে একই ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন। পারিজাত-সৌরভের কিঞ্চিৎ বিচার করিয়া নিম্বার্কের শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য বেদান্ত-কৌস্তুভ-নামে একটি ভাষ্য রচনা করেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রায় সমসাময়িক কাশ্মিরীকেশব বেদান্ত-কৌস্তুভের 'কৌস্তুভ-প্রভা' নাম্নী একটি চুর্ণিকা রচনা করেন। কৃষ্ণগড় উদয়পুর সলিমাবাদে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রধান গদি আছে। মথুরা জেলায়, বৃন্দাবন-সহরে, নদীয়া আকনি-ঘাটে (আয়া ঘাটায়) নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

নিম্বাদিত্য বেদান্তভাষ্যের যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার নাম দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং নিম্বাদিত্য হইতে যে সম্প্রদায় বাহির হইয়াছে, তাহা 'নিম্বার্কীয় সম্প্রদায়' নামে প্রসিদ্ধ।

কেহ কেহ বলেন,—প্রাচীন নিম্বার্ক-সম্প্রদায় বহু পূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান নিম্বার্কীয় সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য-দেব ও তৎপরবর্ত্তী গোস্বামিগণেরও পরে প্রকাশিত হইয়াছে।

করেন, সাধনমানবের সর্ব্বধর্মসংগ্রহে বিষ্ণুস্বামী, রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যের নাম ও প্রচারিত মতের উল্লেখ আছে, কিন্তু নিম্বার্কের বা তাঁহার প্রচারিত মতের কোন নাম গন্ধ নাই। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামীও বিষ্ণুস্বামী, রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যের নাম তাঁহার বৈষয়িক গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কোন নাম উল্লেখ করেন নাই। ইহার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য আছে কি না, ভাবী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবগণ অনুসন্ধান করিবেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্য মাদ্রাজ হইতে প্রায় তের ক্রোশ পশ্চিমে পেরেম্বেদুর গ্রামে ৯৩৮ শকাব্দায়, কোন কোন মতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কেশবভট্ট ও কান্তিমতীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্বের নাম ছিল—লক্ষ্মণদেশিক। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণের পর "শ্রীরামানুজাচার্য্য" নাম হয়। ইনি বেদান্তের অতি প্রাচীন-ভাষ্য বোধায়ন-বৃত্তি অবলম্বনে বেদান্তের ভাষ্য রচনা করেন। কাশ্মীর প্রদেশের অন্তর্গত সারদাপীঠে (বুদ্ধবুরো) উক্ত বোধায়ন-বৃত্তি গুপ্ত ছিল। শ্রীরামানুজাচার্য্যের রচিত বেদান্তভাষ্যের নাম—"শ্রীভাষ্য" এবং তাঁহার মতের নাম—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের ত্রয়োবিংশতি অধস্তনরূপে রামানন্দ আবির্ভূত হন। নাভাদাসের হিন্দী ভক্তমালের টীকাকারের মতে 'রামানন্দ স্বামীর পূর্ব্ব নাম ছিল—রাঘবদত্ত। রাঘবদত্ত রাঘবানন্দের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'রামানন্দ' নামে পরিচিত হন। হিন্দী ভক্তমালের টীকাকার প্রভৃতির মতে রামানন্দ ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যায় তিনি দেহত্যাগ করেন। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়। কর্ণেল সাহেব বলেন,—রামানন্দের অভ্যুদয়কাল ১৪২৫ অথবা ১৪০০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী। কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রামানন্দের অভ্যুদয়কাল-সম্বন্ধে প্রায় সকলেরই একমত। শ্রীরামানন্দের শিষ্য কবিরের কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু সেই কবিরের মত শুদ্ধবৈষ্ণবমত নহে। নির্ব্বিশেষমুক্তিই কবিরের মতের চরম লক্ষ্য। আধুনিক রামানন্দীগণ দুইজন কবিরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদী কবিরকে কবিরপন্থি-দলের প্রবর্ত্তক এবং রামানন্দের শিষ্য কবিরকে মূল কবির বা রামকবির বলিয়াছেন। রামানন্দীয়গণ অনেক সময় রামানন্দস্বামীকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ভাষ্যকার ও রামানুজাচার্য্যের অনুগত বলিতে চাহেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার করিয়া অনেকেই বলিয়াছেন যে, রামানন্দ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর পরিবর্ত্তে প্রচ্ছন্ন অদ্বৈতবাদী। কর্ণেল সাহেব প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরও এই জাতীয় মত। রামানন্দি-সম্প্রদায়ের বিরক্ত সাধুগণ 'রমাইৎ' বা 'রামাইৎ' নামে প্রসিদ্ধ এবং তাঁহারা রামসীতার উপাসক। শ্রীরামানুজাচার্য্য ও তৎসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবের কাল সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ ১০৩০ শকাব্দা, কেহ বা ১১২১ শকাব্দার পর, কেহ বা ১১০০ শকাব্দা, কেহ বা ১১৬০ শকাব্দায় শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবের সময় নির্ণয় করেন। তবে ১১৬০ শকাব্দাই সর্ব্বতোভাবে সমীচীন বলিয়া অনেকে [illegible] নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ কানাড়া জেলার প্রধান নগর ম্যাঙ্গালোরের উত্তরে উড়ুপী গ্রামে নারায়ণ ভট্ট ও বেদবতী দেবীর পুত্র বাসুদেব বিজয়-দশমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১১ বৎসর বয়সে উড়ুপী গ্রামে অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'আনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্য' নামে বিখ্যাত হন। তিনি ব্রহ্মসূত্রের একটী ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া তাহাতে শুদ্ধ বৈতবাদ প্রচার করেন। এই বৈত-সিদ্ধান্ত প্রচারের জন্য তিনি আরও অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গীতা-ভাষ্য, উপনিষৎসমূহের ভাষ্য, ঋগ্বেদের ভাষ্য, মহাভারত ও ভাগবতের তাৎপর্য্য এবং স্তোত্র, স্মৃতি ও তত্ত্ব-বিচারপূর্ণ ৩৮টী গ্রন্থ শ্রীমধ্ব-গ্রন্থাবলীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমধ্বাচার্য্যের বেদান্তভাষ্যের বা ভাষ্য-গ্রন্থাবলীর বিশেষত্ব এই যে, তিনি নিজে অধিক কথা লেখেন নাই; কিন্তু বেদের সুপ্রাচীন বিভিন্ন শাখা হইতে ও পুরাণ, স্মৃতি, পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বেশী অসংখ্য সমর্থক প্রমাণ-বাক্যসমূহ উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন যে, তিনি প্রামাণিক শাস্ত্রের ও পূর্ব্বাচার্য্যগণের বাক্যাবলী তাঁহার মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, কোন স্বকপোল-কল্পিত বিচার বা মত প্রচার করেন নাই। বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক, রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ তাঁহাদের নিজ নিজ মতের সহিত 'অদ্বৈত' কথাটির সংযোগ করিয়াছেন; যেমন—শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত। কিন্তু শ্রীমধ্বাচার্য্য 'অদ্বৈত'-কথাটি সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিয়া তাঁহার মতকে 'শুদ্ধদ্বৈতবাদ' বলিয়াছেন।

যেখানে দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ কথা আছে, সেখানে দ্বৈত বা ভেদই প্রবল, সুতরাং অদ্বৈত বা অভেদ অংশের সহিত দ্বৈত বা ভেদ-পক্ষ সংযুক্ত করিবার কোন সার্থকতাই থাকে না। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমধ্বাচার্য্যের দ্বৈত-বাদকেই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের অনুগত সম্প্রদায়—ব্রাহ্ম-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়। কেবল-ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের সহিত ব্রাহ্মগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য আছে। ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের বা তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের—মত শুদ্ধদ্বৈতবাদ, আর শ্রীব্রাহ্মগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত—অচিন্ত্যভেদাভেদ। শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতের তৎকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়-ভাষ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ব্বোক্ত চারিজন আচার্য্যের ন্যায় সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যমাত্র নহেন; তিনি স্বয়ং পূর্ণতম ভগবান্। কাজেই এই চারিজন আচার্য্যের মতে যেসকল অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহা তিনি পূরণ করিয়া চারিটি মতের সমন্বয় বিধানপূর্ব্বক অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। শ্রীল জীবগোস্বামী বেদান্তের ভাষ্যের ব্যাখ্যামূলক 'ষট্‌সন্দর্ভ' নামক গ্রন্থের অনুব্যাখ্যা সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থে এই অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব বা গোস্বামিগণ বেদান্তসূত্রের কোন ব্যাখ্যা লিখিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। কারণ, শ্রীচৈতন্যদেব কাশীতে বৈদান্তিক সন্ন্যাসি-গুরু প্রকাশানন্দের সহিত ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত বৈদান্তিক বিচারকালে জানাইয়াছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের রচিত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। অন্যান্য ভাষ্যে নানাবিধ ব্যক্তিগত মত ও স্বকপোল-কল্পনা আসিয়া পড়িয়াছে। যিনি বেদান্তের সূত্রকর্ত্তা, তিনিই তাহার ব্যাখ্যাতা,—ইহা একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের দৃষ্টান্তেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্বদ্বন্দ্বী আছে যে, পরবর্ত্তিকালে জয়পুরের জয়সিংহের সময়ে রামানন্দী সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সাম্প্রদায়িক বেদান্তভাষ্য নাই'—এইরূপ আক্ষেপ উঠাইলে তদানীন্তন প্রসিদ্ধ আচার্য্য ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অনুজ্ঞায় তাঁহার অনুগত পণ্ডিত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ সপ্তদিবসের মধ্যে ব্রাহ্মগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তমূলক ভাষ্য রচনা করেন। ইহাও কথিত আছে যে, জয়পুরের শ্রীগোবিন্দদেবের স্বপ্নাদেশে উক্ত ভাষ্য প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া ঐ ভাষ্যের নাম হইয়াছে—"গোবিন্দভাষ্য"। বলদেব বিদ্যাভূষণ-বেদান্ত ও তাঁহার গোবিন্দভাষ্য অবলম্বন করিয়া আরও অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে সিদ্ধান্তরত্ন বা ভাষ্যপীঠক, সিদ্ধান্ত-দর্পণ, প্রমেয়রত্নাবলী, বেদান্তস্যমন্তক প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

বলা বাহুল্য যে, শ্রীবিষ্ণুস্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক আচার্য্যের বেদান্তভাষ্যেই কেবলাদ্বৈতবাদের খণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য এবং শ্রীব্রাহ্মগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বেদান্তাচার্য্য শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভুর গ্রন্থসমূহ কেবলাদ্বৈতবাদের কৃতান্ত-স্বরূপ। শঙ্করাচার্য্যের যে ভাষ্য বর্ত্তমানে প্রচারিত আছে, তাহাতে কেবলাদ্বৈতমতবাদের বা আচার্য্যশঙ্করের কোন নামোল্লেখ বা খণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাতে কেবল তাঁহার মতস্থাপনের যুক্তি ও চেষ্টাই লক্ষিত হয়। ইহা দেখিয়া এক শ্রেণীর ব্যক্তি বলেন,—এই মত আধুনিক বলিয়াই তাহাতে অপর কোন মতের বিশেষ খণ্ডন নাই। আবার অন্য সম্প্রদায় বলেন যে, নিম্বার্কমত অতি প্রাচীন বলিয়াই তাহাতে অন্যান্য মতের খণ্ডন নাই: এই সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী কতিপয় পণ্ডিত, যেমন—'পরপক্ষ-গিরিবজ্র' গ্রন্থের রচয়িতা মাধব মুকুন্দ, বেদান্তরত্নমঞ্জুষাকার অনন্তরাম, জহ্নুত্ত সুরক্রমকার পুরুষোত্তমপ্রসাদ প্রভৃতি কেবলাদ্বৈতবাদের খণ্ডন করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-মহোৎসব

ষট্‌পঞ্চাশত্তম দিবস—১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮। পাঠ-পারায়ণাদি পূর্ব্ববৎ। অপরাহ্নে শ্রীসাধ্বেত প্রবণসদনে একটি সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীশ্রী-আচার্য্য-পূজার অবশিষ্ট অভিনন্দনপত্রসমূহ পাঠ করা হয়। নিম্নে তৎসমুদয়ের নাম ও তৎপাঠে পাঠকগণের নাম প্রদত্ত হইল :—

'বংকিঞ্চিৎ' ও 'গুর্ব্বঞ্জ' (বাংলাগদ্য—নদীয়াপ্রকাশ গুরুপূজা-সংখ্যা)—শ্রীপাদ অপ্রাকৃত দাসাধিকারী, 'ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি' (বাংলা পদ্য—গয়া গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ-প্রদত্ত)—শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যাবিনোদ বি.এ, 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' (বাংলা পদ্য—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউটের শ্রীআচার্য্যচরণাশ্রিত ছাত্রবৃন্দ প্রদত্ত)—শ্রীরাধানাথ দাস, 'আর্ত্তি-পুষ্পাঞ্জলি' (বাংলাপদ্য—শ্রীনবাচল গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ প্রদত্ত)—শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, 'Sree Sree Gurupuja' (ইংরাজী পদ্য)—শ্রীপাদ ব্রজগোপাল ব্রহ্মচারি-লিখিত ও পঠিত, 'পূজার প্রার্থনা'। বহুভদ্রশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবকসমিতি-প্রদত্ত)—শ্রীপাদ অনন্ত মাধবদেব ব্রহ্মচারী, 'নমনিবেদন গীতিকা' (বাংলা পদ্য—মেদিনীপুর শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবক-সম্মিলনীর সেবকবৃন্দ প্রদত্ত)—শ্রীপাদ পুলিনবিহারী দাসাধিকারী, 'আর্ত্তি-অর্ঘ্য' (বাংলা পদ্য—রেঙ্গুন-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ-প্রদত্ত)—শ্রীপাদ গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' (বাংলা গদ্য—পাবনা জেলাবাসী ভক্তবৃন্দ প্রদত্ত)—শ্রীপাদ পদ্মপাদ-পঙ্কজধূলিদাসাধিকারী, 'প্রণিপাত পুষ্পাঞ্জলি' (বাংলাগদ্য—শ্রীপাদ ভবরাণবন্দ্যদাসাধিকারী লিখিত)—শ্রীপাদ জগমোহন ব্রহ্মচারী, 'ভক্তার্ঘ্য' (বাংলাপদ্য—শ্রীপাদ সহস্রানন্দদাসাধিকারী লিখিত)—শ্রীপাদ অবধূতানন্দ ব্রহ্মচারী, 'আচার্য্য-আরতি' (বাংলাপদ্য—শ্রীপাদ অনাদি-কৃষ্ণ ব্রহ্মচারিলিখিত)—শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী, 'সপ্রণতি পুষ্পাঞ্জলি' (বাংলাগদ্য—গয়া হইতে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গী দাসাধিকারী লিখিত,—শ্রীপাদ গোপালকৃষ্ণ দাসাধিকারী, 'দীনের প্রণাঞ্জলি' (বাংলা গদ্য—শ্রীকমলাদেবী লিখিত)—শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, 'শ্রীশ্রীগুরু-পূজায়াং প্রণতি-নিজ্ঞাপনম্' (সংস্কৃত পদ্য—পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ লিখিত)—ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, 'দীনের প্রার্থনা' (বাংলা গদ্য—শ্রীকমলাদেবী লিখিত)—শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, 'শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল আচার্য্যদেব' (বাংলা গদ্য—'গৌড়ীয়'-সম্পাদক লিখিত, নদীয়া-প্রকাশ গুরুপূজা-সংখ্যায় প্রকাশিত)—শ্রীপাদ অধিরজ ব্রহ্মচারী, 'শ্রীশ্রীগুরু-পূজা' (বাংলা গদ্য—শ্রীগুরুপূজা-সংখ্যা-নদীয়া প্রকাশ সম্পা-দকীয়)—শ্রীজগবানন্দ ব্রহ্মচারী, 'An Humble Offer-ing' (ইংরাজী গদ্য—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ গুরু-কৃষ্ণদাস লিখিত)—শ্রীপাদ ভবরঞ্জিত্ দাসাধিকারী বি-এল, 'শ্রীগুরুপূজার অধিকারী কে?' (বাংলাগদ্য—শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল লিখিত, নদীয়াপ্রকাশ গুরুপূজাসংখ্যায় প্রকাশিত)—শ্রীপাদ অদ্ভুতানন্দ সেবাবিলাস, মাদ্রাজের পত্রত্রয় (বাংলা গদ্য—মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠের শ্রীপাদ সুরেন্দ্রদুর্গাদাস, শ্রীপাদ বিশ্বম্ভরদেব দাস ও শ্রীগদা-ধর-চৈতন্যদাসাধিকারী লিখিত)—শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল প্রভু 'অঞ্জলি' (ওড়িয়া গদ্য—আলালনাথ-আর্ত্তাশ্রমের সেবকবৃন্দ-প্রদত্ত)—শ্রীপাদ নিত্যা-নন্দ দাস ব্রহ্মচারী।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক হস্তলিখিত ও মুদ্রিত অভি-নন্দনপত্র সময়াভাবে পঠিত হইতে না পারিলেও তৎ-সমুদয় শ্রীগুরুপূজার উপায়নরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

অভিনন্দনপত্রাদির পাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেবের বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবনলীলার স্মৃতিমুখে একটি বক্তৃতা করেন। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ শ্রীধর মহারাজ "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বঙ্গসাহিত্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

সপ্তপঞ্চাশত্তম বিবস—২রা সেপ্টেম্বর ১৯০৮ শুক্রবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-বাসর। মঙ্গলারাত্রিক-কীর্তন সমাপ্ত হইলে শ্রীল আচার্যদেবের নির্দেশানুসারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা হইতে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ হয়। প্রথমে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত [illegible], পরে শ্রীপাদ সাধু মহারাজ ও শ্রীপদ্মলোচন ব্রহ্মচারী ক্রমে উক্ত গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ বামাবর মহারাজ, শ্রীপাদ হংসদূত ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দ শ্রীল আচার্যদেবের নির্দেশানুসারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতাবলী হইতে শ্রীরাধাষ্টকের একএকটি গীতি কীর্তন করেন, সংস্কৃত শ্রীরাধাষ্টকও কীর্তন করা হয়। এদিকে শ্রীমন্দিরে পূর্বাহ্নে যথারীতি নৈমিত্তিক পূজা ভোগরাগ সমাপ্ত হইয়া মধ্যাহ্নে পুনরায় শ্রীশ্রীরাধাবিনোদপূজা ও ভোগরাগ সম্পাদিত হয়। ভোগারাত্রিক-কীর্তন সমাপ্ত হইতে বেলা ১টা বাজিয়া গিয়াছিল। মহাপ্রসাদ সম্মানান্তে পুনরায় কীর্তন আরম্ভ হয় সন্ধ্যার পর শ্রীনামব্রতপ্রবন-সদনে একটি সভার অধিবেশন হয়। সভার প্রারম্ভে শ্রীপাদ স্বামিকারানন্দ ব্রহ্মচারীজী 'রাধে জয় জয় মাধবদয়িতে' এই সংস্কৃত গীতিটি কীর্তন করিলে শ্রীপাদ সাধু মহারাজ ও অপ্রাকৃত প্রভু যথাক্রমে শ্রীরাধাবির্ভাবসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীপাদ বামাবর মহারাজ শ্রীরাধাষ্টক ও অন্যান্য মহাজন-পদাবলী কীর্তন করেন। প্রায় দুই সহস্র পুরুষ ও মহিলাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অদ্য শ্রীপাদ স্বামিকারানন্দ ব্রহ্মচারীজী সমগ্র শ্রীমন্ত্রপত্র পারায়ণ সমাপ্ত করেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম বিবস—৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ শনিবার। পাঠাদি পূর্ববৎ। সন্ধ্যার পর পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী কবিরত্ন "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বেদান্ত-সাহিত্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। 'অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং', 'অন্নপলব্ধেঃ হি তৎপ্রধানেষাং', 'আবৃত্তিঃ-সকৃদুপদেশাৎ', 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' ইত্যাদি সূত্র-তাৎপর্য্যাবলম্বনে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বিষয়ে অনেক কথা বলেন। এই দিবস অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাসাধিকারী ২০নং লার্কুলারগার্ডেনরীচ রোডে শ্রীযুক্ত কেদারমোহনদাস মহাশয়ের ভবনে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ভাগবতধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা করেন. শ্রীপাদ ভক্তিসৌধ ভক্তিমৈত্রেয় ভক্তিশাস্ত্রী ৩নং লাপলডাউন রোড স্থিত শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন মহোদয়ের 'একবার' নামক ভবনে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার পূর্বে মাঃ মাঃ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীজীও কিছু বলেন।

উনষষ্টিতম বিবস—৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯০৮ রবিবার। পাঠাদি পূর্ববৎ। সন্ধ্যায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌-স্টিটিউটের দ্বিতলোপরিস্থ পাঠাগারে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজের সভাপতিত্বে মাঃ মাঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী 'ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ও ভাগবতধর্ম' বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। সভাপতির আসনীয় মহারাজ মহাশয়ের সভাপতি হইবার কথা ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন সভায় যোগদান করিতে না পারিয়া মহারাজ মহাশয় একখানি পত্র প্রেরণ করেন। মাঃ মাঃ অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার সেই পত্রখানি সভাস্থলে পাঠ করিয়া শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজকে সভাপতির আসন গ্রহণার্থ প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রস্তাবে ও ময়মনসিংহ অনোয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ বৈষ্ণবোচিত বৈনয়সহকারে ত্রিবিক্রম-পাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মকে মূল সভা-পতি রূপে বরণ করিয়া তদানুগত্যে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অতঃপর শ্রীপাদ শচীনন্দন রায়াধিকারী সভাপতির গলদেশ পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলে সভাপতি মহারাজের নির্দেশক্রমে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রহ ব্রহ্মচারী উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্তন করেন, তৎপর সভাপতি মহা-রাজ অদ্যকার বক্তৃতাদ্বয়ের পরিচয় প্রদান করিলে বক্তা বক্তৃতা আরম্ভ করেন। তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সভাপতি মহারাজ একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। তৎপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্‌-এ মহো-দয় সভাপতি মহারাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে শ্রীপাদ বামাবর মহারাজ উপসংহার-সঙ্গীতরূপে 'বোলা পড় না তজিলা মৈত্র' এই গীতিটি কীর্তন করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ই হইতে দিবস—৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ সোমবার—শ্রীপার্শ্বৈকাদশীর উপবাস। আগামী কল্যও শ্রীবামন-দ্বাদশী ও প্রবণা-দ্বাদশীর উপবাস। শ্রীহরির প্রিয় বাসর-বিচারে উভয় উপবাসই বিহিত। নিতান্ত অসমর্থপক্ষেই একাদশীর রাত্রে অন্নকল্পের ব্যবস্থা। স্বয়ং শ্রীল আচার্যদেব ও তদানুগত্যে মঠসেবকগণ সকলেই এই দুই উপবাস পালন করিতেছেন। পাঠাদি পূর্ববৎ। রাত্রিতে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গগ্রহ ব্রহ্মচারী "ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ও শ্রীচৈতন্যের দয়া" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। শ্রীপাদ রাধাবর মহারাজ ৩২নং ল্যান্সডাউন রোড্‌স্থ শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ সেন মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ-উপাখ্যান পাঠ করেন। শ্রীপাদ গোপালকৃষ্ণ দাসাধিকারী কীর্তন করেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

একষষ্টিতম দিবস—৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ মঙ্গলবার—শ্রীবামনদ্বাদশী ও প্রবণাদ্বাদশীর উপবাস। পাঠাদি পূর্ববৎ। রাত্রিতে শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল 'শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও পরদুঃখকাতরতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

অদ্য বেলা প্রায় ৩ঘটিকায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীমান্ রামকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী সহ রেঙ্গুন হইতে শুভাগমন পূর্ব্বক উৎসবে যোগদান করেন।

দ্বিষষ্টিতম দিবস—৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ বুধবার—শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষ-পূর্ত্তিবাসর। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের ইতিহাসে আজ একটি বিশেষ স্মরণীয় দিবস। শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাবের শতবর্ষপূর্ণাপ্তিদিবসে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহোদয় আজ ৪খানি গ্রন্থরত্ন (১। শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব, ২। গীতি-সাহিত্যে ভক্তিবিনোদ, ৩। শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ ও ৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ) এবং গৌড়ীয়ের একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ-দ্বারা শ্রীভক্তিবিনোদগৌরবাণী-সংকীর্ত্তনের বিরাট্ আয়োজন করিয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-পারমহাবির্ভাব-তিথির প্রকৃত পূজা বিধান করিলেন। গ্রন্থচতুষ্টয়ের আবির্ভাবের বিশেষত্ব এই যে, মাত্র ২মাসের মধ্যে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও মুদ্রণাদি যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, ৫টি মুদ্রাযন্ত্র সমান ভাবে কার্য্য করিয়াছে, গৌড়ীয়-সম্পাদক স্বয়ং ২০ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর সাক্ষাৎ কৃপা-শক্তি ব্যতীত এইরূপ অঘটন-ঘটন কখনই সম্ভব হইতে পারে না। 'গীতিসাহিত্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' গ্রন্থ পূর্ব্বেই প্রেরিত হইয়াছিল, অদ্য প্রাতে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ ঢাকা হইতে অপর ৩খানি গ্রন্থ লইয়া আসিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীকরকমলে অর্পণ করেন। আচার্য্যদেব ঐ গ্রন্থচতুষ্টয় ও গৌড়ীয় বিশেষ সংখ্যা বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে উহা শ্রীল প্রভুপাদের ভজন-কুটীরে তাঁহার উপবেশন-স্থানে আলেখ্যার্চ্চাসমীপে সমর্পণ করিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণতি বিধানান্তে উহার পারায়ণ-মুখে অন্তকার ত্রিদিবপূজা সম্পাদনের দ্যোতনাটী জ্ঞাপন করিলে শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে যথারীতি দিবারাত্র উহার পারায়ণ চলিতে থাকে। শ্রীল আচার্যদেব সমাধিতে মগ্ন থাকিয়া গ্রন্থ-সঙ্কলনকর্ত্তার জয়গান করিতে থাকেন। এদিকে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ, চক্রবর্ত্তী প্রভু, প্রভুচরণ, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি সেবকগণ শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে বহুমূল্য বস্ত্রাভরণ ও পত্রপুষ্পাদি বিমণ্ডিত বেদী ও আসন রচনা করিয়া তদুপরি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্যার্চ্চা পুষ্পমালো বিভূষিত করিয়া সংস্থাপন করেন। ব্রহ্মচারী শ্রীরমানাথ মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার-সেবা বিধান করেন। বিবিধ মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনিসহ কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-ধ্বনিতে মঠের সর্ব্বত্র মুখরিত হইতে থাকে। চতুর্দ্দিক্ হইতে ভক্তগণ আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছেন, বাহিরের লোকও দলে দলে আসিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন, পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিতেছেন। মঠের সর্ব্বত্রই আনন্দোৎসব। আজ পূর্ব্বাহ্ণেই ভোগরাত্রিক-কীর্ত্তন সমাপ্ত হওয়ায় বেলাপ্রায় ৮ঘটিকা হইতে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হইয়া মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত সমান ভাবে প্রসাদ বিতরণ চলিয়াছে। বেলা ৯ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দলে দলে কাঙ্গালীগণকে বিবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ প্রসাদ দেওয়া হইয়াছে। অন্য অন্য বর্ষ অপেক্ষা এবার কাঙ্গালীর সংখ্যা ১০ গুণ অধিক। প্রসাদ-প্রাপ্তির সময় তাহারা মুহুর্মুহুঃ 'গুরু মহারাজকী জয়' ও 'গৌড়ীয় মঠ কি জয়' বলিয়া জয়ধ্বনি দিতে থাকে। ইহা এক উল্লেখযোগ্য দৃশ্যই বটে। অপরাহ্ণে শ্রীল আচার্যপাদপদ্মের আদেশানুসারে শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-সংখ্যা (১৭শ বর্ষ ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা) গৌড়ীয় হইতে "ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-চরণানাম্ আবির্ভাববর্ষশতপূর্ত্তিমহোৎসববন্দনম্"—নামক শ্লোক-দ্বাদশটি পাঠ করিলে শ্রীল আচার্যদেবকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পদাবলী কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী কল্যাণ-কল্পতরুর 'লালসাময়ী প্রার্থনা'র ৬-৮ নং গীতি ও 'নাবব-মুনি বাজায় বীণা'—এই গীতিটি কীর্ত্তন করেন, অতঃপর শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাসাধিকারী ও শ্রীদিব্যহরিদাসাধিকারী সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন করিলে পুনরায় কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী উক্ত 'লালসাময়ী প্রার্থনা'র ৯-১০ নং গীতি-দ্বয়

কীর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু ও ভক্তিবৈভব প্রভু যথাক্রমে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদবিহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীপাদ গোস্বামী মহারাজ 'বৈষ্ণব সার্বভৌম শ্রীল সরস্বতী গৌরবাণী কীর্ত্তন করিলে মহান্ত ও শ্রীগৌর-কৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম কীর্ত্তনমুখে পঞ্চনাত্রিক কীর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্যদেব, শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকরপ্রভু সমস্ত দিবসই অবিশ্রান্তভাবে হরিকথা বলিয়াছেন। বিভিন্ন সেবাকার্য্যের সুশৃঙ্খলা সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। অভ্যর্থনা, ভাণ্ডার রক্ষণ, দ্রব্যাদি-সংগ্রহ, রন্ধন, পরিবেশন, পরিবেক্ষণ, পাঠকীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি সেবাকার্য্যের প্রত্যেকটিই শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। মঠসেবকগণ ও উৎসব উপলক্ষে আগত গৃহস্থ ভক্তগণ সকলেই প্রাণ দিয়া পরিশ্রম করিয়াছেন। এই উৎসবে যাঁহারা যে কোনরূপে বিন্দু-মাত্রও সেবাসৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্যাতিধন্য, তাঁহাদের আজ পদতলে তাঁহাদের জয়গান করিতেছি।

ত্রিষষ্টিতম দিবস—৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭ বৃহস্পতিবার—নন্দোৎসব। শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের অন্তর্ধান মহোৎসব। পাঠাদি পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। রাত্রিতে বহু-লোকের বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

চতুঃষষ্টিতম দিবস—৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ শুক্রবার—শ্রীবিরজা-মহোৎসব—মাসব্যাপী মহোৎসব-সমাপ্তি। পাঠ, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ 'শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী নবপ্রকাশিত গ্রন্থচতুষ্টয় এবং গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের কথা, উৎসবের উদ্দেশ্য ও ফল-শ্রুতির বিষয় বর্ণন করেন।

অদ্য বিডিরপুর নোহনটাদ রোডস্থ হেমচন্দ্র পাঠাগারে কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু এম্-এ, বি-এল, এম্-এস্-এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ ভারতের মহারাজ কীর্ত্তন করেন। সভাপতি মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে বক্তার প্রচুর প্রশংসা করিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সকল নীতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে সনাতন-ধর্ম্মের স্থানের কথা কীর্ত্তন করিয়া সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। সভায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

ঊর্জ্জব্রত

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাবুধ গোস্বামী মহারাজের শুভেচ্ছানুসারে প্রতাবের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার শ্রীগৌরমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলস্থ যাবতীয় মঠসমূহে ঊর্জ্জব্রত নিয়মসেবা অনুষ্ঠিত হইবে। আগামী ৬ই অক্টোবর, ১৯৩৮ বৃহস্পতিবার—শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুত্রয়ের তিরোভাব বাসর হইতে বামনী পক্ষে অথবা ৯ই অক্টোবর, ১৯৩৮ রবিবার শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরের তিরোভাব-বাসর হইতে পূর্ণিমাপক্ষে এই নিয়মসেবা আরম্ভ হইবার বিধান আছে। কৃষ্ণপ্রেমধনের মূল মহাজন কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অহৈতুক প্রিয়বাস বলিয়া শ্রীগুরুপাদাশ্রিত সেবক মাত্রেরই এই ব্রতটি বিশেষভাবে পালনীয়। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানই সকল বিধিনিষেধের মূল তাৎপর্য্য জানিয়া কৃষ্ণবসতিস্থলে শুদ্ধভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে নিখিলকাল-যাপন-দ্বারাই এই ব্রত সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে, নতুবা তাহা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদ্বারে পর্য্যবসিত হয়।

কাশী-শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের স্থান-পরিবর্ত্তন

গত ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ '১৯৯নং রামাপুরা' ঠিকানা হইতে '৩।১১৯ শিবালা' ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছেন। পত্রাদি '৩।১১৯ শিবালা, বেণারস-সিটি, ইউ-পি'—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

ভ্রম-সংশোধন

(১৭শ বর্ষ) ১ম সংখ্যা গৌড়ীয়ের ১০৬ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে ৪র্থ পংক্তিতে 'Funtion-recall' স্থানে 'Function recalls', ঐ ১০শ পংক্তিতে 'ঘূর্ণ্যমান' স্থলে 'ঘূর্ণ্যমান', ঐ ১৭শ পংক্তিতে 'মরণ' স্থলে 'স্মরণ', ১৬৭ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে ২১শ পংক্তিতে 'Kumarf' স্থলে 'Kumari', ১৬৮ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে ৩৩শ পংক্তিতে 'ইন্দ্রছায়' স্থলে 'ইন্দ্রচ্ছায়', ১৬৯ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে ১০শ পংক্তিতে 'বিধুরা' স্থানে 'বিধুরা', এবং ১৭৫ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে ২৯শ পংক্তিতে 'শ্রীমাধ্ব' স্থানে 'শ্রীমাধব' এইরূপ পাঠ হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

মুদ্রাযন্ত্রালয়ের সাময়িক পূজাবকাশ-বিবন্ধন 'গৌড়ীয়' ১১শ সংখ্যা আগামী সপ্তাহে ৮ই অক্টোবর, ১৯৩৮ শনিবার প্রকাশিত না হইয়া তৎপরবর্ত্তি-সপ্তাহে ১৫ই অক্টোবর, ১৯৩৮ শনিবার প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিরুদ্ধে আনীত মানহানি মোকদ্দমার রায়

JUDGMENT

In the Case of Swami Bhakti Swarup Parbat

Versus

1. NISHI KANTA SANYAL
2. SWAMI BHAKTI PRADIP TIRTHA
3. SAKHI CHARAN ROY
4. ANANTA BASUDEV VIDYABHUSAN
5. SUNDARANANDA VIDYAVINODE.

U S 500 I. P. C.

The case for the prosecution is that the complainant is a Sannyasi for 25 years and a disciple of Prabhupad Saraswati Goswami Maharaj who was the Founder of the "Gaudiya Math" The said Institution includes the parent Math known as "Sree Chaitanya Math" and its branches viz. the Gaudiya Math of Baghbazar and a large number of other Maths established in and out of India. The said Founder managed the affairs of the said Institution and its estate till his demise on 1-1-37, leaving a will whereby he appointed Kunja Behari Vidyabhusan, Paramananda Vidyaratna and Brahmachari Ananta Basudev Vidyabhusan as executors to administer the affairs of the estate which he possessed at his demise. Kunja Behari Vidyabhusan was the Secretary of the Math during life-time of the Founder. Shortly after the demise of the Founder, in a meeting held by the disciples it was decided that Kunja Behari Vidyabhusan would continue to manage the affairs of the Math as Secretary with the assistance of an Advisory Board consisting of 13 members including the complainant and the five accused. On 7-6-37 a branch Math of the said Institution was opened at 114A Lansdowne Road called "Gaudiya Math South Calcutta" in accordance with the wishes of the Founder. On 11-6-37, Kunja Behari Vidyabhusan and Paramananda Vidyaratna, two of the executors of the will, made an application to the Hon'ble High Court, Calcutta, for the grant of probate of the said Will and the accused Ananta Basudev entered a Caveat, whereupon the probate case

was converted into a contentious cause which is still pending. In the meantime the accused above-named along with several other persons made a proposal to confer on the accused Ananta Basudev the title of "Acharyya" but the complainant and other persons mentioned in the leaflet (Exhibit 1) opposed the proposal on grounds. Thereupon accused persons formed a party of their own to support their proposal and carried on a systematic campaign of defaming the complainant and others by publishing a statement in the journal "Saptahik Gaudiya" dated 19-6-37 (Ex. 2 1) and printing a leaflet (Ex. 1) with the caption "An Appeal of the Gaudiya Math to the Public" which was distributed at a public meeting held at Ashutosh Memorial Hall on 4-9-37 and also on other dates to various places in Calcutta. It was said in the journal that the complainant is a seceder from the said "Religious Institution" of the Holy Preceptor and in order to make a wrongful personal gain, has taken part in dishonestly removing from the Math of Baghbazar, documents, money and many other valuable properties. In order to escape from the consequences and liabilities of such wrongful conduct he has been deceiving the public by indulging in idle talks about starting a Math in Ballygunge quarter. The imputations concerning the complainant as contained in the said leaflet meant that the complainant is misappropriating the moneys and things collected by him in the name of the said Religious Institution and is thus cheating the public and he has also been opposing and flouting the fundamental principles of the said Institution as laid down by his preceptor, and blaspheming him so much so that it would be a sacrilege to associate with him. The petition of complaint was filed in court on 28-9-37 against the accused persons.

Seven witnesses have been examined by the prosecution to prove this case. P. W. I. Jamini Ranjan Dass states that he was present in a meeting organised by Baghbazar Gaudiya Mission at the Ashutosh Memorial Hall, Bhawanipur, where Hon'ble Justice Mr. C. C. Biswas, C. I. E. presided. When he arrived at the gate, a printed leaflet (Ex. 1) was made over to him by one Upen under the instructions of Prof. Nishi Kanta Sanyal accused). There were two other accused Sakhi Charan Roy and Tirtha Maharaj. He knew the complainant to be a good man for about six or seven years back. The said leaflet contains allegations against the complainant and others which in his estimation are deemed to be improper and untrue. He also added that if the allegations are really believed, the complainant is lowered in the estimation of all amongst the public. This witness was not tendered for cross-examination, so his statement has very little evidential value.

P. W. 2 Ashutosh Ghosh, a disciple of the Mission, states that his wife Manadabala Ghosh is a subscriber to the paper "Saptahik Gaudiya" published by the Baghbazar Gaudiya Math, edited by Sundaranauda and published and printed by Ananta Basudev. He produced two issues of the said journal (Exs. 1/1, 1/2). He also produced a journal dated 19-6-37 in which he read through the article headed "Nivedan" written by Bhakti Pradip Tirtha and Nishi Kanta Sanyal. There are some allegations in the article (Ex. 2/1) against several persons including the complainant. He and others requested late Bhakti Siddhanta Saraswati (the Founder of the Gaudiya Mission) to establish a branch at South Calcutta and the deceased Goswami tried to find out a suitable place during his life-time but failed. P. W. 3 Sudhir Kumar Dutt who was a compositor at the Gaudiya Printing Press at 14/4 Kaliprosad Chakravarty Street, states that Ananta Vasudev was the declared printer. He identified an issue of the journal (Ex. 3) printed in the said press. He was present at the time of police search and the police recovered a leaflet (Ex. 4). The last portion at the foot of the third page of this leaflet was written out in his presence by Nishi Babu and he noticed that the name of A. C. Banerji was cancelled and in its place the name Sakhi Charan Roy was inserted by one Jatin Ghosh who wrote out Ex. 4/2 at the suggestion of Bhodi Babu and Nishi Babu approved of the same.

P. W. 4 Janaki Nath Chakravarty, a clerk under N. B. Ganguly, states that the premises No. 114A Lansdowne Road was rented to the Gaudiya Mission from 6-6-37. He produced the counterfoils of rent receipts (Ex. 9). P. W. 5 Lalit Mohan Bose, a retired District Judge, searched for a place to establish a Math at South Calcutta at the request of Kunja Babu but failed. He used to visit at times the Baghbazar Gaudiya Math. He also visits the South Calcutta Math.

P. W. 6 Manindra Nath Mukherji, a senior clerk under H. E. Viceroy's Estate, states that he used to visit the Baghbazar Gaudiya Math and also South Calcutta Math. He was present at the meeting at the Ashutosh Memorial Hall and read over a leaflet (Ex. 1).

P. W. 7 Rashbehari Brahmachari states that he was sent to England in 1934 with Swami Bon Maharaj. The South Calcutta Math was started at the desire and wish of the said Prabhupad and it was known to him.

Accused Bhakti Pradip Tirtha, N. K. Sanyal and Sakhi Charan Roy have been charged under Section 500 I. P. C. for publishing the leaflet (Ex. 1) on 4th September, 1937.

Accused Ananta Basudev, Sundaranauda Vidyavinode, N. K Sanyal and Bhakti Pradip Tirtha have been

charged under Section 500 I. P. C for publishing the "Nivedan" (Ex. 2/1) in the Saptahik Gaudiya on 19th June 1937. All the five accused pleaded not guilty

The case for the defence is elaborate- reproduced in the joint written statement which runs as follows :—

After the ascension of Prabhupad it was decided in a meeting held by His disciples to elect a Governing Body consisting of 13 members which was formed on 10-1-37 for the management of the Gaudiya Mission and Math. According to Vaishnab Shastra the seat of a Guru cannot remain vacant and accordingly at a meeting at Mayapur on 26-3-37 Acharyya Ananta Basudev was unanimously declared and accepted as the Spiritual Head of the Mission and he was installed as Acharyya in the presence of the complainant and his party. Thereafter, the complainant, Kunja Babu (the then Secretary of the Math) and others seceded from the Mission and by 31-5-37 they removed themselves from the Baghbazar Math and went to live at 41 Theatre Road, a private residence, taking away with them various properties belonging to the Math. On account of such improper conduct, the Governing Body suspended Kunja Babu from the Secretaryship of the Math and afterwards he was dismissed. Thereafter, Kunja Babu, complainant and others opened a Math under the name of Gaudiya Math at 114A, Lansdowne Road and began collecting money and articles from the public in the name of Gaudiya Mission. A civil suit demanding accounts was instituted against Kunja Babu at Nadia court on 29-6-37 and thereafter a declaratory suit was brought in the Hon'ble High Court by Kunja Babu claiming the properties left by Prabhupad as private trust. In these circumstances the defendants considered their duty to caution and inform the general public about the true state of affairs and as such the statements contained in the two offending documents were made in good faith for public good as well as for the protection of the interest of the Gaudiya Mission and its members.

At the outset it is necessary to dispose of a point of law discussed before me at the time of argument. The defence contended that the two publications are separate acts and each is a completed act by itself and as such a joinder of the two has vitiated the trial. The prosecution contends that though the two publications were made at different times, they form one and the same act in pursuance of a studied policy of vilification and as such the joinder of the two is not bad in Law. I have carefully considered the points raised before me and am of opinion that there is community of purpose and continuity of action and as such the offences were committed in the course of the same transaction and a joint trial is perfectly valid

in law u/s 239 Cl (D) of Cr. P. Code.

The publication and distribution of the offending documents being admitted by the accused, it remains for me to find out whether the statements are covered by Exceptions 1, 9 and 10 u/s 499 I. P. C. The accused have not adduced any oral evidence in support of their plea but they rely on the admissions in cross-examination from the prosecution witnesses as well as on a mass of documentary evidence produced and put in by both sides.

I do not attach much importance to Exception 1 as, in my opinion, it was not pushed to its logical conclusion by adducing clear and conclusive proof of truth and accordingly I strictly confine myself to Exceptions 9 and 10. The allegations and imputations cover a wide range of the activities of the accused and it is necessary to examine them in detail for a proper determination of the issues involved in the present case.

Let me now take up the allegations one by one and scrutinise them in the light of the plea of good faith taken up by the defence.

The first allegation to be taken up into consideration is the question of secession from the Gaudiya Mission. The evidence on record shows that Kunja Babu, the complainant and others of their group severed their connection with the Baghbazar Math on or about the 31st May 1937, and on 7-6-37 opened the Math at Lansdowne Road. The prosecution contends that this is a part and parcel of the Baghbazar Math and this was done in accordance with the wishes of the Founder President. The defence, however, challenged this fact and contends that the South Calcutta Gaudiya Math was neither sanctioned by Prabhupad nor authorised by the Governing Body. The complainant was subjected to searching cross-examination on this point and he had to admit that before disappearance of the Founder President there is nothing mentioned regarding opening of a branch at South Calcutta in the official organ Saptahik Gaudiya which embodies the teachings and directions of the Founder President. There is also nothing to show that the Governing Body approved of the opening of such an Institution. It also appears from the evidence of P. W. 2 that no invitation was issued to the parent Math, that is, Sri Chaitanya Math at Mayapur or to sister institutions at the time of opening of South Calcutta Math. It is significant that excepting P. W. 7 Rashbehari, no other witness was present at the time of the opening of the Math. It is noteworthy that P. W. 7 stated that Prabhupad in his latter days asked P. W 5 Lalit Babu (a highly respectable witness) and others to find out a suitable site for the establishment of a Math at South Calcutta but P. W. 5 does not at all support this statement. He merely stated that Kunja Babu

requested him to find out such a place but he failed. It may also be noted that P. W. 7 deposed that Prabhupad wrote letters to Kunja Babu for the selection of the site but the letters which are of material importance have not been produced in court by the prosecution. If the letters could have been produced in court, the dispute in question would have been settled once for all.

These facts and circumstances show that the allegation of secession and desertion of the Mission is based on bona fide belief in its truth and as such comes within the perview of the Exceptions 9 and 10. The materials on record justify the inference that the allegations were published with due care and attention.

The next point for my consideration is the allegation that the complainant and his party are making collections of money or gifts in kind in the name of the Gaudiya Mission and thereby cheating the public.

In order to justify the plea of privilege the defence relies on certain admissions of complainant and P. W's in cross-examination. The complainant was subjected to cross-examination at some length on this point and he gave evidence in a halting and hesitating manner. At first he stated that he does not remember that he raised any money from any party after 31st May 1937 in the name of Baghbazar Gaudiya Math but then he had to admit that he collected money at Mayurbhanj and sent it to Kunja Babu by postal money order. He also stated that a certain person from Churamanipur came to him and handed over money in aid of the Mission but he does not remember that the said money was taken by him for Baghbazar Math or Chaitanya Math. He also stated that he collected subscriptions from one Radhakrishna Giri of Churamanipur and he might not have executed any receipts for the same.

It is also necessary to refer to the disclosures in cross-examination of P. W. 2 on this point. "I go out with the inmates of the Lansdowne Road Math for raising funds. I know the complainant realises money in the name of the Gaudiya Math. I know that after the announcement in the "Nivedan", Kunja Babu and the complainant are still raising money in the name of the Gaudiya Mission. I do not know whether the money so collected is being sent to the proper authorities and I do not know what becomes of the said money collected by Kunja Babu and the complainant. In this connection I ought to consider the evidence of P. W. 6 Manindra Babu who stated that collections of subscriptions were made without granting any receipt and that it was not customary with the complainant and his party to grant such receipts. These facts and circumstances justify the plea of good faith in publishing the above imputations. These materials on record go

to, show that the allegations were not based on vague and idle speculations but there were sufficient grounds for the accused for bona fide belief in the imputations contained in the alleged offending articles.

The next point for my consideration is the allegation that the complainant and his party had wrongfully removed money and property from the said Math. In this connection it is necessary to refer to the fact that an account suit had been filed on 29-6-37 against Kunja Babu, on behalf of the Mission, in Nadia civil court and the order sheet of the suit has been filed by the defence to show the developments in that case. It is noteworthy that the articles (Ex. 2/1) was published in the Saptahik Gaudiya on 19-6-37 and without any unreasonable delay, necessary proceedings, which have some direct bearing on the allegations were instituted in a court of law. That matter is still pending in the civil court. The probate suit is also still pending in the Hon'ble High Court and a Receiver has been appointed in that connection who is taking charge of the properties of Baghbazar Math and Lansdowne Math. This will appear from the evidence of P. W. 7. It is also stated by the defence that an inventory of the articles belonging to Prabhupad now lying at South Calcutta Math has been submitted to the present Receiver. P. W. 2 was cross-examined regarding the removal of the articles belonging to Prabhupad from Baghbazar Math to Lansdowne Road Math. He stated that he swore an affidavit in support of Kunja Babu in the Hon'ble High Court in connection with the appointment of a Receiver. He deposed that he does not know that a list of some articles of the Baghbazar Math, which had been removed to the Lansdowne Road Math, had been supplied to the Receiver. He cannot say if the allegation of wrongful removal are true or false. This witness speaks of seeing motor-cars at Lansdowne Road Math but he did not admit whether they were removed from Baghbazar Math. It is necessary to note here that the complainant had to admit the fact of removal of some properties under the stress of cross-examination. He stated that he had seen two motor cars used at Baghbazar Math and they are now lying at Lansdowne Road Math. He also speaks of the removal of two type-writers from that place and the return of one of them. It is evident that the defence has succeeded in eliciting some tangible facts which show that the allegations are not totally unfounded and the statements are protected under the Exceptions 9 and 10 of the law of defamation.

The next point to be considered is the allegation that the complainant has blasphemed and flouted the principles and wishes of the Founder Acharyya and it would be a sacrilege

to associate with him. In other words the allegation means that the complainant and his party are revolting against the teachings and principles of the Founder.

The case for the defence is that the denial of the claim of Ananta Basudev as an Acharyya by Kunja Babu and his party is a sacrilege. They contend that without Acharyya a mission cannot stand and the same is converted into chaotic disruption and hot-bed of corruption. This leads me to the question of the installation of Ananta Basudev as Acharyya of the Mission. Passages from authoritative religious treatises were quoted by the defence lawyer to justify the installation of Ananta Basudev as Acharyya. Reference was made to Prabhupad's "Baktritavali" to show that a person may be a Paramahansa or a Sannyasi of the highest order although he is a Vanachary or Brahmachari. Extracts from "Chaitanya Charitamrita" were also cited before me to show that one can be a Guru or Acharyya irrespective of Varna or Ashram. Passages were also read from "Gaudiya", page 289, 16th year, No. 17, which embodies the teachings of Prabhupad to the effect. "One who knows the meaning of true principles of devotion will be recognised as Acharyya if he is found to possess none of the other characteristics of an Acharyya". In this view of the case, the complainant's version that Ananta Basudev cannot be an Acharyya because he is not a Sannyasi does not possess the support of the Scriptures. But I am not inclined to pronounce any distinct finding on this abstruse and controversial religious question and this court is not the proper forum for the adjudication on that point. I am mainly concerned with the fact whether the defence contention has any substantial foundation or not.

The next point for my consideration is whether Ananta Basudev was actually installed as Acharyya without any opposition in a meeting at Mayapur attended by Kunja Babu, complainant and others. It will appear from the "Saptahik Gaudiya" (Ex. "E") dated 17-4-37 that Ananta Vasudev was installed as the Spiritual Head on 26-3-37 at Mayapur (Nadia) and the proposal was accepted by Kunja Babu and others. This journal also contains photographs of the installation ceremony. The publication was at a time when both the parties remained united in a common fold and there was no dispute or dissension in their camp. The defence also relies on another journal "Nadia Prakash" dated 27-3-37 (Ex. J) which makes mention of Ananta Basudev as the Spiritual Head of the Mission and reports that Kunja Babu and the complainant along with others were participators in the function. The defence also produced certain important documents (Exs. G, H, I) in support of their contention but as the prosecution satisfied me that they are not

strictly admissible in law, I leave them out of my consideration. The complainant admitted in the course of cross-examination that it was Kunja Babu who first declared that Ananta Basudev was an Acharyya at that meeting. P. W. 5 deposed that he was present on that solemn occasion when Ananta Vasudev was made to sit on a chair and garlanded and his impression then was that he was made an Acharyya. He also added that he found Kunja Babu and the complainant stayed at the Baghbazar Math after the function. These materials on record justify the inference that Ananta Basudev was formally declared as Acharyya on 26-3-37 and the complainant and his party accepted it at that time. It is evident that for reasons best known to them, they seceded from the Baghbazar Math and that later on founded a Math at South Calcutta.

The defence also quoted passages from "Acharyya-viraha Sankhya", the edition of the journal published after the ascension of Prabhupad (Ex. 14) which contained his last wishes and directions. It appears therein that Prabhupad bestowed his highest blessings on Ananta Basudev to preach and propagate the message of Hari in this sinful world which is adverse to Hari. The defence accordingly contends on the basis of the last instructions and directions of Prabhupad that Ananta Basudev was entrusted with the task of Achar and Prachar to perform the two-fold duty of practising and preaching devotion to God. It was also the specific injunction of Prabhupad to carry on harmoniously and conjointly the Mission work under the guidance of "Ashraya-vigraha" (Acharyya). Therefore, in either view Prabhupad gave sufficient indication to make Ananta Basudev an Acharyya and it is well-known that without any Spiritual Head no Mission can be run. It is necessary to note the complainant's admission in this connection that there cannot be any Math without any Guru. The defence also contended that the Acharyya has got to be regarded by his followers and disciples as the Manifestive Aspect of Divinity and in its support reffered to Srimad Bhagavat. 11th Canto (Skandha). 17th Chapter. Sloka 27. which says "The Acharyya is not to be held in less esteem. It is malicious to think of him as a mortal. The Guru is All-Divine and All-Holy.

A consideration of all these points justifies the inference that the accused party honestly believed that Ananta Basudev was duly declared the Spiritual Head of the Mission in accordance with the last wishes of the Founder-President and a challenge of his authority and supremacy as an Acharyya after he was unanimously elected, was a direct violation of the principles and wishes of the Founder and a revolt against his holy injunctions. It appears from the documentary

evidence (Ex. 10) that the complainant's party published notices and articles attacking the position of Ananta Basudev and protesting against the conduct and activities of the accused party. In my opinion the plea of good faith has been amply borne out by the facts disclosed in evidence. It is necessary to mention in this connection that P. W. 5 in cross-examination partially supported the defence plea. P. W 5 stated "I know Prabhupad to be a Spiritual Head. To go against the teachings and precepts of Prabhupad is to go against him in that fashion. If those who are his disciples come away without making any arrangement for Puja and Bhog of the said Sri Murti then I consider him going against Prabhupad. I am a well-wisher of the Baghbazar Math and if anything happens in the line of any harm to the said Math, I consider it my duty to protest against the conduct of such wrong-doer. It is quite possible that these feelings and sentiments actuated the accused persons when they published the Appeal and the Nivedan."

The next point for my consideration is whether the publications were made for the protection of public interest. The Gaudiya Math has attracted universal attention not only in this country but throughout the world, as such the activities of the Mission are followed with keen interest by the general public. It is supported by public subscriptions and private donations. The facts on record show that a crisis had arisen in the affairs of the Gaudiya Math and the situation demanded that a caution should be conveyed to the general public to acquaint them with the real state of affairs. It is evident from a careful perusal of the alleged offending documents that there was an appeal to the general public condemning the unauthorised activities of the complainant's party. There was a warning to the public that the South Calcutta Math was not a recognised branch of the Gaudiya Math and not sanctioned by the directions of Prabhupad. It is also significant in Ex. 1, the offending leaflet, there is nothing specifically mentioned against the complainant by name. No definite and specific part is attributed to him. The allegations are against a collective body of persons who are regarded as seceders. The name of the complainant appears in a lump in para 7 along with a number of persons but it is noteworthy that none of them is figuring as witness in this case. In Ex. 2/1 the allegations are of a general character directed against a body of individuals called as "Acharyya-virodhi" which includes the name of the complainant. From both these publications it cannot be definitely stated how far these matters can be personally attributed to the complainant or to what extent he is responsible. His case has got to be taken up by implication.

These facts prove the absence of any malice or animus against the complainant specially and the allegations and imputations concern a collective group of persons and their activities in relation to the affairs of the Mission. In my opinion the defence has brought out enough materials to justify privilege. The allegations and imputations were undoubtedly made in good faith and also conveyed as a caution to the public for the protection of the interests of the Mission, its members and the general public.

It has been held in 57 Cal. 843 that good faith does not require logical infallibility but due care and attention. It has been also held that good faith means fairness and honest belief in the truth, though not the truth. In this view of the law, the statements are covered by the Exceptions 9 and 10 of Sec. 499 I. P. C. I hold that the statements were based on certain honest conclusions derived from facts and documents and published with a view to safeguard the interest of the Mission and the general public. The allegations and imputations are accordingly privileged and no criminal liability can be fastened on the accused for publishing them in the documents (Exs. 1, 2/1).

I accordingly find all the five accused, Nishi Kanta Sanyal, Swami Bhakti Pradip Tirtha, Sakhi Charan Roy, Ananta Basudev Vidyabhusan and Sundaranande Vidyavinode not guilty under Section 500 I. P. C. and under Section 258 Cr. P. C., acquit all of them of the charge. Enter mistake of law u/s 500 I. P. C,

Dated the 21st Sept. 1938.

Sd. B. C. Ghose,
Honorary Magistrate, 1st. Class,
Alipur, 24 Perganas.

চয়ন

['আনন্দবাজার পত্রিকা'—১১ই আশ্বিন, ১৩৪৫; ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ বুধবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

গৌড়ীয়মঠের মামলা

মানহানির অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই

সকল আসামীর মুক্তিলাভ

গৌড়ীয়মঠের আচার্য্য অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী, পরিচালক-সমিতির (Governing Body) চেয়ারম্যান স্বামী বি পি তীর্থ মহারাজ সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এন কে সান্যাল, গৌড়ীয়মঠের পত্রিকা সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ের সম্পাদক পণ্ডিত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ এবং গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক মিঃ এস্ দি রায় প্রভৃতির বিরুদ্ধে স্বামী বি এস্ পর্ব্বত যে মানহানির মামলা আনেন করিয়াছিলেন, সেই মামলায় আসামীদিগকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বিবেচনা করত অব্যাহতি প্রদান করিয়া আলিপুরের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, সি সেন যে রায় দিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথমতঃ কুঞ্জবাবু, অভিযোগকারী ও তাঁহাদের দলস্থ লোকদিগের গৌড়ীয়মঠ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, ১৯৩৭ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত (নাগাদ) কুঞ্জবাবু, অভিযোগকারী ও তাঁহার দলস্থ লোকেরা বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং ১৯৩৭ তারিখে লাস্ডাউন রোডের মঠ স্থাপন করিয়াছেন। অভিযোগকারী নিজেরাই স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য প্রভুপাদের তিরোধানের পূর্ব্বে দক্ষিণ কলিকাতায় মঠ স্থাপনের কোন কথাই মঠের মুখপত্র সাপ্তাহিক গৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। এই প্রতিষ্ঠান-সম্পর্কে গভর্ণিং বডির ও কোন অনুমোদন প্রমাণিত হয় নাই। বাদী-পক্ষের সাক্ষী স্বীকার করেন যে, দক্ষিণ কলিকাতায় মঠ উদ্বোধন সম্পর্কে মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠ প্রভৃতিতে নিমন্ত্রণ পত্রাদিও দেওয়া হয় নাই। এই সকল ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, অনেক বিবেচনার পরেই আসামী-পক্ষ হইতে ঐ অভিযোগ করা হইয়াছে এবং উহা সত্য।

দ্বিতীয়তঃ, বাদী-পক্ষ গৌড়ীয় মিশনের নামে অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া সাধারণকে প্রতারণা-প্রসঙ্গে বাদী সাক্ষ্য-কালে ইতস্ততঃ করিয়া প্রথমতঃ অস্বীকার করেন; কিন্তু পরে স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, তিনি মন্দরভঙ্গ হইতে বাগবাজার গৌড়ীয়মঠের নামে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কুঞ্জবাবুর নিকট মণি অর্ডারে পাঠান এবং চূড়ামণি-পুরের কোন ব্যক্তির নিকট হইতেও মিশনের নামে অর্থ সংগ্রহ করেন; কিন্তু কোন্ মঠের জন্য, (বাগবাজারের মঠ, না চৈতন্য মঠ) উহা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, রাধাকৃষ্ণ গিরির নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সম্ভবতঃ কোন রসিদ দেন নাই। বাদী-পক্ষের সাক্ষী আশু ঘোষ বলেন যে, বাদী গৌড়ীয়মঠের নামে অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন; কিন্তু ঐ অর্থ কুঞ্জবাবু ও বাদী প্রকৃত কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠান কিনা তিনি জানেন না। বাদী-পক্ষের সাক্ষী মণীন্দ্রবাবু বলেন যে, বাদী এবং তাঁহার পক্ষের লোকদিগের চাঁদা সংগ্রহ করিয়া রসিদ দিবার রীতি নাই। এই সকল ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, বিবাদীদিগের স্থানসঙ্গত বিশ্বাসে সাধারণের নিকট বিবৃতি-প্রদানের যথেষ্ট কারণ ছিল।

তৃতীয়তঃ বাদী-পক্ষগণের গৌড়ীয়মঠ হইতে অর্থ ও অন্যান্য সম্পত্তি অন্যায়ভাবে সরাইয়া লইবার প্রসঙ্গে দেখা যাইতেছে যে, ২৯।৬।৩৭ তারিখে নদীয়া দেওয়ানী আদালতে মিশনের পক্ষ হইতে কুঞ্জবাবুর নামে একটি ডিসাব-নিকাশের মামলা দায়ের করা হইয়াছে। বাদী স্বয়ং স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, কতকগুলি সম্পত্তি বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ হইতে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে এবং তিনি স্বীকার করেন যে, যে দুখানি মোটরগাড়ী বাগবাজার

গৌড়ীয়মঠে ছিল, তাহা সম্প্রতি শ্যাম্‌লাডাউন রোডের মঠে আছে এবং টাইপ রাইটার অপদারণ করার কথাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বিবাদিগণের ঐ বিষয়ে বিবৃতি একেবারে ভিত্তিহীন হইতে এবং মানহানি আইনের ৯ এবং ১০ ধারা ব্যতিক্রম অনুসারে ইহা মানহানির মধ্যে পড়ে না।

চতুর্থতঃ বাদী-পক্ষগণ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যের শিক্ষা ও নীতিসমূহের বিরোধী কিনা, সেই বিষয়ে বিবাদিগণ দেখাইয়াছেন যে, অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারীর আচার্য্যত্ব-বিষয়ে কুঞ্জবাবু ও তাঁহার অন্যান্য লোকের অস্বীকারটাই মহা অপরাধ। আচার্য্য-ব্যতীত কোন মঠ বা ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে না। বাদীও স্বীকার করেন যে, গুরু ব্যতীত কোন মঠ থাকিতে পারে না। সন্ন্যাসী ভিন্ন আচার্য্য হইতে পারেন না, বাদীর এই আপত্তি বিষয়ে দেখা যায়, প্রভুপাদের বক্তৃতাবলীতে লিখিত আছে যে, বাহ্যবেশে বনচারী বা ব্রহ্মচারী হইয়াও কোন ব্যক্তি সর্ব্বোত্তম সন্ন্যাসী বা পরমহংস হইতে পারেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে দেখান হইয়াছে, বর্ণ বা আশ্রম-নির্ব্বিশেষে কোন ব্যক্তি গুরু বা আচার্য্য হইতে পারেন। অতএব ব্রহ্মচারী অনন্তবাসুদেবের আচার্য্য হইবার বিপক্ষে কোন প্রকার শাস্ত্রযুক্তি নাই। অপরন্তু ঘটনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, মায়াপুরে একটি সভায় ব্রহ্মচারী অনন্ত-বাসুদেবকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে আচার্য্য করা হইয়াছে এবং ঐ সভায় কুঞ্জবাবু, বাদী এবং অন্যান্য সকলে উপস্থিত ছিলেন। সাপ্তাহিক গৌড়ীয় হইতে দেখা যায়, ২৯।৩।৩৭ তারিখে অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী মহাশয়কে যখন আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল, সেই প্রস্তাব কুঞ্জবাবু এবং অন্যান্য সকলেই স্বীকার করেন। ঐ সময় উভয় পক্ষ একত্র ছিলেন এবং তখন কোন বিবাদ ছিল না। ২৭।৩।৩৭ তারিখের নদীয়া-প্রকাশ পত্রিকার সংবাদ হইতেও এই সংবাদ জানা যায়। বাদী স্বয়ং স্বীকার করেন যে, কুঞ্জবাবুই সর্ব্বপ্রথম ঐ সভায় ব্রহ্মচারী অনন্তবাসুদেবকে আচার্য্য বলিয়া ঘোষণা করেন। বাদী-পক্ষের সাক্ষী ললিতবাবুও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারও উপলব্ধি হইয়াছিল যে, তখন অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারীকেই আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল। ঐ ঘটনার পরেও তিনি কুঞ্জবাবু ও বাদীকে বাগবাজার মঠে দেখিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মচারী অনন্তবাসুদেবকে আচার্য্য বলিয়া বাদী এবং তাঁহার পক্ষীয় সকলেই স্বীকার করেন। পরে উঁহারা কোন কারণে মঠ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ কলিকাতায় গিয়াছেন।

বিবাদিগণ সাপ্তাহিক গৌড়ীয়ের 'আচার্য্য-বিরহ' সংখ্যা হইতে দেখাইয়াছেন যে, এই জগতে হরিকথা কীর্ত্তন ও প্রচার করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ প্রভুপাদ এই অনন্তবাসুদেবকেই করিয়াছিলেন এবং প্রভুপাদের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী অনন্তবাসুদেবের উপর জগতে ভক্তিধর্ম্মের আচার ও প্রচাররূপ আচার্য্যের উভয় কর্ত্তব্যই ন্যস্ত হইয়াছিল। ইহাও প্রভুপাদের নির্দ্দেশ ছিল যে, আচার্য্যের অনুগত হইয়া সকলে মিলিয়া মিশিয়া মিশনের কার্য্য করিবেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুযায়ী ব্রহ্মচারী অনন্তবাসুদেবই প্রকৃত আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; সেই আচার্য্যের বিরোধ করা গুরুদ্রোহিতা। অতএব বিবাদিগণের সরল বিশ্বাসের নথির সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বাদী-পক্ষের সাক্ষী ললিতবাবুও স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রভুপাদের শিক্ষা ও আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করা গুরুদ্রোহিতা এবং বাদী-পক্ষ-গণের গৌড়ীয়মঠ পরিত্যাগের সময়ে তথায় প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তির পূজা ও ভোগের জন্য কোন রকমব্যবস্থা না করিয়া চলিয়া আসাও প্রভুপাদের বিরুদ্ধাচরণ করা, এবং তিনি উহার প্রতিবাদ করেন। অতএব বিবাদিগণের ঐ 'আবেদন' ও 'নিবেদন' প্রকাশে কোন অন্যায় হয় নাই দেখা যাইতেছে।

বিবাদিগণের ঐরূপ 'আবেদন ও নিবেদন' প্রচার করায় সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়াছে কিনা বিবেচনা করিয়া দেখিতে গিয়া দেখা যায় যে, গৌড়ীয় মঠ এতদ্দেশে এবং জগতের সর্ব্বত্র সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং মঠের কার্য্যাবলী সর্ব্বসাধারণ বিশেষ আগ্রহের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করেন। সাধারণের চাঁদা ও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির দানে এই মঠের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। ঘটনা-পরম্পরা হইতে দেখা যায় যে, বাদিগণের অবৈধ কার্য্যের প্রতিবাদের জন্য সাধারণকে প্রকৃত ঘটনা অবগত করান প্রয়োজন ছিল। বিবাদিগণ কোন প্রকার বিদ্বেষ বা আক্রোশের বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ করেন নাই। অতএব ঐ 'আবেদন ও নিবেদন' প্রচার করিয়া সরল বিশ্বাসে সাধারণকে সতর্ক করাইয়া মিশনের এবং সাধারণের স্বার্থ-সংরক্ষণে বিবাদিগণ কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য করেন নাই। অতএব তাঁহাদিগকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া মানহানির দায় হইতে মুক্তি দেওয়া হইল।

বিভিন্ন সংবাদপত্রে সত্যের বিজয়-দুন্দুভি

কৃষ্ণবাবুর দলের শ্রীযুক্ত পর্ব্বত কর্ত্তৃক শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিরুদ্ধে আনীত মানহানি মোকদ্দমার বিস্তৃত রা. বাংলাভাষায় উল্লিখিত "আনন্দবাজার পত্রিকা" বাতীত ৭ই আশ্বিন, ১৩৪৫; ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮; শনিবার তারিখের বাংলা দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রে এবং ইংরাজী ভাষায় ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ মঙ্গলবার তারিখের দৈনিক "হিন্দুস্থান-ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২২।৯।৩৮ তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'য়্যাড্‌ভান্স্', 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড', 'যুগান্তর' ও 'ষ্টেটস্‌ম্যান' প্রভৃতি কলিকাতার যাবতীয় প্রসিদ্ধ দৈনিক সংবাদপত্রে উক্ত রায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র সত্যের বিজয়বার্ত্তা বিঘোষিত হইয়াছে।

নির্য্যাণ-সংবাদ

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ঢাকা কমলাপুর নিবাসী স্থির গৃহস্থ ভক্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দাসাধিকারী-প্রভু [illegible]রা আশ্বিন, ১৯শে সেপ্টেম্বর, সোমবার দিবস শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। ১২ই আশ্বিন, ২৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিবস ঢাকা শ্রীমদ্গৌড়ীয়মঠে একাদশ-দিবসে তদীয় সহধর্ম্মিণী বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুসারে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ প্রভুর পৌরোহিত্যে মহাপ্রসাদ দ্বারা তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে সমাগত বহু বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

কএকটি বিশেষ তিথিপূজার নির্ঘণ্ট

শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব—১৭ই আশ্বিন, ৪ঠা অক্টোবর (১৯৩৮) মঙ্গলবার।

একাদশীর উপবাস—১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, বুধবার।

শ্রীল রঘুনাথ দাস, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুগণের তিরোভাব—১৯শে আশ্বিন, ৬ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার।

শ্রীমুরারিগুপ্ত ঠাকুরের তিরোভাব—২২শে আশ্বিন, ৯ই অক্টোবর, রবিবার।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব—২৭শে আশ্বিন, ১৪ই অক্টোবর শুক্রবার।

হওয়াযায়। শ্রীললিতা বা তাঁহার গণকে অতিক্রম করিয়া মুখেশ্বরী বৃন্দাদেবীর কৃপা পাওয়া যায় না। শ্রীরতিমঞ্জরী আপনাকে শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগতা অভিমান করেন; আবার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীরতি-মঞ্জরীকে আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব বিচার করেন বলিয়া শ্রীরতিমঞ্জরীর শ্রীরূপমঞ্জরীর চরণে অপরাধ হয় না; পরন্তু শ্রীরূপমঞ্জরীর সেবাই হইয়া থাকে, কারণ শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার জন্য ব্যূহ বিস্তার বা গোত্র-বর্দ্ধনের জন্য লালায়িত; 'শ্রীরূপ শতমুখে শত বলে, শত হাতে শত লিখে'।

আপনাকে বিষয়-বিগ্রহ অভিমান বা আপনাকে মূল আশ্রয়-বিগ্রহ অভিমান,—এই দুইটিই অহংগ্রহোপাসনা। যদি কোন জীব আপনাকে কৃষ্ণ, বাসুদেব, রামচন্দ্র প্রভৃতি মনে করিয়া বাউলিয়া পাষণ্ডমত প্রচার করে বা আপনাকে ব্রহ্ম অভিমান করে, অথবা অপর ব্যক্তি হইয়া মূল আশ্রয়-বিগ্রহ বৃষভানুনন্দিনী, নন্দ, যশোদা, শ্রীরূপমঞ্জরী, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভৃতি অভিমান করে, তবে সেই ব্যক্তি মায়াবাদী, অপরাধী, অহংগ্রহোপাসক ও নারকী। এমন কি 'শ্রীভক্তিবিনোদ' বা 'শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী' নামে পরিচয় প্রদানকারী ব্যক্তিও পাষণ্ড নারকী; কেন না, 'ভক্তিবিনোদ' ও 'ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী' প্রভৃতি নাম অপ্রাকৃত সনাতন, তাঁহাদের স্বরূপ হইতে অভিন্ন। কিন্তু ভক্তিবিনোদ ও সরস্বতীর কৈঙ্কর্য্য করিবার জন্য আচার্য্যপদ স্বীকার বা তাঁহাদের সঙ্কীর্ত্তন-সেবার অন্যথা করা গুরুর আসনের আক্রমণ নহে; পরন্তু তাহা গুরুর আসনের মর্য্যাদা সংরক্ষণ ও প্রচার, ইহাই—"আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ" এই মহাপ্রভুর বাণী রূপে প্রকাশিত। তাই শ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন,—

"যাঁরা গৌরসুন্দরের এই কথা শুনে নাই, তাঁরাই ব'ল্‌ছে,—কিরূপে আত্মস্তুতি শুন্‌ছে! গুরু যখন শিষ্যকে একাদশ স্কন্ধ উপদেশ দিচ্ছেন, তখন কিরূপ পাষণ্ড-ভাই (!) না তাঁর ক'র্‌তে হ'চ্ছে! 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ' শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আচার্য্য কি ক'র্‌বেন? "আচার্য্যকে কখনও অবজ্ঞান্ন করিও না। তুমি ও তোমার 'আচার্য্য' সমান, একথা কখনও মনে করিও না"—যা'তে জীব মঙ্গল লাভ ক'র্‌বে, তাকেই সেই সকল কথা ব্যাখ্যা কর্‌বার আসন থেকে (আচার্য্যের আসন থেকে) কি তিনি তা'হলে পালাবেন? তাঁকে যে অধিকার তাঁর গুরুদেব দিয়েছেন, যদি তিনি তা' পালন না করেন, তা'হ'লে গুর্ব্বজ্ঞা—নামাপরাধ-ফলে তাঁর পতন অবশ্যম্ভাবী, যদিও তখন 'আমার নাড়ে ছোলা' ব্যাপার হইয়া যায়।"

আশ্রয়-বিগ্রহ বা আচার্য্য বা গুরু-বৈষ্ণবের মুখ্য বা একমাত্র কৃত্যই হরিকীর্ত্তন। আশ্রয়বিগ্রহস্বরূপী আচার্য্য বা শ্রীগুরুদেব কীর্ত্তন না করিলে বিষয়-বিগ্রহের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলার কথা কেহ জানিতে পারেন না। শ্রীআচার্য্য বা শ্রীগুরুদেব কীর্ত্তন না করিলে জগতে অবতীর্ণ শাস্ত্রাবতার, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি অবতারের স্বরূপ ও তাৎপর্য্যও উপলব্ধির বিষয় হয় না। শ্রীনাম ও শ্রীমদ্ শব্দাবতাররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; কিন্তু তাহাও আচার্য্যাবতার শিষ্যের কর্ণে কীর্ত্তন না করিলে ফলদায়ক হয় না। এজন্য গ্রন্থাদিতে নাম-মন্ত্রাদি লিপিবদ্ধ থাকিলেও তাহা শ্রবণ করিবার জন্য মহাভাগ্য-গুরুদেবের বা আশ্রয়-বিগ্রহের আশ্রয়গ্রহণের অপরিহার্য্য আবশ্যকতা আছে।

শ্রীনাম, শ্রীমদ্, শ্রীগ্রন্থ-ভাগবত—ইহারা সকলেই বিষয়-বিগ্রহ। বিষয়-বিগ্রহের স্বরূপ একমাত্র আশ্রয়বিগ্রহের কীর্ত্তন-প্রভাবেই জগতে প্রকাশিত হইতে পারে। কেবল অর্চ্চনাদি প্রক্রিয়ার দ্বারা অধোক্ষজ বিষয়-বিগ্রহের স্বরূপ জগতে প্রকাশিত হয় না। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখ-বাণীতে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই মহাবাক্য দৃষ্ট হয় এবং শ্রীরূপানুগবর "তত্রাচার্য্য" শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভুর সন্দর্ভেও "যদ্যপ্যত্র ভক্তিঃ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যভক্তিসংযোগেনৈব" অর্থাৎ অন্যকালে যদিও অন্যা ভক্তি বিহিতা, তথাপি তাহা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সহযোগেই জানিতে হইবে,—এইরূপ সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

আশ্রয়বিগ্রহ যদি তাঁহার জীবে-দয়ার একমাত্র যত্ন, উপায় ও উপেয় কীর্ত্তন-কর্ম্ম পরিহার করিয়া বিষয়-বিগ্রহের ন্যায় অর্চ্চাবতাররূপেই বিরাজমান থাকেন, তবে শব্দব্রহ্মের বিস্তার একেবারেই রুদ্ধ হইয়া পড়িবে।

যে শব্দব্রহ্মের কীর্ত্তনদ্বারা নিজের ও শ্রবণের অমঙ্গল বিনাশ করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনকারী সাধুগণের সঙ্গ করিবেন, আচার্য্যাবতার কেবল শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকট থাকিলে সেই কীর্ত্তন বা শ্রৌত-পথ চিরতরে রুদ্ধ হইবে। কীর্ত্তনকারী মহান্ আচার্য্যের অবিচ্ছিন্ন অবতার অস্বীকার করিলে তাহা শ্রুতি বা বেদ অস্বীকার অর্থাৎ শ্রৌত-পথের বিরোধ বলিয়াই গণিত হইবে। জগতে মহান্ত-গুরুর নিত্য-কীর্ত্তন-ধর্ম্ম ও বিনীত শিষ্যের নিত্য-শ্রবণ-ধর্ম্ম অবিচ্ছিন্নভাবে আছে বলিয়াই জগতে শ্রৌত-ধর্ম্মের প্রবাহ প্রবহমান রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীগৌরসুন্দর "মোর অর্চ্চামূর্ত্তি মাত্র তুমি সে ইহাই" এই কথা বলিয়াও "জিহ্বারূপা তুমি মাতা নামের জননী" এই পদে কীর্ত্তনমুখে অর্চ্চনের কথাই বলিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অপ্রকটলীলায় অর্চ্চাবতার ও নামাবতার রূপে যুগপৎ প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীনামাবতারের কীর্ত্তন বন্ধ হইলে শ্রীঅর্চ্চাবতারের স্বরূপ কেহই বুঝিতে পারিত না। যে যে স্থলে শ্রীনামাবতারের কীর্ত্তন বাধা-প্রাপ্ত হইয়াছে বা সেবকের অপরাধবিদ্রিত হইয়াছে, সে সে স্থলেই শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চাবতারের দ্বারা অর্চ্চন সুবিধাবাদ. শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় 'শালগ্রামার্চ্চার দ্বারা বাদার ভাঙ্গিবার' চেষ্টা হইয়াছে। আচার্য্য শিষ্যগণকে কীর্ত্তন শ্রবণ করাইয়া শালগ্রাম-অর্চ্চাকে বাদার ভাঙ্গিবার যন্ত্ররূপে পরিণত করিতে বাধা প্রদান এবং শ্রীবিষ্ণুর প্রকৃত সেবা শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। আশ্রয়বিগ্রহের এই কীর্ত্তনধর্ম্ম না থাকিলে জগতে রক্তবীজ-বৈদ্যের মত প্রতিমুহূর্ত্তে অসংখ্য শ্রীঅর্চ্চাবিরোধী কালাপাহাড়ের আবির্ভাব এবং পরম কৃপাময় অর্চ্চাবতারের প্রতি বাৎসল্য-ধর্ম্মের স্রোতঃ প্রবাহিত হইত। নাম-মহাবতার ব্যতীত কেবলমাত্র অর্চ্চাবতারের আবির্ভাব জগতে প্রকাশিত থাকিতে পারেন না।

অতএব বিষয়-বিগ্রহ যেরূপ অর্চ্চাবতার ও নামাবতার —উভয় রূপেই যুগপৎ প্রপঞ্চে নিত্যকাল অধিষ্ঠিত থাকেন, তদ্রূপ আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব, আচার্য্য বা বৈষ্ণবও যুগপৎ অর্চ্চাবতার ও কীর্ত্তনকারী মহান্তাবতাররূপে জগতে নিত্যকাল অবতীর্ণ থাকিয়া কৃপা বিস্তার করেন। যাঁহারা বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহের এই বিবিধ অবতারের মধ্যে একটীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারাই শ্রৌত-পথ-বিরোধী, নাস্তিক ও পাষণ্ড।

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অর্চ্চাবতার প্রকাশিত হওয়ায় কোন প্রতাপ পাষণ্ড আচার্য্যের সেই অর্চ্চাবতারের পূজাকে অবৈষ্ণব-ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চাহিলে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীরামানুজের প্রকট-কালেই নিজের অর্চ্চাপ্রকাশের দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া প্রতাপের জিহ্বা স্তম্ভন করিয়াছিলেন। একদিকে যেমন আচার্য্যের অর্চ্চাবতার অস্বীকার করা পাষণ্ডতা, অপর দিকে আচার্য্যকে কেবল অর্চ্চাবতারে আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহার বৈভবরূপী মহান্ত আচার্য্যাবতারকে অস্বীকার করাও তদ্রোদিক পাষণ্ডতা। কোন জগদ্গুরু আচার্য্যের পরবর্ত্তী বৈভবরূপী মহান্ত-আচার্য্যের অস্তিত্ব স্বীকারে না বলিলে পূর্ব্বাচার্য্যকে 'ক্লীব' বা impotent' বলিয়া প্রতিপাদন করা হয়। নরোত্তম শ্রীগুরুদেব ক্লীব নহেন, তিনি অচ্যুত-গোত্রীয় সন্তানগণের জনক এবং তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে বিচিত্রতাও আছে।

শ্রীরামানুজাচার্য্য পঞ্চরাত্র বা অর্চ্চনমার্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমর্থক। তিনি মহান্ত আচার্য্যের নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ লীলা প্রকাশ না করিয়া অনন্তসরোবর-তটে অর্চ্চাবতার বরদরাজ বিষ্ণুর সম্মুখে যাদবাচার্য্যকে স্মরণ পূর্ব্বক ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি প্রকটকালেই তাঁহার অর্চ্চাবতার তিন স্থানে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল উদাহরণদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, তিনি বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের অর্চ্চাবতারকে তাঁহাদের স্বরূপ হইতে সর্ব্বপ্রকারে অভিন্ন বিচার করিতেন। মহান্ত আচার্য্যাবতার ও তাঁহার অর্চ্চাবতারে কেবল লীলাগত বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, বস্তুতঃ স্বরূপগত কোন ভেদ নাই—ইহাই শ্রীরামানুজের শিক্ষায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাই 'প্রপন্নামৃত' বলিতেছেন,—

স্বনাম্না সংপ্রতিষ্ঠাপ্য চৈতন্যবৈষ্ণবদর্শনম্।
রামানুজার্য্য-সিদ্ধান্তবিত্তোতং সকলাবনৌ।
তস্য সংরক্ষণে সম্যক্ প্রতিষ্ঠাপ্য বৃষগভান্।
বেদান্তরত্নসম্পন্নাংশ্চতুঃসম্প্রতি-দেশিকান্।
স বিংশোত্তরশতং বৎসরাণাং দুঃখ স্থলে।
অব্যাহতগতিঃ সম্যগ্ যথাকামং বিজহ্রতা চ।

স্বানন্দ্রয়ে প্রতিষ্ঠাপ্য স্বং স্বার্চ্চাবিগ্রহত্রয়ম্।
ভূতপুর্য্যাং বিশেষেণ স্বস্যেতোঽভূবনং মহৎ।
স্বয়ং বিধায় তৎসর্ব্বং তত্রার্চ্চাবিগ্রহে পরে।
আচন্দ্রার্কময়ং শ্রীমান্ মদর্চ্চাবিগ্রহো ভুবি।
লোকসংরক্ষণং সম্যক্ করিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
ইতি নিশ্চিত্য যোগীন্দ্রঃ কৃতকৃত্যো মহাযশাঃ।
অত্রৈব রঙ্গনগরে বৈকুণ্ঠেন-দিদৃক্ষয়া।
বৈকুণ্ঠগমনচ্ছেত্রে লীলামানুষবিগ্রহঃ।

—'প্রপন্নামৃতম্' ১১৬শ অঃ, ৬০-৬৬

অর্থাৎ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য স্বসিদ্ধান্ত-গ্রন্থস্বরূপ স্বীয় নামে পরিচিত এই বৈষ্ণবধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রীভাষ্যকে অখিল জগতে সম্যগ্‌রূপে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া বেদান্তদ্বয়ে (দ্বৈতাদ্বৈত বেদান্তে) পরমপণ্ডিত মহাপ্রাজ্ঞ চতুঃসপ্ততিসংখ্যক সন্ন্যাসী আচার্য্যের উপর তৎসংরক্ষণ-ভার প্রদান করিলেন। তিনি ভূতলে বিংশোত্তর-শত (১২০) বৎসর প্রকট থাকিয়া সম্যগ্‌ভাবে (ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রচার-ব্যপদেশে) অপ্রতিহত-গতিতে সর্ব্বত্র স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন। তিনি তিন স্থানে তিনটি স্বীয় অর্চ্চাবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাপিত করেন। বিশেষতঃ ভূতপুরীতে (মহাভূতপুরীতে) তাঁহার (রামানুজের) যে স্বার্চ্চাবিগ্রহ স্থাপিত আছেন, তাঁহার তেজঃ ও মাহাত্ম্য সর্ব্বোত্তম। সেই শ্রেষ্ঠ অর্চ্চাবিগ্রহে স্বীয় মনস্তেজঃ নিহিত করিয়া কৃতকৃত্য, মহাযশাঃ, লীলামানুষবিগ্রহ, বেদাবতার, যোগীন্দ্র শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য "আমার এই পরমশোভন অর্চ্চাবিগ্রহ যাবচ্চন্দ্রদিবাকর পৃথিবীতে সম্যক্-প্রকারে লোক সংরক্ষণ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।"—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া এই রঙ্গনগরেই শ্রীমন্নারায়ণ দর্শনাভিলাষে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্য স্বীয় অর্চ্চাবিগ্রহে নিজ সর্ব্বশক্তি সঞ্চার করিলেও এবং সাক্ষাদ্ভাবে প্রকটকালে সমুখ-বাণীতে নিজ অর্চ্চাকে তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া জানাইলেও কূরেশ-পুত্র পরাশর ভট্ট শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের একমাত্র পারমার্থিক আচার্য্য—নিয়ামকরূপে নিণীত হইয়াছিলেন। স্বয়ং পরাশর এই কথা প্রপন্নামৃতে এইরূপ বলিতেছেন,—

যতীন্দ্রসূনুঃ কূরেশনাথো
বর্ণাখিলং তস্য বদেব যুক্তম্।
চকার লোকোত্তরবাদভূত্যো
জগদ্গুরোর্লক্ষণদেশিকস্য।
কূরেশপুত্রং মামেব রঙ্গনাথো জগৎপতিঃ।
পুত্রস্বীকারকরোৎ পীতহারিদ্রশম্বরঃ।
ভূরিশ্রী-শৈলপূর্ণায়া-স্তনন্ধং কূরকেশ্বরম্।
পুত্রস্বীকারমকরোল্লক্ষণার্য্যো জগদ্গুরুঃ।
দত্তীনঃ পুত্রবাৎসল্যাদ্ব্যাখ্যানিদেশ মহামতিম্।
সহস্রগীতিব্যাখ্যান-করণে কূরকেশ্বরম্।
প্রদদৌ কৃপয়া তস্মৈ শ্রীশৈলকুলভূষণম্।
যতীন্দ্রশাসনাদ্ ধীমান্ গোবিন্দার্য্যো মহাযশাঃ।
দর্শনার্থাংস্ততঃ সর্ব্বান্ প্রণতো মদ্ব্যমাজয়াৎ।
যতীন্দ্রশাসনাৎ সর্ব্বে দর্শনার্থা ময়া ত্বয়ি।
নিক্ষিপ্তা বিদ্ধি এতৈস্তে সাস্তৃতং বৃষসদ্মনে।
কুর্ব্বন্ দর্শননির্ব্বাহং শ্রীরঙ্গেচর সুখং বস।

—'প্রপন্নামৃতম্' ১১৬শঅঃ, ৬৮-৭৪

অর্থাৎ (পরাশর ভট্ট বলিতেছেন—) অর্থাপত্তিত বা বৈষ্ণব-বাঙ্ময় কূরকেশ (কূরেশ) নামে যতিরাজনন্দন (অর্থাৎ শ্রীরামানুজের প্রিয় শিষ্য) সেই জগদ্‌গুরু লক্ষ্মণ-দেশিকের যোগ্য সকল কার্য্য (তিরোভাব মহোৎসব) অলৌকিকভাবে সম্পাদন করেন। পীতাম্বর জগৎপতি শ্রীরঙ্গনাথ কূরেশপুত্র আমাকেই পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। জগদ্‌গুরু লক্ষ্মণদেশিক প্রচুর শ্রীসম্পন্ন শৈলপূর্ণ আর্য্যের তনয় কূরেশকে পুত্ররূপে স্বীকার করেন। যতিরাজ শ্রীমদ্রামানুজ পুত্র বা শিষ্যবাৎসল্যবশতঃ মহামতি কূরকেশ্বরকে 'সহস্রগীতির' ব্যাখ্যান নির্ব্বাহ করিতে আদেশ প্রদান করেন। ধীমান্ মহাযশাঃ আচার্য্য গোবিন্দ যতিরাজের আজ্ঞানুসারে শ্রীশৈলকুলভূষণকে (আমাকে) কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট প্রদান করেন। গোবিন্দাচার্য্য দর্শনার্থ আগত সকল রামানুজশিষ্যকে আমার নিকট সাদরে অর্পণ করিয়া বলিলেন—'তুমি বিজ্ঞবর, আমি শ্রীমৎ যতিরাজের আদেশে সম্প্রতি দর্শনার্থী এই সকল শিষ্যকে তোমারই নিকট অর্পণ করিলাম। তুমি শ্রীরঙ্গনাথকে নিত্য দর্শন করত এই রঙ্গক্ষেত্রে সুখে বাস কর।'

যে স্থলে স্বয়ং শ্রীরামানুজাচার্য্য নিজ অর্চ্চাবতার প্রকট করিয়া গেলেন এবং একটি নিজ অর্চ্চা-বিগ্রহ

তিরুনারায়ণপুরের শিষ্যগণের দ্বারে স্থাপন করিলেন, আর একটি অর্চা-বিগ্রহ ছোট আওনকে শ্রীযোগেশ্বরের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রদান করিলেন এবং আর একটি অর্চা-বিগ্রহ সেই আওনকেই আচার্য্যের সমাধির উপর প্রতিষ্ঠার জন্য প্রদান করিলেন, সে স্থলে আচার্য্যের অর্চাবিতারগণের এইরূপ অধিষ্ঠান সত্ত্বেও আচার্য্যের শিষ্য পরাশর ভট্ট কেনই বা রামানুজ সম্প্রদায়ের অন্যতম মহান্ত-আচার্য্যরূপে বৃত হইলেন? যে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে পঞ্চরাত্র বা অর্চ্চন মার্গেরই বিশেষ প্রাবল্য, সেই সম্প্রদায়ে কি পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য অর্থাৎ শ্রীরামানুজাচার্য্যের সম্প্রতিষ্ঠিত অর্চাবিতারের সম্মুখেই সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন কার্য্যের অনুষ্ঠান চলিত না? ইহার গূঢ় রহস্য কি?

শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায় বা তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়েও অর্চাবিতারের পূজার বিশেষ প্রচলন আছে। উডুপীতে শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রাপ্ত নবগোপাল বা শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরের দ্বারদেশে শ্রীমধ্বাচার্য্যের অর্চাবিতার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আচার্য্যের এই অর্চ্চা ষোড়শ-ষষ্ঠীয় শিষ্য-পরম্পরায় ষোড়শ অন্যতম "দ্বিতীয়মধ্বাচার্য্য" শ্রীবাদিরাজস্বামী স্থাপন করেন। তথাপি আধুনিক মহান্ত-আচার্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া কেবলমাত্র অর্চাবিতারের সম্মুখে দৈনন্দিন-কার্য্যের অনুষ্ঠানের আদর্শ ইঁহাদের মধ্যেও বহুমানিত হয় নাই কেন? পূর্ব্বপ্রশ্ন শ্রীমধ্বাচার্য্যের অর্চাবিতার ও বাদিরাজস্বামীর অর্চাবিতার। ইহাদের পৃষ্ঠভাগ হইতে বাদিরাজের দুইস্কন্ধে পাঁয় পাদদ্বয় স্থাপন করিয়া ইঁহার মস্তকোপরি স্থাপিত সুবর্ণের পাত্র চন্দন (ছোলা) ভোজন করিতেছেন—এইরূপ অর্চ্চাবতার। তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে নিত্য-পূজিত হওয়া সত্ত্বেও মহান্ত-আচার্য্যের দ্বারা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে কেন? শ্রীবাদিরাজের পরও বেদবেদ্য, বিদ্যানিধি, বেদনিধি প্রভৃতি আচার্য্য-পরম্পরা অদ্যাপি প্রবহমানা।

এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য ও মহাজনগণের আদর্শ ও আচরণ হইতে জানা যায় যে, শ্রীগুরুদেব বা আশ্রয়-বিগ্রহের কেবল অর্চাবিতার স্বীকার করিয়া তাঁহার অনন্তর বৈভব-গণের আবির্ভাব অর্থাৎ মহান্ত-আচার্য্যের অবিচ্ছিন্নত্ব স্বীকার না করিলে, আবার মহান্ত-আচার্য্য স্বীকার করিয়া তাঁহার অর্চাবিতার স্বীকার না করিলে মহা অপরাধ উপস্থিত হয়। মহান্ত-আচার্য্যের অবতারের নিত্যত্ব-বিষয়ে সন্দিহান হইবার ন্যায় সংশয়বাদ বা ঘোর নাস্তিকতা আর কিছুই নাই। অতএব গুরুদেবের নাম ও অর্চাবিতার যেরূপ গুরুদেবের স্বরূপ হইতে অভিন্ন ও চিদানন্দরূপ, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবের অনন্তন বৈভব-বিগ্রহেরও মহান্ত-গুরুরূপে অবতার পূর্ব্বাচার্য্যের ন্যায় সমভাবে পূজনীয় ও বন্দনীয়; এইজন্যই শ্রীরামানুজাচার্য্য তাঁহার শিষ্যগণকে যে শেষ উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে এই সিদ্ধান্তটি দৃষ্ট হয়,—

স্বদেশিকস্য কৈঙ্কর্য্যে কৈঙ্কর্য্যে বৈষ্ণবস্য চ।
প্রতিপত্তিং সমাং কৃত্বা কৈঙ্কর্য্যং কারয়েৎ সদা।
পূর্ব্বাচার্য্যোক্তবাক্যেষু বিশ্বাসেনৈব বর্ত্তয়েৎ।

নিজ গুরুদেবের ও বৈষ্ণবের দাসে সমভাবে সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাদের সর্ব্বদা সেবা করিবে। পূর্ব্বাচার্য্যদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবে।

জাবালোপনিষৎ

ইহাতে ছয়টি অধ্যায় আছে এবং মন্ত্রসমূহ গদ্যে লিখিত। এই উপনিষৎ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। প্রথম অধ্যায়ে ঋষিপতি যাজ্ঞবল্ক্যকে আত্মা ও পরমাত্মার অধিষ্ঠান মুক্তক্ষেত্রের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে বলিতেছেন,—যেরূপ প্রসিদ্ধ মুক্তক্ষেত্র দেবতাগণের যজ্ঞভূমি ও সকল প্রাণীর সাধনার স্থান, সেইরূপ অবিমুক্ত মুক্তক্ষেত্রও ইন্দ্রিয়গণের উপাস্য, আত্মার অধিষ্ঠান ও পরব্রহ্মের নিবাস-ক্ষেত্র। জীবের মৃত্যুর সময় সদাশিব এই স্থানে তারকব্রহ্মনাম শুনাইয়া থাকেন—যাহা দ্বারা জীব অমৃতত্ব লাভ করে। দ্বিতীয় খণ্ডে—মহর্ষি অত্রি যাজ্ঞবল্ক্যকে

জিজ্ঞাসা করেন যে, সেই অনন্ত ও অব্যক্ত আত্মাকে কি-করিয়া জানা যায়? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে বলেন যে, ব্রহ্মবিদ্‌গণ সেই পরমাত্মাকে উপাসনা দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। তৃতীয় খণ্ডে ব্রহ্মচারিগণ যাজ্ঞবল্ক্যকে কি জপের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় জিজ্ঞাসা করিলে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—একমাত্র ভগবানের নাম নিরন্তর জপের দ্বারাই অমৃতত্ব সম্ভব। চতুর্থখণ্ডে রাজা জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে সন্ন্যাস ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে বলেন,—আচার্য্যের আনুগত্যে ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া আচার্য্যের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে গৃহী হইবে, গৃহী হইবার পর বনী হইবে, পরে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে। গার্হস্থ্যাদি আশ্রম গ্রহণ না করিয়াও অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা যায়। প্রকৃত বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে তিনি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন, সেই আশ্রম হইতেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। যদি কেহ ব্রহ্মচারী প্রভৃতির অনুষ্ঠেয় কর্ম্মবিচ্যুত হইয়াও বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন, তবে তিনি সান্ধ্যের অগ্নিহোত্র সমাপন করুন বা না-ই করুন, বেদোক্ত স্নান করুন বা না করুন, সাগ্নিক হইয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করুন, অথবা নিরগ্নিই হউন, যে-দিন প্রকৃত বৈরাগ্য উদয় হইবে, সেই দিনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন। ওঙ্কারাদি সত্যজ্ঞানাদি-লক্ষণ ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য। পঞ্চম খণ্ডে—অগ্নি যাজ্ঞবল্ক্যকে অবজ্ঞোপদীষী অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের চিহ্নপরিত্যাগকারী পুরুষ কি রাক্ষস পদবাচ্য? ইহা জিজ্ঞাসা করিলে যাজ্ঞবল্ক্য তদুত্তরে বলেন,—পরমহংসগণ বর্ণ ও আশ্রমের অতীত, তাঁহারা বিধি ও নিষেধের বাধ্য নহেন, তাঁহারা নিত্য শুচি, প্রাণি-হিংসা-রহিত, ভিক্ষা-লব্ধ বস্তুতে প্রাণধারণকারী এক পরব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট। ষষ্ঠ খণ্ডে—সঙ্কর্ষক, আরুণি, শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিদাঘ, অষ্টকপ্রভৃতি অবাক্‌নিষ্ঠ অব্যক্তাচারও অনুরক্ত পুরুষগণ উদ্ভেদের ন্যায় বিচরণ করেন, কারণ তাঁহারা পরমহংস—এরূপ বর্ণিত হইয়াছেন। পরমহংস সর্ব্বত্যাগী, তিনি দণ্ড, কমণ্ডলু, ভিক্ষাপাত্র, যজ্ঞোপবীত সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক-বেশে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে পারেন। তিনি শূন্যগৃহে, নিষ্ফলমন্দিরে, পুতীকৃত তৃণমধ্যে, পিপীলিকা-রক্ষিত মৃত্তিকার অভ্যন্তরে, অশ্বত্থাদি বৃক্ষের মূলদেশে, কুম্ভকারের ভাণ্ড-নিক্ষেপ-স্থানে, অগ্নিগৃহে, নদীতীরে, গিরিগুহায়, বৃক্ষকোটরে অথবা যে কোন স্থানে বাস করিয়া পরব্রহ্মের নির্ম্মল ধ্যানে মগ্ন থাকেন।

শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ

এই উপনিষদে ১৯টি মন্ত্র আছে। ইহা অথর্ব্ব বেদের অন্তর্গত। পিপ্পলাদ ব্রহ্মাকে "প্রেয়ঃ কিং?"—এই প্রশ্ন করিলে ব্রহ্মা পিপ্পলাদকে দীর্ঘকাল তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মনকে নির্জ্জিত করিতে উপদেশ করেন। পিপ্পলাদ তপস্যান্তে শুদ্ধচিত্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কলিযুগের পাপাচ্ছন্ন প্রজাগণের কি প্রকারে মঙ্গল হইবে, কলিযুগের উপাস্য দেবতা কে ও ভজন-রহস্যই বা কি, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলে ব্রহ্মা বলিলেন—ত্রিগুণাতীত বিশুদ্ধসত্ত্বময় দ্বিভুজ জ্ঞানমুদ্রা স্বয়ং জাহ্নবীতটস্থ গোলোকাখ্য নবদ্বীপধামে গৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে ভক্তি প্রকাশ করিবেন। গৌরচন্দ্র অঙ্গযুগলে শ্বেত, রক্ত ও শ্যামলরূপ ধারণ করেন। তিনি চৈতন্যস্বরূপ ভক্তিরূপী, ভক্তিদাতা ও ভক্তিবেদ্য। বেদাদ্যবেদ্য পুরাণ-পুরুষ চৈতন্যবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবকে জানিলে মৃত্যুর অতীত হওয়া যায়। মায়া অতিক্রম করিবার আর অন্য কোন উপায় নাই। তিনি স্বীয় নাম মূলমন্ত্রের দ্বারা সকলকে আনন্দ দান করেন। তাঁহার 'হ্লাদিনী' ও 'সন্ধিৎ' নাম্নী দুইটি পরমা শক্তি আছে। তিনি স্বয়ংই তারকব্রহ্ম নাম

কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই তোটনাম বলিলে অক্ষরই মহামন্ত্র, সর্ব্বসার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ভক্তিবেদ, এই নাম পরম-সুন্দর। এই নামের কীর্ত্তনকারী ব্যক্তিগণই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন, অপরে পারে না। মুক্ত পুরুষগণও এই পরমসার মহানাম সর্ব্বদা কীর্ত্তন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বকারণকারণ, পরতত্ত্ব। এই জগৎ ক্ষর, জীব ক্ষর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া 'অক্ষর' পদবাচ্য। শ্রীচৈতন্যদেব এই ক্ষর ও অক্ষর এই উভয় বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পুরুষোত্তম। যিনি শ্রীচৈতন্যকে প্রীতি করেন, তাঁহার ভজন ও গান করেন, তিনি অনর্থমুক্ত ও পবিত্র হন, পরতত্ত্ব অবগত হন, শোকের অতীত হন, পরমা গতি লাভ করেন। শ্রীচৈতন্য-বিমুখগণের গতি নাই।

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ-বাণী

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অকপট সেবক-বৃন্দের নাম-কীর্ত্তন ও হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে কোনও ব্যক্তির নাম-কীর্ত্তনের অভিনয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক সেবক নাম ও নামীতে অভেদ বিচার করেন। বাচক নাম যাঁহাকে উদ্দেশ করেন, অর্থাৎ বাচক নামের যে বাচ্য বস্তু, সেই বস্তুটি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। সেই বস্তু ও সেই বস্তুর নাম একই বস্তু—সম্পূর্ণ অভিন্ন। এ জগতে জীবের যে নাম, সেই নাম ও জীবাত্মার—স্বরূপের নামের মধ্যে পার্থক্য আছে। জীবের নাম অন্য লোকে জড়েন্দ্রিয়-তর্পণের উদ্দেশ্যে প্রদান করে ও জীবের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাহা চলিয়া যায়। কিন্তু ভগবানের নাম অন্য কোন জীবের প্রদেয় বা প্রদত্ত নহে; জীব ভগবানের নামের সৃষ্টি, রক্ষণ বা নাশ করিতে পারে না। ভগবান্ যেমন 'সৎ', তাঁহার নামও সেইরূপ 'সৎ'। ভগবান্ যেরূপ চেতন, তাঁহার নামও সেইরূপ চেতন। ভগবান্ যেরূপ আনন্দলীলাময় বিগ্রহ, তাঁহার নামও সেইরূপ আনন্দলীলাময় বিগ্রহ।

এখানে অন্ধের নাম 'পদ্মলোচন' হইতে পারে, নির্দ্দয়ের নাম 'দয়াময়' হইতে পারে, মায়াবদ্ধ জীবের নাম 'মায়ানাথ' হইতে পারে; কিন্তু ভগবানের নাম সেরূপ নহে। বদ্ধ জীবের ন্যায় ভগবানের দেহ ও দেহী পৃথক্ নহে। ভগবানের বিগ্রহ ও নাম—একই অভিন্ন বস্তু; ভগবানের স্বরূপ ও ভগবান্ একই বস্তু।

ভগবানের নাম প্রাকৃত ভাষাবিৎ বা নিরুক্ত-নির্ঘণ্টু-কারের বা অন্য কোন কোষকারের প্রদত্ত শব্দ বা সংজ্ঞা নহে। ভগবানের নাম কালের মধ্যে সৃষ্ট হয় নাই। মায়ার সৃষ্ট জগতের ধ্বংস হ'ত' দূরের কথা, বহিরঙ্গা মায়া বা তটস্থশক্তি ধ্বংস হইয়া গেলেও ভগবন্নাম অবস্থান করিবেন ও করেন।

ভগবানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অঙ্গী ভগবান্ হইতে পৃথক্ নহে। ভগবানের যে কোনও অঙ্গ অন্যান্য যাবতীয় অঙ্গের কার্য্য করিতে পারেন। জীবের কেশ ও কর্ণ হাঁটিতে পারে না, দেখিতে পারে না অর্থাৎ পদ ও চক্ষুর কার্য্য করিতে পারে না; কিন্তু ভগবানের অপ্রাকৃত কেশ ও কর্ণ সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্যই পূর্ণভাবে করিতে পারেন। ভগবানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্বগত ভেদ নাই। ভগবান্ শুদ্ধ ও মায়াতীত বলিয়া তাঁহার প্রত্যেক সচ্চিদানন্দময় ইন্দ্রিয়ই প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে পারেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অকপট সেবক মাত্রই নাম ও নামীকে একই বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করেন, অন্য লোক তাহা করেন না। মনুষ্যের সৃষ্ট বা কালের মধ্যে সৃষ্ট কোনও শব্দের দ্বারা ভগবদ্বস্তু বাচ্য নহেন—ইহা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক সেবক অবগত আছেন ও বিশ্বাস করেন।

নামের উচ্চারণমাত্রই এই তিনটির কোনও না কোনও একটি কার্য্য হইয়া থাকে—(১) নামাপরাধ, (২) নামাভাস ও (৩) শুদ্ধ নাম। ভগবন্নাম নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত—তাঁহাতে কোনও প্রকার মলিনতা নাই।

কিন্তু নামের উচ্চারণকারীর নিষ্ঠা ও অধিকার, চিত্তবৃত্তি ও দর্শন-প্রণালী প্রভৃতির অবস্থাভেদে নামোচ্চারণ-কার্য্যে ভেদ হইয়া পড়ে। অপরাধ নামের নহে,—নামোচ্চারণকারীর বা নামোচ্চারণ-প্রণালীর; অভিধেয়ে অপরাধ প্রবেশ করে। উচ্চারণকারী হয় অন্যাভিলাষী, ইন্দ্রিয়তর্পণ-কামী বা ফলভোগী কর্ম্মী বা ধর্ম্মার্থ-কাম-কামী, না হয় মুক্তিকামী, না হয় নামের অহৈতুক সেবক। মুক্তির কামনা-মূলে নামের উচ্চারণের অভিনয় করিলে তাহা 'নামাভাস', ভোগাদি তুচ্ছফল-কামনামূলে নামের উচ্চারণের অভিনয় করিলে তাহা 'নামাপরাধ' বলিয়া গণিত হয়।

কামনা দুই প্রকার—ভোগ-কামনা বা বুভুক্ষা আর মোক্ষ-কামনা বা মুমুক্ষা। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু ইহারা traders—বণিক্, ইহাদের commercial interest আছে। যাঁহারা gratification of senses in any shape (যে কোনও আকারে আক্ষেন্দ্রিয়-তর্পণ) এর উদ্দেশ্যে হরিনামের উচ্চারণের অভিনয় করেন, তাঁহাদের মুখে নামাক্ষরের ন্যায় যাহা বহির্গত হয়, তাহা শুদ্ধ নাম-কীর্ত্তন নহে।

প্রকৃতির সৃষ্ট প্রাকৃত শব্দ ও সেই শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তুতে ভেদ আছে। যেমন 'জল' এই শব্দটি 'জল' বস্তু হইতে পৃথক্। কেহ যদি 'জল' 'জল' করিয়া উচ্চারণ করিতে থাকে, সেই শব্দ বাস্তব জলবস্তু রূপে উচ্চারণকারীর পিপাসার নিবৃত্তি করিবে না। কিন্তু ভগবন্নাম—Personal Entity, অর্থাৎ তাঁহার অপ্রাকৃত concrete form আছে, not an abstract noun or a qualifying adjective বা প্রাকৃত কোন relative বা প্রকৃতি-সম্বন্ধযুক্ত বস্তু নহে—জীবের সঙ্গে বা জীবের ভোগ্য যে প্রাকৃত বিশ্ব, তাহার সহিত কোন সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত নহে। 'জগদীশ', 'পরমাত্মা', 'আল্লা', 'খোদা' প্রভৃতি নাম ভগবানের partial aspect (আংশিক প্রতীতি) সূচনা করে—এত বড় কথা গৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক নামাশ্রিত ব্যক্তিই জানেন। ভগবানের নাম সকলের নিয়ামক, তিনি নিজের স্বতঃকর্ত্তৃত্বশক্তি পরিচালনা করিতে পারেন। নিজের prerogative, paramount suzerainty exercise করিতে পারেন। ভগবন্নাম matchless, at the same time Transcendental.

অধোক্ষজ শ্রীনাম দর্শন করিতে পারেন, শ্রবণ করিতে পারেন, ঘ্রাণ গ্রহণ করিতে পারেন, আস্বাদন করিতে পারেন—নিজের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় বা শক্তি পরিচালনা করিতে পারেন। অধোক্ষজ—স্বরবর্ণের প্রথম বর্ণ "অ", ব্যঞ্জনবর্ণের সর্ব্বশেষ বর্ণ "ক্ষ" অর্থাৎ জগতে শব্দের বা ভাষার সাহায্যে প্রকাশ্য যত চিন্তাস্রোতঃ আছে, তাহা সমস্তই অতিক্রম করিয়া যে নিত্য সিদ্ধ সর্ব্বশক্তিমান্ তত্ত্ব, তাহাই অধোক্ষজ শ্রীনাম। সেই নাম একাধারে যুগপৎ মায়াতীত বিশেষ্য ও বিশেষণ। আবার He is an admixture of two opposites—যুগপৎ বিরুদ্ধগুণ তাঁহাতে সমভাবরূপে বর্ত্তমান—He the Transcendental Paradox.

জগতে অন্যান্য যে সকল 'ধার্ম্মিক' নামে পরিচিত ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা অপ্রাকৃত নামের স্বরূপতত্ত্ব জানেন না—শ্রীনামের ontology বা substratum জানেন না। শ্রীনাম—স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম—He can exercise His eternal masculanity. He can remain eternally as He is. He cannot be made, mended or moulded otherwise by any attempt of প্রকৃতি or মায়া and জীব।

শ্রীনাম সনাতন, চেতন ও আনন্দময়। তাঁহার মৃত্যু বা ধ্বংস নাই। সেই ভগবন্নাম নিজকে প্রকাশ করেন, নিজের রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা বিধান। কাহাকে বিধান? যাঁহার হৃদয় নির্ম্মল, তাঁহাকে। যাঁহার অন্যাভিলাষ নাই, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপোব্রতাদির স্পৃহা নাই, কোন প্রকার বণিকের বৃত্তি নাই, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অনুসন্ধানফলে একীভূত হইয়া যাইবার কোনপ্রকার অভিসন্ধি নাই, সকলমলরহিত কেবল সেবা—Seva for Seva's sake (সেবা-লাভের জন্য সেবা)—সেবাই যাঁহার নিকট উপায় ও উপেয়, তাঁহারই নিকট নাম নিজের রূপ প্রদর্শন করেন। সেই নাম কথা বলেন, সকলকেই সেবায় উন্মত্ত করেন, নিজের নাম রূপ গুণ লীলায় নিজকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করেন—পাগল করেন। কিন্তু যে স্থলে সেরূপ সেবাচেষ্টা নাই, তথায়—

বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন॥

ভগবৎসুখধামাই—প্রেম :

আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের অভিসন্ধি নাই, কেবলমাত্র সম্পূর্ণ অহৈতুকী শরণাগতি

সূর্য্য—স্বতঃপ্রকাশশীল। সূর্য্যকে অন্য কোন আলোকের দ্বারা দেখিবার প্রয়োজন হয় না বা দেখা যায় না। আমরা যদি সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাই, তাহা হইলে সূর্য্যকে দেখিতে পাই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে, আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবকে, জগতের সমস্ত বস্তুকে দেখিতে পাই। সূর্য্যের স্বতঃপ্রকাশ আলোকরূপ অহৈতুকী করুণা বলে করিলে—সূর্য্যের দিকে উন্মুখ হইলে তবেই সূর্য্যের কৃপালোকে হয়ং আলোকিত হইতে এবং অন্যকে দেখিতে পারি। তদ্রূপ ভগবান্‌ও স্বতঃপ্রকাশমান। তিনি যদি আমাদের পূর্ণ শরণাগতি বা প্রপত্তি দর্শন করেন, তবেই তাঁহাকে আমাদের নিকট স্বতঃপ্রকাশ করেন।

ভগবান্—নামাতীত। যিনি নামের অতীত, তাঁহাকে নামের অধীন বা অন্তর্গত কোন বস্তু বা বৃত্তি উপলব্ধি করিতে পারে না।

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।"

একান্ত শরণাগত,প্রপন্ন বা সেবোন্মুখ হইলে সেই অপ্রাকৃত তত্ত্ব নাম স্বতঃপ্রকাশ হন।

নামের প্রতি অপরাধ দশ প্রকার :—(১) অসাধুকে সাধু-জ্ঞান ও সাধুকে অসাধু-জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃত সাধুকে নিন্দনই প্রথম অপরাধ। (২) শিব স্বরূপ অন্যদেবতার সহিত সর্ব্বেশ্বর, বিষ্ণুকে সমান বলিয়া জ্ঞানই দ্বিতীয় অপরাধ। (৩) বৈকুণ্ঠ-শ্রীনাম-মন্ত্রদাতা গুরু বা আচার্য্যকে অবজ্ঞানই তৃতীয় অপরাধ। (৪) শ্রুতি ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রকে মানুষের সৃষ্ট অন্যান্য গ্রন্থের সহিত সমান জ্ঞান করিয়া ঐ সকল শাস্ত্রের নিন্দাই চতুর্থ অপরাধ। (৫) নামের মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি বা কল্পনা-গৌরব মাত্র মনে করা আর এক ভীষণ অপরাধ। (৬) শ্রীনামের অন্যপ্রকার অর্থকল্পনাও অপরাধ। (৭) নাম-বলে পাপে প্রবৃত্তি অর্থাৎ হরিনামকে পাপ-মোচনের যন্ত্র মনে করিয়া পাপ চালাইবার জন্য যে চেষ্টা, নাম পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবেন—এইরূপ ছলনায় পাপের প্রবাহ সংরক্ষণ করিবার চেষ্টা আর একটি অপরাধ। (৮) অন্যান্য শুভ কর্ম্মের সহিত শ্রীনামের অনুশীলনকে সমান জ্ঞান আর একটি অপরাধ। (৯) যাহার শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র বা শ্রৌতপথে শ্রদ্ধা নাই, তাহাকে জোর করিয়া নিজমতে আনিবার চেষ্টা বা ঐরূপ অশ্রদ্ধান ব্যক্তিকে নাম-প্রদান নামের চরণে আর একটি অপরাধ। এইজন্য মন্দিরের সম্মুখে জোর করিয়া হরিনামাদি সঙ্কীর্ত্তন করা অন্যায় ও অপরাধ। (১০) হরিনামকীর্ত্তনের অভিনয় করিতেছে অথচ সংসার-বাসনা পরিপূর্ণ মাত্রায় আছে, ভোগ-বাসনার নোঙর পোতা আছে, সেই নোঙর উঠাইবার ইচ্ছা বা চেষ্টা না করিয়া অর্থাৎ ভোগ বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া হরি-নাম করিবার যে অভিনয়, উহা দশম নামাপরাধ। পূর্ণ-মাত্রায় সংসার বজায় রাখিয়া বা স্বজন-নামধারী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে নিজের সেবা-গ্রহণের পিপাসা, দেহ ও মনে অত্যাসক্তি এবং দেহ ও মনের সহিত যত সম্বন্ধ আছে, তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা করিয়া তাহাদের দাস হওয়া অথবা তাহাদের দাস হইয়া তাহাদের নিকট হইতে নিজের ভোগ-সুখ বা প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি 'অহং-মম-বুদ্ধি'র সহিত হরিনাম করিবার অভিনয় করিলে সেই প্রীতিশূন্য অসংখ্য নামাক্ষরের শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলে হরিনাম হইবে না। আমি বাঙ্গালী, আমি আসামী, আমি বিহারী, আমি মাদ্রাজী, আমি ইংরেজ, আমি জার্ম্মাণ, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র, আমি সন্ন্যাসী, আমি গৃহস্থ, আমি বনচারী, আমি ব্রহ্মচারী এই সকল অভিমান বজায় রাখিয়া কোটি কোটি জন্ম হরিনাম করিবার অভিনয় করিলেও হরিনাম হইবে না। Because he has already bolted the door against the light of হরিনাম। সে হরিনাম চাহে না, মুখে ভণ্ডামি করে। যদি শরণাগত হয়, তবেই ঐ দশ প্রকার অপরাধ কমিয়া যাইতে পারে।

উন্মুখ ও পরাঙ্মুখ—এই দুই প্রকার অবস্থা। শরণাগতের উন্মুখ অবস্থা আর আসুরী বা ধার্ম্মিকের পরাঙ্মুখাবস্থা। Inductive process—পরাঙ্মুখতা আর deductive process—উন্মুখতা। 'প্রত্যক্' ও 'পরাক্'—তত্ত্ববিচার-শাস্ত্রে এই দুইটি কথা আছে। "Back to Krishna & His Realm—our eternal Home—"স্বানন্দসুখদকুঞ্জে ফিরে চল"—this is the message of Gaudiya Math.

এই জগৎ একটি কারাগার বা দুর্গ। এই কারাগৃহের রক্ষয়িত্রী—দুর্গা। নারায়ণের প্রতি যাহারা পরাঙ্মুখ, তাহাদিগকে তিনি নানাভাবে দণ্ড প্রদান করিয়া সংশোধন করেন। দুর্গা তিনপ্রকার শৃঙ্খলের দ্বারা জীবকে বন্ধন করেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণের তিনপ্রকার বন্ধন। সত্ত্বগুণের শৃঙ্খল সোনার শৃঙ্খল, সোনার হইলেও শৃঙ্খল বটে। দেশোদ্ধার, পার্থিব দুঃখের উপকার, বস্ত্রাদুর্ভিক্ষাদির মোচন, মাতৃহীন দুগ্ধ-শিশুকে নদীর জলে পতন হইতে উদ্ধার ও পরিপোষণ বা যাবতীয় তথাকথিত পরার্থিতার উদ্যমসমূহ স্বর্ণ-শৃঙ্খল হইলেও শৃঙ্খল বটে। দুর্গাদুর্গের কর্ত্রী ভবানী বা সংসার-কারাগারের রক্ষয়িত্রীর যে পূজা হয়, তাহাতে দেহাত্মবোধের কথা প্রবল। মায়া ও বৈকুণ্ঠ—এই দুইটি পৃথক্ ব্যাপার। যাহার দ্বারা মাপা যায়, তাহা মায়া; মায়ার রাজ্যে বিমুগ্ধ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিমুগ্ধ জীবের মাপা ধর্ম্ম আছে। বৈকুণ্ঠে কোন মাপা ধর্ম্ম নাই—তথা হইতে কুণ্ঠা-ধর্ম্ম বিগত হইয়াছে। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকে 'প্রভু' করিবার চেষ্টা করিলে আমরা বঞ্চিত হইয়া যাইব; কিন্তু স্বরূপ-শক্তির সেবা করিলে বঞ্চিত হইব না।

স্বরূপশক্তির কৃপা-বলে—শ্রীরাধারাণীর কৃপা-প্রভাবে আমাদের চরম পরম মঙ্গল লাভ হয়। দুর্গা যখন কপট কৃপা করেন, তখন আমাদের ধর্ম্ম-অর্থ-কামের পরিপূরণ বা তাহাদের অতৃপ্তি হয়, আর যখন অকপট কৃপা করেন, তখন স্বরূপ-শক্তির আশ্রয়-লাভ ঘটে।

নাম প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন; যেমন জিহ্বার দ্বারা শ্রবণ হয় না—কর্ণের দ্বারা সন্দেশের আস্বাদন হয় না, তদ্রূপ এক আধারের ইন্দ্রিয় আর এক আধারের ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে পারে না অর্থাৎ প্রাকৃত-ইন্দ্রিয় প্রাকৃত-বস্তুর জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারে আর অপ্রাকৃত-ইন্দ্রিয় অপ্রাকৃত-বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। সেইরূপ প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রাকৃত-শব্দের উচ্চারণ হইতে পারে, অপ্রাকৃত জিহ্বার দ্বারা অর্থাৎ শরণাগত, প্রপন্ন বা সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত নামের বা হরিকথার উচ্চারণ হয়।

শ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়ের বিচার এবং শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বিচারের মধ্যে পার্থক্য আছে। গৌড়ীয়ের বিচারে কেবল ব্যাধান ভাল করাই শেষ কথা নহে,—কেবল আত্যন্তিকী ক্লেশ-নিবৃত্তি বা অবিদ্যা-বিনাশই শেষ কথা নহে; সচ্চিদানন্দতনু ব্রহ্মের চিদ্‌বিলাসের অন্তর্ভুক্ত অনুকূল উপকরণস্বরূপে তাঁহার সেবাই প্রয়োজন। চক্তি কেবল সাধন নহে, তাহা সাধ্য।

ভগবানের স্বরূপগণ তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইলেও তাঁহাদের মধ্যে শক্তির বিচিত্রতা আছে। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে ভগবৎস্বরূপে পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চা—এই পাঁচ প্রকার বিচিত্রতা নির্ণীত হইয়াছে। বদ্ধ জীবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ও দয়ালু বিষ্ণু-বিগ্রহ—অর্চ্চাবতার; তরল বিচারশীল অপেক্ষা more rationalistic ধারণাকারীর নিকট তিনি—তটস্থসেবা অন্তর্যামী পুরুষ, তৎপরে বৈভব (un-adulterated conception of the Absolute Person); তৎপরে ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ; তৎপরে পর বা নারায়ণ। শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিচারে—শ্রীনারায়ণই পরতম তত্ত্ব।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের পরতত্ত্ব নারায়ণ ঐশ্বর্য্যময়-বিগ্রহ, দূর হইতে যথেষ্ট সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার সেবা হয়। প্রপঞ্চে উদ্ধৃত দ্বাদশ অঙ্গে দ্বাদশ ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র ধারণের বিধি আছে। প্রপঞ্চে নিম্নাঙ্গে দ্বাদশ হরিমন্দির ধারণ করা যায় না, কেননা, প্রপঞ্চে সেই সকল অঙ্গ—অবর কিন্তু গোলোক-বৃন্দাবনবাসী জীবাত্মার যে শুদ্ধ জ্ঞানময় রূপ, তাহাতে 'নিম্ন' বা 'অবর' বিচার কিছুই নাই, তাহা সমস্তই সৌন্দর্য্যময়, আনন্দময় ও চেতনময়। চেতনময় আনন্দময় সর্ব্বাঙ্গের দ্বারাই ভগবানের সেবা হইতে পারে। যাঁহারা চেতনময় আনন্দময় সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা ভগবানের সেবোন্মুখ, অজ ভগবান্ তাঁহাদের প্রেম-বাধ্য হইয়া কান্ত-লীলা প্রকাশ করেন। বৈকুণ্ঠের বিচার হইতে অযোধ্যার বিচার শ্রেষ্ঠ, অযোধ্যার বিচার হইতে দ্বারকার বিচার শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা মথুরার বিচার শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বৃন্দাবনের বিচার শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা শ্রীগোবর্দ্ধনের ও শ্রীরাধাকুণ্ডের বিচার শ্রেষ্ঠ।

বৈকুণ্ঠে নারায়ণ অজ। নারায়ণের মাতা পিতা নাই। অযোধ্যায় অজ জন্ম-লীলা প্রকাশ করিয়া এক-পত্নী-ব্রত-ধর। শূর্পণখা যখন কাম-বশতঃ শ্রীরামচন্দ্রের প্রণয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীরামের সেবক লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক কান কাটিয়া দিয়াছিলেন; কারণ সীতার কোন সপত্নী

থাকিতে পারে না। শ্রীরামচন্দ্র একপত্নীব্রতধারী একজনকে (সীতা দেবীকে) মাত্র বৈধ-পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বহু পত্নী নাই—an advocate of monogamy. কিন্তু দ্বারকেশ বহু-বল্লভ—an Advocate of polygamy. দ্বারকেশের মহিষীগণ বৈধ-পত্নী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের তর্পণের জন্য বহুরূপে প্রকাশিত। রুক্মিণী, সত্যভামা, সত্যা, জাম্ববতী, মিত্রবিন্দা, ভৈষ্যা প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র পত্নী। এখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক-পত্নী-গ্রহণমাত্রে বাধ্য হইতেছেন না, পরন্তু বহুবৈধ পত্নী গ্রহণ করিবার স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করিতেছেন এবং সেই সকল মহিষীই আবার একপ্রাণে তাঁহাদের একমাত্র প্রাণ-প্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণের বিচার বরণ করিতেছেন। এইজন্য অযোধ্যা হইতে দ্বারকা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু after all দ্বারকাতেও restriction আছে। মথুরাতে পূর্ণজ্ঞান-ঘন বিগ্রহ ভগবান্ is conquerred by intimate service—প্রেমের দ্বারা পরাভূত হইয়াছেন, তথায় ভগবান্ বসুদেব-দেবকীর গৃহে আসিয়াছেন—আরও intimate—আরও thick & thin রূপে। তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর যশোদা ও নন্দের নন্দন—here Absolute considers Himself and is reciprocally considered to be born of their (যশোদা-নন্দ) body. এজন্য বসুদেব-দেবকী হইতে শ্রেষ্ঠ সেবক-সেবিকা নন্দমহারাজ-যশোদামহারাণী।

দশরথ is restricted by his word of honour (pledge) and had to pass away by parting with the Absolute; কিন্তু বসুদেব তাহা নহেন। বসুদেব incurred the displeasure of কংস even at the horrible risk of His own life. দশরথ কৈকেয়ীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাস দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বসুদেব কংসের হস্তে নিজ প্রাণ-সংহার ও যাবতীয় দ্রোহ-দৌরাত্ম্যের বা ভীষণ বিপদের আশঙ্কা-ভার স্কন্ধে লইয়াও প্রাণপ্রিয়তম কৃষ্ণকে স্থানান্তরিত করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। দশরথ অপেক্ষা বসুদেবের পুত্রে বাৎসল্যের গাঢ়তা অনেক অধিক। দশরথের প্রতিজ্ঞারূপ বিধি ও কৈকেয়ীর প্রতি নিজ স্বার্থ আসক্তি পুত্রবাৎসল্যের বিঘ্নকারক হইয়াছিল; কিন্তু সেরূপ বিধি ও নিজ সুখ-বাঞ্ছার লেশকেও বসুদেব পুত্র-বাৎসল্যের বিঘ্নকারক হইতে দেন নাই।

সেবকের ভক্তির গাঢ়তার তারতম্যানুসারে ভগবানের স্বরূপের অভিব্যক্তির বিচিত্রতা পরিলক্ষিত হয়। নন্দযশোমতী পরতত্ত্বকে তাঁহাদের "তনয়" বিচার করেন, যদিও বসুদেব ও দেবকী তাহা করিতে পারেন নাই। এজন্য মথুরা হইতে বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। শ্রীগৌরসুন্দর 'নন্দতনুজে'রই সেবার উপদেশ করিয়াছেন। এই নন্দ-নন্দনের নামই—মহামন্ত্র।

"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্ছেদ্দেহদ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে
নিক্ষিপ্তং ফ্লান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র।"

'দামুড়ি-চামুড়ি পেটে'র জন্য যে হরিনাম কীর্তনের ছলনা, তাহা নামাপরাধ। যাঁহার মুখে একটি হরিনাম উদিত, স্মরণপথগত বা শ্রোত্রমূলপ্রাপ্ত হয়, তাহা শুদ্ধ-বর্ণেই উক্ত হউক বা ব্যবধানযুক্ত অশুদ্ধ বর্ণেই উক্ত হউক, নাম-গ্রহীতাকে অবশ্যই উদ্ধার করে; কিন্তু সেই নামাক্ষর দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ প্রভৃতি পাষণ্ডতারূপ অপরাধের মধ্যে পতিত হইলে শীঘ্র ফলদায়ক হয় না।

ভগবান্ স্বয়ংপ্রকাশ—তিনি কৃপা পূর্বক প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। কেবল "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" নহে, "ভক্তজনানাং সম্মোহার্থং"ও তাঁহার অবতরণ; শ্রীনামও সেইরূপ অবতীর্ণ হন। কলি অর্থাৎ controversy (তর্ক) যত প্রবলতর হইবে, ততই শ্রীনামের কৃপার প্রয়োজন প্রবলতর অর্থাৎ অধিকতর আবশ্যকতা।

ভগবানের সেবানন্দ-লাভ কেবলমাত্র নামের কৃপায় দ্বারাই সম্ভব হয়। মুখ্য নাম—ভগবানের; স্বরূপানুবন্ধী নাম আর গৌণ-নাম—প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত, যেমন জগদীশ, পরমাত্মা প্রভৃতি। He is full in His own sphere, so মুখ্য নাম should be served and cultured, not গৌণ নাম।

আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর সামান্য বাহক 'পিঙ্গল' মাত্র। পত্রবাহক পিঙ্গলের কোন কৃতিত্ব নাই, পিঙ্গল নিজেকে কৃতী মনে করিলেই 'তৃণাদপি সুনীচ' ধর্ম হইতে চ্যুত হয়—শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলিরূপে তাঁহার পাদপদ্মে আর সংলগ্ন থাকিতে পারে না—সংকীর্তন-ধর্ম হইতে চ্যুত হয়।

সমালোচনা

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়' (ত্রৈমাসিক ৪৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৪৫সন) "গোপাল ভট্ট" শীর্ষক একটি প্রবন্ধের লেখক শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের ন্যায় সর্ব্বজীব-দুঃখদর্শী অহৈতুক-কৃপাময় মহাজনকে তথাকথিত সভ্যতা ও মার্জ্জিত ভাষার অঙ্গুহাত দেখাইয়া দম্ভমূলে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন! লেখক কাহাকে বৈষ্ণবতা বলে, তাহার বর্ণ-পরিচয় পাঠ না করিয়াই কতকগুলি মামুলি ধারণার প্রাকৃত-সাহজিক-মত লইয়া শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের মায়াবাদি-প্রকাশানন্দের সম্বন্ধে লোকশিক্ষাময়ী উক্তিকে 'নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত' বলিয়াছেন। লেখকের হাতে কি বৈষ্ণবতার পরিমাপক-যন্ত্র আছে? তিনি কি নিজে বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন যে, তিনি ষড়্রিপুদ্বারা চালিত ও তাড়িত নহেন? প্রকৃতিজাত বস্তুকে নিজের সর্ব্বস্ব বলিয়া জ্ঞান থাকা কালে সেই বৈষ্ণবতার পরিমাপক-যন্ত্র কোথায় পাইলেন? যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু আচারে ও প্রচারে নিজেকে "পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ। জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।" প্রভৃতি বৈয়াক্তির দ্বারা দীনতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পর্য্যন্ত শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডি-যবন।
সেহ মহা বৈষ্ণব হয় তৎক্ষণ॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন-দাসমুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
বৃন্দাবন-দাস-পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি' তিঁহো তারিলা সংসার॥

—চৈঃ চঃ আ ৮—৪০

নির্ব্বিশেষ চিন্তাস্রোতঃ হইতে যে প্রচ্ছন্ন দাম্ভিকতা তথাকথিত সভ্যতা ও মার্জ্জিত ভাষার মুখোস পরিয়া স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম ও তাঁহার পরিকরবৈশিষ্ট্যকে যূপকাষ্ঠে বলি দিতে উদ্যত হয়, তাহাতে কাম ক্রোধাদিরুগ্ন বদ্ধজীবগণ বিমোহিত হইতে পারে; কিন্তু যে স্থলে সত্যের ও অসত্যীয়ের নির্দ্দেশকে নিন্দা ও রুক্ষ ভাষার প্রয়োগ বা 'অবৈষ্ণবতা' বলা হয়, সেরূপ বিচার হইতে প্রকৃত বৈষ্ণবগণ অনন্ত কোটি যোজন দূরে অবস্থিত। যে স্থলে প্রচ্ছন্ন দাম্ভিকতার তাণ্ডবনৃত্য 'সভ্যতা' বলিয়া বিবেচিত, যেস্থলে ভারবাহিত্বই ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যানুসন্ধান বা গবেষণা প্রভৃতির মুখোস পরিয়া তাণ্ডব-নৃত্য-রত, তাহাতে সারগ্রাহিগণ ধুৎকার প্রদান করিয়া থাকেন। যাহারা চিদ্‌রসের কোন সন্ধান পায় নাই, তাহারা ঘৃণিত রক্ত-মাংসের সম্বন্ধকেই বহুমানন করিয়া দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। এইরূপ মাংসদৃক্ ধার্ম্মিকগণ পরমমুক্ত মহাজনগণকে লঙ্ঘন করিয়া জীবের প্রতি মহাজনগণের করুণা-বিস্তাররূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতার আদর্শকে 'অবৈষ্ণবতা' বলিয়াই মনে করিয়া থাকে।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন কিরূপ জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ও কিরূপ শ্রীনিত্যানন্দের প্রেমে একনিষ্ঠ হইয়া নিত্যানন্দ-নিন্দকের শিরে লাথি মারিয়া তাহাকে কৃপা করিতে উদ্যত হইয়াছেন! আবার নির্ব্বিশেষমতবাদরূপ সর্পগ্রাস হইতে জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য ও ভগবৎস্বরূপের নিত্যচিদ্‌বিলাস প্রচারের জন্য, তথা বেদের সত্যার্থের মর্য্যাদা স্থাপনের জন্য হৃদয়ের কত গভীর বেদনার সহিত বলিয়াছেন,—

হস্ত-পদ-মুখ মোর নাহিক লোচন।
এই মত বেদে মোরে করে বিড়ম্বন।
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড।

—চৈঃ ভাঃ মঃ ৩৩৬—৩৭

যেস্থলে শ্রীবেদব্যাসাবতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, ভক্ত ও ভগবদ্-বিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধের আদর্শ দেখাইয়া প্রকৃত প্রেমিকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, সেস্থলে যাঁহারা অবৈষ্ণবতা, রুক্ষ বা ইতরভাষা-প্রয়োগের আদর্শ-মাত্র দর্শন করেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি কতটা কাম-ক্রোধের পাশে আবদ্ধ, তাহা সারগ্রাহিগণ

বিচার করিবেন। হায় হায়! আমাদের কি দুর্ভাগ্য যে, এই সকল পরদুঃখে দুঃখী মহাজনের ক্ষীণ-দুঃখ-গভীরতা উপলব্ধি করিবার পরিবর্ত্তে আমরা শূকরযোনি-প্রাপ্ত ইন্দ্রের ন্যায় উপদেষ্টা গুরু ব্রহ্মাকে বিষ্ঠাভোজন-লোলুপ-মুখদ্বারা আক্রমণ করিতে উদ্যত হই! ইহা অপেক্ষা আমাদের দুর্দ্দৈব আর কি আছে!

'কৃষ্ণকর্ণামৃত, বা 'গীতগোবিন্দা'দি অপ্রাকৃত-রসগ্রন্থ-সম্বলনকার্য্য কাম-ক্রোধাসক্ত প্রাকৃতাবিক, সাহিত্যিক বা প্রাকৃত-বিদ্যাবিশারদের অধিকারের অন্তর্গত নহে,—ইহা মহাজনগণ পুনঃ পুনঃ জানাইলেও রোগীর যেরূপ কুপথ্যের প্রতিই রুচি দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ জড়ীয় প্রতিষ্ঠা-লৌকরী বিষ্ঠাভোগী প্রাকৃত সাহিত্যিকগণেরও অধিকাংশ-লক্ষণেই অধিকতর রুচি ও আসক্তি পরিলক্ষিত হয়।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র উক্ত সংখ্যারই প্রবন্ধান্তরে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল মনোধর্ম্মপর মতবাদের আবাহন হইয়াছে, তাহাও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। জাগতিক নামজাদা সাহিত্যিকের মতবিশেষই যে, শাস্ত্রের মত বা বাস্তব-সত্য হইবে,—এরূপ কোন তাম্রশাসন থাকিতে পারে না। তাই আমরা প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, তাঁহারা যেন জগতের গণ-মতের মোহে আকৃষ্ট নায়কগণের মতামতে মুগ্ধ হইয়া উহাকে বাস্তব-সত্য বা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বলিয়া বিচার না করেন।

শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক নায়ক বা রূপকতত্ত্বমাত্র নহেন। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের কথা দূরে থাকুক, চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তর্গত যাবতীয় বস্তুরই কি ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায়? সূর্য্য ও চন্দ্র কি ঐতিহাসিক বস্তু? কোন্ সময় হইতে সূর্য্য ও চন্দ্রের জন্ম হইয়াছে, তাহার কি বাদ-বিসম্বাদশূন্য প্রকৃত ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায়? এজন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

যাহারা হিমালয়ের ন্যায় উচ্চতার গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বিচার করিতে যাইবেন, তাঁহারা বিরজাতে ডুবিয়া মরিবেন, সন্দেহ নাই। বাহ্যদৃষ্টিতে যাঁহারা কাঙ্গাল, যাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভগবদ্ভক্তের ধূলিতে ধূসরিত, তাঁহাদের পদধূলি হইতে না পারিলে, তাঁহাদের সাধি কাঁটা কর্ত্তন রূপ ভাষায় শাসন শ্রবণ করিয়া আত্মশোধন করিতে না পারিলে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বুঝা যাইবে না। যাঁহারা জাগতিক কোন প্রকার কিঙ্করতা লইয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিতে যাইবেন, তাঁহাদের কোনদিন শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে প্রবেশাধিকার হইবে না। এইজন্যই বলিয়াছেন,—

'চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।'

যখন পঞ্চভূতের অন্তর্গত আকাশ ও কালকর্ম্মাদি প্রাকৃত পদার্থেরই ইতিহাস খুঁজিয়া পাইতেছি না, তখন অধোক্ষজ পরাৎপরতত্ত্বের প্রাকৃত লৌকিক ইতিহাস খুঁজিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে প্রাকৃত লৌকিক ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যে অনুসন্ধান করিতে যান, তাঁহারা মক্ষিকার কাচভাণ্ডস্থিত মধুকে আস্বাদন করিবার বৃথা চেষ্টার ন্যায় বাস্তব বস্তুর স্পর্শ লাভ করিতে পারেন না। চতুঃশ্লোকী শ্রীমদ্ভাগবতের 'অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্' ও 'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত' শ্লোকের তাৎপর্য্য উপলব্ধির অভাবে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে প্রাকৃত লৌকিক ইতিহাস, অধ্যাত্মবাদ, রূপকবাদ ও নানাপ্রকার মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিমাপের চেষ্টা হয়। অতএব আমরা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার উক্ত লেখকের বিচারকে আদৌ সদ্ভাব-যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছি না।

শ্রীদামোদরাষ্টকম্

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদা-ভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যন্ততো দ্রুত্য গোপ্যা॥ ১॥

রুদন্তং মুহুর্নেত্র যুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্।
মুহুঃ শ্বাসকম্প-ত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-
স্থিতগ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্॥ ২॥

ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তেষ্বিতস্তং
পুনঃ প্রেমভক্তং শতাবৃত্তি বন্দে। ৩।

বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ। ৪।

ইয়ন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধরক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ কলাপৈঃ। ৫।

নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো
প্রসীদ প্রভো দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্।
কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ মামজ্ঞমেধাক্ষিদৃশ্যঃ। ৬।

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ। ৭।

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্। ৮।

শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্

নিজপতিভুজদণ্ডচ্ছত্রভাবং প্রপন্ন
প্রতিহতমদগর্ব্বৈরাবতৈশ্বর্য্যগর্ব্ব।
অতুল-পৃথুল-শৈলশ্রেণিরূপ প্রিয়ং মে
নিজনিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্। ১।

প্রমদ-মদন-লীলাঃ কন্দরে-কন্দরে তে
রচয়তি নবযূনোর্দ্বন্দ্বমিত্থং মিথস্তম্।
ইতি কিল কলনার্থং লম্বকস্তম্বয়োর্মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্। ২।

অনুপম-মণিবেদীরত্ন-সিংহাসনোর্ব্বী-
রুহকরদরসানুশ্রোণিসঙ্ঘৈস্তু রঙ্গৈঃ।
সহ বলসখিভিঃ সংখেলন্ স্বপ্রিয়ং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্। ৩।

রসনিধিনবযূনোঃ সাক্ষিণীং দানকেলে-
র্দ্যূতিপরিমলবিদ্ধাং শ্যামবেদীং প্রকাম্য।
রসিকবরকুলানাং মোদমাস্ফালয়ন্তে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্। ৪।

হরিবহিতনপূর্ব্বং রাধিকাকুণ্ডনাম্নঃ
প্রিয়সখমিহ কর্ণে নর্ম্মলিপ্সা প্রসুপ্তঃ।
নবযুবযুগলেনাত্মত্র পশ্যন্ রহো মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্। ৫।

স্খল-গ্রল-তল-স্পৈ দুর্ব্বিহচ্ছায়য়া চ
প্রতিপদমনুকাসং হন্ত সম্বর্দ্ধয়ন্ গাঃ।
দ্বিজগতি নিজগোত্রং সার্থকং খ্যাপয়ন্তে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্। ৬।

সুরপতিকৃতনীষদ্রোহতো গোষ্ঠরক্ষাং
তব নবমৃদুরূপচ্ছায়য়ে কুর্ব্বতৈব।
অঘবকরিপুণোচ্চৈর্গীয়মান শ্রুতং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্। ৭।

গিরিনৃপ! হরিদাস-শ্রেণীবর্য্যেতি নাম্না-
মৃতমিদমুদিতং শ্রীরাধিকাবক্ত্রচন্দ্রাৎ।
ব্রজনবতিলবস্তে ক্লিপ্ত বেদৈঃ স্ফুটং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্। ৮।

নিজজনকৃতরোষক্লেশলৌল্যোল্লসন্তং
স্মরনর-পশু-পক্ষিব্রাত-লীলৌঘকর্তারং।
অলমতিকরুণাত্মান্বীকৃতা তাদৃশং মাং
নিজনিকটনিবাসং নেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্। ৯।

নিকষদিকষণেন শ্রীশচীনন্দনেন
ত্বয়ি কপটিশঠোঽপি অর্পিতোঽস্মি।
ইতি খলু মম যোগাযোগতাং তামগৃহ্ণন্
নিজনিকটনিবাসং নেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্। ১০।

বসনশকলস্থ শ্রীল গোবর্দ্ধনস্থ
স্থিতিবরকুলভর্ত্তুঃ প্রথয়ন্নাদরীতে।
স সপদি সুখসেব্যস্মিন্ বাসমাসাদ্য সাক্ষা-
দ্ভজভ-কুলসেবাবত্মমাপ্নোতি তূর্ণম্। ১১।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পরলোকে প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব

গত ১১ই অক্টোবর (১৯৩৮) মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর সুপ্রসিদ্ধ 'বিশ্বকোষ' সঙ্কলয়িতা পুরাতত্ত্ববিৎ প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি, শব্দরত্নাকর, তত্ত্বচিন্তামণি এম্-আর-এ-এস্ মহোদয় তাঁহার কলিকাতা বিশ্বকোষ-লেনস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বিরাট্ বাঙ্গালা ও হিন্দী কোষগ্রন্থ, 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ও 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,' 'কায়স্থপত্রিকা' প্রভৃতি বহু পত্রিকা এবং প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতির সঙ্কলন ও সম্পাদন করিয়া তাঁহার ঐতিহাসিকতা ও প্রত্নতাত্ত্বিকতার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সকলের সম্মাননীয় হইলেও এই মহাত্মা যে, তাঁহার শেষ বয়সে নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র গৌরবস্থল শ্রীগৌরাবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরের সেবা করিয়াছেন, তাহাই আমাদিগকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছে। তিনি গৌরাঙ্গৈকগতি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রকটিত শ্রীধাম মায়াপুরই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থলী, এবিষয়ে 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থে বহু প্রত্নতাত্ত্বিকগবেষণাসম্বলিত যে ভূমিকাটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধগৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। আমাদের নিত্যারাধ্য গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয়ের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও প্রভুপাদের সম্পাদিত গ্রন্থ ও লিখিত প্রবন্ধাদির প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। তিনি তাঁহার বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণে 'গৌড়ীয়' সম্পাদক-লিখিত 'অবতার' সম্বন্ধীয় সুবিস্তৃত তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-প্রচার-বিষয়ে যে আন্তরিক অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। গৌড়ীয়মঠের একজন বিশিষ্ট বান্ধবসূত্রে মঠের সহিত তাঁহার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া আজ তাঁহার অভাব আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছি। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নানাবিধ প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানহেতু তিনি প্রচুর পরিমাণে শ্রীগুরুগৌরাশীর্ব্বাদ-ভাজন হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বিজয়া-দশমীর প্রীতিসম্ভাষণ

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের বিজয়োৎসবোপলক্ষে আমরা আমাদের শ্রীগৌড়ীয় পত্রের গ্রাহক ও পাঠকবর্গকে আমাদিগের আন্তরিক অভিবাদন ও প্রীতিসম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীহনুমদ্বীরের রামসেবার আদর্শ অনুসরণ পূর্ব্বক আমরা যেন শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবার জন্য অবিচলিতচিত্তে শত সহস্র বিঘ্নরাশির সম্মুখীন হইবার নির্ব্বাণীক দৃঢ়সঙ্কল্প বরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রাণ ভরিয়া গাহিতে পারি—

"তোমার সেবায় দুখ হয় যত,
সেও ত পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুখ পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা দুখ॥"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্রাধিপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমার্হিতা-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৫ই কার্ত্তিক, ১৩৬৫ ২২শে অক্টোবর, ১৯৫৮ | ১২শ সংখ্যা

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"পরমার্থ-বিষয়ে যিনি কৃতকর্ম্মা, তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত।" — গুর্ব্বষ্টকা', ৪: চিঃ

"বৈষ্ণব-ধর্ম্মে ইহাই স্বীকৃত আছে যে, যিনি প্রাকৃত-অপ্রাকৃত-তত্ত্বের ভেদ জানিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজীবের উপদেষ্টা, ইহাতে জন্মগত বর্ণাদি ও সংস্কারগত আশ্রমাদির অপেক্ষা নাই।" —অঃ প্রঃ ৫: অঃ ১৮৪-৮৭

"বর্ণাশ্রম-বিচার পৃথক্ রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।" —চৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

"বৈষ্ণব-গ্রন্থের সর্ব্বত্র শুষ্কজ্ঞানের প্রশংসা আছে। মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষাতেই এই তিনটি কথা—সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়-সাধন ও প্রয়োজন। ভগবান্ কি তত্ত্ব, জীব কি তত্ত্ব ও সমস্ত জড়ব্রহ্মাণ্ড কি তত্ত্ব এবং উক্ত তিন তত্ত্বের পরস্পর কি সম্বন্ধ,—ইহা ভাল করিয়া জানার নাম সম্বন্ধ-জ্ঞান। তিনিই 'সদ্গুরু', যিনি এই 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' শিষ্যকে ভাল করিয়া 'উপদেশ' দিয়া প্রয়োজন-সাধনে অভিধেয় দেখাইয়া দেন। এই সম্বন্ধ-জ্ঞান পাইলে জীবের আর কি কোনপ্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করিতে বাকী থাকে? জড়ব্রহ্মাণ্ডে তোমার যত প্রকার বিজ্ঞান ও জ্ঞান চলিতেছে, তাহা সকলই জানা যায়।" —'সমালোচন' ঃ ১১।১০

"যিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য। কেবল বিতর্ক উৎপন্ন করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করিলে আচার্য্য-লাভ হয় না।

—'মহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক' ঃ তোঃ, ৪।১

বারাণসীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীআচার্য্য-বাণী

[কাল—১২শে আশ্বিন, ১৩৪৪, ৬ই অক্টোবর, ১৯৩৮, রাত্রি]

"বৈরাগ্যযুক্তভক্তিরসং প্রভবৈশ্বরপ্যবেগমনঙ্গীস্মুমক্ষম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি।"

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু এই শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে প্রণাম করিতেছেন। "বৈরাগ্য-যুক্ত"—'যুক্ত' অর্থে যুক্ত-বৈরাগ্য-সহিত; 'ভক্তিরস'—প্রেমভক্তি 'প্রভবৈঃ'—বহু ও বিশেষ বহু সহকারে—বহু বচনের প্রয়োগ 'অপায়য়ৎ'—(জোর করিয়া ঘোড়াকে ঔষধ খাওয়াইবার ন্যায়) পান করাইয়াছিলেন; 'অনঙ্গীস্মুম্'—অনিরুদ্ধ, 'মক্ষম্'—ভক্তিরসের মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য-বর্ণনের যোগ্য চক্ষুবিহীন; 'মাং'—আমাকে; 'কৃপাম্বুধিঃ'—দয়ার সমুদ্র—নদী নালা নহে, সাগর—অসীম, যাঁহার দয়ার কূল-কিনারা নাই; 'পরদুঃখদুঃখী'—জীবদুঃখ-কাতর; 'সনাতন'—সনাতন গুরুরূপী কৃষ্ণ, নিত্য শাশ্বত। 'সনাতন' শব্দটি রহস্যময়। সনাতন—সদাতন, যাঁহাকে 'সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ'—সদাশিব শ্রীগুরুদেব—সঙ্কর্ষণের উপাসক পরন্তু রুদ্র নহেন। রুদ্র—রাগের।

যাঁহারা উপাসনার নিত্যত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা রুদ্ররূপের পক্ষপাতী নহেন; তাঁহারা সদাশিবের পক্ষপাতী। সদাশিব আমাদের আরাধ্য—গুণাবতার রুদ্র নহেন। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবানের প্রকৃতিসন্ধি কোনও কার্য্য আধিকারিক দেবতারূপে রুদ্র নির্ব্বাহ করেন। সেই রূপের সঙ্গে আমার প্রয়োজন নাই, সদা মঙ্গলময় রূপের সহিতই আমার কার্য্য আছে। সদাশিব রামনামের উপাসক। এই রাম 'রাঘব রাম' নহেন—সঙ্কর্ষণ রাম। সদাশিব তাঁহার গলদেশে সর্পকে অর্থাৎ শেষ দেবকে (The Last Manifestation of the Absolute Person) বা গুরুদেবকে রাখিয়াছেন। সদাশিব স্বীয় কণ্ঠে কীর্ত্তনকারী গুরুদেবকে সর্ব্বক্ষণ ধারণ করিয়া তাঁহার মহিমপূর্ণ শ্রীমদ্-ভাগবতের বাণী শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন—কত বড় গুরুদেব-তাত্ত্বা! সেই গুরুদেবতাত্ত্বার সঙ্গেই আমার প্রয়োজন। তাঁহাকে ভুল বুঝিয়া, তাঁহার বিকৃত রূপে যে ভ্রান্তি বা তত্ত্বতঃ তাঁহার স্বরূপ কি, তদ্‌বিষয়ে যে অজ্ঞতা, তৎফলে বিকৃত নাম-রূপের সহিত অর্থাৎ রুদ্র-নাম ও রুদ্র-স্বরূপের সহিত নারায়ণ বা বিষ্ণু-নামনামীর যে সাম্যজ্ঞান, তাহাই 'মায়াবাদ' বা 'প্রকৃতিবাদ'।

শ্রীসনাতন প্রভু অবিমুক্ত ক্ষেত্র বর্ত্তমানের-ঘাটে ৪২৫ হইতে ৪৩০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার নিত্য উপাস্য শ্রীগৌরসুন্দর-কর্ত্তৃক সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বিষয়ে শিক্ষা-গ্রহণের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌর-কৃষ্ণের সনাতনরূপ যখনই অস্বীকার করা হয় বা তাঁহাকে সগুণ বিবেচনা করা হয়, তখনই মায়াবাদ উপস্থিত হয়।

নারায়ণের পাঁচ প্রকার রূপ—(১) অর্চ্চা, (২) অন্তর্যামী, (৩) বৈভব, (৪) ব্যূহ ও (৫) পর। অর্চ্চাবতার বদ্ধজীবের পক্ষে সুলভতম প্রকাশ; অপেক্ষাকৃত কম সুলভ অন্তর্যামী। যাঁহাদের চিন্মাত্রোক্ত প্রকৃতির মধ্যে ন্যূনাধিক বর্ত্তমান, তাঁহাদের এই দুইটি রূপই অনুশীলনীয় বস্তু; আর প্রকৃতির মল পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা রামনৃসিংহাদি-বৈভবাবতারের উপাসনা করেন। যাঁহারা তদপেক্ষা আরও উন্নত নির্ম্মলতর সেবা-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট, তাঁহারা বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহের উপাসনা করেন, তদপেক্ষা যাঁহাদের সেবা-প্রবৃত্তি উন্নততর ও নির্ম্মলতর, তাঁহারা পর-বসুর উপাসনা করেন। সেবা-প্রবৃত্তির উন্নতির ও গাঢ়তার তারতম্যানুসারে একই বস্তু অর্চ্চা, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পর-স্বরূপে সেবকের নিকট প্রকাশিত হন।

অনিরুদ্ধ প্রত্যেক জীবের—ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে যে বিষ্ণু, তিনি অনিরুদ্ধ। যাঁহারা সেই অনিরুদ্ধের সনাতনত্ব অস্বীকার করিয়াছিল—চেতনময় বিলাস অস্বীকার করিয়াছিল—অনিরুদ্ধ যে নিত্যকাল ঈশানাথ, ইহা অস্বীকার করিয়াছিল। ভগবানের চিদ্-বিলাসের বিরোধী হইয়া সহস্রবাহু বাণ

কল্পতরুর উপাসনা করিয়াছিল। সহস্রবাহুর দাম্ভিকতা লইয়া তিনি অনিরুদ্ধকে নিরুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তাহার ফলে বাণের দুইটি বাহু কোনপ্রকারে রক্ষা পাইয়াছিল, অন্যান্য বাহু-সমূহ সমস্তই কর্ত্তিত হইয়াছিল; বাণ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়াছিল। সুদর্শন অর্থাৎ সুষ্ঠু দর্শন—অভ্রান্ত নির্ম্মল অধোক্ষজ-সেবা-দর্শন—ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা-দর্শন—অখিল-রস বা চিদ্‌বিলাস-দর্শনের সনাতন আশ্রয়রূপে সুদর্শনাস্ত্র বাণের বাহুকে কর্ত্তন করিয়াছিলেন। বাণের ইষ্ট দেবতা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বাণকে তাহার দুইটি বাহুর সহিত বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন।

যে মতবাদে জড়বিলাস অনাদর করিয়াও স্বরূপশক্তিমান্ বিষ্ণুর চিদ্‌বিলাসকে স্বীকার করে না, তাহাকে 'মিথ্যা' বা 'সগুণ' বলে, সেই মতবাদই anthropomorphism বা চেতনে জড়ত্বের আরোপ বা অপ্রাকৃতে প্রাকৃতবুদ্ধিরূপ অপরাধের মাত্রা অতিব্যাপ্ত। জড়বিলাসে বৈরাগ্য করিয়াও কেবলরাহিত্য বা শুষ্কত্যাগ বা তপস্যামূলে যে-স্থলে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার প্রতি আক্রমণ হয়, সে-স্থলে চিদ্‌বিলাস-দর্শন—সুদর্শন—সুদর্শন নির্ব্বিশেষ বাদকে ধ্বংস করিয়া যেন—রুদ্রের আত্মঘাতা পরিত্যাগ করাইয়া সদাশিবের আত্মঘাতা করান। সনাতন-বপুঃ শ্রীগৌরসুন্দরের ও তদনুগপ্রবর শ্রীগুরুদেব শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর অকপট কৃপায় ইহা বুঝা যায়।

সদাশিব—নিত্যকাল মঙ্গলময়। তিনি সত্ত্ব-রজস্তমোগুণের অতীত বিরজারূপী গঙ্গাকে—বিষ্ণুপাদোদককে মস্তকে ধারণ করিয়া জগন্মঙ্গলময় শিব-নাম সার্থক করিয়াছেন। সদাশিব স্বয়ম্ভুনীকে বিষ্ণুর প্রসাদ, পাদোদক, তীর্থ বা চরণামৃতরূপে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন—ভগবানের চিদ্‌-বিলাস স্বীকার করিয়াছেন—কণ্ঠে Infinite (অনন্তরূপী) গুরুদেবকে রাখিয়াছেন—এমন যে সর্ব্বজগদ্‌গুরু সদাশিব, তাঁহার কৃপায় শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে বাসের যোগ্যতা হয়। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর কৃপালোকে আলোকিত তাঁহার অনুগ গৌড়ীয়গণ তাঁহার কথা সমস্তবিশ্বকে বলিতে উৎকণ্ঠিত হন। এই জন্যই সনাতনাত্মা গৌরসুন্দরের মহাবাক্য—'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'। এই জন্য 'তৃণাদপি সুনীচ', 'তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু' ও 'অমানী মানদ' হইবার আদেশ। মানদান মানবোচিত ও বৈষ্ণবোচিত-ভেদে দ্বিবিধ। কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি ও উত্তমে শুশ্রূষা—এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবোচিত মান।

'সত্য' লইয়াই আমাদের প্রয়োজন। আত্মা—সনাতন। গুরুপাদপদ্ম—সনাতন, ইষ্ট—সনাতন, আত্মার ধর্ম্ম এবং আত্মা ও পরমাত্মা—সমস্তই সনাতন। তাই গীতা বলিতেছেন,—"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং **সনাতনঃ**" "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ **সনাতনঃ**" ও বেদ বলিতেছেন,—"**সত্য** পন্থাস্থি সুবরঃ"; উপনিষৎ বলিতেছেন, যাঁহারা সনাতন-উপাস্যবস্তুর আশ্রয় সনাতন গুরুদেবের সনাতনসেবক—"তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্"—তাঁহাদেরই সনাতনী শান্তি লাভ হয়, অপরের নহে। নিতাই-(গুরু)-চরণই সত্য (সনাতন), নিতাই-(গুরু)-সেবকই নিত্য (সনাতন), আর বাকীবাকী সমস্তই অসৎ অনিত্য।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

প্রয়াগক্ষেত্রে শ্রীলআচার্য্যদেবের উপদেশ

[কাল—২০শে আশ্বিন, ১৩৪৫; ৭ই অক্টোবর ১৯৩৮ রাত্রি]

নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্রমপি শচীপুত্রমস্য স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজযুগপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাঃ
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

'মঠ' শব্দে যেখানে শিষ্যগণ ঐকান্তিকতার সহিত গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে ভগবানের সেবা করিবার জন্য বাস করেন, তাহাকে বুঝায়। মঠে ভগবৎসেবালাভেচ্ছুব্যক্তিগণ শিক্ষার গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে শাসিত হইবার যোগ্যতা লইয়া শাসক গুরুদেবের আনুগত্যে গুরুদেবের সহিত, সদোপাস্য-বিগ্রহের নিত্যসেবা করিবার প্রবৃত্তি-সহ বাস করেন।

শ্রীরূপের অনুগত গৌড়ীয়গণ যে স্থানে বাস করেন, তাহা শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ। শ্রীরূপ প্রভু—কে? তদুত্তরে তাঁহার কথা বলিতে গিয়া আমাদের পূর্ব্বগুরুদেব শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

যাঁহা-কর্ত্তৃক ভূতলে শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট বস্তুটি স্থাপিত হইয়াছে, সেই স্বয়ং শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভু কবে আমাকে নিজপাদপদ্মের সমীপে স্থান প্রদান করিবেন?

শ্রীরূপের প্রিয় অন্তরঙ্গ অনুগপ্রবর শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তাঁহার শিক্ষাগুরু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে এই শ্লোকের দ্বারা প্রণাম করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ মনোঽভীষ্ট স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুর নিকট ভক্ত্যাম্নেধমার্গে সাধ্যের ক্ষেত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব, বিশেষভাবে, অভিধেয় ও প্রয়োজনভক্তি-রসতত্ত্ব শিক্ষাদাতের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি অভিধেয়াধিদেব বিগ্রহ, সেই স্বরূপ শ্রীগৌরগোবিন্দের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহার অভিলষিত বস্তুটি শ্রীরূপপ্রভু জগতে বিতরণ করিয়াছেন—স্বকৃত বহুগ্রন্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া অনর্থমুক্ত তথা অনর্থমুক্ত ও পরমমুক্ত বৈষ্ণব এবং তাঁহাদেরও শিরোমণিগণকে তাঁহাদের অধিকারোচিত শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-কৃষ্ণ-স্বরূপ-সনাতনরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার অন্যান্য আনুগত্যময় অন্তরঙ্গ প্রিয় সেবকই তাঁহার অন্তরের অভীষ্টের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন; শ্রীরূপ তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

"প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভাবেকরূপে তথান্য রূপে স্ববিলাসরূপে॥

শ্রীরূপ মহাপ্রভুর প্রিয়-স্বরূপ, দয়িত-স্বরূপ ও প্রেম-স্বরূপ। 'দয়িত'—প্রিয়, কমনীয়, মধুর। শ্রীচৈতন্যের প্রিয়ত্ব, দয়িতত্ব, প্রেম শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুতে রূপ ধারণ করিয়াছে। শ্রীরূপ-প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বাভাবিক অভিরূপ—পরম-চমৎকারিতাময়ী সেবার রূপ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুতে মূর্ত্তি গ্রহণ বা ধারণ করিয়াছেন। শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুরূপ—দ্বিতীয়রূপ—নিজানুরূপ। শ্রীরূপই একমাত্র প্রেমরসসেবজ্ঞ—স্বরূপ (Integer Servitor) অধিতীয় অন্তরঙ্গ। কেবল অন্তরঙ্গ মাত্র নহেন, শ্রেষ্ঠ; তিনি শ্রীচৈতন্যের অন্তরের গূঢ়রহস্যবেত্তা। তাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজের বিলাস ও রূপ বিস্তার করিয়াছেন। সেই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে কি নিজ নিত্যবাসস্থানে কৃপা করিবেন? তিনি কিরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন?

কশ্চিদ্ভূঃ পরিতোষয়েৎ প্রিয়তমা বাক্তিং যদুজ্জীবনং
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যাস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

কশ্চিদ্গণ পৃথিবীতে সর্ব্ব জীবের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আচ্ছাদিতচেতন। চটস্থশক্তিজাত জীব ভগবদ্বহির্ম্মুখতা-হেতু ত্রিবিধ ক্লেশে ক্লিষ্ট হয়। আচ্ছাদিতচেতন হইয়া প্রথমে স্থাবররূপে জন্ম গ্রহণ করে। আচ্ছাদিতচেতনের মধ্যে প্রথমে বৃক্ষরূপে, তদপেক্ষা (কোন কোন বিচারে) fungus বা mushroom (ব্যাঙের ছাতা), তদপেক্ষা কিছু উন্নততর অর্থাৎ সংসার-বাসনা বা ইন্দ্রিয়-বহির্ম্মুখতা বর্দ্ধমান রাখিয়া উন্নততর জীবনধারী স্পর্শবেদী প্রাণিরূপে অর্থাৎ যাহারা একমাত্র স্পর্শদ্বারা বস্তুজ্ঞান লাভ করে (যথা, কেঁচো, কেন্নো, গোবরে পোকা ইত্যাদি), তদপেক্ষা রসবেদী প্রাণিরূপে (অর্থাৎ যাহারা রসের দ্বারা বস্তু-জ্ঞান আহরণ করে যথা, মৎস্যাদি), তদপেক্ষা গন্ধবেদী প্রাণিরূপে (অর্থাৎ যাহারা গন্ধের দ্বারা বস্তুজ্ঞান লাভ করে, যথা পিপীলিকা, মক্ষিকা, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি), তদপেক্ষা শব্দবেদী (অর্থাৎ যাহারা শব্দ দ্বারা বস্তুজ্ঞান লাভ করে, যথা চেক, সরীসৃপাদি), তদপেক্ষা রূপবেদী জীব (অর্থাৎ যাহারা চক্ষুর্দ্বারা রূপদর্শনে বস্তুজ্ঞান লাভ করে, যথা তিমিঙ্গিল পক্ষী প্রভৃতি), তদপেক্ষা বাদুড়, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—পশু; তন্মধ্যে বানর এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অসভ্য মানব, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সভ্য মানব। সভ্য মানবের মধ্যে কেহ অপৌরুষেয় বেদ অর্থাৎ পরমেশ্বরের

সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ও শুদ্ধভক্তি উদ্গান-ধারায় অবতরণ কেবলমাত্র মুখে, কেহ বা অন্তরে স্বীকার করেন, আবার কতকগুলি মানব আদৌ তাহা স্বীকার করেন না। যে সকল মানব মুখে বেদ মানেন, তাঁহারাই শ্রৌতক্রম কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর প্রকৃত শ্রৌতপথের পথিকই ঈশ-চক্ষু। শাস্ত্র জ্ঞানিগণকে কর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত তটস্থ জীবের গতি। ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবার চেষ্টা বা অন্তঃ নিরসন করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে সাযুজ্য পাইবার যে চেষ্টা, তাহাকেই নির্ব্বেদ-জ্ঞান বলা হয়। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে ইহাতেও বন্ধনমোচনরূপ কামনা আছে। ইহার পরিণামে পুনরায় সংসার-বাসনা হয়। অপরোক্ষ পর্য্যন্ত এই জ্ঞানের গতি। প্রকৃত শ্রৌতপথের বা শ্রুতির মন্ত্র দ্রষ্টা বা ব্যাখ্যাতা আচার্য্যের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া চলিলে জীবের সংসার-পতি লাভ হয়। ভগবদ্বিচ্ছি চিদ্‌বিলাস শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য হইলেই চিৎশক্তি বা স্বরূপ-শক্তির বলে প্রকৃত মুক্তি লাভ হয়। যাঁহারা শুদ্ধ-ভক্তির আশ্রিত, তাঁহারাই জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরম—তাঁহারা পরমহংস। সেই পরমহংসগণের মধ্যে আবার যাঁহাদের কেবল ভগবৎ-স্বরূপ-বাসা-ব্যতীত অন্যবাসা নাই, তাঁহারাই পরমহংসগণের শিরোমণি প্রেমৈকনিষ্ঠ। যথাক্রমে জ্ঞান-বিমুক্তভক্তি-পরম বৈকুণ্ঠ-অযোধ্যা-দ্বারকা-বাসী অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ মথুরাবাসিগণ শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা বৃন্দাবনবাসিনী গোপ-ললনাগণ শ্রেষ্ঠা। তাঁহাদের অপেক্ষাও তাঁহাদের সকলের মূল আকর বস্তু শ্রীমতী রাধিকা শ্রেষ্ঠা।

অন্বয়জ্ঞানের প্রণয়মূর্ত্তি হ্লাদিনী শক্তিই শ্রীমতী রাধিকা। সেই হ্লাদিনী শক্তি যাঁহার প্রেম-সেবায় সম্পূর্ণ বশীভূতা, সেই পরমশ্রেষ্ঠা সেবিকাই গৌরলীলায় শ্রীরূপ গোস্বামী। সেই শ্রীরূপের অতুল সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত গৌড়ীয়গণই শ্রীগোবর্দ্ধন ও তাঁহার তটস্থিত শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থান করেন।

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী
তত্রাপি দ্বারাবতী
তত্রাপ্যুত্তরতো গিরিবরবরো
গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ
প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে
সেবাং বিবেকী ন কঃ।

বৈকুণ্ঠনাথ—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। যে স্থলে স্নেহ বা বাৎসল্যের নিকট ঐশ্বর্য্য পরাভূত হইয়াছে, যেখানে ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ অঙ্গ ভগবান্ বাৎসল্যের দ্বারা বশীভূত হইয়া জন্মলীলা প্রকাশ পূর্ব্বক মাতাপিতার সযোজ্জ্বল-হৃদয়ে নিরবচ্ছিন্ন সেবা গ্রহণ করিতেছেন, সেই স্থানের নামই চিরন্তনী মধুরা মধুরা মধুরা। তাহা অপেক্ষা রাসোৎসবের স্থান বৃন্দারণ্য অধিকতর গূঢ় বা গোপনীয়। তদপেক্ষা শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমময় বিহারের স্থান গোবর্দ্ধন অধিকতর গূঢ়, গুহ্য বা গোপনীয়, আর যেখানে প্রেমামৃত-সিন্ধুর সম্যক্ প্লাবন বিরাজমান, গোবিন্দের সর্ব্বোচ্চতম প্রণয়-বসতিস্থল পরমোজ্জ্বলী সেই শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বোত্তম। শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠের স্থানটি সেই বস্তু। সেই শ্রীরূপ-গৌড়ীয়ের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা কখনও পাওয়া যায় নাই, যায় না, বা যাইবে না।

শ্রীরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের যে কত বড় প্রেষ্ঠ সেবক, তাহা তাঁহার নামের দ্বারাই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি—"শ্রীগৌরের শ্রীরূপ", তিনি—"শ্রীসনাতনের শ্রীরূপ"। আমাদের যদি কোন সৌভাগ্যাতিশয়-ফলে চরম পরম মঙ্গল-লাভের জন্য বিন্দুমাত্রও প্রকৃত নিকপট ইচ্ছা উদিত হয়, তাহা হইলেই জানিতে ও বিশ্বাস করিতে পারিব যে, শ্রীসনাতনরূপের আশ্রয়-ব্যতীত কখনও শ্রীসনাতনরূপ-গৌরের সেবা-লাভের যোগ্যতা হইবে না। শ্রীগৌর-সুন্দরের পাদপদ্মই জীবের চরম মঙ্গলের খনি। শ্রীশ্রীসনাতনরূপের প্রেম-সেবা-বশ শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীশ্রীসনাতনরূপের আশ্রয়-ব্যতীত যাবতীয় রূপ—কুরূপ বা বিরূপ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সকল কুরূপ বা বিরূপ আমাদিগের স্বরূপকে আবরণ করিয়া রাখে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গৌরসুন্দরের নাম-রূপ-সেবার অভিব্যক্তি নাই। যতক্ষণ-পর্য্যন্ত সনাতনরূপের আলোকে আলোকান্বিত না হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গৌরসুন্দরের কৃপা-লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই।

শ্রীসনাতন শ্রীরূপের সেবায় আকৃষ্ট, আবার শ্রীরূপ শ্রীসনাতনের সেবায় প্রণত। নিখিল-জীবের একমাত্র

সম্প্রতি যে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু, তিনি শ্রীরঘুনাথ-ভাব-বিস্তারী শ্রীসনাতন-রূপকে শ্রীগৌরসুন্দরকে আরাধনা করিবার জন্য শ্রীরূপসনাতনের আনুগত্যের সর্ব্বোত্তম আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। যদি কেহ বেদশেষাগম্য প্রেম-রসতত্ত্ব লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হন, তাহা হইলে শ্রীজীবের আদর্শে শ্রীরূপের কৈঙ্কর্য্যের জন্য লালায়িত হওয়া আবশ্যক।

দন্তই বিরূপের মূলপাবস্থার পরিণতি। "মায়া-দন্তে কৃপাযাক" ইতি বিধঃ। দন্তাসুরের দশটি ইন্দ্রিয়রূপ অঙ্গের উৎসর্গ-কার্য্যই 'দশাশ্বমেধ'। রসের বশবর্ত্তী হইয়া পুরুষাভিমানে দশটি ইন্দ্রিয়ের চালনা যে-স্থানে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়াছে, সেই দশটি ইন্দ্রিয় যথায় জীবগতিশ্রীসনাতনরূপের অনুগমনে দশ ইন্দ্রিয়ের বা হৃষীকের অধিপতি গোবিন্দের সেবারসে মূলবৈরাগ্যের আশ্রয়ে মগ্ন অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় বলিতে গেলে "properly adjusted for being dovetailed with the unalloyed service of the Absolute couple", সেই স্থানই শ্রীরূপের শিক্ষাস্থলী। সেই শিক্ষাই "আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত, বিষয়-সমূহ সকলি মাধব।" দশেন্দ্রিয় যে স্থলে সনাতন-রূপানুগ জীবের অনুগত হইয়া সম্পূর্ণ প্রপন্ন, শরণাগত, মূলবৈরাগ্যাত্মক ভক্তিরসে প্রতিষ্ঠিত ও ব্যাপৃত, সেই দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীরূপ-শিক্ষা-বলে নিঃশ্রেয়সার্থী জীবগণ সৌম্য ও আদরের সহিত অনুগমন-অভিগমন করিয়া অকৈতবে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করিলেই যুগলসেবার অধিকার লাভ করিতে পারেন।

শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর কৃপার প্রভাবেই সেই নিত্য মঙ্গললাভের সম্ভাবনা বর্ত্তমান, অন্য কোন উপায়েই নাই। তিনি স্বয়ং গৌরসুন্দরের নিকট ভক্তি ও প্রেমরস-তত্ত্ব শিক্ষা লাভপূর্ব্বক অতি সৌভাগ্য-বন্ত জীবগণের শাশ্বত মঙ্গল বিধানের জন্য অপারকৃপাপরবশ হইয়া বলিষ্ঠিত বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। নিষ্কপট কৃষ্ণভজনেচ্ছুগণের পক্ষে তাঁহার সেই গ্রন্থরাজির মধ্যে উপদেশামৃত ও ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু বিশেষভাবে নিত্য-সেবনীয়। 'সম্বন্ধ'-বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে তিনি সংক্ষেপে ভাগবতামৃত রচনা করিয়াছেন—যাহাতে তিনি দৈন্যভরে তাঁহার ঐ গ্রন্থের নাম রাখিয়াছেন—"সংক্ষেপ (লঘু) ভাগবতামৃত" আর তাঁহার শ্রীগুরুদেবের গ্রন্থের নাম দিয়াছেন "বৃহদ্ভাগবতামৃত"। আমরা "লঘুভাগবতামৃত" না বলিয়া "সংক্ষেপভাগবতামৃত" বলিতে পারি। ইহাতে বিস্তৃতভাবে ভগবদবতারসমূহের তত্ত্ব-বিষয়ক বিচারের সহিত কৃষ্ণ-ভক্তগণের তারতম্যও সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। ইহা সম্বন্ধ-বিষয়ক গ্রন্থ, আর অভিধেয়-বিষয়ক গ্রন্থ উপদেশামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত তৎকৃত রস ও লীলা-বিষয়ক গ্রন্থও বহু বিদ্যমান।

শ্রীরূপ তাঁহার গ্রন্থের নাম 'ভক্তিসিন্ধু' না বলিয়া 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু' রাখিয়াছেন। কারণ ভক্তিটি রস, আস্বাদ্য বস্তু। পরম-মুক্তগণের আস্বাদনীয় যে পরমচমৎকারিতাপূর্ণ অপ্রাকৃত রস, তাহাই ভক্তিরস। তাহা ভাবনার পথকে অতিক্রম করিয়া নিত্য বর্ত্তমান। তাহা নিত্য নবনবায়-মান ভাবে চমৎকারিতা উদয় করায়। সেই রসের ভূমি বা আধার হৃদয়টি বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-দ্বারা উজ্জ্বল ও স্থায়ী। 'মধুর উজ্জ্বল রতি' বলিতে বাৎসল্যাদি অন্যান্য রতিও তাঁহার অন্তর্গত এইরূপ বিচার। সেই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুতে যাঁহার নিরবচ্ছিন্না রতি, তিনি তাঁহার অভিন্ন-সেবক-প্রবর শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু। যদি প্রকৃতপক্ষে শ্রীরূপের একটি কৃপার কণায় উদ্ভাসিত হইয়া কেহ কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতে চাহেন, তবে শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীবের পাদপদ্মের ধূলিকেই নিত্যকাল একমাত্র সম্বল ও সর্ব্বস্ব করিতে হইবে। ইহাই শ্রীরূপের নিজজন গুরুবর্গের নিকট শুনিয়াছি। শ্রীরূপ প্রভুর অসমোর্দ্ধ কৃপার এত মহিমা মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও অতি দুর্দ্দৈবগ্রস্ত দীন হীন, অধম, অক্ষম, অশক্ত, পতিত, দুর্গত, বিরূপের কুরূপে আসক্ত ও দম্ভদৈত্যের ক্রীতদাস, ক্রীড়নক, জড় পুরুষ নরাধম আমি, শ্রীরূপের অপ্রাকৃত পাদপদ্মের ধূলির অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না,—ইহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় অবস্থা আর কি কল্পনা করা যাইতে পারে?

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে কিরূপভাবে নমস্কার করিয়াছেন?—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ॥

এমন আর একটি শ্লোক সমগ্র গৌড়ীয়-সাহিত্যে দেখা যায় না। একটি শ্লোকেই শ্রীগৌরসুন্দরের নাম,

রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার কথা গ্রথিত রহিয়াছে। বাহিরের দিকে ঐ শ্লোকে 'পরিকরের' কথা নাই মনে হয়; কৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার নাম, 'গৌরদ্যুতি' (গৌরকান্তি) তাঁহার রূপ, 'মহাবদান্যতা' তাঁহার গুণ, 'কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান' তাঁহার লীলা—এই চারিটি কথা পাওয়া যায়। কিন্তু 'পরিকর' কোথায়? বস্তুতঃ 'কৃষ্ণায়' শব্দের দ্বারাই 'পরিকরের' কথা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'কৃষ্ণায়' বলিতে পঞ্চতত্ত্বাত্মক-কৃষ্ণায়। 'কৃষ্ণ' বলিলেই তাঁহার পাঁচপ্রকারের বিলাস বুঝিতে হইবে।

যাঁহারা গৌড়ীয়-গুরুর নিকট গৌরসুন্দরের কথা শ্রবণ করেন নাই, তাঁহারা প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, "শ্রীল প্রভুপাদ যে সকল বিভিন্ন স্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দের সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চা স্থাপন করিয়াছেন, তথায় গৌরসুন্দর আছেন, কিন্তু নিত্যানন্দ নাই কেন?" কেহ কেহ বলেন যে, "তথায় অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধরাদি নাই কেন? তথায় একা গৌরসুন্দরের অর্চ্চা কেন? অর্থাৎ গৌরসুন্দরের আর চার প্রকারের পরিকর কোথায়?" তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণই পাঁচ রূপে পাঁচ আকারে নিত্য বিলাস করেন। কৃষ্ণই ভক্তরূপ ধরিয়াছেন, ভক্তের আকার নিয়াছেন—ইহাই ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরমূর্ত্তি। আর 'ভক্তস্বরূপ' অর্থাৎ ক্রিয়া-কলাপে সর্ব্বপ্রকারে স্বরূপতঃ সেবক বা ভক্তই শ্রীনিত্যানন্দ, বলরাম, তিনি নিরন্তর শ্রীচৈতন্যের কেবল কামনা পূরণ করেন অর্থাৎ তাঁহার স্বভাবটিই গৌরকৃষ্ণ-সেবাময়, তিনি নানা-আকারে সেবা করেন। 'ভক্তাবতার'—ভক্ত নিজ অংশে অবতীর্ণ হইয়া অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও যিনি ভক্ত যিনি, তিনিই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু। 'ভক্তাখ্য'—'ভক্ত আখ্যা যাঁহার'—শ্রীবাসপণ্ডিত—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুদ্ধ ভৃত্য, তাঁহার শ্রীঅঙ্গনে (আঙ্গিনায়) শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যকাল সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্যনিরত। নিত্যকাল তথায় কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য করেন বলিয়াই শ্রীবাসকে 'শুদ্ধ-ভক্তশ্রেষ্ঠ' আখ্যা দিয়াছেন। 'ভক্তশক্তি'—স্বরূপ-শক্তি বা চিৎশক্তি এবং অন্তরঙ্গ ভক্তের যা কলত্রের ভাবটি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন—শ্রীগদাধররূপে। সেবক—সেবক—সেবক—— প্রত্যেকেই সেবক। স্বয়ংরূপ মহাপ্রভুও সেবকের রূপ ধারণ করিয়াছেন—পরিকরের রূপ ধারণ করিয়াছেন। সকল বিষ্ণুতত্ত্বের অবতারী হইয়াও—স্বয়ং ঈশ্বরের আকর হইয়াও,—নিখিল সেবকরূপের গুরু হইয়াও নিত্যানন্দ 'ভক্তস্বরূপ,' আবার শ্রীঅদ্বৈত প্রভু নিত্য ঈশ্বরতত্ত্ব হইয়াও ভক্তাবতার'। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু জগতে মহাপ্রভুকে আনয়ন করিয়াছেন, শ্রুতির উক্তিসমূহের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, জগৎকে গৌরসুন্দরের সেবা দান করিয়াছেন। শ্রীবাস পণ্ডিত সঙ্কীর্ত্তন-রাসে নদ, স্বীয় অঙ্গনে সঙ্কীর্ত্তনে গৌর-কৃষ্ণকে সুখ দিবার জন্য ব্যস্ত। মহালক্ষ্মী বা সাক্ষাৎ কলত্র গদাধর পণ্ডিত গৌরসুন্দরের নিত্যবাল বিরহ-সেবায় পুষ্টি সাধন করিতেছেন। "কৃষ্ণায়" শব্দের দ্বারা এই পরিকর-বৈশিষ্ট্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অতএব এই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মের অকপট কৃপা-ব্যতীত আমাদের অন্য কোন গতি নাই—গতি নাই—গতি নাই। তাঁহার সর্ব্বপ্রিয়তম অন্তরঙ্গ সেবক এই শ্লোক বলিয়া তাঁহাকে স্তব করিয়াছেন :—

আশ্লেষান্নখরৈরিবা যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীরূপপদপাদ্মোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি।

'নখরৈঃ'—নখকে, 'ইবঃ' বহুবচনের দ্বারা, 'আশ্লেষান্'—গ্রহণ করিতে করিতে,—'ইবং'—ইহা, পুনঃ পুনঃ 'যাচে' যাচ্ঞা করি যে, জন্মে জন্মে যেন শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মের ধূলি 'স্যাং'—হইতে পারি।

পরমমুক্তকুলের শ্রেষ্ঠ যে প্রেম নিষ্ঠ নদ্বীয়াবাসী, ব্রজবাসি-গুরুবর্গ তাঁহারাও শ্রীরূপের কৃপার দ্বারা শান্তি হইবার জন্য ব্যাকুল। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অকপটে রতি যাচ্ঞা করিবার সময় এই কথাটি যেন আমাদের নিত্যকাল স্মরণ থাকে—

গুরুদেব!
কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে,
কৃপাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে, বল দিয়া কর,
নিজমানে স্পৃহাহীন।
সকলে সম্মান, করিতে শকতি,
দেহ নাথ যথাযথ।
তবেত' গাইব, হরিনাম সুখে,
অপরাধ হবে হত।
কবে হেন কৃপা, লভিয়া এজন
কৃতার্থ হইবে নাথ।

শক্তিবুদ্ধিহীন, অতি অতি দীন,
তব দ্বারে আসিয়াছে।
মোরে অতি বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

অন্তরের অন্তস্তল হইতে এইরূপ নিষ্কপট দৈন্য উদিত না হইলে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর কৃপা হইবে না—তৃণের ন্যায় সুনীচ না হইলে, বিদ্বদ্বরাহবিষ্ঠা-তুল্য নিজের ভুক্ত প্রতিষ্ঠার কোনরূপ লেশ মাত্রও থাকিলে শ্রীরূপের অমায়ার কৃপা হইবে না, তাহা বিরূপের কৃপা কুৎসিত কুরূপ। কৃষ্ণবিগ্রহটি বলে—সৌন্দর্য্যে কাম-কোটি—মন্মথ-মন্মথ। তিনি কুরূপকে, অধর্ম্মকে, কুৎসিতকে কখনও চাহেন না। কুরূপগ্রস্ত পাষ্ণ্ডী জীবকে তন্ত্রে তন্ত্রে বিরক্ত, স্বর্গে ও নরকে যেরূপ সংসার-সুখ বা সংসার-দুঃখ—এই উভয় শাস্তি দান করিবার জন্যই কৃষ্ণের মহামায়া আছেন। তন্ত্রের উপাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণ্যতম শাস্তি। দম্ভাসুর ভোক্তৃ ও দৃষ্টৃ-অভিমানে সকলই মাপিয়া লইতে চাহেন। পাষ্ণ্ডিগণ কান দিয়া দেখিতে চাহেনা। তাহারা রূপদেশী তির্য্যগ্‌যোনির অন্তর্গত হইয়া ইন্দ্রিয়-সুখ বিধানের জন্য চক্ষু দ্বারা বিশ্বকে দর্শন করিতে চাহে, অতএব তাহারা মাংসদৃক্। এমন দুর্লভ মনুষ্য জন্ম-লাভ করিয়াও তির্য্যক্ প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ যে সত্যধর্ম্ম-হীন পশু,—তাহা হইতেও তাহারা অধম। যাহারা দম্ভের অর্থাৎ মায়া-পিশাচীর সংসার করে, তাহারা কোনদিন শ্রীরূপের সংসারে, কৃষ্ণের সংসারে প্রবেশ করিতে পারে না। শ্রীরূপের সংসারের সংসারিগণ বেদদৃক্ বা নাম-দৃক্—'গেহে ছুরামপি মনস্যদিয়াৎ সদা নঃ' ইহাই তাহাদের মন্ত্র। সকল প্রকার অনাচার ছাড়িয়া যুক্ত-বৈরাগ্যের সহিত 'জীবে দয়া' ও 'নামে রুচি'ই তাহাদের স্বভাব :—

"গুরুদেব!
কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে,
কৃপাপেক্ষা অতি হীন।"

—শ্রীরূপানুগবরের এই শিক্ষাটি যেন এই ঘৃণ্য দেহ-ত্যাগকালের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত অন্তরের অন্তস্তল হইতে কীর্ত্তন করিতে পারি—এই কৃপাশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করি, তবেই যদি শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর কৃপায় শ্রীগৌরের বা কৃষ্ণ ভজনের প্রতি রতি উদিত হয়—ইহাই উচ্চ আশাবন্ধ।

দৈববর্ণাশ্রম ও পারমহংস্য-প্রসঙ্গে কএকটি কথা

পরমহংস—প্রতিষ্ঠিত। তিনি বালকের আকারে, বৃদ্ধের আকারে বা স্ত্রী পুরুষ—যে কোন আকারে, ম্লেচ্ছকুলে বা ব্রাহ্মণকুলে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন। দুনিয়ার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের মাপকাঠি-দ্বারা পরমহংসকে মাপা যায় না। গুরুদেবের উপর গুরুগিরি চলে না, কেবল তাঁহার বাণীর সেবানুগত্য-দ্বারাই তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি হয়।

বর্ণাশ্রমে লিঙ্গ বা চিহ্নের ধারণ বলিয়া একটি ব্যাপার আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী ইহারা ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নের দ্বারা পরিচিত হন। কিন্তু এই লিঙ্গ বা চিহ্নই সর্ব্বস্ব নহে, অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও বানপ্রস্থের ভিক্ষাবৃত্তিরূপ লিঙ্গ (ভাঃ ১১।১৮।২৫), গৃহস্থের বৈধ স্ত্রীর সহিত বাস (ভাঃ ১১।১৮।৩৩), ব্রহ্মচারীর উপনয়ন, গুরুকুলে বাস ও বেদাধ্যয়নাদি বাহ্য চিহ্ন মাত্র। 'সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্' (ভাঃ ১১।১৮।৪৩) অর্থাৎ সকলের পক্ষে আমার উপাসনাই একমাত্র উদ্দেশ্য—এই মূল উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কেবল লিঙ্গ বা চিহ্ননিষ্ঠা দৈববর্ণাশ্রমের বিচার নহে, ইহা সাধারণ স্মৃতি-শাস্ত্রকারগণও স্বীকার করিয়াছেন।

অলিঙ্গী লিঙ্গিবেকো যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ প্রজায়তে।
(মনু ৪।২০০)

চিহ্নধারণের অনুপযোগী হইয়া তত্তচ্চিহ্ন গ্রহণ পূর্ব্বক তত্তদ্বৃত্তি-দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিলে বর্ণাশ্রমের পাপসমূহ তাহাকে আশ্রয় করে এবং সে তৎপাপে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে।

অত্রিও বলিয়াছেন—

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

(অত্রিসংহিতা ৩৭২ শ্লোক)

যে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তি বেদ বা ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া কেবলমাত্র যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করে, সেই পাপে সেই ব্রাহ্মণ 'পশু' বলিয়া খ্যাত হয়।

এইসকল প্রমাণ হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, লিঙ্গনিষ্ঠা-মাত্র বর্ণাশ্রমের লক্ষণ নহে। অবশ্য বর্ণাশ্রমের ব্যভিচার উপস্থিত হইলে অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের মূল উদ্দেশ্য অধোক্ষজ-বিষ্ণুসেবা হইতে ভ্রষ্ট হইলে লিঙ্গ বা চিহ্নকেই 'সর্ব্বস্ব' বলিয়া স্থাপন করিবার একটা বুদ্ধি ও স্পৃহা বদ্ধজীবগণের মধ্যে স্বাভাবিকী হইয়া উঠে। উহা শ্রীমদ্ভাগবতের "বেণুভির্ন ভবেদ্‌যুক্তিঃ" (ভাঃ (১১।১৮।১৭), 'বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি' (ভাঃ ১২।২।৩) অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ-বর্ণ-নির্ণয়ে সূত্ররূপ চিহ্নই কারণ হইবে, শমদমাদি গুণোপেত বিষ্ণু-সেবা-প্রবৃত্তি কারণ হইবে না' এবং 'লিঙ্গমেবাশ্রমখ্যাতাবন্যোন্যাপত্তি-কারণম্' (ভাঃ১২।২।৪) অর্থাৎ 'ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুর্ব্বিধ আশ্রমের পরিচয় বিষয়ে ও এক আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর স্বীকার-বিষয়ে দণ্ড, অজিন প্রভৃতি চিহ্নসমূহই একমাত্র কারণ-স্বরূপ হইবে' প্রভৃতি শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

অদৈব-বর্ণাশ্রমের মধ্যে লিঙ্গই সর্ব্বস্ব ও মুখ্য এবং অধোক্ষজ-বিষ্ণু-সেবা গৌণিক, কপটতাপূর্ণ ও লোকের চক্ষে ধূলি-নিক্ষেপের কৌশলমাত্র বলিয়া গ্রহণ করা হয়। অতএব যাঁহারা অধোক্ষজ-সেবাভিলাষী নিষ্কিঞ্চন ভাগবত-পরমহংসের আনুগত্যে দৈববর্ণাশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের বিচারে যেন লিঙ্গকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান না করা হয়। অবর-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিবিশেষ হরিভজন-স্পৃহা প্রদর্শন করায় আচার্য্য তাঁহাকে 'তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ' বাক্যের মর্য্যাদা স্থাপনের জন্য এবং ভজনকারীকে বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসের আনুগত্যময় চিহ্নে চিহ্নিত করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্র প্রদান করিয়াছেন বলিয়া তিনি যদি আচার্য্যসেবার অভিনিবেশ হইতে বিক্ষেপ-বশতঃ মনে করেন যে, বরকুলের সহিত সম্মান আসন প্রাপ্তি বা সামাজিক উন্নতি লাভ করিয়া আমি ধন্য হইলাম, তাহা হইলে তাঁহার বিচার এই কর্ম্মমার্গের শুক্লশোণিতের অন্তর্গত বিচারে আবদ্ধ থাকিল এবং বৈষ্ণবকে কর্ম্ম-মার্গীয় বরকুলের অন্তর্গত বস্তু মাত্র বিচার করায় তচ্চরণেও অপরাধ ঘটিল। আবার বরকুলে আবি-র্ভূত ব্যক্তি যদি মনে করেন যে, অবরকুলে আবির্ভূত আচার্য্যের কৃপালব্ধ ভজনকারী ব্যক্তি তাহা হইতে নিম্ন, তিনি ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হইয়া বৈষ্ণব হওয়ায় সোণার সহিত সোহাগার মিলন হইয়াছে আর অবর-কুলোদ্ভূত আচার্য্যের কৃপালব্ধ ভজনকারী ব্যক্তি কাঞ্চন হইয়া কথঞ্চিৎ কাকনত্ব লাভ করিলেও তাঁহার সহিত সোহাগার সম্বন্ধ নাই—সুতরাং তিনি অপেক্ষাকৃত নিম্ন, তাহা হইলে ঐরূপ বিচার কর্ম্মমার্গেরই অন্তর্গত বিচার-বিশেষ ও ভজনোন্নতির প্রতি-বন্ধক অপরাধময় চিন্তাস্রোত:।

সেরূপ আশ্রম-সম্বন্ধেও যদি গৃহস্থের উপর ব্রহ্মচারীর বা ব্রহ্মচারীর উপর গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী, কিংবা গৃহস্থের উপর সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসীর উপর গৃহস্থ প্রভুত্ব কামনা করেন অর্থাৎ কেবল লিঙ্গ-মাত্র লইয়া বাহাদুরি করেন, তাহা হইলে সেরূপ বিচারও দৈব-বর্ণাশ্রমের বিচার হইবে না, তাহা কর্ম্মমার্গীয় আসুর-বর্ণাশ্রমের বিচারের অন্তর্গত হইয়া পড়িবে। সাধারণ বিচারে গৃহস্থ হইতে সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ, ভুক্তবৈরাগী অপেক্ষা অভুক্ত বৈরাগী শ্রেষ্ঠ, বৈধস্ত্রীগামী গৃহস্থ অপেক্ষা বীর্য্যধারণকারী ব্রহ্মচারী শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সন্ন্যাসী গৃহস্থের উপর প্রভুত্ব করিবেন বা গৃহস্থকে ব্রহ্মচারী শিক্ষা দিবেন,—এই সকল বিচার সম্পূর্ণ আধ্যক্ষিক ও কর্ম্মমার্গীয় বাহ্যলিঙ্গগত বিচার। ইহাদের মূলে অধোক্ষজ-সেবাভিলাষী পরমহংসের আনুগত্যময় সেবার বিচার নাই। দৈববর্ণাশ্রমের বিচার ঐরূপ নহে, তথায় লিঙ্গকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করা হয় না, পরমহংসানুগত্যের তারতম্যকেই সমস্ত বিচারের নিকষ পাথর বলিয়া স্বীকার করা হয়। বাহ্য লিঙ্গে কেহ সন্ন্যাসীই থাকুন, গৃহস্থই থাকুন কিংবা বানপ্রস্থ অথবা ব্রহ্মচারীই হউন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আশ্রয়-বিগ্রহের ও বিষয়-বিগ্রহের অহৈতুকী সেবায় কাহার অকপট অকৃত্রিম অনুরাগ কতটা বেশী, তাহাই সেস্থলে

লক্ষ্যের বিষয়। যে-স্থানে আশ্রয়-বিগ্রহের অনুগত সম্প্রদায় একজনের উপর আর একজন প্রভুত্বকারী হইবেন না, সকলেই আশ্রয়-বিগ্রহের অনুগত হইয়া, তাঁহার মূল কীর্ত্তনের শ্রোতার হইয়া একতানে আশ্রয়-বিগ্রহের ও বিষয়-বিগ্রহের সেবার অনুশীলন করিবেন। আশ্রয়-বিগ্রহের যে বিষয়-বিগ্রহ অর্থাৎ 'আমার প্রভুর প্রভু যে মহাপ্রভু', তাহাই আমার উপাস্য; কিন্তু "আমার মহাপ্রভু" বা "আমার গৌরাঙ্গ" নহে। "আমার প্রভুর যে মহাপ্রভু" 'আমার গুরুদেবের যে গৌরাঙ্গ', 'আশ্রয়-বিগ্রহের যে বিষয়-বিগ্রহ', তাহাই আমার উপাস্য; কিন্তু যেখানে আমার উপাস্য বিষয়-বিগ্রহ হইবে, সেখানেই অভক্তি বা অদৈব-প্রবৃত্তি। যে বর্ণাশ্রমে 'আমি বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া তাঁহাকে পরিতোষণ করিব'—এইরূপ কপটতাময় বিষ্ণু-তোষণের মৌখিক আড়ম্বরবাদ আছে, তাহা অদৈব বর্ণাশ্রম। আর যেস্থলে অধোক্ষজ বিষ্ণুর সেবাভিলাষী পরমহংসের অর্থাৎ আশ্রয়-বিগ্রহের উপাস্য বিষয়-বিগ্রহের অনুশীলনের কথা আছে, তাহাই দৈব-বর্ণাশ্রম। আশ্রয়-বিগ্রহের যে বিষয়-বিগ্রহ, সেই বিষয়-বিগ্রহের সুখের চেষ্টা যেস্থলে নিরন্তর প্রকাশিত, তাহাই প্রকৃত মঠ। ইহাই দৈববর্ণাশ্রমের নিগূঢ় তত্ত্ব। বিষ্ণু হইতে স্বরূপশক্তি বিয়োগ বা বিচ্ছেদ করিলে সেই বস্তুটি চিন্মাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ধারণা বা নিষ্ক্রিয় ক্লীব-বাদ—যাহা আসুর বর্ণাশ্রমের শেষ পরিণতি। আসুর বর্ণাশ্রমিগণও অনেক সময় বিষ্ণুপুরাণের—

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্।"

—শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের বিষ্ণু (?) কর্ম্মফল-বাধ্য, কল্পিত, ভোগ্যবস্তু! বিষ্ণু কখনও ভোগ্যবস্তু হন না, তিনি এক অদ্বিতীয় ভোক্তা, আর সকলে তাঁহারই ভোগ্য, বিষ্ণুপুরাণের ঐ শ্লোকের বিষ্ণু—অধোক্ষজ বিষ্ণু।

প্রত্যেক পাঞ্চরাত্রিককে দৈববর্ণাশ্রমের অন্তর্গত হইতেই হইবে; কিন্তু আমরা ভাগবতমার্গীয় অর্থাৎ ঐকান্তিক নিষ্কপট নামানুশীলনপর কার্য্যকে বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত করিতে পারি না। আসুর-বর্ণাশ্রম হইতে জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্যই দৈববর্ণাশ্রম। দৈববর্ণাশ্রমী সন্ন্যাসী যেন মনে না করেন যে, নামানুশীলনপর ও সম্পূর্ণ শরণাগত অথচ বাহ্যচক্ষে যে কোন বর্ণে বা আশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তি হইতে তিনি বড়। নামানুশীলনপর প্রকৃত ভজনানন্দীয় সামান্য কৃপাকটাক্ষ লাভ করিতে পারিলে ঐরূপ শতসহস্র দৈববর্ণাশ্রমী সন্ন্যাসীও ধন্যাতিধন্য হইতে পারেন; কারণ অকৈতব ভগবদ্ভজনই সেই সন্ন্যাসীরও আদর্শ।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় গৃহস্থ-আশ্রম পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। জোর করিয়া পরিত্যাগ করিলেও মঙ্গল হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া বিষয়ী ও যোষিৎসঙ্গী গৃহব্রত বা গৃহমেধী হইতে হইবে, তাহাও নহে। অনর্থযুক্তকে অনুকূল সৎসঙ্গ ও পরমহংসের সঙ্গ লাভ করিতে হইবে। আবার গৃহস্থের পোষাকেও পরমহংস অবস্থান করিতে পারেন। কাহারও প্রকৃতি-ভজনপর পুরুষাভিমান আছে কি না—ইহাই তাঁহার পরমহংসত্বের মাপকাঠি। পরমহংস অকিঞ্চন অর্থাৎ সম্পূর্ণ শরণাগত।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় গৃহস্থ থাকাই সমীচীন মনে করিয়া যদি দেহাসক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তবে গৃহব্রত-ধর্ম্মই প্রবল হইয়া যাইবে। গার্হস্থ্যের ন্যায় ব্রহ্মচারিত্ব, সন্ন্যাসিত্ব, বনচারিত্বও সেবাপ্রবৃত্তিকে যাহাতে আবরণ না করে, তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঐ আবরণ উপস্থিত হইলেই বিদ্যা ভক্তির ও নানা প্রকার মৎসরতার বা দাম্ভিকতার উদয় হইবে।

দম্ভ ও মৎসরতা ভ্রাতা ও ভগ্নীর ন্যায় অবিচ্ছেদ-সম্বন্ধে আবদ্ধ। ব্রহ্মচারী গৃহস্থের উপর মৎসরতা প্রকাশ করিলে কিম্বা গৃহস্থ ব্রহ্মচারীর উপর মৎসর হইলে কিম্বা সন্ন্যাসী মৎসর ও দম্ভপরায়ণ হইলে কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন হইবে না।

একপত্নীব্রতধর শ্রীরামচন্দ্রের চরণে অপরাধ করিলে গৃহব্রত বা তথাকথিত গৃহস্থ থাকিবার প্রবৃত্তি বলবতী হয়। মদনমোহনই সমস্ত ইচ্ছার মালিক। যে স্থলে আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র, সে স্থলেই সংসার। প্রতিমুহূর্ত্তেই অপ্রাকৃত মদনমোহনের যে নবনবায়মান কামোৎসবের ইচ্ছা হইতেছে, তাঁহার সেই সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রা ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছা properly adjust করিতে হইবে। মদনমোহনের ইচ্ছার সহিত যাঁহার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে adjusted হইয়াছে, তিনিই পরমহংস, তিনিই অকিঞ্চন।

পরমহংসের আনুগত্য যতটা অধিক হইবে, ততটা বর্ণাশ্রম-নিষ্ঠার প্রতি ক্রমে ক্রমে ঔদাসীন্য উপস্থিত হইবে, কিন্তু অকাল-পক্কতা বা কোনপ্রকার ব্যভিচার উপস্থিত হইবে না। বর্ণাশ্রমের গতি বহুদূর পর্য্যন্ত নহে; তাহা আমাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইতে পারে না। অথচ অনর্থমুক্তাবস্থায় বর্ণাশ্রম ত্যাগ করাও যায় না, করিলে নিশ্চয়ই পাপ হইবে। পরমহংসের সাহচর্য্যে যতটা অধোক্ষজসেবার গুরুত্ব উপলব্ধি হইতে থাকে, ততটা অধিকতার প্রতি আকর্ষণ উপস্থিত হয়। তখন অধোক্ষজ-সেবকের এতটা গুরুত্ব উপলব্ধি হয় যে, অধোক্ষজ-সেবারহিত দৈক্ষা জন্মেও ধিক্কার উপস্থিত হয়।

এইসকল কথা বুঝিতে ভুল করিলে আবার অনর্থমুক্তগণের নানাপ্রকার অসুবিধা উপস্থিত হইয়া থাকে। কলিযুগে দৈক্ষাজন্মের দ্বারাই বর্ণাশ্রম সিদ্ধ হয়। কলিযুগে আগম-পঞ্চরাত্রের পথই প্রশস্ত।

অনেকে গৃহস্থাশ্রমকে নিরাপৎ মনে করেন, কিন্তু তাহার দায়িত্বের কথা চিন্তা করেন না। আপাতভোগসিদ্ধি নিরাপৎ অবস্থা নহে। দৈববর্ণাশ্রমী গৃহস্থের 'আমার কন্যার কি হইবে, আমার পুত্রের কি হইবে'—এইরূপ বিচারের প্রাবল্য নাই; 'তাঁহারা হরিভজন করিতেছেন কি না'—কেবলমাত্র এই দৃষ্টিরই প্রাবল্য আছে। যে স্থলে পুত্র বা কন্যা অথবা আত্মীয়স্বজন অধোক্ষজ-সেবার অনুকূল নহে, মনে মনে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেই হইবে; নতুবা গৃহব্রত হইয়া যাইতেই হইবে। 'মনে মনে পরিত্যাগ করা' অর্থ তাহাদের প্রতি আসক্তি ও মোহের পরিত্যাগ,—তাহাদের প্রতি দ্রোহী হইয়া ব্যতিরেকভাবে তাহাদের প্রতি অত্যাসক্ত হওয়া নহে। যাহারা অনুকূল নহে, তাহাদের কথা 'চুপ্, চুপ্' করিয়া ধামাচাপা দিয়া রাখা বা 'বৈষ্ণবগণ পাছে সকল গুপ্ত কথা জানিতে পারেন, গোপনে তাহাদিগের অন্যায় কার্য্য চালাইতে দাও, আমি তৎপ্রতি অনাসক্ত'—এইরূপ কপটতা থাকিলে গৃহস্থাভিমানীরও দৈববর্ণাশ্রম হইতে চ্যুতি অনিবার্য্য। তাহাকে দুইদিন পরেই হউক বা পূর্ব্বেই হউক, অভক্তিপর স্মার্ত্তের ক্রীতদাস হইয়া যাইতে হইবে।

পরিবারস্থ কোন কোন ব্যক্তি বা সকলেই যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া সদ্‌গুরুচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিবার অভিনয় করেন এবং বাহিরে দীক্ষিতের চিহ্নমাত্র ধারণ করেন অথচ হৃদয়ের কপটতা সংরক্ষণ করেন, তবে তাঁহারা সকলেই শুদ্ধ হইয়া গেলেন,—এরূপ বিচার করিতে হইবে না, পরন্তু অন্তরে তাঁহাদের কোনরূপ সঙ্গ করিতে হইবে না। ভোগের জন্য তাঁহাদের অসৎসঙ্গ ও কপটতাকে সংরক্ষণ করা এবং মনে প্রাণে তাঁহাদের সঙ্গ করা কোন মতেই সমীচীন নহে। ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্য তাহাদের সঙ্গ না করিয়া অন্তরে তাহাদের নিকট হইতে সর্ব্বতোভাবে পৃথক্ থাকিতে হইবে—মুক্ত-বৈরাগী সন্ন্যাসী হইতে হইবে। প্রত্যেক গৃহস্থই যদি মুক্ত-বৈরাগী (সন্ন্যাসী) না হন, তবে দৈববর্ণাশ্রম হইতে বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। যাহারা মুক্তসন্ন্যাসী না হইয়া গৃহব্রত হইয়া পড়েন, তাঁহারা শীঘ্র বা বিলম্বে স্মার্ত্তের পদলেহন করিতে অবশ্যই বাধ্য হইবেন।

পিতা না থাকিলে যেমন 'পুত্র' বলা যায় না, সেরূপ ভক্তি না; থাকিলেও বৈরাগ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। ভক্তি হইতে বৈরাগ্য যখন স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করে, তখন তাহা বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় নিরর্থক শব্দ মাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

লিঙ্গ বা চিহ্নের উপর ততক্ষণই আস্থা রাখা যায়—যতক্ষণ তাহা হরি-ভজনের সহায় হয়; লিঙ্গ বিসর্জ্জন দিলেই যে হরিভক্তি হইবে, তাহা নহে। সতীসাধ্বীর কপালে সিঁথিতে সিন্দুর থাকে, হস্তে লৌহবলয় থাকে, কোন কোন সময়ে বারবিলাসেরও তাহা থাকে, সেজন্য সতীর সেই চিহ্নগুলি বা চিহ্নধারণ যে নিন্দনীয়, তাহা নহে। তাৎপর্য্য এই যে, অধোক্ষজ-সেবা-বিহীন কেবল লিঙ্গ-নিষ্ঠা বৃথা ও অনর্থকরী।

পরমহংসানুগতো প্রত্যেককেই মুক্ত-সন্ন্যাসী হইতে হইবে। কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাসী পরম-হংসের আনুগত্য-ব্যতীত কেহই মুক্ত-বৈরাগ্য সাধনক্ষম করিতে পারেন না। পরমহংস আচার্য্যের নিত্য আনুগত্য-ব্যতীত ব্রহ্মচারী মায়াচারী হইয়া যায়, গৃহস্থ গৃহব্রত হইয়া যায়, বনচারী মনে-মনে গৃহচারী হয় এবং সন্ন্যাসী বাবাজী হইয়া পড়ে।

দৈববর্ণাশ্রমের সমাজ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের জাতিকুল বা গণ্ডলিকা লইয়া হইবে না। ব্যক্তিগত নিষ্কপট হরি-ভজনকারিব্যষ্টির বহুত্বে অর্থাৎ সমষ্টিকে লইয়াই সেই সমাজ গঠিত। সেই সমাজ বা সঙ্ঘই মঠ। গৌড়ীয় হাস-

পাতালরূপ গৌড়ীয় মঠে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চিকিৎসাধীন রোগী অবস্থান করে। তদনুসারে চিকিৎসকেরও তারতম্য আছে। সেই চিকিৎসকগণ মধ্যম অধিকারী ও উত্তম অধিকারী। মধ্যম অধিকারীর মধ্যে নানাপ্রকার বিচিত্রতা আছে, সকলেই একশ্রেণীর নহেন। কনিষ্ঠাধিকারী চিকিৎসক হইতে পারেন না।

> ন্যূনপ্রজ্ঞো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
> যো দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।
> ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
> জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।
> প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
> কামা হৃদ্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।
>
> (ভাঃ ১১।২০।২৭—২৯)

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক যিনি বিষয়কে অমঙ্গলকর জানিয়া নিন্দা করিতে করিতে তাহা ভোগ করেন, অথচ, বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তিনি বৈষ্ণবাশ্রম হইতে যে বহিষ্কৃত, তাহা নহে। অনর্থ ছাড়িতে পারিতেছেন না বলিয়া হৃদয়-দৌর্ব্বল্য-বশতঃ কাম, এমন কি, দুই একটি পাপজনক কার্য্যও অজ্ঞাতসারে হইয়া যাইতেছে (অপরাধ নহে—অপরাধীর নিষ্কৃতি নাই) বলিয়াই যে তিনি বৈষ্ণবাশ্রম হইতে পতিত হইবেন, তাহা নহে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি বিশেষ সর্ত্ত আছে। সেই অনর্থযুক্ত ব্যক্তির জীবন 'ন্যূনপ্রজ্ঞো মৎকথাসু' শ্লোক অনুসারে নিয়ন্ত্রিত। সেইরূপ সৎসঙ্গে হরিকথায় রুচি-বিশিষ্ট অথচ অনর্থনিবন্ধন অজ্ঞাতসারে কদাচিৎ স্খলিতপদ ব্যক্তিকে কর্ম্ম-কাণ্ডীয় পাপীর সঙ্গে সমান বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে না; কারণ, তাঁহার হৃদয়-দৌর্ব্বল্য থাকিলেও তিনি অধোক্ষজ-সেবা পরিত্যাগ করিতেছেন না। এইজন্য প্রাকৃত স্মার্ত্ত-সমাজের পাপীর গণ্ডীর মধ্যে তাঁহাকে ফেলা যায় না। তিনি বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী নহেন বলিয়া মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ বা যম তাঁহার বিচারক ও দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা নহেন। হরিকথায় ন্যূনপ্রজ্ঞ দুর্ব্বল ব্যক্তিকে চৈত্যগুরু ও মহাগুরুরূপে ভগবান্ উদ্ধার করেন। তিনিই অকৈতব হরিনামানুশীলনের একমাত্র যোগ্য পাত্র (অধিকারী)।

কৃষ্ণ ভজন করিতে করিতে নিজের অভিমান শিথিল হইয়া পড়ে। তখন নিষ্কপটে অধোক্ষজের সেবা হইতে থাকে। অধোক্ষজ-সেবকের কথা, তাঁহার লীলা বা চরিত, তাঁহার ক্রিয়া মুদ্রা, এই সকলের অনুগমন করিবার জন্য তাঁহার রুচি ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হয়। অধোক্ষজ-সেবকের আশ্রিত হইয়া তাঁহার অনুগমন বা শ্রুত কথা অনুযায়ী নিজের জীবনকে properly adjust করিবার স্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহাতেও গুরু ও বৈষ্ণবের কৃপাই একমাত্র অবলম্বন। গুরু ও বৈষ্ণবের কৃপার দ্বারে সর্ব্বদা দীন-দরিদ্র ভিক্ষুক হইতে না পারিলে স্ব-স্ব-প্রাধান্যের দ্বারা হরিভজনে আর্দ্ধি উপস্থিত হয় না।

বৈষ্ণবর্ণাশ্রমীর সমাজ গঠনের জন্য শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামি-প্রভু যে 'সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা' গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যাহা বৈষ্ণব-জগতে পুনঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাকে একটা dead letter বা sealed book এর মত করিয়া রাখিলে বৈষ্ণবর্ণাশ্রমের অনুষ্ঠান হইবে না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইজন্য কি পরিশ্রমই না স্বীকার করিয়াছেন। বহু চেষ্টায় বহুস্থানে সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা প্রতিলিপি করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থটিকে Scaled book করিয়া রাখিলে ক্রমে ক্রমে কর্ম্মকাণ্ডের স্রোতেই গা' ভাসাইয়া দিতে হইবে। দশবিধ সংস্কার কেবল মনে-মনে থাকিবে, বাহিরে কিছু প্রকাশিত হইবে না,—তাহা নহে।

বৈষ্ণবর্ণাশ্রমের মধ্যে আর একটি সমস্যা এই যে, ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে দ্বাদশবর্ষ বা ততোধিক কাল বাস করার পর সমাবর্ত্তন করিয়া বিবাহাদি করিলে কি তাহা অন্যায় হইবে? এই কথার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, যদি পুরুষাভিমান প্রবল না হয় এবং হরির সেবার অনুকূল হয়, তবে ব্রহ্মচারী গৃহস্থ হইতে পারেন। কিন্তু ইহা সকলের পক্ষে নহে। ভোক্তৃ-বুদ্ধিতে যখনই কেহ ইহার অনুকরণ করিবে, তখনই তাহার পুরুষাভিমান প্রমাণিত হইবে। কৃষ্ণের যোষিৎ অভিমানে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে ব্যভিচার বা বিরংসা হইতে নিষ্কৃতিলাভ ঘটে না। সদ্গুরুর নিকট দীক্ষিত অবস্থায় যে ব্রহ্মচারিত্ব, তাহাতে আর নূতন করিয়া গ্রহণ বা ত্যাগের কথা নাই। দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর গ্রহণ বা ত্যাগের স্পৃহা মারার একটি চাকল্য মাত্র। দীক্ষিতের নূতন করিয়া কর্ম্মার্পণ নাই। দীক্ষার পূর্ব্বে

যিনি বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু দীক্ষিত আর নূতন করিয়া সংসার-পত্তনের অভিলাষী হইবেন না এবং সদ্‌গুরুও তাহা সমর্থন করেন না। যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ ভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন আর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া জীবকে 'লোক দেখান মর্কট বৈরাগ্য' করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরমহংসের সম্বন্ধে সেইরূপ বিচার নহে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বিবাহ বা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ কিম্বা মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা সাধারণ লোক বা ত্যাগের আদর্শ নহে।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় যে বাবাহ-প্রবৃত্তি ও তাহার মূলে যে মনোধর্ম্ম, তাহাকে সৎসঙ্গে হরিকথার দ্বারা নিগ্রহ করিতে হইবে। "কৃষ্ণেরই শাশ্বতী সম্ভোগবৃত্তি, তাহার অসৎ অনুকরণ করিও না, তাহার অনুকরণ করিও না"—এই কথা পুনঃ পুনঃ কর্ণে শ্রবণ করিতে করিতে মনকে নিগৃহীত করিতে হইবে। তখন মনঃ-ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ পাওয়া যাইবে। সর্ব্বদাই অমল পারমহংস্য-ধর্ম্মকে একমাত্র আদর্শ রাখিতে হইবে। পরমহংসের উপাসনার বেগ গতি—স্বরূপশক্তি-বিলাসী কৃষ্ণের পরিচর্য্যা-লাভ, আর বৈবর্ণ্য-শ্রমীর শেষগতি ঐশ্বর্য্যময় বিষ্ণুর পরিচর্য্যালাভ। গৌড়ীয়ের দাসানুদাস হইতে হইলে পরমহংসের দাসানুদাস না হইলে হইবে না। কৃষ্ণের পাঁচটি রসের রসিকগণই পরম-পরম-পরম-সারগ্রাহী বা উত্তম পরমহংস। নিজেকে যতটা অধোক্ষজের যোগ্যৎ বলিয়া উপলব্ধি হইবে, ততটাই পুরুষাভিমান সঙ্কুচিত হইবে। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধু ব্যক্তির সঙ্গ করিতে করিতে বাবাহ-প্রবৃত্তির মূল বীজটী নষ্ট হইয়া যাইবে।

পরমহংসের দাসানুদাসের অভিমান (আনুগত্য) মূলে যাঁহারা লিঙ্গ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সেই বিচারটি অমানী ও মানদেরই বিচার। যাঁহারা স্মার্ত্ত, আধ্যক্ষিক ও পাপাচারী, তাঁহারাই পরমহংসগণের বর্ণাশ্রম ও লিঙ্গ-ধারণকে দম্ভ বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ পরমহংস কোন বর্ণাশ্রমের লিঙ্গ স্বীকার বা না স্বীকার করিয়াও অন্তরে ও বাহিরে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে অকৈতব কৃষ্ণভজনই করেন।

হরিকীর্ত্তন-প্রচারে শ্রীল আচার্য্যদেব

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু গত ১৬ই আশ্বিন (১৩৪৫), ৩রা অক্টোবর (১৯৩৮) সোমবার দিল্লী এক্সপ্রেসে দ্বিতীয়স্বামী শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীউদাস্ত চরণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত যাত্রা করিয়া তৎপর দিবস (অর্থাৎ ৪।১০।৩৮) প্রাতঃ প্রায় ১০ ঘটিকায় পাটনায় পৌঁছেন। পাটনা ষ্টেশনে বহু সজ্জন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গৌড়ীয়াচার্য্য-বর্য্যকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পুষ্পমাল্যচন্দনাদি উপকরণ-সহ সমবেত হইয়াছিলেন। গয়া ও পাটনার নিকটবর্ত্তী বহু স্থান হইতে বহু ভক্ত ও সজ্জন মাল্যাদি হস্তে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে আচার্য্য-পদ বন্দনা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-দিবসে পাটনায় শুভবিজয় করিয়া পূর্ব্বাহ্নে মিঠাপুরে ও অপরাহ্নে এম্-এল-এ-কোয়ার্টারে বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠের হরিনামানুশীলনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। উহা গত ১১শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিহারের অবসর-প্রাপ্ত সব্‌জজ মিঃ ব্রহ্মানন্দ প্রসাদ, রাওবাহাদুর কে, এস্, রাও; রায়সাহেব অম্বুজাক্ষ গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ভক্তিবিলাস; গয়া হইতে আগত ডাক্তার ডি, এন, মুখার্জ্জি, মিঃ আর, এস্,

সিংহ ; শ্রীযুক্ত কপিলাস ব্রহ্মচারী বি. ও অন্যান্য বহু ভক্ত ও সজ্জন ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করেন।

তৎপর দিবস প্রাতে শ্রীল আচার্যদেব পরমভাগবত শ্রীপাদ ব্রহ্মেশ্বরী প্রসাদ বি-এল মহোদয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীনাম সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় অনেক উপদেশ প্রদান করেন। পাটনা গেট লাইব্রেরীতে একটি বিদ্বজ্জন সভায় মিলিতধর্মী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীযুক্ত মহারাজ ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুজনানন্দ বিদ্যাবিনোদ ঐ দিবস (৫ই অক্টোবর) অপরাহ্নে "বিশ্ব ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ঐ ৫।১০।৩৮ অপরাহ্নে শ্রীল আচার্যদেব পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস বি-এ মহোদয়ের ভবনে গমন করিয়া সমবেত বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্তন করেন।

১২শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার শ্রীল আচার্যদেব কাশীতে শুভ বিজয় করিয়া গঙ্গা-তটস্থ হরিশ্চন্দ্র ঘাটের উপরে একটি ভবনে অবস্থান পূর্বক অনর্গল হরিকথা কীর্তন করেন। অপরাহ্নে শ্রীল আচার্যদেব শিবালয়ে "শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ" সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বিরহ-তিথি-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক কাশীর উত্তরাদি মঠে গমন করিয়া শ্রীমদ্ রঘুনাথতীর্থ স্বামীর সহিত শ্রীমধ্বাচার্যের সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্রসাহিত্য কথা আলোচনা করিয়াছিলেন।

২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর শুক্রবার শ্রীল আচার্যদেব ব্রাহ্ম মুহূর্তে কাশী হইতে যাত্রা করিয়া বেলা প্রায় ৮।০ ঘটিকায় এলাহাবাদে পৌঁছেন। বেনারস্ ক্যান্টনমেণ্ট হইতে এলাহাবাদ জংসন পর্যন্ত ট্রেণে এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বোটানীর প্রফেসার ডক্টর শ্রীরঞ্জন মহোদয়ের সহিত ইংরেজী ভাষায় অনর্গল হরিকথা কীর্তন করিয়া অধ্যাপক ডক্টর শ্রীরঞ্জনকে শ্রীচৈতন্যবাণীতে আকৃষ্ট করেন।

ঐ ৭।১০।৩৮ তারিখে অপরাহ্নে শ্রীল আচার্যদেব শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ঘোষ মহাশয়কে লইয়া শ্রীরূপশিক্ষাস্থলী দশাশ্বমেধ-ঘাট, বেণীমাধব ও বাসুকী নাগ প্রভৃতি স্থান দর্শন করিতে করিতে হরিকথা কীর্তন করিয়াছিলেন।

যুক্তপ্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত পোষ্টমাষ্টার জেনারেল রায় বাহাদুর পি, এন, লাহিড়ী তাঁহার মোটর গাড়ী লইয়া স্বয়ং শ্রীআচার্য-অভ্যর্থনার জন্য এলাহাবাদ জংসনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর আউধবিহারী কপূর, এম্-এ, পি এইচ, ডি, শ্রীপাদ অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত সারদা বাবু, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র বাবু প্রমুখ বহু ভক্ত পুষ্পমাল্যাদিসহ আচার্য সম্বর্ধনার জন্য ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্যদেব প্রয়াগে শুভবিজয় করিয়া অনুক্ষণ শ্রীরূপের ও শ্রীরূপানুগবর গুরুপাদপদ্মের সেবা-মাধুরীর কথা কীর্তন করিয়াছেন। ৭ই অক্টোবর রাত্রে সমবেত ভক্ত ও সজ্জনবৃন্দের নিকট শ্রীল আচার্যদেব "শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ" সম্বন্ধে যে সকল কথা কীর্তন করিয়াছিলেন, তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

শ্রীল আচার্যদেব শ্রীনৈমিষারণ্যের পথে গত ২৩শে আশ্বিন ১০ই অক্টোবর সোমবার প্রাতে লক্ষ্ণাবতীতে অবতরণ করেন। যুক্তপ্রদেশের অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স্ জজ রায় বাহাদুর মিঃ জে, এন্ রায় লক্ষ্ণৌতে শ্রীল আচার্যদেবের নিকট আগমন করিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন।

শ্রীল আচার্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয়-বিগ্রহরূপে কি যাত্রাকালে, কি ভ্রমণ-কালে, কি ট্রেণে, কি নিজ-ভজনস্থানে, কি মঠে, সর্বত্রই অনর্গল হরিকথা কীর্তন করিতেছেন। তাঁহার বাণীতে কোন প্রকার অসত্যের সহিত আপোষের কথা নাই—নিরপেক্ষ সত্য বাণী—তোষামোদ নাই, কপটতা নাই, নিছক সত্য—বাস্তব সত্য—হয় গ্রহণ কর—না হয় অন্যাভিলাষী হও।

স্বধামে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

সুপ্রসিদ্ধ "বিশ্বকোষ" অভিধানের সম্পাদক এবং বহুগ্রন্থ-রচয়িতা ও সংকলনকারী নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় গত ১১ই অক্টোবর স্বধামে গমন করিয়াছেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন অনেক সময়ই আমরা দেখিতে পাইয়াছি। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কতকবারই কৃপাপূর্ব্বক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের ভবনে তাঁহার প্রার্থনায় পদার্পণ করিয়াছেন। তদনুসরণে আমাদেরও তথায় যাইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখবাণী শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। একবার শ্রীল প্রভুপাদ "বিশ্বকোষ-কুটীরে" পদার্পণ করিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয়কে শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের অনেক মৌলিক তথ্য শ্রবণ করাইয়াছিলেন এবং 'পারমার্থিক ভারত' রচনাকালে শ্রীল প্রভুপাদ কিভাবে ঐ সকল তথ্যের অনুসরণ করিয়া ভারতের পারমার্থিক ইতিহাস রচনা করিবেন, তাহাও বলিয়াছিলেন।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব চিরকালই সত্যের আদর করিতেন। যে সকল অপস্বার্থান্ধ প্রাকৃত প্রত্নতাত্ত্বিক ও আধ্যক্ষিক সাহিত্যিক সম্প্রদায় শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিচার প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কোনও দিন আদর বা অনুমোদন করেন নাই। তিনি "চিত্রে নবদ্বীপ" গ্রন্থের বিস্তৃত পরিচয় লিখিয়া শ্রীধাম মায়াপুরকেই প্রকৃত শ্রীগৌরজন্মস্থান বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ বিশ্বকোষের 'নবদ্বীপ' শব্দেও তিনি ঐ সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন। ১২৪২ সালে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র-কর্ত্তৃক প্রকাশিত "কাব্দ-কৌস্তুভ" গ্রন্থে যে শ্রীমায়াপুরকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব তাঁহার নিজ প্রত্নাগারে রক্ষিত গ্রন্থ হইতে 'চিত্রে নবদ্বীপ' সঙ্কলনকালে আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীধাম মায়াপুরের কোন কোন বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তি ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের 'কায়স্থ-পত্রিকা'য় "চিত্রে নবদ্বীপ" গ্রন্থের প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়-লিখিত "পরিচয়" সম্বন্ধে কুতর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ পরিচয়ের ৸৶০ আনা পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কোন অংশ-বিশেষ প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণবের উক্তি নহে, উহা গৌড়ীয় মঠের কোন অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তির লিখিত, এইরূপ প্রচার করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায়ও ইতঃপূর্ব্বে—এতৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার কটাক্ষ করিয়া আসিতেছিলেন। আমরা পূর্ব্বে অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণের প্রজল্পকে কোন মূল্য প্রদান করি নাই। কিন্তু 'কায়স্থ পত্রিকা'য় ঐরূপ সমালোচনা দেখিয়া আমি প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণবকে তাহা জানাই। কারণ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে ক্রমাগত তিন দিন বিশ্বকোষ-কুটীরে বসিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের উক্ত "পরিচয়ের" প্রতিলিপি আমিই লিখিয়াছিলাম।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসের 'কায়স্থ পত্রিকা'য় এই প্রকৃত সত্যটা নির্ভীকভাবে জ্ঞাপন করেন। তাহাতে যে সকল লোক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়কে শ্রীমায়াপুরের সন্ধান বিষয়ে সংশয়াত্মা প্রমাণ করিবার অবৈধ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখ চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ১৪শ বর্ষ ২য় সংখ্যা গৌড়ীয়ে—"চিত্রে নবদ্বীপের 'পরিচয়' সম্বন্ধে কুতর্ক" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত সমালোচনা আছে।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় গৌড়ীয়ের একজন নিয়মিত পাঠক ছিলেন। তিনি গৌড়ীয়-মঠের বিশ্বব্যাপী প্রচারের বার্ত্তাতে সত্য সত্য আন্তরিক আনন্দানুভব করিতেন।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার নব-সংস্করণ বিশ্বকোষের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বৈষ্ণব-শাস্ত্রের শব্দ ও বিবরণসমূহ প্রার্থনা করায় শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে আমি কতিপয় শব্দ বিশ্বকোষে প্রদান করি। 'অপ্রাকৃত', 'অধোক্ষজ,' 'অবতার' প্রভৃতি শব্দ নবসংস্করণ বিশ্বকোষে স্থান পাইয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এজন্য স্বহস্তে আমাকে অনুরোধ-পত্রও লিখিয়াছিলেন।

শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু আচার্য্য-লীলা প্রকট করিলে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব তাহাতে আন্তরিক আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় মিশনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ সান্যাল ভক্তিসুধাকর প্রভুর নিকট প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব খুব আনন্দপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যোগ্যতম পাত্রে শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট-প্রচারের ও গৌড়ীয় মিশনের নায়কত্বের ভার অর্পিত হইয়াছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শ্রীল আচার্য্যদেবকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দর্শন করিতেন। প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয়ের স্বধামগমনে আমরা গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের একজন বন্ধুকে হারাইলাম। শ্রীগৌরসুন্দর পরলোকগত আত্মার মঙ্গল বিধান করুন, এই প্রার্থনা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

মথুরার সংবাদ

গত ৫ই অক্টোবর, ১৯৩৮ বুধবার আগরার অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার মিঃ নিখিলনাথ তাঁহার পরিবারবর্গসহ এবং মথুরার ডি-ডব্লিউ-ডি ইঞ্জিনীয়ার কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক-সহ মথুরা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিসে আসিয়া মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি-প্রভুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন।

কলিকাতার সংবাদ

গত ১লা অক্টোবর, ১৯৩৮ শনিবার সন্ধ্যা ৭। ঘটিকায় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শিয়ালদহ ই, বি, রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিটিউট হলে 'শক্তিপূজা' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

গত ২রা অক্টোবর (১৯৩৮) রবিবার সন্ধ্যা ৬। ঘটিকায় ভবানীপুর পদ্মপুকুর ইন্‌ষ্টিটিউশন হলে (৪৪নং ল্যান্সডাউন রোডে) ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ 'পরা ও অপরা বিদ্যা' বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ভবানীপুর অঞ্চলের বহু সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন।

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় (অবসরপ্রাপ্ত লিটীই এণ্ড সেসন্স্ জজ) মহোদয় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন (অবসরপ্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার) মহোদয় ও গৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নিখিলনাথ সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম্-এ মহোদয় তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিবার পর পূজ্যপাদ শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ তাঁহার নিকট কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন, অতঃপর পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎ-কার লাভ করিয়া তিনি পরমানন্দ লাভ করেন।

গত ১৬ই অক্টোবর (১৯৩৮) সন্ধ্যায় কলিকাতা ৪৪নং ল্যান্সডাউন রোডস্থ পদ্মপুকুর ইন্‌ষ্টিটিউশন হলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সাত্বত শ্রাদ্ধ

বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত সরিষাগ্রাম-নিবাসী ও মযূরভঞ্জ "শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-গৌড়ীয়-সেবক-সমিতি"র কানপুর শাখার নিষ্কপট সেবক, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী মহোদয় গত ১৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার কৃষ্ণনবমীতিথিতে স্বধাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ হরগোপাল গত ২৮শে সেপ্টেম্বর বুধবার দিবস আকরমঠরাজ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পণ্ডিত শ্রীপাদ মন্মথমন্মথদাস কাব্যতীর্থ মহোদয়ের পৌরোহিত্যে সাত্বতবিধানে তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করেন। আমন্ত্রিত ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ৩রা অক্টোবর ১৬ই আশ্বিন সোমবার শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত সাঁওতাল পরগণা জেলার অন্তর্গত চণ্ডীপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুত ব্রজকিশোর দাসাধিকারী মহোদয় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত নন্দকিশোর দাসাধিকারীর শ্রাদ্ধকার্য্য সাত্বতবিধানে শ্রীধাম-মায়াপুর আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে পণ্ডিত শ্রীপাদ মন্মথ-মন্মথদাস কাব্যতীর্থ মহোদয়ের পৌরোহিত্যে সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণকে মহাপ্রসাদ-দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌজয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাক্ষিকমুখপত্র

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিতা-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১২ই কার্ত্তিক, ১৩৪৫ ২৯শে অক্টোবর, ১৯৩৮ | ১৩শ সংখ্যা

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

যাহারা মহাভাগবত-বৈষ্ণবের অলৌকিক ক্রিয়া-মুদ্রার কৃত্রিমভাবে অনুকরণ করিয়া 'ভক্ত' বলিয়া জড়-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইচ্ছা করে, ভগবচ্চরণে তাহাদিগের কোনরূপ সেবা-প্রবৃত্তি নাই। নিজেদের জড় ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে তাহারা দম্ভবশে কৃষ্ণভক্তের সজ্জা গ্রহণ করিলেও বাহিরে তাহাদিগের তাদৃশ কৃত্রিম ভক্তিমুদ্রা-প্রদর্শন-চেষ্টা—লোক-বঞ্চনা-মূলেই জাত। যে-স্থলে সেই প্রকার ধর্ম্মধ্বজিত্ব, বিড়ালব্রতিত্ব বা বকধার্ম্মিকত্ব নাই, সেইস্থলেই অকৈতব কৃষ্ণভক্তি; আর যে-স্থলে সেই-সকল দোষ বর্ত্তমান, সেই স্থানেই দম্ভ, কৈতব বা কৃষ্ণসেবা-ব্যতীত অন্য দুরভিসন্ধি বা অবান্তর উদ্দেশ্য।

ভগবদ্ভক্তের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ কখনই জীবের মঙ্গলপ্রদ নহে, পরন্তু নিরয়জনক। ভক্তগণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-মুখে ভগবানের সর্ব্বোত্তম সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা তমোধর্ম্ম আলস্যের প্রশ্রয় দিবার নিমিত্ত সাধারণের উপার্জ্জিত বিত্তের প্রতি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া উহার কোন অংশই গ্রহণ বা ভোগ করেন না, পরন্তু জন-সাধারণকে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের দুর্বুদ্ধি-সঞ্চিত দ্রব্যাদি হরি-সেবার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের নিত্য-উপকারই সাধন করেন।

শ্রীশ্রীআচার্য্য-কথা-প্রসঙ্গ

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া আত্মবঞ্চনকারী ব্যক্তিগণের ভজনরাজ্যের উন্নতি বিধান করিতেছেন। নিম্নে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশের বিভিন্ন প্রসঙ্গ সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল।

পরব্রহ্মের আনন্দময়তা যেখানে সঙ্কীর্ত্তিত হয়, তাহাই 'গোষ্ঠ'। বেদের শ্রুতিমৌলিগণ শ্রীনামের পারপক্ষ নীরাজন করেন, তাহাই 'গোষ্ঠ'। 'গো' শব্দের অর্থ শ্রুতি বা পরা বিদ্যা। শ্রীগৌরসুন্দর 'অয়ি নন্দতনুজ' বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? 'নন্দতনুজ' কথাটির বৈশিষ্ট্য আছে। কৃষ্ণের গঠনে যে উপাদান, নন্দের গঠনেও সেই একই উপাদান; 'নন্দতনুজ' বসুদেবমনোজ লীলা হইতে পরমচমৎকারের বৈশিষ্ট্য ধারণ করিয়াছেন। বসুদেবের বিশুদ্ধসত্ত্বচিত্তে বা হৃদয়ে বাসুদেবের আবির্ভাব, কিন্তু 'নন্দতনুজ' কেবল মনে নহে, তনু বা দেহ হইতে নরশিশুরূপে জাত।

শ্রীনন্দনন্দন শঠ ও কপট। শঠত্ব ও কাপট্য শ্রীনন্দনন্দনেরই একচেটিয়া বৃত্তি—পরমাদ্ভুতচমৎকারময় প্রেমেরই বিলাস-বৈচিত্র্যবিশেষ। জীব তাহার অনুকরণ করিলে কখনও তাঁহার সেবা লাভ করিতে পারে না। যাহারা প্রাকৃত জগৎ তথা শাঠ্য ও দম্ভকে আশ্রয় করিবে, তাহারা কোনদিনই নন্দনন্দনের সন্ধান পাইবে না। তাই শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"যথা তুষ্টেৎ মে দয়য়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা নন্দং প্রেমামৃতনদি দদাত্যুজ্জলয়তি।
যথা শ্রীগান্ধর্ব্বা-ভজন-বিষয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাকা গিরিবরমিহ ত্বং ভজ মনঃ।"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহার পদ্যানুবাদে গাহিয়াছেন—

কৃষ্ণ মোর দয়ার সাগর।
তুমি মন ক্রন্দনাম, ভ্রমি ভ্রমি অবিরাম,
ডাক কৃষ্ণে হইয়া কাতর।
অবিদ্যা-বিলাস-বশে, ছিলে তুমি ছয় রসে,
দুইতা হৃদয়ে পাইল স্থান।
হইলে তুমি শঠরাজ, ভুলিলে আপন কাজ,
হৃদয়ে করিলে অভিমান।
এবে উপদেশ শুন, গাইয়া কৃষ্ণ-গুণ,
গোষ্ঠে গোষ্ঠে করহ রোদন।
দয়া করি গিরিবর, শুনিয়া কাকুতি-স্বর,
তবে সেব করিবে শোধন।"

গোষ্ঠে গোষ্ঠে অকৃত্রিম আকুল তীব্র রোদন বাতীত হৃদয়ের শঠতা ও দম্ভ বিদূরিত হয় না। বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিপরাকাষ্ঠতাই অকিঞ্চনতা। তাহাতে "যো মাং দুস্ত্যজ-গেহ-নির্জ্জলমহা-কূপাৎ" এই শ্লোকের অনুরূপ বিচার উদিত হয়। যাঁহারা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদেরই এইরূপ বিচার। তৃণটুকুরও যে দম্ভ, তাহা বিরজায় নিশ্চয়ই লয় প্রাপ্ত হইবে। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরোরপি সহিষ্ণু' হইতে বলিয়াছেন। সর্ব্বংসহা ধরিত্রী অর্থাৎ লীলাশক্তি বা আধারশক্তি-প্রকটিত তত্ত্বরূপ-বৈভব ধামের ধূলিই জীবের শুদ্ধস্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে।

• • •

'অয়ি নন্দতনুজ' শ্লোকে 'ভবাম্বুধি' শব্দের তাৎপর্য্য কি? কর্ম্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষ—এই সমস্তই ভব। "মায়া মন্তে কৃপায়াঞ্চ" ইতি বিশ্বঃ। মায়া-শব্দের অর্থ—দম্ভ মায়ার মায়া-শব্দের অর্থ—অদম্ভ বা কৃপা। 'দম্ভ' জিনিষটিই মায়া। যে স্থানে দম্ভ, সেখানেই বিষম। স্বরূপশক্তি যোগমায়ার সহিত বর্ত্তমান যে নন্দনন্দন, তাঁহাকেই 'সম' বলা যায়। সেখানে সেই অধোক্ষজতত্ত্বকে স্বরূপশক্তি যোগমায়া হইতে

বিমুক্ত করিয়া দর্শন, তাহাই 'বিদম' দর্শন। এইজন্যই মহাপ্রভু বলিলেন—'বিদম-ভবাবৃধি'। শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ও "শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে" শ্লোকে বলিয়াছেন যে, যাঁহারা ভবভীত, তাঁহারা ভবমোচনেচ্ছু হইয়া শ্রুতি, স্মৃতি বা মহাভারতের উপাসনা করেন করুন, আমি কিন্তু শ্রীনন্দের উপাসনাই করি। সেই উপাসনায় একটি বৈশিষ্ট্য আছে। দার্শনিকগণ শ্রীনন্দের উপাসনা করিতে পারে না; তাহারা ভব বা সংসারের দ্বারা আক্রান্ত অর্থাৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী।

• • •

বন্ধ ও মোক্ষ—দুইটিই অবিদ্যা ও পরস্পর সাপেক্ষিক। কিন্তু মুক্তি যেখানে স্বরূপাবস্থিতি বা 'বিমুক্তিরাস্তাং', তাহা অবিদ্যা নহে। বিদ্যার যেখানে বিভুত্ব বা সর্ব্বত্ব নাই, তথায়ই অবিদ্যা-প্রতীতি; সেখানে সেই বিদ্যাই দম্ভের কারণ। দম্ভ—কুৎসিৎ কুরূপ, উহা সনাতনরূপের বিরোধী—স্বরূপের বিরোধী। সম্ভোগের পূর্ণতম বিকট রূপই দম্ভ, আর বিরহে প্রকৃত সেবার ধৈর্য্য, বিজ্ঞপ্তি ও দাসদাই অভিব্যক্ত। বিরহের মধ্যে অমানিত্ব ও মানদত্ব-ধর্ম্ম অনুস্যূত। "নিজমানে স্পৃহাহীন" ও অন্যকে যথাযোগ্য সম্মান দান—ইহা কৃষ্ণবিরহ-বিভাবিত হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সম্মানদান দুইপ্রকার—মানবোচিত বা জীবোচিত, আর একটি বৈষ্ণবোচিত। বিরহ ও ধৈর্য্য পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। দয়ার প্রবৃত্তির মধ্যে দম্ভ নাই, অহঙ্কার নাই। 'আমি দাতা', দয়াবিতরণকারীর এইরূপ প্রাকৃত অহঙ্কারজনক ভোক্তৃবুদ্ধি নাই। দয়ার Messenger বা bearer এর কোন ব্যক্তিগত credit (বাহাদুরী) নাই। যেখানে নিজে credit (বাহবা) লইতে প্রস্তুত, সেখানেই দম্ভ,—সেই দয়াতে কোন ফলোদয় হয় না, তাহা অচেতন।

• • •

অপরকে বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োগ করিবার প্রবৃত্তির মধ্যে কি দম্ভ আছে? সেখানে দম্ভ নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সর্ব্বাপেক্ষা আপন জ্ঞান করিয়া গৌরব বা প্রীতি ও তাঁহার অনবরত সুখবাঞ্ছাই তথায় দয়া-প্রবৃত্তির প্রেরণাদানকারী। ইহা "হ্লাদিনীসার-সমবেত ভক্তির একটি বিলাস—চিচ্ছক্তিবিলাস, তাহা বিষ্ণুভোগের চেষ্টামূলক দম্ভ নহে। এখানে ত্যাগের দম্ভও নাই, ভোগের দম্ভও নাই।

• • •

চিত্তের দ্বারা নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ সদ্গুরুপাদপদ্মের সাধুর সঙ্গ সর্ব্বদা করিতে হইবে, যদি শরীর চালনা করিয়া সাধুর সঙ্গ করা সম্ভব না হয় অর্থাৎ সাধুর সঙ্গে বাসের সুযোগ না হয়। সাধুর সঙ্গে থাকিয়াও দেহের দ্বারা সাধু-সঙ্গ হয় না। দেহের দ্বারা হরিভজন হয় না। সুস্থ বা অসুস্থ দেহ, কোনটিই হরিভজন করিতে পারে না। আত্মা বা চেতনই হরিভজন করে। দেহের সহিত হরিভজনের কোনই সম্বন্ধ নাই। কেবলমাত্র শুদ্ধ-ভক্তির পুষ্টি নির্ব্বাহ যাহাতে হয়, তৎপ্রতি বিশেষ তীব্র দৃষ্টি ও যত্নাগ্রহ রাখিয়া মুক্তবৈরাগ্যের আশ্রয়-লাভ ঘটিলেই দেহে বা ইন্দ্রিয়ে শুদ্ধ-ভক্তির অভিব্যক্তি হইয়া পড়ে। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে অবস্থান করিতেন আর শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথাদি গোস্বামিবৃন্দ শত শত মাইল ব্যবধানে ব্রজমণ্ডলে বাস করিতেন; কিন্তু শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথ অপেক্ষা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধিকতর অন্তরঙ্গ সেবা অনুক্ষণ আর কতবেশী ভক্ত করিয়াছেন? শ্রীরূপের ন্যায় আর রূপ—সেবা-সৌন্দর্য্য কাহার আছে? এজন্যই মহাপ্রভু "শ্রীরূপ" নাম রাখিয়াছেন।

'প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে তনান রূপে স্ববিলাসরূপে॥"

চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১২১

শ্রীরূপ—মহাপ্রভুর প্রিয়-স্বরূপ, প্রিয়তম-স্বরূপ, প্রেম-স্বরূপ, সহজাভিরূপ অর্থাৎ স্বাভাবিক মনোজ্ঞরূপ-বিশিষ্ট—গৌরসুন্দরের মনের কথা শ্রীরূপ জানেন, এজন্যই তিনি মহাপ্রভুর চিত্তবৃত্তির অনুযায়ী শ্লোক তালপাতায় লিখিয়া খড়ের চালায় গুঁজিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজের অনুরূপ, মহাপ্রভুর নিজ-বিলাসরূপ।

শ্রীল সনাতন-শ্রীরূপ মহাপ্রভু হইতে দূরে দূরে থাকিতেন, পাছে কোন প্রকার স্পর্শ হয়। তাঁহারা কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দের কোন সেবা করিয়াছিলেন? অথচ শ্রীসনাতন-শ্রীরূপের ন্যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত সঙ্গ ও সেবা আর কতজন ভক্তই বা অধিকরূপে করিয়াছেন? সমচিত্তবৃত্তি থাকিলে সাধু-গুরুর সঙ্গ হয়; বঞ্চক, মৎকুণ—ইহারা সাধুর সঙ্গ করিতে পারে না। ইহারা সাধুর চিৎ-রক্ত পান করিবার জন্য সদা ব্যগ্র ও ব্যস্ত।

• •

শ্রীচৈতন্যদেব বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি বাঙ্গালীরই উপাস্য-বস্তু, তিনি বিহারী, পাঞ্জাবী বা ভারতের অন্যান্য স্থানের কিংবা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উপাস্যতত্ত্ব হইতে পারেন না, এইরূপ provincialism ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানলাভের পক্ষে প্রচণ্ড বিঘ্ন; উহা শুদ্ধভক্তি-পথে আরোপ করিতে হইবে না, সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। বাঙ্গালা দেশে সূর্য্য উদিত হন বলিয়া পাঞ্জাবের লোক কি সেই সূর্য্যকে গ্রহণ করেন না? Far East জাপানে সূর্য্যের প্রথম দর্শন হয় বলিয়া আমরা বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক কি সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিব? জাপানী সূর্য্য, ভারতীয় সূর্য্য, বিলাতী সূর্য্য প্রভৃতি কথা যখন প্রাকৃত সূর্য্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নহে, তখন "গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ" বলে ভগবত্তত্ত্ব শ্রীগৌর-নিত্যানন্দে সেইরূপ provincialism এর আরোপ করিয়া ভগবানের সেবা হইতে বঞ্চিত হওয়া চরম দুর্ভাগ্যের পরিচয়। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ কৃপাপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা "বাঙ্গালী" নহেন; তাঁহারা ব্রাহ্মণকুলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন বা তাঁহারা সন্ন্যাসও অবধূত-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রাকৃত-সন্ন্যাসী নহেন।

মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীকেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের অভিনয় করিয়াছিলেন, তখন তিনি মায়াবাদী ভারতী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী অর্থাৎ তিনি মায়াবাদী। শ্রীগৌরসুন্দর যে মায়াবাদকে সর্ব্বতোভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা তাঁহারা বিচার করেন না। বাঙ্গালীর পক্ষে মহাপ্রভুকে বাঙ্গালী মনে করা বা মায়াবাদিগণের পক্ষে মহাপ্রভুকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী কল্পনা করা, বর্ণাশ্রমীর পক্ষে মহাপ্রভুকে বর্ণাশ্রমান্তর্গত পুরুষ বিচার করা—এই সকলই প্রাকৃত প্রাদেশিকতার গণ্ডীর মধ্যে পরব্রহ্মকে মাপিবার চেষ্টা। তদ্দ্বারা চৈতন্য-দর্শন হয় না। 'প্রভু'—শব্দে নিয়ামক—অনুগ্রহ-নিগ্রহকর্ত্তা; যিনি "মহান্ প্রভুঃ", তাঁহাকে আমরা আমাদের মাপকাঠির আমামী করিতে পারি না।

• • •

কাশীকে "অবিমুক্ত ক্ষেত্র" বলা হয়। বিমুক্ত—ত্যক্ত, অবিমুক্ত যাহা ত্যক্ত নহে। শিব-শিবানী এই স্থান কখনও পরিত্যাগ করেন না। এজন্য মুমুক্ষুগণ এই স্থানে বাস করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, রজ-বিলাসের সহিত এই স্থানে বাস অথবা রজবিরাগের সহিত এই স্থানে বাস করিতে করিতে চরমে বা পরিণামে নির্ব্বিশেষ অবস্থা বা শিবত্ব লাভ করিবেন। এই নির্ব্বিশেষ বিচারকে সুদর্শন ধ্বংস করিয়া থাকেন। সুদর্শন কাশীকে দগ্ধ করিয়াছিলেন অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ বিচারের ধ্বংস করিয়াছিলেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর কৃপা হইলে, অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইলে এই স্থানের যাবতীয় তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। সদাশিব কৃপা করিয়া সনাতন-মঙ্গল বিতরণ করেন। সদাশিব—শিবের অংশী। শিবভক্ত বাণ সদাশিব-বিষ্ণুর দ্রোহী ও বিরোধী হওয়ায় তিনি বাণের সহস্র বাহুর মধ্যে দুইটি বাহু রাখিয়া বাকীগুলি সব কাটিয়া দিয়াছিলেন।

শিব সতীকে স্কন্ধে পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু মস্তকে ধারণ করেন নাই। একমাত্র গঙ্গাকে অর্থাৎ বিরজাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ হয় প্রকৃতিতে লীন, না হয় বড়জোর বিরজায় লীন হইতে চাহেন। শিবকে তাঁহারা ভবানীভর্ত্তৃরূপে দর্শন করিতে চাহেন, তাঁহারা পুরুষের উপর প্রকৃতির তাণ্ডবরূপ প্রভুত্ব কল্পনা করেন। পুরুষ সেখানে নিষ্ক্রিয়—প্রকৃতি নৃত্যকারিণী।

শ্রীসনাতনপ্রভু "বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরসের" কথা বলিয়াছেন। ভক্তিসহিত যে যুক্ত-বৈরাগ্য, তাহাই মঙ্গলময়, আর রস-রহিত যে শুষ্ক বৈরাগ্য, তাহাই আত্মপর্য্যন্ত দহনকারী। সাধু সাবধান!!

শিবক্ষেত্রে বাস করিলে জীব চরমে 'শিব', 'নিরঞ্জন' হইয়া যায়—নির্ব্বিশেষবাদিগণ এইরূপই মনে করেন। 'নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি'—এখানে 'পরম সাম্য' শব্দের তাৎপর্য্য ইহারা অবগত নহেন। বৈকুণ্ঠই সেই চিদেকরস 'পরমসাম্য'। বিরজার গুণত্রয়ের যে সাম্যাবস্থা, তাহা 'পরম সাম্য' নহে। চিদ্‌বিলাসই পরম সাম্য।

যে-স্থলে বন্ধন, সে-স্থলেই 'মুক্তি'। যাঁহারা নিত্য স্বরূপে অবস্থিত, বদ্ধ নহেন, তাঁহাদের নিকট মুক্তির কোনও প্রসঙ্গ নাই। বন্ধ ও মোক্ষ—দুইটি মায়া বা অবিদ্যা বলিয়া শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি বা প্রেমায় সেইরূপ সাযুজ্যের কোনও কথা নাই।

•

আগে ভগবানের রূপ বা লীলা চিন্তা করিতে হইবে না। তাহা হইলে কল্পনা হইয়া যাইবে—'শিব' গড়িতে বানর হইয়া যাইবে। শ্রীনামই ভজনকারীর শুদ্ধ-অন্তঃকরণে তাঁহার নিজের রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা দেখাইয়া থাকেন। শ্রীনামের নিকট সর্বক্ষণ অকপটে ক্রন্দন করিতে করিতে নিজের অনর্থের কথা জানাইতে হইবে। শ্রীনামই কৃপা করিয়া তাঁহার সর্বমঙ্গলময় রমাচিদ্‌ঘনসুখ-স্বরূপ ও গোকুল-মহোৎসব-লীলা প্রকাশ করিবেন।

• • •

যাহাদের হৃদয়ে শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত স্ফূর্তি পায় না বা মস্তকে প্রবেশ করে না, তাহারা জন্মজন্মান্তর পরম মহতের চরণে নিশ্চয়ই অপরাধ করিয়াছে—চেতনের নিকট যাহা অপরাধ ব্যতীত ঐরূপ শোচনীয় অচেতনতা বা দুর্ভাগ্য-পরাকাষ্ঠা হয় না। যাহারা অকপটে গুরুবৈষ্ণবের সেবা করেন, শ্রদ্ধা সহকারে অকৈতব হরিভজন করেন, তাহাদের হৃদয়ে নিত্য নব-নবায়মানভাবে ভক্তিসিদ্ধান্তের সহজ স্ফূর্তি হইবে। ভক্তিসিদ্ধান্তের ভাণ্ডার—অনন্ত, অশেষ, অফুরন্ত। ভক্তিরাজ্যের কথার বিরাম নাই, শেষ নাই তাহা একঘেয়ে নহে—নিত্যনূতন অথচ সনাতন-পুরাতন।

• • •

সর্বত্র শ্রীগুরুর অধিষ্ঠান আছে। তিনিই একমাত্র রক্ষাকর্তা। তিনি পরম মঙ্গলের তিনি বিরাজমান, আবার মানব-চিন্তায় যাহা শোচ্যতম অমঙ্গল, তাহাতেও তিনি বিরাজমান। মানব-চিন্তায় যাহা সম্ভব, তাহাতে তিনি বিরাজমান, আবার মানবচিন্তায় যাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহাতেও তিনি অধিষ্ঠিত। তিনি অঘাসুর-বকাসুরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও অসম্ভবকে সম্ভব করেন, অগ্নি-কর্তৃক দাহকালেও তিনি আছেন, যে-স্থানে আলোক প্রবেশ করিতে পারে না, সে-স্থানেও তিনি আছেন, উত্তরার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াও তিনি পরীক্ষিৎকে রক্ষা করেন। অতএব তাঁহার সমস্ত কার্যই মঙ্গলময় এবং সর্বত্রই তাঁহার অধিষ্ঠান।

• •

নিরপরাধে নিরন্তর নাম-কীর্তনই একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন। ইহা একমাত্র গৌড়ীয়,—গৌড়ীয়গণের মধ্যে আবার রূপানুগগণ, অর্থাৎ শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবরস্বতী-ধারায় প্রবিষ্ট অকপট সেবোন্মুখগণই এই রহস্য জানেন। নামকীর্তনই সর্বসিদ্ধিপ্রদাতা। অশুদ্ধ মনে বা অনধিকারীর অপক্কদশায় ধ্যানাদি বা রূপ-চিন্তনাদিই আরোহপথ বা কৃত্রিম উপায়,—তাহা মহাপ্রভুর শিক্ষা বা রূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর শিক্ষা নহে; একমাত্র নামচিন্তামণির আশ্রয়েই সমস্ত স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হইবে।

স্বতন্ত্রতা

সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম তাঁহার বিভিন্নাংশ জীবসমূহকে যত প্রকার দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে স্বতন্ত্রতা-মহারত্ন-দানের সঙ্গে কোনটিরই তুলনা হয় না। স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম জীবকে স্বতন্ত্রতা দান করিয়া তাঁহার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। জীবে স্বতন্ত্রতা না থাকিলে জীব ও জড়ে কোনই পার্থক্য থাকিত না। স্বতন্ত্রতাই জীবের জীবত্ব, জীবন বা অস্তিত্ব।

স্বতন্ত্রতা জীবের জীবন বলিয়াই জীবমাত্রেই স্বতন্ত্রতার প্রার্থী। জন্মজন্মান্তর ধরিয়া জীব মায়ার নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়াও স্বতন্ত্রতার লোভটি ছাড়িতে পারে নাই। বদ্ধ-জীবও স্বতন্ত্রতাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে। স্বতন্ত্রতা লাভের জন্য জীব প্রাণ পরিত্যাগেও কুণ্ঠিত হয় না। অধীনতা-হীনতায় কেহই প্রাণ ধারণ করিতে চাহে না, দাসত্বের শৃঙ্খল কেহই পায়ে পরিতে চাহে না।

বদ্ধজীব প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কতটুকু স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে? আর তাহাদের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতার ধারণাই বা কতটা নির্মল? বদ্ধদশায় কি কেহ প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে? বদ্ধদশায়

স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা কি সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নই পরাধীনতা বা রিপুবশবর্ত্তিতা নহে? ইন্দ্রিয়ের বশীভূত, রিপুর বশীভূত, মায়ার কারাগারে চিরবদ্ধ, ত্রিতাপে তপ্ত, কর্ম্মফলে বাধ্য থাকিয়া কি কেহ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে? চিড়িয়াখানার গাধাকে খুব বিস্তৃত লৌহ-বেষ্টনীর মধ্যে বিচরণ করিতে দেওয়া হয়। যদি সেই গাধা মনে করে যে, তাহার পিঠে যখন বোঝা চাপান হয় নাই, তাহাকে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং সে প্রকৃতই স্বাধীন, মুক্ত, তাহা হেয় গর্দ্দভজাতীয় বুদ্ধি, তদ্রূপ যাহারা বৈষ্ণবের পূর্ণানুগত্যে হরিসেবা করিবার পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি-দ্বারা প্রণোদিত হয় ও নানা মনোধর্ম্মের অধীন হইয়া পড়ে, তাহাদের বুদ্ধিও সেইরূপ ভারবাহী পশুরই ন্যায়, অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর নিন্দনীয়। তাহাদের হরিভজন দূরে থাকুক, সামান্য বর্ণাশ্রমেও অবস্থিতি সম্ভব হয় না। তাহারা স্ব-স্ব বর্ণাশ্রম হইতে চ্যুত হইয়া অধঃপতিত ও ষড়্রিপুর জেলখানার কয়েদী হইয়া পড়ে।

লক্ষ্ণৌ বাণ্যারসীবাগের "শ্রীকৃষ্ণভবন" লক্ষ্ণৌ এর চিড়িয়াখানার (Zoological garden এর) ঠিক সম্মুখেই অবস্থিত। শ্রীল আচার্য্যদেব তথায় অবস্থান-কালে একদিন কতকগুলি গাধা ও হরিণকে বিস্তৃত ময়দানে লৌহ-আবেষ্টনীর মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে দেখিয়া স্বতন্ত্রকামী অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের অবস্থার সহিত ঐরূপ তুলনা করিয়া আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

আমরা অনেকে মঠবাসী হইবার অভিনয় করি; কিন্তু আমার মতলব সিদ্ধ না হইলেই অর্থাৎ মঠ বা গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের নিকট কিছু আদায় করিতে না পারিলেই মঠ ত্যাগ করিব—স্বাধীনভাবে বিচরণ করিব,—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া পড়ি। "যদি কিছু আদায়ই করিতে না পারিলাম—কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠার আকারে, তবে মঠে বাস করিয়া কি লাভ? সংসার ছাড়িয়া কি লাভ? বৈষ্ণবের অধীন (?) থাকিয়াই বা কি লাভ?"—আমাদের এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিই উপস্থিত হয়। আবার কেহ কেহ মনে করি, যখন মঠবাস করিয়া স্বতন্ত্রতার উদয় হয়, তখন গৃহে বাস করাই শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ গৃহব্রত হইয়া যে স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিবার পিপাসা বা স্ত্রী-পুত্রের নিকট আরাম বা সেবা উপভোগের বাসনা—এইগুলি সমস্তই রিপুবশবর্ত্তিতা। রিপুর অধীন হইয়া পড়িলেই মানব বৈষ্ণবের আনুগত্য অপেক্ষা ভোগ বা ত্যাগ-পিশাচীর, ঘর-পাগলামী ও বাহির পাগলামীর স্বতন্ত্রতাকে বহমানন করিবার দুর্ব্বুদ্ধির নিকট অধীনতাপাশে বদ্ধ হইয়া পড়ে।

"সুখের লাগিয়া যে ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।"

গুরুবৈষ্ণবের পূর্ণানুগত্য ব্যতীত পরমেশ্বরের প্রদত্ত স্বতন্ত্রতা-মহারত্নের সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতে পারে না। গুরু-বৈষ্ণবের যতটা শরণাগত না হইব, যতটা স্বতন্ত্র থাকিবার চেষ্টা করিব, আমরা ততটাই অচেতনতা লাভ করিব। মহতের চরণে অপরাধ, আনুগত্যের অভাব, স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারই অচেতনতা।

যাঁহারা আত্মমঙ্গলকামী, যাঁহারা সত্য সত্যই অকপটে হরিভজন-পিপাসু, তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, যখনই আমরা গুরুবৈষ্ণবে শরণাগত না হইয়া কোনও না কোনও প্রকারে স্বতন্ত্র থাকিয়া হরিসেবা, হরিকথা-প্রচার, হরিকীর্ত্তন, ভিক্ষা, মঠবাস, গৃহবাস বা যে কোনও কার্য্য করিতে চেষ্টা করি, তখনই মায়াপিশাচী নির্ম্মল স্বতন্ত্রতা-মহারত্নকে আবৃত করিয়া ফেলে, আমাদিগকে নানাপ্রকার অনর্থ ও অসদভিলাষের দাস করিয়া ফেলে। ইহা আমরা যে পর্য্যন্ত বুঝিতে না পারি বুঝিতে পারিয়াও তাহা হইতে বিশেষ সতর্ক না হই, সে পর্য্যন্ত আমাদের দুর্দ্দৈব ও অপরাধ অত্যন্ত প্রবল থাকে।

অনেক সময় এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হয় যে, গুরুবৈষ্ণবের অধীনতা স্বীকার করিতে গেলে গুরুবৈষ্ণবের স্বতন্ত্রতা মানিয়া লইতে হয়; গুরুবৈষ্ণব যদি সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র হইতে পারিলেন, তবে আমরা কেন অস্বতন্ত্র বা অধীন তত্ত্ব থাকিব! আমরাও গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের সমান হইব। এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি যুক্তির দ্বারা আপাত সমর্থিত হইলেও ইহা আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মায়াপরতন্ত্র করিয়া থাকে। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সমান পদবীতে আরোহণের চেষ্টা ধর্ম্মসম্প্রদায়-বিশেষে সাধন ও সাধ্য বলিয়া গণিত হয়। তাহাই অহংগ্রহোপাসনা, তাহাই পাষণ্ডতা, অসুরত্ব। বস্তুতঃ—

"প্রতিষ্ঠাশা-তরু,　　খড়নাম্না-মরু
না পেল তাবেন ধুকিয়া রাখব।"

গুরুবৈষ্ণবের গুরুত্ব ও বৈষ্ণবত্ব কিরূপে প্রকাশিত হইল? তাঁহারা পূর্ণগুরু, আচার্য্য বা ভগবানে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত, প্রপন্ন বলিয়াই তাঁহাদের গুরুত্ব ও বৈষ্ণবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যিনি সম্পূর্ণ শরণাগত শিষ্য না হইয়াছেন, তিনি কোনও দিন বৈষ্ণব ও গুরু হইতে পারেন না। যিনি তাঁহার সর্ব্ব-স্বতন্ত্রতা কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ গুরু ও বৈষ্ণব। কাজেই গুরু বা বৈষ্ণব কখনও 'আমি স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, সুতরাং সকলের দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা, নিগ্রহ-অনুগ্রহ কর্ত্তা' এইরূপ দাম্ভিকতাময়ী ভোক্তৃ-অভিমানে কবলিত হইয়া অপরের প্রতি প্রভুত্বকামী হন না। যাহার ঐরূপ বিচার, সে ব্যক্তি মায়ার অধীন, তাহাকে কখনও সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র গুরু বা বৈষ্ণবের আসন দেওয়া যাইতে পারে না।

স্বতন্ত্র অর্থাৎ প্রভু হইতে পারিলে আমাদের যতটা উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, কর্ম্মতৎপরতা প্রকাশিত হয়, গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে সেরূপ উৎসাহ হয় না। আনুগত্য করিতে হইবে চিন্তা করিলেই যেন মনমরা হইয়া পড়ি। ইহার কারণ কি? চেতনের প্রতি বিমুখতা;—আমরা চেতনতা চাহিনা—অচেতনতা বা বহির্ম্মুখতাকেই আদর করি। অক্ষজ্ঞিলাস বা কাম চরিতার্থ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলে আমাদের উৎসাহ হয়, কিন্তু কৃষ্ণকাম চরিতার্থ করিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই আমরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়ি। এইগুলি সকলই অনর্থ—দুর্দ্দৈব। গুরু-বৈষ্ণবের চরণে ক্রন্দন করিতে করিতে কপাল কুটিয়া এই সকল দুর্দ্দৈবের কাহিনী নিষ্কপটে জানাইতে হইবে, শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের মনঃশিক্ষা অন্তরে সিঞ্চাইয়া পাঠ, কীর্ত্তন ও অনুধ্যান করিতে করিতে সুদৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত ঐরূপ অসতী স্বতন্ত্রতার মায়া হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। অনুক্ষণ সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, কুসঙ্গ ও দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ, ভজনের যাবতীয় অনুকূল বিষয়সমূহ স্বীকার করিয়া ঐ মায়াটিকে বিতাড়িত করিতে হইবে। হরিভজন করিতে আসিয়া অসতী স্বতন্ত্রতার সঙ্গিনী যেন না হই। ভাগবত-ধর্ম্মের—হরিভজনের মূল কথা গুরু-বৈষ্ণবানুগত্য, ইহা যেন এক মুহূর্ত্তে চিত্তাদও পরিত্যাগ না করি। যখনই দুষ্ট মন আনুগত্যের প্রতি বিমুখ হইতে চাহিবে, তখন দুষ্ট মনকে বৈষ্ণবের পাদত্রাণ দিয়া সহস্র সহস্রবার শাসন করিতে হইবে, বহির্ম্মুখগণের স্বতন্ত্র জীবনের দুঃখের কথা চিন্তা ও বিচার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ও পূর্ব্বাচার্য্যগণের আদর্শসমূহ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে হইবে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বহির্ম্মুখ স্বতন্ত্র জীবনের দুঃখ ও শরণাগত জীবনের সৌন্দর্য্য জানাইবার জন্য শরণাগতিতে কিরূপ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় কত উপদেশ দিয়াছেন।

"বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ওপদ বরণে।"

—শ্রীল ঠাকুরের এই কএকটি কথার মধ্যে কিরূপ জীবনসমস্যার বাস্তব (practical) সমাধান (solution) রহিয়াছে।

পরমমুক্তপুরুষগণ, মুক্তগণেরও গুরুবর্গ—কেহই শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য-রাহিত্য বা স্বতন্ত্রতাকে কামনা করেন না—বৈষ্ণবের আনুগত্য-বিহীন জীবনের ন্যায় দুর্ভাগা যেন কাহারও—অতিবড় শত্রুরও উপস্থিত না হয়—স্বতন্ত্র-জীবনের ন্যায় এরূপ অভিশপ্ত জীবন আর কিছুই নাই।

ব্রজবাসিগণ পরমমুক্ত হইয়াও ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্য অধীনতারই কাঙ্গাল। পরমমুক্ত শ্রীরূপানুগগণও শ্রীরূপসনাতনের পাদপদ্মের আনুগত্যই কামনা করেন।

"চরাওবি মাধব যমুনাতীরে।
বংশী বাজাওত ডাকবি ধীরে।
অঘবক মারত রক্ষা-বিধান।
করবি লীলা তুঁহু গোকুল কান।
রক্ষা করবি তুহু নিশ্চয় জানি।
পান করবুঁ হাম বালুনপানি। ইত্যাদি
(শরণাগতি, ২৩)

কেবল মুখে অভিনেতার ন্যায়—

"সর্ব্বস্ব তোমার,　　চরণে সঁপিয়,
প'ড়েছি তোমার ঘরে
তুমি ত' ঠাকুর,　　তোমার কুকুর
বলিয়া জানহ মোরে।"

—প্রভৃতি সঙ্গীত আবৃত্তি করিয়া কাজের বেলায় তদ্-বিপরীত আচরণ করিলে বা কিছুদিন আনুগত্য করিয়া দেখা গিয়াছে, উহা আর ভাল লাগে না—এমন স্বতন্ত্র

জীবন যাপন করা যাউক, এইরূপ দুর্বুদ্ধির বশবর্তী হইলে স্বাধীনতা ত' লাভ হইবেই না, বরং যতটুকু মঙ্গলের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা হইতে অনেক পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িব—নানার নিগড়ে অধিকতর বদ্ধ হইয়া পড়িব। শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই, পথ নাই, আশ্রয় নাই, স্থান নাই।

'পুরুষাভিমান' অর্থাৎ অহমেব বুদ্ধিই আত্মসত্তা-হীনতার মূল। গুরুবৈষ্ণবের পরিচর্য্যা অর্থাৎ তাঁহাদের সর্ব্ববিধ শাসনে শাসিত না হইলে স্বতন্ত্রজীবনের দুষ্টকামনার হীন বিনষ্ট হয় না। গুরুবৈষ্ণবের শাসনই তাঁহাদের কৃপা, সেই শাসনকে মঙ্গলময় বলিয়া বরণ ও তদনুযায়ী জীবনকে নিয়ন্ত্রণই সেই কৃপা-বরণ। জড়পদার্থবৎ হইয়া গুরুবৈষ্ণবের শাসনমাত্র শুনিলাম, অথচ তদনুযায়ী জীবনযাপনে মনোযোগী ও তৎপর হইলাম না, তদ্দ্বারা কোনও মঙ্গল হইবে না।

বাস্তব হরিভজন করিতে হইলে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বদিকে সচেতন থাকিতে হইবে, অচেতন, ভগ্নোৎসাহ, মনমরা, স্বতন্ত্র-বিচার-পরায়ণ, আত্মম্ভরী, দাম্ভিক, গুপ্ত সমালোচক, মনে ও কার্য্যে অসৎসঙ্গের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন, সিদ্ধান্তে আলস্য-পরায়ণ হইলে আত্মগতাপূর্ণ জীবনকে নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিঘ্নকারক বলিয়া মনে হইবে ও তৎপরিত্যাগের জন্য নানাপ্রকার কপটতার আশ্রয় করিতে হইবে।

স্বতন্ত্রতার স্থায়ী সুখ নাই, অশোক ও অভয় হইবার কোন আশা নাই। স্বতন্ত্রতা আলেয়ার ন্যায়—মরীচিকার ন্যায়, মায়াবীর ন্যায় প্রতিমুহূর্ত্তে বঞ্চনা করিয়া আমাদিগকে সর্ব্ববিধ দুঃখের সমুদ্রে পাতিত করিয়া জন্মজন্মান্তর ত্রিতাপ-ক্লেশে দগ্ধ করিয়া থাকে। অতএব এইরূপ স্বতন্ত্রতার আপাতমায়ায় মুগ্ধ হইয়া হরিগুরুবৈষ্ণবে শরণাগতির একমাত্র রাজকীয় সুনিশ্চিত নিত্যমঙ্গলের পথ যেন পরিত্যাগ না করি।

দম্ভ ও দৈন্য

ভগবৎ-বৈমুখ্য জনক ও কৃষ্ণবিস্মৃতিজননীর পুত্র—দম্ভ। দম্ভের একটি যমজ ভগ্নী আছে, তাহার নাম—যুক্তি। যুক্তি লোকসমাজে খুব 'সতী' বলিয়া বিখ্যাতা। দম্ভের আরও কতিপয় ভগ্নী ও ভ্রাতা আছে, তন্মধ্যে মৎসরতা বা হিংসা, কপটতা, অপরকে মনোব্যথা উদ্বেগ প্রদানে প্রবৃত্তি, বড়ত্বয়, বৈর, প্রকৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দম্ভ আধ্যক্ষিকতার সহচরী বলিয়া যুক্তিকে খুব আদর করে। দম্ভ ভগবান্, গুরু, বৈষ্ণব বা শাস্ত্রকে স্বীকার করিতে চাহে না; কারণ অপর নিয়ামক থাকিলে দম্ভের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। দম্ভ তাহার এই কার্য্যের উপর একটি মনোরম প্রলেপ দিবার জন্য তাহার যমজভগ্নী যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করে।

যুক্তির সতী বলিয়া খুব যশঃ আছে। যুক্তির দ্বারা নাস্তিককেও সন্তুষ্ট করা যায়। যুক্তি কাহারও দিক্ টানিয়া কথা বলে না—খুব নিরপেক্ষতার ভাণে বড়াই করে। যাহা সত্য, যাহা নিরপেক্ষ, যাহা সঙ্গত, যাহা ন্যায্য তাহাই, যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এই যুক্তি অধিকক্ষণ পেষণ করিলে নাস্তিকতা ব্যতীত আর কিছু থাকে না। যুক্তির যদি পতিরই ঠিক না থাকিল, তবে যুক্তির সতীত্ব কোথায়? যুক্তি শেষে বহুর সেবা করিতে গিয়া নির্ব্বিশেষপতি অর্থাৎ পতিহীনা বহুচারিণীর অবস্থা লাভ করে।

শুষ্কযুক্তির ও শ্রৌতযুক্তি বা শাস্ত্রযুক্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। শ্রৌতযুক্তির পতি—পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের সেবা করিবার জন্যই শ্রৌতযুক্তির নানাপ্রকার সাজসজ্জা। আর বহির্মুখতা বা তথাকথিত Reason এর সেবা করিবার জন্য শুষ্কযুক্তির অভিসার। শুষ্কযুক্তি নির্ব্বিশেষের অভিসারে গমন করিয়া বহুচারিণী বা ব্যভিচারিণী হইয়া পড়ে। তখন নানাপ্রকার নাস্তিক্য-মতবাদ প্রসব করিয়া পৃথিবীকে অসুর-ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে।

দম্ভাসুর তাহার সহচর বা অনুচর আধ্যক্ষিকত্বকে

আশ্রয় না করিয়া একমুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক বিষ্ণু-বিরোধী পিতার যাবতীয় চেষ্টার প্রতিবাদকে দম্ভাসুর 'দম্ভ' বলিয়া থাকে, 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের শিক্ষক শ্রীচৈতন্যের পদুকা-তাড়ন, দেবানন্দ-শাসন, সুদর্শন চক্রের আহ্বান, কাজীদলন প্রভৃতিকে 'দম্ভ' মনে করে। আবার শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের লিখিত প্রকাশানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি বা ভাগবত-বিরোধী ও নিত্যানন্দ-বিরোধিগণের প্রতি শ্রীল বৃন্দাবনের উক্তিকে 'দম্ভ' বলিয়া দোষারোপ করে। 'দম্ভ' বৈষ্ণবকে তৃণাদপি সুনীচতা শিক্ষা দিবার—বৈষ্ণবের গুরু হইবার আত্মম্ভরিতা পোষণ করিয়া থাকে!

দম্ভাসুর মনে করে, বৈষ্ণবগণকে তাহার শাসনাধীন রাখিবার উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবগণের জন্য 'তৃণাদপি' শ্লোকের সৃষ্টি হইয়াছে।—এজন্যই ঐ শ্লোক বৈষ্ণবপর, সুতরাং তাহার পক্ষে নহে,—ইহাই সে প্রচার করিয়া থাকে। দম্ভাসুরের চরমাকাঙ্ক্ষা—বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব বা গুরুগিরি করা। বৈষ্ণবগণের উপর মোড়লী করিতে পারিলেই দম্ভাসুরের তৃপ্তি হয়।

Devils can quote Scriptures অর্থাৎ শয়তানও শাস্ত্রের বচন আওড়াইয়া থাকে—এই বাক্যানুসারে দম্ভাসুর তৃণাদপি সুনীচতার প্রচারকের সজ্জা গ্রহণ করিয়াছে। তাহার মতে 'তৃণাদপি সুনীচতা' অর্থে নিজের লোকপ্রিয়তা অর্থাৎ জড়প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ। বহির্ম্মুখ, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী, ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরোধী, 'মৎস্যবরাহ' ব্যভিচার-দোষদুষ্ট ব্যক্তিগণকে তোষামোদ করিয়া তাহাদের দ্বারা স্তুতি বা প্রশংসা পাইবার প্রচ্ছন্ন চেষ্টাই দম্ভাসুরের মতে 'তৃণাদপি সুনীচতা'।

লোকমঙ্গলকামী, পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবগুরু সাধকের গলদগুলি যদি কৃপা করিয়া প্রদর্শন করেন, তাহাদিগের দ্বারা স্তুত হইবার বা তোষামোদ পাইবার বাসনায় তাহাদিগকে হিংসা না করিয়া যদি প্রকৃত দয়া করেন, তখনই দম্ভাসুর আচার্য্য বা গুরুর ঐ কার্য্যকে প্রহসন ও তৃণাদপি সুনীচতার বিরুদ্ধ ধর্ম্ম মনে করে। আর এক আশ্চর্য্য এই যে, দম্ভাসুর প্রকৃত বৈষ্ণবগণের প্রতি আনখ কেশাগ্র অনুরূপ মৎসর-স্বভাব-বিশিষ্ট হইয়াও এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়ে তাঁহাদের সমালোচনা করিয়াও আপনাকে প্রহ্লাদ মনে করে না, কিন্তু বৈষ্ণবের লোকমঙ্গলের চেষ্টাকে প্রহসন বা দাম্ভিকতা মনে করিয়া থাকে!

বহির্ম্মুখতার চক্রে তোষামোদ, তৈলমর্দ্দন লোক-প্রিয়তা-কামী দম্ভাসুরের একটি চিরন্তন স্বভাব। দম্ভাসুর সেই লোক-প্রিয়তার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া নিজেকেই সর্ব্বময় কর্ত্তা, এমন কি, গুরু-বৈষ্ণব-পরমহংসগণেরও প্রভু বলিয়া অভিমান করে। দম্ভাসুরের দম্ভের আদর্শ তাহার (বেদ) উপনিষদের আখ্যায়িকায় দৃষ্ট হয়। দম্ভাসুর নিজকে গুরুদেবের স্রষ্টা, বৈষ্ণবের দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা ও ভক্তসমাজের জনক মনে করে; তাহার শক্তিতেই ভক্তসমাজে সূর্য্যের উদয় হইতেছে, চন্দ্র জ্যোৎস্না বিতরণ করিতেছে, বায়ুর বিচলন হইতেছে, সাগর গর্জ্জন করিতেছে, নদী প্রবহমানা রহিয়াছে, দিন-যামিনীর সঙ্ঘটন হইতেছে ইত্যাদি! দম্ভাসুর মনে করে যে, সে একটু কল টিপিলেই সেই মুহূর্ত্তে বৈষ্ণব-বিশ্বের মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে, সুদর্শন চক্র নিষ্প্রভা হইয়া যাইবেন। দম্ভাসুর বিরোচন-দৈত্যের ন্যায় অথবা একলব্যের ন্যায় গুরুভক্তির প্রদর্শনী খুলিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে না, কিন্তু ঐরূপ লোক-দেখান গুরুভক্তির তাৎপর্য্য বা প্রয়োজন গুরুর উপর গুরু-গিরি করা, ইহাই দম্ভের স্বরূপ। শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় বলিতে গেলে, যেরূপ লোকে নদীপার হইবার জন্য একটা নৌকা বা মাঝি রাখে কোথাও যাইবার জন্য ঘোড়া ও কোচমান্ রাখে, তদ্রূপ দাম্ভিকও একটা সদ্‌গুরু করিবার অভিনয় করে।

দম্ভ কর্ম্মবীরত্বকে বা practical বিষয় ভোগ-কৌশলকে ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে। দম্ভের বিচারে ভক্তি—অবলা, আর কর্ম্ম-প্রবৃত্তি—সবলা। দম্ভের বিচারে ভক্ত-সম্প্রদায় অত্যন্ত বোকা, নিষ্প্রভাঃ, নির্ব্বুদ্ধি ও সর্ব্ববিষয়ে অক্ষম; আর কর্ম্মীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্, বীর্য্যবান্ ও সমর্থ। দম্ভের বিচারে ভক্ত—কর্ম্মীর কৃপাপ্রার্থী, তাহার দ্বারের কুক্কুর ও নিগ্রহানুগ্রহাপেক্ষী।

দম্ভের একটি প্রধান অস্ত্র—আত্মরূপ বা স্বর্ণ। দম্ভের বিচারে ঐ অস্ত্রের নিকট সুদর্শনাস্ত্র ব্যর্থ অথবা আকাশ কুসুমবৎ অবাস্তব। দম্ভের অস্ত্রের মধ্যে অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা, মদ অর্থাৎ গর্ব্ব, কাম বা স্ত্রীলাম্পট্য অর্থাৎ ভোগ্য বিষয়-লালসা, রজঃ অর্থাৎ কর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া-শক্তি, বৈর অর্থাৎ শত্রুতা প্রভৃতি সমস্ত লোকবিনাশক অস্ত্রগুলি

অন্তর্নিহিত রহিয়াছে— মদ্যে মাংস দান, কামিনী ও কাঞ্চন হিংসা এবং ছল-কপটতার আকর প্রভৃতি তা' আছেই।

ধর্ম্ম ভক্তিসিদ্ধান্তকে সাধুসমাজের স্থূলির কল-কথা বা আলস্যে খাদার বাক্তিগত মস্তিষ্ক-বিকৃতির প্রলাপ বা প্রলয় বিশেষ বলিয়াই মনে করে। ধর্ম্ম সুনীতির পক্ষপাতী না হউক, তর্ক-পথের বা কলিকালোচিত নীতি বা নয়-বিচার একনিষ্ঠ ভক্ত। ধর্ম্ম কথায় কথায় আইনের নজির দেখায়, তাহার প্রত্যেক তাণ্ডবকে আইনের ছাঁচে ঢালিয়া তর্ক পথের সাহায্যে শ্রৌতপথকে ধ্বংস করিতে চাহে। কলির সমস্ত পারিপার্শ্বিকতাই ধর্ম্মের সহায়। কিন্তু এত সহায় পাইয়াও ধর্ম্মাস্ত্রের পরিণাম নৈরাশ্যজনক, নির্ব্বিশেষ বা নির্ব্বাণপ্রাপ্তি। ধর্ম্ম শ্রৌতপথকে দূরধন করিয়া, নৈষ্ক-সাধন কলির আধিপত্যের বিরুদ্ধে অভিযান করে, সেই সমস্ত ব্যাপার ও বস্তু সকলেই জন্য প্রাকৃত অপস্বার্থপর।

পরিণামে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা নাই, একমাত্র অকপট, প্রপন্নপরাগতের গুরুবৈষ্ণবানুগত্যরূপ সুনীতিরই নিত্য স্থায়িত্ব আছে—সেই সুনীতি বহির্দৃশ্যতার তোষামোদ নহে, অথবা মিথ্যা ও সত্যের সঙ্গে সমন্বয় (গোঁজামিল) নহে, তাহা নির্ব্বিশেষ-বাদ নহে, তাহা আত্মহত্যা নহে, তাহা একমাত্র শব্দব্রহ্মরূপী পরব্রহ্মের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে অনুশীলনময় বাস্তব-জীবন যাপন,—তাহা চেতনের পূর্ণবিকাশ-সাধন, তাহা সম্পূর্ণ শরণাগতি—পরিপূর্ণ অকিঞ্চনতা-দাস বা পরম-হংসধর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে অভিষেক, কৃষ্ণকে একমাত্র গোপ্তা বলিয়া বরণ—গো-গোপ-লোকে বা ব্রজে তদনুরাগিজনানু-গামিরূপে অবস্থান।

ক্ষণাবতীতে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-বন্যা

শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বর্ত্তমান পরোরাজ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাস্বরূপ গোস্বামী প্রভু লক্ষ্ণৌ নগরে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া তথায় ভক্তিসিদ্ধান্তের প্লাবন আনয়ন করিয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব লক্ষ্ণৌ সহরের বাণারসী বাগ পল্লীতে "শ্রীকৃষ্ণভবনে" অবস্থান-কালে প্রত্যহ সত্যানুসন্ধিৎসু শিক্ষিত শ্রোতৃবৃন্দ আচার্য্য-পাদপদ্মে সমুপস্থিত হইয়া হরি-কথা শ্রবণ করিয়াছেন।

গত ২৭শে আশ্বিন, ১৪ই অক্টোবর শুক্রবার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বিরহতিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণকে বহু উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে লক্ষ্ণৌএর এক শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠী অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীল আচার্য্যদেবকে বন্দনা করিবার উদ্দেশে উপায়ন হস্তে শ্রীকৃষ্ণভবনে আগমন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব গৌড়ীয়-গণের শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে অগ্নিহোত্রী-জীর সহিত প্রায় দুই ঘণ্টাকাল সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় আলোচনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণভজনের শ্রেষ্ঠত্ব কেন? শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে কেন শ্রীকৃষ্ণভজনের গূঢ় রহস্য অবগত হওয়া যায় না, শ্রীচৈতন্য-দাসগণের সঙ্গ ও আনুগত্য না করিলে কেন শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব উপলব্ধি হয় না, এতৎসম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব অগ্নিহোত্রী-জীকে অতীব মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সদ্যুক্তি-মূলক সিদ্ধান্তসমূহ বলিয়াছিলেন। ভগবদ্ভজনে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব করিলে, ক্ষণকালও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরণ হইতে অন্যমনস্ক থাকিলে মায়ার শত শত শৃঙ্খল আমাদিগকে কিরূপে আবদ্ধ করিয়া ফেলে, তাহা অতি জলন্ত-ভাষায় শ্রীল আচার্য্যদেব বর্ণন করিয়াছিলেন।

অগ্নিহোত্রীজী শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত বিশুদ্ধভাগবতধর্ম্মের অনুশীলন হইতে পারে না।

গত ২৮শে আশ্বিন, ১৪ই অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যার পর লক্ষ্ণৌ এর Govt. Hand Loom Emporium এর Manager মিঃ মাথুর সপরিবারে শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্ম দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। মিঃ মাথুর শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার হিন্দিপাক্ষিক পত্র "ভাগবতের" একজন গ্রাহক। মাথুরজী শ্রীল আচার্য্যদেবকে প্রথমে কএকটি পরিপ্রশ্ন করেন। তাঁহার প্রথম প্রশ্ন ছিল—মৃত্যুর পর মনুষ্য বা প্রাণী কিরূপ অবস্থায় থাকে? দ্বিতীয় প্রশ্ন—ভগবানের রূপ ধ্যান করিতে হইলে কিরূপে চিত্তের স্থৈর্য্য সাধিত হইতে পারে?

শ্রীল আচার্য্যদেব জীবাত্মার সনাতনত্ব ও নিত্যত্ব, অনাদিবহির্ম্মুখতা, বাসনানুযায়ী স্থূল দেহ ধারণ, তৎপূর্ব্বে বাসনাময় সূক্ষ্মদেহে অবস্থান, তৎকালে ক্লেশ-ভোগ প্রভৃতি বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারের দ্বারা প্রদর্শন করেন এবং কর্ম্মী ও ভক্তের পার্থক্য প্রভৃতি বর্ণন করেন। ভগবদ্ভক্তের দাস্যের বাসনাই সকল বাসনার বীজ উৎপাটনকারী ও নিত্য মঙ্গলময়ী কেন, তাহা শ্রীল আচার্য্যদেব প্রদর্শন করেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল আচার্য্যদেব আরোহ ও অবরোহবাদ, নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ বিচারের মূল কথা-সমূহ কীর্ত্তন করিয়া **রূপধ্যানের কৃত্রিম ও আরোহ-প্রণালীকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে বলেন।** পূর্ব্বেই রূপচিন্তন বা রূপধ্যানের প্রণালী—বিপথ ও কুপথে লইয়া যাইবে—**তাহা ভোগ্য জড়চিন্তার পৌঁছিবার পথ বিশেষ।** উহা দ্বারা কখনও আত্ম-মঙ্গল লাভ হইতে পারে না। সর্ব্বাগ্রে নাম। নামই স্বয়ং যখন কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার নিজ রূপ প্রকাশ করিবেন, তখনই রূপ-দর্শন সম্ভব হইতে পারে। নামের প্রসঙ্গে **শ্রীল আচার্য্যদেব মুখ্য নাম ও গৌণ নাম** প্রভৃতির পার্থক্য নিরূপণ করেন। 'নাম' গ্রন্থ বেচিয়া বা অভক্তের মুখে বা তথাকথিত ভক্তের মুখে শুনিয়া গ্রহণ করিলে তাহাকে 'নাম-গ্রহণ' বলা যাইবে না। সেইরূপ নামাক্ষর চেতনতার বিকাশ করিবে না। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল আচার্য্যদেব দশবিধ নামাপরাধের ব্যাখ্যা করেন।

মাথুরজী দশপ্রকার নামাপরাধ লিখিয়া লন। মাথুরজী বলেন যে, যদি তিনি সাধু বা অসাধুর নিন্দা বা বন্দনা না করিয়া নিরপেক্ষ থাকেন, তবে কি তিনি প্রথম নামাপরাধ হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবেন না? তদুত্তরে শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন, কে সাধু ও কে অসাধু ইহা না জানিলে, ইহাতে নিরপেক্ষ থাকিলে তদ্দ্বারা প্রকৃত সাধুর নিন্দা ও অসাধুকে সাধুর সহিত সমপর্য্যায়ে স্থাপনের প্রচ্ছন্ন চেষ্টাই হইল। সাধু ও অসাধুর পার্থক্য জানিতে না পারিলে কখনও ও হরিনাম হইবে না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধুর নিকট হইতে হরিনাম গ্রহণ করিতে হইবে। যদি সাধুর স্বরূপ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিলাম, তবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধুর সন্ধান কিরূপে পাইব? আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু অর্থাৎ নাম-প্রদাতা গুরুর নিকট হইতে হরিনাম প্রাপ্ত হইয়াও **আবার প্রকৃত সাধুর সঙ্গে সেই হরিনামের অনুশীলন করিতে হইবে।** অতএব কে সাধু, কে অসাধু—এই বিচারে নিরপেক্ষ থাকিলে তদ্দ্বারা সাধুনিন্দারূপ অপরাধই সংঘটিত হইবে। কোন্‌টি খাদ্য, কোন্‌টি অখাদ্য—ইহাতে নিরপেক্ষ থাকিলে যেরূপ জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তদ্রূপ সাধু ও অসাধুর বিচারে নিরপেক্ষ থাকিলে পারমার্থিক জীবন যাপন করা যায় না।

মাথুরজী বলিলেন যে, তাঁহারা কখনও শিবজীকে ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত সমান জ্ঞান করেন না, তবে কৃষ্ণনাম-দির সহিত হরিনাম-গ্রহণকে সমান মনে করিলে কিরূপে অপরাধ হয়, তাহা বুঝিতে পারেন না। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিলেন—কৃষ্ণনামাদি কর্ম্ম, তাহা চেতনের অনুশীলন নহে, ভগবানের সহিত সেই সকল কর্ম্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু অপ্রাকৃত হরিনাম-কীর্ত্তনের সহিত অপ্রাকৃত ভগবানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। তদ্দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে—ভগবানের অনুশীলন—সেবা ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়।

মাথুরজীর পরিবারস্থ জনৈক মহিলা প্রশ্ন করিলেন যে, তিনি কোন গ্রন্থে পড়িয়াছেন, শিবের কৃপা-ব্যতীত হরিভক্তি লাভ হয় না। ইহার তাৎপর্য্য কি?

শ্রীল আচার্য্যদেব বলিলেন,—শ্রীসদাশিব জগদ্গুরু, (প্রলয়কারী রুদ্র নহেন) তিনি কৃষ্ণের প্রিয়তম, গুরুদেবের কৃপা ব্যতীত কখনও কৃষ্ণভক্তি লাভ হইতে পারে না। ইহা দ্বারা শিব যে কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম ভক্ত, তাহাই বলা হইয়াছে।

মাথুরজী বলিলেন, তাঁহার বিচারে "অহং মম অপরাধ"-টিই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতম অপরাধ। ইহা সহজে ত্যাগ করা

যায় না। শ্রীল আচার্যদেব বলিলেন—ইহাই প্রবল অপরাধ। জীব কখনও নিজের শক্তির দ্বারা এই সকল বর্জন করিতে পারে না। একান্ত নামাশ্রয়ে সাধুর কৃপা ও শ্রীনাম প্রভুর কৃপায় এই সকল অপরাধ বিদূরিত হয়। এজন্যই গুরু ও সাধুর আনুগত্য। শ্রীনামের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে সকাতরে ক্রন্দন করিয়া নিজ দুর্ভাগ্যের কথা জানাইতে হইবে। **নাম-ভজন ব্যতীত অন্য কোন-পথ নাই—এই সকল কথা প্রচলিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের পুঁথিপত্রে পাওয়া যায় না। ইহা একমাত্র গৌড়ীয় আম্নায় ধারার সুগোপ্য রহস্য।** নাম-কীর্ত্তনের পথ-ব্যতীত পথ নাই—পথ নাই—পথ নাই।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।"

'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতা

গত ১৯ই অক্টোবর (১৯৩৮) রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় লক্ষ্ণৌ বেঙ্গলী ক্লাব ও ইয়ং মেন্‌স্ অ্যাসোসিয়েসন (Lucknow Bengali Club & Young Mens' Association) এর উদ্যোগে অতুল-নাট্য-মন্দির-প্রাঙ্গণে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ "শ্রীচৈতন্যদেব ও ভগবৎপ্রেম" সম্বন্ধে একটি বিশেষ শ্রৌতগবেষণাময়ী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌএর বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত সজ্জন ও সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারিত বিশুদ্ধ শ্রীচৈতন্যবাণীর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়াছেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর অনেকেই বক্তাকে আরও কএক দিবস লক্ষ্ণৌ বেঙ্গলী ক্লাবে বক্তৃতার জন্য সানুনয় অনুরোধ জ্ঞাপন করেন; কিন্তু সম্পাদক মহাশয়কে শীঘ্রই নৈমিষারণ্যে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব সোমাদিপ্রভুর অনুগমন করিতে হইবে বলিয়া তিনি সেই অনুরোধ বর্ত্তমানে রক্ষা করিতে পারেন নাই।

বক্তা শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্যভক্তাভিমানী তথা শ্রীচৈতন্যের সমালোচকাভিমানী বিভিন্ন ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে যে সকল চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা এক একটি করিয়া বিশ্লেষণ করেন। সেই বিশ্লেষণের মধ্যেই মতবাদিগণের মতের লঘুতা ও অসারতা শ্রোতৃমণ্ডলী ধরিতে পারেন। "শ্রীচৈতন্যদেব সমাজ-সংস্কারক, শ্রীচৈতন্যদেব অদৈব বর্ণাশ্রমের পৃষ্ঠপোষক, শ্রীচৈতন্যদেব নারায়বাদী সন্ন্যাসী, শ্রীচৈতন্যদেব হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত উন্মাদ ব্যক্তি-বিশেষ, শ্রীচৈতন্যদেব বেদ-বিরোধী নবমতবাদপ্রবর্ত্তক, শ্রীচৈতন্যদেব ভাবকেলি, সহজিয়ামত বা বৌদ্ধ মত সাধনেরই আর একটি প্রকার-বিশেষের প্রবর্ত্তক, শ্রীচৈতন্যদেব অশ্লীল কৃষ্ণলীলা-প্রচারক, শ্রীচৈতন্যদেব সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক, শ্রীচৈতন্য-দেব আউলবাউলাদি অপসম্প্রদায়ের মূল প্রবর্ত্তক"—ইত্যাদি শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে যাবতীয় বিকৃতধারণাকে বক্তা নানাপ্রকার ঐতিহাসিক ও শ্রৌত যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যুক্তির নামে নাস্তিকতা অর্থাৎ অধোক্ষজ পরাৎপরতত্ত্ব ভগবদ্বস্তুকে মাপিয়া লইবার যে প্রবৃত্তি সর্ব্বত্র তথাকথিত সভ্য ও শিক্ষিত জাতির মধ্যে লক্ষিত হইতেছে, তাহার যুক্তি-যুক্ততা-সম্বন্ধেও বক্তা যুক্তির দ্বারা অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

তৎপর পরতত্ত্বে প্রাদেশিকতা, ঐতিহাসিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও আধ্যক্ষিকতা আরোপের কতটা যোগ্যতা ও অধিকার আছে, তৎসম্বন্ধেও বক্তা বহু কথা ও প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বাঙ্গালী ছিলেন, সুতরাং যুক্তপ্রদেশ বা পাঞ্জাবের লোকেরা তাঁহাকে উপাস্য বস্তু বলিয়া বরণ করিবেন না বা শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণকে বাঙ্গালা দেশের লোক উপাস্য বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিবেন না—এই সকল বিচারের মূলে কতটা অজ্ঞতা ও মূর্খতা আছে, তাহা বক্তা সুযুক্তির দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বক্তা ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষের সহিত প্রেমের পার্থক্য কি, প্রেমই প্রত্যেক

অনুচেতনের পরধর্ম ও পরম চরম প্রয়োজন কেন, প্রেমে অসংসাম্প্রদায়িকতা নাই কেন, ভগবৎপ্রেম ও তথাকথিত বিশ্বপ্রেম ও আধুনিককালে প্রচারিত জীবপ্রেম প্রভৃতির সহিত পার্থক্য কি, উহা ভগবৎপ্রেম হইতে বিজাতীয় ও অসংসাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট কেন, বিশ্বে বা জীবে কেন 'প্রেম' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না, ইহা বক্তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত ও যুক্তির দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রেমের বিভিন্ন স্তর, প্রেমের সম্বন্ধ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রস, কাম ও প্রেমের বিভিন্ন বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নানা-প্রকার বিচার প্রদর্শন করিয়া বক্তা শ্রীচৈতন্যের প্রদত্ত অনর্পিতচর প্রেমের মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যের কথা বিবৃত করেন।

লক্ষ্ণৌর বহুজননান্য ও জনপ্রিয় সজ্জনবর মিঃ বি. এম্. গুপ্ত (Public Analyst to Govt of U. P.) বক্তৃতার প্রারম্ভে বক্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধ প্রচারকগণকে ও তাঁহাদের প্রচার-প্রচেষ্টার প্রশংসা করিয়া বলেন যে, বাঙ্গালী ক্লাবে এরূপ উচ্চাঙ্গের পারমার্থিক বক্তৃতা আর কখনও হয় নাই। মিঃ কে, বি, চক্রবর্ত্তী, মিঃ এস্, কে বোস, সুবোধ কুমার মুখার্জ্জি, সতীকুমার মুখার্জ্জি, নলিনীবিহারী হালদার, শিবদাস প্রামাণিক, অমর নাথ বসু, সারদা-প্রসাদ ব্যানার্জ্জি, ক্ষেত্রপ্রসাদ মুখার্জ্জি, নগেন্দ্র নাথ দাস, তারক নাথ দাস প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট শ্রোতা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

— — —

শ্রীবিশ্বম্ভর 'দ্বিজরাজ' ও তৎপ্রিয় 'বৈষ্ণব-সমাজ'

বিশ্বম্ভর 'দ্বিজরাজ' শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং পরিপূর্ণতম ব্রহ্মণ্যদেব হইয়াও ব্রাহ্মণ-কুলোত্তম এবং তাঁহার প্রিয়বর্গই নিখিল-বর্ণাশ্রমি-গুরু পরমহংস বা 'বৈষ্ণব-সমাজ'। সংস্কার-বর্জ্জিত মানবের 'একজন্মা শূদ্র' এবং সংস্কার-সম্পন্ন মানবেরই 'দ্বিজ' সংজ্ঞা। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদিও 'দ্বিজ' শব্দবাচ্য, তথাপি 'দ্বিজরাজ'—শব্দ একমাত্র ব্রাহ্মণকেই নির্দ্দেশ করে। ইহ জগতে বদ্ধাবস্থায় জীব বীজগর্ভ-সমুদ্ভব পাপে সংস্পৃষ্ট হইবার যোগ্য, সুতরাং শরীরধারী জীবের নৈসর্গিক পাপ প্রশমনার্থ সংস্কার আবশ্যক। ভগবান্ বিশ্বম্ভর সংস্কারের প্রতি ঔদাসীন্য, উহার অপ্রয়োজনীয়তা ও রাহিত্য বা বিরোধ কোন দিনই অনুমোদন করেন নাই। তিনি ভক্তানুকূল দৈব-বর্ণাশ্রমাচারেরই পক্ষপাতী ছিলেন; অবৈষ্ণবপর বা অদৈব-বর্ণাশ্রম-বিচার কোন দিনই তাঁহার প্রিয় ছিল না। বিষ্ণুভক্ত্যনুকূল বৃত্তবর্ণ বা প্রকৃত আশ্রম-বিচারকেই তিনি দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; তজ্জন্যই বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহার প্রিয়। অবৈষ্ণব-সমাজে কর্ম্ম-কাণ্ডের বিশেষ আদর এবং কেবলাদ্বৈত-পরতা লক্ষিত হইত; কিন্তু তাঁহার প্রকটকালের বহু পূর্ব্বে শ্রীবৈষ্ণব-সমাজ ও তত্ত্ববাদী বৈষ্ণব সমাজ দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি সদ্-বৈষ্ণব-সমাজ বা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সমাজকে অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞান করিতেন। সদ্ বৈষ্ণব-সমাজের অন্তর্গত কর্ণাট্ দেশীয় বিপ্র-কুলোদ্ভূত শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ প্রভু প্রভৃতি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণকে তিনি নিজ প্রিয়তম বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আবার শ্রীবৈষ্ণব-সমাজ হইতে শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ ও শ্রীপাদ গোপালভট্ট প্রভুদ্বয়কেও তিনি নিজ প্রিয়বরত্বে গ্রহণ করিয়াছেন। দক্ষিণ-দেশীয় 'শ্রী' সম্প্রদায় ও ব্রহ্ম-সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় হইলেও নিজ-প্রিয় শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজই তাঁহার অত্যন্ত আদরের। কালক্রমে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের ধারা ও পদ্ধতি স্মার্ত্ত-বিচারানুসারে পঞ্চোপাসকগণের উপদ্রব-ফলে বিশেষরূপে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, তজ্জন্য তিনি শ্রীমাধ্ববিপ্র-সমাজোদ্ভূত শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদকে শ্রীহরিভক্তিবিলাস-নামক বৈষ্ণব-স্মৃতি সঙ্কলনের আদেশ প্রদান করেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে আবির্ভূত শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী

শ্রীমৎ সনাতন-রূপ প্রভৃতির অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী প্রভু নিজ-সঙ্কলিত হরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থে স্বীয় অনুগত নাম শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর দ্বারা সমর্থন করেন। সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-স্মৃতি ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সামাজিক বিধি-শাস্ত্র 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' ও তদনুকূল 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' ও 'সংস্কার-দীপিকা' রূপেই গৃহীত হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত বৈষ্ণব-সমাজে আমরা কতকটি বিষয়ের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। স্মার্তগণের পদ্ধতি বৈষ্ণব-স্মৃতিকে নানা প্রকারে বাধা দেওয়ায় শ্রীধ্যানচন্দ্র, শ্রীরসিকানন্দ এবং অধুনাতন শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌরানুগত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজের প্রকৃত শাশ্বত মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্থাপিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ শ্রীচৈতন্যাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতা-মহানগরীতে স্থাপিত হয়। তখনও গৌড়দেশে গৌড়ীয়-ভক্তগণ নিজ সম্প্রদায়ের কোন কথাই আলোচনা করিতে আরম্ভ করে নাই। ইহার কিছু পরেই কলিকাতায় গৌরাঙ্গ-সমাজ নামক একটি নবা সম্প্রদায় সনাতন বৈদিক আচারের আনুগত্য পরিহার পূর্ব্বক মনঃকল্পিত নবীন-স্মৃতির সহায়তায় স্থাপিত হইয়াছিল। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শাখা বিশেষ। আধুনিক তার্কিক-সম্প্রদায় অনবধানিতাক্রমে বলিয়া থাকেন যে, 'প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে 'বৈষ্ণব-সমাজ' শব্দটির ব্যবহার নাই' কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবত-বর্ণিত 'বিশ্বম্ভরপ্রিয় বৈষ্ণব-সমাজ' বাক্যাংশটি পাঠ করিলে তাঁহাদের নিজ অনভিজ্ঞতা উপলব্ধ ও অপসারিত হইবে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য-চতুষ্টয়ের 'ঐকান্তিকতা', 'কার্ৎস্ন্য', সমষ্টিক শক্তিমৎ বিগ্রহানুগতা ও তদীয়তা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া অহৈতুক ভজন-সৌষ্ঠব জগতে প্রচার করিয়াছেন। কেবলা-দ্বৈত মায়াবাদ-মূলক নিত্য-ঈশ-সেবন-বর্জ্জিত নীরস শুষ্ক নির্ব্বিশেষ জ্ঞান-বিকৃতি, লৌকিবিচারের পরিবর্ত্তে মুক্ত-বিচারমুখে বৈষ্ণবত্বের উপযোগিতা, ভক্তিশাস্ত্রের সর্ব্বোত্তমতা, কর্ম্মজ্ঞানাবৃত বিদ্ধ পঞ্চোপাসনা-পরিবর্জ্জন প্রভৃতি অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য—যাহা মহাদুর্গীয় আচার্য্যগণের প্রাচার্য্য বিষয়ের মধ্যে বিস্তারিত হয় নাই, সেইগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বিচার-প্রণালীর মধ্যে লক্ষিত হয়। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় এই যে, শুষ্কভক্তিবিরোধিগণের দম্ভ ও মাৎসর্য্য শুদ্ধ-বৈষ্ণবাচারকে নানাধিক বাধা দিয়াছে।

বৈষ্ণব-সম্রাট্ শ্রীল জগন্নাথ দাস ও তদনুগ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর মহাশয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে প্রবিষ্ট বহু কদাচারাদি সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত করিয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমান যুগে এই শুদ্ধ-বৈষ্ণবরাজগণ ও তাঁহাদের নিষ্কপট, প্রিয় অনুগগণকেই 'বিশ্বম্ভরপ্রিয় বৈষ্ণব-সমাজ' বলা যাইতে পারে। ইঁহাদের প্রতিকূল-চেষ্টাপরায়ণ প্রতীপগণ—গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের অশেষ অমঙ্গল-সাধনকারী অর্থাৎ তাঁহারাই—শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়-বিরোধী অপ্রিয়।

All Glory To Sree Guru And Gauranga

TO THE LOTUS FEET OF

His Divine Grace Om Vishnupada Paramahamsa Ashtottara-Shata-Sree Sreemad Ananta Vasudeo Parabidyabhushana Goswami Maharaj.

May it please Your Divine Grace,

WE the members of the Rupa Gaudiya Math humbly beg to be permitted to worship your Lotus Feet on this most auspicious occasion of your gracious visit to this holy land of Prayag as the Spiritual Head of our Mission and the Divine Successor of our Master, Om Vishnupada Paramahamsa Ashtottara-Shata Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad.

But Our Divine Master ! What offering on this most sacred occasion, can we make to Thee except a sincere and humble expression of our heart-felt gratitude towards Thy Feet !

Shrouded with the mist of sorrow and threatened by the clouds of despondency, we were lost and helpless when His Divine Grace Om Vishnupada Sree Sreemad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupad disappeared from this world to our material eyes. Like those deserted and forlorn we were wandering alone in the wilderness striving in vain to find our way out of the labyrinth of this world and to protect ourselves from the agents of Kali mustering strong after the disappearance of the Great Acharya, when you mercifully manifested yourself with all your splendour and glory and the full effulgence of your Divine Personality, which completely shattered the forces of evil and restored the tranquility of our hearts.

Beloved Master, thou art most graciously pleased to manifest thyself as the Eternal Saviour and Benefactor of mankind. The Divine quality of thy causeless mercy falleth like dew from heaven upon the parched lips of the fettered and fallen souls, groaning under the weight of long accumulated sins and thirsting for peace. The entire world is resounding today with the piercing call of Thy trumpet trying to arouse the Jivas from their sleep of ignorance, and asking them to beat a retreat from this world and march backwards to their Eternal Home of happiness. But, alas ! we do not fully respond to Thy call. So much intoxicated by Maya and so averse to Thy Feet are we ! Fie on us !

Now our Most Merciful Master, the leaves of our lives are falling fast, each succeeding moment finds us nearer the day when we shall breathe our last. Our hearts are buried deep in repentence and grief. Once more in complete self-surrender, we prostrate ourselves before Thee, singing in humble submission to Thy Divine Feet :

Here, then, to Thee Thy own we leave ;
Mould as Thou wilt Thy passive clay ;
But let us all Thy stamp receive
But let us all Thy will obey,
Serve with a single heart and eye
And to Thy glory live and die,
Pray accept our humble prayer.

Your Divine Grace's humble servants,
MEMBERS OF THE RUPA GAUDIYA MATH, PRAYAG.

বিবিধ প্রসঙ্গ

অন্নকূট-মহোৎসব

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-মহারাজ গত ৬ই কার্ত্তিক, ২৩শে অক্টোবর রবিবার 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দসহ গোয়ালীটুলিস্থিত পরমহংসকক্ষে শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ চটক-পর্ব্বতে বিগত ১৯৩৬খৃঃ নবেম্বর মাসে পরমারাধ্যতম শ্রীলপ্রভুপাদ-প্রবর্ত্তিত শ্রীরূপানুগপদ্ধতি-অনুযায়ী শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার অনুসরণে বিবিধ উপকরণ-বৈচিত্র্য-দ্বারা কীর্ত্তনমুখে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূটমহোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে, ঢাকা শ্রীনাম-গৌড়ীয় মঠে ও শ্রীগোবর্দ্ধনে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সহস্রাধিক উপকরণ-বৈচিত্র্য-সহ শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গৌড়ীয় ১৪শ বর্ষ ১৬শ সংখ্যা হইতে 'চটকপর্ব্বতে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা' প্রবন্ধ, গোবর্দ্ধনাষ্টক, 'গোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশক' প্রভৃতি পাঠ-কীর্ত্তনমুখে মহাসমারোহে অন্নকূট-মহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে; শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যান্য মঠেও এই উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

---

* গত ১২শে অক্টোবর (১৯৩৬) রাত্রে রায় বাহাদুর-শ্রীযুক্ত মদনগোপাল সর্দ্দানা লক্ষ্ণৌ শ্রীকৃষ্ণভবনে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট আসিয়া নাম ও নামাপরাধ সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করেন। এই সকল কথা প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগোবর্দ্ধনে ঊর্জ্জব্রত

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার নির্দ্দেশানুসারে গত ১২শে আশ্বিন ৬ই অক্টোবর দ্বাদশী তিথি হইতে শ্রীশ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনে কার্ত্তিক-ব্রত আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহ প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকান্তে নগর-সংকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, অপরাহ্ণ ৪। ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত (১১শ) ও রাত্রে শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত অপরাহ্ণে শুদ্ধ জনগণের বিবিধ প্রশ্নের সদ্যুক্তিপূর্ণ উত্তর প্রদান করা হইয়া থাকে।

বিভিন্নমঠে ঊর্জ্জব্রত

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার ভারতীয় প্রচার-কেন্দ্র-সমূহে উক্ত সভার সভ্যবৃন্দ শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ, মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, বক্তৃতা এবং শ্রীবিগ্রহের পূজা ও ভোগরাগাদি ভক্তান্ন-ব্যঞ্জন-মুখে ঊর্জ্জব্রত বা শ্রীদামোদরব্রত (নিয়ম-সেবা) পালন করিতেছেন। কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে নিয়মসেবা উপলক্ষে প্রত্যহ প্রাতে মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক ও শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদের উপদেশামৃত এবং সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ঢাকা শ্রীনামগৌড়ীয়-মঠেও কীর্ত্তনমুখে নিয়ম-সেবা সম্পাদিত হইতেছে। গত ৪ঠা অক্টোবর (১৯৩৬) মঙ্গলবার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব ও শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব উপলক্ষে শ্রীনামগৌড়ীয় মঠে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে মধ্যরাত্র-ব্যাপী এক অবিশ্রান্ত হরি-কীর্ত্তনময় অনুষ্ঠানের বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়, উক্ত সভায় শ্রীমধ্বাবির্ভাব ও শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব-কথা আলোচিত হয়। ৬ই অক্টোবর তারিখে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুত্রয়ের, ৯।১০।৩৬ তারিখে শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরের, ১৪।১০।৩৬ তারিখে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের এবং ২০।১০।৩৬ শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব তাঁহাদের চরিতামৃত কীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, অপরাহ্ণে শ্রীভক্তিবিনোদগৌরবাণী ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে।

ভ্রম-সংশোধন

গত ১১শ সংখ্যা (১৭শ বর্ষ) গৌড়ীয়ের 'শ্রীল আচার্য্য-দেবের উপদেশ-বাণী' শীর্ষক প্রবন্ধে ২১৭ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে ১৪শ পংক্তিতে 'নর' স্থানে 'পর' পাঠ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্রাচার্য্যপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিতা-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৬৫ ; ৫ই নভেম্বর, ১৯৫৮

১৭শ খণ্ড | ১৪শ সংখ্যা

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

যাহারা মহাভাগবত-বৈষ্ণবের অলৌকিক ক্রিয়া-মুদ্রার কৃত্রিমভাবে অনুকরণ করিয়া 'ভক্ত' বলিয়া জড়-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ইচ্ছা করে, ভগবদ্ভজনে তাহাদিগের কোনরূপ সেবা-প্রবৃত্তি নাই। নিজের জড়-ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশে তাহারা দম্ভবশে কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ গ্রহণ করিলেও বাস্তবিক তাহাদিগের তাদৃশ কৃত্রিম ভক্তিমুদ্রা-প্রদর্শন-চেষ্টা—লোক-বঞ্চনা-মূলেই জাত। যে-স্থলে সেই প্রকার ধর্ম্মধ্বজিত্ব, বিড়ালব্রতিত্ব বা বকধার্ম্মিকত্ব নাই, সেইস্থলেই অকৈতব কৃষ্ণভক্তি ; আর যে-স্থলে সেই-সকল দোষ বর্ত্তমান, সেই স্থানেই দম্ভ, কৈতব বা কৃষ্ণসেবা-ব্যতীত অন্য দুরভিসন্ধি বা অবান্তর উদ্দেশ্য।

ভগবদ্ভক্তের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ কখনই জীবের মঙ্গলপ্রদ নহে, পরন্তু নিরয়জনক। ভক্তগণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-মুখে ভগবানের সর্ব্বোত্তম সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা তমোধর্ম্ম আলস্যের প্রশ্রয় দিবার নিমিত্ত সাধারণের উপার্জ্জিত বিত্তের প্রতি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া উহার কোন অংশই গ্রহণ বা ভোগ করেন না, পরন্তু জন-সাধারণকে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের দুর্ব্বুদ্ধি-সঞ্চিত দ্রব্যাদি হরি-সেবার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের নিত্য-উপকারই সাধন করেন।

—(চৈঃ চাঃ আঃ ১৯শ বিবৃতি)

প্রয়াগে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ

বিজ্ঞতৃ-সমন্বয় ও ভগবৎপ্রেম

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেবের পরিব্রাজকবর্য্য গোস্বামিপ্রভু প্রয়াগে অবস্থান-কালে গত ২রা অক্টোবর (১৯৩৬) প্রাতঃকাল ১০ ঘটিকায় যুক্তপ্রদেশের অবসর-প্রাপ্ত পোষ্টমাষ্টার জেনারেল রায় বাহাদুর পি. এন লাহিড়ী মহাশয় সপরিবারে শ্রীল আচার্য্যদেবের দর্শনার্থ সমাগত হইয়া পরিপ্রশ্নমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন। কোনও প্রশ্ন সূত্র ধরিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তবাণীসমূহ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

নির্ব্বিশেষ বিচার হইতেই সদসদ্বিবেকের চেষ্টা উদিত হইয়াছে। সকলকে সমই করিবার চেষ্টায় মূলে নির্ব্বিশেষ-বাদ ছাড়া আর কিছুই নাই। সমই সমান—ইহা অজ্ঞ ও মূর্খের বিচার। মনুষ্য-সমাজে-দর্শন—অজ্ঞের দর্শন আর পণ্ডিত-মূর্খ, সবল-দুর্ব্বল, সুরূপ-কুরূপাদি বিচিত্রতাপূর্ণ-দর্শনই—অভিজ্ঞের দর্শন। স্ত্রীজাতি বিচারে সতী ও অসতী—সকলেই সমান,—ইহা অনভিজ্ঞের বিচার। সতী ও অসতী বিচারে যে ভেদ-দর্শন, তাহাই উন্নত দর্শন। মনুষ্য-সমাজে দর্শন করিয়া সাধু ও অসাধুর পার্থক্য বিলোপ করিলে কখনও সাধুসঙ্গ-লাভ ও তজ্জনিত উপকার পাওয়া যাইবে না। বস্তুতঃ অসাধুর সংখ্যাই অধিক থাকায় অসাধু-সঙ্গই ঘটিয়া উঠিবে। কি বহির্ম্মুখ, কি উন্মুখ, কি নিত্যবদ্ধ, কি নিত্যমুক্ত, কি জড়জগৎ, কি চিজ্জগৎ,—সকলেই বিচিত্রতা আছে। সকলই সমান—এই মত জড়জগৎ বা চিজ্জগৎ কোথাওও লক্ষিত হয় না। এই নিত্যবদ্ধ জীবজগৎ স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দ্বিবিধ। জঙ্গম জীবসমূহ স্পর্শবেদী, রসবেদী, গন্ধবেদী, শব্দবেদী, রূপবেদী ও ভাববেদী ভেদে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়-বৃত্তয়ঃ॥
তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ॥
রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তো হতঃ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাস্তত্রতো দ্বিপাৎ॥
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।

—ভাঃ ৩।৩১।২৮-৩১

প্রথমে স্থাবরাদি অজীব, তৎপরে উদ্ভিদাদি প্রাণবন্ত জীব। প্রাণবন্ত জীবদিগের মধ্যে যাহারা চিদ্বৃত্তির দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই সচিত্ত জীব। সচিত্তজীবদিগের চিত্তাদি ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যেই প্রকাশিত হয়। এই ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তিই প্রাণীদিগের বিভিন্নপ্রকার ক্রম-বিকাশের ভিত্তি। স্পর্শ, রস, গন্ধ, শব্দ ও রূপ—এই পাঁচটি চিদ্বৃত্তি আছে। যথাক্রমে জীবদিগের মনে ইহাদিগের বিকাশ হয়। ফলে পর পর স্পর্শেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় প্রমুখ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ও ঐসকল বৃত্তির আধার-স্বরূপ জীবদেহে স্থান পাইয়াছে।

যে সকল জীব স্পর্শদ্বারা আহার সংগ্রহ, চলাফেরা ও জননক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহারা স্পর্শবেদী প্রাণী। গুবরে পোকা, কেঁচো, কেঁচো, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি স্পর্শবেদী জীবের অন্তর্গত। স্পর্শবোধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই প্রকারে হইয়া থাকে। শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি প্রাণীর সমস্ত দেহে স্পর্শবোধ বিস্তৃত আছে। খাদ্যকণা হাসিতে ভাসিতে ইহাদের গাত্রে স্পৃষ্ট হইলে তবে ইহারা খাদ্যের অনুভব করিতে পারে। ইহাই পরোক্ষভাবে স্পর্শবোধ। মাকড়সারও জালের কম্পনের দ্বারা স্পর্শবোধ হয়। জালে শিকার পড়িবামাত্র উহার যখন কম্পন হয়, তখন মাকড়সা তাহার খাদ্যের সন্ধান পায়।

তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মৎস্যাদি রসবেদী জীবের অন্তর্গত। অন্যান্য জীবে রসকোষ কেবল জিহ্বায় অবস্থিত থাকে; কিন্তু মৎস্যের সমস্ত গাত্রে রসকোষ ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভ্রমর, মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি জীব গন্ধবেদী প্রাণীর পর্য্যায়ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে রাজা, রাণী, সৈন্যসামন্ত, সেনাপতি, প্রমিক, প্রাসাদ-দুর্গ-গৃহ-

ভাণ্ডার-পালিত প্রাণী ইত্যাদি আছে। ইহারা যুদ্ধ করে, কারাগারে বন্দী রাখে, শান্তি স্থাপন, আহতদিগের শুশ্রূষাদি করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, ইহাদের শব্দজ্ঞান আদৌ নাই। বিভিন্ন প্রকার শব্দের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার ষট্‌পদী প্রাণী চালিত হয়। একমাত্র গন্ধই ইহাদের জীবনযাত্রার সম্বল। সোভিয়েট রাশিয়ার লক্ষ্য কি এই পিপীলিকা-মধুমক্ষিকার ন্যায় সমাজতন্ত্র-গঠন ও জীবন-যাপন ?

তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভেকাদি প্রাণী ও সর্পাদি সরীসৃপ প্রাণী শব্দবেদী প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। যে নদীতে খুব কুম্ভীর আছে, তথায় যদি কোন লোক নিঃশব্দে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, তবে কুম্ভীর ঐ লোককে ধরে না; কিন্তু কোন-প্রকার শব্দ করিলেই কুম্ভীর তাহার শিকারের উপস্থিতি বুঝিতে পারে। জলের উপর মাথা তুলিয়া কুম্ভীর তাহার শিকারের অবস্থিতি কোনও কোনও সময় দেখিয়া লয় বটে; কিন্তু কেবলমাত্র দৃষ্টিদ্বারা সেই বস্তুর অবস্থানের দূরত্ব বা স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে না।

তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পক্ষিগণ সাধারণতঃ রূপবেদী বা দৃষ্টিবেদী জীবের অন্তর্গত। পক্ষিগণ খাদ্যের বর্ণ দেখিয়া উহাদের খাদ্যাখাদ্য নিরূপণ করিতে পারে। বনের মধ্যে বর্ণ ও আকার দেখিয়া কোন্‌টি সুমিষ্ট ও কোন্‌টি বিস্বাদ ফল, তাহারা বুঝিতে পারে।

এই সকল রূপবেদী জীব অপেক্ষা আবার পরপর বানর, গবিলা, বনমানুষ, অসভ্য মানুষ, সভ্যমানুষ শ্রেষ্ঠ। সভ্য মানুষের মধ্যে বেদ-বিরোধী ও বেদানুগ দুই প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়। বেদানুগের মধ্যে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত। কর্ম্মী অনিত্য ও আত্মসুখকামী। জৈমিনী প্রভৃতির কর্ম্মকাণ্ডকে যাঁহারা বহুমানন করেন, তাঁহারা 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি'—পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে পতিত হন। শঙ্করাচার্য্য ও তদনুগ সম্প্রদায় মুখে বেদ স্বীকার করিলেও যুক্তিবাদী ও আম্নায়-বিরোধী, ব্রহ্মসূত্রের 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' সূত্রে জগদ্‌গুরু ব্যাস পাছে ভ্রান্ত হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় শঙ্কিত। বেদানুগ ভক্ত-সম্প্রদায়ই প্রকৃত শ্রৌতপন্থাবলম্বী—শ্রুতি-মাতার মর্য্যাদাস্থাপনকারী প্রকৃত সন্তান—প্রকৃত দৈব ব্রাহ্মণ।

শ্রৌত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের পূর্ণতা ও সমন্বয়-বিধানকারী স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরহরির দান জগতে অতুলনীয়। তিনি প্রায় ৪২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রয়াগের দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। তাহাতে চিজ্জড়-সমন্বয়ের কোনও অপসিদ্ধান্ত নাই। 'সবই সমান, চেতন জগৎ ও তাহার বিকৃত-প্রতিফলন স্বরূপ জড়জগতে বিচিত্রতা নাই'—এইরূপ অবৈদিক মতবাদ প্রচার করেন নাই। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—

এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ।
কোন্‌াগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি।
তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম'—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর-বিভেদ।
তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর।
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে।
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ।
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত-মধ্যে 'দুর্লভ' এক কৃষ্ণ-ভক্ত।
—(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯'১৩৮, ১৩৯, ১৪৪-১৫৮)

ভক্তগণের মধ্যেও আবার রতি-ভেদে বিচিত্রতা আছে—

ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ প্রকার।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর।
বাৎসল্যরতি, মধুররতি—এ পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরসে পঞ্চ ভেদ।

শান্তভক্ত—নবযোগেন্দ্র, সনকাদি আর।
দাস্যভাব-ভক্ত—সর্ব্বত্র সেবক অপার।
সখাভক্ত—শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্য ভক্ত—মাতাপিতা যত গুরুজন।
মধুর-রসে ভক্তমুখ্যা—ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ, অসংখ্য গণন।
পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুইত' প্রকার।

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-মিশ্রা, কেবলা-ভেদ আর।
গোকুলে 'কেবলা' রতি—ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে, বৈকুণ্ঠাদ্যে 'ঐশ্বর্য্য' প্রবীণ।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য,—কেবলার রীতি।
শান্ত-দাস্য-রসে ঐশ্বর্য্য কাঁহা উদ্দীপন।
সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রসে সঙ্কোচন।
বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে দুঁহার মনে ভয় হইল।
কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি' অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধৃষ্টতা ক্ষমাপয় করিয়া বিনয়।
কৃষ্ণ যদি কক্ষিণীরে কৈলা পরিহাস।
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি' কক্ষিণীর হৈল ত্রাস।
'কেবলা'র শুদ্ধপ্রেম, ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ-সম্বন্ধ না মানে।

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৮৩-১৮৪, ১৮৯-২০২)

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তের তারতম্য-বিচারে ইন্দ্র, তৎপরে ব্রহ্মা, তৎপরে শিব, প্রহ্লাদ, হনুমান্ পাণ্ডব, যাদব, মথুরাবাসী, ব্রজবাসী, গোপী ও শ্রীমতী রাধারাণীর উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্বের কথা জানাইয়াছেন। অতএব 'সবই সমান',—এইরূপ আপাতলোভ-রঞ্জনকারী মতবাদ কেবল বিষ্ণুমোহনের জন্য কল্পিত হইয়াছে। সতী ও অসতী সবই সমান—এইরূপ বিচার প্রকৃত সত্যের এবং নিষ্ঠার বা প্রেমেরও বিরোধী।

জীবের স্বাভাবিক নিত্যধর্ম্ম—ভগবৎপ্রেম। যেমন আম ছিঁড়িলে ভিতরে শস্য পাওয়া যায়, বীজের খোসার অভ্যন্তরে শস্য পাওয়া যায়, তদ্রূপ সাধন-ভক্তির দ্বারা আত্মবৃত্তি অনাবৃত হইলেই ভগবদ্দাস্যরূপ প্রেম-সম্পত্তি জীবস্বরূপে প্রকাশিত হয়। আমরা গৌড়ীয়-মঠের সেবক-সূত্রে এই সমস্ত কথার সত্যতা ও শ্রেষ্ঠতা সকল নিরপেক্ষ বুদ্ধিমান্ সুধী পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কীর্ত্তন করিতে প্রস্তুত আছি। সেবোন্মুখ সত্যানুসন্ধিৎসু জীবগণকে গুরু-কৃষ্ণপাদ-পদ্মে পৌঁছাইয়া দেওয়াই আমাদের কার্য্য।

বিষয়বান কলিযুগে জীবের অবস্থা অতি শোচনীয়। অত্যন্ত দুর্গত, অপরাধী (ফৌজদারী আইনের চরম অপরাধী) জীবকে বিচারকগণ মুক্তি দিতে অসমর্থ হইলে যেমন কেবলমাত্র সম্রাট্ স্বয়ংই ক্ষমা করিতে পারেন, তদ্রূপ কলির জঘন্যতম অপরাধী জীবগণকেও স্বয়ংভগবান্ কৃপা বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে প্রেমের রাজ্যে লইয়া যাইতে পারেন। এজন্যই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কেবল শ্রদ্ধামাত্র দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া তিনি জীবকে চরম সম্পত্তি প্রেমধন-দানে প্রস্তুত। জগতে গৌর-নিত্যানন্দের এই দয়ার তুলনা নাই—নাই—নাই। মানবজাতি কবে ইহা বুঝিতে পারিবে?

"প্রেমের কলিকা নাম, অমৃত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুন, দেখায় নিজ রূপ গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণ-পাশ।
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া, কৃষ্ণ-পাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ।
কৃষ্ণনাম-চিন্তামণি, অখিল রসের খনি,
নিত্য-মুক্ত-শুদ্ধ-রসময়।
নামের বালাই যত, সব লয়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয়।"

কৃষ্ণনাম—বৈকুণ্ঠ বস্তু। বৈকুণ্ঠ নাম নামী হইতে অভিন্ন। নামই তাঁহার স্বীয় রূপ, গুণ, পরিকর, লীলা—সব প্রকাশ করেন। বৈকুণ্ঠ-নাম—স্বরাট্, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়। এই নাম-কীর্ত্তনই প্রেমের একমাত্র সাধন ও সাধ্য। শ্রীনাম পঞ্চম পুরুষার্থ-শিরোমণি। কিন্তু নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিতে হইবে। অপরাধযুক্ত কীর্ত্তন,—নামকীর্ত্তন নহে। অপরাধ নামে নাই, বহির্ম্মুখ-জীবেই অপরাধ। সূর্য্যকে যেমন মেঘ আবরণ করিতে পারে না, জীব-বপুকে আবরণ করে, অপরাধও তদ্রূপ। সদ্‌গুরু-বৈষ্ণবের সম্পূর্ণ আনুগত্যে, শরণাগত হইয়া, অকিঞ্চন হইয়া নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিলে সেই পুরুষার্থ-শিরোমণি স্বয়ং প্রকাশিত হন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও মিঃ হরিশঙ্কর মাথুর

গত ১৭ই অক্টোবর সন্ধ্যার পর মিঃ হরিশঙ্কর মাথুর সপরিবারে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে হরিকথা-শ্রবণার্থ লক্ষ্ণৌ বাণারসী বাগ 'কৃষ্ণভবনে' বা রামারাম-নিবাসে আগমন করেন। মিঃ মাথুরের বৃদ্ধা পিতৃষসা হরিকথায় বিশেষ শ্রদ্ধালু ও শিক্ষিতা মহিলা। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে দুইটি পুত্র—বিলাত-ফেরত আই, সি, এস; তন্মধ্যে একপুত্র বর্ত্তমানে লক্ষ্ণৌএর কমিশনার ও অপর পুত্র—ডেপুটি সেক্রেটারী। মাথুরজী আচার্য্য-পাদপদ্মে কএকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন—

মাথুরজী—গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ কি?

আচার্য্যদেব—যে ব্যক্তি গুরুপাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে—এই তিন মুদ্রা, দক্ষিণা প্রদান করেন, তদ্‌বিনিময়ে অন্য কিছু চাহেন না, গুরুদেবের সেবা ব্যতীত অন্য কিছু করেন না, তিনিই প্রকৃত শিষ্য, আর যিনি সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-সংরত থাকিয়া কোন নৈবেদ্যই মধ্যপথে অপহরণ করেন না, সমস্ত বস্তু কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন—কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-সেবায় নিযুক্ত করেন, তিনিই প্রকৃত গুরু।

মাথুরজী—'রাম', 'কৃষ্ণ', 'সচ্চিদানন্দ', 'পরমাত্মা', 'জগদীশ' যে কোনও একটি নাম গ্রহণ করিলেই ত' ফল পাওয়া যায়?

আচার্য্যদেব—নামের ফলে নামের সেবা—নামীর সেবা-লাভ—প্রেমোদয়। 'পরমাত্মা,' 'জগদীশ' প্রভৃতি—বিশেষণ ও প্রকৃতি-সম্বন্ধযুক্ত গৌণ নাম। 'রাম', 'কৃষ্ণ'—এই সকল মুখ্য নাম—বিশেষ্য, অপ্রাকৃত বিগ্রহবান্ ও স্বয়ং বিশেষ্য। সব নামের ফল সমান নহে। সহস্র বিষ্ণু-নাম এক রাম-নামের তুল্য, তিনটি রাম নাম এক কৃষ্ণ-নামের সমান—

বিষ্ণোরেকৈক নামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতম্।
তাদৃক্ নাম-সহস্রেণ রামনামসমং স্মৃতম্॥
সহস্র-নাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নৈবৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥

(গরুড়পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

মাথুরজী—সকলই ত' এক ভগবানেরই নাম, এইরূপ ফলের ভেদ হইল কেন?

আচার্য্যদেব—সেই কৃষ্ণ-নাম সেই কৃষ্ণরূপ, সেই কৃষ্ণগুণ, সেই কৃষ্ণলীলা। কৃষ্ণনামের মাধুর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নারায়ণের বক্ষঃস্থিতা যে লক্ষ্মী, তাঁহাকে পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম চঞ্চলা করিয়া তোলেন; স্বয়ং রামচন্দ্র পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম-শ্রবণে মুগ্ধ হন; অধিক কি, কৃষ্ণ পর্য্যন্ত দর্পণে নিজরূপ-মাধুরী দর্শন করিয়া উন্মত্ত হন—'কৃষ্ণ'নামে, কৃষ্ণরূপে এত মধুরতা আছে! কৃষ্ণই কৃষ্ণকে দিতে পারেন, অপর কেহ দিতে পারেন না। স্বয়ং কৃষ্ণ সেই কৃষ্ণনামের কীর্ত্তন প্রচারের জন্য—কৃষ্ণনাম-বিতরণের জন্য যে স্বরূপে অবতীর্ণ হন, সেই স্বরূপই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

মাথুরজী—যাঁহারা নাম কীর্ত্তন না করিয়া যোগাভ্যাস, জ্ঞানাভ্যাস, ধ্যান-ধারণাদির দ্বারা সমাধি লাভ করেন, তাঁহাদের কি একই ফল-লাভ হয় না?

আচার্য্যদেব—নিশ্চয়ই নহে। সেদিন আপনাকে বলিয়াছি, দুইপ্রকার পথ—আরোহ পথ ও অবরোহ পথ। যাহারা আরোহ-পথে চলে, তাহারা কৃত্রিম পন্থী—মেধা, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মনোধর্ম্ম-যুক্তির বলে সিদ্ধি লাভ করিতে চাহে! তাহাদের শেষগতি নির্ব্বিশেষ অবস্থা। আর নামকীর্ত্তনের পথ—পূর্ণ শরণাগতির পথ—শ্রুতি, গীতা ভাগবতের কথিত পথ। ফল—প্রেম। তথায় সাধন ও সিদ্ধি পৃথক্ বস্তু নহে।

মাথুরজী—যাহারা যোগাভ্যাসাদি করেন, তাঁহাদের কি ঈশ্বর-দর্শন হয় না?

আচার্য্যদেব—কিরূপে হইবে? ঈশ্বরের কৃপাবলেই ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত—সূর্য্যের আলোকেই সূর্য্যকে দেখা যায়, অন্য কোন কৃত্রিম আলোকের দ্বারা কি রাত্রিকালে অর্থাৎ যখন সূর্য্যদেব আত্মপ্রকাশ করেন না, তখন সূর্য্যকে দেখা যায়? যুক্তি-তর্কের বলে, বুদ্ধির বলে অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে ভগবানের দর্শন লাভ হয় না। বদ্ধজীব নিজের কল্পিত চেষ্টার দ্বারা

পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারে না। ভগবান্—স্বরাট্। একমাত্র তিনিই নিজে নিজেকে দর্শন করাইতে পারেন, আর কেহ করাইতে পারে না।

শ্রদ্ধা—কেন, অনেকেই ধ্যান-যোগে ভগবান্‌কে কি দর্শন করেন নাই?

সাধারণে—ধ্যান ত' মনের কার্য্য। মন—জড় বস্তু। সে কিরূপে পূর্ণ—সচ্চিদানন্দ ভগবদ্‌বস্তুকে উপলব্ধি করিবে?

শ্রদ্ধা—ধ্যান-দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া একাগ্র-চিত্ত হইলে কি ঈশ্বর-দর্শন হয় না?

সাধারণে—মন ত' সর্ব্বদা চঞ্চল—ক্ষিপ্ত—সংকল্প-বিকল্প-কারী—সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। পাগল কি করিয়া নিজে নিজের পাগলামি হইতে পরিত্রাণ পাইবে—পাগলামি দূর করিবে অর্থাৎ নিজেকে বশীভূত করিবে?

শ্রদ্ধা—তাহা হইলে এত যোগি-ঋষিগণ যে তপস্যাদি করেন, মনকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করেন, ইহার দ্বারা কি কিছুই হয় না?

সাধারণে—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।

—শ্রীহরি যদি আরাধিত হন, তাহা হইলে আর তপস্যার কি প্রয়োজন? আর হরিই যদি আরাধিত না হইলেন, তাহা হইলেই বা তপস্যার কি প্রয়োজন? অন্তরে বাহিরে যদি শ্রীহরি বিরাজ না করেন, তাহা হইলে তপস্যা করিয়া কি লাভ? আর অন্তরে বাহিরে যদি হরিই সতত হন, তাহা হইলে আর তপস্যার কি প্রয়োজন?

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি॥

(ভাঃ ১৬।৩৬)

—মুকুন্দ-সেবা-দ্বারা সদা কাম-লোভাদি রিপু-বশীভূত যে মন যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ অবলম্বন-দ্বারা, তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥

(ভাঃ ১০।৫১।৬০)

—অভক্তগণ প্রাণায়ামাদি-দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু হে রাজন্! তদ্দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত বিষয়-বাসনামুক্ত হয় না বলিয়া তাহা আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে।

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহ-কর্ষিতাঃ॥

(ভাঃ ১১।২৯।৩৫)

—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! প্রায়ই দেখা যায় যে, যে সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনোনিগ্রহ-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া অসমাধান-হেতু কথঞ্চিন্নিগ্রহকার্য্যেই শ্রান্ত ও ক্লেশগ্রস্ত হইয়া থাকেন, কারণ তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনোনিগ্রহ হয় না।

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পশ্যতশ্চান্ত কালক্ষপণ-হেতবঃ।

(ভাঃ ১১।১৪।৩৩)

—এই নিমিত্ত যাঁহারা উত্তম যোগ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল চেষ্টাকে ভক্তি-পথের বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া থাকেন। মদীয় ভক্তগণ আমার দ্বারাই সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল সাধন-চেষ্টা কালক্ষেপণের হেতুমাত্র। আমার সেবা ছাড়িয়া তাঁহারা সেরূপ বৃথা কালক্ষেপ করেন না।

কোন উন্মাদব্যাধিগ্রস্ত লোককে কি কেবল তাহার ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেই তাহার উন্মাদ-ব্যাধি আরোগ্য বা বিরাম লাভ করিবে? ইন্দ্রিয়ের দ্বারসমূহ সাময়িকভাবে রুদ্ধ করিলেই কি ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য বিনষ্ট হইবে? ব্যাধানের মূল বীজ উৎপাটন করিতে হইবে। মূলব্যাধি—অবিদ্যা, কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা। কৃষ্ণে শরণাগতি-ব্যতীত সেই অবিদ্যা বিনষ্ট হইতে পারে না।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

শ্রদ্ধা—এত বড় বড় ঋষিগণ যোগাভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা কি কেহ ভগবান্ পান নাই?

আচার্যদেব—ঋষি দুই প্রকার। এক প্রকার—ভক্তঋষি, আর এক প্রকার—অভক্ত ঋষি। অভক্ত ঋষি কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি। ইঁহারা সম্পূর্ণ শরণাগত অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবান্‌কে পাইবেন না।

ব্রহ্মাদির ন্যায় ঋষিকুল ভগবান্‌কে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন—

বেদেষ্বরেষ্বিহ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবমবিশুদ্ধ-ধিয়ঃ ভবন্তঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ। (ভাঃ ১০।২।৩২

—হে পদ্মলোচন! আপনার ভক্ত-ব্যতীত অন্যে যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা মন-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয়।

মাধুরজী—যোগিজ্ঞানিগণের কি ভক্তি নাই? তাঁহারা ভগবানে ভক্তির সহিতই ত যোগজ্ঞানাদি সাধন করিয়া থাকেন। ভগবানে ভক্তি না থাকিলে তাঁহারা পরমেশ্বরের ধ্যান না করিয়া অন্য লোক বা জাগতিক বস্তুরও ত' ধ্যান করিতে পারিতেন?

আচার্যদেব—ভক্তি নিত্য বস্তু। তাহা চেতনের নিত্যবৃত্তি। যে ধ্যানে ধ্যান, ধ্যাতা ও ধ্যেয় বস্তুর নিত্যত্ব নাই, যে জ্ঞানে জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বস্তুর নিত্যত্ব নাই, যে যোগে যোগ, যোগী ও যোগেশ্বরের নিত্যত্ব নাই, যেস্থলে ধ্যান, জ্ঞান, যোগ কেবল উপায় মাত্র, যে-স্থলে উপেয় বা সিদ্ধি লাভ হইলে উপায়কে, সাধনকে, ধ্যানকে, জ্ঞানকে, যোগকে, ভক্তিকে পরিত্যাগ করা হয়, তাহা কখনও প্রকৃত জ্ঞান, যোগ, ধ্যান বা ভক্তিপদ-বাচ্য নহে। জ্ঞানিযোগিগণের ভক্তির ছলনা—কপটতা মাত্র। স্পষ্টনাস্তিকগণ অপেক্ষাও নির্বিশেষ-ধ্যানি-নির্ভেদ-জ্ঞানিগণ পরমেশ্বরের বিরোধী।

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ-সেবনং জনাঃ।
(ভাঃ ৩।২৯।১৩)

যোগীর প্রাপ্য কৈবল্যাবস্থার ঈশ্বর-সাযুজ্য ও জ্ঞানীর প্রাপ্য ব্রহ্মসাযুজ্য ভগবদ্ভক্তকে প্রদান করিলেও তিনিতাহা গ্রহণ করেন না। ইহাকে নরক অপেক্ষাও হেয় বস্তু বিচার করেন। জ্ঞানিগণের ব্রহ্মসাযুজ্য হইতেও যোগিগণের সাধ্য ঈশ্বর-সাযুজ্য অধিকতর নিন্দনীয়।

মাধুরজী—ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ঈশ্বরসাযুজ্য খারাপ কেন?

আচার্যদেব—ব্রহ্মসাযুজ্য নির্বিশেষ জ্ঞানের দ্বারাই নির্বিশেষ সত্তিলাভের চেষ্টা হয় কিন্তু সবিশেষ ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ ঈশ্বর-সাযুজ্য-লাভের চেষ্টা, তাহা অতিরিক্ত পতনের জন্য।

মাধুরজী—ধ্যানের দ্বারা কি একেবারেই মনকে বশ করা যায় না?

আচার্যদেব—ধ্যান কে করিবে? মন কি মনকে বশ করিতে পারে?

কিং বিধত্তে পরমযোগঃ কৈশ্চ কিম্বা
রভ্যাসৈস্তোঽপি শশ্বতো মনিষিভির্দুরাপৈঃ।
বন্দে মুকুন্দমিহ যস্তিরাধত্তে
কর্ম্মাণাপোহ্য পরমঃ পরমেতি লোকঃ।
(হঃ ভঃ বঃ ধৃঃ ৯।২)

যাহার বহু জন্মের অভ্যাসের ফলেও দুরূহ জন্ম-নিবৃত্তি হয় না, তেমন শাস্ত্রজ্ঞান বা প্রসিদ্ধ যোগমার্গ-অবলম্বনের কোন প্রয়োজন নাই। আমি সেই মুকুন্দকে বন্দনা করি,—জগতে যাঁহার পাদপদ্মে প্রণতি হইতেই জীব কর্ম্মবন্ধ-রহিত হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারে।

মাধুরজী—• • • স্বামী সমাধানে দুই তিন ঘণ্টা সমাধিস্থ থাকেন। সংসারের কোন বিষয়ে তাঁহার আসক্তি দেখা যায় না। তাঁহার মন কি বশীভূত হয় নাই?

আচার্যদেব—যে স্বামী বা যত বড় স্বামীই হউন, তাঁহার আচার প্রচার শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের সহিত না মিলিলে তাঁহাকে অকৃত্রিম সাধু বলিতে পারি না।

মাধুরজী—তাঁহার এমন শক্তি আছে যে তাঁহার শরীরে আগুন লাগিলেও শরীর দগ্ধ হয় না। তাঁহার কোন-প্রকার ক্লেশের অনুভূতি নাই।

আচার্যদেব—ইহা বায়ু নিরোধের কার্য্য বিশেষ—হঠ-যোগের ক্রিয়া মাত্র। এইরূপ হঠযোগী জড় জগতের

ধন-দৌলত বৃদ্ধির প্রার্থী। এই বস্তু বা ইচ্ছার নামই বিষয় বা সংসার। ইঁহারা ভগবান্‌কে চাহেন না।

মাথুরজী—ভগবানের ভজনই ইঁহারা ঐ সকল সাধন করেন।

আচার্যদেব—ভগবানের সহিত ইঁহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই; নাম, যশ, প্রতিষ্ঠার জন্যই ইঁহারা ঐরূপ সাধন করিয়া থাকেন।

মাথুরজী—আচ্ছা, মীরার সম্বন্ধে আপনার বিচার কি? তিনি কি ভক্ত ছিলেন?

আচার্যদেব—রাণা কুম্ভের মহিষী মীরার কথা বলিতেছেন কি?

মাথুরজী—হাঁ।

আচার্যদেব—শুনিয়াছি মীরা ভক্ত ছিলেন। মীরা কর্ম, জ্ঞান, যোগসিদ্ধির যে চরমপ্রাপ্য, তাহাতে ধিক্কার দিয়াছিলেন। If any one loves Krishna and if Krishna gives him one or two rupees or even hundreds or thousands of rupees, Krishna thereby merely deceives him. That is a bartering system. যোগসিদ্ধি, কৈবল্য, ব্রহ্ম-সাযুজ্য বা সেবা ব্যতীত কোনও প্রকার অভিলাষ থাকিলে তাহা commercial interest. ভগবান্ যাহাকে বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই প্রেম না দিয়া ঐ সকলের দ্বারা বঞ্চনা করেন।

মাথুরজী—মুক্তি-কামনাও কি খারাপ?

আচার্যদেব—ধর্ম, অর্থ, কাম চরিতার্থ করিবার কামনা হইতে মুক্তি-কামনা বাহিরের দিকে দেখিতে ভাল, কিন্তু উহা পূর্বোক্ত তিন প্রকার কামনা হইতেও ঘৃণ্য। ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় কপটতা। যাঁহার বন্ধন-দশাই নাই, তাঁহার আর মুক্তি কি? ভক্ত সর্বদা অবস্থিত; সুতরাং তাঁহার মুক্তি-কামনার প্রসঙ্গও নাই। বন্ধন হইলেই ত মুক্তি? রোগই যেখানে নাই, সেখানে চিকিৎসার বা আরোগ্যের প্রসঙ্গ বা প্রয়োজন কোথায়?

মাথুরজী—আজকাল কি এরূপ কোন লোক আছেন, যিনি সত্য সত্য ভগবান্ দেখিয়াছেন ও অপরকে ভগবান্ দেখাইয়া দিতে পারেন?

আচার্যদেব—যাহার বর্ণ-পরিচয়ও হয় নাই বা এখনও স্কুলে ভর্তি হয় নাই, এরূপ ছোট ছেলে যদি 'লক্ষ্ণৌতে কি কোন পণ্ডিত আছেন?'—এইরূপ প্রশ্ন করে, তবে সেইরূপ ছেলেকে কিরূপ ভাবে বুঝান যাইবে? সে কিরূপে বুঝিবে,—কে পণ্ডিত, আর কে অপণ্ডিত? তাহাকে সত্য সত্য পণ্ডিত দেখাইয়া দিলেও পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য কি করিয়া বুঝিবে? পণ্ডিত তাহার সম্মুখে উপস্থিত থাকিলেও সেই বালক পণ্ডিতের চেহারা মাত্র দেখিবে, অন্তরের পাণ্ডিত্য কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিবে না। ভগবান্ প্রকৃতির অন্তর্গত কোন বস্তু নহেন। **যিনি ভগবান্‌কে দেখিয়াছেন বলেন, তিনি ভগবান্‌কে দেখেন নাই। প্রকৃত ভক্ত-মাত্রেই ভগবানের অধিকতর দর্শনকাঙ্ক্ষার—অধিকতর তৃষ্ণার্ত।**

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।
(পদ্যাবলীতে চতুঃশ্লোকধৃত মাধবেন্দ্রপুরীবাক্য)

—ওহে দীনদয়ার্দ্রনাথ! ওহে মথুরানাথ! কবে আমি তোমাকে দর্শন করিব! তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে! হে দয়িত, আমি এখন কি করিব?

হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥
(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৪০শ শ্লোকে বিল্বমঙ্গল-বাক্য)

হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনের একমাত্র বন্ধো! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণাসিন্ধো! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়ন-রঞ্জন! আহা, তুমি কবে আমাকে দর্শন দিবে?

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশী-বিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্মি যৎপ্রাণ-পতঙ্গকান্ বৃথা॥
(শ্রীশ্রীযমুনাস্তবপাদোক্ত শ্লোক)

—হে সখি, কৃষ্ণে আমার সামান্য প্রেম-গন্ধও নাই। তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্য-

তিনিও প্রকাশ করিবার জন্য। বংশীবদন কৃষ্ণের দর্শন বিনা আমি যে প্রাণপতন ধারণ করি, তাহা বৃথা।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

(পদ্যাবলীতে ১৩৪ অঙ্কে ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৮ম শ্লোক)

—এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গন পূর্ব্বক পেষণ করুন অথবা অদর্শন-দ্বারা মর্ম্মহতাই করুন, তিনি লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি যেরূপই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নহেন, আমারই প্রাণনাথ।

যাঁহারা নিত্যকাল ভগবদ্দর্শন করিতেছেন, ঐ শ্লোক-গুলি তাঁহাদেরই স্বমুখোক্তি। প্রথমটি শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের উক্তি, যাঁহাকে প্রেমকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর বলা হয়; দ্বিতীয়টি বিল্বমঙ্গলের, তৃতীয় ও চতুর্থটি স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবের, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিকের বেশে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। **যে বলে—'আমি ভগবান্‌কে দেখিয়াছি, তোমাকে ভগবান্ দেখাইতে পারি', তাহার সহিত কখনও ভগবানের সাক্ষাৎকার হয় নাই; সে বঞ্চক—বুজরুক্।** ব্রহ্মা, শিবও কি ভগবান্‌কে দেখিয়াছেন বলিয়া অভিমান করেন? তাঁহারা, এমন কি, তদপেক্ষা বহু উচ্চতর অধিকারী সাক্ষাৎ শ্রীল উদ্ধবজীও ব্রজবাসীর পদরজে অভিষিক্ত হইতে চাহেন। **'কবে ভগবান্‌কে দর্শন করিব, কবে তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিব'—যিনি ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে অনুক্ষণ এইরূপ বিরহ বিদ্যমান। সতীর সর্ব্বদা পতির জন্য বিরহ। ভগবানের নাম-কীর্ত্তন-সেবায় যিনি অনুক্ষণ প্রতিষ্ঠিত, তিনিই সর্ব্বক্ষণ ভগবান্‌কে দর্শন করিতেছেন।** জীব-হৃদয় নিরপরাধ নামাশ্রয়-জনিত চৈত্যে, বিরহে নির্ম্মল, শুদ্ধসত্ত্ব ভগবদ্ধামরূপে প্রকাশিত হইলে তবে সে-স্থানে ভগবান্ বসিবেন। "আমি অত্যন্ত অযোগ্য, আমি অত্যন্ত কৃপণ; হে প্রভো, আমাকে এই বিশ্বের রূপ কেন দেখাইতেছ, আমার প্রতি এত কঠোর, নিষ্ঠুর কেন, তুমি ত জগন্নাথ, আমি ত জগৎ হইতে বাহিরে নই, আমাকে তোমার অহৈতুকী সেবা প্রদান কর"—যে হৃদয় লোক না দেখাইয়া, নিরন্তর এইরূপ ভাবে অকপটে ক্রন্দন করে, তাহারই **ভগবদ্ধাম-স্ফূর্ত্তি ফলে ভগবদ্দর্শন হয়।** কোন কুটিলতা বা কপটতা না করিয়া অন্তরের অন্তরতম স্থল হইতে বৈষ্ণবের নিকট সর্ব্বদা কৃপালাভের জন্য ক্রন্দন করিতে হইবে, অনুক্ষণ বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে। শুদ্ধ বৈষ্ণব 'দাম্‌ড়ি চাম্‌ড়ি পেটে'র জন্য অথবা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের জন্য কিছু চাহেন না। তাঁহাকেই সর্ব্বস্ব প্রদান করিতে হইবে—'তনু, মন, ধন'—এই তিনটুকু দক্ষিণা দিতে হইবে, পূর্ণ দিলে পূর্ণ পাওয়া যাইবে, আংশিক দিলে আংশিক পাওয়া যাইবে—ভোগা দিলে ভোগাই পাওয়া যাইবে।

মাধ্বরজী—'আমার ভগবানের দর্শন হয় নাই'—এইরূপ যিনি বলেন, তিনিই ভগবানের দর্শন লাভ করিয়াছেন, ইহা বিচার করিলে জগতের অধিকাংশ লোককেই ভগবদ্দর্শনকারী সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

আচার্য্যদেব—জগতের লোক কখনও অন্তরের সহিত 'আমার ভগবদ্দর্শন হইল না'—এইরূপ ভগবদ্ বিরহে অভিভূত নহেন। কেহ কেহ মৌখিক ভাবে ভগবানের দর্শন হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু তাহা তাঁহাদের অন্তরের কথা নহে। অন্তরের কথা হইলে ভগবদ্ বিরহে তাঁহারা উৎক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইতেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বা মোক্ষের পিপাসা, শান্তির পিপাসা, ভোগ ও ত্যাগের পিপাসা, কোন প্রকার সম্ভোগ-পিপাসা তাঁহাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিত না। 'ভগবানের দর্শন হইল না মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না বা কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির চেষ্টায় সময় নষ্ট করিতে পারা যায় না, যাঁহার ভগবদ্দর্শনের জন্য সত্য সত্য বিরহ উপস্থিত হইয়াছে, তিনি কেবল নাম ধরিয়া সর্ব্বক্ষণ নামীকে ডাকেন, তাঁহার 'অহং মম ভাব', দম্ভ, আত্মম্ভরিতা বিদূরিত হইয়াছে।

মাধ্বরজী—ভক্ত ও অভক্তকে চিনা যায় কিরূপে?

আচার্য্যদেব—যে বিষয়ে পৃথিবীর সকল লোক নিদ্রাভিভূত, একমাত্র ভগবদ্ ভক্তই তথায় জাগ্রত। চলচ্চিত্র, রঙ্গমঞ্চ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সম্ভোগ ও বিরাগ—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলক ব্যাপারে দুনিয়ার লোক খুবই

-তপর-ব্যাপারে ভক্তগণ
ভক্তগণ সর্ব্ব-সেবায় ব্যাপৃত, দুনিয়ার লোক
তথায় নিহিত ভক্তের সহিত ভগবানের নিরন্তর
প্রেম-লেখা হইতেছে। অভক্তলোক চর্ম্ম-চক্ষু দিয়া
ভোগ্য দর্শন করেন,—আর ভক্তগণ সেবোন্মুখ কর্ণ
দিয়া সেবা ভগবানকে দর্শন করেন।

মাথুরজী—ভগবান্‌কে পাইবার সহজ পথ কি?

আচার্য্যদেব—**The only royal road approved by Srimad Bhagabat** (শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা সমর্থিত একমাত্র রাজকীয় পথ) **is নাম-কীর্ত্তন আর সবই মূলাধিক বঞ্চনাময়।** ইনাম—সর্ব্বশক্তিমান্। সর্ব্বাপেক্ষা অতুলনীয় মহামহ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ অত্যন্ত অত্যন্ত পতিতকে—দুর্গতকে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অমূল্য ধন বিতরণ করিয়াছেন। এই চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—প্রকৃতিজাত জ্ঞানেন্দ্রিয় চতুষ্টয় একসঙ্গে সংলগ্ন আছে; কিন্তু কর্ণেন্দ্রিয়টি পৃথক্ ও দূরে অবস্থিত থাকিয়া যেন ইহার বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করিতেছে:—**ইহাতে শিক্ষণীয় এই যে, শ্রদ্ধাযুক্ত শ্রবণ বা কর্ণেন্দ্রিয়-দ্বারা শ্রৌত পন্থা সাধুর নিকট শ্রুতি বা চেতনময়ী ভগবৎ কথা বা শব্দব্রহ্মকে বরণ করিতে হয়—শুনিতে হয়—শিষ্য হইতে হয়।**

মাথুরজী—দুনিয়ার লোকের দর্শনে ও ভক্তলোকের দর্শনে কি পার্থক্য আছে? ভক্ত কাণ দিয়া দর্শন করেন বলিয়া তিনি কি আমাদের ন্যায় জগতের বস্তুগুলি অনুভব করেন না?

আচার্য্যদেব—দুনিয়ার লোক মাংসচক্ষু আর ভক্তই বেদচক্ষু, নামচক্ষু। তিনি সর্ব্বত্রই ভগবৎসম্বন্ধি দর্শন করেন—কৃষ্ণের সম্বন্ধে যাবতীয় বস্তু দর্শন করেন। যেরূপ দুইটি পৃথক্ স্থানের পুরুষ ও স্ত্রী পতী-পত্নী সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে সতী স্বামীর সম্বন্ধে তাঁহার সকল সম্বন্ধ ঠিক করেন, তদ্রূপ। চেতন দর্শনে সেইরূপ response হয়; যেমন ভক্তের সহিত প্রহ্লাদের response হইয়াছিল। প্রহ্লাদ জড় দর্শন করেন নাই, বিদ্যুচিৎ দর্শন বা সেবা দর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তের সর্ব্বত্র গুরু-দর্শন, কোথাও ভোগ্য দর্শন নাই, সর্ব্বত্র প্রেম দর্শন, আনন্দময় দর্শন, ইহাই পূর্ণ বিষ্ণুদর্শন বা পরমহংস দর্শন বা আত্মদর্শন বা চিদ্দর্শন।

মাথুরজী—কিরূপে হরিনামকীর্ত্তন শুদ্ধভাবে হইতে পারে?

আচার্য্যদেব—শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় শুদ্ধ হরিনাম হয়। সর্ব্বদা তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে, তাঁহাদের নিকট ক্রন্দন করিতে হইবে—লোক দেখান' নহে—কপটতা করিয়া নহে। "হে গৌরনিত্যানন্দ, আমি দীন-দরিদ্র, অযোগ্য, আপনারা পরম কৃপাময়, অতএব আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে দয়া করিবেন, ইহাই আমার একমাত্র আশা; আমার নিজের কোনই যোগ্যতা নাই, একটি তৃণ উঠাইবারও শক্তি নাই, আমি কি করিয়া প্রভুত্ব করিতে পারি? আমার চক্ষুর সংলগ্ন জিনিষটিকেও ত আমার দেখিবার সামর্থ্য নাই, আমার চক্ষুর পাতা ও তৎসংলগ্ন পক্ষ্মগুলিও যে আমি দেখিতে পারি না, অপর জিনিষ দেখা দূরে থাকুক—এই ত আমার শক্তি! আমি সর্ব্বাপেক্ষা পতিত, আপনারা জগদ্গুরু, এই অত্যন্ত পতিত জীবকে কৃপা করুন"—এই বলিয়া অনুক্ষণ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের চরণে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। দরজা বন্ধ করিয়া রাখিলে কি সূর্য্যের কিরণ আসিবে? হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিলে, নির্ব্বালীক হইয়া সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ করিলে ত' তাঁহার কৃপা-রশ্মি অজস্র ধারে প্লাবনের ন্যায় আসিতে থাকিবে। যেরূপ যে ব্যক্তি দ্বার খুলিয়া দেয়, তাহার ঘরেই সূর্য্যের রশ্মি বর্ষিত হয়—রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, সতী, অসতী নির্ব্বিশেষে আলোক প্রদান করে, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপাও তদ্রূপ যাঁহারা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনা-রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দেন, তাঁহাদেরই উপর বর্ষিত হয়।

মাথুরজী—আপনি সেদিন বলিয়াছিলেন যে, রাম ও কৃষ্ণের ভজনের মধ্যে বিশিষ্টতা আছে, সে সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

আচার্য্যদেব—বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই বিবাহের পরের কথা শুনিতে চাহিলে তদ্দ্বারা অপকারই সম্ভাবনা। আগে সম্বন্ধ স্থাপিত হউক, পরে অভিধেয়ের কথা। নামের সহিত সম্বন্ধ হইলে নামই তাঁহার সমস্ত স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। কৃষ্ণের ৬৪টি গুণ, শ্রীরামচন্দ্রে ৬০টি গুণ।

ভগবানের বিভিন্ন স্বরূপের উপাসক ভক্তগণের মধ্যেও তারতম্য আছে। দেবতাগণ অপেক্ষা ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্র অপেক্ষা ব্রহ্মা, ব্রহ্মা অপেক্ষা শিব, তদপেক্ষা প্রহ্লাদ, তদপেক্ষা হনুমান্, তদপেক্ষা পাণ্ডব—যাঁহারা কৃষ্ণকে স্বজন জ্ঞান করেন, তদপেক্ষা যাদবগণ—শ্রীউদ্ধবাদি। এমন যে উদ্ধব, তিনিও মথুরাবাসীর পাদপদ্মের ধূলি আকাঙ্ক্ষা করেন। অতএব যাদবগণ হইতে মথুরা-বাসী শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বৃন্দাবনবাসী শ্রেষ্ঠ। ব্রজবাসি-গণের মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের সেবক-গণ উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা মধুর রসের সেবিকা গোপীগণ শ্রেষ্ঠ, গোপীগণের মধ্যে আবার কৃষ্ণের মূল পরা শক্তি শ্রীরাধারাণীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

মাথুরজী—শ্রীরাধারাণীর নাকি কৃষ্ণ-বাল্যীত অন্যের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল?

আচার্য্যদেব—ইহা অনেক পরে শুনিবার কথা—মুক্তির পরের কথা। উহা এখন আলোচনা করিলে নাগুবের মত ব্যাপার মনে হইবে। অপরিণত-বয়স্ক বালক-বালিকাকে কি বিবাহিত যুবক-যুবতীর ব্যবহারের কথা বলিলে কোন মঙ্গল হয়? অকালপক্কতা বড়ই অনর্থকরী, ক্রম-পন্থাই জীবের পক্ষে মঙ্গলকর। সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয় করিয়া ক্রম-পন্থায় ভজন করিতে করিতে যখন অনর্থ-নিবৃত্তি হইবে, স্বাভিলাষ বৃত্তি-মূলক অপ্রাকৃত সেবা-রসের প্রতি নির্ম্মল আত্মার স্বাভাবিক লালসার উদয় হইবে, তখন সমস্ত তত্ত্বই শ্রীগুরু-কৃপায় সহজেই স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে।

লক্ষ্ণৌতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

যুক্তপ্রদেশের সেচন-বিভাগের প্রবীণ সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার রায় বাহাদুর মদন গোপাল সর্দ্দানা সাহেব প্রত্যহই সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট লক্ষ্ণৌ শ্রীকৃষ্ণভবনে আসিয়া নিয়মিতভাবে পরিশ্রম সহকারে তাঁহার সন্দেহসমূহ ভঞ্জন ও ঐ সকলের সদুত্তর নিজের নোটবুকে (চুম্বক পুস্তকে) লিখিয়া লইতেছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সর্দ্দানা সাহেবের ঐ সকল নোট সংশোধন করিয়া দিতেছেন ও নূতন নূতন কথা লিখাইয়া দিতে-ছেন। রায় বাহাদুরের প্রতি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের এইরূপ অহৈতুকী করুণায় আমরাও আনুষঙ্গিকভাবে প্রচুর লাভবান্ হইতেছি। ঠিক যেরূপ গৃহশিক্ষক Coaching (ছাত্রকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত) করিয়া থাকেন, সেইরূপ পরদুঃখদুঃখী লোকশিক্ষক শ্রীল আচার্য্য-দেবও কৃপা করিয়া শ্রৌত বিষয় সমূহ আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব যাহা কীর্ত্তন করেন, সেই সকলের তাৎপর্য্য আচার্য্যদেব সর্দ্দানা সাহেবকে পুনরায় তাঁহার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করিতে বলেন অর্থাৎ শ্রুত বিষয় পুনঃ কীর্ত্তন করিতে বলেন। যে যেস্থানে শ্রুতির ব্যাঘাতজনিত কোন ভ্রম থাকে, তাহাও পরম কৃপাময় শ্রীল আচার্য্যদেব সংশোধন করিয়া দেন।

গত ১৯শে অক্টোবর হইতে ২১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত রায় বাহাদুর সর্দ্দানা সাহেব শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট শ্রীকৃষ্ণভবনে আগমন করিয়া এইরূপ শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। কেবলমাত্র ২০শে অক্টোবর শ্রীল আচার্য্য-দেব গোবর্দ্ধন-পূজোপলক্ষে শ্রীনৈমিষারণ্যে গমন করায় সেইদিন সর্দ্দানা সাহেবকে অনুপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল।

১৯শে অক্টোবর সর্দ্দানা সাহেবের প্রশ্ন ছিল—হরিনামই একমাত্র সাধন ও সাধ্যভক্তি কেন? হরিনাম গ্রহণের মধ্যে দশবিধ অপরাধ কি কি? হরিনাম-গ্রহণে নির্জ্জনতার অপেক্ষা আছে কি না?

২০শে অক্টোবর সর্দ্দানা সাহেব পূর্ব্বদিনের শ্রুত বিষয়-সমূহের কিয়দংশ নিজ-গৃহ হইতে লিখিয়া আনেন ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব উহা সংশোধন করিয়া বিস্তৃতভাবে আরও অনেক কথা লিখাইয়া দেন।

২১শে অক্টোবর সর্দ্দানা সাহেব অনর্থযুক্ত ব্যক্তি ও গৃহস্থ কিভাবে হরিনামপর অনুকূল জীবন যাপন করিয়া

ভজনোন্নতি করিতে পারেন, তদ্‌বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করেন। শ্রীশ্রীল আচার্যদেব এতৎপ্রসঙ্গে বহু মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করেন ও শ্রৌত সদুত্তর লিখাইয়া দেন।

২২শে অক্টোবর সর্দ্দানা সাহেব মনুষ্য কেন ভগবদ্‌ভজনের অভাবে ক্রমে ইতর যোনি লাভ করে, তদ্‌বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ আচার্যদেবের নিকট জ্ঞাপন করেন ও ইহার সদুত্তর শ্রবণ করেন। বহু, সাধুসঙ্গ, সেবাপরাধ, শরণাগতির ষড়্‌বিধা লক্ষণ প্রভৃতি সম্বন্ধেও বহু কথা এতৎপ্রসঙ্গে আলোচিত হয়। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির ক্রম-মঙ্গল-লাভের উপায়-প্রসঙ্গে শ্রীল আচার্যদেব কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারের লক্ষণ ও ভজন-রাজ্যে বাস্তব উন্নতি লাভের রহস্যসমূহ কীর্ত্তন করেন।

২৪শে অক্টোবর রায় বাহাদুর তাঁহার দুইটি সন্দেহের কথা উত্থাপন করেন। একটি সন্দেহ এই,—হরিনাম উচ্চারণকালে রসনেন্দ্রিয় ও শ্রোত্রেন্দ্রিয় ত' হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকিল; মনকে যদি তখন কোনরূপ চিন্তায় নিযুক্ত না রাখা যায়, তাহা হইলে চঞ্চল মন বহু বিষয়ে ছুটাছুটি করিবে? অতএব হরিনাম গ্রহণকালে মনকে স্থির রাখিবার জন্য কোনরূপ চিন্তা ও নির্জ্জনতার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? তাঁহার দ্বিতীয় সন্দেহ,—হরিনাম-গ্রহণকারী ভগতের বহির্মুখ মনুষ্য-সমাজের দৈহিক উপকারে সময় নিয়োগ করিলে কি তাঁহার ভজনের ব্যাঘাত হইবে? দুঃস্থের উপকার কি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নহে? কেবল হরিনাম করিলে জগতের কি কোন উপকার হইবে? দুঃস্থ মনুষ্যের দৈহিক উপকার সাধনের দ্বারা কি ভগবানেরই সেবা হয় না?

২৪শে অক্টোবর সর্দ্দানা সাহেব প্রথম পরিপ্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া সন্দেহ-মুক্ত হন। পরের প্রশ্নটি বিস্তৃত বলিয়া ২৫শে অক্টোবর তাহার উত্তর শ্রবণ করিবার জন্য সর্দ্দানা সাহেব সময় নিয়োগ করেন।

এইসকল প্রশ্ন ও উত্তর ইংরাজী ও হিন্দি ভাষায় হইয়াছিল, তথাপি গৌড়ীয় পাঠকগণের জন্য তাহার মর্ম্ম বঙ্গভাষায় প্রশ্নোত্তরাকারে গৌড়ীয়ে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

২২শে অক্টোবর প্রাতে যুক্তপ্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট্ ও সেসন্স্ জজ রায় বাহাদুর জে, এন রায় শ্রীকৃষ্ণভবনে আসিয়া 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের নিকট পরিপ্রশ্ন-মুখে শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা ও বাস্তবতা সম্বন্ধে কিছু কথা শ্রবণ করেন। রায় বাহাদুর মনে করেন শ্রীকৃষ্ণলীলা রূপক ও আধ্যাত্মিক। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রৌতসিদ্ধান্তানুসারে সেই আধ্যাত্মিক মত নিরাস করিয়া লীলার নিত্যতা, অনন্তবৈচিত্র্য ও বাস্তবতা প্রতিপাদন করেন।

নৈমিষারণ্যে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহামহোৎসব

গত ৬ই কার্ত্তিক, ২৩শে অক্টোবর রবিবার ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে লক্ষ্ণৌ, বাণারসীবাগ শ্রীকৃষ্ণভবন হইতে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সংরক্ষক আচার্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু গোমতী তটস্থিত পরমহংসক্ষেত্র শ্রীনৈমিষারণ্যে পূর্ব্বাচার্যগণের আনুগত্যে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-মানসে তথায় যাত্রা করেন। শ্রীল আচার্য্য-দেব বালামৌ জংসনে প্রবীণ হৈহয়বাটীর পণ্ডিত শ্রীমান্ ভগবৎ মূল শঙ্করজীর সহিত নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষবাদ, 'পঞ্চোপাসনা' ও 'ভক্তি' সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল নানা প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব লক্ষ্ণৌ, সাণ্ডিলা প্রভৃতি স্থান হইতে গোবর্দ্ধন-পূজার নানাপ্রকার বিচিত্র উপকরণসহ অপরাহ্ণ প্রায় তিন ঘটিকায় নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হন। নৈমিষারণ্যবাসী সজ্জনবৃন্দ সংকীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীল আচার্যদেবের সম্বর্দ্ধনা করেন।

শ্রীল আচার্যদেব সমস্ত দিবসব্যাপী উপবাসী ছিলেন। শ্রীনৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইয়া স্নানাদি ক্রিয়া সমাপনানন্তর পরমহংসক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ আরম্ভ করেন। শ্রীল আচার্য্য-দেবের নির্দ্দেশানুসারে পর্ব্বত-প্রমাণ অন্ন, রোটিকা, সব্জুক,

চিপিটক, বিচিত্র ব্যঞ্জন ও দ্রব্য-সম্ভার শ্রীগোবর্দ্ধনের ভোগবর্দ্ধনের জন্য সজ্জিত হয়। সংকীর্ত্তন-মুখে মহাবিহিত আরাত্রিকাদির পর শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশানুসারে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ১৭শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা গৌড়ীয় হইতে "শ্রীগোবর্দ্ধন-বাস-প্রার্থনা-দশকম্" ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৪র্থ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী-পাদের অন্নকূট-মহোৎসবের প্রসঙ্গ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অতিসংক্ষেপে গোনতীতীরস্থ নৈমিষারণ্যে পরমহংসক্ষেত্রে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন।

"পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তমের চটক-পর্ব্বতে নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তজন-সঙ্গে স্বয়ং যে গোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহামহোৎসব শ্রীরূপানুগ-পদ্ধতিতে ও মতে সম্পাদন করিয়াছেন, অদ্য সেই কথাই আমাদের স্মরণ-পথে উদিত হইতেছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদেরই পাদপদ্মের একটি ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা রূপে অদ্য আমরা শ্রীরাধাকুণ্ডান্তর্নিহিত শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজের কৃপাকণা লাভের উদ্দেশে এই গোনতীতটস্থ পরমহংসক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি।

সদা শ্রীরূপেণ স্মর-বিবশ-রাধাগিরিভৃতৌ
ব্রজে সাক্ষাৎ সেবালভনবিধয়ে তৎপরতয়োঃ।
তদিগ্যাখ্যা-গান-শ্রবণ-নতি-পঞ্চামৃতদিবং
ব্যতীত্যা গোবর্দ্ধনমহদিনং ত্বং ভজ মনঃ॥

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু কৃষ্ণভক্তিরসপ্রদাতা। যাঁহারা শ্রীরূপের আনুগত্য লাভের আশা করেন, তাঁহারা শ্রীগান্ধর্ব্বা ও শ্রীগিরিধারীর পরস্পরের প্রতি যে প্রেম-বিবশতা, তাহারই সেবা করিবার জন্য—ব্রজে নিজগণের সহিত শ্রীরাধাগিরিধারীর সাক্ষাৎ সেবা-লাভের লালসায় পঞ্চামৃত পান করিবার রীতিতে আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের ইজ্যা অর্থাৎ অর্চ্চন, যাত্রা অর্থাৎ শ্রীনামাদির কীর্ত্তন, শ্রবণ অর্থাৎ শ্রীনামাদির শ্রবণ, ধ্যান অর্থাৎ অনুস্মরণ ও নতি অর্থাৎ বন্দনরূপ পঞ্চামৃত অহর্দিন অর্থাৎ প্রত্যহ-সর্ব্বক্ষণ পান করিতে করিতে তাঁহারা 'ভক্তরস-ভ্রমরে'র (শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায়) অকপট কৃপার প্রার্থী হন,—যদি কখনও সেই কৃপার বা সৌভাগ্য-সুকৃতিপরাকাষ্ঠার বলে ব্রজরস-সিন্ধুর বিন্দু পান করিবার সৌভাগ্য হয়। যাঁহারা এই রূপানুগ-প্রণালীতে সেবা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে গোনতী-তটে পরমহংস-ক্ষেত্রেই শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা সমীচীন। শ্রীগোবর্দ্ধন একাধারে অভিন্ন-উপরিপাণি, উদার-পাণিশ্রেষ্ঠ ও উদারপাণি-রমণ-ধাম,—"উদারপাণি-রমণাৎ তস্যাপি গোবর্দ্ধনঃ"। কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাম—গোলোক। 'গো'—অপ্রাকৃত কামদেবের 'কাম'। যথায় অপ্রাকৃত কামদেবের কামচেষ্টা দ্রবাকারে প্রবাহিত, তাহাই গোনতী—ইহা অভিন্ন-মানসীগঙ্গা। এই স্থানে শ্রীসনাতন-রূপাদি পরমহংসকুলচূড়ামণিগণ নিত্য অবস্থান করেন। কৃষ্ণপ্রেমাকর গো যেস্থানে অহর্দ্দিন বর্দ্ধমান, সেই গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পরিচর্য্যার সমীচীন স্থানই গোনতী তটস্থ এই পরমহংস ক্ষেত্র। আমরা সেই পরমহংস-শিরোমণিগণের ভৃত্যানুভৃত্যানুভৃত্যানুভৃত্য সূত্রে তাঁহাদের সেবা-সিন্ধুর বিন্দু লাভের জন্য উচ্চতম-আশা-পূরণ-প্রার্থনায় আজ দীনহীন দরিদ্র কাঙ্গাল হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

ক্বচিত্ জন নিবাসে দেবকী-জন্মবাসে
বহুবর পরিষৎ বৈরেণ্ডীর্বিরক্ষন্ দর্শন্।
বিরচর বৃষিনম্বঃ স্মর্ষিত-শ্রীমুখেন
ব্রজপুর বনিতা নাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্।

যেরূপ শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীবার্ষভানবীর সহিত অভিন্ন, তদ্রূপ শ্রীগোবর্দ্ধনও শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত অভিন্ন। অপ্রাকৃত নবীন মদনের মদন-মথন-স্বরূপ এই স্থান। তিনি মধুর, মধুর, মধুর, মধুর স্মিতের দ্বারা পশুপালপদ্মজনরমীগণের অনুক্ষণ নবনবতরভাবে কাম বর্দ্ধন করিয়া এই স্থানে নিত্য বিরাজমান। পরমহংসকুলচূড়ামণিগণ সেই অপ্রাকৃত নবীন মদনের মদনোৎসবের—অপ্রাকৃত কামক্রীড়া চরিতার্থ করিবার জন্য নিত্য ব্যস্ত ও সহায়। নিজকে সেই পরমহংসগণের নিবাস-ক্ষেত্র—শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তনৈকব্রত পরমহংসগণের প্রেমপ্লাবন-ক্ষেত্রের একটি হেয়তম ধূলি-জ্ঞানে গৌড়ীয়গণের একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীস্বরূপদামোদর, তদভিন্ন বান্ধব শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীনরোত্তম, শ্রীবিশ্বনাথ, শ্রীবলদেব, শ্রীমধুসূদন, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীল ভক্তি-বিনোদ, শ্রীগৌরকিশোর ও শ্রীশ্রীবার্ষভানবীদয়িত-দাস গোস্বামি প্রভুপাদের নিত্য আনুগত্যে যেন নিত্যকাল সেই শ্রীগান্ধর্ব্বাগিরিধরের পরিচর্য্যাসিন্ধুর বিন্দু প্রাপ্ত হইবার জন্য আর্ত্তিবিশিষ্ট থাকিতে পারি। আজ এই গোবর্দ্ধনাভিন্ন

পরমহংসকুলে সর্ব্বাপেক্ষা নীচ পতিত দাসের এই উচ্চতম আশাবন্ধ। এখন আপনারা কীর্ত্তন-মুখে শ্রীগোবর্দ্ধনের অবরোহণ অকপট আর্ত্তি ও সেবাবুদ্ধির সহিত সন্ধান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

অতঃপর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে পঞ্চতত্ত্ব-নাম ও মহামন্ত্র সংকীর্ত্তিত হন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ ও সংকীর্ত্তনের পর নৈমিত্তারণ্যবাসী ব্রাহ্মণ, অভ্যাগত, সজ্জন ও বৈষ্ণববৃন্দকে গোবর্দ্ধন-পূজার প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব সেই দিনই রাত্রে লক্ষ্ণৌ উপস্থিত হইয়া হরিকীর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব লক্ষ্ণৌ হইতে এলাহাবাদ হইয়া গত ১৭শে অক্টোবর কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রত্যহ প্রাতে "উপদেশামৃত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

পরমগুরু শ্রীশ্রীগৌরকিশোর প্রভুর

ত্রয়োবিংশতিবর্ষপূর্ত্তি বিরহ-তিথি-পূজা

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামিমহারাজ

গত ১৭ই কার্ত্তিক (১৩৪৫), ৩রা নবেম্বর (১৯৩৮) বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীধামনবদ্বীপান্তর্গত একাদশীবাদরে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার যাবতীয় মঠে আমাদের নিত্যারাধ্য পরমগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোর দাস গোস্বামি-মহারাজের অপ্রকটতিথিপূজা তদীয় অপ্রাকৃত চরিতামৃত শ্রীগুরুবৈষ্ণবানুগত্যে কীর্ত্তন-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর যে অপ্রাকৃত যুক্তবৈরাগ্যের কথা প্রয়াগক্ষেত্রে তাঁহার প্রিয়পার্ষদপ্রবর শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-প্রভুর নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং শ্রীরূপপ্রভু ও তদনুসরণাভিমানে শ্রীমদ্ রঘুনাথ-দাসগোস্বামিপ্রভু শ্রীরাধা-কুণ্ডতটে যে অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের পরমোজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আমরা আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তদভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীল আচার্য্য-দেবের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি, সেই অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্ত আদর্শ-রূপেই শ্রীরূপানুগবর্য্য অবধূতকুলচূড়ামণি শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু প্রথমে শ্রীব্রজমণ্ডলে ও তৎপরে শ্রীগৌড়-মণ্ডলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রভুর বৈরাগ্য-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের কথা শুনিলে জীবের ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুকে স্মরণ হয়। তাঁহার কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্যের আদর্শ নিতান্ত পাষাণ-হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিতে পারে।"

শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদের সঙ্কলিত "পরমগুরু-শ্রীগৌর-কিশোর" গ্রন্থের উপোদ্ঘাতে শ্রীগৌরকিশোর প্রভু সম্বন্ধে আমাদিগকে বহু মূল্যবান্ কথা জানাইয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—

"শ্রীল রঘুনাথ শ্রীল গৌরকিশোরের বৈরাগ্য negative অর্থাৎ 'ঋণাত্মক' ব্যাপার নহে, উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক positive অর্থাৎ 'ধনাত্মক' নিত্যসিদ্ধ ব্যাপার। তাঁহাদের বৈরাগ্যের অপর নাম—**কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাময় বিপ্রলম্ভ**।

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ বা শ্রীল গৌরকিশোর সাধক জীব নহেন, তাঁহারা নিত্য-সিদ্ধ মুক্তকুল। সাধকজীবের পক্ষে 'কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ' বৃত্তিটিই বৈরাগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু মুক্তকুলের সর্ব্বোত্তম সহজ কৃষ্ণসেবা-পরাকাষ্ঠাই তাঁহাদের বৈরাগ্য।

শ্রীরূপের নিজজনগণের বৈরাগ্য বা বিপ্রলম্ভ আশ্রয়-বিগ্রহের পক্ষাশ্রিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে জ্ঞানবিরাগ-ভক্তিসহিত নৈষ্কর্ম্ম্যই অমল, একায়ন পারমহংস্য ধর্ম্ম। এই জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিত নৈষ্কর্ম্মাকেই শ্রীল রঘুনাথ দাস প্রভু 'বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরস' বলিয়াছেন। ইহারই অপর নাম—**'বিপ্রলম্ভ প্রেম'**। এই 'বৈরাগ্য' ব্যাপারটি—**শুদ্ধভক্তিযুক্ত চিদ্বিলাস-সাহিত্য**। ইহা মায়াবাদীর অচিদ্বিলাস-রাহিত্য বা চিদ্বিলাস-রাহিত্য নহে।

কৃষ্ণবিলাস-লালসার পরাকাষ্ঠার নাম **'বৈরাগ্য'**। শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের এবং শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি ষড়্-গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি মহা চিদ্বিলাসী মহাজনগণের বৈরাগ্যে পার্থক্য নাই; কারণ উভয় শ্রেণীর মহাজনই আশ্রয়বিগ্রহ-সমন্বিত বিষয়বিগ্রহের অপ্রাকৃত সেবা-বিলাসে বিলাসী। তাঁহারা সকলেই সম্ভোগকে কৃষ্ণের একচেটিয়া ব্যাপার জানিয়া বিপ্রলম্ভ-পরাকাষ্ঠায় বিভাবিত।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতীর কৃষ্ণানুশীলনা-পর নিত্যসিদ্ধ বৈরাগ্য ভক্তিচক্ষু থাকিলেই দর্শন করিবার সৌভাগ্য হয়। নামদৃগ্‌গণই তাঁহাদের বৈরাগ্য-বিপ্রলম্ভশ্রী দর্শন করিতে পারেন। এইজন্য একবার গোকুল-মহোৎসব শ্রীনামের আশ্রয়-গ্রহণের কথা শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌর-কিশোর ও শ্রীল সরস্বতী—প্রত্যেক জগতে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই শুদ্ধনামাশ্রয় আবার তিন প্রভুর কৃপায় জীবের বহু ভাগ্যে সংঘটিত হয়। শ্রীস্বরূপ-কৃপানুগবর এই-শ্রীভূত্রয়ের অশোক-অভয়-শ্রীপাদপদ্মের নিত্যসংলগ্ন-ধূলিত্ব-কামনাই মানব-জন্মের শ্রেষ্ঠ লাভ।"

বিগত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনাভিন্ন চটকপর্ব্বতে শ্রীরূপরঘুনাথানুগত্যে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজার পর শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর বিরহ-তিথিপূজা-কীর্ত্তন-মহোৎসব প্রকট করিয়াছিলেন। গত বৎসর পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্য দেবের শুভেচ্ছায় শ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-বাসরে 'পরম গুরু শ্রীগৌরকিশোর' গ্রন্থরাজ প্রকটিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীচৈতন্যমঠ ও বিভিন্ন শাখা মঠে শ্রীরূপানুগ-পদ্ধতিতে শ্রীরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বিরহ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বিশেষ কৃষ্ণকীর্ত্তন-মহোৎসব হইয়াছে।

ভ্রম-সংশোধন

১১শ সংখ্যা (১৭শ বর্ষ) গৌড়ীয়ের ২১০ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভের 'নামৈকং যস্য বাচি' শ্লোকের অনুবাদে 'তাহা শুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক বা ব্যবধানযুক্ত অশুদ্ধ বর্ণেই উক্ত হউক'—এই বাক্যের পরে 'ব্যবধান-রহিতই হউক অথবা খণ্ডোচ্চারিতই হউক' এই কথাগুলি ভ্রমক্রমে বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

১২শ সংখ্যা (১৭শ বর্ষ) গৌড়ীয়ের ২৩১ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে ৭ম পংক্তিতে 'রায়বাহাদুর পি. এন. লাহিড়ী' স্থলে 'রায়-বাহাদুর এন, এন, লাহিড়ী' হইবে।

১৩শ সংখ্যা (১৭শ বর্ষ) গৌড়ীয়ের ২৪৫ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভে ১১শ পংক্তিতে 'দাম্ভিকতানয়ী' স্থলে 'দাম্ভিকতাময়' পাঠ হইবে। পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক উহা সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ

শ্রীগৌড়ীয় মিশনের কতিপয় সভ্য—শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস, শ্রীনারায়ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনদয়াল ব্রজবাসী প্রভৃতি মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টে এই মর্ম্মে দরখাস্ত করেন যে, প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ত্যক্ত সম্পত্তির উপর কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণদিগের প্রার্থনা-মত যে রিসিভার নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের স্বত্বদখলীয় সম্পত্তিসমূহ দখল লইবার চেষ্টা করিতেছেন। উক্ত সম্পত্তিসমূহ উক্ত মিশনের নিজস্ব সম্পত্তি বটে ও উক্ত সম্পত্তির উপর কোন রিসিভার নিযুক্ত হইতে পারেন না এবং অন্যান্য প্রার্থনা-মধ্যে এইরূপ প্রার্থনা করেন যে, দরখাস্তকারীদের দরখাস্তের বিষয় মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে উক্ত রিসিভার উক্ত সম্পত্তি-সমূহ দখল লইতে না পারেন বা দখল লইবার জন্য কোনরূপ কার্য্য না করেন, তাহার আদেশ হয়। মহামান্য জজ শ্রীযুক্ত নসিম আলী সাহেব বাহাদুর দরখাস্তকারীদের উক্ত প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া রিসিভার ও প্রবেট মোকদ্দমার পক্ষদের উপর নোটিশ জারি করার আদেশ দিয়াছেন।

His Lordship the Hon'ble Mr. Justice Nasim Ali has ordererd that the Receiver is not to take or attempt to take further possession of any of the properties mentioned in annexure "C" to the petition only or to take any further action relating to taking of possession of such properties pending the final disposal of this application or until further orders of the Court 28. 10. 38

শ্রীগোবর্দ্ধনে ঊর্জ্জব্রত-পঞ্জী

গত ১৯শে আশ্বিন, ৬ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার মানসী-গঙ্গা পরিক্রমা ও ত্রিপিত্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় শ্রৌতী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীহরিনামচিন্তামণি পাঠ।

গত ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর শুক্রবার মানসীগঙ্গা পরিক্রমা, শ্রীমৎ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমৎ শ্রৌতী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীহরিনামচিন্তামণি পাঠ।

গত ২১শে আশ্বিন, ৮ই অক্টোবর শনিবার—পূর্ব্ববৎ।

গত ২২শে আশ্বিন, ৯ই অক্টোবর রবিবার মানসীগঙ্গা পরিক্রমা, আচার্য্য শ্রীপাদ যাদবানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রৌতী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীহরিনামচিন্তামণি পাঠ।

গত ২৩শে আশ্বিন, ১০ই অক্টোবর সোমবার কুসুম সরোবর পরিক্রমা ও পাঠ-কীর্ত্তন পূর্ব্ববৎ।

গত ২৪শে আশ্বিন, ১১ই অক্টোবর মঙ্গলবার শ্রীহরিদেবের শ্রীমন্দির পরিক্রমা, শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর দাস অধিকারী কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমৎ শ্রৌতী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীহরিনামচিন্তামণি পাঠ।

গত ২৫শে আশ্বিন ১২ই অক্টোবর বুধবার শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ভূমি পরিক্রমা, শ্রীপাদ যাদবানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রৌতীমহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীহরিনামচিন্তামণি পাঠ।

গত ২৬শে আশ্বিন, ১৩ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর ভজনস্থলী ও বাকলেশ্বর মহাদেবের মন্দির পরিক্রমা। পাঠাদি পূর্ব্ববৎ।

গত ২৭শে আশ্বিন, ১৪ই অক্টোবর শুক্রবার বিল্বোল-কুণ্ড পরিক্রমা, শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমৎ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীপাদ যাদবানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীহরিনামচিন্তামণি পাঠ করেন।

২৮শে আশ্বিন, ১৫ই অক্টোবর শনিবার মেহেলীকুণ্ড পরিক্রমা পাঠাদি পূর্ব্ববৎ।

২৯শে আশ্বিন, ১৬ই অক্টোবর রবিবার শ্রীবহুলাষ্টমী তিথি দিবস শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড পরিক্রমা। পাঠাদি পূর্ব্ববৎ।

৩০শে আশ্বিন, ১৭ই অক্টোবর সোমবার শ্রীগিরিরাজের শ্রীমুখারবিন্দ পরিক্রমা। পাঠাদি পূর্ব্ববৎ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৪৫ ; ১২ই নভেম্বর, ১৯৩৮ | ১৫শ সংখ্যা

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

অবিশ্রান্ত নাম—কেবল দৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে যে বিশ্রামাদির আবশ্যক, তদ্ব্যতীত অন্য সকল সময়ে কাকুতির সহিত নাম করিলে নামাপরাধ ক্ষয় হয়। অন্য কোন শুভকর্ম্ম বা প্রায়শ্চিত্তে নামাপরাধ ক্ষয় হয় না।

সাধন-ভক্তি যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে একমাত্র নামাশ্রয়েই সর্ব্বসিদ্ধি হয়, এইরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা সর্ব্বোত্তম সাধক।

যত পরিমাণে যাঁহার কৃষ্ণনামে রতি হইয়াছে, তিনি ততদূর বৈষ্ণব।

ভক্ত যতই প্রতিষ্ঠাকে ঘৃণা করুন এবং জনসঙ্গ পরিত্যাগ করুন, ভক্তিপ্রভায় তিনি কাহারও নিকট লুক্কায়িত থাকিতে পারেন না।

মধ্যম বৈষ্ণব হইতেই শুদ্ধবৈষ্ণবের গণনা। তিনি বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-বিচারের অধিকারী, কেননা শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবাই তাঁহার প্রয়োজন। বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বিচার পরিত্যাগ করিলে মধ্যম বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাপরাধ হয়। তিনি যত্নের সহিত, অন্বেষণ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা করিবেন।

—শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও রায় বাহাদুর মদনগোপাল সার্দ্দানা *

গত ১২শে অক্টোবর (১৯৩৮) শ্রীহরিবাসরে লক্ষ্ণৌ বাণারসী-বাগ পল্লীস্থ 'শ্রীকৃষ্ণভবনে' যুক্তপ্রদেশের সেচন-বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার (Superintending Engineer, Irrigation Department, U. P.) রায় বাহাদুর মদনগোপাল সার্দ্দানা মহাশয় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পারমার্থ ও গৌড়ীয়-মিশনের প্রতিষ্ঠাতা পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করেন। ১৯০২ সালে নভেম্বর মাসে ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের মথুরায় অবস্থানকালে রায় বাহাদুর সার্দ্দানা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রায় বাহাদুর সার্দ্দানা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের কৃপায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের দর্শন লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে আচার্য্যোচিত অভিবন্দনাদির দ্বারা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

পরদুঃখদুঃখী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অহৈতুক কৃপাপরবশ হইয়া সার্দ্দানা সাহেবকে বলেন—দিন দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে। অতএব শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা যাহাতে আমরা আপনাতে পরিস্ফুট অর্থাৎ শ্রীনামে ঐকান্তিক রুচি-বিশিষ্ট ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে উত্তরোত্তর উৎসাহান্বিত দেখিতে পাই, তাহাই আপনার নিকট সকাতর বিনীত প্রার্থনা।

সার্দ্দানা সাহেব—অনেক সময় আমার মনে এই প্রশ্নটি উদিত হয় যে, গৌড়ীয় মঠের শিক্ষানুসারে হরিনাম-কীর্ত্তনই প্রধান সাধন-ভজন। কিন্তু কেবল হরিনাম-কীর্ত্তনের দ্বারা কি চিত্ত স্থির হইবে?

আচার্য্যদেব—হরিনাম-কীর্ত্তন কেবল প্রধান ভজন নহে, তাহাই **একমাত্র ভজন—একমাত্র ভজন—একমাত্র ভজন**। দশবিধ নামাপরাধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে শ্রীহরিনামের কীর্ত্তন, তাহাই শ্রীনাম-কীর্ত্তন—অপরাধ-যুক্ত কীর্ত্তন 'কীর্ত্তন' নহে।

সার্দ্দানা সাঃ—সেই দশ প্রকার নামাপরাধ কি কি?

আচার্য্যদেব—'সাধুনিন্দা' প্রথম নামাপরাধ। সাধুকে 'অসাধু' এবং অসাধুকে 'সাধু' মনে করাই সাধু-নিন্দা। কেহ কেহ সাধু-শব্দটিকে একটি general term (সাধারণ শব্দ) মনে করিলেও 'বৈষ্ণব'ই প্রকৃত সাধু শব্দ-বাচ্য। পুরুষোত্তম বিষ্ণুর সেবকের নামই বৈষ্ণব বা সেবক বা ভক্ত। সাধু means eternally existent, eternally Cognisant, eternally Blissful (নিত্য সৎ, চিৎ ও আনন্দময়)। জগতের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে দুই-প্রকার বিচার—একটি শ্রুতি-স্বতঃ আধ্যক্ষিক-যুক্তি-চালিত আরোহ-পথ, আর একটি শ্রুতোক্ষিত অধোক্ষজে পূর্ণ শরণাগতির পথ বা অবরোহপথ। আধ্যক্ষিক-বিচারে যুক্তি বা জ্ঞান পেষণ করিতে করিতে ভগবদ্-বস্তুকে অনাম, অরূপ, অগুণ, অপরিকর, নির্লীল বা নির্ব্বিশেষ রূপে কল্পনা, আর শরণাগতির পথে স্বপ্রকাশ বস্তু নিত্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাময় নিরঙ্কুশ স্বরাট্ পুরুষোত্তমরূপে আবির্ভূত। পৃথিবীতে তথা-কথিত ধার্ম্মিক বা অধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। যাঁহারা দ্বিতীয় পথের পথিক, সেইরূপ সাধুগণই বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্ত। তাঁহারা ভগবদ্ভক্তি, ভগবান্ ও ভক্তকে নিত্যবস্তুরূপে উপলব্ধি করেন—**"ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ"**—ইহাই তাঁহাদের মন্ত্র। যে পুরুষোত্তম ঐতিহাসিক, রূপক, আধ্যাত্মিক বা আধ্যক্ষিক চিন্তাস্রোতের পরিমিত বস্তু নহেন, সেই পুরুষোত্তমের সেবক সাধুকে তথা-কথিত নির্ব্বিশেষবাদীর সঙ্গে সমান মনে করা প্রথম নামাপরাধ। প্রকৃত সাধু কনক,

* শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও রায় বাহাদুর মদনগোপাল সার্দ্দানা মহাশয়ের কথোপকথন হিন্দি ও ইংরাজি ভাষায় হইয়াছিল। আমরা সেই সময় যে নোট লইয়াছিলাম, তাহারই মর্ম্ম বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল। —গৌঃ সঃ

কামিনী, প্রতিষ্ঠা, এমন কি, মুক্তি পর্য্যন্ত কামনা করেন না। তিনি একমাত্র শ্রীহরিনাম প্রভুর নিত্য সেবায় প্রতিষ্ঠিত—সেবার জন্যই সেবা করেন, অন্য উদ্দেশ্যে করেন না।

সার্দ্দানা দাঃ—এইরূপ সাধুর ত' কোনই কার্য্য থাকে না, তিনি নিষ্ক্রিয় অবস্থা লাভ করেন।

আচার্য্যদেব—**পুরুষোত্তমের সেবক সাধু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক** active (সেবাতৎপর), ইহা আমি পরে আপনাকে বলিব। তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বক্ষণ তাঁহার প্রভুর সেবার জন্য অখিল চেষ্টা-বিশিষ্ট। **কৃষ্ণ হইতে আম্নায়-পরম্পরায় শব্দব্রহ্মরূপে যে বাস্তব সত্য জগতে অবতরণ করিয়াছেন, অহৈতুক-কৃপাপরবশ হইয়া সেই সত্যবাণী সর্ব্বত্র বিতরণ** (broadcast **করিবার জন্য তাঁহার এক মুহূর্ত্তও বিরাম নাই; তিনি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা** active.

সার্দ্দানা দাঃ—প্রথম নামাপরাধ বুঝিতে পারিলাম, দ্বিতীয়টি কি ?

আচার্য্যদেব—শিবাদিদেবতাকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা বিষ্ণুর সমান জ্ঞান করা দ্বিতীয় নামাপরাধ। Krishna is the Transcendental Autocrat or Despot. He is the God of all gods or Absolute Prime cause of all entities. All other gods are mere effects of His *Shakti* with delegated powers higher than men, অর্থাৎ কৃষ্ণ নিরঙ্কুশ, স্বেচ্ছাময়, স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম, সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর, সর্ব্ব-কারণ-কারণ। অন্যান্য আধিকারিক দেবগণ তাঁহার শক্তির কার্য্যমাত্র, তবে মর্ত্ত্য মানব হইতে শ্রেষ্ঠ বটে। দেবগণের জন্ম ও ধ্বংস আছে, কিন্তু বিষ্ণু অজ, নিত্য, সনাতন, বিভু-চৈতন্যানন্দময় বিগ্রহ; অতএব বিষ্ণুর সহিত অন্যান্য দেবতাকে সম পর্য্যায়ে গণনা করা অপরাধ।

সার্দ্দানা দাঃ—তৃতীয় নামাপরাধটি কি ?

আচার্য্যদেব—নারতরবিং গুরুদেবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধির সহিত অসূয়া করা। ভগবদ্বৈমুখ্য রূপ পিতা ও কৃষ্ণ-বিস্মৃতিরূপা মাতা হইতে দম্ভের সহোদররূপে অসূয়ার বা মৎসরতার সৃষ্টি। নামাচার্য্যে প্রাকৃতবুদ্ধি, মন্ত্র-বুদ্ধি প্রভৃতি অসূয়ার সন্তান-সন্ততি। গুরুদেবকে সর্ব্বপ্রকারে স্নেহময় নিয়ামক, শাসকরূপে বরণ, তাঁহার পূর্ণাহুগত্যে বিশ্রম্ভসেবা স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীহরিনামের অনুশীলন করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবের শাসন ও আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার সেবা হইতে দূরে থাকিয়া বা স্বকপোলকল্পনামূলে তাঁহার সেবার অভিনয় করিয়া লক্ষ লক্ষবার নামাক্ষর উচ্চারণ করিলেও তাহা গুর্ব্বজ্ঞা অপরাধ হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বদ্ধজীবের বন্ধন মোচন অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ অনর্থ দূরীভূত করিয়া পূর্ণ সচ্চিদানন্দ পাদপদ্মের সহিত মিলন করাইয়া দেন—বিমুখ জীবের উন্মুখতার উদয় করান; সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয় ও প্রয়োজনরূপ তত্ত্ববস্তুকে প্রদান করেন। তাঁহার নিত্য স্বভাবই এইরূপ পরদুঃখকাতরতা। তিনি একাধারে জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণবসেবা-শিক্ষার আদর্শ-স্বরূপ নিজ আচার্য্যত্ব প্রকাশ করেন। He is Transcendental mediator between the Absolute Krishna and His Servitors—Transparent, not opaque. সেই গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিলে কখনও মুখে শুদ্ধ হরিনাম বাহির হইবে না।

সার্দ্দানা দাঃ—গুরুদেব কি মনুষ্য নহেন ? তাঁহার কি জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা নাই ? যদি সেইসকল ধর্ম্ম থাকে, তবে কি করিয়া তাঁহাকে অমর্ত্ত্য বলা যায় ?

আচার্য্যদেব—আমাদের ভোগ্য দর্শনে অর্থাৎ 'আমি দ্রষ্টা' এই বুদ্ধিতে দর্শনই ভ্রান্ত দর্শন। যাহাকে আমার ভোগ্য দৃষ্টি মাপিয়া লইতে পারে, সেই বস্তু সীমা অপেক্ষা নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র; তিনি আমার গুরু হইতে পারেন না, তাঁহাকে মৌখিকভাবে 'গুরু' বলা বিড়ম্বনা মাত্র। গুরুকে আমরা দর্শন করিতে পারি না, গুরুদেবের কৃপায় গুরুপাদপদ্ম দর্শন হয়। হিরণ্যকশিপু গুরুকে তাহার ভোগ্য জড়বস্তুমাত্ররূপে দর্শন করে, কিন্তু প্রহ্লাদ আপনাকে বিষ্ণুর দাসরূপে উপলব্ধি করেন বলিয়া তাঁহার গুরু বা বিষ্ণুদর্শনই হয়। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা জীবের জন্ম-জন্মান্তরের অন্ধ চক্ষু উন্মীলিত হইলে তৎসমীপে এই দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-বিজ্ঞান

প্রকাশিত হয়। শ্রীগুরুদেব জন্ম-মৃত্যু বা কৃষ্ণবহির্মুখতার অতীত বস্তু; তিনি মাদৃশ পতিত জীবকে উদ্ধারের জন্য নরোত্তমরূপে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল লীলা করেন, তাহাতে কৃপা ও করুণা, এই দুইটি স্বরূপ প্রকাশিত হয়। নিষ্কপট সেবোন্মুখগণ তাঁহার কৃপায় অভিষিক্ত হন আর আধ্যক্ষিক ভোগোন্মুখগণ তাঁহার করুণায় পতিত হয়।

সার্দ্ধানা সাঃ—চতুর্থ নামাপরাধটি কি?

আচার্য্যদেব—শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রের নিন্দা। **যাহা ভগবানের শ্রীমুখবিগলিত হইয়া গুরু-শিষ্য-পরম্পরা বা আম্নায়ের ধারার মধ্য দিয়া অবতীর্ণ হন, তাহাই শ্রুতি।** গুরুদেব নিত্য কীর্ত্তন করেন, শিষ্য নিত্যকাল শ্রবণ করেন। এই কীর্ত্তন ও শ্রবণের নিত্যত্বহেতু শ্রুতির নিত্যত্ব ও সনাতনত্ব। শ্রুতি কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনা নহে, তাহা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাণী এবং শ্রীভগবানের অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীব্যাসের দ্বারা লোককল্যাণার্থ জগতে বিস্তৃত ও ব্যাখ্যাত। বেদ ও বেদানুগ সাত্বতস্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র—সমস্তই একতাৎপর্য্যপর। ইঁহাদের মধ্যে ভেদ-দৃষ্টি ও ইঁহাদের যে কোনও একটির অবমাননা করিলে সেই ব্যক্তির মুখে শব্দব্রহ্ম-নাম কীর্ত্তিত হইতে পারেন না।

সার্দ্ধানা সাঃ—পঞ্চম নামাপরাধটি কি?

আচার্য্যদেব—হরিনামের মাহাত্ম্যকে mere hyperbolic exaggeration of dogmatic and emotional men অর্থাৎ কতকগুলি গোঁড়া অন্ধবিশ্বাসযুক্ত ও জড়ীয় ভাবুকগণের ধর্ম্ম-মাদকতা হইতে অভিব্যক্ত অতিস্তুতি (অর্থবাদ) বলিয়া মনে করিলে তাহার মুখে কোনদিন শুদ্ধনাম উচ্চারিত হইবে না।

সার্দ্ধানা সাঃ—ষষ্ঠ নামাপরাধটি কি?

আচার্য্যদেব—ভগবানের নামসমূহের অর্থান্তর কল্পনা বা নামসমূহকে অনিত্য কাল্পনিক ব্যাপার মনে করা। যেমন 'হরি' শব্দের অর্থ সিংহ, সর্প, বানর, ভেক, হংস, কোকিল, ময়ূর, অগ্নি, সূর্য্য, যম, ত্রিদল-বিশেষ ইত্যাদি। অজ্ঞ-ব্যক্তির অবলম্বনে এই সকল প্রাকৃত অর্থবাচক নাম গ্রহণ করিলে 'হরিনাম' গ্রহণ করা হইল না অথবা হরি স্বরূপতঃ নির্ব্বিশেষ বস্তু, তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিকর লীলা চরমে কিছুই থাকিবে না, সাময়িকভাবে সাধকের সুবিধার নিমিত্ত 'হরি' 'কৃষ্ণ' ইত্যাদি ব্রহ্মের একটি নাম ও রূপ কল্পনা করা হইয়াছে"- এইরূপ বিচারের সহিত হরিনাম-গ্রহণের ছলনা করিলে তাঁহার জিহ্বায় কোনদিন শুদ্ধনামের উদয় ও তৎফলস্বরূপ প্রেমোদয় হইতে পারে না।

সার্দ্ধানা সাঃ—সপ্তম অপরাধটি কি?

আচার্য্যদেব—নামবলে পাপবুদ্ধিই সপ্তম অপরাধ। হরিনামকে পাপক্ষালনের যন্ত্র মনে করিয়া হরিনামের জপের বা উচ্চারণের বলে পাপস্রোতঃ প্রবাহিত রাখিবার চেষ্টা। নামাপরাধেই পাপের ক্ষালন হইতে পারে। অধর্ম্ম ও ধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য—এই সমস্তই তুচ্ছ নামাপরাধের ফল। নামাভাসের ফলে অবিদ্যা-বিনাশরূপা মুক্তি, আর শুদ্ধনামের ফলই—কৃষ্ণপ্রেম।

সার্দ্ধানা সাঃ—নামাপরাধের ফল ধর্ম্ম বা পুণ্য কিরূপে হইতে পারে?

আচার্য্যদেব—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা অধর্ম্ম, অনর্থ, কামের অতৃপ্তি অর্থাৎ পুণ্য বা পাপ ক্ষয়িষ্ণু কর্ম্মফল বিশেষ। ইহারা নামের অর্থাৎ পূর্ণ-চেতনময় বিগ্রহের সেবার প্রতিবন্ধক বিশেষ। পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীনামের চরণে অপরাধ-ফলে তৎসেবার প্রতিবন্ধক-স্বরূপ পুণ্য ও পাপাদি কর্ম্মফলের প্রাপ্তি হয়।

সার্দ্ধানা সাঃ—অষ্টম অপরাধটি কি?

আচার্য্যদেব—অন্য শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত নাম-গ্রহণকে সমান জ্ঞান করা অষ্টম নামাপরাধ। হরিদ্বারে বা প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভস্নান, তীর্থভ্রমণ, যজ্ঞাদি ক্রিয়া, গোগ্রাস-ভোজনাদি কর্ম্মকে হরিনাম-কীর্ত্তনের সহিত সমান জ্ঞান করিলে পূর্ণ, বিভু, আনন্দঘন চেতনের অনুশীলন হইতে পারে না। **হরিনাম-কীর্ত্তন is the direct service of Absolute Supreme Lord—পরাৎপর সচ্চিদানন্দবিগ্রহের সাক্ষাৎ সেবা। নিজের অপস্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ লাভের জন্য যেসকল সাধন, তাহাদের সহিত নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়**

চৈতন্যরসবিগ্রহ নামের সেবা কখনও সমান হইতে পারে না।

কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৩য় পঃ)

সার্দ্ধানা সাঃ—যদি কেহ নিজের জন্য ঐ সকল না করিয়া অন্যের জন্য বা নিষ্কামভাবে করেন?

আচার্য্যদেব—All altruistic acts are done for mundane transitory purposes and not for the Absolute Person's sake, পরার্থিগণ তাঁহাদের সমস্ত কার্য্য জাগতিক ও নশ্বর ব্যক্তি বা বস্তুর জড়কালক্ষোভ্য উপকারার্থই করিয়া থাকেন—তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যই কালের অভ্যন্তরে কৃত হয়—সৃষ্ট হয় ও পরে ধ্বংস পায়। মানবের পরার্থিতা মানবের জন্য কৃত হয়, অপর প্রাণিগণ অনেক সময় সেই উপকার হইতে বঞ্চিত, এমন কি, কখনও কখনও উহারা আমিষলোভী মানবের খাদ্য ও ভোগ্য পদার্থরূপেও ব্যবহৃত হয়!! উহাদের চেতন সঙ্কুচিত ও সুপ্ত। সেই সঙ্কুচিত ও সুপ্তাবস্থাকে জাগরূক না করিয়া তাহাদিগকে ভোগ্যবস্তুরূপে পরিণত করাই তাহাদের প্রতি হিংসা। মানবজাতির প্রতি পরার্থি-মানব-সমাজ যে নশ্বর তাৎকালিক উপকার করিয়া থাকেন, তাহাও হিংসা-বিশেষ, কেন না, তদ্দ্বারা মানবের চেতনের সঙ্কুচিতাবস্থাকে বিকচিত ও জাগরিত করিবার পরিবর্ত্তে তাহাদের দেহ ও মনের সাময়িক ভোগই সময়রাঢ় করা হয়; তদ্দ্বারা সুপ্তচেতনের বা আত্মার কোন জাগরণ হয় না।

সার্দ্ধানা সাঃ—যদি আমরা পশুপক্ষী ইতর প্রাণীকে কোন ভাল কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা অনেক লাভ-জনক কার্য্য করিতে পারি, তবে ত' উহাদিগের যথার্থ সদ্ব্যবহারই করা হইল। মুক-লোকদিগকে সাহায্য করিয়া তাহাদের দ্বারাও জগতের অনেক কার্য্য করান' যাইতে পারে।

আচার্য্যদেব—This is a mere bartering system—mere business, not doing real and absolute good to them. ইহা বণিগ্‌বৃত্তি বা ব্যবসায়; ইহার দ্বারা তাহাদের কোন আত্যন্তিক কল্যাণের চেষ্টা হইল না—আমাদের ও তাহাদের অর্থাৎ উভয় পক্ষেরই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হইল মাত্র। All sentient or conscious or animate beings are meant for the service of one common Lord Krishna—সমস্ত চেতন-জগৎ এক অদ্বিতীয় প্রভু কৃষ্ণের সেবার জন্যই নির্দ্দিষ্ট।

সার্দ্ধানা সাঃ—ইতরপ্রাণিগণ কিরূপে পরমেশ্বরের সেবা করিতে পারে?

আচার্য্যদেব—যে সকল সাধু বা বৈষ্ণব তাঁহাদের প্রতি প্রদত্ত কোন সেবাকেই ভোগের বা ইন্দ্রিয়-তর্পণের উদ্দেশ্যে আত্মসাৎ করেন না, সেই সকল সাধুর হরিভজনের অনুকূল সেবা করিয়া ইতরপ্রাণিগণও পরমেশ্বরের সেবা করিতে পারে—("যদ্যদ্ধৃত-ক্রব-পরাবরশীল-শিক্ষাস্তির্য্যগ্‌ জনাঅপি কিমু শ্রুতধারণা যে"—শ্রীমদ্ভাগবত) প্রকৃত সাধুগণ ইতর প্রাণিদিগকে সেইরূপ ভগবদ্ভজনের অনুকূল কার্য্যে নিয়োগ করিয়া ইতর প্রাণীদিগের প্রকৃত নিত্য উপকার অর্থাৎ তাহাদিগের সুপ্ত ও সঙ্কুচিত চেতনকে ক্রমে ক্রমে সুকৃতিযুক্ত ও উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। ইহাই ইতর প্রাণীদিগের প্রতি যথার্থ উপকার-সাধনের চেষ্টা। ধৈবগণের ন্যায় ছাগপোতকে মানব-রক্ত পান করাইয়া ('মাংস খিলাইয়া') অথবা জরদ্গব বা বৃদ্ধ, রুগ্ন বা দুর্ব্বল পশুকে পিঞ্জরাপোলে রাখিয়া তথাকথিত অহিংসা-সাধনের প্রস্তাবের দ্বারা উহাদিগের সুপ্ত চেতনকে জন্ম-জন্মান্তর আবৃত রাখিয়া হিংসা করিবার প্রবৃত্তি প্রকৃত বৈষ্ণবের কখনও নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঝারিখণ্ড পথে ভ্রমণকালে হরিনাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করাইয়া হিংস্র সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদিরও সুপ্ত চেতনতা বিকাশ করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শিবানন্দ সেনের কুক্কুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া নিত্য বৈকুণ্ঠলোকের অধিকারী হইয়াছিল। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্ত্তন করিয়া বনের পশুপক্ষিগণেরও চেতনতার উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

সার্দ্ধানা সাঃ—এই সকল প্রাণী কি কেবল হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াই মঙ্গল লাভ করে, না সাধুর কিছু সেবাও করিতে পারে ?

আচার্য্যদেব—সাধুগণ যখন হরিকীর্ত্তন-প্রচারে গমনাগমন করেন, তখন অশ্ব, গো প্রভৃতি পশু তাঁহাদিগের বাহনের কার্য্য করিয়া সাধুসঙ্গের ভগবদ্ভজনের অনুকূল সেবা করিতে পারে। গো দুগ্ধ দান করিয়া হরিকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবের সেবা করিতে পারে। কুকুর চোর তাড়াইয়া কিম্বা প্রহরীর কার্য্য করিয়া হরি-ভজনকারী বৈষ্ণবের সেবা করিতে পারে। কাকাদি পক্ষীও নানাপ্রকার আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া বৈষ্ণবের সেবা করিতে পারে। এজন্যই বৈষ্ণবগণই ইতরপ্রাণী-দিগকে ভগবদ্ভজনের অনুকূল কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারেন, আর সকলেই তাহাদের প্রতি হিংসা করিয়া থাকে ; এমন কি, বৌদ্ধগণও অহিংসার নামে প্রাণি-হিংসাই করেন ; যেহেতু, তাঁহারা ঐ সকল প্রাণীকে পুরুষোত্তম ভগবানের সেবার অনুকূল কোন কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারেন না। ভগবৎসেবক বৈষ্ণব চামরী-গাভীর পুচ্ছ-দ্বারা বিষ্ণুসেবার চামর প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ভগবানের ব্যজনসেবা করেন ; ময়ূরের পুচ্ছ সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণের চূড়ার সন্নিবেশ বা ব্যজনরূপ নির্ম্মাণ করিয়া ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন ; অজিনের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর সেবা করেন ; পশুর চর্ম্মদ্বারা বৈষ্ণবের পাদুকা, মৃদঙ্গের নানাপ্রকার উপকরণ প্রস্তুত করিয়া থাকেন ; পশুর রোম পশম বা গুটিপোকা-জাতরেশমের দ্বারা বসন ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া হরিকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবের ভজনের আনুকূল্য বিধান করিয়া থাকেন। যাঁহারা সর্ব্ববিষয় হইতে হরিসেবার অনুকূল বিষয় সংগ্রহ করিতে পারেন, সেই সকল বৈষ্ণব উদ্ভিদাদি, এমন কি, প্রস্তরাদি আচ্ছাদিত চেতনকেও হরি-কীর্ত্তনকারী সাধু ও বৈষ্ণবের সেবায় নিয়োগ করিয়া থাকেন। উদ্ভিদাদি জীবের দ্বারা যখন হরি-কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবের সেবা হয়, তখন উদ্ভিদাদিকে ছেদন করিলেও তাহাদের প্রতি হিংসা হয় না, যেহেতু তাহাদের জীবন বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবায় উৎসর্গীকৃত হয়, আর তাহাদিগকে বৈষ্ণবের সেবায় নিয়োগ না করিয়া ভোগীর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্যান সাজাইবার জন্য সংরক্ষণ পূর্ব্বক তাহাদের পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট যত্ন ও শ্রম করিলেও তাহাদের জীবন হরিসেবায় নিযুক্ত না হওয়ায় তাহাদিগের প্রতি হিংসাই করা হয়।

সার্দ্ধানা সাঃ—তাহা হইলে যাঁহারা ছাগাদি পশু দেবীর উদ্দেশে বলি প্রদান করেন, তাঁহারাও ত' বলিতে পারেন, 'আমরা ভগবানের উদ্দেশে পশুকে উৎসর্গ করায় তাহা হিংসার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না'।

আচার্য্যদেব—যজ্ঞাদিতে যজ্ঞেশ্বরের উদ্দেশে যে বৈধ শাস্ত্রত-শাস্ত্র-বিহিত পশু-বলির বিধান আছে, তদ্দ্বারাও সাক্ষাৎ চেতনের অনুশীলনের আনুকূল্য বিধান হয় না, আমি-শাসনের উদ্দেশ্যের অভিনয়ে পশু বলি দিলেও' কথাই নাই। তামসিক শাস্ত্রোদ্দিষ্ট দেবীপূজায় পশুবলির বিধানাদি—মানবের অত্যন্ত তামসিক প্রকৃতিকে কথঞ্চিৎ নিয়মনের জন্যই ; উহা উচ্ছৃঙ্খল ও অত্যন্ত অবৈধ হিংসককে কথঞ্চিৎ বিধির মধ্যে আনিবার কৌশল বিশেষ। উহা প্রকৃত অহিংসা বা ভগবৎ সেবা নহে। যজ্ঞে পশু-হননাদি যে শাস্ত্র-বিধি, তাহাও ঐসকল কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করাইবার জন্যই কর্ম্ম-কৌশল মাত্র। ঐ সকল কার্য্য কোন না কোন অপ-স্বার্থ লাভের উদ্দেশেই ; উহার দ্বারা চেতনের কোন অনুশীলন হয় না।

শ্রুতি বলিয়াছেন—

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এত চ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি।

(মুণ্ডক ১।২।৭)

যজ্ঞরূপ প্লব (তরণী) ভবসমুদ্র-উত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে ; কেন না, ঐ সকল যজ্ঞমধ্যে অষ্টাদশ পুরুষোক্ত কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া উহা অপকৃষ্ট। যে-সকল অবিবেকি-ব্যক্তি উহাকেই চরম কল্যাণ লাভের উপায় মনে করিয়া উহাতেই আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

সার্দ্ধানা সাঃ—বুঝিতে পারিলাম। এখন কৃপা করিয়া নবম অপরাধটি বলুন।

আচার্যদেব—বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি—অন্য শুভকর্মের সহিত শ্রীনামোচ্চারণকে সমান জ্ঞানও অনবধান বা প্রমাদ বটে। হরিনাম-গ্রহণকালে ক্ষেত্রের বিষয়ে ভোগ বা তাহার বৃদ্ধিতে বিক্ষিপ্ত হওয়া কিম্বা অন্যাভিলাষে প্রমত্ত থাকিয়া হরিনাম কীর্ত্তনের অভিনয়ও অনবধান বা প্রমাদ। ইহাও পূর্ব্বোক্ত অষ্টম অপরাধ। এখন আপনার জিজ্ঞাস্য নবম অপরাধের কথাটি বলিতেছি :—

শ্রদ্ধাহীন ও নাম-শ্রবণে বিমুখ ব্যক্তির নিকট হরিনাম-কীর্ত্তন বা তাহাকে লাভ-পূজাদি প্রাপ্তির আশায় নাম-গ্রহণে প্ররোচিত করা নবম অপরাধ। মন্দিরের নিকট নামকীর্ত্তন করা এবং এজন্য অন্য পর্শ্বাবলম্বীর সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করা নামাপরাধের মধ্যে গণ্য। কৌলিক গুরু-ব্যবসায় সংরক্ষণের জন্য নামে একান্ত শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামাক্ষরাদি প্রদানের অভিনয়—নামাপরাধ।

সার্দ্দানা সাঃ—পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ লোকই ত' হরিনামের প্রতি বিমুখ। তবে কি তাহাদিগকে হরিনাম শ্রবণ করাইতে হইবে না?

আচার্যদেব—হরিনামে বিমুখ ব্যক্তিকে হরিনামের যথার্থ তাৎপর্য্য ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইয়া শ্রীনামের প্রতি উন্মুখ করা অপরাধ নহে। একমাত্র তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু যাহারা পরম কৃপাময় হরিনামের প্রতি বিদ্বেষী এবং নামবিলাসী অর্থাৎ নামকীর্ত্তনকারীর প্রতি বিদ্বেষী, তাহাদিগকে জোর করিয়া হরিনামাক্ষর শ্রবণ করাইবার চেষ্টা করিলে তাহাদের কোন মঙ্গল হইবে না; পরন্তু যিনি এইরূপ প্ররোচনা করাইবেন, তাঁহার অসুবিধা হইবে।

সার্দ্দানা সাঃ—দশম অপরাধটি কি?

আচার্যদেব—দশম অপরাধটি সর্ব্বশেষ অপরাধ হইলেও ইহাকে সর্ব্বকঠিন অপরাধ বলা যাইতে পারে, যাহা জীব শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে পারে না। নামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও 'আমি ও আমার' এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া শ্রীনামের গ্রহণ ও শ্রবণে প্রীতি-রাহিত্য। এই দেহাত্মবুদ্ধির বীজ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ব্যতীত কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। এই দেহাত্ম-বোধ হইতে সাধুনিন্দারূপ সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম অপরাধেরও উদয় হয়—

নাস্তর্য্যমেতদ্ বলভিৎসু সর্ব্বদা
মহদ্বিনিন্দা কৃপণাত্মবাদিষু।
সেয়ং মহাপুরুষ-পাদপাংশুভি-
র্নিরস্ততেজস্কতরৈব শোভনম্॥

(ভাঃ ৪।৪।১৩)

যাহারা এই জড় দেহকেই 'আত্মা' বলিয়া জ্ঞান করে, তাদৃশ অসৎ পুরুষ যে নিরন্তর মহাজনগণের নিন্দা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদিও মহাপুরুষগণ স্বীয় নিন্দা সহ্য করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের পদরেণুসমূহ মহতের নিন্দা সহ্য করিতে পারে না, উহারা নিন্দকের তেজঃ নাশ করিয়া থাকে। অতএব মহতের মহদ্‌বিদ্বেষই শোচনীয়, কারণ, তাহার দ্বারা উহাদের সঞ্চিত প্রতিষ্ঠাদিই প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

সার্দ্দানা সাঃ—তাহা হইলে হরিনাম-গ্রহণ-কালে নির্জ্জনতাই দরকার নহে কি?

আচার্যদেব—নির্জ্জনতা নহে, পরন্তু প্রকৃত নামাশ্রিত সাধুজনের সঙ্গই দরকার। তথাকথিত নির্জ্জনতায় মনের বিক্ষেপ বা অনবধান দূর হয় না, মনের দুঃসঙ্গ হয়। দুষ্ট মনে অনেক প্রকার দুষ্প্রবৃত্তি আছে; সাধুর সঙ্গ ব্যতীত ঐগুলির দুঃসঙ্গ হইতে নিস্তারলাভের আর উপায় নাই। সর্ব্বান্তঃ-নিবেদিত, প্রপন্ন, শরণাগতের সেবোন্মুখী জিহ্বায়ই শ্রীনামপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক আত্ম-প্রকাশ করিয়া সমস্ত প্রতিকূল বিঘ্ন-সমূহ বিদূরিত করেন।

সার্দ্দানা সাঃ—হরিনাম-গ্রহণের যোগ্যতা কি?

আচার্যদেব—অকপট শ্রদ্ধা বা শরণাগতির পরিবর্ত্তে অনুসারে জিহ্বায় হরিনাম আভাস বা শুদ্ধরূপে উচ্চারিত হন।

সার্দ্দানা সাঃ—যিনি হরিনাম করিবেন, তিনি কি কোন একটি পৃথক্ নির্জ্জন স্থানে বসিয়া হরিনাম করিবেন না?

আচার্যদেব—হরিনাম-গ্রহণকারী কেবল হরিনামাশ্রিত সাধুরই সঙ্গ করিবেন। সাধুসঙ্গে শরণাগতির সহিত হরিনাম কীর্ত্তন ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন প্রকার উদ্দেশ্য থাকিবে না, তবেই হরিনাম হইবে।

সার্দ্ধানা সাঃ—আমার প্রশ্নের উত্তর এই হরিনাম করিতে হইলে একাগ্রতার প্রয়োজন কিনা এবং নিষ্কপটতা ব্যতীত সেই একাগ্রতা হইতে পারে কি না?

আচার্য্যদেব—নামাশ্রয়-ব্যতীত শত চেষ্টা করিয়াও কেহই একাগ্রতা আনিতে পারে না, কোন কৃত্রিম চেষ্টা বা আয়োজন-বাহুল্যের দ্বারা একাগ্রতা লাভ হয় না। হরিনাম—সর্ব্বশক্তিমান্। শ্রীনামাচার্য্য গুরুদেবের একান্ত আনুগত্যে সর্ব্বশক্তির আধার শ্রীহরিনাম প্রভুর চরণে যতটা পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ হইবে, ততটাই আনুষঙ্গিকভাবে একাগ্রতা উপস্থিত হইবে। একাগ্রতার জন্য পৃথগ্‌ভাবে চেষ্টার প্রয়োজন নাই। **হরিনামের কৃপাতেই সব হইবে।** আমরা কেবল সেই কৃপার প্রার্থী হইব।

সার্দ্ধানা সাঃ—একাগ্রতা না হইলে হরিনাম কিরূপে হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

আচার্য্যদেব—Concentration the virtue of ever-fickle mind after all. একাগ্রতা মনের ধর্ম্ম বিশেষ। অনর্থযুক্ত মনের কোন কার্য্যের বা ধর্ম্মের দ্বারা কখনও হরিনামের সেবার সহায়তা হইতে পারে না। হরিনামের কৃপায়ই হরিনাম হয়। অনর্থযুক্ত মন হরির নাম, হরির রূপ, হরির গুণ, হরির পরিকর, বা হরির লীলা চিন্তা করিতে পারে না। তাহা ছাড়া, প্রকৃতি বা প্রাকৃত বিষয় হইতে মনকে তুলিয়া আনিয়া **সেই মনেরই সম্ভাব্য বিষয়ে নিয়োগ করিতে হইলে মন ব্যতীত একটি অতিরিক্ত শ্রেষ্ঠ ও বলবত্তর পৃথক্ বস্তুতে ঐ কার্য্যটি করিতে হয়, তিনিই প্রপন্ন উদ্বুদ্ধ আত্মা।**

সার্দ্ধানা সাঃ—হরিনামগ্রহণকারী কি ঈশ্বরের কোন রূপ চিন্তা করিবেন না?

আচার্য্যদেব—Certainly not, not at all. That's a very wrong and immature process. একমাত্র **শ্রীনামের নিকট পূর্ণ প্রপত্তি ব্যতীত—'সর্ব্বার্পণ' আশ্রয় ব্যতীত হরিনাম-গ্রহণকারীর নিজের কোন কৃত্রিম চেষ্টা নাই।** মন প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে পারে না। প্রাকৃত মন যে কিছুই স্মরণ করিবে, ধারণা করিবে, ধ্যান করিবে, তাহা সমস্তই প্রকৃতির অন্তর্গত বিষয়েরই বস্তু। মন বিমুখ জীবের ভোগায়তন জেলখানা, এই বিশ্বের ভিতরই গমনাগমন করিতে পারে, ইহা অতিক্রম করিয়া বাহিরে যাইবার তাহার শক্তি নাই।

সার্দ্ধানা সাঃ—মানুষ যখন হরিনাম করিবে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে একাগ্র হইবার চেষ্টা করিবে। আজ এক মিনিট, কাল দুই মিনিট, আগামী পরশ্ব তিন মিনিট—এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে যদি ক্রমশঃ সে ব্যক্তি একাগ্রতার মাত্রা বাড়াইতে পারে, তবেই ত জন্মে সম্পূর্ণ একাগ্র হইয়া নাম করিতে পারিবে।

আচার্য্যদেব—**এইরূপ কৃত্রিম উপায় ব্যর্থ ও নিষ্ফল।** বিশ্বামিত্র, সৌভরি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ যোগিগণ পরিণামে এই পথের ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়াছেন। দু'চার পাঁচ মিনিট নহে, শত শত বৎসর সমাধিস্থ থাকিবার পরও বিশ্বামিত্র, সৌভরি প্রভৃতির চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে, সংসার-বাসনা জাগিয়াছে।

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥

(ভাঃ ১০।৫১।৫৭)

অভক্তগণ প্রাণায়ামাদির দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিয়া থাকেন; কিন্তু হে রাজন্! তদ্দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত বিষয়-বাসনাশূন্য হয় না বলিয়া তাহা আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে।

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ॥

(ভাঃ ১১।১৫।৩৩)

এই নিমিত্ত যাঁহারা উত্তম যোগ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল চেষ্টাকে ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া থাকেন। বরীয় ভক্তগণ আবার যাহাই সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল সাধনচেষ্টা কালক্ষেপণের হেতু মাত্র। আমার সেবা ছাড়িয়া তাঁহারা সেরূপ বৃথা কালক্ষেপ করেন না।

সার্দ্ধানা সাঃ—হরিনাম-গ্রহণ-কালে অনেকে যে প্রাণায়ামাদি করিয়া থাকেন দেখিতে পাওয়া যায়?

আচার্য্যদেব—ইহা শুষ্কচক্তির পথ নহে—শ্রীনামকীর্ত্তনের

পথ নহে, অভক্তির পথ। ইঁহারা কখনও হরিনামের কৃপা পাইবেন না।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

সার্দ্দানা সাঃ—আমি স্বীকার করি যে, হরিনামের পথটি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

আচার্য্যদেব—**শুধু ভাল নয়, ইহাই একমাত্র বাস্তব সনাতন পথ।** তবে অনুকূল বিষয়ে সঙ্গ, প্রতিকূল-বিষয় বর্জ্জন করিয়া হরিনাম গ্রহণ করিতে হইবে।

সার্দ্দানা সাঃ—যদি কেহ সারাদিনের কার্য্যাদির পর সাংসারিক হাঙ্গামা হইতে পৃথক্ হইয়া কোন নির্জ্জন স্থানে হরিনাম করেন, তবে কি তাহা তাঁহার অনুকূল কার্য্য হইল না?

আচার্য্যদেব—যদি অনুকূল কার্য্য হয়, তবে তাহা সাধুসঙ্গ-রহিত হইবে না।

সার্দ্দানা সাঃ—সকল সময়ে ত' আর সাধুর সঙ্গে বসিয়া থাকা যায় না?

আচার্য্যদেব—সকল সময়েই সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে, সাধুর সঙ্গের জন্য, সাধুর বাণী-শ্রবণের জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতে হইবে, **এক মুহূর্ত্ত সাধুর সঙ্গ ছাড়া হইলে আর হরিনাম হইবে না। দুষ্টজন বা উহার অধীশ্বরী মায়া বা প্রকৃতি বা সংসারবিষয়ভোগ বা ত্যাগবাসনা তাহার কবলে কবলিত করিয়া ফেলিবে।**

সার্দ্দানা সাঃ—ইহা ত' practical কথা নহে। কিরূপে মানুষ সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে হরিনাম করিতে পারে? তাহার ত' অন্যান্য কার্য্যসমূদয়ও আছে?

আচার্য্যদেব—সাধুর সঙ্গে হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করাই একমাত্র কার্য্য, জীবের পক্ষে অন্য কোন কার্য্যই নাই। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা সাধু-সঙ্গ ও হরিনাম করিতে হইবে।

সার্দ্দানা সাঃ—I want a practical solution, আমি বাস্তবতার কথা শুনিতে চাই।

আচার্য্যদেব—The so-called practical aspect is direly erroneous. ফলকামনামূলক কর্ম্ম বা ভোগই কি practical aspect? আর হরিসেবা—যাহা একমাত্র শাশ্বত বাস্তবকথা, তাহা theory বা utopian etherial speculation মাত্র (বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা বা অবাস্তব ও শূন্য মতবাদ বিশেষ)?

সার্দ্দানা সাঃ—মনে করুন, কোন ব্যক্তি অফিসে কার্য্য করেন, তাঁহাকে সাত আট ঘণ্টা অফিসের কার্য্য করিতে হয়, কিছু সময় বিশ্রাম করিতে হয়, কিছু সময় নিদ্রা যাইতে হয়, বাকী সময় তিনি কি করিয়া হরিনাম করিতে পারিবেন?

আচার্য্যদেব—তিনি কিরূপ অফিসের কার্য্য, বিশ্রাম, নিদ্রা-উপভোগ বা আহারাদি করেন? উহা কি তাঁহার আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য, না পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য, তাহাই সর্ব্বপ্রথমে নির্ণীত হউক। যদি পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য ঐ সকল কার্য্য সাধিত হয়, তবে তাহা হরিনাম-গ্রহণের অনুকূল কার্য্যই হইল; আর যদি ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে মায়াবদ্ধ বুদ্ধির জন্যই হয়, তবে পক্ষান্তরে ঐরূপ অনুষ্ঠানে হরিনাম কিপ্রকারে হইতে পারে?

সার্দ্দানা সাঃ—আমি যদি ভগবানের সেবার জন্যই সমস্ত করিতেছি, ইহা মনে করিয়া লই?

আচার্য্যদেব—কেবলমাত্র মনে-মনে মনকে hood wink করিয়া (চোখঠারা দিয়া) আরোপ বা কল্পনা করিলেই ত' আর হরিজন হইয়া যায় না? বাস্তবতার সেই বিজ্ঞান লাভ করা চাই।

সার্দ্দানা সাঃ—প্রাথমিকের পক্ষে ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

আচার্য্যদেব—সাধুর সঙ্গে থাকিয়া শ্রদ্ধা-পূত সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা তাঁহার শুশ্রূষা করিতে করিতে ইহা সম্ভব হইতে পারে।

সার্দ্দানা সাঃ—যাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহাদেরও ত' আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম প্রভৃতির জন্য সময় দিতে হয়। তবে তাঁহারা কি করিয়া ২৪ ঘণ্টা হরিনাম করিতে পারেন?

আচার্য্যদেব—যাঁহারা কৃষ্ণে সম্পূর্ণ শরণাগত, তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই হরিনাম-কীর্ত্তন-পর। তাঁহারা আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, ভ্রমণ, শয়ন—সকল কার্য্যেই হরিকীর্ত্তন করেন, ইহা মায়াবদ্ধজীব বুঝিতে পারে না। মুক্ত পুরুষ অফিসের কার্য্যকালেও হরিকীর্ত্তন করিতে

ভক্তিবিনোদ বিচারকের কার্য্য করিবার সঙ্কোচ্ছিয়ে লক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিয়াছেন। শরণাগত হরিকীর্ত্তনকারী জানেন যে, হরিনাম প্রভুই একমাত্র সেবাবস্তু। তাঁহার সেবা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কাজ নাই। তাঁহার সেবার অনুকূলেই তিনি সমস্ত কাজ করিয়া থাকেন। অকপট শরণাগত হরিনাম-গ্রহণকারীর বিচারই এইরূপ; ইহা কল্পনা বা আরোপ নহে।

সার্দ্ধানা সাঃ—এইরূপ বিচার কি সহজে আসিতে পারে? ধীরে ধীরে হইবার সম্ভাবনা।

আচার্য্যদেব—কৃষ্ণের ও তদ্ভক্ত সাধুর প্রসাদে অতি সহজেও আসিতে পারে। ধীরে ধীরে আসিবে মনে করিয়া ইতরকার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও ত' চলিবে না। অনুক্ষণ সাধুর সঙ্গে সুদৃঢ় ভাবে শরণাগতির পথে চলিতে চলিতে ঐরূপ চিত্তবৃত্তির বিকাশ হইবে।

সার্দ্ধানা সাঃ—But during the transition period he should have recourse to নির্জ্জন-ভজন (কিন্তু অবস্থান্তর প্রাপ্তির সময়টায় ত' তাহাকে কিছু সময় নির্জ্জনেই থাকা দরকার)?

আচার্য্যদেব—সেই নির্জ্জনে যে তাহাকে পথ দেখাইবে? সে ত' সেই সময় দুষ্টমনের পাল্লায়ই পড়িয়া যাইবে? তাহাতে দুষ্ট মন একাকী পাইয়া তাহার উপর চাপিয়া বসিবে—প্রভুত্ব করিবে। তখন সে কাহার পরামর্শ লইয়া চলিবে? নিজের পরামর্শে অর্থাৎ দুষ্ট মনের পরামর্শে চলিলে সে ত' মারা পড়িবে। কেবল সাংসারিক কার্য্য অর্থাৎ হাজামা হইতে সে কিছুক্ষণ দূরে থাকিল, আর সাধুর সঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন না করিয়া দুষ্ট মনেরই সঙ্গ করিল,—এইরূপ নির্জ্জনতাতেই কি তাহার মন বশীভূত হইবে বা তাহার কোন উন্নতি হইবে? যেরূপ জাগতিক শিক্ষাক্ষেত্রে private tutorএর regular coaching গ্রহণ করিতে হয়, দুষ্টমনকে দমন করিতে চাহিলেও সেইরূপ সাধু-গুরুর নিকট regular coaching বা training গ্রহণ করিতে হয়। সাধু-গুরুর বাণী শ্রবণ করিতে করিতে দুষ্ট মন ক্রমশঃ আনুষঙ্গিকভাবে দমিত অর্থাৎ অনর্থ-নিবৃত্ত হইবে এবং ক্রমশঃ হরিনামে রুচির উদয় হইবে। এইজন্যই শ্রীচৈতন্য দেবের উপদেশ—

সঙ্গত্যাগাৎসতো বৃদ্ধে হাত্মাশো সঙ্গ উত্তরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।
(ভঃ রঃ সিঃ)

একই জাতীয় বাসনাদ্বারা স্নিগ্ধ, অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবে; সেইরূপ সাধু রসিকগণের সহিতই শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদ করিবে।

সার্দ্ধানা সাঃ—আমি ইহা অস্বীকার করিতেছি না। আমি সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট স্বীকার করি, অনেকেই তাহা করেন। কিন্তু হরিনাম-গ্রহণের সময় সাধুর সঙ্গ করার দরকার কি?

আচার্য্যদেব—কেবলমাত্র নামাক্ষর উচ্চারণের দ্বারা নাম-গ্রহণ হয় না।

অসাধু-সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নামাপরাধ।
এহা জানিবে ভাই, কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥

'অসাধুসঙ্গ' বলিতে ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামিজনসঙ্গ ও ফল্গুবৈরাগ্যপর নির্জ্জনতারূপ দুষ্টমনের সঙ্গ। সাধুর সঙ্গে কোন্‌টি নামাভাস, কোন্‌টি নামাপরাধ, কোন্‌টি শুদ্ধনাম, ইহা প্রতিমুহূর্ত্তে জানিয়া লইতে হইবে। দুষ্টমন প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদিগকে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি হইতে দুষ্ট মন কখনও নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না। এজন্যই অনুক্ষণ সাধুসঙ্গে শ্রবণকীর্ত্তন করিতে হইবে।

সার্দ্ধানা সাঃ—গুরুদেবের নিকট হইতে যে একবার হরিনাম শ্রবণ করিয়াছি এবং তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা স্মরণ-পথে থাকিলেই ত' কার্য্য হইতে পারে। প্রতিমুহূর্ত্তে সাধুর সঙ্গের কি প্রয়োজন?

আচার্য্যদেব—গুরুদেবের নিষ্কপট অনুগত ও নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের অনুক্ষণ সঙ্গ না করিলে গুরুদেবের উপদেশ স্মৃতিপথে থাকে না। মাত্র দুই চারিবার গুরুদেবের উপদেশ শ্রবণ করা নহে, বিশ্ববৎসর যাবৎ অধিষ্ঠীয় সদ্‌গুরুর শত শত উপদেশ শ্রবণের অভিনয়

করিয়াও অনেকে বিপথগামী হইয়া পড়িয়াছে—ছইমনের কবলে কবলিত হইয়াছে। এজন্য সাধুসঙ্গের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে অনুক্ষণ অবস্থান করিতে হইবে, অনুক্ষণ সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর শুশ্রূষা করিতে হইবে। কেবল মাত্র mechanically হরিনামাক্ষর উচ্চারণ করিলে হইবে না। **যেস্থলে হরিনাম গ্রহণের ফলে সঙ্গে সঙ্গে হরিনামের সম্বন্ধে** clear conception, perception বা realisation **ও চেতনময়ী ভক্তিবৃত্তির** progress **নাই, যেস্থলে শ্রীনামের পরিকরগণের প্রতি অকপট অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহা** static বা stagnant **অবস্থা মাত্র।** শ্রীহরিনামের সেবার দ্বারা আত্মার dynamic devotional progress হইবে—আত্মা inert বা stagnant অবস্থায় থাকিবে না। জীবাত্মার সেবাবৃত্তিটি dynamic, static নহে।

সার্দ্ধানা সাঃ—হাঁ, এই কথা স্বীকার করি। খুব ঠিক কথা।

আচার্যদেব—সর্ব্বদা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ করিতে হইবে। তাঁহার regular tutelage coaching ও training গ্রহণ করিতে হইবে। সেরূপ সাধুকে eternal tutor করিতে হইবে—যে সাধু আমাকে তোষামোদ করেন না, আমাকে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা দিয়া ভোগা দেন না। সদ্‌গুরুও সেরূপ বস্তু দিয়া অনেক সময় আমাদিগকে পরীক্ষা করেন, কিন্তু অকপটে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও নিষ্কপট সাধুর সঙ্গ করিলে গুরুদেবের ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাঁহার বঞ্চনায় পতিত হইতে হয় না। রায় বাহাদুর, আপনি শ্রীল-প্রভুপাদের সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া আপনাকে অতি বিনীত-ভাবে আমি এই নিবেদন জানাইতেছি যে, আমাদের দিন অতিশীঘ্র ফুরাইয়া যাইতেছে, আমাদিগের এখন অকপটে অনন্যচিত্ত হইয়া হরিভজন করিতে হইবে—শ্রীলপ্রভুপাদের অহৈতুকী অসমোর্দ্ধ কৃপার ভিখারী ও তাহাতে অভিষিক্ত হইতে হইবে।

সার্দ্ধানা সাঃ—আপনি আমার প্রতি বিশেষ কৃপাময়। আমি আপনার উপদেশানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

আচার্যদেব—আপনি প্রকৃত কে, আপনার স্বরূপ কি, তাহা কৃপাপূর্ব্বক একবার উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুন। আপনি স্বরূপে নিত্যকৃষ্ণদাস উহাদের মোহ শুনিবেন শুদ্ধ পবিত্র কুলের। আপনার জন্ম-মৃত্যু নাই, আপনি পঞ্চজন বা পঞ্চপ্রদেশবাসী নহেন, আপনি পুরুষ বা স্ত্রী নহেন, আপনি কৃষ্ণ বা বৈষ্ণব নহেন। আপনার কোন শোক-মোহ-ভয় নাই। আপনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের একটি অনবদ্য নৈবেদ্য। পৃথিবীর কোনও অসদ্বার্থপর বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনই আপনাকে এই সকল কথা বলিবেন না বা বলিতে পারেন না। জগতের সকলেই আপনাকে Commercial interest বা bartering System এর (বলির বৃদ্ধির) পরামর্শ ও বুদ্ধিই দিবেন। আমি বিনীত ভাবে করযোড়ে আপনাকে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, আপনি আপনার প্রকৃত শাশ্বত চেতনময় আনন্দময় স্বার্থের অনুসন্ধান করুন। আপনি পূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্পরূপে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করুন।

সার্দ্ধানা সাঃ—আমি কিছু গ্রন্থ পড়িতে চাহি, ইংরাজী ও হিন্দি গ্রন্থ হইলেই সুবিধা হয়।

আচার্যদেব—গ্রন্থ পড়িবার পূর্ব্বে যাঁহারা ভগবদ্ভজনে অনুক্ষণ প্রতিষ্ঠিত আছেন, এরূপ living source এর নিকট হইতে ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করা আরও ভাল।

গিরি মহারাজ—আজ হরিবাসর, আচার্যদেব নিরম্বু উপবাসী। আগামী কল্য আবার আলোচনা হইতে পারিবে।

সার্দ্ধানা সাঃ—আজ একাদশী?

আচার্যদেব—হাঁ, আজ হরির বাসর—হরির দিন—সারা দিন হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের দিন। অন্ন আহারাদিতে প্রবৃত্ত না করিয়া সারাদিন হরিকথায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

সার্দ্ধানা সাঃ—আজ কি কিছুই গ্রহণ করা যায় না?

আচার্যদেব—একান্ত অসমর্থ পক্ষে সামান্য দুগ্ধফলাদি অনুকল্পের ব্যবস্থা, কিন্তু নিরম্বু উপবাসই বিধি।

সার্দ্ধানা সাঃ—আপনি যে কয়েকদিন এখানে আছেন, যাহাতে আপনার সঙ্গ পাই, আমি তাহার চেষ্টা করিব। কিন্তু এই কয়েকদিন ছাড়া অন্য সময়ে, যখন আপনার নিকট আসিতে পারিব না, তখন কি ভাবে আপনার সেবা করিতে পারি?

আচার্যদেব—শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রুত যে সকল কথা আপনার নিকট নিবেদন করিলাম, আপনি সেগুলি আপনার ভাষায় যথাযথা লিপিবদ্ধ করুন, তাহা সংশোধন করিয়া দেওয়া হইবে, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, কোথায় কোথায় defect বা deficiency আছে। ইহাতে গ্রন্থপাঠ হইতেও আপনার অধিকতর উপকার হইবে ; কারণ ইহা direct training, regular coaching. আমি আপনার আর কি সেবা করিতে পারি, বলুন ?

সার্দ্দিনা সাঃ—আমি আগামী কল্য পুনরায় আপনার সমীপে আসিয়া আপনার বাণী শ্রবণ করিব।

আচার্যদেব—আপনার নিকট প্রার্থনা, স্বার্থগতির সেবায় সতত্বান্ হউন—প্রত্যহই যেন ভজনে উন্নতি লাভ করিতে পারেন, এইরূপ দৃঢ় সেবোন্মুখ হউন। সময় কিন্তু দ্রুতবেগে দৌড়াইতেছে।

সার্দ্দিনা সাঃ—আমরা বুঝি না, তাই বৃথা কার্য্যে কত মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিয়া দিতেছি !

আচার্যদেব—আমার স্মরণ আছে, আপনি মূলতান হইতে গত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী শুরু মহারাজের (শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের) নিকট একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। শুরু মহারাজ আমাকে দিল্লী হইতে সেই পত্রের উত্তর লিখাইয়াছিলেন।

সার্দ্দিনা সাঃ—হাঁ, আমার মনে পড়িতেছে। আমি তখন আট মাসের ছুটি লইয়া মূলতানে ছিলাম। আপনার উপদেশ শুনিয়া সত্য সত্যই যেন আপনাতে শ্রীগুরু-মহারাজের কৃপা উপলব্ধি করিলাম। আমি আগামী কল্য পুনরায় আসিব। দণ্ডবৎ।

শ্রীধাম মায়াপুরে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার নিষ্কপট সেবকবৃন্দ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শিক্ষাকুলাবে ও পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে গত ১৮ই কার্ত্তিক, ৪ঠা নভেম্বর, শুক্রবার হইতে একটি সৎশিক্ষাপ্রদর্শনী উদ্বোধন করিয়াছেন। গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি বর্ত্তমান চেয়ারম্যান ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। এবারকার সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে যেসকল লীলা প্রকটিত হইয়াছিল, তাহারই অর্চ্চাবতার-সমূহ ভক্তগণ প্রকটিত করিয়া কীর্ত্তনমুখে সেই সকল তাৎপর্য্য ও শিক্ষা, রাসযাত্রা ও চূড়ামণি যোগ উপলক্ষে সমাগত সহস্র সহস্র ব্যক্তিগণকে জানাইয়া তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। শ্রীধামমায়াপুর লোকারণ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সেবকগণ সকলের নিকট অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া প্রকৃত চূড়ামণি যোগের তাৎপর্য্য শ্রবণ করাইতেছেন।

ভ্রম-সংশোধন

১৪শ সংখ্যা (১৭শ বর্ষ) গৌড়ীয়ের ২৬৭ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে ১৯শ-২০শপংক্তিতে 'স্বর-বিবশ-রাধাগিরিভৃতৌ ব্রজে' স্থানে 'স্বর-বিবশ-রাধাগিরিভৃতোর্ব্রজে', ২৪শ পংক্তিতে 'আনুগত্যালাভের' স্থানে 'আনুগত্যালাভের' ; ২য় স্তম্ভে ২৩-৩য় পংক্তিতে 'উদারপাণিপ্রেষ্ঠ' স্থানে 'উদারপাণিপ্রেষ্ঠ' ; উক্ত সংখ্যার ২৭৬ পৃষ্ঠার ৫ম পংক্তিতে 'পি, এন, লাহিড়ী' স্থানে 'এম, এন, লাহিড়ী' পাঠ হইবে।

চূড়ামণি যোগ

গত ২১শে কার্ত্তিক, ৭ই নভেম্বর, সোমবার পূর্ণিমা তিথিতে সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে চূড়ামণি যোগ উপস্থিত হইয়াছে। ১৩৪১ সালের ২০শে মাঘ, ইংরাজী ১৯৩৫, ৩রা ফেব্রুয়ারী অর্দ্ধোদয়-যোগস্নান উপস্থিত হইয়াছিল। অর্দ্ধোদয়যোগে গঙ্গাস্নান অপেক্ষাও স্মার্ত্ত-বিচারে চূড়ামণিযোগস্নানের ভূয়াধিক্য শ্রুত হয়। শ্রীপদ্ম-পুরাণে চূড়ামণি যোগের সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"সূর্য্যগ্রহঃ সূর্য্যবারে সোমে সোমগ্রহস্তথা।
চূড়ামণিরিতি খ্যাতস্তত্রস্নানফলং শৃতম্।
গবাং শতসহস্রস্য সম্যগ্ দত্তস্য যৎফলম্।
তৎফলং জাহ্নবীস্নানে রাহুগ্রস্তে নিশাকরে।
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে চৈব অবগাহ্যতে জাহ্নবীম্।
স স্নাতা সর্ব্বতীর্থেষু কিমর্থমটতে মহীম্।
সমুপোষ্য তয়োঃ পুণ্যে পুণ্যতীর্থে তু যঃ পুমান্।
দত্ত্বা পিণ্ডোদকং দানং সত্যালোকে প্রতিষ্ঠিতঃ।"

রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ হইলে ও সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলে তাহাকে চূড়ামণি-যোগ বলে। তাহাতে অনন্ত ফল লাভ হয়। ঐ চন্দ্রগ্রহণোপলক্ষে যাঁহারা জাহ্নবী-তটে আসিয়া রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিলে গঙ্গাতে স্নান ও পরে মোক্ষ-স্নান করেন, লক্ষ-সংখ্যক গো দান করিলে যে ফললাভ হয়, তাঁহারাও সেই ফল লাভ করেন। সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ ও অর্থ ব্যয় করিয়া সমস্ত তীর্থে স্নান করিলে যে ফললাভ হয়, এই চূড়ামণি-যোগে গঙ্গাস্নানে সেই ফলই লাভ হয়। শ্রদ্ধাসম্পন্ন জীব পুণ্যতীর্থে শ্রীগৌর-সুন্দরের আবির্ভাবস্থলী নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে আসিয়া ঐ যোগের পূর্ব্বদিন উপবাস করিয়া যদি ঐ গ্রহণান্তে পিতৃ-পুরুষগণের উদ্দেশে জাহ্নবীতটে পিণ্ডদানপূর্ব্বক বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণদিগকে যথাসাধ্য দান করেন তবে তাঁহার চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বোর্দ্ধে সত্যলোকে অবস্থান করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়।

যাহারা ধর্ম্মার্থকামকামনায় অভিভূত, সেই সকল ব্যক্তি-গণের জন্য শাস্ত্রে ঐরূপ ফলশ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ যাঁহারা একান্ত হরিনাম-কীর্ত্তনরূপা শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলনকারী, তাঁহাদের চিত্ত এই সকল ফলশ্রুতিতে আসক্ত হয় না। তাঁহারা নামাচার্য্য শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুরের পাদপদ্মের মহিমা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখবাণী-অবলম্বনে এইভাবে বিচার করেন—

"ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ, তপ, দান।
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
বিপ্র হৈতে তুমি পরম পাবন।"

—চৈঃ চঃ ম ১১।১৯০-৯১

গঙ্গাও পবিত্র হইবার জন্য শ্রীনামাচার্য্যের নিমজ্জন বাঞ্ছা করেন। "গঙ্গার পরশে হয় পশ্চাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ।" গঙ্গার স্পর্শ হইলে পরে পবিত্রতা বিহিত হইতে পারে; কিন্তু শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবের দর্শনমাত্রেই পূত হওয়া যায়। এজন্য যাঁহারা কর্ম্মজড়গণের জড়মিশ্রিত অনুশীলনের পরিবর্ত্তে শুদ্ধ চিদনুশীলনের পক্ষপাতী, তাঁহারা একমাত্র হরিনাম-কীর্ত্তনকেই নিত্য চূড়ামণি-যোগ বলিয়া জানেন। অনিত্য বা সাময়িক তথাকথিত চূড়ামণিযোগ শুদ্ধভক্তিযোগের সহিত তুলিত হইতে পারে না। শরণাগতিই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে যোগযুক্ত হইবার সাধন-চূড়ামণিস্বরূপ। এজন্য শ্রীনাথবেদ্রপুরীপাদ আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন—

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভোঃ স্নান তুভ্যং নমঃ
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে।"

হে সন্ধ্যাবন্দন, তোমার কুশল হউক, হে স্নান, তোমাকে নমস্কার; হে দেবগণ, পিতৃগণ, আমি তর্পণকার্য্যে অক্ষম, আমাকে ক্ষমা কর। যে কোন স্থানে অবস্থিত হইয়া যাদবকুলোত্তংস কংসারিকে স্মরণ করিতে করিতে পাপ দূর করিব, ইহাই আমি পর্য্যাপ্ত মনে করি, আমার অন্য কিছু নিষ্প্রয়োজন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব

গত ৬ই কার্ত্তিক (১৩৩৪), ২৩শে অক্টোবর (১৯২৭) রবিবার শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার ভারতীয় মঠ ও প্রচার-কেন্দ্রসমূহে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এবার পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীগৌড়ীয়পদ্ধতি অনুসারে অন্নকূট-মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন।

শ্রীগোবর্দ্ধনে—২০৮ প্রকার ভোগবৈচিত্র্যসহ মহা-সমারোহে কীর্ত্তনমুখে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব হইয়াছে। শ্রীপাদ ত্রৈপুরী মহারাজ অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও শ্রীপাদ গিরি মহারাজ সাহিত্যে বক্তৃতা করিয়াছেন।

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে—শ্রীসারস্বতপ্রবণসদনে ৮০৯ প্রকার ভোগোপকরণ সজ্জিত করিয়া শ্রীগিরিধারী জীউর পূজা ও ভোগরাগ কীর্ত্তনমুখে সম্পাদিত হইয়াছে। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু পৌরোহিত্যে শ্রীগিরিধারী জিউর পূজা ও সংকীর্ত্তনমুখে ভোগ-রাগ সম্পাদন করিয়াছিলেন। যথাসময়ে যথাবিধি সেই পূজারও বাদ্য হইয়াছিল। এদিকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ 'শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টক' ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-প্রসঙ্গ পাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী 'শ্রীগো-বর্দ্ধনবাসপ্রার্থনাদশকম্' কীর্ত্তন ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অন্নকূট-মহোৎসব-কথা পাঠ করেন। ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভৃতি, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভৃপ্রমুখ বৈষ্ণবগণ বহু ওজস্বী সজ্জন-সমীপে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার রহস্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বেলা ১০ ঘটিকায় শ্রীসারস্বতপ্রবণ সদনের দ্বার উন্মুক্ত হইলে সহস্র-সহস্র পুরুষ ও মহিলা অন্নকূট দর্শন করেন। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত মঠ লোকে লোকারণ্য হই-য়াছিল। রাত্রি ১০।টায় অন্নকূট হইতে বহু প্রার্থীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীধামমায়াপুরে—গত ২৩শে অক্টোবর (১৯২৭) শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব শ্রীগোবর্দ্ধন-বাসপ্রার্থনা-দশকম্' কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের অন্নকূট-মহোৎসব ব্যাখ্যা, নগরকীর্ত্তন, নানাবিধ বিচিত্র নৈবেদ্য-সম্ভার-সহ শ্রীগিরিধারী জিউর পূজা ও ভোগরাগ, ভোগারাত্রিককীর্ত্তনের পর মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বিভিন্ন মঠে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা

রেঙ্গুন গৌড়ীয় মঠের অন্নকূটের দৃশ্য রেঙ্গুনের সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক 'রেঙ্গুন গেজেট' পত্রের ২৭শে অক্টোবর (১৯২৭) বৃহস্পতিবার-সংখ্যায় বিস্তৃত বিবরণসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কটক, পুরী, মাদ্রাজ, কলম্বো, বোম্বে, পাটনা, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, দিল্লী, কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন, মথুরা, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি স্থানের যাবতীয় মঠেই শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে নিয়মসেবা

উর্জ্জব্রত উপলক্ষে গত ৪ঠা অক্টোবর (১৯২৭) হইতে ৭ই নবেম্বর পর্য্যন্ত মাসাধিককালব্যাপী ঢাকা-শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের কীর্ত্তন-মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে মঙ্গলারাত্রিককীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যাখ্যা, ঢাকার বিভিন্ন পল্লীতে নগরসংকীর্ত্তন, শ্রীমন্দির-পরিক্রমা ও শ্রীবিগ্রহ-সম্মুখে বিজ্ঞপ্তিকীর্ত্তন গৃহে গৃহে নাম-প্রচার; মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিককীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ; অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী এবং সন্ধ্যারাত্রিককীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ-কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধ হইতে ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্রের আখ্যানের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যান ও কীর্ত্তন এবং বিশেষ বিশেষ উৎসবদিবসে শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যার পূর্ব্বে বা পরে বক্তৃতাদিও হইয়াছে। ঢাকা ও তন্নিকটবর্ত্তী বা দূরবর্ত্তী বহুস্থান হইতে

বহু লিখিত ও সধ্যান্ত সজ্জন ও মহিলাবর্গ প্রত্যহ মঠে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের সুসিদ্ধান্ত-শ্রবণে পরম উপকৃত হইয়াছেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নিত্যসেবা-কালীন নিম্নলিখিত উৎসবগুলি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে :—

১২ই আশ্বিন (১৩৩৫), ৪ঠা অক্টোবর (১৯৩৮) রবিবার শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব; ৬।১০।৩৮—শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরূপনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব; ৯।১০।৩৮—শ্রীমুরারি গুপ্তের তিরোভাব; ১৪।১০।৩৮—শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব; ২০।১০।৩৮—শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব; ২৩।১০।৩৮—শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব; ২৪।১০।৩৮—শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব ৩১।১০।৩৮—শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী, গোপাষ্টমী, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর ও শ্রীনরহরি পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব; ৩।১১।৩৮—উত্থানৈকাদশী, ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব; ৪।১১।৩৮—শ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-মহোৎসব ও সাধারণ মহামহোৎসব; ৬।১১।৩৮—শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব; ৭।১১।৩৮—শ্রীশ্রীরুক্মের রাসযাত্রা, শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব, শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব ও মহোৎসব-সমাপ্তি।

উল্লিখিত উৎসবসমূহের মধ্যে নিম্নরেখ উৎসব-চতুষ্টয় বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানবর্ষে ঢাকা মঠের একাধিকসহস্রতম (১০০১)ভোগোপকরণবৈচিত্র্য-সহ শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই দিবস অন্নকূট দর্শনার্থ বহুসহস্র লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। সকলকেই যথাসাধ্য কিছু কিছু প্রসাদ দেওয়া হইয়াছে। ৩রা নবেম্বর শ্রীউত্থানৈকাদশী-দিবস নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামিমহারাজের তিরোভাব-বাসর। এই দিবস প্রাতে শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রা এই দিবস ভক্ত-বৎসল শঙ্খনিধি রোড্, মদনমোহন বণিক রোড, র‍্যাঙ্কিন-ষ্ট্রীট্, ঠাটারী বাজার, নবাবপুর রোড্, জনসন্ রোড্, দিগ্-বাজার, ফরাসগঞ্জ, সূত্রাপুর, গাণ্ডারিয়া, ফরিদাবাদ, পারীদাস রোড্, হৃষীকেশদাস রোড্, এক্রামপুর ও নারিন্দা প্রভৃতি বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; ফরিদাবাদ ভ্রমণ-কালে, যখন ঢাকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হন নাই, সেই সময় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্যতম ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ঢাকায় প্রথমবার শুভবিজয় করিয়া—(১৩২৬ সন, ৪ঠা ফাল্গুন, ইং ১৯১৯, ২১শে অক্টোবর হইতে তিনদিন)ফরিদাবাদ-অঞ্চলের যে স্থানে ও গৃহে অবস্থান করিয়া ঢাকা-নগরীতে হরিকথা-মৃতবন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কপূত সেই স্থানটি পরিক্রমা করিয়া তথায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মাহাত্ম্য-সূচক কীর্ত্তনাদি করা হয়। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক এতৎসম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। এই দিবস শ্রীমঠের ভক্তবৃন্দ অহর্নিশ উপবাসী থাকিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীহরিদাস-নির্য্যাণোৎসব, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর চরিতামৃত ও 'পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর' গ্রন্থ পারায়ণ, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবমহিমসূচী পদাবলী ও মহানাম কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যায় বিরাট্ সভায় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ যথাক্রমে 'শ্রীশ্রীগৌরকিশোর-পাদপদ্মমাহাত্ম্য' সম্বন্ধে বক্তৃতাদি-দ্বারা কীর্ত্তন-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন।

৪ঠা নভেম্বর শুক্রবার সাধারণ-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মঠসমূহে যে সকল বিশেষ বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ঢাকা-শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের এই উৎসবটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই দিবস পূর্ব্বাহ্ণ হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত ঢাকা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী এবং দূরবর্ত্তী বহুস্থান হইতে অগণিত পুরুষ ও মহিলার সমাবেশ হইয়াছিল। আবালবৃদ্ধবনিতা অন্যূন বিংশতিসহস্র লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। বহু কাঙ্গালী ভগবৎপ্রসাদ পাইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়, অনন্তর ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে বেলা ১ ঘটিকা হইতে প্রসাদ-বিতরণ আরম্ভ হয়। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক রাস্তায় একটি অস্থায়ী জলকল, দুইটি ট্যাঙ্ক, উচ্ছিষ্টপত্রাদি ফেলিবার জন্য গাড়ী এবং কাঙ্গালী ভোজনের জন্য রাস্তার ব্যবস্থা করিয়া শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। চেয়ারম্যান মহোদয় সেক্রেটারী বাবুর সহিত রাত্রে শ্রীমঠে আসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। বহু স্বেচ্ছাসেবকও এই দিবস পরিবেশনাদি কার্য্যে অধিকরাত্র পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সকলেরই প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। এত বড় বিরাট্ উৎসব এত শৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন হইবার একমাত্র মূলীভূত কারণ—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অহৈতুক-কৃপাশীর্ব্বাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অনেকে বলিয়া-ছেন,—এরূপ বিরাট্ কীর্ত্তন-উৎসব পূর্ব্বে আর এখানে অনুষ্ঠিত হয় নাই।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে উর্জ্জব্রত

কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন-মুখে মাসাধিককাল ব্যাপী উর্জ্জব্রত-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-মহারাজ ২৮শে অক্টোবর হইতে প্রত্যহ প্রত্যূষে শ্রীশ্রীল ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়দের 'উপদেশামৃত' ব্যাখ্যা করিতেছেন। আমাদের পরম গৌরবের বিষয় ঐল আচার্যদেব এবার তাঁহার পশ্চিমভারতবিজয়কালীন সহ বিশিষ্ট সজ্জনগণের নিকট বিভিন্ন বিষয়াবলম্বনে যে সকল হরিকথামৃত বর্ষণ করিয়াছেন, সেই সকল সুতর্কিত ভুবনমঙ্গল-ময়ী বাণী 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহোদয় তাঁহার স্মরণপুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিতেছেন।

মানহানি মামলার 'মোশন' বাতিল

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণের বিরুদ্ধে শ্রীযুত বি, এন্, পর্ব্বত কর্ত্তৃক আনীত মানহানি নোকদ্দমা-সম্পর্কে আলীপুরের ফার্ষ্ট ক্লাস অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় মি বি, সি, ঘোষ মহোদয় অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া গত ২১শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) যে রায় ('গৌড়ীয়' ১৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য) দিয়াছিলেন, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইতে পারিয়া উক্ত ফরিয়াদী পর্ব্বত ২৪ পরগণার মাননীয় ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ এম্, এইচ, বি, লেথব্রিজ মহোদয়ের এজলাসে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের আসামীগণকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিবার রায়কে রদ করিয়া মহামান্য হাইকোর্টে সুপারিশ করিবার জন্য যে দরখাস্ত পেশ করিয়াছিলেন, তাহা মাননীয় জজ বাহাদুর সরাসরি নামঞ্জুর করিয়াছেন (Summarily dismissed)। নিম্নে ৬ই নবেম্বর (১৯৩৮) রবিবার তারিখের 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রে প্রকাশিত সংবাদটি পাঠকগণের অবগতির জন্য প্রদত্ত হইল :—

Petition Against Acquittal

Defamation Charge

[The Sunday Statesman, Nov. 6, 1938]

Mr. M. H. B. Lethbridge, District Judge, of 24 Parganas, has summarily dismissed the application filed by Swami Bhakti Swarup Parbat, a disciple of the founder of Gaudiya Math, of Baghbazar, asking the Judge to recommend to the High Court that the Judgment of an Alipore Magistrate acquitting five persons whom the Swami had charged with defamation should be quashed.

On the complaint of the Swami, Mr. Sundarananda Vidyavinode, Editor, and Mr. Ananta Basudev Vidyabhusan, Printer and Publisher of Gaudiya, a weekly journal, and three others were charged with defamation before an Alipore Magistrate. It was alleged that following a disagreement over the management of the math, an article containing defamatory allegations was published in the journal, and later, some leaflets containing similar allegations were distributed at a meeting held at Bhowanipore in connection with the math.

The defence was that the allegations were published in good faith with a view to informing the public about the true state of affairs relating to the Math.

The Magistrate acquitted all the accused, and the Swami moved the Judge against the order of acquittal.

In dismissing the application, the Judge remarked that when there had been an acquittal after a full and careful trial, an altogether exceptional case would have to be made out to justify a reference to the High Court. No such case had been made out in the present case. "I am satisfied", said the Judge, "that there was no material illegality or irregularity in these proceedings and certainly no failure of justice such as would justify making a reference against the order of acqnittal. The parties are connected with the Gaudiya Mission and the case, I regret to say, is the outcome of *Odium theologicum*."•

• Odium theologicum—Enmity among contending theologians, Ecclesiastical quarrels

গত ৬ই নবেম্বর (১৯৩৮) রবিবার তারিখের 'অমৃতবাজারপত্রিকা'তেও "Gaudiya Math Case : Motion against acquittal rejected"—এইরূপ শীর্ষ-নামসহ উক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ তারিখের 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড', দৈনিক বসুমতী ও আনন্দবাজার পত্রিকাতেও ঐ সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় মিশনের উপর অত্যাচারের অভিযোগ

কৃষ্ণনগর সদর ফৌজদারী আদালতে শ্রীগৌড়ীয় মিশনের অন্যতম সেবক শ্রীঅমৃতানন্দ সেবাবিলাস ফৌজদারী কার্য্য-বিধি আইনের ১০৭ ধারা মতে কৃষ্ণনগর-নিবাসী জুরন বিশ্বাস (মুসলমান), বাবের আলি মণ্ডল (মুসলমান), হরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী এবং কলিকাতা ১১৪এ ল্যান্সডাউন রোড, নিবাসী কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণের (সাহা) বিরুদ্ধে এক দরখাস্ত দাখিল করেন।

উক্ত দরখাস্তে প্রকাশ যে, কুঞ্জবিহারী সাহার প্ররোচনায় রিসিভার বাবু পি, এন, ঘোষ জনৈক জুরন বিশ্বাস নামীয় মায়াপুরাজ মুসলমানকে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত জুরন বিশ্বাস বাবের আলি মণ্ডল প্রভৃতি কতিপয় মুসলমানের সহযোগে স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয় মিশনের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার সর্ব্বৈব মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিমূলক অভিযোগ উত্থাপন করিয়া যাহাতে সকল মুসলমান-সম্প্রদায় একযোগে মঠবাসীদিগকে অপদস্থ করেন এবং মঠের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তদুদ্দেশ্যে উত্তেজিত করিতেছেন। হিন্দু-মুসলমান মধ্যে ঐস্থানে কখনো কোন প্রকার বিবাদ বা বিরোধ ছিলনা, বরং মঠবাসিগণ প্রতিবেশী মুসলমানদের সহিত পরম সৌহৃদ্য-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। গৌড়ীয় মিশনকে বিপদ্‌গ্রস্ত করা এবং তাহাকে সমূলে ধ্বংস করা উক্ত কুঞ্জবিহারী সাহার উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে।

আদালতের বিচারে আদেশ হইয়াছে যে, দরখাস্তকারী এবং পূর্ব্বোক্ত ৪জন প্রত্যেকে ১০০০৲ এক হাজার টাকার দুইজন জামিন-সহকারে এক বৎসরের মুচলিকায় আবদ্ধ থাকিবেন। তামাদী ১১।১১।৩৮ দিন ধার্য্য আছে।

নিম্নে উক্ত দরখাস্তের নকল এবং রায়ের নকল লিপিবদ্ধ হইল। উহা পাঠে কুঞ্জবিহারী সাহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দাখিল হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানা যাইবে।

In the Court of S. D. O. Sadar, Krishnagar

In the matter of a petition under section 107 Cr. P. C.

And

In the matter of Amritananda Sevavilas of Gaudiya Mission at present residing at Kunja Kutir, Krishnagar, Nadia···petitioner.

Versus

1. Juron Biswas, Krishnagar, Nadia ;
2. Babar Ali Mandal of Bahirgachi at present residing at Krishnagar ;
3. Kunja Behari Vidyabhusan (Saha), 114A Lansdowne Road, Calcutta ;
4. Hariprosad Brahmachari, Krishnagar, Nadia·····opposite party.

The humble petition of the abovenamed petitioner most respectfully sheweth :—

That your honour is aware that a party of men including some Up-country goondas tried surreptitously to take forcible possession of Sri Chaitanya Math at Mayapur at the instigation of Kunja Behari Vidyabhusan and others and created a breach of the peace.

That the petitioner has been informed that the said Kunja Babu unsuccessful in his attempt to take possession of the Mayapur Math has influenced the receiver Mr. P. N. Ghose to appoint one Juron Biswas, a man of litigous habits, for the purpose of fomenting trouble.

That this appointment of Juron Biswas in a concern which involves deep religious sentiments of the members of the Math and the public interested therein is surprising and significant.

That the result which has actually followed the enlisting of Juron Biswas' service by the receiver sets at rest any doubt which might have been regarding the motives of the receiver in collusion with Kunja Behari Saha in the latter's studied attempts to put the Mission in trouble and sap its very existence.

That on 28th September, 1938, Juron Biswas with several persons including Babar Ali and others went to Mayapur and falsely incited the Mussalman residents of the village stating that the Hindu Institution Gaudiya Mission was oppressing them (Mussalmans) in all possible ways, that it was depriving them even of their homes and hearths and that it was bent upon completely extirpating them and that all Mussalmans must join together to fight the Hindus and try all other means to humiliate the members of the Math.

That in fact the relation between Sri Gaudiya Mission and the Mussalman residents of the village Mayapur and other neighbouring villages have been most cordial and there has never been any attempt on the part

of the said Mission to oppress them in any way or do any harm to them. On the other hand, as a matter of fact, they have been living in perfect peace,

That the said Math has always helped the Mussalman neighbours in times of need and trouble which they themselves have always appreciated and gratefully acknowledged. That in its very constitution and principle the said Math has nothing to do with communalism.

That the said Juron Biswas and his associates did their best at Mayapur to incite communal feelings and discontent even amongst the Mussalman Gomastha, piada and other employees of the Mission.

That the petitioner reliably understands that the said Juron Biswas and his companions have been moving amongst other Mussalmans of the neighbouring villages also and trying to inflame communal feelings.

That the said Juron Biswas together with his associates have also been approaching some neighbouring Zemindars who are not favourably disposed towards the Mission for various reasons and inciting them to help him with men to make a raid upon the properties of the Mission to take forcible possession of the same.

That the properties at Mayapur and in the neighbourhood are not the personal and private properties of anybody or of Prabhupad Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj over which a receiver has been appointed in a testamentary suit pending in the Hon. High Court. The said Mayapur properties appertain to public religious trust of which your petitioner is one of the beneficiaries and is vitally interested in them as such.

That in the interest of peace and tranquility it is necessary that the said Juron Biswas and other people named above as opposite party who are his associates should be served with a notice under section 107 of the Cr. P. C. and bound over to keep the peace. There has already been a breach of the peace once, and a case is pending in your honor's court, moreover a civil suit is pending concerning private or public nature of the trust regarding the properties in question in the court of the subordiante Judge, Krishnagar. So it is prayed that the vagaries of the receiver and Kunja Babu through men like Juron Biswas and his other associates mentioned above should at once be stopped.

That the petitioner understands that the receiver Mr. P. N. Ghose after setting up the said Juron Biswas and others cleverly left Calcutta on the 28th September, 1938 by 2 P. M. train for some Up Country town, but that should not absolve him from the responsibility of his acts.

That therefore the humble petitioner prays that your honor may be pleased to issue notice to the other party to show causes as to why they should not be bound over under section 107 of the Cr. P. C. and in the meantime necessary steps may be taken to meet the emergency.

Case under Section 107 Cr. P. C.
In S D.O.'s Court, Krishnagar, Nadia
Order dated 21st october. 1938.

Heard argument both sides. The principal point whether the receiver actually took possession of the properties in question or not. If the receiver did take possession even a stranger to the action cannot oust him. But if he did not, this court cannot help him. There are certain proceedings pending before the Magistrate here in which the question of possession is likely to be settled. Till then the feelings between the parties and threatening a breach of the peace in any amount have to be controlled in the interest of the peace. I, therefore, consider it necessary to draw proceedings under sec. 107 Cr. P. C. against both parties in bond of Rs. 1000/- each with two sureties of like amount for one year. Cause may be shown on 11-11-38.

Sd/- Abdul Halim,
S. D. O.
21-10-38.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীনবদ্বীপীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিতাংপরিষদের একনাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ ১৯শে নভেম্বর, ১৯৩৮ | ১৬শ সংখ্যা

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

'আমি সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব, শিষ্য করিলে গর্ব্বরূপ ভজন নষ্ট হয়'—এই উৎকট ভক্তাভিমান ত্যাগ করিয়া দৈন্যের সহিত শুদ্ধনামগ্রহণাচার ও শুদ্ধনাম-প্রচাররূপ গুরুর কার্য্য করিলে জড়প্রতিষ্ঠারূপ বিষয়-তরঙ্গ প্রবল হইতে পারে না।

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতি পার্ষদমহাত্মগণের গ্রন্থ লিখিয়া উপদেশ-প্রদান এবং শ্রীমন্নরোত্তম, শ্রীল মধ্বরামানুজাদির বহুশিষ্যকরণকে ভক্তাঙ্গের বাধক ও বিষয়-তরঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিয়া অনেক নির্ব্বোধ লোক প্রকৃত অকিঞ্চন-ভক্তগণের চরণে অপরাধী হন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকর্ত্তৃক অচৈতন্যজীবের চৈতন্য সম্পাদিত হইলে পর সেই সকল লব্ধচৈতন্য কৃষ্ণসেবোন্মুখ জীব পুনরায় আচার্য্যরূপে অপর অচৈতন্যজীবের চৈতন্য সম্পাদন পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ করিতে থাকেন। এইরূপে অচ্যুতগোত্রবৃদ্ধি বা শ্রৌত-পন্থা-প্রসার (হয়)।

—চৈঃ চঃ অনুভাষ্য ম।৭।১৩০,১৫২

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এবং বাবুরাম অগ্নিহোত্রী ও রায় বাহাদুর সার্দ্দানা

গত ২০শে অক্টোবর (১৯৩৮) সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার পারিষদ, গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ পরিচিতাভিধেয় গোস্বামী প্রভুর শ্রীমুখবাণী শ্রবণার্থ লক্ষ্ণৌ-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবুরাম অগ্নিহোত্রী মহাশয় উপায়ন-হস্তে লক্ষ্ণৌ-বারাণসীবাসগণ 'শ্রীকৃষ্ণভবনে' আগমন করেন। পূর্ব্বে গৌড়ীয়-সম্পাদকের সহিত তাঁহার কিয়ৎকাল নির্ব্বি-শেষ ও সবিশেষবাদ-সম্বন্ধে আলোচনা হয়। অগ্নিহোত্রীজী চরমে নির্ব্বিশেষ-উপলব্ধিরই পক্ষপাতী। তাঁহার বিচারে চরম অবস্থা নির্ব্বিশেষ ব্যতীত অন্য কিছু হইলে আর উহাকে 'চরম' বলা যাইতে পারে না। যখন এই সকল আলোচনা হইতেছিল, তখন পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তথায় কৃপা পূর্ব্বক অবতরণ করেন। অগ্নিহোত্রীজী আসন হইতে উত্থিত হইয়া সকলের শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভ্যর্থনা করেন ও তাঁহার সমীপে উপায়নাদি প্রদান পূর্ব্বক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। পূর্ব্ব-প্রসঙ্গের বিষয় অবগত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব কিছুকাল দেব-ভাষায় অগ্নিহোত্রীজীর সহিত ভক্তির নিত্যত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কিছুকাল পরে রায় বাহাদুর মদন-গোপাল সার্দ্দানা মহাশয় সেই বিদ্বৎ-সভায় উপস্থিত হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব হিন্দি ও ইংরাজী ভাষায় আলোচনা আরম্ভ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের সেই সকল উপদেশ ও কথোপকথনের মর্ম্ম গৌড়ীয়-পাঠক-গণের জন্য বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল।

অগ্নিহোত্রীজী—চরমে কিরূপে 'ভক্তি' থাকিতে পারে? ভক্তি থাকিলে ত' দ্বৈতজ্ঞান থাকিল। দ্বৈতজ্ঞানই ত' অবিদ্যা।

আচার্য্যদেব—ভক্তি—নিত্যা, সুতরাং মুক্তির পরেও ভক্তি। ব্রহ্মভূত হইবার পর পরা ভক্তি লাভ হয়।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।
(গীতা ১৮।৫৪)

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।
(ভাঃ ১০।৮৭।২১ শ্রীধর-ধৃত সর্ব্বজ্ঞভাষ্যকার-ব্যাখ্যা ও নৃসিংহ-তাপনীতে ২।৫।১৬)

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।
(ভাঃ ১।৭।১০)

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।
(ভাঃ ১২।১১।৬২)

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্য উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীত-চেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্।
(ভাঃ ২।১।৯)

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।
(শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)

এ স্থানে শ্রুতি পরমেশ্বরে ও শ্রীগুরুদেবে পরা ভক্তির কথা বলিয়াছেন। ভক্তির নিত্যত্ব না থাকিলে তাহা 'পরা' শব্দবাচ্যা হইত না। ব্রহ্মভূত অবস্থার পর এই পরা ভক্তির লাভ হয়। মুক্তগণ এই 'পরা' ভক্তির যাজন করেন। শুকদেব গোস্বামী, সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার ও নারদাদি পরম মুক্ত পুরুষগণ এই পরা ভক্তি যাজন করেন। স্বয়ং আত্মারাম শম্ভু নিত্যকাল সঙ্কর্ষণ-রামের প্রতি এই পরা ভক্তি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই পরা ভক্তি-যাজন অবিদ্যার কার্য্য নহে—ইহা জড় দ্বৈতজ্ঞান নহে। এই পরা ভক্তিই সাধ্যভক্তি। ভক্তির নিত্যত্ব, ভজনীয় বস্তুর নিত্যত্ব ও ভক্তের নিত্যত্ব যে বৃত্তিতে নিত্য বর্ত্তমান, তাহাই পরা ভক্তি। চরম প্রয়োজন নির্ব্বিশেষ হইলে ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাতার নিত্যত্ব সংরক্ষিত হইতে পারে না, তাহা হইলে বেদমাতা গায়ত্রীও অনিত্যা হইয়া যায়। কিন্তু 'সত্যং

পরং ধীমহি' (অর্থাৎ 'বয়ং ধ্যায়েমঃ')—আমরা বৈয়াসকি-সম্প্রদায় বাস্তব সত্যেরই ধ্যান করি। ধ্যেয় অসত্য বস্তু হইলে এই শ্রুতিবাক্য নিরর্থক হইয়া যায়।

অগ্নিহোত্রীজী—ইহা গৌরবে বহুবচন হইতে পারে (অর্থাৎ 'আমিই ধ্যান করি' না বলিয়া 'আমরা ধ্যান করি' বলা হইয়াছে)।

আচার্য্যদেব—নাও হইতে পারে; কারণ ব্যাস এখানে সপরিকরে বাস্তব সত্যের ধ্যান করিতেছেন। বিশেষতঃ বেদব্যাস-কীর্ত্তন-কারীর ও ধ্যানকারীর বহুত্ব, ধ্যেয় বস্তুর একত্ব ও ধ্যান বা কীর্ত্তনের নিত্যত্বই বেদ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা **পশ্যন্তি সূরয়ঃ** দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।

(১।২২।২০ ঋক্)

গৌরবে বহুবচন হইলেও ধ্যেয় বস্তু 'সত্যং' 'পরং'; সুতরাং ধ্যানও (ভক্তিও)—সত্য ও পরা অর্থাৎ নিত্যা বলিয়া মুক্তাবস্থায়ও ভক্তি থাকিবে।

অগ্নিহোত্রীজী—শ্রুতি কি জীবের নিত্যত্ব স্বীকার করেন?

আচার্য্যদেব—জীবের নিত্যত্ব সম্বন্ধে শ্রুতিতে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে—

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।"

(কঠ ২।১৩ ও শ্বেঃ ৬।১৩)

যিনি নিত্যবস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, চেতন বস্তু-সমূহের মধ্যে চেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।

(মুণ্ডক ৩।১।১-২, শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬-৭)

[সর্ব্বদা সংযুক্ত, সখ্যভাবাপন্ন দুইটি পক্ষী একটি দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মায়াধীন অর্থাৎ জীব, দেহকে দেহিজ্ঞানে নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখ-দুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। অন্যতম মায়াধীশ অর্থাৎ পরমেশ্বর, ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপে পরিদর্শন করেন। কর্ম্মফলের ভোক্তা জীব একই দেহবৃক্ষে অবস্থিত হইয়া মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে আত্মবুদ্ধি-জন্য শোক করেন। যখন আপনা হইতে ভিন্ন সেব্য পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, তখন সমস্ত শোকনির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও মহিমার অনুশীলন করেন।]

অগ্নিহোত্রীজী—এই শ্রুতি-মন্ত্রের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার হয় বটে, কিন্তু চরমে ইঁহাদের ভেদ কিরূপে প্রমাণিত হয়?

আচার্য্যদেব—শ্রুতি যে পরব্রহ্মকে নিত্যগণের মধ্যে নিত্য, চেতনগণের মধ্যে চেতন বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা কি বহু চেতন জীবাত্মার নিত্যত্ব প্রমাণিত হইল না? চরমাবস্থায় অণুচিৎ জীবাত্মার নিত্য অস্তিত্ব না থাকিলে শ্রুতি 'চেতনানাং ও নিত্যানাং' শব্দ ব্যবহার করিতেন না। গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অজো **নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ**"

(গীতা ২।২০)

জীবাত্মা—জন্মরহিত, নিত্য, সনাতন ও পুরাতন।

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং **সনাতনঃ**।"

(গীতা ২।২৪)

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ **সনাতনঃ**।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।

(গীতা ১৫।৭)

[আমি সর্ব্বেশ্বর। জীবসকল আমার অংশ (বিভিন্নাংশ) ও নিত্য অর্থাৎ ঘটাকাশাদির ন্যায় কল্পিত নয়; জীবাত্মা সনাতন, এই প্রপঞ্চে বদ্ধ হইয়া প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ের নিগড় স্বকীয় ভ্রম-বশে বহন করিতেছে।]

অগ্নিহোত্রীজী—তাহা হইলে শ্রুতিরই যে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" বলিয়াছেন, এ কথার সার্থকতা কি?

আচার্য্যদেব—'ব্রহ্মৈব ভবতি' শব্দে ব্রহ্মের সমান লোক লাভ—চতুর্ব্বিধ মুক্তিলাভ-কামনা নাই, তথাপি স্বাভাবিকভাবে তাহার প্রাপ্তি; যেমন—

"এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ"

(বৃহদাঃ ৩।৮।১০)

[যে পণ্ডিত, তিনি তত্ত্বকে অবগত হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।]

"তস্মাদ্ বিদ্বান্ নির্বিদ্য প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।"

(বৃহদা: ৪।৪।২১)

[বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তাঁহাকে (পরব্রহ্মকে) শাস্ত্রাদি হইতে অবগত হইয়া প্রেমভক্তি-লাভার্থ যত্ন করিবেন।]

এখানে 'প্রজ্ঞা' শব্দে 'প্রেমভক্তি'। বীর ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ হন ও প্রেমভক্তির যাজন করেন। মুক্তপুরুষের ভজনই—প্রেমভক্তি, ইহাই সাধ্য ভক্তি বা পরা ভক্তি।

"প্রাণো হেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।"

(মুণ্ডক ৩।১।৪)

[যিনি প্রাণীদিগের মূলাধার, যিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশিত আছেন, বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রেমভক্তিরূপ বিজ্ঞানের সহিত সেই পরমপুরুষকে অবগত হইয়া অতিবাদী হন না অর্থাৎ ভগবানের গুণকীর্ত্তন ব্যতীত জীবন্মুক্তের আর অন্য কোন ক্রেশ কীর্ত্তনীয় বিষয় থাকে না; সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ ভগবানে প্রতিবিশিষ্ট ও তাঁহার প্রেমলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করেন—এইরূপ পুরুষই ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।]

তিনিই ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—যিনি "আত্মক্রীড়, আত্মরতি, ক্রিয়াবান্"। মুক্তির পরে যে প্রেমভক্তির কথা, তাহাকেই শ্রুতি 'আত্মরতিঃ', 'আত্মক্রীড়ঃ', 'ক্রিয়াবান্'—প্রভৃতি শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্ নিষ্ক্রিয় নহেন—তিনি লীলাপুরুষোত্তমের চিদ্বিলাসের সহচর।

অগ্নিহোত্রীজী—'সবিশেষ' বলিতে আপনি কি মনে করেন?

আচার্য্যদেব—আমার মনে করা, না করার কথা নহে, শ্রৌত বিচারে 'সবিশেষ' বলিতে চিদ্বিলাসবান্—ইহাই তত্ত্ববস্তুর পূর্ণ প্রতীতি, আর নির্ব্বিশেষ, জড়-বিলাসরহিত ভাব—ইহা আংশিক অসম্যক্ (অসম্পূর্ণ) আদি অস্ফুট প্রতীতি-মাত্র।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।

(ভাঃ ১।২।১১)

কেবল চিন্মাত্র-বা জ্যোতি—ব্রহ্ম-প্রতীতি, সচ্চিদ্‌বৃত্তি-দ্বারা যে তত্ত্ববস্তুর ধারণা, তাহা পরমাত্ম-প্রতীতি, সচ্চিদানন্দ-বৃত্তিদ্বারা তত্ত্ববস্তুর যে ধারণা, তাহাই ভগবৎপ্রতীতি। যোগিগণের ধারণায় আনন্দবৃত্তি নাই, তাহা আংশিক। পরাৎপরতত্ত্ব—পূর্ণ রসময় বিগ্রহ, তিনি আনন্দের নিত্য ভোক্তা—

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি।" (তৈঃ ২।৭)

এখানে "আনন্দী ভবতি" মন্ত্রে একজন আনন্দের আশ্রয়, আর একজন আনন্দের বিষয় ও তাঁহাদের মধ্যে আনন্দের নিত্য বর্ত্তমানতা প্রমাণিত হইতেছে। এই আনন্দ জড়ানন্দ নয়—মুক্তির পর যে পরম আনন্দ, উপাদেয়, পরম চমৎকার চিদ্‌ঘনানন্দ, তাহা। এই আনন্দের ভোক্তা জীব ব্রহ্ম নহেন; তিনি পুংলিঙ্গ—পুরুষোত্তম—রসো বৈ সঃ। জড়বিলাসের কথা তথায় আরোপিত হয় নাই, তাহা হইলে তাহা anthropomorphism রূপ অপরাধ হইয়া যাইবে। তথায় চেতনবিলাস নিত্য বর্ত্তমান—অজ্ঞানবিলাস বা অচিদ্‌বিলাসের কোনই প্রসঙ্গ নাই। 'সূরয়ঃ' বলিতে জ্ঞানিনঃ—পার্ষদাঃ, মুক্তাঃ। 'সদা পশ্যন্তি'—বর্ত্তমানে 'দৃষ্টে'। মুক্তির পরে পরা ভক্তি বা সাধ্য ভক্তি, তৎপূর্ব্বে সাধন ভক্তি। একই জিনিষ—একটি অসম্পাবস্থা, আর একটি পক্কাবস্থা। জড় স্থূল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বা আধ্যক্ষিক চেষ্টার দ্বারা অধোক্ষজ-তত্ত্বকে জানিবার চেষ্টায় নির্ব্বিশেষ-বাদের উৎপত্তি, তাহাতে "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—এইরূপ অবস্থা লাভ হয়। ইহাই পরাগ্‌গতি, আরোহ-চেষ্টা বা inductive process আর—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্—

(মুণ্ডক ৩।২।৩, কঠ ২।২৩)

এই শ্রুতি-মন্ত্রের বিচারানুসারে অথবা—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।

(ভাঃ ১০।১৪।২৯)

—শ্রীমদ্ভাগবতের এই বিচারানুসারে ভগবৎ কৃপার দ্বারা ভগবান্‌কে জানাই প্রত্যাগতি, অবরোহ-পথ বা deductive process. বস্তুর স্বরূপে, অন্তরে যাহা আছে, তাহাই প্রকট করা—disclose, discover করা—অনাবৃত করা—আবিষ্কার করা।

অগ্নিহোত্রীজী—যাহারা ভগবৎকৃপার পক্ষপাতী, তাঁহারা কি নিজেরা কোনও প্রকার চেষ্টা বা সাধন করেন না?

আচার্য্যদেব—তাঁহাদের সাধনে কৃপা ও ভক্তির সমন্বয় আছে। ভবাম্বুধিতে পতিত ব্যক্তির উদ্ধারের জন্য ভগবানের কৃপারজ্জু নিয়তই কূপমধ্যে লম্বমান রহিয়াছে। ভক্ত সেই কৃপারজ্জুকে ধারণ করিবার জন্য সাধন করিয়া থাকেন—কৃপালাভার্থই তাঁহার সাধন—নিজের চেষ্টায় তিনি উদ্ধার লাভ করিতে পারিবেন—এইরূপ আত্মম্ভরিতা তাঁহার নাই বা সিদ্ধিলাভ হইলে ভগবৎ-কৃপাকে অনাদর করিয়া ভগবানের আসন-গ্রহণের পাষণ্ডতাও তাঁহাতে নাই। মার্জ্জার-ন্যায় ও মর্কট-ন্যায়ের অপূর্ব্ব সমন্বয় তাঁহার আদর্শে দেখিতে পাওয়া যায়। মার্জ্জারী উহার শাবকগণকে ধরিয়া রাখে, শাবক উহার মাতাকে ধরিয়া থাকিবার চেষ্টা করে না, আর মর্কট-শাবক উহার মাতাকে ধরিয়া রাখে, মর্কটী উহার শাবককে ধরিয়া লাফালাফি করে না—এই দুই প্রকার বৃত্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় গৌড়ীয়-ভক্তগণের চরিত্রে আছে। রামানুজ-সম্প্রদায়ের মধ্যে বড়কলই-শ্রেণীভুক্ত সাধকগণ 'ভগবৎকৃপার দ্বারাই সকল হয়, সাধনের প্রয়োজন নাই', এরূপ মত প্রচার করেন, আর বড়কলই-শ্রেণীভুক্ত সাধকগণ - 'সাধনের দ্বারাই সব হয়, ভগবৎকৃপার প্রয়োজন নাই',—এরূপ মত প্রচার করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় এই দুইপ্রকার বিচারের অপূর্ব্ব চিৎসমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবানের দিক্ হইতে অহৈতুকী কৃপা-ধারা, আর জীবের দিক্ হইতে পূর্ণ শরণাগতি—ইহাই অবরোহ-পথ, ইহা মুণ্ডক শ্রুতি ও শ্রীমদ্ভাগবত সমস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগাল-ভক্ষ্যে।

(ভাঃ ২।৭।৪২)

সেই ভগবান্ অনন্তদেব একান্ত শরণাগতগণের প্রতি দয়া করেন, যদি তাঁহারা নিষ্কপট ও সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

অগ্নিহোত্রীজী—নিজের চেষ্টায়—অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা সাধন, আর কৃপা ও শরণাগতির সাহায্যে সাধনের মধ্যে পার্থক্য কি?

আচার্য্যদেব—একটি ascending process, আর একটি decending process—একটি অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অতীন্দ্রিয়কে মাপিবার চেষ্টা, আর একটি কৃপাভিষিক্ত শরণাগত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতিকে সেবা করিবার চেষ্টা।

অগ্নিহোত্রীজী—উভয়ের চেষ্টার মধ্যেই যখন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আছে ও জীবের ইন্দ্রিয় যখন অসম্পূর্ণ, তখন ত' উভয় চেষ্টাই অসম্পূর্ণ—defective, imperfect.

আচার্য্যদেব—যেরূপে চেতনবৃত্তির বিকাশে ইন্দ্রিয়সমূহ কৃপার নিকট সম্পূর্ণ শরণাগত, তখায় ইন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্র চেষ্টা নাই, তখায় ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা কৃপালোকে সম্পূর্ণতা লাভ করে—কৃপা-দ্বারা বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, কেবল-মাত্র নিজের চেষ্টায় সাধনের দ্বারা তাহা হয় না—

তেষাং সতত্যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।

(গীতা ১০।১০)

অগ্নিহোত্রীজী—হাঁ, একথা ঠিক। 'সাধু' কাহাকে বলা যাইবে?

আচার্য্যদেব—শ্রীনামের শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত পুরুষই সাধু।

রায়বাহাদুর সার্দ্দানা দাঃ—ভক্তেরও ত' যুক্তি-বিচার আছে?

আচার্য্যদেব—ভক্তের যুক্তি-বিচার সব শ্রুতির অনুকূলে—শ্রুতির অধীনতায় তাঁহাদের যুক্তি-বিচার। Animality ও rationality যুক্ত করিয়া মানবত্ব। rationality বাদ দিলে কেবল animality থাকে—তখন তাহাকে মানব না বলিয়া পশু বলা যায়। কিন্তু সেই rationality should be regulated, made

subservient to Absolute word or Sruti or Absolute Person through His Messenger.

অগ্নিহোত্রীজী—পরতত্ত্ববস্তু কেন Person (সবিশেষ বা পুরুষোত্তম বস্তু) হইবেন ?

আচার্য্যদেব—তিনি Person হইতে পারেন না, এইরূপ কল্পনাই বা আপনি কেন করেন ?

শ্রুতি বলেন—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।

(শ্বেতাশ: ৩।১৯)

[সেই পরতত্ত্ব প্রাকৃতপদ ও প্রাকৃতহস্তরহিত হইলেও বেগবান্ এবং সর্ব্বগ্রাহী অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত হস্ত-পদযুক্ত। তিনি চক্ষুরিন্দ্রিয়হীন হইয়াও দর্শন করেন, কর্ণ-রহিত হইয়াও শ্রবণ করেন অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত চক্ষু ও কর্ণবিশিষ্ট। তিনি সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ, সকল জ্ঞেয় বস্তুকেই তিনি জানেন, কিন্তু তাঁহাকে মাপিয়া লইবার কেহ নাই অর্থাৎ তিনি যে অপ্রাকৃত হস্ত-চরণ-চক্ষু-কর্ণযুক্ত চিন্ময়রূপ-বিশিষ্ট হইতে পারেন, ইহা জীবের সসীম বুদ্ধি ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে সর্ব্বকারণকারণ, 'মহান্ পুরুষ' বলিয়া কীর্ত্তন করেন।]

অগ্নিহোত্রীজী—'পুরুষ' বলিতে এখানে তিনি সবিশেষ বস্তু —Person বা পুংলিঙ্গ—ইহা কিরূপে প্রমাণিত হইল ? —"পুরি শেতে যঃ স পুরুষঃ"।

আচার্য্যদেব—নির্ব্বিশেষ বস্তু কি পুরি—ধামে—জীবহৃদয়ে শয়ন করেন ? নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের সম্বন্ধে শয়ন, ভ্রমণ, ধাবন, দর্শন প্রভৃতি ক্রিয়া কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে ? নির্ব্বিশেষতত্ত্বে কোনও কারক প্রযুক্ত হইতে পারে না। শ্রুতিমতে 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।' (তৈঃ ভৃগু ১ম অনু:)—অপাদান, করণ ও অধিকরণ-কারক-বিশিষ্ট তত্ত্ববস্তুটিই পরব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম।

অগ্নিহোত্রীজী—'যৎ'—এখানে ক্লীবলিঙ্গ কেন হইবে না ?

আচার্য্যদেব—যিনি fountain source—সর্ব্বকারণ-কারণ, তিনি কিরূপে ক্লীব হইবেন ? বলিতে 'যস্মাৎ পুরুষাৎ'।

অগ্নিহোত্রীজী—"যস্যাঃ শক্ত্যাঃ" হইবে না কেন ?

আচার্য্যদেব—শক্তি শক্তিমানের অধীনা, স্বতন্ত্রা হইয়া কিছু প্রকাশ করিতে পারে না। কেবল শক্তি হইতে বস্তুর প্রাকট্য হয় না—**শক্তিমান্ বস্তুর প্রেরণা-ব্যতীত**। ইহা বেদান্তের 'উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে' প্রমাণিত হইয়াছে।

অগ্নিহোত্রীজী—কেবল পুরুষের দ্বারাও সৃষ্টি হয় না, শক্তি চাই।

আচার্য্যদেব—'পুরুষ' বলিতেই শক্তিমান্—শক্তিচালনকারী বস্তুকেই বুঝায়। অবশ্য শক্তিই বস্তুর অর্থাৎ শক্তিমানের পরিচয় দান করে, শক্তিমানেরই শক্তি—অর্থাৎ শক্তিমানেরই অধীনা শক্তি। শ্রুতি বলিতেছেন—

"স ঐক্ষত।"—ঐত: ১।১
"স ইমান্ লোকান্নসৃজত।"—ঐত: ১।১।২
"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।"—শ্বে: ৬।৮
"মায়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।"
—গী: ৯।১০

সেই একই শক্তির তিনটি প্রভাব—চিৎ স্বরূপ বা অন্তরঙ্গ, তটস্থ বা জৈব ও অচিৎ বহিরঙ্গ বা মায়িক (ছায়া)। চিৎপ্রভাব পরতত্ত্ববস্তুর নাম, রূপ, গুণ, পরিকর, লীলা ও ধামকে নিত্য প্রকাশমান রাখেন, তটস্থ-প্রভাব মুক্ত ও বদ্ধ জীবকে প্রকট করেন এবং অচিৎ ছায়াশক্তি মায়াই বদ্ধ বিমুখ জীবকে এই জড় বিশ্ব-কারাগার সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের দ্বারা তত্ত্ববস্তু হইতে আবরণ ও বিক্ষেপ করিয়া রথ দিতে দিতে শোধন করেন।

পুরুষোত্তমের অধ্যক্ষতায়, তাঁহারই আশ্রয়ে প্রকৃতি কার্য্য করে। পুরুষোত্তমই সর্ব্বকারণকারণ। আধিকারিক দেবতা ম্যানেজার মনিবের প্রদত্ত ক্ষমতায়ই কার্য্য করেন বলিয়া তাঁহাদের মূল কারণত্ব নাই। আধিকারিক দেবতাগণ মনে করিতে পারেন—'আমরা না থাকিলে ভগবানের রাজ্য কিরূপে চলিত, দেখিতাম ! অতএব আমাদেরও

যথেষ্ট ক্রটির আছে।' তদুত্তরে শ্রুতি এইরূপ বিচার নিরাস করিয়াছেন :—

'তস্মৈ তৎ নিন্দাবেতদুক্তেতি তদুপপ্রেক্ষায় সর্ব্বজ্ঞবেন তত্র শব্দাক্ত দণ্ডম্। স তত এব নিবর্ত্ততে, নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্, যক্ষমিতি।'

শক্তির মূল কারণ পুরুষোত্তম বিষ্ণু। শক্তি আধার বা আশ্রয় ব্যতীত অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারে না। কেবল-শক্তি জন্ম দিতে অক্ষম, পুরুষই সৃষ্টির মূল কারণ।

'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।'

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্, মায়িনং তু **মহেশ্বরম্**" —শ্রুতিমন্ত্র-কথিত এই মহেশ্বর পুরুষ। "রসো বৈ সঃ"—এখানে 'সঃ' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ নহে। "পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ, স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং **পুরুষং** মহান্তম্।"—এ সকল স্থানে 'সঃ' 'পুরুষম্' প্রভৃতি শব্দ ক্লীবলিঙ্গ নহে। "স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরম্" (ঈশ) প্রভৃতি মন্ত্রে 'সঃ' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ নহে। 'এবং স দেবো **ভগবান্** বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ' (শ্বেতাশ্বঃ ৫।৪), '**বিজ্ঞোর্যৎ** পরমং পদং' (কঠোপনিষৎ) প্রভৃতি মন্ত্রের শব্দসমূহ ক্লীবলিঙ্গ নহে। এইরূপ শত শত প্রতিমন্ত্র আপনাকে বলিতে পারি।

অগ্নিহোত্রীজী—শ্রুতিতে যেরূপ পরতত্ত্বকে 'পুংলিঙ্গে' অভিহিত করা হইয়াছে, তদ্রূপ ক্লীবলিঙ্গেও করা হইয়াছে। 'ব্রহ্ম' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

আচার্য্যদেব—'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্য অর্থ 'ভগবান্', পুরুষোত্তম, বিষ্ণু। সর্ব্বশক্তির আধার পুরুষোত্তমকে—"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ"বস্তুকে কেবল নিঃশক্তিক 'ব্রহ্ম' বলিলে ঐকদেশিক বিচার হয়। সচ্চিদানন্দ-বৃত্তি-দ্বারা ভগবদুপলব্ধি, আর কেবল চিন্মাত্রপ্রবৃত্তির দ্বারা তত্ত্ববস্তুর 'ব্রহ্ম' প্রতীতি—তাহা অসম্যক্ প্রতীতি মাত্র।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা-
মথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।
(মুণ্ডক ১।১।১)

—এই মন্ত্রে, গুরু ও শিষ্যের উপাস্য গুরু-শিষ্য-পরম্পরার বা সংসম্প্রদায়ের নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মানুভূতিতে নির্ব্বিশেষ বা কেবলাদ্বৈতাবস্থা লাভ হইলে গুরু ও শিষ্যের নিত্যত্ব থাকে না, গুরুদেবের বাক্য, উপদেশ, মন্ত্র—সমস্তই মিথ্যা হইয়া যায়। যদি দ্বৈতাবস্থা অবিদ্যা, মিথ্যা বা অজ্ঞান হয়, তাহা হইলে নির্ব্বিশেষবাদীর তথাকথিত গুরু কি অবিদ্যাশ্রিত ও ভ্রান্ত নহেন? শিষ্যের প্রতি তাঁহার উপদেশবাণি কি সকলই মিথ্যা নহে? গুরুদেবের উপদেশ-ফলে শ্রবণকারী শিষ্যের অবিদ্যা-বন্ধন হইতে মুক্তি হইবে। শ্রবণকারী, শ্রবণ ও কীর্ত্তনকারীর নিত্যত্ব না থাকিলে অবিদ্যাবন্ধনের মোচন কিরূপে সম্ভব? নির্ব্বিশেষবাদীর মতে ব্রহ্মদর্শনই—কেবলাদ্বৈত-দর্শন। নির্ব্বিশেষবাদী গুরু বা আচার্য্যাভিমানে যখন শিষ্যকে উপদেশ করেন, তখন কি তিনি ব্রহ্মদর্শন করিয়াছেন, না ব্রহ্মদর্শনের পূর্ব্বেই গুরুাভিমান করিতেছেন? নির্ব্বিশেষবাদী এতৎসম্বন্ধে 'হাঁ' কি 'না' কি উত্তর দিবেন? যদি তিনি ব্রহ্মদর্শন করিয়াছেন বলেন, তবে তিনি নির্ব্বিশেষ বা কেবলাদ্বৈতানুভূতি-নিবন্ধন উপদেশই করিতে পারেন না। উপদেষ্টা ও উপদেষ্টৃ-জ্ঞানই দ্বৈতজ্ঞান। 'ব্রহ্মবিৎ' ত' নির্ব্বিশেষবাদীর মতে নির্ব্বিশেষাবস্থাপন্ন। উপদেশে বিশেষ জ্ঞান বর্ত্তমান। আর যদি বলেন, তখনও তাঁহার ব্রহ্মদর্শন হয় নাই, তখন নির্ব্বিশেষবাদীর বিচারানুসারেই তিনি অবিদ্যা-গ্রস্ত। অবিদ্যাগ্রস্ত দ্বৈতপ্রতীতি-যুক্ত ব্যক্তি কখনও আচার্য্য বা উপদেষ্টা হইতে পারেন না; তাঁহার উপদেশ ভ্রান্ত। কারণ শ্রুতি বলেন,—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ **শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্**॥

অগ্নিহোত্রীজী—সাধক অবস্থায় ত' দ্বৈতজ্ঞান থাকিবেই।

আচার্য্যদেব—গুরুদেব কি সাধক মাত্র? সাধক অবস্থায় যে দ্বৈত-জ্ঞান, তাহাই বা কোথা হইতে আসিল? উহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, অথবা ভেদ বা বিশেষ?

অগ্নিহোত্রীজী—গুরুদেব সিদ্ধ—ব্রহ্মবিৎ, আর শিষ্য সাধক, দ্বৈতজ্ঞানযুক্ত, কিন্তু ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবার জন্য প্রযত্ন করিতেছেন।

আচার্য্যদেব—অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মভূত আচার্য্যের কি আপনাকে কীর্ত্তনকারী ও শ্রবণকারী শিষ্যের প্রতীতি আছে?

অগ্নিহোত্রীজী—(একটু চিন্তিত হইয়া ও কিছুক্ষণ থামিয়া)

তাহা ত' ঠিক বলিতে পারিতেছি না।

কারীর প্রতীতি আছে

আচার্যদেব—সেই প্রতীতি কোথা হইতে আসিল?

অগ্নিহোত্রীজী—অজ্ঞান হইতে।

আচার্যদেব—অজ্ঞান ব্রহ্মেরই প্রতীতি কি? শ্রবণকারী কি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্, না তদন্তর্ভুক্ত? দ্বিতীয় প্রতীতি কোথা হইতে আসিল? কেবলাদ্বৈতবাদীকে জিজ্ঞাসা করি, জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এক হইলে উপদেশ শ্রবণ ও কীর্ত্তনকারীর দ্বৈত-প্রতীতি কোথা হইতে আসিল? সাধক-কালে সে কি ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত, না ব্রহ্ম হইতে পৃথক্? ইহা rationally nonsense হইবে।

অগ্নিহোত্রীজী—প্রাকৃত বিদ্যা ত' আর ব্রহ্মে applied হইবে না?

আচার্যদেব—ব্রহ্মবাদী সুবিধানুযায়ী প্রাকৃতবিদ্যা বা আধাত্মিক জ্ঞান ও চেষ্টাকে গ্রহণ করেন, আর অসুবিধায় পড়িলে ব্রহ্মজ্ঞানের দোহাই দেন।

অগ্নিহোত্রীজী—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হওয়ার পূর্ব্বে ত' তিনি শিষ্যকে অজ্ঞানীই মনে করেন।

আচার্যদেব—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হইলে ত' তিনি যাহা কিছু বলিবেন, তাহার সবটাতেই ত' ভ্রম-প্রমাদাদি বর্ত্তমান থাকিবে—তাহা ত' imperfect!

অগ্নিহোত্রীজী—imperfection হইতে ক্রমে ক্রমে perfectionএ যাইবে।

আচার্যদেব—imperfect method বা imperfect উপদেশের দ্বারা কখনও perfectionএ পৌঁছান যায় না। গুরুই (?) যদি imperfect হইলেন, কেবল imperfect নন—অজ্ঞান ও মিথ্যা হইলেন, আর তাঁহার উপদেশও যদি অজ্ঞান ও মিথ্যা হইল, তবে সেইরূপ উপদেশের অনুসরণ করিয়া কি perfection লাভ হইতে পারে? মায়াবাদী গুরুর উপদেশ ত' মায়া—তাঁহারই মতে illusion (অলীক দর্শন বা প্রপঞ্চ) মাত্র। তবে "প্রাপ্য বরান্ নিবোধত", "আচার্যাদেবো ভব", "আচার্যবান্ পুরুষো বেদ" প্রভৃতি মন্ত্রেরই বা সার্থকতা কি?

অগ্নিহোত্রীজী—কণ্টকের দ্বারা যেমন কণ্টকের উন্মোচন হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নিরাস হইবে।

আচার্যদেব—এই allegory (উপমা) এখানে খাটিতে পারে না। যদি ঐ উপমাই প্রযুক্ত হয়, তবে কণ্টকের ব্যবহারকারীর ও তাহার ধারণার সত্যতার প্রয়োজন। এখানে সেরূপ ব্যক্তি কে? তাহার ধারণাই বা কি? অজ্ঞানের সাহায্যে জ্ঞান লাভ হয় না। অজ্ঞান পরিত্যাগ করিলে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। গুরুদেব কখনও অজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নিরাস করেন না। গুরুদেব অজ্ঞানী নহেন, তিনি পূর্ণ জ্ঞানী। "অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"—জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা শ্রীগুরুদেব শিষ্যের অজ্ঞানান্ধ চক্ষু উন্মীলিত করেন। শ্রুতিও বলিতেছেন—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।

(মুণ্ডক ১।২।১২)

শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কি অজ্ঞানী? উপদেষ্টা ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার উপদেশও ব্রহ্ম—তাহা ত' অজ্ঞান নহে; তিনি ব্রহ্মে অপ্রতিষ্ঠিত এবং অজ্ঞানী শিষ্যের অজ্ঞান শ্রুতি বা ব্রহ্মবিদ্যারূপ জ্ঞানের দ্বারা দূরীভূত করেন।

অগ্নিহোত্রীজী—(একটু চিন্তাকুল হইয়া) তিনি স্বয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াও অজ্ঞানী শিষ্যের জন্য অজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করেন।

আচার্যদেব—আবার একই কথা অন্যভাষায় বলিতেছেন। It is presumed by Mayavadins that Guru is established in Brahman. If he thinks himself Brahman, then why he will look upon another person wanting in ব্রহ্মজ্ঞান? He will have no other conception than that of ব্রহ্ম with whom he professes to be identified. What right has he to look upon another as non-Brahman?

অগ্নিহোত্রীজী—(একটু চিন্তা করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে) আচ্ছা, আপনাকে একটি উদাহরণের দ্বারা ইহার উত্তর বলিতেছি। মনে করুন, যদি ম্যাজিষ্ট্রেট জেলে বন্দিগণের মধ্যে বন্দীর সাজে থাকিয়া তাহাদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করেন, তখন কি তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট বলা যাইবে না? যদি, ঐ অবিদ্যাগ্রস্ত অজ্ঞানিগণের

মধ্যে থাকিয়া তদ্রূপ অভিনয় করেন, তবে কি তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্ বলা হইবে না ?

আচার্যদেব—যেখানে 'ব্রহ্ম' ছাড়া অন্য প্রতীতিই মায়া, সেখানে এই উদাহরণ খাটিতেই পারে না। এখানে ম্যাজিশিয়ান ও বন্দিগণ চিরকাল পৃথক্ বস্তু। বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদীর গুরু ও শিষ্য পৃথক্ নহে। তাহাদের মতে ভেদ-বিচারই অজ্ঞান বা অবিদ্যা। এই 'অবিদ্যা' নামক একটি পৃথক্ তত্ত্ব কোথা হইতে আসিল ? যেখানে অদ্বৈত, সেখানে 'অবিদ্যা' আবার কিরূপে আসিল ? অবিদ্যা বা মায়া কি ব্রহ্ম ? যদি ব্রহ্ম না হন, তবে নিশ্চয়ই পৃথক্ তত্ত্ব অর্থাৎ অব্রহ্ম। সেই অব্রহ্ম বা মায়া কিরূপেই বা ব্রহ্মের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া তাহার দ্বৈতজ্ঞান বা অজ্ঞান আনয়ন করিল ! মায়া কি ব্রহ্ম হইতেও এত বড় যে, ব্রহ্মের উপরও প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে ?

অগ্নিহোত্রীজী—মায়ার এই প্রভুত্ব সাময়িক।

আচার্যদেব—সাময়িক হউক আর চিরস্থায়ীই হউক, মায়া যখন ব্রহ্মকে (?) তাহার কবলে কবলিত করিতে পারে, তখন ব্রহ্ম হইতে নিশ্চয়ই বড় বলিতে হইবে !

অগ্নিহোত্রীজী—শ্রুতি বলেন—"একোঽহং বহুঃ স্যাম্"।

আচার্যদেব—অদ্বয় জ্ঞানের বিলাস—বিচিত্রতার কথা ইহাতে উক্ত হইয়াছে। বস্তু এক, তাঁহার শক্তির বৈচিত্র্য।

"বিকুরুতে তনূ: স্বাম্" (কঠ ১।২।২৩)

"একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" (গোপাল-তাপনী পূর্ব ২১)

[অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সর্ববশয়িতা, তিনি সর্ববব্যাপক, সর্বজীব ও সর্বদেব-বন্দ্য। তিনি অদ্বয়জ্ঞান হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিবলে বহু প্রকাশ ও বিলাস-মূর্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন।]

ঋগ্বেদ বলিতেছেন—

"অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ। স বিষূচীর্বসান আবরীবর্তি-ভুবনেষ্বন্তঃ।"

(১।২২।১৬৪।৩১ ঋক্)

[অর্থাৎ দেখিলাম, এক গোপাল তাঁহার কখনও পতন নাই, কখনও নিকটে, কখনও দূরে, নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কখনও নানাবিধ বস্ত্রাবৃত, কখনও বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রাচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্বে নিত্যলীলা করিতেছেন।]

আমাদের তদাচার্য শ্রুতিমন্ত্রেরই সার এরূপে বলিয়াছেন—

"একেনৈব পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপ-বৈভব-জীব-প্রধান-রূপেণ চতুর্ধাবতিষ্ঠতে, সূর্য্যাম্বর-মণ্ডলস্থিত-তেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গত-তদ্রশ্মি-তদ্-প্রতিচ্ছবি-রূপেণ।"

পরমতত্ত্ব এক—অদ্বয়জ্ঞান। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন। সেই শক্তিক্রমে তিনি নিত্য স্বরূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে ; তদ্রূপ-বৈভব অর্থাৎ চিন্ময়ধাম-পরিকর, সমস্ত ব্যবহার্য উপকরণ রূপে ; জীব অর্থাৎ নিত্য-মুক্ত ও নিত্যবদ্ধ অনন্ত জীবরূপে এবং প্রধান অর্থাৎ মায়া ও তৎকৃত যাবতীয় জড়ীয় সূক্ষ্ম ও স্থূল জগদ্রূপে বিরাজিত।

"ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।"

(শ্বেঃ উঃ ৬।৮)

[সেই পরমেশ্বরের প্রাকৃতেন্দ্রিয়-সাহায্যে কোন কার্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ চিদ্বস্তুরূপ, অতএব জড় দেহ যেরূপ সৌন্দর্য-পরিমিতি-সহকারে এক সময়ে সর্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। কৃষ্ণবিগ্রহ সৌন্দর্য-পরিমিতির সহিত অপরি-মেয়রূপে সর্বদা সর্বত্র থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময় বৃন্দাবনে নিত্য-লীলাবিশিষ্ট। এরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোন বস্তুই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না, যেহেতু তিনি অবিচিন্ত্য শক্তির আধার। তাঁহার অবি-চিন্ত্যতা এই যে, পরিমিত জীববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অবিচিন্ত্য শক্তির নাম 'পরাশক্তি'। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকীশক্তি জ্ঞান (চিৎ বা সন্বিৎ), বল (সৎ বা সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (আনন্দ বা হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা।]

অগ্নিহোত্রীজী—'পরিকর' কাহাকে বলে ?

আচার্যদেব—ইংরাজী ভাষায় 'entourage' বলে।

অগ্নিহোত্রীজী—entourage কি ?

আচার্য্যদেব—লীলা-সহায় পার্ষদ বা অনুচরবর্গ।

অগ্নিহোত্রীজী—এই সকল লইয়া কিরূপে অদ্বয় জ্ঞান থাকিতে পারে ?

আচার্য্যদেব—বস্তুর সেবনে বহুত্ব নাই—বস্তু এক অদ্বয়-জ্ঞানই ; কিন্তু শক্তির বিচিত্রতা। সন্ধিনী শক্তির দ্বারা যাবতীয় সত্তা বা বল, সম্বিৎশক্তির দ্বারা অনুভবাদি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হ্লাদিনী-শক্তির দ্বারা লীলার বা রসের আস্বাদন-ক্রিয়া অনুক্ষণ চলিতেছে।

অগ্নিহোত্রীজী—আজ্ঞা, আপনার কথানুসারে রূপরূপ নিত্য, কাহারও দ্বারা নির্ম্মিত নহে, রামরূপও কি সেইরূপ ?

আচার্য্যদেব—হাঁ।

অগ্নিহোত্রীজী—তাহা হইলে ত' দুইটি রূপ হইয়া গেল, অদ্বয়জ্ঞান আর থাকিল না ?

আচার্য্যদেব—অবিদ্যা-বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতম্।

রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাদথাচ্যুতঃ ॥

বৈদূর্য্যমণি যেরূপ দ্রব্যান্তর-সম্বন্ধস্থিতিভেদে নীলপীতাদি বর্ণভেদে দৃষ্ট হইয়া রূপভেদ লাভ করে, সেইরূপ, অহৈতুকী বিশুদ্ধা ভক্তির তারতম্যানুসারে ভগবান্ তাঁহার নিত্যস্বরূপ প্রকট করেন। ইহার দ্বারা ভগবানের পূর্ণতা বা অদ্বয়-জ্ঞানের ব্যাঘাত হয় না—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

(বৃহদারণ্যক ৫।১)

অগ্নিহোত্রীজী—ভগবানের রূপ ভক্তির অধীন হইলে তাহাও' অনিত্য হইল !

আচার্য্যদেব—ভক্তি পরমেশ্বরেরই চিচ্ছক্তির বিলাস। পরমেশ্বর হইতে বিজাতীয় বস্তু নহে—তাহা অনিত্যা বৃত্তি-বিশেষ নহে, নির্ম্মল শুদ্ধ আত্মার নিত্যা বৃত্তি।

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।১০ ধৃত নারদপঞ্চরাত্রবাক্য)

[(অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা (অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি। তাদৃশী ভক্তি ঔপাধিক অর্থাৎ দেহ ও মনোধর্ম্মের ব্যবধান-রহিত, কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা-পর এবং নির্ম্মল অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্মরূপ আবিলতা-দ্বারা আক্রান্ত নহে।]

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি
ভূয়সী ভক্তিরেব ভূয়সী।

(শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির শাঙ্করভাষ্য-ধৃত মাঠর-শ্রুতি-বচন)

ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

(ভাঃ ১৮।১০)

নিজেন্দ্রিয়মনঃকায়চেষ্টারূপান্ন বিদ্ধি তাম্।
নিত্যাসত্যঘনানন্দরূপা সা হি গুণাতিগা ॥

(বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৩।১৩৩)

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি ভক্তি, শ্রোত্র, বাক্, মনঃ ও দেহের ব্যাপার নহে। ঐ ভক্তিকে নিত্যা, সত্যা, ঘনানন্দরূপা, গুণাতীতা এবং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া জানিবে।

অগ্নিহোত্রীজী—দুইটি বা ততোধিক রূপ কিরূপে অদ্বয়জ্ঞান হইতে পারে ?

আচার্য্যদেব—এই রূপ জড়ের খণ্ডরূপ নহে। একই ধামে পৃথক্ প্রকোষ্ঠে বর্ত্তমান। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে নিত্যরূপ বিরাজমান। তত্ত্ববস্তু এক অদ্বয়জ্ঞানই ; তাঁহার শক্তিরই বিলাস-বৈচিত্র্য। ইহা মুক্তির পরের কথা। মুক্ত পুরুষের ভক্তিরসের তারতম্যানুসারে অদ্বয়-জ্ঞানের বহু প্রকাশ বা বিলাস রূপের স্ফূর্ত্তি হয়। প্রথম—একল, তৎপরে স্বকীয় মিথুন, তৎপরে স্বকীয় বহুবল্লভ, তৎপরে পারকীয় বহুবল্লভ—একই অদ্বয়জ্ঞানে চারি প্রকারের স্ফূর্ত্তি।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ (কঠ ২।২।১৩)

তিনি অদ্বয়জ্ঞান হইয়াও বহুর কামনা পূরণ করেন। তিনি বহু নিত্যের মধ্যে নিত্য।

'ইচ্ছো যাত্রাভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে'

পরব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপ শক্তিসমূহের দ্বারা নিজ বহুরূপ বিস্তার করেন। নির্ম্মলা ভক্তির প্রগাঢ়তার বিশেষা-নুসারে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব তাঁহার নিত্যস্বরূপ প্রকট করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি *

আগামী ৭ই অগ্রহায়ণ, ২১শে নভেম্বর সোমবার স্বধামগত শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীমজ্জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের অষ্টম বার্ষিক বিরহতিথি সম্মানিত হইবেন। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে সংকীর্ত্তন-উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিহিত বিচারানুসারে শ্রীমজ্জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের অভীপ্সিত শুদ্ধভক্তির আচার ও প্রচার বর্ত্তমান শ্রীআচার্য্যদেব সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শত শত সভ্য ও সেবক শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে অকপটভাবে পরমোৎসাহে কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখে কৃষ্ণানুসন্ধান ও কৃষ্ণানুশীলনে প্রমত্ত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিবার পর যে কালিমার বিভীষিকা কতিপয় মাৎসর্য্য-পরায়ণ ব্যক্তি অভিসন্ধিমূলে বৈষ্ণব-গগনে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, স্বপ্রকাশ আচার্য্যসূর্য্যের উদয়ে তাহা দূরীভূত হইয়াছে। পেচকস্বভাব মৎসর ব্যক্তিগণ নিজকর্ম্ম-ফলে নিজেরাই বদ্ধ হইতেছে। মৎসরতার দ্বারা কখনও সত্যকে আবরণ করা যায় না। বরং ব্যতিরেকভাবে সত্যের আলোক অধিকতর সুন্দর ও উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হয়। আমরা এই পরম সত্যের সাক্ষ্য শ্রীল আচার্য্যদেবের লীলার মধ্যে প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

শ্রেষ্ঠাচার্য্য শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন যে আদর্শ-দর্শনে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়াছিলেন, শ্রীল আচার্য্যদেব সেই আদর্শকেই অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মৎসর-সম্প্রদায়ের নানা প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন ও তাহাতে নিষ্কপট ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিতেছেন।

শ্রেষ্ঠাচার্য্য জগবন্ধু তাঁহার প্রকটকালে আমাদের নিকট অনেক সময় বলিতেন যে, গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানে শ্রীল প্রভুপাদের অনুরূপ একমাত্র ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ ও পরম তেজস্বী, সত্যের নির্ভীক বক্তা, আচার-প্রচার-পরায়ণ, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের অকৃত্রিম স্বার্থসেবক মহাপুরুষ শ্রীশ্রীল অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু।

আজ কোথায় শ্রীভক্তিরঞ্জনের সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তদনুগাভিমানিগণ হরিসেবায় অধিকতর উৎসাহী হইবেন, জগতের একমাত্র অকপট বন্ধু শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের নিকট আত্মকল্যাণ বরণ করিয়া লইবেন, বিরহে ও মৈত্রে তাঁহাদের হৃদয় উত্তরোত্তর পরিপ্লুত হইয়া উঠিবে; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সম্ভোগের মদমত্ততা, নাস্তিকতা, মৎসরতা, কপটতা ও সর্ব্বোপরি বৈষ্ণববিদ্বেষের তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে। এরূপ বৈষ্ণববিদ্বেষের ফলের ভয়াবহ পরিণাম একবারও চিন্তার বিষয় হইতেছে না! নাস্তিকতা, পাষণ্ডতা ও অপরাধে হৃদয় বজ্রসার হইয়া উঠিয়াছে!

বৈষ্ণবগণের বিরহস্মৃতি যদি আমাদের হৃদয়ে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্য অকপট স্বাভাবিক আর্ত্তি, দৈন্য ও আত্মমঙ্গলের স্পৃহার উদয় না করায়, তবে আমাদের দুর্দ্দৈবের সীমা নাই।

ভক্তিরঞ্জন মহোদয় শুদ্ধ হরিকথা-প্রচারের জন্যই গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের সেবায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ব্যক্তিগত ঠাকুরবাড়ী—মার্কেল পাথরের স্তূপ—যাহা কালে গঞ্জিকাসেবী ও চর্ম্মচটিকার আবাস-স্থলীতে পরিণত হয়, যেখানে ঠাকুর দাঁড় করাইয়া মাংসদৃপ্-গণকে পুতুলের প্রদর্শনী দেখাইয়া ও ছানার ডালনা ভোজন করাইয়া চক্ষু ও জিহ্বার লাম্পট্য-বৃদ্ধির সাহায্য করা হয়, চেতনের কোন কথা, আত্মমঙ্গলের মর্ম্মভেদী বাণী, আদর্শ সাধুগণের আচার-প্রচার, শ্রবণ-কীর্ত্তনের কোন সম্ভাবনা থাকে না, সেরূপ ঠাকুরবাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের বিরুদ্ধতা করা শ্রীল ভক্তিরঞ্জনের আদৌ উদ্দেশ্য ছিল না।

সেদিনই ভক্তিরঞ্জনের বিরহ-স্মৃতির যথার্থ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদত্ত হইবে, যেদিন পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-পূরণার্থ শ্রীরূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-ধারায় শ্রীচৈতন্য-বাণী-গঙ্গা কর্ণপুটে পান করিবার জন্য অকপট পিপাসাতুর আদর্শ চরিত্র প্রকাশ লক্ষ লোক পরমোৎসাহে সারস্বত তীর্থে

* এতদুপলক্ষে উৎসবের বিশেষ অধিবেশনের দিবস পরে বিজ্ঞাপিত হইবে। —গৌঃ সঃ

আগমন করিবেন। বর্ত্তমান ইহাঁর আচার্য্যদেব সেই দাদা, ইহাঁর প্রভুপাদও সেই মনোহরাই, সেই শ্রীরূপানুগ-বিনোদ-গৌরব-সম্পৎ অনাবিল রাখিবার জন্যই গৌড়ীয়-গগনে উদিত হইয়াছেন।

আমরা যেন সেই বিচার-পথে সদয় থাকিয়া ভক্তিবৈভবের বিরুদ্ধোক্তিতে শ্রদ্ধাহানি প্রদান করিতে পারি। লৌকিক বা আনুষ্ঠানিক অসার কপটতা যেন আমাদের ভজনের স্বাভাবিক নিত্য-ধর্ম্মকে আবরণ না করে। শুদ্ধা ভক্তির বিরোধে হউক, শ্রীভক্তিবিনোদবিরহিত-ভক্তির বন্ধন হউক, বিদ্ধা ভক্তি, লৌকিকী ভক্তি, কপটতাময়ী ভক্তির ছলনা দেখাইয়া লোকরঞ্জন, মনোরঞ্জন, আত্মেন্দ্রিয়-রঞ্জন যেন আমাদের কাম্য না হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রেঙ্গুণ-গৌড়ীয় মঠে শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসবের দৃশ্য

[২৭শে অক্টোবর, ১৯৩৮ বৃহস্পতিবার তারিখের 'রেঙ্গুণ গেজেট' পত্রে প্রকাশিত]

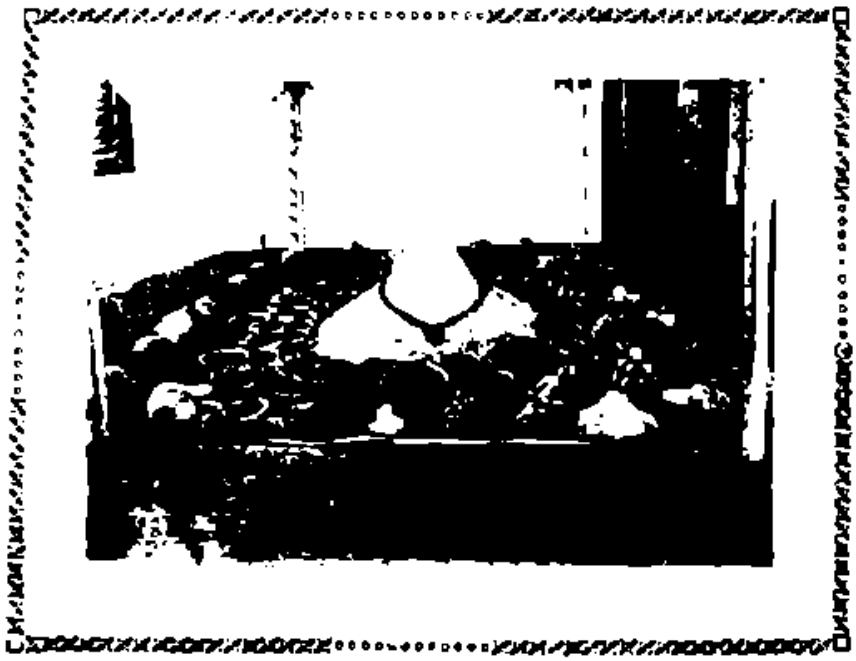

Offerings at the Sri Gaudiya Math, Rangoon

Peak of Food Ceremony

Under the direction of Paramahamsa Sree Sreemat Ananta Vasudeva ParaVidya-bhusan Goswami Maharaj, President Acharyya of the Gaudiya Mission, the festival of the "Peak of Food" (Sree Goverdhan Puja) was celebrated at the Sree Gaudiya Math, 301, Lewis Street, on the 23rd. Many varieties of food were displayed as offerings to the Lord Krishna. The Darshan was open to the public from 9 A.M. to 8 P.M., and a large number of people without distinction of cast or creed or sex attended the ceremony. The remainder of the Lord's Meal was distributed among the people, and well-to-do and poor competed for a particle of the Mahaprosad (the Great Favour). • • • •

—The Rangoon Gazette, Thursday, October 27, 1938.

কেন ভগবদ্দর্শন হয় না ?

পারমার্থিক পথের যাত্রিমাত্রেই ভগবদ্দর্শনের জন্য লালায়িত। ভগবদ্দর্শনটি কি, তাহার স্বরূপ কি, তদ্বিষয়ে অনেকেই অনভিজ্ঞ থাকিলেও ভগবদ্দর্শনটি যে কাম্যবস্তু, ইহা সকলের হৃদয়েই বদ্ধমূল দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ মনে করেন, ভগবানের কোন আকার স্বপ্নে, মানসনেত্রে, বা ধ্যানে দর্শনের নাম—ভগবদ্দর্শন। সেই আকার কি জীবের জড় মনের কল্পিত পুরুষ-বিশেষ অথবা কোন ছায়াবিশেষ কিম্বা মানস-বিকার বিশেষ, তাহা বিচার করিবার অনেকেরই যোগ্যতা নাই। শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ে যে ভগবদ্দর্শনের বিচার আছে, তাহা যাবতীয় মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের ভগবদ্দর্শনের বিচার হইতে পৃথক্।

যাঁহারা শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপের অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহারা বলেন—এই প্রপঞ্চে অপ্রাকৃত শব্দাবতারই ভগবৎস্বরূপ। সেই নামরূপী নামীর স্ফূর্ত্তিই এই প্রপঞ্চে ভগবদ্দর্শন। যাঁহার চেতন-বৃত্তিতে শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি হইতেছে, তিনিই ভগবদ্দর্শন করিতেছেন এবং সেই ভগবদ্দর্শনকারীর ইহাই লক্ষণ যে, তিনি নামের সেবার জন্য অধিকতর ব্যাকুল, অতৃপ্ত, যতই তাঁহার হৃদয়ে নামের স্ফূর্ত্তি হইতেছে, ততই তিনি নামকে অধিকতর ভাবে হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি করাইবার জন্য ব্যাকুল হইতে ব্যাকুলতর হইতেছেন। ইহারই নাম—ভগবদ্দর্শন বা সিদ্ধি।

ভগবদ্দর্শনকারী বা সিদ্ধপুরুষ ভগবদ্দর্শন করিয়াছি বলিয়া তৃপ্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি ভগবানের অনুসন্ধানে অধিকতর আর্ত্ত হইয়া পড়েন। যিনি ভগবান্‌কে যত পাইয়াছেন, তাঁহাকে যত অধিক দর্শন করিয়াছেন, তিনি তত অধিক তাঁহার অনুসন্ধান করেন। সেই অনুসন্ধান-কার্য্যটি নামকীর্ত্তন-মুখেই হইয়া থাকে। তাহার সাক্ষ্য-ভক্তভাব-অঙ্গীকারকারী স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব। নাম-কীর্ত্তনের মধ্যে তিনি ভগবদ্দর্শনের আদর্শ প্রকট করিয়াছেন, নামকীর্ত্তনের মধ্যেই তিনি কৃষ্ণের অনুসন্ধান ও অনুশীলনের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের ভগবদ্দর্শন হয় না কেন, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া সাধুগণ বলিয়াছেন যে, আমরা একমাত্র শ্রীনাম-কীর্ত্তন ধর্ম্মের প্রতি শরণাগত নহি। ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের ভাষায় 'দুর্দ্দৈব'।

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

ভগবান্ আমাদিগকে দর্শন দিবার জন্য যে কতটা ব্যাকুল, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় এই যে, তিনি এই জগতে —যেখানে জীবের পক্ষে তাঁহার কোনরূপ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নহে, সেখানে নামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভগবান্ ও ভগবানের নাম এক হইলেও নাম অধিকতর কৃপাময় এবং জীবের পক্ষে সর্ব্বক্ষণ সুলভ। সুদুর্লভ ভগবদ্দর্শন—মহা মহা যোগী ঋষিরও ধ্যানাদির অগম্য ভগবদ্দর্শন নামের কৃপায় সুলভতম হইয়াছে। কাজেই নামমুখ হইলেই আমরা অনায়াসে ভগবদ্দর্শন করিতে পারি। এই নামাবতারের নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ—আত্মনিক্ষেপই এই প্রপঞ্চে ভগবদ্দর্শনের একমাত্র উপায়।

নামাবতার জীবকে ভগবদ্দর্শন করাইবার জন্য আরও অধিক কৃপা বিস্তার করিয়াছেন। তিনি নামাচার্য্যগণের বদনপদ্মে—জিহ্বাগ্রাঙ্গণে অনুক্ষণ নৃত্য করিতেছেন। সেই সকল নামাচার্য্য আবার জীবের দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন পূর্ব্বক জীবকে নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুযোগদানমুখে ভগবদ্দর্শন করাইতেছেন। কাজেই কলিযুগে, বিশেষতঃ শ্রীগৌরসুন্দরের ও তদনুগ রূপানুগ সম্প্রদায়ের এবং বর্ত্তমানযুগে ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর ধারায় এই ভগবদ্দর্শন দুর্গত জীবের পক্ষে সুলভতম হইয়াছে। আমাদের দিক্ হইতে কেবলমাত্র হৃদয়ের কপাটটি খুলিয়া দিলেই ভগবন্নামসূর্য্যের আলোকে আমরা সেই ভগবান্‌কে ও আমাদিগকে দর্শন করিতে পারিব। ইহাই ভগবদ্ দর্শনের রহস্য।

———

শ্রীগৌরকিশোর-বিরহোৎসব

শ্রীধাম মায়াপুরে

গত ৩রা নবেম্বর (১৯৩৮) উত্থানৈকাদশী-দিবস শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার আবহমঠরাজ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীশ্রী যোগপীঠ-তটে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পরমগুরুদেব পরমহংসকুলাগ্রগণ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-মহারাজের সমাধি-মন্দিরে শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের ষোড়শবার্ষিকতিথিপূজা বিরহ-মহোৎসব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ তীর্থ মহারাজের সেবাধ্যক্ষতায় সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যূষে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণোৎসব পাঠ ও বিরহসূচক কীর্ত্তন, নগর-সংকীর্ত্তন, ভোগারাত্রিকাদির পর অপরাহ্ণ ১ ঘটিকা হইতে 'পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর' গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অতঃপর ৪॥ ঘটিকার সময় শ্রীসারস্বত-নাট্যমন্দিরে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। উহাতে পৌরোহিত্য তীর্থ মহারাজ দুই ঘণ্টা যাবৎ একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র পাল বি, ই এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের শিক্ষক ও অন্যান্য বহু সজ্জন ও মঠসেবক উপস্থিত ছিলেন।

পরদিবস দ্বাদশী তিথিতে সন্ধ্যার পর উক্ত নাট্যমন্দিরে শ্রীল তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সনাতন-শিক্ষা হইতে 'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে' ইত্যাদি পয়ার ব্যাখ্যা করেন। এই দিবস শ্রীচৈতন্যমঠে মহামহোৎসব হয়। সমাগত বহু সজ্জনকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার যাবতীয় মঠেই এই উৎসব শ্রীল গৌরকিশোর-চরিতামৃত কীর্ত্তন ও (দ্বাদশী-দিবস) মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

গত ১৭ই কার্ত্তিক কৃষ্ণত্রিতীয়ার উত্থান একাদশী দিবস কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট অবধূত-কুলচূড়ামণি পরমগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামিমহারাজের অপ্রকট তিথি-পূজা পরমারাধ্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিমহারাজের আনুগত্যে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতামুখে যথাবিধি সম্পাদিত হইয়াছে।

ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিকের পরই শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বাগ্রে শ্রীসারস্বত-নাট্যমন্দিরে উপস্থিত হইয়া কৃপা-পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করেন ও সকলকে তথায় আহ্বান করেন। ভক্তগণ সকলেই তথায় উপস্থিত হইলে সর্ব্বপ্রথমে গুরুবর্গের বন্দনা, তৎপরে 'পরম করুণেকম্', 'পঞ্চতত্ত্ব,' 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর', 'বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর', 'কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর' প্রভৃতি গীতিসমূহ যথাক্রমে কীর্ত্তন করা হয়।

অনন্তর ঊর্জ্জব্রত পালনের দৈনন্দিন নিয়মানুসারে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীউপদেশামৃতের "কৃষ্ণেতোচ্ছৈঃ প্রণদবসতিঃ"—এই ১১শ শ্লোকটি উপদেশামৃতভাষ্য, পীযূষবর্ষিণীবৃত্তি ও অনুবৃত্তিসহ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রথমে ঊর্জ্জব্রত কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অতিমর্ত্ত্য চরিত কীর্ত্তনমুখে অবধূত-কুলচূড়ামণি পরমহংস বাবাজী মহারাজের কুলিয়ার ধর্ম্মশালার পাকশালাস্থ বাসের অভিনয় ও কঠোর বৈরাগ্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য অতি আবেগময়ী ভাষায় এক ঘণ্টারও অধিককাল বিশদভাবে সকলের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে সকলের চিত্তকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হইয়াছিল।

শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে সারস্বত-নাট্য-মন্দিরে একটি উচ্চ কাষ্ঠাসনের উপর শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের আলেখ্য লতা-পাতা ও পুষ্প-মাল্যাদির দ্বারা পরিশোভিত করা হইলে বেলা ১০॥ টা হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" ও "বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহতত্ত্ব" পাঠাদি হয়। মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণদাস বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ উজ্জ্বল-

নীলমণি সেবাশ্রম, শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও বিদ্যাভিধানী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ যথাক্রমে পাঠ করেন।

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামিমহারাজ

শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দজীউর সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমন্দিরস্থ নাটমন্দিরে একটি সভার অধিবেশন হয়। সভার প্রারম্ভে বন্দনা, তৎপর 'পরমকরুণেকম্', 'রামোদরাষ্টকম্', 'তুই মন তুমি কিসের বৈষ্ণব' 'কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর' প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তনের পর মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণদাস বিদ্যালঙ্কার প্রভু ও বিদ্যাভিধানী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ যথাক্রমে শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্বন্ধে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা দেন। বক্তৃতান্তে "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" গীতি ও মহানাম-কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়। ঐ দিবস প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত মহাজন-গীতি কীর্ত্তিত হইয়াছিল। শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ গোপালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী মূল গায়করূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-উৎসব-উপলক্ষে তৎপরদিবস দ্বাদশী তিথিতে সমাগত বহু পুরুষ ও মহিলাকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

ছায়াচিত্রে বক্তৃতা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈরেয় ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গত ২৯শে অক্টোবর (১৯৩৮) ও ৭ই নবেম্বর (১৯৩৮) ঢাকা শ্রীনাথসৌড়ীয় মঠে যথাক্রমে 'শ্রীরুক্মলীলা' ও 'শ্রীগৌরলীলা' এবং ৯ই ও ১০ই নবেম্বর (১৯৩৮) ঢাকা উয়ারিস্থ শ্রীভজহরি-লালমোহন-গৌরনিতাই-মন্দিরে ঠাকুরবাড়ীতে যথাক্রমে 'শ্রীগৌরাঙ্গলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা' সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা করিয়াছেন। পণ্ডিত ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ১৩ই ও ১৪ই নবেম্বর (১৯৩৮) শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত পাল মহোদয়ের প্রযত্নে ঢাকা নবাবপুরস্থিত লালু পালের ঠাকুরবাড়ী'তে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরজীর শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে যথাক্রমে 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা' ও 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। উভয় দিবসই বহু শ্রোতৃসমাগম হইয়াছিল। পণ্ডিতজী গত ১০ই নবেম্বর, ১৯৩৮ ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের আগ্রহে উক্ত কলেজ হলে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন, কলেজের অধ্যাপক, ছাত্রবৃন্দ ও অন্যান্য বহু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিতজীর প্রত্যেকটি বক্তৃতায়ই অসংখ্য শ্রোতৃসমাগম হইয়াছে। ঢাকার বহু শিক্ষিত সজ্জন বক্তৃতা-শ্রবণে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয়ে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

বক্তৃতা

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) রবিবার ৫ ঘটিকায় সন্ধিন করিমাত্ত লাজলাইন রোডস্থ পদ্মপুকুর ইনষ্টিটিউশন হলে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের সভাপতিত্বে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক 'হিন্দুধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি মহারাজও একটি মার্ম্মিক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

স্বধামপ্রাপ্তি

শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্ত বালেশ্বর জেলার সুন্দরকুলী নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সাহু মহাশয় গত ২৪শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) স্বধাম গমন করেন। তদুপলক্ষে সতীর্থভ্রাতা শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর সেনাপতি মহাশয় একাদশাহে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিয়াছেন।

সাম্বৎসরিক

গত ৭ই নবেম্বর (১৯৩৮) সোমবার ঢাকা-শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে শ্রীযুক্তা সরস্বতী বালাকার মহোদয়া সাম্বৎসরিকবিধানানুসারে মহাপ্রসাদ-দ্বারা তাঁহার পরলোকগত স্বামীর শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন।

খালাসের হুকুমের বিরুদ্ধে দরখাস্ত*.

মানহানির অভিযোগ

বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতার জনৈক শিষ্য ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত, আলিপুরের জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত স্থানীয়কর্ত্তৃক আনীত মানহানির মোকদ্দমায় অভিযুক্ত এজন আসামিকে খালাস দিয়া যে রায় দিয়াছেন, উক্ত আদেশ নাকচ করার জন্য মহামান্য হাইকোর্টকে অনুরোধ করিতে ২৪ পরগণার জিলা জজ্ মিষ্টার এম্. এইচ্. বি, লেথ ব্রিজ সাহেবের নিকট এক দরখাস্ত করেন। উক্ত দরখাস্ত জজ-সাহেব বাহাদুর সরাসরি ডিসমিস করিয়াছেন।

স্থানীয়ের অভিযোগ-মূলে 'গৌড়ীয়' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, উক্ত পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ এবং অপর তিন জন মানহানির অভিযোগে আলিপুরের জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হয়েন। অভিযোগে প্রকাশ, মঠের পরিচালন-সম্পর্কে মতভেদ উপস্থিত হওয়ার ফলে উক্ত "গৌড়ীয়" পত্রে মানহানিজনক একটি প্রবন্ধ বাহির হয়, এবং তৎপর তথায় আলিপুরের উক্ত মঠ-সম্পর্কিত একটি সভায় ঐরূপ উক্তিপূর্ণ বিজ্ঞাপন বিতরিত হয়।

অভিযোগের প্রতিবাদে উক্ত হইয়াছে যে, ঐ সকল উক্তি সরল বিশ্বাসে মঠের প্রকৃত অবস্থা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সমস্ত আসামীগণকে নির্দ্দোষ সাব্যস্তে খালাস দিয়াছেন। উক্ত পর্ব্বত এই মুক্তির আদেশের বিরুদ্ধে জজ্ সাহেবের নিকট আবেদন করেন।

জজ্ সাহেব বাহাদুর ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা কালে মন্তব্য করেন যে, যেস্থলে আদালত সম্যগ্রূপে সতর্কতার সহিত বিবেচনাপূর্ব্বক বিচার করিয়া আসামীগণকে নির্দ্দোষ সাব্যস্তে মুক্তি প্রদান করেন, সে স্থলে বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ অজুহাত প্রমাণ করিতে না পারিলে, হাইকোর্টে তাহা বিবেচনা করার জন্য প্রেরণ করার কোন কারণ হয় না। বর্ত্তমান মোকদ্দমায় সেরূপ কোন কারণ প্রমাণিত হয় নাই। জজ্ সাহেব বলেন, আমি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি যে, এই বিচারে কোনরূপ আইন-বহির্ভূত ও অসঙ্গত নিয়ম অবলম্বিত হয় নাই এবং হাইকোর্টে পুনর্ব্বিচারের জন্য অনুরোধ করিবার মত কোনই বিচার-বিভ্রাট্ ঘটে নাই। পক্ষগণ গৌড়ীয় (মঠ নামক ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান) মিশনের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, এই মোকদ্দমার মূলে পক্ষগণ-মধ্যে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিরোধ (odium theologicum) বর্ত্তমান রহিয়াছে।

---

* গত ৬ই নবেম্বরের (১৯৩৮) "The Sunday Statesman" পত্রে প্রকাশিত সংবাদের তাৎপর্য্যানুবাদ। মূলটি গত সপ্তাহের গৌড়ীয়ে (১৭।১৫) প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ ; ২৬শে নভেম্বর, ১৯৩৮ { ১৭শ সংখ্যা

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

জীব ঈশবৈমুখ্যবশতঃ নশ্বর মায়ার রাজ্যে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছে। সেবা-বিমুখতাই দুর্দ্দৈব। অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম ও জ্ঞান—এই ত্রিবিধ ভোগময় পথে জীবের স্বরূপ-বিস্মৃতি হওয়ায় তাঁহার দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইয়াছে।

দুর্দ্দৈবমুক্ত পুরুষোত্তমগণই শুদ্ধনাম-গ্রহণে সুবিমল কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন। বদ্ধ জীবের দুর্গতি দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনাম-ভজন-প্রণালী শিক্ষা দিতে গিয়া অনুরাগের অভাবরূপ দুর্দ্দৈবের উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু এইরূপ দুর্দ্দৈবের মধ্যেও ভগবৎকৃপা বর্ত্তমান।

নামাপরাধের হস্ত হইতে উন্মুক্ত হইবার উপায় আছে। অপরাধের স্বরূপ জানিয়া অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত না হইলে এবং নিরপরাধ নাম গ্রহণ করিলে অপরাধের অবসর হয় না।

(শ্রীশিক্ষাষ্টক)

শ্রীল আচার্য্যদেবের 'উপদেশামৃত'-ব্যাখ্যা

গত ১২ই কার্ত্তিক (১৩৬৫) শনিবার প্রত্যূষে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত শ্রবণ-সদনে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভুর 'উপদেশামৃত' গ্রন্থ হইতে ৬ষ্ঠ শ্লোকের অনুবৃত্তি-পাঠ সমাপ্ত করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত শ্লোক ও অনুবৃত্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন।

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্বুবন্ন সলিলদ্রবমাত্রবুদ্ধে-
র্দ্রব্যত্বমত্র মলধর্ম্মিতয়া নরস্য॥

এই প্রপঞ্চে অবস্থিত ভক্তজনের নীচবর্ণে আবির্ভাব, কর্কশতা প্রভৃতি স্বাভাবিক দোষ কিংবা কদর্য্য-বর্ণ, কুগঠন, পীড়া, ভগ্নাস্থিনিত কুদর্শন প্রভৃতি বপুগত দোষ দৃষ্ট হইলেও তদ্দ্বারা ভক্তজনের প্রাকৃতত্ব বিচার করিতে হইবে না—ইহাই নিষেধ। ভক্তজনের অপ্রাকৃতত্ব ও তারতম্য "কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত"—এই পূর্ব্ব শ্লোকানুসারে দর্শন করিতে হইবে, ইহাই বিধি। কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম—তিনপ্রকার ভক্তেরই স্বভাবজনিত ও বপুগত দোষ দর্শন করিতে হইবে না। তবে ভক্তজনের অপ্রাকৃতত্ব অনুসারে তাঁহাদিগের প্রতি অপ্রাকৃত বুদ্ধির তারতম্য হইবে। ইহাই ক্রম-পন্থীয় ভক্তগণের পক্ষে কথা। যাঁহারা অস্বাভাবিক বা বিরল ভক্ত, তাঁহাদের কথা বলা হইতেছে না।

আলোচ্য শ্লোকে ('দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ') মানব-ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা উপদেশামৃতে চরন কল্যাণার্থীর জন্য এই মানব-ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন।

প্রথমেই সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় কর্ত্তব্য। যাঁহারা অকপটে সেই সদ্‌গুরুপদাশ্রিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিতে হইবে না। একমাত্র শ্রীভক্তিবিনোদানুগ-সম্প্রদায়েই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, পৃথিবীর আর কোথাও এই বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ এরূপ মানব-ধর্ম্মের আদর্শ লক্ষিত হয় না।

শ্রীভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইলেই সেই দীক্ষিত ব্যক্তিকে গুরুভ্রাতা, এমন কি, গুরুদেব পর্য্যন্ত 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করেন। বস্তুতঃ প্রভু ত' একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু। তের প্রকার অপসম্প্রদায় দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই 'প্রভু' বলিতে প্রস্তুত হইবেন না, তাঁহারা বলিবেন, এক নিত্যানন্দ-প্রভু বা অদ্বৈত-প্রভুর বংশীয় ব্যক্তি-ব্যতীত অন্য কেহ 'প্রভু' পদ-বাচ্য নহেন। তাঁহাদের মতে অন্যকে 'প্রভু' বলিলে অপরাধ বা পাষণ্ডতা হয়। কিন্তু রূপানুগ-ভক্তিধারায় প্রবিষ্ট ব্যক্তিগণ বলেন,—"যাঁহারা নিত্যানন্দ বা অদ্বৈতবংশীয় পরিচয় দিয়া নিজনিগকে 'প্রভু' বলেন, তাঁহারা শ্রীরূপের শিক্ষা মানেন না; তাঁহারাই অপরাধী।" অভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায় বলেন,—"তাঁহারাই অপরাধী—যাঁহারা কনিষ্ঠাধিকারীকে 'প্রভু' বলেন, বা অপরকে 'প্রভু' বলিয়া নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-সম্প্রদায়কে অপমানিত করেন।" কিন্তু শ্রীরূপের শাসনগর্ভে অবস্থিত শ্রীভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায় শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুতে প্রাকৃত-দর্শনজনিত বংশ-পরিচয় প্রদানকারিগণকে 'অপরাধী' বিচার করেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। যাঁহারা তাঁহাদিগকে প্রাকৃত দর্শন করেন, তাঁহারাই তাঁহাদের প্রাকৃত বংশ স্বীকার করেন।

শ্রীভক্তিবিনোদ-সম্প্রদায়ে সবেমাত্র দীক্ষিত ব্যক্তিকেও 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করিবার কারণ এই যে, সেখানে বক্তা মানবধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া নিজেকে 'ছোট' অভিমান করেন, অর্থাৎ 'ইনি সেবা আরম্ভ করিয়াছেন, আমি করিতে পারি নাই' বা 'গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার'—এই বিচারে বক্তা দীক্ষিত ব্যক্তিকে মান দান করিয়া থাকেন।

ভক্তিদেবীর প্রতি শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারে অপ্রাকৃত-ত্বেরও তারতম্য আছে। যিনি অপ্রাকৃতত্বের দিকে সবে মাত্র যাত্রা আরম্ভ করিলেন, সেইরূপ দীক্ষিত কনিষ্ঠাধি-কারীকে 'আদর' করিতে হইবে, তাঁহার 'পূজন' নহে। আদর প্রাথমিক অবস্থা। শ্রীল প্রভুপাদ "কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত তীর্থাদি চেৎ"—ইহার পরে ছেদ

প্রদান করিয়া উক্ত শ্লোকের অন্বয় করিয়াছেন। "প্রণতি-ভিশ্চ ভজনমীশম্" বাক্যের সহিত "দীক্ষাদি চেৎ" বাক্যের অন্বয় হইবে না, ইহা জানাইয়া শ্রীল প্রভুপাদ বিপথগামী পাঠককে সতর্ক করিয়াছেন।

"যেই নাম লয়, নামে দীক্ষিত হইয়া।
আদর করিবে মনে স্বগোষ্ঠী জানিয়া।"

কৃষ্ণনামাশ্রিত ঐ কনিষ্ঠাধিকারীর নামানুশীলনে নৈরন্তর্য্য নাই, তাহা ব্যবধানযুক্ত,—নৈরন্তর্য্য হইলেই ভজন হয়। "ভজনমীশম্" বাক্যের দ্বারা মধ্যমাধিকারীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। "ঈশং ভজন্তম্" বলিতে—"নৈরন্তর্য্যেণ ভজন্তম্"। এইরূপ মধ্যমাধিকারীকে প্রণামের দ্বারা আদর করিবে অর্থাৎ তাঁহার সহিত বন্ধুতা, সৌহৃদ্য ও আপন-জ্ঞানে প্রণাম করিতে হইবে। কেবল মনের দ্বারা আদরে কনিষ্ঠাধিকারীকে উন্নত করিবার চেষ্টা।

যিনি ভজনবিজ্ঞ ও যাঁহার অন্তর্দর্শন অর্থাৎ কোথায়ও লঘু-দর্শন নাই, সর্ব্বত্র গুরু-দর্শন, সেই পূর্ণ শরণাগত-দর্শন মহাভাগবতের সর্ব্বত্র অন্বয়জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। তিনি সর্ব্বোত্তম সর্ব্বগুরু হইয়াও আপনাকে অতিহীন ও লঘু অভিমান করেন। তিনি অদাম্ভিক, তাঁহার দম্ভজনিত কোনও দর্শন নাই, সুতরাং তিনি কৃষ্ণের অতি প্রিয়পাত্র। তাঁহার নিকট হইতেই শ্রবণ করিতে হইবে। **যাঁহার নিরন্তর শিক্ষ-অভিমান আছে, তিনিই গুরু-পদবাচ্য।**

'শুশ্রূষা' শব্দের এক অর্থ—পরিচর্য্যা, আর এক অর্থ—শ্রবণেচ্ছা। 'শ্রু' ধাতু সন্—স্ত্রীয়াম্ আপ্।

প্রভুপাদ যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই সকল শব্দের মধ্যে এক একটি বিরাট্ ইতিহাস ও মৌলিক তথ্য রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বোত্তম মহাভাগবতের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া নিজ-স্বাভাবিক সুদর্শন-প্রভাবে মহাভাগবতের যে সকল আচার ও প্রচার দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অন্তরে গাঁথা রহিয়াছে। "দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈঃ"—শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিবার কালে মহাভাগবতশিরোমণি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদর্শ শ্রীল প্রভুপাদের নামদৃক্ চক্ষুর সম্মুখে দেদীপ্যমান ছিল।

অপ্রাকৃত আলঙ্কারিক-সম্রাট্ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বিষ্ণুপাদোদ্ভবা বৈষ্ণবী গঙ্গার জলের সহিত কেন এখানে উপমা প্রদান করিলেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমরা হয় ত' গোলাপ বা পদ্মের সঙ্গে তুলনা দিতাম, জড়ের ভাষায় বলিতাম—"No rose without its thorns" কণ্টক-ব্যতীত গোলাপফুল নাই। যেরূপ কণ্টক-সংযুক্ত দেখিয়া গোলাপফুলকে অথবা যেরূপ কর্দ্দমজাত বলিয়া পদ্মকে কেহ হেয় মনে করে না, তদ্রূপ অবরকুলে উদ্ভূত বা বপুগত কোন দোষ দেখিয়া বৈষ্ণবে প্রাকৃত দর্শন করা উচিত নহে। গোলাপ ও পদ্ম কণ্টক-সংযুক্ত বা পঙ্কজাত হইলেও ভগবৎপাদপদ্মে নিবেদন-যোগ্য। সাধারণ আলঙ্কারিকগণ পদ্মের সহিত বহু উৎকৃষ্ট বস্তুর তুলনা দিয়া থাকেন। কিন্তু অপ্রাকৃত আলঙ্কারিকসম্রাট্ শ্রীল রূপ-গোস্বামি-প্রভু ভব-ব্রহ্মের সহিত—অপ্রাকৃতের সহিত অপ্রাকৃতের, বৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবের তুলনা দিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—মহাভাগবতের ক্রিয়া-কলাপকে যে 'দুরন্ত' করিবার চেষ্টা করে, সেই পাষণ্ড ত' কোন দিনই মহাভাগবতের দর্শন পায় না; কিন্তু মহাভাগবতের 'লোক-দেখান' দুরাচারে যখন সাধুতা দর্শন করে, তখনই তাহার সাধুতা আরম্ভ হয়।

"ভজনবিজ্ঞ ভক্তে দুরাচার থাকিলে তদ্দ্রষ্টা তাঁহাকে দেখিয়া অপরাধী হন। তজ্জন্য প্রাকৃত-দৃষ্টির পরিনাশ-মতে ভক্ত দর্শন করিতে নিষেধ। তাদৃশ দুরাচারে অবস্থান অনন্যভক্তির বিনাশকারক নহে; পরন্তু অন্যবুদ্ধি দ্রষ্টার চক্ষে বিশেষ অপকারক। যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত-দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্যভজন দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহাভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন।"

শ্রীল প্রভুপাদের এই ভাষ্যের মধ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদর্শটি প্রকটিত হইয়াছে। এই অনুবৃত্তি লিখিবার সময় শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষায় সম্পূর্ণ সমাবিষ্ট ছিলেন। **গুরুর অন্তরে প্রবেশ না করিলে শিষ্য হওয়া যায় না। যেস্থানে অকপট সেবা, তথায়ই অন্তরের কথা জানা যায়।** যেমন প্রাকৃত-জগতেও স্ত্রী অনেকটা স্বামীর অন্তরের কথা জানেন, মাতা স্বীয় পুত্রের অন্তরের কথা জানেন। অপ্রাকৃত-জগতে ইহাই শিষ্যের গূঢ় স্বভাব যে, তিনি সেবা-প্রভাবে গুরুদেবের অন্তরের কথা জানেন। যেমন, শ্রীরূপ শ্রীগৌর-

সুন্দরের অন্তরের কথা জানিয়া "প্রিয়ঃ দোহয়ং" শ্লোক লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের ঐ অনুবৃত্তির মধ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যমরাজের সভায় উপস্থিত হইয়া গীতার—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়, প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

(গীঃ ৯।৩০, ৩১)

—এই শ্লোক-দ্বয়ের ব্যাখ্যা-সম্পর্কে স্বয়ং ঠাকুরের স্বপ্নাদি অবস্থায় একটি অলৌকিক-রহস্য-মূলক ইতিহাস রহিয়াছে। এই ইতিহাস স্বয়ং শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর নীজ প্রিয় সেবক শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহোদয়ের নিকট বর্ণন করেন এবং তিনি পুনরায় এই গূঢ় ব্যাখ্যা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট কীর্তন করেন এবং আমরা অনেকেই ইহা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বহুবার শুনিয়াছি।

যম—সূর্যের পুত্র। সূর্য Ethics (সুনীতি) বা ধর্মের দেবতা, যাঁহারা সৌর, তাঁহারা ethical; Ethics (সুনীতি) বড়, না ভগবদ্ভক্ত বড়? যমুনাদেবীর ভ্রাতা—যম। যমুনা কৃষ্ণের প্রেয়সী। কিন্তু যম সুনীতি-দুর্নীতির দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা—Ethics—stern justiceএর মালিক—এজন্য তাঁহাকে 'ধর্মরাজ' বলা হয়।

জগতের তথাকথিত সুনীতি বিষ্ণুর আনুগত্যহীনা। বস্তুতঃ বিষ্ণু আনুগত্য-বিহীন সুনীতির সুনীতিত্ব বা সততা থাকিতে পারে না। তাহাই বৈষ্ণবের অন্যতম ধর্মরাজ যমের সভায় গীতার ঐ শ্লোকের একটি সংশয় ভঞ্জনার্থ এক সভা আহূত হইয়াছিল। শিব-ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দ সেই সভায় এই শ্লোকের সংশয় মীমাংসা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'অনন্যভাক্' অর্থাৎ কৃষ্ণে যাঁহার অনন্যা ভক্তি আছে, 'অপি'—যদি, 'চেৎ'—ও অর্থাৎ যদিও তিনি 'সুদুরাচার' অর্থাৎ নিকৃষ্ট বা জঘন্য দুষ্ট আচারবিশিষ্ট হন, তথাপি তাঁহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিতে হইবে, যেহেতু তিনি 'সম্যগ্ব্যবসিত' অর্থাৎ সম্যক্ প্রযত্নশীল, একনিষ্ঠ বা ঐকান্তিক। তিনি শীঘ্রই 'ধর্মাত্মা' হন ও নিত্য শান্তি লাভ করেন। "ঐকান্তিক ভক্তকে 'শীঘ্রই ধার্মিক হইবার' কথা বলা হইল কেন? যিনি ধর্মের শেষফল ঐকান্তিকতা বা অনন্যভজন-পরায়ণতা লাভ করিয়াছেন, যিনি ভগবান্‌কে বশ করিয়াছেন, তাঁহার কি ধর্ম অর্থাৎ সুনীতি বা শান্তির অভাব আছে? অনন্যভক্ত কি অধার্মিক ও অশান্ত?" যমরাজের সভায় সকলে এই প্রশ্ন করিলেন। গীতার উপদেষ্টা পার্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণদেব প্রদান করিয়া বলিয়াছেন,—ঐকান্তিক ভক্ত যদি সুদুরাচারও হন, তথাপি তাঁহাকে সাধুই মানিতে হইবে। কিন্তু সংশয় এই যে, সাধু কিরূপে অধর্মাত্মা, অশান্ত হন? দেবতাগণের এই সংশয় শিব, ব্রহ্মা, নারদ, যম—কেহই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই সভায় যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইবামাত্রই শিব-ব্রহ্মা-নারদাদি বৈষ্ণববৃন্দ ও দেবতাগণ নিজ-নিজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে অভ্যর্থনা করিলেন; কেন না, অপ্রাকৃত ব্রজবাসী, সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপার অন্তরঙ্গ, কেশ-শেখাদির অগম্যা গোপীশিরোমণির নিজ-জন আগমন করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে দর্শন করিয়া সকলে তাঁহার নিকট তাঁহাদের সংশয় জ্ঞাপন করিলেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ তখন যেভাবে ঐ সংশয় নিরসন করিয়াছিলেন, সেই তাৎপর্যটি শ্রীল প্রভুপাদ "দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ" শ্লোকের অনুবৃত্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। **"অনন্যভজনকারীর 'দোষ-দর্শন' দুরাচারত্বে বঞ্চিত না হইয়া যিনি তাঁহার সাধুত্ব দর্শন করেন, সেইরূপ দর্শনকারীই শীঘ্র ধর্মাত্মা হইয়া পরমা শান্তি লাভ করিতে পারেন। অনন্যভজনকারীকে গুরু-জ্ঞান ও নিজেকে শিষ্য-জ্ঞান করিয়া যিনি তাঁহাকে (অনন্যভজনকারীকে) মাপা-জগতের সুনীতি ও দুর্নীতির মাপকাঠির আসামী করেন না, তাঁহারই শীঘ্র সাধুত্ব লাভ হয়।"** এই ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া স্বয়ংরূপার নিজ-জন ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সংশয়মুক্ত হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। আমি এখানে সেই অনুবৃত্তি-রচয়িতার চিত্তবৃত্তির ইতিহাস বা context (সঙ্গতি, পূর্ব কথা) যাহা শ্রীগুরুমুখে কয়েকবার শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাহা যথাসাধ্য কীর্তন করিলাম।

শ্রীল প্রভুপাদ 'উপদেশামৃতে'র ৬ষ্ঠ শ্লোকের অনুবৃত্তির শেষভাগে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যেও বিশেষ ইতিহাস নিহিত রহিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"যে-সকল ভক্তিপথাশ্রিত বৈষ্ণব কেবলমাত্র প্রভুবংশ, আচার্য্য-বংশ ও বৈষ্ণব-বংশগণের মধ্যে হরিভক্তি আবদ্ধ আছে জানিয়া নিজের প্রাকৃত-দর্শনে বপুলোলাদি সৃষ্টি করেন অথবা ভক্তির অলৌকিক চেষ্টা-সমূহ বুঝিতে না পারিয়া মহাভাগবতকে গর্হ্য দৃষ্টিতে মহান ভাগবতের অধীন করিবার প্রয়াস পান, তাঁহাদের ভক্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটে। শৌক্রজাতিমাত্রোপজীব্য হইয়াও সিদ্ধভক্তের আচার বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিলে ভক্তি থাকিতে পারে না। জাতরুচি সিদ্ধমহাত্মগণের আচরণ না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে পতিত মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। যেহেতু সিদ্ধ-মহাত্মা বৈষ্ণব-গুরুগণের ব্যবহারাবলীতে কটাক্ষ ও তাঁহাদিগকে হীনজ্ঞানে কখনই জীবের কোন মঙ্গল হয় না। সুতরাং প্রাকৃত-দৃষ্টিতে সিদ্ধভক্তকে কেবল-বদ্ধ-প্রাকৃত-জীবজ্ঞানে শিষ্য মনে করিয়া সৎপথে আনয়নের চেষ্টাই বৈষ্ণবাপরাধ। অজাতরতি সাধক ও সিদ্ধভক্তে ভেদ আছে জানিয়া এক ব্যক্তিকে শিষ্য ও অপর ব্যক্তিকে গুরু জানিতে হইবে। গুরুকে উপদেশ দিতে হইবে না। শিষ্যের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে না,—ইহাই বিবেচ্য।"

আমি পূর্ব্বে পদ্মের উপমার কথা বলিয়াছি। সৌন্দর্য্য-গ্রাহি-সমাজে কর্দ্দমজাত বস্তু বলিয়া পদ্মের আদর হ্রাস হয় না, চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বলিয়া সাহিত্যিক ও কবির নিকট চন্দ্রের অনাদর হয় না—চন্দ্রের কলঙ্ক তাহার পক্ষে দূষণ-স্বরূপ না হইয়া বরং ভূষণ-স্বরূপই হইয়া থাকে, উহা চন্দ্রের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধিই করে। তদ্রূপ অনন্তভক্তের দুরাচারে অবস্থানের লীলা তাঁহার অনন্তভক্তির বিনাশ-কারক নহে, কেবল অল্পবুদ্ধি দ্রষ্টার চক্ষে বিশেষ অপকারক।

গঙ্গায় বুদ্‌বুদ্‌, ফেন, সাধারণ নদী-নালা-পুকুরের জলেও তাহা হয়; অতএব গঙ্গাজল অন্য জলের সহিত সমান অথবা (কোন কোন ধার্ম্মিকব্রুব-সম্প্রদায়ের বিচারে) গঙ্গাতে দেহ পোষণ করিবার গুণ থাকায় যেমন গঙ্গাজলে রোগের বীজাণু (Bacteria) টিকিতে পারে না, অতএব গঙ্গাজলের মহিমা বেশী; ঐরূপ উভয় বিচারই গঙ্গাতে অপ্রাকৃত-বুদ্ধি নহে, ইহাই তীর্থে সলিলবুদ্ধিরূপ কুণপাত্মবাদিগণের বিচার।

"জাতরুচি সিদ্ধমহাত্মগণের আচরণ না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে 'পতিত' মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়"—এই বাক্যে শ্রীল প্রভুপাদ 'জাতরুচি সিদ্ধমহাত্মা' বলিতে রাগানুগের কথা বলেন নাই, রাগাত্মক-ভক্তের কথাই বলিয়াছেন। রাগাত্মক ভক্ত সম্বন্ধানুগ ও কামানুগ-ভেদে দ্বিবিধ। কামানুগ-গণ আহ্লাদিনীর কায়ব্যূহ। সাধনসিদ্ধ অথবা স্বয়ংসিদ্ধ অভিমানকারী ব্যক্তিগণ সেই রাগাত্মক ভক্তগণের আচরণ না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে পতিত মনে করিলে অপরাধে পতিত হন।

যশোহর জিলার নড়াল মহকুমা-বাসী আচার্য্যবংশাভিমানী কোন লৌকিক গোস্বামী, বৈরাগ্য-বিগ্রহ পরমহংসবর শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজকে দর্শন করিয়াছেন বলিয়া অভিমান করিতেন। মাৎসর্য্যযুক্ত হইয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের আচরণ লক্ষ্য করিতে যাওয়ায় উক্ত লৌকিক গোস্বামী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদে সেইরূপ বৈরাগ্যের অভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ যে কলিকাতা-নগরীকে 'কলির ব্রহ্মাণ্ড' বলিতেন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। উক্ত লৌকিক গোস্বামীর বিচারে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'কলির ব্রহ্মাণ্ডে' থাকা উচিত হয় নাই, নবদ্বীপাদি ধামে গিয়া বাস করাই উচিত—যে নবদ্বীপকে তৎকালে তিনি (উক্ত আচার্য্যবংশাভিমানী) যেমন মাপিয়া লইতে ব্যস্ত ছিলেন। উক্ত অল্পবুদ্ধি লৌকিক গোস্বামীর ধারণানুসারে "জাতরতি রাগাত্মক মহাজনের পরমহংস-বেষ অর্থাৎ কৌপীনাদি গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব-স্বীকৃত পত্নী-পুত্রাদির মধ্যে থাকা উচিত নহে", কেন না, তিনি যে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বৈরাগ্য দেখিয়াছেন, সেই বৈরাগ্যের ভক্তিরসযুক্ত বিকৃত ছবির স্নেহের দ্বারা তাঁহার (উক্ত লৌকিক গোস্বামীর) চক্ষু ঝলসাইয়া গিয়াছে, হৃদয় শুকাইয়া গিয়াছে। তাঁহার ধারণায় বৈষ্ণব শুক্র-শোণিত হইতে উৎপন্ন মাংসপিণ্ড-বিশেষ; ধাম তাঁহারই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিবাপ-যোগ্য একটি খণ্ডস্থান অর্থাৎ অপর ভাষায় মায়ার ব্রহ্মাণ্ড-বিশেষ। অতএব যে ব্যক্তি শিষ্য হইবারও যোগ্য হন নাই, সেই ব্যক্তি শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের তত্ত্বানুধ্যান (?) করিতে উদ্যত হইলেন! উক্ত লৌকিক গোস্বামী নিজে শিষ্য হইবার জন্য কতটা প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা যাচাই করিবার জন্য বাবাজী

মহারাজ লৌকিক গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন,—"আপনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে মাথায় করিয়া কলির ব্রহ্মাণ্ড হইতে শ্রীধামে লইয়া আসুন।" উক্ত ব্যক্তি এই কথা কলিকাতায় আসিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে জানাইলে ঠাকুর উক্ত লৌকিক গোস্বামীটিকে বলিলেন—"গৌরকিশোর প্রভুকে দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিয়া বলিবেন, আমার এখানে ভজনের কোন অভাব হইতেছে না—'যে-দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।' আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যেন তাঁহার বৈরাগ্যের সিদ্ধি হয়।"—যিনি অবিসংবাদিত গুরু, যাঁহার বৈরাগ্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্যের দ্বিতীয় মূর্ত্তি, তাঁহাকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "বৈরাগ্যের সিদ্ধি হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন!

ভক্তিরসবিহীন বৈরাগ্যকে যাহারা খুব বড় মনে করে, কৃত্রিমভাবে বাহিরে স্ত্রীদর্শনাদি হইতে পৃথক্ থাকিবার অভিনয় করিয়া অন্তরে সর্ব্বক্ষণ অষ্টপ্রকার যৌনিসঙ্গে ব্যস্ত থাকে এবং উহাকেই খুব বড় কথা মনে করে, তাহারা শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় 'উলুইচণ্ডীর উপাসক অরিষ্টাসুর'; তাহাদের কখনও কৃষ্ণভজন হয় না। "স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু,—কৃষ্ণাভক্ত আর।" প্রাকৃত সাহজিকগণ জড়ভোগ-ত্যাগকে বহুমানন করেন, জড়-ভোগী জড়-বৈরাগীকে বড় মনে করেন। নীতিবাদী বৈরাগ্যকে খুব বড় মনে করিতে পারেন, পাপী পুণ্যবান্‌কে আদর্শ মনে করিতে পারেন; কিন্তু ইহাতে আত্মানুশীলনের কোন কথা নাই। যাহার পুরুষাভিমান নাই, সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ-ভাক্ত-দর্শন, ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বাহ্যাকার-দর্শনই নাই, সুতরাং ত্যাগও নাই, অতএব তাঁহার পক্ষে 'আকারাবপি ভেতব্যং' শ্লোক প্রযোজ্যই নহে। জড় আকার দর্শনকারী বা নিরাকার-দর্শন-প্রয়াসি-ব্যক্তিগণের জন্যই ঐ কথা। রায় রামানন্দ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি রাগমুগ ভক্তগণ সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-যোষিতের সচ্চিদানন্দাকার ব্যতীত অন্য কোন জড় আকার দর্শন করেন নাই, কাজেই তাঁহাদের "গৃহেতে গোলোক ভায়"।

শ্রীল প্রভুপাদকে যখন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সম্বন্ধে উক্ত গোস্বামীজীর বিচার বলিলেন, অর্থাৎ ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে 'কলির ব্রহ্মাণ্ড কলিকাতা' হইতে গোস্বামীজীর 'মায়া-দর্শনের নবদ্বীপে' লইয়া আসা হউক, এই কথা বলিলেন—তখন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল বাবাজী মহারাজকে বলিয়াছিলেন—"আমাকে এতটা পাষণ্ড মনে করিবেন না যে, আমি কল্পনায়ও ভাবিতে পারি, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নবদ্বীপ বা গোলোক-দর্শন-ব্যতীত অন্য দর্শন আছে। আপনি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতেছি।"

যেমন গুরু, তেমন শিষ্য। গুরু যেরূপ পরীক্ষা করিলেন, শিষ্যও সেরূপ উত্তর দিলেন। তখন শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামিপ্রভু শ্রীল প্রভুপাদকে বলিলেন—আপনি ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ, যাঁহাদিগকে স্বয়ং কৃষ্ণ স্কন্ধে, মস্তকে বহন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের এক একটি বাক্যে এইরূপ এক একটি বিরাট্ ইতিহাস আছে।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এবং বাবুরাম অগ্নিহোত্রী ও রায় বাহাদুর সার্দ্ধানা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৬শ সংখ্যার পর)

অগ্নিহোত্রীজী—মনে করুন, আমার শতভাগের ১০ ভাগ ভক্তি আছে।

আচার্য্যদেব—ভক্তিতে ঐরূপ মনে করিয়া লওয়া বা কল্পনা চলে না। একই ভক্তি কেবল পক্ক ও অপক্কাবস্থার ভেদ মাত্র। পক্কাবস্থাকে 'প্রেম' বলে। সেই ভক্তি-রস বৈকুণ্ঠে আড়াই ও গোলোকে পাঁচ প্রকার। পক্ক ভক্তিতেই এই রসের বিচিত্রতা প্রকাশিত। মুক্ত পুরুষেরা ঐ পাঁচ প্রকার রসের কোন না কোন রসে রসময়ের সেবা-নিরত। অপক্ক ভক্তির কথা বলিতেছি না—ইহা সগুণ বা জড় দ্বৈত-দর্শন নহে। ভাগবতির ধামে সমস্তই অধয়জ্ঞান—অধয়জ্ঞানে বিলাস বা বিচিত্রতা। তথায় বদ্ধ জীবের জড়-দ্বৈত-জ্ঞানের বিচিত্রতার কথা

লইয়া আরোপ বা খণ্ডন করিতে যাইতে হইবে না ; তাহা হইলে উহা anthropomorphism হইয়া যাইবে।

অগ্নিহোত্রীজী—অবিদ্যা হইতেই ত' সাধারণের starting point.

আচার্য্যদেব—না, ভগবৎকৃপা হইতে—শ্রদ্ধা হইতেই starting point.

অগ্নিহোত্রীজী—যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, সেইরূপ কর্ম্মানুযায়ী ত' ভগবানের কৃপা হইবে ?

আচার্য্যদেব—কর্ম্মের দ্বারা কখনও ভগবৎকৃপা পাওয়া যায় না। ভগবৎকৃপা—অহৈতুকী।

সার্দ্ধানা সাঃ—প্রাথমিকের পক্ষে কর্ম্ম না করিলে কি কৃপা হইবে ?

আচার্য্যদেব—অভক্তির দ্বারা ভক্তি পাওয়া যায় না। কর্ম্ম—অভক্তি, বিজাতীয় বস্তু। ভক্তির দ্বারাই ভক্তি পাওয়া যায়। কৃপাশক্তি ও ভক্তি—সমজাতীয় বস্তু ; শ্রদ্ধা বা সেবোন্মুখতা বা শরণাগতিই কৃপা-সহচরী।

অগ্নিহোত্রীজী—ভক্তি কি অমনিই পাওয়া যাইবে, তাহার জন্যও ত' চেষ্টা করিতে হইবে ?

আচার্য্যদেব—ভক্তি—অহৈতুকী। রাত্রিকালে কৃত্রিম আলোকের দ্বারা কি সূর্য্যের দর্শন হয় ? যখন সূর্য্যদেব স্বয়ং প্রকাশিত হন, তখন সূর্য্যের আলোকেই সূর্য্যকে দেখা যায়। তদ্রূপ ভগবৎকৃপায়ই ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়।

অগ্নিহোত্রীজী—যদি আমি রুদ্ধ গৃহ হইতে বাহির না হই ?

আচার্য্যদেব—যদি আপনি ঘরের বাহিরই হন, আর সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত না হন, তবে কি সূর্য্যকে দেখিতে পাইবেন ? এজন্য পূর্ব্বে আপনাকে যে দৃষ্টান্তটি দিয়াছি, তাহা স্মরণ করুন। ভবকূপে পতিত ব্যক্তি শরণাগতি রূপ হস্তোত্তোলনের দ্বারা অবতীর্ণ ভগবৎ-কৃপা-রজ্জু গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা কৃপার পথ পরিত্যাগ করিয়া কৃত্রিম সাধনের বলে ভগবানের রাজ্য জয় করিতে চাহেন, তাঁহারা কখনও মায়া হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন না।

অগ্নিহোত্রীজী—যিনি অধিক চেষ্টা করেন, তাঁহার প্রতি কি কৃপা শীঘ্র বর্ষিত হয় না ?

আচার্য্যদেব—তাহা কে বলিতে পারে ? নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় ভগবৎকৃপায় যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার নাই। যিনি যতটা কৃপার প্রতি শরণাগত হইবেন অর্থাৎ আত্মস্বরূপ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক আত্মনিবেদন করিবেন, তাঁহার উপর ততটা ভগবৎকৃপা বর্ষিত হইবে।

অগ্নিহোত্রীজী—তাহা হইলে কি আমরা অদৃষ্টবাদী হইয়া থাকিব ?

আচার্য্যদেব—ভগবানের নিত্যস্বভাবই সর্ব্বজীবে অহৈতুকী কৃপা-বিতরণ। কর্ম্মীর কৃত্রিম অদৃষ্ট বা 'অপূর্ব্ব'-বাদী নহে; পরন্তু সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃই ভগবৎকৃপা, শ্রদ্ধা ও সাধু-সঙ্গ-লাভ ঘটিতে থাকে।

অগ্নিহোত্রীজী—তাহা হইলে জীবের এইরূপ ক্লেশ কেন ?

আচার্য্যদেব—ইহা ভগবানের কৃপার অভাবের দৃষ্টান্ত নহে। জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করার ফলেই এইরূপ ক্লেশে ভিই হইতেছে, ভ্রান্ত জীবেরই স্বকর্ম্ম-ভোগ, নিত্য অভ্রান্ত নির্দ্দোষ ভগবানের দোষ নহে। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া এই ক্লেশ প্রদান করিয়া জীবকে সংশোধন ও কৃপা লাভ করিবার জন্য আর্ত্তি-বিশিষ্ট হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥
(ভাঃ ১০।১৪।৮)

[জীব প্রারব্ধ কর্ম্মফলে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। যাঁহারা ঐ সকল নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মফল "ভগবানেরই কৃপা"—এইরূপ বিচার করিয়া তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়, বাক্য এবং মনের দ্বারা ভবনীয় (শ্রীভগবানের) পাদপদ্মে নমস্কার বিধান পূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন, তাঁহারাই মুক্তির আশ্রয়-স্বরূপ ঐ পাদপদ্ম লাভের অধিকারী।]

অগ্নিহোত্রীজী—শরণাগতি কি প্রধান নহে ?

আচার্য্যদেব—কর্ম্ম-প্রযত্ন, জ্ঞান-প্রযত্ন ও ভক্তি-প্রযত্নের মধ্যে পার্থক্য আছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান-প্রযত্ন, আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-কামনায় অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে সাধিত হয়। কিন্তু ভক্তি-প্রযত্ন তাহা নহে, তাহা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের সচ্চিদানন্দময় ইন্দ্রিয়-

তর্পণমূলে অর্পিত হইবে। ইহাই জীবন্মুক্তির পথ। শরণাগতিতে অনুকূল বিষয়ে সঙ্কল্প, প্রতিকূল বর্জনাদি অঙ্গের মধ্যে যে প্রপত্তি, তাহা ভগবানের সেবার বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্যই প্রপত্তি।

অগ্নিহোত্রীজী—মুক্ত পুরুষগণের প্রপত্তি থাকিবে কেন?

আচার্যদেব—মুক্ত পুরুষগণেরই প্রকৃত প্রস্তাবে অপ্রতিহত প্রপত্তি আছে। মুক্তাবস্থায় নির্বচ্ছিন্ন অন্বয়জ্ঞানের অনুভব, তথায় জড় দ্বৈতজ্ঞান নাই—পূর্ণ চিচ্ছক্তিজ্ঞানের বিলাসশক্তির বিচিত্রতা, তথায় পরাঙ্মুখ বদ্ধ জীবের ধারণা পৌঁছে না।

অগ্নিহোত্রীজী—আমরা মানুষ, মানুষেরই মত ত' ধারণা করিব, অতি-মানুষিক ধারণা আমাদিগের পক্ষে কিরূপে সম্ভব?

আচার্যদেব—এই জন্যই' শ্রুতি রূপার কথা বলিয়াছেন। 'চিজ্জগতে বিচিত্রতা স্বীকার করিলে তথায় এ জগতের ন্যায় হেতার আশঙ্কা আছে', এইরূপ অনুমান ও আশঙ্কা করিবার কি অধিকার আছে? বস্তুতঃ শ্রুতি বলিতেছেন—

"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে, শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে"

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মঃ
বরাহো নৃসিংহো বামনো রামোরামো বুদ্ধঃ কল্কিরহমিতি।

(চতুর্বেদ-শিখা)

[অবতারী ভগবান্ বলিতেছেন,—আমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ; আমিই বলদেব, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন পরশুরাম ও রাম; আমিই কল্কি ও আমিই বুদ্ধ।]

নৈবৈতে জায়ন্তে নৈতেষামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্ব এব হ্যেতে পূর্ণা অমরা অমৃতাঃ পরমাঃ পরমানন্দা ইতি।

(চতুর্বেদ-শিখা)

এই সকল অবতার বদ্ধজীবের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন না, বদ্ধজীবের ন্যায় ইঁহাদের জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত বা মুক্ত হয় না। ইঁহারা সকলেই পূর্ণ, অজর, অমৃত, পরতত্ত্ব ও পরমানন্দ-স্বরূপ।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।

(ঈশোপনিষৎ ১৫ ও ১৬শ মন্ত্র)

[সেই পরমাত্মার রূপ জ্যোতির্ম্ময় পাত্রে আচ্ছাদিত আছে। হে পরমাত্মন্, সত্যধর্ম্ম-প্রকাশ ও আত্মতত্ত্ব-দর্শনের জন্য সেই আচ্ছাদন দূর করুন। হে ভগবন্, আপনি ভক্তপোষক, আপনি জ্ঞানময়, সর্ব্বনিয়ন্তা, আপনি ভক্তগণের ভক্তিবেদ্য, আপনি বেদোপদেশ দ্বারা প্রজার প্রিয়, আপনি আপনার তেজোরাশি সঙ্কুচিত করুন; তাহা হইলে আপনার কল্যাণতমরূপ আমি দেখিতে পাই। আমি সেই রূপ দেখিবার অধিকারী। যেহেতু আপনি পূর্ণপুরুষ এবং জগৎ-প্রবিষ্ট আপনার অংশ-স্বরূপ পরমাত্মা এবং আমরা (জীব) সকলেই চিৎস্বরূপ। আপনার কৃপা হইলেই আপনাকে দেখিতে পাই।]

অগ্নিহোত্রীজী—জগতে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ—এই দুই প্রকার মত প্রচারিত কেন?

আচার্যদেব—এই দুই প্রকার মত অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে ও থাকিবে। সৎ ও অসৎ, ব্রহ্ম ও মায়ার অধিষ্ঠান চিরকালই থাকিবে। শ্রুতিগণ বলিয়াছেন,—

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্ত্বর্হি ন শাশ্বতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং ভজতাং যথাদ্যমতং মতদুষ্টতয়া।

(ভাঃ ১০।৮৭।৩০)

[শ্রুতিগণ কহিলেন;—হে নিত্যস্বরূপ! শরীরধারী জীবসংখ্যার অন্ত নাই। জীব 'অনন্ত'—এইরূপ মত প্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ বলে যে, 'জীব ব্রহ্মের ন্যায় ব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বগত'—এইরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। কেন না, শাস্ত্রে ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, 'জীব' নিয়ন্তব্য অর্থাৎ শাস্য এবং আপনি 'ঈশ্বর' তাহার শাসক। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে জীব সেবক ও আপনি সেব্য—এই নিয়ম স্থির থাকে না। সুতরাং জীব ব্যাপক নয়, ব্যাপ্য বটে অর্থাৎ অণুপরিমাণ। 'সর্ব্বগ' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, জীব স্ব-স্বরূপে ব্যাপক এবং আপনি সর্ব্বব্যাপক। আপনি অগ্নি বা সূর্য্য-সদৃশ, জীব স্ফুলিঙ্গ বা কিরণ-কণ স্থানীয় বস্তু। অতএব চিন্ময়-স্বরূপ আপনা হইতে উদ্ভূত বলিয়া অর্থাৎ আপনার

বিভিন্নাংশরূপে নিত্যকাল আপনাতে অবস্থিত বলিয়া জীবকে স্বতন্ত্র হইতে বাধিত না করিয়া দিয়া আপনার নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। যাহারা জীবকে সর্ব্ব-বিষয়ে সমান জ্ঞান করে, তাহাদের মত মত-বাদে দূষিত।]

এই সকল কথোপকথনের পর পণ্ডিত অগ্নিহোত্রীজী যুক্তকরে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট বলিলেন—"আমি বিষয়টী পরিষ্কাররূপে জানিবার জন্য আপনার সাথে মহাপুরুষের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছি, আমার অপরাধ কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা করুন"।

শ্রীল আচার্য্যদেব এতৎপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, বাস্তব-সত্যের অকপট অনুসন্ধানের জন্য যে কোনরূপ প্রশ্ন তিনি করিতে পারেন, এবং তাহার শাস্ত্রীয় উত্তরও সর্ব্বদা প্রদানের জন্য আচার্য্যদেব প্রস্তুত আছেন। অতঃপর অগ্নিহোত্রীজী দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং রায়বাহাদুর সন্ধ্যানাসাহেব আরও কিছুক্ষণ থাকিয়া হরিকথা শ্রবণ করিলেন।

বেণীমাধব

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কাশীতে ও প্রয়াগে, উভয় স্থানেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিন্দুমাধব-দর্শন-প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়াছেন। কাশীতে শ্রীতপন-মিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লইয়া বিন্দুমাধব-দর্শনে গিয়াছিলেন—

প্রভু লঞা গেলা বিন্দেশ্বর-দরশনে।
তবে আসি' দেখে **বিন্দুমাধব**-চরণে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।৮৬)

কাশীতে নিয়মানুসারে মহাপ্রভু প্রত্যহ পঞ্চনদে স্নান করিয়া শ্রীবিন্দুমাধব-দর্শনে গমন করিতেন—

হেনকালে মহাপ্রভু পঞ্চনদে স্নান করি'।
দেখিতে চলিয়াছেন **বিন্দুমাধব** হরি॥

•

মাধব-সৌন্দর্য্য দেখি' আবিষ্ট হইলা।
অঙ্গনেতে আসি' প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥
শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন।
চারিজন মিলি' করে নাম-সংকীর্ত্তন॥
"হরে হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"
চৌদিকেতে লক্ষ লোক বলে 'হরি' 'হরি'।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি'॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।৫৯, ৬১-৬৪)

এই বিন্দুমাধবের অঙ্গনেই সশিষ্য প্রকাশানন্দ আগমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য-প্রেম-মাধুর্য্য-দর্শনে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-নৃত্য করিয়াছিলেন। এই স্থানেই প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া পূর্ব্ব অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন—

তেঁহো কহে, — তোমার নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল।
তোমার চরণ-স্পর্শে, সব ক্ষয় গেল॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৭১)

এইস্থানে প্রকাশানন্দ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের সমালোচনা ও ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য-শ্রবণের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু বসিয়া চতুঃশ্লোকী ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্য পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে ইহার বিস্তৃত বর্ণন দৃষ্ট হয়।

প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিন্দুমাধব-দর্শন-প্রসঙ্গ শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামি-প্রভু এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন—

'**প্রয়াগে**' আসিয়া প্রভু কৈলা **মাঘস্নান**।
মাধব দেখিয়া প্রেমে কৈলা নৃত্যগান॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৭২)

অন্যত্র লিখিয়াছেন—

তাঁ'রে (অনুপম) লঞা রূপ-গোসাঞি প্রয়াগে আইলা।
মহাপ্রভু তাহা শুনি' আনন্দিত হৈলা॥
প্রভু চলিয়াছেন **বিন্দুমাধব**-দরশনে।

কেহ কম্প কেহ আছাড়ে প্রভুর বিমানে।
কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেহ নাচে, গায়।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি' কেহ গড়াগড়ি যায়।
প্রেম-সুখ-প্রলয়ে নাবিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ-প্রেমের বন্যাতে
তিন বেলি' দুই ভাই রহিলা নিকটে।
প্রভুর আবেশ হৈল মাধব-দর্শনে

প্রয়াগে—শ্রীশ্রীবিন্দুমাধব বা শ্রীশ্রীবেণীমাধব শ্রীবিগ্রহ

কাশীতে গঙ্গার তটে পঞ্চগঙ্গাঘাটে শ্রীবিন্দুমাধব বা শ্রীবেণীমাধবের মন্দির অবস্থিত। শ্রীমন্দিরটি পূর্ব্বদ্বারী। শ্রীবেণীমাধব চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তি। শ্রীনারায়ণের দক্ষিণ দিকের নিম্ন হস্তে গদা, ঊর্দ্ধ হস্তে চক্র, বামদিকের ঊর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ ও নিম্ন হস্তে পদ্ম শোভিত। 'সিদ্ধার্থ-সংহিতা'র বিচারানুসারে গদাচক্রশঙ্খপদ্মকর যে শ্রীমূর্ত্তির নাম 'মাধব', তাহাই এই শ্রীমূর্ত্তি। বেণীমাধব ত্রিউর পদ্মের নিম্নে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীমূর্ত্তি। ইঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অপর শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ যুগলমূর্ত্তি ও বামপার্শ্বে নিম্নভাগে অপর শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ যুগলমূর্ত্তি।

এই মন্দিরের প্রাকারের অভ্যন্তরে ৩৬টি শিবলিঙ্গ, একটি গণপতির মূর্ত্তি, দুইটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুবিগ্রহ, দুইটি মহাবীর মূর্ত্তি এবং একটি গরুড় ও বিন্দু ঋষির মূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন। কিংবদন্তী।—বিন্দু নামক কোন ঋষির তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ তাঁহার নিকট প্রকটিত হন। এজন্যই তিনি বিন্দুমাধব রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এইস্থানে বিন্দুমাধব প্রয়াগের ন্যায় 'বেণীমাধব' নামেও প্রচারিত। শ্রীমন্দিরের প্রাকারের অভ্যন্তরে ভিন্ন প্রকোষ্ঠে শ্রীরামসীতার শ্রীমূর্ত্তি ও তৎসহ মাধবত্রিধি একাদশীর মূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন।

কাশীর বিন্দুমাধব মন্দিরের বর্ত্তমান সেবাইতের নাম—শ্রীনারায়ণ রামচন্দ্র লাল। ইহার পূর্ব্বে যথাক্রমে নিম্নলিখিত সেবাইতগণ সেবা করিয়াছেন।—

গোবিন্দ-নীলকণ্ঠ, বল্লালনারায়ণ, কাশীনাথ রামচন্দ্র, বিষ্ণুনারায়ণ, গোপাল আম্বাজী। আম্বাজীর পূর্ব্ববর্ত্তী সেবাইতের নাম বর্ত্তমান সেবাইত অবগত নহেন। শুনা গেল, প্রতি তিনবৎসর অন্তর সেবাইত পরিবর্ত্তিত হয়।

কাশীর বেণীমাধব ত্রিউর মন্দিরের বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী বালা সাহেব পন্থ্ প্রতিনিধি, ইঁহার পিতার নাম—শ্রীনিবাস রাও পণ্ডিত পন্থ্। শুনা গেল শ্রীনিবাস রাওএর প্রপিতামহ ন্যূনাধিক ২০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান মন্দিরটি নির্ম্মাণ করেন। শ্রীবিন্দুমাধব ও শ্রীবেণীমাধবের মাহাত্ম্য কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে।

প্রয়াগে গঙ্গার পশ্চিম তটে বারাগঞ্জ মহল্লায় বিন্দুমাধব বা বেণীমাধবের মন্দির অবস্থিত। বর্ত্তমানে এই শ্রীবিগ্রহ বেণীমাধব-নামেই পরিচিত। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সম্মিলিত প্রবাহকে 'ত্রিবেণী' বলে। ত্রিবেণীর অধীশ্বর মাধব (বিষ্ণুই) 'বেণীমাধব' নামে অভিহিত; অথবা কাহারও কাহারও মতে, লক্ষ্মীরই অপর নাম 'বেণী'। সাধারণ অভিধানে 'বেণী' শব্দের অর্থ—শ্রেণী, জলপ্রবাহ ও বিন্যস্ত-কেশপাশ। তন্ত্রাদিতে 'বিন্দু'-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; নাদবিন্দু উপনিষৎ প্রভৃতিও অষ্টোত্তর-শতোপনিষদের তালিকায় পাওয়া যায়। নির্ব্বিশেষবাদিগণ 'বিন্দু' শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের দ্বারাই তৎকালে 'বেণীমাধবই' 'বিন্দুমাধব'-নামে প্রচারিত হইয়া থাকিবেন।

প্রয়াগের অপর পারে ঐরূপভারদ্বাজের স্থান আড়াইল গ্রামে এক 'বিন্দুমাধব' আছেন, তিনি এপ্রদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ নহেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীগৌরসুন্দরের আড়াইলে পদার্পণ-প্রসঙ্গে কোনও বিন্দুমাধবের উল্লেখ নাই। প্রয়াগে গঙ্গা-স্নানের পর মহাপ্রভুর বিন্দুমাধব-দর্শনের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হওয়ায় প্রয়াগের গঙ্গাতটস্থ (দারাগঞ্জ-পল্লীস্থ) বেণীমাধবই যে 'বিন্দুমাধব', এবিষয়ে কোনও সংশয় নাই। বিশেষতঃ এই বেণীমাধবের মন্দির দশাশ্বমেধ ঘাটের সন্নিকটেই অবস্থিত।

পূর্ব্বে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগমনে ৩ গত ৭ই অক্টোবর (১৯৩৮) শুক্রবার গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর অনুগমনে আমরা এই বেণীমাধব-দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলাম। এই স্থানের বর্ত্তমান সেবায়েৎ মহান্ত শ্রীযুক্ত বামগিরি। ইনি আপনাকে দশনামী সন্ন্যাসীর অন্যতম 'গিরি'-নাম, সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন।

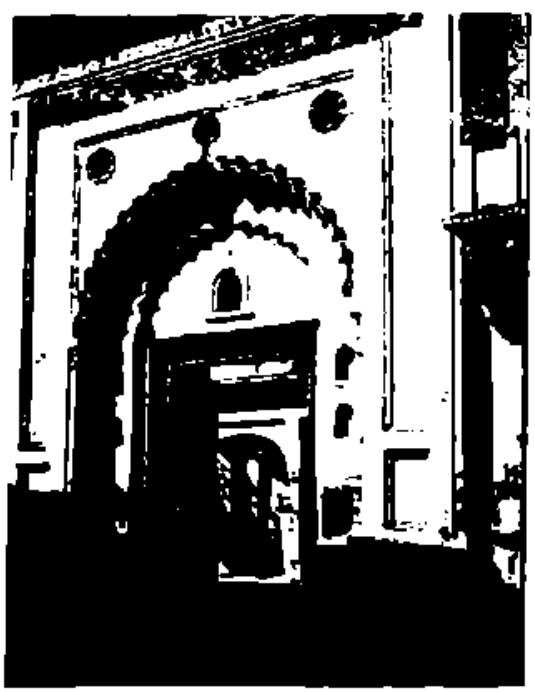

প্রয়াগে—শ্রীবেণীমাধব-শ্রীমন্দিরের দ্বার

ইহার পরিধানে গৈরিক বস্ত্র ও গাত্রে শ্বেতবর্ণের পোষাক দৃষ্ট হইল। ইনি আমাদিগকে স্বলাভগত মাধব-গিরির শিষ্য। ইঁহার পূর্ব্বে মাধব-গিরিই সেবায়েৎ, তৎপূর্ব্বে হৈমগিরি, তৎপূর্ব্বে সবলগিরি, তৎপূর্ব্বে শুকগিরি ও তৎপূর্ব্বে ধানগিরির নাম পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সেবায়েৎ মহান্তজী বলিতে পারিলেন। ইঁহারা সকলেই শিষ্য-পরম্পরায় বেণীমাধবের সেবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহান্তজী পক্ষোপযোগী বেতনভুক্ একজন পৃথক্ পূজারীর দ্বারা বেণীমাধবের পূজা (?) করাইয়া থাকেন।

কথা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বামগিরিজী বলিলেন যে, এই বেণী-মাধবজী এলাহাবাদের কিল্লা (দুর্গ) নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে ঐ কিল্লার নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে বিরাজিত ছিলেন। ইহা বহুশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। যখন রাজা অশোক (?), ইনি বৌদ্ধরাজ অশোক নহেন (?), ফরিদ হিন্দু রাজা (?), গঙ্গার তীরে প্রথম কিল্লা (?) নির্ম্মাণ করিলেন, তখন তিনি বেণীমাধব শ্রীবিগ্রহকে দারাগঞ্জ-পল্লীতে দশাশ্বমেধের সন্নিধানে স্থানান্তরিত করিয়া তথায় বর্ত্তমান শ্রীমন্দিরে স্থাপন করেন। প্রয়াগের এই কিল্লাই পরবর্ত্তীকালে সম্রাট্ আকবর কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। শ্রীমন্মহা-প্রভু দশাশ্বমেধ ঘাটের সন্নিকটে এই বেণীমাধবকেই দর্শন করিয়াছিলেন। রাজা অশোক বেণীমাধবের নিত্যপূজার জন্য তাঁহার রাজ্যের আয়ের প্রতি-মুদ্রায় আন্দাজ পাঁচ পয়সা হিসাবে বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন; কিন্তু রাজার রাজ্য বিনষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃত্তিও লোপ পাইয়াছে। বর্ত্তমানে 'গোণ্ডা' নামক জিলায় পরশপুরের রাজার জমিদারীতে প্রায় একশত বিঘা জমি ও বারাণসী রোডে বেণীমাধবের মন্দিরের বরাবর দুইটি পাকা বাড়ীর ভাড়া প্রায় পঞ্চাশ টাকা এবং যাত্রিগণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত প্রণামী হইতে বেণীমাধবের সেবা-পূজা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরেই বেণীমাধবের রথ, জন্মাষ্টমী ও রামনবমী—এই তিনটি বিশেষ উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত ও রামায়ণ পাঠ হইয়া থাকে, সম্ভবতঃ ভাড়াটিয়া পাঠকের দ্বারাই। বর্ত্তমান মন্দিরটি চূড়াবিহীন পৃথু, সম্মুখে জগমোহন ও চতুর্দ্দিকে পরিক্রমার স্থান আছে। সেবকগণ ও মহান্তের থাকিবার গৃহও দৃষ্ট হইল। তথায় একস্থানে শ্রীরাধা-গোবিন্দ যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন।

আর একখানে দেখাইতে মহাপ্রভুর গুরুপরম্পরার পাদি রহিয়াছে, তথায় পাদি ও কাঙ্গপাদুকার পূজা হয়।

শ্রীবেণীমাধবের মন্দিরটি পূর্ব্বাভিমুখী। মহান্তের মতে 'বেণী' (লক্ষ্মী) তাঁহার ধব (পতি) নারায়ণ, এজন্য 'বেণীমাধব' নাম হইয়াছে।

লক্ষ্মী ও নারায়ণ শ্রীমূর্ত্তি—উভয়ই চতুর্ভুজ ও অন্নয়ক্। শ্রীনারায়ণের দক্ষিণদিকের নিম্ন হস্তে গদা, দক্ষিণদিকের উর্দ্ধ হস্তে চক্র, বামদিকের উর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ ও বামদিকের নিম্ন হস্তে পদ্ম শোভিত রহিয়াছেন। মহান্ত রাম-গিরিজী ইহা আমাদিগকে এক একটী করিয়া দেখাইলেন। সিদ্ধার্থসংহিতার বিচারানুসারে 'গদা-চক্র-শঙ্খ-পদ্মকর' শ্রীমূর্ত্তির নামই শ্রীমাধব, যথা—

"গদাং চক্রং তথা শঙ্খং পদ্মং বহতি মাধবঃ।"

(হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ১৭৬ধৃঃ)

শ্রীমাধব—গদা-চক্র-শঙ্খ-পদ্ম-কর।

(চৈঃ চঃ ম ২০।২২৮)

যে স্থানে মহাপ্রভু শ্রীরূপাদি অন্তরঙ্গ-ভক্তগণসঙ্গে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেন, যথায় লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত মিলিত হইয়া সেই কীর্ত্তন-রসে মত্ত হইতেন, গঙ্গা-যমুনা একত্র প্রয়াগক্ষেত্রকে ডুবাইতে না পারিলেও যে-স্থান মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিগঙ্গার প্লাবনে প্লাবিত হইয়াছিল, হায়! কলিকাল-কলুষ জীবের দুর্ভাগ্য-চক্রে আজ সেই স্থানে শুদ্ধভক্তির কোন প্রসঙ্গই নাই, শ্রীচৈতন্যদেবের বার্ত্তাগন্ধ কেহই পান করেন না, পঞ্চোপাসনার বঞ্চনা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনা- বাণিজ্য, নির্ব্বিশেষবাদের আত্মহত্যা - এই সকল বহির্ম্মুখ-জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে!! গৌর-প্রণয়ী শ্রীরূপানুগবর ভক্তজনসঙ্গ ব্যতীত এই সকল স্থানের কথা আর কে হৃদয়ে পুনঃ জাগরূক করিয়া দিতে পারেন? এমন বান্ধব আর কে আছেন, যিনি—

"গৌর আমার, যে-সব স্থানে
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান, হেরিব আমি
প্রণয়ি-ভকত সঙ্গে।"

—এই মহাজন-রীতি গান করিতে করিতে সেই গৌর-রূপ শিক্ষামৃতধারা পুনরায় কর্ণে ঢালিয়া দেন? আমরা এইরূপ দুইজন বৈষ্ণবদর্শন মহাজনের সঙ্গে সেই গৌর-পদাঙ্কপূত বেণীমাধব-ক্ষেত্র দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থাভিমান হইয়াছি।

উৎসাহ, নিশ্চয় ও ধৈর্য্য

(প্রাপ্ত)

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার উপদেশামৃতে ছয়টি অনুকূল-বিষয়-গ্রহণ এবং ছয়টি প্রতিকূল-বিষয়-পরিত্যাগের বিধি উপদেশ করিয়াছেন। অনুকূল ছয়টি বিষয়ের প্রথম তিনটি দ্বারা ভক্তির অঙ্গ-অনুশীলনের ব্যবস্থা এবং শেষ তিনটি দ্বারা ভক্ত-জীবনের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। উৎসাহ, নিশ্চয় এবং ধৈর্য্য—এই তিনটি ভক্তি-অনুশীলনের অনুকূল ক্রিয়া।

ভক্তির অঙ্গানুষ্ঠানে ঔৎসুক্য, আমাদের সহিত ভক্ত্যঙ্গ-সমূহের অনুশীলনই উৎসাহ। "কৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা শত বৎসর পরে বা কোন জন্ম-জন্মান্তরে অবশ্য কৃপা করিবেন, আমি তাঁহার পাদপদ্ম কখনই ছাড়িব না"—এইরূপ সঙ্কল্পই ধৈর্য্য। ফলের আশা দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি সহিষ্ণু চিত্তে অপতিতভাবে ভজনাঙ্গ-সমূহের অনুশীলন করেন, তাঁহারই ফল-প্রাপ্তি হয়।

উৎসাহ ভজনের প্রাণ। ভক্তি-যাজনের প্রথম হইতেই অনুশীলনকারীর শ্রদ্ধা উৎসাহময়ী হওয়া প্রয়োজন। উৎসাহ প্রমাদ বা অনবধানরূপ অনর্থ দূর করিয়া ভজনে নৈরন্তর্য্য আনয়ন করে। আবার উৎসাহ থাকা যেমন প্রয়োজন, ধৈর্য্য থাকাও সেইরূপ বিশেষ প্রয়োজন। ধৈর্য্য না থাকিলে ফল-লাভের আশা ক্রমশঃ দুরাশা হইয়া উঠে।

আমাদের এরূপ একটি প্রশ্ন সহসাই মনে জাগে যে, উৎসাহ ও ধৈর্য্য একই সময় অধিকদিন কি থাকিতে পারে? উৎসাহ ঔৎসুক্য, ব্যগ্রতা, কর্ম্মব্যস্ততা আনয়ন

করে। ফল-প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুব বেশী থাকিলেই উৎসাহ আসে। কিন্তু ধৈর্য্য তাহার বিপরীত। যেখানে ফল-প্রাপ্তি বিলম্বে ঘটিবার সম্ভাবনা, সেখানেই ধৈর্য্যের কথা বলিয়াছেন। ফল যদি নিকটবর্ত্তী না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উৎসাহ থাকে না। ধৈর্য্যে ব্যগ্রতা নাই, ব্যস্ততা নাই; উহাতে শান্তভাব আছে। সুতরাং ধৈর্য্য ও উৎসাহ অধিকদিন একস্থানে কি করিয়া থাকিতে পারে?

এখানে আমরা একটি ভুল করি। উৎসাহ বলিতে কর্ম্ম-তৎপরতা এবং ধৈর্য্য বলিতে নিশ্চেষ্ট হইয়া অদৃষ্টের দোহাই দেওয়া বুঝায় না। বহির্ম্মুখ জনগণ স্বীয় অসার্থক অভিলাষ সিদ্ধির আশায় উৎফুল্ল হইয়া স্বীয় ভোগপর ইন্দ্রিয়-বৃত্তির সাহায্যে যে কর্ম্মের উদ্যম দেখান, তাহা প্রকৃত-কথিত উৎসাহ নহে। আবার ভোগ্যবস্তুর দুর্লভত্ব-দর্শনে হতাশ হইয়া অথচ তাহার লোভও ছাড়িতে না পারিয়া অথবা ইন্দ্রিয়-ক্লেশ-সহনে পরাঙ্মুখ হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে আকস্মিক, অস্বাভাবিকরূপে ফল-প্রাপ্তির স্বপ্ন দেখিবার নাম ধৈর্য্য নহে। এক কথায় বলিতে গেলে উৎসাহ পুরুষকার এবং ধৈর্য্য অদৃষ্টবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত কখনই নহে। উহার মূল শরণাগতি।

বাস্তবিক পক্ষে ধৈর্য্য ও উৎসাহ হৃদয়ে স্থায়িভাবে অবস্থান করিতে পারে কখন? এই প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্যই প্রকৃত উৎসাহ এবং ধৈর্য্য এই দুইটি শব্দের মধ্যস্থলে 'নিশ্চয়' একটি শব্দ বলিয়াছেন। নিশ্চয় অর্থে সুদৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা বুঝায়। এই শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ, শ্রদ্ধাই অগ্রী বস্তু। শ্রদ্ধা থাকিলেই উৎসাহ এবং ধৈর্য্য যুগপৎ থাকা সম্ভব,—এইজন্য নিশ্চয়-শব্দটিকে উৎসাহ এবং ধৈর্য্যের মধ্যস্থানে বলিয়াছেন। শ্রদ্ধাই সেই রজ্জু, যাহা-দ্বারা আপাতবিরোধী দুইটি গুণ,—উৎসাহ ও ধৈর্য্য, এক-স্থানে বন্ধভাবে অবস্থান করে।

নিশ্চয় কাহাকে বলে?

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে, সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে সাধু-সঙ্গের প্রতি তাঁহার সামান্যাকারে শ্রদ্ধার উদয় হয়। তিনি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহকারে সদ্ধর্ম, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের বিষয় সাধুর নিকট শ্রবণ করেন। "ভজনীয় বস্তু কে? এই বিশ্ব কি? আমি কে? ভজনীয় বস্তুর সান্নিধ্যলাভ কি প্রকারে হইতে পারে এবং সান্নিধ্য-লাভের পর কি ফলোদয় হয়?" ইহা শ্রবণ করিবার পর সেই বাক্যে যে দৃঢ়প্রতীতি জন্মে, তাহাই বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা।

এই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস বা নিশ্চয়তাই ভজনের মূল। উৎসাহ এবং ধৈর্য্যের মূলে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে উহা স্থায়ী এবং নিশ্চিত ফলপ্রদ হয়। ভক্তিপথই ভগবৎপাদপদ্ম-লাভের একমাত্র উপায়, অন্য উপায় নাই—সাধু-মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া উহাতে যদি দৃঢ়তম বিশ্বাস জন্মে, তাহা হইলে ভক্তি-সাধনে উৎসাহের অভাব বা শৈথিল্য কখনই আসে না। আবার ভগবৎপাদপদ্ম-লাভই জীবের একমাত্র অভীষ্ট, ইহা দৃঢ়রূপে জানিলে তাহার প্রাপ্তিতে বিলম্ব হইলেও ধৈর্য্যচ্যুতি কখনই ঘটে না। উৎসাহ এবং ধৈর্য্য কেবলমাত্র শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস থাকিলেই থাকিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস না থাকিলে উৎসাহ-হীনতা বা ধৈর্য্যচ্যুতি সহজেই হইয়া পড়ে। ইহা কেবলমাত্র পরমার্থ-সাধন-বিষয়ে নহে, পরন্তু যে কোনও ব্যবহারিক কার্য্যেও এরূপ দেখা যায়। যেখানে প্রাপ্যবস্তু সর্ব্বপ্রকারেই বাঞ্ছনীয়, প্রার্থনীয়-এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস নাই, অথবা সেই বস্তু লোভনীয় হইলেও আমি তাহা পাইবার উপযুক্ত কিনা, এরূপ সন্দেহের অবকাশ যেখানে আছে, অথবা যে পথ আমি অবলম্বন করিয়াছি, সেই পথই যে অভীষ্টলাভের একমাত্র পথ—এরূপ বিশ্বাস যেখানে নাই, সেখানে লোকে একটা সাময়িক অস্থির বিশ্বাস এবং কতকটা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া কিছুক্ষণ চেষ্টা করিয়াই হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দেয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার যোগ্যতা আমার নিশ্চয়ই আছে এবং এই প্রকারে অধ্যয়ন করিলে অবশ্যই উত্তীর্ণ হইব, এরূপ দৃঢ় ধারণা যে ছাত্রের আছে এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে কিরূপ আনন্দলাভ হয়, তাহা যে জানে, সে অধ্যয়নের শ্রম-স্বীকারে পরাঙ্মুখ হইতেই পারে না। কিন্তু যেখানে নিজের যোগ্যতায় আস্থা নাই, কর্ম্ম-প্রণালীতে আস্থা নাই এবং প্রাপ্য বস্তুর প্রয়োজনীয়তা ও উপাদেয়ত্ব সম্বন্ধে যেখানে সংশয় বিদ্যমান, সেখানে প্রথম হইতেই উৎসাহের অভাব হইয়া থাকে। যে কোন সাময়িক কারণে উত্তেজিত হইয়া সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও সে কিছু দিনের মধ্যেই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়ে।

পারমার্থিক অনুষ্ঠানে আমাদের আশানুরূপ ফল লাভ না করিবার একমাত্র কারণেই শ্রদ্ধার অভাব। ভজন-ক্রিয়া দুই প্রকার—নিষ্ঠিতা ও অনিষ্ঠিতা। শ্রদ্ধার সহিত সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে অল্পদিনেই নিষ্ঠার উদয় হয়, তখন ভজনক্রিয়া নিষ্ঠিতা হইয়া থাকে। নিষ্ঠার উদয় হইলে বাধাতে উপস্থিত হইলেও ভজনকারী ভক্তিপথ হইতে বিচলিত হন না। নিষ্ঠা না থাকিলে ভজনক্রিয়া অনিষ্ঠিতা হয়। অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়ার প্রবৃত্তি একটা সাময়িক উত্তেজনা-বশেই হইয়া থাকে। অনিষ্ঠিত সাধক যাঁহারা, তাহারা যখন ভজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন, তখন সাধুর নিকট হইতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহাতে দৃঢ়শ্রদ্ধ না হওয়ায় তিনি ভজনের প্রকৃত রহস্য কিছুই জানিতে পারেন না। তাঁহার ধারণা থাকে—ভগবৎপাদপদ্ম লাভের জন্য লাভ্যুর মতই একটি বস্তু বিশেষ। কিছুদিন কোনও প্রকারে ভজনক্রিয়ার ক্লেশটি সহ্য করিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলেই প্রয়োজন লাভ হইতে পারে। জ্ঞাতসারেই হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক, প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, আর ব্যক্তাকারেই হউক,—শ্রৌতজ্ঞানের অভাব থাকিলে বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে আরব্য-উপন্যাসের ন্যায় একটা অদ্ভুত ধারণা থাকিবেই। ঐরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা ভজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের প্রথম কিছুকাল খুবই উৎসাহ থাকে। এই অবস্থাকে 'উৎসাহময়ী' বলে। কিন্তু কিছুকাল মধ্যেই যখন দেখা যায় বস্তুপ্রাপ্তির লক্ষণ কিছু দেখা যাইতেছে না, তখন উৎসাহ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইতে থাকে। ইহার নাম 'ধনত্বরণা' ভজনক্রিয়া। তারপর সেই সাধকপ্রবর ব্যক্তির চিত্তে নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। গৃহে থাকিয়া হরিভজনই শ্রেয়ঃ, অথবা গৃহত্যাগই শ্রেয়ঃ ইত্যাদি নানাপ্রকার সঙ্কল্প-বিকল্প তাঁহার মনকে পীড়িত করিতে থাকে। এই অবস্থাকে 'বাঢ়বিকল্পা' বলা যায়। ক্রমে তিনি স্থির করেন, তাঁহার পক্ষে গৃহবাসই প্রশস্ত, যেহেতু, অসাবধানে গৃহ ত্যাগ করিলে তদ্দ্বারা বিপরীত ফল হইতে পারে। সুষ্ঠুভাবে ভগবৎপ্রীতিবাঞ্ছা অপেক্ষা স্ত্রীর স্নেহমনের তৃপ্তিই তাঁহার নিকট তখন অধিক আদর পাইতে থাকে। এই অবস্থাকে মহাজনগণ 'বিষয়-সম্বরা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ক্রমশঃ উৎসাহ দূর হইয়া শৈথিল্য উপস্থিত হয়। নিয়মিতভাবে নিষ্ঠিই সেবাকার্য্য করা আর তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এইরূপ অবস্থাকে 'নিরাশ্রয়া' বলা হয়। অবশেষে তাঁহার ভক্ত'রূপে খ্যাতি হইয়া থাকে। তিনি তখন লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার তরঙ্গে ভক্তবেশে রঙ্গ করিতে থাকেন—এই অবস্থার নাম 'তরঙ্গরঙ্গিণী'। এরূপ ব্যক্তির মঙ্গল লাভের আশা সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। মূল ভিত্তি যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস না থাকায় এইরূপ দুঃখময় পরিণাম হইয়া থাকে।

এইজন্য নিশ্চয়তা বা বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা এত অধিক। বিষয়ীর বিষয়-সংগ্রহে কি অদম্য উৎসাহ থাকে! বিষয় সংগ্রহ করিতে গিয়া কত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, কত উদ্যম বিফল হইয়া যায়; প্রকৃতির নিকট হইতে কতবার বিপুল পরাভব প্রাপ্ত হইয়াও বিষয়ীর বিষয়সংগ্রহের প্রয়াস ত' একটুও খর্ব্ব হয় না। তাহার ত' ধৈর্য্যবিচ্যুতি ঘটে না বা নৈরাশ্য আসে না। ইহার একমাত্র কারণ—সে মনে-প্রাণে বুঝিয়াছে, বিষয়টি বড় ভাল জিনিষ এবং সেই ঐ ভালবস্তুর একমাত্র আস্বাদক। সুতরাং তাহার উদ্যম কি কখনও হ্রাস পায়?

কৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত আর প্রার্থনীয় বস্তু কিছু নাই, গতি নাই, কৃষ্ণভক্তি-ব্যতীত আর পন্থান্তর নাই। কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ব্যতীত অসহায়, দুর্ব্বল, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কীটানুকীট আমরা মায়ার এই বিপুল রঙ্গমঞ্চে তাহার প্রবল আকর্ষণে কোন ক্রমেই বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কৃষ্ণ-পাদপদ্মের আশা ছাড়িয়া দিলেই অনন্ত মৃত্যুর বিভীষিকা আমাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে; সুতরাং কৃষ্ণ-ব্যতীত আর উপায় নাই—এই দৃঢ়বিশ্বাসটি হৃদয়ে বদ্ধমূল যখন হয়, তখনই আমাদের হৃদয়ে অমিত উৎসাহ এবং ধৈর্য্যের সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহার পূর্ব্বে নহে। যতক্ষণ আমাদের এরূপ ধারণা থাকে—কৃষ্ণপাদপদ্মের উদ্দেশ ব্যতীত আমাদের জীবনের সার্থকতা থাকিতে পারে, আমাদের দিন বেশ আরামে কাটিতে পারে; কৃষ্ণ ছাড়াও আমাদের অন্য গতি, অন্য আশা, অন্য অভিলাষ, অন্য লক্ষ্য, অন্য উদ্দেশ্য, অন্য পথ, অন্য প্রভু থাকিতে পারে—ততক্ষণ পরমহংসের তৃতীয়াস্তৃত্যের আনুগত্যে একান্ত-পন্থার দিকে আমাদের লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত না হয়, ততক্ষণ কৃষ্ণসেবায় উৎসাহ এবং তাঁহার প্রসাদ লাভের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা কি করিয়া সম্ভব-পর হইবে?

যাহারা দু'চারিদিন সঙ্গ করিয়া বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, সাধনভক্তির ক্লেশ-স্বীকারের অভিনয় করিয়া তারপর—"না আমাদের আর কিছু হইল না" বলিয়া নিরাশ হইয়া পড়েন, তাঁহারা বাহিরে কৃপা-অপ্রাপ্তিতে যত দুঃখই প্রকাশ করুন না কেন, অন্তর খুঁজিলে দেখা যাইবে, তাঁহারা কৃপা কখনও চান নাই। যাঁহার নিকট কৃপা চাহিবেন, তাঁহার তত্ত্বসম্বন্ধেই তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস হয় নাই। তাঁহাদের অন্তরে থাকে প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা; অর্থাৎ সাধুগণ যখন প্রয়োজন-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে এইরূপ বলিতেছেন, তখন পরীক্ষা করিয়াই দেখা যাউক তাঁহাদের কথিত পন্থা অবলম্বনে সত্য সত্যই ঐরূপ ফল পাওয়া যায় কিনা—ইহাই তাঁহাদের বিচার। এই যে যাচাই করিয়া লইবার দার্ঢ্যিকতা, ইহাকে কৃষ্ণ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। জন্ম-জন্মান্তরের দুষ্কৃতি তাঁহাদিগকে শরণাগত হইতে দেয় না—ইহা তাঁহাদের চরমতম দুর্ভাগ্য। বহু ভাগ্য এবং কৃপাবল না থাকিলে কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয় না।

কিন্তু নিশ্চয়তা বা বিশ্বাস যাঁহার আছে, তিনি জানেন, অবশ্যই কৃষ্ণের কৃপা কোন না কোন দিন হইবেই; কারণ কৃষ্ণ-কৃপা ব্যতীত আর ত' গতি নাই। যাঁহারা কৃষ্ণ-কৃপালাভের সম্ভাবনা না দেখিয়া হাল ছাড়িয়া দেন, তাঁহারা কৃষ্ণভজন-বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইলেও একেবারেই ত' নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারেন না, চেতনের সে স্বভাবই নহে। তাঁহারা তখন পূর্ণ উদ্যমে বিষয়-সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এইরূপ চিত্তবৃত্তি কোথা হইতে আসে? প্রথম হইতেই তাঁহাদের ধারণাই আছে, কৃষ্ণ-কৃপা-ব্যতীত আমাদের যে গতি নাই, এরূপ যদি কৃষ্ণের নিকট হইতে সুখ-সুবিধা না পাই, বিষয় ত' রহিয়াছে; চক্ষুর্দ্বিহারে সুখ আহরণ করিয়া লইব। কৃষ্ণ-প্রাপ্তির সুখটা ত' অতিরিক্ত। লাভ হয় ভালই, নতুবা "হাতের পাঁচ" বিষয়সুখ ত' আছেই!

কিন্তু একান্তপন্থী যাঁহারা, তাঁহাদের এরূপ চিন্তা আসে না। সতী স্ত্রী নিজের ভরণপোষণের চিন্তা করে না, সুখ-সুবিধার জন্য আর কাহারও ভাবনা হয় না, হইবার কথা কল্পনাও করিতে পারে না। তাহার আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ কেবলমাত্র তাহার স্বামীকে লইয়া। স্বামীই একমাত্র গতি বলিয়া সুখ-দুঃখের সংঘাতে সে বিচলিত হয় না; তাহার উৎসাহ বা ধৈর্য্য নষ্ট হয় না। কিন্তু একজন বার বিলাসিনী ঐরূপ উৎসাহ বা ধৈর্য্যের শতাংশের এক অংশ দিয়াও কোন ব্যক্তি-বিশেষের সেবা করিতে পারে না, কারণ সে অনন্যাপেক্ষিণী নহে। সে জানে, তাহার উদর-সংস্থান বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতার্থতার অন্য উপায়ও আছে।

শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, কত ক্ষুদ্র, অসহায় দুর্বল সে থাকে; কতটা পরমুখাপেক্ষী থাকে। কিন্তু সেই অতি-ক্ষুদ্র শিশু একদিন প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া সর্ব্ববিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়া মাতার সুখবিধান করিবে, এই দৃঢ় আশাবন্ধ লইয়াই মাতা কত অসীম উৎসাহ এবং ধৈর্য্য সহকারে সেই শিশুকে লালন পালন করিয়া থাকে। শিশু যদি রোগাক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হয়, তখন ত' মাতা আশার প্রদীপকে নির্ব্বাণোন্মুখ দেখিয়া তাহাকে ফেলিয়া দেয় না; মাতার উৎসাহ বরং আরও বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকবর্গ শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-প্রভুর আনুগত্যে মহোদ্যমে ভারতের বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তি-সৌরভ ভক্তিমৈত্রেয় ভক্তিশাস্ত্রীজী ঢাকা-শ্রীনাথগৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীমঠে, ঢাকা-সহরে এবং তন্নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী বহু পল্লীতে মাসাধিককালব্যাপী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া বর্ত্তমানে তাঁহারা যথাক্রমে চট্টগ্রাম সহর, নরসিংদী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচার-কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ-উৎসবের

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)
১৮ই নভেম্বর, ১৯৭৮

বিদ্বান্ সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২৫শে অগ্রহায়ণ (১৩৮৫), ১১ই ডিসেম্বর (১৯৭৮) রবিবার কৃষ্ণচতুর্থী তিথিতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে** তাঁহার সমাধিস্থানে অনুষ্ঠিত হইবে। ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১০ই ডিসেম্বর শনিবার বিরহ-তিথির **অধিবাস-সংকীর্ত্তন-উৎসব। ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১১ই ডিসেম্বর রবিবার** বিরহ-তিথি-পূজা ও মহোৎসব। এতদুপলক্ষে বৈষ্ণবসম্মেলনে বক্তৃতা, ব্যাখ্যা, আলোচনা, পরিপ্রশ্ন-সমাধান, সংকীর্ত্তন, শ্রীনগরসংকীর্ত্তন ও শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-অতিথি-সেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণাদি হইবে।

মহাশয়, কৃপা-পূর্ব্বক সপরিবারে উক্ত অনুষ্ঠান-সকলে যোগদান করিলে আমাদের পরম আনন্দের বিষয় হয়। ইতি

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-কিঙ্করাভাস
বরাকাশ্রম
শ্রীজনন্তবাসুদেবদাস বিদ্যাভূষণ

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ
(গভর্ণিংবডির চেয়ারম্যান)
ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিসারঙ্গ
(সহকারী সভাপতি)

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিসুন্দর ভাগবত
সেবক, শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী (ভক্তিসুধাকর)
সম্পাদক, গৌড়ীয়-মিশন

সেবা-পঞ্জী*

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১০ই ডিসেম্বর শনিবার
ও
২৫শে অগ্রহায়ণ, ১১ই ডিসেম্বর রবিবার

প্রাতঃ ৫টা-৭টা—মঙ্গলারাত্রিক, শ্রীগুরু-বন্দনা, শ্রীসমাধিস্তব, উচ্চকীর্ত্তন, শ্রীসমাধি-পরিক্রমা, শ্রীঅন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমা ও পাঠ।

৭টা-৯টা—শ্রীল প্রভুপাদের করুণা ও অবদান সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা।

৯টা-১১টা—মিশন-সম্পর্কে আলোচনা।

১১টা-১টা—মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগ, আরতি, কীর্ত্তন, প্রসাদ-সম্মানাদি।

মধ্যাহ্ন ১টা-২টা—শ্রীমূর্ত্তির শয়ন, ইষ্টগোষ্ঠী, প্রশ্নোত্তরাদি পারমার্থিক সালাপ।

২টা-৩টা—শ্রীবিগ্রহের উত্থাপন ও ভোগ ইত্যাদি।

৩টা-৫টা—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে আলোচনা ও আলাপাদি।

৫টা-৬টা—সন্ধ্যারাত্রিক, কীর্ত্তন।

৬টা-৮টা—শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী ও বাণীসমূহ হইতে পাঠ, বক্তৃতা, সালোপাদি।

৮টা-৯টা—শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক ও শয়ন।

৯টা-১০টা—মহাপ্রসাদ সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী।

---

* দৈবানুরোধে ও প্রয়োজনানুসারে উক্ত তালিকা পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনে রূপানুগত্যই
একমাত্র পথ

✿ ✿

তোষামোদকারী গুরু বা প্রচারক
নহে

অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণই কেবল
ভোক্তা আর সকলেই
তাঁহার ভোগ্য

✿ ✿

প্রাকৃত-দর্শন পরিত্যাগের নামই
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ

✿ ✿

ভক্ত ও ভগবানের
সরলতার নাম বৈষ্ণবতা

✿ ✿

ওঁ নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে
শ্রীব্যাসভাববীদেবীনয়িতায় কৃপাব্ধয়ে
কৃষ্ণসঙ্কবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥

মাধুর্যোজ্জ্বল
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্তয়ে দীনতারিণে।
কৃপানুগবিরুদ্ধাপ-সিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে

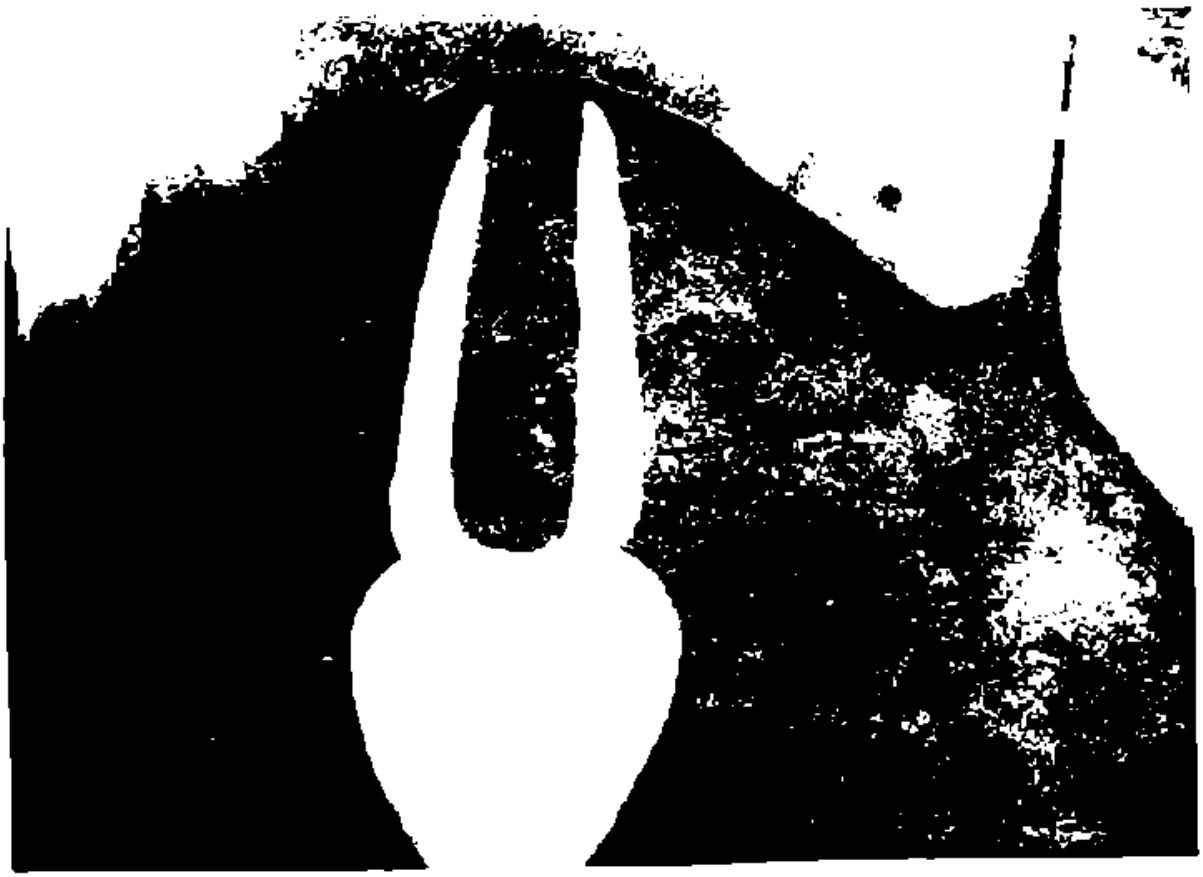

শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর্ষা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট

৺ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের সমাধি-পীঠ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ-তিথি পূজা-সংখ্যা

শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তের যথার্থ সংরক্ষিক, সম্পাদকাচার্য, শিষ্টসমাজ সংরক্ষক, অকপটতা ও সরোজ-ভক্তি-মীমাংসক, বিশ্বভারতীয় একমাত্র মাসিকপত্র, ত্রৈমাসিকোপযোগী : সাহিত্য, ধর্ম, কাব্য, ইতিহাস, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, বিবিধ, ভাষা, লিপি, তত্ত্ব, কথা, শিল্প, কৃষি, একাদশ, সাহিত্য, দর্শন, পত্রিকা, চিকিৎসা, পুরাণ, জ্যোতিষ, ইতিহাস ও প্রতিটি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ পরিচালক

গৌড়ীয়

প্রবন্ধাদি বিষয়ে যথাসম্ভব নিয়মাবলী।
নির্দিষ্ট ফরমাপত্র ব্যতীত লিখিবেন না।
আমাদিগকে অপ্রয়োজনীয়
বিজ্ঞাপনাদি প্রেরণ করিবেন না।

প্রাপ্তিস্বীকার ও ত্রুটি-বিচ্যুতি।
পুনর্বার পত্রিকা বা রেজিষ্টার্ড পত্রযোগে জানাইবেন।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ এলবার্ট
বিল্ডিং বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা ৬।

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ ; ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮ | ১৮-১৯শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ব্রজবিজয়ানুসন্ধান *

[শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পদবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু]

নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্রমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো ! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্ত প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।

নবীন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রাকৃত বিরহ-প্লাবনে যে গোকুল-মহামহোৎসব শ্রীনাম-চক্রবর্ত্তী নিত্য বিলসিতেছেন, সেই শ্রীনামশ্রেষ্ঠ প্রভুর কৃপাবলে কবে আমাদের হৃদয়ে শ্রীল প্রভুপাদের ব্রজবিজয়ের অনুসন্ধিৎসার উদয় করাইবেন ? অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অধিদেবতা শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয়েশ্বরানুগবর নবীশ্বরকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেই মদনমোহনের কৃপাবল-শর কবে শ্রীল প্রভুপাদের ব্রজবিজয়ের অনুসরণে আমাদিগকে লক্ষ্য-রূপে তৎপাদপদ্মে আত্মসাৎ করাইবে ?

বিপ্রলম্ভবিগ্রহে মহোদারাত্মক শ্রেষ্ঠনাম (শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল নাম), সম্ভোগরূপ সংসারের মোচক মন্ত্র, বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর, তাঁহার বিপ্রলম্ভের পরি-পোষক দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীগৌরহরির দয়িত-

* শ্রীল আচার্যদেবের প্রতিলিপি হইতে অনুলিখিত এই প্রবন্ধে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকিলে তাহা মদ-প্রমাদগ্রস্ত এই প্রতিলিপি-লেখকের —গৌঃ সঃ

স্বরূপ শ্রীরূপ, শ্রীচৈতন্যের বিপ্রলম্ভভক্তি-রসভাণ্ডারের মালিক শ্রীসনাতন, বিপ্রলম্ভরসের 'মধুরা' মধুরা, মাথুর-বিরহকাতর ব্রজবাসিগণের সমবেত গোষ্ঠবাটী, বিপ্রলম্ভ-রসাহিতোন্মেষী শ্রীরাধা-সখী, শ্রীগান্ধর্বার কেলিকলা-ভাবে শ্রীগোবর্দ্ধনগিরিরাজ এবং শ্রীরাধাভাবের আশ্রয়স্বরূপ স্বয়ং যিনি বিহরণ করিয়াছেন, সেই গৌরপ্রিয়তমের বিপ্রলম্ভরসভিত্তি ভক্তিবিনোদ-ভিত্তি শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর অকপট আশ্রিত সম্প্রদায়কে রক্ষা করুন।

শ্রীরূপ প্রভুপাদ

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-
বাদিত্র-মাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গ-ভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

সেই শ্রীগুরুবরের শ্রীচরণকমল বন্দনা করি, যাঁহার চিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তিত গোকুল-মহোৎসবের কুসুমশরে বিদ্ধ হইয়া অপ্রাকৃত রসের নিত্য উদয়ে শ্রীঅঙ্গে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী ভাবসমূহকে প্রকাশ করিতেছে।

নিত্যানন্দ-কৃপাপ্রোদ্ভাসিত নির্ম্মল হৃদয়ে অপ্রাকৃত কামদেব নামকীর্ত্তন-মহোৎসবরূপে উদিত হইয়া তাঁহার পুষ্পশর নিক্ষেপ করেন। পরমাশ্চর্য্যাকৃতি নামবর্ষা প্রভুর সেই বাণ-নিক্ষেপের বিভিন্ন প্রকারভেদে শ্রদ্ধা হইতে ভাবোদয় পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়। লক্ষ্য-ভেদের পূর্ব্বে শ্রদ্ধা হইতে ভাবোদয়-পর্য্যন্ত এই সাধন-ক্রিয়া। শ্রীনিত্যানন্দ-ভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায়—শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীরঘুনাথাভিন্ন শ্রীচৈতন্য সরস্বতীর একমাত্র কৃপাতেই সেই লক্ষ্যভেদ সম্ভবপর। অপ্রাকৃত অনঙ্গের কুসুম-শরের গতি-পথকে যদি আমরা **অন্যাভিলাষ-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-চেষ্টারূপ পাষাণ-প্রাচীরের দ্বারা ব্যবহিত ও প্রতিহত না করি, তবেই অনায়াসে তীরন্দাজ অপ্রাকৃত নবীন-মদনের তীর লক্ষ্য ভেদ করিবে।**

ব্রজনিত্যজন শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত-চেতনময়ী বাণীর মধ্যেই সেই পুষ্পশর প্রবলবেগে গতিশীল; সেবোন্মুখ কর্ণরন্ধ্রই সেই বাণের গতি-পথ। এই জগতে বাণবিদ্ধ-ব্যক্তির অঙ্গে রক্তপাতাদি ক্রিয়া লক্ষিত হয়। অপ্রাকৃত-ভূমিকায় প্রাকৃত-রক্তপাতাদি-ক্রিয়া নাই। তথায় **যাঁহারা অপ্রাকৃত কামদেবের কুসুমশরে অর্থাৎ শ্রীনাম-প্রভুর বাণে বিদ্ধ হন, তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গে অপ্রাকৃত রসের উদয়ে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক ও সঞ্চারি-ভাবসমূহ** পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রীসনাতনাত্মা শ্রীমদনমোহনের বাণে বিদ্ধ আশ্রিতের ইহাই লক্ষণ। ইহাতে সম্ভোগবাদের প্রসঙ্গ নাই। সেই বাণীবাণ-ভেদের ফলে শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বলহৃদয়ে অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের রস প্রবাহিত হয়। তাই শ্রীবিপ্রলম্ভমূর্ত্তি আশ্রয়-বিগ্রহের ভাবে এই বিপ্রলম্ভগীতি গান করিয়াছেন,—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদ-রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি॥

যদি আমাদের দুষ্ট হৃদয় শ্রীনিত্যানন্দের অহৈতুকী পরমোদারা কৃপায় নির্ম্মল না হইল, যদি তাহা গোবিন্দের অব্যর্থ বাণে বিদ্ধ না হইল, তবে এই প্রাণ-পতঙ্গ ধারণ করিয়াই বা লাভ কি? যদি ভক্তিবিনোদ-শ্রীগৌরবাণীর বাণীবাণে, শ্রীনাম-প্রভুর বাণে সাধনভক্তির পর সাধ্য-ভক্তিতে বিপ্রলম্ভের স্রোতক চিত্তদ্রবাবস্থা উপস্থিত না হইল এবং কম্পাশ্রু-পুলকাদির উদয় না হইল, তবে উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের অনুসন্ধানেই বা লাভ কি? স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ত' সেইরূপ ব্রহ্মানুসন্ধানকেও আদর করেন নাই; তাঁহার শ্রীমুখের উক্তি—

শ্রুতমপৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ।
যত্র সন্তি দ্রবচ্চিত্ত-কম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥

(পদ্যাবলী ৩৭ শ্লোক)

উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইতেও উহা রুক্মবৈভবরূপ অমৃত হইতে বহু দূরে অবস্থিত ; যেহেতু কেবলাদ্বৈত-ব্রহ্মানুসন্ধানে পরব্রহ্ম-রুষ্ণের বিলাসের পরিচয় চিহ্ন শ্রবণচিত্তহা, অঙ্গ, রুক্ম, পুলকোদ্গমাদি কিছুমাত্র হয় না।

৫ নৃত্যরতকালে শ্রীল শ্রীধর ঠাকুরের

দ্বারোহে রুক্মীবতি ভগবতীনামপি পদং
দধানো ধক্ষিণে নটতি কঠিনে যোগনিধয়ে।
বতিব্যাপৈক্ষ্যং ধৃতমধুরিমা যা মধুরিপো-
রকস্মাদস্মাকং শ্রুতিপিথরমারোক্ষ্যতি তদা।
(পদ্যাবলী ১০৭ শ্লোক)

ভগবতী উপনিষদ্গণের দ্বারোহে শোভাযুক্ত কঠিন ধক্ষিণে, (যোগাঢ়) পদার্পণ করিয়া যাহা নিত্যকাল নৃত্য করিতেছে, রুষ্ণের সেই মাধুর্যময়ী বংশীধ্বনি অকস্মাৎ কবে আমাদের কর্ণ-ছিদ্রে আরোহণ করিবে।

নৈব দিব্যসুখভোগসর্বস্বে নাপবর্গমপি নাথ কাময়ে।
যাস্তু কর্ণবিবরং দিনে দিনে রুষ্ণকেলিচরিতামৃতানি মে।

হে প্রভো ! আমি স্বর্গসুখভোগ বা মুক্তিও কামনা করি না, কেবল রুষ্ণকেলি-চরিতামৃতই প্রতিদিন আমার কর্ণবিবরে প্রবেশ করুক—এইমাত্র প্রার্থনা করি।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের মনোহরের ধ্যানের প্রবেশ করে, তাহারও ঐকান্তিক নিষ্ঠার আবশ্যক হয়। মায়ুরবিহঙ্গকুলের ভ্রমরাদি-গণের ন্যায় তিনিও কেবল 'হরে', 'হরে' বলিতে বলিতে ব্রহ্মের পথে চলিতে থাকেন। এই গতির বিরতি নাই, উহা প্রবল-প্রগতিশালিনী। এই 'হরে' শব্দটী বিপ্রলম্ভের ব্যাপক। তাই মাধুর বিপ্রলম্ভিবিনোদ ঠাকুর শ্রীনরোত্তম প্রভৃতি কৃপানুগবরগণ কেবল 'হরে'র গাথা গাহিয়াছেন—

"গোপীনাথ, কবে বা লভিব আমি।
কামরূপ অলি, হয়ে তোমারি,
হৃদয়ে ফুটিবে তুমি।"

১ নৃত্যরতকালে শ্রীল শ্রীধর

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি।

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'কল্যাণকল্পতরু'তে আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন,—

"কামের সামগ্রী চাও, তবু তাহা নাহি পাও,
পাইলেও ছাড়ে তব সঙ্গ।
তুমি সেবা কর যা'রে, সে তোমা' ভজিতে নারে,
দুঃখে জ্বলে বিনোদের অঙ্গ।
ছাড় তবে নিজ-কাম, হও তুমি সত্যকাম,
ভজ বৃন্দাবনের অনঙ্গ।
যাঁহার কুসুম-শরে, তব নিত্য কলেবরে,
ব্যাপ্ত হ'য়ে প্রেম অন্তরঙ্গ॥"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

অপ্রাকৃত কুসুম-শর ব্যতীত প্রাকৃত মনের মোহন ও নিত্যদেহে অন্তরঙ্গ প্রেমের বিকাশ অন্য কোন উপায়েই হইতে পারে না। 'অরহর কৃষ্ণে'র উপাসকগণ সন্ন্যাসী সাজিয়াও —ক্লীব ব্রহ্মের ধ্যান করিয়াও এবং ক্লীবত্ব (ভগ্নত্ব) লাভের অভিমান করিয়াও কামের (ভুক্তি-মুক্তি-কামনার) কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। এজন্য **আমরা সেই 'অরহর কৃষ্ণে'র উপাসক নহি, আমরা মদন-মোহনের গোপালনী-শক্তি বৃন্দাবনেশ্বরী-পতি শ্রীগোপেশ্বর সদাশিবের কৃপা-প্রার্থী।** বাণের 'অরারি' বা 'কামারি' নামে প্রসিদ্ধ বটে, তিনি মদন ভস্ম করিয়াছেন বলিয়াও গর্ব্ব করেন; কিন্তু **মদন ভস্মীভূত হইয়াও পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে, মোহিত বা বিজিত হয় নাই;** তাহার প্রাকৃত মদন অপ্রাকৃত মদনেরই বিকৃত ছায়া বা প্রতিবিম্ব। **বিষয়রূপ চিজ্জগৎ-বৈকুণ্ঠের বাস্তব-সত্যতা থাকায় প্রতিবিম্ব-জগতেরও সত্যতা আছে;** জগৎ মিথ্যা নহে, তবে নশ্বর। যে-স্থলে মদনকে ভস্মীভূত করিবার চেষ্টা, তথায় নির্ব্বিশেষবাদের উদয়। আমরা সেই ভক্ত মনোভিরভিরূপ শ্রীচৈতন্য-বাণীর মদন-মোহনের উপাসনার প্রার্থী। **মদনমোহন-কৃষ্ণ প্রাকৃত মদনকে ধ্বংস করেন না,—মোহিত বা পরাজিত করিয়া স্বীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিদ্বিলাসোৎসব** —স্বরাট্, লীলাপুরুষোত্তমত্ব প্রকট করেন। সেই মদন-মোহনই একমাত্র পুরুষোত্তম, আর সকলই তাঁহার ভোগ্য কৃত্য বা যোষিৎ।

মহীধর সেই মদনমোহনের বিলাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। তিনি মদনমোহনের রূপোৎসব বা সর্ব্বেন্দ্রিয়োৎসব। **অপ্রাকৃত নবীন মদনের বিলাসিতার বিক্রম নব-নবায়মানরূপে পরিবর্দ্ধনই মহীধর শ্রীল প্রভুপাদের সত্তা,** গুরুত্ব ও ঐশ্বর্য্যগরিমত্ব। যাহারা গুরু-ভোগি-সম্প্রদায়, তাহারা গুরুদেবকে 'সম্ভোক্তা' মনে করে। গুরুদেব ভোক্তা পুরুষ নহেন, অর্থাৎ বিষয়বিগ্রহ গোপীভর্ত্তা বা লক্ষ্মীপতি নহেন; তিনি আশ্রয়বিগ্রহ-শিরোমণি, তিনি গোপীশ্রেষ্ঠা, নন্দ-যশোদাদি, সুবলাদি, রক্তকাদি, বসুদেব-দেবকী প্রভৃতি, উদ্ধবাদি, অর্জ্জুনাদি ও বল্লবজনী-প্রমুখ আশ্রয়বিগ্রহ-তত্ত্ব। মহীধর শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হইলেও তাঁহাতে কৃষ্ণের ন্যায় ভোক্তৃত্ব বা পুরুষাভিমান নাই। **শ্রীগুরুপাদপদ্ম শাসক ও নিয়ামক হইলেও তিনি কিন্তু আশ্রিতবর্গের ভোক্তা নহেন।**

শ্রীল প্রভুপাদ Predominated Absolute (আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্), তিনি Predominating Absolute (বিষয় বিগ্রহ কৃষ্ণ) নহেন। শ্রীল প্রভুপাদ—Head Servitor, not the Enjoyer. তিনি শ্রীকৃষ্ণের রস-ভাণ্ডারের Head Custodian—অধিষ্ঠাতৃ ভোক্তা কৃষ্ণের ও তদাশ্রিতগণের মধ্যে তিনি Transcendental,

Transparent Mediator. তিনি মধ্য-পথে শিষ্যের অর্পিত বিষ্ণু-ইন্দ্রিয়াদি কখনও আত্মসাৎ করেন না - ডাকাতি করেন না ; এজন্যই তাঁহার গুরুত্ব বা আচার্য্যত্ব। তিনি ইহাই আচরণ করিয়া আচার্য্যরূপে শিক্ষা দেন যে, তিনিই যথার্থ গুরুদেব—যিনি **শিষ্য-সম্প্রদায়কে গুরুদেবের কায়ব্যূহ-রূপে দর্শন** করিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণসেবোপকরণ-জ্ঞানে কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণপূর্বক কৃষ্ণের সেবা করান। মায়াবাদ ও শুদ্ধভক্তির মধ্যে এই যে সূক্ষ্ম ভেদটি নিত্য বর্ত্তমান, তাহা একমাত্র শ্রীরূপানুগ ভক্তিবিনোদবাণীরাগ-সেবোন্মুখ কর্ণ-রন্ধ্রে প্রবেশ না করিলে ধরিতে পারা যায় না।

ঐল প্রভুপাদ, ঐল আচার্য্যদেব ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক

কৃষ্ণ— minus বা বিয়োগ) গুরু=মায়াবাদীর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ; গুরু—(minus বা বিয়োগ) কৃষ্ণ=সাংখ্যের প্রকৃতি বা মায়া। এই উভয় মতই অভক্তিপর মতবাদ। অদ্বিতীয় বিলাসী কৃষ্ণের বিলাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ গুরুদেবকে বর্জ্জন করিলে তথায় মায়াবাদীর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ধারণা উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে 'গুরুই মূল ভোক্তা পুরুষ বা কারণ, কৃষ্ণের মূল কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃপুরুষত্ব নাই'—এইরূপ মতবাদ স্বীকার করিলে গুরুদেবকে সাংখ্যবাদীর প্রকৃতি করিবার চেষ্টা হয়।

"সর্ব্বস্ব গুরবে দদ্যাৎ"—এই বাক্যের কদর্থ করিয়া যে 'গুরুপ্রধানী' মতবিশেষ উদিত হইয়াছে, উহাতে গুরুত্ব ও শিষ্যত্ব উভয়েই নরকের যাত্রী। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ ভক্ত একদিকে নিখিল আশ্রয়-বিগ্রহের অশেষিণী শ্রীরাধা-রাণীর পাদপদ্মে কৃষ্ণসেবোপকরণ তুলসীকে প্রদান করেন না, অপরদিকে শ্রীরাধারাণীও তাঁহার আশ্রিতগণের ভোক্তা শক্তিমত্ত্ব নহেন বলিয়া শ্রীতুলসীমঞ্জরীকে নিজ পদদেশে গ্রহণ করেন না, পরন্তু হস্তে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ-পাদপদ্মে সমর্পণ করেন ; কারণ, শক্তিমত্ত্ব কৃষ্ণই অদ্বিতীয় ভোক্তা বা একমাত্র স্বত্বাধিকারী (Sole Proprietor), ইহাই প্রকৃত শিষ্য ও গুরুর প্রকৃত বিচার ও আচার।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, "গুরুদেব কি করেন বা না করেন, তাহা শিষ্যের দেখিবার অধিকার নাই। শিষ্য গুরুদেবকেই একমাত্র স্বত্বাধিকারী (Sole Proprietor) ও ভোগস্বত্বকার (Enjoyer) জ্ঞানে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবেন। এখন সেই গুরুদেব তাঁহার নিজের ছাগলকে মন্ত্রবলেই কাটুন, আর পদাঘাতেই কাটুন, উহার সমস্ত বিচার গুরুদেবের উপর। উহার বিচার করিতে গেলে গুরুর উপর গুরুগিরি করিবেন। অতএব উহা অভক্তি।"

এরূপ অতিবাড়ী গুরুভক্তির পন্থা গুরুকে সাংখ্য-বাদীর প্রকৃতি করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ইহাতে আর একটি বিশেষ কথা এই যে, **শ্রীগুরুদেব স্বয়ং আচার করিয়া প্রচার করেন** অর্থাৎ তিনি যে তাঁহার আশ্রিতবর্গের ভোক্তা নহেন, মধ্য-পথে কৃষ্ণসেবোপকরণ আত্মসাৎকারী বা তাঁহার যথেচ্ছবিধানকারী নহেন, ইহা তিনি তাঁহার নিজের আচরণের দ্বারা শিক্ষা দেন বলিয়াই তিনি প্রকৃত আচার্য্য বা গুরু—"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

"সর্ব্বস্ব গুরবে দদ্যাৎ"—এই বাক্যের কদর্থ করিয়া ও করাইয়া কোন কোন গুরুত্রুব অনভিজ্ঞ বা অতিবাড়ী শিষ্যত্রুবের দ্বারা নিজের পায়ে তুলসী (?) পর্য্যন্ত প্রদান করাইয়া থাকে ! প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শ্রীমতীর চরণে তুলসী প্রদান করিয়া তদ্বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকে, অথচ তাহারা মুখে ঘরায় তথায় 'রাধে' 'রাধে' উচ্চারণ করিয়া শ্রীরাধা-ভক্তির আতিশয্য প্রচার করে এবং গুরুভক্তি-

সিদ্ধান্তবিদ্‌গণ শ্রীগুরুর চরণে তুলসী প্রদান করেন না বলিয়া তাঁহাদের শ্রীগুরুর প্রতি ভক্তি নাই—এইরূপ কটাক্ষ করিয়াও থাকে। বস্তুতঃ রূপানুগসিদ্ধান্তবিদ্‌গণ বলেন যে, ঐ সকল প্রাকৃত-সহজিয়া অভিবাড়ী সম্প্রদায় প্রচ্ছন্ন গুরু-দ্রোহী—অনিত্যদেহ-তাড়িত সম্ভোগবাদী।

গুরুদেবের তত্ত্বে বা স্বরূপে ভোক্তৃত্ব নাই। ইহাই গুরুদেবের সত্তা। তিনি **সমুখ কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক**; তিনি আপনাকে তাঁহার গুরুদেবের ও তদনুগ-গণের 'পোষ্য' ও 'পাল্য' অভিমান করেন,—'পালক' অভিমান করেন না; তাই শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে শুনিতে পাই—

আশ্রয়বিগ্রহ কখনও আপনাকে আশ্রিতগণের ভোক্তা বলিয়া মনে করেন না, তিনি স্বয়ংকে কৃষ্ণবিলাসের উপকরণ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা কৃষ্ণকে ভোগ করান। এজন্যই তিনি কৃষ্ণের প্রিয়তনা। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার গুরুর সহিত শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা করেন বলিয়াই অর্থাৎ সেই গুরুর মধ্যে

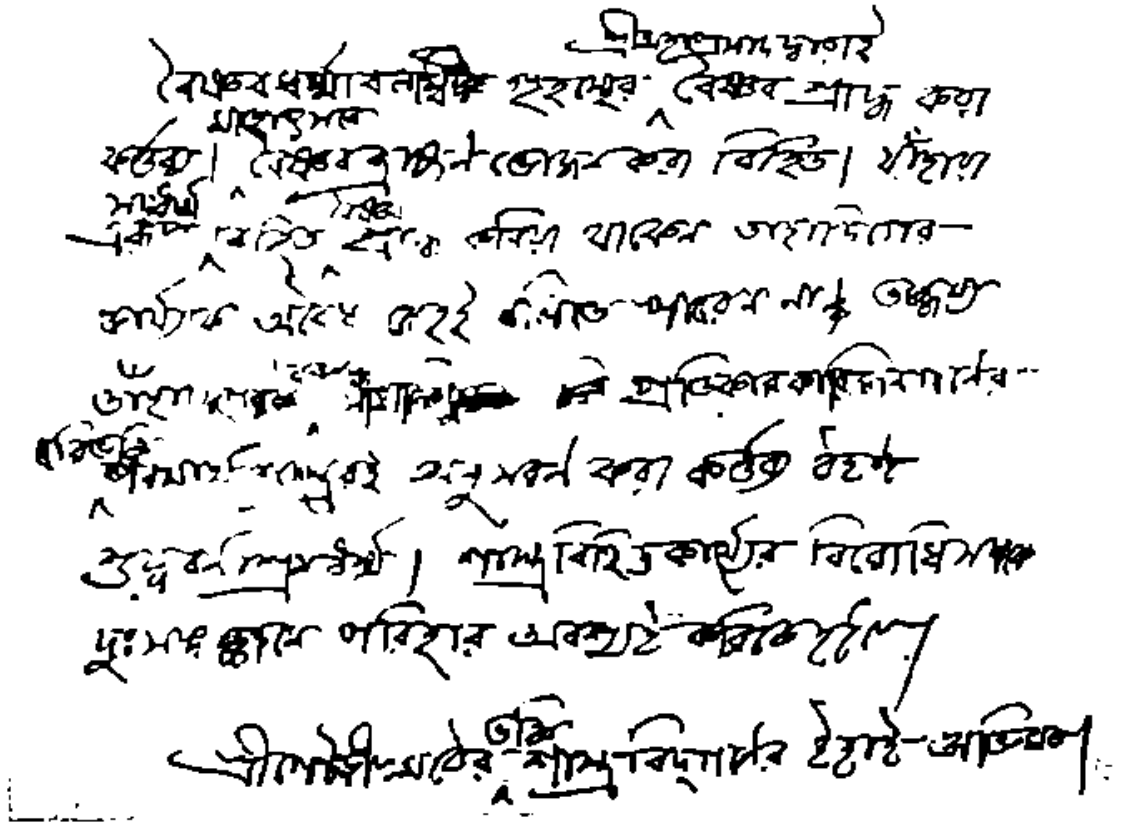

শ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্তাক্ষর

"ভাব্য রচনার কালে, ভক্তগণ মোরে পালে,
গৌরব-সম্ভ্রমে মোরে ছলে।
অবকাশ সদা দিয়া, ভক্তিপথে চালাইয়া,
স্নেহের ডোরিকা দিয়া গলে॥"

অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীভক্তিবিনোদাদ্যুগ-গণ আমাকে পালন করেন; বস্তুতঃ তাঁহারা আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্মেরই কায়ব্যূহ, অতএব গুরুদেব। তাঁহারা আপনা-দিগকে আমার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া আমাকে গৌরব ও সম্ভ্রম প্রদান করিয়া ছলনা করিতেছেন, অর্থাৎ আমার নিকট তাঁহাদের গুরুস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন না, কিন্তু আমি তাহাতে বঞ্চিত হইব না; কারণ, আমি গুরুেশ্বরী বার্ষভানবীর দয়িতের (প্রাণবল্লভের) দাস।"

তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক বলিয়াই তাঁহার গুরুত্ব ও আচার্য্যত্ব, **কৃষ্ণের বিলাসের উপকরণ-স্বরূপ স্বযূথের সেবাই তাঁহার সর্ব্বস্ব।** যূথকে লইয়াই তিনি বা তাঁহার সত্তা। "যদ্ভক্তিমিলিতা যং কীর্ত্তনং তবৈব সংকীর্ত্তনম্"—শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণের এইরূপ সংকীর্ত্তনকারী। এজন্যই শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় আমরা তাঁহাকে বন্দনা করি,—

"ঋষিকুলপ্রমণসত্রোপাস্ত-পরবিদ্যা"

অর্থাৎ তিনি দ্রৌপদী যজ্ঞের উপাস্য পরা বিদ্যা বা শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী। তাঁহারই আশ্রিত সেবক-সম্প্রদায় তদাশ্রয়ে তদীয় সত্রে অর্থাৎ কীর্ত্তন-যজ্ঞের বিভিন্ন যাজিক। গোষ্ঠ্যানন্দী শ্রীল প্রভুপাদ সেই কীর্ত্তন-যাজ্ঞিক-যূথের উদ্গাতা, হোতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা।

জগতের মূল-সৃষ্টি কর্ত্তা মনে করেন তিনি স্বাংশ-শিষ্য-সম্প্রদায়কে 'গুরুবর্গের বৈভব' জ্ঞান করিয়া সেই যূথের দ্বারা বিশ্ববিষয় সম্ভোগে রুচির বিনাশ করান—ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ভক্তিবিনোদ-ধারার সংসিদ্ধান্ত।

শ্রীল প্রভুপাদের　　মনো বিপ্রলম্ভরসের
অনন্ত বিচিত্রতাময়ী　　পরিপুষ্ট হয়। তাঁহার

তিনি সত্রের নিয়ামক, খাদক ও উপাস্য বস্তু; কিন্তু তাঁহাদের ভোক্তা নহেন; কারণ, তিনি পরবিদ্যারূপিণী শক্তিজাতীয়া। শক্তি কখনও স্বয়ং দৃষ্ট করিতে পারেন না, ভোগ করিতে পারেন না, তাঁহার মূল কর্তৃত্ব বা কারণত্ব নাই, তিনি মদনমোহনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ভোগ্যা। শ্রীগুরুদেব অচ্যুতগোত্র বর্দ্ধন করেন বলিয়া বিষ্ণুর ন্যায় ব্রহ্মবিজয় অনুসন্ধান করিতে করিতে তদনুগামী জনও ব্রহ্ম-বিদেহী অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধ হইতে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদ ব্রহ্মবিজয়ের কালে শ্রীরূপানুষ্টস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার সেই ব্রহ্মবিজয়ের অনুসন্ধান করিতে করিতে আমাদের চিত্তও তাঁহাতে আকৃষ্ট হইতে পারে। আমাদের চিত্তবৃত্তি ক্রমবর্দ্ধমান বিপ্রলম্ভরসে অভিষিক্ত

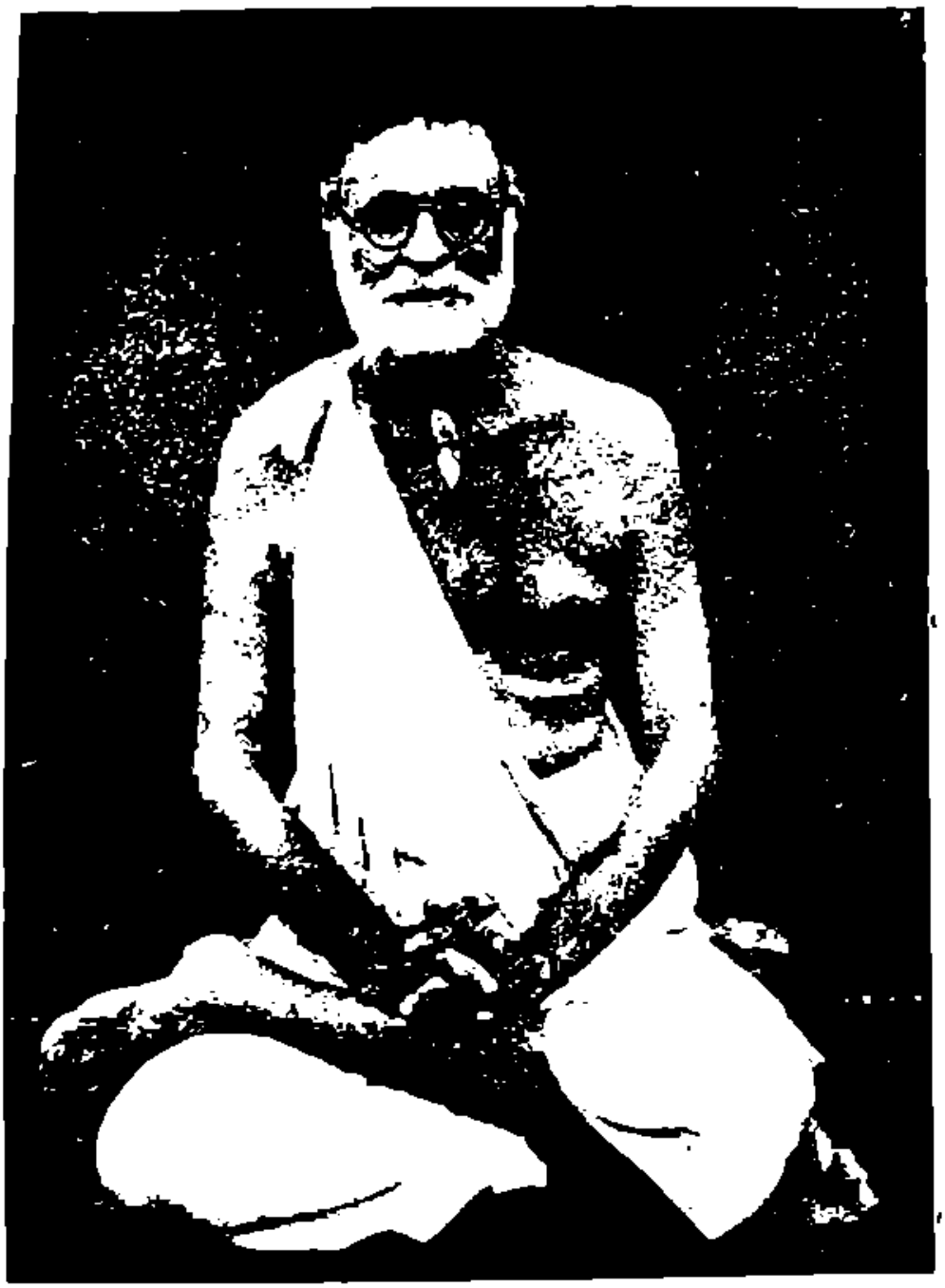

প্রভুর বাণের কি অসমোর্দ্ধ শক্তি, তাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ-প্রভুর গীতিতে সম্প্রকাশিত হইয়াছে। সেই গানই শ্রীল প্রভুপাদের ব্রজবিজয়ানুসন্ধানের আরতি-কীর্ত্তন—

"প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
যেন বল করয়ে প্রকাশ।
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া, কৃষ্ণ-পাশে রাখে গিয়া,
এ' দেহের করে সর্ব্বনাশ।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

"নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥"

"তেভ্যো নমোঽস্তু ভববারিধিজীর্ণপর্ণ-
সংশোষণোর্ণবিচক্ষণ-পাদুকেভ্যঃ।
কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলশ্রবণেন যেষাং
আনন্দপূর্ভবতি নৃত্যতি রোমবৃন্দম্॥"

শ্রীরূপানুগসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্তান্ধকারহরণকারী সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ পতিতপাবনাগ্রগণ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পাদপদ্মে যাবতীয় অহঙ্কার বিসর্জ্জন করিয়া শরণাগত হইতেছি।

ভবসমুদ্রের সংলগ্ন জীর্ণপর্ণ-মোচনের পক্ষে বিচক্ষণ পাদুকা-স্বরূপ, 'কৃষ্ণ' এই বর্ণযুগল-শ্রবণ-মাত্রই যাঁহাদের আনন্দাশ্রুধারা উদ্বেলিত ও শরীর রোমাঞ্চিত হয়, সেই সকল রূপানুগ-সাধুজনের পাদপদ্মে নমস্কার বিধান করিয়া শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের ত্রিজগৎপাবনীবিরহতিথিকে বন্দনা করি।

যিনি একমাত্র কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনকেই আশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই 'সুমেধাঃ'। শ্রীল প্রভুপাদ সেই সুমেধোগণের চক্রবর্ত্তিরূপে এই তর্কহতযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই সুমেধোমৌলি জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকীর্ত্তন-যজ্ঞের হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা রূপে জগতে যে শ্রীরূপানুগ-ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর সুনির্ম্মল ত্রিবেণী প্রবাহিত করিয়াছেন, সেই শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতামৃতসিন্ধু-ধারায় জগৎকে অভিষিক্ত করিবার জন্য, তাঁহার অনাবিলত্ব ও অনবদ্যত্ব সংরক্ষণের জন্য, তাঁহার বিরহ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নি চির-প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য ও তাহাতে জীবের সম্ভোগতৃষ্ণার বীজ, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা-কুটিনাটি—উপশাখাগুলিকে সমূলে দগ্ধ করিবার জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে, সেই পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরমিষ্টাকৃষ্ণ গোস্বামিপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি-সন্ধ্যার পাদপীঠে অঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের কিরূপ বিরহ এবং সেই বিরহ-বিধুর, জগদ্গুরু অভিন্ন-কলেবর শ্রীল প্রভুপাদের জন্য তাঁহার অনুগ-সম্প্রদায়েরই বা বিরহ কিরূপ—এই দুইটি তাৎপর্য্য 'শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ' এই বাক্যটির দ্বারা আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

কেশবশৈবাদির অগম্যায় অভিন্নতনু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীকৃষ্ণের জন্য বিরহের মাত্রা পরিমাপ করিবার শক্তি আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রতম জীবকীটের কথা দূরে থাকুক, শিব-ব্রহ্মাদি দেবগণও তাহার অণু অংশ ধারণায় আনিতে পারেন না। কাজেই উহার বর্ণনা করিবার ধৃষ্টতা আমাদের নাই; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের একটি অহৈতুকী কৃপার মধ্যে তাঁহার সেই কৃষ্ণবিরহ-সিন্ধুর কৃপাবিন্দু শিরে ধারণ করিবার সৌভাগ্য হইতে পারে। যখন তাঁহার বাণীসমূহের তটে তদনুগ জনের অনুগমনে উপস্থিত হই, তখন তথায় সকলের শিরোদেশে একটি পতাকা উড্ডীন দেখিতে পাই। শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণপ্রাপ্তির শত শত সাধ্যীয় সাধন-ভজনের শিরোভূষণরূপে একমাত্র নামব্রহ্মের সংকীর্ত্তন-কেই স্থান প্রদান করিয়াছেন। ইহার গূঢ় রহস্য কি? শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ বলেন,—

যোগশ্রুত্যুপপত্তি-নির্জ্জিতমনধ্যানাধ্ব-সঞ্চারিতাঃ
যা রাত্রাং প্রতিপাদ্য নির্ভয়মমী মুক্তা ভবন্তু দ্বিজাঃ।
অস্মাকন্তু কদম্বকুঞ্জকুহর-প্রোন্মীলন্নিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলধাম-নাম জুষতাং জন্মাস্তু লক্ষাবধি॥

(পদ্যাবলী ১৮ শ্লোক)

দ্বিজাতিগণ অষ্টাঙ্গযোগ, বেদাধ্যয়ন, নিৰ্জ্জনবন অর্থাৎ বানপ্রস্থ, ধ্যান ও তীর্থপর্য্যটন-দ্বারা নিত্যই স্বাধিকারোচিত স্বরূপানুভব প্রাপ্ত হইয়া যদি মুক্ত হয়েন হউন; কিন্তু আমরা ভবদাবদহদূরে উপাসীন ইক্ষীবমাত্রেরই তুল্য শ্যাম-সুন্দরের শ্রীনামের সেবক, অতএব আমাদের লক্ষাবধি জন্ম হউক, তাহাতে কোনই ক্ষতি নাই।

যাঁহারা একমাত্র কৃষ্ণনামকীর্ত্তনকে সাধ্য ও সাধন-রূপে বরণ না করিয়া অন্য যে কোনও সাধনোপায় বাছিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তে কৃষ্ণের বিরহের উপলব্ধি অপেক্ষা স্ব-স্ব-সুখানুসন্ধানের বা স্বার্থ-কাম-মোক্ষানুসন্ধানের স্পৃহা ন্যূনাধিক প্রবল। যাঁহারা কৃষ্ণবিরহে বিরহী, তাঁহাদের একমাত্র জীবন-রক্ষৌষধি কৃষ্ণকথা বা কৃষ্ণ-নাম,—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্"

যে সময়ে শ্রীল প্রভুপাদ ব্রহ্মমণ্ডলে ব্রহ্মলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি তথায় বিশেষ প্রসিদ্ধ কোন এক 'উপাসীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব' নামধারী পণ্ডিতের সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার-ধারা সম্বন্ধে সংলাপ করিয়াছিলেন। তাহাতে উক্ত উপাসীন পণ্ডিতজী "লীলা-স্মরণ"কেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত বা রূপানুগবিচার বলিয়া স্থাপন করিবার প্রয়াস করিলে শ্রীল প্রভুপাদ একমাত্র নামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বোপরি স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। লীলা-স্মরণ—নামসংকীর্ত্তনেরই অধীন। নবধা ভক্তির অন্যান্য অঙ্গগুলি নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপ অঙ্গীরই অঙ্গ। শ্রীল প্রভুপাদ এতৎসম্পর্কে শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথপ্রমুখ গুরুবর্গের প্রদর্শিত নাম-সংকীর্ত্তনের পথকেই 'শ্রীরূপানুগ পথ' বলিয়া স্থাপন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের এই চিত্তবৃত্তির মধ্যে তাঁহার যে নিজস্বরূপটি পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাতেই আমরা তাঁহার কৃষ্ণের জন্য বিরহ-বেদনের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। তিনি শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-কবিরাজ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তি-বিনোদ-গৌরকিশোরের পথে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বক্ষণ একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তনের পূর্ণ অনুকূল অনুশীলনের প্রত্যেদ্ঘাপনকারি-রূপে স্বতঃই বিতরণ করিয়াছেন। এই মহামহাবদান্যতার মধ্যে তাঁহার কৃষ্ণবিরহবিভাবিত হৃদয়টি—তাঁহার স্বতঃই বহুস্থলে আত্মগোপনের প্রচেষ্টা-সত্ত্বেও প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

বিরহীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে—তিনি যে বস্তুর সেবা করিতে চাহেন ও যে বস্তুর সেবায় তিনি সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট, তাঁহাকেই নিজ কণ্ঠপীঠে সংস্থাপন করিয়া আর্ত্তনাদের দ্বারা সেই ইষ্টদেবের আরতি করেন। এই আর্ত্তনাদ বা আহ্বানের মধ্যে তাঁহার যে সহজ ধ্যান, সহজ সমাধি, সহজ-স্মরণ-মনন-নিদিধ্যাসন ও সহজ-সাক্ষাৎকার আছে, তাহার সহিত কৃত্রিম বা আরোহপথের ধ্যান-ধারণা-সমাধির তুলনাই হইতে পারে না। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—জ্ঞান ও সিদ্ধি দুইটি পৃথগ্‌বস্তু, ইহা পৃথক্ পৃথক্ দুই তুলাদণ্ডে তুলিত আছে; কিন্তু কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন ও প্রেম—একই বস্তু, ইহা দুই তুলাতে তুলিত হন নাই :—

জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ তুলায়াং
প্রেম নৈব তুলিতন্তু তুলায়াম্।
সিদ্ধিরেব তুলিতাত্র তুলায়াং
কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াম্।

(পদ্যাবলী ১৫ শ্লোক)

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বাণীতে 'শ্রীগৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য কি', তৎসম্বন্ধে বলিতে গিয়া এইরূপ বলিয়াছেন—

"মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে লিখিত 'পরং বিজয়তে **শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্**'ই **শ্রীগৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য**।"

('পত্রাবলী' ৩য় খণ্ড ৬৮ পৃষ্ঠা)

'ভগবানের দর্শন' জিনিষটি কি, তৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ এই—

"শ্রীহরিনাম-গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই।"

('পত্রাবলী' ২য় খণ্ড, ৩য় পৃষ্ঠা)

'তীর্থস্থান কোথায় অবস্থিত?' তৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"যেখানে হরিকথা, সেখানেই তীর্থ।"

('পত্রাবলী' ২য় খণ্ড, ৮২ পৃষ্ঠা)

'একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা কে?' তৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাকবে না, সেই

মুহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ ক'রবে। **প্রকৃত সাধুর হরি-কথাই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা।**"

('প্রভুপাদের বক্তৃতা', ১০ই ফাল্গুন, ১৩৩৪)

'দেহ-ধারণের সার্থকতা কি ?' তৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"আমরা জগতে বেশীদিন থাকিব না, **হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের দেহপাত হইলেই এ দেহ-ধারণের সার্থকতা।**"

('প্রভুপাদের বক্তৃতা', ৮ই নবেম্বর, ১৯৩৬)

'শ্রীল প্রভুপাদ কিজন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,' তৎসম্বন্ধে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"আমরা কিছু জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র।"

('প্রভুপাদের বক্তৃতা', ৮ই নবেম্বর, ১৯৩৬)

"আমরা সৎকর্ম্মী, সুকর্ম্মী বা জ্ঞানী, অজ্ঞানী নহি, **আমরা অকৈতব হরিজনের পাদত্রাণবাহী, 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত।**"

('পত্রাবলী' ২য় খণ্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা)

'অন্তরঙ্গ ভক্তের লোভনীয় বস্তু কি ?' তৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"রূপানুগের কৈঙ্কর্য্য-ব্যতীত অন্তরঙ্গ ভক্তের আর কোন লালসা নাই।"

('সজ্জন-তোষণী' ১২।১০।৩৮০)

'জীবের পরমধর্ম্ম কি ?' তৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"মাথুর-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরমধর্ম্ম।"

('পত্রাবলী', ১ম খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা)

শ্রীল প্রভুপাদ সেই মাথুর-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের গোষ্ঠের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃপাময়রূপে কলিহত আমাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া একমাত্র হরিকথা-কীর্ত্তনকেই বিরহকাতর ব্রজবাসিগণের সেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় ও উপেয়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

চাকায় 'ভক্তিসুহৃৎ' হোটেল-বাসিগণের সহিত শ্রীল প্রভুপাদ।

ব্রজবাসিজন,　　প্রচারক যত,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তেঁহ নহে কভু।
প্রাণ আছে যাঁর,　　সে-হেতু প্রচার,
(তাঁর) প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সভু।
শ্রীদয়িত দাস,　　কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে　　স্মরণ হইবে,
সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব।

যদি মাথুর-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিশ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদের জন্য আমাদের হৃদয়ে অকৃত্রিম বিরহের একটি ক্ষীণতম শিখাও কোন সৌভাগ্যে উদিত হয়, তবে আমরা কৃষ্ণ-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের একমাত্র স্বভাবসিদ্ধ, রূপানুগ-জীবন-সর্ব্বস্ব নাম-কীর্ত্তন-ধর্ম্মকে শ্রীল প্রভুপাদের সমুখোদ্গীর্ণা শ্রীভাগবতী বাণীর অনুসরণে যাজন করিব।

আমাদের মনে এইরূপ সংশয় বা মৎসরতার উদয় হইতে পারে,—"শ্রীল প্রভুপাদের বিরহের সেবার সঙ্গে বা ভগবন্নামকীর্ত্তনের সঙ্গে তাঁহার কোন শিষ্যবিশেষের নাম-সংযোগ বা আনুগত্যের সংকীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা-প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন কি ?" প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মধ্যে হইতে অনেকে স্বীকার করিতেও পারেন যে, শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই একমাত্র রূপানুগ ধর্ম্ম ; কিন্তু তাহা শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যেই করিতে হইবে যা ভক্তিবিনোদ-ধারায় না আসিলে নাম-

সাঙ্কীর্তন হইবে না, ইহা কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না। প্রভুপাদের বিরহতত্ত্বের মধ্যেও হয়ত আমরা কেহ কেহ বিচার করিতে পারি যে, 'শ্রীল প্রভুপাদের উপদিষ্ট কথাশ্রবণ-নামসঙ্কীর্তন-দ্বারা আমরাই স্বতন্ত্রভাবে যাজন করিতে পারি।' তাহাতে কোন ব্যক্তি-বিশেষের আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা কি? আর যদি আনুগত্যের একটা কাঠামো রাখিতেই হয়, তাহা হইলে একটা সার্ব্বজনীন বা 'বারোয়ারী' বৈষ্ণবানুগত্যের সুযোগ পরিলেই ত' যথেষ্ট হয়।' বস্তুতঃ এইসকল বিচার মাধুর্য-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের সেবা-শিক্ষা, বিরহ-বিভাবিত-চিত্ত সেবকের বিচার নহে। তাঁহার হৃদয় বিরহে বিধুর, তাঁহাতে পণ্ডিতম্মতার লেশমাত্রও নাই। স্বাভাবিক দৈন্য ও আনুগত্যে তাঁহার চিত্ত উদ্ভাসিত। শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-তিথিতে গোদ্রুমের সমাধিস্থলে শ্রীল প্রভুপাদের যে সর্ব্বশেষ বক্তৃতা (১৩৪৩, ৪ই আষাঢ়) প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাতে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী শুনিতে পাইয়াছি—

"প্রকৃত চৈতন্যভক্তের প্রতি মৎসর ব্যক্তিই চৈতন্য-বিমুখ। আর চৈতন্য-ভক্তের মনোঽভীষ্ট-পূরণে আত্মনিয়োগকারিব্যক্তিই চৈতন্যের সেবায় উন্মুখ। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ চৈতন্যভক্তের বিদ্বেষ ক'রে আপনা-দিগকে চৈতন্যের প্রতি উন্মুখ ব'লে মনে ক'রে থাকে। ... তাঁদের সঙ্গ পরিত্যাগ ক'র্‌তে হ'বে। তা'রা সব কৃমিজাতীয়। আমার অপুষ্টিকর খাদ্যরূপে যা কিছু গ্রহণ করা যা'বে, তা'তে আমার শরীর পুষ্ট না হ'য়ে কৃমির শরীর পুষ্ট হ'বে।"

এই ভক্তিবিনোদ-বিরহ-সভায় শ্রীল প্রভুপাদ আরও কএকটি মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন—

"ভক্তিবিনোদানুগত্য হ'চ্ছে—'অনন্যাশ্চাভিতঃ' আর অভক্তিবিনোদানুগত্যের কার্য্য হ'চ্ছে—'অনন্য নীতে'। ... ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকটকালও ২২ বৎসর হ'য়ে গেল। এই ২২ বৎসর কালের কার্য্য সমালোচনা করা যাক্। **২২ বৎসর কে কতটা হরিসেবায় অগ্রসর হ'য়েছেন, তা'র একটা হিসাব নিকাশ হওয়া দরকার।** এবৎসর বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার কার্য্যটা বিশেষভাবে আরম্ভ করা আবশ্যক। বিশ্বের সকল লোককে সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব করা প্রয়োজন। বিশ্বের সকলেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব, সেই স্বরূপ উপলব্ধি ক'রতে হ'বে। এই স্বরূপোপলব্ধির বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করাই বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার কার্য্য। এজগতের লোক কেবল মাপ্‌ছে! কেবল জাতীয়তা—প্রাদেশিকতা—অসৎসাম্প্র-দায়িকতা! এই মাপা কাজটা ঘুচিয়ে দিয়ে কেবল বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষ নয়, সমগ্রবিশ্ব, বিগতবিশ্ব, বর্ত্তমান বিশ্ব ও ভাবিবিশ্ব—সকলের মঙ্গল ক'রতে হ'বে শ্রীচৈতন্য-দেবের কথা প্রচারের দ্বারা। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-বাণীর পসরা নিয়ে পরিভ্রমণ ক'রতে হ'বে। দরকার হ'লে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্‌টাও ঘুরতে হ'বে। **নির্জ্জন-ভজনের নাম ক'রে নিজের ও পরের হিংসাকার্য্য বর্ত্তমানে স্থগিত রাখা দরকার।** প্রত্যেক মানুষের দরজায় একবার ক'রে আঘাত করা দরকার। তাঁ'রা যদি নিষ্কপট-ভাবে জিজ্ঞাসা করেন,—কি ক'রে প্রকৃত হরিভজন হয়, তখন তাঁ'দের ব'লতে হ'বে—একমাত্র ভক্তিবিনোদ-ধারায় শুদ্ধহরিভজনের কথা অবস্থিত আছে। **এই ভক্তিবিনোদ-ধারাকে শ্রৌতবাণী-কীর্ত্তনের মধ্যে নিত্যকাল সঞ্জীবিত রাখ্‌তে হ'বে। সত্যকথার কীর্ত্তন বন্ধ হ'লে আমরা ভক্তিবিনোদ-ধারা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যা'ব।"**

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদের বিরহতিথিতে শ্রীহরি-নামচিন্তামণিরই অনুগান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"শ্রীহরিনামচিন্তামণি জয়যুক্ত হউন। সেই চিন্তামণির কিরণে নিষ্কাত হইলেই জীবমাত্রেই মানব-জীবনের চরম তাৎপর্য্য লাভ করিবেন।"

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহতিথিপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত 'সুমেরুস্তিথি' প্রবন্ধ—গৌড়ীয় ৭।৪৬)

শ্রীহরিনামচিন্তামণি নিত্য কৃষ্ণনাম অবতার রূপে জগতে অবতীর্ণ থাকিলেও মহাপ্রভুর নিত্য অবতার-ব্যতীত শ্রীনামচিন্তামণির বিলাস হইতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ এই কথাই তাঁহার সেই প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"যাহারা মুখে সবিশেষবাদ স্বীকার করিয়াও

কেবল একগুরু-বাদের পক্ষপাতী, তাহারা কার্য্যতঃ অদ্বয়জ্ঞান-বিলাস বা বিচিত্রতার বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যুগে যুগে প্রয়োজনানুসারে তাঁহার নিজজনকে অবতীর্ণ করাইয়া কেবল একগুরুবাদিগণের ভগবৎকরুণা-ধারা-ধারণে অসমর্থতা জানাইয়াছেন। যেখানে মহান্তগুরুর পূজার অবকাশ নাই, সেরূপ অনেক স্থলেই চৈত্যগুরু ও জগদীশ-জগদ্‌গুরু বা গুরুতত্ত্বের সজ্ঞান-প্রদানে পূর্ণ কারুণ্য প্রকাশ করেন না। সকল মহান্ত গুরুর চিত্তবৃত্তি ঐকতানময় বলিয়া সকলেই অভিন্ন মহান্তগুরু লীলা-প্রবেশ-দ্বারে অধিষ্ঠিত হইয়া অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্মপরজনগণকে দিব্যজ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া জীবগণের হরিসেবায় রুচি প্রদান করেন। বিষ্ণুভক্তির সর্ব্বোত্তমা লীলার বরণে উপযোগিতার কাল উপস্থিত হইলে জীব শ্রীগুরুপাদপদ্ম-বর্ণনে সমর্থ হন।"

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীর মধ্যে তাঁহার লীলাপ্রবেশের পর যে তদধস্তন মহান্তগুরুর মহাবদান্যলীলা

প্রভুপাদের

করিতে প্রস্তুত হই, তবে নিত্যসেবানন্দময়ে প্রেমময় শ্রীহরিনামচিন্তামণির কীর্ত্তন-আরাধিকেরই পূজারী হইব। যুগে যুগে নামাচার্য্যের নিত্য অবতার নামের সেবা হয়না। তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান 'সাধুনিন্দা' রূপ অপরাধ উপস্থিত হয়

শ্রীল প্রভুপাদ ঐ বিদ্যালয়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-লীলাবিস্তারের ৫১ বৎসরের পর একটি 'সেবার প্রতিষ্ঠান' প্রস্তুত করিবার তত্ত্ব ইচ্ছা করিয়াছিলেন,

প্রভুপাদের দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীল আচার্যদেবও

প্রকটকালেই একটি 'সেবার প্রতিষ্ঠান' ও

অপ্রকটলীলার এই দুই বৎসর

হরিসেবায় হইয়াছি বা হইতেছি,

চিন্তন-চিন্তন করিবার কথা সর্ব্বদাই বলি-

কথা কথাটি বিষয়-

হরসেবিত্ব ধর্ম্ম। তাঁহারা

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ ও বঙ্গের ভূতপূর্ব মহামান্য গভর্ণর শ্রী

সম্ভোগসমর্থ, তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকেন। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, পক্ষ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, তবুও আমরা হরণ করিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে কৃষ্ণবিরহের একটু আভাসও কোনও ক্রমে উদিত হইতেছে না। বরং আমাদের আত্মস্বজনের হিসাব-নিকাশের কথা উঠাইলে আমরা পরম বান্ধব বৈষ্ণবকে পরম শত্রু মনে করি, বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধান ও নিন্দা-প্রচারে ব্রতী হই, বৈষ্ণব-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র-বিচার-পথে পতিত হই, সাধুকে নানাপ্রকার ভণ্ড বিভীষিকা দেখাই! এই সকল চিত্তবৃত্তি বিপ্রলম্ভবিরোধী অভদ্রভোগবাসনা হইতেই উদিত হয়।

যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহাগ্নির একটি ক্ষীণতম বিন্দুও জ্বলিয়াছে, তাঁহারা নিত্যই শ্রীল আচার্যদেবের মুখপদ্মে অনুরাগিত ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অনুক্ষণ কর্তব্যে শ্রীনামপ্রভুর উপাসনা করিতে করিতে শ্রীরূপের পদ্যাবলীর এই গাথাটি প্রাণে প্রাণে, মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করিবেন—

"প্রথমো যামো গতো যামো গতঃ যামো গতঃ দিনম্।
হা হন্ত! কিং করিষ্যামি ন পশ্যামি হরের্মুখম্।
(পদ্যাবলী ৩২৪ শ্লোক)

এক প্রহর গেল, এই দুই প্রহর গেল, তিন প্রহর গেল, দিনও গেল। হায়, আমি কি করিব! তথাপি শ্রীহরির মুখারবিন্দের দর্শন পাইতেছি না।

শ্রীরূপানুগগণের এইরূপই চিত্তবৃত্তি। বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের ইহাই গান।

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।
(পদ্যাবলী ৩৩৪ শ্লোক)

যাঁহাদের হৃদয় কৃষ্ণবিরহ-কাতর, তাঁহাদের হৃদয়মন্দিরে এই সকল গীতিরই নিত্য মহোৎসব হইয়া থাকে। কৃপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু গাহিয়াছেন—

আশৈকতল্পনবসন্থা বিলম্বমানা
রক্ষামি জীবমবধিং নিয়তো যদি স্যাৎ।
নোচেদ্বিধিঃ সকল-লোকহিতৈককারী
ধ্বংক্ষ্যত্যমুং কিমু করোম্যবিধেরধীনম্।
(পদ্যাবলী ৩৩৭ শ্লোক)

কেবল মাত্র আশাতন্তু অবলম্বন পূর্বক কালবিলম্ব করত অনাদি জীবন রক্ষা করিতেছি; কিন্তু যদি কালের অবধি থাকে, তবেই ভাল। আর যদি তাঁহার আগমনে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে সকললোকের একমাত্র হিতকারী বিধাতা যে কালকূট সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কি নিমিত্ত? অর্থাৎ তাহা পান করিয়া জীবন ত্যাগ করিব।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও এইরূপ মর্মস্পর্শিনী ভাষায় তাঁহার বিরহ-ব্যথা ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া।"

এই মৃত্যু-কামনার মধ্যে অমরত্বের পরাকাষ্ঠার আবির্ভাব। ইহাই কৃষ্ণ-সেবার সর্বোত্তমাবস্থা। কৃষ্ণ-সেবার জন্য সেবক এতটা আর্ত যে, দশম দশা মৃত্যু তাঁহাকে বিভাবিত করিয়াছে। এই মৃত্যু দেহত্যাগের বস্তু নহে, ইহা গোলোকের মহামহোৎসব।

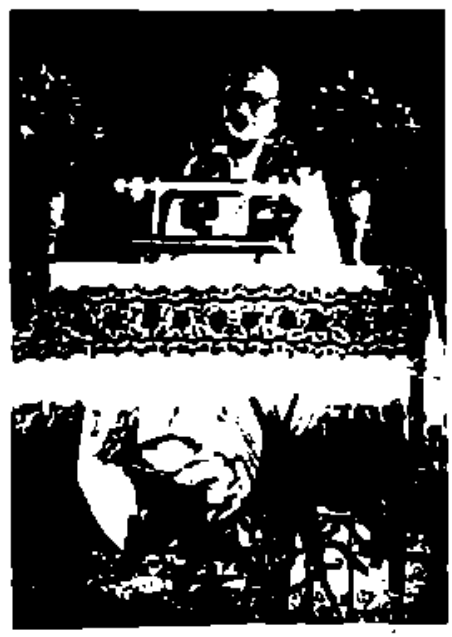

ঢাকাবাসী সজ্জন বন্ধুগণ কর্তৃক অভিনন্দিত প্রভুপাদ

এই সকল চিত্তবৃত্তির সহিত যখন আমার চিত্তবৃত্তিকে তুলনা করি, তখনই বুঝিতে পারি, শ্রীল প্রভুপাদের জন্য আমার কতটুকু অকৃত্রিম বিরহ উপস্থিত হইয়াছে। আমি চাহি,—আমার দেহকে সংরক্ষণ করিতে; নানা বসন-ভূষণে সজ্জিত করিতে; কত জড় ঔষধ ও সুস্বাদু ভোজ্য-সামগ্রীর দ্বারা এই দেহকে চিরস্থায়ী করিতে; এই দেহের সৌখ্য-

বর্দ্ধনের জন্য তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনকে পরিপালন করিতে; তাহাদের ধার্ম্মিক অভাব-অনুবিধায় নিজের সত্তাকে বিলীন করিতে; কখনও বা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠায়, স্বতন্ত্রতায়, দার্ষ্টিকতায়, আত্মম্ভরিতায় বিমুগ্ধতাকে পরিপুষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করিতে, কখনও বা তাহার ঘরে চুরি

শ্রীল প্রভুপাদ

করিয়া নির্জ্জন-ভজনের নামে দুই মনের দুঃসঙ্গ করিতে; কখনও বা সাধু-সঙ্গের নামে আমার তোষামোদকারী বহির্ম্মুখ-জনের সঙ্গ করিতে; কখনও বা মৎসরতার দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইতে; কখনও বা নানাকৌশলে সেবার (?) বাণীকে আমার প্রাকৃত অকিঞ্চিৎকর মানের হানিকারক বিচার করিয়া গুরু-বৈষ্ণবগণকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করিতে—এইরূপ কত প্রকার বিবাক্ত তরলাগ্নি আমার হৃদয়কে পরিপ্লাবিত করিয়াছে।

পরমহংস নিত্য,
নিত্য'—এই সকল
মতে আকৃষ্ট করিবে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে
সম্ভোগ-লিপ্সার, বিষয়ভোগ-লালসা, বৈষয়ে অবিশ্বাস,
অভিনিবেশে সন্দেহ, ব্যভিচারে অরুচি, আত্মচিন্তা ও পর-
চিন্তাপ্রবৃত্তি সৃষ্টি পাইতেছে! ইহা হইতেই
প্রভুপাদের বিরহ চিন্তবিদ্ আমার

শ্রীধাম মায়াপুরে ইস্কন প্রভুপাদের সমাধি

আমি নিজ সহস্রসহস্র চিত্তগুলির প্রতিকার করিব শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শাসন-শতমুখীধারা চিত্তকে পরিমার্জ্জিত করিব; তাঁহাদের পাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে আত্মনিক্ষেপ করিব, তাঁহাদের দ্বারের উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর হইয়া নিত্য অবস্থানের জন্য দাসসাজিত হইব; অকপটে কৃপা প্রার্থনা করিব; বৈষ্ণবের অবতার নিত্য, মহান্ত-আচার্য্যের ভোগতপ্ত হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। আমি সম্ভোগোন্মত্ত হইয়া সংশয়াত্মা হইয়া পড়িয়াছি! সম্ভোগে আমার সংশয় নাই; কিন্তু বিরহে—বিপ্রলম্ভে—অগুরু-সেবায়—অপ্রাকৃত প্রেমে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে!

অনেক সময়ে মনে করি, "এই পথে আসিয়া কি ঠকাই না ঠকিয়াছি! কতটাই না ক্ষতি করিয়াছি! অতএব

বৈষ্ণবগণের প্রতি বিদ্রোহ আচরণ করিয়া এই ক্ষতির পূরণ করিয়া লইব অথবা গুরু ও বৈষ্ণবসেবার উপকরণ ভোগ করিয়া, আচার্য্য বা বৈষ্ণবের পাল্লাদার হইয়া ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করিব।" আমার এই প্রকার চিত্তবৃত্তিই প্রমাণ দিতেছে যে, শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ আমার হৃদয়কে বিন্দু-মাত্রও স্পর্শ করে নাই।

ওঁ শ্রীল প্রভুপাদ (ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের সর্ব্বশেষ আলেখ্য)

দেখিতে দেখিতে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট লীলা-বিকারের পর দুইটি বৎসর কাটিয়া গেল! অনেক আয়ু কমিয়া গেল! মৃত্যুর দিকে অনেক অগ্রসর হইয়া পড়িলাম! কিন্তু তথাপি সম্ভোগের মোহন-স্বপ্ন দেখিতেছি! হরি-ভজনের একটুও হিসাব-নিকাশ করিতেছি না! কতটা সম্ভোগ-পিপাসার মদে মত্ত! কতটা অপরাধ-কঠিন, পাষাণ-সদৃশ! কখনও মনে করিতেছি,—মঠ ছাড়িয়া ভোগ্য গৃহকেই মঠ (?) করিব! কখনও মনে করিতেছি,—স্বতন্ত্র হইয়া নির্জ্জন-ভজন করিব! কখনও মনে করিতেছি,—দুই পক্ষেই যখন মামলা মোকদ্দমার—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সূচনা হইয়াছে, তখন কোন্ পক্ষ ভাল, কে জানে? আর যাহাদিগকে ভাল মনে করিতেছি, তাহারাই যে দু'দিন পরে খারাপ না হইবে, কে বলিতে পারে! অতএব আগের বন্দোবস্ত করিয়া স্বতন্ত্র জীবন-যাপনই বুদ্ধিমত্তার কার্য্য। যখন আমার এইরূপ চিত্তবৃত্তিকে বিশ্লেষণ করি, তখন দেখিতে পাই—আমার হৃদয়ে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-বহ্নির একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গও পতিত হয় নাই—হৃদয়টি সম্ভোগের আগ্নেয়গিরি হইয়া রহিয়াছে! আর উহা আত্মম্ভরিতা, মৎসরতা, সংশয়, বৈষ্ণবে অবিশ্বাস, পরনিন্দা, কপটতা, নিজলাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশাকৃপ রাশি রাশি ছাই-ভস্ম উদ্গীরণ করিয়া কত-প্রকার সাময়িক ভূমিকম্প সংঘটন করিতেছে!

শ্রীল প্রভুপাদ মাথুর-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের শিরোরত্নস্বরূপ। হৃদয়ে বিন্দুমাত্র কপটতা থাকিলে তাঁহার বিরহোৎসবে যোগদান করা যায় না, তাঁহার সেবা-প্রতিষ্ঠান, তাঁহার নিত্য-ধন শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্মুখে ও একান্ত অকপট আনুগত্যে বাস করা যায় না—সম্ভোগবাসের বিষাক্ত বাষ্পে চক্ষু অন্ধীভূত হইয়া যায়। তৎফলে প্রকৃত বৈষ্ণব চিনিতে পারা যায় না। বৈষ্ণবের সহিত নিজেকে সমান বা নিজেকে 'বৈষ্ণবের গুরু' বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা আত্ম-পাতকর অভিমান উপস্থিত হয়।

মাথুরব্রজবাসিবর শ্রীল প্রভুপাদের বিরহকাতর শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদের সম্ভোগ-রোগের দুশ্চিকিৎস্য রোগের চিকিৎসার জন্য কতভাবেই না সদুপচার করিতেছেন; কিন্তু কই তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে, প্রভুপাদের বিরহে বিভাবিত হইতে আমাদের পাষাণচিত্ত যে একটুও বিগলিত হয় না! জড় দেহের সুখে-দুঃখে, জড়দেহ-সম্পর্কীয় স্বজনাখ্যদস্যুগণের শোকে-মোহে চিত্ত কতই না বিগলিত হইয়া থাকে; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে, শ্রীল প্রভুপাদের বিরহকাতর শ্রীল আচার্য্যদেবের মঙ্গলময় উপদেশে এই অপরাধ-কঠিন মরুভূমিতুল্য চিত্ত যে একটুকুও আর্দ্র হয় না। কখনও কখনও শুভেচ্ছা-মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া পুনরায় সম্ভোগের রাজ্যেই প্রত্যাবর্ত্তন করে, না হয়, জাড্য, আলস্য ও বিক্ষেপের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে। এই দুরারোগ্য রোগ হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? শ্রীল প্রভুপাদের অকৃত্রিম বিরহকাতর নিজজনের পাদপদ্মে তাই এই দুরারোগ্য রোগের লক্ষণগুলি নিবেদন করিয়া কাতর কণ্ঠে জানাইতেছি—

পরমকারুণিকো ন ভবতঃ
পরমেশো ভাষতো ন চ ভবতঃ।
ইতি বিচিন্ত্য হরে ময়ি পামরে
যদুচিতং যদুনাথ তদাচর ॥

(পদ্যাবলী ৬৬ শ্লোক)

হে প্রভো, তোমার তুল্য পরম কৃপালু আর কেহ নাই, আর আমা হইতে শোচনীয় ব্যক্তিও আর কেহ নাই ;— ইহা বিবেচনা করিয়া এই পামরজনের প্রতি যাহা উচিত হয়, তাহা আচরণ কর।

গৌরীস্তিস্মথবৈকমকিঞ্চনত্বং
নিত্যং দদাসি বহুমাননমথাপমানম্।
বৈকুণ্ঠবাসমথবা নরকে নিবাসং
হে বাসুদেব মম নাস্তি গতিস্ত্বদন্যা ॥

(পদ্যাবলী ৮৪ শ্লোক)

তুমি আমাকে পৃথিবীর অধিপতিত্বই প্রদান কর, অথবা অকিঞ্চনত্বই দান কর কিম্বা আমাকে নিত্যকাল আদর কর বা আমার প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিয়া অনাদরই কর, আমাকে বৈকুণ্ঠে বাস প্রদান কর কিম্বা নরকেই স্থান দান কর, হে বাসুদেব, তোমা ভিন্ন আমার অন্য কোন গতি নাই—গতি নাই—গতি নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের সাহিত্যে বিরহের রূপ

শ্রীরূপানুগবর নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিরচিত সাহিত্যে কৃষ্ণভক্ত ও কৃষ্ণের বিরহের যে রূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয়-বিগ্রহ শ্রীল আচার্য-

ব্রহ্মচারি-অবস্থায় শ্রীল প্রভুপাদ

দেবের আনুগত্যে আলোচনা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-বাসরে তৎপাদপদ্ম-নখার্চ্চন করিবার প্রয়াস করিব।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপের প্রণালীতে বিষ্ণুপাদ গুরুবর্গের বিরহের তাৎপর্য্য ও শিক্ষা অঙ্কন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রাণ-সর্ব্বস্ব শ্রীরূপের অভিধান-বাসরে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ১২ই ভাদ্র (২৮ই আগষ্ট, ১৯২৮ ইং) যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীরূপানুগগণের বিরহের রূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে—গুরুবর্গের বিরহতিথিতে প্রকৃত শিষ্যের, প্রকৃত রূপানুগের কি চিত্তবৃত্তির উদয় হয়, তাহাই শ্রীল প্রভুপাদের বাণী-সুরধুনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"প্রেম-বিভাবিত, সেবোন্মুখ, নিষ্কপট দৈন্যময় চিত্তে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মের দর্শন হয়। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে যখন আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ি, যখন কর্ম্মী হ'য়ে পড়ি, জ্ঞানী হ'য়ে পড়ি, অন্যাভিলাষী হ'য়ে পড়ি, তখনই শ্রীরূপ প্রভু আমাদিগকে সেবা-বিমুখ জেনে আমাদের কাছ থেকে চ'লে যান।"

('শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা', গৌড়ীয় ৭।২১)

আমি ত' শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছি বলিয়া অভিমান করি ; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম শ্রীরূপের কথা বলিতে গিয়া কি বলিয়াছেন ? প্রেম-বিভাবিত, সেবোন্মুখ, নিষ্কপট দৈন্যময় চিত্ত-বাতীত গুরু-

পাদপদ্মের দর্শন হয় না। আমার চিত্ত কি প্রেমবিভাবিত, না কামবিভাবিত? আমি কি সেবোন্মুখ, না ভোগোন্মুখ? আমার চৈত্তের অভিনয় কি নিষ্কপট, না কপট? যেন সত্য সত্যই ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া এই কথার আলোচনা করি, তখনই বুঝিতে পারি, অজস্র কামের কামুক, জগৎ-ভোগোন্মুখ, কপট ও ধার্ম্মিক আমার শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মের দর্শন হয় নাই।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম কেন আমাদের নিকট হইতে চলিয়া যান?—এই সমস্যার সমাধানকল্পে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদ যে কথাটি বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অপ্রকট-লীলার তাৎপর্য্য যেন তিনিই তাঁহার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন;—"যখন আমি বহির্জগতের চিন্তাস্রোতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি, যখন কর্ম্মী হইয়া পড়ি, জ্ঞানী হইয়া পড়ি, অন্যাভিলাষী হইয়া পড়ি, তখনই শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে সেবাবিমুখ জানিয়া আমাদের নিকট হইতে চলিয়া যান।"

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ আর একটি শিক্ষা আমাদিগকে দিয়াছেন—

"আমরা শ্রীরূপের পাদপদ্ম হইতে যে পরিমাণে বঞ্চিত, আমাদের সেবোপলব্ধির পরিমাণ সেই পরিমাণে ন্যূন। শ্রীরূপ তাঁর দাসগণের নিকট যে মুহূর্ল্লভসম্পদ্ রেখে গেছেন, তা' শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট পাওয়া যেতে পারে। অনেকে আবার মনোধর্ম্মের সাহায্যে বুঝ্‌তে গিয়ে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের কথা ধারণা ক'রতে পারে না, তাঁকে প্রাকৃত-সহজিয়ার আদর্শরূপে খাড়া ক'র্‌তে চায়। এই শ্রীল হরিবল্লভ দাসের কথা শ্রীল বলদেব, শ্রীল জগন্নাথ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভু বুঝ্‌তে পেরেছেন। আমরা তাঁদের অনুবর্ত্তী হ'য়ে শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগগণের কথা জান্‌তে পার্‌ব; নতুবা পদে পদে বঞ্চিত হ'ব। যদি আমরা সত্য-সত্যই খাঁটি, নিষ্কপট, অন্যাভিলাষ-রহিত লোক হ'তে পারি, যদি সত্য-সত্যই হৃদয়ের অন্তস্তল হ'তে নিষ্কপটে সে সম্পদ্ চাই, তা' হ'লেই শ্রীরূপের সম্পদ্—সেই সেবা-সম্পদ্ পে'তে পার্‌ব, নতুবা সেবার নামে হরিমায়ার চাকরী বজায় ক'রে ফেল্‌ব।"

লক্ষ্মীপতির পরমৈশ্বর্য্যধাম বৈকুণ্ঠের সমস্ত সম্পত্তি একত্র করিয়াও শ্রীল প্রভুপাদের কএকটি বাণীর মূল্য প্রদান করা যায় না। শ্রীরূপের অনুগাভিমানী শত শত ব্যক্তির অধিষ্ঠান থাকিতেও কেন শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ও চক্রবর্ত্তী গোস্বামীর নিকট শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত-ভাণ্ডার পাওয়া যায়? আবার, কেনই বা তাঁহাদের কথা শ্রীবলদেব, শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুই প্রকৃতভাবে বুঝিতে পারেন? খাঁটি, নিষ্কপট, অন্যাভিলাষ রহিত না হইলে কেনই বা শ্রীরূপের ধনের উত্তরাধিকারী হওয়া যায় না? কেনই বা সেবার নামে মায়াকে বরণ করিবার প্রবৃত্তি হয়? শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল মর্ম্মস্পর্শিনী শিক্ষা কি এখনও আমাদের চৈতন্যের উদয় করাইবে না?

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপের বিরহতিথিতে আরও কএকটি অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—

"শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর আজ অন্তর্ধান-দিবস। কিন্তু তিনি অমৃত—তিনি অমৃত হ'য়ে আছেন 'ভক্তিরসামৃত' ও 'উজ্জ্বল' রূপে।"

শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীর মধ্যেও আমরা তাঁহার নিত্য অবস্থার লক্ষ্য করিতেছি। শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী-রূপে—বাণীরূপে নিত্য অবতীর্ণ।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"যে রাজনীতি সাধারণের খুব প্রয়োজনীয়, সেই রাজনীতিকে যাঁরা খুব ভাল ক'রে বুঝ্‌তেন, সেই রাজনীতি-সমূহকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন কর্‌বার জন্য তাঁদের হৃদয়ের অসামান্য বল ছিল, শ্রীরূপ-সনাতনই শ্রীমহাপ্রভুর সেই সেনাপতিদ্বয়। শ্রীরূপ—সেনাপতি, শ্রীরূপানুগগণ সকলেই সেনা। শ্রীরামোদর স্বরূপ—গৌড়ীয়ের ঈশ্বর, তাঁর নিকট হ'তে recruit ক'রে সকলে সেনা হ'য়ে বিরুদ্ধ দলকে—অন্যাভিলাষী-কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগী-সম্প্রদায়কে পরাজয় কর্‌বার জন্য। শ্রীরূপ-সেনাপতির অধীনে শ্রীরূপানুগ সৈন্যগণ যেরূপ ব্যূহে ব্যূহ রচনা ক'রেছেন, তা'তে প্রথম মুখে দেখ্‌ছি শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুকে—যিনি শ্রীরূপানুগ সৈন্য-সিংহ-সূত্রে অমোঘ বিচার-বাণে—মায়াবাদী সম্প্রদায় যতকিছু আট ঘাট বেঁধেছিল,—সকল গুলিকেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ক'রে তাঁদের দম আটকিয়ে মেরে ফেলেছেন। আর শ্রীস্বরূপের রঘুর আনুগত্য ক'রেছেন—শ্রীকবিরাজ। সেনাপতি শ্রীরূপ তাঁর সৈন্যগণের দ্বারা কিপ্রকার যুদ্ধ ক'রেছিলেন, সে সকল বর্ণনা ও

drill, target প্রভৃতি
সম্বন্ধের প্রতি গুলি ক'রতে
দৃষ্টি, ফলকামনা, কর্ম্মাগ্রহ, অজ্ঞাতি-
মাত্রিকতা—এসকলের প্রতি গুলি

শ্রীরূপের বিরহ-বাসরে শ্রীল প্রভুপাদ অসদ্বৃত্তি, অজ্ঞাভিলাষিতা, ফলকামনা, বিদ্ধ বিচার ও পাষণ্ডতার উপর গুলি করিবার বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহারই নাম—রূপানুগবরত্ব বা আচার্য্যত্ব। তথাপি যদি কেহ বলেন —শ্রীল প্রভুপাদ commercial interest বা পন্থানীতিকে সমর্থন করিয়াছেন, উহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন, অজ্ঞাভিলাষী, অবৈধ অসৎসঙ্গীকে ভক্তির প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত করেন নাই, সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদ পন্থানীতি, অজ্ঞাভিলাষ, পাপ, অসৎসিদ্ধান্তেরই প্রচারপাতা

তাহাই তাঁহার রূপানুগত্ব, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায়ই বলিব,—"তাঁহারা শ্রীরূপের পাদপদ্ম হইতে—শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বঞ্চিত।" বঞ্চিত হইলে অজ্ঞাভিলাষকে তাঁহারা সমর্থন করেন কেন? কেন এইরূপ বণিগ্‌বৃত্তি ও অজ্ঞাভিলাষ চরমাবস্থায় উপনীত তখনই গুরুপাদপদ্ম আত্মগোপন করেন। শ্রীল প্রভু-
পাদ বলিয়াছেন—

"বহির্জগতের চিন্তাস্রোতে যখন আমরা আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ি, যখন কর্ম্মী হ'য়ে পড়ি, জ্ঞানী হ'য়ে পড়ি, অজ্ঞাভিলাষী হ'য়ে পড়ি, তখনই শ্রীরূপপ্রভু আমাদিগকে সেবা-বিমুখ জেনে আমাদের কাছ থেকে চ'লে যান।"

শ্রীল প্রভুপাদ গুরুবর্গের অপ্রকটতিথিকে "ব্রজে যাওয়ার তিথি" বা "সুমেরুতিথি" বলিয়াছেন—('শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা, বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ৫ই আষাঢ়)। সুমেরু-তিথিতে সুমেরোমৌলি গুরুদেব ও সুমেরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে বিরহ-কাতর ব্যক্তিগণের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রজের পথে গতিশীলতা লাভ করা যায়। মৃত পঙ্গু, অন্ধ, জড়—সকলেই এই তিথিতে গতি-শীলতা লাভ করে। সকলেরই হৃদয়ে ন্যূনাধিক জগতের অনিত্যতা ও ব্রজের নিত্যতা উপলব্ধি হয়। শ্রীরূপানুগগণের বিরহ-তিথিতে ইহা সমধিক পরিমাণে হয়। এজন্য গুরু-বর্গের বিরহতিথিপূজার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ গুরুবর্গের বিরহতিথির বিশেষ ঔদার্য্য-মহিমার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"অপ্রকটে বিপ্রলম্ভ ও প্রাকট্যে অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি বর্ত্তমান বলিয়া মহাগুরুর অপ্রকটলীলা-স্মৃতি-বিরহ তাঁহারই প্রকটলীলার ঔজ্জ্বল্য বিধান করে। জড়-বিষয়-মকরন্দ জীবনে অভিধা-বৃত্তি আশ্রয় পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠবস্তুর সম্বন্ধে প্রয়োজন লাভ করিবার ইহা একটি সর্ব্বোত্তম সুযোগ অর্থাৎ ইহাই ভক্তিযোগ-পর্য্যায়ের যাত্রা। আমরা এইরূপ যাত্রার অনুগমন করিয়া প্রপঞ্চ হইতে ব্রজের পথে চলিতে থাকিব। মহাজনের অনুসরণ-বাঞ্ছাই আমাদের একমাত্র বৃত্তি। আমরা সত্ত্ব পথ অতিক্রম করিয়া স্বরূপাবস্থানে ভগবৎসেবাতেই নিযুক্ত থাকিব। ভগবৎসেবাময়ী কৃপা লাভ করিতে পারিলে পাঞ্চভৌতিক রাজ্যের চিরবিস্মৃতির দিনে আমাদের বস্তুসিদ্ধি শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সেবায় পরিণত করিবে।"

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগুরুদৈবের ঘরে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীগুরুপাদপদ্মের লীলা-প্রবেশের ঔদার্য্যের কথা শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলিয়াছেন,—

"মহাগুরু লীলা-প্রবেশ-দ্বারে অধিষ্ঠিত হইয়া অন্যাভি-লাষ-জ্ঞান-কর্ম্মপর জনগণকে দিব্যজ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া জীবগণের হরিসেবায় রুচি প্রদান করেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত 'সুমেরুতিথি' প্রবন্ধ—
'গৌড়ীয়' ৭।৪৬)

শ্রীল প্রভুপাদ নিজ-প্রভু শ্রীল গৌরকিশোরের বিরহ-তিথিতে লাকা-শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠে অবস্থান-কালে যে 'অপ্রকট তিথি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা গৌড়ীয়ের ১৯ বর্ষে ১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত আছে। তাহাতেও তিনি গুরুবর্গের বিরহ-তিথির ঔদার্য্য কীর্ত্তন-মুখে আত্মার-পারমার্থের নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন। 'স্মরণবিধি' প্রবন্ধেও সেই একই সিদ্ধান্ত পরিস্ফুট আছে। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার গুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"অক্ষজ জ্ঞানে সেই মহাত্মাকে দর্শন করিতে গেলে আমরা তাঁহার অলৌকিক অনুপম বিরহ-বিলাস লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হই। আমাদের ন্যায় মর্ত্ত্য মানব কোন্ কোন্ সেবার অবলম্বনে প্রত্যেকক্ষণে ও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নিত্যসেবা লাভ করিবেন, সেই অপ্রাকৃত স্মরণ-চিত্র যে জীবন-চরিতে সুষ্ঠুভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, সেই চরিতের স্মরণ-সেবা ভক্তজগতের কিরূপ আদরণীয়, তাহা ভাষা পরিস্ফুট করিতে অসমর্থ।"

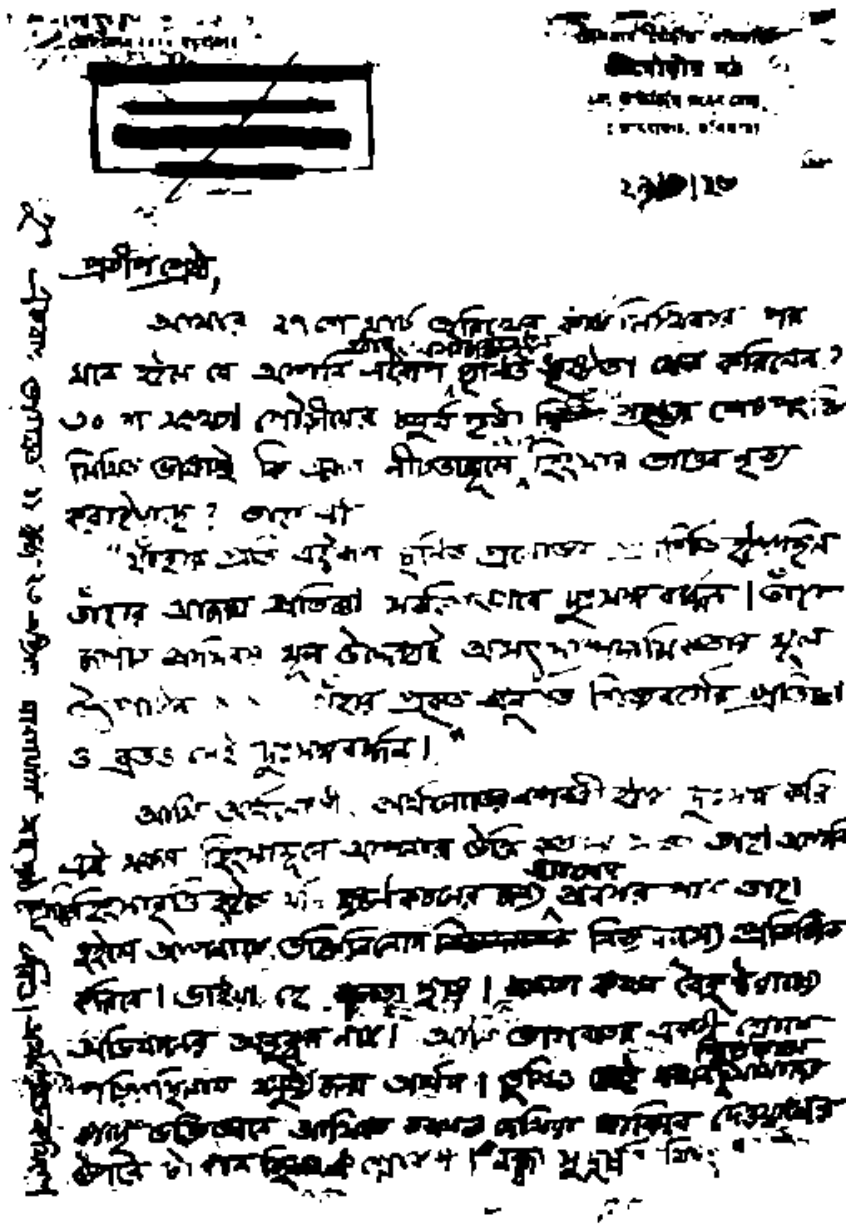

শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী কোনও ব্যক্তির নিকট শ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্তলিখিত পত্র

শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীর মধ্যেও গুরুবর্গের সতত স্মৃতি-দিবসে কৃষ্ণবিরহিতদিগের জন্য শ্রীর অভিন্ন মূর্ত্তির চরিতের স্মরণ-সেবার অসম্মোক্ততা পরিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ 'ঠাকুরের স্মৃতিসমিতি' প্রবন্ধে (সজ্জন-তোষণী ১৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট গুরুপাদপদ্মের বাণী-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখেই বিরহ-স্মৃতি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়, —ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রবণ ও কীর্ত্তন-মুখে স্মরণই সনাতন পদ্ধতি। বিপ্রলম্ভময় শ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা যে স্মরণ হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত বিরহ-স্মৃতি।

প্রভুপাদ শ্রীরূপের প্রণালীতে বিরহের গান গাহিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাসার বা জীবের একমাত্র সাধন কি, তৎ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ 'অনুভাষ্যে' (চৈঃ চঃ ম ১।৪৩) এইরূপ বলিয়াছেন—

"শ্রীমহাপ্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া মুরারি মাথুর-

বিরহভাব গ্রহণ পূর্ব্বক নিরন্তর সম্ভোগের পুষ্টিকারক বিপ্রলম্ভরসের পুষ্টিসাধন প্রভৃতিই জীবের একমাত্র সাধন জানাইয়াছেন।"

মাথুর-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই জীবের পরমধর্ম, ইহা আমরা শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে শ্রবণ করিয়াছি (—পত্রাবলী ১ম খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)। শ্রীল প্রভুপাদ এই মাথুর-বিরহকাতর ব্রজবাসিনীবর্গের সেবার একমাত্র উদ্দেশ্যে অর্থাৎ একমাত্র স্বতন্ত্র-স্বার্থগতিরূপে এক অদ্ভুত কৌশলীর লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাই তিনি তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছেন,—

"যে সকল ব্যক্তি মাথুর-বিপ্রলম্ভের যে কোন প্রকারে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের সাহায্য করিবেন, তাহা যতই স্থূল হউক না কেন, তদভ্যন্তরে বিচক্ষণ পরিদর্শকের নিকট সেবার উৎকর্ষ পরিদৃষ্ট হইবে।"

('পত্রাবলী' ১ম খণ্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)

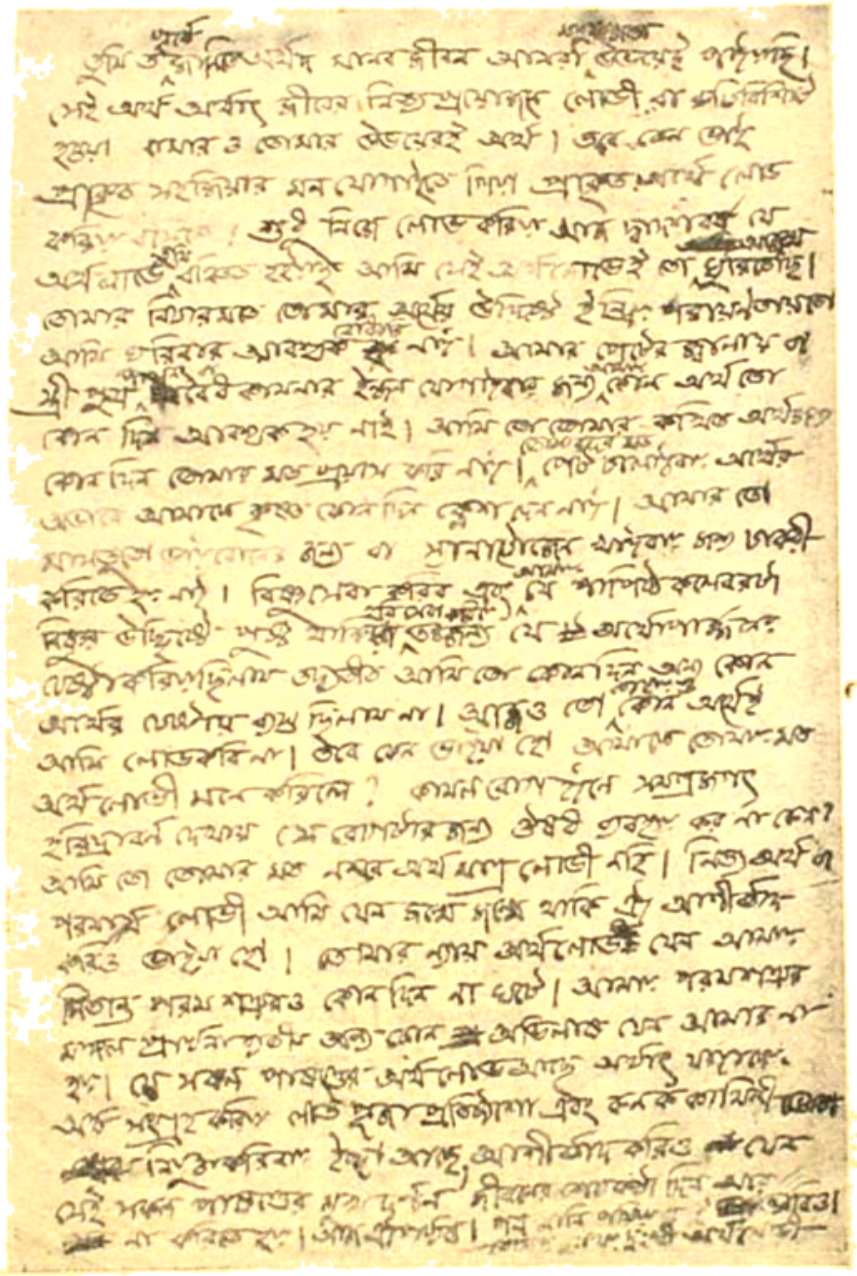

(পূর্ব পৃষ্ঠা-ধৃত পত্রের অবশিষ্টাংশ)

শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীর মধ্যে তাঁহার স্বতন্ত্রলীলাটি অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি কিরূপ বিচক্ষণতম সেবা-কৌশলী ছিলেন, এই বাণীই তাহার নিদর্শন। আমরা মনে করি, "মাথুর-বিরহকাতর শ্রীল প্রভুপাদ যখন আমাদের সেবা বহুমাননা করিয়াছেন, আমাদিগকে নানাভাবে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, আমাদিগের সেবার নানাপ্রকার প্রশংসা করিয়াছেন, আমাদিগকে নানাপ্রকার সেবার প্রবৃত্তি-সূচক বাণীতে বিভূষিত করিয়াছেন, বিভিন্ন-সেবাকার্য্যে স্ব দায়িত্ব প্রদান করিয়াছেন, কোন কোন বিষয়ে দিক্‌পাল করিয়া দিয়াছেন, 'আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ'—এই আদেশ-বাণী জ্ঞাপন করিয়া আমাদিগকে লোক-গুরু করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং আমাদের হৃদয়ে যতই অন্যাভিলাষ, সম্ভোগ-পিপাসা, গুরুদেবের সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য-কামনার আকাঙ্ক্ষা থাকুক না কেন, আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ-জন, শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সমর্থিত"। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের

পূর্ব্বোক্ত বাণী আমাদের এই বিচারের অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়াছে। বিশুদ্ধতম সেবা-পরিবর্দ্ধক শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার স্বজনের অর্থাৎ আশ্রয় ও বিষয়-বিগ্রহের মিলনের যে কোন প্রকার আনুকূল্যের অভ্যুদয়ে সেবার উৎকর্ষ দর্শন করিয়াছেন। ইহা পরমহংসপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদের স্বভজন-গত দর্শন। বস্তুতঃ যেখানে অপর সেবকাভিমানী আপনাকে 'কর্ত্তা', 'দ্রষ্টা' ও 'ভোক্তা' বিচার করিতেছেন, তথায় তিনি হরিসাধারণ দুষ্ট ও বঞ্চিত। ইহাই শ্রীরূপানুগগণের সিদ্ধান্ত,—

"সুবাস্থুং পরিবেষয়ন্যপি রসং স্বয়ং ন দর্ব্বী স্পৃশেৎ"

(পদ্যাবলী ৫৭ শ্লোক)

বহতী দর্ব্বী অর্থাৎ বহু মূল্যবান্ হাতা যেরূপ সুস্বাদু রস পরিবেশন করিলেও নিজে সেই রস আস্বাদন করিতে পারে না, তদ্রূপ যাঁহারা বাস্তিক, তাঁহারা নানাপ্রকার কর্ম্মতৎপরতা প্রদর্শন করিলেও অমৃত সেবারস আস্বাদন করিতে পারেন না।

শ্রীল প্রভুপাদ বিরহ-কাতর সেবকগণের আদর্শের কথা আরও বলিয়াছেন,—

"আমাদের সেবা-বিগ্রহ আশ্রয়-জাতীয় ভগবৎপরিকর-গণকে বহুদিনের বিরহ-কাতরতা হইতে রক্ষা করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করাইবার জন্য কৃষ্ণক্ষেত্রে লইয়া যাইতে হইবে। বিষয় ও আশ্রয়ের মিলন-কার্য্যই আমাদের সেবন-ধর্ম্মের আদর্শ।"　　(—'পত্রাবলী' ১ম খণ্ড, ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা)

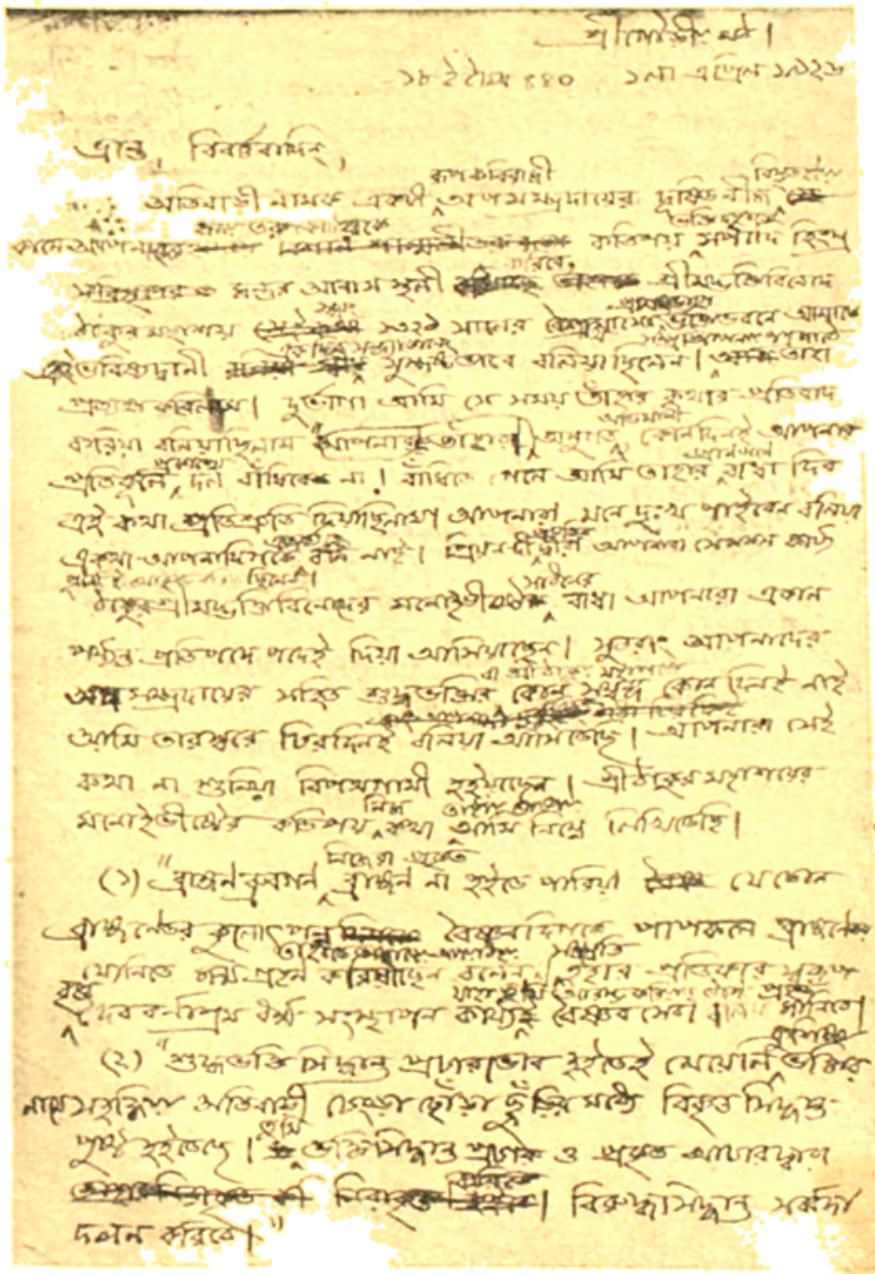

শ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্তলিখিত পত্রে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দুইটি আদেশ ও তাঁহার মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণের বাণী
(পত্রটি শ্রীভক্তিবিনোদ-শিক্ষ-দায়ধারী কোনও ব্যক্তির নিকট লিখিত)

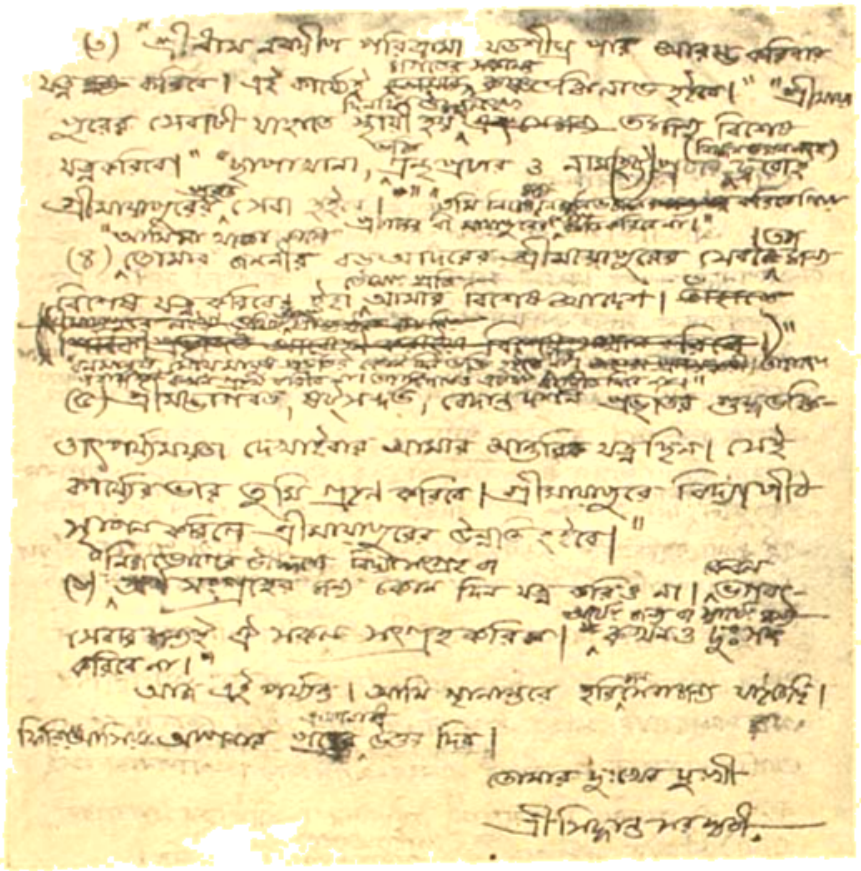

(পূর্ব্বপ্রকা-ধৃত পত্রের অবশিষ্টাংশ)

শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল বাণীর মধ্যেও তাঁহার স্বভজনলীলা ও আচার্য্যলীলার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমতঃ যেখানে তাঁহার স্বভজন লক্ষ্য করা যায়, তথায় তিনি বিরহ-বিধুর বৃষভানুনন্দিনী-প্রমুখ আশ্রয়জাতীয় ভগবৎপরিকরগণকে স্বরূপ-রূপের আনুগত্যে কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ করাইয়া কৃষ্ণের সহিত মিলনের সহায়তা করিতেছেন। জগতে শ্রীচৈতন্য-বাণীর যে কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন, তাহা আশ্রয়জাতীয় বিরহকাতর সেব্য-বিগ্রহগণকে কৃষ্ণকথা শুনাইয়া কৃষ্ণের সহিত মিলনের প্রয়াস। তাঁহারা নিত্য-কৃষ্ণোন্মুখ। আর শিষ্য-সম্প্রদায়কে মহাভাগবতের দর্শনে আশ্রয়জাতীয় ভগবৎপরিকরগণেরই বৈভবরূপে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে বহুদিনের বিরহ-কাতরতা অর্থাৎ ভগবদ্‌বিস্মৃতি হইতে রক্ষা করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করিবার চেষ্টা। ইহার মূলেও মহাভাগবতোচিত দর্শনে মাথুর-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণেরই সেবার সৃষ্টি দর্শন রহিয়াছে। ইহার মধ্যেও বিষয় ও আশ্রয়ের মিলনকার্য্য-রূপ সেবন-ধর্ম্মের আদর্শ নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়।

যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের এই শ্রীরূপানুগ রূপ দর্শন করিবেন, তাঁহারাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন; তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধ ধর্ম্মের তাৎপর্য্য, তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রচারের তাৎপর্য্য, মঠাদি সংস্থাপন, দৈববর্ণাশ্রমের পুনঃপ্রবর্ত্তন, নানাপ্রকার অন্যাভিলাষীকেও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার দ্বারা তোষণ, তাঁহার প্রচারের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মযাজিগণকেও আদর প্রদর্শন, আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীকে নির্ম্মম শাসন প্রভৃতি লীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইবে। তাঁহার এই সকল লীলার মধ্যে তাঁহার একটি মাত্র স্বভজন-তাৎপর্য্য-পরতা বা সেবার আদর্শ নিহিত রহিয়াছে, তাহাই বিরহ কাতর বিষয় ও আশ্রয়ের মিলন-কার্য্য। শ্রীল প্রভুপাদ এই মিলন-সেবার উদ্দেশ্যেই 'মিশন' রূপ বিরাট্ প্রতিষ্ঠান উন্মোচন করিয়া সকলকেই কুরুক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছেন। এই কুরুক্ষেত্রে আসিয়া যাঁহার হৃদয়ের যেই ভাব, তিনি সেই ভাবে শ্রীহরি ও হরিদয়িতকে দর্শন করিয়াছেন; একথাও শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় আমরা বলিতে পারি—

"কবি-সম্রাটের এই সকল বড় কথা বুঝিতে না পারিলেও যে সকল পুণ্যার্থি-ব্যক্তি ভাস্করোপরাগে তথায় মুক্তভাবে স্নানপাপ হইবার জন্য আসেন হইবেন, তাঁহাদের **পুণ্য-চেষ্টার অভ্যন্তরেও কৃষ্ণসেবা গৌণভাবে** সম্পাদিত হইবে। **পুণ্যার্থিগণের ভাবী ভগ্ন-স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার-কল্পে চিকিৎসাগার স্থাপিত** হইবে এবং অন্যান্যদিগকে সহায়তা করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইবে। **শুষ্ক ভগবদ্ ভক্তির বিরোধ-স্রোতে ভাসমান ব্যক্তিদিগকেও কুরুক্ষেত্রোৎসবে সাহায্য করিতে বলিলে তাঁহারা জাতি-গোস্বামিগণের অপরাধ-স্পর্শ হইতে মুক্ত হইয়া অজ্ঞাত সুকৃতির পথে চলিতে পারেন।** • • • জ্ঞানিগণের আদর্শন-বিভাবের বিষয়-বিচার লইয়া তাহাতে লীন হইবার অভিপ্রায় থাকে কিন্তু গোপীগণের তন্ময়তা বিষয় জাতীয় ভক্তাভিমানের ন্যায় উচিত হইলেও তাঁহারা কৃষ্ণ-তন্ময়তা লাভ করিয়াও পৃথক্ থাকেন। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানিগণ এই বিশিষ্ট লীলার অনুসরণের দ্বারা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান রচিত করিবার বিচার পাইয়া **স্ব স্ব বাউলিয়া ভাব ছাড়িয়া দিতে পারেন।"**

(পত্রাবলী ১ম খণ্ড, ৪৮-৫০ পৃষ্ঠা)

শ্রীল প্রভুপাদের কুরুক্ষেত্রকে অর্থাৎ তাঁহার শ্রীরাধা-গোবিন্দের নিধুবন বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্রে—শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-লীলার প্রকাশক্ষেত্রে—শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তি-প্রতিষ্ঠানকে অভক্তিপরী কর্ম্মিসম্প্রদায় একচক্ষে দেখিয়াছেন, বাউলিয়া নির্ভেদ-জ্ঞানিসম্প্রদায় আর এক চক্ষে দেখিয়া-

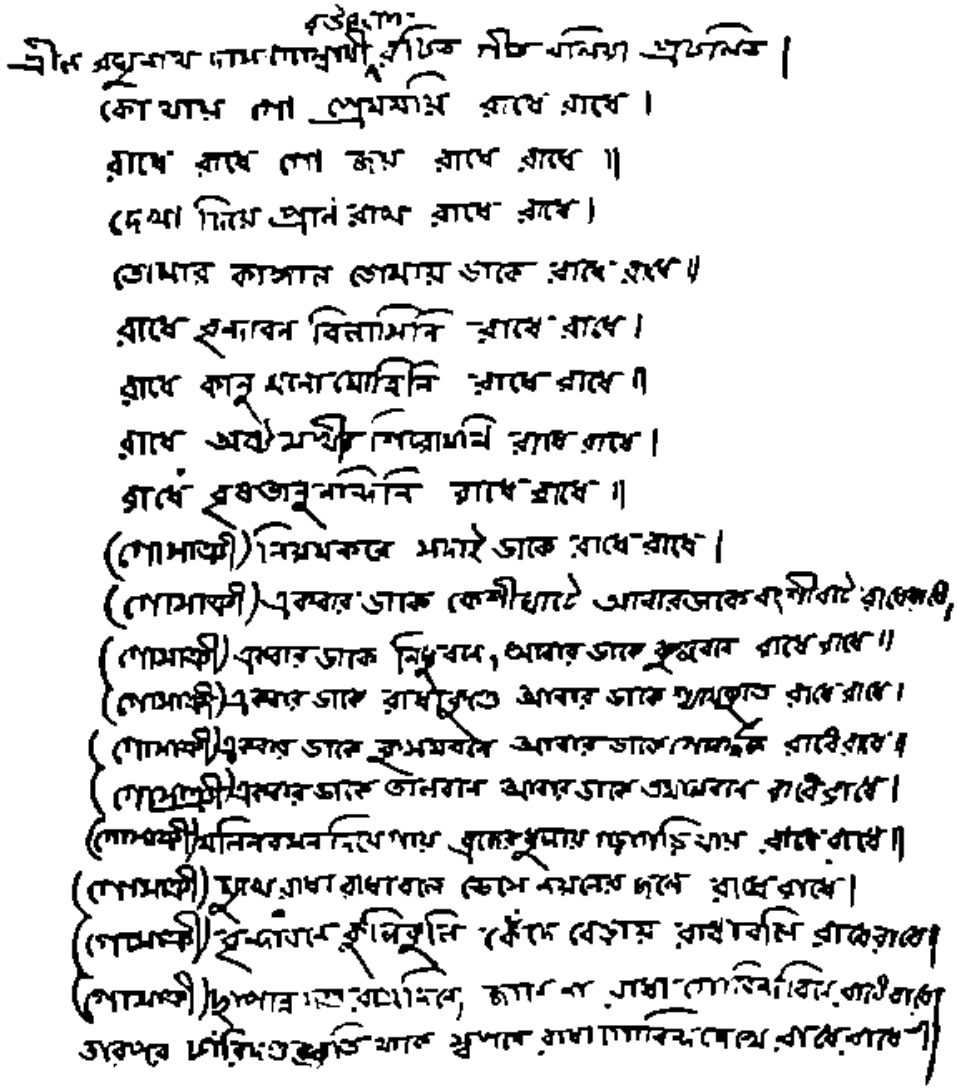

শ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্তলিখিত ও শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামিপ্রভুর কীর্ত্তিত বিপ্রলম্ভময়ী গীতি

ছেন, আর শুদ্ধভক্তগণ প্রকৃত তত্ত্ব করিয়াছেন অন্যাভিলাষী কর্ম্মিসম্প্রদায় মনে করিয়াছেন,—'কুরুক্ষেত্র—কর্ম্মের ক্ষেত্র, এখানে স্নানদানাদি দিয়া বৎসর ভাঙ্গা যায়, শুষ্কফলী শাস্ত্রোক্ত যাবো হ হ পার্ব্বণ-পূজা-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া লওয়া যায়। তাঁহারা কেহ বা পুণ্যার্থী, কেহ বা শুষ্কজ্ঞান-বলে পাপের প্রস্রবণতা, কেহ বা নানাপ্রকার আত্মসুবিধাবাদী।' শ্রীল প্রভুপাদ কুরুক্ষেত্রে শ্রীরাধা-গোবিন্দের মিলন করাইতে গিয়া সেখানে পুণ্যার্থিগণের ভবরোগের চিকিৎসাগার উন্মোচন করেন কেন? সেখানে গোকুল-মহামহোৎসব, সেখানে কর্ম্মীকে বঞ্চনা করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের এই লীলার তাৎপর্য্য কি? শ্রীরূপানুগ হইলে ইহা বুঝা যায় না। কুরুক্ষেত্রটিই যে একটি বঞ্চনার ক্ষেত্র, মাধুর-বিরহকাতর ব্রজবাসিগণ পুণ্যকামি-কর্ম্মীর ন্যায় সূর্য্যগ্রহণ-স্নানের ছলনা করিয়া—আর্য্যজনকে বঞ্চনা করিয়া স্বজন করিবার উদ্দেশ্যে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদও তদ্রূপ তাঁহার 'গৌড়ীয়-মিশন'রূপ কুরুক্ষেত্রে বিমুখবঞ্চনা ও স্বজন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গূঢ় ইঙ্গিতে এই রহস্য ব্যক্ত হইল।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সাহিত্যে, বিশেষে অধিরূঢ় মহাভাবে "আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান" করিবার তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন প্রাকৃত সাহিত্যিক, বাউলিয়া নির্ব্বেদজ্ঞানিসম্প্রদায় ও চিচ্ছড়-সমন্বয়-বাদিগণ কৃষ্ণবিরহের এই সর্ব্বোত্তম অবস্থার তাৎপর্য্য শ্রীস্বরূপ-রূপের আনুগত্যের অভাবে বুঝিতে না পারায় ইহাকে নির্ব্বেদব্রহ্মানুসন্ধান বা চরমে নির্ব্বিকল্পাবস্থাই শুদ্ধভক্তি-পথেরও আদর্শ, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই রূপানুগ-বিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্ত হরণ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"দিব্যোন্মাদের মোহন ও মাদন অবস্থায় কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে অধিরূঢ় মহাভাবে বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণে তন্ময়তা হয়। উহা প্রাকৃত ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নহে। বিরহে 'বিষয়ে'র চিন্তা অনুস্যূত থাকায় তন্ময়তা স্বদেশ অধিকার করে। তাই বলিয়া নির্ব্বিশেষবাদী বাউল হইবার কথা বা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের প্রাকৃত স্ত্রী হইবার কল্পনা উদিত হয় নাই। কৃষ্ণ-সারিধ্য ও কৃষ্ণসেবার জন্য কৃষ্ণ-সম্বন্ধের পরমসুযোগ-প্রাপ্তি ঘটে।"

আমরা শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি যে, কুরুক্ষেত্রে বা কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম জগৎ জীবের মঙ্গলের জন্য আত্মপ্রকাশ করেন বটে; কিন্তু যখন আবার অনুগতাভিমান করিয়া আমরা বহির্জ্জগতের চিন্তা-স্রোতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি, কর্ম্মী-জ্ঞানী-অন্যাভিলাষী হইয়া পড়ি, তখন সেই গুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে অত্যন্ত সেবাবিমুখ জানিয়া আত্মগোপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্যে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রকাশবিগ্রহের অপ্রকটলীলার তাৎপর্য্য এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"যেকাল পর্য্যন্ত যদুপুঙ্গবগণ কৃষ্ণসেবোন্মুখ থাকেন, বলদেবের সেবা করেন, তৎকালাবধি তাঁহারা কৃষ্ণ ও বলদেবকে আধিক বিচারে আক্রমণ করিবার পরিবর্ত্তে সেবাই করিয়া থাকেন; আর মাপিয়া লইবার বুদ্ধি প্রবল হইলে দেহ-দেহিবিভক্ত অস্মিতা-জন্য নির্ব্বুদ্ধিতারূপ তীক্ষ্ণ শর-দ্বারা কৃষ্ণবলরামের শরীর ক্ষত-বিক্ষত (?) করিবার জন্য ব্যস্ত হন। কৃষ্ণের উপদেশ-ক্রমে তাঁহাদের সেবোন্মুখ নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট স্বরূপের বিস্মৃতি-লীলা প্রকটিত হয়। তখন আবৃত অবস্থায় আধিক অভিনিবেশমুখে প্রভাস-গমন ও তথায় পরস্পর একত্র-বিদ্ধ হইবার যোগ্যতা-লাভ ঘটে এবং **খণ্ডকাল, খণ্ডদেশ ও নিজ নিজ দেহ-দেহি-ভেদানুভূতি প্রবল হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করে।** স্বরূপ-বিস্মৃত জীবের পরিবর্ত্তনশীলতা-ধর্ম্মের প্রদর্শনের জন্য চিন্ময় কৃষ্ণসেবাপরায়ণগণের সম্বন্ধজ্ঞান মায়ার দ্বারা আবৃত হয় এবং বদ্ধজীবকুল সেই সকল কথা আলোচনা করিবার অবকাশ পায়। স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব সশরীরে প্রভাসক্ষেত্র হইতে কুণ্ঠারহিত রাজ্যে গমন করেন। ভগবান্ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য্যময় বপুতে চতুর্ভুজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন; কিন্তু তদৈশ্বর্য্য মায়া-প্রতারিত নয়নের নিকট দৃশ্য ভোগ্য-পদার্থরূপে প্রদর্শিত হয়। তখনই স্বরূপ-বিস্মৃত জড়রোগগ্রস্ত আত্মসংহারকারী ব্যাধ স্বীয় ভ্রমবশতঃ আত্মহিংসা করিয়া বসে। ভগবানের চিন্ময় সবিশেষমূর্ত্তি চতুর্ভুজের রাতুলচরণের আবরণকে বিবর্ত্তবাদী অজ্ঞতা-শরদ্বারা বিদ্ধ করে, সেইরূপ বিদ্ধ মায়িকভাবে নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্মবস্তু পরিদৃষ্ট হন।"

—(ভাঃ ১১।৩১। বিবৃতি)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৮শে আশ্বিন, ১৩৪৫ ১৫ই অক্টোবর, ১৯৩৮ | ১১শ সংখ্যা

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"পরমার্থ-বিষয়ে যিনি কৃতকর্ম্মা, তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত।" —'গুর্ব্বষ্টক', ৪: চিঃ

"বৈষ্ণব-ধর্ম্মে ইহাই স্বীকৃত আছে যে, যিনি প্রাকৃত-অপ্রাকৃত-তত্ত্বের ভেদ জানিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজীবের উপদেষ্টা, ইহাতে জন্মগত বর্ণাদি ও সংস্কারগত আশ্রমাদির অপেক্ষা নাই।" —অঃ প্রঃ ভাঃ অঃ ১।৮৪-৮৫

"বর্ণাশ্রম-বিচার পৃথক্ রাখিয়া যেখানে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা পাওয়া যায়, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।" —চৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

"বৈষ্ণব-গ্রন্থের সর্ব্বত্র শুষ্কজ্ঞানের প্রশংসা আছে। মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষাতেই এই তিনটি কথা—সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়-সাধন ও প্রয়োজন। ভগবান্ কি তত্ত্ব, জীব কি তত্ত্ব ও সমস্ত জড়ব্রহ্মাণ্ড কি তত্ত্ব এবং উক্ত তিন তত্ত্বের পরস্পর কি সম্বন্ধ,—ইহা ভাল করিয়া জানার নাম সম্বন্ধ-জ্ঞান। তিনিই 'সদ্গুরু', যিনি এই 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' শিষ্যকে ভাল করিয়া 'উপদেশ' দিয়া প্রয়োজন-সাধনে অভিধেয় দেখাইয়া দেন। এই সম্বন্ধ-জ্ঞান পাইলে জীবের আর কি কোনপ্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করিতে বাকী থাকে? জড়ব্রহ্মাণ্ডে তোমার যত প্রকার বিজ্ঞান ও জ্ঞান চলিতেছে, তাহা সকলই জানা যায়।"

—'সমালোচনা' ঃ সঃ তোঃ ১১।১০

"যিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, তিনিই আচার্য্য। কেবল বিতর্ক উৎপন্ন করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করিলে আচার্য্যত্ব-লাভ হয় না।

—'মহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক' ঃ সঃ তোঃ, ৪।১

শ্রীগুরুর নাম ও অর্চ্চাবতার

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায়—

নাম-বিগ্রহ-স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দ রূপ।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৭শ অঃ ১৩৭)

এই উক্তি বিষয়-তত্ত্ব সম্বন্ধে হইলেও আশ্রয়-তত্ত্ব শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। অর্থাৎ বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ—এই তিন বস্তুই এক। শ্রীগুরুদেবের নামাবতার ও অর্চ্চাবতার শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। যদি ইহাই সিদ্ধান্ত হয়, তবে শ্রীগুরুদেবের অপ্রকট-লীলায় তাঁহার নামাবতার ও অর্চ্চাবতারের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই ত' দীক্ষা-শিক্ষাদি কার্য্য, গোত্রবর্দ্ধন-কার্য্য কিংবা আত্মায়-ধারা কুলরক্ষাদি কার্য্য প্রবহমান থাকিতে পারে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলা আবিষ্কারের প্রাক্কালে শচী মাতাকে যে কয়েকটি কথার দ্বারা প্রবোধদান করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায়—

আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে।
মোর **অর্চ্চামূর্ত্তি** তাতা তুমি সে ধরণী।
বিশ্বরূপ তুমি মাতা লোকের জননী।

(চৈঃ ভাঃ আঃ ২৭।৪৭, ৪৮)

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সঙ্কীর্ত্তন-মুখে আরও দুইটি অন্ত্য-লীলা অবিলম্বে প্রকাশ করিবেন,—এই ভবিষ্যদ্বাণী করায় পাষণ্ডিব্যক্তিগণ কর্ম্মফলবাধ্য জীবসমূহকে বিভিন্ন স্থানে অবতার (?) সাজাইয়া apotheosis চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে। ঐরূপ অপচেষ্টা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট কালের পর হইতে (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৮) বর্ত্তমানকাল-পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে চলিয়াছে। এতাবস্থায় 'এক মহাপ্রভুর একবার স্ব-স্বরূপ আবির্ভাবের ন্যায় এক জগদ্গুরুও স্ব-স্বরূপে একবারমাত্র আবির্ভাব স্বীকার করিয়া তাঁহার অপ্রকটলীলাস্থে তাঁহার নাম ও অর্চ্চারূপেই তাঁহার আবির্ভাব স্বীকার করা যাউক'—যদি এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়, তবে তাহাতে ক্ষতি কি?

এই বিষয় দুইটি আলোচনা করিতে হইলে বিষয়-তত্ত্ব ও আশ্রয়-তত্ত্বের আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ থাকা আবশ্যক। বিভুতত্ত্ব এক অদ্বিতীয়, তাহা কোনও দিনই বহু হইতে পারে না; তত্ত্বতঃ বহু কৃষ্ণ বা বহু ব্রহ্ম হয় না; বহুত্বের কল্পনা করিতে গেলেই তাহা মায়িক হয়। কিন্তু আশ্রয়-বিগ্রহের বহুত্ব নিত্যসিদ্ধ। মূল আশ্রয়বিগ্রহগণও বহু, যেমন শ্রীব্রজভানুনন্দিনী, শ্রীনন্দ, শ্রীযশোদা, শ্রীবসুদেব, শ্রীদেবকী, শ্রীবলরাম, শ্রীশ্রীদামাদি বহু সখা, শ্রীরক্তক-পত্রক-চিত্রকাদি বহু ভৃত্য এবং এই সকল মূল আশ্রয়বিগ্রহের অনন্ত মূল সেবক আছেন। শ্রীবার্ষভানবীর সখীর বহুত্ব শ্রীরাধাগোবিন্দের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির পরিপোষক। অভিন্ন-বার্ষভানবী শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা, শ্রীচিত্রা, শ্রীচম্পকলতা প্রভৃতি প্রধানা পরমশ্রেষ্ঠা যূথেশ্বরী এবং তাঁহাদের অনুগতগণের বহুত্ব শ্রীরাধানাথের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্যই নিত্য আবির্ভূত। ব্রজললনাগণ যূথে যূথে বিভক্ত হইয়া এক অদ্বয়-তাৎপর্য্যময়ী কৃষ্ণসেবা করেন। কোটি-কোটি-সংখ্যক ব্রজললনা বহু বহু যূথেশ্বরীর অধীন। আবার ললিতাদি সখীগণ যূথেশ্বরী হইবার যোগ্যা হইলেও শ্রীরাধার অনুগত সখী হইবার লালসায় পৃথগ্‌ভাবে সম্ভোগ-সম্পন্না হয়েন না। বহু জন্মের ভাগ্যফলে যূথেশ্বরীর অনুগত হইবার বাসনা জন্মে। যূথেশ্বরী বার্ষভানবীর অনুগত হইতে চাহিলেও শ্রীললিতার আজ্ঞাক্রমেই যূথেশ্বরীর অনুগত

যাহারা শ্রীহরি বা হরিসেবাকে 'মাপিয়া লইবার বুদ্ধি'র প্রাবল্যে দর্শন করেন, তাহারা নিজেরাই কিরূপে বঞ্চিত হন, শ্রীল প্রভুপাদের এই সিদ্ধান্ত-বিচারের মধ্যে তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রকটলীলা যদি বিরহের অধিকতর স্ফূর্তি না করায়, তবে আমাদের চিত্তে নিশ্চয়ই কোন দুষ্কৃতীয় অপরাধের বীজ নিহিত রহিয়াছে, জানিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবের জন্য বিরহের স্ফূর্তিতে অধিকতর সেবার স্ফূর্তি, যাবতসত্যকীর্তনের স্ফূর্তি, অধিকতর কৃষ্ণানুসন্ধানের স্ফূর্তি ও অধিকতর নামে রুচি, জীবে দয়া ও বৈষ্ণবসেবার স্ফূর্তি হইবে।

"পতিতের নিবেদন"

জয়, জয়, জয় পতিতপাবন, শ্রীগুরু-চরণ করুণাময় !
অশোক, অভয়, অমিয়-নিলয়, জয় জয়, নিতি তোমারি জয়।
আবির্ভাবে জয়, তিরোভাবে জয়, জয়-মণ্ডিত লীলা যে তব।
তব স্মরণে, মননে, বরণে, পূজনে, চিত্তে জাগায় মহোৎসব ॥
কোটি ইন্দুর শীতলতা মথি', স্বপ্রকাশ পদ-কমল দু'টি।
শরণাগতের বিমল হিয়ায়, ব্রজ-সুষমায় র'য়েছে ফুটি' ॥
নিখিল উগ্র তাপের প্রবাহ, কে করিবে নাশ ? শকতি কা'র ?
শ্রীগুরু-চরণ মহা-মহীয়ান্, বলদেব তিনি, শকতি তাঁ'র ॥
ঐ পদ-পরিমল করিলে বরণ, ভব-বন্ধন নিমেষে টুটে,
মায়ার ভৃত্য, দাস্য তেয়াগি', সেবার আশায় ত্বরিতে ছুটে।
ওহে গৌর-বাণি ! মূরতি ধরিয়া, নরোত্তম রূপে, নরের মাঝে,
এসেছিলে প্রভো, কত করুণায়, গোরার নিগূঢ় অভীষ্ট কাজে ॥
নীলাচল-ধামে সমুদিত হ'য়ে, সারাটি জগতে ক'রেছ দান,—
নিরস্ত-কুহক বাস্তব-গাথা, অমল-সত্য শ্রীহরি-নাম ॥
অসদ্-বার্তা-মুখর জগতে, কৃষ্ণ-নামের বিজয় ডঙ্কা—
বাজায়ে সঘনে, ঘোষিয়াছ দেব, "এস এস সবে ত্যজিয়া শঙ্কা ॥
অমৃত-তনয়,—শুদ্ধ চেতন ; ওহে জীব ! তুমি প্রবাসী হেথা,
তোমার স্বদেশ—নিত্য নিকেতন, শ্রীহরি-সেবন কৃত্য যেথা।
হরি-সেবাহীন ব্যর্থ-জীবন 'মরণ' কেবল তাহারি নাম।
প্রাণীর ধর্ম্ম প্রাণপতি-সেবা, বিপাক তাহার জড়ীয় কাম ॥"
তব চেতন জাগানো—'জাগরণী' গীতি, অতি সকরুণ আহ্বান
পশিয়াছে যা'র, মরমের দেশে, পাতিয়া শ্রবণ-আকুল-কাণ।

বিমোহিনী মায়া-ছলনার জাল, সুদৃঢ় চরণে সবেগে দলি'
পরম যতনে, হরি-সেবাধন, নিয়েছে সেবক ভূষণ বলি' ॥
কর্ম্ম-জ্ঞানের বিপুল নেশায় ভুলিবে না কভু তোমার জন।
সব বাহাদুরী, জানিয়া চাতুরী, কৃষ্ণ-ভজনে তা'দের মন ॥
জানায়েছ তুমি, ভোগ আর ত্যাগ—দুটিই পিশাচী, কঠিন রোগ।
কৃষ্ণ-তুষ্টি-হীন অসার সকলি,—যজ্ঞ, দান, ব্রত, যোগীর যোগ ॥
পুণ্য ব'লে যাহা আদৃত ভবে, মূল্য তাহার নহে কপর্দ্দক —
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বিমুখ প্রয়াস ; ছলধর্ম্মিগণ কেবল বক'।
কলি-তাণ্ডব চূর্ণ করিতে ভাগবত-সার শিক্ষা যত,—
আদর্শ আকারে, সহজবোধ্য সৎপ্রদর্শনী প্রকাশি' কত,—
মরণ-আহত বিশ্বজনেরে মৃত সঞ্জীবন করিলে দান।
ঘরে ঘরে বিরাজিছে আজি, গৌরচাঁদের আরতি গান ॥
দেশে দেশে রচি' শ্রীহরি-মন্দির, কৃপা-আকর্ষণে টানিলে সবে,—
জগন্নাথের তোষণ-যজ্ঞে, জগজন কেন পিছিয়ে র'বে ?
হে মহাবদান্য, করুণার খনি, আজিকে তোমার চরণ-তলে।
হৃদয়-বেদনা জানা'তে আসিনু, নীরব তপ্ত নয়ন-জলে ॥
শুভ-মতি মোর জাগিল না দেব ! বিরূপের মোহে রহিনু ভুলি'
মায়া-যাদুকরী শতেক প্রকারে শুনায় কেবল অসত বুলি ॥
আশা মোর নাই, পতিত পামর,—চরণ-পদ্মে ভকতি-হীন,—
এ ভব-সাগরে, ওহে কাণ্ডারি ! শ্রীচরণ-তরী পা'বে কি দীন ?
অভিন্ন-নিতাই, প্রভু দয়াময়, পতিত অধম করুণা মাগে।
জীবনে মরণে—যেখানে সেখানে, তব স্মৃতি যেন মরমে জাগে ॥
(তব) পাদপদ্মের মধুকর-কুল, জানিয়া নিগূঢ় মরম বাণী।
শ্রীহরি-সেবায় দিয়েছে সঁপিয়া, ভকতি-সরস মানসখানি,
আচার্য্য-ধারার বীণা-ঝঙ্কারে, ঢালিয়া ক্ষুদ্র আকুল তান,
কোন দিন যেন অকপট চিতে, গাহিবারে পারি তোমার দান।

—:—

শ্রীভক্তিরঞ্জন স্মৃতি-সভার অধিবেশন

আগামী ১লা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর শনিবার কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-ধাত্রী বদান্যবর স্বধামগত শ্রীমৎ **জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন** ভ্রেট্যার্য্য মহোদয়ের **অষ্টম বার্ষিক বিরহ-স্মৃতি** উপলক্ষে **সন্ধ্যা ৬ঘটিকার** সময় সর্ব্বজন-মান্য শ্রীযুক্ত **ধীরেন্দ্রনাথ বসু** এম্ এ বি এল্, পি, আর, এস্, বেদান্তরত্ন মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীমঠে একটি সভার অধিবেশন হইবে। ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের সাধুতা ও কৃতিত্ব বিষয়ে ঐ সভায় আলোচনা হইবে।

সজ্জনবৃন্দ কৃপাপূর্ব্বক সভায় যোগদান করিলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সভ্যবর্গ পরম আনন্দিত হইবেন।

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব

গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীস্বরূপরূপানুগবর আচার্য্য-বর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব গোস্বামী প্রভু কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে অনুক্ষণ বীর্য্যবতী বাণী কীর্ত্তন করিয়া সকলের হৃদয় শোধন করিতেছেন। তাঁহার বাণী শ্রবণ করিলে তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় বিগ্রহ-রূপে উপলব্ধি হয়। যাঁহারা একমাত্র সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা তাঁহার বাণী শ্রবণ করেন, তাঁহারাই তাঁহার অভিন্নকর্ত্তা শ্রীপাদপদ্মের শোভা ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী আচার্য্যের উপলব্ধি করিয়া স্ব-স্ব সাধকজীবনের বহুরূপী অজ্ঞাভিলাষ ও ত্রুটি বিচ্যুতি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ইহা আমরা হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে কোটি কণ্ঠে বলিতে পারি যে, এজগতে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের ন্যায় জীবদুঃখ-কাতর ও বাস্তব সত্যের নির্ভীক বক্তা দ্বিতীয় আর কেহ নাই। তাঁহার শাসনদণ্ড অজ্ঞাভিলাষী আমাদের নিকট যতই আপাত কঠোর বা নির্ম্মম বলিয়া মনে হউক না কেন, তন্মধ্যে তাঁহার অপূর্ব্ব ও অকৃত্রিম পরদুঃখকাতরতার অনবদ্য স্নেহপূর্ণ কোমল-হৃদয়ের প্রকৃষ্ট সন্ধান পাওয়া যায়। কি মঠবাসী ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ও বানপ্রস্থ, কি গৃহবাসী—সকলের জন্যই তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা ক্রন্দন করিতেছে। আচার্যদেব ভজনরাজ্যের বিন্দুমাত্রও Stagnant, static বা গুরুভাবকে আদর করেন না; কারণ, ঐরূপ অবস্থা হইতে পতন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীল আচার্যদেব ভজনরাজ্যে dynamic অবস্থা বা ক্রমবর্দ্ধমান প্রগতি লাভ করাইবার জন্য সর্ব্বক্ষণ বীর্য্যবতী উক্তির দ্বারা সকলের মনোব্যাসঙ্গ ছেদন করিয়া থাকেন। মোহান্ধবোধের বীজ, যাহা আমাদের আনখকেশাগ্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীল আচার্যদেবের বাণীবাণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ না হইলে কিছুতেই অপসারিত হইতে পারে না।" আমরা যেন ওজভোগী, আচার্যবিদ্বেষী সম্প্রদায়ের ন্যায় শ্রীল আচার্যদেবের বাণীবাণের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া সম্ভোগবাদে প্রমত্ত হইবার জন্য তাঁহার বাক্যদণ্ডের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ পোষণ না করি, বরং তাঁহার বাণী যেন তাঁহারই কৃপায় আমাদের হৃদয়ের শুষ্ক অজ্ঞাভিলাষসমূহের জলন্ত ছবি প্রকট করিয়া আমাদিগকে তাঁহার উপদিষ্ট ঐকান্তিকী শরণাগতির পথে পরিচালিত করে। অন্ততঃ যদি এই চিত্তবৃত্তিটুকুও হৃদয়ে পরিবর্দ্ধিত হয়, তবেই জানিতে পারিব যে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা এখনও আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দিরে পণ্ডিত শ্রীপাদ মন্মথমন্মথ দাস কাব্যতীর্থ মহোদয় প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

গত ৭ই অগ্রহায়ণ (১৩৪৫), ২১শে নভেম্বর (১৯৩৮) সোমবার কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে স্বধামগত শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের অষ্টম বার্ষিক বিরহতিথি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পারোক্ষ গৌড়ীয়-মঠাচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে সঙ্কীর্ত্তনমুখে যথাবিধি সম্পাদিত হইয়াছেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণে মহা-মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের চরিত্র ও সেবাপ্রাণতার বিষয়ে ঘণ্টাদ্বিককালব্যাপী একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তদনন্তর ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ১৭শ খণ্ড 'গৌড়ীয়ের' ১৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত "শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। আগামী ১৪ই পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে গৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিরঞ্জন-স্মৃতি-উপলক্ষে একটি বিশেষ অধিবেশন হইবে।

উপদেশক শ্রীপাদ যতিশেখর ব্রহ্মচারী ভক্তিকুমুদ মহোদয় রসুলকুণ্ডায় শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়-শ্রবণসদনে অবস্থান পূর্ব্বক বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করিতেছেন। তথাকার B. D. High English School এর হেড্-মাষ্টার মহোদয়ের সাদর আহ্বানে ব্রহ্মচারীজী তথায় "Inquiry after God in the student life"

(ছাত্রজীবনে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা) বিষয়ে একটি গবেষণামূলক বক্তৃতা প্রদান করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কৃষ্ণনগর শ্রীকুলচুনিতে অবস্থান পূর্ব্বক তথায় হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ পাঞ্চিপাড়া, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ২৪ পরগণা জেলায়, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ গঞ্জাম জেলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। কএকদিন হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রাতে ও সন্ধ্যায় এবং পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় অপরাহ্নে হরিকথা আলোচনা করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ২০শে নভেম্বর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ক্যানিং টাউন নিবাসী শ্রীযুক্ত সৎকুমার দাসাধিকারী মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তথায় উপস্থিত হইয়া বহু সজ্জনের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ বর্ত্তমানে রসুলকুণ্ডা অঞ্চলে কতিপয় ব্রহ্মচারি-সহ প্রচার-কার্য্য করিতেছেন। শ্রীপাদ গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ভক্তি-বিজ্ঞান মহোদয় প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-প্রবণসদনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদচরিত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন।

গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ২০শে নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ঢাকা নারিন্দা পল্লীস্থিত শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুবিদ্যালঙ্কার "জনসেবা ও বৈষ্ণবসেবা" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন।

পাটনা-গৌড়ীয়-মঠসেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিকমল মহোদয় গত ১৭ই অক্টোবর গভর্ণমেণ্ট অডিটর শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ মহোদয়ের সহিত মিউনিসিপ্যালিটীর অফিসার মিঃ পি, এন চৌবে মহোদয়; ১৮ই অক্টোবর রায় বাহাদুর এ, এন দাস মহোদয়; ১৯শে অক্টোবর পাটনা-হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীযুত এস্, এন্, সিংহ মহোদয়ের পিতা আরার সাবজজ, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সিংহ মহোদয়, ২১শে অক্টোবর পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্‌স জজ রায় বাহাদুর অঘোর নাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহোদয় এবং ২২শে অক্টোবর মিঃ এন, বক্সী আই-সি-এস এবং মিঃ গোপীনন্দন সিং (ডেপুটী ডিরেক্টর এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট) প্রমুখ মহোদয়গণের নিকট শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন।

মাদ্রাজে প্রচার

গত ১৮ই নভেম্বর (১৯৩৮) ও ১৯শে নভেম্বর (১৯৩৮) তারিখের The Madras Mail পত্রিকায় প্রকাশ যে, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারক্ষবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর মহারাজ রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে ১৭ই ও ১৬ই নভেম্বর যথাক্রমে "বদ্ধজীবের মুক্তি ও পরমেশ্বরের সবিশেষত্ব এবং নাম-ভজন" সম্বন্ধে দুইটি সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছেন। সহস্র উৎপ্রেক্ষাস্থ বহু সরকারী ও বে-সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও সজ্জনবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার ডিষ্ট্রিক্ট মুন্সেফ মিঃ পি, ভি, রঙ্গরাম নাইডু বর্ত্তমান গৌড়ীয়-মিশনের প্রচারকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

পণ্ডিচেরীতে প্রচার

গত ১৪।১১।৩৮ তারিখের পণ্ডিচেরী হইতে প্রেরিত নিজস্ব সংবাদ-দাতার সংবাদে প্রকাশ—

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম শাখামঠ শ্রীমাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠের প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌধ মহোদয় শ্রীপাদ সুরেশদুর্গ দাসাধিকারী সহ ফরাসী-অধিকৃত রাজ্য পণ্ডিচেরীতে গমন করিয়া পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর একান্ত আনুগত্যে প্রবল উৎসাহে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর প্রচারকার্য্য করিতেছেন।

গত ১২ই নভেম্বর পণ্ডিত শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌধ মহোদয় ফরাসী দেশবাসী Mr. Delmar (Director of Public Instruction), Mr. Tenelore

(Director, Calve College) প্রভৃতি বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার অসম্প্রদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করেন।

১৪ই নভেম্বর ফরাসী-ভারতের শিক্ষাবিভাগের প্রধান সচিব Mr. Delmarএর সভাপতিত্বে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহোদয় শ্রোতৃবৃন্দের সহিত ব্রহ্মচারীজীকে পরিচিত করাইয়া দেন। কলেজের ছাত্র, প্রফেসার ও স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। Mr. Delmar শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম ও চিৎসমন্বয়ের শিক্ষার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এতদ্ব্যতীত দ্য ইউনেস্কো এসোসিয়েসন্, রোমান্ ক্যাথলিক ইন্‌ষ্টিটিউসন, আর্য্যবৈশ্য-সমাজম্ প্রভৃতি সমিতিও ব্রহ্মচারীজীকে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করেন। ব্রহ্মচারীজী তথায় শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন ও ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা, বৈষ্ণবধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। মিঃ এম, ন্যালফন (Nalphon) বি-এ মহোদয় তথায় শ্রীমঠের প্রচারকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

ফরাসী গভর্ণর-সহ সাক্ষাৎকার

গত ১৮।১১।৩৮ তারিখের পণ্ডিচেরী হইতে প্রেরিত তড়িদ্বার্ত্তায় প্রকাশ—

পণ্ডিত শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারীজী গত ১৬ই নভেম্বর বুধবার পণ্ডিচেরীতে ফরাসী-ভারতের গভর্ণর মিঃ বনভিন্ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শিক্ষার বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। তচ্ছ্রবণে গভর্ণর বাহাদুর বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর-সহ সাক্ষাৎকার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গত ২৬শে নভেম্বর (১৯৩৮) প্রাতে যুক্তপ্রদেশের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট অনেকক্ষণ যাবৎ ভগবৎকথা কীর্ত্তন করেন। স্বামীজীর নিকট শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচার্য্য বিষয়-শ্রবণে গভর্ণর বাহাদুর আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

স্বরূপ পর্ব্বতের আদালত-যোগে মানলাভের ব্যর্থ প্রয়াস

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, আচার্য্য শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এবং শ্রীযুক্ত সতীচরণ রায় মহোদয়গণের বিরুদ্ধে আলিপুর ফৌজদারী আদালতে শ্রীযুক্ত ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত এক মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত করে। এক বৎসর ব্যাপী বিচারান্তে আসামীগণ নির্দ্দোষ-সাব্যস্তে মুক্তি লাভ করিলে পর উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আলিপুরের সেসন্স্ জজ মিঃ লেদ্‌ব্রীজ সাহেবের নিকট পর্ব্বত মোশনের এক দরখাস্ত দাখের করে।

হুকুম-পত্রে উক্ত জেলা-জজ সাহেব লিখিয়াছেন যে, আসামীগণ পত্রিকায় ও হ্যাণ্ডবিলে প্রচার করিয়াছেন যে, পর্ব্বত ও তাহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণ গৌড়ীয়-মিশন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৃথক্ হইয়া গিয়াছে, মিশনের অর্থ ও সম্পত্তি অন্যায়-মতে সরাইয়া নিয়াছে এবং টাকা পয়সা আত্মসাৎ করিতেছে।

আসামীগণ বিচার-কালে তাঁহাদের কার্য্যের সমর্থনে সর্ব্বদা একমাত্র এই কথাই প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের ঐ সকল উক্তি সত্য এবং মিশনের স্বার্থ-রক্ষার জন্য এবং সর্ব্বসাধারণকে সাবধান করিবার জন্য তাঁহারা উহা প্রকাশ করিয়াছেন।

উক্ত সাহেব বিচারপতি আরো বলিয়াছেন যে, আসামীগণ আদালতে আসিয়াও তাঁহাদের উক্তিসমূহের সত্যতায় দৃঢ় বিশ্বাস প্রদর্শন করায় তাঁহাদের ব্যবহারে দুরভিসন্ধির অভাব সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

পর্ব্বতের দরখাস্তে কোন সারবান্ যুক্তি না থাকায় জজ সাহেব উহা বিগত ৩।১১।৩৮ তারিখের আদেশদ্বারা সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। নিম্নে উক্ত আদেশের যথার্থ নকল প্রদত্ত হইল।

Order-sheet for Magistrate's records C. O No. 1 of the 11th July, 1888 reproduced by C. O. No. 6 of 18th November, 1901.

District 24 Parganas.

In the court of the Sessions Judge at Alipur.
Present M.H.B. Lethbridge Esq. I.C.S.
Sessions Judge Alipur,
Cri. Motion No. 150 of 1938
Bhakti Swarup Parbat—Petr.
VERSUS
Nishi Kanta Sannyal and ors—op. Party.

Extract from order sheet.

Order No. 3 dated 3. XI. 38.

The petitioner brought a complaint defamation against the four opposite parties. They were tried at length and acquitted by Mr. B. C. Ghosh Honorary Magistrate of Alipur. Against this order of acquittal the petitioner now asks me to move the High Court. The High Court will not interfere on revision except on a matter of law and when there has been an acquittal after a full and careful trial, an altogether exceptional case will have to be made out to justify a reference. I may say at once that no such case has been made out here (page 2 begins).

The parties are connected with the Gaudiya Mission and the case, I regret to say, is the outcome of "odium theologicum". The accused charged the complainant and his party in a newspaper and in a leaflet of seceding from the Mission, wrongfully removing money and property of the Mission and making and misappropriating collection of money. It was apparently their case throughout that these allegations were true, but the Magistrate found that clear and conclusive evidence of truth had not been adduced. He found, however, that the accused had an honest belief in the truth of the allegations based on facts and documents and published them with a view to safeguard the interest of the Mission, and the general public. Consequently he held that they were protected by exceptions 9 and 10 of section 499 I. P. C.

He first considered the evidence whether the complainant and his party had seceded from the Gaudiya Mission. After discussing the evidence he held that the allegation to the effect was based on bonafide belief. As regards the allegation of collection of money and wrongful removal of property he followed the same (page 3 begins) procedure.

He held on evidence that a crisis had arisen in the affairs of the Gaudiya Mission and that the situation demanded that a caution be conveyed to the general public. Finally he noted that the complainant was mentioned along with several others and held that this showed that the accused had no special malice against him.

The grounds put forward in the petition are so framed that it is difficult to deal separately with them. For example, as regards ground No. II the finding mentioned is not the sole ground of acquittal. By itself it need not be a ground of acquittal at all, but the Magistrate has considered it along with his other findings. The main complaint of the petitioner is that the accused persisted in their allegation of truth, but have been acquitted though they failed to substantiate it. But if they come to court still asserting their (page begins) belief in the truth of their assertions, that it is far from being evidence of bad faith. The court is perfectly entitled to say that though the evidence does not convince it, it might have induced honest belief in the accused. That disposes of ground No. VI in which there is obviously no substance.

I am satisfied that there is no material illegality or irregularity in these proceedings and certainly no failure of justice such as would justify making a reference against an order of acquittal. The application is accordingly summarily rejected.

Sd/- M. H. B. Lethbridge,
Sessions Judge.

Typed to my dictation.
Sd/- M. H. B. Lethbridge
Sessions Judge.

ভ্রম-সংশোধন

১৭শ সংখ্যা (১৭শ বর্ষ) গৌড়ীয়ের ৩১২ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভে ২২শ ও ২৩শ পংক্তিতে 'চতুর্ব্বেদ-শিক্ষা' স্থানে 'চতুর্ব্বেদ-শিখা' পাঠ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমার্থিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

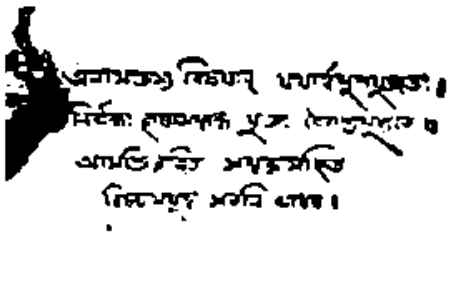

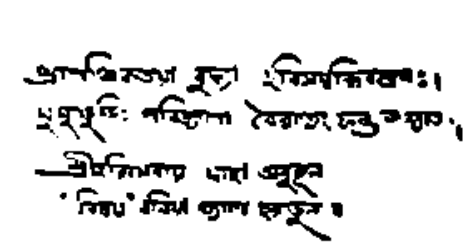

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৮ই পৌষ, ১৩৬৫ ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ | ২০-২১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

কৃষ্ণসম্বন্ধ-বর্জ্জিত গৃহব্রতগণ দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়-বশে চালিত হইয়া ভগবদ্দর্শনে চিরবঞ্চিত। সকল ইন্দ্রিয়ের নিত্যা গতিই ভগবান্ বিষ্ণু। মায়াবদ্ধ জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রতীতি হইতে যে বৃত্তির উদয় হয়, উহা ভক্তিবিরোধী ভোগ মাত্র।

—ভাঃ ১১।৭।৯ বিবৃতি

ভগবৎপ্রাকট্যের অনুভূতিবর্জ্জিত বিবাদময় কলিযুগের মানবগণ অভদ্রকচি-বিশিষ্ট হন, ভগবদ্ভক্ত ভদ্রমহোদয়গণ ভগবদনুভূতি-বর্জ্জিত কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-রহিত ধরায় বাস করেন না।

ভগবদ্ভক্তের লক্ষণে "প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে" দেখিতে পাওয়া যায়। তজ্জন্য কৃষ্ণ উদ্ধবকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধরহিত সংসারে বাস করিয়া অভদ্রকচিবিশিষ্ট হইতে নিষেধ করিতেছেন।

—ভাঃ ১১।৭।১ বিবৃতি

যাহারা ভগবানের নিত্য চমৎকারময়ী লীলা-কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করে না, তাহারাই ভগবদ্বিমুখ অন্য বস্তুর স্পৃহা করে। কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলে জীবের ইতর কথা শুনিবার আর ইচ্ছা হয় না। কৃষ্ণকথা শুনিলেই জীবের নিত্যমঙ্গল উদিত হয়। তাহা না করিলে জীবের কৃষ্ণেতর ভোগ-প্রবৃত্তি প্রবলা হয়।

—ভাঃ ১১।৭।৪৫ বিবৃতি

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও রায়বাহাদুর মদনগোপাল সার্দ্দানা

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মদনগোপাল সার্দ্দানা সাহেব ২১শে ও ২২শে অক্টোবর রাত্রিতে লক্ষ্ণৌ-বারাণসীবাগস্থ শ্রীকৃষ্ণ-ভবনে উপস্থিত হইয়া সদ্‌গৃহস্থের ভজনোন্নতির উপায় সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর নিকট যে-সকল পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন ও শ্রীল আচার্য্যদেব ইংরাজী ভাষায় কৃপা-পূর্ব্বক যে সকল উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, 'গৌড়ীয়'-পাঠকগণের জন্য তাহার সারমর্ম্ম বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল :—

সার্দ্দানা সাহেব—যে ব্যক্তির স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য জাগতিক আত্মীয়-স্বজন আছে, সেই ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র-দিগকে কি ভাবে দর্শন ও তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া হরিনামের অনুশীলন করিতে পারেন ?

আচার্য্যদেব—সেই ব্যক্তি আপনাকে শ্রীনামাচার্য্যের ও শ্রীনাম-প্রভুর নিত্য চিন্ময় অনুগত-দাস বিচার করিবেন এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক ব্যক্তিগণের অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজনাদির হরিভজনের আনুকূল্য-সাধনের সেবক (Custodian porter) বলিয়া নিজেকে জানিবেন—তাহাদিগের প্রভু বা স্বত্বাধিকারী মনে করিবেন না। কেবল স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজনাদি নহে, নিজের ইন্দ্রিয়, কায়মনোবাক্য—সবগুলই শ্রীনাম-প্রভুর সেবার জন্য উহাই ;—এই বুদ্ধিটি হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করিবেন। তিনি নিজেকে সর্ব্বদা একজন অতি-দীনাতিদীন গুরুবৈষ্ণব-ভৃত্য ও তাঁহাদের সেবোপকরণের প্রহরী মাত্র বিচার করিবেন। নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কোন বস্তু আত্মসাৎ করিবেন না। তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন কেবলমাত্র নামাপরাধ-তারের সেবা করিবার জন্যই তাঁহার নিকট ভগবদিচ্ছায় উপস্থিত হইয়াছে ; সুতরাং সর্ব্বতোভাবে শ্রীনামের অহৈতুকী সেবার জন্যই তাহাদিগকে নিয়োগ করিতে হইবে। বিষ্ণু ও তদ্ভক্তির নামই চরম বা একমাত্র বিধাতা। চরম-প্রয়োজনকর্ত্তার বিধান ও জীবের কর্ম্মফলানুসারে জীব এই জগতে আগমন করে। তাহারা যাহাতে কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবায় সংযুক্ত হইবার আনুকূল্য করে, সেই বিষয়েই যত্নবান্ হইতে হইবে, তাহাদিগকে প্রতিবন্ধক না করিয়া কৃষ্ণসেবার অনুকূল করিতে পারিলেই তাহা কৃষ্ণের সংসার হয়। কৃষ্ণের সংসারে কোন অনাচার থাকে না, সবগুলই হরিকীর্ত্তন-পর আচার-প্রচার-পরায়ণ। Proper adjustment for being dovetailed in the service of Krishna—ইহাই সেই সংসারের মূল উদ্দেশ্য। "আধিক্যং ন্যূনতাবাপি চ যতে পরমার্থতঃ"—অতিরিক্ত বেশী বা অতিরিক্ত কম জীবকে বিপথে পরিচালিত করে, মধ্য পথ—*Via media*-ই proper adjustment এর পক্ষে অনুকূল। Everything should be looked upon in the light of the incessant service of হরিনাম and not for gratifying one's own personal or physical interest.

"ইহা যত হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২লঃ ৮৩)

সার্দ্দানা সাঃ—এইরূপ বিচার-সম্পন্ন ব্যক্তি কি গৃহস্থ থাকিতে পারেন ?

আচার্য্যদেব—'গৃহস্থ' অর্থে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকামী গৃহব্রত বা গৃহমেধী নহে। ভোগী বা বৈরাগী কেহই ভক্ত হইতে পারেন না। কৃষ্ণের সংসারে অনুরাগি-জনই—ভক্ত। গোলোকে 'বিরাগ' বলিয়া কোন কথা নাই, তথায় ভোগও নাই—সবগুলই চিদ্‌বিলাসী—কৃষ্ণসেবা বিলাস-পরায়ণ গৃহস্থ—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য ব্যস্ত।

সার্দ্দানা সাঃ—সেরূপ গৃহস্থের আদর্শ কি এই জগতে কখনও দেখা যাইতে পারে ?

আচার্য্যদেব—শ্রীকৃষ্ণনামকে সর্ব্বনিয়ামক প্রভু জানিয়া তাঁহার বিলাস অর্থাৎ সুখোৎপাদনের জন্য যাবতীয়

জিজ্ঞাসার হইলে এই প্রশ্নেও সেই আদর্শ প্রকটিত হইতে পারে।

সার্দ্দানা সাঃ—অনর্থযুক্ত-জীব কিরূপে সেই আদর্শে পৌঁছিতে পারে?

আচার্য্যদেব—অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে ক্রম-পন্থা। তাহাতে সর্ব্বাগ্রে সদ্‌গুরু পদাশ্রয়।

সার্দ্দানা সাঃ—সদ্‌গুরু-পদাশ্রয় করিয়াও ত' জীবের সদ্‌বুদ্ধি হয় না; অনাচার, দুরাচার কাটে না; ইহার কারণ কি?

আচার্য্যদেব—তখায় সদ্‌গুরুপদাশ্রয় হয় নাই—'পদাশ্রয়' বলিতে কেবল আনুষ্ঠানিক ব্যাপার-বিশেষ নহে—পূর্ণ-শরণাগতির নামই—পদাশ্রয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রদত্ত ঔষধ, সুপথ্য ও যাবতীয় ব্যবস্থা অকপটে, একান্তভাবে গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই অনর্থরোগ বিদূরিত হইবে। কেবল উত্তম পথের কথা জানিলেই চলিবে না, উত্তম পথে উত্তমভাবে অর্থাৎ সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে। প্রতিপদবিক্ষেপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে হওয়া চাই, mechanical আনুগত্য নহে, routine-বদ্ধ আনুগত্য নহে। আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় শ্রীনামাচার্য্য ও শ্রীনাম-প্রভুর দ্বারা নিয়মিত হইবে। প্রতি পদবিক্ষেপ কর্ণের দ্বারা পরিসেবিত গুরুদেবের বাণীর সহিত নিজের আচরণকে মিলাইতে হইবে। যাহা আমরা শ্রবণ করি, কীর্ত্তন করি, দর্শন করি, আস্বাদন করি, ঘ্রাণ করি, অথবা স্পর্শ করি, তদ্দ্বারা কি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ও শ্রীনামের সেবা হইতেছে, অথবা ঐসকল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের পথে চলিয়াছে, ইহা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শুদ্ধানুধ্যায়ী বৈষ্ণবের নিকট সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ও তৎসঙ্গে তাঁহার কীর্ত্তিত বাণীর কষ্টি-পাথরে নিজের আচার-বিচার পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। যখনই ইন্দ্রিয়সমূহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীনামের ইন্দ্রিয়-তর্পণ বিধান না করে,—দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। অসীম করুণার সাগর শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নিকট অবিরত ও অবিরাম ক্রন্দন করিয়া তাঁহাদিগকে দুঃখের কাহিনী জানাইতে হইবে। তাঁহারা পরম করুণ; জীবের ঐরূপ নিষ্কপট-আর্ত্তি-ক্রন্দনে তাঁহাদিগের করুণার উদ্রেক হইবে এবং তাঁহারা আমাদিগে করুণা বর্ষণ করিবেন। যেমন একমাত্র সম্রাটই সৈনিক হুকুম রদ করিয়া করুণা প্রকাশ করিতে পারেন, তদ্রূপ একমাত্র গৌরসুন্দরই অকপট করুণাপ্রার্থী আত্মবিনাশোন্মুখ জীবকে রক্ষা করিতে পারেন। গৌর-নিতাইএর অমলোদয়া করুণার এমনই স্বভাব যে, জীব যত সেই করুণা-ধারায় স্নান করিতে থাকে, ততই করুণা-লাভের জন্য জীবের স্বাভাবিক আর্ত্তি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়।

সার্দ্দানা সাঃ—কিছু কাজ না করিয়া কি কেবল করুণার ভিখারী হইলে বস্তুলাভ হইবে?

আচার্য্যদেব—আপনি কি বস্তু চান? বস্তু ত' একমাত্র কৃপা। সেই কৃপাশক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ। হ্লাদিনীই প্রেমবস্তুর প্রদাত্রী। কৃপা ব্যতীত প্রেম পাওয়া যায় না। অনুক্ষণ কৃপা-প্রার্থনাই একমাত্র কার্য্য। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-চেষ্টা কার্য্য নহে; ঐসকল চেষ্টা-দ্বারা অজিতকে জয় করা যায় না।

সার্দ্দানা সাঃ—ভগবৎসাক্ষাৎকারের জন্য সাধন না করিয়া কেবল কি "কৃপা কর কৃপা কর" বলিলেই সাধন-ভজন হইয়া যাইবে ও তদ্দ্বারা ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হইবে?

আচার্য্যদেব—নাম-প্রভুর কৃপা-লাভের জন্য অবিরাম আর্ত্তি ও আত্মনিবেদন, তাহাতে শরণাগতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন-ভজন। সম্বোধনাত্মক 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্রের কীর্ত্তন কেবল নামের নিকট আর্ত্তের প্রার্থনা। "হে হরে, হে কৃষ্ণ, হে রমাচিত্তাকর্ষণসুখস্বরূপ, হে গোকুল-মহোৎসব, আমাকে কৃপা কর।" এই কৃপার প্রার্থনায় আর্ত্তি যাঁহার যত প্রবল ও ব্যবধানরহিত, তিনি ততই ভগবৎ-সেবার প্রতি উন্মুখ। যিনি যত নাম-বিলাসী, তিনি তত ঘনীভূতভাবে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিতেছেন। নাম-স্ফূর্ত্তি-ব্যতীত বা নামকীর্ত্তন-সেবা পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎসাক্ষাৎকারের চেষ্টা—মায়াতে অধিকতর আবিষ্ট হইবারই চেষ্টা।

সার্দ্দানা সাঃ—গৃহস্থ ব্যক্তি কিরূপে এই নামানুশীলন করিতে পারেন?

আচার্য্যদেব—গৃহস্থই হউক, ব্রহ্মচারীই হউক, আর বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীই হউক, বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ হইলে কনিষ্ঠ ও

মধ্যমাধিকারে অবস্থান হয়। মধ্যমাধিকার হইতে উত্তমাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইলে তখন আর ঐ প্রকার ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী অভিমান থাকে না। কোন বর্ণের বা আশ্রম স্বীকারের অভিনয় থাকিলেও তাঁহারা সকলেই পরমহংস।

সাঙ্গোপাঙ্গ সাঃ—কনিষ্ঠ অধিকারীর লক্ষণ কি?

আচার্যদেব—যাঁহার দেহে ও দেহ-সম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনে সম্পূর্ণ আসক্তি রহিয়াছে; গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্, শ্রীনাম—ইহাদের প্রতি অপ্রাকৃত বুদ্ধি ও আসক্তি উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু কোনপ্রকারে উপস্থিত হইয়াছে, তিনিই কনিষ্ঠাধিকারী। এই কনিষ্ঠাধিকারী অতিশয় দুর্বল। তাঁহাকে অপরে বিচিত্র যুক্তিদ্বারা সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে। ভক্তিসিদ্ধান্তের কথা কিছু কিছু শুনিলেও তাহাতে তাঁহার সুদৃঢ়তা ও তদ্বিষয়ে কিছু উপলব্ধি হয় নাই। কনিষ্ঠাধিকারী নাস্তিক বা ভগবদ্-বিদ্বেষীর উপকারের চেষ্টা করিতে গিয়া হয় ত' তাহারই করলে কবলিত হয়, না হয়, তদ্দ্বারা ন্যূনাধিক অভিভূত হইয়া পড়ে। এজন্য কনিষ্ঠাধিকারীর সর্ব্বদা মধ্যমাধিকারীর সঙ্গ করিয়া আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। কনিষ্ঠাধিকারী গৃহস্থের দেহ-গেহ-বুদ্ধি প্রবল। তাহার কর্ম্মশ্লীলতা ও বিক্ষেপকে নিয়মিত করিবার জন্য পরতম তত্ত্বের সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ শ্রীঅর্চ্চার সেবা বিধি। কনিষ্ঠাধিকারী গৃহস্থের অর্চ্চন বা শ্রীবিগ্রহ-দর্শন—সমস্তই প্রাকৃত। তাঁহার যাবতীয় চেষ্টা একমাত্র চিদনুশীলন-পর না হওয়ায় তাহা সবই প্রাকৃত। কনিষ্ঠাধিকারী অপ্রাকৃত বৈষ্ণব চিনিতে পারেন না, তাঁহাতে মমত্ব-বুদ্ধি ত' দূরের কথা। কনিষ্ঠাধিকারী গৃহস্থ স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজনকে হরিসেবায় উন্মুখ করিতে অসমর্থ। তাহাদিগকে উন্মুখ করিবার চেষ্টা করিলেও নিজের দুর্ব্বলতা-হেতু তাহাদিগের দ্বারা তিনিই অভিভূত হইয়া পড়েন। কনিষ্ঠাধিকারী গৃহস্থ যে সাধুর সেবা করিবার চেষ্টা করেন, তাহাও অনেকটা অর্চ্চনপর,—অপ্রাকৃত মমত্ববুদ্ধিজনিত সেবাপরতা নহে।

সাঙ্গোপাঙ্গ সাঃ—মধ্যমাধিকারীর লক্ষণ কি?

আচার্যদেব—মধ্যমাধিকারীর দেহ-গেহাসক্তি অত্যন্ত ম্লথ হইয়াছে। তিনি পরিবারবর্গের দেহ-গেহাসক্তি-প্রবর্দ্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে বঞ্চনা না করিয়া তাহাদিগকে ভগবদ্ভক্তির পথে আনয়নের চেষ্টা করেন, তাহাদিগকে নিজেন্দ্রিয়-তোষ্য বিচার করেন না। মধ্যমাধিকারী যদি গৃহস্থ হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সাধন-পথে অতিযানকালে প্রত্যহ যাহাতে বাস্তব অনুভবনীয় উন্নতি (tangible progress) লাভ করিতে পারেন, প্রত্যহ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবায় উত্তরোত্তর অনুরাগ ও আবিষ্টবিশিষ্ট হইতে পারেন, এ বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করেন। যদি কোন বাধ্য বা বস্তু তাঁহার স্বার্থসিদ্ধির পথে অর্থাৎ তাঁহার হরিভজনের প্রগতিতে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়, অমনি তিনি সুদৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত চিরতরে তাহা বর্জ্জন করিয়া থাকেন। প্রতিকূল বর্জ্জনে, যাবতীয় দুঃসঙ্গ-ত্যাগে তাঁহার সুদৃঢ়-সঙ্কল্প উপস্থিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে হরি-গুরু-বৈষ্ণবে প্রীতিময়ী অহৈতুকী সেবা, তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়-তর্পণে সর্ব্বতোভাবে প্রযত্নবিশিষ্ট হইবার জন্য যাবতীয় অনুকূল বিষয়কে বরণ করিবার সুদৃঢ়তা উপস্থিত হইয়াছে। মধ্যমাধিকারী বর্ণের দ্বারা মহাভাগবত সাধুর শুশ্রূষা (সঙ্গ ও পরিচর্য্যা) করিয়া থাকেন। ইহাতে তিনি অন্যমনস্ক হন না। সময় সময় বিক্ষেপ উপস্থিত হইলেও মহাভাগবতের বাণী-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া পুনরায় সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনের অনুশীলনে সুদৃঢ়নিষ্ঠ হন। তিনি শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে স্মরণের অনুশীলনকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। অর্চ্চনের খুঁটিনাটির প্রতি তাঁহার মনোযোগ প্রধানের সময় থাকে না, তিনি স্মরণানুশীলন-ব্যতীত অন্য কোন সাধনকে পরতমানুশীলনও মনে করেন না। এরূপ অবস্থায় তিনি বিচার করেন, তিনি কি তথা-কথিত আত্মীয়-স্বজন বা পরিবারবর্গের সহিত অবস্থান করিবেন, অথবা উহাদের সম্পর্করহিত হইয়া বাস করিবেন? হরিসেবার আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য-বিচারই তাঁহার জীবন-যাত্রার পথ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তিনি তাঁহার শুভানুধ্যায়ী ও তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন প্রকৃত সাধুর নিকট তাঁহার হৃদয় খুলিয়া কোন্‌টি তাঁহার পক্ষে অনুকূল, কোন্‌টি বা প্রতিকূল, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। পরিবারবর্গ তাঁহার হরিভজনের আনুকূল্য

করিলে তিনি নিরন্তর সাধুসঙ্গ করিতে করিতে এবং পরিবারবর্গকেও সাধুসঙ্গের সুযোগ প্রদান করিতে করিতে গৃহে অবস্থান করেন। আর যদি দেখেন, তাঁহার তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন হরিভজনের প্রতিকূল এবং তাঁহারা কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা জৈবিক তৃপ্তির বলিয়া, বৃত্তির সংসার করিতে ব্যস্ত, তখন তিনি ঐরূপ সংসারকে তাঁহার পরম উদ্দেশ্যের প্রতিকূল জানিয়া সম্পূর্ণ শরণাগতির পথে চলিবার জন্য গৃহ পরিত্যাগ করেন। আর যদি তাঁহার নিজের প্রকৃত বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া না থাকে এবং তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনকে প্রতিকূল দেখিয়াও তাহাদের সঙ্গ চিরতরে ত্যাগ করিবার জন্য সুদৃঢ়তা হৃদয়ে না আসে, দুর্ব্বলতা-নিবন্ধন তাহাদের প্রতি ন্যূনাধিক আসক্তি থাকিয়া যায়, তখন তিনি অন্তরে তাহাদের সঙ্গ হইতে সর্ব্বক্ষণ দূরে এবং নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ অবস্থান, তাঁহার শাসন ও নিয়মন-অনুযায়ী হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে অপ্রাকৃত অনুশীলন করিবার জন্য ভগবৎকৃপা-প্রাপ্তির আশায় অপেক্ষা করেন। কিন্তু সে-সময়েও নিজেকে পরিবারবর্গের প্রভু মনে করেন না; কারণ তিনি জানেন, প্রভু একমাত্র অপ্রাকৃত স্বেচ্ছাময় হরি-নাম। তিনি নিজেকে সর্ব্বদা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের দাসানু-দাস জানিয়া তাঁহাদিগের নিকট শরণাগত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত আর্ত্তিবিশিষ্ট হন। সাধুসঙ্গের জন্য—শ্রবণ-কীর্ত্তনের জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতে হইলেও তাহাতে পশ্চাৎপদ হন না। তিনি সাধু ও অসাধু, সাধু ও ভক্তের মধ্যে তারতম্য বুঝিতে পারেন। নিজে শরণাগতির পথে অগ্রসর হইতেছেন কি না, তাহা সর্ব্বক্ষণ পরীক্ষা করেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নিকট সর্ব্বক্ষণ অকপট কৃপা ভিক্ষা করেন। মধ্যমাধিকারী গৃহস্থ পরিবারবর্গের প্রত্যেককেই কৃষ্ণসেবার উপকরণে পরিণত করেন। প্রত্যেকেই কি করিয়া বৈষ্ণবের সেবা করিবেন, চিদনুশীলনে রুচিবিশিষ্ট হইবেন, এইজন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিবে। যদি তিনি নিজে পরিবারবর্গকে ভক্তিপথে প্ররোচিত করিতে অসমর্থ হন, তবে কোন শুভানুধ্যায়ী প্রকৃত সাধুর নিকট সেজন্য প্রার্থনা জানাইবেন। তিনি কৃষ্ণের সংসারে বাস করিতেছেন, দেহ, মন বা ইন্দ্রিয়ের সংসারের প্রভু তিনি নহেন, যতই সাধুসঙ্গে চিদনুশীলন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ততই ইহা অনুভূত হইবে। ক্রমশঃ তিনি সেই সংসারকে কেবল নিজের প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া ক্রমে ক্রমে বিস্তার করিবেন। যতই মধ্যমাধিকারী উত্তমাধিকারের পথে লক্ষ্য রাখিয়া সেই পথে অভিযান করিতে থাকিবেন, ততই এই বৃত্তি বিকশিত হইবে।

সার্দ্ধানা সাঃ—মধ্যমাধিকার হইতে উত্তমাধিকারে যাইতে কতদিন লাগে?

আচার্য্যদেব—শত শত জন্মও লাগিতে পারে; আবার কৃষ্ণ-ভক্ত ও কৃষ্ণের কৃপা হইলে এক মুহূর্ত্তেও উত্তমাধিকার লাভ হইতে পারে। মধ্যমাধিকার হইতে উত্তমাধিকারের ভূমিকায় একটি বিরাট্ ব্যবধান আছে। একমাত্র গুরুদেব ও কৃষ্ণের কৃপায় এবং ঐকান্তিক শরণাগতির দ্বারা মধ্যমাধিকার হইতে উত্তমাধিকারে উন্নীত হইবার সর্ব্বোত্তম সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে।

সার্দ্ধানা সাঃ—শরণাগতি থাকিলে আর কৃপার মূল্য থাকিল কোথায়?

আচার্য্যদেব—একমাত্র শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর দ্বারা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-প্রিয়তমের কৃপার উপলব্ধি হয় না।

সার্দ্ধানা সাঃ—মধ্যমাধিকারী কি উপায়ে বিমুখ পরিবার-বর্গকে নিজ-পথে আনয়ন করিতে পারেন?

আচার্য্যদেব—ভগবৎকথা-প্রসঙ্গের ও নিজের আদর্শ আচরণের দ্বারা মধ্যমাধিকারী পরিবারবর্গকে নিজ-পথে আনয়ন করিবেন। নিজের দুর্ব্বলতা থাকিলে আদর্শ আচরণ প্রকাশিত হইতে পারে না এবং তাঁহার উপদেশও কার্য্যকরী হয় না। সত্যের প্রতি সুদৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার আদর্শ দর্শন করিয়া অপরে আকৃষ্ট হইতে পারে। আদর্শ-আচরণ-বিহীন মৌখিক হরিকথা-কীর্ত্তনের অভিনয়ের দ্বারা অর্থাৎ নিজে যাহা বলেন, তাহা নিজেই পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না বলিয়া পরিবারবর্গের অপরেও তাঁহার হরিকথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আকৃষ্ট হইতে পারে না। আর যদি সত্যের প্রতি সুদৃঢ় নিষ্ঠার উদাহরণ, আদর্শ আচরণ ও অকৈতব-ভগবৎকথা-

প্রসঙ্গের দ্বারাও তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনকে প্রকৃত সাধু ও সাধের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে মহামায়াধিকারী সেই সকল তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনকে অসৎসঙ্গ ও শোচনীয়তম অবস্থায় পতিত এবং জন্ম-জন্মান্তর পশু-পক্ষ্যাদি-যোনিতে ভ্রমণ করিবার অধিকারী বিচারে তাহাদের হস্ত হইতে আত্ম-রক্ষা করিবেন।

সার্দ্দানা সাঃ—একবার মানুষ-জন্ম লাভ করিলে আবার কিরূপে পশু হওয়ার সম্ভাবনা আছে?

আচার্য্যদেব—মানুষে animality (পশুত্ব) ও rationality (বিচার-সঙ্গতি) এই দুইটি জিনিষ আছে। সর্ব্বোত্তম rationality (বিচারসঙ্গতি বা বিবেকিতা) পর-মেশ্বরে সেবা প্রবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তিটি অর্থাৎ rationality যখন সঙ্কুচিত হয়, তখন animality প্রবল হইয়া উঠে।

সার্দ্দানা সাঃ—Rationality হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে পশুত্ব আসিবে কিরূপে?

আচার্য্যদেব—Rationality হ্রাস হইতে হইতে ইহা যখন একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া যায়, কিংবা যখন যুক্তি আত্মার নিত্য-বৃত্তিকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়, তখনই পশুত্ব বা বৃক্ষ-লতা-প্রস্তরাদি স্থাবর-যোনি লাভ হয়। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে॥
শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥

(ভাঃ ২।৩।১৮, ১৯)

বৃক্ষসকল কি বাঁচিয়া থাকে না? ভস্ত্রা কি শ্বাস-গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে না? ইতর গ্রাম্যপশুসকল কি আহার ও স্ত্রী সম্ভোগ করে না? যাহার কর্ণকুহরে কখনও কৃষ্ণনাম প্রবেশ করে নাই, সেই মানব কুক্কুর, বিষ্ঠাভোজী গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভতুল্য পশু বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এই চারিটি পশুর উদাহরণের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত মানবের rationality হ্রাস হইলে কি অবস্থা হয়, তাহাই বলিতেছেন। হেতুরহিত ক্রোধ, অমেধ্য-ভোজন-স্বভাব, কণ্টকাদিতে মুখ ক্ষত-বিক্ষত হইবার পরও অদম্য কণ্টক-ভোজন-স্পৃহা, ভারবাহিত্ব ও স্ত্রীপাদ-তাড়িত্ব প্রভৃতি পশু-ধর্ম্মই তখন প্রবল হইয়া উঠে। মানবের যাহা বিসর্জ্জনীয় বস্তু, গ্রাম্য শূকরগুলি তাহা পরমাগ্রহের সহিত ভোজন করে অর্থাৎ rationality যে কুবিষয়-বিষ্ঠাকে পরিত্যাগের বস্তু বিচার করে, পশুত্ব উপস্থিত হইলে তাহাও সাদরে গৃহীত হয়।

সার্দ্দানা সাঃ—এই শ্লোকের দ্বারা 'মানুষের পশু-ভাব উপস্থিত হয়', শ্রীমদ্ভাগবত এইমাত্র বলিয়াছেন; কিন্তু মানুষ পরজন্মে পশু-যোনি লাভ করে, ইহা কিরূপে প্রমাণিত হয়?

আচার্য্যদেব—পশু-ভাবই তাহার পশু-যোনি-লাভের কারণ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব-ভাবিতঃ॥

(গীঃ ৮।৬)

হে অর্জ্জুন, মৃত্যুকালে যে-ব্যক্তি যে যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, সর্ব্বদা সেই ভাবনায় চিত্ত মগ্ন থাকায় সে ব্যক্তি সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়।

ভরতের মৃগত্ব-প্রাপ্তিই ইহার সাক্ষ্যস্থল। "মৃগ এবাভি-নিবেশিত-মনা বিসৃজ্য লোকধর্ম্মং সহ মৃগেণ কলেবরং ঘৃতমনু ন মৃতজন্মানুস্মৃতিরিতরবন্মৃগশরীরমবাপ।" (—ভাঃ ৫।৮।২৭) অর্থাৎ তাঁহার (মহারাজ ভরতের) চিত্ত মৃগেতেই অভিনিবিষ্ট ছিল, সুতরাং তিনি প্রাকৃত ভগবদ্-বিমুখ পুরুষের ন্যায় মৃগের সহিত এই সংসার ও মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া পরজন্মে মৃগদেহ প্রাপ্ত হইলেন।

সার্দ্দানা সাঃ—ইহা কেবল ভরতের জন্য কোন আকস্মিক ঘটনা হইতে পারে। সকলেরই যে মনুষ্য হইতে ভগবদ্-বিমুখতার ফলে পশু-পক্ষী প্রভৃতি নীচযোনি লাভ হয়, এরূপ কথা কি শ্রীমদ্ভাগবতে আছে?

আচার্য্যদেব—নিশ্চয়ই আছে—

তত্রাপি প্রকাশবহুলা লোকানাপ্নোতি কর্হিচিৎ।
দুঃখোদর্কান্ ক্রিয়াশক্তিমতঃ শোকোৎকটান্ ক্বচিৎ॥
ক্বচিৎ পুমান্ ক্বচিচ্চ স্ত্রী ক্বচিন্নোভয়মন্ধধীঃ।
দেবো মনুষ্যতির্য্যগ্ বা যথাকর্ম্মগুণং ভবঃ॥

(ভাঃ ৪।২৯।২৮-২৯)

যাঁহারা সাত্ত্বিক বা পুণ্যজনক কর্ম্ম করেন, তাঁহারা প্রকাশ-বহুল জ্যোতির্ম্ময় দেবাদি-লোক প্রাপ্ত হন; যাঁহারা

রাজসিক কর্ম্ম করেন, তাঁহারা—দুঃখই যেখানে উত্তর ফল এবং যে লোকে কার্য্য করিতে হইলে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হয়—এইরূপ মনুষ্যাদি-লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; আর **যাঁহারা তামসিক কর্ম্ম করেন, তাঁহারা উৎকট শোক-মোহাদি-প্রধান তির্য্যগাদি লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।**

অজ্ঞানাবৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট জীব কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রী, কখনও বা নপুংসক, কখনও দেবতা, কখনও মনুষ্য, কখনও বা তির্য্যক্ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কর্ম্মের গুণাগুণ-সারেই জন্ম হইয়া থাকে।

সার্দ্দানা সাঃ—এইরূপ বহির্ম্মুখ তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার মত সবলতা হৃদয়ে না আসা পর্য্যন্ত, অথচ কৃত্রিমভাবে সংসার পরিত্যাগ করিয়াও ভগবদ্ভজনে ঐকান্তিকভাবে অবস্থান করিবার ক্ষমতা না হওয়া পর্য্যন্ত কিভাবে আমাদিগকে চলিতে হইবে? এমতাবস্থায় আমাদিগকে কি "ইতো নষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ" হইতে হইবে?

আচার্য্যদেব—যদি দেখা যায়, তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন ভজনের উন্নতির বিঘ্নকারক হইয়াছে, অথবা ভগবদ্-ভজনের কোনপ্রকার সাহায্য করিতেছে না, তাহাদের প্রকৃত স্বার্থ বুঝিতেছে না, অথচ দুর্ব্বলতা-নিবন্ধন সেই সকল তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গও দৈহিকভাবে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা যাইতেছে না, তখন সেইরূপ গৃহস্থের পক্ষে একমাত্র বাঁচিবার পথ এই যে, তিনি অনুক্ষণ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ও সর্ব্বদা অকপটে তাঁহার অক্ষমতার কথা গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের চরণে নিবেদন করিতে করিতে তাঁহাদের অহৈতুকী করুণা যাচ্ঞা করিবেন এবং তৎ-সঙ্গে মনে মনে তথাকথিত আত্মীয়স্বজনের বৈমুখ্য ও নিজের বিষয়াসক্তিকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়া নামকীর্ত্তন ও সাধুসঙ্গময় জীবন যাপন করিবেন। এইরূপ দুর্ব্বল ব্যক্তি সাধারণতঃ মায়ার পরামর্শে পতিত হইয়া নির্জ্জনতা-প্রিয় হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ অনর্থযুক্ত ব্যক্তি সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত মুহূর্ত্তকাল থাকিলেও তাঁহার আর কোন দিন মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।

(ভাঃ ১১।২০।২৭-২৯)

(ভগবান্ বলিতেছেন) মদীয় চরিত-কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত, কর্ম্মান্তরে উদ্বিগ্ন পুরুষ বিষয়বাসনারাশিকে দুঃখাত্মক জানিয়াও তৎপরিত্যাগে অশক্ত হইলে "মদ্ভক্তিদ্বারাই সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধি লাভ হইবে"—এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়-সহকারে দুঃখপরিণামক বিষয়ভোগের সহিত তাহাতে অপ্রীত হইয়া প্রীতির সহিত আমার আরাধনা করিবেন। পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগে যিনি নিরন্তর আমার সেবা করেন, তাঁহার হৃদয় আমার প্রতি একাগ্রভাবে অবস্থিত হইলে হৃদয়স্থিত যাবতীয় বিষয়-বাসনা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সার্দ্দানা সাঃ—আমি সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা বিশেষভাবে স্বীকার করি, কিন্তু কোন নির্জ্জন-স্থানে বসিয়া হরিনাম গ্রহণ না করিলে চিত্ত স্থির কিরূপে হইতে পারে? গৃহস্থ লোকের অন্যান্য কার্য্যও করিতে হয়, সুতরাং সকল সময় সাধুসঙ্গে থাকিয়া হরিনাম গ্রহণ করা তাহার পক্ষে কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

আচার্য্যদেব—শরণাগত পুরুষের শৌচাদিকার্য্য-কালেও হরিনাম হইতে বিরতি নাই, তাঁহার প্রত্যেকটি কার্য্য হরিনামের আনুকূল্যকারী; যেমন আপনার ভৃত্য—যে আপনার স্বার্থের সহিত পরিপূর্ণভাবে তাহার সত্তাকে সংযুক্ত করিয়াছে, সে যখন শৌচাদি কার্য্যে যায়, তখন সেই সকল কার্য্যও আপনার স্বার্থ বা সেবার অনুকূলেই করিয়া থাকে। তাহার আত্মা আপনাকে সেবা করিবার জন্যই; এজন্য শরণাগত পুরুষের প্রত্যেক কার্য্য, তাঁহার দৈহিক স্বাস্থ্য-সংরক্ষণাদি-কার্য্যও কৃষ্ণের সেবার অনুকূল বলিয়া তাহাও হরিভজন বা হরি-নামপর।

সার্দ্দানা সাঃ—হাঁ, ইহা উত্তম ভক্তের কথা বটে।

আচার্য্যদেব—ইহা উত্তম ভক্তের কথা হইলেও মধ্যম ভক্ত যখন উত্তম অধিকারের দিকে অগ্রসর হন, তখন

তাঁহাকেও হরিনামের অনুকূল যাবতীয় কার্য্যের দ্বারা নানাবিধ হরিসেবন হইতে থাকে।

সাধারণ লোক:—কনিষ্ঠ ভক্তের মন সর্ব্বদা চঞ্চল ও ভোগ্য-বস্তু দ্বারা আকৃষ্ট। নানা লোক ও দ্রব্য দেখিলেই তাহার মন আরও চঞ্চল হইয়া পড়ে। সে যদি কোন নির্জ্জন-স্থানে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হরিনাম গ্রহণ না করে, তবে কি বাহিরের জিনিষগুলি হরিনাম-গ্রহণের পক্ষে অধিক বিঘ্ন উৎপাদন করিবে না?

আচার্য্যদেব—কনিষ্ঠাধিকারীর চঞ্চল মনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্ম মন্ত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহা মনঃ-বর্ম্ম হইতে জীবকে রক্ষা করে, তাহাই মন্ত্র। সদ্‌বৈদ্য কখনও উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে কেবল দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা প্রদান করিবেন না। উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিলে সে অপরের প্রতি সাময়িকভাবে কোন অত্যাচার করিতে না পারিলেও তদ্দ্বারা তাহার ব্যাধির আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারস্বরূপ। ইন্দ্রিয়ের দ্বার সাময়িকভাবে রুদ্ধ করিয়া পাগল মনের পাগলামি সারান' যাইতে পারে না।

সাধারণ লোক:—মন খুব চঞ্চল বটে; কিন্তু ইন্দ্রিয়কে বাহ্য করিয়াই ত' সে তাহার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে পারে? অতএব যদি ইন্দ্রিয়ের দরজাগুলি বন্ধ করিয়া রাখি, তবে ত' আর কোন নূতন জিনিষ মনের নিকট আসিয়া মনকে উত্তেজিত করিতে পারিবে না।

আচার্য্যদেব—মনে জন্ম-জন্মান্তরের যে-সকল বাসনা রহিয়াছে, তাহা ইন্দ্রিয়ের দরজা বন্ধ করিলে কখনই নিরস্ত হইবে না; এজন্য সাধুগণ মনকে ত্রাণ করিবার জন্য কেবলমাত্র মন্ত্রেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। মন্ত্র কৃষ্ণ হইতে গুরু-পরম্পরায় অবতীর্ণ হন। জাগতিক চেষ্টা হইতে মনকে নিরুদ্ধ করিবার জন্য মন্ত্রের মধ্যেই শক্তি আছে।

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ।

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৩)

যেরূপ দশবিধ নামাপরাধ হইতে সতর্ক হইয়া নাম গ্রহণ করিলে নামের ফল পাওয়া যায়, তদ্রূপ দ্বাত্রিংশৎ সেবাপরাধ হইতে সতর্ক থাকিয়া অর্চ্চনপর কনিষ্ঠাধিকারী উপাংশু ও মানস জপ করিলে তাঁহাতে মন্ত্র-শক্তি প্রকাশিত হয়। কনিষ্ঠাধিকারী মধ্যমাধিকারীর সঙ্গ করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিতে থাকিবেন। মধ্যমাধিকারী কনিষ্ঠাধিকারীকে রীতিমত শাসন ও নিয়মন করিয়া চরম উদ্দেশ্যের জন্য শিক্ষিত করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূনমালা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহতিথি-পূজা উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী চয়ন করিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত 'গৌড়ীয়'সম্পাদক কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদের রচিত ২৪টি কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। গৌরপার্ষদ শ্রীমুরারিগুপ্তের 'করচা' বা 'শ্রীচৈতন্য-চরিত-মহাকাব্যে'র খণ্ডিত পদ্যানুবাদ শ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্তলিখিত প্রাচীন পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধার করিয়া এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত পাণ্ডুলিপির একটি ব্লকও তৎসঙ্গে মুদ্রিত করিয়া এই গ্রন্থে সংযুক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত বিজ্ঞাপ্তাত্মক একটি কবিতা, মৈথিল ভাষায় রচিত একটি "কীর্ত্তন" এবং "মনঃশিক্ষা", "প্রাকৃতরসশতদূষণী" প্রভৃতি কতিপয় পদ্য এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। "সৌরভ" ভাষ্যের সহিত এই 'পদ্যপ্রসূনমালা'র সেবা করিয়া সজ্জনগণ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-পরিমল আঘ্রাণ করুন। এই গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদের একটি ত্রিবর্ণের আলেখ্য ও শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি আলেখ্য সংযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের মুদ্রণ-সৌষ্ঠব বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ভিক্ষা ।০ আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া এবং শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ, পোঃ পুরাণাপল্টন, ঢাকা।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ

[শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ-তিথিতে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপীঠে বিরাট্ সজ্জন-সভায় প্রদত্ত)

(কাল—২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, পূর্ব্বাহ্ণ)

নামশ্লোকং মধুরমপি শচীপুত্রমন্ত্রস্বরূপং
স্বপং তস্যাগ্রজমনুকলপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্ত প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।

অপ্রকট-লীলাবিস্তারের মধ্যে প্রভুপাদের দয়া

আজ শ্রীল প্রভুপাদের ব্রজবিজয়তিথি। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর চলিয়া গেল। শ্রীল প্রভুপাদ নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী; তাই তিনি ব্রজবিজয় করিয়াছেন—যাহারা ব্রজ-বিরোধী, তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যাহাতে আমরা ব্রজবিহারী মদনমোহনের সেবাবিরোধী পশুত্ব পরিহার করিয়া, শুদ্ধভক্তিপথে চলচ্ছক্তিযুক্ত হইয়া ব্রজের পথে চলিতে পারি, সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য তিনি আমাদের জড়চক্ষুর সাক্ষিধ্য পরিত্যাগ করিয়াও অপরিসীম করুণাই প্রকাশ করিতেছেন। যাহাতে তাঁহার পাদপদ্মের উদার-স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত গৌরহরি-ভজন-পথে প্রগতিশীল হইতে পারি, তাঁহার নিজস্থান ও জীবনসর্ব্বস্ব অভিন্ন-গোষ্ঠবাটী বা গোচারণ যে গৌরবন, তাঁহার সেবা করিতে বদ্ধ-পরিকর হই, যাহাতে আমরা তাঁহাতে নিষ্কপটভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে আশ্রিত-পর হইয়া, তাঁহার আচার ও প্রচারকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ জ্ঞান করিয়া অগ্রসর হইতে পারি, আমাদের সকলকে তাঁহার পাদপদ্মের ধূলি-রূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার গৌরহরি-সঙ্কীর্ত্তনের দোহার করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য অপ্রকট-লীলায়ও সেইরূপ অপরিসীম করুণা বিস্তার-পূর্ব্বক আমাদের মত দীনহীন, দরিদ্র, দুর্গত, পতিত, পামর, অধমকে নিজনিকটে আহ্বান করিয়াছেন। যাহাতে আমরা মূর্খতার বশীভূত হইয়া, মোহগ্রস্ত হইয়া, তাঁহার পাদপদ্ম ভুলিয়া না যাই, হরিবৈমুখ্যরূপ মৃত্যুকে বরণ না করি, গৌরসঙ্কীর্ত্তন-রস-সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে পারি, তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদ বহির্দৃষ্টির অগোচর হইয়াও শরণাগত কিঙ্করের নিকট সর্ব্বদা চেতনময়ী প্রেরণা প্রদান করিতেছেন। তাঁহার করুণার সীমা নাই!

ব্রজবিজয়-তিথির করুণা

এই ব্রজবিজয়তিথি আমাদিগকে জড়তা ত্যাগ করিয়া সেবা-প্রগতির পথে—ব্রজেরপথে চলিবার প্রবল প্রেরণা দানের জন্য জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। জড়তার দুই প্রকার ভেদ—(১) সৎ ও অসৎ কর্ম্ম-ফলভোগ-প্রয়াস—অনিত্য অজ্ঞান-জাত অপস্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বৈধ ও অবৈধ প্রেরণা হইতে অনুষ্ঠিত নানাপ্রকার ক্রিয়া বা ব্যবহার, (২) জ্ঞান-প্রয়াস বা ত্যাগ-বৈরাগ্য-যোগ-উপাসনার অনুষ্ঠান—এই দুইটি প্রবৃত্তিই পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে তাঁহার সম্বন্ধাশ্রিত—মুখাপ্রিত হইয়া তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনাবাঞ্ছকতার দোহার করিতে পারি, এই নিঃশ্রেয়সপ্রদা ব্রজবিজয়তিথি সেইরূপ সুযোগই আমাদিগকে প্রদান করিতেছেন।

পঞ্চতত্ত্বের গীতিতে "আদি" শব্দ

পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, অদ্বৈতচন্দ্র জয় শ্রীবাস-আদি গৌরভক্তবৃন্দ"—এই পদে যে 'আদি' শব্দ আছে, তন্মধ্যেই গুরুতত্ত্ব অনুস্যূত আছেন। এই ছয় প্রকারেই শ্রীগৌরসুন্দর বিলাস করেন। এই পঞ্চতত্ত্বই শ্রীহরিনামরূপে কলি বা শ্রুতিবিরোধিনী যুক্তি-মূলক অসদ্বাদ বিনাশ করিয়া নিজ-বিলাস বিস্তার করিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বেচ্ছাক্রমে কৃপাপরবশ হইয়া পঞ্চতত্ত্বাত্মক বাচ্য কৃষ্ণ বা তদভিন্ন বাচক নাম-প্রভু অপ্রাকৃত শব্দ-রূপে জগতে অবতীর্ণ। যাহাতে আমরা শ্রীনামোদরস্বরূপের অনুগত গৌড়ীয়গণের বুকে অবস্থিত হইতে পারি—স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সনাতন-রূপরঘুনাথভাববিস্তারী শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ মদন-

মোহনাভিধ' নামপ্রভুর কৃপন-করুণা বিদ্ধ বা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে সংলগ্ন থাকিতে পারি, সেই শিক্ষাই আমাদের বরণ করা প্রয়োজন।

'মায়া'—শব্দের দুই অর্থ

'মায়া' শব্দের অর্থ—দম্ভ, আবার 'মায়া' শব্দের অর্থ—কৃপা। "মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ ইতি বিশ্বঃ"। যখনই তটস্থ জীবের 'মায়া-ধর্ম' উপস্থিত হয়, তখনই 'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া'। সেই 'মায়া' বহুরূপ—বিলাস-বৈচিত্র্য দেখাইয়া জীবকে আবরণ ও বিক্ষেপ করে। দম্ভের বশীভূত হইলে দুষ্কৃতিমন্ত জীব শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইতে বঞ্চিত ও বিচ্যুত হয়, ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের বঞ্চনালীলা। "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকে কৃপার কথা ও তৎসঙ্গে দম্ভত্যাগের কথা আছে।

পঞ্চ তত্ত্বের ব্যাখ্যা

মহামন্ত্রে তিনটি শব্দ—'হরা+হরি', 'কৃষ্ণ' ও 'রাম'। এই তিনটি শব্দই পঞ্চতত্ত্বাত্মক; পাঁচরূপে বিলাস করিতেছেন।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।
(ভাঃ ১১।৫।৩২)

যাঁহারা উত্তম বুদ্ধিমান্, যাঁহারা চৈতন্যাশ্রিত, তাঁহারা প্রধানতঃ কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনযজ্ঞের দ্বারা অর্থাৎ সংকীর্ত্তনাশ্রিত অন্যান্য ভক্তাঙ্গের দ্বারা ভজন করিয়া থাকেন। 'কৃষ্ণ' এই দুইবর্ণ যাঁহার জিহ্বায়, অথবা যিনি কৃষ্ণকে বর্ণন করেন এবং যিনি 'অকৃষ্ণ' বর্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ।

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

'কৃষ্' ধাতু আকর্ষক-সত্তাবাচক ও 'ণ' শব্দ পরমানন্দ-বাচক; অতএব 'কৃষ্ণ' এই শব্দটি আকর্ষক-সত্তা ও আনন্দের মূর্ত্তবিগ্রহ। শ্রীরূপপ্রভু বলেন—

"নো জ্ঞানে জনিতা বিবাদিষমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।"

সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতীর্ণ। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত—তাঁহার অঙ্গ, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ—তাঁহার অঙ্গের অবয়ব বা উপাঙ্গ, হরিনামাদিই—তাঁহার অস্ত্র, শ্রীগদাধর-স্বরূপোদর-স্বরূপাদি—তাঁহার পার্ষদ। পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র ও 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকের সম্বন্ধটি বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে।

প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ।

এই মহামন্ত্রে 'হরা কৃষ্ণ', 'হরা-রাম' ও 'হরা-হরি'—এইরূপ আশ্রয়বিগ্রহ-সম্বন্ধিত বিষয়বিগ্রহের নাম রহিয়াছে। ইঁহারাই আবার পঞ্চতত্ত্বরূপে অবতীর্ণ। 'মহামন্ত্র' অর্থাৎ হরা ও কৃষ্ণ, হরা ও রাম, হরা ও হরির মিলিত-তত্ত্বই—শ্রীগৌরসুন্দর। পঞ্চতত্ত্বের 'আদি' শব্দে দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু বুঝাইতেছে; অতএব গৌরসুন্দর ছয়রূপে বিলাস করিতেছেন। হরা+হরি, কৃষ্ণ ও রাম—এই তিন বাচকের বাচ্য বস্তু—পরম মুক্তগণেরই আরাধ্য বস্তু, অপরাধ-যুক্ত বহির্মুখ ব্যক্তিগণের নিকট সুলভ নহেন। যখন অপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণকেও অহৈতুকী কৃপা করেন, তখন তিনিই পঞ্চতত্ত্ব বা তন্মধ্যস্থিত 'আদি'-শব্দে গুরুতত্ত্ব-সমাশ্রিত হইয়া ষড়্ভুজরূপে ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিবার-জন্য অবতীর্ণ হন।

স্বরূপের সচ্চিদংশশক্তি স্বয়ংপ্রকাশ তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা প্রকট করেন। স্বয়ংপ্রকাশ—সচ্চিদংশশক্তিমদ্ বিগ্রহ। স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান লইয়া স্বরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ। স্বরূপ বা স্বরূপের বৈভবকে স্বয়ংপ্রকাশই প্রকট করেন। তটস্থ-শক্তি জীবের অধিষ্ঠাতা—সঙ্কর্ষণ-রূপ কারণার্ণবশায়ী। কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু—মায়াকর্ত্তা, জীবের পিতা ও বিশ্বের কর্ত্তা, নিয়ন্তা বা নিমিত্তকারণ; তাঁহারই অবতার শ্রীঅদ্বৈত প্রভু জড়ের বা প্রধানের উপাদান-কারণ। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু স্বয়ংপ্রকাশেরই অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব প্রভুরই অংশের অংশ বা কলা, যথা—

মহাবিষ্ণু র্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত—হরা, শক্তি বা কলত্র অর্থাৎ মধুর-রসের আশ্রয়-বিগ্রহ গোষ্ঠালঙ্কি-শ্রেষ্ঠ আর শ্রীবাস—ঐশ্বর্য্য-রসের আশ্রয়-বিগ্রহ স্বজনশ্রেষ্ঠ। 'আদি' শব্দে যে গুরুদেব, ঐশ্বর্য্য-রসে তিনিই শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত অভিন্ন, আর মধুর রসে তিনিই শ্রীগদাধরের সহিত অভিন্ন।

যাহারা বিয়োগ-মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন, তাহাদিগের মায়া

যা দম্ভ বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে অহৈতুকী কৃপা বিতরণ করিবার জন্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা-সমন্বিত কৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্বরূপে বা মহাবদান্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজের বিলাস প্রদর্শন করেন। নামই—পঞ্চতত্ত্ব বা ষট্তত্ত্ব। মহাবদান্যই—শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু—সবগুই গোকুল-নবদ্বীপ-মহোৎসব শ্রীনাম প্রভু,—এই সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব জানাইয়া বিলাইবার জন্যই এই ব্রজবিজয়তিথির আবির্ভাব। প্রত্যহ, প্রতিমুহূর্তে দম্ভপরায়ণ, পরাঙ্মুখ জীবকে প্রত্যাবৃত্ত ও নিজের নামের হাটটি পরিমার্জন করাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অপ্রকটের চতুঃশতাব্দী পরে এই কলিহতযুগে দুই মহাপুরুষকে পাঠাইয়াছিলেন। সেই দুই মহাপুরুষই— ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।

সঙ্ঘ বা গোষ্ঠ

শ্রীগৌরসুন্দর নিজ-নামরূপ মন্ত্রের দ্বারা বহির্মুখ জীবের মায়া বা দম্ভ নাশ করিবার জন্য পঞ্চতত্ত্বরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনই এই মন্ত্র। শ্রীগৌরসুন্দর অচিন্ত্য-শক্তিবলে নিজেই মন্ত্র ও নিজেই মন্ত্রবক্—নিজেই নাম, আবার নিজেই নামকারী—নিজেই প্রেম বা নিজেই রস। সেই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার দুই নিজজনকে গৌরবনে—নামের বিলাসক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দুই জনই দুই বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের আদিলীলা-ধাম-মণ্ডলে, আর শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহারই অন্ত্যলীলাক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার নামের হাটকে পরি-মার্জন করিয়া নামের বিলাসক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য এই দুই মহাপুরুষ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই বিষয়চিত্তশুদ্ধিতে অবিদ্যাহরণ-নাটমন্দিরে বিদ্যাবধূ-জীবনের অনুশীলন-রূপ আচরণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। যদিও আশ্রয়-বিগ্রহের—কৃষ্ণের বিরহ-বিধুরার ভাব ও কান্তি শ্রীগৌরসুন্দর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি নিজেকে আশ্রয়-জোণীরই অভিমান করিয়াছেন। কৃষ্ণের অনুকূলা যে গোপী (আশ্রয়-বিগ্রহ), তাঁহারই নাম তিনি তাঁহার ভাবাবেশে গ্রহণ করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর গোষ্ঠবাটীর সহিত অভিন্ন গৌরবনের মহিমা-প্রকাশের জন্য ঐ দুই মহাপুরুষকে পাঠাইয়াছিলেন। যাহারা সঙ্ঘের বিরোধী—গোষ্ঠীর বিরোধী—গুরুদেবের দুর্বপতিত্বের বিরোধী, তাহারা কৃষ্ণের বিলাসের উপকরণের বিরোধী হইয়া নির্জনতার নামে ভজনের ছলনা দেখাইয়া যুথেশ্বর আশ্রয়-বিগ্রহের বিরোধ আচরণ করে। বিষয়-বিগ্রহ হইতে আশ্রয়-বিগ্রহকে বিয়োগ করিলে তাহা মায়াবাদ হয়। শ্রীরূপ-সনাতনের অনুশাসনগর্তে না থাকিয়া নির্জনতা-লাভের চেষ্টা—মায়াবাদকেই আবাহনের চেষ্টা। ইহা নামহট্টের পরিমার্জকত্বয়ে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সর্বতোভাবে গর্হণ করিয়াছেন এবং সর্বত্র শ্রীনামের বিলাসক্ষেত্র প্রকট করিবার জন্য তাঁহার সমগ্র চরিতকে প্রকাশ করিয়াছেন।

বৈভাষিক বিগ্রহ

ব্রজবিজয়তিথিতে সম্বোধনাত্মক 'হরা+হরি', 'কৃষ্ণ', 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিয়া বিরহবিধুরগণ বিরহের আর্তিপ্রীতি গাহিয়া থাকেন ; কিন্তু হায়, আমার 'রবিতপ্ত রক্তভূমি-সম' চিত্ত কবে আর্দ্র হইবে? শ্রীল প্রভুপাদ কত লক্ষ লক্ষ ব্যাখ্যান চিৎবক্ত ব্যয় করিলেন, তবু ত' আমার ধূলিশ-কঠিন হৃদয় ত' গলিল না! যে স্থানে আশ্রয়বিগ্রহ-শিরোমণি তাঁহার আরাধা-বিগ্রহের সেবা করিতেছেন, তথায় ভজনগতিলীন হইবার জন্য আমার দুষ্টশঠ মন কবে লোলিত হইবে? হায়! পাষণ্ড হৃদয় যে বিষয়বিষে জর্জরিত—অসাড় হইয়া গিয়াছে!

"কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
(এই) রহিত-দাসের দাসিয়া কেন না গেল মরিয়া॥"

ব্রজবিজয় তিথির নিত্যত্ব

এই ব্রজবিজয়তিথি এক দিনের নহে ; যাহাতে প্রতি-মুহূর্তে এই বিরহতিথি অবতীর্ণা হন, প্রতিপলে অনুপলে বিপলে বিরহের স্মরণ, কীর্তন ও স্মরণ হয়, শ্রীল প্রভুপাদের বিপ্রলম্ভ-সঙ্কীর্তন-সেবাধ্যক্ষতায় মোহায় করিতে পারি, হৃদয়ে সেইরূপ ব্যগ্র-ব্যাকুল-বৈক্লবময়ী আর্তি কবে আসিবে! শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মের ধারণা ত' প্রতিমুহূর্তে সমগ্রভাবে হৃদয় অধিকার করে না! ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা ত' আর কিছুই নাই! ধিক্ ধিক্ শত সহস্র লক্ষ কোটি কোটি ধিক্ আমাকে!

হায়, কবে নিকপটে 'হরে' বলিয়া ডাকিতে পারিব !
"কবি' এত উৎসব, চিত্তে বর্ষে' সুধাস্রব,
মোরে ডাকে' প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল,
মোর চিত্ত-বিত্ত, সব হরে' ।"

কবে শ্রীনামের সঙ্কেত অকপটে চোখের জলে সমগ্র হৃদয় ভাসাইয়া এই ভাষা বলিতে পারিব, —

"কৃষ্ণনাম ইচ্ছামত, যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্পদ।"

—এই শুদ্ধ মধুর ভাব সমগ্র হৃদয়ে কবে উচ্ছলিত হইবে ! যতক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয়ে অকপট আত্মগ্লানি—দৈন্য, আর্ত্তি, বিলাপ না আসিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দম্ভের দাস হইতে নিস্তার নাই। প্রভুপাদের ব্রজ-বিরহ-তিথিতে এই কথাই স্মরণ করিতে হইবে যে, শ্রীল প্রভুপাদ যেরূপ শ্রীনামাক্ষর-শ্রীরূপাক্ষর-শ্রীগুণাক্ষর-শ্রীলীলাক্ষর হইয়া শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতের সেবা করিয়াছেন, আশ্রয়-বিগ্রহের সহিত বিষয়-বিগ্রহের মিলন বিধানের জন্য সর্ব্বক্ষণ সংকীর্ত্তন-মুখে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সমগ্র সেবা করিয়াছেন, আমরা যেন তাঁহার সেই সংকীর্ত্তন-সেবাকাঙ্ক্ষার দোহার করিবার জন্য তাঁহার সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিতে পারি। শ্রীল প্রভুপাদ সংকীর্ত্তন-রাসেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-রাসে যে অভূতপূর্ব্ব নৃত্য-গান করেন, আমরা যেন তাহারই দোহার করিতে পারি, সেই সংকীর্ত্তন-রাসে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হই, কদর্য্য-কুৎসিৎ বিরূপে স্বরূপ-বোধ পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীরূপের পদনখশোভায় মুগ্ধ হইয়া রঘুনাথভাববিস্তারী সনাতনাত্মা শ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী কৃপা লাভের উদ্দেশে তাঁহার অভিন্নমূর্ত্তি নদিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করি। অকপটে শ্রীযোগমায়াপুরধামের শরণাগত হইলে বিরোগমায়া বা দম্ভ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে।

'নদিয়াপ্রকাশ' শব্দের তাৎপর্য্য

'নদিয়া' শ্রীগৌরসুন্দরের উদারা করুণার মূর্ত্তি, অথবা নদিয়াই ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দররূপে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। 'নদিয়াপ্রকাশ' বলিতে শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীলভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদ অর্থাৎ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ। নদিয়াতে যিনি প্রকাশিত হইয়াছেন, বা নদিয়াকে যিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিই 'নদিয়া-প্রকাশ'। শ্রীগৌরসুন্দর নদিয়াতে প্রকাশিত অর্থাৎ প্রকটিত হইয়া নদিয়াকে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নদিয়াতে প্রকটিত হইয়া নদিয়াকে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ নদিয়ার মহিমা-বৈভব প্রকাশ করিয়া নদিয়াকে প্রকাশ করিয়াছেন, এজন্য ইঁহারা তিন জনেই নদিয়া-প্রকাশ।

নদিয়া—করুণা

"প্রথমে নদিয়া, বহনে নদিয়া, নয়নে নদিয়া, হৃদয়ে নদিয়া।
পুরতো নদিয়া, পরতো নদিয়া, করুণা করুণ, নদিয়া নদিয়া।

যেমন গৌরসুন্দর ঔদার্য্যবিগ্রহ, তদ্রূপ তাঁহার ধামও ঔদার্য্যমূর্ত্তি; তাই নদিয়াও মহা উদারা—মহা 'করুণা'। বিয়োগমায়ার দম্ভ হইতে প্রাকৃত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য সেই করুণাঘনমূর্ত্তি জগতে অবতীর্ণা। কিন্তু মায়া বা দম্ভের দ্বারা চক্ষু আচ্ছন্ন হইলে ইহাতে জীব দেখিতে পায়,—কাদা মাটি জল, বিবাদ-বিসম্বাদ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। বস্তুতঃ যখন নদিয়া তাঁহার রূপ প্রদর্শন করেন, যখন নদিয়াপ্রকাশ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় আমরা দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া নদিয়ার শরণাগত হই, তখন দেখিতে পাই, শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিতচরী করুণাই—নদিয়া। শ্রীগৌরসুন্দর যুগপৎ দুইটি রূপ ধারণ করিয়াছেন—একটি তাঁহার অনর্পিতচর করুণাবিগ্রহ—তদ্রূপবৈভব নদিয়া, আর একটি অনর্পিতচর প্রেমবিগ্রহ—নিজস্বরূপ। উরুপুরী মথুরা যেরূপ মধুরা, নদিয়াও সেইরূপ করুণা। যিনি একান্তভাবে এই করুণার আশ্রয় গ্রহণ করেন, "তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস"। জল হইতে যেরূপ তরলতা বিচ্ছিন্ন করা যায় না, গৌরহরির নদিয়া হইতেও সেইরূপ করুণাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

নদিয়াপ্রকাশ শ্রীল প্রভুপাদ গৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-রাসস্থল শ্রীবাসঅঙ্গনেও থাকেন, আবার অভিন্ন-শ্রীরাধাকুণ্ডতট শ্রীগোদ্রুমান্তির শ্রীচৈতন্যমঠেও থাকেন। নদিয়া-প্রকাশ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও শ্রীবাসঅঙ্গনে এবং অন্তরঙ্গগোষ্ঠালয় শ্রীগোদ্রুম বনে বা শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করেন।

গৌরবন্ধ-বিরহ-তিথি

তাঁহাদের বিরহ-তিথিই গৌরবন্ধ-বিরহ-তিথি। আমাদের দম্ভের গ্রাস হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য—তাঁহাদের কৃপা-ধারায় নিষ্কাত করাইবার জন্য এই তিথি-

বরার বৎসরের মধ্যে স্থূলদৃষ্টিতে একদিন প্রকাশ পাই হইলেও প্রতিমুহূর্ত্তে অকপট প্রণয় হৃদয়ে ইঁহার আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে হইবে। এই বিরহ-তিথির জন্য যতটা তীব্র অনুভূতি হইবে, ততটাই আমরা স্বরূপ-সিদ্ধির পথে চলিতে পারিব। যিনি সাঙ্কীর্ত্তনরাসে যোগদানের অধিকার দিতে পারেন, আমাদিগকে নিত্য-নদিয়াবাসী করাইয়া ব্রজবাসের যোগ্যতা দান করিতে পারেন, তাঁহারই পাদ-পদ্মের আশ্রিত হইতে হইলে প্রকৃতভাবে অপ্রাকৃত বিরহের সেবক হইতে হইবে। আমরা জড়সম্ভোগের বা জড়-সন্ন্যাসের, জড় ভোগের বা জড় ত্যাগের, জড়বিলাসের বা জড় বিরাগের সেবক নহি। তাই সমগ্র হৃদয়ের সহিত, সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত যাহাতে অকপটে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মের বিরহ প্রতিপলে, অনুপলে ও বিপলে অনুভব করিয়া তাঁহার সংকীর্ত্তন সেবাদ্যকর্ত্তার অনুধাবন, অনুসরণ, অনুগমন রূপ সেবা করিতে পারি, যাহাতে শ্রীল প্রভুপাদের দাসানুদাসগণের অকপট কৈঙ্কর্য্য, অনুকম্পা লাভ করিয়া সেই সেবা লাভ করিতে পারি, আপনারা এই পতিত পামর নির্ব্বীর্য্য জীবকীটকে সেইরূপ কৃপাশীর্ব্বাদ করুন।

'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের বক্তৃতা।

[শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহোৎসবে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপীঠে]

নামশ্রেষ্ঠং বহুনপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্ত প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

"শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন-মালা"

পরম-পাবন-মুহূর্ত্তে পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-প্রভুর অশেষ কৃপায় 'শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূনমালা' অপ্রাকৃত 'সৌরভে'র সহিত তাঁহার দ্বিতীয় বার্ষিক ব্রজ-বিরহ-তিথিতে আবির্ভূত হইলেন। এই মাত্র ঢাকা হইতে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু এই গ্রন্থটি লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই পদ্যপ্রসূনমালায় শ্রীল প্রভুপাদের ২৪টি পদ্য গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব ইহার 'সৌরভ' নামক ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ইহাতে সর্ব্বপ্রথমে 'মুরারিগুপ্তের করচা' বা 'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে'র শ্রীলপ্রভুপাদ-রচিত পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীহস্তলিখিত উক্ত পদ্যানুবাদের পাণ্ডুলিপির জীর্ণ ছিন্ন পত্রসমূহ হইতে উহা উদ্ধার করা হইয়াছে এবং এই গ্রন্থে উক্ত পাণ্ডুলিপির একটি ব্লক মুদ্রিত করিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। এই কবিতাটি শ্রীল প্রভুপাদের যৌবনকালের রচনা বলিয়া প্রকাশ। শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীসরস্বতীজয়শ্রী'র প্রুফলিপি দেখাইবার কালে এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রায় দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নামক একটি পদ্যাধ্যায়াত্মক বাঙ্গালা কাব্য রচনা করেন। ঐ রচনার সহিত আরও অনেকগুলি রচনা বর্ত্তমানে লুপ্ত।

আচার্য্যের অবদান

কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল প্রভুপাদের ব্রজ-বিরহ-তিথি উপলক্ষে যে সকল উপদেশ প্রদান করিলেন—শুধু আজ নহে, প্রত্যহ পুনঃ পুনঃ তিনি যে সকল কথা কীর্ত্তন করিতেছেন, তন্মধ্যে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যাবির্ভাব উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইতেছি। শ্রীল প্রভুপাদের বিরহের গীতি অর্থাৎ বিপ্রলম্ভময়ী সেবার কথা শ্রীল আচার্য্যদেবের জিহ্বা-প্রাঙ্গণে অনুক্ষণ নৃত্য করিতেছে; তথাপি আমাদের হৃদয় সম্ভোগের দাবাগ্নিতে সমাচ্ছন্ন! আমাদের হৃদয় এতদূর পাষাণ যে, শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে একটুকুও বিগলিত হইতেছে না!

বিগ্রহের স্বরূপ

'বিগ্রহ' ত্রিলিঙ্গটি প্রকৃতির ন্যায় কোন বস্তু বা মূর্ত্তি নহে। শ্রীল আচার্যদেব কেবল এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন যে,—"চৈতন্যের মূর্ত্তি। ভক্তি, কলহের ব্যাপার নহে, তাহা প্রাণের জিনিষ।" ব্রজবাসিগণের প্রাণ আছে, যাঁহারা ব্রজবাসীর অনুগত, তাঁহাদেরও প্রাণ আছে; তাঁহারা আমার ন্যায় মৃত বা শব নহেন।

"ব্রজবাসিগণ, প্রচারক-ঘন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তা'রা নহে শব।
প্রাণ আছে তা'র, সে হেতু প্রচার
প্রতিষ্ঠাশাহীন সুকলধ্বনি সব।"

'কীর্ত্তন'ই বিপ্রলম্ভ-সেবকের ধর্ম্ম

কৃষ্ণবিরহবিধুরের হৃদয়ই উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ অর্থাৎ উচ্চকীর্ত্তন। **সম্ভোগবাদীর নানা প্রকার ধর্ম্ম থাকিতে পারে; কিন্তু বিপ্রলম্ভের সেবকগণের "কীর্ত্তন" ব্যতীত আর কোনও ধর্ম্ম নাই।**

"শ্রীবিশ্বাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব।"

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের সত্তা। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন,—**"আমরা কিছু জগতে কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হইতে আসি নাই, আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর পিয়ন মাত্র।"**

'কলহতী ভক্তি' ব্রজবিরোধিনী চিত্তবৃত্তি

শ্রীল আচার্য্যদেবের বৈশিষ্ট্য এইস্থানে এই যে, তিনি শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয়-বিগ্রহরূপে 'কলহতী' ভক্তির (?) বা ভক্তির 'কাঠামো'র সমর্থন করেন না। কেহ শ্রীল প্রভুপাদকে বাহ্যতঃ মাষ্টারের মতবৎ করিতেছেন দেখিয়া বা শ্রীল প্রভুপাদের সহিত একঘরে বাস করিয়াছেন বলিয়া, এমন কি গুরুভ্রাতা হইবার পাণ্ডত্য করিতে পারিয়াছেন বলিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদিগকে "শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য" বলিতে প্রস্তুত নহেন। শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন, তিনিই শ্রীল প্রভুপাদের প্রকৃত শিষ্য, যিনি শ্রীল প্রভুপাদের শাসন সর্ব্বতোভাবে, আচার ও প্রচারে স্বীকার করেন, যিনি শ্রীল প্রভুপাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে প্রবেশ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রবর্ত্তন স্থাপন করিলেন আর আমি তাহা সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞার বিরোধিতা করিয়া—তাঁহার শাসন না মানিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি 'কলহতী ভক্তি' প্রদর্শন ও শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদকে মায়ার দাস্যের অর্থাৎ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের সার্টিফিকেটে পরিণত করিলাম—শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিলাম! শ্রীল প্রভুপাদ লক্ষ লক্ষ ন্যায়ন চিত্রক ব্যয় করিয়া কেবল এই কথাই বলিয়া গেলেন,—"শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিও না—জগতের সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া এই শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গা কার্য্য চলিতেছে, তোমরা তাহা করিও না—তোমরা গুরুকে বিক্রয় করিয়া, ভাগবতকে বিক্রয় করিয়া, বৈষ্ণবকে বিক্রয় করিয়া, শ্রীনামকে বিক্রয় করিয়া ধনজন-কামিনী-প্রতিষ্ঠার অর্থাৎ প্রভুত্বের লালসা করিও না"; কিন্তু আমরা তাহাই করিতে বসিয়াছি! আমরা বলিতেছি,—"গুরুদেব ছিলেন কোন জাতি-বিশেষ, তিনি ছিলেন বিষয়ী, 'আমার প্রাণের হুজুর' (!), আর আমি ছিলাম, তাঁহার একচেটিয়া নিয়ামক, পরিচালক!" এইরূপ চিত্তবৃত্তিই ব্রজবিরোধী দৈত্য। এইরূপ চিত্তবৃত্তি থাকিতে শ্রীল প্রভুপাদের ব্রজবিজয়ের অনুসন্ধান হয় না।

তোষামোদকারী গুরু বা প্রচারক নহেন

এখন সে আমল চলিয়া গিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-মন্দাকিনীর অপাশ্রিতভাবে ফল্গুনদীর ন্যায় একটা স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছিল যে, যিনি যত প্রশংসা ও সার্টিফিকেটের স্তূপ সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তিনি ততটা শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় ও সেবক বলিয়া প্রমাণিত; কিন্তু আচার্য্যদেব সেই পূতিগন্ধপূর্ণ বিষাক্ত স্রোতঃকে সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সেই বাণী—"তোষামোদকারী গুরু বা প্রচারক নহেন"—ইহারই যেন মূর্ত্তবিগ্রহরূপে শ্রীল আচার্য্যদেবের অবতার। শ্রীল আচার্য্যদেব কখনই এইরূপ কোনও বঞ্চনা ও ছলনাময়ী যুক্তির দ্বারা দুঃসঙ্গকে সমর্থন করেন না যে,—যেহেতু শ্রীল প্রভুপাদ কাহাকেও বিতাড়িত করেন নাই বা প্রশংসা-পত্র প্রদান করিতে ত্রুটি করেন নাই, সেই হেতু সেই ব্যক্তির অসদাচারগুলি শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক সমর্থিত! যাঁহারা ঐরূপ

যুক্তি প্রদান করিয়া অসদাচারকে সংরক্ষণ করিতে চাহেন, তাঁহারা শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের মূল কথাটিকেই অস্বীকার করেন।

জীবের পতন-কারণ

শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাশক্তিজাত জীব যখনই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করে, তখনই সে ভ্রষ্ট ও পতিত হয়; এজন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ও তদনুগমনে শ্রীল প্রভুপাদ শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া সমস্বরে বলেন যে,—স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকারী জীবন্মুক্তেরও পতন ঘটিয়া থাকে, সাধারণ জীবের কা কথা, নতুবা পনের ষোল বৎসর যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদের ভোগরন্ধনাদি-কার্য্য ও সর্ব্বক্ষণ বহু দৈহিক সেবার অভিনয় দেখাইয়াও মোলকের আশ্রয়ে প্রবেশ করিবার প্রবৃত্তি হয় কেন? ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তরে ব্রজ-বিরোধী চিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত থাকিলে বহু সেবার অভিনয় করিয়াও আমরা বঞ্চিত হই। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের অনেকেই শ্রীনিত্যানন্দ, কেহ শ্রীঅদ্বৈত, কেহ বা কোন আচার্য্য-বংশের সার্টিফিকেট দেখাইয়া নিজেদের বৈষ্ণবতার প্রমাণ করিতে চাহেন,—বাহিরে যতই অনাচারী, অবৈধ যোষিৎসঙ্গী, যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গী, কৃষ্ণবিষয়ভোগী, শ্রীনিত্যানন্দ-পাদপদ্মে জাতিবুদ্ধিকারী বা বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর আচরণ থাকুক না কেন; তদ্রূপ যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের "সার্টিফিকেট"র (?) দোহাই দিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও সিদ্ধান্তানুযায়ী আচার-প্রচারকে ধ্বংস করিতে চাহেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি বিপ্রলম্ভবিরোধিনী বা ব্রজ-বিরোধিনী আসুরিক চিত্তবৃত্তি। মাথুরবিরহকাতর ব্রজ-বাসিগণে অকপট আত্মেন্দ্রিয়ময়ী প্রতিষ্ঠাশীলা সেবার চিত্তবৃত্তি সম্প্রকাশিতা। শ্রীল আচার্য্যদেবে এই চিত্তবৃত্তি পরিপূর্ণ-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়,—মৎসর উলূক-সম্প্রদায় এই সত্যালোক দেখিতে পারুক আর না-ই পারুক।

আচার্য্যের অনন্তাপেক্ষিত্ব

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন সে আমল চলিয়া গিয়াছে। তুমি কিছু সেবার অভিনয় করিয়া কিংবা মাসিক চাঁদা, কিছু খাদ্যদ্রব্য, কিংবা দুই চারি মন তণ্ডুল প্রদান করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গকে উদ্ধার করিয়া দিয়াছ, তাঁহাদিগের মস্তক ক্রয় করিয়া ফেলিয়াছ বা তাঁহাদের সত্যবাণী-কীর্ত্তনের মুখ বন্ধ করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছ—এইরূপ কোন বিচারের বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় শ্রীল আচার্য্যদেব প্রদান করিতে প্রস্তুত নহেন। কেহই তাঁহার বিশেষ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই। তিনি নিষ্কপটে শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা করেন ও যতক্ষণ সেবা করেন, ততক্ষণই তিনি তাঁহার আদরের বস্তু। শুদ্ধভোগী সম্প্রদায়ের ন্যায় "মিশনের নামে ভিক্ষা করিয়া তোমরা কিছু ভাগ রাখিও, আর আমাকে কিছু ভাগ দিও"—এইরূপ ভাগ-বাটোয়ারার বন্দোবস্ত এখানে নাই। ইহাকে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করিবার প্রাণপাত চেষ্টাই শ্রীল আচার্য্যদেবের সত্তা। তোমরা তোমাদের প্রাকৃত কল্পনার দ্বারা মিশনকে সাহায্য করিও, সেজন্য তোমাদের বহির্মুখ আত্মীয়স্বজনকে গোপনে stipend (ভাতা বা শুল্ক) প্রদান করা যাইবে, কেবল বাহিরে লোককে জানিতে দেওয়া হইবে না—এইরূপ অন্যাভিলাষিতাকে সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের আচার্য্যলীলার প্রকাশ। তাঁহার আচার্য্যলীলায় আমার ন্যায় অনেক চোরা-চোরার কয় ছটাক কয় কাঁচ্চা ওজন, তাহার পরিমাপ হইয়া যাইতেছে; চোরা চোরা ও বঞ্চকভাবাপন্নগুলির যাহা জীবিকানির্ব্বাহের আবরণ উন্মুক্ত হইতেছে। এই আচার্য্যলীলার এতটা কৃপা! তিনি কাহারও মুখ রাখিয়া কথা বলেন না। তিনি মিশনের প্রত্যেক সেবকের ও সেবকের অভিনয়-কারীর চিত্তবৃত্তি ধরিতে পারেন। এজন্যই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আচার্য্যত্ব। যদিও আমরা মনে করিতেছি, কোন ব্যক্তি খুব সেবা করিতেছেন, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, রাত্রি নাই, দিন নাই, বিরূপ সেবা-তৎপরতা; কিন্তু এরূপ কোন কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ইহার মত কপট ও সেবাবিরোধী চিত্তবৃত্তি খুব কমই আছে। ইহা পরিমাপ করিবার অধিতীয় শক্তি আছে বলিয়াই শত-সহস্র দুর্ব্বলতা লইয়াও শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্মের নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইতেছি।

প্রকৃত বিরহের পরিচয় কি?

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে সর্ব্বাপেক্ষা বিরহী কে? শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তির নিকট আসিয়া হাত খুব বক্ষে করাঘাত করিলাম, হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, চক্ষু দিয়া জলের প্রস্রবণ প্রবাহিত করিলাম—ইহাই কি

শ্রীল প্রভুপাদের জন্য বিরহ? গুরুভোগি-সম্প্রদায়ে এইরূপ কপটতাময় বিরহ-বেদনার অভাব নাই; ইহা বিরহ নহে, পূর্ণ সম্ভোগপিপাসা। শ্রীল প্রভুপাদ প্রকট থাকিলে আরও কত ঘরবাড়ী দালান করিয়া লইতে পারিতাম, তাঁহার বিত্তে ভোগ করিতে পারিতাম, সেই আলগ্রাফটিকে দিয়া কত বাগান ভাঙ্গিয়া খাইতে পারিতাম, হায় হায়, তাহা হইতেছে না' এরূপ কতই না দুঃখ, কতই না বক্ষে করাঘাত, কতই না নয়নের জলে বয়ান ভাসান'! যেমন পত্নী পতির বিয়োগে, মাতা পুত্রের বিয়োগে, বা পতি পত্নীর বিয়োগে বা পুত্র মাতাপিতার বিয়োগে বিরহের অভিনয় প্রদর্শন করেন। সেই বিরহের অভিনয়ের অন্তরে "হায়! হায়! আমরা ভোগ করিতে পারিলাম না!" এইরূপ সম্ভোগপিপাসার আবেদনিবি।

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ যাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা তীব্রতমভাবে অনুভূত হইয়াছে, তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারেন নাই, তিনি শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-স্মৃতি-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য—শ্রীল প্রভুপাদের নিষ্কপট-সেবক-সম্প্রদায়কে ভাবী ও বর্ত্তমান বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিপদ্ভঞ্জন আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

আচার্য্যত্বের গুরুত্ব

আচার্য্য হওয়া মুখের কথা নহে। আমরা মনে করি, "আচার্য্য হওয়া না জানি কত সুখের! উচ্চ আসনে বসিয়া সকলের প্রণতিদান গ্রহণ করা যায়, উত্তম উত্তম দ্রব্য ভেট পাওয়া যায়, বহুলোকের সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রতি লাভ করা যায়, সকলের উপর প্রভুত্ব করা যায়, বৈষ্ণবগণের প্রভু হওয়া যায়, আমি গুরু, আর সকলে আমার শিষ্য অর্থাৎ লঘু—এই অভিমানে সুখে থাকা যায়, কিরূপ স্ফূর্ত্তির জীবন!" এরূপ যাত্রার দলের আচার্য্য গুরুভোগি-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন; আচার থাকুক আর না-ই থাকুক, মেকিতে খুব লম্বা-চওড়া হইলেই হইল, পেট মোটা থাকিলেই হইল, গলা-বাজি করিতে পারিলেই হইল। শুনা যায়, কেহ কেহ নাকি আদালতে পর্য্যন্ত বলিয়াছেন,—"শ্রীল প্রভুপাদ প্রকট থাকিতে আমি বহু স্ত্রীলোককে হরিনাম (?) দিয়াছি, কাজেই শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা আমিই আচার্য্যরূপে সমর্থিত হইয়াছি!" সেদিন কলিকাতার কোন বিচারালয়ে এক সন্ন্যাসি-ব্রুব বাঙ্গালী বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদ 'পরিব্রাজকাচার্য্য' উপাধি দিয়াছিলেন; সুতরাং তিনিই অবিসংবাদিত আচার্য্য! এইরূপ, শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা যাহারা যাদোমাতিয়া যাইবার চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট, তাহারাই যাহার দলের সম্ভোগবাদীয় আচার্য্য (?)। ইহাদের শ্রীল প্রভুপাদের জন্য বিরহ নাই, কেবল সম্ভোগবাদের জন্য বিরহ ও অশ্রু প্রদর্শনী!

আচার্য্যের পরদুঃখদুঃখিত্ব ও কৃপাসুবিত্ব

আজ কে আমাদিগকে সেই সম্ভোগবাদের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় স্রোতঃ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন? শ্রীল প্রভুপাদের যে-সকল বীর্য্যবতী বাণী আমরা ভুলিয়া যাইতেছিলাম, কে-ই বা শ্রীল প্রভুপাদের নিকপট অনুগত সম্প্রদায়ের নিকট তাহা পুনরায় স্মৃতিপথে জাগাইয়া দিতেছেন? কে আমাদের একটানা নিশ্চিন্ত জীবন-প্রবাহের গতি ফিরাইয়া আমাদের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের নিষ্কপট সেবার জন্য একটা আত্তিময়ী ভাবনার স্রোতঃ প্রবাহিত করিয়া দিতেছেন? কে আজ আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিতেছেন, আমাদিগকে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নিকট অকপট হইতে হইবে? কে আজ জানাইতেছেন, যাঁহারা গুরুসেবার জন্য অকপটে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন ও সর্ব্বাত্মনিবেদন করিয়াও 'কিছুই গুরু-সেবা করিতে পারিতেছি না' এইরূপ আর্ত্তির সহিত অহৈতুক প্রবলোৎসাহে ক্রমবর্দ্ধমান গুরুসেবায় অভিনিবিষ্ট থাকেন, তাঁহারা জগতের নিকট লাঞ্ছিত ও জগতের বিচারে বঞ্চিত হইলেও তাঁহারাই প্রকৃত লাভবান্?

'সেবা' ও আত্মবঞ্চনা

কে আজ আমাদিগকে জানাইয়াছেন, গুরুদেবের নিকট হইতে—কৃষ্ণের নিকট হইতে বিষয় আদায় করা, আত্ম-সুবিধাবাদ সোহন করার নাম জয়ী হওয়া নহে, আর সর্ব্বস্ব সমর্পণ করার নাম বঞ্চিত হওয়া নহে; পরন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হরি-গুরু-বৈষ্ণব যদি যথার্থ-কাম-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়া কৃপাপ্রেম দান না করেন, তবেই আমাদিগের প্রতি তাহা তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বঞ্চনা। কে আজ গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক সেবকের নিকট নিজের আচার-প্রচারময় জীবন প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন, —"প্রকৃত আত্মমঙ্গল চিন্তা কর। 'সেবা' জিনিষটি sta-

tic বা stagnant নহে, তাহা dynamic, ক্রমবর্দ্ধমানা প্রগতিশীলা; বাহিরের দৈহিক activity সেবা নহে, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য activity বা উৎসাহ সেবা বা সেবোৎসাহ নহে, চেতনের activityর নামই সেবা। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পূর্ণানুগত্যে শরণাগতির পথে তাঁহাদের বাণী-শ্রবণ-কীর্ত্তনময়-মনোহভীষ্ট-পরিপূর্ত্তি-চেষ্টার নাম—সেবা।" গুরুসেবা কেবল mechanical (যন্ত্রচালিতবৎ কৃত্রিম) হইয়া পড়িতেছে। আমরা পঙ্গুত্ব, জাড্য, বিস্মৃতি ও দ্বিতীয়াভিনিবেশে অত্যন্ত অভিনিবিষ্ট, দেহাত্মবোধে ওত-প্রোতভাবে ব্যাধি-রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছি দেখিয়া একমাত্র যাঁহার প্রাণ সত্য সত্য কাঁদিয়াছে, তিনিই শ্রীল প্রভুপাদের বিরহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরহী—তিনিই শ্রীল আচার্য্যদেব।

"আমার ভণ্ডামী!"

কিন্তু এরূপ অপূর্ব্ব সৌভাগ্য ও সুযোগ লাভ করিয়াও আমার কি দুর্দ্দৈব! আমি শ্রীল আচার্য্যদেবের সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের কোন প্রকার সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত নহি। মাথুরবিরহকাতর ব্রজবাসীর সেবা করিবার পরিবর্ত্তে স্বজনাখ্যদস্যু—যাহারা প্রতিমুহূর্ত্তে আমার অমূল্য সম্পৎকে লুণ্ঠন করিয়া লইতেছে, তাহাদিগকে বান্ধব-জ্ঞানে তাহাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছি! আমার হৃদয় পাষাণ হইতেও পাষাণ হইয়াছে! অতএব প্রভুপাদের বিরহের কথা কেবল আমার মৌখিকতা—ভণ্ডামী মাত্র।

প্রভুপাদের শিক্ষা কোথায় পাই?

গত রাত্রের অধিবেশনে শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব প্রভু তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্য-ব্যতীত আমাদের শ্রীল প্রভুপাদের 'সেবা হইবে না, আমাদের উচ্চারিত নামাক্ষরগুলি 'হরিনাম' হইবে না। আমি তখন মনে করিলাম, ইহা ভক্তিবান্ধব প্রভুর ব্যক্তিগত কাল্পনিক মতবাদ, গোঁড়ামী বা ভাবোচ্ছ্বাস। আমার মত চিত্তবৃত্তি যে, জগতে নাই, এইরূপও মনে করিতে পারি না। কিন্তু যদি একটু ভাবিয়া দেখি, বুকে হাত দিয়া নিজের অন্তঃকরণকে জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে কি গৌড়ীয়-মিশনের প্রত্যেক আত্মবঞ্চনকামী ব্যক্তি ইহা উপলব্ধি করিবেন না যে, কে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত আমাদিগের নিত্য-মঙ্গলের জন্য ভাসিয়াছেন? কেই বা আমাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সমচিত্তবৃত্তি হইয়া আত্মমঙ্গলের পথে চলিবার প্রেরণা নানা ইঙ্গিতের মধ্যে প্রদান করিয়াছেন? আমরা ত' একটানা জীবন-প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছিলাম, কে আমাদিগকে সেবার হিসাব-নিকাশ বা আত্মপরীক্ষা করিবার প্রেরণা প্রদান করিয়াছেন? কেই বা কামারকে ইস্পাত ফাঁকি না দিয়া, শ্রীল প্রভুপাদের সহিত অপবলিস্বৃত্তি বা পঞ্চানীতির সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া তাঁহার অকপট সেবক হইতে নানাভাবে আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন? কেই বা নানাপ্রকার রহস্যময় সমালোচনার মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শকে আচারে ও প্রচারে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়াছেন? কেই বা "দুদিন চলিয়া যাইতেছে, আকাশ মেঘ-মেদুর হইয়া আসিতেছে, এই প্রথম ঘণ্টা বাজিল, এই দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজিল, ঐই ধূমায়িত অবস্থা, এই সাজান' তাদের ঘর ভাঙ্গিল, এই ছাউই বাজী নিবিয়া গেল, এই ট্রেণ চলিয়া গেল, এই লাল-বাতি জ্বলিল"—এই সকল কথা বলিয়া নানা ইঙ্গিতে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছিলেন? কেই বা শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেই তাঁহার বঞ্চনালীলার কথা—তাঁহার শ্রীরূপানুগ-সিদ্ধান্ত-বৈশিষ্ট্যের কথা—শ্রীভক্তিবিনোদধারার বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন?

আচার্য্যের আনুগত্যের একান্ত প্রয়োজনীয়তা

নিজে নিজে হরিভজন হইতে পারে না, আমরা কেহই এতটা মূর্খ হইয়া পড়ি নাই যে, শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি আরোপিত আনুগত্য দেখিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিতে পারিব। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেই তাঁহার সাক্ষাৎ শাসন ও নিয়মনের মধ্যে থাকিয়াও—তাঁহার অনর্গল হরিকথা-স্রোতের মধ্যে থাকিবার সুযোগ লাভ করিয়াও তাঁহার আনুগত্য করি নাই, তাঁহার আচার ও প্রচার পালন করি নাই, আর আজ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরে এই কামক্রোধাদি নক্র-মকর-পরিবেষ্টিত ভবসমুদ্রে পতিত হইয়া নিজাপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের পাদপদ্মছেলার আশ্রয়-ব্যতীত কেবল আরোপিত গুরু-ভক্তির (?) দ্বারা ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইব? যদি তাহাই সম্ভব হইত, তবে গুরু-কর্ণধারের প্রয়োজনীয়তাই বা কি? ভগবান্ ত' সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আমাদের সহিতই আছেন। গুরু-কর্ণধারের আশ্রয়

না করিয়া সেই ভগবানে আরোপিত ভক্তির (?) দ্বারাই ত' আমার সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইতে পারে। তাহা কখনও হয় না; এজন্যই মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদের আবশ্যকতা। তাঁহাদের হৃদয়েই শ্রীল প্রভুপাদের বিরহের বেদনার যথার্থ অনুভব হইয়াছে, তাঁহারা এই দুর্দিনে শ্রীল আচার্যদেবের অনুগামী হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

নিত্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ

আনুগত্যই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের আনুগত্য-ব্যতীত নিত্যপরতা কেবল কর্ম্মকাণ্ডমাত্র। নিজে নিজে সাধন-ভজন হয় না। অনেকবার দেখিয়াছি, কতকগুলি শব্দ করিলাম, সে সঙ্গে থাকে না, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাইতে হয়। কিন্তু যখন আমা হইতে কোন শ্রেষ্ঠ ও অনর্থ বৈষ্ণবের নিকট উপস্থিত হই, কর্ণপুটে তাঁহার শক্তিসঞ্চারিণী বাণীর সেবা করি, তখন আমার অজ্ঞাতসারে, অনায়াসে চির অভ্যস্তপূর্ব্ব বলে বলীয়ান হইয়া উঠে, আমাকে এক নূতন রাজ্যে লইয়া যায়। শ্রীল আচার্যদেবের পাদপদ্মে উপস্থিত হইলে, তাঁহার বাণী শ্রবণ করিলে, এই বিশ্বাসটি এত দৃঢ় হয় যে, শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মই একমাত্র বাস্তব সত্য, আর সব কল্পনাময়; আর জগতের সঙ্গে মিশিলে বা আমার ন্যায় দুর্ব্বল সাধকের সঙ্গমাত্র করিলে মনে হয়, দেহাত্মবোধই একমাত্র সত্য বা হরিজন একটা পোষাকী বা লোকদেখান' কার্য্য-বিশেষ। নিত্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ-ব্যতীত কখনও আমাদের মঙ্গল-লাভ হইতে পারে না। যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তি-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভীর্ণ, দুর্দ্দান্ত, অবাধ্য বা নকল-নবীশ ছাত্র হইয়া বৎসরতা-বশতঃ শ্রীল আচার্য্য-দেবকে সঙ্কীর্ণ-মাত্র মনে করেন অর্থাৎ 'আমাদেরই সমপাঠী তিনি, কিরূপে আমাদের অপেক্ষা উচ্চাধিকারী হইবেন?'—এইরূপ বিচার করেন, তাঁহারা কোনদিন শ্রীরূপের "সাধো সঙ্গঃ স্বর্গতোধরে" উক্তি-অনুসারে নিত্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ করিতে পারিবেন না, শ্রেষ্ঠ সাধুকে দেখিয়াও দেখিতে পারিবেন না, তাঁহারা ভক্তি-রাজ্য হইতে নিশ্চয়ই বিচ্যুত হইয়াছেন।

আনুগত্য ও প্রভুত্বের কামনা

প্রত্যেক আচার্য্যের তিরোভাবের পর এইরূপ একটি বিপদ্ আসে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটলীলার পর শ্রীভক্তিবিনোদানুকম্পিতজন যত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদকে সতীর্থ ও তাঁহাদের সহিত সমান মনে করিয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা হইতে বিচ্যুত ও বঞ্চিত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব-সত্ত্বেও তাঁহারা অপরাধ-পঙ্ক হইতে রক্ষিত হইতে পারেন নাই। দুর্ভাগ্যের ইহাই লক্ষণ। দুঃখের বিষয়, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তাঁহার অকপট অনুকম্পিত শতকরা শতজনই শ্রীল আচার্য্য-দেবের আনুগত্য হৃদয়ের সহিত স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু আমি আনুগত্যের ছলনা করিয়াও তাঁহার সংকীর্ত্তনযজ্ঞের সহায়তা করিতেছি না। এতটা দেহাত্মবোধ, আরাম-প্রিয়তা, লাভ, বিত্তৈষণা, নিরুৎসাহ, স্ত্রীপুত্রাভিনিবেশ ও জড়াসক্তি আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে! এই বিপদ্ হইতে আমাকে কে উদ্ধার করিবে? শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে, শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্মে গলবস্ত্রকৃতাঞ্জলি হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে এই দুঃখের কথা নিবেদন করা ব্যতীত ত' আমার নিজের চেষ্টায় আমি কিছুই করিতে পারিতেছি না। হায় হায়! কি বিপদ্! কোথায়, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতিতে শুনিলাম, কতবার শুক পক্ষীর ন্যায় তাহা আবৃত্তি করিয়া গাহিলাম—

"গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিকপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হ'তে মাগিব বিশ্রাম॥"

—কিন্তু বৈষ্ণবের নিকট 'কৃতাঞ্জলি' হইবার পরিবর্ত্তে বৈষ্ণবকে কৃতাঞ্জলি করাইতে চাহি, বৈষ্ণবের প্রভু হইতে চাহি! এজন্যই 'জগতে আমা হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব নাই'—এই দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছে; তাই সংসার-অনল হইতে বিশ্রাম লাভ করিতে পারিতেছি না—সংসার-দাবাগ্নির তীব্রতম শিখা সাৎসর্য্য আমাকে গ্রাস করিয়াছে! ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের ব্রজবিরহ-বিরোধিনী চিত্তবৃত্তি।

জগৎ ও ব্রজ

শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন যে, এক 'আমা' শব্দেরই দুইটি বিপরীত অর্থ—একটি 'বস্তু', আর একটি 'ছায়া'—

একটি 'অসুর', আর একটি 'দেবতা'। 'জগৎ ও ব্রজ' দুইটি ভিন্ন শব্দ হইলেও দুইটি শব্দেরই ধাতুর অর্থ—এক অর্থাৎ যে গম্ ধাতু হইতে 'জগৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই গম্ ধাতুর অর্থ—'গতি', আর যে 'ব্রজ্' ধাতু হইতে 'ব্রজ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই 'ব্রজ্' ধাতুর অর্থও—'গতি'। তবে ব্রজে ও জগতে তফাৎ কোথায়? ব্রজ-বিজয় ও জগদ্বিজয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? জগতে চলিতে চলিতে পঙ্গুত্ব লাভ হয়, জগতের পথে চলিতে চলিতে নরকস্থপে নিমজ্জিত হইতে হয়, ইহাই জগতের শেষ সীমা। আর ব্রজে চলিতে চলিতে নিত্য-নবনবায়মান গতিশীলতা লাভ হয়—তথায় ক্রমবর্দ্ধমানা প্রগতি। ব্রজের পথে চলিতে চলিতে রাধাকুণ্ডে সর্ব্বাত্মস্নপন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের অকপট আনুগত্যে শ্রীল প্রভুপাদের ব্রজ-বিজয়ানুসন্ধান করিতে শিখিলে সেই রাধাকুণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়।

শরণাগতি-শিক্ষা

শ্রীল আচার্য্যদেবের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি একমাত্র শরণাগতির শিক্ষক। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলার পর বৈষ্ণব-নির্য্যাতনের জন্য কি প্রণালীবদ্ধ অভিচার-ব্রতই না আরব্ধ হইয়াছে! সর্ব্বপ্রকার সহায়-সম্বল হইতে বিচ্যুত করিয়া বৈষ্ণবগণকে ধ্বংস করিবার যে চিত্তবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির পূর্ব্ব পূর্ব্ব আসুরিক চিত্তবৃত্তির উদাহরণগুলিকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে, অহিন্দু, পাষণ্ডী-হিন্দু, প্রাকৃত-সহজিয়া, মায়াবাদী প্রভৃতির বিরোধ-চেষ্টা ঐ বৈষ্ণব-ধ্বংস-চেষ্টা-কারিণী চিত্তবৃত্তির নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই অমানুষিক বিপদে শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগকে কি শিক্ষা দিয়াছেন? তাঁহার একমাত্র অভয়-বাণী—শরণাগত হও। শকটাসুর কৃষ্ণকে পিষিয়া ফেলিয়াছে মনে হইলেও, বাৎসল্যরসবিগ্রহ নন্দযশোদা কৃষ্ণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করিলেও সেখানেই কৃষ্ণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণের বিনাশ নাই, শরণাগত ভক্তের বিনাশ নাই—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি", মৎসরতা কখনও জয়ী হইতে পারে না, শরণাগতিই বিজয়ী হয়।

মৎসরগণ জগৎকে সম্বল করিয়া জগতের হোম্‌রা-চোম্‌রা লোক, জগতের ধনদৌলত, সহায়-সম্বল, বুদ্ধি, কৌশল, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র, গায়ের জোর, ঘুষ, পান, স্ত্রী, সুরা, জাতরূপ, এমন কি, স্বয়ং কলিরাজকে হাত করিয়া, শত শত শকুনীর দ্বারা পাশার চাল চালিয়া, শত অভ্রভেদী নির্ম্মাণ করিয়া—যত ইচ্ছা হয়, বৈষ্ণব-নির্য্যাতনের চেষ্টা করুক। ইহার দ্বারা আমাদের হরিভজনের সুযোগই হইতেছে। আমরা শ্রীল আচার্য্যদেবের শিক্ষানুসারে জগতের পথে না চলিয়া শরণাগতির পথে চলিব। তাহারা খুব জগতের পথে চলুক, খুব জগতের সহায়-সম্বলকে বিশ্বাস করুক, আমরা এই সুযোগে আচার্য্যদেবের আনুগত্যে খুব হরিভজন করিয়া লই, শ্রীল আচার্য্য-দেবের আদর্শে একমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে শরণাগতিকেই বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করি; দেখিবেন, মৎসরতারই ধ্বংস হইয়াছে, আর শরণাগতি বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছে।

চট্টগ্রামে শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তি প্রচার

চট্টগ্রামে শ্রীশ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তি-প্রচারকগণের প্রচারের ফলে তৎপ্রদেশে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ইহা বড়ই আশার বিষয়। শ্রোতৃবৃন্দের নীরবতা ও উদাসীনতা প্রগতির লক্ষণ নহে। বিরোধিতা বরং ভাল, তথাপি উদাসীনতা বা তথাকথিত নিরপেক্ষতা ভাল নহে। বিরোধিতায় প্রাণ আছে, চেতনের একটা স্পন্দন আছে। এজন্য সর্ব্বাগ্রে আমরা চট্টগ্রামবাসী সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনবৃন্দকে অভিনন্দিত করিতেছি।

যে চিন্তাস্রোতঃ ব্যাপক সংক্রামক মহামারীর ন্যায় সমগ্র বহির্ম্মুখ জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, সেই চিন্তাস্রোতঃ চট্টগ্রামে প্রকাশিত দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কথা নাই। কএকদিবস হইল চট্টগ্রাম "শ্রীশ্রীশিবানন্দ"

নামক এক স্থান হইতে একখানি প্রচার-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং গত ১ই ডিসেম্বরের (১৯৩৮) 'গাকরন্ধু' নামক স্থানীয়সংবাদ-পত্রেও কতগুলি কথা প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ কথার সারমর্ম্ম এই যে, 'যত মত তত পথ'ই একমাত্র মত বা পথ। ইহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তসমূহ গোঁড়ামী মাত্র;—তাহা যদি ব্যাসের সিদ্ধান্তই হউক, বাল্মীকির সিদ্ধান্তই হউক, বেদের সিদ্ধান্তই হউক, গীতার সিদ্ধান্তই হউক, আর শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তই হউক!

এই মতবাদের সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা একটা অত্যন্ত মোটা কথা সুধীগণের নিকট নিবেদন করিতে চাহি। 'যত মত তত পথ'এর প্রতিজ্ঞা যদি ইহাই হয় যে, সকল মতই সমান, সকল পথই সমান বা সকল মত ও পথের প্রাপ্য বস্তুই এক, তবে 'যত মত তত পথ' এই মতবাদের বিরুদ্ধ মতের কোন প্রকার প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিলে 'যত মত তত পথ' মতের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া পড়ে না কি? যাঁহারা বলেন, সকল মতই সমান, তাঁহারা কি করিয়া বলিতে পারেন—'যত মত তত পথই' একমাত্র মত বা সিদ্ধান্ত? তখনই তাঁহারা "যত মত তত পথ" মতবাদকে "অদ্বিতীয় সিদ্ধান্ত" বলিতে যাইবেন, তখনই তাঁহারা নিজ যুক্তির দ্বারাই নিজেরা প্রতিহত হইয়া পড়িবেন অর্থাৎ তাঁহারাই যে গোঁড়ামী ও স্বকপোল-কল্পনার আশ্রয় করিয়াছেন—ইহাই প্রমাণিত হইবে।

চট্টগ্রামের "শ্রীশ্রীশিবালয়" হইতে প্রকাশিত 'জীবের মুক্তি সম্বন্ধে সমন্বয়-বার্ত্তা'র মধ্যে 'অধ্যাত্ম-রামায়ণ', 'শিব-পুরাণ' 'মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র', 'গুরুগীতা', 'শ্রীমদ্ভাগবত' ও 'বৃহন্নারদীয় পুরাণে'র বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে যে, রামোপাসক রামকে, গঙ্গার উপাসক গঙ্গাকে, কালীর উপাসক কালীকে, শিবের উপাসক শিবকে, গুরুভক্ত গুরুকে, হরিভক্ত হরিকে ও প্রত্যেকে স্ব-স্ব মতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ইহা দেখাইয়া উক্ত প্রচার-পত্রে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, এইজন্যই যেন যুগাবতার • • • সর্ব্বপ্রকার সাধনার সিদ্ধি লাভ করিয়া জীবের নিকট প্রচার করিয়া গেলেন—"যত মত তত পথ"।

সংস্কৃত শ্লোকে বা কোন শাস্ত্রে—"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।," "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" প্রভৃতি বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম-স্তোত্রের অনুকরণে মাতাপিতার অষ্টোত্তরশতনাম-স্তোত্র, এমন কি, টাকার অষ্টোত্তরশতনাম-স্তোত্র পর্য্যন্ত সংস্কৃত ছন্দে প্রচারিত হইয়াছে। যদ্দ, বার বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার কোন কোন চলচ্চিত্র-গৃহে 'টাকার মাহাত্ম্য' শীর্ষক একটি অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল, উহাতে 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ'—এই শ্লোকের অনুকরণে টাকাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য বস্তু রূপে স্থাপন করিয়া 'টাকা' দেবতার অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়। পরবর্ত্তি-কালে এই সকল শ্লোক হয়ত কাঞ্চনদেবতার উপাসকগণের একমাত্র প্রমাণ হইবে যে, যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে বা শ্রীগীতায় কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে, তদ্রূপ কোন পুরাণ বা তন্ত্রবিশেষে টাকার অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; অতএব কৃষ্ণের ভজন ও টাকার ভজনের দ্বারা একই বস্তু লাভ হইবে; কারণ "যত মত তত পথ"! এই মতবাদানুসারে কেবল যে প্রাচীন মতগুলিই পথ হইবে, তাহা নহে; পরবর্ত্তি-কালেও যত নূতন নূতন মত প্রকাশিত হইবে, তাহাও এক একটি মত বা পথ বলিয়া স্বীকৃত হইবে। কেবল যে পদব্রজে বা প্রাচীনকালীয় নৌকা-পথে কালীঘাটে যাওয়া যায়, তাহা নহে, পরবর্ত্তি কালে আবিষ্কৃত বাস, ট্রাম এবং অতি আধুনিক এরোপ্লেনেও কালীঘাটে পৌঁছান যায়, ইহাই 'যত মত তত পথ'মতবাদের প্রচার্য্য বিষয়।

এই 'যত মত তত পথ'এর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত বলিয়াছেন,—

"Bread! Bread! I do not believe in a God, who cannot give me bread here, giving eternal bliss in Heaven!"

('Swami Vivekananda, the Socialist'
By Dr. Bhupendra Nath Dutt
P. 10.)

—এই উক্তি অনুসারে 'Bread' বা রুটিই পরমেশ্বর •, অতএব পরব্রহ্মের উপাসনা ও রুটির উপাসনায় একই

• একদিন উপনিষদের বিরোধিতা ও প্রচার করিয়াছিল—অবশ্য কোথায় ব্রহ্ম।

ফল লাভ হয়, কারণ, 'যত মত তত পথ'। এই মতের সমর্থক আরও বলিয়াছেন যে 'বেদান্তের আলোচনা অপেক্ষা ফুটবল খেলার মধ্য দিয়া ভগবান্‌কে আরও অতি সহজে পাওয়া যায়।' 'যত মত তত পথ'এর শিক্ষায় দীক্ষিত হইলে বলিতে হইবে— ফুটবল খেলা'র মধ্য দিয়া ভগবান্‌কে সহজে পাওয়া যাউক আর না যাউক, অন্ততঃ বেদান্তাধ্যয়ন ও ফুটবল খেলা— এই দুই সাধনের একই সাধ্য বা ফল।

তন্ত্রে প্রচারিত আছে—

"পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পতন্তি ভূতলে
পুনরুত্থায় বৈ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।"

অর্থাৎ মদ্য পান করিতে করিতে পড়িয়া যাও, উঠিয়া পুনরায় পান কর, এইরূপ করিলে আর পুনর্জন্ম হইবে না।

উপরি-উক্ত শাস্ত্র-বাক্যে যে মুক্তির সাধন-বার্ত্তা আছে, অর্থাৎ মদ্যপানরূপ সাধনে যে মুক্তি-ফল লাভ হয়, তৎসহিত 'যত মত তত পথ' মতবাদীর মতে পরব্রহ্মের উপাসনার ফল—'এক'!

প্রত্যেক দোকানদারই নিজের দোকানের জিনিষ 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' বলিয়া প্রচার করেন ও তজ্জন্য প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত মতভেদ করিতে বাধ্য হন বলিয়া কি ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে, কোন দোকানেই বা পৃথিবীর কোনস্থানেই 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' কোন বস্তু নাই, সকল বস্তুই সমান? যে দোকানে টক আম বা পচা আম বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে, সেই দোকানদারও তাহার জিনিষ 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' বলিয়া প্রচার করিতে ত্রুটি করে না। দোকানদারগণের পরস্পরের বিবাদ থামাইতে হইলে, বা উহার সমন্বয় করিতে হইলে, কি ইহাই প্রচার্য্য বিষয় হইবে যে, 'আলফান্সো' আম বা 'ম্যাংড়া' আম ভোজনে যে আনন্দ লাভ হইবে, টক বা পচা আম ভক্ষণেও সেই ফলই পাওয়া যাইবে? এইরূপ মীমাংসায় (!) নাম সমন্বয় নহে। ইহা গোঁজামিল দিয়া লোকপ্রিয়তা অর্জ্জনের চেষ্টার প্রকৃত সত্যকে ধামা-চাপা দেওয়ার চেষ্টা। যথার্থ সমন্বয়ের বার্ত্তা এই হইবে যে, অধিকারি-বিশেষের জন্য ঐরূপ বিভিন্ন আমের প্রয়োজনীয়তা আছে। যে এক পয়সায় এক গণ্ডা আম কিনিতে চাহে বা তদতিরিক্ত মূল্য প্রদানের অধিকারী নহে, তাহার জন্যই ঐ টক আম বা পচা আম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আর যে এক টাকায় এক গণ্ডা আম ক্রয় করিবার অধিকারী, তাহার জন্য 'আলফান্সো' আমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর নিকট তদুপযোগী ভিন্ন ভিন্ন আম 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' বলিয়া গণিত হইলেও তটস্থ বিচারে কোন বিশেষ আমের 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব' আছে।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনদাতৃগণ বালির কত প্রশংসা ও গুণপনা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন,—বালিই একমাত্র আদর্শ খাদ্য, শিশুর নিকট মাতার ন্যায় প্রিয়, দুগ্ধের বন্ধু, পীড়িতের চিকিৎসক, দুগ্ধের পরিপোষক, বহু কিছু। আবার যখন দুগ্ধের বা মিষ্টান্নের প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, তখন তাহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ বস্তু জগতে আর কিছুই নাই, ইহাই প্রমাণিত হয়। দুগ্ধ এমন বস্তু যে, নিত্যীশ্বর চাণ্ডাল্ পর্য্যন্ত তাহাকে পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং করিয়াও দুগ্ধজাত ঘৃতের আরাধনা করিবার কথা বলিয়াছেন।

শাস্ত্রে দেহাত্মবোধই সকল অনর্থের মূল বলা হইয়াছে, আবার "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্"—এই উক্তিতে শরীরেরসেবাই ঈশ্বরের সেবা অর্থাৎ সুষ্ঠু ধর্ম্মাচরণ, ইহা উক্ত হইয়াছে। যে অসুস্থ, তাহার পক্ষে বালি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আদর্শ খাদ্য; আবার যে সুস্থ, তাহাকে কেবল বালি পান করাইলে তাহার পুষ্টি-তুষ্টি হইবার পরিবর্ত্তে অন্যরূপ ফল হইবে। তাহার নিকট দুগ্ধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তদ্রূপ বদ্ধ ও মুক্ত প্রধানতাবে এই দুই প্রকার অধিকারীর জন্য শাস্ত্রের বাণীসমূহ রহিয়াছে। বদ্ধের মধ্যে আবার বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে —আচ্ছাদিত চেতন, সঙ্কুচিত চেতন, মুকুলিত চেতন, বিকচিত চেতন ও পূর্ণ-বিকচিত-চেতন। মুক্তগণের মধ্যেও তারতম্য আছে। এই সকল বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্ন শাস্ত্রের বাণী; অতএব শাস্ত্রের বাক্যে দোষ নাই। অধিকারি-বিশেষের জন্য তাহার সত্যতা আছে; কিন্তু 'সকল উপদেশ বা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার একই প্রাপ্য ফল'—এই সিদ্ধান্তের ন্যায় শাস্ত্রের বিদ্রোহাচরণ আর কিছুই নাই। অধিকারি-বিশেষের জন্য শরীর-চর্চ্চার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বলা হইয়াছে বা তাহাকে একমাত্র সুষ্ঠু 'ধর্ম্মসাধন' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পরদাররত, মাতাপিতৃঘাতী বা অত্যন্ত ক্লৈব্য ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ মঙ্গলের পথে আনিবার জন্য "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ" বা "জননী জন্মভূমিশ্চ" বাক্যের

যারা নৈতিক ধর্ম [illegible] হইয়াছে। আবার তামসিক-প্রকৃতি ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য ব্যাসদেব তামসিক শাস্ত্রে অগ্নি, শিব ও শিবার অধিক মাহাত্ম্য, সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রে সরস্বতী প্রভৃতি নানাদেবতা ও পিতৃলোকের অধিক মাহাত্ম্য, রাজসিকদিগের জন্য রাজস শাস্ত্রে ব্রহ্মার অধিক মাহাত্ম্য, সাত্ত্বিক-শাস্ত্রে হরির অধিক মাহাত্ম্য ও নির্গুণ মহৎ-শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। তাই নির্গুণ-শাস্ত্রের সেবক সারগ্রাহী সুধীগণ শিব-শাস্ত্রে শিবের অধিক মাহাত্ম্য বা রাজস তামস-তন্ত্রে শক্তির অধিক মাহাত্ম্য দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন না ও হতবুদ্ধিতার লক্ষণস্বরূপ বৃথা বিচার খুঁজিতে পারিতেছে না, তখন 'দুধ খাল ভারী—সবই সমান'—এইরূপ গোঁজামিল দেওয়া আত্মবঞ্চনাময় ও পরবঞ্চনাকারী মতবাদ সৃষ্টি করেন না। শ্রীবেদব্যাস কোন পুরাণে কোন্ দেবতার মাহাত্ম্য অধিক ভাবে কেন বলিয়াছেন, তাহা স্বয়ংই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ।
তথা তামসকল্পেষু মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে।" ইতি।

(তত্ত্বসন্দর্ভ ১৭ সংখ্যাধৃত মৎস্যপুরাণ-বাক্য)

কেবল সংস্কৃত শ্লোকাত্মক হইলেই শাস্ত্র হইবে না। শাস্ত্র কাহাকে বলে, তাহাও স্বয়ং ব্যাসদেবই নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন,—

"ঋগ্ যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥
যচ্চাপ্যনুদিনেতস্য তস্য শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ।"

(মন্বর্থমুক্তাবলীধৃত স্কান্দবচন)

ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই চারি বেদ এবং মহাভারত, মূল-রামায়ণ ও পঞ্চরাত্র—এই সকল 'শাস্ত্র' বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের অনুকূল যে সকল গ্রন্থ, তাহাও 'শাস্ত্র' মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র ত' নহেই, বরং তাহাকে 'কু-বর্ত্ম' বলা যায়।

প্রথমে চারি বেদের কথাই বিচার করা যাউক। 'ঋগ্বেদ-সংহিতা'য় বহু দেবতার নাম পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দশটি মণ্ডলের প্রত্যেক সূক্তই কোন না কোন দেবতার উদ্দেশে রচিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক সূক্তের উপরিভাগে উপাস্য-দেবতার নাম আছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঋগ্বেদভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে,—

"অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরাহন্যদেবতাঃ।"

অর্থাৎ দেবতাগণের মধ্যে অগ্নি কনিষ্ঠ, বিষ্ণু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অন্যান্য দেবতা। ঋগ্বেদে ইন্দ্রদেবের পরেই অগ্নি দেবের স্তুতির আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়; এমন কি, ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তই অগ্নিদেবের স্তুতিপূর্ণ। তথাপি অগ্নিদেবকে "অবম" বলা হইয়াছে এবং বিষ্ণুকে "পরম" বলা হইয়াছে। কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ২২ সূক্তোক্ত বিষ্ণুদেবতা ঔর্ণনাভ আচার্য্যের 'নিরুক্তি'র টীকাকার দুর্গাচার্য্য ও মোক্ষমূলার প্রভৃতি কতিপয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে আদিত্য বা সূর্য্যবাচক; কিন্তু এই মত ঋগ্বেদের দ্বারাই নিরস্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদ বলিতেছেন,—

"উরু যন্তায় চক্রথুরু লোকং জনয়ন্তা সূর্য্যমুষাসমগ্নিম্।" (৪-২৯-৭ম)

অর্থাৎ হে বিষ্ণো! তোমার পুরার্থ তুমি এই বিস্তৃত ভুবন সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি সূর্য্যকে, উষাকে ও অগ্নিকে জন্মদান করিয়াছ।

অন্যত্র ঋগ্বেদ বলিতেছেন—

"ন তে বিষ্ণো জায়মানো ন জাতো দেব মহিম্নঃ পরমন্তমাপ।" (২-৩১-৭ম)

হে দেব, হে বিষ্ণো! জায়মান অথবা জাত এমন কেহই নাই, যিনি তোমার সর্ব্বাতীত মহিমার অন্ত পাইতে পারেন।

এখানে 'বিষ্ণু' শব্দে যে, অসমোর্দ্ধ ভগবত্তত্ত্বকে লক্ষিত করা হইয়াছে, তাহা কেবল বৈষ্ণবগণ বলেন নাই, বেদের প্রসিদ্ধ টীকাকার সায়নাচার্য্যও ইহা বলিয়াছেন এবং 'ত্রিবিক্রম' শব্দের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পুরাণোক্ত বামন বিষ্ণুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিরুক্তবাদী 'শাকপূণি'ও 'ত্রিবিক্রম' শব্দে বিষ্ণুর ত্রিবিধ অভিব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'ত্রিবিক্রম', 'উরুক্রম', 'উরুগায়'—বেদে এই তিনটি শব্দ বিষ্ণুর বিশেষণ

পদরূপে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতেও এজন্য বিষ্ণু সম্বন্ধে ঐ তিনটি শব্দের প্রয়োগ আছে।

বেদে শত শত দেবতার, এমন কি, সপত্নী-পীড়নদেবতা, দুঃস্বপ্ননাশ-দেবতা, মৃত্যুদেবতা, নদ্যা বা ক্রোধ-দেবতা, প্রাবাণ বা প্রস্তর-দেবতা, অলক্ষ্মীনাশদেবতা, ঔষধি-দেবতা, নদী-দেবতা, জলদেবতা, অরণ্যানীদেবতা, পর্ব্বত-দেবতা, যক্ষ্মা, রাজযক্ষ্মা ও সর্পবিষনাশক মন্ত্র-দেবতা, সর্ব্বপ্রকার-দেবতা, শ্রদ্ধা-দেবতা, গাভী-দেবতা, রাত্রিস্তুতি-দেবতা, সূর্য্য-দেবতা, রুদ্র-দেবতা, বরুণ-দেবতা, পর্জ্জন্য-দেবতা, বায়ু-দেবতা প্রভৃতি বহু বহু দেবতার স্তব থাকিলেও বিষ্ণুকে "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" বলা হইয়াছে এবং বিষ্ণুই সর্ব্বদেবতার প্রাণ, তাহা স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে—

"ত্রীণ্যেক উরুগায়ো বি-চক্রমে
যত্র দেবাসো মদন্তি।"

উরুগায় বিষ্ণুর পদত্রয়ে নিখিল দেবতাগণ তৃপ্তি লাভ করেন। কেন তৃপ্তি লাভ করেন, তৎসম্বন্ধেও ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন—

"বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্বঃ উৎসঃ।"

(১।১৫৪।৫)

অর্থাৎ বিষ্ণুর পরম পদে মধুর উৎস রহিয়াছে। এজন্যই দেবতাগণ বিষ্ণুর পাদপদ্মে আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

বেদ প্রত্যেক দেবতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্তুতি করিয়াও তটস্থ বিচারকালে বলিয়াছেন, অন্যান্য দেবতা বিষ্ণুর পদেই আনন্দ লাভ করেন ; কারণ, বিষ্ণুর পাদপদ্ম পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এবং মধুর উৎস-স্বরূপ।

সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী সদ্ব্রাহ্মণ-মাত্রেই প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা আচমনীয় মন্ত্রে অন্য কোন দেবতার নামের সহিত বেদোক্ত "পরম" বিশেষণ পাঠ না করিয়া একমাত্র বিষ্ণুকেই "পরম" বিশেষণে স্তব করিয়া থাকেন। কারণ, সর্ব্বপ্রমাণ-শিরোমণি বেদ-বিষ্ণুকেই "পরম" বলিয়াছেন। অন্যান্য অধিকারীর জন্য শাস্ত্র অন্য দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রখ্যাপন করিতে পারেন ; কিন্তু সূরিগণ অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী, ব্রাহ্মণগণ, শুদ্ধসত্ত্বাত্মা নির্গুণ সাধুগণ একমাত্র বিষ্ণুকেই "পরম" বলিয়া জানেন।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।

(১।২২।২০ ঋক্)

আকাশে অবাধে সূর্য্যালোক-সাহায্যে চক্ষুঃ যেমন সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, জ্ঞানিগণ তেমন পরমেশ বিষ্ণুর পরম পদ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন। ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ-বর্জ্জিত ভগবদ্বিষ্ণ সাধুগণ শ্রীবিষ্ণুর যে পরম পদ, তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ (প্রচার) করেন।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্-
তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ।

(ভাঃ ১।২।২৩)

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। সেই গুণত্রয়ের অধীশ্বররূপে এক পরম পুরুষ তুরীয় নারায়ণ এই বিশ্বের পালন, উৎপত্তি ও ধ্বংসের নিমিত্ত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব—এই ত্রিবিধ নাম ধারণ করেন। **তাঁহাদিগের মধ্যে সত্ত্ববিগ্রহ বাসুদেব হইতেই শুভ ফলের উদয় হয় ; কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্র হইতে হয় না।**

পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়।
তমসস্তু রজ স্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্।

(ভাঃ ১।২।২৪)

স্বতঃপ্রবৃত্তি ও প্রকাশরহিত অর্থাৎ চেতনহীন জড় কাষ্ঠ হইতে বাহ্যিক-স্বভাবহেতু বস্তুর ঈষৎপ্রকাশক ঈষৎ কর্ম্মসাধক ধূম শ্রেষ্ঠ, আভাসরূপ সেই ধূম হইতে আবার সাক্ষাদ্ভাবে বেদত্রয়ীক ক্রিয়াসাধক এবং বস্তুর প্রকাশক বলিয়া অগ্নি শ্রেষ্ঠ এবং এইরূপ প্রকাশরহিত ও জড়াত্মক যে তমোগুণ, তদপেক্ষা সত্ত্বের সান্নিধ্যহেতু রজোগুণ শ্রেষ্ঠ, সেই সত্ত্বাভাস রজোগুণ হইতে সাক্ষাৎ প্রকাশক সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ, যাহা সত্ত্বগুণ, তাহা ব্রহ্মের সাক্ষাদ্রূপ গুণাবির্ভাব-দ্বারস্বরূপ।

তেঽভিরূপমুনয়োঽগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনু তানিহ।

(ভাঃ ১।২।২৫)

এই কারণে সত্ত্বগুণ-যুক্ত ঋষিগণ পুরাকালে কেবল সত্ত্বময় মূর্ত্তি অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাধীশ্বর বিষ্ণুর

সেবা করিয়াছিলেন। অতএব এই সংসারে যে সকল সৌভাগ্যবান্ পুরুষ সেই ভগবৎপর মুনিগণকে অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহাদেরও অনুষ্ঠান ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্তই কল্পিত হয়।

দুষ্করো ঘোররূপান্ হিত্বা দুস্ত্যজান্ সুরেপ্সিতান্।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥

(ভাঃ ১।২।২৬)

অতএব দুষ্করাকৃতি পিতৃভূত প্রজাপতি প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া **অনর্থ-নিবৃত্তীচ্ছু অনিন্দক অসত্ত্বকাহীন শান্ত সাধুগণ নারায়ণের অবতারগণের আরাধনা করেন।**

ভগবান্ প্রকৃতঃ সত্ত্বমিতি ভক্তি বৈ।
পিতৃভূত-প্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্য-প্রজেপ্সয়ঃ॥

(ভাঃ ১।২।২৭)

ভগবান্ত্বভাবযুক্ত সুতরাং পিতৃভূত প্রজাপতি প্রভৃতি স্ব-স্ব ইষ্ট দেবতাগণের সমস্বভাববিশিষ্ট জনগণ লক্ষ্মী-বিভূতিকামী হইয়াই ঐ সকল ফলদাতা পিতৃ-প্রভৃতি ইতর দেবতাগণকে ভজন করেন।

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ॥

(ভাঃ ১।২।২৮-২৯)

কর্ম্ম-জ্ঞানকাণ্ডাত্মক বেদ-চতুষ্টয় বাসুদেব-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট, বেদোক্ত নিখিল যজ্ঞসমূহ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর তাৎপর্য্যবিশিষ্ট, যোগশাস্ত্রসমূহ যোগেশ্বর বিষ্ণু-তাৎপর্য্যময় এবং যোগশাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানসমূহও বিষ্ণুভক্তি-তাৎপর্য্যময়। এই প্রকার জ্ঞানশাস্ত্র বাসুদেবকে লক্ষ্য করে, জ্ঞান-বৈরাগ্য হরিভক্তি-তাৎপর্য্যময়, দানব্রতাদি-বিষয়ক ধর্ম্মশাস্ত্র হরিভক্তিকে উদ্দেশ করে, স্বর্গাদি-লোক-লাভ অনিত্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া হরিভক্তিরূপ নিত্যানন্দকে লক্ষ্য করে।

কেবল যে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতানুগ সম্প্রদায় বলিয়াছেন,—"সাত্ত্বিকানাং বাসুদেবে ভক্তিরুৎপদ্যতে"—(শ্রীমধ্বাচার্য্য ভাঃ তাঃ ১।২।২৬)—অর্থাৎ সাত্ত্বিক-প্রকৃতি ব্যক্তিগণেরই বাসুদেবে ভক্তি উৎপন্ন হয়, রজস্তমঃ-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ কামনা-পরাকাষ্ঠা হইয়া অন্যান্য দেবতার উপাসনা করেন, তাহা নহে; সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব্বমান্য গ্রন্থ শ্রীগীতাও সেই কথা বলিয়াছেন। গীতা পঞ্চম বেদ মহাভারতের অন্তর্গত; গীতা উপনিষৎ স্বরূপা। গীতায় স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

(গীঃ ৯।২৩)

হে অর্জ্জুন! যাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভক্তিসহকারে অন্যদেবতার পূজা করেন, তাঁহারা **অবিধিপূর্ব্বক** আমাকেই পূজা করেন।

এখানে গীতা 'অবিধিপূর্ব্বক' শব্দের ব্যবহার করিলেন কেন? "আমাকেই পূজা করেন" বলিলেই ত' সব মিটিয়া যাইত—সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় (?) হইত; কিন্তু গীতা কি সমন্বয় করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বমান্য টীকাকার জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন,—

"শ্রদ্ধয়োপেতাঃ সন্তো যে জনা যদ্যপি অন্যদেবতা ইন্দ্রাদিরূপা যজন্তে, তেঽপি মামেব যজন্তীতি সত্যম্। কিন্তু **অবিধিপূর্ব্বকং মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা যজন্তি; অতস্তে পুনরাবর্ত্তন্তে।**

অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইন্দ্রাদিরূপ অন্যদেবতার পূজা করেন, তাঁহারা আমাকেই পূজা করেন সত্য; কিন্তু অবিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক বিধি-ব্যতীত পূজা করিয়া থাকেন; এজন্য তাঁহাদের সংসারে গতাগতি হয়, তাঁহারা মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। ইহার পরবর্ত্তী-শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

(গীঃ ৯।২৪)

অর্থাৎ, আমি (কৃষ্ণই) নিশ্চিতরূপে সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু, ইহা অন্য দেবতার পূজকগণ যথাযথভাবে জানিতে পারে না বলিয়াই তাহারা সংসারে পুনরায় গতাগতি লাভ করে।

ইহার টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন,—

সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং তত্তদ্দেবতারূপেণাহমেব ভোক্তা প্রভুশ্চ স্বামী ফলদাতাপ্যহমেবেত্যর্থঃ; এবম্ভূতং মাং তে তত্ত্বেন যথাবৎ মাভিজানন্তি অতশ্চ্যবন্তি

প্রত্যবায়ে পুনরাবর্ত্তন্তে, যে তু সর্ব্বদেবতাত্মু মামে-**বান্তর্যামিণং পশ্যন্তো ভজন্তি তে তু নাবর্ত্তন্তে।**

অর্থাৎ সকল যজ্ঞের সেই সেই দেবতারূপে আমিই একমাত্র ভোক্তা, প্রভু, স্বামী এবং ফলদাতা। এবম্ভূত আমাকে যাহারা যথার্থ সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারে না, তাহারা সংসারে গমনাগমন করে; আর **যাঁহারা সকল দেবতাতে আমাকেই অন্তর্য্যামিরূপে দর্শন করেন, তাঁহারা কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন না অর্থাৎ মুক্ত হন।**

এখানে "সকল দেবতা যাচা, কৃষ্ণ তাহা, কেবল জল, water, aqua, পানি, অপ্ প্রভৃতি প্রতিশব্দের ন্যায় একই বস্তুর ভিন্ন নাম", ইহা বলা হয় নাই। **পরন্তু কৃষ্ণই সকল দেবতার প্রাণ বা অন্তর্য্যামী বা যন্ত্রী, অন্যান্য দেবতা যন্ত্র মাত্র, ইহাই বলা হইয়াছে।** সকল দেবতা বা সকল আরাধ্য বস্তুর পূজার ফল যে, বিষ্ণু বা কৃষ্ণের পূজার প্রাপ্য ফলের সহিত এক নহে, সকলেই যে এক বস্তু লাভ করিতে পারে না, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে গীতা বলিতেছেন,—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্।
(গীঃ ৯।২৫)

দেবযাজিগণ দেবলোকে; শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরায়ণ পিতৃযজ্ঞ-কারিগণ পিতৃলোকে; গণেশ ও মাতৃগণের পূজাবিধানকারিগণ ভূতলোকে গমন করেন; আর যিনি আমার পূজা করেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় বলিতেছেন,—

দেবব্রতা দেবান্ যান্তি অতঃ পুনরাবর্ত্তন্তে, পিতৃন্ ব্রতং যেষাং তে শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া-পরাঃ তে পিতৃন্ যান্তি, ভূতেষু বিনায়কমাতৃগণাদিষু ইজ্যা পূজা যেষাং তে ভূতেজ্যা ভূতানি যান্তি, **আর যষ্টুং যে মদ্‌যাজিনস্তে তু মামক্ষয়ং পরমানন্দস্বরূপং যান্তি।**

অর্থাৎ আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভজনকারী ব্যক্তিগণই অক্ষয় ও পরমানন্দ-স্বরূপকে প্রাপ্ত হন, আর অন্যান্য দেবতাযাজী প্রভৃতি তত্তদ্দেবতালোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংসারে সত্তাগতি লাভ করে, মুক্ত হইতে পারে না।

"সর্ব্বপ্রমাণ-শিরোমণি বেদ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা, জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যবৃন্দ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা কেবল লোককে তাঁহাদের উপাস্যদেবতার দলে টানিবার জন্য বিষ্ণুভক্তির আতিশয্য প্রদর্শন মাত্র, বস্তুতঃ সকল দেবতার উপাসনায় একই গন্তব্যস্থানে যাওয়া যায়"—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে শাস্ত্র ও আচার্য্যগণকে কতকগুলি লোকরঞ্জক মাত্র বলিতে হয়। ইহারা "জাগতিক দোকানদারের ন্যায় নিজের দোকানের জন্য Canvas করিয়াছেন ও অপর দোকানকে হেয় করিয়াছেন!"—এইরূপ যুক্তি গ্রহণ করিলে কোন সৎ শাস্ত্র বা আচার্য্যের কথা আর কেহই বিশ্বাস করিবে না।

"যাঁহার যে নামে ভগবান্‌কে ডাকিতে ইচ্ছা হয়, তিনি সে নামে তাঁহাকে ডাকুন"—ইহা ভক্তি বা ভক্তের কথা নহে। ভক্ত নিজের যাহা ভাল লাগে বা ইচ্ছা হয় তাহা করেন না; কারণ, জীবের নিজের প্রেয়ঃ ভগবানের প্রেয়ঃ ও জীবের প্রেয়ঃ না হইতে পারে। ভগবানের যে ইচ্ছা, ভগবানের যাহাতে সুখ, ভগবানের যাহা প্রেয়ঃ, ভক্ত সেই ভাবে, সেই রূপেই তাঁহার সেবা করেন—ইহারই নাম—'ভক্তি'। "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।"—এইরূপ যিনি কৃষ্ণের ইচ্ছার সেবক, কৃষ্ণের প্রেয়ের সেবক, তিনিই ভক্ত, কৃষ্ণ তাঁহারই বশীভূত, তাঁহারই মনস্কামনা পূর্ণ করেন।

চট্টগ্রাম শিবালয়ের প্রচার-পত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যে কথা লেখা হইয়াছে, তাহাতে 'শালুক চিনিয়াছেন গোপাল ঠাকুরের' গল্পটী মনে হয়। 'একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ।' (চৈঃ চঃ ম ৯।১৫৬)—এই উক্তিতে ভক্তের স্বরূপানুরূপ সেবাভেদে আরাধ্য বস্তুর মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যভেদের কথা উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ কৃষ্ণতত্ত্ব ও বিষ্ণুতত্ত্বে এবং রাধাতত্ত্ব ও লক্ষ্মীতত্ত্বে ভেদ নাই, কিন্তু বিচিত্রতা আছে, ইহাই বলা হইয়াছে; দুগ্ধ বিভিন্ন প্রকারের ক্ষীর, মালাই প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত থাকিতে পারে; বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে উপাদানের মৌলিকতায় ভেদ নাই, কেবল বিচিত্রতা আছে; কিন্তু দধি, বটক্ষীর, ছেনাগোল্লা প্রভৃতির মধ্যে সেরূপ ভেদহীন বিচিত্রতা নাই। দধিতে দুগ্ধের উপাদান থাকিলেও উহা বিকৃত বস্তু, দধি দুগ্ধের সঙ্গে মিশিবে না;

মিলাইতে গেলে দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যাইবে। তাই শ্রীচৈতন্যদেব যে সিদ্ধান্তগ্রন্থটি জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এই সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়—

ক্ষীরং যথা হি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্র: সং ৫।৪৫)

দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষযোগে দধিরূপে সঞ্জাত হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্, তত্ত্ব নহে, সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ শম্ভুতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

তাই শ্রীভাগবতে দৃষ্ট হয়,—

শ্রিয়ঃ কান্তিস্তে পরং নিধিরসৌ শুদ্ধস্তনুঃ।
বৈকারিকস্ত্বৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা॥
তস্যো বিকারা অভবন্ ষোড়শাদীনু কঞ্চন।
উপলব্ধন্ বিভূতীনাং সর্ব্বাসাম্মুতে গতিম্।
হরিহি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ॥

(ভাঃ ১০।৮৮।৩-৫)

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, ঈশ্বর নিরন্তর শক্তি অর্থাৎ মায়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং গুণত্রয়-কর্ত্তৃক সম্যগ্-রূপে বৃত হইয়া ত্রিগুণমূর্ত্তিরূপে অবস্থিত। তিনি সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস এই ত্রিবিধ অহঙ্কাররূপে বর্ত্তমান। সেই অহঙ্কার হইতে মনঃ, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূত—এই ষোড়শ সংখ্যক বিকার-পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিকারসমূহের মধ্যে ঔপস্থ্য, জৈহ্ব্য বা মানসসুখের উদ্দেশ্যে শিবের আরাধনা করিলে প্রার্থনারূপ সর্ব্বপ্রকার বিভূতি লাভ করা যায়। পরন্তু শ্রীহরি সর্ব্বদর্শী, প্রকৃতির অতীত, সাক্ষী ও সাক্ষাৎ গুণাতীত পুরুষোত্তম বলিয়া তাঁহার আরাধনা করিলে পুরুষও তাদৃশ গুণাতীতই হইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত সিদ্ধান্তগ্রন্থ ব্রহ্মসংহিতার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের পরের শ্লোকেই কৃষ্ণের সহিত অন্যান্য বিষ্ণুতত্ত্বের স্বরূপ নিরূপণের জন্য বলিতেছেন,—

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতু সমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

এক মূল প্রদীপের জ্যোতিঃ যেরূপ অন্য বর্ত্তি বা বাতিগত হইয়া বিবৃত (বিস্তর) হেতু সমান-ধর্ম্মের সহিত পৃথক্ প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ চরিষ্ণুভাবে যিনি প্রকাশিত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণতত্ত্ব এবং বিষ্ণু ও কৃষ্ণতত্ত্বের মধ্যে যে দুইটি উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত "একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ" সিদ্ধান্তটী পরিস্ফুট হইয়াছে। ব্রহ্মসংহিতা কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝাইতে 'দধির' উদাহরণ আর বিষ্ণুতত্ত্ব বুঝাইতে প্রদীপের উদাহরণ দিয়াছেন। 'দধি' দুগ্ধ হইতে জাত হইলেও দুগ্ধের বিকার, দুগ্ধের সহিত সমান নহে, বিকৃত বস্তু। কিন্তু এক মূল প্রদীপ হইতে অন্য প্রদীপ জ্বালিলে আর একটি পৃথক্ প্রদীপ পৃথক্ আকারে প্রকাশিত দেখা গেলেও উভয়ই সমান ধর্ম্মা। তদ্রূপ কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি নারায়ণ; অংশ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, তদীয় অংশ গর্ভোদকশায়ী মহা-বিষ্ণু, তাহা হইতে প্রকাশিত শ্রীরামনৃসিংহাদি বিষ্ণুর অবতারবৃন্দ, গর্ভোদকশায়ীর অংশ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু বা পরমাত্মা প্রভৃতি এক মূল প্রদীপ স্বরূপ কৃষ্ণ হইতে প্রকাশিত বিষ্ণুতত্ত্ব। তাঁহাদের মধ্যে তত্ত্বতঃ ভেদ নাই, কেবল লীলা-বৈচিত্র্য আছে।

ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চোপাসকগণের উপাস্য সূর্য্য, গণপতি, শক্তি, রুদ্র ও বিষ্ণুর (?) সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ-তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। "যেই কৃষ্ণ, সেই সূর্য্য, সেই গণেশ, সেই দুর্গা, সেই রুদ্র,—কেবল নাম ও আকার ভেদ মাত্র"—ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ ব্রহ্মসংহিতা স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মসংহিতা যথার্থ চিৎসমন্বয় করিয়াছেন; অর্থাৎ যে বস্তু যেখানে স্থাপনের যোগ্য, তাহাকে সে আসন প্রদান করিয়াছেন।

সূর্য্যের সম্বন্ধে শ্রীব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন,—

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সম্ভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

(ব্রঃ সং ৫।৫২)

গ্রহসকলের রাজা, অশেষ-তেজোবিশিষ্ট সুরমূর্ত্তি সবিতা বা **সূর্য্য**—জগতের চক্ষুঃস্বরূপ; তিনি **যাঁহার আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন,** সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

গণেশতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন,—

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্ত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

(ব্রঃ সং ৫।৫০)

গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশে তৎকার্য্যকালে **শক্তিলাভের জন্য যাঁহার পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ** করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

দুর্গা সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন,—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

(ব্রঃ সং ৫।৪৪)

স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক-জগতের সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়-সাধিনী মায়া-শক্তিই ভুবন-পূজিতা 'দুর্গা', তিনি **যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন,** সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

ব্রহ্মার তত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন,—

ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

(ব্রঃ সং ৫।৪৩)

সূর্য্য যেরূপ **সূর্য্যকান্তাদি মণিসমূহে** নিজ তেজঃ কিয়ৎপরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ **বিভিন্নাংশ-স্বরূপ ব্রহ্মা** যাঁহা হইতে প্রাপ্তশক্তি হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের বিধান করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন,—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদি-বিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

(ব্রঃ সং ৫।৪০)

যাঁহার প্রভাব হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন উপনিষদুক্ত **নির্ব্বিশেষব্রহ্ম** কোটিব্রহ্মাণ্ডগত বসুধাদি-বিভূতি হইতে পৃথক্ হইয়া নিষ্কল অনন্ত অশেষ-তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্রীরামনৃসিংহাদি-তত্ত্ব-সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন,—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

(ব্রঃ সং ৫।৩৯)

যে পরম-পুরুষ **স্বাংশ-কলাদি-নিয়মে রামাদি-মূর্ত্তিতে স্থিত** হইয়া ভুবনে নানা-অবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

উপরি-উক্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুধাবন করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, সূর্য্য, গণপতি, দুর্গা ও রুদ্র—ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতত্ত্ব, তাঁহারা শক্তিমদ্বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ নহেন। কিন্তু বিষ্ণুতত্ত্বমাত্রেই শক্তিমত্তত্ত্ব এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ তত্ত্ব, সুতরাং পরমেশ্বর। এই সিদ্ধান্তই শ্রীচৈতন্য-দেবের সিদ্ধান্ত; কিন্তু চট্টগ্রাম 'শিবালয়' হইতে প্রকাশিত পত্র হইতে "সনয়-বার্ত্তা" শ্রীচৈতন্যদেবকেও চিচ্ছক্তিসমন্বয়-বাদী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন,—"সর্ব্ব অনর্থকর ভেদজ্ঞান তিরোহিত করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—'এক অবতার ভজে নাহি ভজে আর। কৃষ্ণ রঘুনাথে করে ভেদ ব্যবহার। বলরাম, শিব প্রতি প্রীতি নাহি করে। ভক্তাধম শাস্ত্রে কহে এই সব নরে।'"

শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য খণ্ড ৫ম অধ্যায়ের ১৪৭-৪৮ সংখ্যায় প্রাকৃত ভক্তের লক্ষণ প্রসঙ্গে উপরি-উক্ত পদ লিখিত আছে এবং শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৪৭,—"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাম্"—এই প্রসিদ্ধ শ্লোকের দ্বারা তাহা সমর্থিত হইয়াছে। উপরি-উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীভগবানের পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ভগবানের ভক্তের পূজা করেন না, তাঁহারা ভক্তাধম। যাঁহারা রামোপাসক, তাঁহারা যদি কৃষ্ণভক্তগণের হিংসা করেন বা যাঁহারা কৃষ্ণভক্তরূপ তাঁহারা যদি সীতারামের উপাসকগণকে নিন্দা করেন, তবে তাঁহারা ভক্তি হইতে বিচ্যুত হন। বিষ্ণু বিভিন্ন নিত্য মূর্ত্তিতে অসংখ্য বৈকুণ্ঠে বাস করেন। বলরাম কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ, শিব কৃষ্ণপ্রিয়তম, জগদ্গুরু বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। গুরু বা বৈষ্ণবকে বিদ্বেষ করিলে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না; আবার গুরুকেই 'স্বয়ং ভগবান্' বলিলে মায়াবাদ বা পাষণ্ডতা হয়। শিব—জগদ্গুরু; অতএব কৃষ্ণের সেবক। তাঁহাকে "স্বয়ং ভগবান্" বলিলে অর্থাৎ গুরুকেই স্বয়ং ভগবানের ন্যায় মূল পুরুষ, ঈশ্বরকর্ত্তা, সৃষ্টিকর্ত্তা, বলিয়া স্থাপন করিলে গুরুকে নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রকৃতি করিবার চেষ্টা হয়, আর কৃষ্ণ হইতে গুরুকে বাদ দিলে তাহা মায়াবাদীর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইয়া যায়। এজন্য বলরাম বা শিবকে কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ-বিচারে পূজা করা উচিত। বলরাম—স্বয়ংপ্রকাশ ও বিষয়জাতীয় ভগবান্ আর কৃষ্ণপ্রিয়তম বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ জগদ্গুরু শিব আশ্রয়জাতীয় ভগবান্, তিনি স্বয়ংভগবান্ নহেন, বিষয়জাতীয় তত্ত্ব নহেন। গীতাও এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শিব কৃষ্ণের প্রিয় ইহা জানাইবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব ভুবনেশ্বরে বা অন্যান্য স্থানে শিবের নিকট নৃত্য করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরে শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিষ্ণুর প্রসাদ-নির্ম্মাল্য দ্বারা ভুবনেশ্বর শিবের পূজা হয়। তিনি ক্ষেত্রপাল। শ্রীবৃন্দাবনে গোপীশ্বর শিব—গোপালনী শক্তি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী এই,—

"গঙ্গা দুর্গা—দাসী মোর, মহেশ কিঙ্কর।"

(চৈঃ চঃ আ ১৪।৫০)

অর্থাৎ, গঙ্গা ও দুর্গা আমার (শ্রীগৌরহরির) সেবিকা দাসী, আর মহেশ—তাঁহার ভৃত্য।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"—বৈষ্ণবগণের মধ্যে শম্ভু শ্রেষ্ঠ। আরও বলেন,—

যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।

(ভাঃ ৩।২৮।২২)

যে বিষ্ণুর শ্রীচরণের ধৌত জল হইতে সমুৎপন্না নদী-শ্রেষ্ঠা গঙ্গার পবিত্র বারি মস্তকে ধারণ করিয়া শিবও শিবস্বরূপ (মঙ্গলময়) হইয়াছেন।

চট্টগ্রামের 'শিবালয়ে'র 'সনন্দ বার্ত্তায়' যে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের সিদ্ধান্তকে বহুমান করা হইয়াছে, সেই শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৬৬ অধ্যায়-বর্ণিত স্বয়ং ভগবদ্রূপে শিবের আরাধনা-কারী যে কাশীরাজের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে যাঁহারা শিবকে বিষ্ণুর কিঙ্কর জগদ্গুরু বিচারে আরাধনা না করিয়া স্বতন্ত্রভগবদ্রূপে আরাধনা করেন, অর্থাৎ 'শিবও যেই, বিষ্ণুও সেই, কেবল নাম ও রূপ মাত্র ভেদ', তাঁহারা শিবের অপ্রিয়ভাজন হইয়া অধঃপতিত হন, এই সিদ্ধান্তই স্থাপিত হইয়াছে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রচেতোগণকে কৃষ্ণের প্রিয়তম জগদ্গুরুরূপে শিবের "বিধি পূর্ব্বক" আরাধনা করিতে দেখা যায়।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ড নবম অধ্যায়ে (শ্রীমদ্-ভাগবতের ১০।৮৯) ভৃগুর উপাখ্যান বর্ণিত রহিয়াছে, তাহাতেও ঐ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। এক সময় সরস্বতীর তীরে মহর্ষিগণ পুরাণ-শ্রবণ ও শাস্ত্র-বিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ'—এই লইয়া ঋষিগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। ঋষিগণ ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগুকে উক্ত সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ ভার প্রদান করেন। ভৃগু ব্রহ্মার সভায় ও কৈলাস পর্ব্বতে যথাক্রমে ব্রহ্মা ও রুদ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করায় তাঁহারা উভয়ে ভৃগুর প্রতি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া পড়েন। পার্ব্বতী দেবী কোন প্রকারে শিবের মহা ক্রোধ হইতে ভৃগুকে রক্ষা করেন; কিন্তু ভৃগু যখন বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর সহিত বিরাজিত বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিলেন, তখন বিষ্ণু তাঁহার বিশ্রব্ধ সেবকের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবার পরিবর্ত্তে বৈষ্ণব-মহিমা-প্রচারার্থ নিজবক্ষে বৈষ্ণববর ভৃগুর চরণ-চিহ্ন ধারণ করিলেন। ভৃগু ঋষিগণের সভায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং ত্রিসত্য করিয়া ব্রহ্মাশিবাদি দেবতার কৃষ্ণের নিত্য অধীনত্ব স্থাপন করিলেন। (ক্রমশঃ)

বিরহোৎসব

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ-সংকীর্ত্তনোৎসব তদীয় অভিন্নবিগ্রহ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-প্রভুর সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-পীঠে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত শুদ্ধভক্তগণের দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় কোন প্রকার ব্রজ-বিরোধী দুঃসঙ্গ এই সংকীর্ত্তনোৎসবে প্রবেশ করিয়া সংকীর্ত্তন-যজ্ঞকে কলুষিত করিতে পারে নাই।

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১০ই ডিসেম্বর শনিবার বিরহোৎসবের অধিবাস-সংকীর্ত্তনোৎসব হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও নির্দ্দেশ অনুসারে পরমপূজ্যপাদ শ্রীল তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের স্তোত্র, সমাধিস্তব, গুরুপরম্পরা, গুরু-স্তোত্র, পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর", "গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু", "শ্রীগুরুচৈতন্যপ্রভু দয়া কর মোরে", "কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার", "কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া", "কবে মুঞি বৈষ্ণব চিনিব হরি হরি", "(ছাই) মন তুমি কিসের বৈষ্ণব" প্রভৃতি গীতিসংকীর্ত্তনমুখে অধিবাস-উৎসবের উদ্বোধন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীঅধিকারানন্দজী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ এই সকল গীতির মূল-গায়কত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে সভাক্ষেত্রে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহতিথিপূজার বিশেষ সংখ্যা "গৌড়ীয়" আবির্ভূত হইলে শ্রীল তীর্থ মহারাজ তাহা প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক শ্রীল আচার্য্যদেবের লিখিত "শ্রীল প্রভুপাদের ব্রজবিজয়ানুসন্ধান" প্রবন্ধটি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল আচার্য্য-দেবের আদেশানুসারে অপরাহ্ণে আর একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীল আচার্য্য-দেবের লিখিত পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের শেষভাগ ব্যাখ্যামুখে বৈষ্ণব-সভায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তৎপরে শ্রীল তীর্থ মহারাজ উক্ত বিশেষ সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত গৌড়ীয়-সম্পাদকলিখিত 'শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ' শীর্ষক প্রবন্ধ আবেগভরে পাঠ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে আর একটি সভার অধি-বেশন হয়। তথায় শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু শ্রীল-প্রভুপাদের বিরহ সম্বন্ধে স্বলিখিত একটি প্রবন্ধ পাঠ ও তৎপরে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। উক্ত বক্তৃতার পর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয়, ঢাকা হইতে আগত শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ ভক্তবান্ধব এম্-এ, বি-এল্, শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী ভক্তিপ্রমোদ প্রভু প্রমুখ বক্তৃগণ সময়োপযোগী সুন্দর অভিভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতার অন্তে গৌরবিহিত সংকীর্ত্তন হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি-দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলা-রাত্রিকের পর শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে গুরুবর্গের বন্দনা, বিশেষতঃ পঞ্চতত্ত্বের কৃপা প্রার্থনা করিয়া বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা মুখে অধরীপ পরিক্রমের অনুষ্ঠান হয়। পরিক্রম-সঙ্ঘ শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপীঠে প্রত্যা-বর্ত্তন করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব সভামণ্ডপে উপস্থিত হন। সভামণ্ডল বিচিত্র-বসনে মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেবের জন্য পৃথক্ আসন রচিত হইলেও শ্রীল আচার্য্যদেব অতি দীনের ন্যায় সাধা-রণের সহিত উপবেশন করিয়া বিরহ-গদ্‌গদ-কণ্ঠে শ্রীল প্রভুপাদের গৌরবনবিজয়োপলক্ষে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। সেই অভিভাষণটি স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণের পর তাঁহার নির্দ্দেশানু-সারে শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ "শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ" এই কৃপানুসঙ্গীতিটি কীর্ত্তন করেন। এই কীর্ত্তন-সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই ঢাকা হইতে পণ্ডিতবর শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু "শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন-মালা" নামক গ্রন্থ লইয়া উপস্থিত হন। এই গ্রন্থ শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহোৎসবোপলক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেবের 'সৌরভ' নামক ভাষ্যের সহিত ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীহস্তে সেই গ্রন্থের কএক খণ্ড প্রদান করিলে শ্রীল আচার্য্য-

দেব প্রণাম করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপীঠে সমর্পণ করেন এবং সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণতির দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছিতে তাহা পুনরায় সানন্দে গ্রহণ পূর্ব্বক সভামণ্ডপে লইয়া আসিয়া আসনোপরি সংস্থাপন করেন। তৎপরে গৌড়ীয়-সম্পাদক সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

অপরাহ্ণে পুনরায় শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-প্রাঙ্গণে একটি বিরাট্ বৈষ্ণবসভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব সভায় সমুপস্থিত হইলে সকলেই অধিকতর উৎসাহান্বিত হওড়ার ব্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন সরকার বি-এল; কলিকাতার শ্রীযুক্ত মোহিত লাল ঘোষ, পি, পি, আই, পি; বাগেরহাটের ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র গোপাল বিশ্বাস এম্-বি; শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু, শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বি-ই, শ্রীযুত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন, শ্রীযুত দুর্গাবিনোদন দাসাধিকারী, শ্রীযুত জ্যোতিষ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী উকিল, শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, উপদেষ্টক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন প্রভৃতি প্রমুখ বৈষ্ণবকুল শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা ও শিক্ষার কথা কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবস মধ্যাহ্নকাল হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র আহূত ও অনাহূত বৈষ্ণব অভ্যাগতকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

তৎপরদিবস প্রাতঃকাল হইতে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদির অনুষ্ঠান হইয়াছে। মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠাতৃবর নাট্যমন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্য-দেবের অসমোর্দ্ধা কৃপার কথা কীর্ত্তন করেন।

কলিকাতায়—শ্রীগৌড়ীয়মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যায় শ্রীসারস্বত-শ্রবণ-সদনে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ সাগর মহারাজ ও শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সম্বন্ধে বক্তৃতা ও শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী কৃপানুগসাধুবন্দ-বিরচিত কীর্ত্তনের মূলগায়কত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী পারায়ণ ও সভায় 'বিরহ-সংখ্যা গৌড়ীয়' পঠিত হয়। সমাগত শত শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

মাদ্রাজে—মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসব বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়া সম্পন্ন হইয়াছে। ১০ই ডিসেম্বর, শনিবার মাদ্রাজ গৌড়ীয়-মঠ 'শ্রবণসদনে' শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের সভাপতিত্বে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডীস্বামী ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী, ডাঃ মধুসূদন রাও, শ্রীপাদ ভৃতভৃৎ ব্রহ্মচারী, সুব্রহ্মণ্য আয়ার, শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী, হরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, পদ্মাবতীচৈতন্য দাসাধিকারী, সুরেশচূর্ণ দাসাধিকারী, গোপাল কৃষ্ণজী শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন প্রবন্ধাবলীর পারায়ণ ও গৌরবিহিত শ্রীতিসংকীর্ত্তনের দ্বারা অধিবাসোৎসব সম্পন্ন হয়। পরদিবস প্রাতে একটি বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হয় এবং অপরাহ্ণে মঠে মাননীয় বিচারপতি মিঃ ভি, পি, রাও এর সভাপতিত্বে একটি অভূতপূর্ব্ব বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। ব্রহ্মচারী ভৃতভৃৎজী প্রভুপাদের সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় রচিত একটি পুস্তিকা পাঠ করেন। শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, প্রিন্সিপাল শ্রীনিবাস আচারী, অধ্যাপক ডক্টর নাগরাজ শর্ম্মা, দেওয়ান বাহাদুর রামস্বামী শাস্ত্রী প্রমুখ বহু সজ্জন বক্তা শ্রীল প্রভুপাদের ও বর্ত্তমান আচার্য্যদেবের জগতের প্রতি অবদানের কথা কীর্ত্তন করেন। সেইদিবস বহু আভি-জাত্য-সম্পন্ন সমবেত ব্যক্তিকে ও তৎপরদিবস মাদ্রাজ-সহরের সহস্র সহস্র দরিদ্রকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক "The Hindu" (১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮) ও "The Indian Express" (১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮) সংবাদপত্রে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন আলেখ্যের সহিত বিরহ-উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। The Indian Express **'Message of Sri Gaudiya Math'—'A challenge to the west', 'Founder's Anniversary Celebration'**- শীর্ষক স্তম্ভে অনেক কথা লিখিয়াছেন। 'The Hindu' শ্রীগৌড়ীয় মঠ সম্বন্ধে ডক্টর নাগরাজ শর্ম্মার বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

Dr. R. Nagaraja Sharma speaking next, said that in that day's celebration three Personalities were directly or indirectly involved, namely, Sree Siddhanta Saraswati Maharaj, Chaitanya Mahaprabhu & Sree Madhwa, from whom Chaitanya movement had drawn its inspiration. The issue between *Adwaita & Dwaita* i.e. 'Monism' & 'Theism' was one of the persistent and permanent problems of Phylosophy. Chaitanya Mahaprabhu solved it in an illuminating manner. His contributions to pure Phylosophy were twofold. He considered that Shankara's commentary on the Vedanta-Sutras was untenable. Secondly Bhagawata Purana itself had to be considered as a commentary on the VedantaSutras.

Dr. Sharma referred to the four indispensable conditions of eligibility laid down by Shankara after the attainment of which alone Phylosophic speculations had to be begun. He surveyed the Phylosophic situations and the different problems and their solutions in the historic evolution. Madhwa, Chaitanya and Baladeva, he said, were important land marks. They had a common message which was, that liberation from the recurring cycles of births deaths could be secured only through Divine Grace,

কটকে—রূপানুগ মহাজনবিহিত গুরুগৌরাঙ্গ, পঞ্চতত্ত্ব ও বিপ্রলম্ভ গীতি সমূহ কীর্ত্তন এবং শ্রীল প্রভুপাদের অভিমর্ত্ত্য আচার প্রচারময় চরিত্রের সম্বন্ধে বক্তৃতামুখে কটকে শ্রীলআচার্য্যদেবের আনুগত্যে বিরহতিথির অনুষ্ঠান হয়। এতদুপলক্ষে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম—গত ১১ই ডিসেম্বর শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের নেতৃত্বে ও শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ প্রভুর অকপট সেবোন্মুখতায় চট্টগ্রাম নন্দনকানন-পল্লীতে শ্রীল আচার্য্য দেবের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তনপীঠস্বরূপ "শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠ" প্রকাশিত এবং শ্রীল প্রভুপাদের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। ঐ দিবস প্রাতে একটি বিরাট্ সংকীর্ত্তনবাহিনী নগর-পরিক্রমনমুখে হরিনাম বিতরণ করেন। বেলা ২॥টা হইতে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তৃগণ বক্তৃতা করেন। শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ "গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্ব" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা ও সেবাকোবিদ প্রভু 'বিরহ-সংখ্যা' গৌড়ীয় পাঠ করেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল রায়, মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দজী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক মোহন চৌধুরী এম্-এ প্রমুখ সজ্জনবৃন্দের সেবা চেষ্টা প্রশংসনীয়।

ঢাকায়—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী ও পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ মঙ্গলারাত্রিককীর্ত্তনান্তে আসনঘরে গুরুবন্দনা, গুরুপাদপদ্ম, গুর্ব্বষ্টক, শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ-পদ্য-স্তবকম্ ('গৌড়ীয়' ১৬।২৮-২৯ সংখ্যা), 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম' প্রভৃতি, পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া বিতলস্থ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমন্দিরে 'গুরুদেব, কৃপাবিন্দু দিয়া,' 'শ্রীগুরুপাদপদ্ম', 'যে আনিল প্রেমধন' প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় সঙ্গীতসমূহ কীর্ত্তন করেন। তৎপরে আসনঘরে 'আচার্য্যবিরহসংখ্যা' ও শ্রীল প্রভুপাদের পদ্য-প্রসূন-মালা পারায়ণ হয়। প্রথমেই শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবী পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ মহোদয় 'জয়রে জয়রে জয়' প্রমুখ পদাবলী কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যবিগ্রহ উচ্চাসনে পুষ্পাদি বিমণ্ডিত করিয়া সম্পূজিত হইয়াছিলেন। গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও 'যে আনিল প্রেমধন' প্রভৃতি বিরহ-সূচক গীতাবলী কীর্ত্তিত হইবার পর ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রণবানন্দ শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-সংখ্যা গৌড়ীয়ের বিরহ-সূচক প্রবন্ধাবলী ও কবিতা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ এবং পাঠ-মুখে সময়োচিত প্রসঙ্গ-অবলম্বনে কিছু কিছু বক্তৃতাও করেন. ইহার পর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী 'কিরূপে পাইব সেবা' প্রভৃতি পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলে সভা-ভঙ্গ হয়। সমবেত শত শত পুরুষ ও মহিলাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

কুমিল্লায়—পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রের ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ প্রমুখ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ কুমিল্লা-টাউনহলে গত ১১ই ও ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৮) দিবসদ্বয় বিরাট্ সভায় শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-কীর্ত্তন-মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। কুমিল্লা কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম্-এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনারায়ণ মল্লিক এম্-এ, শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ সেন, চান্দা-মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার দত্ত বি-এ প্রমুখ বহু শিক্ষিত ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়া শুদ্ধভক্তির বাণী শ্রবণ করেন। প্রচারকগণ নানাস্থানে ধারাবাহিকরূপে বক্তৃতা করিতেছেন।

গত ৭ই ডিসেম্বর ১৯৩৮ তারিখের 'ত্রিপুরা-হিতৈষী' সংবাদপত্রে "কুমিল্লায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার" শীর্ষক প্রচার-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রচারকগণ কুমিল্লা 'মহেশ প্রাঙ্গণে' গত ২রা হইতে অগ্রহায়ণ (১৩৪৪), ৭ই ডিসেম্বর (১৯৩৮) পর্য্যন্ত হইতে দিবস চতুষ্টয় যথাক্রমে 'ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা,' 'সাধ্যসাধনীয় প্রেম-তত্ত্ব', 'শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য' ও 'গীতার বাণী' বিষয়ে চারিটি বক্তৃতা করিয়াছেন।

শ্রীমহেশ পণ্ডিতের বিরহোৎসব

গত ৩রা পৌষ চাকদহ শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে শ্রীশ্রীল মহেশ পণ্ডিতের বার্ষিক বিরহোৎসব শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও শ্রীপাদ ভক্তি-বিচার যাযাবর মহারাজের নেতৃত্বে নগরসংকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের অতিমর্ত্ত্যচরিত্র পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তনাদিমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শত শত সমাগত স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে। শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ দিবাহরি দাসাধিকারী, মঠসেবক শ্রীপাদ হরিকিশোর ব্রজবাসী, শ্রীহরি-বিনোদ দাসাধিকারী, শ্রীমুকুন্দবিনোদ ভক্তিমধুর ও চাকদহনিবাসী শ্রীল অতুলপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীভক্তিরঞ্জন অষ্টম বার্ষিকী বিরহস্মৃতি-সভা

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বতশ্রবণ-সদনে গত ১৭ই ডিসেম্বর (১৯৩৮) শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল, পি, আর, এস্, বেদান্তরত্ন মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রেষ্ঠার্ঘ্য শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের অষ্টম বার্ষিকী বিরহ-স্মৃতি উপলক্ষে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছে। সভাস্থানে উচ্চা-সনে শ্রেষ্ঠার্ঘ্য শ্রীল জগবন্ধুর আলেখ্য পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া সংরক্ষণ করা হয়। রায়বাহাদুর হেমচন্দ্র দে মহোদয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহোদয় সভা-পতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুবর সভায় উপস্থিত না হইতে পারায় শ্রীধাম নায়াপুর হইতে তৎপ্রেরিত টেলিগ্রাম সভামধ্যে পঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ সভাপতির গলদেশ পুষ্পমালো বিভূষিত করেন। অতঃপর সভার কার্য্যারম্ভে সভাপতির নির্দ্দেশানুসারে শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্,এ, বি, এল মহাশয় শ্রীল ভক্তিরঞ্জন অষ্টমবার্ষিকী বিরহ-স্মৃতি সম্বন্ধে একটি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলে যথাক্রমে মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি, এল, ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীজগবন্ধুর আনুগত্য-গুরুসেবা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহাদের বক্তৃতার পর সভাপতি মহোদয় একটি নাতি-দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণের পর মঃ মঃ শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা-মুখে সভাপতি মহোদয় ও উপস্থিত সভ্যবৃন্দের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় বহু কৃতবিদ্য সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাঞ্চরাত্রপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমার্চিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৫ই পৌষ, ১৩৬৫ ; ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ | ২২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

কৃষ্ণসম্বন্ধ-বর্জ্জিত গৃহব্রতগণ দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়-বশে চালিত হইয়া ভগবদ্দর্শনে চিরবঞ্চিত। সকল ইন্দ্রিয়ের নিত্যা গতিই ভগবান্ বিষ্ণু। মায়াবদ্ধ জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রতীতি হইতে যে বৃত্তির উদয় হয়, উহা ভক্তিবিরোধী ভোগ মাত্র।

—ভাঃ ১১।৭।৯ বিবৃতি

ভগবৎপ্রাকট্যের অনুভূতিবর্জ্জিত বিবাদময় কলিযুগের মানবগণ অভদ্ররুচি-বিশিষ্ট হন, সুতরাং ভগবদ্ভক্ত ভদ্রমহোদয়গণ ভগবদনুভূতি-বর্জ্জিত কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-রহিত ধরায় বাস করেন না।

ভগবদ্ভক্তের লক্ষণে "প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে" দেখিতে পাওয়া যায়। তজ্জন্য কৃষ্ণ উদ্ধবকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-রহিত সংসারে বাস করিয়া অভদ্ররুচিবিশিষ্ট হইতে নিষেধ করিতেছেন।

—ভাঃ ১১।৭।৪ বিবৃতি

যাহারা ভগবানের নিত্য চমৎকারময়ী লীলা-কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করে না, তাহারাই ভগবদিতর অন্য বস্তুর স্পৃহা করে। কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলে জীবের ইতর কথা শুনিবার আর ইচ্ছা হয় না। কৃষ্ণকথা শুনিলেই জীবের নিত্যমঙ্গল উদিত হয়। তাহা না করিলে জীবের কৃষ্ণেতর ভোগ-প্রবৃত্তি প্রবলা হয়।

—ভাঃ ১১।৬।৪৫ বিবৃতি

শ্রীশ্রীআচার্য্য-সংলাপ

কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু শুভানুধ্যায়ীগণের পরিপ্রশ্নের সমাধান করিয়া অশেষ কল্যাণ বিধান করিতেছেন। গত ১লা নবেম্বর (১৯৩৮) পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় ও নিকট আদর্শ শিষ্যবর্য্য পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেবকে যে সকল পরিপ্রশ্ন করেন ও শ্রীল আচার্য্যদেব তাহার যে সকল উত্তর প্রদান করেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীপাদ বিদ্যালঙ্কার—প্রাকৃত-সহজিয়া অর্চ্চনকারিগণের মধ্যে অনেককেই লাল বর্ণের লোমবস্ত্র পরিধান শৌচাদিকার্য্যে যাইতে দেখা যায়, তাঁহারা উহা কখনও ধৌত করেন না,—ইহা কি ঠিক?

আচার্য্যদেব—একমাত্র হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য খুঁটিনাটির দিকে মন দিবার আমাদের সময় থাকিবে না, তবেই সৌভাগ্যের উদয় হইবে। কর্ম্মঠতা ও চিত্ত-বিক্ষেপ সঙ্কোচনের জন্য অর্চ্চনের ব্যবস্থা। শরীরের মাংস-বৃদ্ধি ও দেহকে নিজের ভোগে না লাগাইয়া কথঞ্চিৎ হরিসেবার অনুকূল করিবার জন্য অর্চ্চন-মার্গে নানাপ্রকার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়, যথা, মাঘমাসের শীতকালের শেষরাত্রে শয্যাসুখ পরিত্যাগ করিয়া অবগাহন-স্নানাদির ব্যবস্থা, মন্দির-মার্জ্জনাদি ও আরাত্রিককালে হস্তাদির সঞ্চালন, সহস্র দণ্ডবৎ প্রণামাদিতে হস্ত-পদ সঞ্চালন প্রভৃতি। অর্চ্চন-মার্গীয় দণ্ডবৎপ্রণামে ব্যায়াম-প্রক্রিয়ার চিন্তানুশীলন হয়, তদ্দ্বারা অচিদনুশীলন ক্রমে। চেতনের বৃত্তিতে যে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৃত্তি, তাহা একটি পৃথক্ ব্যাপার, তাহাই পূর্ণ আত্মনিবেদন; কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারীর দণ্ডবৎ প্রণামে চেতনবৃত্তি শরণাগতির স্ফূর্ত্তি নাই, উহা কথঞ্চিৎ স্থূল দেহের ক্রিয়া-বিশেষ। **হরিনামকীর্ত্তনই একমাত্র পরতম অনুশীলন।**

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপঃ মুরারে-
র্বিরমিত-নিজ-ধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদি-যত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তঃ মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।

—বৃঃ ভাঃ ১।১।৯

[যাহা হইতে স্বধর্ম্ম, ধ্যান ও অর্চ্চনাদি-চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, এইরূপ মুরারির আনন্দস্বরূপ নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে-কোনরূপে গৃহীত হইলেই (নামাভাস মাত্রেই) প্রাণিগণের মুক্তিদান করিয়া থাকেন। তিনিই একমাত্র পরম-অমৃত স্বরূপ, তিনিই আমার জীবন এবং তিনিই আমার ভূষণ।]

সহজেই কি লোকের শ্রীহরিনামে বিশ্বাস হয়! ইনি পরম মুক্তগণেরই পরতমানুশীলন। অনর্পিতচর প্রেমদাতা অতিচ্ছন্নেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অন্তরঙ্গ-শক্তি স্বরূপ-রূপকে এই গুহ্যতম নাম-সংকীর্ত্তনের কথা বলিয়াছেন।

হর্ষে প্রভু কহেন—শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরম অভিধেয় নাম-কীর্ত্তন। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় অর্চ্চনের খুঁটিনাটি লইয়া ব্যস্ত। শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যত্বের যে সকল লোক অন্তরে শ্রীমূর্ত্তির বিদ্বেষী, তাহাদিগকে মাঘ মাসের শীতে গঙ্গাস্নান করাইয়া তাহাদের প্রতি কঠোর শাস্ত্রবিধি প্রয়োগ করিয়া তাহাদের পশুবল দমনের জন্য অর্চ্চনে লাগাইতে হইবে। তাহাদের 'ডবল নিউমোনিয়া' হউক, তাহাতেও তাহাদের মঙ্গল হইবে। শ্রীমূর্ত্তির কৃপা হইলে—অর্চ্চাবতারের কৃপা হইলে অন্তর্যামীর কৃপা হইবে এবং ক্রমশঃ চিদ্বৃত্তির অধিকতর বিকাশে বৈভবাবতারগণের কৃপাও স্ফূর্ত্তি হইবে।

স্থূল ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অধিক প্রবেশ করিলে চেতনের বিকাশ হইবে না। অত্যন্ত জড়, অত্যন্ত কলুষিত-চিত্ত, পশু-বৃত্তির দ্বারা চালিত কর্ম্মঠশীল ব্যক্তিগণের বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সঙ্কুচিত করিবার জন্যই অর্চ্চন—যদি শরীর চালনা করিতে হয়, ঠাকুরের পূজার জন্য জড় মাংস-

দিও শরীরের চালনা হউক। অর্চ্চনে ক্রিয়াবলাপই বেশী, উহাতে যে ধ্যানের কথা আছে, তাহাও শুদ্ধ ধ্যান নহে। বিক্ষিপ্ত-চিত্ত প্রাকৃত-ব্যক্তিগণের শুদ্ধ ধ্যান হইতে পারে না। অর্চ্চনেও শব্দের (মন্ত্রের) আশ্রয় লইতে হইবে। শব্দাবতারের অবতরণ ব্যতীত কোন অভিধেয়েই কলিযুগে কার্য্যকরী হয় না। 'স্বাহা', 'স্বধা' প্রভৃতি বিষ্ণুর স্বরূপ-শক্তি। বিষ্ণুমূর্ত্তিতে অগ্নিই বিষ্ণু। 'অগ্নে নয়' প্রভৃতি মন্ত্রে যে অগ্নি শব্দ আছে, বিষ্ণুমূর্ত্তিতে তাহা বিষ্ণু-বাচক। প্রত্যেক মন্ত্রের পরে 'স্বাহা' শব্দ আছে।

বিদ্যালঙ্কার—আমরা যেখানে সেখানে বিষ্ণুবিগ্রহ দেখিব, তাহা যাহার দ্বারাই প্রকাশিত বা পূজিত হউন না কেন, তাহার বিচার না করিয়াই কি তথায় দর্শন ও প্রণাম করিব ?

আচার্য্যদেব—আপনি যদি কনিষ্ঠাধিকারী হন, তবে সামান্য চর্ম্মচক্ষে দর্শন করিলেই কি, আর না করিলেই বা কি ? আপনার দর্শন প্রাকৃত-দর্শনই থাকিল। অর্চ্চা-বিষ্ণুতে 'শিলা' বুদ্ধি করিয়া দণ্ডবৎ করিলে কি লাভ ? আপনার হৃদয় যত শরণাগত হইবে, ততই শ্রীমূর্ত্তি আপনার উপর প্রভুত্ব করিবেন। আর নিজে যতটা শরণাগতনা হইবেন, আধ্যক্ষিকতা ততটা আপনার উপর প্রভুত্ব করিবে। শরণাগতির পরিমাণানুসারে শ্রীবিগ্রহে অপ্রাকৃতত্বের স্ফূর্ত্তি। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর জন্য যে গোপাল ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন, ছোট বিপ্র ও বড় বিপ্রের বিবাদে প্রেমবাধ্য হইয়া যে গোপাল সাক্ষ্য-প্রদানার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি অবরুদ্ধাগত ব্যক্তিগণের কি 'শিলাবুদ্ধি' হইতেছে না ? সেই শ্রীমূর্ত্তিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কি তাঁহারা বেশী ফল পাইতেছেন ? আর শ্রীগৌরসুন্দর ভাজোর জিলায় শিয়ালী ভৈরবীতে কাত্যায়নী দর্শন করিয়াছিলেন; ত্রিমলয়রকে গোপালিনী শক্তিরূপে দর্শন করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে নিরুপাধিক ভক্তি-বাঞ্ছার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বত্রই কৃষ্ণবস্তুময় দর্শনের লীলা অর্থাৎ মহাভাগবতের দর্শনলীলা প্রকট করিয়াছিলেন ; শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথদেবকে মুরলী-বদন শ্যামসুন্দররূপে দেখিয়াছেন ; গরুড়কে দেখিয়াছেন আশ্রয়বিগ্রহ গোপীরূপে—ঐশ্বর্য্যপর ভক্তগণের ন্যায় দর্শন নহে ; তাই তিনি গোপীর কিঙ্করী-অভিমানে তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ হইতে শ্যাম-সুন্দর মুরলীবদনকে দর্শন করিয়াছেন ;—এরূপ দর্শন যাঁহার হয়, তিনিই নিজের প্রাণনাথের শ্রীমূর্ত্তির দর্শন-সম্বন্ধে বলিতে পারেন—"মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ" (চৈঃ চঃ আ ৪।২২৪ ধৃত তাঃ রঃ সিঃ বাক্য)। যে ব্যক্তি চেতনধর্ম্মে পঙ্গু, সেই ব্যক্তিই শ্রীজগন্নাথদেবকে দেখে 'ঠুঁটো রাম'। প্রত্যগ্-গতি-বিমুখ আধ্যক্ষিক বদ্ধজীবের ধারণাতেই জগৎ-দর্শন ; মহাভাগবতের সর্ব্বত্র সকলই পূর্ণ-চেতন-দর্শন। মধ্যমাধিকারীর জড় ও চেতনমিশ্রিত দর্শন, উত্তমাধিকারীর সর্ব্বত্র সকলই পূর্ণ-চেতন-দর্শন। আলোর মধ্যে ছায়া আছে ; কিন্তু যখন আলোর দর্শন হইতেছে, তখন আলোতে আর ছায়ার দর্শন হয় না। তটস্থ হইয়া দেখিলে আলো-ছায়ার বিচার। আলো কমিতে কমিতে ছায়া, ছায়া কমিতে কমিতে আলো। জীবের উপর যাহা প্রভুত্ব করে, তাহা বহিরঙ্গা মায়া। আর অপ্রাকৃত পুরুষোত্তমকে লইয়া যাঁহার বিলাস, তাহা স্বরূপ-শক্তি। শিয়ালী-ভৈরবী স্থাপন করিয়াছেন কে ? ত্রিমলয়রে কার্ত্তিকই বা স্থাপন করিয়াছিলেন কে ? তাঁহারা কি শুদ্ধ বৈষ্ণব ? ত্রিমলয়রে, চিদম্বরমে, শিবকাঞ্চীতে, কুম্ভকোণমে কি শুদ্ধবৈষ্ণবগণ লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন ? অধোক্ষজের নিকট আমরা অকপটে বলিব—আমাদের চেতনবৃত্তির উপর তোমার পরিপূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতার প্রভুত্ব হউক। আমি যখন প্রভুত্ব করিবার চেষ্টা করিলাম, তখন ত' ঘরাই পুরুষোত্তমকে 'কলা' দেখাইলাম। সূর্য্যকে কলা দেখাইলে ছায়াই দেখিতে হয়।

শ্রীবৃন্দাবনে ও ঢাকায় দেখিয়াছি, আরতির সময় পাখা দিয়া ঘড়ি ঘণ্টা বাজান' হয়, যেন ব্যায়াম করিতেছে ! বিক্ষিপ্ত দৈহিক ইন্দ্রিয়ের বল দমনের জন্য এই সকল ব্যবস্থা,—ইহা গৌণ লক্ষ্য। শব্দের বা নামের ধ্বনি অর্থাৎ কীর্ত্তনকে চতুর্দ্দিকে বিস্তার করাই ঘড়ি-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-করতাল বাজাইবার মূল উদ্দেশ্য। লোকে জানুক যে, পুরুষোত্তম বিষ্ণুর সেবা হইতেছে। শব্দব্রহ্মের—হরিনামের আনুকূল্য বিধান করিবার উদ্দেশ্যেই এই সকল ধ্বনির ব্যবস্থা। নাম

আছে বলিয়াই মহের মহত্ব। যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র 'মৃদঙ্গ'-নামের সেবার উদ্দেশ্যেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ কীর্ত্তন-ব্যতীত খোল বা করতাল বাজাইতে দেখিলে তাহা তৎক্ষণাৎ থামাইতে বলিতেন। মৃদঙ্গের সেবা-ব্যতীত বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি-শ্রবণের দ্বারা আক্ষেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টাকে শ্রীল প্রভুপাদ নিবারণ করিয়াছেন। যদি এই নৃত্যগীতবাদ্য পুরুষোত্তমের সেবায় নিযুক্ত না হয়, তবে তাহা তৌর্য্যত্রিক-মধ্যে গণ্য—হয় চং বা তামাসায় পরিণত হইবে।

বিদ্যালঙ্কার—মহাপ্রভু অন্যান্য বাদ্য, যেমন, ঢাক, ঢোল হইতেও খোল বেশী পছন্দ করিলেন কেন?

আচার্য্যদেব—কথায় বলে ঢাকের বাদ্য থামিলেই বাঁচি। ঢাকের শব্দের মধ্যে যেন একটা অসভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়; নামের ধ্বনির সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিবার পক্ষে খোলের মধুরতর ধ্বনির অধিক উপযোগিতা আছে। ভক্তির প্রত্যেক ব্যাপারেই চিদ্ বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য আছে। নিষ্কপটে হরিভজন করিলে সমস্তই ভাল, নতুবা সমস্তই মন্দ

বিদ্যালঙ্কার—বৈষ্ণবগণ কি তারের যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারেন?

আচার্য্যদেব—যাঁহারা একান্তী অর্চ্চন করেন, তাঁহারা তারের যন্ত্র ব্যবহার করেন। আর মহাভাগবতগণও তারের যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। মহাভাগবত শ্রীনারদ গোস্বামী 'তুম্বুরু' বা 'মহতী' বীণা বাদন করিয়া কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিতেন। গোপীগণ শ্রীরাসমণ্ডলে বীণা ও নানাপ্রকার তারের যন্ত্রদ্বারা স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দনের ইন্দ্রিয় তর্পণ করেন।

বিদ্যালঙ্কার—মহাভাগবত ও কনিষ্ঠাধিকারীর কি একই ব্যবহার?

আচার্য্যদেব—মহাভাগবত ও কনিষ্ঠাধিকারীর মধ্যে বাহিরের দিকে অনেকটা একই প্রকার ব্যবহার লক্ষিত হয়। শূদ্র ও পরমহংসের একই চেহারা—শূদ্রেরও উপবীত নাই, পরমহংসেরও উপবীত নাই। কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণবতার তারতম্য না জানিয়া বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সকলকে সমান দেখেন, মহাভাগবতও অনিন্দাদি-শূন্য; তবে একজনের জড়দর্শন, আর একজনের চেতনদর্শন। মহাভাগবতের "গৃহেতে গোলোক ভায়", তাঁহার 'ভোগ্য যোষিৎ' দর্শন নাই, বহির্দর্শনে পুরুষনারীর আকারে দুই ব্যক্তিগণকে তিনি কৃষ্ণপরিকর বা তদ্রূপে দর্শন করেন। বহির্মুখ লোকের 'কামিনী' বা 'রমণী' বলিতে যে ধারণা, তাহা শুদ্ধভক্তের নাই বা 'আমার ভোগ্যা স্ত্রীতে বৈষ্ণববুদ্ধি' রূপ প্রাকৃত সহজিয়া-ধর্ম্ম নাই। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি গৃহে ভজন দেখেন না, ভোজন বা ভোগ দর্শন করেন। ম • • • শ্রীল প্রভুপাদকে ও আমাকে বলিয়াছিলেন,—"আমাকে একটা কটীন লিখিয়া দেন, যাহাতে আমি তাহা পালন করিয়া একেবারে বৈকুণ্ঠে উঠিতে পারি।" অনেক দিন উঁহাকে আমি শ্রীমূর্ত্তির পূজা (অর্চ্চন) করিতে বলিয়াছিলাম—জড়েন্দ্রিয় দমনের জন্য। কিন্তু ঐ ব্যক্তি শ্রীমূর্ত্তি-বিদ্বেষীর নিকট জড় অপস্বার্থ-প্রণোদিত জড় প্রতিষ্ঠা ও ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলক চাটুবাক্য শুনিতে শুনিতে অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে অবৈধ ইন্দ্রিয়তাড়নায় পতিত হইয়াছিল!

বিদ্যালঙ্কার—যিনি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, নবধা ভক্তির অন্যান্য প্রকারগুলি তখন তাঁহাতে কিরূপ অবস্থায় থাকে?

আচার্য্যদেব—নয় প্রকার ভক্তির মধ্যে আটটিই কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির অনুকূলা বা অনুগামিনী অথবা আর ছয়টিই শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের অনুকূল অনুসরণ করিতেছেন; "তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন"—আত্মনিবেদন করিয়া—গৌরধাম শ্রীমায়াপুরে বাস করিয়া কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন।

বিদ্যালঙ্কার—আচার্য্যদেব, 'সাধুসঙ্গ' কাহাকে বলে?

আচার্য্যদেব—সাধু হওয়ার জন্য যে অনুশীলন, তাহাই প্রকৃত সাধুসঙ্গ; কেবল সাধুর কাছে বসিয়া থাকা 'সাধুসঙ্গ' নহে। সাধুসঙ্গ-ফলে দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ অর্চ্চাতত্ত্ব জানে না। তাহারা ঠাকুরের ভোগের নামে নিজের ভোগ চালায়; তাহাদের মধ্যে চেতন-অনুশীলনের কোন কথা নাই; তাহারা কেবল ইন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলক প্রাণহীন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আছে।

বিদ্যালঙ্কার—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগত সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি?

আচার্য্যদেব—শ্রীবরপঙ্কজপাদপদ্মবর শ্রীল ঠাকুরের অনুগত

সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহাদের অর্চ্চনের প্রতি নিষ্ঠাপেক্ষা নামকীর্ত্তনে অধিক অনুরাগ, তবে তাঁহারা অর্চ্চনের বিরোধী নহেন প্রভুপাদের কোন কোন শিষ্যবর্গের ন্যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগত হইবার সৌভাগ্য না হইলে কেহ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না। প্রাকৃত সহজিয়াগণের মধ্যে কত সুর ভাঁজিবার ও খোল-বাজনার রকমারি দেখা যায়। শ্রীনামের সেবায় প্রকৃতপক্ষে আনুকূল্য করিবার জন্যই যে ধ্বনির আবির্ভাব, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। নাম—বস্তু, খোল তাঁহার যন্ত্র। শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় মত গ্রহণ না করিলে মহাপ্রভুর নর্ত্তন-কীর্ত্তনকে নব্য ব্রতাচারীর নৃত্যের একটি phase বলিয়া মনে হইবে। কেহ বা মনে করিবেন—"শারীরিক ব্যায়ামের মধ্যে মহাপ্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তন একটি অত্যদ্ভুত আবিষ্কার! যখন Bar exercise এর আবিষ্কার হয় নাই, সেই যুগে 'খোল বাজান' একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার; জাতির মেরুদণ্ডকে সোজা রাখিবার জন্য—মজবুত রাখিবার জন্য—masseকে educate করিবার জন্য মহাপ্রভু কি অদ্ভুতদানই না করিয়াছেন! দেখুন—সকল ধর্ম্মের মূলে ত' এই শরীর?" যেন সকলের শেষ কথাই শরীর! 'God can be attained more through the football than through the Geeta' অর্থাৎ গীতা অপেক্ষা football খেলার ভিতর দিয়া পরমেশ্বরের প্রাপ্তি অতি সহজেই হইতে পারে!"—এইরূপ বহির্ম্মুখ রুচির অনুকূল মত প্রকাশ করিয়া কেহ শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক হইয়া পড়িলেন! কেহ বা বলিলেন—"বৈষ্ণবধর্ম্ম একটা মহাযোগ-পন্থা-বিশেষ—পূর্ব্ব রাত্রিতে আকণ্ঠ মদ্যপান-ভোজনের দ্বারা 'পূরক', সমস্ত রাত্রি জাগিয়া উহার উদরে সংরক্ষণের দ্বারা—'কুম্ভক' ও পরদিন প্রাতঃকালে উহার বর্জ্জনের দ্বারা 'রেচক'!" এইরূপ কত মতবাদ যে সৃষ্ট হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই! যদি বা বিবাদের বয়স যতই বাড়িতেছে, ততই প্রতিকে বাদ দিয়া যুক্তির প্রাধান্য-স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। অদ্রৌতমুক্তি যাহাকে একবার "জনক" বলিতেছে, তাহাকেই আবার "পালক" বলিতেছে! একদিকে বলিতেছে—'গর্ভ-ধারিণী', আবার আর একদিকে তাঁহাকেই বলিতেছে 'বারনারী'! এই অদ্রৌতমুক্তি অসংখ্য সন্তান-সন্ততি প্রসব করিয়াছে। এখন আর শাস্ত্রের প্রমাণ চলে না। তাহারা বলে "তবা হি'র যুগ চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা পয়ার বা সংস্কৃত অনুষ্টুপ্ ছন্দের নাম করিলে এখন চলিবে না।"

এখন ধন্য বাড়িয়া যাইতেছে—ভগবদ্বিগ্রহের প্রতি বিদ্বেষ প্রসারিত হইতেছে। তাই সকলে মিলিয়া এখন বাস্তব সত্যের কথা নির্ভীক কণ্ঠে প্রাণপণ করিয়া প্রচার করিতে হইবে। বিশুদ্ধ ভক্তির আচরণের পথে যিনি যতটা অগ্রসর হইয়াছেন, কেহ অল্প, কেহ বেশী, তিনি সেই পরিমাণে সত্যকথা—শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী কীর্ত্তন করুন; কিন্তু খাঁটি কথা হওয়া চাই। কলির নানাপ্রকার মতবাদের প্রতি unceasing and persistent tirade করিয়া এই ঘৃণ্য শরীরটা পাত করিতে পারিলে যদি কখনও শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা লাভ হয়। শ্রীনিত্যানন্দ-সঙ্কর্ষণ প্রভু Transcendental Cultivator। তিনি এক একটি করিয়া জীবকে ধরেন এবং তাহার হৃদয় কর্ষণ করিয়া তথায় গৌর-ভক্তির বীজ রোপণ করেন—এমন পরম-দয়াল-শিরোমণি ত' আর কেহই নাই। শ্রীনিত্যানন্দবিগ্রহই আমার গুরুদেব। তাঁহার বাণীর অনুকীর্ত্তন-ব্যতীত আমাদের আর কোন ধর্ম্ম নাই।

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর।

চট্টগ্রামে শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তিবার্ত্তা-প্রচার

চট্টগ্রামে শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠ হইতে অন্যাভিলাষিতা-শূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মযোগাদি-অনাবৃত, মোক্ষাভিসন্ধিরহিত শুদ্ধভক্তির প্রচারের ফলে 'পাঞ্চমিশালী' ও বিষ্ণুবর্ম্মাদি-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটা বেশ সাড়া পড়িয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্ব সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশ করিয়াছি। চট্টগ্রামের এক 'শিবালয়' হইতে যে "মুক্তির সমন্বয়-বার্ত্তা" প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত-প্রভুর বাক্যকে 'বহুমানন' (?) করা হইয়াছে। সেই শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৯ অধ্যায়ের উপাখ্যান-অবলম্বনে শ্রৌত-প্রমাণ-পরায়ণ ঋষিগণের দ্বারা বিশেষ বিচার-পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুরই সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ঋষি যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন, তৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিতেছেন,—

"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ।
সত্য সত্য সত্য এই বলিল বচন।
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ—জনক সবার।
ব্রহ্মা-শিব করেন যাঁহার অধিকার।
কর্ত্তা হর্ত্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ।
নিঃসন্দেহ ভজ গিয়া তাঁহার চরণ।"

(চৈঃ ভাঃ অ ৯।৩১০-৩১২)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ইত্থং সারস্বতা বিপ্রা নৃণাং সংশয়নুত্তয়ে।
পুরুষস্য পদাম্ভোজ-সেবয়া তদ্গতিং গতাঃ॥

(ভাঃ ১০।৮৯।১৯)

শ্রীশুকদেব বলিলেন, সরস্বতী-তীরবাসী মুনিগণ মানবগণের সংশয়-নিরাসের জন্য পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া পুরুষোত্তম বিষ্ণুর পাদপদ্ম-সেবা-দ্বারা মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বেশ্বরত্ব ও শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব (কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং—ভাঃ ১।৩।২৮) প্রচারিত দেখিয়া তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণ বলেন,—"শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ বিষ্ণু বা কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বকারণত্ব স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন, তদ্রূপ 'দেবী-ভাগবত'ও দেবী বা শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বকারণত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব বৈষ্ণবগণের পক্ষে ভাগবতের বাক্য যেরূপ প্রমাণ, শাক্তগণের পক্ষে দেবী-ভাগবতের বাক্যও সেইরূপ প্রমাণ।

যাঁহারা বাস্তব সত্যের অনুসন্ধানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নহেন, তাঁহারাই এইরূপ যুক্তির দ্বারা বিপথগামী হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবত সমশ্রেণীর প্রামাণিক গ্রন্থ নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতকে সমস্ত শ্রেষ্ঠ আচার্য্য ও ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব প্রমাণশিরোমণি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থকে স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব স্বরচিত ব্রহ্মসূত্রের স্বকৃত অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যাদি আচার্য্যবৃন্দও সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

'দেবীভাগবত' আধুনিক পুঁথি; শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের অবৈধ অনুকরণে রচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত—জ্ঞানপ্রদীপ; ইনি পুরাণার্ক; ইনি রসময় ফল; ইনি হরিকথাময়ী মোহিনী। ভগবান্ এই শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্বব্রহ্ম আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে পূর্ব্বকালে বিস্তার করিয়াছিলেন। 'অহমেবাসমেবাগ্রে' প্রমুখ চতুঃশ্লোকী দ্বারা উহাই তাঁহাকে অবগত করান। ব্রহ্ম-সংহিতা-অনুসারে ব্রহ্মা ভগবানের নিকট বেদমাতা গায়ত্রী প্রাপ্ত হন। সমগ্র ভাগবত ভগবান্ই ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন; ব্রহ্মা নারদের উপদেষ্টক। শ্রীনারদ হইতে ব্যাস উহা লাভ করেন এবং ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের অবতন-শাখায় এই শ্রীমদ্ভাগবত আমাদের নিকটে আগত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশপুরাণের অন্যতম—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের বিরচিত। শ্রীধরস্বামিচরণের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বেই কোন অপসাম্প্রদায়িক অবৈষ্ণবব্যক্তির দ্বারা রচিত 'দেবীভাগবত' বলিয়া একখানি পুঁথি অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু সাবর্ত্ত পুরাণগণ তাদৃশ কাল্পনিক তামস-নবীনকে "পুরাণ" বলিয়া স্বীকার করেন নাই। যে পুরাণ মহাপুরাণের অন্যতম, তাহাতে গায়ত্রীর ব্যাখ্যা প্রথমেই বর্ণিত আছে এবং যাহা ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম

ভাগ, সেই পুরাণকে রূপগোস্বামি-প্রভৃতি-সম্মত শুক-প্রোক্ত শাস্ত্র বলিয়া পদ্মপুরাণ, বৃহৎপুরাণ এবং অন্যান্য সাত্বত-পুরাণে লিখিত আছে।

কেবলমাত্র আধুনিক 'শৈব' উপনামক কোন নীলকণ্ঠ "দেবীভাগবতের" টীকা করিয়াছেন; কিন্তু বহু সুপ্রাচীন আচার্য্য ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের আচার্য্য এবং পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের শতাধিক টীকা রচনা করিয়াছেন। 'শ্রীধরস্বামী', 'বাসনাভাষ্য', 'সর্ব্বজ্ঞসূক্তি', 'বিদ্বৎকামধেনু', 'তত্ত্বদীপিকা', 'পরমহংসপ্রিয়া', 'শুক-হৃদয়' প্রভৃতি সুপ্রাচীন টীকা, জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামিপাদের 'ভাবার্থদীপিকা', আনন্দতীর্থ শ্রীমধ্বাচার্য্যের 'ভাগবত-তাৎপর্য্য', শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীবাৎস্যগোত্রীয় শৈলগুরুপুত্র বীররাঘবের 'ভাগবত-চন্দ্রিকা', শ্রীমৎ-সম্প্রদায়াচার্য্য বিজয়ধ্বজতীর্থের 'পদরত্নাবলী', শ্রীবল্লভাচার্য্যের 'সুবোধিনী', গৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্য্য-বর্য্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর 'ক্রমসন্দর্ভ', 'লঘুতোষণী', শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর 'বৈষ্ণবতোষণী', শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীশুকদেব-প্রণীত 'সিদ্ধান্ত-প্রদীপ', এমন কি, শঙ্কর-সম্প্রদায়ের শ্রীমধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের ("ভাবার্থ-প্রকাশিকা") টীকা রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিয়া সর্ব্বসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ অসংখ্য অসংখ্য নিবন্ধগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বোপদেবকৃত 'মুক্তাফল', 'হরি-লীলা', তিরুটীয়া বিষ্ণুস্বামীর সঙ্কলিত 'ভক্তিরত্নাবলী', শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর 'বৃহদ্ভাগবতামৃত', শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের 'সংক্ষেপভাগবতামৃত', শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের 'ভাগবত-সন্দর্ভ' বা 'ষট্সন্দর্ভ' এবং অসংখ্য কাব্য-নাটক শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। পরন্তু দেবীভাগবতের টীকাকার লিখিয়াছেন,—

"দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ।
ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে সদ্ভিঃ তিলকাখ্যং মহত্তরম্॥"

দেবীভাগবতের আর দ্বিতীয় টীকা না থাকায় 'তিলক' নাম্নী ব্যাখ্যা কৃত হইতেছে।

কথা উঠিতে পারে, শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের ভাষ্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ হইলে শঙ্করাচার্য্য কেন শ্রীমদ্-ভাগবতের সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই?

শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য ভগবানের আদেশে যে কার্য্যের জন্য জগতে আসিয়াছিলেন, বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণরূপে উল্লেখ করিলে তাঁহার সে সমস্ত কার্য্য পণ্ড হইয়া যায়, এজন্য তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-বিষয়ে বাহ্যে নীরব ছিলেন। শঙ্করের প্রতি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আদেশ এই,—

"ত্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥
এবং মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি।
ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়॥
অসদ্ব্যূহান্ বিতথান্ দর্শয়ন্ মহাসুর।
প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু॥"

—তুমি কলিযুগে বাসুদেবাদি জীবের মধ্যে অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া কল্পিত নিজ-তন্ত্রাদি শাস্ত্র-দ্বারা মনুষ্যকুলকে আমা হইতে বিমুখ কর; সেই কল্পিত শাস্ত্রে আমার নিত্য-ভগবৎস্বরূপের বিষয় গোপন করিও—তাহা দ্বারা জগতের বিমুখ সৃষ্টি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। আমি এইরূপ মোহ সৃষ্টি করিতেছি,—যাহা জনগণকে মোহিত করিবে; হে মহাবাহো রুদ্র, তুমিও মোহশাস্ত্র প্রণয়ন কর; হে মহাসুর, অসার ও ভগবৎস্বরূপ-প্রকাশের বিরোধী অসদ্ যুক্তিজাল প্রদর্শন কর; তোমার রুদ্ররূপ (আত্মবিনাশরূপ সংহার-মূর্ত্তি) প্রকাশ কর, আর আমার নিত্য ভগবৎস্বরূপকে আবৃত কর।"

এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য ভাগবতকে লইয়া চালনা করেন নাই। ভাগবতকে চালনা না করিলেও নিজ-কৃত 'গোবিন্দাষ্টক' নামক গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীব্রজেশ্বরের বিশ্ব-রূপ-দর্শন-জন্য বিস্ময় এবং ব্রজবনিতাগণের লীলা বর্ণন করিয়া নিজ-বাক্যের সাফল্য-বিধান-মানসে ভাগবতকে স্পর্শ করিয়াছেন; এমন কি, স্বীয় অমর-মোহনপর ভাষ্যে ভাগবতের সাক্ষাৎ বচন না তুলিলেও ভাগবতীয় কতিপয় শ্লোকের তাৎপর্য্য উদ্ধার করিয়াছেন; যথা,—"তত্র ভাগবতা মন্ত্রস্তে ভগবানেবৈকো বাসুদেবো নিরঞ্জন-জ্ঞান-স্বরূপঃ পরমার্থতত্ত্বং, স চতুর্দ্ধাত্মানং প্রবিভজ্য প্রতিষ্ঠিতো

---

* দেবীভাগবতের টীকাকার নীলকণ্ঠ ও মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ দুইজন পৃথক্ ব্যক্তি। মহাভারতের টীকাকার চতুর্দ্ধরাজ গোবিন্দসূরির পুত্র, আর দেবীভাগবতের টীকাকার রঘুনাথের পুত্র ও শৈব-উপনামক। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ শ্রীধরস্বামীকে "ভগবৎপাদ সদ্গুরু" বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন।

বাসুদেব বৃহৎরূপেণ সঙ্কর্ষণবৃহৎরূপেণ প্রদ্যুম্নবৃহৎরূপেণ অনিরুদ্ধ-বৃহৎরূপেণ চ" ইত্যাদি। ভাগবতের ৩.২৬ অধ্যায়, ১২শ স্কন্ধ ১১শ অধ্যায়ে এই উক্তির অনুরূপ শ্লোক রহিয়াছে। আর শঙ্করাচার্য্য রামানুজ প্রভৃতির গ্রন্থ-প্রমাণ বাদ ভাষ্য-মধ্যে উদ্ধার করেন নাই বলিয়াই কি তাঁহাদের গ্রন্থ-সমূহ অপ্রামাণিক বা শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তীকালের রচিত বলিতে হইবে? শঙ্করাচার্য্য ত' দেবীভাগবতেরও ভাষ্য করেন নাই বা দেবী-ভাগবতের কোন বাক্য প্রমাণরূপে কোথাও উদ্ধার করেন নাই, তবে দেবীভাগবতই বা কিরূপে সেই যুক্তি-অনুসারে প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইবে? মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ গীতা-ব্যাখ্যায় 'ভাবদীপ' মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক শ্লোক প্রমাণরূপে উদ্ধার করিয়াছেন; কিন্তু দেবী-ভাগবতের কোন প্রমাণই উদ্ধার করেন নাই।

'ভাগবত' বলিতে 'শ্রীমদ্ভাগবত'ই চিরপ্রসিদ্ধ। যেমন 'ভগবান্' বলিতে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীহরিই প্রসিদ্ধ, ' ', 'ব্রহ্মা', 'সূর্য্য', 'গণেশ', 'শক্তি' প্রসিদ্ধ নহেন; 'ভাগবত' সম্বন্ধেও সেইরূপ। 'ভাগবত' শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র কেহই 'শ্রীমদ্ভাগবত' ছাড়া আর কোনও গ্রন্থ মনে করিতে পারে না। 'ভাগবত' শব্দ উচ্চারণে কাহারও চিত্তে 'দেবী-ভাগবতে'র কথার উদয় হয় না। কেবল 'ভাগবত' বলিলে যেন চিনিতে পারিবে না বলিয়াই ভাগবতের পূর্ব্বে অবৈধভাবে 'দেবী' শব্দ সংযুক্ত করা হইয়াছে। সমস্ত আচার্য্যই 'ভাগবত' নাম উল্লেখ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতেরই বচন-প্রমাণ-সমূহ উদ্ধার করিয়াছেন, কেহ 'বিষ্ণুভাগবত' নাম করেন নাই, বা আধুনিক 'দেবীভাগবতে'র কোন বচন-প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই।

দেবীভাগবতে ষষ্ঠী, মনসা, মঙ্গলচণ্ডীর পূজার কথা রহিয়াছে। ভাগবতধর্ম্মের কোথাও বা কোনও মহাপুরাণে ঐরূপ অবৈধ উপাসনার উল্লেখ নাই। বেদান্তে "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" (২।২।৪২) অধিকরণে শাক্তের মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। কেবল ভাগবতধর্ম্মবিরোধী, পণ্ডিতম্মন্য আধুনিক কতিপয় ব্যক্তি অবৈধভাবে বাদরায়ণসূত্রের সাহায্যে "শাক্তেয়ভবভাষ" দেখাইবার চেষ্টা করিয়া সর্ব্বত্রই সমাজের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িয়াছেন। সর্ব্বদেশের সভ্য ও পণ্ডিতসমাজে শ্রীমদ্ভাগবতের আদর দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত ভারতীয় সর্ব্বভাষায় ও পাশ্চাত্যদেশীয় বহু ভাষায় বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে অনূদিত ও প্রচারিত আছেন। দেবীভাগবত কিছুকাল পূর্ব্বে বঙ্গদেশে প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে এবং সম্প্রতি মুম্বাই বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে ছাপা হইয়াছে। এইজন্য উক্ত প্রেসের গ্রন্থ-প্রচারক লিখিয়াছেন যে, পুস্তকান্তরের অভাবে তিনি দেবী-ভাগবতের পাঠ সংশোধন করিতে পারেন নাই। দেবী-ভাগবত যে একটি কল্পিত পুঁথি, ইহা পদে পদে প্রমাণিত হইবে।

অধ্যাপক ডক্টর উইন্টারনিট্জ্ শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে মিঃ উইলসন্ প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষীর মত খণ্ডন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

The extremely numerous manuscripts and prints of the text itself, as well as of many commentaries on the whole work and of seperate explanatory writings on parts of it, in addition to the many translations into Indian vernaculars, bear witness to the enormous popularity and the extraordinary reputation of the work in India. It is in accordance with this, its significance, that it is the first Purana that has been edited and translated in Europe. • • • Rather hastily Celebrooke, Burnouf and Wilson have concluded from this that Vopadeva† really was the author of the Purana, and therefore that it only originated in the 13th Century. In any case the work cannot possibly be as late as that, as it already passed as a sacred book in

† This supposition seems to rest only on the fact that vopadeva is the author of the Muktaphala, a work dependent on the Bhagavata and of the Harilila, an Anukramanika (Index) to the Bhagavata.

Vopadeva was a contemporary of Hemadri, who lived between 1260 and 1309.

Anandatirtha Madhva (1199—1278), who himself wrote a commentary on the Bhagavata Purana, places it on a level with the Mahabharata.

the 13th century. • • • Moreover it is the one Purana, which more than any of the others bears the stamp of a unified composition, and deserves to be appreciated as a literary production on account of its language, style and metre. (History of Indian Literature by M. Winternitz Ph. D. vol. 1, published by the University of Calcutta, 1927, page 554.)

শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য্যেরও পূর্ব্বে একাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। ইনি তাঁহার 'বেদান্তসারে' শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ১।৭।৪, ১।৭।৫, ২।১০।৫, ১১।২।১৩-১৮, ১১।১৭।২২, ১১।২৭।২৩, ১১।২৮।১, ১১।২৯।৩৭—এই কএকটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার 'বেদার্থসংগ্রহে' মৎস্যপুরাণানুসারে পুরাণের ত্রিবিধ বিভাগ দেখাইয়া ভাগবতের নামোল্লেখ ও শ্লোক-সংখ্যা দান করিয়াছেন।

বোপদেব হেমাদ্রির সমসাময়িক ছিলেন। বোপদেব হেমাদ্রির সম্ভোষের জন্য 'পরমহংসপ্রিয়া', 'হরিলীলা' ও 'মুক্তাফল' নামক গ্রন্থত্রয় রচনা করেন। এই গ্রন্থত্রয় শ্রীমদ্ভাগবতের অবলম্বনে রচিত হয়। হেমাদ্রি এই মুক্তাফলের 'কৈবল্যদীপিকা' নাম্নী টীকা রচনা করেন। ইহা মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায়। এই মুক্তাফলের টীকায় বোপদেবের সকল রচনারই উল্লেখ আছে।। যদি বোপদেব শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিতেন, তাহা হইলে এই স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতেরও উল্লেখ থাকিত, আর হেমাদ্রি লিখিতেন না যে, বোপদেব ভাগবতের তত্ত্ব-বর্ণনার্থ তিনটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

হেমাদ্রি ভাগবত-টীকাকারগণের মধ্যে শ্রীধরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আবার শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণের টীকায় চিৎসুখকৃত টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব হেমাদ্রি হইতে শ্রীধর ও শ্রীধর হইতে চিৎসুখ প্রাচীনতর। চিৎসুখাচার্য্য তাঁহার 'ভাগবতকথা-সংগ্রহে' এইরূপ লিখিয়াছেন—

গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসংযুতঃ।
গায়ত্র্যাঃ চ সমারম্ভস্তস্যৈব ভাগবতং বিদুঃ॥
(অষ্টাদশপুরাণ-দর্পণ ১৮৪ পৃঃ)

ষষ্ঠ্যা দ্বাদশ একত্র ক্রমেণ বিহিতাঃ শুভাঃ।
দ্বাত্রিংশত্রিশতং পূর্ণমধ্যায়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
(মারাঠী চিত্রময় জগৎ, মে ১৯১৫)

দেবীভাগবতের স্বরূপ বিচার করা হইল এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী আধুনিক-সম্প্রদায়ের মৎসরতাপূর্ণ কল্পিত মতসমূহও খণ্ডিত হইল। পূর্ব্বে (গত সম্ভাষের গৌড়ীয়ে) শিবপুরাণের সম্বন্ধেও শ্রীব্যাসদেবের বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, অর্থাৎ স্বয়ং পুরাণকর্ত্তা শ্রীব্যাসদেবই বলিয়াছেন,—শিবপুরাণ তামসিক পুরাণ এবং তামস-পুরাণেই শিবের অধিক মাহাত্ম্য এবং সঙ্কীর্ণ-পুরাণেই নানা দেবতার ও পিতৃগোত্রাদির অধিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্য, বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্য, শিবপুরাণে শিবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্য, দেবী-পুরাণে দেবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্য বা অন্যান্য শাস্ত্রে অন্যান্য দেবতার মাহাত্ম্য, এমন কি, বেদের কোন কোন সূক্তে 'সপ্তাচীপ্রভৃতি'-দেবতার মাহাত্ম্য, 'দুঃস্বপ্ন-নাশক'-দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে বলিয়া সকলেই বিষ্ণুর সহিত সমান, কেবল নাম-ভেদ মাত্র—এইরূপ হেত্বাভাসটি (Fallacy) খণ্ডিত হইল।

সর্ব্বমান্য সনাতন-শাস্ত্র শ্রীগীতার চরম শ্লোকেই তথাকথিত সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বাদ খণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীগীতার চরম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণের ঐকান্তিকী শরণাগতিমূলা অব্যভিচারিণী ভক্তি বা সনাতন-ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"

শ্রীগীতার "যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ··· ···যজন্ত্যবিধি-পূর্ব্বকম্" (গীঃ ৯।২৩) শ্লোকেও অন্যান্য দেবতাকে কৃষ্ণের অধীন বিচার না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদিগের অবৈধ পূজাকার্য্যকে নিরাস করা হইয়াছে এবং ঐরূপ অবৈধ পূজা যে কখনই মোক্ষকরী নহে, তাহাও জানান হইয়াছে। স্বতন্ত্র ভগবদ্বিচারে অন্য দেবতার উপাসকগণ মোক্ষ লাভ করা দূরে থাকুক, তাঁহারা বিষ্ণুবিদ্বেষী হইয়া জগতের কিরূপ অহিতকারী ও নিজ নিজ উপাস্য-দেবতারই অপ্রিয়তাজন

। যদ্যপি ব্যাকরণে ষষ্ঠ্যর্থাদ্যটনাঃ স্যাদ্যতঃ প্রকৃত্যা দশ প্রত্যয়াস্তু সর্ব বৈদুষ্যেঽপি বিভক্তিরেবার্থবেত্তোচ্যতে। সাহিত্যে তত্র এব ভাগবতচম্পূকারেণ ত্রয়স্ত্রিংশদ্ধ ত্রয়োবিংশতিশ্লোকেষ্বিহ ষষ্ঠ্যাঃ কে কে ন লোকোত্তরাঃ।

ও উপেক্ষাকারী হইয়া থাকেন, তাহা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয় কয়েকটি পয়ার ত্রিপদীর দ্বারা অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন—

শিবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজনোঽপি শৈবঃ স্বয়ম্।
তথা সনুনমস্তু বা বিরিঞ্চিরাদিমূর্ত্তিধৃক্।
বিলোক্য ভববেধসোঃ বিমপি ভক্তবর্গক্রমম্।
প্রণম্য শিরসাপি তান্ বয়মুপেক্ষলাসান্ ততঃ।
প্রহ্লাদভববাবলাসুতবলিব্যাসাম্বরীষাদয়ঃ।
বিষ্ণুপাসনতৎপরোঽপি চ ভবানীনাথঃ প্রিয়ঃ শম্ভবে।
যেনাস্তে রাবণারি-পৌণ্ড্রকবৃকক্রৌঞ্চাহ্বকাদ্যা অমী।
তত্ত্বজ্ঞা ন চ তৎপ্রিয়া ন চ হরেরুদ্ধাক্ষপাত্রৈরিতি।

শিব বিষ্ণুর উপাসক-নিবন্ধন বিষ্ণু জগদুপাস্য হউন, কিংবা বিষ্ণু শিবের উপাসক-নিবন্ধন শিবই জগদুপাস্য হউন, অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিনজনই সমভাবে জগদুপাস্য হউন, আমরা মহাদেব এবং ব্রহ্মার ভক্তগণের অধঃপাত পাদে অবলোকন-পূর্ব্বক তাঁহাদের উভয়কে মস্তকের দ্বারা দণ্ডবৎ প্রণতি বিধান করিয়া উপেক্ষের অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর দাসত্ব অবলম্বন করিয়াছি। কারণ, **প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিভীষণ, বলি, ব্যাস ও অম্বরীষ প্রভৃতি মহাজনগণ বিষ্ণুপরায়ণ, এজন্য তাঁহারা শ্রীশম্ভু ও ব্রহ্মার পরম প্রীতিভাজন ও জগন্মঙ্গল বিধায়ক। আর রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রক, বৃক প্রভৃতি অসুরগণ ব্রহ্মা এবং মহাদেবের ভক্তাভিমান করিয়াও তাঁহাদের প্রিয় হইতে পারে নাই, এজন্য তাহারা জগতের পরম শত্রু হইয়াছিল।**

রাবণ ব্রহ্মার ভক্ত ছিল; কিন্তু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মী সীতাদেবীকে হরণ করিবার জন্য তাহার দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছিল। রাবণ ব্রহ্মার প্রদত্ত মৃত্যুশরেই নিহত হয়, স্বয়ং ব্রহ্মাই রাবণ-হননের জন্য ঐ মৃত্যুশরের কথা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়া দেন। সুতরাং বিষ্ণু-বিদ্বেষীকে ব্রহ্মা কখনও 'ভক্ত' বলিয়া স্বীকার করেন না, পরন্তু তাহার বিনাশই আকাঙ্ক্ষা করেন।

বাণ-নৃপতি মহাদেবের পরম ভক্ত বলিয়া আপনাকে অভিমান করিতেন। তিনি মহাদেবের নিকট হইতে সহস্র বাহু প্রাপ্ত হইয়া সেই মহাদেবের সহিতই যুদ্ধ করেন। মহাদেব বাণ-নৃপতির অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে বাণ নৃপতির সহস্র বাহুর মধ্যে কেবল-মাত্র চারিটি বাহু থাকে। বাণ নৃপতি জগতের ভীষণ শত্রুতা সাধন করিয়া বিনষ্ট হন। মায়াবাদী বা পাষণ্ড-শৈবগণের শিব-ভক্তিও এইরূপ। তাঁহারা নিজেরাই 'ভবানীভর্ত্তা' বা মোহবাদী হইয়া পড়েন। তাঁহারা শিবের প্রিয় নহেন; এইজন্য তাঁহাদের উপর শিবের চির-অভিসম্পাত রহিয়াছে।

পৌণ্ড্রকও আপনাকে একজন শিব ভক্ত বলিয়া অভিমান করিত। সে শিবের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে চিরবিনষ্ট হয়।

বৃক শিবের ভক্তাভিমানী ছিল। অনেক তপস্যা করিয়া এই বৃক শিবের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হয় যে, সে যাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিবে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎই মৃত্যুগ্রস্ত হইবে। বৃক এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া ঐ বরের ফলাফল পরীক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে বর-প্রদাতা শিবকেই নির্ব্বাচন-পূর্ব্বক শিবের মস্তকে হস্ত প্রদান করিতে উদ্যত হইল। (শৈব মায়াবাদিগণের বিচারও ঐরূপ।) শিব উপায়ান্তর না দেখিয়া বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিষ্ণু ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ-পূর্ব্বক বৃককে বলিলেন, "শিবের কথায় বিশ্বাস করিও না। তুমি আপনার মস্তকে হস্ত দিয়া দেখ, কিছুই হইবে না।" বৃক বিষ্ণুর আদেশানুসারে নিজ-মস্তকে হস্ত দেওয়া মাত্রই বিনষ্ট হইল। এইরূপ শিব-ভক্তের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

ক্রৌঞ্চ—ব্রহ্মার ভক্ত ছিল। ব্রহ্মার নিকট হইতে ক্রৌঞ্চ মহাবল লাভ করে এবং দেবতাগণকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। দেবতাগণ ব্রহ্মার শরণাগত হইলে ব্রহ্মা কার্ত্তিককে সেনাপতি করিয়া পাঠান, কার্ত্তিক ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করেন।

দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য শ্রীব্যাসরাজ তীর্থ স্বামী কতিপয় বেদ-প্রমাণের দ্বারা বিষ্ণুর সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব স্থাপন করিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

দেবানামবমোঽস্মিন্বৈ বিষ্ণুর্ব্বৈ পরমঃ প্রভুঃ।
তদন্তরেণ ব্রহ্মাদ্যাঃ সর্ব্বা অপ্যস্য দেবতাঃ।
ঋগ্বেদব্রাহ্মণং হ্যাবোচৎ তরতমত্বতঃ।
দেবান্ সর্ব্বান্ বিবিচ্যোক্তা বিষ্ণোঃ পরমতাং জগৌ।
তস্মাত্ পরতরং তত্ত্বং ন কিঞ্চিদপি শংসতি।

এতে প্রধানা দেবেষু তেষ্বপেক্ষ ক্রমঃ কিল।
অতো বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বশ্রুতিষু গীয়তে।
বিষ্ণোরন্যৎ পরং তত্ত্বং ন শ্রৌতমিতি চাপ্যুত।
দেবতান্তরানিন্দাপরং ন্যূনকরদি ব্রাহ্মণং বুধাঃ।
উক্তার্থস্য সমস্তস্য প্রমাণেন প্রসিদ্ধতাম্।
বৈ-শব্দেনাহ তত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বমানৈশ্চ সিদ্ধতাম্।
শ্রুত্যা স্মৃত্যানুমানেন প্রত্যক্ষেণ চ যোগিনাম্।
বিষ্ণোঃ সর্ব্বোত্তমত্বং হি সিদ্ধমিত্যাহ না শ্রুতিঃ।
অতস্ত্রিদেবতৈক্যং হ্যাঃ পুরাণশতৈরপি।
বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদিতি যৎ সূত্রশাসনম্।
দ্বা লক্ষ্যাদিত্বয়ংতা দেবা দেবাশ্চ মধ্যগাঃ।
তত্ত্বাঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ শক্তদেবতোক্ত্যা শ্রুতির্জগৌ।
নাবয়ন্তি তে বিষ্ণোর্মহিমমিতরে ক্বিতি।
যতঃ শ্রুতিরতোঽপোক্তং তেন নাস্তস্য কুত্রচিৎ।
জাতো বা জায়মানো বা বিষ্ণোঃ কশ্চিৎ পুমাংস্তব।
মহিম্নোঽন্তং পরং নাপৈত্যাহ কাচিচ্ছ্রুতিঃ প্রভুম্।

—"অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরা অন্যা দেবতাঃ"—এই ঋগ্বেদব্রাহ্মণে বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব, অন্যদেবগণের মধ্যমত্ব এবং অগ্নির অধমত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অতএব বিষ্ণু অপেক্ষা উত্তম বস্তু কিছুই নাই, সর্ব্বপ্রধান দেবগণের মধ্যেও এই ক্রম পূজনীয়।

এইরূপ সমস্ত শ্রুতি-সিদ্ধান্ত-দ্বারা বিষ্ণুই পরম ব্রহ্ম এবং অন্য দেবগণ অধম—এইরূপ ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছে। **ব্রাহ্মণ-ভাগে বেদের ব্যাখ্যা-স্বরূপ বলিয়া ব্রাহ্মণ-ভাগে উক্ত বিষয়ই বেদতাৎপর্য্যরূপে জ্ঞাতব্য।**

শ্রুতি স্বীয় উক্তির দৃঢ়তা-সম্পাদনের জন্য "অগ্নির্বৈ" ইত্যাদি স্থলে "বৈ" শব্দের উল্লেখ করেন। "বৈ" শব্দ বাক্যার্থের সর্ব্ব-প্রমাণ-সিদ্ধত্ব-জ্ঞাপক।

শ্রুতি, স্মৃতি, অনুমান ও যোগিগণের প্রত্যক্ষ-দ্বারা বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই শ্রুতি "বৈ" শব্দ-দ্বারা বলিয়াছেন।

অতএব শত শত পুরাণকর্ত্তৃকও বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্রের একত্ব বলিবার সামর্থ্য নাই। শ্রুতিবিরোধ হইলে স্মৃতির অপ্রামাণ্য নির্ণীত হয়, ইহা জৈমিনীও বলিয়াছেন।

অগ্নি ব্যতীত সকল দেবতা, দেবী ঋষি-বাচক সামান্য দেবতা-শব্দদ্বারা সকলের গ্রহণ পূর্ব্বক মধ্যমত্ব-নির্ণয়-হেতু বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

"হে বিষ্ণো, অন্যে আপনার মহিমা-লাভে সমর্থ হয় না"—এই শ্রুতি-বাক্যে ঐক্য-নিরাকরণ-হেতু বিষ্ণুর নিকট হইতে সকলের ভেদই অবগত হওয়া যায়।

"হে বিষ্ণো, ভূত ও ভবিষ্যৎ—কোন পুরুষই তোমার মহিমার পার লাভ করিতে সমর্থ নহে"—এই শ্রুতি বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব বলিয়াছেন।

এই সকল শাস্ত্র-বাক্য, আচার্য্যবাক্য ও মহাজন-বাক্যের প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াও কেহ কেহ বলেন,—"বৈষ্ণবগণ ত' শাস্ত্র হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাঁহাদের উপাস্যবস্তু বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করিবেনই ; শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য বা অন্যদেবতার উপাসক কিংবা বিধর্ম্মী সম্প্রদায়ের অন্য ব্যক্তিগণও তদ্রূপ শাস্ত্রবাক্য খুঁজিয়া খুঁজিয়া বা নানা যুক্তি প্রদান করিয়া তাঁহাদের উপাস্যবস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবেন; এজন্য আমরা কোন দলের গোঁড়ামী সমর্থন না করিয়া নিরপেক্ষ হইয়া সকল সম্প্রদায়েরই বিবাদ নিরসন করিব এবং এই বিবাদ-নিরসনকল্পে 'যত মত তত পথ'—অর্থাৎ 'সবদাই ভাল', 'তুমভি চুপ্, হামভি চুপ্' এই এক অপূর্ব্ব মহৌষধিদ্বারা সকলকেই তুষ্ট করিব।"

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা এই ভাবে সকলকেই তুষ্ট করিবার পক্ষপাতী, তাঁহারা কতটা আন্তরিক বিবাদ মিটাইতে পারিয়াছেন, না কেবল বাহিরে গোঁজামিল দিয়া বাস্তবসত্যের অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা নাই, বাস্তবসত্যের জন্য মাথা ঘামাইয়া দরকার নাই (কেবল পার্থিব বস্তুর জন্যই উচ্চাবচ-বিচারের প্রয়োজনীয়তা আছে), এইরূপ এক প্রচ্ছন্ন অজ্ঞাভিলাষের দ্বারা প্রবোচিত হইয়াছেন ?

কাণের গহনাকে পায়ে পরা, পায়ের গহনাকে কাণে পরা, চেতন ও জড়কে, মুড়ি ও মিশ্রিকে এক করা, চোর ও সাধুকে সমান বলা সমীচীন নহে। **যাহারা বিচিত্রতা বা ভগবানের বিলাসের বিরোধী ও চরমে একমাত্র নির্ব্বিশেষবাদের পক্ষপাতী, তাহারাই তথাকথিত সমন্বয়বাদের প্রচারক।** পৃথিবীর ধর্ম্মপ্রচারকগণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, যাঁহারা শুদ্ধভক্তির পক্ষপাতী, তাঁহারা কোনদিনই তথাকথিত সমন্বয়-

বাদ স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মা, নারদ, শম্ভু, চতুঃসন, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব, যমরাজ, জগদ্গুরু শ্রীধর স্বামী, আলম্বার ঋষি বা চারিজন সাম্বত আচার্য্য, ইঁহাদের সকলেরই প্রচার তথাকথিত সমন্বয়বাদের পরিপন্থী। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং তথাকথিত সমন্বয়বাদকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গর্হণ করিয়াছেন। তাই তিনি শ্রীমুকুন্দ দত্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—

প্রভু বলে,—"ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি' তথাই মিশায়।
'অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সাম্ভায়।
জ্ঞানি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সভায়॥
'ভক্তি হইতে বড় আছে',—যে ইহা বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মোর মারে সেই জনে।
ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশন বাধ॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
খড় ও জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥

(চৈঃ ভাঃ ম ১০।১৮৮, ১৯০-১৯২, ১৮৪)

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদে (১৩২—১৩৬ সংখ্যা) কর্ম্মমার্গের সহিত "ভীষণ বহ্নি", যোগমার্গের সহিত "দক্ষ, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমার্গের সহিত সর্ব্বগ্রাসী "কৃষ্ণ অজগরে"র তুলনা করিয়া কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ-পন্থাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র ভক্তিপথেই প্রেম লাভ হয়, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—একই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার বিভিন্ন পথমাত্র, ইহা বলেন নাই। কারণ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপঃ প্রভৃতি পথের গন্তব্য স্থান ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, না হয়, মোক্ষ পর্য্যন্ত, খুব জোর বিরজা,—না হয়, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত—নির্ব্বিশেষ সাগরেই সমস্ত লয় হইয়া যাইবে; কিন্তু ভক্তিপথের গন্তব্য স্থান তাহা নহে; কৃষ্ণ তখন নির্ব্বিশেষ বা সগুণ বস্তু নহেন, তিনি নিত্য ইন্দ্রিয়বান্, অধিষ্ঠান চিদ্বিলাসী স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম; তাঁহার অগণিত সেবকসম্প্রদায় নিত্যকাল তাঁহার নবনবায়মান সেবা করিয়া সেই অধিষ্ঠান ভোক্তার ইন্দ্রিয়ের তর্পণ বিধান করেন। চট্টগ্রামের শিবালয় যে "মুক্তির বার্ত্তা" ঘোষণা করিয়াছেন, সেই মুক্তিকে তাঁহারা নরক হইতেও অধিক ঘৃণা করেন। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—

স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি' মানে।
(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।২১৪)

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥
(ভাঃ ৬।১৭।২৮)

যে শ্রীরামানুজকে পূর্ব্বোক্ত প্রচার-পত্রে "ভগবানের অবতার" বলা হইয়াছে, সেই শ্রীরামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন,—

শ্রীশে সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধী র্যস্য বা নারকী সঃ।
(প্রপন্নামৃত)

সর্ব্বেশ্বর নারায়ণের সহিত অন্যান্য দেবতাগণের যাহার সমানবুদ্ধি, সে ব্যক্তি নারকী।

শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীশ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ, কিংবা শ্রীমধ্ব, শ্রীপদ্মতীর্থ, শ্রীব্যাসতীর্থ প্রভৃতি আচার্য্যগণের উদ্ধৃত শত শত প্রমাণ-বাক্য তথাকথিত সমন্বয়বাদের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন আমরা ব্যাস, বাল্মীকি বা শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণকে মানিব,—না, মনোধর্ম্মী বা বহির্ম্মুখগণমতের ভোটে সৃষ্ট মহাপুরুষগণের কথা শুনিব? "তুমুতি চুপ্, হামুতি চুপ্" নীতি সংস্থাপনের জন্য এবং চরমে নির্ব্বিশেষবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তথাকথিত সমন্বয়বাদ জগতে চিরকালই প্রচারিত আছে। রাজনীতি-কুশল সম্রাট্ আকবর হিন্দু ও অহিন্দুগণকে হাত করিয়া নিজের লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন, ভোগ-পরিবর্দ্ধন ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য সকল ধর্ম্মের সমন্বয় (?) করিয়া 'দীন ইলাহি' নামক এক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনিও কখনও হিন্দুযোগীর বেশ, কখনও বৌদ্ধ শ্রমণের বেশ, কখনও বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিতেন। ইহা তাঁহার অন্তাভিলাষগর্ভ রাজনৈতিক চাল মাত্র। বর্ত্তমানেও বলশেভিজম্, সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি ঐরূপ তথাকথিত সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের আর একটা স্পষ্ট রূপ প্রকাশ। এই বঙ্গদেশেও আধুনিক চিজ্জড়সমন্বয়বাদ প্রচারের পূর্ব্বে ত্রিপুরার দেওয়ান রামদুলালের গান প্রচারিত ছিল—

'জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজি।
যে তোমায় যেভাবে ডাকে, তাতেই তুমি হও বা রাজী॥

মন বলে 'ভরাতারা', 'শঙ্কু' বলে কিরিঙ্গি যারা, মা।
'আল্লা' ব'লে ডাকে তোমায় সৈয়দ, পাঠান, মোগল, কাজী॥"

রামপ্রসাদও গাহিয়াছেন,—

"ঐ যে কালীকৃষ্ণ, শিব, রাম—সকল আমার এলোকেশী।"

নির্ব্বিশেষবাদিগণের বড় আদরের "পুষ্পদন্তমহিম্ন স্তোত্রেও" পাওয়া যায়—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

অতএব কোন ব্যক্তিবিশেষ সমন্বয়বাদের প্রচারক বলিয়া ভগবদবতারের কক্ষায় স্থাপিত হইবেন—এরূপ কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। নির্ব্বিশেষবাদীমাত্রকেই বাধ্য হইয়া সমন্বয়বাদী হইতে হয়। সমন্বয়বাদী না হইলে নির্ব্বিশেষবাদের সাগরে ডুবিয়া আত্মহত্যা করা ব্যতীত নির্ব্বিশেষবাদের সাগরে আত্মবিনাশ করিয়া জ্বালা জুড়াইতে হইলে বাধ্য হইয়া সমন্বয়বাদী হইতে হয়। কাজেই নির্ব্বিশেষবাদীমাত্রই সমন্বয়বাদী,—প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, আর স্পষ্টভাবেই হউক। কেবল চিন্নিচিত্রতার সেবক-সম্প্রদায় গো-বিপ্রঘাতী ও ঈশ্বরবিদ্বেষী অসুরাদির কাম্য—সাযুজ্য-মুক্তি বা নির্ব্বিশেষবাদের কামী নহেন বলিয়া তাঁহারা সমন্বয়বাদকে স্বীকার করেন না। তাই শুদ্ধভক্তির সংজ্ঞায় শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—

অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা, ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধা ভক্তি, ইহা হইতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

(চৈঃ চঃ ম ১৯।১৬৮,১৬৯)

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

শ্রীযোগমায়াপুরে শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী

[১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮ শুক্রবার]

নামশ্রেষ্ঠং মধুমপি শচীপুত্রমন্ত্রস্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গৌড়বাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

উরুপুরী মথুরার অতিরিক্ত উদারা এই নদিয়া-করুণা (করুণাময়ী)। শ্রীবৃন্দাবনাভিন্ন এই শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌর-সুন্দরের যুগপৎ প্রকটাপ্রকটপ্রকাশ নিত্য। সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটপ্রকাশ অর্থাৎ লোকলোচনের গোচরীভূতভাবে প্রকাশটি বদ্ধজীবের প্রতি অমন্দোদয়া করুণার নিদর্শন। শুধু বদ্ধজীবের পক্ষেই বা বলি কেন—মুক্তগণের প্রতিও অপার করুণা। এই 'ধাম' প্রকৃতির বিক্রম বা প্রাকৃত দেশকালপাত্রের দোষে বিলুপ্ত, ক্ষতিগ্রস্ত বা পরিভূত হন না। কৃষ্ণলোক মথুরা ও দ্বারকাও এইরূপ ভাবে নিত্যত্বের ও অপ্রাকৃতত্বের প্রমাণস্বরূপ স্বীয় অধিষ্ঠানকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

"দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্বধাম্নোঽত্যুত্তমং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্॥

(ভাঃ ১১।৩১।২৩-২৪)

শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎকে কহিলেন,—"হে মহারাজ! শ্রীহরি দ্বারকাপুরী পরিত্যাগ করিলে সমুদ্র কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নিবাসস্থলী ব্যতীত সমগ্রপুরীকে অল্পকালের মধ্যে প্লাবিত করিয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় নিজ মন্দিরে নিত্যকাল বিরাজমান রহিয়াছেন। উক্ত ভগবদ্-

গৃহের স্বরূপমাত্রেই মানবদেহে সপ্তপ্রকার ছিদ্র বিদ্যমান হইয়া পরমমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।

ভগবান্ গৌরকৃষ্ণ নিত্য এ স্থানে বিরাজমান আছেন। তিনি ভক্তবৃন্দের অন্তরে-বাহিরে নিত্যপ্রকট দিব্য-সচ্চিদানন্দ-রূপবান্ স্বরাট্‌লীলাপুরুষোত্তমরূপে বিরাজমান। সেই পরম অদ্ভুত চিদ্‌বিলাসী স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রপঞ্চে চিদ্‌বিলাসের প্রকটা বিস্তার করিয়াছেন—বিপ্রলম্ভভাব-বিভাবিত হইয়া নিজেই নিজের ভজন বা সেবাসুখ প্রকাশ করিবার জন্য। এই পরমৌদার্য্যের প্রকাশ যে স্থানে করিলেন, সেই এই ধাম 'নদিয়া'—করুণা। নিত্যই গৌর-সুন্দর ধামসহ প্রপঞ্চে প্রকাশিত হইয়া এই পৃথিবীকে ধন্যা করিলেন। তিনি পৃথিবীর গুণের দ্বারা প্রাকৃত, হেয়, অনুপাদেয় বস্তুকে হইয়া যান নাই—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

(ভাঃ ১১।১১।৩৬)

যেমন জল স্পর্শ করিয়া আছে, কিন্তু জলদ্বারা নিস্নাতাদিরূপে না হইয়া—আকৃত না হইয়া সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকে, তদ্রূপ। কিন্তু বহির্মুখ বা পরাগ্‌দৃষ্টিসম্পন্ন বদ্ধজীবগণের বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যরূপে যে স্থান গোচরীভূত হয়, তাহা চিদ্ধামেরই বিকৃত, হেয়, জড় প্রতিফলন। তাহাদের নিকট ধাম নিজস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন না। মায়া আবরণ বা জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, সেই জালের উপরে বাস করিয়াই ভোক্তৃ-অভিমানী জীব মনে করিতেছে—"আমরা ধামবাস করিতেছি।" যে সৌভাগ্যবান্ জীবের উপর শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপা বর্ষিত হয়, তাহার আর ঐ জাল, আবরণ বা বাধা থাকে না,—মায়া আবরণ সংবরণ করেন। এই সুদর্শন লাভ হয় একমাত্র শ্রীগুরুদেব বা শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায়—শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুর ও শ্রীশচীমাতার কৃপাবলে। তখন ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোমাদি সন্ধিনীশক্তির বৈচিত্র্যরূপ প্রকট করিয়া অনুকূলভাবে গৌরকৃষ্ণ-সেবার পোষক হরিসম্বন্ধি-সেব্যরূপে মুকুন্দগণের দ্বারা সেবিত হন। তখন আর এই সকল বস্তু মোহগ্রস্ত করিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা বা প্রতারণা করে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অমায়ায় কৃপা হইলে তবে 'আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত বিষয়সমূহ সকলই মাধব।'—এই বিচার নিষ্কপট সেবোন্মুখ জীবের হৃদয়ে স্থান পায়।

জড় অহঙ্কার বা দম্ভই এই গুরুপাদপদ্মের কৃপালাভের পথে বাধা বা অন্তরায়। দম্ভের লেশ মাত্র থাকিলে অর্থাৎ তৃণটুকুর যে দম্ভ আছে, ততটুকু পরিমাণ দম্ভ থাকিলেও স্বরূপদর্শন—নন্দ-যশোদার বা শচীজগন্নাথমিশ্রের আনুগত্য হয় না। **'পুরুষ বা স্ত্রী' এই সমস্ত অভিমান থাকিলে গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য বা তাঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধ হয় না।**

'তৃণাদপি সুনীচেন' এই শ্লোকেই শ্রীচৈতন্যদেবের সমস্ত শিক্ষার সার নিহিত আছে। ঐ গুণ বা ধর্ম্মচতুষ্টয় অর্থাৎ সুনীচত্ব, সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্বই জীব-স্বরূপের ধর্ম্ম। সহজভাবে এই ধর্ম্মচতুষ্টয় যে সৌভাগ্যবান্ জীবে প্রকাশিত, তাঁহারই অপ্রাকৃত চক্ষে, কর্ণে ও হৃদয়ে অপ্রাকৃত গোকুল-মহোৎসব বা শ্রীনদিয়া-প্রকাশ শ্রীশ্রীশচীনন্দনের নিত্য নৃত্য-কীর্ত্তন-গীত-বাদিত্র প্রকটিত হয়। তখনই "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়।"—এই বাণীর সত্যতা উপলব্ধি হয়। শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর এই শ্রীশ্রীযোগপীঠে—শচীর ভবনে সর্ব্বক্ষণ বিরাজমান আছেন। শ্রীবাসকীর্ত্তনে, শ্রীশচীর প্রাঙ্গণে, নিত্যানন্দের নর্ত্তনে ও রাঘবভবনে মহাপ্রভুর সর্ব্বদা আবির্ভাব আছে।

শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে।
শ্রীবাসকীর্ত্তনে আর রাঘব-ভবনে।
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।
প্রেমাবিষ্টহয় প্রভুর সহজস্বভাব॥ (চৈঃ চঃ ম ২।৩৪-৩৫)

শ্রীশচীদেবী ও শ্রীজগন্নাথমিশ্র নবদ্বীপ-বাসিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের সেবায় আকৃষ্ট গৌরসুন্দর শ্রীযোগ-মায়াপুর হইতে এক পদও কোথায়ও যান না। শ্রীগৌর-সুন্দর ও শ্রীধাম অভিন্নবস্তু। অপ্রাকৃত ধামের অনুগত হইলেই তিনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ দেখাইবেন। এখানের তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, ধূলি—সমস্তই বিপ্রলম্ভরসা-নন্দময়—গৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভময়ী লীলার পুষ্টিকারক তখন—

"যৎকিঞ্চিত্তৃণগুল্মকীটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দসহিতং লীলানুকূলং পরম্।
আস্তৈরেব মুহুর্মুহুঃ স্ফুটমিদং নষ্টস্মিতং রাজ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেরপি সম্পৃহেণ তদিদং সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে॥"

—এই বিচারে এখানকার তৃণ, বৃক্ষ ও ধূলিতে জড়বুদ্ধি হইবে না, ইঁহাদের অপ্রাকৃতত্ব বা সেব্যত্ব হৃদয়ে সহজভাবে প্রকাশিত হইবে, তখন ব্রহ্মা, উদ্ধব প্রভৃতি ভক্তগণেরও বন্দ্য এই যোগমায়াপুরে কল্পপাদপ, তৃণ ও ধূলির নিকট প্রণত ও প্রপন্ন হইয়া আমরা কৃপা ভিক্ষা করিতে করিতে নিজেকে অপ্রাকৃত বিবুধচিদ্‌বাসের দৃশ্য, ভোগ্য বা দানজ্ঞানে আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্টবিষয়বিগ্রহের বিপ্রলম্ভ-বিভাবিত সেবাচেষ্টায় অধিকতর উন্মুখ হইতে থাকিব। নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় জীবের এই সৌভাগ্যের উদয় হয়। নিষ্কপট জীব যেকালে এই গৌরধাম আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পদকমলকেই সর্ব্বস্ব ও নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা হীন-হীন নীচ পতিত জ্ঞানে সর্ব্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে বিরহে অকৃত্রিম দৈন্যার্ত্তি-উৎকণ্ঠা-পূর্ণ-হৃদয়ে সম্বোধনপূর্ব্বক শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নিকট কৃপা প্রার্থনা করেন, তৎকালে গুরুগৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়, তৎকালেই তাঁহার সংসার-বিষয়-বাসনা তুচ্ছ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধসত্ত্ব দেবকী-বসুদেবেই বা শচী-জগন্নাথের হৃদয়েই গৌর-নারায়ণের প্রাকট্য হয়।

'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ'—'আহার' অর্থাৎ আহরণ, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়-গ্রহণ বা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ। এই ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তির বা ভাবের বিশুদ্ধি হয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায়। যুক্তবৈরাগ্যশিক্ষক শ্রীরূপের কৃপায় যুক্তবৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর কৃপা লাভ হইলে তবে আহারশুদ্ধি হয়। তখন জীব নিজকে আশ্রয়ভেদাংশ ভোগ্য-দৃশ্য-দাস-জ্ঞানে প্রত্যেক বস্তুর শুদ্ধত্ব বা হরিসম্বন্ধিত্ব বা ভগবৎসেবোপকরণত্ব অবগত হয়, তখনই তাহার ভোগ বা ত্যাগের প্রয়াস বিদূরিত হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় জীবের বিরূপের বস্তু অসহিষ্ণুতা, মান-গ্রহণে স্পৃহা, অন্যে মানদানে অনিচ্ছা বিনষ্ট হয়। জীবের গঠনে বা স্বরূপে ভক্তাদি অবরবর্গের লেশমাত্রও নাই। তথায় বিশুদ্ধসত্ত্ব জীব-হৃদয়ে একমাত্র 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ', 'স্বদ্ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-ভৃত্যস্য ভৃত্যঃ',—এই অভিমানে কৃপানুগ-বৈষ্ণবের পাদপদ্মধূলি হইবার সুতীব্র বাসনা ভিন্ন অন্য কোন আকাঙ্ক্ষার কিছুমাত্র অবকাশ নাই।

যেস্থলে এই আহরণ বা ইন্দ্রিয়সমূহের চেষ্টা বহির্ম্মুখী, তথায়ই অরূপা, বরুণা। মায়ার দাসত্ব। মায়াগ্রস্ত জীবের হৃদয়ে রজোগুণের বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভোগবুদ্ধি প্রবল করায়। এই ভোগবুদ্ধি হইতেই শোক, মোহ, ভয় প্রভৃতি লোচাতন দুরবস্থার উদয় হয়। সেকালে চিত্ত অশুদ্ধ এবং বিচার জড় বা প্রাকৃত হয় অর্থাৎ সেকালে শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও শ্রীশচী-দেবীর আনুগত্য হয় না, তাঁহাদিগকে প্রাকৃত পুরুষ স্ত্রী বুদ্ধিতে দর্শন করিয়া অপরাধপঙ্কে পতিত ও নিমজ্জিত হইতে থাকে। বস্তুতঃ তাঁহারা উভয়েই সচ্চিদানন্দতনু, উভয়েই আশ্রয়-বিগ্রহ ভগবদ্বস্তু—একই বস্তু বিলাস-ভেদে দুইভাবে প্রকাশিত। যেমন জড়জগতে এক অগ্নি আর এক অগ্নিকে ভোগ বা দহন করে না, অপ্রাকৃত শ্রীধামবাসীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইঁহাদের মধ্যেও সেইরূপ ভোগবুদ্ধি নাই, উভয়েই বিশুদ্ধসত্ত্ব, উভয়ের হৃদয়ই গৌরসুন্দরের সেবাবুদ্ধিতে ভরপুর, উভয়েই আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণবস্তু। সত্ত্বশুদ্ধিতে জীবহৃদয়ে এই বিমল ত্রিকালসত্য বিচার সুপ্রকাশিত হয়। এখানে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও গৌরসুন্দরের পাদপদ্মালিঙ্গিতা লীলা বা ধাম—ইঁহারা সকলেই গৌর-শক্তি। শ্রী-ভূ-লীলাশক্তি—সকলেই গৌরসুন্দরের সেবিকা। শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভসেবা রসানুকূলবিধানই গৌরধামে তাঁহাদের হৃদয়ভাব, তদ্ভিন্ন অন্য কোনপ্রকারের সম্ভোগ-বাসনার লেশমাত্রও তাঁহাদের মধ্যে নাই।

সাধু সাবধান! যেন ভোগবুদ্ধি করিয়া দুস্তরে ধাম-বাসের ছলনা না হয়। দগ্ধই বদ্ধজীবের প্রতি মায়ার ভীষণ-তম দণ্ড। ভোগবুদ্ধি প্রবল হইলেই শুদ্ধবিচারটি থাকিবে না, তখনই ভবানীভর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধির উদয় হইবে। ভব ও ভবানীর সংযোগে যে কল প্রসূত হয়, তাহা মিশ্রভাবযুক্ত। অপ্রাকৃত শ্রীধামে বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্রের সংযোগে সে প্রকার মিশ্রফল প্রসূত হয় নাই। অপ্রাকৃত শ্রীধামে বিশুদ্ধসত্ত্বে বিপ্রলম্ভসেবা-ভাব-বিভাবিত-বিগ্রহ কৃপাময় অজ গৌরনারায়ণের নিত্য প্রাকট্য হইয়াছে। তিনি প্রকটিত হইয়া কি করিলেন? নিজেই নিজের নাম সুস্বরে সম্বোধন করিয়া বিরহে, দৈন্যে ও উৎকণ্ঠায় আকুল ও আত্মহারা হইয়া, সম্ভোগবাদ নিরাস করিয়া, ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিপ্রলম্ভময় সেবা-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া জীবের হৃদয়ের অশুদ্ধ মিশ্রভাবকে শুদ্ধ করিলেন। এই অজের জন্ম-লীলা-প্রাকট্যই জীবের প্রতি অমন্দোদয়া

হয়। শ্রীশচীনন্দনের মন্ত্র প্রকটিত না হইলে কলিহত গৌরবিমুখ জীবের ভোগবুদ্ধিরূপ অনর্থের উপশমের আর কোন উপায় ছিল না। এই শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদ্‌গতভাব শ্রীরূপসনাতনের কৃপায় ও দয়ায় অবগত হওয়া যায়। শ্রীরূপসনাতনের সেবায় গৌরসুন্দর আকৃষ্ট—বশীকৃত। সরতঙ্গ হইলে তবে শ্রীরূপসনাতনপদে জীবের আকৃতি হয়, সেই সরতঙ্গি হয় শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায়। যেমন ঠাকুর মহাশয় দেখাইয়াছেন—

"রূপরঘুনাথপদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগলপিরীতি।"

যুগলপিরীতি অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদ্‌গত ভাব। তাহা শ্রীরূপরঘুনাথকৃপায় জানা যায়, সেবা করা যায়। লৌকিক দৃষ্টিতে শ্রীগৌরসুন্দরের—গর্ভ হইতে প্রকাশ, বিদ্যাবিলাস, ঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎকার, গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পূর্ব পর্যন্ত যে সমস্ত লীলা, তাহারও চমৎকারিতা সর্বাধিক। আবার তদনন্তর বিমুখসব সেবকগণকে চমৎকারিতায় মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদের সহিত গৌরসুন্দরের লীলাবিলাসের মর্ম শ্রীরূপাদির শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় জানা।

তৎপূর্বে বিমুখাবস্থায় প্রাকৃত বিচারে 'আমি খুব বুদ্ধিমান হইয়া গিয়াছি'—এই দম্ভ যেন না আসে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলিরূপে নিত্য সংলগ্ন—সংশ্লিষ্ট হইতে পারিলেই তবে বিশুদ্ধসবে সংসিদ্ধান্ত স্বয়ং প্রকাশিত হইবে। সেই শুষ্কবিচারে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব প্রভৃতি দোষচতুষ্টয় আর অভিবেশে আঘাত করিবে না।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল—যাহাতে এই শ্রীযোগপীঠে পরবিদ্যার খুব বেশী অনুশীলন হয়। এখান শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীমুরারিগুপ্তের করচা প্রভৃতি গৌর-চরিতকথায়—শব্দব্রহ্মের অনুষ্ঠানে সর্বক্ষণ মুখরিত থাকুক। অসদ্‌বার্তা প্রজল্পাদি যেন এখানে না হয়। এখান মৃদঙ্গ-রোলে বৈকুণ্ঠ-নাম-সংকীর্তনে সর্বক্ষণ মুখরিত হউক। এখানে বৃষভানুজ আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হউক, শ্রীনিত্যানন্দের সংকীর্তন গুরুভাবে হউক। এখানে মল্লিকা-প্রকাশের বৈভববিস্তার হউক, সর্বক্ষণ নামযজ্ঞের উদ্গাতার আবাহনে হউক। ঐ বৈকুণ্ঠনাথই সংকীর্তন-রাসনৃত্যরত শ্রীগৌরসুন্দররূপে আবির্ভূত হইবেন। শ্রীশচী-জগন্নাথের আনুগত্যে শ্রীনামমুখরিত বিশুদ্ধসবে সপার্ষদ গৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইবে। বহির্মুখ অবস্থায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গুরুগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎকার হইতেছে না বলিয়া তিনি এখানে বিরাজমান নাই, এরূপ মনে করিতে হইবে না। নিষ্কপট দৈন্য, আর্তি, উৎকণ্ঠা ও সেবাচেষ্টা—সর্বক্ষণ চাতকের ন্যায় নিত্যানন্দের কৃপা প্রার্থনা করিতে থাকিলেই অনুগত, দীনহীন, অকিঞ্চন, প্রপন্ন জীব গুরু-গৌরাঙ্গের ইচ্ছা, ইঙ্গিত, কৃপাশীর্বাদ, নব নব সেবার প্রেরণা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও নদিয়া শরণাগত বিশুদ্ধসত্ত্ব জীবকে সুগন্ধি শুভ্র কুসুমরূপে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচরণে উৎসর্গীকৃত করিবার জন্য সর্বক্ষণ ব্যগ্র, ব্যস্ত, চেষ্টিত ও করুণাময়। তাঁহাদের কৃপার অভিব্যক্তি বিষয়মলদূষিত চিত্তে প্রকটিত হয় না।

গুরুপাদপদ্মের কৃপায় চক্ষু নির্মল হয়, প্রজ্ঞাচক্ষু লাভ হয়, জল, মাটি, কাদা, ইটপাটকেল-দর্শন থাকে না, সর্বত্র কৃষ্ণের অন্বেষণ—অনুশীলন হয়। সর্বত্র সকল বিষয়ে কৃষ্ণ-সম্বন্ধযুক্ত দর্শন, গুরুদর্শন, সেব্যদর্শন বা গোকুলে গোলোক-দর্শন লাভ হয়। তখন 'যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়'—এই বাণী কীর্তন করিবার অধিকারী হওয়া যায়। তখন এই গৌর-বনে অকপটে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি গান করেন—

"কাঁদিতে কাঁদিতে, যোলক্রোশ ধাম,
জাহ্নবী-উত্তরকূলে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, কভু ভাগ্যফলে
দেখি কিছু শুভমূলে।
'হা হা মনোহর কি দেখিনু আমি',
বলিয়া মূর্চ্ছিত হ'ব।
সম্বিৎ পাইয়া কাঁদিব গোপনে,
স্মরি' দুঁহু কৃপাতব।"

ঢাকায় শ্রীল আচার্য্যদেব

আচার্যবর্য্য পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাকুল গোস্বামী প্রভু গত ২৭শে ডিসেম্বর (১৯৩৮) কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন; পুলিশার এস্-ডি-ও বাবু শ্রীযমুনাপ্রসাদজী; অলোয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী ও কতিপয় ব্রহ্মচারি-সহ ঢাকায় শুভবিজয় করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীনবগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিতা-পরিসরের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২২শে পৌষ, ১৩৫৫ ; ৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৯ | ২৩শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

শ্রীচৈতন্যবাণীর অসমোর্দ্ধ পরম-সত্যের প্রচার বর্ত্তমানযুগে গৌড়ীয় মঠের দ্বারাই সাধিত হইতেছে।

গৌড়ীয়-তরুর শুভফলাস্বাদনে পাঠকগণ ও শ্রোতৃবর্গ নিত্যানন্দ লাভ করুন।

সকল আশ্রমের গৌড়ীয়গণ শ্রীচৈতন্য-সেবায় দৃঢ়তা লাভ করুন। "পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম-নামে চলে। ভাগবত কহে, তাহা পরিপূর্ণ ছলে।"—এই কথা সমগ্র মানব-জাতির নিরপেক্ষ-ধর্ম্মের নিদর্শন হউক।

'বৈষ্ণবধর্ম্ম' ও 'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত' বিশ্বের সুধীগণের আরাধ্যবস্তু হউন। তাঁহারা নিরপেক্ষ-ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা বহন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীহরিনাম ও শ্রীভাগবত-গ্রন্থকে একই বস্তু জানুন।

অনুক্ষণ ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও তদ্বিচারপরা স্মৃতি গৌড়ীয়গণের ও বিশ্ববাসীর অনুশীলনীয় হউন। যাবতীয় ছলবিচারের কুজ্ঝটিকা আপনা হইতেই ভাগবতার্কমরীচি-মালার সম্পাতে মানবহৃদয় হইতে বিদূরিত হইবে।

—গৌঃ ১৪।১।৩

ঢাকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বাণী

গত ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৩৮) শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সংরক্ষক শ্রীশ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু ঢাকা-নগরীর একটি বৈষ্ণব-সভায় যে-সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রকাশিত হইল। সভায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন, বি-ই; পুলিসের এস্-ডি-ও শ্রীযুক্ত বাবু যমুনাপ্রসাদজী, এম্-এস্ সি, বি-এল; অলোয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক, শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ও শ্রীযুক্ত সুশীল চন্দ্র দাশ গুপ্ত প্রমুখ সজ্জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

মঠের হরিকথা-শ্রবণ-সদন বা আসন-ঘরের চতুর্দ্দিকে গুরুবর্গের, শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের আলেখ্য কিভাবে সংস্থাপন করা উচিত, তৎপ্রসঙ্গে শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন,—

আসন-ঘরটি জড়চক্ষুর তৃপ্তি-বিধায়ক Drawing-room (বৈঠকখানা) হওয়া উচিত নহে; তাহা অপ্রাকৃত শব্দ-মুখরিত হওয়া উচিত। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বা শ্রীল প্রভুপাদের প্রকোষ্ঠে drawing-room সাজাইবার উদ্দেশ্যে গুরুবর্গের বা ভগবানের একটিও আলেখ্য টাঙ্গান' দেখি নাই। শ্রীল প্রভুপাদের ব্রহ্মস্তরে থাকিবার কালে তাঁহার প্রকোষ্ঠে দেখিয়াছি, শ্রীল প্রভুপাদ সংকীর্ত্তন-গোষ্ঠীতে তাঁহার কীর্ত্তনরত অবস্থার একটি আলেখ্য মাত্র রাখিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত কোন গুরুবর্গের আলেখ্যই তিনি তথায় রাখেন নাই। ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডে অথবা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের থাকিবার ঘরেও শ্রীল প্রভুপাদ গুরুবর্গের আলেখ্য-পর্য্যন্তও ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া সাজাইয়া রাখেন নাই। ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডস্থিত শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনের আসন-ঘরে কেবল শ্রীল প্রভুপাদের একটি বৃহৎ তৈলচিত্র ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটি আলেখ্য ছিলেন। বার্ষিক মহোৎসব-কালে তথায় খুব স্থানাভাব বলিয়া নিম্ন মঞ্চাবীতে একসঙ্গে বহু সমাগত লোককে সেই আসন-ঘরে বসিতে হইত। তখন শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'এই ঘরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও আপনার আলেখ্য রহিয়াছেন, আমরা কিরূপে এস্থানে শয়ন করিতে পারি?' তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে বলিয়াছিলেন, 'অন্ততঃ শয়নের সময় আলেখ্যের সাম্নে একটি পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া দেওয়া দরকার।' গুরুবর্গের আলেখ্য বা ভগবদ্বিগ্রহকে আমাদের দেহের আরাম বা বিলাস-স্থানে সংরক্ষণ করা উচিত নহে। আসন-ঘরের চতুর্দ্দিকে বৈঠকখানার ন্যায় গুরুবর্গের আলেখ্যগুলি সাজাইয়া না রাখিয়া উহাদিগকে কোন একদিকে রাখা উচিত, যাহাতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার সময় তাঁহাদিগকে পিছন করিয়া দণ্ডবদ্বতি বা উপবেশনাদি না করিতে অর্থাৎ মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিতে হয়। আসন-ঘরে প্রতিষ্ঠিত গুরুবর্গের আলেখ্য-সমূহ কীর্ত্তনমুখে পূজিত হন। যদি স্থানের অভাব-বশতঃ সেস্থানে রাত্রে বিশ্রামাদি করিতে হয়, তবে অন্ততঃ তথায় একটি পর্দ্দা টানাইয়া দিতে হইবে।

অর্চ্চার বাহুল্য অপেক্ষা শব্দের অর্থাৎ শ্রীনামের সংকীর্ত্তনের বাহুল্য হওয়া কলিহত-জীবের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলপ্রদ। প্রত্যেক স্থান, প্রত্যেক কাল, প্রত্যেক পাত্র শ্রীনামের দ্বারা মুখরিত হইলেই অধিক ভুবনমঙ্গল বিহিত হইবে। এতদ্দ্বারা অর্চ্চার বিরোধিতা করা হয় না। আমরা অর্চ্চার বিরোধী নহি। যাহাতে অর্চ্চার মর্য্যাদা নষ্ট না হয়, অর্চ্চার চরণে অপরাধ না হয়, তজ্জন্যই আচার্য্যগণ এই সকল সতর্কতার বাণী বলিয়াছেন। স্থান, কাল, পাত্রের যোগ্যতা বিচার না করিয়া অর্চ্চার অধিক ছড়াছড়ি করিলে জড়ভোগ-প্রবণ চক্ষুরই তর্পণ হইয়া যায়। অর্চ্চা আমাদের ভোগ্য বস্তু নহেন। হৃদয়কে আসন-ঘর করিতে হইবে এবং তথায় শ্রবণকীর্ত্তন-জনিত স্মৃতির দ্বারা অনুক্ষণ গুরুবর্গের পূজা করিতে হইবে।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীর কীর্ত্তনের কথা অধিক। প্রাকৃত-

সহজিয়া-সম্প্রদায়ে বাহিরের অনুষ্ঠানের আড়ম্বরই বেশী। কীর্ত্তনই—প্রাণ; অনুষ্ঠানের কাঠামো থাকিল, অথচ চেতনময় শব্দের—শ্রীনামের কীর্ত্তনের বিলাস যদি না থাকে, তবে সেই সকল অনুষ্ঠানের মূল্য অষ্টকপর্দ্দকও নহে। কেবল বহির্নিষ্ঠগত অনুশীলনটিই যাহাতে একমাত্র না হইয়া দাঁড়ায়, তজ্জন্যই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষা। বাহ্যনিষ্ঠা পাঞ্চরাত্রিক কনিষ্ঠাধিকারীর লক্ষণ বটে; কিন্তু সেই অধিকারীর ক্রমশঃ মধ্যমাধিকারিরূপে উন্নত হওয়া আবশ্যক।

শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্।
তদ্ভগবদ্বরলব্ধৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে।

(পাদ্মোত্তর-খণ্ড)

শঙ্খ, চক্র প্রভৃতি বিষ্ণুর চিহ্নচতুষ্টয়-ধারণ, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র প্রভৃতি দ্বারা স্বদেহকে চিহ্নিত-করণ ইত্যাদি লক্ষণ-দ্বারা পাঞ্চরাত্রিক কনিষ্ঠাধিকার সিদ্ধ হয়।

সাধারণ বহির্ম্মুখ জীব হইতে পৃথগ্‌রূপে চিহ্নিত করিবার জন্য ঐ সকল বাহ্যলক্ষণের সার্থকতা আছে। এখনও দ্বারকায় গেলে পাণ্ডারা সকলের হাতে তপ্ত মুদ্রা দিয়া দেয়। অন্যান্য মানবজাতি হইতে, নাস্তিক-সম্প্রদায় হইতে আস্তিকসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য-স্থাপনের জন্য আস্তিক-গণের একটা badge বা uniform নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় ইহাই দরকার, সুতরাং দোষাবহ নহে; কিন্তু এইটুকুই মাত্র সব কথা নহে।

প্রাকৃতসহজিয়াসম্প্রদায়ের ন্যায় শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার সেবকগণ তুলসী-পাতা ছিঁড়িবার পক্ষপাতী নহেন। "কেবল শাকের মত তুলসী-পাতা ছিঁড়িলেই কৃষ্ণ নৈবেদ্য গ্রহণ করেন, আর আমাদের যেখানে নোঙ্গর পোতা আছে, তাহা আখেরের জন্য ঠিকই থাকিবে, যত অত্যাচার হইবে কেবল তুলসী-পাতার উপর"—এরূপ চিন্তাস্রোতঃ ভক্তিবিনোদ-ধারায় নাই। ভক্তিবিনোদ-ধারার বিচার—অকপট শরণাগত বা অকিঞ্চন হইলেই ভগবান্ তাঁহার নৈবেদ্য গ্রহণ করেন।

ঢাকাবাসী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবব্রুবগণের মধ্যে চক্ষুর ক্রিয়ার আদর খুব বেশী। কিন্তু আমাদের গুরুবর্গ প্রপন্ন কর্ণের ব্যবহারের কথাই অধিকরূপে বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—"সাধু, বৈষ্ণব, গুরু, শ্রীবিগ্রহ—ইঁহাদিগকে কর্ণের দ্বারা দেখ, চক্ষুর দ্বারা দেখা আপাততঃ বন্ধ রাখ।" অন্যত্র তাই বলিয়া তাঁহারা কৃত্রিম উপায়েও ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করিবার কথা বলেন নাই, তাঁহারা বলিয়াছেন,—"সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা শ্রুত শ্রৌতবাণী অর্থাৎ হরিকথাই তোমাকে পরিচালন করুন, তোমাকে নিয়মন করুন।"

সমস্ত ঢাকাবাসীর—কেবল ঢাকাবাসী কেন, সমগ্র জগদ্বাসীর চিন্তাস্রোতঃ হইতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের চিন্তা-স্রোতঃ আকাশ-পাতাল তফাৎ। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়গণের কথা জগতের নিকট যেন সম্পূর্ণ বিপ্লবময়ী কথা। কিন্তু 'কান দিয়া দেখ'—ইহাই শ্রুতির কথা, বেদের কথা। কান দিয়া শুধু দেখা নহে, আস্বাদন করা, আঘ্রাণ করা, স্পর্শ করা—অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়ের কৃত্য সেবোন্মুখ কর্ণ-দ্বারা নিয়মিত হউক। এই প্রকার চিন্তাস্রোতঃ জগতের বিচারে সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রত্যেক সেবকের কার্য্যই হইতেছে সমগ্রজগদ্বাসীর বিপরীত চিন্তাস্রোতের সহিত যুদ্ধ করা—নিত্যমঙ্গল বা উপকার করা। শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞমধ্বাচার্য্য কেবল এইরূপ যুদ্ধই করিয়াছেন। তিনি হনুমান্, ভীম ও বায়ুর অবতার। এই তিনজনের কার্য্যই—ভক্তিবিরোধী চিন্তাস্রোতের সহিত যুদ্ধ করা। হনুমান্ শ্রীরামচন্দ্রের দাস্য পূর্ণভাবে প্রকট করিবার জন্য বিরুদ্ধ যুদ্ধই না করিয়াছেন! হনুমানের মধ্যে কি আশ্চর্য্য ত্যাগ-স্বীকার, অদ্ভুত-পূর্ব্ব সহিষ্ণুতা ও প্রভু-সেবায় বলবীর্য্যের অদ্বিতীয় আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। হনুমান্‌কে শ্রীরামচন্দ্রের সেবার জন্য সেতু বন্ধন করিয়া সমুদ্র পার হইতে হয় নাই। তিনি প্রভুর মাহাত্ম্য—শ্রীরামনামের মাহাত্ম্যবলে সমুদ্র পার হইয়াছেন। হনুমান্ বৈষ্ণবের বিরোধী। তাঁহার বিচার,—বৈষ্ণব কেবল একমাত্র রামচন্দ্রেরই একচেটিয়া থাকিবে; শ্রীরামের বৈষ্ণব পরমোপাদেয় ও নিখিল সাধুজনপ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবস্তু। একপত্নিব্রতত্ব ও একপত্নীব্রতত্ব একমাত্র সীতা ও রামেরই একচেটিয়া থাকিবে। এজন্য তিনি নিজে কাহারও পাণি গ্রহণ করেন নাই। উপাস্যদেবের সেবার জন্য তিনি পর্ব্বত পর্য্যন্ত লইয়া আসিলেন। দাস্য রূপ ধারণ করিয়াছেন,—বজ্রাঙ্গ-জীতে। বল, বীর্য্য ও ধৈর্য্যের মূর্ত্তবিগ্রহ তিনি, কতটা শ্রীরামপ্রেমিক—শ্রীরামসর্ব্বস্ব—শ্রীসীতারাম-জীবন! বজ্রের মত অঙ্গ তাঁহার—একমাত্র রামচন্দ্র-ব্যতীত আর কোথায়ও তিনি মাথা নত করিবার

পাত্র নহেন—compromise (আপোষ) বলিয়া কোন কথা তিনি জানেন না—শ্রীসীতারাম-বিরোধিগণের সহিত তাঁহার কোন আপোষ বা মিটমাট নাই।

আবার শ্রীভীমসেনকে দেখুন, তিনি কিরূপভাবে কুরুকুল-বিরোধিগণের পক্ষকে দলন করিয়াছেন! দুর্য্যোধনের তথা কৌরবগণের দুষ্ট কূটনীতি, অন্যায় অত্যাচার, নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র—সব দলন করিয়া কার্ষ্ণগণের সেবা করিয়াছেন, বৈষ্ণববিদ্বেষী দুষ্টপক্ষগণের সহিত কোন প্রকার আপোষ করেন নাই।

বাদুর অবতার শ্রীমধ্বাচার্য্য কেবল পাষণ্ড-সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। মায়াবাদ, অদ্বৈতবাদ, বৌদ্ধবাদ, প্রকৃতিবাদের সঙ্গে তাঁহার কোন আপোষ নাই—অভেদবাদীর সঙ্গে কোনপ্রকার আপোষ, মীমাংসা নাই—কেবল ভেদ। ভক্ত—ভক্তই, ভক্ত কখনও বিদ্ধ নহে। যিনি সোনার সহিত খাদ মিশাইলে তাহা আর যিনি থাকে না। যতটুকু খাদ মিশান' যায়, ততটুকুই তাহার অবিমিশ্রত্ব কমিয়া যায়। দেহে পূর্ণদাস্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা, পূর্ণদাস্যের সহিত নিজের নিত্য-স্বরূপের অভেদ-জ্ঞান, তথায় কোন মিশ্রণ-ধর্ম্ম নাই, কোন প্রকার আপোষ নাই। প্রাকৃতসহজিয়াগণ নিজের প্রতিষ্ঠা প্রকাশ করিবার জন্য অসৎসঙ্গের সহিত আপোষ বা রফাদফা করিয়া লন। নিত্য নিত্য প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠা অটুট রাখিবার জন্য তাঁহাদের কোন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নাই, তাঁহাদের সতীত্ব ধর্ম্ম নাই, তাঁহারা ঐকান্তিক নহেন। ঐকান্তিককুলের শিরোমণি গুরুবর্গের পাদপদ্মের ধূলি বলিয়া অভিমান থাকিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। দুইজন প্রভু যেন হৃদয়ে স্থান না পায়—কৃষ্ণ ও মায়া যেন যুগপৎ হৃদয়ে আধিপত্য বা প্রভুত্ব বিস্তার করিতে না পারে—এজন্য তীব্রদৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রভু দুইজন হইতে পারেন না—দুইজন কৃষ্ণ হন না।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ চক্ষুর দ্বারা অতীন্দ্রিয়বস্তু দেখিতে চাহে; তাহারা কর্ণের দ্বারা অতীন্দ্রিয়কে বরণ করিবার জন্য সেবোন্মুখ নহে। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ কেবল কর্ণের দ্বারা দেখিবার কথা বলিতেছেন। যাঁহারা বেদের কথা উপপান করেন, সেবোন্মুখ কর্ণে তাঁহাদের সেই গান শ্রবণ করিতে হইবে। পরাঙ্মুখ জগতের সকল লোকই বলিতেছেন,—'কেবল চক্ষুর দ্বারা দর্শন কর'। কিন্তু একমাত্র শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়েই কেবল বলিতেছেন,—'চক্ষুর কার্য্য—নাসিকার কার্য্য—জিহ্বার কার্য্য—ত্বকের কার্য্যকে শ্রৌত শব্দ, শিক্ষা বা উপদেশ তাঁহার নিজের আয়ত্তে আনয়ন করুন। অনুগত প্রপন্ন কর্ণে শ্রুত চেতনময় শব্দ, নাম, উপদেশ বা শিক্ষা বাদবাকী চারিটি ইন্দ্রিয়কে পরিচালনা করুন, নিজের নিয়মনে আনয়ন করুন- তবেই মঙ্গল হইবে। আপাত দৃষ্টিতে এই সকল কথা সৃষ্টি-ছাড়াই মনে হয়। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়গণ এইরূপ সৃষ্টি-ছাড়াই থাকিবেন; কারণ, যেখানে 'সৃষ্টি' বা 'গড়া', তথাই 'ভাঙ্গা'। যাহা 'সৃষ্টি' ছাড়া, তাহাই 'ভাঙ্গা' ছাড়া। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়গণ 'ঢাকা' নহেন, তাঁহারা অনাবৃতস্বরূপ। ঢাকাবাসী বা ঢাকাবাসিনীগণ—যাঁহারা প্রাকৃত কর্ম্মফলে এস্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা 'ঢাকা' না থাকুন, তাঁহাদের স্বরূপ আবৃত না থাকুক, তাঁহারা স্বস্বরূপে উদ্বুদ্ধ হউন, ইহাই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের First message—প্রথম বাণী বা আবেদন, নিবেদন।

এই অনাবৃত-স্বরূপ বা ঢাকনা থাকার একমাত্র উপায় ব্রহ্মা-পূত কর্ণের দ্বারা শ্রৌত শব্দের অনুশীলন। শব্দের অনুশীলনের মধ্যে যদি কোন প্রকার বাটপাড়ি, ছলনা, অন্যাভিলাষ না থাকে, তবেই আবরণ শীঘ্র উন্মুক্ত হইবে। কর্ণের দ্বার বা অভ্যন্তর যদি কর্ম্মমলের দ্বারা রুদ্ধ থাকে, তবে চিকিৎসক ঐ কর্ম্মমলগুলিকে স্নেহ-পদার্থ দিয়া অথবা বাঁটি বা কচুর ডগা দিয়া বাহির করিয়া দেন। দম্ভ বা অহঙ্কারই—সেই কর্ম্মমল, তাহা যত পরিমাণে থাকিবে, ততই কর্ণে শ্রৌতবাণী পৌঁছিবে। কর্ণে কর্ম্মমল রাখিয়া শ্রবণের অভিনয় করিলে কিন্তু প্রকৃত শ্রবণ হয় না। শ্রীমধ্বাচার্য্য কেবল শ্রবণের কথা বলিয়াছেন—শ্রৌতপথের কথা বলিয়াছেন। 'অধ্বর' শব্দের অর্থই—শ্রৌতপথ। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়গণ যাঁহাকে 'পূর্ব্বগুরু' বলিয়া পূজা করেন, সেই শ্রীমধ্বাচার্য্য বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের 'অন্বয়াৎ' শব্দের তাৎপর্য্য করিয়াছেন,—"প্রতিপত্তিতঃ অতর্কতঃ" আর 'ইতরতঃ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—"অপ্রতিপত্তিতঃ তর্কতঃ"। নিরুক্ত সমস্ত ভাষ্য-ব্যাখ্যা-টীকাতেই তিনি শ্রৌতপথে শ্রীব্যাসবাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধার করিয়াছেন।

"আমি বুঝিয়া লইব, আমি মাপিয়া লইব, অতীন্দ্রিয়

বস্তুও আমার ইন্দ্রিয়ের কবলে কবলিত হইবে, সকলই আমার গণ্ডীর মধ্যে আসিতে পারে"—এইরূপ বুদ্ধির নাম তর্কবুদ্ধি। 'অন্যথাতে 'আস্থ'বুদ্ধি করিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অতীন্দ্রিয়কে বুঝিবার চেষ্টার নাম—'তর্ক'। নৈয়ায়িকের মতে—ব্যাপ্য হইতে ব্যাপকের দিকে অভিযানকে 'ঊহ' বা তর্ক বলে। From particular known instances to universal unknown—'a leap into the hazardous unknown'—বহু দৃশ্য বিষয় হইতে অদৃশ্য বস্তুর দিকে অভিযান,—ইহাই তর্ক। দৃশ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষের গোচরীভূত বস্তু; তৎসম্পর্কিত দেহ ও মন অতীন্দ্রিয় বস্তুকে মাপিতে পারে,—এই মতবাদই বেদ-বিরুদ্ধ বিচার। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও নির্ভেদ অপরোক্ষ মতবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন—শ্রীমধ্বাচার্য্য। অপরোক্ষ দুই প্রকার। চিদ্‌বিলাসাত্মক অপরোক্ষবাদকে শ্রীমধ্বাচার্য্য নিরাস করেন নাই; কিন্তু বিলাস-রহিত যে অপরোক্ষবাদ ও তাহা হইতে দাঁড় যে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষবাদ, তাহাকেই তিনি সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়াছেন।

'শ্রুতির অনুগত হইয়া দর্শন কর—সেবোন্মুখ প্রপন্ন কর্ণের দ্বারা দর্শন কর, আস্বাদন কর, আঘ্রাণ কর'—এই সিদ্ধান্তটি পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির চিন্তাস্রোতকে বিনাশ করিয়া নিজের অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারে। এই ভিত্তির উপর যে সকল শুষ্কভক্তির শ্রীমন্দিরের প্রাকট্য হইয়াছে, তাহার সঙ্গে অন্য কোন প্রকার কুমতবাদের খেতখামার আপোষ হইবে না। এই 'সৃষ্টি'ছাড়া, 'ভাষা'-ছাড়া মতই—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের মত। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়গণ যেমন 'সৃষ্টি'ছাড়া—'ভাষা'ছাড়া হইয়াছেন, সেইরূপ বিশ্বের জীবও যাহাতে সেই একমাত্র বাস্তবসত্য লাভ করিতে পারেন, সেরূপ সৃষ্টিছাড়া হইতে পারেন, তজ্জন্যই তাঁহাদের আপ্রাণ চেষ্টা। তাঁহাদের আচরণ ও প্রচারই বিষয় এবং নাম ইহাই। আমরা তাঁহারা কেবল নাম নহেন, তাঁহারা গৌড়ীয়। তবে তত্ত্ববাদী কেবল-নামগণের সহিত গৌড়ীয়-গণের আরও বৈশিষ্ট্য আছে।

কর্ণের পথই—শরণাগতির পথ, প্রপত্তির পথ। "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—শিষ্যের কর্ণে শ্রুতিমাতা এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। কর্ণের পথ—একমাত্র অমৃতের পথ আর চক্ষুরাদি অন্য ইন্দ্রিয়ের পথ—মৃত্যুর পথ। মৃত্যুর পথে যাইও না,—ইহাই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়কে বলিতেছেন। সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ দর্শন কর, গুরু দর্শন কর, বৈষ্ণব দর্শন কর।

যিনি উদ্গাতার উদ্গানের আনুগত্য করেন, যে উদ্গাতার কোন রোগ নাই, ভ্রান্তি নাই, যিনি তর্কপথের পথিক নহেন, তাঁহার কতবড় ভরসা! তিনি নিখিল সচ্চিৎ মঙ্গলময় গুণের একমাত্র আধারকে, সর্ব্বশক্তিশালীকে আশ্রয় করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার সংশয় কিছুই নাই। শ্রৌত পথের আনুগত্যকারীর মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার কোন সংশয় থাকে না। তবে উদ্গাতাকে কি দিতে হইবে,—বৈদ্যকে কি দিতে হয়, নতুবা রোগ সারে না—দক্ষিণা তাঁহার তিনটি টাকা মাত্র। গৌড়ীয়ের ভিক্ষা—তিন টাকা। গৌড়ীয়-বিরোধিগণ মূলতত্ত্ব দেখাইবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দিষ্ট তিন টাকার বিচার তত্ত্ব করিয়াছে। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়ের ভিক্ষা কখনও তিন টাকা হইতে এক পাই কমাইবার পক্ষপাতী নহেন। কায়মনোবাক্য—এই তিন মূল্য। 'গৌড়ীয়' কীর্ত্তন-কারী, তাঁহাকে নিত্য-কাল এই দক্ষিণা দিতে হইবে। এক মিনিট, দুই মিনিট, এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, এক মাস, দুই মাস, এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর নহে—নিত্যকাল এই কায়মনোবাক্য উদ্গাতা গৌড়ীয়ের চরণে ডালি দিতে হইবে।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকা হইতে ৬॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত চাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠে বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ও শুভাশ্রয়ী সজ্জনবৃন্দের পরমার্থ-বিষয়ক পরিপ্রশ্নের সমাধান করিতেছেন।

দশাশ্বমেধ ঘাট

কাশী ও প্রয়াগ উভয় স্থানেই গঙ্গার কোন বিশিষ্ট ঘাট "দশাশ্বমেধ ঘাট" নামে বিখ্যাত হইয়া আসিয়াছে। 'শ্রীরূপশিক্ষাবলী' বলিয়া প্রয়াগের দশাশ্বমেধঘাটের সহিত শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ সম্বন্ধ বিজড়িত আছে। শ্রী-শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ও বিষ্ণু-পাদ শ্রীশ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ ও তদভিন্ন-বিগ্রহ বর্ত্তমান গৌড়ীয় সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য পরম হংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রী অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর অনুগমনে আমরা কতকবারই শ্রীরূপশিক্ষাবলী দশাশ্বমেধ ঘাট দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীনৈমিষারণ্যে গমনের পথে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রয়াগে অবতরণ করিয়া শ্রীরূপশিক্ষাবলী দশাশ্বমেধ-ঘাটে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

প্রয়াগের দশাশ্বমেধ ঘাট

কাশীখণ্ড একতম অধ্যায়ে কাশীর গঙ্গাতটস্থ দশাশ্বমেধ ঘাটের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মা রাজর্ষিদিবোদাসের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কাশীতে দশটি অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যেস্থানে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই স্থানই 'দশাশ্বমেধঘাট' নামে বিখ্যাত। পুরাকালে এই তীর্থ 'রুদ্রসরোবর' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রহ্মা যজ্ঞান্তে এই স্থানে 'দশাশ্বমেধেশ্বর' শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া এই স্থানে বাস করেন।

প্রয়াগের 'দশাশ্বমেধঘাট' পূর্ব্বে 'বিষ্ণু-প্রজাপতি-ক্ষেত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রহ্মা যে সময় হইতে এখানে দশটি অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সে সময় হইতে এখান 'দশাশ্বমেধঘাট' নামে বিখ্যাত হয়। এই ঘাট গঙ্গার পশ্চিম তটে অবস্থিত। একটি খুব উচ্চস্থানে বহুশাখাযুক্ত সুপ্রাচীন অক্ষয়বৃক্ষ বিরাজিত রহিয়াছে। তাহারই নিম্নে 'দশাশ্বমেধেশ্বর' ও 'ব্রহ্মেশ্বর' শিবলিঙ্গ বিরাজিত। বর্ত্তমানে 'কোটেশ্বর পূজারী' নামক জনৈক বাজ-কুন্তীয় গৃহস্থ ব্রাহ্মণ এই স্থানের সেবাইত ইহার পূর্ব্বে ইঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বাচ্চারাম, তৎপূর্ব্বে ইঁহার মাতা মহাদেবী ও পিতা উদিতনারায়ণ সেবা-ইত ছিলেন।

উক্ত কোটেশ্বরপূজারী বলিলেন যে, কোন এক স্থানীয় পাণ্ডা এই দশাশ্বমেধঘাট তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি-বিচারে দুইশত টাকায় কোন এক আগরওয়ালার নিকট বিক্রয় করেন। ইহা লইয়া প্রথমে এলাহাবাদ মুন্সেফ কোর্টে ও তৎপরে এলাহাবাদ-হাইকোর্টে মোকদ্দমা হয়। কোটেশ্বর হাইকোর্টের নিম্নলিখিত রায়টির মূল copy আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন :—

"It is ordered that the application be allowed that the decree of the additional Munsiff of Allahabad be set aside and that a

decree be and it hereby is passed in favour of the plaintiff for possession by dispossession of the defendants over the property specified below.

The temple known as Dashashwamedh Mahadeoji together with two kothis (rooms) and the other properties appertaining to the said temple, marked by letters 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' in the plan, a copy whereof is attached herewith, situated in Mahalla Daraganj in the city of Allahabad, dated the 25th day of April in the year of our Lord, one thousand nine hundred and thirty two."

এই মোকদ্দমার পর দশাশ্বমেধঘাটের সম্মুখস্থ নীচের নয় সাঠা (৫। হাত বর্গে ১সাঠা) জমি লইয়া অনেক পাণ্ডার সহিত মোকদ্দমা হয়। পাণ্ডা উহাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি করিয়া বিক্রয় করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু কোর্টের উহাকে দশাশ্বমেধেশ্বরের জমি বলিয়া প্রতিপন্ন করেন।

এতৎপ্রসঙ্গে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে শ্রুত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি-মহারাজের একটি উপদেশ স্মৃতিপথে উদিত হইল :—

"এক সময়ে কোন এক নবীন কৌপীনধারী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুর নিকট কএকদিন যাতায়াত করিয়া কুলিয়া নবদ্বীপের ভূম্যধিকারিণী রাণী • • •এর এষ্টেটের কর্ম্মচারীর নিকট হইতে উক্ত স্থানে ৫ কাঠা জমি সংগ্রহ করেন। তাহা শুনিয়া শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বলেন—শ্রীনবদ্বীপধাম অপ্রাকৃত; সুতরাং এখানে প্রাকৃত ভূম্যধিকারিগণ কি প্রকারে ভূমি প্রাপ্ত হইলেন যে, তাহা হইতে উক্ত কৌপীনধারীকে ৫ কাঠা ভূমি দিতে সমর্থ হইলেন? ত্রিভুবনের সমস্ত রত্নরাজি বিনিময়ে প্রদান করিলেও অপ্রাকৃত নবদ্বীপের একটি বালুকণার মূল্যের তুল্য হয় না। অতএব প্রাকৃত জমিদার কি করিয়া নবদ্বীপের ভূমি বিলি করিবার অধিকার পাইবে? আর নবীন কৌপীনধারীরই বা কত ভজনবল যে, সে ভজন-মুদ্রার বিনিময়ে এত জমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে? শ্রীনবদ্বীপ-ধামের ভূমিতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিলে ধামবাস হওয়া দূরে থাকুক, তদ্দ্বারা ধামের চরণে অপরাধ হয়। অপ্রাকৃততত্ত্বকে প্রাকৃত ও ভোগ্য জ্ঞান করিলে তাত্ত্বিক লোক তাহাকে 'সহজিয়া' বলে।"

শ্রীল প্রভুপাদের সহিত প্রদক্ষিণপরিক্রমা-কালে কৃষ্ণ-জন্মস্থান মথুরার যোগপীঠেরও এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়াছিলাম। কৃষ্ণজন্মস্থানের ভূমি লইয়া বিধর্ম্মিগণের সহিত হাইকোর্ট পর্য্যন্ত বহুবৎসরব্যাপী মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে এবং কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ইহার গোলমাল চলিতেছিল। শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যবর্গ সম্প্রদায়েও এইরূপ কৃষ্ণভোগ্য অপ্রাকৃত বস্তুতে ভোগবুদ্ধিমূলে যে সকল বিচার প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাহাদের অপ্রাকৃতবস্তুতে প্রাকৃতবুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। হরিসেবোপকরণে—প্রভু প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তনবিলাস-ক্ষেত্রকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা স্ব স্ব ভোগ-বিলাস-ক্ষেত্র অথবা যথেচ্ছাচারিতার রঙ্গক্ষেত্র করিবার চেষ্টা হইতেই কলি বা বিবাদের উৎপত্তি হয়। যে অপ্রাকৃত ক্ষেত্রে একসময়ে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুকে কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা শিক্ষাদানের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে স্থান চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা ও ব্রহ্মলোকের অতীত পরব্যোমের উচ্চতম সীমা, সেই শ্রীরূপশিক্ষাস্থলীকে সাধারণ জল, কাদা, মাটীর নির্ম্মিত ভোগ্যস্থানরূপে দর্শন হইতেই এইরূপ বিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহারা সারগ্রাহী, তাঁহারা এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে অকপট ও অনাবিলভাবে অনুকূল হরিজনের শিক্ষা ও আদর্শ লাভ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক ব্যাপারের মধ্যেই হরিজনের আনুকূল্য দর্শন করিতে পারিলে জীবের মঙ্গল হয়। জগতে এই সকল চিত্র সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই অদ্বৈতত্ত্ব হরিজনের এতটা মূল্য।

এই স্থানের প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :—

"লোকভিড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাঞা।
রূপ গোসাঞিরে শিক্ষা করা'ন শক্তি সঞ্চারিয়া।
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব-প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত।
রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা।
রূপে কৃপা করি' তাহা সব সঞ্চারিলা।
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সূর্য্যতত্ত্ব নিষ্কপিয়া 'প্রবীণ' করিলা।
শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপূর।
কৃষ্ণের মিলন স্বপ্নে লিখিয়াছেন প্রচুর।

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা সুপ্রেষ্ঠিতাঃ খাপদ্বিষুবিষিক্ত।
কৃপানুগেনাভিদিশেত দেবস্তৈর্যে রূপক সনাতনক।
যঃ প্রাণের প্রিয়তুল্যতৈর্গোড়বঙ্গেঽপি মুক্তো
দেহাধ্যাসগ্রস্ত ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দূতিতরপরিষদ্বরৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সনমথুপনেনাদুজগ্রাহ দেবঃ।
প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজাভরূপে প্রভুরেকরূপে তত্যান রূপে স্ববিলাসরূপে।"

(চৈঃ চঃ ম ১৯।১৪—১৯)

পাঞ্চরিদালী ধর্ম্মসম্প্রদায়, অন্যাভিলাষি-কর্ম্মি-জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের নিকট রসাস্বাদনের যে চক্ষে দৃষ্ট হয়, শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবের নিকট সেই চক্ষে দৃষ্ট হয় না। শ্রীরূপানুগগণ এই স্থানকে শ্রীগৌর-গীতোপনিষদের বা শ্রীরূপানুগ-শুদ্ধভক্তির পীঠস্থান বলিয়া দর্শন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন—"এইস্থানে দম্ভাসুরের দশটি ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। দশেন্দ্রিয় বশবর্ত্তী হইয়া পুরুষাভিমানে দশটি ইন্দ্রিয়ের চালনা এইস্থানে সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হইয়াছে। এইস্থানে দশইন্দ্রিয় জীব-গতি শ্রীসনাতন-রূপের অনুগমনে দশেন্দ্রিয় বা হৃষীকের অধিপতি গোবিন্দের সেবারসে যুক্ত-বৈরাগ্যের আশ্রয়ে মগ্ন। এইস্থানে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-রূপানুগ শ্রীশ্রীজীবের অনুগত হইয়া জীব সম্পূর্ণ প্রপন্ন, শরণাগত, যুক্তবৈরাগ্যাত্মক ভক্তিরসে প্রতিষ্ঠিত ও ব্যাপৃত। এই দশাশ্বমেধঘাটের শ্রীরূপশিক্ষাস্থলীতে নিঃশ্রেয়সার্থী জীবগণ গৌণ্য ও আদরের সহিত অনুগমন ও অভিগমন করিয়া অকৈতবে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করিলেই যুগল-সেবায় অধিকার লাভ করিতে পারেন।"

সমালোচনা না বিপ্রলিপ্সা ?

উৎকলভাষায় প্রচারিত 'সহকার' নামক একখানি মাসিক পত্রে প্রাকৃতসাহজিক ও বিদ্ধ-সম্প্রদায়ের দুই একটি লেখক কখনও ছদ্মবেশে, কখনও বা নগ্নমূর্ত্তিতে প্রায়ই শ্রীচৈতন্যপার্ষদ গোস্বামিগণের প্রতি ও শুদ্ধভক্তির প্রতি শিষ্টাচার ও শ্লীলতা-বর্জ্জিত আক্রমণ-সূচক বাক্যের দ্বারা অপসাম্প্রদায়িকতা ও মৎসরতার বিষাগ্নি উদ্গিরণ করিয়া থাকেন। উৎকলভাষায় বঙ্গবাসী সাধারণের অধিকার না থাকায় উহার প্রতিবাদ সাধারণ্যে প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হয়। ঐ সকল লেখনীর প্রতিবাদ করাও নিষ্প্রয়োজন, কারণ যাহাদের চিত্ত একবার বিদ্ধ-সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জ্জরিত হইয়াছে, যাহারা দুঃসঙ্গের কবলে কবলিত হইয়াছে, তাহারা কিছুতেই শুদ্ধভক্তির কথা ধারণা করিতে পারে না, গ্রহণ করা ত' দূরের কথা।

উক্ত 'সহকার' পত্রের ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের সংখ্যায় জনৈক ব্যক্তি মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর প্রভৃতি 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামক ইংরাজী-গ্রন্থ ও তাঁহার রচিত প্রবন্ধের সমালোচকের ছদ্মবেশে নিজের স্বরূপটি ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। উক্ত সমালোচকের সমালোচনার প্রথমদিক্ পাঠ করিলে মনে হয়,—গুরুপরম্পরার বা আম্নায়-প্রণালীর জন্য তাঁহার কত দরদ! আর তিনি কতই না পাণ্ডিত্য-বিলাসী! কিন্তু সমালোচনার শেষ-ভাগ পাঠ করিলে তাঁহার গুরুপ্রণালীর জন্য ঐরূপ লোকদেখান' দরদের কারণটি বুঝা যায়। তিনি অতিবাড়ী সম্প্রদায়, চিজ্জড়সমন্বয়বাদিসম্প্রদায়, খিলফি-সম্প্রদায়ের কোন কোন পুরোহিত ও নেতাকে—প্রাকৃতসহজিয়া, সখিভেকী, নির্ব্বেধ ব্রহ্মবাদী ও নাস্তিক সম্প্রদায়ের কতিপয় গণদেবতাকে গৌড়ীয়-গুরুবর্গের সহিত সমান আসনে বসাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া গুরুপ্রণালীর সমালোচকের সজ্জা গ্রহণ করিয়াছেন! তিনি অতিবাড়ী ও সখিভেকী-সম্প্রদায়কে শুদ্ধরূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নিকট 'অপাংক্তেয়' দেখিয়া রূপানুগ-সম্প্রদায়কে শিষ্টাচার-বিবর্জ্জিত ভাষায় আক্রমণ-পূর্ব্বক গাত্রদাহ নিবারণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এজন্য তিনি শুদ্ধভক্তিস্রোতঃ পুনঃপ্রবাহের মূলপুরুষ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে পর্য্যন্ত নানাভাবে লঙ্ঘন ও বৈষ্ণবাচার্য্য-

হিগকে হেয় করিবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। অবশেষে উৎকলভাষায় কএকটি অশ্রাব্য গালিগালাজ করিয়া নিজের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন!

উক্ত সমালোচক 'গুরু-প্রণালী' সম্বন্ধে যে পাণ্ডিত্য-বিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার জন্ম গ্রহণ করিবার বহু পূর্ব্বে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদ প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দ বহুবার, নিবন্ধে প্রবন্ধে প্রচার করিয়াগিয়াছেন; কাজেই সেই 'ধার করা' বিকৃত পাণ্ডিত্য দেখিয়া আমরা একটুও বিস্মিত হই নাই।

উক্ত সমালোচক 'আম্নায়' ও 'ভাগবত-পারম্পর্য্য'—এই শব্দ দুইটির তাৎপর্য্য জানিলে ঐরূপ বৃথা পাণ্ডিত্য-বিলাসের প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়া শক্তি ক্ষয় করিতে সাহসী হইতেন না, মনে হয়। অতএব আম্নায় লেখকের অজ্ঞতাই এখানে অপরাধী অথবা ইহা বিদ্ধ সম্প্রদায়ের সহজাগত গোঁয়ারতোমীর আর একটি চিত্র-বিশেষ!

আম্নায় বা ভাগবত-পারম্পর্য্য ঠিক পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-গুরু-প্রণালী অনুসারে প্রবাহিত হয় না। শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের চতুঃসীমানায় প্রবেশ করিবার অধিকার না পাওয়ায় এই রহস্য সমালোচকের জানা নাই। কাজেই সমালোচক প্রাকৃতসাহজিক সম্প্রদায়ের কূপমণ্ডূকতা ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া লিখিতে বসিয়াছেন—"শিক্ষা গুরু হিসাবে গুরুপ্রণালী স্থির হয় না, এজন্যই রূপানুগ-সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী অতি অভিনব সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়।" কূপ-মণ্ডূকের নিকট শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু 'অতি-অভিনব' ব্যতীত আর কি?

সমালোচক অন্ধ কবিয়া যে সকল গবেষণার প্রদর্শনী খুলিয়াছেন, তাহা গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অতি শিশুও জানেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল রাধাদামোদর-দাস প্রভুর পাঞ্চরাত্রিকমন্ত্রশিষ্য, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীল কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র-শিষ্য বা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সপ্তদশ শক শতাব্দীতে অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করেন এবং বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ঊনবিংশ শক শতাব্দীতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন,—ইহা সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানবিৎ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে শিক্ষা দিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার মত কোনপ্রকার শিক্ষাই সমালোচকের নাই, তাহা তাঁহার লেখনীর অসংখ্য ভ্রম-প্রমাদের মধ্যেই ধরা পড়িয়াছে। সমালোচক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের সম্পাদিত 'বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি', শ্রীবিশ্বনাথ ও শ্রীবলদেবের গীতা-ভাষ্য ও তাঁহাদের সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ ঔৎসুক্য-দৃষ্টিতে দর্শন করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন নাই বলিয়াই নিজের অকিঞ্চিৎকর পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে বসিয়াছেন।

সমালোচক বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ-ব্যঞ্জক উক্তি করিয়াছেন। যেমন—"তিনি কি জন্ম হওয়া মাত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন? তাঁহার কি ১০০ বৎসর বাঁচিয়া থাকা সম্ভব?" ইত্যাদি। সমালোচক 'দীক্ষা' বলিতে কোন অনুষ্ঠান-বিশেষ বা কর্ণে কৃৎকার-মাত্রকেই মনে করেন। বোধ হয়, তিনি সেইরূপ দীক্ষাই দীক্ষিত!

গৌরপার্ষদ শ্রীল কবি কর্ণপুর 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য়, গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু 'গোবিন্দভাষ্যে'র প্রারম্ভে ও 'প্রমেয়রত্নাবলী'তে, শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী ও শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী তাঁহাদের বিভিন্ন গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যকে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের শিষ্য বলিয়াছেন। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরের পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকার "গুরো ব্যাসস্য শিষ্যস্য প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ, ব্যাসাদ্বৈকৃষ্ণকীর্ত্তেঃ মধ্বাচার্য্য মহাযশাঃ"—এই বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীমধ্বাচার্য্য উভয়েই একই গুরু শ্রীব্যাসের শিষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দ্বাদশশতাব্দীতে আবির্ভূত শ্রীমধ্বাচার্য্য কিরূপে ঐতিহাসিকবিচারে শ্রীব্যাসের দীক্ষিত শিষ্য ও শুকদেবের গুরুভ্রাতা হইতে পারেন? শুকপ্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত যাহা শ্রীভাগবতের তৃতীয় অধিবেশন-ক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে শ্রীসূত গোস্বামিপ্রভু কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং ঐতিহাসিক কাল-বিচারে তাহার বহুপরে শ্রীমধ্বাচার্য্য সেই শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য রচনা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীব্যাসের শিষ্য ও শুকদেবের গুরুভ্রাতা বলিয়া আধ্যক্ষিক ঐতি-হাসিকের নিকট কোনরূপেই স্থাপিত হইতে পারেন না। ইহার সমাধান কি?

শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক (১৪০০ শকাব্দার আবির্ভূত) শ্রীবলভাচার্য নিজেকে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের শ্রীবিল্বমঙ্গল বা লীলাশুকের দীক্ষিত শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ঐতিহাসিক হিসাবে ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

নামাচার্য মহাভাগবতকুলশিরোমণি শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট হইতে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা লাভ করেন নাই। শ্রীসনাতন-কথিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে বা শ্রীরূপ শ্রীসনাতনের নিকট হইতে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা লাভ করেন নাই। তাঁহারা সকলেই ভাগবতমার্গীয় শিষ্য। শ্রীরূপানুগ-ধারা-বহির্ভূত অন্যসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ ভাগবত-পারম্পর্যের বৈশিষ্ট্যের কথা বুঝিতে পারে না। তবে কোথাও কোথাও লোকোত্তর-শীল ভাগবতমার্গীয় আচার্যগুরু লোকশিক্ষার্থে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-গ্রহণের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা সর্ব্বক্ষেত্রে নহে।

সমালোচক শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের তিন শিষ্যরূপে পদ্মনাভ, নৃহরি ও মাধবের উল্লেখের পরিবর্ত্তে ইংরাজী 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামক গ্রন্থে 'পদ্মনাভের শিষ্য নৃহরি এবং নৃহরির শিষ্য মাধব—এইরূপ দেখা যায়' বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি ভ্রান্ত হইয়াছেন। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"The order of Spiritual succession (Amnaya) up to the present time from Sree Brahma as preserved in the Brahma-Gaudiya-Sampradaya is as follows."—এই বাক্যের দ্বারা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থকার পদ্মনাভের শিষ্য নৃহরি বা নৃহরির শিষ্য মাধব—এরূপ কথা বলেন নাই। ইঁহারা পরপর Spiritual successor অর্থাৎ পদ্মনাভের পর নৃহরি, নৃহরির পর মাধব যথাক্রমে সম্প্রদায়ের আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত হন, ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। নৃহরি ও মাধব পদ্মনাভের সতীর্থ ভ্রাতা হইলেও নৃহরি পদ্মনাভের আনুগত্য ও মাধব নৃহরির আনুগত্য স্বীকার করায় অর্থাৎ শিক্ষাগুরু রূপে বরণ করায় শ্রীকবি কর্ণপুর গোস্বামী পদ্মনাভের শিষ্য নরহরি ও নরহরির শিষ্য মাধব—এইরূপ বলিয়াছেন।

"তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য্যো মহামতিঃ।
তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ।"

—ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে কেবল দীক্ষিত শিষ্যদ্বারাই শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালী প্রদর্শিত হয় না।

সমালোচক 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থকারের আর একটি ভ্রম ধরিবার জন্য অপূর্ব্ব গবেষণা প্রদর্শন করিয়াও সফলকাম হন নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে, মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয়ের ইংরাজী পুস্তকে 'ব্রহ্মণ্য'র কোন উল্লেখ নাই, অথচ 'সহকারে' লিখিত তাঁহারই প্রবন্ধে 'ব্রহ্মণ্য'র উল্লেখ আছে।

শ্রীকবিকর্ণপুর-কৃত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ব্রহ্মণ্য-তীর্থের উল্লেখ নাই ; 'পুরুষোত্তম'র পরেই 'ব্যাসতীর্থে'র উল্লেখ আছে। আবার শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিকৃত গুরুপ্রণালীতে পুরুষোত্তমের পরে 'ব্রহ্মণ্য' ও ব্রহ্মণ্যের পরে 'ব্যাসতীর্থে'র উল্লেখ আছে। অতএব মহামহোপদেশক অধ্যাপক সান্যাল যখন শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামীর বিচার অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন, তখন পুরুষোত্তমের পরে ব্যাসতীর্থ, আর যখন শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী প্রভুর বিচার অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন, তখন পুরুষোত্তমের পর ব্রহ্মণ্য ও ব্রহ্মণ্যের পর ব্যাসতীর্থের নাম প্রদান করিয়াছেন। মহামহোপদেশক অধ্যাপক সান্যাল তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্পাদিত বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি, মধ্বভাষ্য, সঙ্কল্পতোষণী ও উদুপী হইতে আনীত তথ্যরাজিতে সমালোচকের 'হামাগুড়ি' দিবার পূর্ব্বেই ঐ সকল প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানেন।

সমালোচক লিখিয়াছেন,—মহামহোপদেশকের মতে শ্রীচৈতন্যদেব—শ্রীসনাতন গোস্বামীর গুরু ; কিন্তু শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু নিজকৃত বৈষ্ণবতোষণীতে বিদ্যাবাচস্পতিকে 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

এখানেও সমালোচক পূর্ব্বভ্রমের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। "জয়তি জয়তি নামানন্দরূপা মুরারেরবিরমিত-নিজ-ধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদি-যত্নম্। কথমপি সকৃদাত্তা মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।"—শ্লোকের লেখক শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু ভাগবত-পারম্পর্য্যে যে শ্রীচৈতন্যদেবের স্মরণ, ইহাই মহামহোপদেশক অধ্যাপক সান্যাল লিখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতনকে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা প্রদান করেন নাই বা ভাগবতমার্গীয় মহাভাগবতশিরোমণি

শ্রীসনাতনও কাহারও নিকট হইতে শ্রীচৈতন্যানুগত হইবার লীলা প্রদর্শনের পর পাঞ্চরাত্রিকদীক্ষা-গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। দশমটিপ্পনী বা বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টিপ্পনীর মঙ্গলাচরণে দৃষ্ট হয়,—

"ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশ-বিভূষণম্।
বন্দে শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্যং বরপ্রিয়ম্।
"রামভদ্রং তথা বাগ্মিবিলাসং লোকবেশকম্।"

এস্থলে বিদ্যাবাচস্পতি যে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর পাঞ্চরাত্রিকদীক্ষাগুরু,—ইহা সমালোচককে কে বলিলেন? আর এরূপ স্বকপোল-কল্পনামূলক অপূর্ব্ব-গবেষণা-দ্বারা প্রকৃত তথ্য ও সিদ্ধান্তকে বিপর্য্যস্ত করিবারই বা তাঁহার কি অধিকার আছে? 'গুরু' বলিতে সমালোচক কেবল আনুষ্ঠানিক দীক্ষাগুরুকেই মনে করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু আচার্য্যগণ 'গুরূন্' বলিতে এখানে 'অধ্যাপকপাদান্' বলিয়াছেন। "বিদ্যাবাচস্পতীন্—তদুপাধিক প্রসিদ্ধাধ্যাপকান্ শ্রীল সার্ব্বভৌম-সহোদরান্, শ্রীল বাসুদেবসার্ব্বভৌম-নামক-ন্যায়তীর্থং বৈদান্তিকপ্রবরং দর্শনশাস্ত্রবেত্তারং গৌড়দেশালঙ্কারং বিদ্যাভূষণোপাধিকমধ্যাপকং সংকাব্য রসিকং পরমানন্দ ভট্টাচার্য্যং তথা বাক্পটুং উপদেশকং অধ্যাপক-মুপদেষ্টারং চ রামভদ্রং তন্নামানং পণ্ডিতং বন্দে নৌমি।"

উপরিউক্ত দশমটিপ্পনীর শ্লোকে 'উপদেশকং' ও 'চ'—এই দুইটি শব্দের দ্বারা অতি স্পষ্টভাবে ইঁহাদিগকে অধ্যাপক বলা হইয়াছে। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তীও এই কথাই বলিয়াছেন,—

"শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি।
মধ্যে মধ্যে রামকেলি গ্রামে তাঁর স্থিতি।
সর্ব্বশাস্ত্র-অধ্যয়ন করিলা যাঁ'র ঠাঞি।"
(ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গ)

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম-আশ্রয়-গ্রহণের লীলা-প্রকাশের পূর্ব্বে উক্ত বিদ্যা-বাচস্পতির নিকট হইতে শাস্ত্র অধ্যয়নমাত্র করিয়াছিলেন। ইনি শাস্ত্রাধ্যাপক গুরু, দীক্ষা-মন্ত্রদাতা গুরু নহেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা ১৫শ অধ্যায়ে শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ্ব জিনি লঞা।
ভাগবত বিচার করেন সভাতে বসিয়া।
(চৈঃ চঃ ম ১৫।১৭)

এই সকল 'বিশ্বজিনিঞা ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত'এর মধ্যে বিদ্যাবাচস্পতি হয়ত' শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত-কেই অধ্যাপকবিচারে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু বন্দন করিয়াছেন।

সমালোচক শ্রীরূপানুগ-সদ্গুরুপদাশ্রয় না করায় ভাগবত পারম্পর্য্যের রহস্য অবগত নহেন এবং তজ্জন্যই শাস্ত্রাধ্যাপক গুরুর দ্বারা গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পারম্পর্য্য প্রবর্ত্তন করিবার পক্ষপাতী! কিন্তু এই বিচারেও তিনি মহম্মদ তোগলকের ন্যায় নিজের মুণ্ডা দ্বারাই নিজে পুরস্কৃত হইয়াছেন। অধ্যাপক গুরুকে 'শিক্ষাগুরু' বলা যাইতে পারে, তাঁহাকে 'দীক্ষাগুরু' বলা যায় না। অতএব সমালোচকের যুক্তির দ্বারাই তাঁহার মতবাদ খণ্ডিত হইল।

দশমটিপ্পনীর উপরিউক্ত পদ্যের অব্যবহিত পূর্ব্বেই 'ভক্তোকল্পক' শ্রীধর স্বামীর বন্দন, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের বন্দন ও তৎপূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীযমুনাগোপাল দেবের বন্দন রহিয়াছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু 'বৃহদ্ভাগবতা-মৃত' প্রভৃতি গ্রন্থেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবেরই বন্দন করিয়াছেন। বিদ্যাবাচস্পতিকে কোথায়ও 'দীক্ষাগুরু' বলিয়া প্রকাশ করেন নাই।

"নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় স্বনামামৃতসেবিনে।
যদ্ভক্তাশ্রয়ণাদস্য হেজে ভক্তিমকং জনঃ।"

—যাঁহার শ্রীরূপের আশ্রয়-হেতু এই ব্যক্তি শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়াছে, সেই স্বনামামৃতসেবী শ্রীচৈতন্যদেবকে নমস্কার।

সমালোচক এই ভ্রমের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া-ছেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের পাঞ্চরাত্রিকমন্ত্র-শিষ্য বা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য, ইহা জানাইবার জন্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক বা শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকার প্রমাণ প্রদর্শন করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। ইহা মহা-মহোপদেশক অধ্যাপক সান্যাল ও গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন। অধ্যাপক সান্যালের লিখিত শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর চরিত ও শ্রীল নরোত্তম

ঠাকুর মহাশয়ের [illegible]-প্রবন্ধে তদীয় শ্রীগুরুদেবের সম্পাদিত অনুভাষ্যে ও বহু নিবন্ধে প্রবন্ধে, গৌড়ীয়-সম্পাদকের লিখিত 'গোস্বামিরঘুনাথদাস' গ্রন্থ ও শত শত প্রবন্ধেই ইহার উল্লেখ আছে। অধিক কি, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও (অন্ত্যলীলা ১৬ পরিচ্ছেদ, ১৬১) এই কথাটি স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু যে শ্রীরূপানুগবরা প্রকটিত করিয়াছেন, সহীভেকী অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের ছদ্মবেশ-ফলে তাহা সমালোচকের বুঝিবার সামর্থ্য নাই। শ্রীল রঘুনাথ তাঁহার 'মুক্তাচরিত' গ্রন্থে আপনাকে শ্রীরূপের একান্ত ভৃত্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"আনন্দানন্দুং দৈন্যেরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্ম জন্মনি।"

স্বরচিত মনঃশিক্ষার উপসংহারেও শ্রীল রঘুনাথ বলিয়াছেন—

"দদৎ শ্রীরূপেণ স্বর-বিবশ-রাধাগিরিভৃতো
ব্রজে সাক্ষাৎ সেবালভনবিধয়ে তৎপ্রণয়িনোঃ।
তদিত্যাখ্যানধ্যান-স্মরণনতিপঞ্চামৃতমিদং
কলীভূতা গোবর্দ্ধনমধুনিং ত্বং ভজ মনঃ।"
"সুখং-শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুলভজনরত্নং স লভতে।"

পুনঃ পুনঃ বিবর্ত্তগ্রস্ত ও ভ্রান্ত সমালোচক শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর যে, শ্রীল কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পাঞ্চরাত্রিকসুবিধা, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। মহামহোপদেশক অধ্যাপক সান্যাল তদ্বিষয়ে আরও অধিক প্রমাণ অবগত আছেন। তাহা নবীন সমালোচকের প্রবন্ধের বহু পূর্ব্বে লিখিত ও বহু পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয়ত্ব হইতে প্রকাশিত নিম্নলিখিত উক্তিসমূহই প্রমাণ করিবে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য-নামক বারেন্দ্রশ্রেণীর একজন ব্রাহ্মণ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। সেই ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণকে শ্রীগঙ্গানারায়ণ দত্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই শ্রীকৃষ্ণচরণই শ্রীচক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের পরমগুরু। শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী'-টীকার প্রারম্ভে আমরা এই শ্লোকটি দেখিতে পাই—

'শ্রীরামকৃষ্ণগঙ্গাচরণান্ নত্বা গুরূন্ গুরূংশ্চাপি।
শ্রীল নরোত্তমনাথ-শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভূং নৌমি।'

—এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, শ্রীরাধারমণের সংক্ষিপ্ত নাম—শ্রীরাম; শ্রীকৃষ্ণচরণের সংক্ষিপ্ত নাম—কৃষ্ণ, এবং তদ্‌গুরু—শ্রীগঙ্গাচরণ, নাথ-শব্দে শ্রীনরোত্তমগুরু শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপ্রভু;—ইহাই তাঁহার গুরু-পারম্পর্য্য।"

অতএব মহামহোপদেশক অধ্যাপক সান্যাল যিনি এই সকল সাম্প্রদায়িক তথ্যের অনুক্ষণ অধ্যাপনা করেন, তিনি সমালোচকের বহুপূর্ব্বে যে, ঐ সকল তথ্যের সন্ধান রাখিতেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

সমালোচক 'সিদ্ধান্তরত্নে'র উপসংহারের একটি পদ হইতে "কান্তকুব্জ-বাসিবর শ্রীরাধাদামোদরই শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের গুরুদেব" ইহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীপীতাম্বর দাসের কোন কথা বোধ হয় তিনি জানেন না, যদিও সিদ্ধান্তরত্নের উপসংহারে তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু মহামহোপদেশক অধ্যাপক সান্যাল বহুপূর্ব্বেই এসকল তথ্যের সংবাদ জানেন। তাই অধ্যাপক সান্যাল তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর আবৃত্তি করিয়া বহুস্থানেই জানাইয়াছেন যে,—

'ভাষ্যকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বিরক্ত-শিরোমণি শ্রীপীতাম্বর দাসের নিকট ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যয়নে নৈপুণ্য লাভ করেন। পরে 'শ্রীরাধাদামোদর দাস' নামক একজন কান্যকুব্জবাসী গৌড়বিপ্রকুলোদ্ভূত দীক্ষিত বৈষ্ণবের নিকট কৃপা লাভ করেন। শ্রীরাধাদামোদর 'বেদান্তস্যমন্তকে'র লেখক এবং শ্রীরসিকানন্দ মুরারির পৌত্র ও সেবক শ্রীনয়নানন্দ দেবগোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ মুরারি—ভাষ্যকারের পাঞ্চরাত্রিক গুরুপারম্পর্য্যে চতুর্থ পূর্ব্বপুরুষ। শ্রীরসিকানন্দ মুরারি—শ্রীল শ্যামানন্দের শিষ্য। শ্রীশ্যামানন্দের পাঞ্চরাত্রিকমন্ত্রদাতা গুরু শ্রীহৃদয়চৈতন্য—শ্রীনিত্যানন্দশিষ্য শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য।"

এখন সুধীপাঠকগণ বিচার করিবেন, অধ্যাপক সান্যাল সাম্প্রদায়িক তথ্যবিষয়ে সমালোচককে শতশত বৎসর শিক্ষা দান করিতে পারেন কিনা? সমালোচকের অন্য কোন কথাই নাই, কেবল একই ভ্রমের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি! সহীভেকী ও অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী কেবলমাত্র আচ্ছানিক তথাকথিত দীক্ষার প্রদর্শনীর দ্বারা প্রচলিত হয়; কিন্তু শ্রীভাগবতপরম্পরা বা শ্রীরূপানুগ গুরুপ্রণালী

যে শ্রৌতধারায় প্রবাহিত হয়, তাহার রহস্য জানিতে হইলে সমালোচকের সর্ব্বাগ্রে ঐসকল দুঃসঙ্গকে বর্জ্জন করিতে হইবে, তবেই শ্রীরূপানুগ-গুরু-প্রণালীর 'অ, আ' কোনদিন শিক্ষা করিতে পারিবেন।

সমালোচক শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল পুরুষ ঠাকুর শ্রীল ভক্তি বিনোদকে লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অতিবাড়ীনায়ক বিলক্ষিগণের দমননীলা ও সখীভেকীদলের নায়ককে নতুপদেশ-প্রদান-লীলায় সমালোচকের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইয়াছে! সমালোচক ভ্রান্তমতি হইয়া লিখিতেছেন যে, "ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যদি শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে গুরুরূপে বরণ করিয়া থাকেন, তবে গুরুহীন অবস্থায় তিনি এতকাল কিভাবে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন?"

অতিমর্ত্য আচার্য্যগণের পাদপদ্মসমীপে উপবেশন করিবার সৌভাগ্য না হওয়ায় সমালোচক লোকোত্তর আচার্য্যগণকে সাধকজীবের ন্যায় মনে করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য বাবে কোনপ্রকার গুরুগ্রহণাদি লীলা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বেই অতি বাল্যকালে বহু ভক্তিগ্রন্থ ও তাঁহাদের শ্রৌতভাষ্যাদি রচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য যে অচ্যুতপ্রেক্ষকে গুরুরূপে গ্রহণের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাহা গুরুগ্রহণ নহে, অচ্যুতপ্রেক্ষের মায়াবাদ-মতান্ধকার-দূষিত চক্ষুকে দিব্যজ্ঞানাঞ্জনশলাকা-দ্বারা উন্মীলিত করিবার চেষ্টা। তদ্রূপ ঠাকুর ভক্তিবিনোদও যে কর্ম্মজড়স্মার্ত্তমতবাদে অভিনিবিষ্ট কোন ব্যক্তিকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার লোকানুকরণলীলা-দ্বারা সেই ব্যক্তিবিশেষের উপকার বিধানের চেষ্টা অর্থাৎ ঠাকুরের অনুভূতপূর্ব্ব 'জীবে দয়া' বৃত্তির পরিচয় ও তৎসঙ্গে লোকশিক্ষাদান। ঠাকুর যে নিত্যসিদ্ধ গৌরজন, তাহা তাঁহার গুরুগ্রহণ লীলার বহুপূর্ব্বে তিনি যে-সকল অপূর্ব্ব ও অভ্রান্ত ভক্তিসিদ্ধান্তগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই প্রমাণিত হয়। সখীভেকীসম্প্রদায় ভক্তিসিদ্ধান্তের ধার ধারেন না। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সেবক স্বধামগত বিহারী দাস ব্রজবাসী মহাশয় একসময় বলিয়াছিলেন যে, সখীভেকীসম্প্রদায়ের কোন নায়ক একবার মনঃকল্পিত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসদুষ্ট ছড়াগান করিতে করিতে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজনস্থানের দিকে সম্মুখীন হইতে থাকিলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ অন্তর্মুখী হয়ে ঐ দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের আদেশ জ্ঞাপন করেন এবং ঐ অপরাধযুক্ত ছড়াগানের ধ্বনি যাহাতে তাঁহারও কর্ণে প্রবেশ না করে, তজ্জন্য কাঁসরঘণ্টার প্রবল ধ্বনি করাইতে থাকেন।

সখীভেকী দলের অন্যতম নায়ক একসময়ে শ্রীরঘুনাথ-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী ও গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রদর্শিত গুরুপ্রণালীকেই আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা 'গৌড়ীয়ে'র পঞ্চমবর্ষে (১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'কুরাদ্ধান্তপ্রদীপভাস্কর' শীর্ষক কয়েকটি ক্রমিক প্রবন্ধে বহু শাস্ত্রযুক্তি ও বিচারের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। সমালোচক ঐসকল যুক্তিমূলক খণ্ডনের একটি কথাও স্পর্শ করিতে পারেন নাই।

সখীভেকী-সম্প্রদায়ের নবাচ্ছড়াকে ব্যাকরণগত, সিদ্ধান্তগত ও রসগত বিচারের দিক্ হইতে বহুবারই খণ্ডন করা হইয়াছে, তথাপি সেই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ তাঁহাদের অবৈধ গোঁড়ামী পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন!

সমালোচক গণমতের সৃষ্ট মহাপুরুষগণকেই 'মহাপুরুষ' মনে করেন; কিন্তু শুদ্ধভক্তির চক্ষে মহাপুরুষ গণমতের কারখানার কল্পিত বা নির্ম্মিত মহাপুরুষ নহেন। নির্ব্বিশেষবাদী, চিচ্ছড়-সমন্বয়বাদী, শ্রীবিগ্রহবিদ্বেষী আসুরকল্পিক অবতারবাদী ও যোষিৎসঙ্গী প্রাকৃতসহজিয়াগণ যতই সমষ্টীয় গণসজ্জলিকার দ্বারা 'মহাপুরুষ' বলিয়া আরাধিত হউন না কেন, শুদ্ধভক্তির সেবকসম্প্রদায় তাহা কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সখীভেকীসম্প্রদায়ের নায়ক-বিশেষকে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যভাগবতের "আরো দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে। হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥" (চৈঃ ভাঃ ম ২৮।৪৭)—এই প্রভুবাক্যের অবৈধ ব্যবহার করিয়া অবতার সাজাইবার প্রয়াসী এবং সেইরূপ apotheosis প্রচারকল্পে নবাচ্ছড়ার প্রবর্ত্তন, এমন কি, কুকুরকে পর্য্যন্ত প্রেমে পাগল করাইবার দৃষ্টান্তপ্রদর্শনকারী, তাঁহারা যে অন্ধ apotheosisএর আখড়ার নায়কদিগকে 'মহাপুরুষ' বলিয়া পরস্পরের মধ্যে পাণ্ডিত্য চালাইবার বৃথাবাঞ্ছা করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অতিবাড়ী-সম্প্রদায়ের সহিতও সখীভেকীসম্প্রদায়ের বন্ধুত্ব স্বাভাবিক,

করেন উহা সম্প্রদায়ই শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের ও শ্রীশ্রী সনাতন-রূপের শাসনগণ্ডী হইতে বহিষ্কৃত এবং উহার সম্প্রদায়েই স্ত্রীলোকের ভাব-ভাব গ্রহণের রীতি-নীতি দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, সমালোচক কোন্ উদ্দেশ্যে বা অভিসন্ধিতে মহামহোপদেশক অধ্যাপক সাহানের ও তাঁহার আরাধ্য শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের সমালোচকের (!) ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ংই উন্মোচন করিয়া তাঁহার নগ্নস্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন, এই জন্য তাঁহাকে বহু ধন্যবাদ!

সর্ব্বশেষে তিনি গৌড়ীয়মিশনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া তৎসঙ্গে কলিকাতা-হাইকোর্টেরও নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এখানেও সমালোচকের নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। তবে যাঁহারা সমালোচকের ন্যায় ভারবাহী নহেন, তাঁহারা ইহা বেশ বুঝিতে পারেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে সখীভেকী-সম্প্রদায়ের ভটক ও পুরীর দলের মধ্যে যে অন্তর্বিবাদ চলিয়াছিল 'কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ' সেই জাতীয় নহে। কুরু ও পাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণের গীতোপদেশ প্রকাশিত হয়। তদ্দ্বারা অশেষ জীবকল্যাণ বিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাকৃত-সহজিয়া, সখীভেকী, অতিবাড়ী, চিচ্ছড়সমন্বয়বাদী, নির্ব্বিশেষবাদী, কুবিধবী, কুযোগী, কুকর্ম্মী, কুজ্ঞানী, কুব্রতী, কুতপস্বিগণের আত্মকলহ-দ্বারা মহা জগজ্জাল উপস্থিত হইয়া থাকে—ইহা সারগ্রাহিগণ বুঝিতে পারিবেন; ভারবাহী সমালোচক বা তাঁহার সমশীল ব্যক্তিগণ ঐসকল ছাল পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না—ইহাই করুণানিলয় ভগবানের অপার করুণা।

সমালোচক অতিবাড়ী জগন্নাথদাসের ভাগবতের পদ্যানুবাদের বিশেষ পক্ষপাতী এবং তাঁহার মতে ভাগবতের 'অদ্বৈতবাদ','অধ্যাত্মবাদ' কিংবা 'নির্ব্বিশেষবাদ'—যে-কোন ব্যাখ্যা-পাঠেই ভাগবতের অধ্যয়ন হয়! তিনি বঙ্গদেশের কাশীরামদাস ও কৃত্তিবাসের মহাভারত ও রামায়ণের পদ্যানুবাদের ন্যায় অতিবাড়ী জগন্নাথদাসের পদ্যানুবাদকে সুললিত ও জনপ্রিয় বিচার করেন। তাঁহার মতে 'কল্যাণ-কল্পতরু' গ্রন্থ অপেক্ষাও ঐসকল গ্রন্থ ভগবদ্বহির্ম্মুখজনগণ-প্রিয় বলিয়া অধিক উচ্চাঙ্গের জনপ্রিয় ভক্তিগ্রন্থ ও পৃথিবীর ইতিহাসে সুবিদিত। এখানেও সমালোচকের রুচি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ অতিবাড়ী সম্প্রদায় যে শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ের বিরোধী, তাহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুসারে শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু বলেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।
'অন্যবাঞ্ছা', 'অন্যপূজা' ছাড়ি' 'জ্ঞান', 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়।

(চৈঃ চঃ ম ১৯।১৬৭-১৬৯)

প্রোজ্ঝিতকৈতব-শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যায় মায়াবাদ বা মুমুক্ষার গন্ধ থাকিলে তাহা মহাপ্রভু কোনদিনই আদর করেন নাই, তাহার সাক্ষ্য দেবানন্দ পণ্ডিত (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১শ অঃ) ও রামানন্দী বৈষ্ণব রামদাস (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩শ অঃ)। এমন কি, শ্রীধর স্বামীর বিচার-রঞ্জনকারী শ্রীবল্লভ ভট্টের ন্যায় পণ্ডিতের ব্যাখ্যাকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু বহুমানন করিতে পারেন নাই।

ভক্তি বিনু ভাগবতে যে আর বাখানে।
প্রভু বলে, সে অধম, কিছুই না জানে।
নিরবধি ভক্তিহীন এ বেটা বাখানে।
আজি পুথি চিরিব দেখহ বিদ্যমানে।

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।২০-২১)

শ্রীমদ্ভাগবতের সুললিত পদ্যানুবাদ বা রাগরাগিণীর ঝঙ্কারে শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ মোহিত হন না। তাঁহারা শুদ্ধসিদ্ধান্ত ও শুদ্ধ রসের দ্বারা আকৃষ্ট হন; এজন্য ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্রাট্ শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু বলেন,—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে।"

(চৈঃ চঃ অ ৪।১৩১)

"বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।"

(চৈঃ চঃ অ ১৩।১১৩)

অতিবাড়ী জগন্নাথদাস মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদে নির্ব্বিশেষবাদের গন্ধ ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধ দৃষ্ট হয়। আসামের শঙ্করদেবের ভাগবতের অনুবাদেও সেই দোষ আছে। অতএব সমালোচকের যে বিচার,

"কবিতা যদি সাধারণ অশিক্ষিতের জন্য উদ্দিষ্ট হয়, তাহাতে দোষবিশ্ব থাকিতে পারে, সেইজন্য কি গুণের দিকে দৃক্‌-পাত করা একেবারেই উচিত নহে?",—তাহা কোন শুদ্ধভক্তই অনুমোদন করিতে পারেন না। এক মণ ভক্তি-দুগ্ধে যদি এক বিন্দু নির্ব্বিশেষবাদের গোমূত্র পড়ে, তবে সমস্ত দুগ্ধই নষ্ট হইয়া যায়।

সমালোচক অপ্রাসঙ্গিকভাবে উড়িষ্যা ও বাঙ্গালীর প্রাদেশিক বিবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। আত্ম-ধর্ম্মধ্বজী শুষ্ক-গৌড়ীয়-ভক্তগণ ঐ প্রকার সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা-দ্বারা অভিভূত নহেন। কীর্ত্তিবাসের রামায়ণে 'শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজা' প্রভৃতি যে সকল কল্পিত সিদ্ধান্ত আছে,তাহা বাঙ্গালীর লেখা হইলেও গৌড়ীয় ভক্তগণ আদর করেন না। ভক্তিসিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞ সখসজ্জনিকা ঐসকল সাহিত্য মস্তকে লইয়া নৃত্য করিতে পারেন কিন্তু শুদ্ধ-ভক্তগণ শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তপূর্ণ সাহিত্যেরই পূজা করিয়া থাকেন। উৎকল কবি গোবিন্দদেবের রচিত "শ্রীগৌর-কৃষ্ণোদয়" গ্রন্থ শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্পুটিত বলিয়া তাঁহাকে আমরা বহুমানন করি; এজন্য ঐ গ্রন্থটি গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ বঙ্গাক্ষরে সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশে প্রচার করিয়াছেন।

সমালোচক নিষ্কল্যাণ-বিমুখ বলিয়া ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের কল্যাণকল্পতরুর প্রতি সংশয়তা প্রদর্শন করিয়া-ছেন। কল্যাণকল্পতরুর একটি শব্দও উপলব্ধি করিতে পারিলে তিনি দুঃসঙ্গের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অনন্তকল্যাণ লাভ করিতে পারিতেন; তাই কল্যাণকল্পতরুর এই উক্তিটি আবৃত্তি করিয়া আমরা এই প্রতিবাদের উপসংহার করিতেছি,—

"একান্ত-সরলচক্ষু, ভজে নহ অন্যপক্ষ,
দুর্জ্জনে আসক্তি প্রবল।
বুঝকথা জানে যেই, তব সাধুজন সেই,
তা'র সঙ্গ তোমারে নাচায়।
কৃত্রবেশ দেখ যা'র, শ্রদ্ধাস্পদ সে তোমার
ভক্তি করি' পড়' তা'র পায়।
ভক্তসঙ্গ হয় যা'র, ভক্তিফল ফলে তা'র,
অকৈতবে শাশ্বতভাব ধর'।
চঞ্চলতা ছাড়ি' মন ভজ কৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
দুষ্ট-সঙ্গ দূরে পরিহর'।"

ঢাকায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ বর্ত্তমান গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভু গত ১১ই পৌষ (১৩৪৪), ২৭শে ডিসেম্বর (১৯৩৭) মঙ্গলবার পঞ্চমী তিথিতে বিহার ও উড়িষ্যার অবসরপ্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জি-নীয়ার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বি-ই, পুলিয়ার এস্‌-ডি-ও শ্রীযুক্ত বাবু যমুনাপ্রসাদজী এম্‌-এস্‌সি বি-এল, অলোয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত সচীনাথ রায় চৌধুরী ভক্তি-প্রমোদ ও কতিপয় ব্রহ্মচারীর সহিত নারায়ণগঞ্জ ঘাটে অব-তরণ করেন। স্থানীয় সজ্জন, ভক্ত ও বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারি-বৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভ্যর্থনা করিয়া মোটরে নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকায় আনয়ন করেন। ঢাকাবাসী বহু সজ্জন ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ হরিসঙ্কীর্ত্তন-মুখে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভ্যর্থনা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ২৪ নং মদনমোহন বসাক রোডস্থ ভবনে অবস্থান করিয়া ঢাকা-বাসী সজ্জনসাধারণের নিকট প্রত্যহ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপা পূর্ব্বক গত ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৩৮) হইতে ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন পারমার্থিক পরিপ্রশ্নের সমাধান করিয়া-ছেন। ২রা জানুয়ারী হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব সাধারণের সুবিধার জন্য অপরাহ্ণ ৪। ঘটিকা হইতে ৬। ঘটিকা পর্য্যন্ত বিভিন্ন সত্যানুসন্ধিৎসুর পরিপ্রশ্নের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তমূলক সদুত্তর প্রদান করিতেছেন। লোক-সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি

পাইতেছে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল আচার্যদেবের সমীপে আগমন করিয়া তাঁহাদের পারমার্থিক জীবনের সমস্যা সমাধান করিয়া লইতেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্সের সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজবাহীর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী, নেপাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী, ঢাকা ট্রেনিং কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ গুহ, চট্টগ্রাম কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ দে, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যামিনী বিশ্বাস, ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত বি-এস্-সি এম্-বি, ডাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রমোহন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর দে উকিল, শ্রীযুক্ত সুরতিরঞ্জন নাগ এম-এ-বি-এল, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার সূর বি-এ—সেক্রেটারী ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি, শ্রীযুক্ত নিবেদ্রনাথ দাস গুপ্ত বি-এ, শ্রীযুক্ত রসিকলাল বসাক, শ্রীযুক্ত কামাখ্যা চরণ তপাদার, শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র গুপ্ত, এতদ্ব্যতীত নরসিংদি, ফরিদপুর, বরিশাল, আসাম ও ঢাকা জেলার বহু স্থান হইতে বহুব্যক্তি আসিয়া শ্রীল আচার্যদেবের বাণী শ্রবণ ও কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন। বিক্রমপুর ও ঢাকা-সহরের পারিপার্শ্বিক গ্রাম হইতেও বহুলোক উপস্থিত হইতেছেন।

গত ২রা জানুয়ারী, ১৯৩৭ শ্রীএকাদশী তিথিতে শ্রীল আচার্যদেব অতি প্রত্যূষে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 'দুর্গমসঙ্গমনী' টীকা অবলম্বনে ব্যাখ্যার প্রতিলিপি লেখান এবং প্রসঙ্গক্রমে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্তন করেন। তৎপরে শ্রীল আচার্যদেব কৃপাপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত স্বধামগত শ্রীল ব্রজেন্দ্রকুমার দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে ও শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ দাসাধিকারী ভক্তবান্ধব মহোদয়ের ভবনে গমন করিয়া বিভিন্ন পরিপ্রশ্নের সমাধান করেন। নিম্নে সেই সকল প্রশ্ন ও উত্তর সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল :—

২৮।১২।৩৬ তারিখের 'তুলসী' সম্বন্ধে শ্রীল আচার্যদেবের সিদ্ধান্ত-শ্রবণকারী কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন,—'নৈবেদ্যে কি তুলসী প্রদান করা উচিত নহে?' তদুত্তরে শ্রীল আচার্যদেব বলেন,—নৈবেদ্যে তুলসী প্রদান করিতে হইবে, তবে তুলসীকে জীবের ভোগ্য বিচারে নহে। শ্রীতুলসী গুরুদেব, বৃন্দারাণী; একমাত্র তাঁহারই কৃপায় বৃন্দাবনে প্রবেশের অধিকার পাওয়া যায়। তুলসী কৃষ্ণপ্রিয়া ও গুরুপাদপদ্ম বলিয়া আমরা তাঁহাকে কণ্ঠে ধারণ ও তাঁহার আনুগত্যে হরিনাম গ্রহণ করিয়া থাকি। কৃষ্ণপাদপদ্ম-পরাগ-বিভূষিত তুলসীর এমনই মহিমা যে, তাহা আত্মারাম চতুঃসনেরও আত্মারামত্ব ছাড়াইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট করে। 'সমন্বয়বাদিগণের বিচার দোষাবহ কেন?'—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল আচার্যদেব বলেন,—এ জগতে যেরূপ অন্ধ, বধির ও বাতব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট আলোক ও অন্ধকার, সুমধুর শব্দ ও গর্দ্দভরাগিণী, শীত ও উষ্ণ—সবই সমান এবং এই সমবোধ ইন্দ্রিয়ের অপটুতা-নিবন্ধন, তদ্রূপ ভক্তি ও অভক্তি, সম্রাজ্ঞীর পতি সম্রাট্ ও চৌকিদার—সবই সমান বলিয়া বিচারিত হয়। যাঁহারা সবই সমান বলেন, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ে দোষ আছে, অর্থাৎ চিদিন্দ্রিয় বিকশিত হয় নাই। বড়লাটকে—এমন কি, প্রধান মন্ত্রীকে সম্রাজ্ঞীর পতিরূপে সম্রাট্ বলা যায় না। অন্যান্য আধিকারিক দেবতাকে স্বরূপশক্তির পতি বলা যাইতে পারে না। যাহারা সমন্বয়বাদের সঙ্গ করে বা তাহাদের কোন কথা শ্রবণ করে, তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে।

শ্রীল আচার্যদেব 'জয়তি জয়তি নামানন্দরূপা মুরারেঃ' ও 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং' শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের এই শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেন,—শ্রীনামানন্দ-দ্বারা কৃষ্ণের সুখ হয়। সেই নাম যাবতীয় ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিরতি দান করে। লজ্জা, সঙ্কোচ, বর্ণাশ্রমীর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, অবার্ষিকের অধর্ম্ম সমস্তই নাম ছাড়াইয়া দেন। নামের মধ্যে সব পাওয়া যায়। নামের ন্যায় বিপ্লবী আর কিছুই নাই। নামভজনকারীর অকুণ্ঠি কৃষ্ণের সুখবর্দ্ধক। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃৎ ভক্তবান্ধব মহোদয় শ্রীল আচার্যদেবকে আত্মা ও মনের মধ্যে পার্থক্য কি, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীল আচার্যদেব বলেন,—শুদ্ধমনই আত্মা, আর অশুদ্ধ মনই মন। আত্মা চিন্ময়, আর মন চিদাভাস।

কুমিল্লায় প্রচার

পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিমৈরেয় ভক্তিশাস্ত্রীজী সম্প্রতি গঙ্গাসাগর ত্রিপুরা রাজকাচারীতে ও দিনবক্তৃতা করিয়াছেন। ত্রিপুরা ষ্টেটের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর গুহ মহোদয় পণ্ডিতজীর প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পারমার্থিকপত্র

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পাক্ষিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

প্রেমময়ী বিদ্যার্থী পাদপদ্মপুরুষঃ।
নির্মল হৃদয়পদ্ম পূজে নিত্যপুরুষ॥
আনন্দিত সমুদ্ভাসিত
নিত্যসুখ সদা ভাসে।

প্রাণস্বরূপা মুক্তা শ্রীরূপকিঙ্করঃ।
মুমুক্ষুঃ পরিত্রাণ বৈরাগ্যং নেতৃকঙ্কণ।
শ্রীবিনোদের ধারা এসুরে
'বিদ্যা' বিনা প্রাণ হয়ত্বে॥

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৯শে পৌষ, ১৩৪৫ ; ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৯ | ২৮শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

আচার্য্যদেব—সেব্য-ভগবানের অভিন্নাঙ্গ, সুতরাং তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিলে ভগবান্ ও তৎপরিকর-কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবের দুর্গতি হয়।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব-ব্যতীত সকলেই তাঁহার দাস, সুতরাং গুরুদেবে চৈতন্যদাস্য-ব্যতীত অপর প্রকাশের সম্ভাবনা নাই। তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়া সেবক।

সেবাপ্রকাশ-বিগ্রহ গুরুদেব সেব্যের সেবা-ব্যতীত অন্যভাবে প্রকাশিত নহেন। প্রকাশ-বিগ্রহ গুরুদেবে বিষয়বিগ্রহ-বুদ্ধির অবকাশ নাই। আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়া তিনি কৃষ্ণরূপে শাস্ত্রে কথিত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে 'তদীয়' জানিয়া গুরুধ্যান করেন এবং সকল প্রাচীন উপাসনাপদ্ধতিসমূহে ও শুদ্ধভজনগীতিগুলিতে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধাপ্রিয়সখী বা শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ-প্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

—চৈঃ চঃ 'অনুভাষ্য' আদি ১ম

শ্রীশ্রীআচার্য্য-সংলাপ *

[২২শে ডিসেম্বর (১৯৩৮) শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের শ্রবণ-সদন। উপস্থিত—অধ্যাপক শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল, শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ, রায় বাহাদুর শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর শ্রীমনোমোহন নিয়োগী, ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত ও মঠস্থ সেবকবৃন্দ]

পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণ-ন্যায়তীর্থ শ্রীল আচার্য্যদেবকে পরিপ্রশ্ন-মুখে জিজ্ঞাসা করেন,—"যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া আদর করিব বলে"—এস্থানে কাহার সম্বন্ধে বৈষ্ণব চিনিবার ক্ষমতার কথা বলা আছে ?

শ্রীল আচার্য্যদেব—'চেনা'-কার্য্যটি মধ্যম অধিকারীর। প্রাকৃত বৈষ্ণব বা কনিষ্ঠাধিকারী কে কিরূপ বৈষ্ণব, তাহা চিনিতে পারে না। প্রাকৃত বা কনিষ্ঠাধিকারীর ওপারস্থ জগতের অতীত হইবার ক্ষমতা নাই। মধ্যম-অধিকারী চিদ্বিলাসের কথা কিছু কিছু বুঝিতে পারেন।

কাব্যতীর্থ—'চিদ্বিলাস' বলিতে কি বুঝায় ?

আচার্য্যদেব—'চিদ্বিলাস' বলিতে বৈষ্ণবকে বুঝায়। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীনামের সহিত যখন আমরা 'চিদ্বিলাস' শব্দ বলিতে লাগিলাম, তখন প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় হিংসা ও মৎসরতার বশবর্ত্তী হইয়া সংবাদপত্রে আন্দোলন আরম্ভ করিল। শিষ্যগণ কিজন্য গুরুকে 'চিদ্বিলাস' বলিতেছেন, জড়পিণ্ডাভিমানিগণ পরশ্রীকাতর হইয়া তাহা বুঝিতে পারে না। চিদ্বিলাসে গুরু ও শিষ্যের বৈশিষ্ট্য নিত্য বর্ত্তমান থাকে। গুরু ও শিষ্যের কৃষ্ণ-সেবা-বিলাস-বৈশিষ্ট্য লুপ্ত করিবার চেষ্টা রূপ মতবাদকে বিনাশ করিবার জন্যই 'চিদ্বিলাস' শব্দের প্রয়োগ। 'চিদ্বিলাস' শব্দটি নিত্য সেব্য ও নিত্য সেবককে নির্ব্বিশেষবাদে পর্য্যবসিত হইতে দেন না। মায়াবাদী 'চিদ্বিলাস' স্বীকারই করে না ; কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত-ভক্ত মুখে স্বীকার করে বটে, কিন্তু ধারণা করিতে পারে না। কনিষ্ঠাধিকারী অচিদ্বিলাসের রাজ্য হইতে চিদ্বিলাসের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি হইয়াছে মাত্র। চিদ্বিলাসিনী শক্তিই ভক্তি।

কাব্যতীর্থ—কনিষ্ঠাধিকারী ও মধ্যমাধিকারী কিরূপে চেনা যাইবে ?

আচার্য্যদেব—মধ্যম ও উত্তম—সকলকেই কনিষ্ঠাধিকারী সমান জ্ঞান করে। আর যাঁহার চিদ্বিলাসে হাতটা আদর বাড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, তিনি অন্ততঃ মধ্যমাধিকারে উন্নত হইতেছেন। মধ্যমাধিকারটির ব্যাপকতা খুব বেশী। কনিষ্ঠাধিকারী যদি শ্রীমূর্ত্তির বিরোধ আচরণ করে, তবে পক্ষোপাদক হইয়া যায়। নিম্নগ্রহ-বশে নিজের শ্রেণীতেই থাকা উচিত নহে, Promotion পাওয়া দরকার।

কাব্যতীর্থ—উত্তমাধিকারীর কি বিদ্বেষিদর্শন নাই ?

আচার্য্যদেব—উত্তমাধিকারী কেবল স্বরূপ ও তদ্রূপবৈভব দর্শন করেন। জীব-দর্শন, প্রধান-দর্শন বা বিদ্বেষিদর্শন তাঁহার নাই। তবে উত্তমাধিকারী অত্যন্ত কৃপা-পরবশ হইয়া মধ্যমাধিকারীকে উন্নত করিবার জন্য মধ্যম-অধিকারীর শ্রেণীতে অবস্থানের লীলা প্রদর্শন করেন। তথায় আসিলেও তিনি সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহেন। যদি "অজ্ঞানোত্থ বিদ্বেষ" হয়, তবে উত্তমাধিকারী কৃপাপূর্ব্বক সেইরূপ বিদ্বেষীর অজ্ঞানকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করেন। তথায় তাঁহার নিজের অহঙ্কার থাকে না। অর্থাৎ তিনি বিদ্বেষীর অজ্ঞানের বিনাশক, এইরূপ অভিমান তাঁহার থাকে না। তাঁহার পূর্ব্বকৃপা-সাপেক্ষতার বিচার থাকে। কৃষ্ণের ইচ্ছায়ই তিনি অজ্ঞান, বিদ্বেষী বা বালিশের মঙ্গল বিধান করেন। আর জ্ঞানতঃ বিদ্বেষীকে তিনি জড়বৎ দর্শন করেন। মধ্যমাধিকারীর কিন্তু সেই বিচার সম্পূর্ণভাবে নাই, তাঁহার নিজের অভিমান থাকে। উত্তমাধিকারীর ওপনিষ্ঠিত অহঙ্কার নাই। তিনি নিজকেই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত কৃপার পাত্র মনে করেন। তথাপি তিনি কৃষ্ণের ইচ্ছায় অহৈতুককৃপাপরবশ হইয়া জীবে দয়া

* শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশের মর্ম্ম এখানে প্রকাশিত হইল—গৌঃ সঃ

বিচরণ করেন। এই হরা-কার্য্যের মধ্যে কোন প্রকার অহঙ্কার বা মিশ্রভাব থাকে না, মায়ার বা গুণের সংস্পর্শ আসে না।

কাব্যতীর্থ—কৃষ্ণের বিলাস ও গুরুদেবের বিলাসে পার্থক্য কি?

আচার্য্যদেব—কৃষ্ণের নিজেকে সেব্য বা ভোক্তা বলিয়া অভিমান প্রবল, আর গুরুদেবের আপনাকে কৃষ্ণের বিলাসের উপকরণ বলিয়া অভিমান। গুরুদেব কৃষ্ণের বিলাসের বিলাসী, কৃষ্ণের বিলাসের মূল সম্পাদক। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন,—Head Custodian—Premier Servitor; এজন্য গুরুপাদ-পদ্মকে শ্রীল প্রভুপাদ Counterwhole বলিতেন, Counterpart বলেন। গুরুর নিজের প্রতি ভোক্তৃ-অভিমান নাই, থাকিতে পারে না।

শ্রীধরীন্দু ব্রহ্মচারী—কীর্ত্তনের দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি হয় এবং কলিকালে একমাত্র কীর্ত্তনই ধর্ম; কিন্তু 'বোবা' কিরূপে কীর্ত্তন করিবে? তাহার কি মঙ্গল হইবে না?

আচার্য্যদেব—'বোবা' হইলেই 'বালা' (বধির) হয়। ইহা দ্বারা কৃষ্ণ যেন ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, যেখানে শব্দকীর্ত্তনকারী আচার্য্যই নাই, তথায় শ্রবণকারী বা শিষ্যও থাকিতে পারে না। শব্দোচ্চারণকারীর সহিত শব্দশ্রবণকারীর একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। কীর্ত্তন করিতে হইলে শ্রবণ করা প্রয়োজন, আবার শ্রবণ করিতে হইলে কীর্ত্তনকারী আবশ্যক। মহান্ত গুরু অর্থাৎ কীর্ত্তনকারী আচার্য্য-ব্যতীত শিষ্যের কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যাহারা প্রাক্তন-কর্ম্মফলে মূকত্ব লাভ করিয়াছে, তাহাদের নিকট কীর্ত্তনই স্মরণরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে।

ব্রহ্মচারী—যাহার কীর্ত্তন-শ্রবণই হয় নাই, তাহার কিরূপে স্মরণ হইবে?

আচার্য্যদেব—বোবা ও কালার নিকট বৈষ্ণব বা গুরুদেব তাঁহাদের বাণীকে লিপির মধ্য দিয়া কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশ করেন। লিপি কীর্ত্তনেরই বিগ্রহ-স্বরূপ। এস্থানে তাঁহারা পৃথগ্‌ভাবে কৃত্রিম উপায়ে স্মরণের পদ্ধতি গ্রহণ করেন নাই। পৃথগ্‌ভাবে স্মরণই দোষাবহ। যাঁহারা পৃথগ্‌ভাবে ইন্দ্রিয় পরিচালন করিয়া স্মরণ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সেই স্মরণ স্মরণীয় বস্তুর প্রীতির বিষয় না-ও হইতে পারে। কৃষ্ণ স্বপ্রকাশ, তাঁহাকে কেহ নিজ-ইন্দ্রিয়-চালনার দ্বারা প্রকাশিত করিতে পারেন না। পৃথগ্‌ভাবে স্মরণ-কার্য্যটি আরোহ-পথ, আর যে কীর্ত্তন সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখ হইতে অবতীর্ণ হন, তাঁহার শ্রবণ-ফলে যে বিচারপর স্মরণ স্বাভাবিকভাবে হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, সেই স্মরণটি অবরোহপথ; তাহাতে নিজের কোনপ্রকার কৃত্রিম ভাবে ইন্দ্রিয়-পরিচালনের চেষ্টা নাই।

ব্রহ্মচারী—বোবা ও কালা যদি অন্ধ হয় অর্থাৎ যাহার শ্রবণের ক্ষমতা নাই, কীর্ত্তনের ক্ষমতা নাই ও চক্ষু দিয়া দর্শনের ক্ষমতাও নাই—এইরূপ ব্যক্তির উপায় কি?

আচার্য্যদেব—পরমকরুণাময়ী ভক্তিদেবী ইহাদের জন্যও মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রহিত হইলেও জীবিত ব্যক্তির মস্তকটি নিশ্চয়ই থাকিবে। কবন্ধ অর্থাৎ নির্ম্মস্তক দেহ থাকিয়াই থাকিতে পারে না। ভক্তিমুখী সুকৃতি-ফলে সেইরূপ অকপট ভগবদ্ভজনেচ্ছু বোবা-কালা-অন্ধব্যক্তির নিকট পরমকরুণাময় সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছায় কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণব আগমন করিয়া সেই ব্যক্তির মস্তককে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে—কৃষ্ণজনের সম্মুখে অবনত করাইলে ক্রমশঃ তাহারও মঙ্গল হইবে। যদি কৃষ্ণের কৃপা হয়, তবে কোন নিত্য বদ্ধ ভুবনমঙ্গল বৈষ্ণব সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইয়া গিয়াও সেই ব্যক্তির মাথা নত করিয়া দিবেন। একবার হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে নিষ্কপটে মস্তক অবনত করিলে তাহাকে আর যমের দ্বারে যাইতে হইবে না। শ্রীযমরাজ বলিতেছেন,—

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণ-নামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥

ব্রহ্মচারী—কীর্ত্তনকারী মহান্তগুরুর নিকট শ্রবণ না করিলে জীবের মঙ্গল হয় না—এই কথা এক্ষেত্রে রক্ষিত হইল কিরূপে?

আচার্যদেব—যদি গুরুদেবের নিত্য অবস্থান না থাকে, তবে কে-ই বা মুগপৎ মূক-বধির-অন্ধকে অহঙ্কার ত্যাগ করাইয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে অবনত করাইতেন? এখানে গুরুদেবই তাঁহার বাণী শ্রবণ করাইয়া থাকেন। 'মস্তক অবনত কর; দম্ভ বা অহঙ্কার পরিত্যাগ কর, শরণাগত হও, শরণাগতি বা আনুগত্য-ব্যতীত কখনই মঙ্গল-লাভ হইতে পারে না',—এই উপদেশ মস্তক অবনত করাইয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই শরণাগতি-শিক্ষাদানই সমস্ত উপদেশ বা কীর্ত্তনের মূল শিক্ষা।

ব্রহ্মচারী—অন্ধ, মূক, বধির কি কর্ম্ম জ্ঞান-যোগাদি সাধন করিতে পারে না?

আচার্যদেব—ভক্তি পরমোদারা। মস্তকটি থাকিলে ও তাহা অবনত হইলেই ভক্তির সাধন হয় অর্থাৎ জীবন থাকিলেই জীব ভক্তির অনুশীলন করিতে পারে; কিন্তু জীবিত ব্যক্তিমাত্রই কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের অনুশীলন করিতে পারে না, মূক ও বধির কিরূপে বেদান্তানুশীলন করিবেন—পঞ্চাঙ্গ ন্যায় অবলম্বন করিবেন? কর্ম্মের সাধন—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-সাধ্য। অন্ধ, মূক, পঙ্গু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সাধ্য কর্ম্মকাণ্ডের যাজন করিতে পারে না। রুগ্ন ব্যক্তি হঠযোগ, রাজযোগাদি সাধনের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। কর্ম্ম-জ্ঞানাদির অনুশীলন স্থান-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ নহে, পরন্তু স্থানকালপাত্র-সাপেক্ষ। কিন্তু স্থানকালপাত্র-নিরপেক্ষ অবস্থায়ও ভক্তির অনুশীলন হয়—যেমন, কয়াধূর গর্ভে প্রহ্লাদের হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধূ মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনকারী নারদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রহ্লাদেরও হরিকীর্ত্তন শ্রবণ হইয়াছিল। সকল কালে, সকল স্থানে ও সকল পাত্রে একমাত্র ভক্তিই যাজন করা যায়; অন্য কোন সাধন সম্ভব নহে। সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের সম্রাট্—কীর্ত্তন। সেই সম্রাটের অন্ততঃ একটি চৌকিদারও পতিত জীবকে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মচারী—যে ব্যক্তি একাধারে মূক, বধির, অন্ধ, সে নিশ্চয়ই এমন কোন পাপ বা অপরাধ করিয়াছে, যৎফলে তাহাকে এইরূপ দুর্দ্দশা লাভ করিতে হইয়াছে। সেইরূপ ব্যক্তিকে কৃপা করিবার জন্য গুরু-বৈষ্ণব কেন আগমন করিবেন?

আচার্যদেব—যে যত অযোগ্য, তাহাকে নিত্যানন্দ প্রভু তত অধিক কৃপা করেন, যদি সেই ব্যক্তি অকপটে নিজের অযোগ্যতা শ্রীনিত্যানন্দের নিকট জ্ঞাপন করেন। পাপী ব্যক্তিরও ভক্ত্যুন্মুখী অজ্ঞাত সুকৃতির উদয় হইতে পারে। পাপীর জন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আছেন; কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধীর ক্ষমা নাই। তাই বলিয়া নামবলে বা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দোহাই দিয়া পাপপ্রবৃত্তি প্রবর্দ্ধন করিলে তাহা পাপের পরিবর্ত্তে অপরাধে পরিণত হইয়া পড়িবে, উহা ভীষণ ভয়াবহ।

ব্রহ্মচারী—হরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপার আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত কি নিজের দিক্ হইতে কোন প্রকার সাধন-চেষ্টাই থাকিবে না?

আচার্যদেব—প্রত্যেক স্থানেই কৃপা। আমাদের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনও কৃপা-সাপেক্ষ। যেখানে কৃপার জন্য আর্ত্তিই নাই, তথায় শরণাগতিও নাই। সুতরাং শ্রবণ ও কীর্ত্তনও নাই। শ্রীগুরুদেব সেবোন্মুখের প্রতি—কৃপাপ্রার্থীর প্রতি কৃপা করিয়া কীর্ত্তন শ্রবণ করান বলিয়াই শিষ্য শ্রবণ করিতে পারেন। অতএব শ্রবণাদি সাধনও কৃপা-সাপেক্ষ। অশরণাগত ব্যক্তির শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভিনয় শ্রবণ-কীর্ত্তন নহে।

ব্রহ্মচারী—কিরূপভাবে শ্রবণকীর্ত্তন করিলে তাহা অব্যর্থ ফলদায়ক হইতে পারে?

আচার্যদেব—যদি কোন অকৃত্রিম মহাভাগবতের শ্রীমুখ হইতে সেবোন্মুখ অর্থাৎ শরণাগত শুদ্ধসত্ত্ব বর্ণে উরুক্রম বিষ্ণুর বীর্য্যবতী বাণী প্রবেশ করেন, তবে সেই বাণীই নিজের বিক্রম নিজে প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর মহাভাগবতের অনুগত কোন শুদ্ধবৈষ্ণবের মুখেও তাঁহার বাণী শ্রবণ করিলে জীবের মঙ্গল হইতে পারে। যেরূপ সূর্য্যের অতি সামান্য অংশস্বরূপ প্রদীপের আলোকের দ্বারাও অন্ধকার বিনষ্ট হয়।

এইরূপ পরিপ্রশ্ন ও উত্তরের অন্তে শ্রীল আচার্যদেব পরিপ্রশ্নমুখে আলোচনার বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপনার্থ একটি বৈদিক উদাহরণের উল্লেখ করিলেন। শ্রীল আচার্যদেব বলিলেন—বৈদিক যজ্ঞে উত্তরারণি ও অধরারণির পরস্পর সংঘর্ষে

অগ্নির উদয় হয়। বেদে যে 'অগ্নি' শব্দ, বিষয়-বিগ্রহে তাহা সকলই বিষ্ণু। 'অরণি' শব্দের অর্থ—মন্থনকাষ্ঠ। আচার্য্যকে আধার বা অধরারণি আর পরিপ্রশ্নমুখে শ্রবণকারীকে উত্তরারণি এবং আচার্য্যের প্রবচন বা উপদেশবাক্যকে মধ্যস্থিত মন্থন-কাষ্ঠ বলা হইয়াছে। যেরূপ বহ্নাগ্নি প্রকট করাইতে হইলে উত্তরারণি ও অধরারণি—উভয়ের সংঘর্ষ আবশ্যক এবং তদ্দ্বারাই যাহা-সংযুক্ত অগ্নির উদয় হয়, তদ্রূপ শ্রবণকারীর পরিপ্রশ্ন ও আচার্য্যের প্রবচনের সংঘর্ষে যাহা-সংযুক্ত অগ্নি অর্থাৎ স্বরূপশক্তি-সমন্বিত ভগবৎ-তত্ত্বের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পরিপ্রশ্নের ফলে ভগবদ্-বস্তুর শব্দরূপে আবির্ভাব হয়। শব্দী অগ্নিরূপ বিষ্ণু নিজেকে নিজে প্রকাশ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই বিষয়টি উক্ত হইয়াছে,—

> আচার্য্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।
> তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ।
>
> (ভাঃ ১১।১০।১২)

শ্রীগুরুদেব অধরারণি, শিষ্য উত্তরারণি, উপদেশবাক্য মধ্যারণি এবং তাহাদের সংযোগে উৎপন্ন জ্ঞানই অগ্নিতুল্য অজ্ঞান-রাশিকে দগ্ধ করিয়া সুখজনক হইয়া থাকে।

শ্রুতি বলেন,—

"আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপং অন্তেবাস্যুত্তররূপং বিদ্যাসন্ধি-
প্রবচনং সন্ধানম্"।

শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার—"কৃষ্ণমাতা কৃষ্ণপিতা কৃষ্ণ ধন-প্রাণ"—এই বাক্যে যে কৃষ্ণকে 'মাতা' বলা হইয়াছে, ইহা দ্বারা কি শাক্তের-মতবাদিগণের ন্যায় ভগবত্তত্ত্বকে মাতৃরূপে বা শক্তিরূপে উপাসনা করিবার চিন্তাস্রোতঃ নিহিত রহিয়াছে?

আচার্য্যদেব—'আততত্বাৎ মাতৃত্বাৎ আত্মা হি পরমো হরিঃ'। 'আততত্বাৎ' অর্থ—'সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ' অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপকত্ব-হেতু। বিষ্ণু সকলের ধারণ ও পোষণ করেন,—এই বিচারে তাঁহাকে 'মাতা' বলা হইয়াছে। 'বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম'—এই 'বৃংহণ' শব্দের দ্বারাও মাতৃত্ব লক্ষিত হয়। 'বৃংহণ' শব্দের অর্থ—পোষণ। গর্ভধারণ ও পোষণের জন্য 'মাতৃ' শব্দের প্রয়োগ। "পিতুর্-প্যধিকা মাতা গর্ভধারণ-পোষণাৎ। অতো হি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।" কৃষ্ণ আমাদিগকে ধারণ ও পোষণ করেন, তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব—"প্রথম লীলায় তাঁর 'বিশম্ভর' নাম। ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূত-গ্রাম। ভৃভৃৎ ধাতুর অর্থ পোষণ ধারণ। পূরিল ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন।" (—চৈঃ চঃ আ ৩৩২-৩৩)। এখানে নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছারূপ ফলভোগকামী শাক্তেয়তন্ত্রবাদিগণের ন্যায় মাতার ধারণা নহে।

বিদ্যালঙ্কার—কৃষ্ণকে যখন "জনক জননী দয়িত তনয়" প্রভৃতি বলা হইয়াছে, তখন 'মাতা' অর্থে কেবল 'ধারণ পোষণ' মাত্রই বুঝায়—ইহা কিরূপে বুঝিব?

আচার্য্যদেব—কৃষ্ণই সকলের মূল উৎস—সর্ব্বকারণ-কারণ। এই বিচারেই তাঁহাকে 'জননী' বলা হইয়াছে; তিনি মাতৃদেহধারী বা স্ত্রীদেহধারী—এই বিচারে নহে। উপাদানকারণও—মহাবিষ্ণু, আর নিমিত্তকারণও মহাবিষ্ণু,—উভয়েই ব্রহ্ম বা বিষ্ণু। উপাদান-কারণরূপে তিনি মাতা বা জননী, নিমিত্তকারণরূপে তিনি পিতা বা জনক,—দুইই ব্রহ্মবস্তু। ব্রহ্মসূত্রের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' বা শ্রুতির 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে'ও "স কারণংকারণাধিপঃ" (শ্বেতাশ্বতঃ) ইত্যাদি সূত্র ও মন্ত্র ইহাই সমর্থন করিতেছে। 'বিশম্ভর' রূপে তাঁহাতে মাতৃত্ব বা বৃংহণত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব, পোষকত্ব-ধর্ম্ম আছে, আর নিমিত্তোপাদানকারণরূপে তাঁহাতে সর্ব্বকারণ-চৈতন্যত্ব আছে। এই দুই বিচারেই তাঁহাকে পিতামাতা বা জনকজননী বলা হইয়াছে। তিনি নারীদেহধারী নহেন, তিনি পুরুষোত্তম। ব্যষ্টি-জীবের ঈশ্বর বা অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী পরমাত্মা বা ঈশ্বর, সমষ্টিজীবের বা ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বা অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী বা হিরণ্যগর্ভপরমাত্মা ও প্রকৃতির ঈক্ষণ বা নিয়মনকর্ত্তা কারণোদকশায়ী—এই তিনজন পুরুষ। এই পুরুষগণের মধ্যে যিনি উত্তম, তিনিই তুরীয় পুরুষোত্তম বাসুদেব। তাঁহার পৌরুষ আছে, তিনি Enjoyer, Enjoyed নহেন; তিনি Predominating Absolute, শক্তিতত্ত্বের ন্যায় predominated নহেন। তিনি তাঁহার এই প্রভুত্ব বজায় রাখিতে পারেন বলিয়াই তাঁহার অধোক্ষজত্ব।

বিদ্যালঙ্কার—শাক্তগণের কথিত জননী বা মাতার সহিত শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃষ্ণকে 'জননী' বা 'মাতা' বলিয়া সম্বো-

ধনের পার্থক্য কি? শাক্তগণও ত' বলিতে পারেন যে, আমরা বিবর্ত্তচৈতন্য ও কারণচৈতন্য-বিচারেই শক্তিকে মাতা বা জননী বলিয়া থাকি।

আচার্য্যদেব—শাক্তের মতবাদিগণ উপাসককে সন্তান কল্পনা পূর্ব্বক উপাস্য বস্তুর মাতৃত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন; কারণ বস্তুতঃ বিষ্ণু মাতৃশব্দবাচ্য নহেন, 'মাতা' বলিলেই সন্তান ও সন্তানের পিতা থাকিবে। এজন্য তাঁহারা মাতার পতি বা উপাস্য বস্তুর পতিরূপে শিবকে নির্দ্দেশ করেন,—"আমি মায়ের পাগল ছেলে, পাগলী আমার মা, আমার পাগল বাবা।" জীবের উপাস্যবস্তু যদি মাতা হন, তবে কি করিয়া উপাস্যবস্তুর পতিত্বে কাহাকেও আরোপ করা যায়? উপাস্যবস্তুর কোন পতি বা প্রভু থাকিতে পারে না। তিনি স্বয়ংই সর্ব্ব-প্রভু। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—বন্ধ্যা নারী কখনও মাতৃ-শব্দবাচ্য নহেন। যিনি প্রসব করেন, তিনিই মাতৃ-শব্দবাচ্য। উপাস্যবস্তু যদি জীবকে প্রসব করেন, তবে জীবের 'জন্ম' বলিয়া একটি ব্যাপার উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ জীবেরও জন্ম বলিয়া কোন কথা হইতে পারে না,—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

(গীতা ২।২০)

জীবের জন্ম স্বীকার করিলে তাহার সত্যত্বের বা নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয়। শ্রুতি বলিতেছেন,—জীবাত্মার জন্ম, স্থিতি বা ভঙ্গ নাই, জড়েরই সৃষ্টি, স্থিতি ও ভঙ্গ আছে। বেদান্তের উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে শ্রীমদ্বলদেবাচার্য্য বলেন যে, জীবের উৎপত্তি অসম্ভব; প্রকৃতির স্বতন্ত্রকর্ত্তৃত্ব নাই—জননী স্বয়ং প্রসব করিতে পারে না—জনক ব্যতীত জননী সন্তান উৎপাদন করিতে অসমর্থ। অন্য বিচারেও দেখা যায় যে, জননী সন্তানকে সেবা করেন—জননীর নিকট হইতে সন্তান সেবা আদায় করে ও উপযুক্ত বয়সে উপনীত হইলে জননীকে প্রতিপালন করে। জননীর প্রতি সন্তানের এই সেবা-বিধান কৃতজ্ঞতা-মূলক, ইহাই bartering system বা বিনিময় নীতি। এজন্যই বলা হইয়াছে,—'পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণ-পোষণাৎ'। জননী গর্ভধারণ-পোষণ করেন বলিয়া পরে সন্তান জননীকে কর্ত্তব্যসূত্রে পোষণ বা পালন করেন। **মাতা তথায় সেবিকা। এতবড় সেবিকা আর কেহ নাই। যেস্থলে উপাস্যবস্তুর নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করা যায়, তথায় ভক্তির কোন কথা নাই। আর কৃতজ্ঞতা বা কর্ত্তব্যসূত্রে যে উপাস্যবস্তুকে দর্শন করা যায়, তাহাও শুদ্ধ-ভক্তি নহে, আবরণমিশ্রতা মাত্র।** অতএব শুদ্ধ-বৈষ্ণব পুরুষোত্তমকে যে বিচারে জনক-জননী বা মাতা-পিতা বলিয়া থাকেন, তাহা শাক্তের মতবাদিগণ বা খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিগণের উপাস্যবস্তুকে মাতা বা পিতা বলিয়া বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

বিদ্যালঙ্কার—খৃষ্ট-মতে যে পরমেশ্বরকে 'পিতা' বলা হয়, তাহাতে কি অন্যাভিলাষ আছে?

আচার্য্যদেব—'Father give us our daily bread'—হে পিতঃ আমাদিগের প্রাত্যহিক আহার প্রদান কর' —উপাস্যবস্তুর দ্বারা এইরূপ সেবা করাইয়া লইবার প্রবৃত্তি—ফলাভিসন্ধানমূলা ও হৈতুকী। আত্মাতে অভাব নাই। আত্মা ভাবময়। 'ভাব' অর্থে ভক্তি। দেহ ও মনে অভাব। বিবর্ত্তবুদ্ধিতেই অভাব।

বিদ্যালঙ্কার—শুদ্ধভক্ত প্রেমিকগণের মধ্যেও ত' 'কিরূপে সেবা লাভ করিব' এইরূপ অভাব-দ্যোতক চিত্তবৃত্তি দেখা যায়?

আচার্য্যদেব—প্রেমের মধ্যে যে অভাব, তাহা প্রেমেরই বিচিত্রবিলাস, তাহা প্রেম; তাহা জড়ীয় অভাব নহে। সেই অতৃপ্তি,—ক্রমবর্দ্ধমানা সেবাপ্রবৃত্তি। 'তুমি আমাকে অন্নবস্ত্র প্রদান কর,' সন্তান হইয়া মাতাপিতার নিকট এই যে আবদার, তাহা প্রাকৃত অস্মিতা হইতে উত্থিত। প্রকৃতির অতীত শুদ্ধ নির্ম্মল অবস্থায় সেইরূপ জড়বারণা নাই। অধিমিশ্র উপাসনারত ব্যক্তির ঐরূপ চিন্তাস্রোতঃ নহে। উপাস্যবস্তুকে দিয়া নিজের কোনপ্রকার কাজ আদায় করিয়া লওয়া শুদ্ধভক্তির বিচার নহে। "জনক জননী নহিত তনয়। প্রভু গুরু পতি তুঁহু সর্ব্বময়"—এই উক্তিগুলি শাক্তমত ও খৃষ্টমতের সম্পূর্ণ বিরোধী বিচার। কৃষ্ণ সেবা বা প্রেমের-দ্বারা ত্রিভুবনকে পোষণ ও ধারণ করেন বলিয়া

কৃষ্ণকে 'বিষয়ের' বলা হইয়াছে, অন্তবস্তুদাতা জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণকারী বহুবিশেষ হিসাবে নহে।

প্রাকৃতাপ্রাকৃতসৃষ্টে যত জীবগণ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূলস্বরূপ।
পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্ব্বাশ্রয়।
জীবের ঈশ্বর—পুরুষাদি অবতার।
তাঁহা সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার॥
অতএব ঈশ্বর তুমি সর্ব্ব-পিতা।
তোমার শক্তিতে তাঁ'রা জগৎ রক্ষিতা॥
(—চৈঃ চঃ আ ২।৩৬-৩৭, ৪০-৪১)

বিদ্যালঙ্কার—অন্তর্দৃষ্টিবিহীন যে, কৃষ্ণকে 'পিতা' বলিয়া থাকেন, তাহা কি সকল সময়েই অন্নবস্ত্র বা জাগতিক কোন বস্তু-প্রাপ্তির কামনা-মূলে? নিষ্কামভাবেও ত' তাঁহাদের মধ্যে পরমপিতার আরাধনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়?

আচার্য্যদেব—অন্ন-বস্ত্রাদি কামনা না থাকিলেও "ভগবান্ আমাদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার করুন, তিনি পাপীর ত্রাণকর্ত্তা, আমাদিগের জন্য এই সুন্দর বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অতএব আমরা কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে—কৃতজ্ঞতা-হৃদয়ে সেই পরমপিতার উপাসনা করিব"—এইরূপ বিচার-প্রণোদিতা ভক্তি (?) অহৈতুকী প্রেমময়ী ভক্তি নহে। শুদ্ধভক্তিতে কর্ত্তব্য বা কৃতজ্ঞতা-বুদ্ধি নাই, তাহা কেবল আত্মার স্বাভাবিক অনুরাগ-মূলা। উপাসক উপাস্যকে কোনপ্রকার বিদ্মদ্‌গারূপে পরিণত করিবেন না। ভগবান্ জীবের ভজনা করিবেন না, জীবই ভগবানের সেবা করিবেন। 'আমার দুর্গতি বিনাশ কর, আমাকে পাপ হইতে উদ্ধার কর, আমাকে শান্তি প্রদান কর, আমাকে মোক্ষ দান কর',—ইহা কখনও ভক্ত বলেন না। 'তোমার ইচ্ছায় আমার দুর্গতি হয় হউক, কষ্ট হয় হউক, অশান্তি হয় হউক, কোটি কোটি নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় হউক, কোটি কোটি জন্ম হয় হউক, কিন্তু তোমার সেবায় যেন উত্তরোত্তর রতি বর্দ্ধিত হয়,'—ইহাই শুদ্ধভক্তের কথা।

"মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা।

শাক্তেয়মতবাদের বিচারে জননী ও সন্তানের নিত্যত্বের কি কথা আছে? জননী ও সন্তানের চেতনত্বেরই বা কি কথা আছে? জননী ও সন্তানের আনন্দময়তারই বা কি কথা আছে? নিত্যত্বের কথা থাকিলে মুক্ত-জননীর সম্বন্ধ হইতে পারে না, চেতনত্বের কথা থাকিলে জড়ীয় অভাবের কোন কথা থাকিতে পারে না, আর আনন্দময়তার কথা থাকিলে প্রেম-ব্যতীত অন্য কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। নিরাইহগণের মধ্যে কেবল নিহোবার বাক্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাঁহার আর বিশেষ পরিচয় কি আছে? তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলার প্রকৃষ্ট পরিচয় কি আছে?

শ্রীঅধোক্ষজ প্রভু—তাঁহারা তাঁহাকে 'Spirit' জাতীয় বস্তু বলেন।

আচার্য্যদেব—তাহা বিশেষণ মাত্র, বিশেষ নহে। যখনই person বা ব্যক্তি বলা যায়, তখনই তাঁহার Concrete রূপ থাকা আবশ্যক, abstract নহে; তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা—সমস্তই থাকিবে। বৈষ্ণবের বিচার—শক্তিমদ্বস্তু পরমেশ্বরের স্বাভাবিকী একটি পরা শক্তি আছে, তাহা বিচিত্রবিলাসময়ী ও বিচিত্রানন্দ-সন্দায়িনী। সেই শক্তির অনন্ত প্রভাব থাকিলেও জীবের নিকট তিনটি প্রভাবের পরিচয় মাত্র আছে। সেই প্রভাবত্রয়ের নাম—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। চিচ্ছক্তির বা পরাশক্তির স্বাভাবিকী জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া অর্থাৎ সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপা তিনটী বৃত্তি লক্ষিত হয়। চিচ্ছক্তিতে যে সন্ধিনী বৃত্তি, তাহার কার্য্যরূপে যাবতীয় চিৎসত্তা অর্থাৎ চিদ্ধাম, চিদ্বৈভব, চিদ্বপুকরণ প্রভৃতি চিদ্‌বৈভবের উদয় হইয়াছে। কৃষ্ণের যে নাম, রূপ, গুণ, পরিকর, লীলা বা তাঁহার বসতি-স্থান—সমস্তই চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনীর কার্য্য। চিচ্ছক্তির যে সম্বিদ্‌বৃত্তি, তাহার কার্য্যরূপে সমস্ত চিন্তামণি ভাবোময় হইয়াছে এবং চিৎপ্রভাবগত হ্লাদিনীবৃত্তি-দ্বারা সমস্ত প্রেমানন্দ অনুশীলন হইতেছে। আবার জীব বা তটস্থ-প্রভাবগত যে সন্ধিনীবৃত্তি, তাহার কার্য্য-রূপে জীবের চিন্নশ্বরতা, নাম ও স্থানের উদ্ভব হইয়াছে। তটস্থপ্রভাবে যে সম্বিৎশক্তি, তাহার কার্য্য-স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানাদির উদয় এবং তটস্থপ্রভাবগত যে হ্লাদিনী-

বৃত্তি, তৎকার্য্যস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ লাভ করে। অষ্টাঙ্গ-যোগগত সমাধিসুখ বা কৈবল্যসুখ প্রভৃতিও তাঁহারই কার্য্যবিশেষ। আর বহিরঙ্গা অচিৎশক্তিতে যে সন্ধিনীবৃত্তি আছে, তাহার কার্য্যস্বরূপ চতুর্দ্দশলোকবর্ত্তী সমস্ত জড়বিশ্ব, বদ্ধজীবের জড় ও লিঙ্গশরীর, বদ্ধজীবের স্বর্গাদি লোকগতি ও সমস্ত জড়েন্দ্রিয়াদি নির্ম্মিত হইয়াছে; অচিৎশক্তিতে যে সন্ধিদ্‌বৃত্তি, তদ্দ্বারা মায়াবদ্ধ জীবের সমস্ত চিন্তা, কল্পনা ও বিচারসমূহের উদয় হইয়াছে এবং অচিৎশক্তিতে যে হ্লাদিনীবৃত্তি, তদ্দ্বারা স্থূল জড়সুখ ও স্বর্গাদি-গত সূক্ষ্ম জড়ানন্দ উদিত হইয়াছে।

যাঁহারা জননীরূপে উপাস্যবস্তুকে কল্পনা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে এই তিন শক্তির প্রভাবের মধ্যে ফেলিয়া দিন। তাঁহারা কি উত্তর করিতে পারেন, দেখিবেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন,—তাঁহাদের সম্বন্ধ কি, তাঁহাদের অস্তিত্বের কি, তাঁহাদের প্রয়োজনই বা কি? তখন তাঁহাদের অভিসন্ধি প্রকাশিত হইয়া পড়িবে; শাক্তের মতবাদ যে নির্ব্বিশেষ মতবাদেরই একটি প্রকারভেদ, তাহা প্রমাণিত হইবে। অতএব শুদ্ধ-ভক্তের কৃষ্ণকে জনক-জননী বিচার ও শাক্তেয়-মতবাদী বা অন্যান্য মতাবলম্বিগণের জনক-জননী কল্পনার মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য আছে।

বিদ্যালঙ্কার—কৃষ্ণ যে রুক্মিণীবেশে নৃত্য করিয়াছিলেন, তথায় কৃষ্ণের স্ত্রী-আকার দৃষ্ট হয় না কি?

আচার্য্যদেব—কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি কৃষ্ণের সহিত অভিন্না। স্বরূপ-শক্তির সহিত তিনি বিলাস করেন বলিয়াই তিনি ভগবান্। যখন শক্তির সহিত তাঁহার বিলাসের পরিচয় নাই, তখন তাঁহার ব্রহ্মত্ব, আর তদ্বিষয়ে চিদ্‌বিশিষ্ট যে খণ্ডবৈভবের ধারণা, তাহা পরমাত্মা। রুক্মিণী বিষ্ণুরই স্বরূপ-শক্তি অর্থাৎ তিনি স্বরূপতঃ অভিন্ন, কেবলমাত্র বিলাসের জন্য উভয়ের দুইটি রূপ। তিনিই পরাশক্তি, অতএব তটস্থা শক্তি ও মায়াশক্তির আকর। শ্রীরুক্মিণী স্বরূপা শ্রীবার্ষভানবীর মুখ্য প্রকাশ।

বিদ্যালঙ্কার—শ্রীরাধারাণীকে কি সেইজন্য 'মাতা' বলা যায়?

আচার্য্যদেব—তিনিই পরাশক্তি অর্থাৎ নিখিল শক্তিগণের মাতা অর্থাৎ মূল আকর—সকল আশ্রিত তত্ত্বের মূল উৎস; তিনি কিন্তু উপাসকের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারিণী সেবিকা-রূপিণী মাতা নহেন।

পণ্ডিত কাব্যতীর্থ—বৈধী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি কি দুইটি পৃথক্ দ্বারা? না বৈধী ভক্তি যাজন করিতে করিতেই রাগানুগা ভক্তিতে উপনীত হওয়া যায়?

আচার্য্যদেব—বৈধী ভক্তি হইতে ক্রমশঃ রুচির উদয় হইলে তখন রাগের আভাস পাওয়া যায়। বৈধী ভক্তি—মন্থরা, আর রাগময়ী ভক্তি তীব্রগতিশীলা,—ইহাই বৈশিষ্ট্য। রাগপথে প্রেমকে শীঘ্র প্রকট করায়। বৈধী ভক্তিতে ভাবোদয় পর্য্যন্ত পৌঁছিলে রাগের উদয় হয়। রাগে গোলোকগতি, আর বৈধীতে বৈকুণ্ঠগতি।

অধ্যাপক যদুবর প্রভু—কৃষ্ণোপাসক যদি বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তবে কি তাঁহারও বৈকুণ্ঠগতি হইবে?

আচার্য্যদেব—বৈধী ভক্তিতে যে কৃষ্ণোপাসনার প্রথা, তদ্দ্বারা কৃষ্ণের অন্তর্ভুক্ত নারায়ণেরই অর্চ্চন হইয়া থাকে। বৈষ্ণব ভক্ত যে, শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন করেন, তদ্দ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হয় না, তদন্তর্ভুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণেরই সেবা হইয়া থাকে। অতএব বৈষ্ণবভক্তের গতি—বৈকুণ্ঠগতি।

অধ্যাপক—শ্রীরূপানুগ মহাভাগবতের চরণ আশ্রয় করিয়া যদি কেহ বৈধী ভক্তি যাজন করেন, তথাপি কি তাঁহার রাগানুগা ভক্তি প্রকাশ না হইলে বৈকুণ্ঠগতি হইবে?

আচার্য্যদেব—শ্রীরূপানুগমহাভাগবতের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়াও যদি কাহারও রাগানুগভক্তির প্রকাশ না হয়, তবে তাঁহাকে বৈধী ভক্তিতেই থাকিতে হইবে এবং তাঁহার বৈকুণ্ঠগতি হইবে, গোলোকগতি হইবে না। বৈধী ভক্তির গুরুবর্গ শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর মধ্যেই অবস্থিত। গরুড়ত্ব, হনুমানত্ব, উদ্ধবত্ব—সমস্তই শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভুর অন্তর্ভুক্ত। কৃষ্ণের মধ্যে যেরূপ বিষ্ণুত্ব বা পরব্যোমপতিত্ব আছে, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বা গোলোক-পতির প্রেষ্ঠের মধ্যেও পরব্যোমনাথ-প্রেষ্ঠত্ব আছে। বিশ্বক্সেন, নন্দ, সুনন্দাদি—সমস্তই শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুর অন্তর্ভুক্ত। এজন্য তত্ত্বতঃ সেরূপ বৈষ্ণবভক্তকেও শ্রীরূপেরই অনুগ বলা যাইতে পারে। তবে শ্রীরূপের যে নিজস্ব সম্পত্তি অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্ট উন্নতোজ্জ্বল রস, তাহার সন্ধান তাঁহারা পান না।

অধ্যাপক—ঐশ্বর্য্যমার্গে নারায়ণ-মন্ত্র, কিন্তু কৃষ্ণোপাসকগণ কৃষ্ণমন্ত্র লাভ করিয়া যদি বৈধী ভক্তিতে থাকেন, তবে কি তাঁহাদের মনোভিষ্ট ইষ্টবস্তু লাভ হইবে না?

আচার্য্যদেব—পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনমার্গে যে শ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তির পূজা দৃষ্ট হয়, তাহা বিধিমার্গগত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণেরই পূজা, শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন নহে অর্থাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরেরও ভজন নহে, যদিও তথায় শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তির প্রাকট্য রহিয়াছে।

অধ্যাপক—তবে বৈধভক্তের কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিয়া লাভ কি?

আচার্য্যদেব—কামবীজ, কৃষ্ণমন্ত্র ও কামগায়ত্রী বা গৌরমন্ত্র ও গৌরগায়ত্রী যদি শিষ্যকে প্রদান না করা হয়, তবে মূলেই শ্রীরাধাগোবিন্দের বা শ্রীগৌরসুন্দরের ভজনের বা উপাসনার কথা অস্বীকার করা হয়। কামগায়ত্রীর নিত্য উপাসনা আছে বলিয়াই তাহা এখানে প্রকাশিত হইয়াছে এবং যদি সৌভাগ্যক্রমে উপাসকের বৈধী-ভক্তি যাজন করিতে করিতে রাগের উদয় হয়, তখন সেই মূল উপাসনার তত্ত্বটি সহজেই তাঁহার হৃদয়ে আবিষ্কৃত হইতে পারে। শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন,—কামবীজ কামগায়ত্রী লাভ করিয়াও গোপীর কৃপা-লাভ না হইলে বড় জোর দ্বারকা-পর্য্যন্ত গতি হইতে পারে। ব্রজভজনে একমাত্র হ্লাদিনী শক্তির কৃপাই একচেটিয়া। সেই স্বরূপশক্তির কৃপা কোনরূপে প্রাপ্ত হইতে পারিলে বৈধীভক্তি হইতেও রাগানুগা ভক্তিতে প্রবেশ-লাভ হইতে পারে। স্বরূপশক্তি বা তাঁহার অনুগতজন তাহা বিশেষ কৃপা। শ্রীগোপালভট্টের পিতা শ্রীবেঙ্কটভট্ট বৈধমার্গের শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক ছিলেন; কিন্তু স্বরূপশক্তির ভাবে বিভাবিত স্বয়ংরূপ অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর যখন বেঙ্কটভট্টকে কৃপা করিলেন, তখন বৈধমার্গ হইতে তাঁহার রাগানুগমার্গে প্রবেশ হইল। ইহা special Act of His Causeless Mercy. একমাত্র স্বরূপকৃপা বা তাঁহার অনুগতাশ্রিতগণ ব্যতীত এই কৃপাশক্তি আর কাহারও নাই।

পণ্ডিত কাব্যতীর্থ—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলেন,—"চৈতন্য-নিত্যানন্দের নাহি এসব বিচার। নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥" (চৈঃ চঃ আ ৮।৩১)—এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি এই যে, কৃষ্ণনামে দশবিধ অপরাধের বিচার আছে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ-নামে দশবিধ অপরাধের বিচার নাই?

আচার্য্যদেব—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গৌর-নিত্যানন্দ পাত্রাপাত্র বিচার করেন না। কৃষ্ণনাম একমাত্র মুক্তকুলের উপাস্য। মুক্তকুলই কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে পারেন এবং একমাত্র তাঁহাদেরই প্রেমের উদয় হয়। কিন্তু শ্রীগৌরনিত্যানন্দের এতই দয়া যে, অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবও অকপটে তাঁহাদের নিকট অনুগমন করিলে বা শরণাগত হইলে তাঁহারা দয়া করেন অর্থাৎ তাঁহাদিগকে অনর্থমুক্ত করাইয়া তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণনামের উদয় করাইয়া থাকেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের অনুগত ব্যক্তিকেই কৃষ্ণ শীঘ্র দয়া করেন, ইহাই তাৎপর্য্য।

কাব্যতীর্থ—কেহ যদি গৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করিতে করিতে শ্রীনামের চরণে অপরাধ করেন, যেমন বর্ত্তমান কলিযুগে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহারা অনেক নামাপরাধ করিতেছেন, অথচ গৌরনিত্যানন্দের নামাক্ষর গ্রহণের অভিনয় করিতেছেন, শ্রীগৌরনিত্যানন্দ কি সেইরূপ ব্যক্তির অপরাধ গ্রহণ করেন না?

আচার্য্যদেব—শ্রীনিত্যানন্দের বৈভব বা অঙ্গস্বরূপ শ্রীনাম। সেই অঙ্গের প্রতি অপরাধ করিলে শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা করেন না। যেমন নিত্যানন্দের অঙ্গে মাধাই কলসীর কাণা নিক্ষেপ করায় মহাপ্রভু ক্রোধলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহারা পরম দয়াল বলিয়া অকপট সরল প্রপন্ন ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া থাকেন, নতুবা দুর্গতজীবের অন্য কোন উপায় ছিল না বা নাইও। যাঁহারা 'আর নারে বাপ' অর্থাৎ পুনরায় আর পাপকার্য্য করিব না,—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সরলভাবে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের চরণে শরণাগত হন, তাঁহাদিগকে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ কৃপা করেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপা প্রার্থনা করিয়া—অনুগত হইয়া কৃষ্ণনাম করিলেই নাম ফল দান করেন, ইহাই তাৎপর্য্য। "আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে। সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥ বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥" ইত্যা-

বাসের যোগ্যতা একমাত্র নিতাইটাদ দিতে পারেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম করিতে গিয়া ধন পাওয়া কঠিন।

কাব্যতীর্থ—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দরের বা শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

আচার্যদেব—বিষ্ণুতত্ত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তবে শ্রীগৌরসুন্দর বা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীবলদেব স্বয়ংপ্রকাশ। শ্রীনিত্যানন্দ বা বলদেব সেবকাভিমানী কৃষ্ণ আর শ্রীগৌরসুন্দর বা শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব-সেব্য। শ্রীবলদেব বা নিত্যানন্দ সেব্য কৃষ্ণ হইলেও তাঁহাদের উভয় লীলায় সেবক-কৃষ্ণাভিমান প্রবল। শ্রীগৌরসুন্দর সেবকের বা ভক্তের রূপ ধারণ করিয়াও অর্থাৎ সেবকাভিমানী হইলেও ভক্ত বা সেবকস্বরূপ নহেন অর্থাৎ কেবলমাত্র 'আচার্য্য' নহেন; পরন্তু অসংখ্য আচার্য্য বা অসংখ্য সম্প্রদায়ের (যূথের) একমাত্র অধীশ্বর, সেব্য, ভজনীয় এবং তাহা সত্ত্বেও তিনি গৌরলীলায় কখনও কৃষ্ণের ন্যায় পারকীয় ঔপপত্যভাব বা 'নাগরালি' প্রকট করেন নাই।

কাব্যতীর্থ—শ্রীগৌরসুন্দরকে সেবাকৃষ্ণ বলিলে তাঁহাকে সম্ভোগ-রসের বিগ্রহ বলা হয় না কি?

আচার্যদেব—গৌরসুন্দর সেব্যবিগ্রহ হইয়াও জগতের জীবের প্রতি কৃপা বিতরণ করিবার জন্য বাহিরে সেবকের ভাব ও রূপ-ধারণের লীলা প্রকট করিয়াছেন—ইহাই তাঁহার অসমোর্দ্ধা দয়া।

কাব্যতীর্থ—'শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দরের বৈশিষ্ট্য কি?'—আরও শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

আচার্যদেব—ভজনকারিরূপে শ্রীনিত্যানন্দ, আর ভজনীয় বিগ্রহরূপেই শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ—সেবকস্বরূপ, আর শ্রীগৌরসুন্দর সেবক-রূপ; শ্রীগৌরসুন্দর সেবক-'স্বরূপ' নহেন। শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবই মূল সেবকস্বরূপে গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু, রক্তক-পত্রক-চিত্রক, সুবল-শ্রীদামাদি, শ্রীনন্দ-যশোদাদির রূপ প্রকট করিয়া কিন্তু মধুররসে শ্রীবার্ষভানবীর আনুগত্যে কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। 'জীব-সমূহ কিরূপে ভগবানের সেবা করিবেন?'—এজন্য আচরণ করিয়া মহাপ্রভু জীবকে কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দিতেছেন। Chief justice স্বয়ংই কৃপা-পূর্ব্বক Counsel হইতেছেন। নিজেই নিজের নাম বিতরণ করিতেছেন। তিনি স্বয়ং সেবা গ্রহণ করিবেন, তিনিই হইয়াছেন সেবার শিক্ষা-দাতা। অতএব শ্রীগৌর-সুন্দরের চরণ আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ অপেক্ষা সুনিশ্চিত ও সুগম পথ আর কি হইতে পারে?

কাব্যতীর্থ—শ্রীবলদেবের রাসের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। যখন বলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনও সেইরূপই বর্ণন করিয়াছেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দের রাস হইলে তাঁহার সেবকস্বরূপ থাকিল কোথায়? তিনি ত' ভোক্তা বলিয়াই আত্মপ্রকাশ করিলেন?

আচার্যদেব—শ্রীনিত্যানন্দ-মূলতত্ত্বটি ভোক্তা হইলেও তিনি তাঁহার ভোক্তৃত্ব প্রকট করেন না। রাসাদিলীলা যাহা সংঘটিত হয়, তাহাতে বলদেব-নিত্যানন্দের দেহে কৃষ্ণই সম্ভোগ করেন, বলদেব নিজে সম্ভোক্তৃরূপে আস্বাদন করেন না;—ইহাই গূঢ় তাৎপর্য্য। গৌরলীলাতে প্রত্যেকেই ভক্ত—

"পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্।

—তাঁহারা কেহই ভোগ্যবস্তুর সম্ভোগের আস্বাদক নহেন, সকলেই সম্ভোগ-বিগ্রহের সেবকাভিমানী,—সেবার দানকারী। এইরূপ দাস্য-লীলা বা আস্বাদনলীলাই কৃষ্ণের মহাবদান্য গৌরলীলা। কৃষ্ণের স্বয়ং সম্ভোগের লীলা হইতে এজন্য এই লীলার ঔদার্য্যবৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। স্বয়ং আস্বাদক বা সম্ভোক্তার লীলা হইলে ইহা গৌরনাগরীবাদে হইয়া যাইত। শ্রীগৌরসুন্দর কখনও কোনও পরস্ত্রীর উপপতি বা নায়করূপে স্বয়ং অভিমান বা লীলা প্রকট করেন নাই।

কাব্যতীর্থ—শ্রীগুরুদেব ও শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি?

আচার্যদেব—শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপতঃ শক্তিমত্তত্ত্ব, শ্রীগুরু-দেব স্বরূপতঃ শক্তিতত্ত্ব। তিনি কোন শক্তিতত্ত্বের ভোক্তা নহেন। গুরুদেব স্বয়ং সেব্যবিগ্রহ নহেন, সেবকবিগ্রহ। শ্রীনিত্যানন্দ সেব্যবিগ্রহ, অর্থাৎ শক্তিমান্ ভোক্তৃতত্ত্ব; কিন্তু তাঁহার সেবকাভিমান প্রবল। শ্রীনিত্যানন্দ গৌরসুন্দরের সেবা করেন। আপামর সকলের নিকট গৌর-নাম-প্রেম

বিতরণ করেন। জীবাত্মসমূহের আবরণ দূর করিয়া সেই নির্ম্মলস্বরূপ জীবাত্মসমূহকে শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীগুরুদেবও এই কার্য্য করিয়া থাকেন। এজন্য শ্রীগুরুদেবকেও নিত্যানন্দ বা তদভিন্নবিগ্রহ বলা হয়। শ্রীগুরুদেবকে যখন নিত্যানন্দ বলা হয়, তখন তাঁহাকে শ্রীসূর্য্য-জাহ্নবার পতি বা রেবতীরমণ শক্তিমত্তত্ত্ব-হিসাবে বলা হয় না। গুরুদেব কখনই শক্তিমত্তত্ত্ব নহেন, বিষয়-জাতীয় ভগবান্ নহেন, তিনি সর্ব্বদাই আশ্রয়তত্ত্ব সেবক-ভগবান্।

বিদ্যালঙ্কার—কৃষ্ণনাম-গ্রহণের মধ্যে যেরূপ দশবিধ অপরাধ আছে, শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-গ্রহণের মধ্যেও সেইরূপ দশবিধ অপরাধের বিচার নাই,—এইরূপ তাৎপর্য্যই আমরা "গৌরনিত্যানন্দনামে নাহি এসব বিচার"—এই পদে ধারণা করিয়াছিলাম।

আচার্য্যদেব—ঐ পদের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণ অপেক্ষা অনর্থযুক্ত পতিত জীবকে শীঘ্র দয়া করেন। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে শীঘ্র শুদ্ধ কৃষ্ণনাম-স্ফূর্ত্তি হয়, কৃষ্ণভজন-প্রবৃত্তি শীঘ্র উদিত হইয়া চরম পরম ফল বা সাধ্য লাভ করায়।

কাব্যতীর্থ—শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপা অধিক, অতএব কৃষ্ণনাম পরিত্যাগ করিয়া গৌরনাম করাই উচিত,—ইহা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের মতবাদে কি দোষ আছে?

আচার্য্যদেব—শ্রীগৌর-নিতাই বা কৃষ্ণ—অদ্বয়জ্ঞান। যাঁহারা গৌরনাম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণনাম পরিত্যাগ করিয়া গৌরনাম গ্রহণ করিবার বিচার করেন, তাঁহাদের অদ্বয়জ্ঞানে ভেদবুদ্ধি হইয়াছে। এজন্য তাঁহারা বঞ্চিত হইয়াছেন। গৌর-কৃষ্ণ দাতৃ ও গ্রহীতৃরূপে একই বস্তু। যাঁহারা এক হইতে এক বিয়োগ করিতেছেন, তাঁহারা শূন্যফল (১ − ১ = ০) পাইতেছেন। Served Absolute ও Servitor Absolute লইয়া One Absolute Personality বা অদ্বয়জ্ঞান।

কাব্যতীর্থ—"একের পরম তত্ত্ব স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবস্থিতে।" এখানে পরমতত্ত্ব প্রধান অর্থাৎ জড়রূপে অবস্থান করেন কিরূপে? কৃষ্ণ কি জড় হন?

আচার্য্যদেব—'স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা' বাক্যাংশের দ্বারা তটস্থশক্তির পরিণামরূপে জীব ও বহিরঙ্গা শক্তির পরিণামরূপে প্রধানের কথা উক্ত হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞানপ্রতীতির মধ্যে ছায়াপ্রতীতি নাই। আলোর অভিব্যক্তির মধ্যে ছায়ার অভিব্যক্তি নাই, অথচ আলোই ত' ছায়া। আলো যেখানে ফেলিয়া আসিবে, সেখানে ছায়া। কিন্তু আমাদের আলোকই প্রয়োজন—চিৎই প্রয়োজন। অচিৎ-এর দুইটি বৃত্তি,—আবরণ ও বিক্ষেপ। বিষ্ণুর সহিত অচিৎ-এর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। নিত্যমুক্তগণের উপরও অচিৎএর বিক্রম নাই। তটস্থগণের উপরই তাহার বিক্রম। স্বরূপ-শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি—উভয়ের নামই 'মায়া'—'মায়া দ্বন্দ্বে কৃপাযাক'। কিন্তু যোগমায়া ও বিয়োগ-মায়ার বিক্রমের আধার পৃথক্। বহিরঙ্গা মায়া ছাপরের মত। উহা অন্নিত্যপী জীবাত্মার মল মোচন করিয়া বিশুদ্ধ অস্তিত্ব বা শুদ্ধস্বরূপ প্রকট করায় অর্থাৎ তটস্থ জীবকে মোচন করিয়া মুক্ত স্বরূপে অধিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে, ত্রিতাপাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া স্বরূপশক্তির দিকে উন্মুখ করিয়া দেয়। যেখানে সেরূপ উন্মুখগতি নাই, তথায় ছলনা বা বঞ্চনা। যেখানে সেই শক্তি উন্মুখতা বিধান করিতেছেন, তথায় তাঁহার কৃপা। শুদ্ধবৈষ্ণব বহিরঙ্গা শক্তিকেও বলেন—দুর্গাকে বলিয়া থাকেন,—"আমাকে বঞ্চনা করিও না, কপট কৃপা প্রদর্শন করিও না, অকপট কৃপা প্রকাশ কর, তোমার স্বরূপ-শক্তিকে দেখাও।" মা যা, তাহাই মায়া। কৃষ্ণের একই Energyর বা Potencyর দুইটি aspect.

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত-ব্যাখ্যা

[স্থান—বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের নাটমন্দির ; কাল—৩০শে অক্টোবর, ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ]

উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে ভক্তির প্রতিষ্ঠা-স্বরূপিণী সহিষ্ণুতা বা কৃষ্ণকীর্ত্তন-যজ্ঞে কায়মনোবাক্যে আহুতিরূপ ত্রিদণ্ড-গ্রহণের কথা উক্ত হইয়াছে। বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদর ও উপস্থের বেগ—এই ষড়্‌বেগ ভক্তির প্রতিকূল। তৃণাদপি সুনীচ ও তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া যিনি হরিকীর্ত্তন করেন, তিনি

এই প্রতিকূল মতবেদের অধীন নহেন. তিনি গোস্বামী, সমগ্র পৃথিবীকে তিনি শাসন করিতে পারেন অর্থাৎ তিনি জগদ্‌গুরু। 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকের সেবক ব্যতীত আর কেহই 'জগদ্‌গুরু' হইতে পারেন না। দ্বিতীয় শ্লোকেও ভক্তির প্রতিকূল ছয়টি দোষের কথা উক্ত হইয়াছে। তৃতীয় শ্লোকে অনুকূলগ্রহণ ; চতুর্থ শ্লোকে ভক্তিপোষক সঙ্গ ; পঞ্চম শ্লোকে নামকীর্ত্তনকারীর তিনপ্রকার তারতম্য, সদসৎ-চিদচিৎ-আনন্দ-নিরানন্দ-বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য মধ্যমাধিকারী কিরূপে নামভজনপরায়ণ ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিবেন, তাঁহাদের যোগ্যতা-ভেদে বিবিধ দর্শন; ষষ্ঠ শ্লোকে বিদ্ধ বা প্রাকৃত দৃষ্টিতে অপ্রাকৃত বা শুদ্ধবৈষ্ণবের দর্শন-নিষেধ বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তম শ্লোকে চরম মঙ্গলপ্রার্থী কিরূপে অবিদ্যা, মায়া প্রকৃতি বা অনাদি-বহির্ম্মুখতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন এবং নামীর নামের ভজনই যে স্বরূপের ধর্ম্ম, তাহা বিবৃত হইয়াছে। ক্রমপথে যাঁহারা বিরূপ হইতে স্বরূপের দিকে অভিযান করিয়া মঙ্গল লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা যাহাতে নিত্যস্বরূপে নিত্য উন্মুখ হইয়া অবস্থান করিতে পারেন, তজ্জন্য নিখিল জগতের শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

ভগবদ্‌বিমুখতা বা অবিদ্যাই তটস্থশক্তি-প্রকটিত জীবের উপর আধিপত্য করে। আবার বিদ্যাও তাহার উপর আধিপত্য করিতে পারে। অবিদ্যার দাসত্ব হইতে কিরূপে বিদ্যাবধূর জীবনের সেবায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায়, শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এস্থলে কি 'অতৎ' নিরসন করিয়া 'তৎ'এ প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা বলিয়াছেন? না অবরোহ-পথের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী।

'কৃষ্ণনামচরিতাদি' বলিতে কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা। যাঁহাদের লইয়া নামপ্রভুর বিলাস, তাঁহারাই পরিকর। 'সিতা' শব্দের অর্থ—মিছরি, অর্থাৎ কেবল শর্করা নহে, মিছরিতে স্বচ্ছতা আছে। কৃষ্ণনাম—রমাচিদ্‌ঘন-সুখ-স্বরূপ।

পৃথিবীর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে দুইটি মত আছে। একমতে অবিদ্যা, বিমুখতা বা অপরাধ রূপ অতৎ নিরসন করিতে করিতে—অসৎ নিরসন করিতে করিতে—অজ্ঞান অভাব দূর করিতে করিতে তৎ-এ, সৎ-এ, জ্ঞানে বা অপরোক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা শুনা যায়। শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু এই বিচারের পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন,—বাস্তব-বস্তুর স্বতঃসিদ্ধ কৃপাবতরণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আনুষঙ্গিক ভাবে অবিদ্যা দূর হইয়া যায়। সূর্য্য উদয়ের আভাসেই অন্ধকার বিনষ্ট হয় ও চোর-পক্ষ প্রভৃতি পলায়ন করে। উপদেশামৃতের সপ্তম শ্লোকে সেই অবরোহবাদের কথাই শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন। 'আদরাৎ' শব্দের দ্বারা সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত, 'অনুদিনং' শব্দে নিরন্তর। নামপ্রভুতে জীব শরণাগত হইলে যদি নামপ্রভু সেবা গ্রহণ করেন, তবে অবিদ্যার বিক্রম থাকে না। পূর্ব্বে মিছরির সেবন ও তৎসঙ্গে সঙ্গে পিত্তদোষের বিনাশ। পিত্তদোষ বিনাশ করিয়া মিছরির আস্বাদন নহে।

যদ্যাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিত-ভবধ্বান্তবিভবো
দদাতি ত্বদ্ভক্তিপ্রণয়িনীম্।
অনন্তস্তোদ্যাক্ত্বং জগতি ভগবন্নামতরণে
কৃতী তে নির্ব্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি।

সূর্য্যের উদয়ের আভাসেই অন্ধকার বিনষ্ট হইবে। 'ভব' শব্দের অর্থ সংসার। 'ভব'—হওয়া, জন্মগ্রহণ করা, বাসনা রূপ লিঙ্গদেহ-দ্বারা আবৃত হওয়া; ইহা অন্ধকার তুল্য। 'ভব'—নামাপরাধের ফল—নামাপরাধের সঙ্গে অন্ধকারের তুলনা। অন্ধকার দূর করিতে করিতে আলোতে যাওয়া নহে। প্রাকৃতসহজিয়াগণ বলে,—অন্ধকার দূর করিতে করিতে আলোতে যাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহাতে নির্ব্বিশেষ অবস্থাই লাভ হইবে, বাস্তব-বস্তু পাওয়া যাইবে না। পিত্তদোষে দোষী নিজরোগ দূর করিতে পারে না। সাধুসঙ্গের বা আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শ বা নির্দ্দেশানুসারে মিছরি সেবনের ফলে আনুষঙ্গিকভাবে—অন্তর্ভুক্তভাবে তাহার পিত্তদোষ বিদূরিত হয় ; Positive লাভ, negative লাভ নহে।

'স্বাদ্বী ভবতি'—আস্বাদন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, মিছরিতে

রুচি হয়। অবান্তর ফল—বিষয়রোগ বিনাশ অবান্তর ভাবেই হইতে থাকে, এজন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। এই লোভ বা রুচিই বড় কথা।

নাম ও নামপরায়ণগণের অবজ্ঞা হউক, তাঁহাদের কৃপার প্রতি শরণাগতি আসুক। শরণাগতির প্রতি বিরাগ-বিশিষ্ট হইয়া—গৃহব্রতধর্ম্ম বা ত্যাগব্রত ধর্ম্মের খুঁটি বজায় রাখিয়া যদি কেবল হরিনাম-গ্রহণের ছলনা করা যায়, তবে তাহারা নামে রুচি বা লোভ হইবে না, অবিদ্যা-রূপ পিত্ত বিনষ্ট হইবে না, নামের স্বাদ পাওয়া যাইবে না। অন্বয়ের আবির্ভাবে ও তাহার বরণে ব্যতিরেকের অপগমন—অপ্রাকৃত বস্তুর—সাধুগুরুরূপে অবতরণ—"সাধুগুরুরূপে কৃষ্ণ আইলেন নদিয়া"। আদৌ অন্বয়ের প্রতি শ্রদ্ধা—শরণাগতি। শরণাগত হইয়া সেবা কর। অবিদ্যারূপ যে 'গদ' অর্থাৎ রোগ, তাহাকে বিনাশ করে, অবিদ্যারূপ মূল রোগের বীজকে ধ্বংস করিয়া দেয় যে নামের আভাস মাত্র, সেই চিদ্‌ঘনস্বরূপ নামপ্রভু ও তাঁহার গোকুলমহোৎসবময়ী যে লীলা, শরণাগত হইয়া তাঁহার সেবা করিলে চরম পরম মঙ্গল লাভ হয়। আর তাঁহার আভাসেই যাবতীয় অনর্থের বিক্রম নষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীনামপ্রভুর রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলায় যাঁহার অনুক্ষণ রুচি, তিনিই সাধু। যেরূপ মিছরির সহিত জিহ্বার সংযোগ-মাত্রেই জিহ্বা হইতে লালা ক্ষরিত হয়, তদ্রূপ নামোচ্চারণমাত্রেই যাঁহার তাঁহাতে উত্তরোত্তর লোভ বা রুচি হয়, তিনিই সাধু। 'বসু' অর্থ—নিশ্চিতভাবে। অর্থাৎ প্রশ্ন হইয়া যদি কৃষ্ণনামচরিতাদির সেবা করা যায়, তবে

"তদশ্মসারহৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥"

(ভাঃ ২।৩।২৪)

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

(শ্রীঃ ২।৫৯)

যাঁহার অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামে লোভ হইয়াছে, তাঁহার নারায়ণের প্রতি যে রতি, অকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠের প্রতি যে রতি, তাহার প্রতি পর্য্যন্ত নিষ্ঠা থাকে না।

"অপি ত্বাদ্যা দক্ষীপতিরতিমিতো যোগনয়নী
ব্রজে রাধাপক্ষৌ স্বরতিমধিরো বং ভজ মনঃ॥"

শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু এইজন্য শ্রীগুরুদেবের প্রণামে প্রথমেই 'নামশ্রেষ্ঠং' শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি শরণাগত হইয়া নামপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন, শ্রীনামপ্রভু বলপূর্ব্বক সেই নামগ্রহণকারীর সর্ব্বনাশ করেন—অবিদ্যারূপ রোগ। রুক্মনামের 'সঙ্গ'কে আভাসের বিক্রমেই নাশ করিয়া দেন। অবিদ্যারূপ রোগের মূলবীজ-ছেদনকারী বলিয়া ইহা। ইহা নামপ্রভুর অবান্তরভাবে বিক্রম-প্রকাশ। আর সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহার বিক্রম এই যে, তিনি ক্রমবর্দ্ধমান গোবর্দ্ধনের সেবায় পৌঁছাইয়া দেন। নামপ্রভুই আস্বাদক আর তাঁহার স্বরূপ-শক্তি ও তদনুগত পরমমুক্ত পরমহংসগণ আস্বাদ্য, রস আস্বাদনীয় বস্তু। শ্রীনাম ও রস একই বস্তু।

শ্রীনামসূর্য্যের আভাস-ব্যতীত কখনও অবিদ্যার মূল বিদূরিত হইতে পারে না। কৃত্রিম আলোকের দ্বারা সাময়িকভাবে অন্ধকার দূর হয় বটে, কিন্তু বিদ্যাই অন্ধকার বা ভবক্লান্ত—সর্ব্বব্যাপিনী মায়া দূরীভূত হইতে পারে না। মায়া জড় হইলেও বিভু বস্তু, অপারা, দুস্তরা, 'মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম,' তাহা অশুচিং জীবের চেষ্টায় দূরীভূত হইতে পারে না।

যদ্ ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥

বেদ তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন—অবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারাবৎ ব্রহ্মচিন্তাদ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ-ব্যতীত কিছুতেই বিনষ্ট হয় না, কিন্তু হে নাম! জিহ্বাগ্রে তোমার স্ফূর্ত্তিমাত্রই সেই কর্ম্মের বীজ পর্য্যন্ত ধ্বংস হইয়া যায়।

স্বরূপসিদ্ধি বা বস্তুসিদ্ধি যাঁহারা লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষেই এই উপদেশ।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও প্রকৃতিকবলিত জীব

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত গত ৪ই মাঘ তারিখের 'পাঞ্চজন্য' সংবাদপত্রে কাঞ্চনপোষ পাড়ার নগেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী নামক একব্যক্তি তাঁহার বহুদর্শায় অতীন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে অত্রাধপোচিতভাবে পরিমাপ করিবার দুরভিসন্ধি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"শ্রীকৃষ্ণের ভগবানত্ব প্রতিপাদিত হইলে কৃষ্ণকে মানিবেন।" কেবল এই উক্তিটিদ্বারাই উক্ত সমালোচকের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার লেখনীতে নিজেকে খুব পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান বলিয়া আস্ফালন করিয়াছেন, কিন্তু 'ভগবানত্ব' এই শব্দটি কোন্ ব্যাকরণ-সিদ্ধ, তাহা এখনও পর্য্যন্ত কোন ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতের বিদিত নাই। কৃষ্ণের ভগবত্তা নিত্যসিদ্ধ। উক্ত সমালোচক কেন, আমাদের সকলের পিতামহ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত অধোক্ষজ কৃষ্ণকে মাপিয়া লইতে পারেন নাই। সমালোচক ও তাঁহার সমধীন গুরুবর্গ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে তাঁহাদের পরিমিত বিচারবুদ্ধির আসামী করিতে চাহিয়াছেন! পৃথিবীর এইরূপ কোটি কোটি সমালোচকের কৃষ্ণ, বিষ্ণু, ভক্তি ও বৈষ্ণব সম্বন্ধে যাহা ধারণা, সেইরূপ কৃষ্ণ, বিষ্ণু, ভক্তি বা ভক্তের পুস্তক বা মহত্ত্বের প্রচারক শ্রীগৌড়ীয়মঠ নহেন। কাজেই তিনি যে হেত্বাভাস বা ছলের আশ্রয় করিয়া যাহা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের প্রচার্য্য বিষয় বা সিদ্ধান্ত নহে, তাহা তাঁহাদের স্কন্ধে আরোপ করিয়া উহার প্রতিবাদ করিতে বসিয়াছেন, তাহাতে সমালোচক ও তাঁহার সমধীন ব্যক্তিগণের কল্পিত মতবাদই খণ্ডিত হইয়াছে। পৃথিবীর লোকের বা গণমতের কৃষ্ণ শ্রৌতপথাবলম্বী শ্রীগৌড়ীয়মঠের কৃষ্ণ নহেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের কৃষ্ণ—অধোক্ষজতত্ত্ব। সমালোচক বা তাঁহার সমধর্ম্মিব্যক্তিগণ অধোক্ষজকৃষ্ণ দূরে থাকুন, প্রকৃতির অন্তর্গত পঞ্চভূতকেও মাপিয়া লইতে পারেন না। তিনি কি ক্ষিতির অন্তর্গত ধূলিকণা-সমূহকে গণনা করিতে পারেন? জল, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোমকে তরবারিদ্বারা ছিন্ন করিতে পারেন? এরূপ অসমর্থব্যক্তি কিরূপে কৃষ্ণের ভগবত্তা মাপিয়া লইবেন? শ্রীকৃষ্ণকে তিনি 'ভগবান্' বলিয়া মানুন আর নাই মানুন, তাহাতে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। "কৃষ্ণের 'অনাদিত্ব' ও 'ভগবানত্ব' সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন করিলে গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের চক্ষু স্থির হয়"—এরূপ উক্তি তাঁহাদের মুখেই শোভা পায়, যাঁহাদের এখনও পারমার্থিক রাজ্যের চতুঃসীমানায় উপনীত হইবার কোটি কোটি জন্ম বাকী আছে। কৃষ্ণের অনাদিত্ব কে বুঝিবে?—কে মাপিয়া লইবে? পরব্রহ্ম অর্থাৎ যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ বৃহত্তর নাই, তাঁহাকে কি মাপিয়া লইবে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাম-ক্রোধাদিযুক্ত জীব?

সমালোচক কতকটি মেয়েলী মনোধর্ম্মের বাঁধা গৎ সম্বল করিয়া যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে অট্টহাস্য-ব্যতীত আর কিছুই প্রতিবাদের নাই। তিনি কৃষ্ণকে তাঁহারই মত একটি জন্মমরণশীল ব্যক্তি মনে করিয়াছেন! তাঁহার যুক্তি এই,—"কৃষ্ণই যদি স্বয়ং ভগবান্ হন, তবে দ্বাপরযুগের পূর্ব্বে অন্যনামে অপর কোন ভগবান্ ছিলেন কি না? কৃষ্ণই বা কেন দ্বাপরে হঠাৎ সেই ভগবানের স্থলাভিষিক্ত হইলেন?" এই প্রশ্ন শুনিয়া মনে হয়, সমালোচক যেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে যখন তিনি সূর্য্য দেখিতে পান নাই, বা রাত্রিকালে যখন তিনি সূর্য্য দেখিতে পান না, তখন অকস্মাৎ সমালোচকের জন্মের পরে সূর্য্য কিরূপে গ্রহরাজের স্থলাভিষিক্ত হইবেন?

শ্রীকৃষ্ণ নিত্য সনাতনবস্তু, ইহা যে-কোন গীতা-পাঠক অবগত আছেন ও ৪র্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই (গীতা ৪।৪—৯ শ্লোক) এই বিষয়ের সম্যক্ উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ইতরবস্তু নহেন যে, তিনি ভগবানের স্থলাভিষিক্ত হইবেন। তিনি নিত্যসিদ্ধ স্বরাট্ স্বয়ংরূপ ভগবান্। তাঁহার সত্তায় অন্যের সত্তা। তাঁহার ভগবত্তায় অন্যান্য বিষ্ণুতত্ত্বের ভগবত্তা—আধিকারিক দেবতাগণের সত্তা।

সমালোচক শ্রীগৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তি-প্রচারকের আর একটি কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন যে,—"অন্য দেবদেবী, এমন কি, লক্ষ্মীনারায়ণের পূজাতেও কৃষ্ণসেবা বা উপাসনার তুল্য ফল পাওয়া যায় না।" তিনি এবিষয়ের কত লক্ষ প্রমাণ চাহেন? আমরা তাহা দিতে প্রস্তুত আছি। সর্ব্বজনমান্য 'গীতা' গ্রন্থও এই কথা তারস্বরে বলিয়াছেন।

ইহার বিস্তৃত প্রতিবাদ গৌড়ীয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া আমরা এখানে আর তাহার পুনরাবৃত্তি করিলাম না।

এই সকল বিষয় লইয়া সমালোচক শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের বিরুদ্ধে ছলনাযুক্ত প্রতিবাদের চেষ্টা না করিয়া চতুঃশ্লোকীগীতা, কেনোপনিষৎ, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি শাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলেই ভাল হইত। কারণ, ইঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, অন্যান্য দেবদেবী বিষ্ণুরই অধিকারপ্রাপ্ত দাস-দাসী। বিষ্ণুর সেবায় যে ফল পাওয়া যায়, স্বতন্ত্রভাবে অন্যান্য দেবদেবীর সেবায় সেই ফল পাওয়া যায় না। গীতা কিন্তু গৌড়ীয় মঠের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়া স্বতন্ত্রভাবে অন্যান্য দেবদেবীর পূজাকে 'অবিধি-পূর্ব্বিকা' পূজা বলেন নাই।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।
(গীতা ৭।২০, ২৩)

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, অন্যান্য দেবতা-যাজিগণ কামুক ও মোহগ্রস্ত। কামে ও মোহে অভিভূত হইলেই জীব অহৈতুকী কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম-কামের জন্য সূর্য্যোপাসনা, অর্থকামের জন্য গণেশোপাসনা, কামকামের জন্য মায়াশক্তির উপাসনা ও মোক্ষকামের জন্য রুদ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। বিষ্ণু সর্ব্বস্ব গ্রহণ করেন, কাহারও কোন কালে বা মোহের যোগানদারী করেন না বলিয়া তাঁহার ভজন নিরুপাধিক। অন্যান্য দেবতা-পূজার ফল বিনাশী। তাঁহাদের পূজকগণ অল্পমেধা অর্থাৎ অতিক্ষুদ্রবুদ্ধি। কিন্তু ভগবান্ বিষ্ণুর সেবার ফল অবিনাশী ও তাঁহার লোক নিত্য।

অর্চ্চন　　জ্ঞাতব্য

শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে শ্রীচরণামৃত বিতরণ বা গ্রহণ সেবাপরাধ। উহা অতি অবশ্য অন্তরালে সম্পাদিত হইবে

প্রচার প্রসঙ্গ

ঢাকায় শ্রীল আচার্য্যদেব

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞানকেশবগোস্বামী মহারাজের শ্রীল আচার্য্যদেব অহৈতুকী কৃপা বিস্তার পূর্ব্বক প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ঢাকা-বাসী সজ্জনগণের বিভিন্নপ্রকার পরিপ্রশ্নের সমাধান ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীবক্তা প্রবাহিত করিয়া অশেষ জীবকল্যাণ বিধান করিতেছেন। তাঁহার আচার্য্য-কেশরী শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও বীর্য্যবতী হরিকথাময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু সরল ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ের জন্মজন্মান্তরের কল্মষরিরূপ-সমূহ পলায়ন করিতেছে ও তথায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নিত্য আসন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কর্ণদ্বারা সাধু, গুরু ও শাস্ত্র দর্শন না করিলে তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ-দর্শন হয় না,—এই বাণীর সার্থকতা শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী-শ্রবণে সকলেরই হৃদয়ে উপলব্ধি হইতেছে।

শ্রীকুঞ্জবিহারীমঠে কীর্ত্তন

উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীরাধা-কুণ্ডস্থ শ্রীকুঞ্জবিহারীমঠে গত ৯ই ও ১০ই ডিসেম্বর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে 'শ্রীরূপশিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। ভরত-পুর রাজষ্টেটের কএকজন কর্ম্মচারীও পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ১২ই ডিসেম্বর মথুরার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সৈয়দ আহাম্মদ আলি মহোদয় শ্রীরাধাকুণ্ডস্থ শ্রীকুঞ্জবিহারীমঠে আগমন করিয়া উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট পরিপ্রশ্নমুখে শ্রীবিগ্রহ-সম্বন্ধে এবং মঠের প্রচার-কার্য্যাদির বিষয়ে অনেক কথা শ্রবণ করেন।

যুক্তপ্রদেশে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গত ২৬শে নভেম্বর যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রায় একঘণ্টাকাল শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাচার্য্যবিষয় কীর্ত্তন করেন। গভর্ণর বাহাদুরও নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া স্বামীজীর নিকট যুক্তিপূর্ণ সমাধান পাইয়া বিশেষ আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

স্বামীজী মুক্তাগাছার বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্য করিতেছেন। তিনি গত ১৬ই ডিসেম্বর Bahraich নামক স্থানে গমন করিয়া ১২ই ডিসেম্বর তথাকার কমিশনার ও Bahraich ডেপুটি কমিশনার মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বিষয় কীর্ত্তন করেন।

স্বামীজী ঐ দিবস সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় Maharaj Singh High School এ একটি বিদ্বজ্জনসমিতির সভায় 'Universal Brotherhood' সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল ইংরাজী ভাষায় হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় বার লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত বাবু কৃপারাম ঘাড়ুলোকেই মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় এক শতাধিক শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

২৪ পরগণা, মেদিনীপুর ও হরিপাল

পণ্ডিত শ্রীপাদ ভারতীয়া ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী রাঘবমুখ গত ১লা কার্ত্তিক হইতে ৪র্থা অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত জয়নগর ও মহিনপুর, হরভোগ, কাশীনগর প্রভৃতি স্থানে প্রচার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া বর্ত্তমানে মেদিনীপুর জেলায় প্রচার-কার্য্য করিতেছেন।

পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌধ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু হরিপাল টাউনহলে গত ৭ই, ৮ই ও ৯ই জানুয়ারী 'অহিংসানীতি ও ভাগবতধর্ম্ম', 'বিশ্বসমন্বয়ে শ্রীচৈতন্যদেব' এবং 'বিশ্ব ও ব্রহ্ম' বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। স্থানীয় প্রবীণ মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বেণুপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বি-এল ও শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দেব রায় এম্, এস্, বি প্রমুখ সজ্জনবৃন্দ ভক্তিপ্রচারে সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

চয়ন

[ঢাকা 'ইষ্টবেঙ্গল টাইম্‌স' পত্রিকার শনিবার সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

The Spiritual Head of The Gaudiya Mission

RELIGIOUS DISCOURSES WITH DACCA PUBLIC

His Divine Grace Paramahamsa Srila Ananta Vasudeb Para-Vidyabhusan Goswami Maharaj, the Spiritual Head of the Gaudiya Mission, reached Dacca on 27th December last. Rai Bahadur K. C. Sen, retired Superintending Engineer; Babu Jamuna Prasadji Deputy Magistrate, Behar; Babu Sachinath Roy Chaudhuri, Zeminder of Aloa and many others accompanied Him. His Divine Grace is expected to stay here for about a fortnight. He holds discourses on the true Sanatan principles of religion every evening before a vast audience at the Lecture Hall of the local Madhwa Gaudiya Math. The number of hearers is increasing every day showing the interest taken by Dacca public in the preaching of the Gaudiya Mission. The Math-members have made spacious arrangements and are paying due attention to all visitors, ladies and gentlemen. Such occasion rarely comes to the good fortune of the citizens of a town. The members of the Math extend their invitation to all earnest seekers after Truth to avail of this opportunity for a free discussion of the eternal questions of life and its purpose. In the hubbub and turmoil of life, it is desireable that we should make time for introspection in company with such a true Devotee Acharyya Who practises what He preaches. Gaudiya Mission is doing a real public service by helping people in the proper understanding and realisation of the true purpose of life and being.

'অমৃতবাজার পত্রিকা' মফস্বল সংস্করণ ১০।১।৩৩ তারিখের সংখ্যায় এবিষয়ের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৭ই মাঘ, ১৩৪৫ ; ২১শে জানুয়ারী, ১৯৩৯ | ২৫শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

মায়াবদ্ধ জীব সর্ব্বদা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আপনাকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অন্যের নিকট হইতে লাভ, পূজা বা প্রতিষ্ঠার আশা করে। তদ্বিপরীত ভাব অর্থাৎ নিষ্কপট দৈন্য ও প্রপত্তির ভাব যাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়, তিনিই ধন্য।

(চৈঃ ভাঃ 'গৌড়ীয়ভাষ্য' আ ১৬।১৩৩)

বৈষ্ণবের শ্রীহরিনাম-গ্রহণ ব্যতীত অন্যকৃত্য নাই। সাধন ও সিদ্ধ উভয় অবস্থাতেই নাম-সেবাই জীবের একমাত্র কৃত্য।

(চৈঃ ভাঃ 'গৌড়ীয়ভাষ্য' আ ১৬।২৯)

যাহারা বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করে, তাহাদের পাপ পরিপূর্ণতা লাভ করে।

(চৈঃ ভাঃ 'গৌড়ীয়ভাষ্য' আ ১৬।১০০)

হরিদাস ঠাকুর অন্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণের নিষ্কপট সেবক ও দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত ভয়-লেশরহিত ; তিনি পাপিষ্ঠগণের নিকট হইতে নানাপ্রকার বিঘ্ন ও বাধা পাইয়াও হরিসঙ্কীর্ত্তনে বিরত হন নাই।

(চৈঃ ভাঃ 'গৌড়ীয়ভাষ্য' আ ১৬।২৬৫)

ঢাকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ

[২৯।১২।৩৮ তারিখে শ্রীল আচার্য্যদেবের সংলাপের কিয়দংশ গত ২৪শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্টাংশ নিম্নে প্রকাশিত হইল। ঢাকা মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর জনৈক ছাত্র শ্রীল আচার্য্যদেবকে জিজ্ঞাসা করেন—]

ছাত্র—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কি ?

আচার্য্যদেব—'ধৃ' ধাতু হইতে 'ধর্ম্ম'-শব্দ নিষ্পন্ন। যাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম্ম বা স্বভাব, স্বভাবের নামই ধর্ম্ম। বস্তুমাত্রেরই একটি স্বভাব আছে, তাহা বস্তু হইতে অবিচ্ছেদ্য। বস্তুকে বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে বস্তুর বস্তুত্ব থাকে না। অগ্নির দাহিকা-শক্তি, জলের তরলতা বিচ্ছিন্ন হইলে তাহাকে আর সেই বস্তু বলা যায় না। 'জীব' বলিতেই দ্রষ্টার দর্শন-ভেদে স্থূল দেহ, সূক্ষ্মদেহ বা মন ও তদুভয়াতীত আত্মা লক্ষিত হয়। অতএব ক্রমশঃ দেহ-পদার্থের ধর্ম্ম, মনঃ-পদার্থের ধর্ম্ম ও আত্মপদার্থের ধর্ম্ম—কথাগুলি উপস্থিত হয়। 'ধর্ম্ম' শব্দ একটাই বলা হইয়াছে ; কিন্তু পদার্থভেদে ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য আছে। স্থূল-দেহের ধর্ম্মের সহিত সূক্ষ্মদেহ মনের ধর্ম্ম—পৃথক্, সূক্ষ্ম-দেহ মনের ধর্ম্মের সহিত দেহী আত্মার ধর্ম্ম—পৃথক্। জীবাত্মার দুইটি আবরণ বা পোষাকরূপে দেহ ও মন। অতএব দেহ ও মনের যেরূপ বিশিষ্ট স্বভাব আছে, আত্মারও সেরূপ বিশিষ্ট স্বভাব আছে। এই স্বভাবের যে-স্থানে ব্যভিচার অর্থাৎ বিপর্য্যয়, তাহাই অধর্ম্ম। জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিতে হইলে (১) দেহের ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, (২) মনের ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, (৩) জীবাত্মার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিচার করিতে হইবে। দেহের ধর্ম্ম—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, দেহের অধর্ম্ম—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিপর্য্যয়, মনের ধর্ম্ম—সঙ্কল্প-বিকল্প বা স্মরণ-মনন, আর মনের অধর্ম্ম—সঙ্কল্প-বিকল্পের বিপর্য্যয়। জীবাত্মার ধর্ম্ম—ভগবৎসেবা, আর জীবাত্মার অধর্ম্ম—ভগবৎসেবা-বিপর্য্যয়রূপ বৈমুখ্য। 'ধর্ম্ম' বলিতে ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এবং তদতীত সনাতন,—এইধর্ম্মের কথা বলেন। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ধর্ম্ম—অনিত্য, অজ্ঞান ও নিরানন্দ এবং তাহাদের অতীত ধর্ম্মই শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম। জীবাত্মার সেই শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মটি নিত্য, তথায় অনিত্যত্ব, অচেতনত্ব ও নিরানন্দত্ব নাই। চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন—প্রকৃতির সৃষ্ট পদার্থ। ইহাদের সমষ্টিই সূক্ষ্ম-দেহ। পাঞ্চভৌতিক দেহই স্থূলদেহ। ভগবান্ বিভু এবং স্বতঃসিদ্ধ জীবাত্মা অণু ও তটস্থ; অণু ও তটস্থ বলিয়াই মায়ার দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হয়। ভগবান্ বৃহৎ বলিয়া কখনও আবৃত বা আক্রান্ত হন না, ইহাই তাঁহার স্বতন্ত্র স্বভাব। জীবের দেহ যেমি-জীবকে আবরণ করিতে পারে ; কিন্তু ভগবানের দেহ ও ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিতে বা বিগ্রহে ভেদ নাই অর্থাৎ তাঁহার দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। তাঁহার নিজের স্বতঃস্ফূর্ত্ত, চেতনময়তা ও আনন্দময়তা তিনি স্বভাবতঃই অটুট রাখিতে পারেন। ভগবানের ন্যায় অণুচিৎ জীবাত্মারও সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস নাই বটে, কিন্তু অণুত্ব-প্রযুক্ত ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি মায়াদ্বারা জীব আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইতে পারে। ভগবান্ শুদ্ধ পূর্ণ নিত্য মুক্ত। জীব বর্ত্তমানে আবরণের দ্বারা আবৃত বলিয়া তাহার অমুক্ত-প্রতীতি। এই আবরণ ও বিক্ষেপ বিদূরিত হইলে জীব তাঁহার মুক্ত সত্তা অর্থাৎ তিনি যাহা (তাঁহার স্বরূপ), তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। জীবের এই মুক্ত সত্তা নিত্য ও চিদানন্দময়। জীব—ব্যাপ্য, ভগবান্—সর্ব্বব্যাপক। যেরূপ জীবের ধর্ম্ম আছে, সেরূপ পরমেশ্বরেরও ধর্ম্ম আছে। জীব ও পরমেশ্বরকে যে অচিন্ত্য ধর্ম্ম বা বৃত্তি পরস্পর ধারণ করিয়া রাখে, তাহাই আকর্ষণ বা প্রেম। ইহাকেই proper adjustment or mutual harmony বলা যায়। সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত নির্ম্মল জীবাত্মা ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বরের মধ্যে এই প্রেমধর্ম্ম নিত্য বর্ত্তমান। এই প্রেম-ধর্ম্মের যেস্থানে ব্যভিচার, তাহাই কাম। সেই কাম প্রাকৃতজগতে বা আবাদ্ধিকগণের বিচারে অন্নাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদিরূপে অথবা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামরূপে প্রকাশিত।

জনৈক শ্রোতা—অন্ধ আতুরের সেবা কি আমাদের পরমধর্ম্ম নহে ?

আচার্য্যদেব—কে অন্ধ আতুর হয় ? দেহ, না আত্মা ?

দেহের অন্তর বা দেহের আত্মবন্ধের বিমোচনের চেষ্টা আত্মার ধর্ম অর্থাৎ সনাতন-ধর্ম নহে, উহা দেহেরই ধর্ম বা অবিদ্যা ধর্ম। অন্তর ও আত্মবন্ধের মূল বীজ দেহধর্মের সেবা-দ্বারা বিনষ্ট হয় না, উহা অটুটই থাকিয়া যায়। দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব কি চিরকালের তরে মিটাইতে পারা যায়? এই অভাবের মূল কোথায়, তাহা অনুসন্ধান করুন, বীজ উৎপাটনের চেষ্টা করুন, নিদান ধরিয়া চিকিৎসা করুন। এই সমস্ত অভাব-ব্যাধির নিদান—অবিদ্যা, অজ্ঞান বা ভগবদ্‌বিস্মৃতি। যদি জীবের প্রতি প্রকৃত ভ্রাতৃভাবের উদয়—জীবের দুঃখে হৃদয় ব্যাকুল হইয়া থাকে, তবে তাহা extend (বিস্তার) করুন, অবিদ্যার মূল বীজ উৎপাটন করুন। কর্মের মূল হইল অবিদ্যা।

জনৈক শ্রোতা—কর্মপ্রবৃত্তি কেন হয়?

আচার্যদেব—অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়াই কর্মের প্রবৃত্তি। কর্ম—"প্রাগনাদি বিনাশী চ"। কর্ম করিতে গেলেই কর্মের অনুষ্ঠানকারী একজন থাকিবে, 'কর্মের কর্ত্তা আমি' এইরূপ বুদ্ধি থাকিবে। এই 'আমি'ই অন্তর 'আমি', নকল 'আমি'। কর্মের জননী—অবিদ্যা, তাহাকে দূরীকৃত করিতে হইবে। নিত্যের চেষ্টায় অর্থাৎ কর্মের দ্বারা কর্মের বিনাশ হয় না। এই কথা শ্রুতি তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥

(মুণ্ডক ১।২।৯)

সদ্‌গুরু ও সাধু কখনও কর্মের উপদেশ করেন না,—

তস্মাৎ নিষ্প্রেয়সং বিধান ন বক্ষ্যাজ্ঞায় কর্ম হি।
ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ॥

(ভাঃ ৬।১।৪৯)

—রোগী ইচ্ছা করিলেও যেমন বৈদ্য তাহাকে কখনও কুপথ্যের ব্যবস্থা প্রদান করেন না, বিদ্বান ব্যক্তিও তেমন তস্মাৎ নিষ্প্রেয়সং অর্থাৎ চরম কল্যাণ অবগত হইয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে কখনও প্রবৃত্তিমার্গের উপদেশ দেন না।

জনৈক শ্রোতা—সাধু কে?

আচার্যদেব—শাস্ত্রের বাণীতে—শ্রৌতপথে যিনি প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্রই সাধুরূপে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। জীবন্ত শাস্ত্রই সাধু। সাধু, শাস্ত্র ও গুরু—একটা জিনিষ। সাধুর অপর নাম—অসঙ্গ, নিঃসঙ্গ বা অকিঞ্চন। তাঁহার সঙ্গ করিলেই জীবের অবিদ্যা-বন্ধন বিদূরিত হয়। সেই অকিঞ্চন বা কাজেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎপ্রেমধনে ধনবান্ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে কৃষ্ণসেবাগুণোদার সেবায় শ্রীমন্ত, পূর্ণ-স্বাস্থ্য অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে সদা প্রতিষ্ঠিত এবং যোগেচ্ছা বৃদ্ধি রূপ বন্ধ-মোক্ষ-জ্ঞানে বা ভগবৎসমাশ্লিষ্ট পরবিদ্যায় অধিষ্ঠিত।

শ্রোতা—সাধুকে কি ভাবে চেনা যায়?

আচার্যদেব—আরোহ ও অবরোহ দুইটি পথ। আরোহপথে সাধুকে চেনা যায় না। অবরোহ-পথে অর্থাৎ সাধু যখন কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ করেন, তখন সাধুর কৃপা বরণ করিলে সাধুর শ্রীমুখবিগলিত শ্রৌতবাণীর দ্বারা নির্ম্মিত চক্ষে সাধুর দর্শন হয়। জগতের বিচার, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, চতুরতা বা অন্য কোনপ্রকার পারদর্শিতা-দ্বারা সাধুর দর্শন হয় না। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক পণ্ডিত ব্যক্তিও তাঁহার খণ্ডজ্ঞানের দ্বারা পূর্ণজ্ঞানময় সাধুকে চিনিয়া লইতে পারেন না। এই কথাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

(কঠ ১।২।২৩)

পরতত্ত্ব কেবল বেদের বুলি আবৃত্তি করিলে উপলব্ধির বিষয় হইবে না। বুদ্ধির দ্বারা বা বহু বাগ্‌বৈখরীর দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। তবে কি উপায়ে পাওয়া যাইবে? আমরা ত' দেহ-মন লইয়াই রহিয়াছি; এই সকল ছাড়া আমাদের কি সম্বল আছে? শ্রুতি আমাদিগকে নিরাশ করেন নাই; তিনি বলিয়াছেন,—যাঁহাকে আত্মা 'আপনার' বলিয়া স্বীকার করেন, যাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, সেই ব্যক্তি যদি আত্মাকে শরণাগত হইয়া বরণ করেন, তবেই তাঁহার সম্বন্ধে আত্মা তাঁহাকে নিজরূপ দেখাইয়া থাকেন। অতএব ভগবদ্‌ভক্তের কৃপাই—সাধুর কৃপায় ও জীবের সেবোন্মুখতা বা শরণাগতি-মূলে সাধুর পরিচয় পাওয়া যায়। Intellectual feat-এর দ্বারা কখনও সাধুকে চেনা যায় না। সাধু অতীন্দ্রিয় বস্তু, ইন্দ্রিয়ের

যারা অতীন্দ্রিয়কে কি করিয়া বুঝা যাইবে? "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর"। Giant Scientist গণও exploded হন। বোধ হয় ঢাকায় সাধিকা-সম্মেলনী হয়, সেখানে ডক্টর ** বাবুর সহিত মিঃ ** বসু আসিয়াছিলেন। মিঃ বসু ডক্টর উপাধিধারী না হইলেও তুনিলাম—maker of many Doctors; তিনি আমাকে নিজে বলিয়াছেন যে, সমস্ত পৃথিবী-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর আইনষ্টাইনের কোন কোন theory তিনি explode করিয়াছেন। এই আইনষ্টাইন আবার ইতিপূর্ব্বে কতিপয় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের theory explode করিয়াছেন। ইহাই আরোহপন্থার ধারা।

জনৈক শ্রোতা—আরোহপন্থার শেষ সীমা কি?

আচার্য্যদেব—নির্ব্বিশেষ বা Indefinable Infinite বা Unknown, কতকটা মানবের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধিবার চেষ্টার ন্যায় আরোহপথে অবরোহণের চেষ্টা। আরোহপথের শেষ সীমায় Negative Aspect of the Absolute পাওয়া যায়। জ্ঞানীর শেষ সীমা—নির্ব্বিশেষ, যে স্থানে relative জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—এই ত্রিপুটি বিনষ্ট হইয়াছে। "কেন কং বিজানীয়াৎ"। অনাম, অরূপ, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ—কেবল 'অ' আর 'নি'। তথায় কোন প্রকার Positive বা Concrete Aspect নাই। যদি Positive না থাকে, তবে আচার্য্য এত কথা বলিতেছেন কেন? শিষ্যের জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন, আচার্য্যের সমাধান-কার্য্য—সমস্তই মিথ্যা হইয়া যায়। যদি মূলে Positive অর্থাৎ বাস্তব বস্তু কিছু না থাকে, তবে বেদের বক্তা, শ্রোতা, উপদেশদান, শ্রবণ ইত্যাদি সমস্তই মিথ্যা হইয়া যায়। তথায় নিত্য বাস্তবতা আছে বলিয়াই এই বিকৃত-প্রতিবিম্ব-জগতে অনিত্য বাস্তবতা। তথায় উপাদেয়-বিচিত্রতা আছে বলিয়াই এই বিকৃত প্রতিবিম্বিত রাজ্যে অনুপাদেয় বিচিত্রতা। তথায় সমস্তই বিদ্যা দ্বারা, চিচ্ছক্তি যোগমায়া দ্বারা চালিত; বিকৃত প্রতিফলিত বিশ্বে সকলেই অবিদ্যা বা বিয়োগমায়া দ্বারা চালিত। তথায় নিত্য, এখানে নশ্বর। তথায় কেবল বর্ত্তমান কাল; তথায় অতীত, ভবিষ্যৎ নাই। Full Fountainhead Absolute যদি Personal না হন বা বিচিত্রতা না থাকিলে এ জগতের দুঃখমোচন, শ্রুতি বা শব্দপ্রমাণানুসরণ সমস্তই বিফল হইয়া যায়।

জনৈক শ্রোতা—এখানে উপযুক্ত শিক্ষক আছেন কি?

আচার্য্যদেব—অকপট সেবোন্মুখতা থাকিলে যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যায়, আর কপটতা থাকিলে কপট শিক্ষক জুটিয়া যায়।

শ্রোতা—কি করিয়া সাধু পাওয়া যায়?

আচার্য্যদেব—ত্রিতাপ-ভোগের সময় যখন অন্তোন্মুখ হইতে থাকে, যখন release করিবার সময় হয়, তখন Jailor ধরচা খুলিয়া দেন।

জনৈক ছাত্র—আমি যে আমার মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান, আমার দরিদ্র ও বৃদ্ধ মাতা-পিতা আমার দিকে তাকাইয়া আছেন, আমি তাঁহাদিগের প্রতিপালনরূপ কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে হরিসেবা করিতে পারি?

আচার্য্যদেব—Up Train ও Down Trainএর একটা halting stationএ কিছু সময়ের জন্য এই সঙ্ঘ পাতান হইয়াছে, Train মাত্র ৫ মিনিট দাঁড়াইবে, এই ৫ মিনিটের মধ্যে আত্মীয়তা, সহানুভূতি, কর্ত্তব্য-বিচার, মায়ামমতা। Up Train এর যাত্রী তাহার দিকে যাইবে, আর Down Trainএর যাত্রী নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইবে। প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে প্রত্যেকে স্ব-স্ব ফল ভোগ করিবে। ভগবদ্-বহির্ম্মুখ মনই অভিমান করিতেছে—রাজা-প্রজা, আর্য্য-ব্রিটিশ, Chinese-Japanese, Anarchist, Fascist, Nazis ইত্যাদি। আত্মাতে এই সকল পরিচয় নাই। আত্মাতে বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িয়া, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী—এ সকল বিচার নাই, তাহাতে প্রাদেশিকতা নাই। তৃণজলৌকা যেরূপ একটা তৃণ পরিত্যাগ করিয়া আর একটি তৃণ আশ্রয় করে, মানুষ যেরূপ একটি পোষাক পরিত্যাগ করিয়া আর একটি পোষাক পরিধান করে, তদ্রূপ জীবও অনাদিকর্ম্মচক্রগতিতে বা ভগবদ্‌বিস্মৃতিরূপিণী অবিদ্যার অধীনতায় একটি দেহ পরিত্যাগ করিয়া আর একটি দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে। পোষাকে 'আমি' বুদ্ধি করার দরুণই মাতা-পিতৃ-বুদ্ধি। বস্তুতঃ 'আমি' আমার পোষাক হইতে পৃথক্ বস্তু। এই দিব্যজ্ঞান সাধু-কৃপায় পাওয়া যায়। প্রত্যেক জীবেরই পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মফলানুযায়ী গতি। যিনি এইরূপ যাতায়াত করেন না, তাঁহার কাছে যাইতে হইবে। আমি যদি অকপট বা অকুটিল হই, তাহা হইলেই তিনি এইরূপ মহা

পুরুষ পাঠাইয়া দিবেন। অকপটে যদি তাঁহাকে চাই, তাঁহার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাই,—আমি সে, আমাকে তাহা জানাইয়া দাও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে 'আমি' যাহা, সেই স্বরূপটি উপলব্ধি করাইবেন। আমার প্রার্থনার মধ্যে যদি ভেজাল না থাকে; তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি প্রকৃত সাধু পাঠাইয়া দিবেন। যদি তাঁহার দয়াই না থাকিবে, তবে তাঁহার অবতার, তাঁহার শাস্ত্র ও নিজ-জনের অবতার কেন? অকপট হইয়া তাঁহাকে চান কেহি? তিনি কিরূপে কৃপা না করেন! তিনি ত' কৃপা করিবার জন্যই বসিয়া। সূর্য্যদেব তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব-বশতঃ আলোক-প্রদানের জন্যই সর্ব্বদা ব্যাকুল, আমরা সম্পূর্ণভাবে দ্বার খুলিয়া রাখিলেই হইল।

জনৈক শ্রোতা—মাতা-পিতার প্রতি কি কোন কর্ত্তব্য নাই?

আচার্য্যদেব—মাতা-পিতার প্রতি যে কর্ত্তব্য, তাহা নৈতিকধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম নহে। নৈতিকধর্ম্ম নিত্য বা সনাতন-ধর্ম্ম নহে। বিভিন্ন জন্মে বিভিন্ন মাতা-পিতা পাওয়া যায়।

ওঁ ন স ভ্রাৎ স্বজনো ন স ভ্রাৎ
পিতা ন স ভ্রাজ্জননী ন সা ভ্রাৎ।
দৈবং ন তৎ ভ্রান্ন পতিশ্চ স ভ্রাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্।

(ভাঃ ৫।৫।১৮)

মৃত্যু শিয়রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, যিনি তাহা হইতে উদ্ধার করিতে না পারেন, সেই মাতা—মাতা নহেন, সেই পিতা—পিতা নহেন, সেই গুরু—গুরু নহেন, সেই পতি—পতি নহেন, দেবতা—দেবতা নহেন।

শ্রোতা—কর্ত্তব্য কি?

আচার্য্যদেব—দেহ, মন ও আত্মার কর্ত্তব্য-ভেদ আছে। আত্মার কর্ত্তব্য বা স্বাভাবিকবৃত্তিই একমাত্র ভগবৎসেবা।

শ্রোতা—শারীরিক ও মানসিক কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম কি বাদ দিয়া আত্মধর্ম্ম যাজন করা যায়?

আচার্য্যদেব—শরীর ও মন আত্মার অনুগত হইবে। শুকব্যবহারে প্রতিষ্ঠিত থাকুন। আত্মার ব্যবহারের অনুকূলে দেহ ও মনকে রাখুন। দেহ ও মন আত্মার অনুগত থাকিলেই তাহাদের সতীধর্ম্ম বজায় থাকিবে। Golden-mean ভাল, কোনপ্রকার excessএর দিকেই যাইবেন না, proper adjustmentই আমাদের প্রয়োজন। সূর্য্যের অতি নিকটে গেলে আমরা ভস্মীভূত হইয়া যাইতাম। যতটুকু দূরে থাকা দরকার, সেরূপভাবে আমাদের অবস্থিতি আছে বলিয়াই আমরা সুখে জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি। শরীরের মাপ লইয়া যেরূপ বর্ষি পোষাক প্রস্তুত করে, তদ্রূপ আত্মার স্বভাবের অনুযায়ী দেহ ও মনরূপ পোষাক ব্যবহৃত থাকিলেই অর্থাৎ ঐ দুইটি আত্মার আনুকূল্য করিলেই তাহা আপনার আত্মমঙ্গলকর হইবে।

শ্রোতা—বৃদ্ধ মাতা-পিতার কি উপায় হইবে?

আচার্য্যদেব—তাঁহারা আপনার মাতা-পিতা হইয়া যে কষ্ট পাইতেছেন, এবং আপনি তাঁহাদের ও পূর্ব্বের বহু মাতা-পিতার সন্তান হইয়া জন্মজন্মান্তরে যে কষ্ট পাইতেছেন, তাহার মূল বীজ নষ্ট করিয়া দিউন,—ইহা হইতে আর অধিক মাতাপিতৃভক্তি কি আছে? যদি তাঁহাদের ক্লেশের মূল বীজ নষ্ট করিতে পরস্পর সাহায্য করেন, তবেই ত' সন্তান, তবেই বাপ-মা, নতুবা 'পুত্—মূত্'।

জনৈক শ্রোতা—কি পথ অবলম্বন করিলে আমি মুক্তি লাভ করিতে পারিব?

আচার্য্যদেব—ইহা মুক্তিকামুক জ্ঞানীর বিচার, ঠিক ভক্তের বিচার নহে। আইন ভঙ্গ করিয়াছি বলিয়া জেল হইয়াছে। যে-স্থানে বন্ধনই নাই, তথায় মোচন কোথায়? নকল 'আমি'র বন্ধন হয়, আসল 'আমি'র বন্ধনও নাই, মোচনও নাই। আমি যা', তাহা। তাহার উপলব্ধির নামই প্রকৃত মুক্তি। ভগবানের নামের আভাসেই সেই মুক্তি লাভ হয়। যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করেন, নিদ্রার মধ্যেও যিনি হরিনাম করেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই যিনি হরিনাম করেন, সকলকে হরিনাম করাইবার জন্য পাগল, তাঁহার নিকট হরিনাম শ্রবণ করিবেন। সেই নামের উচ্চারণের আভাসেই বন্ধন মোচন হইবে, পূর্ণ-সূর্য্যোদয় হইলে ত' কথাই নাই। নেকী 'আমি'র বন্ধন-মোচন-কামনার মধ্যে অপস্বার্থপরতার বীজ আছে, নিত্য 'আমি'র পরিচয় জানিতে হইবে।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

(১)

[স্থান—শ্রীধামমায়াপুর ; কাল—মধ্যাহ্ন]

"বিলাস-বর্জ্জিত হৈতুক-নাস্তিনিষ্ঠ, বা অবাক্ত অধ্যক্ষ মুমুক্ষু ত্যাগী বা বৈকালী নির্গুণবাদী ও ক্লীব-ব্রহ্মবাদিগণ বিরজায় ও ব্রহ্মলোকে এবং বৃহদ্ব্রহ্ম বাক্ত অধ্যক্ষ জড়-বিলাসিগণ দেবীধামে গুণসংস্থিত ভৈরব মহাকাল ও ভৈরবী মহাকালীর ঊর্দ্ধ ও অধঃসঙ্গমরূপ নির্ব্বৈনিষ্কৃতি কেবলা-দ্বৈত জ্ঞানে এবং গুণস্থ সামান্যাত্মক অর্দ্ধ পুং-স্ত্রী-ভাবময় ভবানীভর্ত্তৃরূপ সঙ্গম-দ্বৈতজ্ঞানোত্থ যে ভিন্নবিলাস-প্রতিফল-সংসার লাভ করে, তাহাতে পরিণামে নিজেদের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, পরে চিরতরে তাঁহাতে মিশিয়া যায় (—গৌড়ীয় ১৬শ বর্ষ 'শ্রীব্যাসপূজা' সংখ্যা 'আলোর অন্ত-সন্ধানে'):"—এই বাক্যটির ব্যাখ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেব নিম্নলিখিত হরিকথা কীর্ত্তন করেন :—

শিব বা শম্ভুর দুই রূপ আছে। বৈষ্ণব-দর্শনে তিনি জগদ্গুরু, "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"—এই বিচারে। বৈষ্ণব-দর্শনেই তাঁহার শিবত্ব বা শম্ভুত্ব প্রকটিত। সেখানে তিনি মায়াতীত—মায়াসঙ্গী নহেন। তাঁহার অন্য রূপ মহাকাল রুদ্র বা সংহারমূর্ত্তি। ইঁহারই সঙ্গিনী মায়া বা মহাকালী। এই মহাকাল রুদ্র এবং মহাকালী মহামায়ার মিলনে অর্থাৎ ওতপ্রোতভাবে মিশ্রণ-ফলে এই জড়জগৎ বা প্রধানের প্রভব—ইহাকেই 'অধঃসঙ্গম' বলা হইয়াছে। আধোজগতে ভোক্তৃ-ভোগ্যবিচারে যে ক্রিয়া দেখা যায়, শুদ্ধ বা ভগবদ্বস্তুতে ঐ বিচার আরোপ করাই 'ভবানীভর্ত্তৃত্বে'র বিচার। 'ভবে'র সঙ্গিনী 'ভবানী'। 'ভবানীভর্ত্তা' বলিলে ভবের শক্তির উপর ভোগবিচার করা হয়। ভবানী বিষ্ণুর সেবিকা বলিয়া বিষ্ণুর—শক্তি-মানের শক্তি, তাঁহার ভর্ত্তা বলিলে অর্থাৎ ভবানীর সঙ্গী ভবকে তাঁহার ভর্ত্তা বলিলে শক্তিতত্ত্ববিচারে বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। জীব প্রকৃতি হইয়াও আপনাকে পুরুষ অভিমান করিয়া প্রকৃতি-ভোগে রত। পরম পুরুষের অধীন প্রকৃতিকে মিথ্যা 'পুরুষ'-অভিমানে ভোগবুদ্ধি করায় ভবানী-ভর্ত্তা বা প্রকৃতি-ভোক্তার বুদ্ধি হয়। সুতরাং মহাকাল ও মহাকালীকে পূজ্যবুদ্ধি বা মাতাপিতৃ-বুদ্ধি করিলেও অন্তরের ভোক্তৃঅভিমান তাহাকে চরমে পিতার আসন অধিকারেরই প্রয়োচনা দিয়া থাকে। এই বিচারের ওপরের সাম্যাবস্থা রূপ চরমগতি অবাক্ত-প্রকৃতিতে নির্ব্বাণ-লাভ। ইহা ত্যাগী বৌদ্ধ, সাংখ্য প্রভৃতি জড়নির্ব্বাণবাদিগণের প্রাপ্য।

এই 'অধঃসঙ্গম' বা দেবীধামরূপ প্রকৃতিকে কল্পিত-পুরুষাভিমানে জীবের ভোগবিচার এই চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যেই আবদ্ধ। পরব্যোম ও ইতরব্যোমের মাঝখানে পরিখা-স্বরূপ বিরজা বর্ত্তমান। বিরজা চিন্ময় সলিলে পূর্ণ। বিরজার এক কণায় গঙ্গার উৎপত্তি। গঙ্গাকে বা বিরজাকে 'দ্রবব্রহ্ম' বলা হয়। উপেন্দ্রের পদধৌত জলে অথবা মহাবিষ্ণুর ঘর্ম্মজলে গঙ্গার উদ্ভব। এই বিরজারই রূপত্রয়ের নামরহ-বৈশিষ্ট্য—কারণ, গর্ভ ও ক্ষীর সমুদ্র। তাহা প্রকট করিয়া মহাবিষ্ণু ত্রিস্বরূপে তথায় শয়ন করেন। বিরজার সংসর্গ (সম্পর্কযুক্ত) জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক বা মহেশধাম। এই মহেশ বা ব্রহ্ম বা মহাদেব ও বিরজা—পরস্পর নিত্য-শক্তি-শক্তিমানরূপে বিরাজমান।

দেবীধামেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের বিচার। ব্রহ্মলোক বা মহেশধামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের বিচার নিরস্ত হইয়া অপরোক্ষ বা কেবল চিৎ (চিন্মাত্র) নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের বিচার। নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে যদিও চিৎসবিশেষের উদ্দেশ নাই, তথাপি তাহা জ্ঞান, সেখানে মায়া বা অজ্ঞানের কথা সাক্ষাৎ স্পষ্টভাবে নাই। এই ব্রহ্ম-বিরজার সঙ্গমই—'ঊর্দ্ধ-সঙ্গম', এখানে জড় স্থূল দ্বৈতবিচার না থাকায় 'ব্রহ্ম' 'গঙ্গাধর' হইয়াও মায়াসঙ্গী হন নাই। এখানে কেবলাদ্বৈত-বিচারে জীব প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে আপনাকে সচ্চিৎ দর্শন করায় 'পুরুষ'-'প্রকৃতি'-জ্ঞান ছাড়িয়া একটিমাত্র ক্লীব'ব্রহ্ম' দর্শন করিতেছেন। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার বৈশিষ্ট্য এখানে লোপ পাইয়াছে ; সুতরাং শক্তি-বিচারে এখানেও বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। সেইজন্যই মিলনের একটা অস্বাভাবিক রূপ দেখা যায়। চিন্ময় সলিলরূপা বিরজা এবং চিন্ময় তেজঃ-স্বরূপ ব্রহ্মলোকের পর চিদ্বিলাস শঙ্কর বা বায়ুর অবস্থান :

এই বায়ু 'বৈকুণ্ঠ-বায়ু' এবং সেই বায়ুরই অবতার—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, ভীমসেন, হনুমান্। তাহার পর সম্বর্ষণ-বৈভব পরব্যোমে সশক্তিক পুরুষোত্তমের বিলাস। তাহার ঊর্দ্ধে ব্রহ্মসংহিতার 'চিন্তামণিগণময়ী' ভূমির সন্নিবেশ।

জড়বাদ বা প্রকৃতিবাদ যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন অণু-সচিৎ আবৃত হইয়া যান, সেই আবৃত জ্ঞান প্রকৃতি-কর্ত্তৃক পদদলিত হইতে থাকে। প্রকৃতির এই লজ্জাসূচক চিত্রটি দৌর্ভাগ্যবান্ জীবকে চিদ্‌বিলাসোন্মুখতা শিক্ষা দেয়। অজ্ঞান বা অবিদ্যার প্রাবাল্যই তমঃ বা মায়া—প্রজ্ঞা বা সম্বিতের অভাব। ইহাই সম্পূর্ণ জড়বাদাশ্রয়ে 'চিন্মাত্রবাদ' অর্থাৎ ভগবৎ-সেবায় বৈমুখ্য বা বিরাগ।

বৈষ্ণব-দর্শনে শিবকে বিষ্ণুর "প্রিয়তম" বা অভেদরূপে জানা যায়। সেখানে তমঃসঙ্গী বা নির্ভেদ-বিচার নাই। বৈষ্ণব-দর্শনে উমা, মহেশ্বর, বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী—পরস্পর হরিভজনের সহায় এবং পরস্পরের মধ্যেও 'বৈষ্ণব' বুদ্ধি।

(২)

[স্থান—ঐ ; কাল—১১।৩।৩৮]

অদ্বৈত প্রভুর দুইরূপ। তিনিই সমস্ত বস্তুর উপাদান-কারণ। এই জগৎটা একখানা কাপড়ের মত। শ্রীল অদ্বৈত প্রভু মায়াদ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কাপড়ের টানা-পোড়েনের সূতার ন্যায় তিনিই ওত-প্রোতভাবে এই জগতের উপাদান কারণরূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। যে বঞ্চিত হইতে এবং বঞ্চনা করিতে চায়, তাহাকে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বঞ্চনা করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কার্য্যের সহিত তাঁহার এই কার্য্যের সম্পূর্ণ বিরোধ। এই বঞ্চনামূলেই তিনি ষোলআনিষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া মায়াবাদ স্থাপন করেন। মহাপ্রভুর মহাবঞ্চক লীলা ; শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর বঞ্চনা-মহত্ত্বের বঞ্চনা-কার্য্যটি তাহার বিপরীত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্টের বাধা হওয়ায় তিনি অদ্বৈতাচার্য্যকে দণ্ড প্রদান করেন। এই দণ্ড গ্রন্থশেষে তাঁহার বৈষ্ণবত্ব প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু—মহাবিষ্ণু, বা শ্রীনিত্যানন্দের অংশ। শ্রীনিত্যানন্দের সহিত তাঁহার যে দ্বন্দ্বের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে উভয়ে উভয়কে নিম্নাঙ্গলে ব্যাজস্তুতি করিয়াছেন। তাহাতে উভয়ের তত্ত্ব কথিত হইয়াছে।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বলিতেছেন—"নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-পূরণ-কল্পে আচার্য্যলীলা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইলেও আচার্য্যের আচরণ প্রদর্শনে ব্যস্ত করিতেছেন না। তিনি অবধূত সত্তা ; কিন্তু যিনি আচার্য্য হইবেন, তাঁহার আচরণ বিধিপর হওয়া আবশ্যক।"

ইহার উত্তরে শ্রীনিত্যানন্দ বলেন—"তিনি আচার্য্য-লীলা প্রকাশ করিলেও স্বরূপতঃ তিনি ঈশ্বর, পরম স্বতন্ত্র। পরমহংসকে বিধিবাধ্য করিতে হইবে না।" ঈশ্বরকে অন্যতন্ত্র করিবার ইচ্ছায় অদ্বৈতের (শিবের) বঞ্চনাবহরূপ প্রকাশিত। অন্তরূপে তিনি অদ্বৈত—বিষ্ণু হইতে অভিন্ন। শিব ও বিষ্ণু—সেব্য-সেবকরূপে অভিন্ন ; "রাঘবেশ্বর" শিবের একটি নাম। রাম যাঁহার ঈশ্বর, তিনি রাঘবেশ্বর অথবা রাঘবের ঈশ্বর ;—সেবকও সেব্য-ভগবানের সেবা হইয়া থাকেন, এই বিচারে। চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় ব্যূহ সম্বর্ষণ-রামই শিবের উপাস্য-তত্ত্ব।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মনোঽভীষ্ট মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ অনুকূল। সেখানে তিনি ভক্তির আচার্য্য। বৈষ্ণবাচার্য্য-রূপে তিনি যোগবাশিষ্ঠ আলোচনা করেন না। বৈষ্ণবের অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির বিচারেই তিনি হরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধ-পাত্র দিয়াছিলেন। তিনিই মহাপ্রভুর মহাবদান্যলীলা জগতে বিস্তার করিবার জন্য মহাপ্রভুকে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। বঞ্চনাময়রূপে বা বিকৃত রুদ্ররূপে তিনি মায়াবাদ-ব্যাখ্যাতা, অতএব অচ্যুতানন্দের পিতা নহেন, চ্যুতের—মহাপ্রভুর বিরোধী বদ্ধজীবের জন্মদাতা ; সেখানে তিনি মায়াসঙ্গী। বৈষ্ণবদর্শনে সীতাদেবী ও আচার্য্য প্রভু—মহা-প্রভুর সেবক ও সেবিকা, পরস্পর কৃষ্ণ-ভক্তি-ব্যবহার-সঙ্গী। বৈষ্ণব বিচারে অদ্বৈতাচার্য্য—যুগপৎ মহাবিষ্ণু ও সদাশিব বা মঙ্গলময়। অচ্যুত যে অদ্বৈতাচার্য্যের ঔরসজাত অর্থাৎ বদ্ধজীবের ন্যায় শুক্র-শোণিত-সম্বন্ধযুক্ত নহেন, তাহা 'কেশব ভারতী মহাপ্রভুর গুরু নহেন' এই বিচার শিক্ষা দান করিয়া প্রকট করিয়াছেন।

মহাভাগবত গুরু আচার্য্যলীলা করিবার কালে স্বয়ং শাস্ত্র-বিধি আচরণপূর্ব্বক শিক্ষা দিলেও তিনি যে স্বরূপতঃ পরম স্বতন্ত্র, সেটি ভুলিলে চলিবে না। মহারাজ চিত্রকেতু দেবগণের প্রকাশসভায় মহেশ্বরের উমাকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া অবস্থান করাকে গর্হণ করিয়াছিলেন। মহাদেবের

ব্যক্তিগতভাবে ঐ কার্য্য যে দোষাবহ, তাহা চিত্রকেতু বলেন নাই। তবে মহাদেব—জগদ্গুরু, তিনি কেন ঐরূপ অন্যায় আদর্শ জগতের সম্মুখে প্রদর্শন করিয়া জনসাধারণকে ভ্রান্তিগর্ত্তে পতিত হইবার অবকাশ দিতেছেন, ইহা তাঁহার আচার্য্যোচিত কার্য্য নহে,—ইহাই চিত্রকেতুর পূর্ব্ব বিচার ছিল।

চিত্রকেতুর এই ব্যবহারে কুদ্ধ হইয়া উমা তাঁহাকে শাপ দিলেন। মহাদেব—পরমহংস, বিধিবাধ্য নহেন। তাঁহাকে শাসন বা তাঁহার কার্য্যের সমালোচনা কখনও করিতে হইবে না। চিত্রকেতু স্বেচ্ছায় উমার শাপ ভগবদিচ্ছা জানিয়া অবনত মস্তকে গ্রহণ করিলেন।—ইহাই অধোক্ষজে প্রপন্ন শুদ্ধভক্তের বিচার।

চিত্রকেতু ত' হবে মহাভাগবত। মহাদেব যে সংকর্ষণের অংশকলা শেষ দেবকে স্বীয় ইষ্টদেবতা জ্ঞানে কণ্ঠে ধারণ করেন, চিত্রকেতু সেই সংকর্ষণেরই উপাসক। তিনি কেন বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভুর ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতে গেলেন? তিনি কি শম্ভুর পরমহংসত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই?

প্রকৃতপক্ষে চিত্রকেতুর দর্শনে প্রমাদ হয় না। মহাভাগবতের এই সকল লীলা আমাদের মত ভ্রমপ্রমাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে শিক্ষা দিবার জন্যই। যদি তাঁহারা সকলেই নির্দ্দোষ আচরণ দেখান, যদি নিজেই দোষের অভিনয় করিয়া সেই দোষের পরিণাম, দোষ ক্ষালনের উপায় প্রভৃতি শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে আমাদের স্বভাবগত দোষসমূহ সংশোধিত হয় কিরূপে?

(৩)

[স্থান— ঐ ; কাল—১৩৩৮]

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত "বৈকুণ্ঠ ও গুণজাত জগৎ" প্রবন্ধের "কনিষ্ঠভাগবত ক্রমশঃ উন্নত হইয়া দ্বিতীয় তৃতীয়াংশে গৌণশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। আবার মধ্যম অধিকার লাভ করিয়া এক-তৃতীয়াংশে দৃশ্যজগৎকে তৃতীয়াংশ গুণজাত জগৎ জানিতে থাকেন।"— এইকথা গুলির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন—

বৈষ্ণবদর্শনে ভক্তের ত্রিবিধ অধিকারের কথা আছে। উত্তমাধিকারী পূর্ণ দর্শনের যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন। কনিষ্ঠাধিকারীর এক-তৃতীয়াংশ অধিকার বলা হইয়াছে। মহামাধিকারী দুই-তৃতীয়াংশ-দর্শনের অধিকার লাভ করেন। কনিষ্ঠভাগবত কেবল শ্রদ্ধার শ্রীমূর্ত্তির সেবা করেন, কিন্তু ভক্তের পূজা করেন না, এজন্য তাঁহাকে 'প্রাকৃত' বলা হইয়াছে। মধ্যম ভাগবতাধিকারে ভক্তের পূজার বিচার স্থান পাইয়াছে। মধ্যমভাগবতের ভক্তের পূজাই মুখ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী সেবকে গৌণদৃষ্টি করেন অর্থাৎ ভক্তপূজাকে গুণের—সত্ত্বরজস্তমোগুণের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন; এইজন্যই তিনি—গুণের অধীন বা প্রাকৃত। কনিষ্ঠভাগবত শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীমূর্ত্তির সেবা করেন অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তি যে নিত্য সত্য বস্তু, ইহা তিনি শুনিয়া বিশ্বাস করেন। শ্রীমূর্ত্তির অপ্রাকৃতত্ব তাঁহার অনুভূতির বিষয় না হইলেও তিনি সেই কথা শাস্ত্র হইতে বা সাধুমুখে শ্রবণ করিয়া তাহাতে বিশ্বাস করেন। এই স্থলে মায়াবাদী বা পঞ্চোপাসকগণের সহিত তাঁহার ভেদ রচিয়াছে। মায়াবাদী বা পঞ্চোপাসক শ্রীমূর্ত্তির নিত্যত্ব বা অপ্রাকৃতত্ব বিশ্বাস করেন না।

কেবল কনিষ্ঠাধিকার— যাহাকে শ্রীল প্রভুপাদ বৃত্তের ৬০° ডিগ্রী বলিয়াছেন, তাহাতে ভক্তপূজার কোন কথা নাই। শ্রদ্ধা কেবলমাত্র ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিতে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু ভক্তের হৃদয়াভ্যন্তরে যে ভগবদাবির্ভাব, তথায় সেই কোমলশ্রদ্ধা পৌঁছিতে পারে না, এইজন্য এই শ্রদ্ধাও গৌণ অর্থাৎ গুণের অন্তর্গত। ক্রমশঃ উন্নত হইয়া যখন ভক্তের পূজার দিকে শ্রদ্ধা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তখনও ভগবানের পূজাই বড় বা মুখ্য এবং ভক্তের পূজা গৌণ বলিয়া মনে হয়। তখনও ভগবানের অপ্রাকৃতত্ব কতকটা ধারণার বিষয় হইলেও ভক্তপূজা-পর্য্যন্ত সে অনুভূতি আসিতে পারে না, বাধা পায়। এইজন্য কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চ্চনে ভূতশুদ্ধির অপেক্ষা আছে। 'ভগবান্ অপ্রাকৃত বস্তু' একথা বিশ্বাস হইলেও তাঁহার সেবকও অপ্রাকৃত,—এই কথা বিশ্বাস করিবার যোগ্যতা কনিষ্ঠাধিকারীর নাই।

মহামাধিকারী ঈশ্বরে প্রেম, তদধীনে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষিজনে উপেক্ষা করেন। মধ্যম অধিকার কনিষ্ঠাধিকারকে এক-তৃতীয়াংশ অধিকার এবং তাহাকে প্রাকৃত গুণজাত জগতের বিচার বলিয়া জানেন; এইজন্য তাঁহার দৃষ্টিতে এক-তৃতীয়াংশ অধিকারভুক্ত বালিশকে কৃপা ও দ্বেষীকে উপেক্ষা করেন। উত্তমাধিকারীর ন্যায় তাঁহার

অপ্রাকৃতের অনুভূতি দর্শনকৃত পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। তাঁহার ভক্তে দৃঢ়শ্রদ্ধা হওয়ায় ভগবানে মুখ্যশ্রদ্ধা বা প্রেম হইয়া থাকে। ভগবান্ বা শ্রীনাম ও নামকারী ভক্তে তাঁহার মুখ্য শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু পূর্ণদর্শন না হওয়ায় একতৃতীয়াংশকে গুণজাতরূপে দর্শন করেন এবং সেখানে তাঁহার প্রেমের বিরুদ্ধ বস্তু বিদ্বেষি-দর্শন হয়। মধ্যমাধিকারী যে কৃপা করেন, তাহাতে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান আছে। কৃপা করাকে মধ্যম অধিকারী তাঁহার একটি কৃত্য বলিয়া জানেন। কিন্তু উত্তমাধিকারীর কৃপা বাহিরেকমুখী। অন্তরদর্শনে তিনি সকল বস্তুতে ভগবদধিষ্ঠান অর্থাৎ "নাম বিনা আর নাহিক কিছু চৌদ্দ ভুবন মাঝে" জানিয়া সকলকে শ্রীনাম-সম্বন্ধী গুরু দর্শন করেন; আবার মধ্যম-অধিকারের role play করিবার জন্য যখন কৃপা বিস্তার করেন, তখন তাঁহাতে মধ্যম অধিকারীর ন্যায় কর্ত্তব্য বিচার বা অন্যমুখী সেবার বিচার অর্থাৎ 'আমি যোগ্য-ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া গুরু-বৈষ্ণবের সুখবিধান করিব' এরূপ বিচার তাঁহার থাকে না। তিনি উহাকে বাহিরেকভাবে সেবা বা 'প্রলাপ' মাত্র বলিয়া মনে করেন। মধ্যমাধিকারীর role play করিলেও উত্তমাধিকারী মধ্যমাধিকারীর স্তরে নামিয়া আসেন না। মধ্যমাধিকারী, 'সাক্ষাদ্‌ভাবে যাঁহারা ভগবানের সেবা করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি মৈত্রী করিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার প্রেম অর্থাৎ ঈশ্বরে বা শ্রীনামে শ্রদ্ধা সম্যক্ হইয়াছে অর্থাৎ পরিপূর্ণতা-প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু তিনি প্রেমের অভাবও দর্শন করেন। যখনই প্রেমের অভাব দর্শন করেন, তখনই তাঁহার পূর্ণতা বাধা পাইতেছে। উত্তমাধিকারী যে ভেদী দর্শন করেন,—যেমন শ্রীশুকদেব কংসকে "ভোজানাং কুলপাংসনঃ" বলিয়াছেন, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর নিত্যানন্দ-নিন্দক বা সিদ্ধান্তবিরোধী প্রাকৃতসহজিয়াগণকে তীব্র কঠোর শব্দ প্রয়োগ করিয়া গর্হণ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা প্রেমের প্রতিকূলবস্তু-দর্শনের কথা হয় নাই। ঈশ্বরে প্রেম ইহাতে বাধা পায় না, ইহা প্রেমের বৈচিত্র্যমাত্র।

কনিষ্ঠাধিকারীর দর্শন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পর্য্যন্ত। মধ্যম অধিকারী অপরোক্ষ অতিক্রম করিয়া অধোক্ষজের অপূর্ণ ধারণা করিতে পারেন। উত্তমাধিকারীই একমাত্র অপ্রাকৃতানুভূতির পাত্র। ৬০° হইতে ৯০° পর্য্যন্ত কনিষ্ঠের অধিকার। তাঁহার কোণদর্শন ইহার পর আর যাইতে পারে না অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা এই গুণজাত জগতের বাহিরে দেখিতে পায় না। কিন্তু মধ্যমাধিকারীর দৃষ্টি ক্রমশঃ ১৮০° পর্য্যন্ত পৌঁছায়। সেখানে সরল অর্থাৎ শব্দদর্শন, প্রাকৃত বস্তুর দর্শন নাই; তাহা বৈকুণ্ঠ-দর্শন, গুণজাত জগতের কুণ্ঠা বা structureএর বাধা নাই। ১৮০° ডিগ্রীতেও প্রাকৃত বিচারে straight angle-এর বিচার আছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ-বিচারে কোণ বা কুণ্ঠা নাই। ইহার পর সবস্থই পূর্ণদর্শন, কারণ সেখানে reentrantangleও নাই। বৈকুণ্ঠবিচারে reflex angle নাই, জগতেই reflection আছে। মধ্যম অধিকারী উচ্চ স্তরে দাঁড়াইয়া জগৎ ও বৈকুণ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। নিম্ন গোলার্দ্ধে তাঁহার ভোগ্য-দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয় না। কনিষ্ঠাধিকারীর দর্শনে গুণ আসিয়া বাধা দেয়। তিনি ভূতের মধ্য দিয়াই উর্দ্ধমুখে দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু মধ্যম অধিকারী গুণসীমার পার দর্শনে উন্মুখ। ঊর্দ্ধ গোলার্দ্ধের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিম্ন গোলার্দ্ধকে গুণজাত বলিয়াই জানেন। যখন পূর্ণ গোলোক দেখিবার যোগ্যতা হয়, তখন আর গুণজাত দর্শন করিবার যোগ্যতা থাকে না। মধ্যমাধিকারীর মন্ত্র ও মন্ত্রদেবতার অভেদজ্ঞান থাকায় ভগবন্নামই মন্ত্রের শক্তিদাতা বা শক্তিমান্ আকরতত্ত্ব,—ইহা অনুভব করেন এবং মন্ত্রের দ্বারা ভূতশুদ্ধি করিয়া মন্ত্রদ্বারা অর্চ্চন অপেক্ষা শ্রীনামের একান্ত-ভাবে আশ্রয়ে শ্রীনামভজনই উপাদেয়তর বলিয়া জানেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ঢাকায় গৌড়ীয়মিশনের আচার্য্য

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ ও গৌড়ীয়মিশনের আচার্য্য পরমহংস শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ নৈমিষারণ্য, লক্ষ্ণৌ, প্রয়াগ, কাশী, নবদ্বীপ, কলিকাতা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করিয়া সম্প্রতি ঢাকানগরীতে পদার্পণ করিয়াছেন। গোস্বামী মহারাজ ২৪নং বদনমোহন বসাক রোডে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪৪ ঘটিকা হইতে ৬৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত

নাহিত্য পরীক্ষ শ্রীমদ্-গৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দিরে বিভিন্ন সভ্যাগমধিষ্ঠুর পরমার্থবিষয়ক প্রশ্নের শাস্ত্রযুক্তিমূলক সদুত্তর প্রদান করিয়া যাবতীয় সমস্যার সমাধান করিতেছেন। গোস্বামী মহারাজের সঙ্গে আসিয়াছেন,—উড়িষ্যা ও বিহারের অবসরপ্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন বি-ই, পূর্ণিয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যমুনাপ্রসাদজী, আলোয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী ও কয়েকজন ব্রহ্মচারী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্সের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র ব্যানার্জি, ঢাকা ট্রেণিং কলেজের ভাইসপ্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ গুহ, চট্টগ্রাম কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ এস, কে, দত্ত, শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন দাশ এম্-এ, বি-এল, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী, নেপাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যামিনী বিশ্বাস প্রভৃতি ঢাকাবাসী বহু ব্যক্তি ও বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা আচার্য্যের উপদেশ-বাণী শ্রবণের জন্য শ্রীমদ্গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইতেছেন। প্রত্যহই শ্রোতার সংখ্যা সমধিকরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। গোস্বামী মহারাজ অতি অল্পকাল ঢাকায় অবস্থান করিবেন। সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনবৃন্দের এই অপূর্ব্ব সুযোগ গ্রহণ করিয়া লাভবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। —'পঞ্চায়েত' ৭।১।৩৯

Gaudiya Mission

Spiritual Head Arrives At Dacca

(From Our Dacca Office)

Dacca, January 6

The Spiritual Head of the Gaudiya Mission, Srila Ananta Vasudev Para-Vidya-bhusan Goswami Maharaj reached Dacca recently. Rai Bahadur K. C. Sen, Retired Superintending Engineer; Babu Jamuna Prosadji, Deputy Magistrate, Behar; Babu Sachi Nath Roy Chowdhury, Zemindar of Alor, and many others accompanied Him. His Divine Grace is expected to stay here for about a fortnight. He holds discourses on the true Sanatan principles of religion every evening before a vast audience at the Lecture Hall of the Madhwa Gaudiya Math.

—The AmritaBazar Patrika, to. 1. 39.

"লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্থান-পরিবর্ত্তন"

গত ১১ই ডিসেম্বর রবিবার দিবস জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের বিরহতিথি-দিবসে লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিসের সেবকবৃন্দ তথাকার মঠালয় বহু চ্যাটার্জি লেন হইতে ২০এ হিউয়েট রোডস্থিত Parsendi Raja Sahib এর 'বেণী বাটিকা' নামক সুবৃহৎ কুঠিতে পরিবর্ত্তন করিয়া তথায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে মহাসমারোহের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যায় নূতন মঠালয়ের সুবৃহৎ হলে আহূত এক বিরাট সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

কবিকুল-ব্রহ্মণ্য-সম্যোপাত্ত-পরনিষ্ঠাভিধেয়—

আগামী ২৫শে মাঘ, ৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার শ্রীকৃষ্ণপঞ্চমী-তিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে ও সঙ্কীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁবিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের পঞ্চষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও প্রচারের বৈশিষ্ট্য-আলোচনা, মহাপ্রসাদসম্মান প্রভৃতি মহামহোৎসবে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন ও যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। নিবেদনমিতি

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিতানাং
সেবকবৃন্দানাম্

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—[illegible] সমস্ত জ্ঞাতব্য-সম্বন্ধ ও প্রণামী প্রভৃতি ঐধাম মায়াপুরস্থ অফিসাধ্যক্ষ ভক্তিসুধাকর, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ মায়াপুর, [illegible] সেবাধিকার, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমার্থিক-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৪ই মাঘ, ১৩৪৫ ; ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৩৯ | ২৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

অধোক্ষজ-ভক্তির দ্বারাই জীবের সর্ব্বতোভাবে মুক্তিলাভ ঘটে।

আধ্যক্ষিকগণ সংসার-সর্পের দ্বারা দষ্ট হইবার যোগ্য। তাঁহাদের বিচার সময়ে সময়ে অহঙ্কার-প্রণোদিত হইয়া ভগবদ্ভক্তের অবমাননায় পর্য্যবসিত হয়।

যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের মুখে শ্রবণ করেন, শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট পঠন-পাঠন করেন, শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার-প্রণালীতে আত্মনিয়োগ করেন, তিনিই ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা হইতে পরিমুক্ত হন। শ্রীমদ্-ভাগবত অন্য পুরাণের ন্যায় বৃথা কথায় পরিপূর্ণ নহে—ইহা ভোগ-ত্যাগরূপ জড়মলরহিত পুরাণ।

প্রয়োজন তত্ত্বে প্রেমভক্তি বা কেবলা ভক্তি এক-প্রয়োজন নির্ণীত হইয়াছে। বাস্তববস্তু স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই এক-সম্বন্ধ, কৃষ্ণসেবৈকনিষ্ঠাই এক অভিধেয়, কৃষ্ণপ্রেমৈকনিষ্ঠাই কেবলা-ভক্তি।

কৃষ্ণপ্রেমই যখন একমাত্র লক্ষিতব্য বিষয় হয়, তখনই আমাদের অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম জ্ঞানাদির আবরণ ও কৃষ্ণসেবার প্রতিকূলা চেষ্টা বিদূরিত হইয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনে যোগ্যতা হয় এবং তখনই আমরা স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ভক্তের ভজনীয় বস্তুতে সেবার কেবলতা বুঝিতে পারি।

৺াঃ ১২।১৩। বিবৃতি

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর ; কাল—১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৬) ; (ত্রিশতীতমবর্ষপূর্তি ব্যাসপূজার অধিবাস-তিথি)]

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্।
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।

(ভাঃ ২।৯।৩০-৩৫)

এস্থলে "অহমেব" হইতে শ্লোক-চতুষ্টয় চতুঃশ্লোকী-ভাগবত নামে চির-প্রসিদ্ধ। সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ শ্রীব্রহ্মাকে এই ভাগবতী বাণী প্রদান করেন। মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস-কর্ত্তৃক জগতে প্রকটিত শ্রীমদ্ভাগবতই প্রাগ্‌বৈদিক যুগে—অনাদিকালে আদিগুরু ব্রহ্মার শুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয়ে প্রকটিত আছেন। বেদকল্পতরুর গলিত ফল শ্রীমদ্-ভাগবতে তদীয় উদ্দিষ্ট-সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বের কথাই হউক, ও সুব্যক্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি—

বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
কৃষ্ণ প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন।
অভিধেয়-নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন।

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৪-১২৫)

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।
ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।
নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতা রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।

(ভাঃ ১।১।১-৩)

শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণে কীর্ত্তিত এই শ্লোকত্রয়ের প্রথমটি—সম্বন্ধ, দ্বিতীয়টি—অভিধেয় এবং তৃতীয়টি—প্রয়োজন-তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতেছেন।

বেদশিরোভাগ বেদান্ত ও সূত্রটি চতুরধ্যায়ী নামে প্রসিদ্ধ। উহাতে সমন্বয়-অধ্যায়, অবিরোধ-অধ্যায়, সাধন-অধ্যায় ও ফল-অধ্যায়—এই চারিটি অধ্যায় আছে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর ষট্‌সন্দর্ভের প্রথম চারিটি (তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও কৃষ্ণ) সন্দর্ভ—সম্বন্ধ-তত্ত্ববিষয়ক, পঞ্চম 'ভক্তিসন্দর্ভ'—অভিধেয়-তত্ত্ববিষয়ক এবং ষষ্ঠ 'প্রীতিসন্দর্ভ'—প্রয়োজনতত্ত্ব-বিষয়ক।

শ্রীমন্মহাপ্রভু, তদভিন্নবিগ্রহ গোস্বামিগণ ও কবিরাজ-গোস্বামি-প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ বিস্তার করিয়াছেন। Sreeman Mahaprabhu and the Goswamins gave hints to the study of Srimad Bhagabatam. এই শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা স্বয়ং শ্রীনারায়ণ। তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মাকে এই ভাগবত-তত্ত্ব বলিয়াছিলেন—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।

জগৎসৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু ব্রহ্মাকে ঐ তত্ত্ব বলিয়াছিলেন। সমষ্টিবিষ্ণু বা মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা, রুদ্র হইতে মহাদেবের উদ্ভব হয়। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর এক এক জন ব্রহ্মা আছেন। ব্রহ্মা জীব-বিশেষ। বহু সাধনফলে জীবের ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। এস্থলে

'ব্রহ্মা' বলিতে লোকপিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। জীব তপস্যার ফলে ব্রহ্মা হন। বিষ্ণু যখন জগতে যোগ্য জীব পান না, তখন নিজেই ব্রহ্মা হন। ব্রহ্মার আয়ুঃ শত বৎসর।

আমার জীবিত কালের ৫০ বৎসর অতীত হইবার পর গৌড়ীয়মঠে রাসপূজা আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের 'গৌড়ীয়ভাষ্য'ও ১২ বৎসর যাবৎ লিখিত হইতেছে। দ্বাদশ বৎসরে এবার দ্বাদশস্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতের 'গৌড়ীয়ভাষ্য' সমাপ্ত হইল। আজ শ্রীব্যাসপূজার অধিবাস-বাসর। 'অধি' উপসর্গে 'অধিক' বুঝায়। সুতরাং 'অধিবাস' বলিলে 'অধিক' বা পূর্ব্ব দিবস বুঝাইয়া থাকে। সূর্য্য ও চান্দ্রমাসের পার্থক্যানুসারে 'অধিমাস' গণিত হয়। এক বর্ষে সূর্য্য ও চান্দ্রমাসের দিনসংখ্যায় সৌর ও চান্দ্রমাসের মিল হয়। বৎসরে দ্বাদশ মাস। আবার দ্বাদশ সৌর মাসের অধিপতি দ্বাদশাদিত্য। দ্বাদশ মাসের অধিদেবতা দ্বাদশ বিষ্ণুমূর্ত্তি। আবার দ্বাদশ তিলকের অর্থাৎ বিষ্ণুমন্দিরের অধিদেবতাও দ্বাদশ বিষ্ণুমূর্ত্তি—কেশব, নারায়ণ, মাধব, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও নারায়ণ।

সাবিত্রী মন্ত্রের উপাসক ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যদেবতাকে এইরূপে ধ্যান করেন—

"যোঽসৌ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ" ইত্যাদি।

আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুই জীবের উপাস্য। ঐ সাবিত্রীমন্ত্রেই ব্রাহ্মণগণের দিনচর্য্যা হইয়া থাকে। যাহারা বিষ্ণুর উপাসনা না করিয়া সূর্য্যকে পৃথক্ ঈশ্বর কল্পনা করিয়া পূজা করে, তাহারা মূঢ়। বিষ্ণু—সনাতন। তাঁহার উপাসক ও উপাসনা নিত্য। সূর্য্যোপাসকেরা সূর্য্য-দর্শনের অভাবে রাত্রে তাঁহার সাধনা করিতে পারেন না। সূর্য্য সপ্তদ্বীপবতী বসুন্ধরার পর পর তদীয় রশ্মিজাল বিস্তার করেন বলিয়া তিনি 'সপ্তাশ্ব' নামে কথিত। মহারাজ পৃথু সপ্তদ্বীপের একচ্ছত্র বৈষ্ণবসম্রাট্ ছিলেন।

সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥

(ভাঃ ৪।২১।১১)

পৃথু মহারাজ সপ্তদ্বীপবতী পৃথ্বীর একচ্ছত্র দণ্ডমুণ্ডবিধাতা সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতা ছিল;—কেবলমাত্র ঋষিকুল-ব্রাহ্মণ ও অচ্যুত-গোত্রীয় বৈষ্ণবগণের উপরই তিনি কোন আধিপত্য বিস্তার করেন নাই। এস্থলে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের প্রভেদ চিন্তনীয়। ব্রাহ্মণ—চাতুর্ব্বর্ণ্যের আর বৈষ্ণব—অচ্যুত-গোত্রীয়। ব্রহ্মব্রাহ্মণ বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিলে বৈষ্ণব হন। বিষ্ণুই একমাত্র বাস্তববস্তু সর্ব্বেশ্বরেশ্বর স্বয়ংজ্ঞান তত্ত্ব। বিষ্ণুতত্ত্ব-বিষয়ে অধোক্ষজ-ধারণায় কোনপ্রকার নাস্তিক ধারণা প্রবিষ্ট না হয়, তজ্জন্যই বেদাদি শাস্ত্রে 'ব্রহ্ম' শব্দের ব্যবহার। ব্রহ্মেতর বস্তু হইতে জীবকে তফাৎ রাখিবার জন্যই ব্রহ্মের আলোচনা। ব্রহ্মজ্ঞতা সঙ্কীর্ণতার অন্তর্ভুক্ত নহে। যিনি ব্রাহ্মণ, তিনিই উদার এবং অব্রাহ্মণই কৃপণ বা শূদ্র। 'বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ ব্রহ্ম—ইতি নিগদ্যতে',—যাহাতে সর্ব্ব-ব্যাপকতা ও পালকত্ব-ধর্ম্ম আছে, তিনি ব্রহ্ম; নিত্যচিদানন্দময় বিশেষ ব্রহ্মই বিষ্ণু। রুদ্রের উপাসকগণ মুক্তিকামী হইয়া রুদ্রকে একমাত্র লয়ের কর্ত্তা মনে করিলেও বিষ্ণুকে তদধীন রুদ্র ধ্বংস করিতে পারেন না। বিষ্ণু-জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জীব 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া অভিমান করে। বিষ্ণুর উপাসনা না করিলে জীবের ব্রহ্মজ্ঞান শিবের বা কালের দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ নির্ব্বিশেষবাদীর চরমগতি—মহাকালের অধীন হওয়া। কোন কোন মতে রুদ্র ব্রহ্মার শিষ্য। রুদ্র বৈষ্ণবগুরু গিয়া প্রশ্ন করিলেন,—'ব্রহ্ম কি বস্তু?' ব্রহ্মবস্তুর জিজ্ঞাসা-মুখেই 'তদ্বনকার' বা 'কেনোপনিষদের' আবির্ভাব—

"কেনেষিতং পতন্তি প্রেষিতং মনঃ। কেনেষিতাং প্রথমং প্রৈতি যুক্তঃ॥" ইত্যাদি।

এস্থলে 'কেন' 'কেন' ইত্যাদি শব্দ-দ্বারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ বিষ্ণুর সর্ব্বনিয়ামকত্ব উদ্দিষ্ট হইতেছে।

'ওঁ' ও 'অথ' বেদাদি শাস্ত্রের প্রাথমিক বাক্য। ইঁহারা বিষ্ণুবাচক।

"ইদমাং বাচং প্রবদন্তি।"

'ক উ দেবং মনক্তি?'—দেবগণের পরিচালক কে? ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নিরন্তরের কথা; এজন্যই বেদান্তের প্রারম্ভে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'।

নির্ব্বিশেষবাদ সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইলে নিত্যচিদানন্দ-বিশেষ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ হয়। বৈষ্ণবগণ ধামে ব্রহ্মার বসতি। সুতরাং কেনোপনিষৎকথিত দেবগণ কিংবা ব্রহ্ম কিছু নির্ব্বিশেষ নহেন।

ভগবদ্ভক্তির ও ভগবদ্ধামে যাইতে হইলে সরল ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাইতে হয়, নতুবা সেবাপরাধ হয়। ভগবদ্গৃহে যান বা পাদুকা অবলম্বন করিয়া আসা অনুচিত। তবে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পাদুকা কিছু অপবিত্র নহেন। তাহা বিষ্ণুর মন্দিরে রক্ষিত ও সেবিত হইবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাদুকা ভগবানের আসনের সহিতই একত্রে বসিতে পারেন।

মন কোথা হইতে প্রেরণা পাইল? মনকে চালিত করেন কে? বিষ্ণু। তবে মনুষ্যজাতির মধ্যে ঈশ্বরবিষয়ে যে ধারণা, তাহা ভ্রমপূর্ণ, কারণ, বদ্ধজীব মনের দ্বারা যাহা চিন্তা করে, তাহা অসৎ।

বৈষ্ণে তদ্ব্যতিরিক্ত-জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ,—এই সব ভ্রম॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৭৬)

আত্মার বিচার না-হইলে মনের বিচার সকলই অসৎ। 'প্রাণ' বলিতে 'বায়ু'কে বুঝায়। কিন্তু মুখ্যপ্রাণই বৈকুণ্ঠ-বায়ু, তাহা 'নাসিকা-বায়ু' নহে। প্রাণ হইতে বাক্যের উৎপত্তি

ভগবদ্বিস্মৃতিবশতঃ জীবের ভদ্রভদ্রদর্শন হয়। ভগবান্ বলেন—"তত্তো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্"। তত্ত্বস্তু শুদ্ধভক্ত ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলায় প্রবেশাধিকার পান; কিন্তু মনোধর্ম্মী নির্ব্বিশেষ বিচারে প্রবেশ করিবেই করিবে। বৈষ্ণবের মন, প্রাণ, বাক্য নিত্যবস্তুর উপাসনা করে; উহারা জড় নহে। ডাঃ স্যার * * মহাশয়ের পঞ্চত্বপ্রাপ্তির বহু পূর্ব্বেও ভারতে ভক্তিধর্ম্মের কথা ছিল। ভক্তির কথা কালক্রমে আসুরিক ধর্ম্মদ্বারা আক্রান্ত হইলে আচার্য্যের প্রচারের অভাবে অভক্তির কথা উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণ বা শ্রীগৌরসুন্দরের উপাসনা আধুনিক নহে, উহা সনাতন।

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

(স্বরূপগোস্বামী প্রভুর কড়চা)

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

(ভাঃ ২।৯।৩২)

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥

(ভাঃ ২।৯।৩০)

জ্ঞানের সহিত বিজ্ঞান বা রহস্য না থাকিলে উহা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমাত্র। তাহাতে অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় ভ্রম হইবে। Heno-theism is a part and parcel of the knowledge of phenomenon. বিজ্ঞানসমন্বিত জ্ঞান না হইলে উহা নির্ব্বিশেষ জ্ঞান হইয়া পড়িবে। নির্ব্বিশেষবাদ কখনও বেদান্তের তাৎপর্য্য নহে।

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥
সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ ব্রহ্মাত্মৈক্যপরূপকম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্॥

(ভাঃ ১২।১৩।১২,১৫)

In unalloyed theism Personal Godhead must be observed. শ্রীমদ্ভাগবতে 'অধোক্ষজ' শব্দদ্বারা ভগবৎতত্ত্বসম্বন্ধে যাবতীয় প্রাকৃতভাব নিরস্ত হইয়াছে। সেই জন্যই—"জ্ঞানং মে পরমগুহ্যং"; "তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ"। ভগবান্ বলিতেছেন—I am quite independent. "নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্", সৎ and অসৎ all have come out of Me. "গৃহাণ গদিতং ময়া" এখানে Personality of God-head বলিতেছেন—'পরমং গুহ্যং বিজ্ঞানসমন্বিতং জ্ঞানং শৃণু'। 'তদঙ্গ' অর্থে with all entourage অর্থাৎ সাধন ও পরিকরবৈশিষ্ট্যসহ। শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভগবৎসন্দর্ভে ১৬শ সংখ্যায় বলিয়াছেন—

"একমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধান-রূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে।" অর্থাৎ পরমতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তি-ক্রমে সর্ব্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান—এই চারি প্রকারে অবস্থান করেন।

"গৃহাণ গদিতং ময়া" অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন—"আমি

তোমাকে তত্ত্ব বলিতেছি ; তুমি ও আমি এক নই।" "গণিতং মদ্বা"—Do not formulate or don't speculate me, your aural reception only is wanted

"যাবানহং যথাভাবো রূপ-গুণকর্মকঃ" এস্থলে আমার অনুগ্রহে আমাকে জানিতে পারিবে—"as I am". শ্রৌত পথেই ভগবত্তত্ত্ব অবতরণ করেন। যদি শ্রোতা না থাকিত, তবে আদৌ কীর্ত্তন হইত না। শ্রুতিবিরোধী মতসমূহ অবিলম্বে নিরাকৃত হওয়া আবশ্যক। কীর্ত্তন করা হয় কেন? বাক্য বলা হয় কেন? না,—বাক্য বলা হয়, অন্যের শুনিবার জন্য। যাঁহারা শুদ্ধকীর্ত্তনের পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্মরণ বা ধ্যানের পক্ষপাতী, তাঁহারা অশ্রৌতপন্থী। বহু meditatorদের ধ্যেয় পদার্থ সমস্তই জড়। আরোহবাদীরা সকলেই empericist. এস্থলে অলৌকিক পুরুষোত্তমই একল কথা বলিতে বসিয়াছেন। চতুর্ব্বিধ তত্ত্বই Godhead এর manifestation. দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন যে স্থলে নাই, তাহা নির্ব্বিশেষ ; ভগবান্ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও তিনি বিশ্ব তত্ত্বান্তর্ভুক্ত নহেন—

এতদীক্ষণমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈ র্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥
(ভাঃ ১।১১।৩৬)

"যাবানহং যথাভাবঃ" ইত্যাদি;—ভগবানের কৃপাবলে ব্রহ্মা তাঁহাকে জানিতে পারিলেন। "যাবানহং" এস্থলে "অহং" 1st, person, 'তে' 2nd. personকে বলিতেছেন; আর 3rd. person শুনিতেছেন। পুরুষোত্তম ভগবান্ই হইলেন—1st. person.

"এতদীক্ষণমীশস্য"—এস্থলে ভগবান্ বলিতেছেন—"আমা হইতে কাল সৃষ্ট হইয়াছে, আমি কালের অধীন নহি।" ঈশ্বর ও জীব কালের অধীন নহেন। এ জগতে পাঁচটি তত্ত্ব আছে—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম। ইহার মধ্যের প্রথম তিনটি স্বরূপতঃ কালাধীন নহে। কর্ম্মের স্বরূপই—'প্রাগনাদি বিনাশি চ'।

'তত্ত্ব' বর্ণনে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পরমাত্ম-সন্দর্ভে এসকল কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরমাত্ম-বর্ণনকালে distinctive reference to phenomenaই উক্ত হইয়াছে। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার বর্ণন কখনই জীবভোগ্য ব্যাপার নহে। বদ্ধজীব হরিনাম্নী করিতে পারে না। হরিনাম-গ্রহণ শুদ্ধচেতনাত্মার নিত্যবৃত্তি।

Historic reference denounce করিবার জন্যই পরমেশ্বরের কালাতীতত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ বলিতেছেন—Unending timeএর পূর্ব্বে আমি ছিলাম। 'সদসৎ-পরম্' অর্থাৎ existence ও non-existenceএর অতীত। ভগবানের অনাদিত্ব ও আদিত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ আত্মা বা ইদমেকমাসীৎ" ইত্যাদি।

Mindএর দ্বারা আত্মদর্শন করা যায় না। দেশ-কালপাত্রের considerationএ মনটি মায়ানির্ম্মিত, সুতরাং ইহা আত্মা হইতে পৃথক্। তাই শ্রীভাগবতী বাণী—

অতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।
(ভাঃ ২।৯।৩৩)

বস্তু-ব্যতীত যাহার প্রতীতি আছে, কিন্তু বস্তুতে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাই মায়া। মায়ামুগ্ধগণ ঈশ্বরকে প্রকৃতি বা মায়াজাতীয় মনে করিতেছেন ; কিন্তু শ্রুতি বলেন—

"শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ"

'অনয়া মোহিতে' ইতি মায়া। মাপাশর্থে বা অজ্ঞানে থাকিলে রাধারাণীর দাস হয় না। প্রকৃতিবাদীরা মূঢ়তাবশতঃ মায়াকেই হরি-হর-বিরিঞ্চিজননী বলিয়া থাকে। ভাগবত-সম্প্রদায়ের বিরোধমূলে ভাগবতের অনুকরণে 'দেবীভাগবত' প্রণীত হইয়াছিল উহা কখনও ব্যাসদেব-প্রণীত নহে, পরন্তু কোনও বহু শাক্তেয়বাদী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া থাকিবে। মায়ামুগ্ধদের ঈশ্বরতত্ত্বের confusion আসিবেই। তিনি ভজনরাজ্যে গিয়াছেন, তিনি প্রকৃত বিচার ছাড়া কিছু করেন না। ভগবানের কথায় মায়া নাই। মায়া—বঞ্চনা বা অমঙ্গলকারিণী। যাহারা সংসার চায়, মায়া তাহাদিগকে বঞ্চনা দেন ; কিন্তু ভক্তের নিকট স্বরূপতঃ তিনি কৃষ্ণদাসী চিচ্ছক্তি যোগমায়া। মায়া বহুরূপিণী —চণ্ডিকা, ভৈরবী, কালিকা, মাতঙ্গী ইত্যাদি। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর কথা অন্যরূপ। আমরা মায়াকবলিত হইয়া পিতা, পিতামহ, মাতা, পিতা ইত্যাদি রূপে জগতে

উপস্থিত হই। নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বা জীবের অহমিকার দ্বারা মায়াকে জয় করা যায় না।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।

(ভাঃ ১০।১৪।৩)

কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তিরই আশ্রিত ভক্তই মায়াকে অতিক্রম অর্থাৎ transcend করিতে পারেন। ভগবানের কৃপাতেই তাঁহার মায়া জয় করা যায়। যেমন—আলো আমাদের চক্ষুতে আসিয়া পড়িলে আমরা সমস্ত বস্তুই দেখিতে পাই, চক্ষুকে তখন আর দেখি না তদ্রূপ। ভগবানের সেবা ও কৃপা লাভ করিয়া নিষ্কাম হইবার চেষ্টায় নির্ব্বিশেষবাদী হইতে হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলেন—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

ভগবানের সেবা-ব্যতীত বৈরাগ্য ভগবানের লীলাকে বা স্বতন্ত্রেচ্ছাকে বাধা দেওয়া মাত্র। শরণাগত ব্যতীত কেহই ভগবানের বৈষ্ণবী মায়া অতিক্রম করিতে পারে না।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

(গীতা)

যাঁহারা নিজের কল্পনা-বশে মায়াকেই ভগবান্ বলেন, তাঁহারা মূঢ় ও বঞ্চিত। তাঁহাদেরই গান—

"ওহে বনমালি, একবার হৃৎকমলে বামে হেলে দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী।" ইহার আবরণও তেমনি উপযুক্ত—"ওহে এস হে, আমার বাগানের মালী।" কৃষ্ণ কখনও কাহারও চাকর নহেন, তিনি বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থের যোগানদার নহেন।

যাহারা আপাতিক নীতিবাদী হইয়া কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ্যে আচরণে দোষ দর্শন করে, তাহারা পাষণ্ড। কৃষ্ণ তাঁহার chastising rod উহাদের অজ্ঞানময় ethical principle এর উপর নিশ্চয়ই চালাইবেন।

ভগবান্ কৃষ্ণের প্রেমবাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রেমে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ নবদ্বীপে দ্বীপান্তরিত হইলেন ঔদার্য্যবশতঃ। Ethical principle মধুপুরী হইতে exiled হইলেন।

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥

অন্বয় ও ব্যতিরেক জ্ঞানের অভাবেই আজকাল God-less education.

এতন্মীমনমীমাংস্য প্রকৃতিদোষমপি তদ্গুণৈঃ।
ন বৃত্ত্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

Transcendental বস্তুতে human conception carry করিতে হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমদ্ধরি-মাধবান্॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্-ক্রমাদয়ম্॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীধরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবর্ষীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে॥

আগামী কল্য ব্যাসপূজায় পূজ্য—শ্রীনিত্যানন্দের ব্যাসপূজা, জগদ্গুরু শ্রীমন্নিত্যানন্দ-পাদপদ্মই বৈকুণ্ঠনাম-দাতা—

নামশ্রেষ্ঠং মনুনপি শচীপুত্রমস্য স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯০৯) শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চষষ্টি বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন।

শ্রীশ্রী আচার্য্য-সংলাপ

[৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রবণসদন ;

উপস্থিত—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র সেন, অলোয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ, শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী (বি-এল্‌সি) ও মঠসেবকবৃন্দ।]

ভাবার্থী—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত—উভয়েই বিষ্ণুতত্ত্ব। নিত্যানন্দাগ্রজ শ্রীবীরভদ্র প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতাত্মজ শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু—ইঁহারাও কি বিষ্ণুতত্ত্ব ?

আচার্য্যদেব—কোন কোন বিচারে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু বিষ্ণুতত্ত্ব। কিন্তু বিষ্ণুকোটি হইয়াও তাঁহার বৈষ্ণবাভিমান। আর শ্রীঅচ্যুতানন্দ—বৈষ্ণবতত্ত্ব, তিনি শ্রীগদাধরের অনুগত হইয়া মধুরবস্তিতে শ্রীগৌরসুন্দরের উপাসনা করিয়াছেন।

শ্রীপাদ বিদ্যালঙ্কার প্রভু—ব্রহ্মসাযুজ্যকামী ও পরমাত্ম-সাযুজ্যকামী—এই উভয়ের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিগণকে অধিক গর্হণ করা হইয়াছে কেন ?

আচার্য্যদেব—ঈশ্বরসাযুজ্যবাদী জীব ও পরমাত্মার দ্বৈতত্ব স্বীকার করিয়াও ঐক্য-প্রয়াসী। ব্রহ্মসাযুজ্যকামী কখনই দ্বৈত স্বীকার করেন নাই। কিন্তু যোগী দ্বৈত স্বীকার করিয়া অদ্বৈতের বিচারে যাইতেছেন। দ্বৈত স্বীকার করিয়া কৈবল্যকে বরণ করিবার চেষ্টা অধিকতর নিন্দনীয়।

বিদ্যালঙ্কার—ইহাদের কি কোন কালেই হরিসেবা-লাভের পুনরায় সুযোগ ঘটিবে না ?

আচার্য্যদেব—প্রকৃত ব্রহ্মসাযুজ্য যাঁহারা লাভ করেন, তাঁহারা মহাকাল পুরুষে লীন হইয়া থাকেন ও প্রলয়ান্তে সুপ্তউন্মুখভাব ঐসকল জীবের তটস্থশক্তি প্রকাশিত হয়। তখন যদি অহৈতুকী ভগবৎকৃপা বা ভগবদ্ভক্তের কৃপা লাভ হয়, তবে পুনরায় তাঁহাদের হরিসেবা-প্রাপ্তি ঘটিতে পারে।

সৌড়ীয়-সম্পাদক—মহাকাল পুরুষ কে ?

আচার্য্যদেব—সেই মহাকালপুরুষ,—যিনি মহাকাল রুদ্রের ইষ্ট বা গুরুদেব। সহস্রবদন শেষ—কৃষ্ণার্চ্চনকে দেখিবার জন্য যিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জনৈক আগন্তুক—সমাজে যে লোকে নানা দেবদেবীর উপাসনা করিতেছেন, ইহা কি সকলই ভুল ?

আচার্য্যদেব—আমি বা আপনি ভুল বা শুদ্ধ বলিলে তাহা ভুল বা শুদ্ধ হইবে না। যিনি সকলের গুরু, যাঁহার কথায় কোন ভ্রম-প্রমাদ নাই, তিনি কি বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করা দরকার। তন্ত্রশাস্ত্রে শম্ভু পার্ব্বতীদেবীকে বলিতেছেন—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।"

সকল আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর ভক্তগণের সেবা আরও বড়। যাঁহার কথার কোন প্রতিবাদ হইতে পারে না, তিনিই ইহা বলিতেছেন। দেব-দেবী বিষ্ণুর এক একটি আধিকারিক শক্তি। সেই শক্তির মূল উৎস বা আকর—বিষ্ণু। ইহা কেনোপনিষৎও বলিয়াছেন। ইন্দ্রের বর্ষণক্ষমতা, অগ্নির দহন-ক্ষমতা, বায়ুর সঞ্চালনী শক্তি বিষ্ণু হইতেই প্রাপ্ত। বিষ্ণুর শক্তি ব্যতীত অগ্নি বা বায়ু একটি তৃণকেও পোড়াইতে বা উড়াইতে পারেন না,—ইহা হৈমবতী উমা জানাইয়া দিলেন। দেবতাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—সেই যক্ষরূপী মহাপুরুষ যিনি অন্তর্হিত হইলেন, তিনি কে ? এই যক্ষ কুক্ষ-কিন্নরাদি শ্রেণীভুক্ত কোন প্রাণী নহেন, ইনি মহাপ্রাণী, ত্রিবিক্রম, উরুক্রম। উরু অর্থাৎ বিশাল ক্রম অর্থাৎ ক্ষমতা যাঁহার আছে। হৈমবতী দেবতাগণকে বলিলেন—যাঁহার শক্তিতে তোমাদিগকে শক্তিমান্ মনে করিয়াছ, তিনিই সেই মহাপুরুষ। বেদ বলিয়াছেন,—"অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরা অন্যা দেবতাঃ"। বিষ্ণুই—পরম, শ্রেষ্ঠ। মহাদেবও তাহাই বলিয়াছেন। অন্যান্য দেবতার পূজা বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য-প্রসাদের দ্বারা করিতে হয়। ভুবনেশ্বরে অদ্যাপি সেই আদর্শ প্রচলিত আছে,—শ্রীঅনন্তবাসুদেবের নির্ম্মাল্য-দ্বারা ভুবনেশ্বর-শিবের পূজা হয়।

জনৈক শ্রোতা—অন্যান্য দেবতাকে ত' আমরা ঘৃণা করিতে পারি না ?

আচার্য্যদেব—তুল বা নিন্দা করিতে হইবে না। "ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।" তাই বলিয়া চৌকীদারকে বা দারোগাকেও 'সম্রাট্' বলা হইবে না। ম্যাজিষ্ট্রেটকে, গভর্ণরকে, ভাইসরয়কে, এমন কি প্রধান মন্ত্রীকেও 'সম্রাট্' বলিতে পারা যায় না। প্রধান-মন্ত্রীকে সম্রাজ্ঞীর স্বামী না বলিলে তাঁহার নিন্দা বা তাঁহাকে অসম্মান করা হয় না। সরকারী লোক হিসাবে তাঁহাদিগকে সম্মান দিতে হইবে। অন্যান্য দেবতাকে বিষ্ণুনির্ম্মাল্যের দ্বারা পূজা করিলে তাঁহারা তাহা মস্তকে সাদরপূর্ব্বক নৃত্য করিবেন। যদি রাজার বাড়ী হইতে চৌকীদার, ম্যাজিষ্ট্রেট, গভর্ণর, ভাইসরয়, এমন কি প্রধান মন্ত্রীর নিকট কোন ভেট আসে, তবে তাঁহারা সম্রাটের দেওয়ানকে কত আনন্দ ও আদরের সহিত গ্রহণ করেন; তদ্দ্বারা তাঁহারা আপনাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও গৌরবান্বিতই বোধ করেন। তদ্রূপ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর নির্ম্মাল্যের দ্বারা অন্যান্য দেবতা পূজিত হইলে তাঁহারা আপনাদিগকে সম্মানিত ও গৌরবান্বিতই বোধ করেন। সম্রাটের দ্রব্য তদধীনস্থ সেবকগণ প্রসাদ রূপেই গ্রহণ করেন, অন্যভাবে গ্রহণ করিলে তাহাতে রাজদ্রোহরূপ অপরাধ উপস্থিত হয়। ইহাকেই গীতা অবিধিপূর্ব্বিকা পূজা বলিয়াছেন অর্থাৎ স্বতন্ত্র ভগবদ্ বিচারে অন্যান্য দেবতার উপাসনা অবৈধী।

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথা সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

প্রাণ থাকিলে ইন্দ্রিয়গুলির যাহা লাভ হইবে। অচ্যুত—যাঁহার চ্যুতি-বিচ্যুতি নাই। তিনিই সকল দেবতার প্রাণ। স্থিতির দেবতা তিনি। স্থিতি লইয়াই আমাদের ব্যবহার; সৃষ্টি ও ধ্বংস আমাদের প্রয়োজন নাই। নিত্যবস্তুর সৃষ্টি ও ধ্বংস নাই। নিত্য বা সনাতন শব্দের অর্থই সর্ব্বদা স্থিতিশীল। সম্রাটের নিকট উপঢৌকন দিলে চৌকিদার, ম্যাজিষ্ট্রেট বা ভাইস্‌রয় বারণ করিতে পারেন না। তদ্রূপ বিষ্ণুর সেবা করিলে অন্যান্য দেবতাগণ অসন্তুষ্ট হন না। তাহাতেই তাঁহাদের সন্তোষ হয়। এই সকল শাস্ত্রের বিচার ছাড়িয়া দিলেও লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখিতে পাওয়া যায়, যখন মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন হিন্দুরা কি করেন? অন্য দেবতার নাম বলেন, না হরিবোল বলেন? মৃতব্যক্তিকে বেল-তলায় লইয়া যান, না তুলসী-তলায় লইয়া যান? অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীতে শিব তারক-ব্রহ্ম নাম শুনাইয়া জীবকে মুক্তি প্রদান করেন। ইহা শাস্ত্রে ও জনশ্রুতিতে এখনও প্রচারিত আছে। বিষ্ণুর নামই তারকব্রহ্ম নামরূপে প্রচারিত; অন্য দেবতার নাম নহে। বৈষ্ণবগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও যখন অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ কোন পূজার অনুষ্ঠান করেন, তখন 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা' বলিয়া একটি ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। শালগ্রাম আনিলেই সেই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহারা যে কাঠামো বা প্রতিমা নির্ম্মাণ করেন, শালগ্রাম বিষ্ণুই তাহার প্রাণ। অন্যান্য দেবতার কাঠামো বা প্রতিমাকে জীবের মত বিসর্জ্জন করা হয়। কিন্তু নারায়ণের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই বলিয়া তাঁহার বিসর্জ্জন নাই। নারায়ণের বিসর্জ্জন নাই, কেননা, তিনি নিত্যস্থিতির কর্ত্তা, পালনের কর্ত্তা তিনি, যতকিছু বিলাস-আনন্দ-বৈচিত্র্য ও স্থায়িত্ব, তাহার মালিক তিনি, বাঁচাইবার মালিক বিষ্ণু। তিনি সকলকে বাঁচাইয়া রাখেন বলিয়া তিনি সকলের প্রাণ। তিনি সকল জীবের প্রাণ, সকল আধিকারিক দেবতার প্রাণ, সকল বস্তুর প্রাণ, তাঁহা হইতে বস্তুর বস্তুত্ব। সূর্য্যের যেমন অন্ধকার নাই, অন্ধকারে রৌদ্র নাই, তদ্রূপ বিষ্ণুতে মায়া নাই, তিনি মায়াধীশ। বিষ্ণুর কাঠামো নাই, অন্য দেবতার কাঠামো আছে, বিসর্জ্জন আছে। জীবের দেহ-দেহী-ভেদ আছে। বিষ্ণুর নাম, রূপ, বিগ্রহ—একই জিনিষ, বিষ্ণুর শ্রীঅঙ্গ ও আত্মা—একই জিনিষ, অঙ্গী ও অঙ্গ—একই জিনিষ। অন্য দেবতার প্রতিবৎসর কাঠামোতে আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জন হয়; কিন্তু বিষ্ণুর এরূপ নহে। সব সময় শালগ্রামের পূজা ও অবস্থান। বৎসরের কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে শালগ্রামের আবাহন বা পূজার ব্যবস্থা-মাত্র হয় না।

শ্রোতা—ভগবান্ যে গীতায় বলিয়াছেন, অন্যান্য দেবতা আমার অঙ্গস্বরূপ, তবে কি তাঁহারা ভগবান্ নহেন?

আচার্য্যদেব—'অঙ্গ' শব্দের অর্থ অংশ। যেমন অঙ্গুলি আপনার শরীরের একটি অংশ; আপনার কোন একটি নির্দ্দিষ্ট অঙ্গুলির সেবা করিলেই কি সমস্ত অঙ্গের সেবা হয়? তবে বিষ্ণুর অঙ্গ ও অঙ্গীতে ভেদ নাই। অঙ্গী বিষ্ণু সকলের প্রাণ। "প্রাণস্য প্রাণ, শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্"। প্রাণই যদি না থাকে, ইন্দ্রিয়গুলি কোন কার্য্য করিতে পারে না। শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব নিখিলশাস্ত্রসম্মত।

ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্নে হুরন্বয়মধোক্ষজম্।
সত্তঃ বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনুতানিহ।
মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ।
(ভাঃ ১।২।২৫-২৬)

—এই কারণে সত্ত্বগুণযুক্ত ঋষিগণ পুরাকালে কেবল সত্ত্বময় মূর্ত্তি অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাধীশ্বর বিষ্ণুর সেবা করিয়াছিলেন। অতএব এই সংসারে যে-সকল সৌভাগ্যবান্ পুরুষ সেই সত্ত্বময় মূর্ত্তিসমূহকে অনুসর্ত্তন করেন, তাঁহাদেরও অনুষ্ঠান চরমকল্যাণের নিমিত্তই কল্পিত হয়।

অতএব তমোময়মূর্ত্তি শিবভূতপ্রজাপতি প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া অনর্থ-নিবৃত্তীচ্ছু অনিন্দক অসূয়াহীন শান্ত সাধুগণ নারায়ণের অবতারগণের আরাধনা করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত-ব্যাখ্যা

[স্থান—বাগবাজার-শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত-প্রবণ-সদন ; কাল—৩১শে অক্টোবর, ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট-সংস্থাপনকারী ও তদ্ভাবভাবের পরিভাতা শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু নিখিল জীবের নিত্যমঙ্গল বিধান করিবার জন্য উপদেশামৃতের একাদশটি শ্লোকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন। প্রথম শ্লোক হইতে চতুর্থ শ্লোকে অভিধেয়ের কথা আলোচনার মধ্যে সম্বন্ধের কথাও অনুস্যূত আছে। পঞ্চম শ্লোকে অভিধেয়ের কথা অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-সেবার কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অভিধেয় সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইলে স্বরূপজ্ঞানের পূর্ণতার ধারণা উদিত হয়। শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু অভিধেয়াচার্য্য, তাহাই অভিধেয়ের কথা প্রথম বলিয়াছেন। অভিধেয়ের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ের বর্ণনপ্রসঙ্গে সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন। 'ত্বয়েতি ধন্যা গিরি' শ্লোকে 'ত্বয়া'—সম্বন্ধ, 'আদৃত'—অভিধেয় ; তৎপরে 'অনন্তজনকারী' শব্দের মধ্যেও সম্বন্ধজ্ঞানের কথা পাওয়া যায়, 'শুশ্রূষা'—অভিধেয়। পরের শ্লোকে অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্লোকে অভিধেয়-অনুশীলনকারীর প্রতি ব্যবহারের প্রকার-ভেদ বা তারতম্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকে অভিধেয়-যাজনকারীর স্তরভেদ নির্ণীত হইয়াছে ও ষষ্ঠশ্লোকে অভিধেয় যাজনকারীর প্রতি দর্শনের তারতম্য বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে সপ্তমশ্লোকে একমাত্র রুচির প্রতি লক্ষ্য স্থাপনের কথা উক্ত হইয়াছে। ষষ্ঠশ্লোক পর্য্যন্ত অভিধেয়ের বিধির দিকে গতি। সপ্তম শ্লোক হইতে রাগপথে ভক্তির প্রবৃত্তির কথা উক্ত হইয়াছে। 'রোচিকা' শব্দের দ্বারা 'রুচি' বা 'রতি'। 'জিহ্বা' শব্দ প্রয়োগ না করিয়া সপ্তম শ্লোকে 'রসন' শব্দ প্রয়োগ করায় রুচিমূলা ভক্তির কথা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকের উপান্তশ্লোকেও শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু 'রসনা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

নারদবীণোজ্জীবন সুধোর্ম্মিনির্য্যাস মাধুরীপূর।
স্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা॥

রসময় বস্তুর উপরস, অনুরস প্রভৃতি পরিমুক্ত হইলে কেবল অপ্রাকৃতরসময়ত্ব প্রকাশিত থাকে। 'ত্রিতাপদগ্ধ' শব্দের দ্বারা কর্ম্মতাপ, জ্ঞানতাপ, যোগতাপ প্রভৃতি নিরস্ত হইয়াছে। রক্তের সহিত পিত্তের সম্বন্ধ আছে। পিত্ত রজঃ ও তমোগুণের ধর্ম্ম। 'উপতপ্ত' শব্দের দ্বারা বিশেষভাবে তপ্ত অর্থাৎ ভক্তিরস-বিরহিত যে জ্ঞান বা বৈরাগ্য, তাহার কথা বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণনাম—মাধুরীপূর, সুধোর্ম্মিনির্য্যাস।

যখন স্বাভাবিক সহজভাবে শরীরের চালনা না হয়, তখন পিত্তের প্রকোপ হয়, শরীরপোষক খাদ্য-গ্রহণের ত্রুটি হইলে পিত্তের প্রকোপ হইয়া থাকে ; তদ্রূপ জীবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম যে ভক্তিরসে বা প্রেমরসে অবস্থান, তাহার কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটিলেই অবিদ্যাপিত্তের দ্বারা জীবের হৃদয় উপতপ্ত হয়—চিদ্বিলাসবিরোধী বৈরাগ্যের প্রতি রুচি হয়। ইহা সেবার প্রতি ঔদাসীন্য-বিশেষ ;

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতির প্রতি বিরোধ; আত্মার পুষ্টির উপযোগী আহারাদির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিবন্ধক। রুচির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরোধী বস্তু বৈরাগ্য। ভক্তিরসরহিত যে বৈরাগ্য, সেই বৈরাগ্য ভোগ হইতেও অধিক অনিষ্টকারক। সেইরূপ বৈরাগ্যের বীজ হৃদয়ে থাকিলে রসময় বিগ্রহ কৃষ্ণ-গুণ-পরিকর-লীলা-বিশিষ্ট যে মাধুরীপূর্ণ নাম, তাহাতে রুচি হয় না। রুচির সেবকথা—রসাস্বাদন। এইজন্যই 'রসনা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "রসো বৈ সঃ রসোহ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি" এই শ্রুতির প্রমাণেই 'রসন' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। "যং কৃষ্ণনাম কারঃ স্ফুরে মে রসনে রসেন সদা"—এই স্থানে শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু শ্রীনামকে বর্ণনা করিতেছেন—তুমি তোমার রসময় বিগ্রহ লইয়া স্বেচ্ছাক্রমে আমার রসনাতে স্ফূর্ত্তি লাভ কর। শরণাগত হইয়া যাঁহারা শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর উপদেশ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা রুচির কথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সূর্য্যের যত উদয় হইবে, তত বেশী আলোক আসিবে। অর্থপ্রবৃত্তি যত হইবে, তত অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে থাকিবে। অনর্থ—ধনজাতীয় আর সাধুসঙ্গে ভজন—ধনজাতীয়। তাহাতে যত রুচি হইবে, তত ধন কমিবে। 'ধন' জিনিষটি—আর যা যোগ, আর 'ধন' জিনিষটি—বিয়োগ, অভাব, পুরুষাভিমান। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"প্রেমরত্ন ধন"। কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণকামনাই—ধন, সেই ধন যত বৃদ্ধি পাইবে, ততই পুরুষাভিমান-রূপ ধন কমিতে থাকিবে; যত মিছরির আস্বাদন হইবে, তত পিত্ত কমিবে। ইহারা পরস্পর interdependent, মিছরির আস্বাদন করিতেই হইবে, তাহা পরিত্যাগ করিলে কোন-দিনই কোন উপায়ে পিত্তরোগ বিদূরিত হইবে না। কর্ম্ম-জ্ঞান রূপ পিত্তের প্রকোপ থাকায় মিছরির স্বাদ অনুভূত হইতেছে না। তাহাতে স্বাভাবিক পরনাবিষ্টতা আসিতেছে না দেখিয়া মিছরির আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অন্য আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিলে তদ্দ্বারাও বিশেষ ফল হইবে না। প্রথমে ধনজাতীয় বস্তুর কৃপা বা বাস্তববস্তুর অবতরণ; আগে ধন দূর করিবার চেষ্টা নহে। পূর্ব্বে কৃপার বরণ বা শরণাগতি। এজন্য আগে গুরুপাদাশ্রয়। ধনের আগমে ধন যত কমিতে থাকিবে, তত ধন বর্দ্ধিত হইবে ও আর করিবার জন্য আগ্রহ হইবে।

"তন্নাম-রূপ-চরিতাদি সুকীর্ত্তনান্নঃ
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্।"

'তন্নামরূপচরিতাদি' শব্দে উপলক্ষণে গুণের কথাও আছে। অগ্রে শ্রবণ, তৎপরে সুকীর্ত্তন; অনুকীর্ত্তনই 'সুকীর্ত্তন' বা সম্যক্‌কীর্ত্তন বা সংকীর্ত্তন। সুকীর্ত্তন বা সংকীর্ত্তন একাকী বা নির্জ্জনে নহে, সাধুর সঙ্গে। বহু আশ্রয়ের সহিত মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই সংকীর্ত্তন। 'সুকীর্ত্তন' শব্দে সুষ্ঠুকীর্ত্তন অর্থাৎ অপরাধশূন্য কীর্ত্তন—এই অর্থ হইবে। অপরাধযুক্ত কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিলে আভাস-কীর্ত্তন ও তৎপরে শুদ্ধকীর্ত্তন বা সুষ্ঠু কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনের পর স্মরণ হয়। বস্তুর যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম—'স্মরণ', সর্ব্ববিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণপূর্ব্বক সাধারণ-ভাবে একবিষয়ে মনোনিবেশের নাম—'ধারণা', বিশেষভাবে রূপাদি চিন্তনের নাম—'ধ্যান', অবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারার ন্যায় স্মরণের নাম 'ধ্রুবানুস্মৃতি' আর কেবলমাত্র ধ্যেয়বস্তুর স্ফূর্ত্তির নামই—'সমাধি'। নামাদি সম্বন্ধভেদে এই স্মরণও অনেক-প্রকার হয়।

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥

'গৃণন্' শব্দের দ্বারা শ্রবণের পর শরণাগত হইয়া কীর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। শরণাগতির যত সুষ্ঠুতা হইবে, ততই অপরাধের নির্ম্মুক্তি হইবে। 'ক্রমেণ' শব্দের দ্বারা 'শ্রবণের পর কীর্ত্তন, কীর্ত্তনের পর স্মরণ'—এই ক্রমপন্থাভুসারে। এই শ্লোকেও 'রসনা' শব্দের প্রয়োগ আছে। রসিকমুকুটমৌলি অখিলীয় রসিকশেখর সকল জীবকে বিরূপে রসময়তার দিকে লইয়া যাইবার জন্য প্রযত্ন করিতেছেন। রসময় রসিক-শেখরের প্রেমই তাঁহার একমাত্র প্রয়োজন। কারণ, সমস্ত বস্তুটি একমাত্র রসময় বিগ্রহ। যে পর্য্যন্ত রসের প্রতি রুচি না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত সুষ্ঠু নাম-কীর্ত্তন বা উপদেশামৃতের নির্ম্মল উপদেশ পূর্ণভাবে পালন করিবার যোগ্যতা হয় না। 'নিযোজ্য' পদের কর্ম্ম—'রসনামনসী'। যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সুকীর্ত্তন ও স্মরণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সেবোন্মুখ রসনা ও শুদ্ধ মন। 'তিষ্ঠন্' শব্দে—অবস্থান করিতে করিতে। 'ব্রজে' শব্দের দ্বারা আধারের কথা বলিতেছেন। 'ব্রজ,' ধাতুর

দ্বারা গমন বা গতি বুঝায়, যথায় পঙ্গুত্ব নাই। যথায় অবিদ্যা-দ্বারা অবশ-অবস্থা নাই, পঙ্গুত্বের যে-স্থানে নাই। বৈধী ভক্তি অনেকটা মন্থরগতিবিশিষ্টা—সমুক্তজাতীয়া আর রাগানুগভক্তি—তীব্রগতি-শীলা, তাঁহার motion—dynamic.

'তদনুরাগী' শব্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগযুক্ত রাগানুগ ব্রজবাসী, তাঁহাদের অনুগত রাগানুগগণের অনুসরণ করিবার কথা উক্ত হইয়াছে। 'অনুরাগ' শব্দের একটি সাধারণ প্রসিদ্ধ অর্থ ও একটি বিশেষ অর্থ আছে। বিশেষ অর্থে প্রেমের অবস্থাবিশেষকে লক্ষ্য করে। প্রেম—বৃদ্ধি-ক্রমে উত্তরোত্তর স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব অবস্থায় উপনীত হয়। অনুরাগ প্রেমভক্তিরই উন্নততর বিলাস। প্রণয়ের উৎকর্ষ-প্রযুক্ত যেস্থানে অতিশয় দুঃখ সুখরূপে প্রতীত হয়, সেরূপ প্রণয়ই রাগ; সেই রাগ দুই প্রকার,—'নীলিমা রাগ' ও 'রক্তিমা রাগ'। নীলিমা রাগ আবার 'নীলী রাগ' ও 'শ্যামা রাগ' ভেদে দুই প্রকার। রক্তিমা রাগের অন্তর্গত যে মঞ্জিষ্ঠা রাগ, তাহা আরও পরের কথা। সেই রাগ যখন স্বয়ং নবনবায়মান ভাবে সর্ব্বদা অনুভূত বস্তুকে প্রতিক্ষণে নবনবায়মান করিয়া প্রকাশ করে, তাহাই অনুরাগ। এই অনুরাগে পরস্পর বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য ও অপ্রাপ্তী-মধ্যে জন্মলালসা প্রকট করিয়া অনন্ত উন্নততর অবস্থা ধারণ করে এবং বিপ্রলম্ভে কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি করায়। 'রঞ্জনাৎ রাগঃ'। রাগে আকর্ষণ আছে। এই রাগ কৃষ্ণের নিজস্ব সম্পত্তি। 'অনুগামী' শব্দের দ্বারা ব্রজবাসিজনের পদাঙ্ক অনুসরণে তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে "আমি ত' কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি' যাই তব পাছে পাছে"—এই বিচারে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবার প্রতি যাঁহার রুচি, তিনি ব্রজবাসিগণের রুচির অনুসরণ করিয়া, তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যরূপে অনুগত হইয়া ব্রজের পথে চলিবেন। 'অখিল' শব্দের দ্বারা 'দিন' বা যামমান-রহিত, নিরন্তর, সর্ব্বকাল—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা।

উপরিউক্ত শ্লোকে 'তন্নামরূপ-চরিতাদি'—সম্বন্ধ, 'সুকীর্ত্তনানুব্রতোঃ' প্রভৃতি—অভিধেয়, সেই অভিধেয়ের আধার বা দেশ—ব্রজ, কাল—অখিল কাল, পাত্র—সুকীর্ত্তনকারী, অনুসরণকারী, তদনুরাগিজনানুগামী। প্রয়োজন—তদনুরাগিজনানুগমন অর্থাৎ প্রেম।

কৃষ্ণের অনুরাগিজন কৃষ্ণকে দিতে পারেন। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাদির দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদা আকৃষ্ট, তাঁহারাই কৃষ্ণানুরাগী। যাঁহাদের পুরুষাভিমান নাই, কৃষ্ণযোষিদভিমান আছে, কৃষ্ণসঙ্গিনী, তাঁহারাই ব্রজবাসী।

এই দেশ, কাল ও পাত্রের শুদ্ধি ও পূর্ণতার কথাই পরবর্ত্তিশ্লোকসমূহে শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন। সপ্তম শ্লোকে দেশ বা আধারের তারতম্য বিচার করিয়া সর্ব্বোত্তম দেশ নির্ণয় করিয়াছেন। দশম শ্লোকে আশ্রয়ের অর্থাৎ সেবকত্বসমূহের তারতম্য বিচার করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়-তত্ত্বের নিরূপণ করিয়াছেন। একাদশ শ্লোকে আধার ও আধেয়ের সর্ব্বোত্তম চমৎকারিতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু রসরাজদ্বয়ের নিকটে বেণীসংবের সম্মুখে যে সকল কথা শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন, তাহাই অখিল জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তিনি 'উপদেশামৃতের' একাদশটি শ্লোকে বিতরণ করিয়াছেন।

চট্টগ্রাম শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয়ে শুদ্ধভক্তি-প্রচার

কেহ কেহ বলেন,—বৈষ্ণবগণের শাস্ত্রের বাক্যের দ্বারা বিষ্ণুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়, আবার অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাদের শাস্ত্র হইতে দেখাইয়া থাকেন যে, (যেমন চট্টগ্রামের শিবালয়ের 'সম্বন্ধ-বার্ত্তা' দেখাইয়াছেন—) 'হরিই সাক্ষাৎ শিব এবং শিবই সাক্ষাৎ হরি।' উভয়ের মধ্যে যে ভেদ কল্পনা করে, সে নারকী। অথবা যেরূপ 'সৌরমীয় কল্পের' বাক্যে দেখা যায়,—"যিনি কৃষ্ণ, তিনিই দুর্গা।" এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্যকে কি বৈষ্ণবগণ অবমাননা করিবেন?

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এবং স্বয়ং ব্যাসদেব এই সকল বাক্যেরও প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া চিৎসমন্বয় বিধান করিয়াছেন, চিজ্জড়-সমন্বয় করেন নাই।

"অতোঽন্যেষাঞ্চ তদায়ত্তবৃত্তিকত্বাদিভিঃ সঙ্গচ্ছতে। স্বস্বামি তরিষ্ণুকোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরণ-রূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্। ব্রহ্মা সম্ভূতয়েবাক ইত্যাদি-স্বতাগুপ্যাৎ। তস্মাৎ বিষ্ণোরেব সর্ব্বেশ্বর ইতি সিদ্ধম্।"—

(সিদ্ধান্তরত্নম্ ৩।৯)

শাস্ত্রে যে কোথাও কোথাও বিষ্ণুর সহিত শিব-ব্রহ্মাদি-দেবতার অন্যান্যোক্তি দৃষ্ট হয়, তাহা তদায়ত্তবৃত্তিকত্ব দ্বারা সঙ্গত হইয়া থাকে অর্থাৎ শিবব্রহ্মাদি-দেবতা বিষ্ণুর আয়ত্ত, অধীন বা বশীভূত বলিয়া তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন বলা হয়। যেমন বড়লাট বা ভাইসরয়কে সম্রাটের প্রতিনিধি বলিয়াই অনেক সময় সম্রাটও বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সম্রাটের অধীন বা আয়ত্তে থাকিয়াই লাট সাহেবকে সেই নামে অভিহিত করা হয়।

ব্রহ্মা বলিয়াছেন, —"আমি শ্রীহরির নিয়োগানুসারেই সৃষ্টি করি এবং হরও তাঁহার নিয়োগানুসারে সংহার করিয়া থাকেন। ত্রিশক্তিধৃক্ সেই হরি পুরুষরূপে বিশ্বের পালন করেন। ব্রহ্মাদি দেবতা সেই বিষ্ণুর তেজেই তেজোযুক্ত"— ইত্যাদি স্মৃতিসকল ঐ সিদ্ধান্তের পোষকতা করে, অতএব শ্রীবিষ্ণুরই সর্ব্বেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

"সহস্রনামস্তোত্রে সর্ব্বশিবসম্ভূতব্রাহ্মিকা বিষ্ণুনামানি পঠ্যন্তে। তেষাং প্রবৃত্তিনিমিত্তানি চোক্তানি ব্রহ্মাণ্ডে। রুদ্রং দ্রাবয়তে যস্মাদ্রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ। ঈশনাদেব ঈশানো মহাদেবো মহত্তমঃ।" ইত্যাদি।

(সিদ্ধান্তরত্নম্ ৩।১২)

সহস্রনামস্তোত্রে 'সর্ব্ব', 'শিব', 'শম্ভু', 'রুদ্র' প্রভৃতি শব্দসমূহ বিষ্ণুর নাম বলিয়া কথিত হয়। ঐ সকল নামের প্রয়োগের কারণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে। রুদ্রকে দ্রাবিত করেন বলিয়া জনার্দ্দনকে 'রুদ্র' বলা হয়, নিয়ন্তৃত্বহেতু তাঁহাকে 'ঈশান' বলা হয়, মহত্তমযুক্ত 'মহাদেব' বলা হয়, তিনি সুখাত্মক বলিয়া 'শিব', সকলের সংহারহেতু বলিয়া 'হর', কৃত্স্ন-হেতু 'কৃত্স্ন', ঐশ্বর্য্যহেতু 'ইন্দ্র' নামে কথিত হন।

"নারায়ণাদীনি নামানি বিনাজ্ঞানি অনাদীনি ব্রহ্মণাদিভ্যো দদাবিতি চোক্তং স্যাৎ। অতো নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ। প্রাধান্যেন ভগবান্ রাঘবেন্দ্রে যথা পুরমিতি। ব্রাহ্মে চ। চতুর্মুখে শতানন্দো ব্রহ্মণঃ পদ্ম-ভূরিতি। উগ্রো ভয়ঙ্করো নমঃ কপাদ্যীতি শিবস্য চ। বিশেষনামানি যদো যকীয়ানি কেশব ইতি। যকীয়ানি রুদ্রবিরিঞ্চ্যাদীনি।"

(সিদ্ধান্তরত্নম্ ৩।১৩)

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ প্রভৃতি কতকগুলি নাম ভিন্ন স্বকীয় নামসকল ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে প্রদান করিয়াছেন। রাজা যেমন নিজের পুরী অর্থাৎ রাজধানী ব্যতীত অন্য নগরসমূহ অমাত্য, ভৃত্য প্রভৃতিকে বাসের জন্য প্রদান করেন, শ্রীবিষ্ণুও তদ্রূপ নিজের কতকগুলি বিশেষ নাম ব্যতীত অন্যান্য নামগুলি অপরাপর দেবতাকে ব্যবহারের জন্য প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"কেশব ব্রহ্মাকে 'চতুর্মুখ' প্রভৃতি এবং শিবকে 'রুদ্র' প্রভৃতি স্বকীয় নামসমূহ প্রদান করিয়াছেন।"

মহাভারতের অন্তর্গত ঔপমন্যু আখ্যানে উক্ত আছে—"শ্রীকৃষ্ণ আয়ুধতীর পুত্রের জন্য রুদ্রকে আরাধনা করিয়াছিলেন ও রুদ্রের অঙ্গ হইতে বিষ্ণুর সহিত সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে, এই কথা কহিয়াছিলেন। অতএব রুদ্রই —পরমেশ্বর।"

ভগবান্ ভক্তের পূজা শিক্ষা দিবার জন্য কোন কোন স্থানে ঐরূপ করিয়াছেন এবং কোথাও বা স্বভক্ত ব্যতীত সকাম জীবসকলের পক্ষে রুদ্রোপাসনার দৃঢ়তা সংস্থাপনার্থ ভগবান্ স্বয়ং স্বকীয় রুদ্রের তদ্রূপ আরাধনা করেন। এই বিষয়টি প্রচার করিবার উদ্দেশে রুদ্রেরও অন্তর্যামী পরমাত্মাকে অঙ্গীকার বা সংকার করেন। 'নারায়ণীয়ে' অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের উক্তিতে এই বিষয়টি পরিস্ফুট হইয়াছে।

"অহমাত্মা হি লোকানাং বিশেষাৎ পাণ্ডুনন্দন।
তস্মাদাত্মানমেবাগ্রে রুদ্রং সংপূজয়াম্যহম্॥
যদা কৃতং প্রমাণং হি লোকঃ সমনুবর্ত্ততে।
প্রমাণানি হি পূজ্যানি তত্তঃ পূজয়াম্যহম্॥
ন হি বিষ্ণুঃ প্রণমতি কস্মৈচিদ্বিধুধায় চ।
অত আত্মানমেবেতি ততো রুদ্রং ভজাম্যহম্॥"

(সিদ্ধান্তরত্নম্ ৩।২২)

হে অর্জ্জুন, আমি বিশ্বের আত্মা। আমি যে রুদ্রের পূজার অভিনয় করি, তাহা আত্মারই পূজা। আমি যাহা করি, লোকসকল তাহারই অনুবর্ত্তন করে। কারণ, প্রমাণই পূজ্য। আমি ভক্তের পূজা করিয়া ভক্তপূজা

শিক্ষা দান করিয়া থাকি। বিষ্ণু কোন দেবতাকেই প্রণাম করেন না। আমি আত্মাকে রুদ্র বলিয়া পূজা করি।

"বিশ্বেষামন্তর্যামাহমতস্তন্ত্রাংশিত্বরবিরিঞ্চং রুদ্রাবেশিনং বীরেশমহং পূজয়ামি। রুদ্রাদয়ো দেবাঃ পূজ্যা ইতি প্রমাণং ময়া কৃতং তদন্যথা ব্যাদুপোত্তদর্থমহং তান্ পূজয়ামি দোষ-দৃষ্টেত্যভাবাদেব তদ্ বুদ্ধ্যাহং ন বিকিরজামি কিন্তু তাদৃশং মদংশমহং তদ্যামীতি বিষ্ণুরহম্। ব্রহ্মরুদ্রাদিসর্ব্বান্তর্যামী বিষ্ণুরিতি তত্রৈব রুদ্র প্রত্যক্ষং ব্রহ্মণা—তবাত্মত্বাত্মা মম চ যে চান্যে দেহি-সংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ কচিৎ।"

(সিদ্ধান্তরত্নম্ ৩।২৩)

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে,—"আমি বিশ্বের অন্তর্যামী। তন্ত্র লৌহপিণ্ডের ন্যায় আমি অভিন্ন রুদ্ররূপী আমার অংশকেই পূজা করি। রুদ্র প্রভৃতি দেবতাসকল আমার অধীনবিচারে পূজ্য,—এই প্রমাণ আমি করিয়াছি। আমি যদি রুদ্রকে পূজা না করি, তবে ঐ প্রমাণ ব্যর্থ হইয়া যায়। এজন্য আমি তাহাদিগের পূজা করিয়া থাকি। বস্তুতঃ আমা হইতে উৎকৃষ্ট আর কেহ নাই। অতএব উৎকৃষ্ট-বুদ্ধিতে আমি কাহারও পূজা করি না। **আমার অধীন ভক্ত বলিয়াই আমি লোকশিক্ষাকল্পে রুদ্রাদি দেবতার পূজা করি।**" ব্রহ্মা ঐখানেই রুদ্রকে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি সকলেরই অন্তর্যামী একমাত্র বিষ্ণু। যথা,—বিষ্ণু তোমার, আমার ও অন্য দেহিগণের অন্তর্যামী। তিনি কোনরূপে কাহারও ভোগ্য বস্তু নহেন। তিনি সকলের নিয়ন্তা।

"শতপথে চ শ্রূয়তে। কৃতাদাং পতিঃ সংবৎসরে উষসি রেতোঽসিঞ্চৎ। তৎ সংবৎসরে কুমারোঽজায়ত লোহরো-হীতি প্রজাপতিরব্রবীৎ। কুমার কিং রোদিষি যৎ শশো বিজাতোঽসীতি। লোহরবীদনপহতপাপ্মা বা অহমস্মি নাম মে ধেহি পাপ্মনোঽপহত্যা ইতি। তং প্রজাপতির-ব্রবীদ্রুদ্রোঽসীতি। তস্য তন্নামাবরোদিষ্টত্তস্মাদ্রুদ্রঃ অগ্নিরৈ রুদ্রো যদরোদীৎ তস্মাদ্রুদ্রঃ। লোহরবীৎ জ্যায়ান্ বা অহমস্মি মেহেবং নামেতি। তং প্রজাপতিরব্রবীদ্রু-দ্রোঽসীতি সর্ব্বোঽসীতি ঈশানোঽসীতি পশুপতিরসীতি উগ্রোঽসীতি ভীমোঽসীতি মহাদেবোঽসীতি। প্রজাপতি-দেবানসৃজত পাপ্মনা সংবীতা অজায়ন্ত বিরূপাক্ষায় ব্রহ্মণ-পুত্রায় জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায়োদ্যোগাঃ কর্ম্মাধিপতয়ে লোহরবীদ্রুদ্রং বৃণীষ মহমেব পশূনামধিপতিরস্মীতি তস্মাৎ রুদ্রঃ পশু-নামধিপতিরিতি।

ইহ হি পরম ভগবতঃ পরমকরণত্বং তস্মাৎ ভক্ত-রুদ্রয়োরুৎপত্তিঃ। রুদ্রাৎ ব্রহ্মণো ভীতিঃ রুদ্রজ্ঞানপ্রভব-পাপমুক্তাবপগম্যতে ন চৈবং বিষ্ণোঃ ক্বচিত্ত তস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুস্তৌরেষু মিশ্রিতো ন্যায়ের জগৎকার্য্যায় দেবেষু প্রবিষ্ট-স্তত্ত স্বেচ্ছাবিগ্রহব্যক্তিভেদাদিভিরাহতে। রুদ্র দিবাসীতি জানাত্যপাং অন্যনিবৃত্তিরিতি শ্রীভগবতাভিহিতম্। অন্য কর্ম্ম চ মে দিব্যমিত্যাদি। তস্মাৎ ত্রিমূর্ত্তিমধ্যেঽবতীর্ণো বিষ্ণুঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর ইতি সিদ্ধং তস্য দেবতাবিশেষত্বম্।"—

(সিদ্ধান্তরত্নম্ ৩।৩০,৪১)

যজুর্ব্বেদ-শতপথে যে কাণ্ডে তৃতীয় ব্রাহ্মণে এই মন্ত্র শ্রুত হয় যে,—ভগবান্ বিষ্ণু, যিনি সমস্ত জীবের পতি, তিনি সংবৎসরাখ্য যোনিতে রুদ্রাত্মক বীর্য্য আধান করিলেন। তাহাতে কুমারের উৎপত্তি হইল। তিনি উৎপন্ন হইয়া ক্রন্দন করিলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ক্রন্দন করিতেছ কেন?" কুমার বলিলেন,—"আমি নাম-করণ ব্যতীত নিষ্পাপ হইতে পারিতেছি না, অতএব ক্রন্দন করিতেছি।" প্রজাপতি বলিলেন,—"যেহেতু তুমি রোদন করিতেছ, অতএব তোমার নাম রুদ্র হইল।" তিনি বলিলেন,—"আমি সকলের জ্যেষ্ঠ, অতএব তদনুসারে আমার অন্য নাম হউক।" প্রজাপতি বলিলেন,—"সর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, উগ্র, ভীম, মহাদেব—এই সমস্ত তোমার নাম হইল।" তৎপর প্রজাপতি দেবতাগণের সৃষ্টি করিলেন। অকৃতনাম সেই দেবতাসকল পাপযুক্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ রুদ্রের অনুগামী হইলেন। তখন ব্রহ্মা রুদ্রকে বলি-লেন,—"তুমি বর গ্রহণ কর।" রুদ্র বলিলেন,—"আমি পশু অর্থাৎ জীবগণের পতি হইব।" ব্রহ্মা বলিলেন,—"তাহাই হউক।" তদনুসারে রুদ্র পশুপতি হইলেন।

এই সকল প্রমাণ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই পরম কারণ। তাঁহা হইতেই ব্রহ্মা ও রুদ্রের উৎপত্তি, রুদ্র হইতে ব্রহ্মার ভয় ও রুদ্রের অপ-হতপাপত্ব। কিন্তু বিষ্ণুর সম্বন্ধে তাহা শ্রুত হয় না। অতএব বিষ্ণুই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, তিনি চোরের মধ্যে প্রবিষ্ট রাজার ন্যায় জগতের কার্য্যের জন্য দেবতাগণের মধ্যে

প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহার স্বেচ্ছানুসারে আবির্ভাবকে জন্ম বলা হয়। সেই ভগবানের জন্ম-কর্মাদিতে অপ্রাকৃত বুদ্ধি হইলে জীবের জন্মাদির নিবৃত্তি হয়; ইহা গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন। অতএব ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে অবতারী বিষ্ণুই সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, ইহাই সিদ্ধ হইল। বিষ্ণু দেবতা হইয়াও বিশেষ দেবতা।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু মীমাংসক-বাক্য হইতে দেখাইয়াছেন যে,—ব্রহ্মা, শিব, গণপতি, সূর্য্য, শক্তি, ইন্দ্রাদি দেবতা ও বিষ্ণুর, তন্মধ্যে আবার কৃষ্ণের গুণ-তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। অতএব বিষ্ণুর সহিত শিবাদি দেবতা কখনই সমান হইতে পারেন না।

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ম্বদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্বিস্পষ্টা হরেরমী॥
জীবেষ্বেতে বসন্ত্যোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥
অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥
ইত্যুচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীনাথবর্ত্তিনঃ।
অচিন্ত্য-মহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ॥
অবতারাবলীবীজমক্ষয়ঃ পুরুষোদ্ভবঃ।
আত্মারামগণাকর্ষী তমী কৃষ্ণে দিনাগমঃ॥
সর্ব্বাদ্ভুত-চমৎকার-লীলাকল্লোল-বারিধিঃ।
অতুল্য-মধুর-প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়মণ্ডলঃ॥
ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিত-চরাচরঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১লঃ ১১-১৭ সংখ্যা)

এই নায়ক কৃষ্ণ (১) সুরম্যাঙ্গ (২) সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত (৩) সুন্দর (৪) মহাতেজা (৫) বলবান্ (৬) কিশোর-বয়সযুক্ত (৭) বিবিধ অদ্ভুতভাষাবিৎ (৮) সত্যবাক্ (৯) প্রিয়বাক্যযুক্ত (১০) বাবদূক অর্থাৎ বাক্পটু (১১) সুপণ্ডিত (১২) বুদ্ধিমান্ (১৩) প্রতিভাযুক্ত (১৪) বিদগ্ধ অর্থাৎ রসিক (১৫) চতুর (১৬) দক্ষ (১৭) কৃতজ্ঞ (১৮) সুদৃঢ়ব্রত (১৯) দেশকালপাত্রজ্ঞ (২০) শাস্ত্রচক্ষুযুক্ত (২১) শুচি (২২) বশী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় (২৩) স্থির (২৪) দান্ত (২৫) ক্ষমাশীল (২৬) গম্ভীর (২৭) ধৃতিমান্ (২৮) সমদর্শন (২৯) বদান্য (৩০) ধার্ম্মিক (৩১) শূর (৩২) করুণ (৩৩) মানদ (৩৪) দক্ষিণ অর্থাৎ সরল উদার (৩৫) বিনয়ী (৩৬) লজ্জাযুক্ত (৩৭) শরণাগতপালক (৩৮) সুখী (৩৯) ভক্তসুহৃৎ (৪০) প্রেমবশ্য (৪১) সর্ব্বশুভকারী (৪২) প্রতাপী (৪৩) কীর্ত্তিমান্ (৪৪) লোকসমূহের অনুরাগ-ভাজন (৪৫) সজ্জন-পক্ষাশ্রিত (৪৬) নারীমনোহারী (৪৭) সর্ব্বারাধ্য (৪৮) সমৃদ্ধিমান্ (৪৯) শ্রেষ্ঠ ও (৫০) ঐশ্বর্য্যযুক্ত।

উক্ত চতুঃষষ্টি গুণের মধ্যে প্রথম পঞ্চাশটি গুণ জীবে বিন্দুবিন্দুরূপে বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণে ঐ সকল গুণ পরিপূর্ণরূপে থাকে। প্রথম পঞ্চাশৎ গুণ ও তৎপর-বর্ণিত পাঁচটি গুণ অংশরূপে শ্রীমহাদেবাদিতে দৃষ্ট হয়। তাহার পর যে পাঁচটি গুণের উল্লেখ আছে, তাহা ও পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চ-পঞ্চাশৎ গুণ পরব্যোমপতি নারায়ণে লক্ষিত হয়। অতএব নারায়ণে ষষ্টিসংখ্যক গুণ সম্পূর্ণরূপে থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে উক্ত ষষ্টিসংখ্যক গুণ অত্যদ্ভুতরূপে পরিলক্ষিত হয়। আবার শেষোক্ত চারিটি অসাধারণ গুণ শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত আর কাহাতেও লক্ষিত হয় না। অর্থাৎ (১) লীলামাধুর্য্য, (২) প্রেমমাধুর্য্য, (৩) রূপমাধুর্য্য ও (৪) বেণুমাধুর্য্য। অতএব স্বরূপসংপ্রাপ্ত পরব্রহ্ম অর্থাৎ বিপশ্চিদ্‌ব্রহ্ম বলিতে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝিতে হয়। সেই শ্রীকৃষ্ণের যশোরাশি জ্যোতীরূপে সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত হয়। অতএব বেদ—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই তিনটি মাত্র গুণে অবিপশ্চিৎ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে লক্ষ্য করেন। তাহার নিহিত যে তত্ত্ব, তাহার নাম—পরমাত্মা। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ অংশের দ্বারা তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট। অতএব

ব্রহ্মস্বরূপ গুহা বা জীব-হৃদয়রূপ গুহাতে তিনি প্রবিষ্ট, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা পরমাত্মা ; ঈশ্বর, নিয়ন্তা, জগৎকর্ত্তা, জগদীশ্বর, পাতা, পালয়িতা প্রভৃতি তাঁহার সহস্র সহস্র নাম। তিনিই জগতে অবতাররূপ রামনৃসিংহবামনাদি হইয়া পালনকার্য্য করেন। "পরমে ব্যোমন্" অর্থাৎ পরব্যোম-ধামে কৃষ্ণের একটি বিলাসমূর্ত্তি নারায়ণে নিত্য বিরাজমান।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

সপ্তদশবর্ষের প্রথমার্দ্ধ সম্পূর্ণ হইবার পর বর্ত্তমান সংখ্যায় উত্তরার্দ্ধ আরম্ভ হইল। এই সংখ্যা হইতে শ্রীশ্রী-আচার্য্য-সংলাপের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী যাহা এখনও অপ্রকাশিত আছে, তাহাও প্রকাশিত হইবে। বড়ই সুখের বিষয় যে, শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রৌতসিদ্ধান্ত পাঠ করিয়া অনেকেই আমাদের নিকট বহু আনন্দজ্ঞাপক পত্রাদি প্রদান করিতেছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ঢাকায় প্রত্যহ অপরাহ্ণে শুদ্ধ সজ্জন-মণ্ডলীর বিভিন্ন পরিপ্রশ্নের শ্রৌতসিদ্ধান্তসম্মত উত্তর প্রদান-মুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শাস্ত্রযুক্তি-সম্পুটিত এরূপ সদুত্তর ও মীমাংসা প্রাপ্ত হইয়া সজ্জন ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষতঃ মঠসেবকগণের সাধনপথে প্রগতির পক্ষে বিশেষ উপকার হইতেছে। শ্রীল আচার্য্যদেবের এইরূপ অহৈতুকী অযাচিত কৃপা সকল সত্যানুসন্ধিৎসুকেই তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মে সুদৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। গৌড়ীয়ের পাঠকগণ ক্রমে ক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেবের সেই সকল শ্রৌতসিদ্ধান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইতে পারিবেন।

পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু বর্ত্তমানে শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জে প্রচার করিতেছেন। তিনি গত ২১শে জানুয়ারী হইতে ২৩শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত 'শাক্ত ও বৈষ্ণব', 'সম্প্রদায় ও সম্বন্ধ', 'বিশ্ব ও শ্রীচৈতন্যদেব'—এই কয়েকটি বিষয়ে যথাক্রমে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভায় স্থানীয় বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীধামপরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

১লা পৌষ, ১৩৪৫ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুচরণের নির্দ্দেশানুসারে ও সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় শ্রীধাম-নবদ্বীপের দ্বাদশটি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। মহাশয়, কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফল-লাভ ঘটে। বারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী), শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম্-এ)

—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মস্থলী, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীজগন্নাথমন্দির)—১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, মরডাঙ্গা, শোনডাঙ্গা, মেথার চর, বেলপুকুর)—১৩ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (পাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, চরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—১৪ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—১৫ই ফাল্গুন, ২৯শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, সমধালীর কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের দহ)—১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাজতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীসৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির)—১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ,

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, আমগর)—১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার (একাদশীর উপবাস)।

(৮) মোদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর)—১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, শুক্রবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা)—২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ, শনিবার।

২১শে ফাল্গুন ৫ই মার্চ্চ রবিবার শ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

শ্রীশ্রীমাধবীশায় নমঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
১০ নারায়ণ, ৪৫২ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ২১শে ফাল্গুন ৫ই মার্চ্চ রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপমায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্ত-সম্মেলন, নাম-সংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথি-সেবা ও মহোৎসবাদি হইবে। ২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ সোমবার, অপরাহ্ণ ৩।০ ঘটিকার সময় শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অন্যান্য সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গ-সুখে পরমানন্দিত হইবেন। **আগামী ১৯শে মাঘ, ২রা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ১২ই ফাল্গুন শুক্রবার হইতে ২০শে ফাল্গুন শনিবার পর্য্যন্ত নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা হইবে।**

সজ্জনকিঙ্কর—

শ্রীবাসিনী মোহন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক
কার্য্যকরী সমিতি

শ্রীগরিদিগুনারায়ণ রায়
(রাজর্ষি, কুমার, বেদান্তকৃষ্ণ, এম্-এ, প্রাজ্ঞ),
সম্পাদক, সাধারণ-সমিতি

---

[১] উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর ভাগবত মহারাজ, শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাস-পূজা-সংখ্যা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাঞ্চরাত্রপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমার্চিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৮শে মাঘ, ১৩৪৫ ; ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ | ২৭-২৮শ সংখ্যা

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥

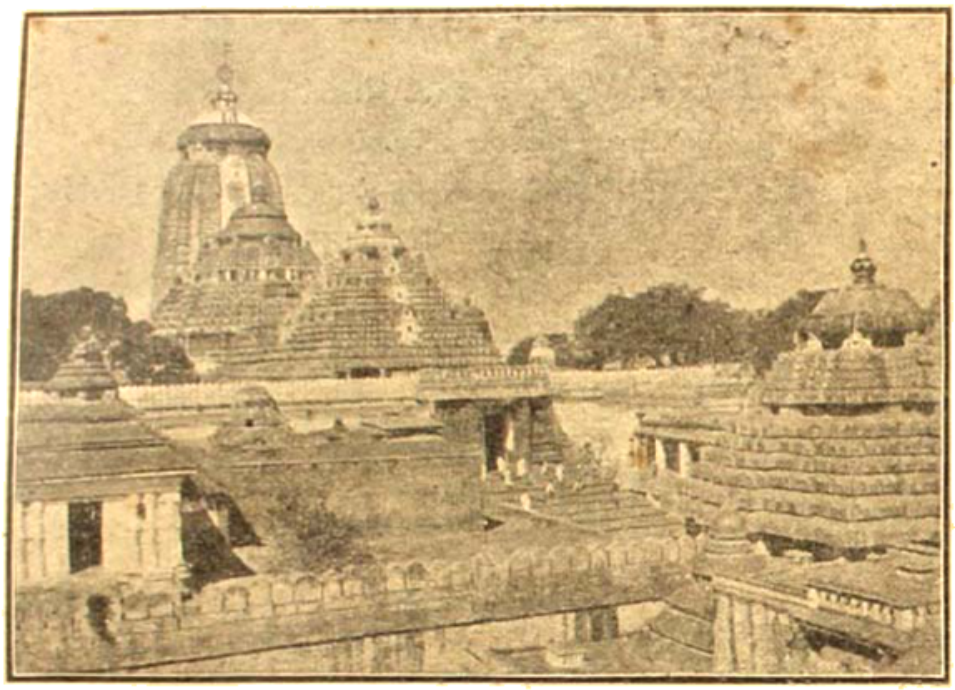

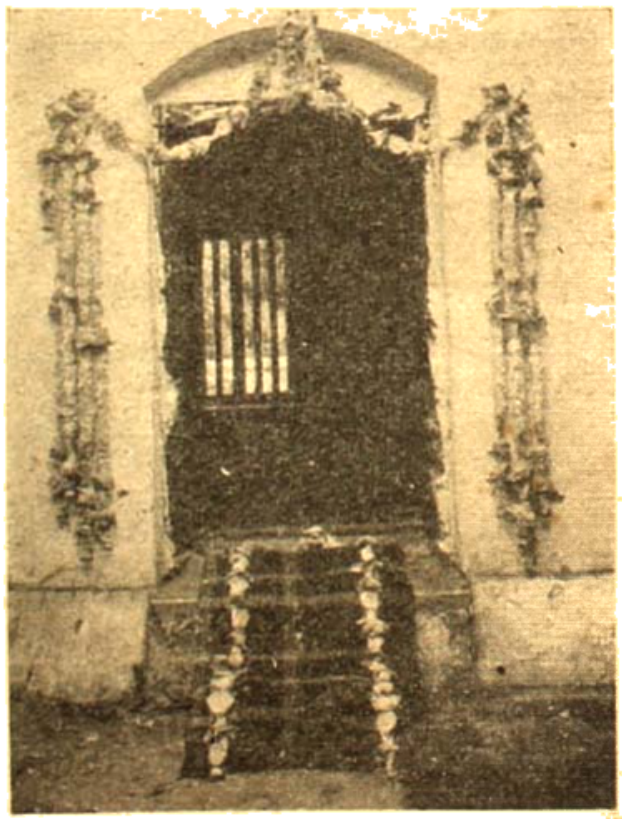

উপরে—শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির।
নীচে—পুরীর শ্রীমন্দিরের সন্নিহিত প্রদেশে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-গৃহ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীভাগবতপরম্পরা

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথপ্রভুস্তথা।
শ্রীমায়াপুরধাম্নস্তু নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ॥
শুদ্ধভক্তিপ্রচারস্য মূলীভূত ইহোত্তমঃ।
শ্রীভক্তিবিনোদো দেবস্তৎপ্রিয়ত্বেন বিশ্রুতঃ॥
তদভিন্নসুহৃদ্‌বর্য্যো মহাভাগবতোত্তমঃ।
শ্রীগৌরকিশোরঃ সাক্ষাদ্‌বৈরাগ্যং বিগ্রহান্বিতম্॥

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামি-প্রভু

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-প্রভু

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর ৺ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
শ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীগৌরাঙ্গগুরুশ্রেষ্ঠস্তদভীষ্ট-প্রপূরকঃ।
শব্দে পরে চ নিষ্ণাতো ব্রহ্মণি সজ্জনাশ্রয়ঃ॥
আদর্শযুক্তবৈরাগ্য-সৌভাগ্যশ্রীবিগ্রহঃ।
বৈকুণ্ঠজ্ঞানদীপেন সত্যমার্গপ্রদর্শকঃ॥
অনন্তবাসুদেবাখ্যঃ শ্রীমান্ পুণ্যগুণালয়ঃ।
রূপস্বরূপসিদ্ধান্ততত্ত্বোপদেশকঃ প্রভুঃ॥
সর্বে তে গৌরবংশ্যাশ্চ পরমহংসবিগ্রহাঃ।
বয়ঞ্চ প্রণতা দাসাস্তদুচ্ছিষ্টগ্রহাগ্রহাঃ॥

মায়াবাদি-কুসিদ্ধান্তধ্বান্তরাশি-নিরাসকঃ।
বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তৈঃ স্বান্তঃপদ্মবিকাশকঃ॥
দেবোঽসৌ পরমো হংসো মত্তঃ শ্রীগৌরকীর্ত্তনে।
প্রচারাচারকার্য্যেষু নিরন্তরং মহোৎসুকঃ।
হরিপ্রিয়জনৈর্গম্যা ৺ বিষ্ণুপাদপূর্ব্বকঃ।
শ্রীপাদো ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহোদয়ঃ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর
শ্রীস্বরূপরূপানুগবর ৺ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব
পরিব্রাজকাচার্য গোস্বামী প্রভু

রজতনিশীথে শ্রীল প্রভুপাদ

ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুবেশে শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয় নন মায়া, সুতরাং তাঁহারা অমায়ী-বিবর্ত স্বীকার করেন না—একথা সত্য। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ মায়া-মত স্বীকার করিলেও তাঁহারা "অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী," তাঁহারা কেবল ভেদবাদী নহেন। যুগপৎ ভেদাভেদ এবং তাহা জড় চিন্ত্য-ভাবমাত্র নহে, পরন্তু দৃঢ় বীরনীবিশিষ্ট। তত্ত্ববস্তু, ~~অন্য~~ বস্তু শক্তিপরিণত ~~অন্য~~ নশ্বর বস্তুর সহিত বাহ্য অঙ্কবিচারে সমদর্শনে দৃষ্ট হইলেও তত্ত্ব ও মায়ার মধ্যে নিত্য ভেদ বর্তমান আছে। জড়ীয় মায়াবাদী তত্ত্বকে ~~অন্য~~ মায়িক বস্তু মাত্র মনে করে।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীহস্তাক্ষর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীশ্রীভক্তিমার্গগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ
সর্বোত্তমপ্রধান পঞ্চরাত্র ও কীর্তনপ্রধান ভাগবতের সমন্বয়-গুরু।
ভক্তিবিমলকটিপ্লাবিত নিখিল পাষণ্ডের বিষমকটির প্রচারকবর।
গৌড়ীয়ের মনো দুরিতং"—শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্তবিগ্রহ।
শাস্ত্রোক্তিত ভক্তিসিদ্ধান্তকীর্তন প্রচারকবর। শ্রীগৌরকিশোর বিনোদমালাই সংরক্ষক।
সার্বভৌম, সার্বদৈশিক ও সার্বকালিক পরধর্মেম সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য।
গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরধামের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক ও পরিপালক।
সনাতনধর্ম নৈষ্ঠ-বর্ণাশ্রমধর্মের মর্যাদা-সংস্থাপক। সর্বোত্তমবিভূমি ব্রজেন্দ্রনন্দন
শ্রীরূপ-রঘু-সিদ্ধান্তসমাজের প্রধান সেনাপতি। মধুরৈশ্বর্য-প্রেমময়-তত্ত্ব।
নৈষ্ঠমার্গের ভাস্করবর্মা ও রাগমার্গের অনুশীলনকারী পিপ্পলক।
রাগমার্গে ব্রজগোপিকের প্রেমা-বিরোধীন ভক্তত্ব প্রচারক।
রাগানুগমার্গের আদর্শমা-রাধাগোবিন্দের মঞ্জীনাহা প্রদর্শক।
শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমায় ভাবাপন্ন জীবের অধিকতর প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শনকারী।
শ্রীল রঘুনাথের প্রেমায় প্রবিষ্টের ভাস্করমূর্ত অনুশীলনকারী।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের বৈশিষ্ট্য

আর্ত্তি-কুসুমাঞ্জলি

অতিত দুর্গত, কলি-পরাহত,
স্বৎপরিত্যক্ত জীবের পাশে,
গোলোক হইতে যে করুণা-ধারা,
ভূলোকের 'পরে নামিয়া আসে।
নাড়ু-শিরোমণি গৌরহরির,
অবতার সেই করুণা-রাশি;
নীলাচলধামে প্রকাশিত হয়,
ভাবিতে নিখিল ভুবনবাসী।
কৃপারূপ-ময়, পাবনমূর্ত্তি,
শ্রীগৌরবাণী যাঁর অভিধান;
জ্ঞান-অঞ্জন-শলাকা-প্রয়োগে,
কৃতা তাঁর জীবে চৈতন্য-দান।
পরধরমের খোঁজ রাখে কেবা?
লোক-ধর্ম্ম শুধু সকলে চায়;
অনিত্য অসার মাকালের লোভে
গলগণ্ডলিকা-প্রবাহ ধায়।
বিশ্বাবলার ধার্ম্মিককুল,—
পথ নির্দ্দেশ করেন যাঁরা;
তাঁদের পথের শেষ গতি হয়,
অপরোক্ষজ্ঞানে আত্মহারা।
কোটি-বিস্তৃত ভকতির পথ,
সন্ধান তাঁর গোপনে রয়;
ব্যাস-শুকধারা আসিয়া জগতে,
পরম ধনের বার্ত্তা কয়।
আচরণ-মুখে প্রচারি' নিয়ত,
গোরায় নিগূঢ় মরম কথা;
ভুক্তি মুক্তির কুহক নাশিয়া,
জানায় ভকতির উত্তমতা।
পরদুঃখে দুঃখী, দুরিত-হরণী,
এমন দয়ালু কোথায় আছে?
ভকতি-বিহীন মরু ধরণীতে,
গোকুল-বাণীর বন্যা যাচে।
সুধী সজ্জন, উন্মুখ প্রাণে,
কর্ণে পথে করে তা' পান;
'কাণ দিয়া দেখা',—কাণে আস্বাদন,
ভক্তি-সাধনে সহায় কাণ
করুণা আকর হে চৈতন্যবাণি,
শুনা'লে তুমিই অপূর্ব্ব গান:
মরণের দেশে পশিল প্রথম,
মৃতসঞ্জীবন অমিয় তান।
দেশে দেশে যাঁরা ছিল বিজ্ঞির,
নানা প্রয়োজন-মত্ততাতে;
তব আকর্ষণে সকলে আজিকে,
মিলেছে সেবার সুষ্ঠুতাতে।
এক প্রয়োজন, এক অভিধেয়,
একই সম্বন্ধে সবার যোগ;
মহামিলনের এ মহা ক্ষেত্রে,
যোগায় সবাই কৃষ্ণ-ভোগ।
দ্বন্দ্ববিরোধ, নাই এই দেশে,
সেবন-প্রগতি ছন্দঃলীলা;
গু - ক্ষের নয়নানন্দ
বর্দ্ধন করে লহরী মালা।
গুরুদেব, পতিত অধম, আমি অভাজন,
সেবা-আশে মোর কাঁদে না হিয়া;
শ্রীব্যাস-পূজার শুভ বাসরেতে,
আরাধিব তোমা কি ধন দিয়া?
পতিতবন্ধো, অনাথতারণ,
দীনাতিদীন এ' ভিক্ষা মাগে;
যেন রঞ্জিত হয় আঁধার হৃদয়,
তোমার চেতন বাণীর রাগে।
যত দিন যায়, যত কাজ করি,—
তব সেবা বিনা বিফল সব;
এ কথা সতত থাকে যেন মনে,
"বাণী-বিস্মৃত, কেবল শব।"

শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজা

চতুর্দ্দশলোকপাবনী মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে আমাদের শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজা। এই পূজাকে আমরা 'শ্রীব্যাস-পূজা'ও বলি। আম্নায়-পথিকগণ ইহাকে শ্রীব্যাস-গৌর, শ্রীনিত্যানন্দ গৌর, শ্রীঅদ্বৈত-গৌর, শ্রীগদাধর-গৌর, শ্রীস্বরূপ-গৌর, শ্রীসনাতন-গৌর শ্রীরূপ-গৌর, শ্রীরঘুনাথ-গৌর, শ্রীশ্রীজীব-গৌর, শ্রীকৃষ্ণদাস-গৌর, শ্রীনরোত্তম-গৌর, শ্রীবিশ্বনাথ-গৌর, শ্রীবলদেব-গৌর, শ্রীজগন্নাথ-গৌর, শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর, শ্রীগৌরকিশোর-গৌর ও শ্রীবাণী-গৌরের পূজা বলিয়া থাকেন। ইহাকে রূপানুগ-গণ শ্রীগোপীজনবল্লভের সেবা বলেন। কারণ, শ্রীরূপানুগ-গণ গৌড়ীয়গুরুবর্গকে 'গোপী' বিচার করেন। সেই গৌড়ীয়গণের নাথই শ্রীগোপীনাথ বা শ্রীগোপীজনবল্লভ বা শ্রীব্যাসবল্লভ।

'অদিকুলপ্রমথসঙ্ঘোপাস্যা' পরবিদ্যার আশ্রিতগণ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অনুগত হইয়া শ্রীগুরুবল্লভের সেবা করেন—শ্রীব্যাসাশ্রিত হইয়া শ্রীব্যাসবল্লভের সেবা করেন; এজন্যই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভু-পাদ স্বাবতীয় সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী মঠারতনের নামের সহিত শ্রীব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের নামের সংযোগ করিয়াছেন। তাই আমরা 'শ্রীরূপ-গৌড়ীয়', 'শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়', 'শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়', 'শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়' প্রভৃতি নাম শ্রবণ করিতে পাই। হ্লাদিনীসারসমবেত সন্বিচ্ছক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কৃষ্ণ হইতে বিয়োগ বা কৃষ্ণকে গুরু হইতে বিয়োগ করিলে 'গুরুপূজা' বা 'ব্যাসপূজা' হয় না—গোপীজন-বল্লভের পূজা হয় না।

'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ' এই স্থানে 'মাং' শব্দের অর্থ শ্রীল প্রভুপাদের 'অদ্বয়জ্ঞানে' 'মদীয় প্রেষ্ঠং'। কৃষ্ণ বলিতেছেন—আচার্য্যকে মৎস্বরূপ জানিবে, আমিই আচার্য্য। "গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"—এই স্থানে গুরু—বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণ নহেন, হ্লাদিনীর ভোক্তা কৃষ্ণ নহেন, গোপীনাথ কৃষ্ণ নহেন; কিন্তু তিনি গোপী—তিনি আশ্রয়বিগ্রহ—সেবক-কৃষ্ণ। কৃষ্ণ—গুরুবল্লভ, গোপীবল্লভ। গুরু—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। যাঁহাতে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠত্ব-লক্ষণ নাই অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সেবক নহেন, স্বয়ংই সম্ভোক্তা, তাঁহাতে গুরুত্ব নাই, তাহা—মায়া। আবার যে কৃষ্ণ গুরু-সম্ভক্ত বা ব্যাস-বল্লভ নহেন, তাহাও মায়া, কৃষ্ণ নহেন।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু—জীবের শেষ গতি। সেই সিন্ধু যিনি প্রকট করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বা ব্যাসাভিন্ন শ্রীরূপ। জীবের যাহা চরম গতি, সেই রসামৃত-সিন্ধুর সঙ্গে যিনি সম্মিলন করাইয়া থাকেন, তিনিই জীবের প্রভু—গুরুদেব। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 'দুর্গমসঙ্গমনী' নির্ম্মাণ করিয়াছেন। 'দুর্গমসঙ্গমনী' অর্থে—দুস্তর সাগরের সেতু বা দুর্গম-সম্মিলনী। শ্রীগুরুপাদপদ্ম—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বা স্বরূপের স্বরূপ দান করেন; এজন্য গুরুবাদী, গুরুভক্তা, কর্ত্তাভজা, একদণ্ডী গুরুবাদী ও একল-কৃষ্ণবাদী হইতে ব্যাস-বল্লভের উপাসক গৌড়ীয়গণের বিচার-ধারা সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-ধারায় ব্যাসবল্লভ কৃষ্ণের উপাসনা হয়। সেই ব্যাসবল্লভের চিচ্ছক্তিবিলাস বা ভক্তিবিলাস বা ভক্তির বিনোদ জগতে প্রকটনই ব্যাসপূজার তাৎপর্য্য। ব্যাসদেব—চিচ্ছক্তির প্রকাশ। গৌরব-দৃষ্টিতে শ্রীব্যাসই শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন গুরু-পাদপদ্ম, আর মধুর রতিতে অভিন্ন বার্ষভানবী।

মাধ্বগণ শ্রীব্যাসকে বিষ্ণু-বিগ্রহ বিচার করেন—

"কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্"

(বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অঃ পরাশর-বাক্য)

কিন্তু গৌড়ীয়গণ শ্রীব্যাসকে আশ্রয়বিগ্রহ বিচার করেন—

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।"

শ্রীব্যাসদেব চিচ্ছক্তির প্রকাশ; তিনি বৈয়াসিক সঙ্ঘের ঈশ্বর। অদিকুলপ্রমথসঙ্ঘ যে-স্থানে অবস্থিত, তথায় নিশ্চয়ই সঙ্ঘেশ্বরের অবস্থান অবশ্যম্ভাবী। 'সঙ্ঘ' এই নামটি আছে, অথচ তাহার ঈশ্বর বা নিয়ামক নাই, যূথ আছে, অথচ যূথেশ্বর নাই, কিম্বা তাহা নির্ব্বিশেষ অথবা রূপক ধারণা মাত্র,—এই বিচারে মায়া প্রবেশ করিবে। যূথেশ্বর

বৃথাশ্রিতগণকে কৃষ্ণের সহিত মিলন করাইয়া থাকেন। বৃথাশ্রিতগণের পরস্পর আশ্রয়-বস্তুতা দর্শনে বৃথাবিপের সুখোৎপাদন হয়। "প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ"—ইহাই চিচ্ছক্তিবিলাস বা ভক্তির বিনোদ।

শ্রীব্যাস-রূপ-দর্শনে তটস্থ জীব-দর্শন নাই; তাহাতে আছে—বিষয়াশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট অন্বয়জ্ঞানের সুখদর্শন—ইহাই সিদ্ধের দর্শন। আর পরস্পর সমাশ্লিষ্ট সুখই রসবিজ্ঞান। বৈরাগিক মায়াবাদীগণ শ্রীব্যাসের সেই পরমব্য-শোভা দর্শন করেন—যে অতুল সেবা-শোভায় ব্যাসবল্লভ কৃষ্ণ আকৃষ্ট। কৃষ্ণের পরমব্য-শোভায় শ্রীব্যাস আকৃষ্ট ও শ্রীব্যাসের সেবা-শোভায় শ্রীকৃষ্ণ আকৃষ্ট। পরবিদ্যার মূর্ত্তিই শ্রীব্যাসদেব, তিনি কবিকুল-প্রণম্য-সঙ্ঘের উপাস্য সঙ্ঘেশ্বর আচার্য্য-পারমেষ্ঠ্য।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের আর একটি নাম—কৃষ্ণ, অর্থাৎ কৃষ্ণকর্ষিত কৃষ্ণের নাম—ব্যাসদেব। ব্যাসের স্বরূপ—শ্রীস্বরূপ-দামোদর, আর শ্রীব্যাসের রূপ—শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু। শ্রীব্যাসদেব স্বরূপশক্তিমানের চিদ্বিলাসের বৈভব-প্রদর্শন-কারী। যিনি শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী, তিনিই শ্রীব্যাস। সারস্বত তীর্থের যাত্রিগণ অকিঞ্চনতা-পাথেয় লইয়া সরস্বতী-নৃসিংহ, সরস্বতী-রাঘব, সরস্বতী-মাধব, সরস্বতী-গৌরহরির সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলীতে অভিসার করিয়া থাকেন। চিচ্ছক্তিবিলাসে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকেই 'অকিঞ্চনতা' বলে। শ্রীব্যাস শব্দ বা সরস্বতীরূপে কৃষ্ণপরমব্য-শোভা প্রদর্শন করেন। শ্রুতি-স্মৃতি-সূত্র-সংহিতা-পুরাণ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে শ্রীনামপ্রভুরই বিলাস প্রকটিত, শ্রীব্যাসদেব ঐ সকল বহুরূপে শ্রীনামেরই রাস করাইতেছেন এবং সেই সঙ্কীর্ত্তনরাসে যোগদান করিবার জন্য আপামর সকলকে আহ্বান করিতেছেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসাশ্রিতগণ বহু ভাগ্য-ফলে 'নবদ্বীপায়ন গৌড়ীয়' হইতে পারেন। নবদ্বীপায়ন গৌড়ীয়গণ একায়ন-মঠায়তনের অন্তেবাসী হইয়া মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজার অধিকার প্রাপ্ত হন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অষ্টপঞ্চাশদুত্তর আবির্ভাব-বর্ষে মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত অভিভাষণে এই কথারই ইঙ্গিত প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন,—"স্নেহবিগ্রহের স্বান্ত—যাহা 'স্বানন্দ' শব্দে অন্তরিত, সেই শ্রীমান্ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী পরবিদ্যা-ভূষণের চেষ্টায় কৃষ্ণনগরে উদ্ভাবিত একায়ন মঠ কূটাচক ও হংসক অবস্থা অতিক্রম করিয়া হালিসহরে পারমহংসী সংহিতার নিত্যলীলাক্ষেত্র-স্থাপন-মুখে সচ্চিদ্‌ভাণ্ডার স্থাপন-কল্পে নিত্য একায়ন মঠায়তন সংঘটিত হইয়াছে।

* * শ্রীব্যাস-বিচারে বহ্বৃচ-শাখা-প্রতিষ্ঠিত বেদচতুষ্টয়ের বিভাগ ও তত্তৎ বৈশিষ্ট্য জড়জগতে আনীত হইয়া প্রেমাভাব সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাতে অহঙ্কারী, ত্রিগুণ-তাড়িত কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের তাণ্ডব-নৃত্য। শ্রীমদ্ভাগবতের নৈষ্কর্ম্ম-বিচার উহাকে একায়ন ভক্তিপথেই চালাইয়া দিয়াছে। অজ্ঞানগণের জ্ঞান-গরিমায় ও শ্রীসনাতন-শ্রীরূপপুষ্ট শ্রীজীবের পরম-বিমল ভাগবতসন্দর্ভের সেবা-বিভাগে ভজননিপুণগণের আনুকূল্য-বিচারে একায়নত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।"

অতএব একায়ন মঠায়তন পারমহংসী সংহিতার নিত্য-লীলাক্ষেত্র ও স্বানন্দসচ্চিদের ভাণ্ডার। এই স্বানন্দ-সচ্চিদ্‌বিগ্রহই—শ্রীব্যাসবল্লভ বা শব্দাবতাররূপে গোকুল-মহোৎসব শ্রীনাম। সেই সচ্চিদ্‌বিগ্রহের ভাণ্ডার বা মঞ্জুষাই 'বৈকুণ্ঠমঞ্জুষা'। বৈকুণ্ঠের হৃদয়-ভাণ্ডাররূপ গোলোকাধারে স্বানন্দ-সমাশ্লিষ্ট বা আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহ ব্যাস-বল্লভ শব্দব্রহ্ম বিরাজিত। আশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট শব্দব্রহ্মরূপী বিষয়-বিগ্রহের বিশ্রাম্বস্থলই—বৈকুণ্ঠহৃদয় বা বৈকুণ্ঠমঞ্জুষা। তাহাকে পারমহংসী সংহিতার নিত্যলীলাক্ষেত্র ও স্বানন্দ-সচ্চিদের নিত্য একায়ন মঠায়তন বলা হইয়াছে। নবদ্বীপায়ন গৌড়ীয়গণ এই একায়ন মঠায়তনে অবস্থান করিয়া পারম-হংসী সংহিতার 'অনন্তগোপাল তথ্যে' যে বৈকুণ্ঠমঞ্জুষার সেবার সূচনা হইয়াছে, সেই সেবা অনন্তবাসুদেব-ধামে অনুসরণ করিয়া শ্রীশ্রীসরস্বতীর পূজা করিবেন। "অনন্ত-বাসুদেব-ধামে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম"—ইহাই সরস্বতী-পতি বা বিদ্যাবধূজীবনের সেবা। এই সরস্বতীর মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবাই প্রকৃত সরস্বতী-পূজা। ইহাকে আমরা বিভিন্ন ভাষায় কখনও শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের পূজা, কখনও বাদরায়ণের পূজা, কখনও ব্যাসপূজা, কখনও পারমহংসী সংহিতার পূজা, কখনও শ্রীসরস্বতী-পূজা, কখনও বা গোপীজনবল্লভের পূজা, কখনও বা ব্যাসবল্লভের পূজা বলিয়া থাকি।

একায়নপন্থিগণের সমস্তই সৃষ্টি-ছাড়া, তাই তাঁহাদের সরস্বতী-পূজাও সৃষ্টি-ছাড়া। বহ্বৃচশাখিগণ মাঘী শুক্লা

পঞ্চমীতে সরস্বতী-পূজার অভিনয় করেন; কিন্তু একায়ন-পন্থি গৌড়ীয়গণ কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজা করিয়া থাকেন। একায়নপন্থিগণ যে সরস্বতীর পূজা করেন, সেই সরস্বতী পঞ্চতত্ত্বেরই বৈভবাবতার শ্রীনৃসিংহের বদনবিলাসিনী, সর্ব্বদাই তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতা—তাঁহার সহিত আলিঙ্গিতা—সমাশ্লিষ্টা; কিন্তু জগতের বহুায়নশাখিগণ যে সরস্বতীর পূজা করেন, সেই সরস্বতী বলেন—

"আমি যাঁ'র পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩।১০০)

শ্রীব্যাসদেব মৎস্যপুরাণে জানাইয়াছেন যে, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতার মহিমা সংকীর্ণ অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোমিশ্র শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়—

"সংকীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে।"

(তত্ত্বসন্দর্ভ ১১ সংখ্যাধৃত মৎস্যপুরাণ-বাক্য)

'সরস্বতী' শব্দের দ্বারা উপলক্ষণে নানাপ্রকার সাধারণ দেবতার উল্লেখ করিয়া শ্রীব্যাসদেব সরস্বতীকেও যেন অন্যান্য দেবতার সহিত সমশ্রেণীস্থ করিয়াছেন। এই সরস্বতী কৃষ্ণপাদপদ্মের অপাশ্রিতা অপরবিদ্যাদায়িনী—যে বিদ্যা জীবকে 'ভাল আমি' করিবার পরিবর্ত্তে 'বড় আমি' অর্থাৎ আমি বিদ্যার, পাণ্ডিত্যের কর্ত্তা বা ভোক্তা—এইরূপ রজস্তমোধর্ম্মে বিক্ষেপ করিয়া থাকে। শ্রীব্যাসদেব তাঁহার সমাধিতে এই মায়ারূপিণী ছায়া সরস্বতীকেই পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণের অপাশ্রিতভাবে অবস্থিতা দর্শন করিয়াছিলেন—যে সরস্বতীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সরস্বতীপতি গৌরসুন্দরকে জয় করিবার দুরাশা পোষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীমৎ গোস্বামি-প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তনের প্রারম্ভে শ্রীব্যাসবন্দন ও শ্রীব্যাসের সহিত যে সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন, বা শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের 'ভাবার্থদীপিকা'র মঙ্গলাচরণে বৈভবাবতারে বদনবিলাসিনীরূপে যে সরস্বতীর পূজা করিয়াছেন, সেই সরস্বতীই কৃষ্ণবন্দ্যা। সৃষ্টি-ছাড়া না হইতে পারিলে এই সরস্বতীর পূজা হয় না।

মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীগৌর-নারায়ণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাদপদ্মে নবদ্বীপস্থ গৌড়ীয়গণ এই সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকেন। আর মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীভক্তিবিনোদপাদপদ্মৈকায়নপন্থিগণ শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-পূজার গোকুলমহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন।

শ্রীসরস্বতী বৈভবাবতারে শ্রীনৃসিংহের বদনে বিলাস করেন। সরস্বতীর সহিত বৈভবের অচ্ছেদ্য সমাশ্লেষ আছে। সরস্বতীর কার্য্যই—বিস্তার—শব্দব্রহ্মের প্রচার—গোকুল-মহোৎসবের প্রসার—অচ্যুতগোত্রের বর্দ্ধন—সম্যগ্ বা মুখের বৈভব-প্রকটন। তাই সরস্বতী বৈভবাবতারের স্বরূপশক্তিরূপিণী।

"সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব।"

—ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিজসম্বন্ধের বৈভব বিস্তার করেন, গুরুর বৈভব প্রকাশ করেন, নামের সেবক বৃদ্ধি করেন, একায়ন বা ভক্তিপথের বিঘ্নসমূহ বিনাশ করিয়া শব্দব্রহ্মের বিভূতা প্রকট করেন, শব্দব্রহ্মের সেবকের গোত্র বর্দ্ধন করেন। সম্যক্‌কে পোষণ ও পালন করেন বলিয়াই তিনি মাতা।

অকিঞ্চনা ভক্তির বিলাসে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রতি-বর্ষে মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-পূজা জগতে অবতীর্ণা হন। এই সরস্বতী-পূজায় সঙ্কল্প এই যে,—প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষের বিলাস ও বিলাস-রাহিত্য—উভয়কেই আমরা শব্দশক্তিতে সঞ্চারিত হইয়া সুষ্ঠুভাবে পরিত্যাগ করিব। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদে যে একায়ন পন্থা, তাহার মূলে সম্ভোগবাদ নিহিত রহিয়াছে। আর প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদে যে বহ্বায়নশাখা, তাহাতে ত্যাগবাদ বা নির্ব্বিশেষবত্ত নিহিত রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-পূজার পূজারীগণ সম্ভোগবাদ বা আধ্যক্ষিকতার ত্যাগবাদ বা নির্ব্বিশেষমতের কোনটিকেই ভজনা করেন না। তাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর লহরীপ্রকটনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যসেবক। শ্রীগুরুদেব সেই লহরীর উচ্ছ্বাসের এক একটি বিন্দু বিতরণের জন্য ঋষিকুলভ্রমণসঙ্ঘকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাদের পূজা কৃপা-পূর্ব্বক গ্রহণ করেন।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা এই ব্যাস-পূজার তিথি, আর প্রত্যেক ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথিই—সেই ব্যাস-পূজার বাসর। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু জগদ্‌গুরু-লীলা

প্রকটন করিবার জন্য এই ব্যাসপূজা শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বিভেদবিহীন ভগবান্ ও সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের মূল-পারমার্থিক হইয়াও জগদ্‌গুরু যে স্বয়ং সম্ভোক্তা নহেন, গুরুত্ব হইতে কৃষ্ণত্বকে বা মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্ব অর্থাৎ সেবক-ভগবত্তাকে বিয়োগ করিলে যে জগদ্‌গুরুত্ব থাকে না,—ইহা শিক্ষা দিবার জন্য শব্দব্রহ্ম বা শ্রীনামপ্রভুর রাসস্থলী গৌর-সরস্বতী-বিনোদক্ষেত্র শ্রীবাস-অঙ্গনে গৌরসুন্দরের পারমার্থে অর্থাৎ ব্যাসবপুষের পাদপদ্মে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠান করিবার লীলা প্রকট করিয়াছিলেন।

সেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু জগদ্‌গুরু-লীলা প্রকটন করিয়া ব্যাসপূজাকালে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন এবং তজ্জন্য যে-সকল অনবদ্য কুসুমরাজি তিনি বা তাঁহার বৈভবগণ তাঁহাদের ডালির মধ্যে চয়ন করেন, সেই সকল পুষ্পের অন্তরূপে শ্রীনিত্যানন্দের বা তাঁহার বৈভববৃন্দের সাজির মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য অকপট আর্ত্তিই শ্রীসরস্বতী-পূজার আরতি।

শ্রীব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত 'কৃপণ-বৎসল' বলিয়াছেন। আমরা কৃপণ, শূদ্র। তাই শ্রীব্যাসের পরমহংসত্ব ও ও আচার্য্যত্ব দর্শন করিতে কুণ্ঠিত হই। নিজে শূদ্র, ক্ষুদ্র, মর্ত্ত্য ; তাই বৈষ্ণব ঠাকুরকে তদ্রূপ মনে করি। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুনঃ পুনঃ যাঁহাকে 'বৈষ্ণব ঠাকুর' বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব, আচার্য্য বা ব্যাস। প্রাকৃত-দৃষ্টিতে পরমহংসকে 'শূদ্র' মনে হয়। বিষ্ণুবস্তু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে 'ক্ষুদ্র' বা 'অণু' মনে হয়। বস্তুতঃ বৈষ্ণব ঠাকুর জীব নহেন—ক্ষুদ্র নহেন, তিনি বিভু। তাই তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মাণ্ড ভারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।" তিনি চিচ্ছক্ত্যাশ্রিতের নিত্য-প্রভু।

গৌড়ীয়গণের প্রভু—শ্রীস্বরূপ। শ্রীস্বরূপ-প্রভু—মহাপ্রভুর স্বরূপ অর্থাৎ নিজ-রূপ, আর শ্রীরূপ—মহাপ্রভুর রূপ—শ্রীমতীর আর একটি রূপ। শ্রীব্যাসবপুষ শ্রীকৃষ্ণ যে সৌগন্ধের জন্য পাগল, যে সৌগন্ধে আকৃষ্ট, সেই সেবা-সৌগন্ধ রূপ ধারণ করিয়াছেন—শ্রীলবঙ্গমঞ্জরীরূপে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌগন্ধযুক্ত বস্তুই—অপ্রাকৃত লবঙ্গ। সেই লবঙ্গমঞ্জরীই গৌর-লীলায় শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রভু। এই স্বরূপ-সনাতন-রূপ শ্রীগৌরসুন্দরকে চিচ্ছক্তি ভক্তির বিলাসে আমোদিত করিয়াছেন—গোকুল-মহোৎসবের দ্বারা। শ্রীচৈতন্যসরস্বতী সেই গোকুলমহোৎসব-সম্ভাবের জন্য 'বৈষ্ণব-মহুয়া' আবিষ্কার করিয়াছেন। "মহুয়া' অর্থ—আধার। শব্দব্রহ্ম বা নামরূপ আবেষ্টনের আধারকেই 'মহুয়া' বলা হইয়াছে। নামী কৃষ্ণ আবেষ্ট-লীলা প্রকটন করিয়া তদতিরিক্ত আধার গোলোকে যেরূপ অবস্থান করেন, তদ্রূপ গোকুলমহোৎসব নাম বা শব্দরূপে অবতীর্ণ হইয়া তদতিরিক্ত আধার মহুয়ায় বিরাজ করেন। এই ভূলোকে গোলোকের সেবা বিতরণ করিবার জন্য অর্থাৎ একাধারে গুরু, গৌড়ীয় ও গোপীজনবল্লভের বিলাস-সেবায় অধিকার-প্রদানের জন্য শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী মহুয়া আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাঁহার ব্রজবিজয়াভিধানের দিবসে এই মহুয়ার সেবায় শ্রীসরস্বতী-পূজা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

অতএব সেই সরস্বতী-পূজার মূল পূজারীর হস্তস্থিত অনবদ্য কুসুম-সম্ভার হইতে না পারিলেও অন্ততঃ দূরস্থিত, মন্দিরে প্রবেশের অনধিকারী, অশুচি, অজ্ঞান বালকের মতও যদি সেই পূজার কাঁসর-ঘণ্টা বাজাইবার অধিকারটুকু পাইতে পারি, যদি 'বড় আমি' অভিমানে অভিমানী হইবার পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমি, পূজক-সঙ্ঘের সেবকানুসেবক আমি, অবোগাতম আমি, অন্তরে অন্তরে এইরূপ অকপট দৈন্য ও আর্ত্তি লইয়া পূজা-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে পারি, তবুও কোন-না-কোনদিন শ্রীশ্রীসরস্বতীর কৃপা-কটাক্ষে পতিত হইতে পারিব। শ্রীসরস্বতী-পূজার মূল পূজারী শ্রীল আচার্য্যদেব যে বৃহৎ মৃদঙ্গ বাদন করিয়া উদ্‌গানের দ্বারা অতীন্দ্রিয়দেবের পূজা করিবেন, যেন সেই সংকীর্ত্তনের এক কণা সহযোগিতা করিবার চিত্তবৃত্তিটুকু জন্মে-জন্মে অকপটে হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি।

শ্রীল আচার্য্যদেবের সঙ্কীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় দাস্যপ্রেম-ভক্তিরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-বাসরে শ্রীমহুয়ার সেবা আরম্ভ হইয়াছে। কৃষ্ণের প্রতি রাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের যে বিপ্রলম্ভ প্রেম, সেই প্রেমভক্তিরূপিণী শ্রীমূর্ত্তিই—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, ইনি শ্রীমতীর দাসীরূপে গৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভের সেবিকা। অতএব তাঁহার আবির্ভাব-তিথিতে বিপ্রলম্ভের শব্দ-ভাণ্ডারের সেবাও প্রকৃত শ্রীসরস্বতী-পূজা। ঐ দিবস জড়সম্ভোগবাদী ও নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায় অপরা বিদ্যার পূজা করেন করুন, ঢক্কাবাদ্যে তাঁহারা জড়াকাশ—কর্ণপটহ বিদীর্ণ

করেন, করুন ; কিন্তু আমরা শ্রীসরস্বত-তীর্থের মূল পূজারীর আনুগত্যে তাঁহার বৃহৎ মৃদঙ্গের ধ্বনি অনুসরণ করিয়া সরস্বতী-পূজার গোকুল-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিব এবং রাধী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে যাহাতে বাণীবল্লভের পাদপদ্মের পুষ্পাঞ্জলি-সম্ভারের একটি পরাগও প্রাপ্ত হইবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের ডালির সংস্পর্শ লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিব। এ বৎসরের সরস্বতী-পূজায় ইহাই আমাদের সঙ্কল্প-মন্ত্র হউক। যদিও পুষ্পকে বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে আধ্যক্ষিক দ্রষ্টার হৃদয়ে ব্যথা লাগে, অথবা অন্তঃসত্ত্ব বৃক্ষের ব্যথা অনুভূত হয়, তথাপি তাহাতে ধরিত্রীর সুখ হয়, আর সর্ব্বাপেক্ষা সুখ হয় অর্চ্চকের পুষ্পকে ভগবানের পাদপদ্মে ডালি দিয়া। বিমুখ আমরা, কৃষ্ণ-পাদপদ্মে সর্ব্বাত্মনিবেদন করিতে বড়ই ব্যথা অনুভব করি; কেন না, স্বরূপের উপলব্ধি হয় নাই। কিন্তু যিনি শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী-পূজার প্রকৃত মূল পূজারী, তিনি বিরূপগ্রস্ত জীবের দুঃখ-দুঃখে নির্দ্দয় হইয়া আমাদের স্বরূপের প্রকৃত সুখ—শ্রীব্যাসবল্লভের ইন্দ্রিয়সুখকেই সর্ব্বোপরি স্থান প্রদান করেন। তাই পুনরায় মূল পূজারীর শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা—নৈসর্গিক বিমুখতা-নিবন্ধন যদিও শ্রীব্যাসবল্লভের পাদপদ্মের অঞ্জলীয় কুসুম-পরাগত্ব প্রকটন-প্রয়াসে আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক, তথাপি হে অহৈতুক-কৃপাসিন্ধি, পরদুঃখদুঃখিন্, সংকীর্ত্তন-যজ্ঞের পুরোহিতপ্রবর, আপনি কৃপাদৃষ্টি-সম্পাতে আমার চিত্তের মলিনতা বিধৌত করিয়া আপনার আরাধ্য দেবতার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করুন।

শ্রীব্রজবিজয়াভিযানের পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী *

"নদী পারের জন্য যেরূপ একটা boat, একটা যাকি রাখ্‌তে হয়, সেইরূপ একটা গুরু রাখাও দরকার"—এইরূপ ভাবে যাঁ'রা গুরু ক'রেছেন, তাঁ'দের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁ'রা আমাকে ভোগা দিয়েছেন, সুতরাং নিজেরাও ভোগায় প'ড়্‌বেন। আমি তাঁ'দের জন্য-জন্য বঞ্চিত ক'র্‌বো। তাঁ'রা দুনিয়ার জিনিষ নিয়ে স'রে প'ড়্‌বেন।

রাজা রক্ষার জন্য একটা রাজারও দরকার, আবার রাজাকে সোরস্ত করার জন্য B • • এরও দরকার। B • • • • • • • রাজাকে বলেন—"you are seeking private happiness while we are seeking public happiness"; কিন্তু আমরা বলি—"We want neither public nor private happiness, we do want only Krishna's happiness." Rulersদের একটা sectarian happiness, Congress ওয়ালাদেরও আর একটা sectarian happiness. আমরা কোন sectarian happinessএ যোগদান করিব না। আমরা কৃষ্ণের happinessএর partyতে যোগদান করিব। আমরা একলকৃষ্ণের উপাসক নহি। একল গুরুর উপাসকও নহি। আমরা Entourageএর সহিত কৃষ্ণের উপাসক। কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। গুরুদেব কৃষ্ণের বস্তু আত্মসাৎ করেন না বলিয়াই তিনি গুরু, যে বা যাহারা আত্মসাৎ করে, তাহারা লঘু।

যাঁ'রা নদীপারের জন্য boat রাখ্‌বার মত একটা গুরু ক'র্‌বার অভিনয় ক'রেছেন, তাঁ'রা কেহ কেহ আমাকে বলেন—"We may submit to you on spiritual matter"; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আমরা হরিবিমুখ public partyকে follow ক'র্‌ব; কারণ, আপনি জাগতিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ।" কিন্তু আমাদের বিচার-ধারা তা' নয়; কৃষ্ণসেবার অনুকূল ব্যতীত আমরা কোন জাগতিক বিষয় বা জগদতীত বিষয় গ্রহণ করি না।

---

* ১৮।১২।৩১ তারিখে প্রাতঃকালে অর্থাৎ শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ব্রজাভিযানের ১০ দিন পূর্ব্বে বাগবাজার-শ্রীগৌড়ীয় মঠে নিজ-ভজন-গৃহে উপবিষ্ট থাকিয়া লক্ষ্য করিয়া এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল কথা বলিতে বলিতে শ্রীল প্রভুপাদের ভাবান্তর হইয়াছিল এবং শ্রীল প্রভুপাদ কথাগুলি খুব জোরের সহিত বলিয়াছিলেন। বলিতে কি, অপ্রকাশ-প্রবেশ-লীলা করিবার পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদের ইহাই একপ্রকার শেষ বিস্তৃত উপদেশ। এই সকল উপদেশ-কীর্ত্তনকালে কএকজন পাশ্চাত্য ভক্ত ও গৌড়ীয়-সন্ন্যাসক উপস্থিত ছিলেন। গৌড়ীয়-সন্ন্যাসক তখন সঙ্গে সঙ্গে কাগজে সেই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই অপ্রকাশিত উপদেশগুলি বর্ত্তমানে প্রকাশিত হইল।—গৌঃ সঃ

তাঁরা মনে করেন,—"অভক্তদের যেমন একটা party, হরি-গুরু-বৈষ্ণবদেরও তেমন আর একটা party" কিন্তু আমাদের কথা হ'চ্ছে—"হরি-গুরু-বৈষ্ণবদের মধ্যে কোন party feeling নাই ; তাঁরা অভক্তগণের সহিত পাল্লাদার নহেন। অভক্তদের সহিত প্রতিযোগিতা ক'রে আমাদের জগতে বড় হ'বার কোন সাধ নাই। আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যে শ্রীরূপ, তাঁর পাদপদ্মের ধূলি হওয়া—

আশ্লেষান্বপুরং পিনষ্টু মাং যদ্বা তদা লম্পটঃ
শ্রীমদ্রূপপদাম্বুজস্থধূলিঃ স্যাং জন্ম-জন্মনি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট—শ্রীরূপের নিকট "আমি খুব 'বড় আমি'—আমি খুব বুদ্ধিমান আমি, আমি গুরুর গুরু, আমি বৈষ্ণবের গুরু"—এই বিচার নিয়ে যাঁরা উপস্থিত হন, তাঁরা শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুর পদধূলি হওয়ার মহিমা বুঝতে পারেন না। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ঐরূপ বুদ্ধিকে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত ক'রে দিয়েছেন। তাই আমরা শ্রীরূপের নিকট এই কথা শিক্ষা ক'রেছি—

"বিধেহি ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়ার্দ্রা
গতির্বিহ ন ভবতঃ কাচিদন্যাপি মমাস্তি।
নিপত্য তু শতকোটিনির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তলপি কিল পয়োদস্যুয়তে চাতকেন।"

আমাদের একমাত্র firm determination,—

"আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে ?"

আমাদের শ্রীরূপের কথা হ'চ্ছে—

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।"

আমি কখনও জনসঙ্গ করি নাই। আমার গুরুপাদপদ্মের চতুর্দ্দিকে অনেক বিজাতীয় ব্যক্তি অবস্থান ক'র্‌তেন। বোকা লোক মনে ক'রেছে—'ইনি বিজাতীয় লোকের সঙ্গ করেন, তা'দিগকে আদর করেন, সকল সময়ে তা'দিগকে নিয়ে থাকেন।' প্রকৃত-প্রস্তাবে তিনি ঠিক তা'র উল্টো ক'রেছেন ; যাঁদিগকে তিনি বড় বাইরের দিকে আদর ক'রেছেন, তাঁরা তত্তই বঞ্চিত হ'য়েছে। কারণ, ফল দেখেই বৃক্ষ চেনা যায়। যাঁদের বিষয়-বাসনা দূর হয় নাই, তাঁরা আমার গুরুপাদপদ্মের সঙ্গ করেন নাই, তাঁর দর্শনই পান নাই। শ্রীমদ্ভাগবত প'ড়্‌তে গিয়ে যদি আমরা Geography ও Astronomy প'ড়্‌তে যাই, তা' হ'লে আমাদের অন্য জাতীয় আশয় প্রমাণিত হ'বে। সেরূপ সাধুকে ও গুরুকে দেখ্‌তে গিয়ে যদি তাঁর পাণ্ডিত্য, চেহারা, কর্ম্মপটুতা প্রভৃতি study ক'র্‌তে যাই—সাধু ও গুরুর কাছ থেকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ আদায় ক'র্‌তে চাই, তা' হ'লে আমার অন্য জাতীয় আশয় আছে। শ্রীরূপের ভৃত্যগণ সেরূপ বিজাতীয়-আশয় আমার সঙ্গ করেন না, আমাকে জগতের জিনিষ দিয়ে বঞ্চনা করেন—

"অবেদবদ্ভগবতা ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।"
(ভাঃ ৫।৬।১৮)

Because the Bhagawata does not know Geography and Astronomy, তা' ব'লে ভাগবতকে neglect ক'র্‌ব না। 'কেবল spiritual adviceই ভাগবত থেকে নেবো, আর অন্যান্য কার্য্য কৃষ্ণবিমুখ publicএর advice নিয়ে ক'র্‌ব'—ইহা যাঁরা বলেন, তাঁরা অন্যজাতীয় আশয়। শ্রীরূপের "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্"—এই শ্লোকে প্রতিষ্ঠিত ন'ন—তাঁরা গুরুপাদপদ্মে শরণাগত ন'ন। Mundane workগুলিও কৃষ্ণসেবার অনুকূলেই ক'র্‌বো, উহা কখনই কৃষ্ণবিমুখ public-এর অনুকূলে ক'র্‌বো না।

কৃষ্ণ-সেবার জন্য কোন্‌টা গ্রহণ এবং কোন্‌টা গ্রহণ ক'র্‌তে হ'বে না, সর্ব্বক্ষণ সে বিচার রাখ্‌তে হ'বে। তা'র criterion হ'চ্ছে—কৃষ্ণসেবার আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য বিচার। আমরা private বা publicএর বোকামির মধ্যে কখনই ঢুক্‌বো না। S • • Dey, S • • Basu, B • •, K • •, P • • আমি হ'ব না। তবে ঐগুলির advantage নিয়ে—ঐগুলিকে ভোগ দিয়ে যত অভিমন্যু, উলূচণ্ডীর পূজকগণ—সকলকে ভোগ দিয়ে গোপীজন-বল্লভের পূজা ক'রবো। If we can forsake everything that stands against my Guru's Beloved's interest, we will be ultimately victorious. সকল বস্তুর মধ্য থেকেই আমরা pick-up ক'র্‌বো—হরিসেবার অনুকূল ; unethical to the extreme হউক, তাহাও হরিসম্বন্ধি হ'তে পারে। আমি বা • • দত্তের মত Ethics-

এর পক্ষপাতী নই—যে পাশ্চাত্যরূপ Ethics আমার কৃষ্ণকে কেলখানায় পূর্তে চায়। কৃষ্ণ—সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র।

'গৌরবিরোধী নিজ-জনে জানি পর'। গৌরসেবাই আমার একমাত্র interest. 'We have higher method of living' ব'লেই যে তা'রা বড় হ'য়ে গেল, তা' নয়। পাশ্চাত্য-জাতিগণ ব'লছেন—We have greater guns. এরূপ Hitlerismএর বড় হওয়ার ধারণা নিয়ে আমাদের মধ্যে যাঁ'রা ব'লছেন—'আমি খুব লোককে মাতাতে পারি, সুতরাং আমি বড়, আমি বৈষ্ণবগণের উপর প্রভুত্ব ক'রতে পারি, সুতরাং আমি বড়', তাঁ'দের আমি 'বড়' বলি না। যাঁ'র একমাত্র গৌরসেবার interest, তাঁ'কেই একমাত্র বড় ব'লবো। তিনি আপনাকে সর্বাপেক্ষা লঘু বিচার করেন।

কেহ কেহ ব'লছেন—গীতাতে তিন গুণের কথাই আছে; সুতরাং তিন গুণকেই গীতা প্রশ্রয় দিয়েছেন। কেহ কেহ ব'লছেন—কর্ম, জ্ঞান, যোগ—এমন কি, অন্যাভিলাষকে পর্য্যন্ত গীতা সমর্থন ক'রেছেন। কিন্তু আমরা তা' বলি না, গীতায় একমাত্র অব্যভিচারিণী ভক্তিকেই সমর্থন ক'রেছেন। আর বাদবাকীগুলিকে বিজাতীয়াশয় জেনে বর্জন ক'রেছেন, কৃষ্ণসেবার কথঞ্চিৎ অনুকূল হ'লে একটা স্থান দিয়েছেন মাত্র। কতকগুলি লোক আমাদের কাছে এসে ব'লছেন যে, আমি তাঁ'দের বিজাতীয়াশয়কে সমর্থন ক'রছি। আমি সেরূপ সমন্বয়বাদী নই, যাঁ'রা আমাকে যেরূপ মুদ্রা দিয়েছেন, তাঁ'দের সেই মুদ্রা দিয়েই তাঁ'রা পুরস্কৃত হ'বেন।

Spirituality একটা আলাদা জিনিষ, আর present-day-mentality আর একটা পৃথক্ জিনিষ। সুতরাং "আপনার কাছ থেকে কেবল ধর্মের উপদেশ শুনবো, আর নিজের বুদ্ধিকে গুরু ক'রে জগতে বিচরণ ক'রবো"—যাঁ'রা এরূপ বলছেন, তাঁ'দের বিচার অর্দ্ধকুটী-ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। "As I keep my boats, so I keep my master". এই mentality প্রচ্ছন্নভাবে যাঁ'দের হৃদয় অধিকার ক'রেছে, তা'রা আমার কাছে আসে নাই। South Sea-bubble এর মত বা ইংলণ্ডের ইতিহাসের South sea companyর মত তা'রা দু'দিনের জন্য খুব মাথা গজিয়ে উঠ্‌বে—'বড় আমি' অভিমানে মত্ত হ'বে; কিন্তু কিছুদিন পরেই তা'রা উপে' যা'বে। তাউই যাহা খুব তাড়াতাড়ি খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু নিভে যায়। গুরুপাদপদ্মের সেবক এরূপ নয়।

Final goal must be settled first. All happiness should lead to the Absolute fountain head. কর্ম্মকাণ্ডীয়ের চেষ্টাকে অনেকে Indianism মনে করেন, but we don't subscribe to such Indianism. We should not subscribe to non-Indianism also, that will go to the happiness of mankind. We take all for the happiness of Krishna. We do not admire black skin or white skin. We only say and will always say that Absolute should be served. The words uttered by my Gurudev Sree Rupa Goswami is perfect. I pray to all that they will help me in the service of my Sree Gurudev Sree Rupa. My Gurudev has no other idea but to serve the Fountain head. The very treasure of Satchidananda Vigraha, the very treasure of Satchidananda Rasa is with my Gurudev. So we must not consider that Rupa Goswami was a fool as he had no chance of knowing modern scientific development, Astronomy and Geography.

পরব্রহ্মভাবকর্ম্মাদি ন প্রশংসে পরীহয়ে।

বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥ ভাঃ ১১।২৮।১

জগতের সমস্ত লোক আমাকে নিন্দা করেন করুন বা প্রশংসা করেন করুন, আমি যেন শ্রীরূপের পাদপদ্মের সমস্ত পদধূলিস্থ হ'তে বঞ্চিত না হই। How I can get rid of time and space, how can I get rid of empiricism or impersonalism? শ্রীরূপের পাদপদ্মের ধূলি হ'তে পারলেই উহা সম্ভব, নতুবা অন্য উপায় নাই, নতুবা কিছুতেই আধ্যক্ষিকতা দূর হ'তে পারে না। I want rather to follow শ্রীরূপ, I want to become the eternal dust of His lotus Feet than a British Lion, a Russian bear or anything of the world. আমি দম্ভে তৃণ ধারণ ক'রে সকলের নিকট এই কথা বলি,—শ্রীরূপের পাদপদ্মের একটি পরাগ হ'বার অনুকূলে তোমরা আমাকে সাহায্য কর, তোমাদেরও মঙ্গল হ'বে।

বাল্যকালে ধর্ম্মশিক্ষা-বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ *

ইংরাজী ১৯৩০ সনের ১লা জুলাই। পুরীর শ্রীপুরুষোত্তম মঠের তপমোহনে শ্রীল প্রভুপাদ উপবিষ্ট আছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু, গৌড়ীয়-সম্পাদক ও মঠস্থ কতিপয় ব্রহ্মচারী উপস্থিত আছেন। এতদ্ব্যতীত স্কুল ও কলেজের দুইজন ছাত্র যাঁহারা মঠে অবস্থান করেন, তাঁহারাও তথায় উপস্থিত আছেন। সেই ছাত্রদ্বয় কতটা শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্যের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদ প্রশ্ন করিয়া তাহা পরীক্ষা করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ—আচ্ছা, ন—তোমাকে যদি প্রশ্ন করি, তুমি যে এতদিন শুনছ, মহাপ্রভুর বিষয়ে তোমার কি ধারণা হ'য়েছে? শ্রীচৈতন্যদেব কে বল দেখি?

ছাত্র—তিনি ভগবান্।

প্রভুপাদ—তাঁর বিষয়ে তুমি কি কি জান?

ছাত্র—(নীরব)

প্রভুপাদ—ভগবানের সহিত মানুষের সম্বন্ধ কি?

ছাত্র—(নীরব)

প্রভুপাদ—বহু পূর্ব্বের কথা। যজ্ঞেশ্বর বসুর বাড়ী ছিল রাণাঘাটে আর দীনবন্ধু সেনের বাড়ী ছিল ইছাপুরে। এঁরা ছিলেন ইন্‌স্পেক্টর। এই দুই ব্যক্তির ইচ্ছা ছিল, অত্যন্ত শিশুদিগকে পরমার্থ শিক্ষা দেওয়া হউক—যেমন, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের বালকেরা ধর্ম্মের কথা শিক্ষা করে। যজ্ঞেশ্বরবাবু ও দীনবন্ধুবাবুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কতকগুলি পুস্তক লিখেছিলেন। বৈষ্ণব গৃহস্থগণের ছোট ছেলে-পিলেরা যা'তে প্রথম থেকেই ধর্ম্মের কথা শিখা ক'র্‌তে পারে। পুস্তকের নাম দিয়েছিলেন—'ধর্ম্মশিক্ষা'। বিভিন্ন স্তরের শিশু পাঠকগণের জন্য 'ধর্ম্মশিক্ষা' প্রথমভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয়ভাগ রচিত হ'য়েছিল। সবগুলিই ছাপা'ন হয় নাই, manuscript (পাণ্ডুলিপি) তৈয়ারী ছিল। Manuscriptগুলি কোথায় আছে, আপনি (গৌড়ীয়-সম্পাদককে লক্ষ্য করিয়া) তা' খুঁজে নিতে পারেন। (ছাত্রকে লক্ষ্য করিয়া) বলত—মহাপ্রভু ব'ল্‌লেই বা কি বুঝায় আর ভগবান্ ব'ল্লেই বা কি বুঝায়, কা'কে ভগবান্ বলে?

ছাত্র—সকলেই যাঁ'কে পূজা করে, তিনিই ভগবান্।

প্রভুপাদ—(কলেজের ছাত্রটির প্রতি) এই কথাগুলির মধ্যে কি অভাব থাকল, বল দেখি?

কলেজের ছাত্র—(লজ্জায় অধোবদন)

প্রভুপাদ—তা' হ'লে ভগবান্ কি লজ্জাবৃত, বা ভগবানের সেবকগণ কি লজ্জাদ্বারা আবৃত? অ—চক্রবর্ত্তী যে স্কুলে প'ড়্‌তে গিয়েছে, তা'দের প্রতিও বোধ করি, এই সকল প্রশ্ন হয়। আমরা যখন স্কুলে প'ড়্‌তাম, তখন আমাদের Physics পড়াতেন C. Little সাহেব। তিনি কিন্তু নিজে Mathematicsএর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একবার, দু' বার, তিনবার reading প'ড়তেন। প'ড়েই ব'ল্‌তেন 'তোমরা, বোধ করি, বুঝতে পেরেছ?' তিনি first,second, third ছাত্রদের নাম list ক'রে রাখ্‌তেন। আর সেই তালিকা দেখে' প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রতেন। একদিন তিনি ক্লাসের বাইরে কএকটি ছেলেকে বাইবেলের কএকটি উপদেশের কথা জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আমার সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই সেই কথা ব'লতে পা'রলো না। কেউ কেউ বা সে সকল কথা আলোচনা ক'রতে লজ্জা বোধ ক'রলো। আমি কিন্তু সাহেবের সম্মুখীন হ'য়ে ব'ল্লাম—'আপনাদের শাস্ত্রে যে "Give us our daily bread" প্রভৃতি প্রার্থনা আছে, তা' এদেশের বিদ্ধ-শাক্তেয়বাদিগণের বিচারের ন্যায়। যিনি পরমেশ্বর, যিনি ভগবান্, তিনি আমাদের বহির্ম্মুখতার সেবক ন'ন। পরমেশ্বরের নাম ক'রে যাঁ'রা তাঁ'কে দিয়ে নিজের সেবা করা'তে চান, তাঁ'দের হৃদয়ে 'ভক্তি' ব'লে কোন জিনিষ নাই। ভক্তির যিনি বিষয়, তিনিই ভগবান্।

(ছাত্রটিকে লক্ষ্য করিয়া) মহাপ্রভুকে তুমি ভগবান্

* গৌড়ীয়-সম্পাদকের নিকট হইতে।

ব'লতেন। সেই ভগবানের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি কা'রও সেবক হ'ন না। তিনি স্বাধীন, তিনি স্বরাট্। আমরা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট অতি শিশুকাল হ'তে মহাপ্রভুর বৈশিষ্ট্যের কথা শুনেছি। তিনি ব'লতেন—ভগবানের অহৈতুকী সেবার বৈশিষ্ট্যে যা'দের লোভ, রুচি ও আদর আছে, তা'রাই অনভিজ্ঞতা অতিক্রম ক'রতে পারে। তিনি আমাদিগকে খুব শিশুকাল হ'তে হরিনাম কর্‌বার প্রণালী শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমাদের অতি শিশুকালেই নামাপরাধ, নামাভাস ও নামের বৈশিষ্ট্যের কথা শুন্‌বার অবসর হ'য়েছিল। তিনি খুব বেশী লেখা-পড়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ব'লতেন—বেশী লেখাপড়ার গরমে লোকের বুদ্ধিশুদ্ধি অনেক সময় নষ্ট হ'য়ে যায়—অহঙ্কার বৃদ্ধি পায়। হরিসেবার অনুকূল শিক্ষা না হ'লে সেই শিক্ষার কোন মূল্য নাই।

" ছাত্র—লেখাপড়া না শিখ্‌লে কি ক'রে শাস্ত্র পড়া যা'বে ?

প্রভুপাদ—আমরা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও পরমহংস-বাবাজীর আদর্শ-চরিত্র দেখেই সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য শিক্ষা ক'রেছি; ধাতু-প্রত্যয় বা ব্যাকরণের পাণ্ডিত্য-দ্বারা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝা যায় না। যদি হোত, তা'হ'লে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণই শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে পার্‌তেন। পৃথ্বীধর পর্ব্ব আমাকে 'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী' পড়িয়েছিলেন। আমি তাঁ'র কাছে তিন মাসে সমগ্র ব্যাকরণ সমাপ্ত ক'র্‌লাম। তিন দিনে 'সন্ধি' পড়া শেষ হ'য়ে গেল দেখে' তিনি আমাকে ব'ল্‌লেন—"এত শীঘ্র সন্ধি-পাঠ শেষ করা উচিত হয় নাই—আমাদের অনেক সময় লেগেছিল। কাশীতে জীবনাবধি পাণিনি প'ড়তে হয়। পাণিনি প'ড়তে প'ড়তে মৃত্যু হ'লে মোক্ষ-লাভ হয়।" আমি তখন আমার অধ্যাপককে ব'ললাম,—"তা'হ'লে আজ থেকেই আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ ক'র্‌লাম। আমার জীবনের উদ্দেশ্য ব্যাকরণ-পাঠ বা মোক্ষলাভ নয়। আমার জীবনের ব্রত—হরিজন ও হরির প্রীতি-লাভ।" তাঁ'র সঙ্গে এই মতভেদ হওয়ায় পাণিনি পড়া সেদিন থেকেই ছেড়ে দিলাম। তখন আমি অধ্যাপনা ক'রছি, আমার সারস্বত-চতুষ্পাঠী আছে। আমরা অতি বাল্যকাল থেকে শ্রীরূপের তৃষ্ণাদুকূলেত্র দাসের কর্‌বার জন্য লোভ-বিশিষ্ট হ'য়েছি। কৃষ্ণনগরের গলিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিশ্ববৈষ্ণব-সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ সভায় প্রতি রবিবারে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুগ্রন্থ ব'য়ে নিয়ে যেতাম। তিনি সভায় ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর যে-সমস্ত ব্যাখ্যা ক'রতেন, সে সমস্ত শুন্‌তাম। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জগতে যে-সকল কথা ব'ল্‌তে এসেছিলেন, তা তাঁ'র সময়ের কেউ গ্রহণ ক'রতে পারে নাই। বিশ্ববৈষ্ণব-সভায় অনেক প্রাকৃত-সহজিয়া আস্‌তেন। তাঁ'দের হৃদয়ে নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ ছিল।

শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীল প্রভুপাদ*

[স্থান—শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন, শ্রীধাম-মায়াপুর ; কাল—১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ সন্ধ্যা, শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসর]

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥
(ভাঃ ১।১।১)

এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ-কার্য্য অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে যে পরমেশ্বর হইতে সাধিত হয়, যে পরমেশ্বর জগৎকর্ত্তৃত্বে সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাতা, যাঁহাতে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান স্বয়ং বিরাজমান্ এবং যিনি আদি কবি ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্ত্তন করিয়া তত্ত্ববস্তু প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে পরমেশ্বর-তত্ত্বে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মোহপ্রাপ্ত হন, তেজঃ, জল, মৃত্তিকাদির পরস্পরের মধ্যে একের পরিবর্ত্তে অন্য বস্তুর সত্যবৎ প্রতীতি হইবার ন্যায় যে পরমেশ্বরে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অবস্থান সত্যের ন্যায় প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ যাঁহাতে জড়ধর্ম্ম অসম্ভব, সেই নিরস্তকুহক পরম-সত্য অন্বয়জ্ঞান পরমেশ্বর-বস্তুরই আমরা ধ্যান করি। গুরুপাদপদ্ম শ্রীব্যাসদেব পরমেশ্বরেরই ধ্যান-শিক্ষা দেন।

* শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকাশিত ভাষণ।—পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণতীর্থ-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

শ্রৌতপথ-বিরোধী মায়াবাদী, শ্রীধাম-বিরোধী ধামাপরাধিগণ ও যাহারা স্বয়ং শ্রীগুরুদেবের আসন অধিকার করিবার দুষ্ট আশা পোষণ করে, তাহারা অসুর। তাহাদের নিকট সাধু-গুরু-শাস্ত্র-বাক্য সকলই বৃথা। সেই সকল পাষণ্ডের প্রতি দুর্ব্যবহার কখনই সঙ্গত নহে। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ পাষণ্ডিনো নেজ্যদ্রুহঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা॥
(ভাঃ ১০।৬৮।৩১)

শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস—গুরুদেবের কার্য্য যে, শিষ্যকে কৃষ্ণতত্ত্বের পূর্ণ-সন্ধান-প্রদান, তদ্ধেতু যোগ বস্তুর পরিচয় বলিতেছেন—

যোগং সমাধিভবয়মভীষ্টযোগৈ-
স্তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপালভবাব্ধি-পোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মী
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।

গুরুসম্বন্ধে পরমসত্যবস্তুর ধ্যানই প্রয়োজন। মুক্তাবস্থায় সহজ-সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে পরমেশ্বরের ধ্যান অসম্ভব। যে স্থলে মায়া কর্ত্তৃক জীবসত্তার আবরণ ও বিক্ষেপ হয়, তথায় ধ্যানটি অনিত্য কার্য্য এবং তাহা জড়েরই ধ্যান-ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে-স্থলে ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয়ের নিত্যাস্তিত্ব বা সচ্চিদানন্দময়তা নাই, তথায় নির্ব্বিশেষগতিই লভ্য।

আমরা নবধা ভক্ত্যঙ্গের পীঠ-স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপ-ধামের সেবার কথা আলোচনা করিতেছিলাম। এই শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের প্রত্যেকটি দ্বীপে অনতিবিলম্বে তত্তদ্ভক্তির আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহগণের সেবা প্রকটিত হউক। নবধা ভক্তি-যাজন-ফলে কোন্ ভক্তের কি বস্তু-সিদ্ধি হইয়াছিল, তাহা 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে কথিত আছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ, পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশুকদেব প্রভৃতি সকলেই যে, উত্তমা ভক্তি-যোগে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও উক্ত হইয়াছে।

শ্রীবিষ্ণোঃশ্রবণে পরীক্ষিদবতৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥

পরীক্ষিৎ রাজা শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণে, শুকদেব তৎ কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ তৎস্মরণে, লক্ষ্মী তদঙ্ঘ্রিসেবনে, পৃথুরাজ তৎপূজনে, অক্রূর তদভিবন্দনে, কপিপতি হনুমান্ তদ্দাস্যে, অর্জ্জুন তৎসহ সখ্যে এবং বলি তাঁহাকে সর্ব্বস্ব ও আত্মনিবেদনে শ্রেষ্ঠরূপে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীমৎ প্রহ্লাদ মহারাজ এই নববিধা ভক্তির কথাই কীর্ত্তন ও উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥
(ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র। আদিগুরু ব্রহ্মা আত্মনিবেদন-ক্ষেত্রে স্বয়ং নারায়ণের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তদীয় কৃপা লাভ করেন। তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বহৃদয়ে ভগবান্ চতুঃশ্লোকী ভাগবত প্রকট করেন। এই অন্তর্দ্বীপে বলিমহারাজ আত্মনিবেদনাখ্য ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করেন। আত্মনিবেদন-ব্যতীত কোন ভক্ত্যঙ্গই সাধিত হইতে পারে না।

সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণাখ্য ভক্তির পীঠস্বরূপ। এই স্থানে পরীক্ষিৎ মহারাজ শুকদেবের নিকট ভাগবত শ্রবণ করেন। পার্ব্বতীদেবী বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর নিকট গৌরভাগবত শ্রবণ করেন। সদ্গুরু-পাদপদ্মে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক তদীয় শ্রীমুখ-নিঃসৃত বৈকুণ্ঠবাণী-শ্রবণে অতি শীঘ্রই ফলোদয় হয়।

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ—কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির পীঠ। শ্রীমৎ গোস্বামিপ্রভু গোদ্রুমদ্বীপে নিত্য বাস করেন। শ্রীশুকদেব এই স্থলে পরীক্ষিতের নিকট ভাগবত-বাণী কীর্ত্তন করেন। পরীক্ষিতের অপর নাম 'বিষ্ণুরাত', যেহেতু ভগবান্ পরীক্ষিৎকে গর্ভস্থ অবস্থায় স্বয়ং রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। তিনি প্রত্যেক বস্তুতে "ইনিই কি আমার সেই আরাধ্য শ্রীহরি?" এইরূপ পরীক্ষা করিতেন বলিয়া 'পরীক্ষিৎ' নামে অভিহিত। মুক্তপ্রদেশে

মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত 'কুধারঘেড়ি' নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ 'শুকরতল' নামক তীর্থে শুকপরীক্ষিৎ-সংবাদরূপ ভাগবত-কথা অবতীর্ণ হন। পরীক্ষিৎ মহারাজের রাজ্যপালন ও শত্রুদমনাদি-কার্য্যও ভগবৎসেবার অনুকূলেই সাধিত হইয়াছিল। শ্রীশুকদেব ও পরীক্ষিৎ মহারাজের কৃপায় অদ্য পর্য্যন্ত ভাগবত-ধারায় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রবাহিত রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকদ্বয়ে পরম সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব নিহিত হইয়াছে। যাহারা বলি ও পরীক্ষিৎ মহারাজের অনুসরণে এই অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক শ্রীগুরুমুখবাণী শ্রবণ করে না, তাহারা দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয় অথবা কাম-ক্রোধাদি রিপুর তাড়নায় বহু সপত্নীকর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে আকৃষ্ট গৃহপতিবৎ দুর্দ্দশা লাভ করে।

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণঃ কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্বাঃ সপত্ন ইব গেহপতিং লুনন্তি।
(ভাঃ ৭।৫।৩০)

হে অচ্যুত! জিহ্বা তৃপ্ত না হইয়া একদিকে অর্থাৎ যেদিকে মধুরাদি রস সেইদিকে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে, এইরূপ শিশ্ন অন্যদিকে, ত্বক্ আর একদিকে আকর্ষণ করিতেছে। উদর ক্ষুধায় সন্তপ্ত হইয়া যে-কোন আহারের প্রতি এবং শ্রবণ, ঘ্রাণ ও চঞ্চল চক্ষু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি, কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল বিভিন্ন কর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে। সপত্নীগণ যেমন গৃহপতিকে আকর্ষণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করে, এই সকল ইন্দ্রিয় সেইরূপ বিভিন্ন বিষয়ে আকর্ষণ করিয়া আমাকে বিব্রত করিতেছে।

মায়ার আকর্ষণে, ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে বা জগতের আকর্ষণে পড়িলেই সর্ব্বনাশ। মায়ার টানে জীবের গলে কর্ম্মফাঁস পড়িয়া যায় আর কৃষ্ণের আকর্ষণে জীবের সর্ব্ব-প্রকার বন্ধনের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ হইয়া পরমমঙ্গল লাভ হয়। কোন ভাগ্যফলে যদি কৃষ্ণের আকর্ষণে পড়া যায়, তবেই সুবিধা।

মধ্যদ্বীপ—স্মরণাখ্য ভক্তি-যাজনের স্থান। প্রহ্লাদ মহারাজ বিষ্ণুস্মরণে তদীয় শ্রীপাদপদ্ম লাভ করেন। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ আমাদের বিষ্ণুবিস্মৃতিকে বিদূরিত করুক। তিনি হরিবিমুখ গৃহব্রত-ধর্ম্মের তীব্র গর্হণ করিয়াছেন—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিত-চর্ব্বণানাম্।
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।
(ভাঃ ৭।৫।৩০—৩১)

বিষ্ণুবিস্মরণে জীবের সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলের উদয় হয়। গৃহমেধী, দুরাশয়, বহির্মুখগণের কস্মিন্ কালেও মঙ্গল হয় না। অধঃপতনপ্রবৃত্তিই অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবা-রসে নিমজ্জিত করায়। ভগবৎস্মৃতি হইতেই জীবের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তি-
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্।
তান্যাশু স্বর্ধর্ম্ম চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজতোঽনুবৃত্ত্যেহ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ।
(ভাঃ ১।৫।১৭)

দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তি যে হরিবিমুখতা-বশতঃ শোচনীয় গোখরত্ব লাভ করে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বহুবার গীত হইয়াছে।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥
(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

দেহাত্মবুদ্ধি-বশতঃই বিষয়-ভোগ-স্পৃহা উদিত হয়। এইজন্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
কনক কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যা'রে সেই ত' বৈষ্ণব।

Three things must be shunned—কনক, কামিনী and প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা-কামী সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিষয়ী ও অসাধু।

যাহারা চর্ম্মচক্ষুর বিচার, বর্ণাশ্রমের কৃত্রিম বিচার অথবা প্রাকৃত বিচারে প্রতিষ্ঠিত, তাহারা কোন ক্রমে হরিভক্তির সন্ধান জানে না। Neither a Shudra nor a Brahman can be a true devotee. We must dissociate ourselves with জাতিবুদ্ধি to a Vaishnava and worldly associations. We should neither be salvationist. All gnostics are foolish. All empirical and worldly rational views must be abandoned. Political ideas and wrong ideas of God must be avoided. There is no jealousy in Transcendence. Question of জাতিবুদ্ধি to a বৈষ্ণব and creed should be avoided at first. Karmins consider themselves as very intelligent. But Karma is criticised by Jnana. Karma is nothing but gratifying one's own senses and the senses of others.

জগতে শ্রীচৈতন্যদেবই কৃষ্ণ-ভজনটিই যে জীবের সর্ব্বোত্তম বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, ইহা আচার ও প্রচার করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপ ও তটীয় আরাধকের সর্ব্বোত্তম বুদ্ধিমত্তা বা সুমেধা এইরূপ কথিত হইয়াছে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
(ভাঃ ১১।৫।৩২)

যাঁহার মুখে সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর,—সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং', অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু বাহিরের দিকে কৃষ্ণ নহেন; শ্রীরাধার ভাব-কান্তিতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ ঢাকা—তিনিই শ্রীগৌরসুন্দর। 'অঙ্গ' বলিতে—শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। উপাঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গের সমীপভাগ। এস্থলে শ্রীগদাধর, শ্রীশ্রীবাসাদি বুঝিতে হইবে। যাঁহারা কলিযুগে শ্রীগুরু নিত্যানন্দের আনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরকে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করেন, তাঁহারাই সুমেধা। অন্য সকলেই কুমেধা বা কুবিদ্বান্।

শ্রীনবদ্বীপ—নবধা ভক্তির পীঠ স্বরূপ। শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতকে 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন'—এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। অভিধেয় নবধা ভক্তিকে তিন ভাগ করিলে প্রথমাভিধেয়, দ্বিতীয়াভিধেয় ও তৃতীয়াভিধেয় রূপ বিভাগ উদয় হয়। প্রথমাভিধেয়ে আত্মনিবেদন, শ্রবণ ও কীর্ত্তন। দ্বিতীয়াভিধেয়ে পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, এবং তৃতীয়াভিধেয়ে স্মরণ, দাস্য, সখ্য ভক্তির উদয় হয়।

কোলদ্বীপ—পাদসেবনাখ্য দ্বীপ। এই স্থানে শ্রীলক্ষ্মীদেবী শেষশায়ী শ্রীবিষ্ণুর পাদসেবনদ্বারা পাদসেবন শিক্ষা দেন। কমলদ্বীপ—অর্চ্চনাখ্য দ্বীপ। এই স্থলে পৃথুমহারাজ অর্চ্চনাখ্যা ভক্তি শিক্ষা দেন।

জহ্নুদ্বীপে মহর্ষি অক্রূর বন্দনাখ্যা ভক্তি শিক্ষা দেন। মোদদ্রুমদ্বীপে বহুরূপী শ্রীরামচন্দ্রের একনিষ্ঠ সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া দাস্যভক্তি শিক্ষা দেন এবং রুদ্রদ্বীপে ভগবৎপ্রিয় অর্জ্জুন সখ্যভক্তি শিক্ষা দেন।

'ভজন' বৃন্দাবন বা গৌরবনের কথা অথবা তদ্বস্তু যে কৃষ্ণ, তাঁহার বনন বা ভজনের কথা 'সাম' বেদের অন্তর্গত 'কেনোপনিষৎ' বা তলবকার উপনিষদে দেখিতে পাই। ঐ উপনিষদে অপ্রাকৃত যক্ষরূপী ব্রহ্মের কথা আছে।

'তৎ'—তন্+ক্বিপ্। তন্—বিস্তারে। এই তদ্বস্তুই পরমাত্মা শ্রীহরি। 'আততত্বাৎ মাতৃত্বাচ্চ আত্মা হি পরমো হরিঃ।' কেনোপনিষদে 'তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্' এই মন্ত্রে 'তৎ' শব্দে বিস্তৃত এবং 'বনম্' শব্দে 'সম্ভজনীয়ম্' এই অর্থে বৃন্দাবন বা গৌরবন বুঝিতে হইবে। 'ভজন'—All pervading Transcendental Abode or Beloved of Krishna. বৃন্দাবনে দ্বাদশ বন। নবদ্বীপে উহাই নবধা ভক্তির পীঠ—নয়টী দ্বীপ। 'ভজন' শব্দে ভজনীয় শ্রীকৃষ্ণ বা গৌরসুন্দরকেও বুঝায়।

তলবকার উপনিষদের যক্ষরূপী ব্রহ্ম

বস্তুই ভজন অর্থাৎ পরমাত্মাই শুদ্ধজীবাত্মার উপাস্য বস্তু। শুদ্ধভক্তগণ বলেন, শ্রীবৃন্দাবনের দাসত্বন রূপ নিত্যরসাস্বাদনদ্বারা বনাধীশের নিত্য সেবা করাই অধ্যাত্ম। ভোগী কর্ম্মিগণ ও ত্যাগী জ্ঞানিগণ আধ্যক্ষিক হইয়া শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারায় ব্রহ্ম সবলেই ভজনীয় বলিয়া বুঝিতে পারেন না; সুতরাং বৃন্দাবনাধীশই উপাসিতব্য।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্ত-লিখিত পত্রের প্রতিলিপি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
১, উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
৬ই জুলাই, ১৯২৬

মহামান্যবরেষু-

গৌড়ীয়ে প্রকাশিত * * সমালোচনা আশ্রয় করিয়া আপনি এই দীনকে এক কৃপা-পত্র লিখিয়াছেন জানিলাম। কৃপা করিয়া পত্র-লিখিত * * কথাগুলি যথাস্থানে অর্থাৎ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদককে একায়েক জানাইলেই ভাল হয়।

আপনি মহামাননীয়, আমি নিতান্ত দীন ; সুতরাং আপনার সহ মল্লযুদ্ধে সম্প্রতি যোগ্য নহি। সময়ের অভাব। এক পক্ষ—আপনি আমার ন্যায় দীনের মাননীয় বন্ধু, অপর পক্ষ—গৌড়ীয় শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ ; তাঁহারা আমার শ্রীগুরুবর্গ। আপনাদের মধ্যে মতভেদের মীমাংসক হইবার আমার যোগ্যতা নাই। আমার ভিক্ষ কথা এই যে, যে-দিন আপনার শুদ্ধ বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা হইবে, সে-দিন Absolute truth কৃষ্ণকে জানিতে পারিবেন। **শুদ্ধবৈষ্ণব-দাস অপর লক্ষ লক্ষ অবৈষ্ণবের কপটতা, পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, কর্ম্মপটুতায়, হিংসা-মূলে কর্ণপাত করিতে অভ্যস্ত নহেন।** কৃষ্ণপ্রীতিকেই পরমার্থ জানেন, সুতরাং তাঁহারা অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব-সমাজ' বলেন না। শুদ্ধ বৈষ্ণব "পরশ্রীকাতর" ও মৎসর নহেন, তিনি গৌড়ীয়—শ্রীগৌরদাস। অভক্তে কোন 'শ্রী' থাকিলে তো তাঁহার তজ্জন্য কাতরতা হইবে? বৈষ্ণবের বিচারে **বিষ্ণুর কেবলা ভক্তি ব্যতীত অন্য ফল-চেষ্টায় ব্যস্ত-জনে 'শ্রী' নাই।** বৈষ্ণব-পাদ-পদ্মেই অনন্ত শ্রী অবস্থিত। "লভতে জয়শ্রীঃ" আলোচ্য। **শ্রদ্ধা-সহ গৌড়ীয়ই কেবল পাঠ করিবেন। অন্য কথা ত্যাজ্য।** আমার নির্ব্বন্ধ ঐকান্তিক বিষ্ণু-সেবা ব্যতীত জীবের অন্য কোন কৃত্য নাই, আপনি ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিলেই মৎসর বৈষ্ণব-বিদ্বেষী বৈষ্ণবাধম দলের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে পারিবেন। **গৌড়ীয় জীবের অবৈষ্ণবতা হইতে তাহাদিগকে নিত্য শ্রৌতবাক্যে সুপথে আনিতেছেন। তাহা কষায় রস হইলেও উপকারী।** চিকিৎসককে সকলেই অপভাষায় দক্ষিণা প্রদান করে।

* * শুনিলাম,—আপনি বৈষ্ণবের মনোবাধা দিয়া তাঁহাদের উপাস্যকে 'মনুষ্য' বলিয়াছেন এবং বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে ঈশ্বর বানাইয়াছেন, কথা কি সত্য?

শ্রীহরিজন-সেবক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
২০।৮।৩০

বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন,

আপনার ১৬ই জুন তাং বিস্তৃত পত্রে সমাচার অবগত হইলাম। সাংসারিক দেহ-সৌখ্য, মানস-সৌখ্য প্রভৃতির অভাবে আপনার নির্ব্বেদপূর্ণ অবস্থা জ্ঞাত হইলাম।

শ্রীযুত * * প্রভুর সহিত আপনার সম্বন্ধে যে আলাপ করিলাম, তাহা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হইলে জানিতে পারিবেন। আমি কএক দিনের জন্য

শ্রীপুরুষোত্তম প্রভৃতি স্থানে যাইতেছি। পক্ষান্তরে এখানে ফিরিবার কল্পনা আছে। শ্রাবণের শেষভাগ হইতে ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত গৌড়ীয়মঠের উৎসব হইবে। শ্রাবণের প্রথম হইতে পুনরায় গৌড়ীয় মঠে দুইমাস-কাল কার্য্যগতিকে থাকিতে হইবে। ঐ সময় আপনি সুযোগমত যদি কলিকাতায় আসিবার অভিপ্রায় করেন, তাহা হইলে আপনার সহিত বাচনিক আপনার পত্র-লিখিত ঐ সকল কথার মীমাংসা হইতে পারে।

শুনিলাম, আর কএকদিন পরেই আপনার কলেজ খুলিবে। নতুবা এই অবকাশের মধ্যে সাক্ষাৎকার হইলে এই সকল বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিতাম।

জীবাত্মা—নিত্য, জীবের শরীর—পরিবর্ত্তনশীল। বর্ত্তমান কালে আমরা যেরূপভাবে অবস্থিত, তাহাতে যতটা পরিবর্ত্তনে বাধা দিতে পারা যায়, তদ্রূপ যত্ন করিয়া থাকি। কিন্তু অনেক সময়ে কৃতকার্য্য হই না। শরীরের ধর্ম্ম পরিণামশীল এবং স্থূল দেহ ও মনকেই 'দেহ' বলা যায়। 'আমি' বস্তুটি দেহী, তাঁহার সম্বন্ধে **চেতনের বৃত্তির দ্বারাই স্বরূপের আলোচনা** হইয়া থাকে। বর্ত্তমানকালে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান আমাদের এই কার্য্যের সহায়। তদ্দ্বারা জীবাত্মার প্রতিকূল বিচারের পক্ষপাতিত্ব না করিয়া নিত্য-জীবনের চরম কল্যাণের অনুসন্ধান হইতে বিরত থাকা উচিত নহে। জীবাত্মার ধর্ম্ম—ভগবৎসেবা। **ভগবানের শরণাগত ব্যক্তিগণের কোন অমঙ্গল নাই।** তাঁহারা লৌকিক মঙ্গল ও অমঙ্গলকে অধিক প্রতিপত্তি দেন না। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া শরীর-পোষণ-জন্য অন্য জীবের হিংসা না করাই ভাল। ঔষধ-বিচারে পরাপেক্ষী হওয়ায় ঔষধ-পথ্য প্রভৃতিতে চিকিৎসকের উপদেশানুসারে চলিতে হয়, সত্য, তবে অনেকস্থলে চিকিৎসকের ভগবদনুরাগের অভাব হইতে তামসিক বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। আপনি ও ও প্রভুর সহিত এই বিষয়ে আলাপ করিলে বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীহরিজন-কিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ লক্ষ্ণৌ নগরীর ১৯নং ইডেন রোডে অবস্থানকালে ৭।১১।২৯ তারিখে উপাশ্রয়ের অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট্ ও সেসন্স্ জজ রায়বাহাদুর ও ও বসু শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীগৌরসুন্দরের একনিষ্ঠ দর্শন করিয়া রায়বাহাদুর বসু মহোদয় বলেন যে, তাঁহার বন্ধু মিঃ রা ও ও (সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার) মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। মিঃ রা ও ও'র একমাত্র কন্যার যখন খুব অসুখ হইল, তখন রা ও ও মহাপ্রভুকে দিবারাত্র উচ্চৈঃস্বরে 'গৌর গৌর' করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। যতই কন্যার রোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, ততই সংকীর্ত্তনের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইল। রা ও ও বাবু খুব ভোগরাগ আরম্ভ করিলেন, ঘন ঘন গুরুদেবের বাড়ীতে যাওয়া আসা করিতে লাগিলেন, তাঁহার অপূর্ব্ব গুরুভক্তি-দর্শনে সকলে স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রতি এরূপ ভক্তি করিলেও তাঁহার একমাত্র কন্যার মৃত্যু হইল। কন্যাটি যে-দিন মারা যায়, সেই দিন প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত নাভিশ্বাসে কন্যা কষ্ট পাইতে পাইতে প্রাণ ত্যাগ করিল। রায়বাহাদুর ও ও বসু কএকদিন পরে তাঁহার বন্ধু রা ও ও বাবুর সহিত দেখা করিলেন। যে রা ও ও'র মহাপ্রভুর প্রতি অচলা ভক্তি ছিল, রায় বাহাদুর বসু মহাশয় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি একেবারে উচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। মিঃ রা ও ও রায়বাহাদুরকে বলিলেন,—"মহাপ্রভু টহাপ্রভু কিছু নাই, যদি সত্য-সত্যই ভগবান্ থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার ভক্তকে দুঃখ দিতেন না। যদি তিনি সত্য-সত্যই অন্তর্যামী হইতেন, তাহা হইলে

নিশ্চয়ই তাঁহার ভক্তের হৃদয়ের ভাবী বেদনার কথা জানিয়া তাঁহার কন্যাকে রক্ষা করিতেন! ইহাতে জগতে ভগবানের মহত্ত্ব আরও কত অধিক প্রচারিত হইত! ভক্তেরও ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি কত কোটি গুণে বর্দ্ধিত হইত! ভক্ত লোকের নিকট ভগবানের সেই মহিমার কথা প্রচার করিয়া কত লোকের দ্বারা ভগবানের ভজন করাইতেন! পরিবারবর্গের সকলেরই মহাপ্রভুর প্রতি কত শ্রদ্ধা-ভক্তি বৃদ্ধি পাইত! আর কন্যাটিও পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া ভগবানের প্রতি কতই না আকৃষ্ট হইত। অতএব লোকে কৃপণতার-বশে ভগবান্ আছেন বলিয়া বিশ্বাস করিতে যান, মহাপ্রভুর নাম করেন, সুতরাং 'গৌর গৌর' বলা অপেক্ষা জগতের যে-কোন কার্য্য করা অধিক লাভ-জনক ও তাহা বাস্তব।"]

এই কথার উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন—

"আমরা যে মহাপ্রভুকে আশ্রয় করিয়াছি, সেই মহাপ্রভু রা•• বাবুর বাগানের মালীর ন্যায় মহাপ্রভু নহেন; আমরা শ্রীবাস পণ্ডিতের মহাপ্রভুকে আশ্রয় করিয়াছি—যে মহাপ্রভু শ্রীবাসের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বলিয়া থাকেন—

"পুত্রশোক না জানিল যে মোর প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুক্তি ছাড়িব কেমনে॥"

আমরা সেই শ্রীবাস পণ্ডিতের মহাপ্রভুর ভজন করি, যে শ্রীবাস পণ্ডিত বলিয়াছিলেন—

"কলরব শুনি' যদি প্রভু বাহ্য পায়।
তবে আমি গঙ্গা প্রবেশিনু সর্ব্বথায়॥"

আমরা শ্রীরূপের মহাপ্রভুর ভজনা করি, যে শ্রীরূপ বলেন—

"বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াম্বে।
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যাপি মমাস্তি।
নিপততু শতকোটিনির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদস্তৃষ্ণতে চাতকেন॥"

আমরা সেই মহাপ্রভুর ভজন করি, যিনি জগদ্গুরু-লীলা প্রকট করিয়া এই শিক্ষা প্রদান করেন—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

না দেখি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ,—মোর সুখবর্য্য॥

এই মহাপ্রভুকে ভজন করিবার জন্য যদি জগতের অপস্বার্থগুলিকে কোটি কোটিবার ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহাতে আমি সর্ব্বাইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রস্তুত আছি। আমি যে অপস্বার্থ লইয়া তাঁহার চরণ আশ্রয় করিয়াছি, মনে করিয়াছিলাম, তাহা হইতে তিনি রক্ষা করিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে টানিয়া লইবার জন্য—আমার কপটতা ধরিয়া দিবার জন্য পরম দয়াময় তিনি, আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণে ইন্ধন যোগাইলেন না। আমাকে জানিতে দিলেন,—তাঁহার চরণ-ব্যতীত জগতে আশ্রয়ণীয় আর কোন নিত্যবস্তু নাই। যে কর্ম্মফলের প্রস্তরটি আমি টানিয়া আনিয়া আমার স্কন্ধে চাপাইয়াছি, আমার নিজের কার্য্যের দ্বারা যে দুঃখটি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা একটুকু সহিষ্ণুতার সহিত যদি বহন করিয়া নিত্য-প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করি, তবেই প্রকৃত মঙ্গলের সন্ধান পাইব। আমরা ভোগি-সম্প্রদায় ভোগের একটু অসুবিধা হইলেই চটিয়া উঠি। ত্যাগি-সম্প্রদায় ভোগকে ছাড়িয়া দিতে বলে। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ কাহাকেও কিছু ভোগ করিতে বলেন না, ত্যাগ করিতেও বলেন না। তাঁহারা বলেন,—প্রকৃত বস্তুর প্রতি—বাস্তব অপ্রাকৃত অন্বয়জ্ঞানের প্রতি জীবাত্মার স্বাভাবিক যে রাগ, তাহা প্রযুক্ত হউক। ত্রিবিধ দুঃখে যে আবহাওয়া ভরপুর হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে গ্রহণ করিলেও মঙ্গল হইবে না, কৃত্রিমভাবে ত্যাগ করিতে চাহিলেও ত্যাগ করা যাইবে না। তিনিই মুক্তিপদে দায়ভাক্ হইবেন, যিনি কায়মনোবাক্যে ভগবানের চরণে নমস্কার বিধান করিবেন। যতই অসুবিধা আসুক না কেন, ভগবানের কৃপাবতার বলিয়া তাহাকে বরণ করিবেন। শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগের যে কত মঙ্গল বিধান করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। প্রেয়ঃপন্থী আমরা, আমাদিগের চক্ষুরুন্মীলনের জন্য আমাদের প্রেয়োবস্তুগুলির মধ্যে যে কতপ্রকার অসুবিধা আছে, তাহা স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। আমাদের খারাপ স্বাস্থ্য দিয়াছেন

পদে পদে বিপদ্ দিয়াছেন, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অপ্রতুলতা রাখিয়া দিয়াছেন, আমাদিগকে প্রেরণপর করিবার জন্য। বহুদিনের পূর্ব্বের একটি কথা মনে পড়িল। চাইকোর্টের উকীল ** তাঁহার পুত্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত দেখিয়া আমাকে একদিন বলিলেন,—'আপনি সাধু, আমার পুত্রটির জীবন দান করুন।' আমি তাঁহাকে বলিলাম,—'আমি ত' জীবন দেওয়ার মালিক নই, তবে আপনার চিন্তাস্রোতটিকে পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিতে পারি।' যে ** বাবু Comte র একজন প্রধান চেলা ছিলেন। তিনি বলিতেন,—'যদি তোমাদের কোন ঈশ্বর থাকেন, তবে তাঁকে দিয়ে আমার ছেলেটিকে ভাল ক'রে দাও।' আমি তাঁহাকে স্পষ্টই বলিয়াছিলাম,—'আমি ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন অভিযান করিব না, আমি শাস্ত্রের মতবাদ পোষণ করিতে পারিব না। শ্রীগৌরসুন্দর তাহার হৃদয়ের বলিয়া এই জগতের যত যত অনুবিধাগুলি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন,—ইহাই তাঁহার দয়া।'

"শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

এখানে ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকা জীবের আদৌ কর্ত্তব্য নহে। এইস্থান আমাদের নিত্য বসতিস্থান নহে। ইহা প্রতি মুহূর্ত্তে জানাইবার জন্য তিনি প্রেরণপত্রার মধ্যে এত অনুবিধা রাখিয়া দিয়াছেন। শ্রীকুলশেখর বলিয়াছেন,—

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্‌যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎপ্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥
নাহং বন্দে পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বহেতোঃ
কুন্তীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা মৃদুতনুলতানন্দনে নাভিরন্ধ্রে
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥

শ্রীগৌরসুন্দরও এইরূপ একটি শ্লোক বলিয়াছেন,—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

আমি ছলনায় পতিত হইব না। জন্ম-জন্মান্তর ছলনায় পতিত হইয়াছি, আর চাই না। আমি আমার কর্ম্মের প্রারব্ধ ফলের জন্য তোমাকে খাটাইব না; কারণ, আমি শ্রীগুরুর পাদপদ্মের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শুনিয়াছি,—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ;
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

আমার শ্রীগুরুদেব কখনও কোন লোকের নিকট হইতে কোন সেবা গ্রহণ করিতেন না। কেহ তাঁহার সেবা করিতে আসিলে তিনি সেই ব্যক্তির চৌদ্দপুরুষান্ত করিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন—'তোমরা আমুষ্মে পরত্রে তোমাদের চাকর করিতে চাহ। তোমাদিগের চাকরী করিয়া আমার ঋণ শোধ করিতে হইবে; কিন্তু আমি কৃষ্ণভক্তের চাকরী ব্যতীত আর কাহারও চাকরী করিব না। যিনি কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাকরী করেন, সেই শ্রীরাধা-ঠাকুরাণীর চাকরী ব্যতীত জন্ম-জন্মান্তরে আমি আর কাহারও চাকরী করিতে চাই না।' তিনি আমাদিগকে বলিতেন,—'কেবল পরমার্থ-বিষয়ে যত্ন কর; আর কিছু করিতে হইবে না।' তিনি কোন কালির অক্ষর বা অনুস্বার-বিসর্গের পণ্ডিত ছিলেন না। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তিনি চীৎকার করিয়া বলিতেন,—'গৌর-নিত্যানন্দের নাম করিয়া যেন আমরা সেই নামের কলঙ্ক না হই। গৌর-নিতাইর নিকট ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের ছাই-পাশ যেন কামনা না করি।' তিনি অনেক সময় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন,—'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বা শ্রীমদ্ভাগবতে কি লেখা আছে, বলুন। আমি ত' সংস্কৃত বুঝি না, লেখা-পড়া কিছু জানি না।' আমরা বলিতাম,—"আমরা কি বলিব? আপনার চরিত্রেই আমরা জলন্তরূপে দেখিতে পাইতেছি—শ্রীচরিতামৃতে ও শ্রীমদ্ভাগবতে কি আছে?"

রা ** বাবু মহাপ্রভুকে আশ্রয় (?) করিয়াছিলেন as if to enrich মহাপ্রভু! অর্থাৎ যেন মহাপ্রভু তাঁহার কৃপায় উদ্ধার পাইবেন! তাঁহার সম্পূর্ণ আসক্তি ছিল জড়ের উপর, শ্রীচৈতন্যের উপর নহে। মহাপ্রভু সেই কপটতাটি দেখাইয়া দিলেন। বিষয়টি তাঁহার নিকট আদৌ

মীমাংসিত হয় নাই। তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও মহাপ্রভুর স্বরূপ আলোচনা করেন নাই। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মকে nature's product বা কোন ঔষধবিশেষের ন্যায় বস্তু মনে করিয়াছিলেন। যে ঔষধ তাঁহার কঙ্কার রোগ দূর করিবে, সেই প্রাকৃত বস্তুই তাঁহার নিকট মহাপ্রভু। যে গৌর-নিতাই শ্রীপাদপদ্ম সর্ব্ব অনর্থ বিদূরিত করিয়া কৃষ্ণপ্রেম দান করেন, শ্রীরাধা-কৃষ্ণ দান করিতে পারেন, যাঁহার নাম-নামীতে কোন ভেদ নাই, সেই গৌর-নিতাই এ জগতের একটা পীর-ফকির বা তাবিজ-কবচের ন্যায় বস্তু নহেন। যদি সত্য সত্য গৌর-জন গুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে তিনি উপদেশ পাইতেন, তাহা হইলে নাম স্বয়ং কৃপা করিয়া তাঁহার জন্য উদ্ভব করিতে পারিতেন—

"বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ"

কিন্তু মানিক ভাবে নাম গ্রহণই অশেষ অঘপ্রদ। তিনি নামাপরাধ করিতেছিলেন, তাই নামাপরাধের জন্য তাঁহার অমঙ্গল হইয়া গিয়াছে। নামাপরাধের ফল ধর্ম্মার্থকাম বা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামে অতৃপ্তি। তাঁহার কামে অতৃপ্তি হইয়াছে। তখনই তাঁহার নামাপরাধ যাইবে, যখন তিনি সত্য সত্য নিষ্কপটে শ্রীগৌরপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। তখন গৌরনাম তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত করিয়া চক্ষে দর-দর ধারা প্রকট করিবে, তখন তিনি জগদ্গুরু শ্রীধর স্বামিপাদের কথা বুঝিতে পারিবেন,—'প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ'। জ্ঞানী—Salvationist —চিন্মাত্রবাদী, আর কর্ম্মী—Elevationist জড়বাদী—উভয়েই misguided. শ্রীমদ্ভাগবত যাবতীয় কপটতাকে উন্মূলিত করিয়াছেন। যে মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, সেই মহাপ্রভুকে আশ্রয় করিলে কোন কৈতব বা অপস্বার্থ থাকিতে পারে না। প্রেয়ঃ —হরিতকী-জাতীয় বস্তু, আর প্রেয়ঃ—মিষ্ট-জাতীয় বস্তু। কবিরাজকে যদি রোগী উপদেশ দেয় যে, তাহাকে হরিতকীর পরিবর্ত্তে খুব পাটালিগুড় খাইবার ব্যবস্থা দেওয়া হউক, তাহা যেরূপ রোগীর বৈদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করার অভিনয় মাত্র, তদ্রূপ ভগবানের আশ্রয়-গ্রহণের নাম করিয়া ভগবানের দ্বারা নিজের রোগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাও অমঙ্গলের পথ।

শ্রীচৈতন্যবাণীতে উদাসীন থাকিলে আমরা যে-কোন একটা সহজানন্দকে চৈতন্য বা চৈতন্যভক্ত বলিয়া খাড়া করিব। তখন আমাদের শ্রেয়োলাভ হইবে না, তখন আমাদের মিছা গৌরভক্তিরও ছুটি হইয়া যাইবে! আমরা কিন্তু সেই মহাপ্রভুকে ভজন করি, যে মহাপ্রভুকে শ্রীরূপ গোস্বামী এইরূপ ভাবে স্তব করিয়াছেন,—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ॥

যে মহাপ্রভুকে শ্রীস্বরূপ গোস্বামি-প্রভু স্তব করিয়াছেন—

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

যে মহাপ্রভুকে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভু স্তব করিয়াছেন—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশ-পুষ্পায়তে
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালদর্পপটনী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥
স্ত্রীপুত্রাদিকথাং ত্বহর্নিবিবিধিঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরিদ্রমমক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যজনৈশ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্ত আদীদৃসঃ॥

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইবার পরও যাঁহারা সেই সকল কথার বিচার করেন না, তাঁহারা বাস্তবিকই দুর্ভাগ্য। শ্রীগৌরসুন্দর ত' আমাদের ভোগ্য বস্তু নহেন। কোটি কোটি আপদে বিপদে থাকিয়াও শ্রীগৌরসুন্দরের কথা শ্রবণ করিতে হইবে, কীর্ত্তন করিতে হইবে, প্রচার করিতে হইবে, জগতে existing যত প্রকার thoughts প্রচলিত হইয়াছে, হইবে ও হইতেছে, সব অর্দ্ধ-কপর্দ্দকতুল্য; তাহা তখনই বোধ হইবে,—যখন আমরা নিষ্কপটে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারিব। যা • • গৌরসুন্দর যে পরতত্ত্ব, তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কেবল মুখেই মিছা ভক্তি দেখাইয়াছেন—সহজানন্দকে আশ্রয় করিয়াছেন!

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।

হরিঃ পুটেদুভয়তোঽপিকলম্ব-সঙ্কোচিতঃ
পদ্মা চন্দ্রকলয়ে মুহুরু বঃ শচীনন্দনঃ

যাঁকে যাহা কখনও প্রদত্ত হয় নাই, সেই উন্নত উজ্জ্বল রস যে গৌরসুন্দর জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার নিকট দীন-দুঃখী কতকগুলি মায়া-রঙ্গ-পুষ্ট প্রার্থনা করিবে? তাঁহারা সহজিয়াকে মহাপ্রভু মনে করেন, তাঁহারাই মহাপ্রভুর নিকট ঐ সকলের প্রার্থী হন।

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

শ্রীমতী দুইজনের—কৃষ্ণের counter whole, counter part নহেন। শ্রীমতী রাধিকার বাহিরের দিকের অঙ্গকান্তি হৃদয়ের সৌন্দর্য্যকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়াছে, মনকেও আবৃত করিয়াছে—এমন ঘন সমাবেশ—উভয়ে এরূপ ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজিত। শ্রীগৌরসুন্দর রাধিকামাত্র নহেন, কৃষ্ণমাত্রও নহেন,—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের ঘন সমাবেশ।

প্রণয়িত-মহাপ্রেমশ্রীমদ্বররসসাগরে।
চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে কো ন মগ্নো ন এব বঃ॥

রায় বাহাদুর বসু—আমাকে দু'একটি practical কথা বলুন, theoretical কথা ত' অনেক আছে। কি ক'রে নামাপরাধের হস্ত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়?

প্রভুপাদ—'হরিনামচিন্তামণি' আলোচনা করুন।

রায় বাহাদুর—মহাপ্রভু যে বলিয়াছেন—আচণ্ডালে নাম দেও।

প্রভুপাদ—নামাচার্য্যই নাম প্রদান করিতে পারেন। যিনি মহাপ্রভুর কৃপায় নামাপরাধ ও নামাভাস হইতে মুক্ত, তিনিই নাম প্রদান করিতে পারেন।

রায় বাহাদুর—'হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা' এই কথার দ্বারা দু'লে সার্থকতা কি?

প্রভুপাদ—ইহাতে নামাপরাধের কথা ত' বলেন নাই যে, নামাপরাধ করিলেও মঙ্গল হইবে?

রায় বাহাদুর—নামাপরাধ বলিয়া কোন কথা ত' মহাপ্রভু বলেন নাই।

প্রভুপাদ—আপনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, সন্দর্ভ—এ সকল আলোচনা করুন, দেখিবেন, সর্ব্বত্র 'নামাপরাধ' কথাটি আছে। "নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।" নামাপরাধী গুরুদেবের নিকট নাম পাওয়া যায় না। শুদ্ধ নামাচার্য্যের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। গুরু মঙ্গল বিধান করিবেন। নিজে শিষ্যের উপর প্রভুত্ব করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন মনে করিবেন না। প্রেয়ঃপন্থা আশ্রয় করিয়া গৌর-নিত্যানন্দের নাম মুখে বাহির হইবে না। গৌরভোগী সম্প্রদায় গৌর-বিদ্বেষী, তাঁহারা নামাপরাধী, তাঁহাদের নিকট হইতে সাবধান থাকিতে হইবে।

রায় বাহাদুর—এত কড়া কড়ি করিলেই কি নাম হইবে?

প্রভুপাদ—কৃত্রিমভাবে উচ্চারণ করিলেও নাম হইবে না। নাম যে, স্বপ্রকাশ বস্তু। তিনি নিজে কৃপা করেন। ইহা যাঁহারা আলোচনা না করিবেন, তাঁহারা অপরাধ করিবেন। একটিবার নাম করিলেই ত' মঙ্গল হইতে পারে।

রায় বাহাদুর—কি করিয়া সেই একটি নাম করিব?

প্রভুপাদ—'আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ'।

রায়বাহাদুর—Human shapeএ যে মানব-গুরু, তাহা ত' বড় limited. আমি না হয় একজন গুরু করিলাম; কিন্তু যাহারা African, American বা Newzealand-এর অধিবাসী, তাঁহারা কিরূপে ঐরূপ নামাচার্য্য পাইবেন?

প্রভুপাদ—তাঁহারাও তাঁহাদের অধিকার অনুযায়ী গুরু পাইবেন—যেমন Christকে পাইয়াছিলেন। সৌভাগ্য উদিত হইলে, অকপটে সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করিলে জন্ম-জন্মান্তরেও পাইবেন। For the time being you stop and lend your submissive and regardful ear. আমি জগতের সকলকে বলি,—আপনাদের সকল কথা রাখিয়া কৃপা করিয়া একটু শ্রৌত কথা শ্রবণ করুন। আমি Transcendental Soundএর পক্ষপাতী, আমি অপরাধের পক্ষপাতী নহি, আমি অপরাধ করিতে প্রস্তুত নহি, অন্যকেও অপরাধ করাইতে প্রস্তুত নহি। Rubbish জিনিষগুলি যাহা এখান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার বোঝা মাথায় লইয়া চলিলে এক ইঞ্চিও ব্রজের পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। এ জগতের যাঁহারা Giant-intellect বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা তাঁহাদের কথা কিছুকাল স্থগিত রাখিয়া দিয়া Transcendental Sound শুনুন। Empiricism must never be the medium.

'ভক্তি' জিনিষটি suggestive নয়। 'লাগে তাক, না লাগে তুক' এ জাতীয় বস্তু নয়। তাহা positive—বাস্তবতা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। Personal Godheadএর আনুগত্য-বিচারই—ভক্তি।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষীণোঽভভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥

ঠাকুর বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা
দৈত্যেন কঃ ফলতি দিব্যকিশোর-মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়-প্রতীক্ষাঃ॥

আমাদের Mission হওয়ার আগে কোন দরকারই ছিল না, কেবল wrong wayতে মানুষ চলিয়াছে বলিয়া আমরা নিজের ভগবৎসেবাকে Missionএর কার্য্যে প্রয়োগ করিয়াছি,— মনুষ্য-সমাজকে wrong way হইতে উদ্ধার করিবার জন্য। এই প্রকার ভোগময় পৃথিবীর সার্ব্বভৌমপদ যদি কোটিবারও পাই, তবে উহাকে মল মূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করিতে পারি। মনুষ্যজাতি তাহাদের wrong direction হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া গৌরসুন্দরের পাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত হউক—যিনি সকল মঙ্গলের মূল; এজন্যই আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস। শ্রীচৈতন্যদেব যে কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে যদি একচুলও কেহ তফাৎ হন, তিনি ব্রহ্মা, শিব, বায়ু, বরুণ—যিনি হউন না কেন, যত বড়ই ধর্ম্ম-প্রচারক হউন, ধর্ম্মনেতা হউন, তিনি সেই পরিমাণ অসুবিধায় রহিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের যিনি দাস, তিনি পরম বাস্তবসত্যের উপাসক। জগতের Giant-intellect বা মানুষ যাহাকে হোমরা চোমরা ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া সাজাইয়া উঠাইয়াছে, তাহাদের কোন কথায় শ্রীচৈতন্যদাস লুব্ধ বা শঙ্কিত হন না—শ্রীগৌরপাদপদ্মে এত বড় সৌন্দর্য্য তাঁহারা দর্শন করিয়াছেন। গৌরভক্তের নিকট বিষয়-বিষধরের দন্ত ভগ্ন হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী যাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, জগতের কোন প্রকার ছলনা তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিতে পারে না।

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

পতঞ্জলির যোগপথ, কৃত্রিমভাবে জিতেন্দ্রিয় হইবার চেষ্টা, অথবা মেনকা, উর্ব্বশী প্রভৃতি বাসনার ও বিষয়বন্ধু ভগবদ্ভক্তকে কোন দিন লুব্ধ করিতে পারে না। Pessimistic view লইয়া দুঃখ হইতে বিমুক্ত হওয়া ইহারা একটা খুব বড় কথা মনে করেন, তাঁহাদের হস্ত হইতেও ভগবদ্ভক্তের দুঃখ-বরদারগণ পরিমুক্ত। ভগবদ্ভক্ত Privation from necessaries of lifeকে খুব বড় কথা মনে করেন না। তন্তুবায়ের ন্যায় কর্ণে তুলা প্রদান করিয়া বহির্জ্জগতের জ্ঞান হইতে দূরে থাকা তাঁহাদের আবশ্যক হয় না। তাঁহারা নিজের প্রীতির কাঙ্গাল নহেন। আমার প্রীতি ত' আমাকে নরকে লইয়া যাইবে, আমি যে রোগগ্রস্ত পশু, ভগবানের প্রীতিই আমার কাম্য। worldly acquisitionগুলি লইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মাশ্রয় হয় না। সেই সকল তাঁহার পাদপদ্ম-সেবায় লাগাইলেই তবে মঙ্গল হয়।

কামঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কোটিকণ্টকরুদ্ধঃ।
হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥

নির্জ্জনে বসিয়া বসিয়া গৌর-নিতাইর নাম করিব,— ইহা আর একটি কপটতা ও আত্মসুখ-বাঞ্ছা বা প্রতিষ্ঠার এষণা। ইন্দ্রিয়গুলি সমস্তই বৈরিবর্গ। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত নিত্যআত্মবৃত্তি ভক্তির পথকে ঐ সকল শত্রু কোটিকণ্টকরুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। লোকে তাই ফল্গুভোগ-ফল্গুত্যাগ-অঙ্গাড়িলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগবিদ্ধ 'মিছা ভক্তিকে ভক্তি মনে করিতেছে। আমি অধোক্ষজ ভগবানের সেবা করিব। আমি আমার প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট ইন্দ্রিয়তর্পণকারী কুকুরের সেবা করিয়া মেথর হইব না, গাধার সেবা করিয়া রজক হইব না, ইট-পাটকেলের সেবা করিয়া Engineer হইব না—এরূপ যাঁহাদের বিচার, তাঁহারাই মহাপ্রভুর প্রীতি আচরণ করিতে পারেন, ভক্তির পথ আশ্রয় করিতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দর প্রাচীর-

ভাষ্টীয় অভিন্ন-বস্তু নহেন। আমাদের মধ্যে যে নৈসর্গিক অন্যাভি-বৈমুখ্য-জনিত বুদ্ধি আসিয়া পড়িয়াছে, গৌর-কৃপায়ই তাহা হইতে উদ্ধার-লাভ হইতে পারে, অন্য কোন উপায়ে নহে। অন্যান্য লোক যদি কৃপা করিবার অভিনয় করিতে আসেন, তাঁহাদিগকে বঞ্চক জানিতে হইবে। তাঁহারা ত' সর্ব্বক্ষণ গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আমার সম্মুখে আসেন না, তাঁহারা ত' গৌরনাম, গৌরলীলা গান করেন না, তাঁহারা কি করিয়া গুরুর কার্য্য করিতে পারিবেন? যে-সকল ব্যক্তি পার্থিব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুতে কিঞ্চনধর্ম্মে আসক্ত, তাঁহারা পাঠশালার গুরুর কার্য্য করিতে পারেন; কিন্তু পরমার্থ-রাজ্যের গুরুর কার্য্য করিতে পারেন না—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥"

ওপজাত জগতের যে ক্রিয়া আমাকে অসুবিধায় পাতিত করিতেছে, সেইরূপ অসুবিধার হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্য যিনি মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রদান করিয়া আমার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিতে পারেন, যিনি নিষ্কপটে দয়া করিতে পারেন, যিনি আমাকে তোষামোদ করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, কিন্তু নিষ্কপটে অমায়ায় আমাকে দয়া করিতে পারেন, তিনিই গুরুদেব। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

আমরা দেবতা হইতে চাহি না। দেবতা অপেক্ষা মানুষের শ্রেষ্ঠতা আছে। মানুষ প্রতিনিয়ত দুঃখের পরিচয় পায়। দেবতারা সুখের জন্য এত বিভোর যে, তাঁহারা সহজে দুঃখের পরিচয় না পাওয়ায় আরও অধিককাল কর্ম্মের নাগরদোলায় ঘুরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। মনুষ্য-জাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য মানুষের বেশে এমন কতিপয় মহাপুরুষ ভগবানের দ্বারা এই জগতে প্রেরিত হন, যাঁহারা ত্রিতাপগ্রস্ত মনুষ্যকে উদ্ধার করিয়া ভগবানের রাজ্যে পাঠাইয়া দেন। ভগবানের সেইরূপ নিজ-দূত—ভগবানের বাণীর দূত—পত্রবাহক যিনি, তিনিই গুরুর কার্য্য করিতে পারেন।

ঐশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥

উচ্চ কুল, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য্য—এই সকলের Chamberএ যদি কেহ প্রবেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার মত্ততা বাড়িয়া যাইবে। ঐ সকলের অভিমান পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত তাঁহার মুখ হইতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম বাহির হইবে না। কাহার মুখ দিয়া হরা-কৃষ্ণের নাম বাহির হয়?—তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

ঐশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-গোচরম্॥
এতন্নিরুক্তমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভু সেই নামপ্রভুকেই একমাত্র আশ্রয়-নীয় বলিয়াছেন, কেননা, তাহা মুক্তপুরুষগণেরই একমাত্র উপাস্য। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—অমুক্ত অন্যাভিলাষিগণের উপাস্য, আর নামপ্রেমই মুক্তপুরুষগণের উপাস্য। নামভজন-ব্যতীত মনুষ্য-কল্পিত যাবতীয় সাধনের প্রণালীকে আমি মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি,—ইহা একমাত্র গৌরপাদপদ্মৈক-নিষ্ঠ নামভজনকারীই বলিতে পারেন।

হে হরিনামপ্রভো, তুমি নির্ব্বিশেষ নহ, তোমার শ্রীচরণকমল, তোমার শ্রীবদনকমল, তোমার শ্রীনাম, তোমার শ্রীরূপ, তোমার শ্রীগুণ, তোমার শ্রীপরিকর, তোমার শ্রীলীলা আছে। তোমার শ্রীচরণকমলের প্রান্তভাগকে নিখিল বেদের শিরোভাগ উপনিষৎসমূহ অনুক্ষণ আরতি করিতেছেন।

আমি ভোগী থাকিব, আর গৌরনাম করিব,—এইরূপ বুদ্ধি লইয়া শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম হয় না। চৌদ্দী-ওয়ালা ব্যক্তিগণ finite ভিনিষে tempted হইয়াছেন—আলেয়ার ছলনায় মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের মুখে হরিনাম বহির্গত হয় না; মুক্তকুলের মুখপদ্মেই শ্রীহরিনাম প্রভু প্রকাশিত হন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের আত্মা সুপ্ত, তাহাকে জাগ্রত করিতে হইলে কেবল কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিব ও সেই শ্রবণের অনুকীর্ত্তন করিব। কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনকারীর সঙ্গ-ব্যতীত আর অন্য কোন সঙ্গ করিব না।

অতঃ প্রসঙ্গমজরীগণয়ংবিবেকো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥
ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

ভোগ ও ত্যাগ-প্রবৃত্তিকে যূপকাষ্ঠে বলি দিবার জন্য যাঁহার বাশীযষ্টি সর্ব্বদা শাণিত রহিয়াছে, তিনিই প্রকৃত সাধু।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥
তস্মিন্ প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

যে গুরুপাদপদ্মের বিষয়বিগ্রহের সেবা-ব্যতীত অন্য কিছু ধর্ম্ম নাই, অন্য কোন বুদ্ধি বা দর্শন নাই, তিনিই আমার গুরুদেব; তিনি কর্ণের দ্বারা তোষামোদ শুনিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, নিজের conduit pipeএর মধ্যে ভাল ভাল ভোজ্যদ্রব্য পূরণ করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, যিনি হরিকথা ছাড়া অন্য কোন কথা কখনও বলেন না, হরিসেবা ছাড়া অন্য কোন ধর্ম্মের পরামর্শ দেন না, যিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক সেকেণ্ডও অন্য কার্য্য করেন না, তিনিই গুরু হইবার যোগ্য।

একবার কালিঘাটের শ্রীযুত প্র ** বাবু ও শ ** বাবু আমার গুরুপাদপদ্মের দর্শনের জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া ধরিলেন। তাঁহাদিগকে তখন গুরুদেবের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহাদের একজন আমার গুরুদেবকে বলিলেন,—আমাকে কৃপা করুন। গুরুদেব বলিলেন,—আপনি এখানে থাকুন। তদুত্তরে শ্রীযুত প্র ** বাবু বলিলেন,—আমি যে Return Ticket করিয়া আসিয়াছি। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিলেন,—Return Ticketএর মায়াটি পর্য্যন্ত যখন ছাড়িতে পারেন নাই, তখন কি করিয়া শিব-ব্রহ্মাদির আরাধ্য বস্তুর সন্ধান পাইবেন? শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই কথাটি হইতে বেদমন্ত্রের 'অভিগচ্ছেৎ' শব্দের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের এক একটি বাণী ও আচরণই এইরূপ বেদ, ভাগবত, গীতার তাৎপর্য্য। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম হইতে বুঝিতে পারিয়াছি,—আর অন্য কোন কৃত্য নাই, ঘরে আগুন লাগিয়াছে, আগুনকে নিভাইতেও যাইতে হইবে না, অন্য কোন কার্য্য করিতে হইবে না, একমাত্র হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-ব্যতীত। এইরূপ-ভাবে সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে। সাধুর নিকট চাউল-খানের গল্প শুনিতে যাওয়া সাধুর সঙ্গ নহে। সাধুর নিকট হইতে প্রশংসা পাইতে যাওয়া কিম্বা জাগতিক কোন বস্তু লাভ করিতে যাওয়া সাধুর নিষ্কপট কৃপা-প্রাপ্তি নহে, তাহা সাধুর বঞ্চনা। সাধু একদিকে যেমন পরম কৃপাময়, আর একদিকে সর্ব্বাপেক্ষা বঞ্চক, ইহা আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মে লক্ষ্য করিয়াছি। যাঁহারা তাঁহার ভজনের বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন, বুঝিতে পারিতেন, তাঁহাদিগকে তিনি খুব প্রতিষ্ঠা, নানা প্রকার দ্রব্যসম্ভার ও লোকের প্রদত্ত অর্থাদি প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিতেন।

সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে Anthropomorphism বা Apotheosisএর ধারণা বিদূরিত হয়। মায়ার কিঙ্করকে গুরু সাজাইবার চেষ্টা Apotheosis. ভোগবুদ্ধির দ্বারা কখনও গৌরসুন্দরের পাদপদ্মের নিকট পৌঁছিতে পারিব না। শ্রীগৌরসুন্দর এই পৃথিবীতে প্রকট-লীলার অবস্থান না করিলেও সর্ব্বক্ষণ যদি নিষ্কপটভাবে সাধুগুরুর সঙ্গে থাকিতে পারি, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির সহিত আমার চিত্তবৃত্তিকে সংলগ্ন (dovetailed) করিতে পারি, তবে সেইরূপ প্রকৃষ্ট সঙ্গ-দ্বারাই আমার মঙ্গল হইবে।

An insincere hypocrite cannot be a Guru. Mundane activityতে যাহার aspiration আছে, সে কখনও গুরু হইতে পারে না। Pseudo Guru should be turned out and exposed. ভগবানের কাছে যে-সকল উপায়ন শিষ্য surrender করিতেছেন, মাঝপথে যদি কেহ উঁহাদের দ্বারা নিজের কন্যার বিবাহ বা নিজের বাড়ী তৈয়ারী করেন অথবা নিজের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে তাহা নিয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে 'ঠগ' জানিয়া সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। সেরূপ অসৎ লোকের কোন কথা শুনিতে হইবে না। বিষয়-বিগ্রহের সেবার বস্তু মধ্যপথে আত্মসাৎকারী ব্যক্তি কখনও গুরুপদবাচ্য নহেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

এমন কি, Social service এর জন্য যিনি প্রস্তুত

চাইয়াছেন, [illegible] করিতে চাইবে না। সেরূপ ব্যক্তি কখনও আত্মমঙ্গল বা পরমঙ্গল লাভ করিতে পারে না—স্বর্গাদি লাভ করিতে পারে না। ঐরূপ [illegible] করিতে করিতে সে নিজে মায়ার গর্ভে পড়িবে এবং সকলকে অনুবিধায় পাতিত করিবে।

প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর রতি, তারপরে ভক্তি। যখন সাধন আরম্ভ হয় নাই, তখন শ্রদ্ধা, যখন সাধন সমাপ্ত হইয়াছে, তখন রতি, যখন সাধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন ভক্তি বা প্রেম। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান দূরে যায়

যিনি বাস্তবিক বিষ্ণুসেবা করেন, তাঁহার সেবা-ব্যতীত কখনও মঙ্গল হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের Tie between things হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল জিনিষে আমাদের প্রকৃত প্রয়োজন নাই, সেই সকল জিনিষে প্রয়োজন-বোধ হইয়াছে।

"বস্ত্রাদ্যবৃদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ
জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

যাঁরা 'কাছি' টানার ন্যায় ভগবান্‌কে ঠকাইবার জন্য মালা টানেন বা খুব চেঁচামিচি করেন, অথচ প্রত্যেক শব্দে কৃষ্ণ-দর্শন, প্রত্যেক উচ্চারণে সাক্ষাৎ গৌরসুন্দরের দর্শন না করেন, তাঁহাদের সঙ্গ আমরা করি না। সর্ব্বপাণ্ডিত্যের শেষ সীমা—কৃষ্ণসম্বন্ধ।

বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখ-জন-সংবাসবৈশসম্॥

যদি ভগবানের সেবা করিব, প্রকৃত এই চিত্তবৃত্তি হয়, তবে ভগবানের সেবার উপকরণরূপে সমগ্র জগৎকে দর্শন করিব। তখন র‍্যাফেলের অঙ্কিত ছবি আমাকে captivate করিতে পারিবে না। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির গান অনর্থযুক্ত অবস্থায় গ্রহণ করিতে পারি না,—ইহা বুঝিব। আপনি যদি নবদ্বীপ যান, দেখিতে পাইবেন, বিদ্যাসুন্দরের নায়ক-নায়িকার কথার ন্যায় সেখানে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির গানের [illegible] ও কাব্যকে উপভোগ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। শ্রীনিবাসপ্রভৃতি প্রভু গানের প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা লম্পটদের ভরণ-পোষণ বা অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়-ভোগের জন্য নহে। যাহারা ইহা বুঝিতেছে না, তাহারা ব্যাধের গানে মুগ্ধ হরিণের ন্যায় কামবাণে বিদ্ধ হইয়া পশু ও পিশাচে পরিণত হইতেছে এবং নরকে যাইতেছে। ইহারা নরক গুলজার করিবে—এই বুদ্ধিতে ইন্দ্রিয়-তর্পণে প্রমত্ত হইয়া আছে, সাধুর কথা শুনিতেছে না। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত এই সকল নরপশুগুলিকে রক্ষিত করিবার জন্যই এই প্রথার আবিষ্কার করিয়াছেন।

শিক্ষিত লোকদের কেন যে আজকাল বুজরুকীতে অধিক শ্রদ্ধা হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। একবার রা॰॰ দত্তের পিতা নৃ॰॰ দত্ত মধু রায়ের গলিতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে লইয়া যান। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট নৃ॰॰ দত্ত আসিয়া বলেন—দেখুন, আমরা ত' একমাত্র মহাপ্রভুকেই জানি। কিন্তু আমার ছেলে রা— একজন মায়াবাদীর সঙ্গে মিশিয়া কিরূপ হইয়া গেল! মানুষকে নূতন অবতার, নূতন মহাপ্রভু বলিয়া ঘোষণা করিতেছে! আপনি কৃপাপূর্ব্বক একবার আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া ঐ লোকটিকে পরীক্ষা করিয়া যান—রা—'র গুরু কিরূপ—সাধু না বুজরুক্? আপনি বলিলে আমি বিশ্বাস করিব। নৃ—দত্তের সহিত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। যেদিন নৃ—দত্তের বাড়ীতে রা—'র আসিবার কথা ছিল, সেই দিন নৃ—দত্ত বহু যত্ন করিয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে তথায় লইয়া গেলেন। নৃ—দত্ত রা—কে বলিলেন—'আমার একটি পরম বৈষ্ণব বন্ধু আসিয়াছেন, তিনি মহাপ্রভুগত-প্রাণ।' সেই সময় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবসভা স্থাপিত হইয়াছে, তখন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উক্ত সভায় খুব 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দেখিয়া রা—"যা'রে দেখিলে নয়ন ঝুরে, তা'রা দু'ভাই এসেছে রে" গান করিতে করিতে অজ্ঞানের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপর ঘরে ছিলেন। তাঁহারই সম্মুখের বারান্দায় রা—'র এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে রা—'র নিকট কতকগুলি রসগোল্লা আনিয়া

ধরা হইল। বা— তাহা খাইলেন এবং অবশিষ্টাংশ অন্যান্য লোক ভক্ষণ করিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট কেহ তাহা আনিবারই সাহস করিলেন না। কিছুক্ষণ পরে আবার কিছু অমেধ্য আনা হইল, বা— প্রথমে আপত্তি করিলেন, পরে তাহা স্পর্শ করিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সকল ভাব দেখিয়া আসিলেন। তিনি তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমদ্ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর কষ্টিপাথরে ঐসকল ভাবভাব যাচাই করিয়া লইলেন। নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায়, চিজ্জড়সমন্বয়বাদি-সম্প্রদায়ের কপটতা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বাক্যের দ্বারা ধরাইয়া দিলেন। তাঁহাদের প্রতিবিম্ব ও ছায়ারত্যাভাসাদি কখনও প্রেমের বিষয় নহে। তাঁহারা চরমে নির্ব্বিশেষবাদকেই তাঁহাদের আদর্শ ঠিক করিয়াছেন, তাঁহাদের ভক্তিভাব অনুকরণ—কপটতামাত্র। অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায় এই সকল ব্যক্তিকে ভগবদ্ভক্তের কক্ষির আগায় তুলিয়া বড় করিয়া তোলে। ইহারই নাম—Apotheosis. গৌরভক্তগণ Apotheosis এর ভক্ত নহেন। তাঁহারা মানুষ-ভক্ত নহেন, কর্ত্তা-ভক্ত নহেন; তাঁহারা অপ্রবিগ্রহনমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহের নিত্য-সেবক।—ইহাই গৌরভজনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

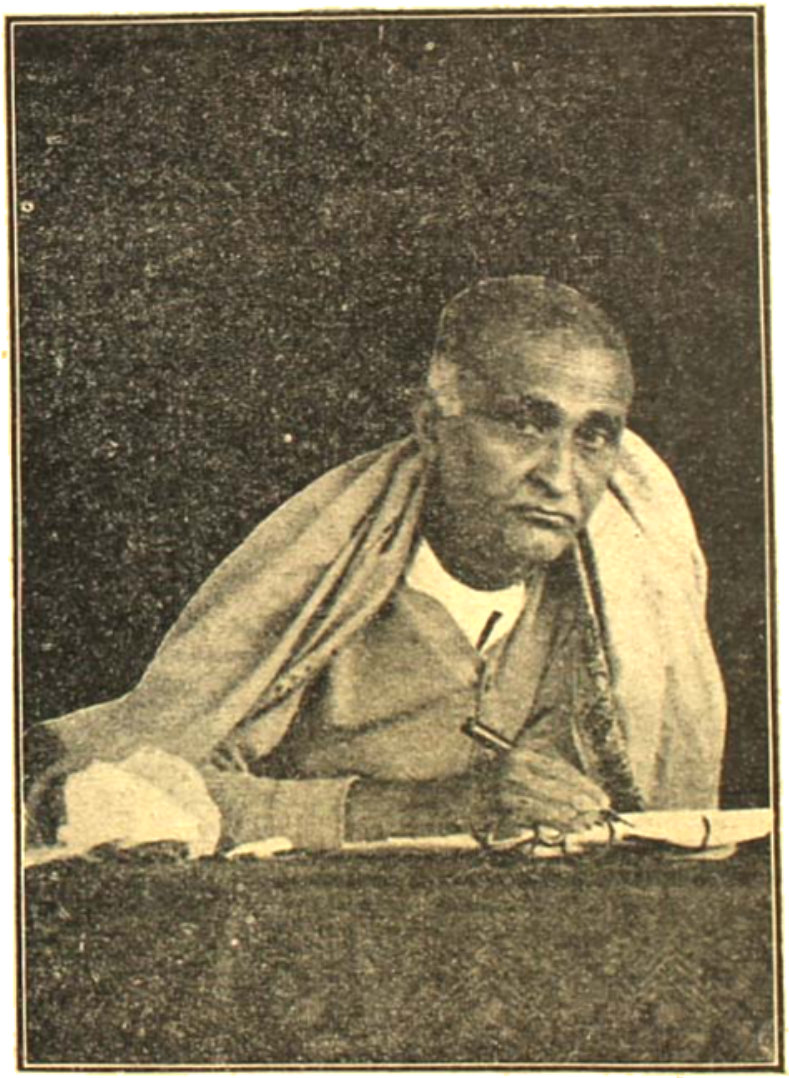

হংসক্ষেত্রে একাহন মঠে 'গৌড়ীয়ের' প্রবন্ধ-পরিবর্দ্ধন-রত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

বিবিধ প্রসঙ্গ

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্যদেব এবার অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করিতে ঢাকায় বহু সজ্জন ও ভক্তের সংসর্গরাশি ছেলে-পুকাও তথায় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি গত ২রা মাঘ, ১৩৫৫ ফাল্গুনী সোমবার ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া তৎপর দিবস কলিকাতায় শুভবিজয় করেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভৃতিপ্রমুখ বৈষ্ণবৃন্দ শিয়ালদহ ষ্টেশনে শ্রীল আচার্যদেবকে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে লইয়া যান।

শ্রীল আচার্যদেবের শুভবিজয়ে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাবতিথি-পূজা (১১ই মাঘ, বুধবার) বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও পরা বিদ্যার সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। রাত্রিতে মঠে বিরাট্ সংকীর্তন-মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-তিথিতে ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল আচার্যদেবের কৃপাশীর্বাদে 'বৈষ্ণব-মহুয়া'র শুভচরণ-সেবা আরম্ভ হয়।

শ্রীষটতিলা একাদশী, শ্রীবরাহ-দ্বাদশী ও শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী—এই মাঘতিথিত্রয়ে উপবাস, সংকীর্তন ও হরিকথা-কীর্তনমুখে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের অনুগত্যে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার বিভিন্ন মঠে যথারীতি পালিত হইয়াছেন।

শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী তিথিতে অপরাহ্নে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-প্রপন্নাশ্রম'-সম্বন্ধে ভক্তগণ আলোচনা করেন। রাত্রিতে শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-সম্বন্ধে পাঠ-কীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

"শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু"

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রিয়তম নিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথিপূজা-উপলক্ষে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের পরিপক্ক-সুলেখনী-প্রসূত 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু' নামক শ্রীচৈতন্যদেবের একখানি সচিত্র চরিত-গ্রন্থ মাদ্রাজ হইতে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে অতি প্রাঞ্জল ও সুমধুর ইংরাজী গদ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের সম্পূর্ণ চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সূত্রাকারে যে শ্রীচৈতন্য দেবের চরিত-গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারই প্রিয়শিষ্যবর শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ বিস্তৃতভাবে সেই সূত্রগ্রন্থের বিবৃতি-রূপে জগতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন দেখিয়া সজ্জনমাত্রেরই হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় অপসিদ্ধান্ত ও ভাবপ্রবণতাপূর্ণ যে মহাপ্রভুর চই একটি অপ্রামাণিক চরিত-গ্রন্থ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ কোনপ্রকার কুসিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে স্থান পায় নাই। ইহা সম্পূর্ণ শ্রৌত-সিদ্ধান্ত অনুসরণে সুলিখিত হইয়াছে। গ্রন্থে কতিপয় ত্রিবর্ণ ও এক বর্ণের আলেখ্য ও মূল্যবান্ সূচীপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের মুদ্রণসৌষ্ঠবও বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

"বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চষষ্টিবর্ষপূর্তি-আবির্ভাব-তিথি-পূজার উপলক্ষে আমাদের পূর্বাচার্য্য শ্রীশ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের চরিত্র, শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত-সমন্বিত একটি সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীমধ্বের চরিত্র ও সিদ্ধান্তপূর্ণ এরূপ গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় অদ্বিতীয়। ইহাতে কেবল যে বঙ্গভাষা অলঙ্কৃতা হইলেন, তাহা নহে, বঙ্গভাষায় শ্রীমধ্বের অনেক মৌলিক সিদ্ধান্ত ও উপদেশ জানিবারও বিশেষ সুযোগ হইল। ইহাতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের ত্রিবর্ণ ও একবর্ণ আলেখ্য ও শ্রীমধ্বের সেবিত শ্রীনরকগোপালের দ্বিবর্ণ-আলেখ্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বমধ্ব—এই সম্প্রদায়প্রবর্তক আচার্যচতুষ্টয়ের সহিত তাঁহাদের উপাস্যবর্গের আলেখ্য ও গৌড়ীয়-আচার্যগণের আলেখ্য-সমূহ সংযুক্ত হইয়াছেন। ঢাকার 'মহুয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'এর পরিচালকবর্গ এই গ্রন্থ-মুদ্রণে সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চষষ্টিবর্ষপূর্তি-আবির্ভাব-তিথিপূজোপলক্ষে 'গৌড়ীয়'পত্রিকার এই 'বিশেষ সংখ্যা' ও 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে'র শ্রীব্যাস-পূজা-সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম-সংখ্যা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাঞ্চরাজন্যবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমার্হিতা-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার ... ফাল্গুন, ১৩৪৫ ; ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯ | সংখ্যা

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ

আগামী ৮ই ফাল্গুন (১৩৪৫) সোমবার গৌরপ্রতিপদিথি শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ শুদ্ধ বৈষ্ণবসাম্রাজ্যের সার্ব্বভৌম, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ প্রভুর চতুশ্চত্বারিংশ অপ্রকট তিথিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ত্রিলোকপাবনী হইয়াছেন। সেই তিথিপূজার উপায়নরূপে শ্রীগুরুবর্গের শ্রীমুখপ্রসূত তাঁহার অমলচরিতগাথা এই স্থানে প্রকাশিত হইল। ভগবদিচ্ছা হইলে একটি গ্রন্থাকারে বিস্তৃত শ্রীবৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-চরিত প্রকাশিত হইবে।

গৌরাবির্ভাবভূমেঃ নিকেতো সঙ্ঘ-প্রিয়ঃ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ॥

গুরু-পরম্পরা

রূপানুগজনগণের জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্টসংস্থাপক অন্তরঙ্গ নিজজন—শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপগোস্বামী। শ্রীরূপের প্রেষ্ঠ শ্রীজীবগোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী। শ্রীরঘুনাথের প্রেষ্ঠ শ্রীল শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। শ্রীকৃষ্ণদাসের পরমপ্রিয় শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম। শ্রীনরোত্তমের আনুগত্যে শ্রীরূপানুগবরা-সংরক্ষণকারী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর। তিনি লেখনীলাঘব ব্রজমণ্ডলে 'শ্রীহরিবল্লভদাস' নামে বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীবিশ্বনাথের ছায়প্রতিম অনুগ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-বেদান্তাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ। বিদ্যাভূষণ প্রভু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে 'শ্রীগোবিন্দদাস' নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের অনুগত শ্রীউদ্ধবদাস বা উদ্ধবদাস বা তদনুগ উদ্ধবদাস। উদ্ধবদাসের শিষ্য শ্রীমধুসূদন দাস। এই গুরুশিষ্য-ধারাটি ভাগবত-পরম্পরার; পাঞ্চরাত্রিক-পরম্পরার নহে,—এইটি বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য।

শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে 'সূর্য্যকুণ্ড' নামক একটি প্রসিদ্ধ স্থান আছে। এখানে শ্রীমতী রাধিকা মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যপূজার ছলনা এবং অভিমন্যু, জটিলা ও কুটিলা প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবার্থ আগমন করিতেন; কৃষ্ণ পুরোহিতবেশে শ্রীমতীর সেবা গ্রহণ করিতেন। অদ্যাপি এখানে 'সূর্য্যকুণ্ড' নামক একটি দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। এই সূর্য্যকুণ্ডের পশ্চিমতীরে উত্তরাভিমুখে শ্রীল মধুসূদনদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি-মন্দির ও পূর্ব্বদিকে গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান। শ্রীমধুসূদনদাস বাবাজী মহাশয় সূর্য্যকুণ্ডে 'সিদ্ধবাবাজী' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সমাধির নিকট স্থানেই তাঁহার জীর্ণ সুপ্রাচীন ভজনকুটী দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমধুসূদনদাস বাবাজী মহাশয়ের পূজিত গিরিধারী ও নামব্রহ্ম (পটে লিখিত 'শ্রীহরেকৃষ্ণ' ও 'শ্রীহরিবল' নাম) পূর্ব্বদিকের একটি মন্দিরে রহিয়াছেন। এখানে অগ্রহায়ণ শুক্লাষ্টমী তিথিতে শ্রীমধুসূদনদাস বাবাজী মহাশয়ের অপ্রকটোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীমধুসূদনদাস বাবাজী মহাশয়ের তিনজন শিষ্য ছিলেন। (১) বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ, (২) গোবিন্দদাস, (৩) হরিগোপালদাস। ইঁহারা সকলেই বেষের শিষ্য অর্থাৎ শ্রীমধুসূদনদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট হইতে ভেক বা পরমহংস-বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমধুসূদনের অপর দুইশিষ্য শ্রীগোবিন্দদাস ও শ্রীহরিগোপাল দাসের সমাধি সূর্য্যকুণ্ডে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

এই সূর্য্যকুণ্ডে কিংবদন্তী যে, শ্রীমধুসূদনদাস বাবাজী মহাশয় তাঁহার ভজন-কুটীতে যখন শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন, তখন এক অজগর সর্প প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আসিয়া ঐ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিত এবং পাঠ সমাপ্ত হইবার পর দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইত।

শ্রীল জগন্নাথের বেষের শিষ্য শ্রীভাগবতদাস প্রভু। ইনি আমাদের পরমগুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহাশয়ের বেষগুরু। শ্রীভাগবতদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধিও সূর্য্যকুণ্ডে অতি জীর্ণাবস্থায় ঝোপজঙ্গলাদি দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছেন।

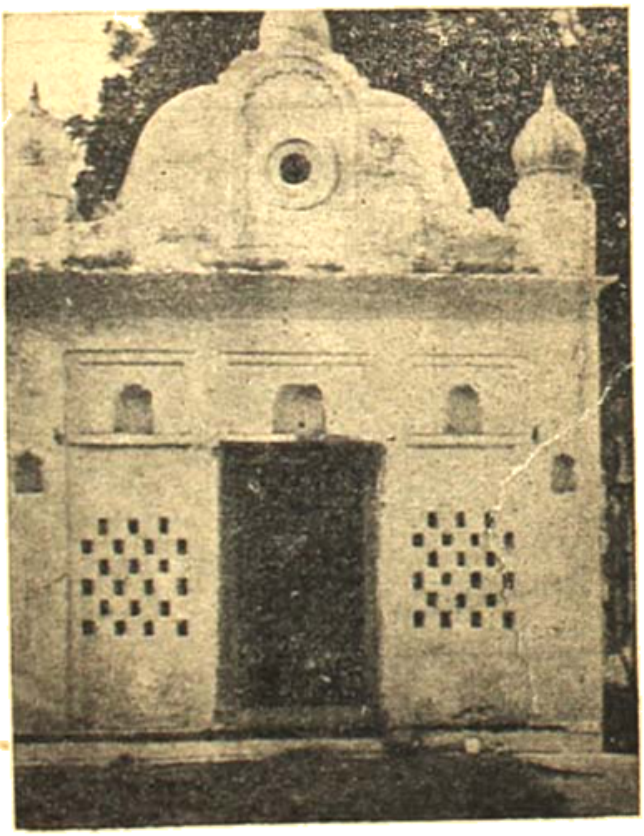

শ্রীসূর্য্যকুণ্ডে শ্রীশ্রীমধুসূদন-সমাধি

অন্ধকারযুগ ও আচার্য্যধারা

গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে কএকটি অন্ধকারযুগের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে একটি অন্ধকারযুগ; ষড়্‌গোস্বামী-অপ্রকটের পর আর একটি অন্ধকারযুগ; শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ ও শ্রীল রসিকানন্দ মুরারির অপ্রকটের পর তৃতীয় অন্ধকারযুগ; শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর অপ্রকটের পর চতুর্থ অন্ধকারযুগের কথা শ্রুত হইয়া থাকে। যাঁহারা সাম্প্রদায়িক রহস্য ও সিদ্ধান্ত-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা মনে করেন, আচার্য্যধারা অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে আগত গুরু-পরম্পরা-প্রথার সেই সকল 'অন্ধকার-যুগে' ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং নূতন করিয়া আচার্য্যের অভিনব অভ্যুদয় হইয়াছিল; কিন্তু সাম্প্রদায়িক রহস্য অনুধাবন করিলে জানা যায়,—যেমন সূর্য্যদেবের কোন সময়েই বিনাশ হয় না, তদ্রূপ আচার্য্যধারারও বিনাশ নাই। আচার্য্য-পরম্পরা বা শ্রৌত-পরম্পরায় যোগসূত্র নিত্য অবিচ্ছিন্ন না থাকিলে পরমার্থ ও স্বয়ংভগবানের নিত্য অস্তিত্বও অস্বীকৃত হয়। কখনও ক্ষীণালোক, কখনও প্রোজ্জ্বল আলোক বিতরণ করিয়া আচার্য্যজ্যোতিষ্কগণ জীবের ভাগ্যাকাশে উদিত থাকেন। 'ক্ষীণালোক' বলিলে যে, আচার্য্যের আচার্য্যত্বে কোনও প্রকার হেয়তা সংস্পৃষ্ট হয়, তাহা নহে অর্থাৎ আচার্য্য-পরম্পরায় যাহাতে কখনও বিবিক্তানন্দী আচার্য্য, কখনও বা গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যখন গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্য বিপুলভাবে হরিকথা প্রচার করিয়া পাষণ্ড-মত নিরাস ও শুদ্ধভক্তি-সংস্থাপনকার্য্য করেন, তখনই আচার্য্যাড়ম্বরের প্রভা লোকলোচনের গোচরীভূত হয়। বিবিক্তানন্দী আচার্য্যগণ সেইরূপভাবে প্রচার-প্রচেষ্টা প্রদর্শন না করিয়া স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক জীবকে ব্যক্তিগতভাবে ভজন শিক্ষা দিয়া থাকেন। গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্যের সঙ্কীর্ত্তনকার্য্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া উহার প্রচার অধিক হইয়া থাকে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বা তৎপূর্ব্বে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে যুগে গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই যুগেও শ্রীল বংশীদাস বাবাজীমহারাজ বা আমাদের পরমগুরু শ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী মহারাজ-প্রমুখ মহাজনগণ অকৃত্রিম বিবিক্তানন্দী গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে প্রকটিত হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে, শ্রীচৈতন্যভাগবতে, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থাকে অন্ধকারযুগের অবতারণে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তখন কি আচার্য্য-ধারা ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল? শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-আম্নায় কি লুপ্ত হইয়াছিল? তখন কি শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থ, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী আচার্য্যরূপে উদিত হইয়া জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে শিক্ষকের লীলায় বরণ করিয়া শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াম্নায়ধারা প্রবাহিত রাখিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই? তখন কি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস, শ্রীবাসপণ্ডিত ইঁহারা হরিকথা আচার-প্রচার করেন নাই? আচার্য্য-ধারা লুপ্ত হইয়া থাকিলে কিরূপে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী হইতে শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্য্য-পরম্পরায় যোগসূত্রের নিত্যত্ব প্রদর্শন করিলেন? শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য়, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ 'গোবিন্দভাষ্যে' ও 'প্রমেয়-রত্নাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে, শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী তাঁহার 'পদ্ধতি-গ্রন্থে', ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহাদের আম্নায়-পরম্পরা-বর্ণনে আচার্য্যধারার অবিচ্ছিন্নত্ব প্রদর্শন করিলেন।

ষড়্‌গোস্বামিগণের পরে যে দ্বিতীয় অন্ধকারযুগের সূচনা হইয়াছিল, তাহাতেও শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী, বিরক্ত-শিরোমণি শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপ্রভু-প্রমুখ মহাজনগণ আচার্য্যধারা সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রমুখ আচার্য্যগণের পর যে তৃতীয় অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছিল, তখনও শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী, শ্রীগদাধরদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণচরণ ভট্টাচার্য্য (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পরমগুরু) ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-ধারা বা শ্রীরূপানুগধারার আচার্য্য-পরম্পরার অবিচ্ছিন্নত্ব সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীচক্রবর্ত্তী-বলদেবের অপ্রকটের পর গৌড়ীয়ের চতুর্থ অন্ধকারযুগের সূচনা হইলেও যে আচার্য্যধারা সংরক্ষিত হইয়াছিল, তাহা আচার্য্যকুলমুকুটমৌলি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-

সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ 'ভাষ্যকারের বিবরণে' লিখিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—'ভাষ্যকারের অনুগত শ্রীউদ্ধবদাস বা শ্রীউদ্ধবদাস বা তদনুগ উদ্ধবদাস, শ্রীমধুসূদন ও শ্রীজগন্নাথদাস পরমহংস্যাশ্রমের পথিক-বৃন্দে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। তাহাই গৌড়ীয়গণের পরমশ্রদ্ধার বিষয়।'

শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি,—শ্রীউদ্ধবদাস, উদ্ধবদাস, শ্রীমধুসূদন দাস, শ্রীজগন্নাথ দাস কেবল বিবিদিষানন্দী পরমহংসের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই, তাঁহারা প্রচারক আচার্য্যের লীলাও প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমধুসূদন দাস শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার করিয়াছেন; তাঁহার প্রচারে সর্প বা সর্পের ন্যায় ক্রুর-প্রকৃতি কেহ কেহও ঐ সকল স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ভাগবতী কথায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে গৌড়ীয়ের অন্ধকারযুগ ছিল; কিন্তু তাই বলিয়া সে-সময় রূপানুগধারা ছিন্ন হয় নাই। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ সেই যোগসূত্র অবিচ্ছিন্নভাবে সংরক্ষণ করিয়া তাহাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ কিরূপ গৌষ্ঠানন্দী, অন্যপ্রচারোন্মাদী সঙ্কীর্ত্তন-সেনানায়ক ছিলেন, তাহা তাঁহার অভিনব্য চরিত্র পাঠকালেই সুধী পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আবির্ভাব-স্থান ও পরিচয়

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহোদয় বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় পৌনে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে, কোনও মতে, ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার কোন গণ্ডগ্রামে, কোনও মতে পাবনা জেলার অন্তর্গত ভড়াগ্রামে বারেন্দ্র-কায়স্থকুলে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের মাতাপিতার কোনও পরিচয় বা আবির্ভাব-কালের সন-তারিখ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। বৈষ্ণব পূর্ব্বকুল বা ঐতিহাসিক কালের দ্বারা পরিচিত হন না বলিয়াই এবিষয়ে অনেকস্থলেই অজ্ঞজ্ঞানী ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

আচার্য্য, গুরুদেব বা বৈষ্ণব 'সূত্র' বা ব্যবহারিক 'ব্রাহ্মণ' নহেন। আচার্য্যকে জাতিসামান্যে দর্শনের ন্যায় ভীষণতম আচার্য্যদ্রোহ ও গুরুনিন্দা আর কিছুই নাই। এই অপরাধপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরও নাই, যদি আত্মগ্লানিতে দগ্ধীভূত নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী জীবকে একমাত্র কৃপাময় গুরুদেব ও বৈষ্ণব ঠাকুরগণ কৃপা না করেন। শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বদাই এই অপরাধ হইতে জগতের সকল জীবকে সাবধান করিতেন এবং বলিতেন,—"পূর্ব্বদিকে, কোনও কালবিশেষে সূর্য্যদেব উদিত হন বলিয়া পূর্ব্বদিক্ যেরূপ সূর্য্যের জননী বা ঐ কালবিশেষকে সূর্য্যের জন্মকাল বলা যায় না, অর্থাৎ সূর্য্য যেরূপ ঐতিহাসিক গবেষণা-লভ্য বস্তু নহে, তদ্রূপ হরি-গুরু-বৈষ্ণব কোনও কুলে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করেন বলিয়া তাঁহাদেরও সেই কুলের অন্তর্গত করা যায় না।

শ্রীল জগন্নাথ যে-কোন স্থানে বা যে-কোন কুলে আবির্ভূত হউন না কেন, তিনি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সদোপাঙ্গ, ভাগবত পরমহংস। তাঁহার নিত্যনিবাস,—শ্রীব্রজ ও নবদ্বীপধাম।

ইনি পূর্ব্বাশ্রমে বর্দ্ধমান জেলার প্রান্তবর্ত্তী পুরুলিয়া-বাসী শ্রীনিত্যানন্দ-সন্তান শ্রীল রাসবিহারী গোস্বামীর পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত শিষ্যের লীলাভিনয়কারী। এই শ্রীরাসবিহারী গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন—স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি—স্বনামধন্য ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। তাঁহার রাজপ্রাসাদে উক্ত শ্রীরাসবিহারী গোস্বামীর উপাস্য শ্রীরাসবিহারী বিগ্রহ সেবা অদ্যাপি বর্ত্তমান।

শ্রীল জগন্নাথের গৌরসুন্দরে অহৈতুক অনুরাগের কথা মানবজাতির কোনও প্রতিভা বর্ণন করিতে পারে না। শুদ্ধভক্তিধর্ম্মপ্রচারে তাঁহার যে অদম্য উৎসাহ, তাহার পরিচয় তাঁহার অনুগত একমাত্র শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেই সমুজ্জ্বল হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব সেই জগন্নাথকে জগজ্জীবের উদ্ধারের জন্য এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়া স্বীয় প্রকট অন্তর্দ্ধান নির্দ্দেশ করাইয়া দিয়াছেন। সকল সদ্গুণ শ্রীল জগন্নাথদাসকে প্রাপ্ত হইয়া বস্তুতিবন্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-দেবের আশ্রিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবের দাস বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত

মনে করেন, তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথের চরণাশ্রিত। তিনি তদানীন্তন গৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের মধ্যমণি, সার্ব্বভৌম সম্রাট্ ছিলেন। ব্রজমণ্ডল ও শ্রীগৌড়মণ্ডলের তদানীন্তন ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রধান ঐকান্তিক কৃষ্ণনিষ্ঠাপরায়ণ ও শুদ্ধগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজ-শিরোভূষণ ছিলেন বলিয়া তিনি 'বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইনি কখনও গৌড়মণ্ডলে, কখনও বা ব্রজমণ্ডলে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হইয়া লোক-কল্যাণের জন্য বিচরণ করিতেন। গৌড়-মণ্ডলকে ইনি অভিন্ন-ব্রজমণ্ডলরূপে দর্শন করিতেন। ইঁহার শাসন অতিশয় নিরপেক্ষ, কঠোর ও ইঁহার আত্মবঞ্চনাকর উপদেশ মর্ম্মভেদী ছিল। এই ধারাতেই শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-বাসুদেবের শাসন ও শিক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল জগন্নাথ অনেক সময় শ্রীরাধাকৃষ্ণ-উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীরূপানুগ ভজনপদ্ধতিতে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় নিবিষ্ট থাকিতেন। ইনি সুদীর্ঘকাল এই প্রপঞ্চে অবস্থান করিয়া স্বয়ং অনুক্ষণ হরিনাম কীর্ত্তন ও অপরকে শ্রীহরিনামকীর্ত্তনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। একমাত্র কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সংযোগে অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গের পালন ব্যতীত তিনি অন্য কোন প্রকার সিদ্ধান্ত বা বিচার স্বীকার করিতেন না; ইহা তাঁহার আলেখ্য দর্শন করিলেও সুধীগণ বুঝিতে পারিবেন। ইনি নিবিষ্টচিত্তে বিপ্রলম্ভের সহিত স্বয়ং হরিকীর্ত্তন করিতেন এবং অপরকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন। ইনি অন্তরে সম্ভোগবাদে পরিপুষ্ট থাকিয়া নামভজনের ছলনা বা কপট নির্জ্জনভজনকে কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাস দোষ ইনি কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না।

গুরু ও শিষ্য

প্রতিবর্ষে শ্রাবণ মাসে শ্রীবৃন্দাবনে গৌড়ীয়গণের তিন ঠাকুর শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের ঝুলনোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সম্ভোগবাদী প্রাকৃতসহজিয়া এবপ্রকার দৃষ্টিতে ঐসকল উৎসব দর্শন করিয়া ভগবৎসেবাকে স্ব-স্ব উপভোগ্য জ্ঞান করে, আর অকৈতব ভগবৎপ্রেমিক অভিন্ননাগর গোকুলমহোৎসবকে ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের বিলাস-রূপে উপলব্ধি করেন।

বঙ্গাব্দ ১২৮৮ সন, শ্রাবণমাস। নিত্যব্রজবাসী, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই সময় শ্রীধামবৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। রাধারমণ বসুর কালাবাবুকে অবস্থান করিয়া ঠাকুর ব্রজে 'সাধুসঙ্গ ও গোবিন্দগোপীনাথ ও মদন-মোহনের দর্শন' করিলেন। এই সময় রূপদাস বাবাজীর কুঞ্জে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনিবাসাচার্য্যের নামে আরোপিত 'দশশ্লোকী' আবিষ্কার করিলেন। সেখানেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের প্রথম দর্শন পাইলেন। নিত্যব্রজবাসী গুরু ও শিষ্যে ব্রজে এই প্রথম সাক্ষাৎকারের লীলা প্রকাশিত হইল। গুরুপাদপদ্মদর্শনের অব্যবহিত পরেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ রাধাকুণ্ড ও গোবর্দ্ধন দর্শন করেন।

শ্রীল জগন্নাথ ও তাঁহার সহযোগী ঐকান্তিক ভজন-পরায়ণ পরমহংসকুল যখন শ্রীবৃন্দাবনে ভজনানন্দে বাস করিতেছিলেন, তখন মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলাস্থান কাটোয়া হইতে কোনও এক প্রসিদ্ধনামা বিশেষ সংস্কৃতভাষাকুশল ভূতকপাঠকবিপ্র তীর্থবাসের ব্যাপদেশে বৃন্দাবন গমন করেন এবং তথায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি ব্যাখ্যা করিয়া যথেষ্ট লাভ-পূজা ও প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহ করেন। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথপ্রমুখ ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ উক্ত কথক মহাশয়ের নিকট সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিতে আসেন না দেখিয়া কথক মহাশয় ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন; তদুত্তরে শ্রীল জগন্নাথ ও অন্যান্য বৈষ্ণব-মহাত্মগণ বলেন,—যাহারা ভাগবত-ব্যবসায় করে, তাহারা নামাপরাধী; তাহাদের মুখে অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের কথা কীর্ত্তিত হয় না। তাহাদের এই বৃত্তি বেশ্যার বৃত্তি হইতেও ঘৃণ্য, ঐরূপ ভূতক-পাঠকের মুখে পাঠ শুনিলে জীবের কোনও প্রকার মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, নামাপরাধ শ্রবণ করিতে করিতে জীবের অধঃপতন হয়, কৃষ্ণ-নিষ্ঠার পরিবর্ত্তে বিষয়-নিষ্ঠা, নিষ্কপট ভজনের পরিবর্ত্তে কপট মিছাভক্তি উদিত হইয়া জীবের দুর্গতি আনয়ন করে।

বুদ্ধিমান্ উক্ত কথক মহোদয় বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌমের ঐরূপ অপ্রিয় সত্যবাক্যে রুষ্ট না হইয়া উহাকে 'কৃপা'

বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলেন এবং অচিরেই ঐরূপ ভাগবতব্যবসায়-বুদ্ধিতে 'নামাপরাধ' বলিয়া বুঝিতে পারিয়া উহা ত্যাগ করিলেন। শ্রীল জগন্নাথের কৃপা গ্রহণ করিয়া ঐক্ত ভক্তিমান্ কথক মহাশয় ভবিষ্যতে এক পরমভাগবত বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। তিনি নিজের ব্রাহ্মণাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীমায়াপুরে অবস্থানকালে আবজ্জনাবাহী ডুইমলীতলে বৈষ্ণবগণের সেবা এবং পঙ্‌ক্তি-চণ্ডাল-পর্য্যন্ত সকলকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণাম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। শ্রীল জগন্নাথের কৃপায় তাঁহার জাতি-বর্ণ-পাণ্ডিত্যাদির অভিমান দূর হইয়াছিল।

১২৯২ বঙ্গাব্দ হইতে অনেকসময়েই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের উপদেশ ও সঙ্গসুখ লাভ করেন। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ২৭শে ফাল্গুন বুধবার একাদশী তিথিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধাম বৃন্দাবনের পথে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আমলাজোড়া গ্রামে অবতরণ করেন। ঠাকুরের অত্যন্ত আদর ও গৌরবের পাত্র আমলাজোড়া-নিবাসী শ্রীনাবহট্টের দত্তবাটীর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ভক্তিনিধি ও বিপণিপতি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভক্তিরত্নের যত্নে আমলাজোড়া গ্রামের একান্তে একটি উদ্যানের মধ্যে একটি 'প্রপন্নাশ্রম' নির্ম্মিত হইয়াছিল। গুরুপাদপদ্মে প্রপন্ন বা শরণাগত ব্যক্তিগণ যেখানে সজ্জাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ সাধুগণের সঙ্গে হরি-কীর্ত্তন করেন, তাহাই প্রপন্নাশ্রম। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের সহিত এই স্থানে সারারাত্রি জাগরণ করিয়া হরিকীর্ত্তনমুখে একাদশব্রত পালনের আদর্শ প্রদর্শন করেন। এই সময়ের বিবরণ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তৎসম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণী-পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"পূর্ব্বরাত্রে একাদশী-জাগরণের পর প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় গ্রামস্থ সমস্ত ভক্তবৃন্দ মহাসম্ভারোহের সহিত কীর্ত্তনে বাহির হইলেন। পরমপূজ্যপাদ সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়কে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সকলে প্রপন্নাশ্রমে পৌঁছিলেন। তথায় কীর্ত্তন-সময়ে বাবাজী মহাশয়ের যে-সকল ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাহা বর্ণন করা যায় না। শতবর্ষের উর্দ্ধ বয়সে প্রেমানন্দে সিংহের ন্যায় নৃত্য করা এবং মধ্যে মধ্যে "নিতাই কি নাম এনেছে। নাম এনেছে নামের হাটে প্রত্যমূলে নাম বিতেছে রে।" ইত্যাদি ধুয়া অবলম্বন করিয়া অজস্র রুদন ও ভূমি-লুণ্ঠন-সময়ে তথায় যে একটি আশ্চর্য্য দৃশ্যের উদয় হইয়াছিল, তাহা অন্যত্র দেখা যায় না। বাবাজী মহাশয়ের ভাবদর্শনে এবং কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইয়া সকলেই প্রায় অশ্রুপুলকে পরিপূর্ণ ও ভাবে গদ্‌গদ হইয়া বহুক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে কীর্ত্তন স্থগিত হইলে নামহট্ট বিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা হইল। বাবাজী মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রপন্নাশ্রমের কার্য্য সেদিন হইতে আরম্ভ হইবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। বিপণিপতি মহাশয় বাবাজী মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে তদ্দিবসই প্রপন্নাশ্রম-প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাপ্ত করিলেন।

স্কুল, ডাক্তারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার সময় সর্ব্বদেশে স্থানীয় প্রধান লোককে সভাপতি করা হয়। ভক্তসমাজে যে তৎকালে উপস্থিত পরমপূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়কে প্রপন্নাশ্রম-প্রতিষ্ঠার সভাপতির আসন দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে যুক্ত। যে যে গ্রামে প্রপন্নাশ্রম স্থাপিত হয়, তাহার প্রতিষ্ঠা এইরূপে করা কর্ত্তব্য।" ('সজ্জনতোষণী' ৪র্থ বর্ষ, ২৩ পৃষ্ঠা)

এই সময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সহিত আমলাজোড়া গ্রামে অবস্থান করিয়া অহোরাত্র গৌর-কৃষ্ণকথা আলোচনা, কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের ন্যায় সুশিক্ষিত ও শাস্ত্রপারঙ্গত ব্যক্তির হরিনাম-প্রচারে স্বাভাবিক উৎসাহ দেখিয়া তাঁহাকে জগতে শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরকাম প্রচার করিবার জন্য অধিকতর প্রেরণা প্রদান করেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-কল্পে বিশেষভাবে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করেন। এই সময়ের কথা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার আত্মচরিতে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"বাটী আসিয়া স্থানে স্থানে নাম-প্রচার ও বক্তৃতা হইতে লাগিল। কখন গোরুল, কখন কলিকাতা,

সময় সময় কৃষ্ণনগরে বক্তৃতা। ১৮২৩ সাল উপস্থিত হইল, ঐবৎসর বিশেষ ধুমধামসহকারে শ্রীগোদ্রুমে গানোৎসব ও শ্রীমায়াপুর-দর্শনোৎসবে শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় বহুসংখ্যক বৈষ্ণব লইয়া গিয়াছিলেন।"

(শ্রীভক্তিবিনোদ-আত্মচরিত—১২৭ পৃষ্ঠা)

১২৭৯ বঙ্গাব্দের মাঘমাসে শ্রীল জগন্নাথ দাস পরিকরসহ কুলিয়া-নবদ্বীপ হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আনীত ভজনস্থলী শ্রীগোদ্রুমস্থ সুরভিকুঞ্জে আসিয়া আসন গ্রহণ করেন। ২৭শে মাঘ বুধবার শ্রীসুরভিকুঞ্জে শ্রীল বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্মেলনে এক অপূর্ব্ব হরিকীর্ত্তন-মর্ত্তনের উৎস প্রকাশিত হইয়াছিল। সমস্ত কীর্ত্তনাখ্যধীন কীর্ত্তনের রোলে মুখরিত ও প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইয়াছিল।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে, শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীধাম-প্রকাশ-সেবা করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাহা আমরা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের লেখনী হইতে দেখিতে পাই। 'বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায়' শ্রীল ঠাকুর বলিতেছেন,—

"হে ভক্তবৃন্দ! আজকাল অন্য আশা ও অন্য চিন্তা দূরে ফেলিয়া এই গুপ্ত মহাতীর্থের স্থানগুলি আবিষ্কার করিতে যত্ন করুন। ● ● হে শ্রীবৈষ্ণবগণ! আর বিলম্ব করিও না, প্রভু ও প্রভুপার্ষদগণের লীলাস্থান দেখিবার জন্য আমাদের ন্যায় অকিঞ্চন পামরগণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। ব্রজে ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান দেখিতে যখন অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইলেন, তখন দয়াসমুদ্র শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতনপ্রভুতে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক দুই বাহুদ্বারা শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড দেখাইয়া দিলেন। সনাতন গোস্বামীর কৃপায় এখন সকলেই সেই তীর্থদ্বয়ের মহিমা উপলব্ধি করিতেছেন। হে জগন্নাথদাস প্রভৃতি অধুনাতন গৌরাঙ্গপ্রিয় ভক্তগণ! আপনাদের চরণে আমরা দণ্ডবৎ পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা শ্রীসনাতন গোস্বামীর কৃপাভিষিক্ত হইয়া শ্রীশ্রীমায়াপুরের স্থানসমূহ নির্দ্দেশ করুন। এখন আপনারাই আমাদিগের গুরু, আর কাহাকে জানাইব?"

(শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা—ঠাকুরভক্তিবিনোদ-রচিত 'শ্রীনবদ্বীপধাম' প্রবন্ধ)

শ্রীল জগন্নাথ গৌরধামপ্রচারে এত উৎসুক ছিলেন যে, যে বৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে প্রকাশিত হন, সেই বৎসর অর্থাৎ ১৩০০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে তিনি ব্রজমণ্ডলের অনেক ভজনানন্দী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণকে গৌড়মণ্ডলে আহ্বান করেন। তদানীন্তন নিষ্কিঞ্চন-বৈষ্ণবগণের গুরুস্থানীয় বর্ষীয়ান্ বাবাজী মহাশয়ের আহ্বানে কোন অকপট ভজনানন্দী বৈষ্ণব-মহাত্মাই অস্বীকার করেন নাই। যিনি বিশ-বৎসরকাল ব্রজে থাকিয়া ব্রজভজন করিতেছিলেন, সেই নিষ্কিঞ্চন পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভু পর্য্যন্ত শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের আহ্বানে গৌড়মণ্ডলে আগমন করিয়া তদবধি অপ্রকটকাল পর্য্যন্ত ব্রজাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে ভজন করেন।

গৌরজন্মস্থান-নির্দ্দেশ

১২৯৯ বঙ্গাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-দিবসে (২০শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার) শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ কুলিয়া নবদ্বীপের বহু লোক লইয়া সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত শ্রীধামমায়াপুর যোগপীঠে উপস্থিত হন। "সেই স্থান স্পর্শ করিবা-মাত্র বাবাজী মহাশয় এস্থানকে 'জগন্নাথ-মিশ্রের গৃহ' বলিয়া উক্তি করিলেন। আবার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট খোলডাঙ্গার ডাঙ্গায় সঙ্কীর্ত্তন-দল উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাদের বড় খোলখানি ভাঙ্গিয়া গেল।"

এই সময়ের কথা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার সজ্জনতোষণীতে এইরূপ ভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—"২০শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার সময় পশ্চিমপার-নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ তিনখানি নৌকায় পার হইলেন। ভক্তবর মহেন্দ্র বাবু তাঁহাদিগকে পার করিয়া আনিলেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে পাল্কীতে করিয়া লওয়া হইল। শ্রীমায়াপুর-যাত্রি-সংখ্যা তখন আর গণনা করা যায় না, মায়াপুরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখা গেল যে, শ্রীযুক্ত ভক্তবর বারিক বাবু শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানে একটি সঙ্কীর্ত্তনের দল লইয়া নানাবিধ পতাকা উড্ডীয়মান করত মহানন্দে বাবাজী মহাশয়দিগের প্রতীক্ষা করিতেছেন। সমস্ত ভক্তবৃন্দ যখন জগদ্বিলার উপর উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন একটি আশ্চর্য্যশোভা সমস্ত নবদ্বীপমণ্ডলে

বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, বোধ হয়, এরূপ শোভা আর কখনও হয় নাই। সকল বৈষ্ণব বসিয়া শেষে স্থির করিলেন যে, প্রভুর জন্মস্থানে একটি সেবা ও শ্রীবাসাঙ্গন-ভূমিতে একটি সেবা-স্থাপন হউক। শ্রীযুত জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় শেষে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, জন্মস্থানে শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও শ্রীশচীদেবী এক গৃহে এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও লক্ষ্মীদেবী দুই পার্শ্বে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৈশোরমূর্ত্তি অন্তঘরে স্থাপিত হউক। শ্রীবাসাঙ্গনে পঞ্চতত্ত্ব স্থাপিত হউক।" (—সজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড, ২৩৪-২৩৫ পৃষ্ঠা, 'আবির্ভাবোৎসব' প্রবন্ধ)

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে, শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠে যে বটবৃক্ষটি আছে, তথায় আসিয়া শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ নৃত্য করিতেন এবং আমাদের পরমগুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-প্রভু তথায় উপবেশন করিয়া ভজনানন্দে ও হরিকথা-কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন থাকিতেন। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ৬ই ফাল্গুন শ্রীযোগপীঠে উপবেশন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগোবিন্দের "গোবিন্দেন্দুরমন্দার" ও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "অখিল রসামৃতমূর্ত্তিঃ" এই সর্ব্বপ্রথম শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যাকালে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে "ধানেশ্বরী জগন্নাথের অবতার" বলিয়া জানাইয়াছিলেন। যেরূপ বিপ্রলম্ভময় ধাম কুরুক্ষেত্রের গৌরকৃষ্ণসমন্বিত নিকটস্থ ধানেশ্বরের প্রাচীসরস্বতীর তীরে জগন্নাথের ভবনে মহাপ্রভু পদার্পণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের বিপ্রলম্ভময় কুঞ্জকুটীরে শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার ধাম-প্রকাশের প্রেরণা অতিথিরূপে সমাগত হইলে শ্রীল জগন্নাথ তাহা ভক্তিবিনোদে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীনবদ্বীপের খড়ে বা সরস্বতীনদীকে অতি প্রাচীসরস্বতী এবং যোগপীঠে কদম্ববৃক্ষের পাদমূল হইতে যমুনা ও যোগপীঠের পাদদেশ বিধৌত করিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইবার কথা বলিয়াছিলেন। অতএব আমরা শ্রীল প্রভুপাদের বাক্যানুসারে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথকে 'ধানেশ্বরী জগন্নাথের অবতার' বলিয়াই বন্দনা করিতেছি। সরস্বতীতীরস্থ গোদ্রুমের স্বরভিবৃন্দে শ্রীজগন্নাথের জন্যে রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত-তনু গৌরসুন্দর উদিত হইয়া ভক্তিবিনোদকে সেই প্রেরণায় উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। এজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে লিখিয়াছেন,—"শ্রীল জগন্নাথদাস গৌরজন্মস্থানের নির্দ্দেশক ও গ্রাম-প্রচারিণী সভার প্রাক্তন মূলপুরুষ। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে এই প্রপঞ্চে জীবোদ্ধারকল্পে প্রেরণ করিয়া স্বীয় প্রকট জন্মস্থান নির্দ্দেশ করাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালা ১৩০০ সালে শ্রীল জগন্নাথদাস শ্রীগৌরজন্মভূমি নির্দ্দেশ করিয়া বর্ষদ্বয়ের মধ্যেই নিজ-প্রকটলীলা সংগোপন করেন"। (—দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, ২৭শে চৈত্র, ১৩৩৪)।

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ও ভক্তিবিনোদ

শ্রীল জগন্নাথ যেরূপ শ্রীভক্তিবিনোদের সদ্যোপাস্য, শ্রীল ভক্তিবিনোদও তদ্রূপ শ্রীল জগন্নাথের শ্রেষ্ঠ নিজজন। যাহারা গুরু বা মহাপুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বাহিরের বিচারের মাপকাঠি দিয়া ওজন করে, তাহারা এই কথার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথের পাকরাত্রিকী দীক্ষার শিষ্য ছিলেন না, কিংবা তিনি শ্রীল বাবাজী মহারাজের হস্ত-পদাদি সম্বাহন বা পাকাদি কার্য্য অথবা অতিবৃদ্ধ শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে তাঁহার অন্য কোন শিষ্যের ন্যায় একস্থান হইতে অন্য স্থানে স্কন্ধে বহন করিবার সেবা বা সাধারণ দর্শনে নিরন্তর সঙ্গে সঙ্গে অবস্থানাদিও করেন নাই। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের অন্য এক ব্রজবাসী শিষ্য ক্রমাগত ৪০ বৎসর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ঐ সকল সেবা করিয়াছিলেন, তথাপি শ্রীভক্তিবিনোদধারায় বা শ্রীরূপানুগধারায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যেরূপ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌমের মনোহভীষ্টপরিপূরক শ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ নিজজন বলিয়া পরিচিত, ক্রমাগত চল্লিশ বৎসর গুরুসেবা এবং প্রায় নব্বই বৎসরকাল ব্রজে বাস করিলেও আমরা তাঁহাকে শ্রীল ভক্তিবিনোদের ন্যায় শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেরূপ 'শ্রেষ্ঠ সেবক' বলিতে পারি না। কারণ শ্রীল বাবাজী মহারাজের চিত্তবৃত্তি ও ভক্তিসিদ্ধান্তের বিচার আর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চিত্তবৃত্তি ও সিদ্ধান্ত অভিন্ন ছিল। যেখানে গুরু ও শিষ্যের চিত্তবৃত্তি হরিহরের ন্যায় অভিন্ন, সেখানেই অন্বয়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত। শ্রীল জগন্নাথের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণের জন্যই ঠাকুর

ভক্তিবিনোদের অবতার। ঠাকুর তাঁহার সর্ব্বস্ব দ্বারা গুরুসেবা করিয়াছেন, আংশিক সেবা করেন নাই, কিংবা গুরুসেবার ভগ্নাংশে জনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা বা কোনরূপ বঞ্চনা গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁহার অপ্রকটের কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার উক্ত চল্লিশ বৎসরের পরিচর্য্যাকারী ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন,—'জীবনে তোকে পেটের জন্য কোন কষ্ট পেতে হবে না, আর ভাগতেও হবে না।' ('গৌড়ীয়' ৬ষ্ঠবর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ১১ পৃষ্ঠা)

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমের ন্যায় সদ্‌গুরুশিরোমণির ক্রমাগত চল্লিশ বৎসরের সেবার ফল কি উদরের সংস্থান বা আর্থিক অভাব-পরিপূরণ? শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে কিন্তু শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় এইরূপ কোন কথা বলেন নাই, তাঁহাকে শ্রীল বাবাজী মহাশয় শ্রীগৌরসুন্দরের বাণীসমূহ লেখনীর মহা বিদ্যা বিশ্বৎ সমাজে প্রচার করিবার জন্য—গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকাম প্রচারের জন্য ভার প্রদান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথের সেই উৎসাহ-সঞ্চারিত হইয়া নিত্যসিদ্ধ গৌরজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-প্রচারে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় অনেক সময় কুলিয়া-নবদ্বীপে "ভজনকুটী" নামক স্থানে অবস্থান করিয়া ভজন করিতেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীল ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণনগরে থাকাকালে বাবাজী মহাশয় শ্রীল ঠাকুরকে নিজজন জানিয়া 'ভজনকুটী'র অলিন্দটি নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে বলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বোপার্জ্জিত অর্থ হইতে ঐ স্থানটিতে একটি পাকা বারান্দা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই ভজন-কুটীরের প্রাঙ্গণে এখন বাবাজী মহাশয়ের সমাধি বর্ত্তমান। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যাহাই এইস্থানে আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে দর্শন ও তাঁহার নিকট গৌর-কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিতেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দের ৫ই জ্যৈষ্ঠ (ইংরাজী ১৮৯০, ১৮ই মে, রবিবার) শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমীপে তদীয় ভজন-কুটীতে আসিয়া শ্রীগুরুকৃষ্ণ-কথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীল জগন্নাথ শ্রীভক্তিবিনোদকে শ্রীগৌরধাম-প্রচারার্থ বিশেষভাবে প্রেরণা দিয়াছিলেন।

বাবাজী মহাশয় তাঁহার সেবক শ্রীবিহারীলাল ব্রহ্মচারীর সহিত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভক্তিভবনে গমন করিতেন। শ্রীল জগন্নাথ পরমহংসশিরোমণি ঠাকুর

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের সমাধি

ভক্তিবিনোদের দ্বারা গৃহস্থ-পরিবার-পরিজনের সদাচারের আদর্শ-স্থাপনের জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে (সম্ভবতঃ ১২৯৪ বঙ্গাব্দে) শ্রীগিরিধারী (গোবর্দ্ধনশিলা) প্রদান করেন। ১২৯৭ বঙ্গাব্দে (অধুনা পরলোকগত) সেবক বিহারীলাল বাবাজী মহাশয় বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম প্রভুকে স্কন্ধে করিয়া 'ভক্তিভবনে' লইয়া আসেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি, সেই সময় বাঘ্‌নাপাড়ার বিপিনবিহারী গোস্বামী মহাশয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সন্তোষের জন্য জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের চরণ-ধৌত জল সংগ্রহ করিয়া পান করিয়াছিলেন। তখন বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌমের যে আলোকচিত্র গৃহীত হইয়াছিল, সেই আলেখ্যই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সেবকমণ্ডলীর দ্বারা সর্ব্বত্র পূজিত হইতেছেন।

বাবাজী যেদিনই নবদ্বীপ হইতে কলিকাতায় আসিতেন, তখন প্রায়ই 'ভক্তিভবনে' ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। বাবাজী মহাশয় যখন ইডেন্‌বাগান হইতে নবদ্বীপমণ্ডলে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, তখন কলিকাতাবাসী • • • বাবু আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বিশেষ করিয়া প্রার্থনা ও অনুনয় করিলেন—'আপনাকে কৃপাপূর্ব্বক কলিকাতায় আমার বাড়ীতে পদার্পণ করিতেই হইবে।' বাবাজী মহারাজের শিক্ষা ছিল, নিমন্ত্রিত হইলে কখনও কোন বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করা হইবে না। বিশেষতঃ তিনি কলিকাতায় যাইতে চিরদিনই অনিচ্ছুক ছিলেন উক্ত ভদ্রলোক প্রায় পনর দিন ধরিয়া বাবাজী মহাশয়ের তাঁহার সম্মুখে 'ধন্না' দিয়া প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। শেষে ঠিক হইল, বাবাজী মহাশয় উক্ত ভদ্রলোকের কলিকাতার বাটীতে সিয়া কাঁটালপুকুর তাঁহার বাগানবাটীতে উঠিবেন; তবে সেখানে কিছু গ্রহণ করিবেন না। বাবাজী মহাশয় জল-পথে নৌকায় তাঁহার সেবক বিহারীদাস বাবাজীকে লইয়া গমন করিলেন; উক্ত ভদ্রলোকের বাগানবাটীতে উঠিয়া তাঁহার নিকট অনেক হরিকথাকীর্ত্তন ও শ্রীনামোপদেশ করিলেন। সেই নামাশ্রিত ভক্ত বাবাজী মহাশয়কে কিছু ভিক্ষা করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাবাজী মহাশয় কিছুতেই তথায় কোন বস্তু স্বীকার করিলেন না। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাবাজী মহাশয় রামবাগানের 'ভক্তিভবনে' দ্বিপ্রহরের সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাবাজী মহাশয়কে এই সময়ে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় ক্ষুদ্র যাচ্ঞা করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের গৃহে ভিক্ষা স্বীকার করিলেন। বাবাজী মহাশয় বিষয়ীর অন্ন বা প্রাকৃত ভক্তের শত অনুরোধ সত্ত্বেও কোন বস্তু গ্রহণ করিতেন না। প্রকৃত ভক্তিবিনোদ-ধারায় এখনও এই আদর্শ দেদীপ্যমান আছে।

শ্রীল জগন্নাথ ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় যখন 'ভক্তিভবনে' যাইতেন, তখন তিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুরকে বিশেষ স্নেহ ও আদর করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের সত্য-নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, তেজস্বিতা, স্পষ্টবাদিতা, ভক্তিসিদ্ধান্তে পারদর্শিতা, দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও হরিনামে অনুরাগ দর্শন করিয়া বাবাজী মহাশয় বিশেষ সন্তুষ্ট হইতেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ কুলিয়া-নবদ্বীপের ভজনকুটীতে অনেকবারই আগমন করিয়া শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদের সংলাপ শ্রবণ করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর যখন দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক বালকের লীলা করিতেছিলেন, তখনই তিনি জ্যোতির্ব্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া জ্যোতিষ-সম্বন্ধে সুষ্ঠু মীমাংসা করিতে পারিতেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হইতে বালকের ঐরূপ অদ্ভুত অপ্রাকৃত প্রতিভার কথা অবগত হইয়া শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুরের দ্বারা বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-সম্মত নবদ্বীপ-পঞ্জিকা, শ্রীচৈতন্যাব্দ, বিষ্ণুনামাঙ্কিত মাস, বার ও পর্ব্ব, তিথি প্রভৃতি প্রচলন করান। শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের সংশোধিত ও অনুমোদিত বৈষ্ণব-পর্ব্বাদি, তিথি ও বিধানানুসারে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সেবকগণ সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর ভাগবতসিদ্ধান্ত-পারম্পর্য্যে জানাইয়াছিলেন যে, মাঘী শুক্লা পঞ্চমীই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-তিথি। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে ইহা জানাইলে ঠাকুর ইহা জগতে প্রথম প্রচার করেন। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় অপরাপর গৌর-পার্ষদগণের আবির্ভাব ও তিরোভাবাদির পূর্ব্বপারম্পর্য্য-লিপি যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে প্রদান করেন এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর তাহা জগতে প্রচার করেন।

কঠোর শাসক শ্রীল জগন্নাথ

শ্রীল বাবাজী মহাশয় সকলকেই কায়মনোবাক্যে হরিভজনের উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার কোন কোন শিষ্যাভিমানী ব্যক্তি কৌপীনধারী হইয়া মনে করিতেন, তাঁহাদিগকে গৃহস্থগণের ন্যায় শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা আর কোনও প্রকার হরিসেবা করিতে হইবে না কেন না, তাঁহারা ভেকধারী; সুতরাং কেবল অনবহিত হইয়া মালা টানিয়া সংখ্যা রাখিলেই তাঁহাদের দৈনিক

কৃত্য শেষ হইবে; কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহাশয় ঐ সকল নামভজনানন্দীয় অভিমানকারী ও উদাসীনের অভিমানকারী শিষ্যাভাস ব্যক্তিগণকে অহৈতুক-কৃপাপরবশ হইয়া সর্ব্বক্ষণ ভজনকুটীরের পার্শ্ববর্ত্তী শাকসব্জীর ক্ষেত্র পরিষ্কার পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার্থে বিবিধ বীজরোপণাদি করাইয়া তাঁহাদের দৈহিক শ্রম কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিতে বলিতেন—উদ্দেশ্য, ঐ অদিক্ষ মূঢ় ব্যক্তিগণ কৃষ্ণানুশীলনে শৈথিল্য প্রকাশ করিয়া স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রধাবিত থাকিয়া নরক-পথে অগ্রসর না হইয়া কায়েমনোবাক্যে হরিভজন করুক, তাহা হইলেও তাহাদের চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন থাকিয়া কৃষ্ণানুশীলনযোগ্য হইতে পারিবে।

বাবাজী মহাশয় যখন কুলিয়া-নবদ্বীপে তাঁহার ভজন-কুটীরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কএকজন গৃহত্যাগী ভেকধারী বাবাজী মহাশয়ের নিকট ভজন শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। বাবাজী মহাশয় তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়া ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে রোপিত বেতগাছে জল দিবার জন্য তাঁহাদিগকে আদেশ করেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ভজন-পক্ষ অভিমান করিয়া মনে মনে বাবাজী মহাশয়ের ঐরূপ আদেশে অসন্তুষ্ট হন এবং বিচার করেন যে, যখন তাঁহারা ঐ সকল বিষয়কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া গৃহব্রতগণের সংসারের কার্য্য তাঁহারা কেন করিবেন? কেহ বা বিচার করেন, সংসার ছাড়িয়া যদি ঐ সকল ঘরের কার্য্যই করিতে হয়, তবে পুনরায় ঘরে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল। বাবাজী মহাশয় তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া ভজনকুটীরে সমুপস্থিত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে বলেন,—'আপনি শ্রেষ্ঠ বিচারক, ইহাদের বিচার করুন।'

কৌপীনধারীর অভিমানকারী ঐ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বভাবতঃ আলস্য-পরায়ণ ও নানা অনর্থ-রোগগ্রস্ত, কেহ বা গোপনে ব্যভিচার-রত, কেহ বা মুক্তাভিমানী, কেহ নানাপ্রকার অন্যাভিলাষী ছিল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে চারিধাম ভ্রমণ করিবার ব্যবস্থা, কাহাকেও বা গৃহে গমন করিয়া বৈধ-বিবাহ করিবার উপদেশ আর সরল অথচ দুর্ব্বলতা-বশতঃ অন্যাভিলাষরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে নির্ব্বিচারে বাবাজী মহাশয়ের আদেশ প্রতিপালন ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাগত হইবার উপদেশ প্রদান করিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের ঐরূপ শাসন, নিয়মন ও বিচার করাইয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও আমাদের প্রভুপাদের দ্বারা তাঁহার (শ্রীল ভক্তিবিনোদের) কতিপয় শিষ্যানামধারী অন্যাভিলাষীর ঐরূপ মঙ্গল বিধানের চেষ্টা করাইয়াছেন। আবার শ্রীল প্রভুপাদের লীলাতেও দেখিতে পাই, আমার গুরু বহু অন্যাভিলাষীকে, এমন কি, কতিপয় 'সন্ন্যাসী'-অভিমানীকে শ্রীল প্রভুপাদ নিরপেক্ষ ও আচারবান্ কঠোর শাসক শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর দ্বারা অনংসাবার শাসিত ও নিয়মিত করিয়া তাহাদের মঙ্গলকামনা করিয়াছেন।

একব্যক্তি শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কুলিয়া-নবদ্বীপের ভজনকুটীর-নির্ম্মাণকালে নিজহাতে কোদাল লইয়া উহার ভিত কাটিয়াছিলেন, কুটীরের চারিপার্শ্বে বেড়া দিয়াছিলেন। বহুযাত্রী ও অভ্যাগত শ্রীশ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিতে আসিয়া অনেক পয়সা টাকা দিয়া যাইত। ঐসকল একটি কলসীর মধ্যে জমা হইত; কিছুদিন পরে ঐগুলি গণিয়া ঐ সেবকটি নিজের নিকট রাখিতেন ও ইচ্ছামত খরচ করিতেন। বাবাজী মহাশয় কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না মনে করিয়া (কেন না বাবাজী মহাশয়ের চক্ষুর উপর বার্দ্ধক্যবশতঃ চক্ষুর পাতা ঝুলিয়া পড়ায় বন্ধ থাকিত, তিনি তাহা টানিয়া ধরিয়া ফাঁক করিয়া তবে দেখিতেন) এবং বাবাজী মহাশয়ের নিকট কোন হিসাবপত্র থাকে না বলিয়া উক্ত সেবক সময় সময় কিছু টাকা সরাইবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু অন্তর্য্যামী বাবাজী মহারাজ তাহা ধরিয়া ফেলিতেন এবং নিজের ইচ্ছামত ব্যয় করিতেন। একবার দুইশত টাকার রসগোল্লা কিনিয়া বাবাজী মহাশয় শ্রীনবদ্বীপ ধামের গরু-গুলিকে খাওয়াইয়াছিলেন। কখনও বা কাহাকেও দশ-পাঁচ টাকা অমনই দিয়া দিতেন। কাহাকেও শাল, বনাত, কাহাকেও কাগড় এই সব দিয়া দিতেন; কিন্তু যাহাদিগের তিনি মঙ্গলকামনা করিতেন, তাঁহাদিগকে ঐসকল না দিয়া সর্ব্বদা কঠোর শাসনে রাখিতেন।

বাবাজী মহাশয় সময় সময় একখানি বড় থালাতে করিয়া প্রসাদ পাইতেন। একবার কুলিয়া নবদ্বীপে তাঁহাতে থাকিবার সময় কুকুরের পাঁচটি ছানা হইয়াছিল। বাবাজী মহাশয় প্রসাদ পাইতে বসিলে কুকুরের ছানা-গুলি চারিপাশ হইতে খাইতে আরম্ভ করিত। বাবাজী মহাশয় উহাদের সকলের গায়ে হাত দিয়া দেখিতেন সবগুলি আসিয়াছে কিনা। দেখিয়া ঐ কুকুরের ছানা-গুলিকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিলে বাবাজী মহাশয় দৃঢ় গম্ভীরস্বরে বলিতেন,—'অরে নিতে দে, আমি খাব না।' বলিতেন—'এরা ধামের কুকুর।'

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ মহাভাগবত। সাধারণ জীব তাঁহার আচার-বিচারের অনুকরণ করিলে ভীষণ অমঙ্গল লাভ করিবে। সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র মহাভাগবতগণের আচার-বিচার অবিতর্ক্য ও অবিচিন্ত্য। তাঁহাদের সঙ্গে ধাম ও গুরু-বৈষ্ণব, নিত্য গুরুদেবকে শিষ্য (?) 'ধামের কুকুর' বা নিজের ভোগস্থানকে 'ধাম' মনে করিলে সেইরূপ পাষণ্ডতা ও অপরাধের সীমা নাই।

শ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-ধারা

অনেক অল্পাভিমানী ব্যক্তি শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া হরিভজন শিক্ষা ও কৌপীন গ্রহণের ছলনা করিয়াছেন। পরে উঁহারা আবার বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া বাবাজী মহারাজের বিরুদ্ধ আচার-বিচারেও প্রধাবিত হইয়াছেন। একবার কোনও একব্যক্তি বাবাজী মহা-শয়ের নিকট কৌপীনগ্রহণের জন্য তাঁহার গুরুর নিকট তিন দিন ধরা দিয়া পড়িয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি কৌপীন-গ্রহণের অভিনয় করিবার পর বাবাজী হইয়া পড়েন, পরে ভেকধারীর অভিনয় করিয়া ও বাবাজী মহাশয়ের শিষ্যের পরিচয় দিয়া কতিপয় শিষ্য করেন। সেই শিষ্যের দলে নানাপ্রকার রসাভাস ও সিদ্ধান্ত-বিরোধাদি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা শ্রীজগন্নাথের ধারায় আগত বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিলেও শ্রীজগন্নাথের পাদপদ্ম হইতে বহুদূরে পতিত। শ্রীজগন্নাথ হইতে প্রবাহিত শ্রীরূপানুগধারা একমাত্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদই সংরক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথের মনোহভীষ্ট শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর অনুগ সম্প্রদায়-ব্যতীত অন্য কেহ প্রচার করিতে পারে নাই। অন্তর যে রসাভাস ও সিদ্ধান্ত-বিরোধাদি দৃষ্ট হয়, তাহা রূপ-রঘুনাথের কথা নহে। ইহা শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-সঙ্গে পুরুষোত্তমে থাকাকালে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন।

একবার কোনও এক প্রসিদ্ধ "বাবাজী" নামধারী এক স্বকপোল-কল্পিত রসাভাসদুষ্ট গান গাহিতে গাহিতে দলবল লইয়া বাবাজী মহাশয়ের ভজনকুটীরের দিকে আসিতেছিলেন, অমনই বাবাজী মহাশয় হাতে একখানি বেত লইয়া বলিতে লাগিলেন,—'মানা কর উঁহাদের এদিকে আসতে, তাড়িয়ে দে সব।' আর কেহ তাঁহার সম্মুখে আসিতে সাহস করিল না। শ্রীপুরুষোত্তমে ভক্তি-কুটী বা চটক-কুটীরের সম্মুখ দিয়া যখন এই সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাস-দোষ দুষ্ট কীর্তনের (?) দল যাইত, তখন কোনওরূপে ইহা কোন আত্মবঞ্চনকামীর কর্ণগোচর না হয়, তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদ উচ্চরোলে কাঁসর-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ বাজাইয়া 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন করাইতেন। বাবাজী মহাশয় কখনও সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস বিন্দুমাত্রও সহ্য করিতে পারিতেন না। মহাপুরুষের শিষ্যের অভিনয় করিলেই প্রকৃত শিষ্য হওয়া যায় না, তাঁহার সহিত সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট না হইলে ও তাঁহার সম্পূর্ণ শাসন-গর্ভে অবস্থান না করিলে শিষ্য-নাম-ধারণ বৃথা। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের অনুগের অভিমানকারি-মাত্রই শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করিতে পারেন না।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি এবং শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং যে আত্মচরিত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যেও তিনি তাঁহার নিজের ভাষায় লিখিয়াছেন যে, "এক সময়ে 'গোস্বামি-সন্তান' নামধারী ও আচার্য্যাভিমানকারী ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুতে বর্জ্জবুদ্ধি করিয়া কতকগুলি কথা বলায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তৎপ্রসঙ্গে একটি গীতি রচনা করিয়া জানাইয়াছিলেন,—

বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।

ভকতিবিনোদ,　　না সম্ভাষে তা'রে,
থাকে সদা মৌন ধরি'।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বলিয়াছিলেন,—"বৈষ্ণববিদ্বেষী হেয় পরিত্যাজ্য এব, 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্য'ইতি স্মরণাৎ অর্থাৎ বৈষ্ণববিদ্বেষী হইলে 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্য' শ্লোক (মহাভারত উদ্যোগ পর্ব ১৭৯।২৪) স্মরণ করিয়া তথাকথিত গুরুকে পরিত্যাগ করিবে। তবে তাঁহাকে সামাজিক সম্মান ও প্রণিপাতাদি দ্বারা বঞ্চনা করিয়া নিজ-ভজনে নিযুক্ত থাকা উচিত।" ইহা বলিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভক্তিভবনে নিজ-গুরু-পরম্পরা টানাইয়া দেন। তাহাতে তিনি বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজকে নিত্যসীমায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠরূপে বরণ করেন। যাহাতে কেহ বৈষ্ণব ও আচার্য্যের প্রতি জাতিবুদ্ধি না করে, তজ্জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভক্তিভবনের প্রবেশ-দ্বারেই শ্রীল শ্রীজীব-প্রভু কৃত ভক্তিসন্দর্ভ-ধৃত গরুড় পুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকটি বড় বড় অক্ষরে টানাইয়া দিয়াছিলেন,—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎ-কোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥

"বৃদ্ধ সেনাপতি"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে "ভক্তগণের বৃদ্ধ সেনাপতি" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে 'বৃদ্ধ বৈষ্ণব' বলিয়াছেন। শ্রীল জগন্নাথ সুদীর্ঘকাল এই ধরাধামে প্রকটিত থাকিয়া শ্রীহরিনাম প্রচার করিয়াছেন। প্রাচীনতা-নিবন্ধন তাঁহার প্রকটকালের শেষাবস্থায় তিনি অনেকটা বর্ষাকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন, তখন তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় আজানুলম্বিত-ভুজ, ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু, চতুর্হস্ত-পরিমিত দীর্ঘ পুরুষ বলিয়া মনে হইত। তিনি এক একটি লম্ফ দিয়া পাঁচ ছয় হস্ত উচ্চে উঠিতেন, কীর্ত্তনানন্দে তাঁহার নৃত্য এক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমলাজোড়া-প্রপন্নাশ্রম-স্থাপনের বর্ণনার মধ্যে শ্রীল জগন্নাথের অভিমর্ত্য নৃত্যের কথা বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে যে কদম্বতরুটি বিরাজিত রহিয়াছে, তাহার সমীপে তিনি যখন 'হা গৌর! হা নিতাই!' বলিয়া ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে লম্ফ দিতেন, তখন মনে হইত, যেন তিনি কদম্ব-বৃক্ষের শীর্ষদেশে অবস্থিত কদম্ববনবিহারী হরিকে ধরিবার জন্য এত উর্দ্ধে আরোহণ করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, 'শ্রীজগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রম্ভ সেবক বলিয়া অধোক্ষজ শ্রীবিগ্রহের স্কন্ধে নৃত্য করিয়াছিলেন; কারণ যে কদম্ব-বৃক্ষের সমীপে জগন্নাথ প্রভু তাঁহার নৃত্য-তাণ্ডব রচনা করিয়াছিলেন, ঠিক তাহার নিম্নেই শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-খননকালে (১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ) শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সেবিত গৃহদেবতা ভূগর্ভ হইতে স্বয়ং আবির্ভূত হন। এই ভূগর্ভে অধোক্ষজ বিষ্ণু অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়াই এত আনন্দভরে এই স্থানে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম জগন্নাথ নৃত্য করিতেন। বর্ত্তমানে শ্রীল জগন্নাথের এই নৃত্যস্থলী ও অধোক্ষজ শ্রীবিগ্রহের আবির্ভাবস্থলীর উপরে শ্রেষ্ঠার্থ শ্রীযুক্ত সচীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে বঙ্গের সর্ব্বোচ্চ শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রম্ভ-সেবক শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় এই যোগপীঠে আসিয়া অনেক সময় নর্ম্ম-সখাভাবে বিভাবিত হইয়া প্রাতঃকালে এইরূপ উক্তি করিতেন, 'তোরা এখনও ঘাস্তুর দিচ্ছিস না কেন? এখনই যে, দেখ্‌তে পাচ্ছিস না কত বেলা হ'ল? এখনই গোষ্ঠে যেতে হ'বে; কৃষ্ণ-বলরাম দাঁড়িয়ে আছে'।

"গৌর-ব্রজবনে কেহ না হেরিব" শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ভক্তি-বিনোদ-গৌর-সরস্বতীতে এই আদর্শ মূর্ত্তিমান ছিল। তাঁহারা যুগপৎ নিত্যসিদ্ধ গৌরজন ও ব্রজজন। একাধারে নিত্য গৌরবনবাসী ও ব্রজবনবাসী।

নিত্যলীলায় প্রবেশ

শ্রীল জগন্নাথ গৌরধাম-প্রকাশ ও শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ এবং শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার উদ্বোধনের পরের বৎসরই অর্থাৎ ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১৪ই ফাল্গুন, শকাব্দা ১৮১৬, খৃষ্টাব্দ ১৮৯৪, ২৫শে ফেব্রুয়ারী সোমবার শুক্লপ্রতিপৎ তিথিতে দিবা দশ ঘটিকার সময়

অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সজ্জনতোষণীতে লিখিয়াছেন,—"বিগতবর্ষে ১৩০১ বঙ্গাব্দ ১৭ই ফাল্গুন সোমবার দিবা ১০ ঘটিকার সময় ভক্তগণের বৃদ্ধ সেনাপতি শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত কোলদ্বীপস্থ ভজন-কুটীরে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। সিদ্ধ বাবাজী মহাশয় গৌরভূমি অন্ধকার করিয়া চিজ্জগতে প্রবেশ করিলেন। আমরা জড়নয়নে তাঁহার আনন্দজনক নৃত্যকীর্ত্তন আর দেখিতে পাইব না। তিনি চিজ্জগতে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগের প্রতি কৃপা বিধান করুন।" ('সজ্জনতোষণী' ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা)।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে নিজেই তাঁহার সমাধিস্থান খনন করাইয়া রাখিয়াছিলেন।

এখনও শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাঁহার শাখামঠসমূহে প্রতি বৎসর ফাল্গুনী শুক্লপ্রতিপৎ তিথিতে অর্থাৎ শিবরাত্রি-ব্রতের পরবর্ত্তী প্রতিপদে শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীল জগন্নাথের উপদেশাবলী

১। কখনও মর্কটের (বিরক্তবেষী বোষিৎসঙ্গী কপট ব্যক্তিগণের) সহিত মিশিও না।

২। কখনও বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিও না, গ্রহণ করিলে বিদগ্ধী হইয়া যাইবে।

৩। গৌরধাম কৃপা করিলে ব্রজবাস হয়।

৪। সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া জানিবে।

৫। অন্তরে কৃষ্ণসেবার জন্য অনুরাগ না আসিলে বাহিরে বেষ গ্রহণ করিলেই তাহাকে 'সন্ন্যাসী' বলা যায় না।

৬। ভজনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের শরীরে কঠিন ব্যাধি-সকল উপস্থিত হইলে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য না পাইয়া আপনা হইতেই পলাইয়া যায়। বাবু ও বিলাসিগণের শরীরে তাহা আদর পাইয়া অধিক দিন অবস্থান করে।

৭। 'সেবা করিয়াছি' বলিয়া অন্তরেও ঢাক পিটাইবার যত্ন করিও না। তখন আর উহাকে 'সেবা' বলা যাইবে না।

৮। নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় অলস হইও না।

৯। অনবধানের সহিত লক্ষ লক্ষ মালা টানা অপেক্ষা বৈষ্ণব-সেবার জন্য বাগান-চাষ ও গাছে জল দেওয়া অধিক মঙ্গলজনক। বৈষ্ণব-সেবার ফলে নামে অকপট রুচি হইবে।

১০। বৈষ্ণবের অনুকরণ করিও না পুড়িয়া মরিবে; তাঁহার অকপট সেবা যাচ্ঞা কর।

১১। হরি-সেবার অর্থ ভোগ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপও হইতে হয়।

১২। সাধারণ চোরের কখনও মঙ্গল হয়, কিন্তু গুরু-বৈষ্ণবের অর্থভোগকারীর কখনও মঙ্গল হয় না।

১৩। সকল ভগবদ্ভক্তের মধ্যে কৃষ্ণ যেমন সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সেইরূপ প্রকৃত বৈষ্ণবাপেক্ষা কৃপানুগ-বৈষ্ণব বড়তম।

১৪। অন্যাভিলাষের সহিত গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিলে তাঁহারা সেবকাভিমানীকে লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠা দিয়া সরিয়া পড়েন।

১৫। 'যাঁহারা আমার সেবা করিয়াছে', তাহাদের পেটের জন্য কোন কষ্ট পাইতে হইবে না বা ভাবিতে হইবে না। যাহারা আমার নিকট উদর-পূর্ত্তির রসদ আদায় করিয়াই সন্তুষ্ট হইল, তাহারা কৃষ্ণ-সেবা পাইবে না।

১৬। গৃহস্থলীলারই গুরু পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া গিরিধারীর অর্চ্চন করা কর্ত্তব্য।

১৭। নিরপরাধে শ্রীনামকীর্ত্তনই মহাপ্রভুর শিক্ষার সার।

১৮। গুরুবৈষ্ণবের অনুগত হইয়া গৌরনাম প্রচার করিবে।

১৯। আনুগত্যই শ্রেষ্ঠ সদাচার, স্বতন্ত্রতাই ভ্রষ্টাচার।

২০। হরি-সেবায় কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও তৃপ্তিবোধ থাকিলে প্রকৃত সেবাবৃত্তি প্রকাশিত হয় না।

২১। সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বপ্রকারে সেবা করিয়াও অতৃপ্তি-বোধ হইলে সেবাবৃত্তির উন্মেষ হয়।

২২। রাত্রি জাগরণ করিয়া সাধুসঙ্গে হরিবাসর পালন করিবে।

২৩। প্রতি হরিবাসরে আত্মপরীক্ষা করিবে, তোমার নিষ্কপট হরিভজনে আগ্রহ বৃদ্ধি হইতেছে, না অন্যাভিলাষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া গুরুবৈষ্ণবের চরণে আত্মনিবেদন করিবে।

২৪। হরিজন করিতে হইলে সহিষ্ণু, অমানী, মানদ হইবে এবং শত বাধা-বিঘ্নেও অবিচল-মতি এবং পরমোৎসাহী থাকিবে।

২৫। এক মুহূর্ত্তও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবা-ব্যতীত থাকিবে না, থাকিলেই মায়া গ্রাস করিবে।

২৬। সকল বস্তু ও ব্যাপারের দ্বারাই বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবার অনুসন্ধান করিবে।

২৭। সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাসের লেশও হৃদয়ে থাকিলে বৈষ্ণবাধিকার-লাভ হয় নাই জানিতে হইবে।

২৮। পরচ্ছিদ্রান্বেষণের পরিবর্ত্তে নিজের গলদগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিবে।

২৯। শরণাগত না হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তন হয় না।

৩০। মহান্ত-গুরুগ্রহণ ও গুরুসেবা-ব্যতীত মায়াজাল ছিন্ন হয় না।

৩১। কৃত্রিম ভাবে পদ্ধতি রসানুগ-পথ নহে।

৩২। শ্রীনাম-কীর্ত্তন-মুখে স্বাভাবিক ভাবেই গৌড়ীয়-গণের সিদ্ধি।

শ্রীশ্রীল-জগন্নাথাষ্টকম্

রূপানুগানাং প্রবরং সুদান্তং
শ্রীগৌরচন্দ্রপ্রিয়ভক্তরাজম্।
শ্রীরাধিকামাধবচিত্তরামং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্॥ ১॥

শ্রীসূর্য্যকুণ্ডাশ্রয়িনঃ কৃপালো-
র্বিশ্বম্বর-শ্রীমধুসূদনস্য।
প্রেষ্ঠস্বরূপেণ বিরাজমানং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্॥ ২॥

শ্রীধামবৃন্দাবনবাসিভক্ত-
নক্ষত্ররাজিস্থিতসোমতুল্যম্।
একান্তনামাশ্রিতসঙ্ঘপালং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্॥ ৩॥

বৈরাগ্যবিদ্যাহরিভক্তিদীপ্তং
দৌর্জ্জন্য-কাপট্যবিভেদবজ্রম্।
শ্রদ্ধাযুতেষ্বাদরবৃত্তিমন্তং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্॥ ৪॥

সংপ্রেরিতো গৌরসুধাংশুনা য-
শ্চক্রে হি ভক্তস্মগৃহপ্রকাশম্।
দেবৈষু তং বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্॥ ৫॥

সঙ্কার্য্য সর্ব্বং নিজভক্তিরাশিং
যো ভক্তিপূর্ব্বে চ বিনোদদেবে।
ন্যস্যে জগত্যাং হরিনামবজ্রং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্॥ ৬॥

শ্রীনামধাম্নোঃ প্রবলপ্রচারে
ঈহাপরং প্রেমরসাব্ধিমগ্নম্।
শ্রীযোগপীঠে কৃতনৃত্যভঙ্গং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্॥ ৭॥

মায়াপুরে ধামনি সক্তচিত্তং
গৌরপ্রকাশেন চ মোদযুক্তম্।
শ্রীনামগানৈর্গলদশ্রুনেত্রং
বন্দে জগন্নাথবিভুং বরেণ্যম্॥ ৮॥

হে দেব! হে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম! ভক্ত্যা পরাভূত-মহেন্দ্রধিষ্ণ্য!
স্বদেগাত্রবিস্তারকৃতিং সুপুণ্যাং বন্দে মুহুর্ভক্তিবিনোদধারাম্॥

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীচৈতন্য মঠে—শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপীঠে শ্রীল আচার্যদেব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া শ্রীব্যাসপূজা সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীব্যাসপূজার অধিবাস-দিবস সন্ধ্যার পর শ্রীল আচার্যদেব ও তীর্থ মহারাজ হরিকথা কীর্তন করেন।

শ্রীব্যাসপূজার দিন প্রাতে শ্রীল আচার্যদেব সমাধি-মন্দিরে ঊষার পূর্ণ আবেগ-সহকারে ঘণ্টাধিককাল শ্রীল প্রভুপাদের অপার করুণার কথা কীর্তন করেন। শ্রীল আচার্যদেব শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে প্রকাশিত 'শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রভু' (হিন্দী) ও 'বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমদ্ভ' (বাঙ্গালা) গ্রন্থদ্বয় এবং শ্রীব্যাস-পূজা-সংখ্যা 'গৌড়ীয়' ও 'নদীয়াপ্রকাশ' শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে অর্পণ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ ঈশ্বর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভু প্রমুখ পঞ্চদশাধিক ভক্ত শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীকরকমলে শ্রীব্যাসপূজার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলে আচার্যদেব তাহা শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অর্পণ করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীল আচার্যদেবকে অগ্রণী করিয়া এক বিরাট সংকীর্তন-শোভাযাত্রা শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির পরিক্রমণান্তে 'খোলাবেচা শ্রীধর-অঙ্গনে' গমন করে। শ্রীল আচার্যদেব তথায় সংকীর্তনমুখে শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ-মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। অতঃপর তাঁহার নির্দেশানুসারে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তরাজ শ্রীধরের মহিমা ও আচার্যদেবের কৃপার কথা কীর্তন করেন। শ্রেষ্ঠ্যাধ্য শ্রীপাদ সচীচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয় উক্ত পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠার যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর অধিষ্ঠাহরণ নাট্য-মন্দিরে শ্রীল আচার্যদেবের সভাপতিত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়।

মাদ্রাজগৌড়ীয়মঠে—শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, দেওয়ানবাহাদুর রামস্বামী শাস্ত্রী (অবসরপ্রাপ্তজজ), শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী, মুক্তকণ্ঠা আয়ার প্রমুখ বক্তৃবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের চরিতামৃত ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) রবিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় রাও বাহাদুর এস্ নরসিংহম্ পান্তুলু মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী, Sir Vepa Ramesam ও Dewan-Bahadur Ramaswami Shastri যথাক্রমে বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

কুঞ্জবাবুর ক্ষমাপ্রার্থনা

শ্রীকুঞ্জবিহারী সাহা ওরফে কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন, সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ও কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহাদের পরিচালিত 'পাক্ষিক গৌড়ীয়' নামধারী পত্রে ময়মনসিংহ কলেজের অধ্যাপক গৌড়ীয়মঠাশ্রিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল মহোদয়ের বিরুদ্ধে মানহানিকর অন্যায় অবৈধ মিথ্যা উক্তি করার অভিযোগে ময়মনসিংহ সদর সবডিভিসনাল কোর্টে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ ক্রিঃ পঃ বিঃ আইনের ৫০০ ধারামতে উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। শ্রীকৃষ্ণানন্দ সমনে উপস্থিত হয় এবং অপর আসামীদ্বয়কে ওয়ারেণ্ট যোগে গ্রেপ্তার করার হুকুম হয় এবং তাহাদের ১১৪-এ নং ল্যান্সডাউন রোড্স্থিত কলিকাতার বাসস্থান ৪।১।৬৯ এবং উক্ত পত্রের ভবানীপুর ১৬নং টাউনসেণ্ড রোড্স্থ ছাপাখানা কালীতারা প্রেস্ ৪।১।৬৯ তারিখে খানাতল্লাস ক্রমে কতকগুলি সংক্রামক কাগজপত্র পাওয়া যায়। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৬৯) তারিখে আসামীগণ ময়মনসিংহ কোর্টে হাজির হইয়া প্রকাশ্য আদালতে বহুলোক-সমক্ষে নিজ নিজ অপরাধ স্বীকার পূর্বক ক্ষমা ভিক্ষা করায় যতীন্দ্র বাবু তাহাদিগকে ফৌজদারীর দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন এবং আসামীগণ খালাস পাইয়াছে। আদালতের হুকুমে ঘটনা সত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-সংখ্যা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক,

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিতা-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

এতামাসাদ্য বিদ্যাং মদীয়াং মুক্তাভিমানং ত্যজত ত্বমেব।
নির্ব্বন্ধঃ কুরুতে যদি ত্বয়ি তদা কৃষ্ণোঽস্তু তে বান্ধবঃ॥
ভক্তিবিনোদ সরস্বতীকে
নিত্যসঙ্গী সকলি জানে।

আপনিকরমা মুক্তা মুক্তিমদ্ধিবন্ধনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যক্তা মৎকৃতে স্বীকৃতা ময়া।
—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভুপাদ
'নিত্য' বলিয়া জানে আমারে॥

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২০শে ফাল্গুন, ১৩৬৫ ৯ই মার্চ্চ, | ৩৪শ-৩৫শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকাশিত-হরিকথা *

[স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর ; কাল—সন্ধ্যা ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯—শ্রীব্যাস-পূজার

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

(শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামীর কড়চা)

শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিকৃতিরূপ হ্লাদিনীশক্তিই শ্রীরাধা ; উভয়ে স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসের নিত্যপ্রয়োজন নিত্যস্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। সেই দুইতত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে প্রকট। রাধার ভাব ও দ্যুতি-দ্বারা সুবলিত সেই কৃষ্ণস্বরূপ গৌরসুন্দরকে প্রণাম করি।

শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্বটি বিষয়-সমূহ। এইজন্য বলা হইয়াছে,—'একাত্মানৌ অপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ'। বিষয় যেস্থলে অখণ্ড-স্বরূপে প্রকাশিত, সে-স্থলে দুইটি তত্ত্ব একাত্মক। এজন্যই বলা হইয়াছে—'চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণ রাধাভাবে বিভাবিত এবং বাহিরেও তিনি শ্রীরাধার কান্তি-দ্বারা আবৃত হইয়াছেন। সেবা কৃষ্ণ সেবকের সেবাভাবে আবৃত বা পরাজিত হইয়াছেন। 'সুবলিতং' অর্থাৎ ওতপ্রোতভাবে আবৃত। শ্রীরাধিকার প্রীতির মায়ায় কৃষ্ণ প্রাবিত—

* 'গৌড়ীয়' পত্রের ১৩শ খণ্ড, ২৯শ সংখ্যা, ৪৪১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা'র অনুলিখিত অংশ প্রকাশিত হইল।

overflooded. যাঁর যেমন বর্ষাকালে বন্যার জলে over-flooded হয়, তদ্রূপ over-flooded বস্তুটি আপাততঃ অন্যরূপ প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ পর্য্যবসিত হয় না।

সেবকের সেবাধিক্যে সেব্য এত বশীভূত হন যে, তিনি অসমোর্দ্ধ হইয়াও নিজকে ভক্তাধীন মনে করেন। আবার, সেব্যকে পাল্য বা অধীন-বোধ না থাকিলে মমতাযুক্ত সেবা সমৃদ্ধি লাভ করে না। শ্রীশচীদেবী, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু প্রভৃতি গৌরসুন্দরের নিত্য সেবক হইয়াও শ্রীনন্দনপ্রভুর গুরুবর্গরূপে প্রকাশিত। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার জন্যই অগ্রে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীচৈতন্যাশ্রিত জনগণের আশ্রয়-বিগ্রহরূপে প্রকট ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেব্য তত্ত্ব হইয়াও তদভিন্ন সেবকবর শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে গুরু-স্তুতি করিতেন। তিনি ভক্তভাবে বিভাবিত হইয়া কখনও করযোড়ে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর স্তব, কখনও তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ এবং তাঁহাকে আত্মনিবেদন করিতেন।

সেব্যবস্তু নিজের সেবাকে neglect করেন—নিজ-লাভপূর্ণ বলিয়া সেবকের ক্ষুদ্র সেবাকেও বহুমানন করেন; কিন্তু সেবকের ধর্ম্মই অধিকভাবে সেব্যের সেবা করা। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং সেব্য হইয়াও সেবকের লীলাই অভিনয় করিয়াছেন। তাহা হইলেও তিনি কেবল ভক্তমাত্র নহেন। তাঁহার অবস্থান যে-কোনও পরমেশ্বর-তত্ত্ব অপেক্ষা উচ্চে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজে সেবারূপে থাকিয়া সেবকের মহিমা জানিতে পারেন নাই। তাই শ্রীচৈতন্যরূপে তাঁহার নিত্য আবির্ভাব।

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং বিষয়-বিগ্রহ সেব্য-ভগবান্ হইয়াও নিজকে 'সেবক' অভিমান করাতে তিনিই সকল তত্ত্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ অন্য কোন অবতারে সেবকের রূপে আসেন নাই। অত্যন্ত সেবাবৃত্তি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে এই সকল কথা বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণ নিজের মাধুর্য্যে নিজেই আকৃষ্ট। যমুনার স্বচ্ছ জলে বা নিজ-প্রকোষ্ঠে দর্পণে স্বীয় প্রতিকৃতি-দর্শনে তিনি শ্রীরাধিকা-প্রেমা শ্রীরাধিকার সেবা-তাৎপর্য্য জানিবার জন্য লোভযুক্ত হইলেন। শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুর 'ললিতমাধবে' ৮ম অ, ২৮শ শ্লোকে লিখিত আছে—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥

কৃষ্ণ কহিলেন,—আহা! এই প্রগাঢ়-মাধুর্য্য-চমৎকার-কারী অবিচারিত-পূর্ব্ব চিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটি কে? ইঁহাকে দৃষ্টি করিয়া আমি লুব্ধচিত্তে দেখিতেছি এবং রাধিকার ন্যায় বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত তনু। বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁহার রাধিকার প্রণয়-মহিমা জানা ছিল না, অর্থাৎ সেবক সেব্যের সেবা করিয়া কি প্রকার আনন্দিত হন, সেই মহিমা তাঁহার জানা ছিল না। God-head is found less in comparison when He is isolated from the Predominating position of the Lord. The Supreme lord is ever served by His Eternal Servitors. The Served and the Servitor are identical. শ্রীরাধিকা আশ্রয় জাতীয় কৃষ্ণ, আট প্রকার নায়িকার ভাব শ্রীরাধিকায় পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। এই আশ্রয়ের আনুগত্যে বিষয়বিগ্রহের সেবা প্রচারের জন্যই শ্রীগৌর-সুন্দরের আবির্ভাব। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—'আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।' বিপ্রলম্ভ-রসে কৃষ্ণ-ভজন না করিয়া সম্ভোগরসে কৃষ্ণভজনের স্পৃহা করিলে জীবের চরম-দুর্গতি লাভ হয়। জড়-সম্ভোগ-রসে মত্ত জীব কৃষ্ণভজনের ছলনায় ভয়োদশ অপসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়ে। সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীল তোতারামদাস বাবাজী মহাশয় সাধক জীবকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন,—

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোসাঞি।
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী।
তোতা কহে, এ তের'র সঙ্গ নাহি করি॥

শ্রীকৃষ্ণের যেমন কায়ব্যূহ আছে, শ্রীরাধিকারও সেইপ্রকার। শ্রীকৃষ্ণের কায়ব্যূহ চারিপ্রকার—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ পাঁচ প্রকার —সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও প্রিয়নর্ম্মসখী।

সখীগণের মধ্যে ললিতাদি পরমশ্রেষ্ঠা। ইহারা মধুররসাশ্রিত সকলকেই শ্রীরাধালাসো নিযুক্ত করেন। শ্রীরাধার সহিত সখীগণ নিরন্তর দাস্য কামনা করেন, কদাচিৎ সখ্য চাহেন না।

"সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্।"

শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ। ললিতাকুণ্ডের তীরে ললিতাকৃষ্ণ বা স্বরূপদামোদরের কুঞ্জে শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণ আছেন। মধুররসাশ্রিত ভক্তগণ সকলেই শ্রীরাধাকুণ্ডতীরবাসী। এইসকল সম্বন্ধজ্ঞানের কথাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করিবেন না। পাঁচ প্রকার সখীগণের মধ্যে প্রিয়নর্ম ও সাধারণ নর্ম বিচার আছে।

কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, বলদেব স্বয়ংপ্রকাশ তত্ত্ব। স্বয়ং-রূপ ও স্বয়ংরূপার দুই হস্ত, কিন্তু বিষ্ণু-বিগ্রহসকলের চারিহস্ত। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংরূপার বিগ্রহে একত্র করিয়া এক হইয়াছেন। স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংরূপা এরূপ ভাবে dovetailed বা adjusted হইয়াছেন যে, তাহা জানা সম্ভবপর নহে। তাই শ্রীরায় রামানন্দ গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপ-দর্শনে এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন—

পহিলে দেখিনু তোমার সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা॥

(চৈঃ চঃ ম ৮।২৬৭-২৬৮)

অর্থাৎ এস্থলে "শ্যামং শরণং প্রপদ্যে, শরণং শ্যামং প্রপদ্যে"—এই প্রতিষেধের উদ্দিষ্ট আরাধনাই শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন। যেমন শ্রীরাম-বিগ্রহের রূপ ইন্দ্রনীলঘনশ্যাম, তদ্রূপ কৃষ্ণের রূপও প্রবলতর গৌরবর্ণে আবৃত ও অনুরঞ্জিত হইয়া গৌরবর্ণ হইয়াছে। শ্রীরাধিকাতে আটপ্রকার বর্ণ neutralised বা summed up হইয়াছে। শ্রীরাধিকার নীল বসন, বিশাখা দেবীর তারাবলী বসন ইত্যাদি পর পর ভাবের সহিত ঐ সকল বসনের বিচিত্রতা উদিত হইয়াছে। শ্রীরাধার ও তদীয়-পক্ষের বামা বিচার, তাহাতে বিপ্রলম্ভ-বিচারই প্রবল। প্রেম-বৈচিত্ত্যে সম্ভোগাদির কথা আছে। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি—দক্ষিণা নায়িকার বিচার। চন্দ্রাবলী শ্রীরাধিকার প্রতিযোগিনী, কিন্তু স্বাধীনভর্তৃকা ইত্যাদির সহযোগিনী। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে এই সকল কথা জানা যায়। ঐ গ্রন্থের শ্রবণে ও পঠনে সকলের অধিকার নাই। ঐ গ্রন্থ এঁচড়ে পাকা বোষ্টমদের জন্য নয়। We have no co-operation with so-called precocious people who pretend to profess Gaudiya Vaishnavism.

কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, বলদেব স্বয়ংপ্রকাশ। তিনি বিষ্ণুবিগ্রহ হইলেও আশ্রয়-জাতীয়কৃষ্ণ। কৃষ্ণ তাহা নহেন, তিনি বলদেবকে অগ্রে পাঠাইয়া আশ্রয়জাতীয়ের ভাব জানিবার জন্য পরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বয়ংপ্রকাশ-তত্ত্ব স্বয়ংরূপকে প্রকাশ করেন। কথঞ্চিৎ এই দৃষ্টান্তটি বলা যায়—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণ তাঁহার দূত স্বরূপে বা প্রকাশস্বরূপে অগ্রে আগমন করেন; অরুণ যেমন সূর্য্য-দর্শনের পথ-প্রদর্শক, তেমন স্বয়ংপ্রকাশ স্বয়ংরূপের দর্শন-বাধা দূর করিবার জন্যই বস্তুর প্রকাশরূপে অবতরণ করেন। মায়া—অন্ধকার-সদৃশ। কালোরূপ বা অন্ধকার কেহ ভালবাসে না। স্বয়ংরূপকে দেখিবার মত অপ্রাকৃত-দৃষ্টি না হইলে তাঁহাকে dark বলিয়া বোধ হয়। স্বয়ংরূপ অচেতন-দর্শনে অপ্রকাশিত বলিয়া less lighted face বলিয়া বোধ হয়। স্বয়ংপ্রকাশ-তত্ত্ব অগ্রে অবতীর্ণ হইয়া জানাইতেছেন—'আমি আলো প্রদান করিতে আসিয়াছি।' গুরু নিত্যানন্দের স্বরূপজ্ঞান না থাকিলে পরমেশ্বরকে 'খাইতে' বা ভোগ্যরূপে দর্শন হয়—এই প্রকার বিচার। অপ্রাকৃত রাজ্যে কৃষ্ণই ভোক্তা, জীবসকল তাঁহারই ভোগ্য। Perverted reflectionএ চিজ্জগতের বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়। ভগবান্ কখনও জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধীন হন না। তিনি তুরীয় বস্তু, তাঁহাকে জানিবার অভিমান করিয়া ব্রহ্মাও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার স্তব—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

(ভাঃ ১০।১৪।৩)

মায়াবাদিগণের Transcendenceএর ধারণা ও শুদ্ধভক্তের ঐ ধারণা সমান নহে। Only the Servitors are the genuine Transcendentals. Transcen-

dental infinitesimals should be dovetailed with স্বয়ংরূপ। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সিদ্ধান্তে pure and unalloyed shape of God-headএর কথা আছে। ভগবান্‌কে কেবল এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে তাঁহার full manifestation জানা যায় না। বাস্তব সত্তার নিকট ভগবৎতত্ত্বের আংশিক ধারণা—অতি তুচ্ছ। Positive knowledge of the Absolute should not mix with the dirts of this phenomena or noumena. The very fountain-head of all Aspects Absolute God is স্বয়ংরূপ ভগবান্‌কে ইংরাজি-বিজ্ঞানের কথায় Mother tincture বলা হইতে পারে। এখানে crippled conception God-headএর কথা হইতেছে না। চেতন বা ভক্তিরাজ্যে progress না হওয়ায় অরূপ-স্বরূপ বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। খণ্ডজ্ঞানের দ্বারা অখণ্ড বস্তুকে জানা যায় না। একসময়ে কতকগুলি অন্ধব্যক্তি একটি হস্তীর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অবলম্বন করিয়া উহাই স্ব-স্বজ্ঞানে হস্তীর স্বরূপ বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছিল, তেমন অরূপজ্ঞানীরা ভগবানের স্বরূপ কল্পনা করিয়া বঞ্চনাই লাভ করে। "স্বরূপঃ কল্পনাস্যাং সদাত্মিকম্"। স্বরূপটি অপ্রাকৃত বিগ্রহ। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু স্বরূপের অস্তির রূপ। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয় তত্ত্ব। কৃষ্ণের সর্ব্বাশ্রয়ত্বের বিচার হইতেই ঐশ্বর্য্য-জাতীয় বিশেষণ পরমাত্ম-বিচার উপস্থিত হইয়াছে। পরমাত্মার সহিত সর্ব্বব্যাপকত্ব ও সর্ব্বপালকত্ব-ধর্ম্ম যুক্ত হইলেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্মরূপে কল্পিতাত হন। যে বিরাট্‌রূপের কথা গীতায় রহিয়াছে—

"অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্।"

(গীঃ ১১।১৯)

—অর্থাৎ "হে কৃষ্ণ! তুমি—আদি, মধ্য ও অন্তহীন, অনন্তবীর্য্য, অনন্তবাহু, চন্দ্রসূর্য্যরূপ নেত্রবান্ ও দীপ্তহুতাশবক্ত্র; তুমি স্বীয় তেজোদ্বারা এই বিশ্বকে প্রতপ্ত করিতেছ।" —এইটি ভগবানের বহিরঙ্গরূপ। পরমাত্মা, ব্রহ্ম বা বিরাট্ পুরুষ হইতে স্বয়ংভগবান্ অনেক বড়। স্বয়ংভগবান্‌ই চতুর্ব্যূহরূপে প্রকাশিত। স্বয়ংপ্রকাশ-তত্ত্ব হইতে পর পর সকল বিষ্ণুতত্ত্বের প্রকাশ হইয়াছে। যাঁহার expansion বা projection হয় না, তিনিই গোলোকস্থ শ্রীবাসুদেব। অনিরুদ্ধ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ব্যষ্টি-জীবের—মনের, প্রদ্যুম্ন গর্ভোদশায়ী-বিষ্ণু—বুদ্ধিতত্ত্বের এবং সঙ্কর্ষণ কারণোদশায়ী—অহঙ্কারের অধীশ্বর। বিষ্ণু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত পর পর 10 digits কম। এখানে each digit is infinite. 'স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।' 'দশাঙ্গুলম্' শব্দে 10 digits জানিতে হইবে। দ্বাদশটি অর। 'কপ্যাদ্যং' শ্রুতির মায়াবাদি-কৃত অর্থ নিতান্ত হেয়, কিন্তু 'কপি' শব্দে 'যং জলং পিবতি ইতি'—কপিঃ সূর্য্যঃ; সেই সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুকে 'কপ্যাদ্যং' শ্রুতিতে বুঝিতে হইবে। আদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুর শক্তিতেই সূর্য্য প্রভান্বিত; সূর্য্য মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত, তাঁহার চারিদিকে গ্রহ, গ্রহের চারিদিকে উপগ্রহ। সূর্য্যের চারিদিকে সাতটি গ্রহ আছে, তাহাদের প্রভাব-ক্রমে পৃথিবী সাতভাগে বিভক্ত হইয়াছে। স্বয়ংপ্রকাশ বা The Whole বা Entire Entity has Four Quadrants. তাঁহারা চতুর্ব্যূহ তত্ত্ব—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। বৈকুণ্ঠস্থ মহাসঙ্কর্ষণ হইতে পর পর অংশরূপে কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষাবতারত্রয় প্রকটিত।

আদ্যস্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়স্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

এই পুরুষাবতারত্রয় চিন্ময় জগতের উপর অবস্থান করিতেছেন। কারণোদক—Prime Cause of all Jiva souls, গর্ভোদক—Universal Oversoul এবং ক্ষীরোদক—Individual Over-soul. Trigonometry দ্বারা circulationএর measurement হয়। Spherical trigonometry আলোচ্য।

• • •

শঙ্কর Schoolএর বিচার—সব-শুদ্ধ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই বস্তু; চতুর্ব্যূহ-তত্ত্বের বিচারটি মায়িক। আরোহবাদীরা শঙ্করের Theologyতে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। মনুষ্যজাতির যাহা কিছু চিন্তাস্রোতঃ, সকলই বিষ্ণুর একপাদ বিভূতি এই বিশ্বের অন্তর্গত। একপাদ বিভূতি অর্থাৎ

one-sided projection বা expansion ব্রহ্মাতে অবস্থান করিয়া বিষ্ণুর নিগাঢ় বিভূতি বা বৈকুণ্ঠ-দর্শন হয় না। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর 'বৃহদ্ভাগবতামৃতে'র অন্তর্গত গোলোক-মাহাত্ম্যে এসম্বন্ধে অনেক কথা আছে। যেমন সপ্তগ্রহ, সপ্তদ্বীপের কথা আছে, তেমন চতুর্ব্যূহ ও পুরুষাবতারত্রয়ের যোগে সপ্তদিনের বৈষ্ণব নাম হইয়াছে। বিষ্ণুধামে এই সকল বার ক্রমান্বয়ে উপস্থিত হয়। বৃহস্পতি ও শনিগ্রহ সূর্য্য হইতে ক্রমশঃ অনেক দূরে অবস্থিত। সপ্তদ্বীপের অন্তর্গত জম্বুদ্বীপ বা এশিয়া খণ্ড, উহা নবখণ্ড বা বর্ষে বিভক্ত। নববর্ষের অন্তর্গতই এই ভারতবর্ষ।

ভগবানের সাতটি different stages বা প্রকাশ অর্থাৎ চতুর্ব্যূহ ও পুরুষাবতারত্রয় স্বয়ংপ্রকাশের অন্তর্গত। কৃষ্ণের স্বরূপের ষড়্‌বিধ বিলাস। দ্বিবিধ প্রকাশ—প্রাভব ও বৈভব। দ্বিবিধাবতার—অংশ ও শক্ত্যাবেশ। দ্বিবিধ বয়োধর্ম্ম—পৌগণ্ড ও কৈশোর। কৃষ্ণের ত্রিবিধ রূপ—স্বয়ং, তদেকাত্ম ও আবেশ। স্বয়ং মূর্ত্তি দ্বিবিধ—স্বয়রূপ ও স্বয়প্রকাশ। স্বয়ংপ্রকাশ দ্বিবিধ—প্রাভব ও বৈভব। তদেকাত্মরূপে দুইটি ভেদ—বিলাস ও স্বাংশ।

কৃষ্ণের ছয়প্রকার অবতার—পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার। পুরুষাবতার কারণোদ, গর্ভোদ ও ক্ষীরোদশায়ী—এই তিন মূর্ত্তি। লীলাবতার—চতুঃসন হইতে কল্কি পর্য্যন্ত ২৫টি। গুণাবতার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। মন্বন্তরাবতার—যজ্ঞ, বিভু প্রভৃতি ১৪ মূর্ত্তি। যুগাবতার শুক্ল, রক্ত ইত্যাদি চারিটি। শক্ত্যাবেশাবতার—বৈকুণ্ঠ শেষ বা অনন্ত, ব্রহ্মা, চতুঃসন, নারদ, পরশুরাম, বুদ্ধ, কল্কী প্রভৃতি সপ্ত মূর্ত্তি।

• • •

'যা স্থপর্ণা' মন্ত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মরূপী অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর একাধারে অবস্থানের কথা কথিত হইয়াছে। প্রত্যেক জীবের মধ্যে Absolute God's Aspect and His aspect আছে।

will to go back—এ কথা জানিলে transcendence-এর steps জানাও দরকার। এই জন্যই "আদৌ মহঃ প্রভূ"। এস্থলে Original Light, first kindling Light, second kindling Light etc. জানিতে হইবে। একই গোলোকস্থ পরতত্ত্বের ৩টি steps-এ অবতরণ হয়। অর্থাৎ পরতত্ত্ব হইতে পর পর ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চাবতারের আবির্ভাব। একত্বের দিক্ হইতে জীবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ অর্চ্চাবতার, তারপর অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পরতত্ত্ব ক্রমশঃ উত্তরাধিকারে লাভ হয়। প্রত্যেক ব্যূহের ২টি বিভাগ আছে। Quadrant বলিতে arc ও chord বোঝায় কেন। বিষ্ণু অনন্তের ৩টি বিষ্ণু মূর্ত্তির স্বরূপ জানিতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ড হইতে বাসুদেব পর্য্যন্ত cyclic order-এ বিষ্ণুর অনন্তের অনুসারে ভেদের, নারায়ণাদি বিষ্ণুমূর্ত্তির ভেদ হইয়াছে। Higher mathematics-এর permutation combination-এর কিছু সাদৃশ্য আছে। Nautical Astronomy-র আলোচনাকালে আমি German astronomy-ও দেখিয়াছিলাম। • • North Polar Star বা ধ্রুব নক্ষত্র বৈকুণ্ঠলোকেরই অন্তর্গত, বিষ্ণুর ইচ্ছায় উহার প্রকাশ। মনুষ্য জাতি তাহাদের অতি ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ব্রহ্মাণ্ড ও তদূর্দ্ধ গোলোক-বৈকুণ্ঠের কথা কতটুকু জানিবে! অনেকে বর্ত্তমানকালে জড় বৈজ্ঞানিক উন্নতির বাহাদুরী করে, কিন্তু তাহার দৌড় অতি কম। We don't fear neither are we awe-struck with modern scientific advances at all.

* নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্ররাজং নবজলদরুচিং বল্লবীকূলজীবং
রূপং তস্যা গজস্যুক্তপুরটরুচিরং ধাম বৃন্দাটবীং চ।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহহো! রাধিকা-মাধবাশাঃ
প্রাপ্তো যস্য প্রভাবাৎ স্ফুরতু স গুরুবঃ শ্রীগুরুঃ মে মনোঽহনি।

---

৪৫৩ গৌরাব্দের
নূতন শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা
শ্রীগৌর-জন্মবাসরে প্রকাশিত হইয়াছে।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

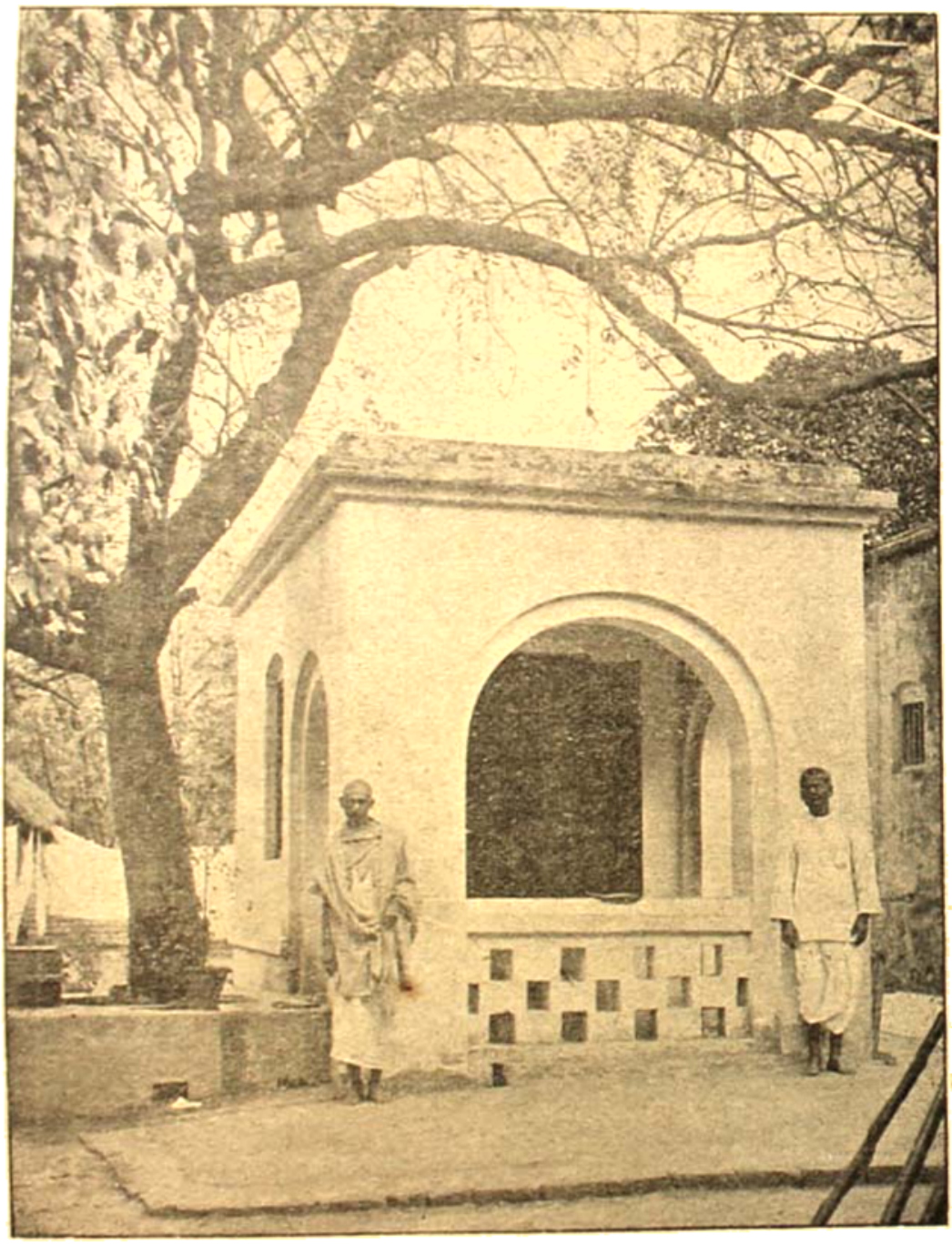

শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীধাম মায়াপুর

শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া

ভক্তরাজ শ্রীধর ও শ্রীগৌরহরি

শ্রীশ্রীগৌর-লীলা-স্মরণমঙ্গল

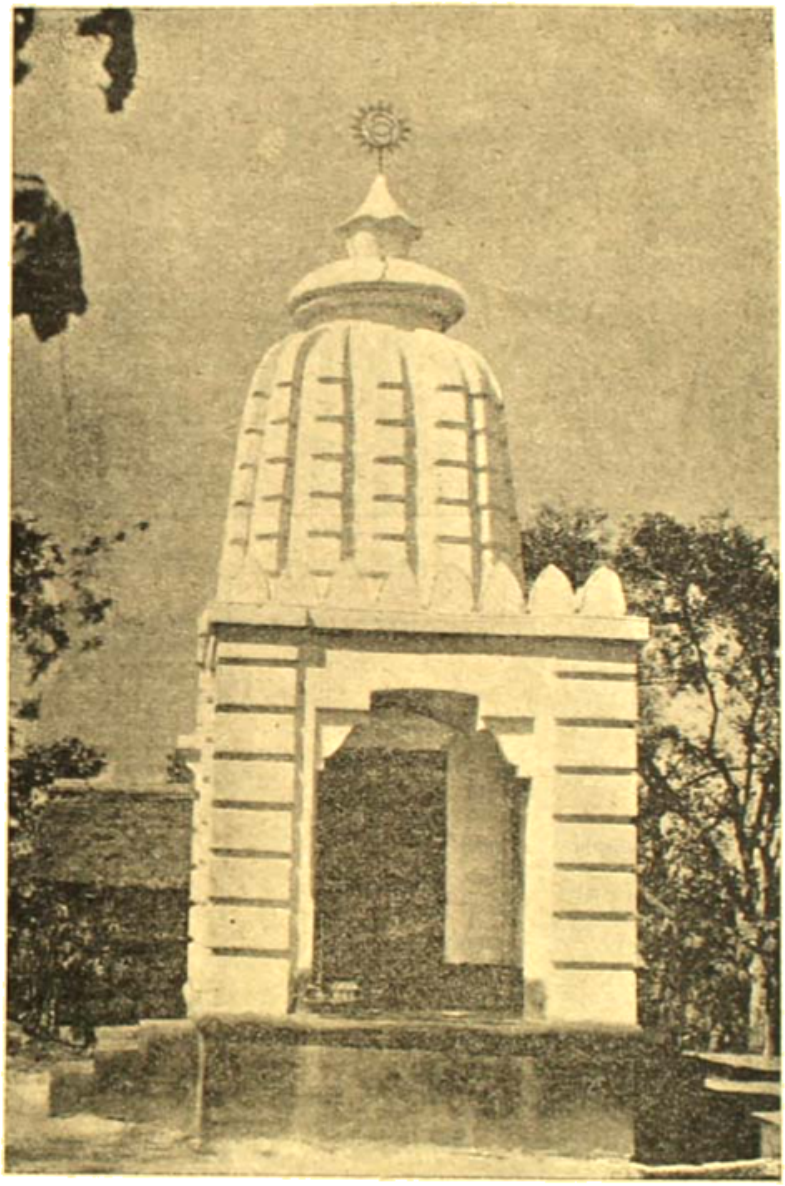

গৌরহৃদয়ের শ্রীনবদ্বীপ-লীলার সহচর শ্রীমুরারিগুপ্তের
উপাস্য—শ্রীশ্রীরামসীতার মন্দির

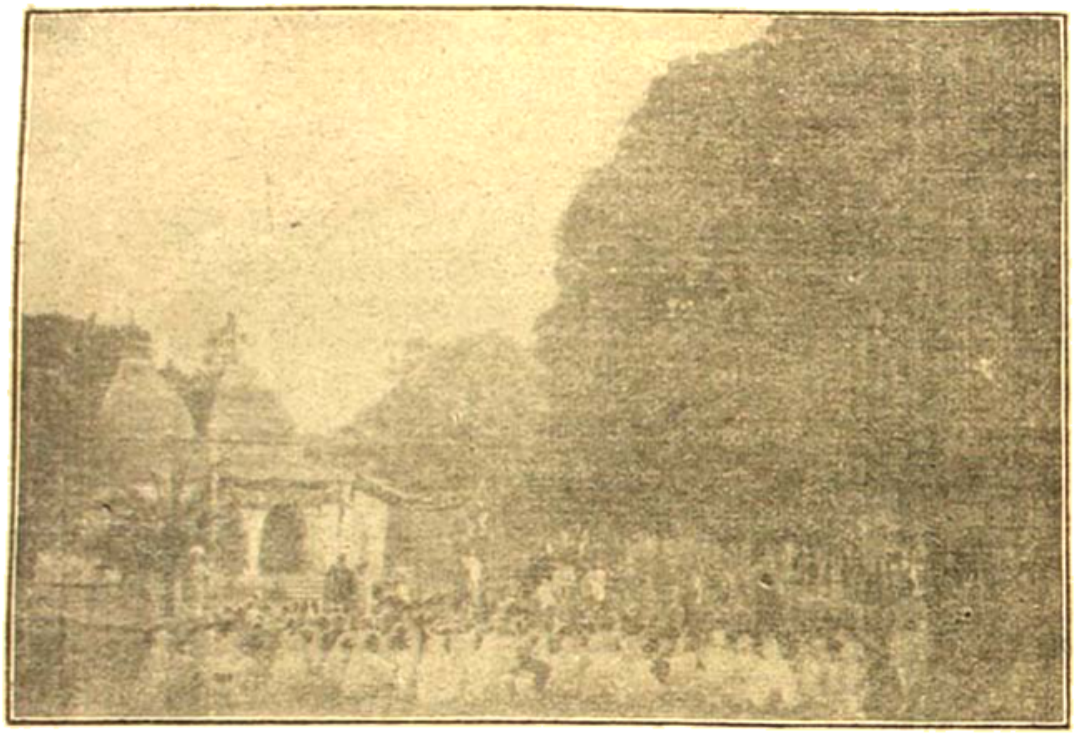

শ্রীনবদ্বীপের বিদ্যানগরে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের স্থান

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পড়ুয়া-ভাবন-লীলা

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীগৌরসুন্দর

শ্রীগৌরজন্মস্থলীতে শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে শ্রীজয়াপ্রভুর শ্রীমন্দির

পরিক্রমাকারিগণ গঙ্গার পূর্ব্বতীর হইতে পশ্চিম তীরে যাইতেছেন

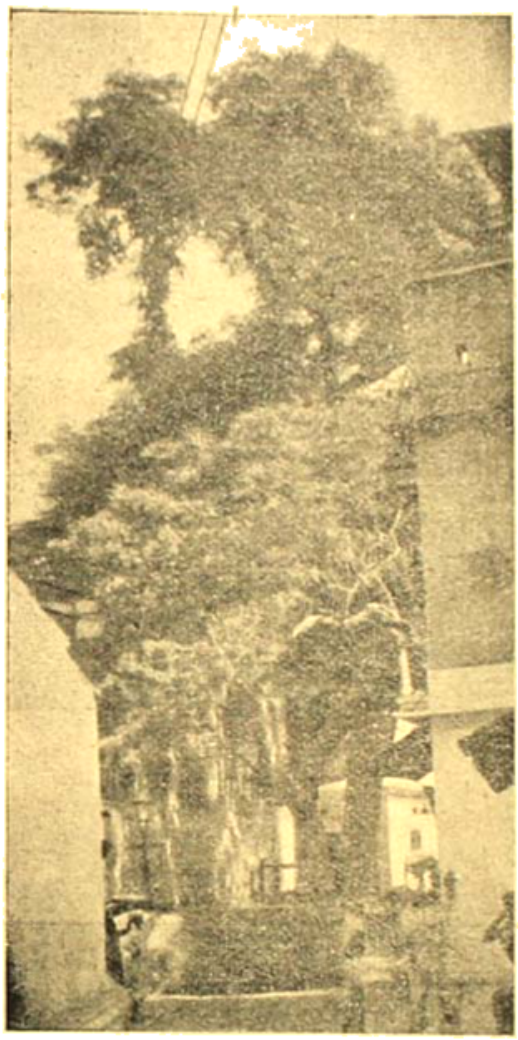

কাশীধামে শ্রীসনাতন-শিক্ষাস্থলী

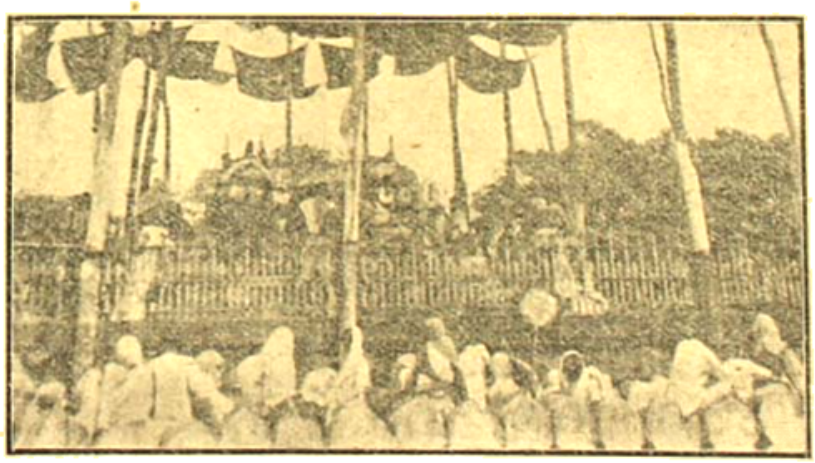

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা

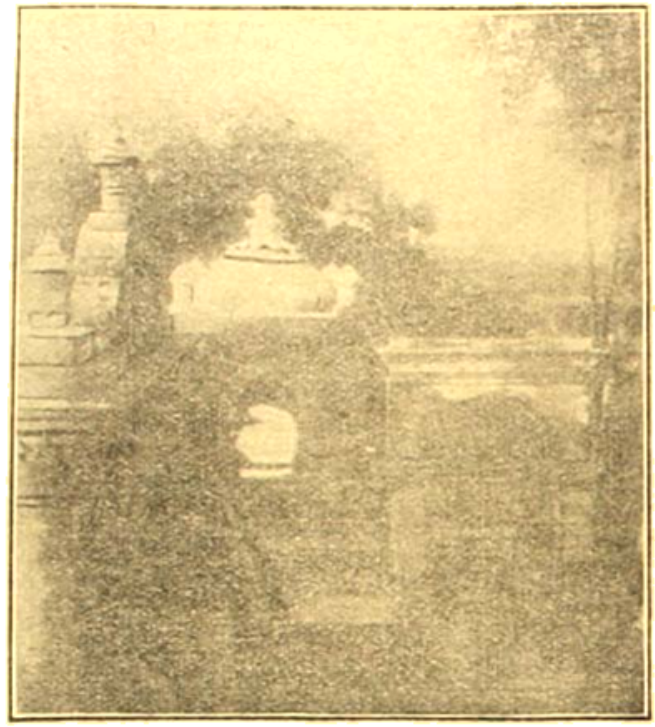

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ

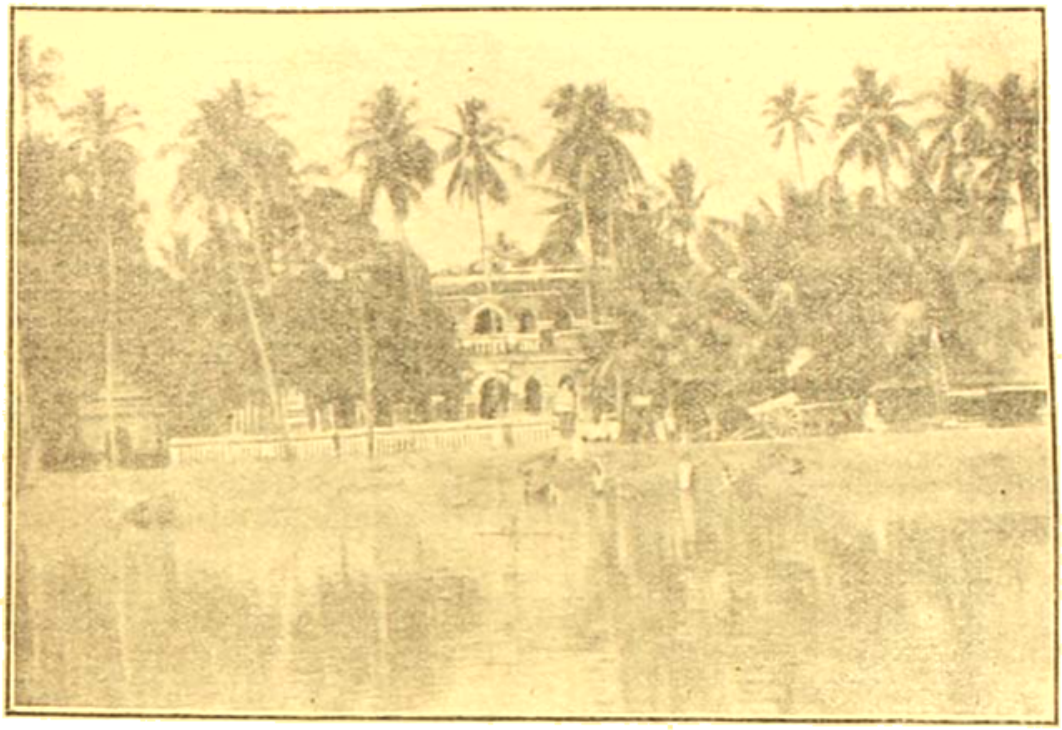

শ্রীগৌর-পদ রজ সম্ভারিণী গ্রাম।

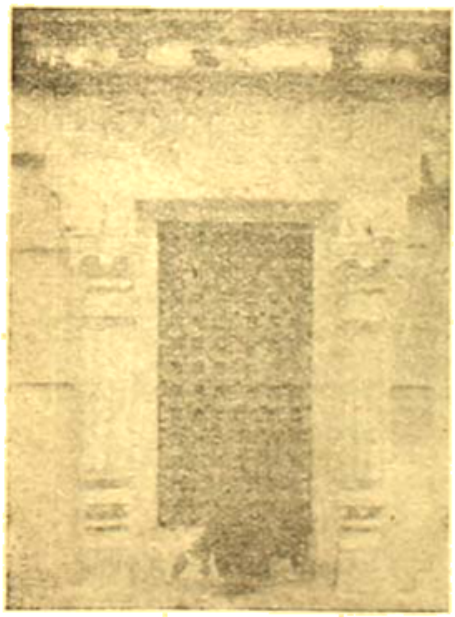

গম্ভীরা

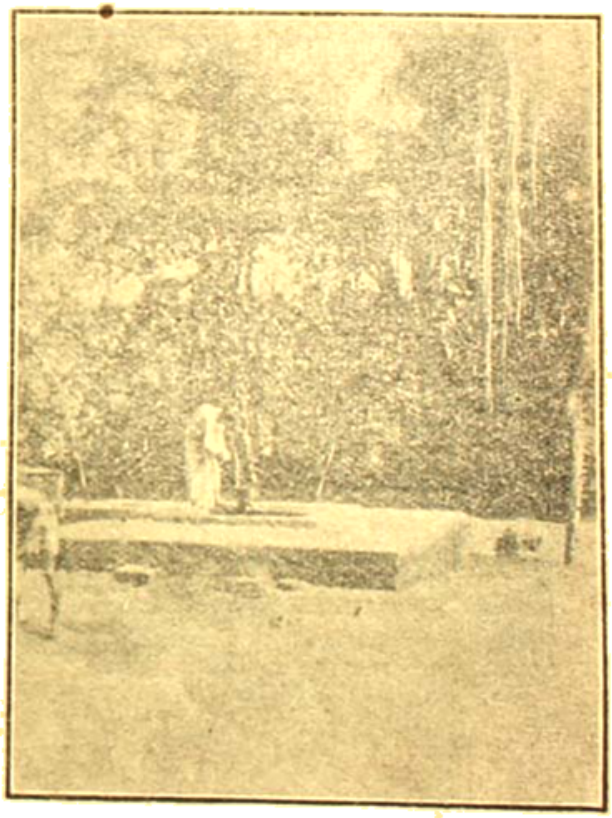

শ্রীপরমানন্দপুরীর কূপ

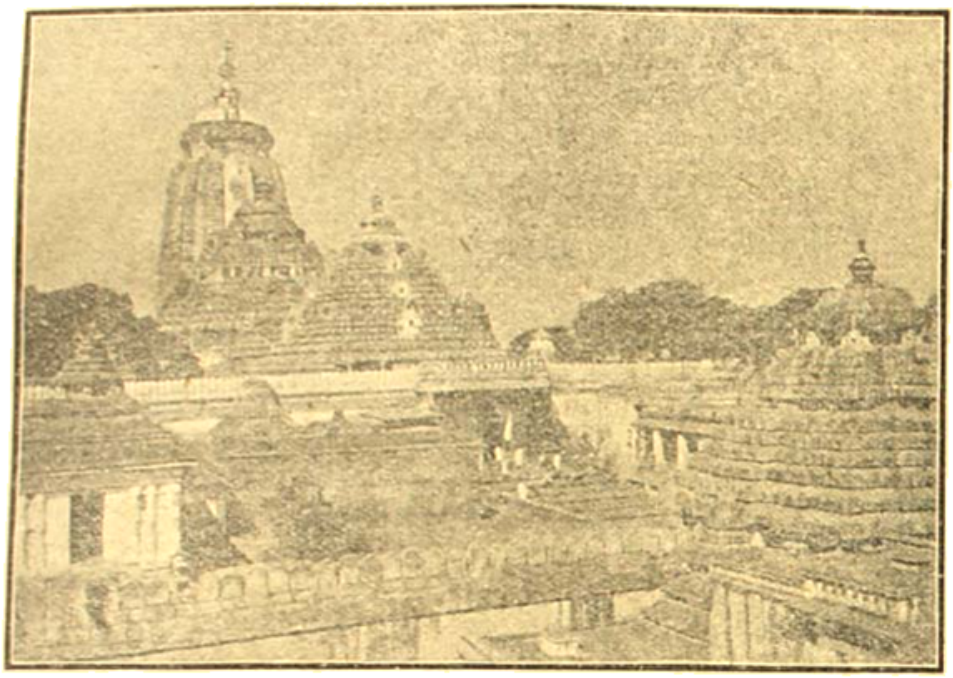

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির

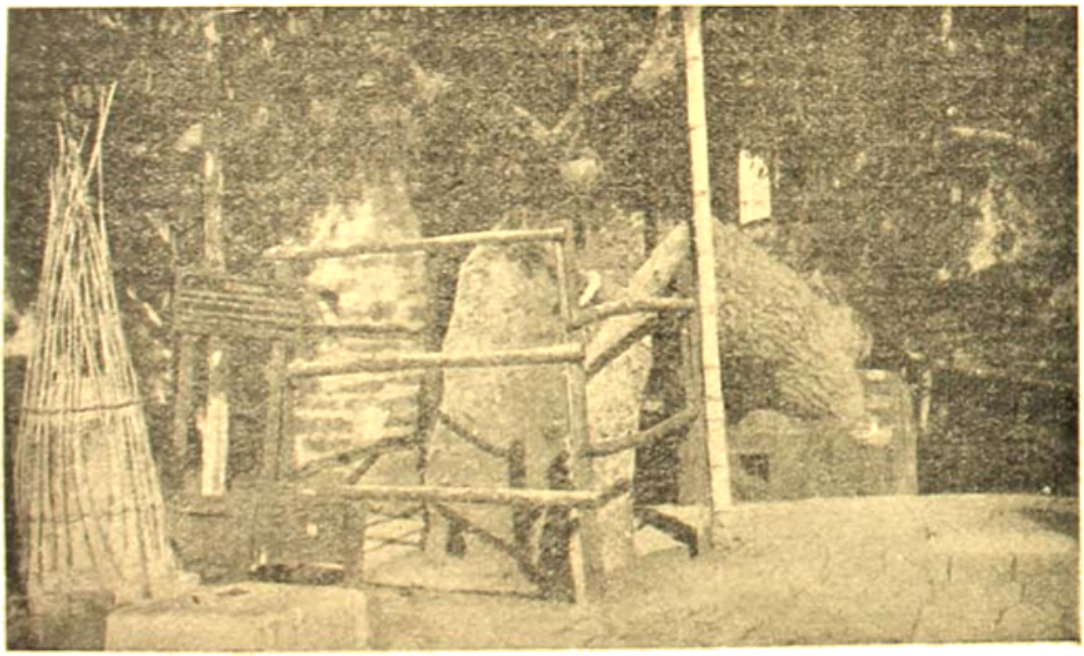

সপার্ষদ শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত সিন্ধুবকুল

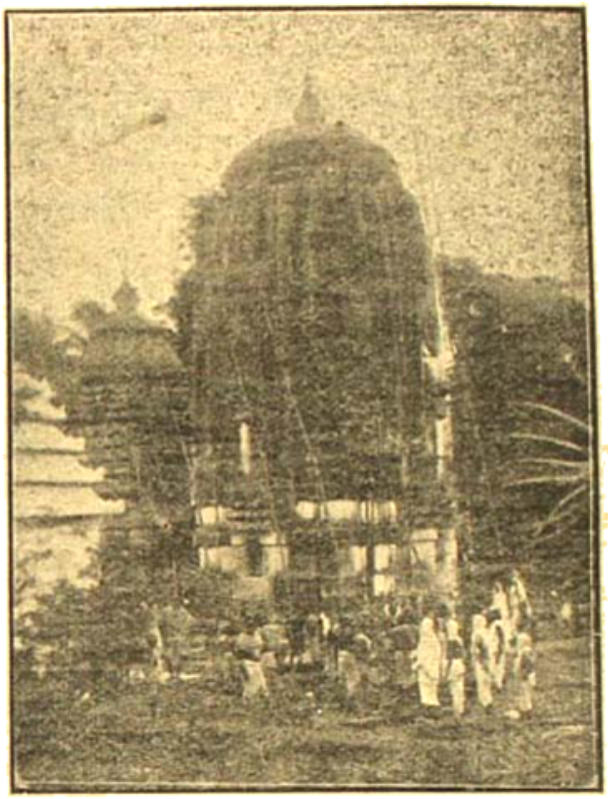

আলালনাথের শ্রীমন্দির

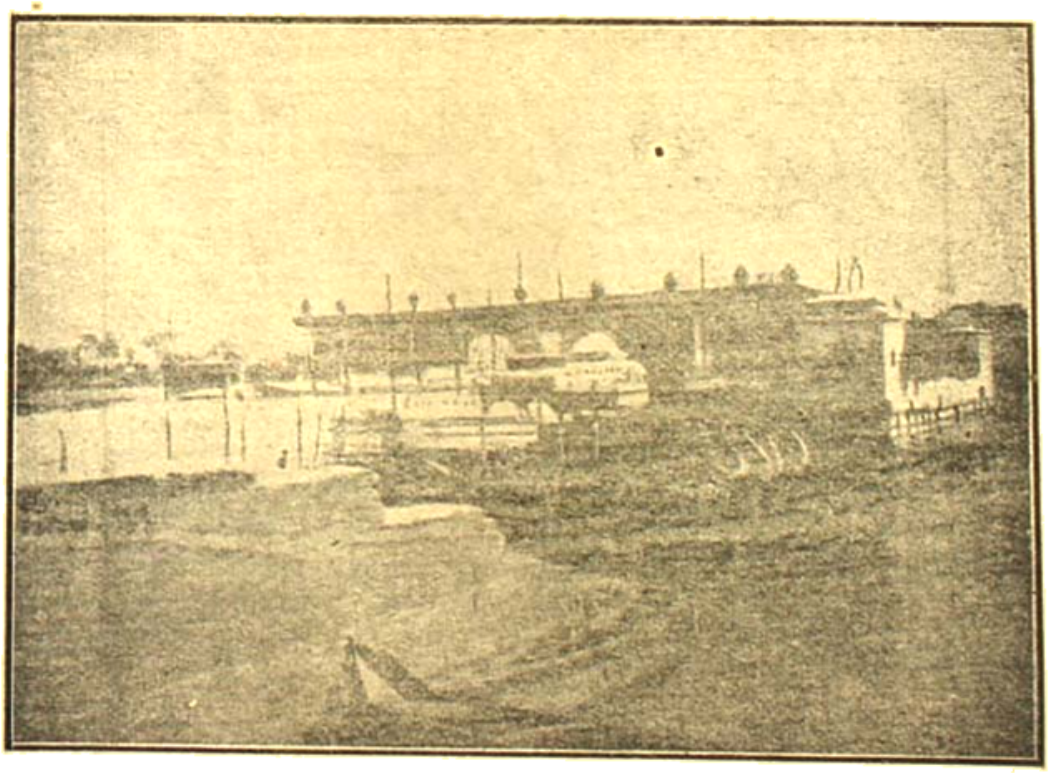

শ্রীনরেন্দ্রসরোবর

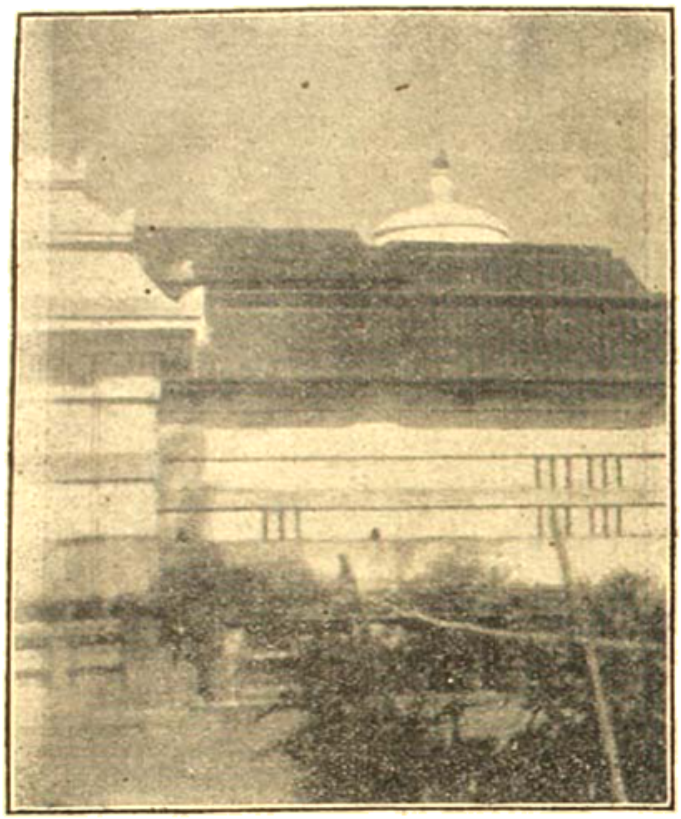

শ্রীওড়িচা বা নীলাচল

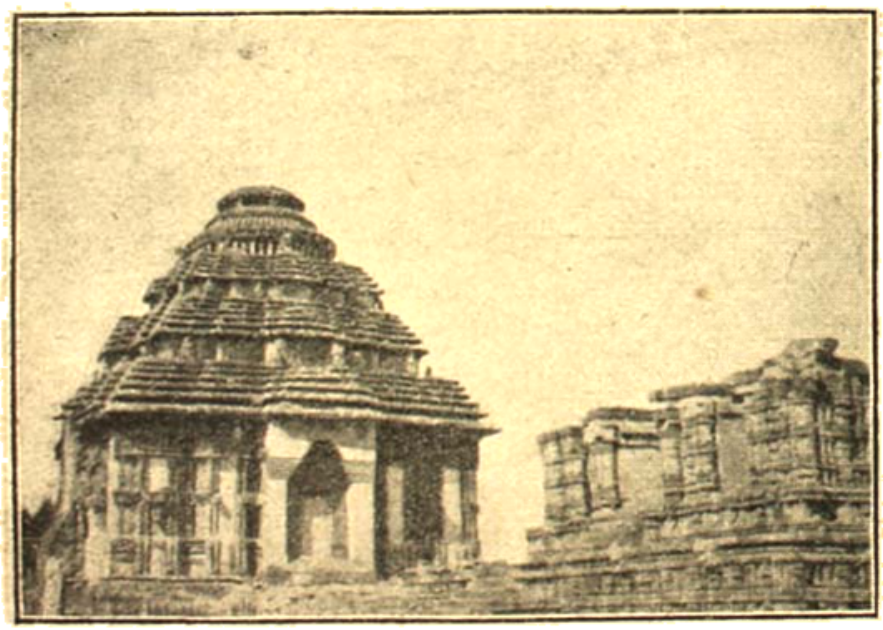

গৌরপদাঙ্কিত কণারকের সূর্য্যমন্দির

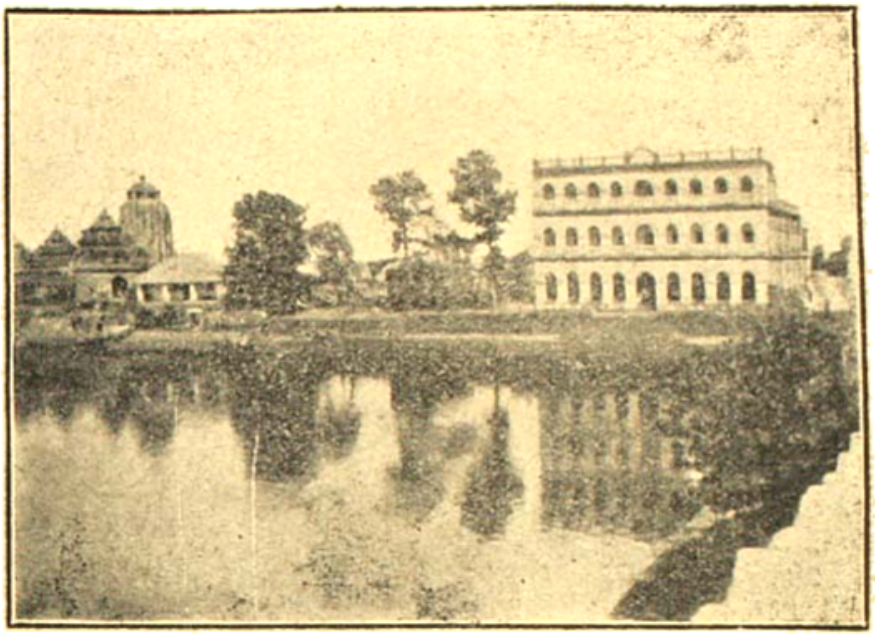

বিন্দুসরোবরের তীরে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের শ্রীমন্দির

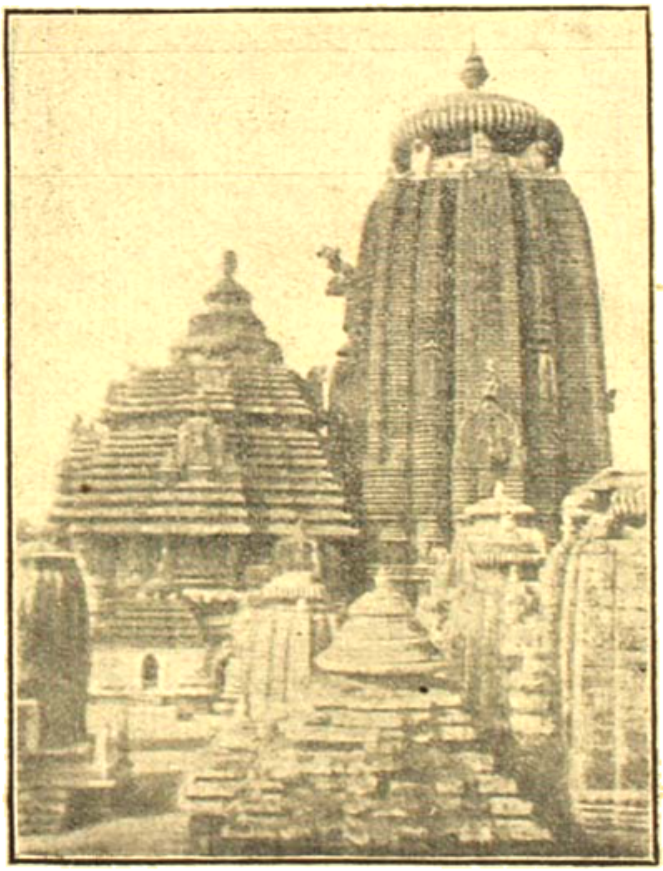

শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত শ্রীভুবনেশ্বরের শ্রীমন্দির

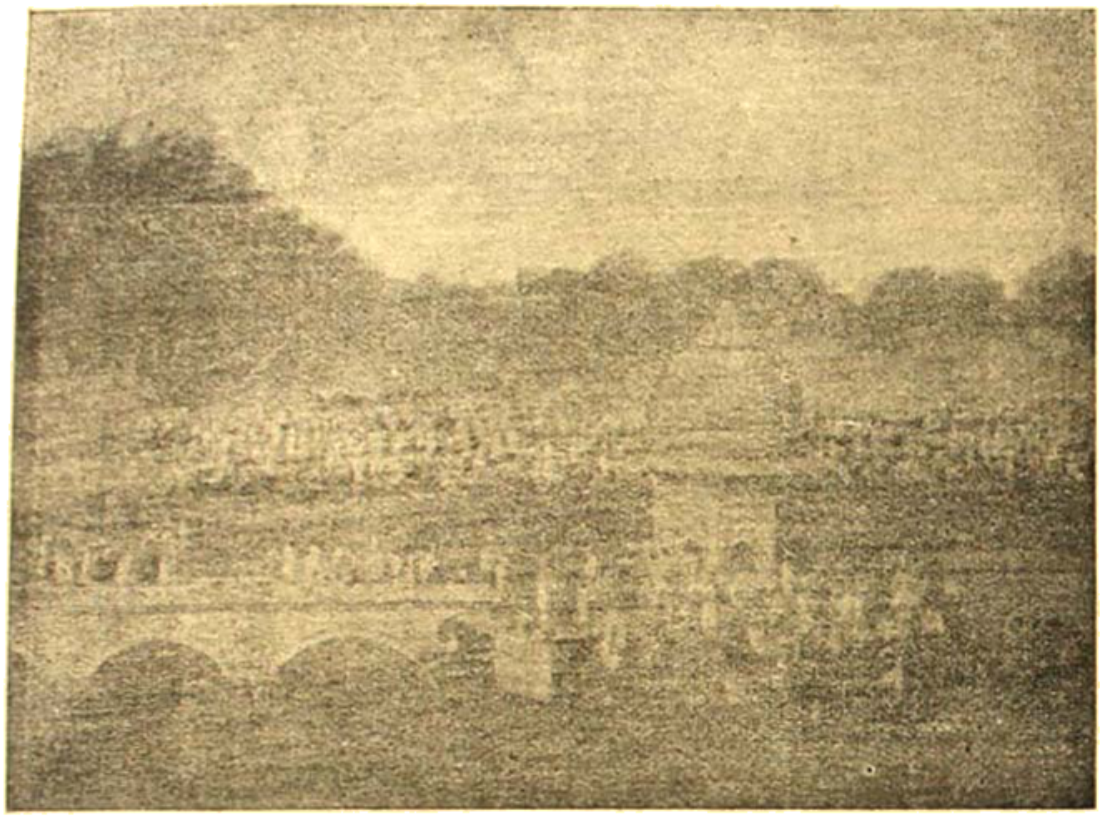

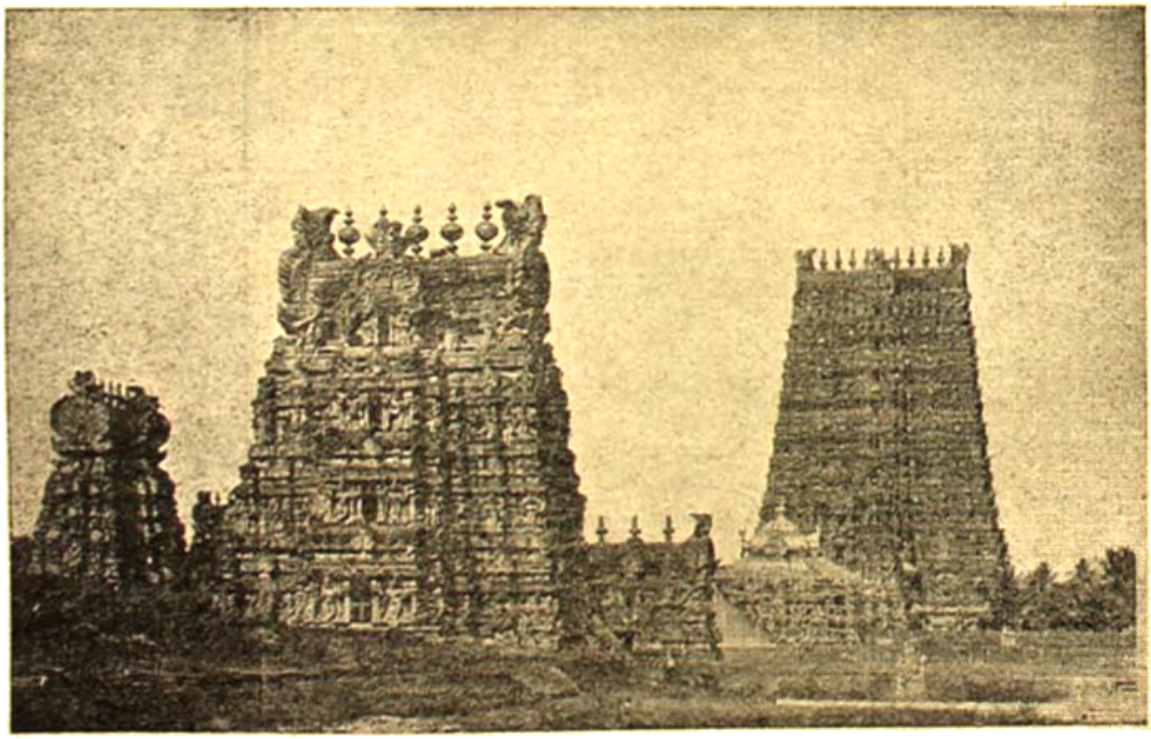

দাক্ষিণাত্যে শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত শ্রীমন্দির

শ্রীরাধিকা.

শ্রীগুরুপাদপদ্ম শুদ্ধবর্গ

ফাল্গুনী পূর্ণিমা

ফাল্গুনী পূর্ণিমা মধুরা হইতেও সুমধুরা, সুমধুরা হইতেও সুমধুরতরা কেন? বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব বা কৃষ্ণভক্ত কার্ষ্ণির নিকট ফাল্গুন-পূর্ণিমা মধুরা বা সুমধুরা হইতে পারে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের নিকট ফাল্গুন-পূর্ণিমা কেবল মাধুর্য্যময়ী নহে, মাধুর্য্যরসক্রোড়ীকৃতা ঔদার্য্যময়ী। ফাল্গুনী পূর্ণিমাসম্ভূতা নিখিল তত্ত্বময়ী তিথির সম্রাজ্ঞী। সমস্ত মহাপুণ্যা লোকপাবনী তিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমার আরতি করিয়া থাকেন।

নব বসন্তের হিল্লোল প্রকাশ করিয়া ফাল্গুনী পূর্ণিমা সাধারণের নিকট বন্দনীয়া হইয়াছেন। প্রতিবর্ষে শ্রীকৃষ্ণের বসন্তোৎসবে ও দোলোৎসবের আলিঙ্গনে আলিঙ্গিতা হইয়া এই তিথি বন্দ্যাতিবন্দ্যা ও ব্রহ্ম-রুদ্রাদিরও বন্দ্যা হইয়াছেন; কিন্তু শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে তিথিতে শ্রীকৃষ্ণনামের বন্যা প্রবাহিত করিয়া অচৈতন্য জগতের চৈতন্য বিধান করিয়াছেন, সেই তিথি সর্ব্বোপরি অমৃক্তা হইয়াছেন। মধুরা মথুরা-পুরীতে ফাল্গুন-পূর্ণিমা মধুরা; কিন্তু শ্রীযোগমায়াপুরীতে ফাল্গুনপূর্ণিমা মধুরতমা। এজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই ফাল্গুনপূর্ণিমাকে এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন,—

সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ॥

(চৈঃ চঃ আ ১৩।১৯)

সেই সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণ ফাল্গুনপূর্ণিমাকে আমি বন্দনা করি, যে পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনও গাহিয়াছেন,—

চৈতন্যের জন্মযাত্রা—ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মাদি এ তিথির করে আরাধনা।
পরম পবিত্র তিথি ভক্তিস্বরূপিণী।
যদি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি।
নিত্যানন্দ-জন্ম যাত্রা শুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী।
সর্ব্বযাত্রা-বন্ধন এই দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব্বশুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি।
এতেকে এই দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যাবন্ধন।

(চৈঃ ভাঃ আ ৩৪৩-৪৭)

শ্রীব্যাস বলিতেছেন যে, তাঁহার গুরুবর্গ নারদ-ব্রহ্ম-শিবাদিও এই শ্রীচৈতন্য-জন্মতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমার আরাধনা করিয়া থাকেন। এই ফাল্গুনীপূর্ণিমা শুদ্ধসত্ত্বময়ী, সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিণী, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বানর্থবিমোচনকারিণী মাধবতিথি ভক্তিজননী। এই তিথি সযত্নে সেবন করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসও ব্রহ্মপুরাণে এই কথা বলিয়াছেন,—

তস্যাং বিষ্ণুতিথৌ কেচিদ্‌ধন্যাঃ কলিযুগে জনাঃ।
যেঽর্চয়ন্তি হরিং দেবেশং জাগ্রতঃ সমুপোষিতাঃ॥
ন তেষাং বিদ্যতে ক্বাপি সংসার-ভয়মুল্বণম্।
যত্র তিষ্ঠন্তি তে দেশে কলিস্তত্র ন তিষ্ঠতি।
যস্যাং সনাতনঃ সাক্ষাৎ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ।
অবতীর্ণঃ ক্ষিতৌ সৈষা মুক্তিদেতি কিমদ্ভুতম্॥
ইদমেব পরং শ্রেষ্ঠং ইদমেব পরং তপঃ।
ইদমেব পরো ধর্ম্মো যদ্বিষ্ণুব্রতধারণম্॥

সেই বিষ্ণুতিথিতে কলিযুগে কোন কোন ধন্য ব্যক্তি যাঁহারা জাগ্রত থাকিয়া উপবাস পূর্ব্বক দেবেশ্বর শ্রীভগবানের অর্চ্চন করেন, তাঁহাদের সুভীষণ সংসার-ভয় বিদূরিত হইয়া যায়। তাঁহারা যে দেশে অবস্থান করেন, সে দেশে কলি থাকিতে পারে না। যে তিথিতে সাক্ষাৎ সনাতন পুরাণ পুরুষ ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষিতিতলে আবির্ভূত হন, সেই তিথি যে মুক্তিদা, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? শ্রীবিষ্ণুব্রতধারণের ন্যায় পরমমঙ্গলপ্রদ, পরম শ্রেষ্ঠ কৃত্য ও পরমধর্ম্ম আর কিছুই নাই।

শ্রীমুরারি গুপ্ত তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে (৪র্থ সর্গ ১৬-২২) এই ফাল্গুনী পূর্ণিমার বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন,—

ততঃ পূর্বে নিশানাথে নিশীথে ফাল্গুনে শুভে।
কালে সর্বগুণোৎকর্ষে শুভগ্রহযুতান্বিতে।
মনঃসু দেবসাধূনাং প্রসন্নেষু চ নীতলে।
সর্বদ্যাঃ শুভসলিলে জাতে জাতঃ স্বয়ং হরিঃ।
তং বিকাশিকমলেক্ষণং লসৎ পূর্ণচন্দ্রবদনং কনকাভম্।
তেজসা বিতিমিরা দিশঃ স্বয়ং কারয়ন্নুপলভা সুতং সঃ।
প্রীতিসাগরলসন্ন পারং প্রাপ পদ্মনিধিনা যথাধনঃ।
শ্রীজগন্নাথমিশ্র-পুরন্দরঃ প্রেমগদ্গদমুখঃ সদা জগৌ।
তস্য জন্মসময়েঽম্বরশশাঙ্কং রাহুরগ্রসদসঙ্গতং তুদা।
কৃষ্ণনাম্নবদনেন নির্জিতঃ প্রাবিশৎ সুরিপোর্মুখং বিধুঃ।
তত্র পুণ্যসময়ে মনুষ্যাণাং কীর্তনং নবতরং কৃতং জনৈঃ।
পূজনং সপদি জাহ্নবীজলে স্নানদানমঘমার্জনং শুচি।
জহ্নুঃ সুরগণাঃ সমহেন্দ্রাঃ পদ্মসম্ভবমহেশপুরোগাঃ।
অপ্সরোভিরতিনৃত্যপরাভি র্নাদয়ন্তি ভুবনানি জগুঃ।

অনন্তর মঙ্গলময়ী ফাল্গুনী পূর্ণিমা-রজনী সর্বসদ্‌গুণসম্পন্না ও শুভলগ্নযোগ-সমন্বিতা হইলে, দেবতা ও সাধুগণের মনঃ প্রসন্ন এবং সুরধুনীর সলিল নির্মল ও স্নিগ্ধ হইলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি আবির্ভূত হইলেন।

প্রস্ফুটিতকমলনয়ন, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ শোভমান বদনমণ্ডল, সুবর্ণবর্ণ, স্বীয় অঙ্গজ্যোতিতে সমগ্র দিঙ্মণ্ডলের তিমিরাপহারী পুত্ররত্নকে লাভ করিয়া অদনের পদ্মনিধিপ্রাপ্তির ন্যায় শ্রীজগন্নাথমিশ্রপুরন্দরও অপারপ্রীতিরস সমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন, প্রেমভরে তাঁহার বাক্য গদ্‌গদ হইল।

শ্রীগৌরচন্দ্রের জন্মসময়ে গগনের চন্দ্র রাহুকবলিত হইল, কৃষ্ণনামধন্য-কর্তৃক নির্জিত হইয়া চন্দ্র লজ্জায় সুরিপু-রাহুর বদন-বিবরে প্রবিষ্ট হইল।

জনমণ্ডলের সেই পরম পুণ্যসময়ে লোকসকল ভগবান্ শ্রীনরহরির কীর্তন-রত হইল, সকলে জাহ্নবীজলে পরমপূতচিত্তে পূজা, স্নান, দান, অঘমার্জনাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল।

দেবগণ মহেন্দ্রব্রহ্মমহেশ্বরপুরোবর্তী হইয়া নানাপ্রকারে হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, নাটকগণ অতিনর্তনপরা অপ্সরোগণসহ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল।

কবিকর্ণপুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গে এই ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথিকে নানা কাব্যালঙ্কারের দ্বারা সজ্জিত করিয়া পূজা করিয়াছেন—

তদা শশাঙ্কঃ পরিপূর্ণমণ্ডলঃ
স পৌর্ণমাসী-পরিরম্ভ-হর্ষিতঃ।
ব্যরোচতাশীব জগন্মনোহরম্
চুম্বন্ মুহুঃ পূর্বদিগঙ্গনামুখম্।
অসাদৃতূনাং পতিরগ্রতোঽভবত্-
তথৈব পক্ষঃ সিত এব সোঽভবৎ।
তথা তিথীনাং প্রবরা চ পূর্ণিমা
গুণানুবন্ধী খলু মঙ্গলোদয়ঃ।
বনপ্রিয়াস্তৎসময়ে মধুব্রতৈ-
স্তদাদি চক্রুঃ সকলং জগন্নিম্।
তদাদি লোকৈ বিধুধর্মধূব্রতঃ
স দক্ষিণস্থং প্রথমং বধৌ মরুৎ।
স নির্ভরত্বদ্ভরণ মন্থরো
লতাং লতাং প্রত্যুপগূহনৈ র্মুহুঃ।
পয়োক্ত-মাণ্ডিক-নিদাঘবারিভৃ-
দ্বধৌ মরুচ্চন্দনশৈলনন্দনঃ।
ততো জগন্মঙ্গল-মঙ্গলোদয়ে
জগৎপ্রসাদঃ প্রবভূব নির্ভরম্।
অজস্রমেবাশ্রমমুক্তভাং দধৌ
তমিস্রমুচ্চাটয়তো তদোজসা।
ততঃ প্রভূতৈর্মিষতো মহৌজসা
বরাজ সর্বাঃ কলুষঃ প্রকাশনৈ।
সমং সমুন্মীল্য সুধাংশুসঞ্চয়ঃ
পপাত ভূমাবিব বিদ্রুতাং চয়ৈঃ।
তদোপরাগঃ সমভূত্তথা মুহু-
র্হরিং বদেতি ধ্বনিরুচ্চকৈ র্নৃণাম্।
স্বনামসংকীর্তনমন্তরা ন হি
প্রকাশমায়াতি ভবেৎ প্রকাশিতম্।
সুধানিধিং তং সময়ে বিধুন্তুদ-
স্তদোদ গানন্দনকন্দরো দৃশম্।
অলং ত্বয়া সংপ্রতি শীতদীধিতিঃ
সমুদ্গতোঽস্মোঽস্তি ভবীতি ভাষয়ন্।

তৎকালে পরিপূর্ণমণ্ডল চন্দ্র পৌর্ণমাসীর আলিঙ্গনে হর্ষান্বিত হইয়া পুনঃ-পুনঃ পূর্বদিগ্‌বধূর বদন চুম্বন করিতে করিতে জগন্মনোহররূপে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে ঋতুপতি বসন্ত, শুক্লপক্ষ, তিথিশ্রেষ্ঠা পূর্ণিমা ও শুভলগ্নান্বিত মঙ্গলের উদয় হইল।

কোকিলকুল মধুপানোন্মত্ত হইয়া তৎকালোচিত মধুর-স্বরে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল, তদ্ধ্বনিতে ভ্রমরগণ বৃদ্ধা করিতে তথা দক্ষিণানিল প্রথম প্রবাহিত হইতে লাগিল।

পদ্মমধু ও নিদাঘকালীন বারিসেচনকারী সেই মলয়ানিল মন্দ (শুষ্ক) হয়ে এবং প্রত্যেক লতার নব নব আলিঙ্গনে মন্থর হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল।

অনন্তর জগন্মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে জগৎ নিরতিশয় প্রসন্নতা লাভ করিল, তাঁহার তেজঃপ্রভাবে অন্ধকার একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইল।

তৎপর শ্রীমন্মহাপ্রভু ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ-জ্যোতিতে সমগ্র দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইল, তৎকালে এইরূপ মনে হইল, যেন চন্দ্র উদিত হইয়া বিদ্যুৎপুঞ্জসহ ভূমিতে পতিত হইলেন।

মহাপ্রভুর জন্মসময়ে মানবগণের 'হরিবোল' এই ধ্বনির সহিত চন্দ্র-গ্রহণ সমুপস্থিত হইল। তাঁহার প্রকাশমাত্রে নিখিলনাম-সংকীর্ত্তনের প্রকাশ হইবে, এইজন্যই তৎকালে চন্দ্রোপরাগচ্ছলে হরিনামোদয়, অন্যথা এই সময়ে উহার প্রয়োজন কি ছিল?

অতীব মর্ম্মপীড়ক রাহু তৎকালে সানন্দে চন্দ্রকে পীড়া প্রদান (গ্রাস) করিতে করিতে বলিতে লাগিল— হে রাকাপতে এখন আর তোমার উদয়ের কি প্রয়োজন, সম্প্রতি অপর শীতাংশু (চন্দ্র) ভূতলে সমুদ্ভূত হইয়াছেন।

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর এইরূপ ভাবে ফাল্গুনী পূর্ণিমার বর্ণন করিয়াছেন,—

শুভদিন শুভক্ষণ পূর্ণিমার তিথি।
ফাল্গুনের শুভনিশি দিনকরদ্যুতি।
রাহু চন্দ্র গরাসয়ে অদ্ভুত যেনে।
উঠিল চৌদিগ ভরি হরি-হরি-বোলে।
চৌদিগ ভরল আর দিব্য চারুগন্ধ।
পরসন্ন দশদিগ—বায়ু মন্দ মন্দ।
ঋতু ঋতু উদয় হৈ গেল হেনকালে।
প্রভু-শুভজন্ম পৃথিবীতে হেন বেলে।
অন্তরীক্ষে দেবগণ দিব্য-যানে চাহে।
গৌর-অঙ্গ দেখিবারে অনুরাগে ধাএ॥
এবমাত্র শুনি ধ্বনি—হরি-হরি-বোল।

শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ফাল্গুনী পূর্ণিমার প্রশস্তি-গীতি এইরূপভাবে গাহিয়াছেন,—

চৌদশত সাত শকে ফাল্গুন-পূর্ণিমা।
ফাল্গুনী নক্ষত্র সর্ব্ব মঙ্গলের সীমা॥
• • •
ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথি, নক্ষত্র ফাল্গুনী।
শুভক্ষণে জন্মিলা গোরা দ্বিজমণি।
পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি করিল প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইল নৈরাশ॥
• • •
ফাল্গুন-পূর্ণিমা, মঙ্গলের সীমা, প্রকট গোকুল ইন্দু।
নদীয়া নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, উথলে আনন্দ-সিন্ধু॥
• • •
জয় জয় ধ্বনি মঙ্গলরব, ফাল্গুন-পূর্ণিমা-নিশিনব-শোভিত,
শচীগর্ভে প্রকট গৌর বরজ-রঞ্জনা।
ঝলকত বর বালক তনু, বৃন্দুন যিনি দামিনী জনু,
চলত বুধচন্দ মধুর বৈরজ তরু তঞ্জনা॥
• • •
আজু পুনিম, সাঁঝ সময়ে, রাহু শশি গরাসি।
গৌরচন্দ্র উদয়ে, ভবহি, তাপ-তয়-বিনাশি॥
প্রমুদিত সব, ভকতহৃদয়, বিরহ ন রহ কোই।
সীতাপতি নিতরে, চলত অতি উনমত হোই।
ঘন ঘন হুঙ্কারত, অবৈত পরম ধীর।
বিলসত প্রিয়গণসহ গ্রহণে সুরধুনী-তীর।
মঙ্গল কলরব সহ নদীয়াপুর ভরি গেল।
কৌতুকে কোই, জানত নাহি, কৈছে রজনী গেল॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা-স্মরণমঙ্গল-স্তোত্রের উপসংহারে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীমায়াপুর-শশধরের আবির্ভাবের স্মরণ এইরূপভাবে করিয়াছেন, —

রাহুগ্রস্তে জড়শশধরে ফাল্গুনে পূর্ণিমায়াং
গৌড়ে শাকে মনুশরতমিতে সপ্তবর্ষাধিকে যঃ।
মায়াপুর্য্যাং সমরনি শচী-গর্ভসিন্ধৌ প্রদোষে
তং চিচ্ছক্তি-প্রকটিত-তনু-মিশ্রসূনুং স্মরামি॥

গৌরজন শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-পূর্ণিমার ঔদার্য্যমহিমা জীবহৃদয়ে পুনঃপ্রস্ফুটিত করিবার জন্য

১৩০০ বঙ্গাব্দে গৌরজন্মভূমিতে সশক্তিক গৌরধামহরির অর্চ্চা প্রকট ও সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসবের প্রবর্ত্তন করেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনাম ও শ্রীঅর্চ্চাবতাররূপে গৌরজনের দ্বারা ধামসহ পুনঃপ্রকটিত হইবার লীলা প্রকাশ-কালে ১৩০৭ বঙ্গাব্দের প্রকট-পূর্ণিমার স্নান চন্দ্রগ্রহণ ও শুভযোগের উদয় করাইয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই সময় শ্রীমায়াপুর-মহামহোৎসবের বিবরণ 'সজ্জনতোষণী পত্রিকা'র (৮।১) বর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"শ্রীশ্রীমায়াপুরের মহোৎসবের ন্যায় বিশ্বব্যাপী মহোৎসব শ্রীপাট খেতুরীর মহোৎসবের পর, বোধ হয়, কুত্রাপি আর হয় নাই। • • প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ লোক এই মহোৎসব সম্পন্নার্থ বহু দূর হইতে শ্রীমায়াপুরে আসিয়াছিলেন।"

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার সম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার ১৮শ বর্ষের ১০ম সংখ্যায় "প্রকটপূর্ণিমা" শীর্ষক প্রবন্ধে গৌর-ফাল্গুনীপূর্ণিমার বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"গৌরভক্তের নিকট তাঁহাদিগের প্রিয়তম গৌরহরির ন্যায় গৌর-প্রকট-পূর্ণিমা পরমানন্দের বস্তু। • • জগতে অনেকপ্রকার উৎসব আছে; কিন্তু প্রকট-পূর্ণিমোৎসব সর্ব্বোপরি অবস্থিত। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ সর্ব্বোত্তম-তত্ত্বারাধ্য, তাঁহার প্রকট-তিথির উৎসবও সর্ব্বোল্লাসকর।

শ্রীগৌরহরি আনন্দময় বসন্তঋতুর ফাল্গুন-পূর্ণিমায় প্রকট হইয়া সংসার-কূপরূপ শীতজাড্যের অপনোদন করিয়া জীবকে উদ্ধার করত নিত্য কৃষ্ণ-সংসারের পথ দেখাইয়াছেন। তাঁহার পবিত্র পদানুসরণে জীবের সর্ব্বোত্তম লাভ, শ্রীরূপ প্রমুখ গৌস্বামি-পাদগণ জগৎকে জানাইয়া দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যদেবের পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীপ্রকটপূর্ণিমার অলৌকিক মহিমা ভক্তগণের হৃদয়ে সমুদ্ভাসিত করিয়াছেন। তাই আজ বঙ্গের উচ্চনীচ অনেকের গৃহে প্রকট-পূর্ণিমার মহিমা নানাধিক জাতীয়-পর্ব্বরূপে লক্ষিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার মহিমা তাঁহার পার্ষদবর্গে ও তদাশ্রিত কুলে আবদ্ধ ছিল; কিন্তু এক্ষণে ক্রমশঃই বঙ্গদেশে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে গৌরকথা প্রকাশমান হইয়াছেন। • • •

শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মের কথা, তাঁহার জন্মস্থানে এবং তাঁহার অদ্ভুত লীলা জগতে প্রকাশ করিবার জন্য যিনি তাঁহাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ প্রভুর আজ্ঞা সমাধান পূর্ব্বক নিত্যলীলায় পুনঃপ্রবেশ করিয়াছেন, সেই মহাত্মা শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রকট-স্থানে শ্রীগৌরহরির মূর্ত্তি প্রকট করাইয়া শ্রীগৌর-জন্মতিথিতে মহোৎসবের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং শ্রীরূপানুগ ভক্তভাগবতগণকে সর্ব্বদা আহ্বান করিয়া যোগ-দান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহার কথা লইয়াই এক্ষণে আমরাও গৌরভক্ত-সাধারণকে শ্রীমায়াপুরে যোগ-পীঠে আনন্দ-সম্মেলনে যোগদান করিতে সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা করিতেছি। বৎসরের সকল দিনে আমরা জড়রসে উন্মত্ত হইয়া জড়েন্দ্রিয়-তর্পণে রত আছি এবং এই রসের অপকৃষ্টতা প্রতি মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিতেছি। তাই বলি, প্রাকৃত জগৎ হইতে একদিনের অবকাশ লইয়া একদিন অপ্রাকৃতের উদ্দেশে ব্যয়িত করি। ইহাতে আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের যে ব্যাঘাতটুকু হয়, তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার উদ্দেশে প্রদত্ত হইল বলিয়া জানিব এবং তাহাতে অজ্ঞাতসুকৃতিপুঞ্জ উদয় হইয়া কালে প্রেমভক্তির অবতারণা করাইবে।"

শ্রীল আচার্য্যদেব এই বিচার সংরক্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

[স্থান—শ্রীমায়াপুর শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির ; কাল—৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯]

আজ আমাদের বার্ষিক শ্রীগুরু-পূজার বাসর। ৬৩ বৎসরের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গৌরনিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজনময় গৃহে মুক্তশিরোমণিগণের সমস্ত লক্ষণ নিয়ে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন—জ্ঞানের নামের, জ্ঞানের ধামের, জ্ঞানের কামের সেবা অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সমগ্র জগজ্জীবকে শিক্ষা দিবার

জন্য। অন্বয়ভাবে তিনি স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক প্রচার ক'রে স্থানের নাম, স্থানে। ধাম, স্থানের কামের সেবা ক'রেছেন, আর ব্যতিরেকভাবে সর্ব্বতোভাবে দুঃসঙ্গকে বর্জ্জন ও বর্জ্জন ক'রেছেন। দুঃসঙ্গের কবল হ'তে আমাদিগকে রক্ষা কর্‌বার জন্য তাঁর অপরিসীম যত্নের তুলনা নাই। আমরা যদি তাঁর পরাভানুসরণে দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন কর্‌বার জন্য অকপট অভিলাষযুক্ত হই, অর্থাৎ অন্বয়ভাবে যদি আমরা কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত হ'য়ে তাঁর আচারময় প্রচারের অনুসরণ করি, তা' হ'লেই আমাদের স্বতন্ত্রতার সম্ব্যবহার হয়। তা'তেই আমাদের নিত্য শাশ্বত মঙ্গল। ভগবৎ-প্রেমা বা প্রীতিই একমাত্র নিত্যসত্য মঙ্গল। যা'কিছু ভগবানের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর হয়, ভগবানের সুখবিধানের জন্য যা'কিছু করা যায়, সমস্তই নিত্যসত্য মঙ্গল। উহাই চেতন—চিদ্‌ঘনানন্দ। আমাদের যদি পূর্ণ শরণাগতি হয়, প্রভুপাদের ভাষায় ব'লতে গেলে আমরা কায়মনোবাক্যে যদি তাঁর অভীষ্টের সহিত dovetailed হই, তাঁর ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছা যদি খাপে খাপে মিলে' যায়, একতাৎপর্য্যপর হয়, তাঁর সহিত properly adjusted হ'য়ে স্থানের পূর্ণসুখ বিধান করে, তা'হ'লেই নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় শ্রীনামপ্রভুর পূর্ণভাবে বিলাস করাবার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত থাকাই শরণাগতি। যিনি পূর্ণশরণাগত, তিনিই তৃণাদপি সুনীচ। দম্ভের বিপরীত ভাব—তৃণাদপি সুনীচতা। দম্ভ চিদ্‌বিলাস অর্থাৎ সেবাবিলাস বা ভক্তিবিলাসের বিপরীত ধর্ম্ম। চিদ্‌বিলাসের মধ্যে জড় অহঙ্কার বা পুরুষাভিমানমূলক ভোগ বা ত্যাগ নাই। বিলাস ও বিরাগ এই দু'টোই দুঃসঙ্গ। এ দুঃসঙ্গ থেকে আমাদিগকে রক্ষা কর্‌বার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রপঞ্চে কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হ'য়ে নিজ প্রপঞ্চাতীত অধিকার সংরক্ষণ ক'রেছিলেন। জড়বিলাস ও জড়-নির্ব্বিশেষে রুচিবিশিষ্ট আমার ন্যায় বহির্ম্মুখ-ভোগী ও ত্যাগীকে সেই সেই ভব-ক্লেশ হ'তে—সংসার-বন্ধন হ'তে উদ্ধার ক'রে শ্রীনামপ্রভুর বিলাসে বা শ্রীকৃষ্ণের সংসারে পৌঁছিয়ে দিবার জন্য স্বেচ্ছায় অর্থাৎ কৃষ্ণেচ্ছায়ই তাঁর অবতরণ। এইজন্যই তাঁর আজীবন আচারময় প্রচার। সেই বিলাসের সেবার উপকরণরূপে আমার ন্যায় দীন-দরিদ্রকে (রাধাকৃষ্ণপ্রেমহীন বা প্রীতিরহিত) সেই বিলাসের সেবার উপকরণরূপে লাগা'বার জন্য তিনি কত যত্নই না ক'রেছেন! উহার মূলে প্রীতি বা বিলাসই—মনোধর্ম্মাতীত। এই সবই পরমধন অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত। প্রকৃতির অন্তর্গত সমস্ত ক্রিয়াই মনোধর্ম্মাতীত। মনোধর্ম্মাতীত বিষয়ের সংস্পর্শে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত-সেবাসুখই এই ধন বা সম্পত্তি। 'তুমি ইহা অনুভব কর, এই সম্পত্তির মধ্যে তুমি থাক, দারিদ্র্য বরণ ক'রো না' এই শ্রীমদ্ভাগবত-সেবাসুখ-সম্পৎ দিবার জন্যই তিনি এসেছিলেন। আমরা প্রাকৃত প্রপঞ্চের মধ্যে এসে প্রকৃতি-সম্পর্কযুক্ত পুরুষাভিমানী হওয়ার ফলে ভোগত্যাগরূপ দুঃসঙ্গকে বহুমানন করি। দুঃসঙ্গই—কৈতব—মায়া—স্বপর-বঞ্চনা। শ্রীল প্রভুপাদের সমগ্র চরিতে তিনি অন্বয়ভাবে নিজে নিরন্তর স্থানের নাম, স্থানের ধাম, স্থানের কামের সেবা ক'রে, দুঃসঙ্গ বর্জ্জন ক'রে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাঁর অনুগত জনগণ যা'তে দুঃসঙ্গ বর্জ্জন ক'রে তাঁর সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হ'য়ে অধিকন্তুসেবা নিত্য ভজনীয় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা ক'র্‌তে পারেন, তজ্জন্য চেষ্টা ক'রে-ছেন। দুঃসঙ্গ ও দুঃসঙ্গকারীর সঙ্গে—প্রকৃতি-সম্পর্কিত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর কোন আপোষ বা মিটমাট ছিল না। মিশ্র বা বিদ্ধভক্তির কোন ব্যাপারের মধ্যে তিনি কখনও ছিলেন না বা কাহাকেও থাকতে শিক্ষা দেন নাই। যিনি অকপট শরণাগত হ'য়ে তাঁর একটি বাণী শুনেছেন, তিনিই তাঁর বাণীর সারবত্তা উপলব্ধি ক'রেছেন। তাঁর চিত্তবৃত্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবযুক্ত না হ'য়ে, তাঁর সহিত একতাৎপর্য্যপর হ'য়ে তাঁর সহিত properly adjusted হ'য়ে যদি অগ্রসর হ'তে পারি, তাঁর পাদপদ্মের অনুসরণ ক'র্‌তে পারি, তাঁকে সর্ব্বোত্তম ভগবৎসেবা-গোভাশালী, অতুলৈশ্বর্য্য-বীর্য্য-প্রতিষ্ঠা-জ্ঞান-বৈরাগ্য-বিশিষ্ট নিত্যমভীষ্টদেব জ্ঞান ক'রে তাঁর সঙ্গে সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট হ'তে পারি, তা'হ'লেই তাঁর সেবা পাবার যোগ্যতা বা অধিকার লাভ হ'বে, নতুবা হ'বে না।

তাঁর আবির্ভাবের ৬৫ বৎসর পূর্ব্ব হ'লো। তাঁর আবি-র্ভাবের কারণ এবং তাঁর অলৌকিক, অতিমর্ত্ত্য গুণ ও চরিত

অনুশীলন ক'র্‌লে আমাদের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়। তাঁর মঙ্গলময় চরিতে অনেক শিক্ষা আছে।

ভক্তিপথ নিষ্কণ্টক কর্‌বার জন্য তিনি অলৌকিক অপরিসীম-প্রযত্ন ক'রেছেন। তাঁর সমগ্র চেষ্টা ও চরিতের মধ্যে ইহা জাজ্বল্যমান। দুঃসঙ্গ বর্জন ও শ্রৌতপথে অমূল্য শিক্ষা ও উপদেশ বিতরণ পূর্ব্বক ভক্তিপথকে নিষ্কণ্টক ক'রে আবর্জ্জনা ঠেলে না ক'রে গৌরসুন্দরের প্রতি নির্ম্মলা অহৈতুকী ভক্তিকে উদ্ভাসন কর্‌বার জন্য, শুদ্ধভক্তি বা ভাগবত ধর্ম্মের নির্ম্মলতা ও অনাবিলতা জগতে প্রকট কর্‌বার জন্য তাঁর অনন্যসাধারণ প্রযত্ন। উহা Dynamic—প্রগতিশীল, ভগবৎসুখবিধানের জন্য সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা। এত অল্প সময়ের মধ্যে জীবকে উন্মুখ কর্‌বার জন্য জীবের প্রতি এত কৃপা—এরূপ করুণা এবং এরূপ সর্ব্বতোমুখি-প্রচেষ্টা পূর্ব্বে কোন আচার্য্যে পরিদৃষ্ট হ'য়েছে কিনা জানি না।

শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।

শ্রীচৈতন্যের নাম, ধাম ও কামের পরিপূরণের জন্য শ্রীনিত্যানন্দরূপে প্রভুপাদ এসেছিলেন। গৌরধামের ঔজ্জ্বল্য বিধানের জন্য তিনি আজীবন কি চেষ্টাই না ক'রেছেন! ধামবিদ্বেষীর প্রতি তাঁর বিচার সকলেই জানেন। গৌরমনোহভীষ্টপূরণের জন্য তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রচেষ্টা অতুলনীয়।

হর্ষে প্রভু কহেন,—শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।

স্বরূপের মেহটি প্রেমময়। তিনি একমাত্র কৃষ্ণপ্রেমময়-বেত্তা—প্রকট বা অপ্রকট-প্রকাশে। কৃষ্ণপ্রেম মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছেন স্বরূপদামোদররূপে। তিনি সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ। তাঁর অনুগতগণই গৌড়ীয় বা ব্রজবাসী। শ্রীমদ্ভাগবতে গূঢ়ভাবে যে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনের কথা, বিশেষ ভাবে প্রেমভক্তির কথা, নিবিষ্ট আছে, সে কথা শ্রীরায় রামানন্দ বক্তৃরূপে শ্রোতা গৌরহরিকে ব'লেছিলেন। ব্রজভাষায় প্রেমভক্তির কথা এই স্থানেই সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হ'য়েছে। শ্রীরাম রায়ের কীর্ত্তনের ন্যায় এরূপ অকৃতপূর্ব্ব মহাদান সৃষ্টির কোন ইতিহাসে বা কোন যুগে পাওয়া যায় না। বহির্ম্মুখগণের ত' কথাই নাই, ইহা পরম মুক্তগণেরও উচ্চমনোভিলাষের বিষয়।

এই চরম সাধ্যসারের কথা সকল গৌড়ীয়ের একমাত্র ভজনীয়-পাদপদ্ম শ্রীদামোদরস্বরূপকে শ্রীমহাপ্রভু ব'লেছেন,—

হর্ষে প্রভু কহেন, শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।

—ইহাই গৌরকাম। বিশ্বের সর্ব্বত্র হরিনাম-সংকীর্ত্তন-প্রচারই গৌর কাম-পূরণ। প্রভুপাদ বিশ্বের সর্ব্বত্র হরিনাম-সংকীর্ত্তন প্রচার ক'রে গৌরকাম পূরণ ক'রেছেন। গৌর-ধাম শ্রীমায়াপুরের মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য সিংহবিক্রমে বহু-নিন্দোদ্যত দুঃসঙ্গকে বলি দিয়ে, শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা তাঁদের অভক্তিমতবাদকে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে শ্রীধামের মাহাত্ম্য প্রচার ক'রেছেন। তিনি সর্ব্বত্র গৌরনাম ও গৌরবিহিত কীর্ত্তন প্রচার ক'রেছেন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।"

—ইঁহারা পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ নহেন। প্রভু নিত্যানন্দ—ভক্তস্বরূপ, মহাবিষ্ণুর অবতার অদ্বৈতপ্রভু—ভক্ত-অবতার। ভক্তশক্তি—গদাধর। শুদ্ধভক্ত—শ্রীবাস। 'আদি' অর্থে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু—ইঁহাদের আনুগত্যে গৌরসুন্দরের সেবা ক'রতে হয়। গৌরের নিজজনের আনুগত্যে সর্ব্বত্র গৌরবিহিত কীর্ত্তন বা গৌরনাম, ধাম ও কামের সেবা করা যায়। গৌরসুন্দরের নিজজন বৈষ্ণব ঠাকুর—গুরুদেব। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চিচ্ছক্তিকে 'বৈষ্ণবঠাকুর' ব'লেছেন। তাঁর সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হ'তে হ'বে, parallel হ'লে চ'লবে না। খাপে খাপে মিল্‌তে হ'বে—দম্ভ ছাড়্‌তে হ'বে। শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভু ব'লেছেন—

"সদা হৃদ্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
মলে স্বাতন্ত্র্যার্ত্তিং প্রভবতি যথাচে দৃতপদং।"

যেখানে নিতাইএর কৃপা, গৌরের কৃপা, সেখানে দম্ভ নাই। 'মায়া' অর্থে দম্ভ ও কৃপা। পরা শক্তি—যোগমায়া। বিরোগমায়ার সঙ্গ ছাড়্‌তে হ'বে। যিনি পরা শক্তি যোগমায়ার কৃপা লাভ ক'রেছেন, তিনিই শরণাগত অকিঞ্চন, দীন, কাঙ্গাল। তথায় পুরুষাভিমানরূপ ভোগ ও ত্যাগগ্রহ নাই। বড় হ'বার অভিমান তথায় নাই। তথায় অহংব্রহ্মাস্মি তৃণাদপি সুনীচতার বিচার।

বৈষ্ণবের পাদপদ্মের ধূলি—ব্রজরজ। বৈষ্ণব হ'চ্ছেন—

চিদ্‌বিলাস। জড়প্রতিষ্ঠার শেষ কথা হ'চ্ছে—নির্ব্বিলাস—নির্ব্বিশেষ হওয়া। 'ভাল আমি' হওয়া দরকার। 'ভাল আমি' হওয়া—বৈষ্ণবের অনুগত হওয়া, তাঁদের সহিত একচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট হওয়া, ইহাতেই কৃষ্ণস্মরণ অধিক হয়। শ্রীচৈতন্যের দয়া হ'লে বৈষ্ণবের দয়া হ'বে। বিভু চৈতন্যের কৃপা হ'লে তাঁর সেবা-বিলাসের শ্রেষ্ঠ উপকরণ বৈষ্ণবের পাদপদ্ম লাভ হ'বে বা বৈষ্ণবের পদধূলি হওয়া যা'বে। বিভুচৈতন্যের কৃপায় বৈষ্ণবের সাক্ষাৎকার-লাভ ঘটে।

"বৈষ্ণব হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ বদনে মম বৈষ্ণব পরাণ॥"

বৈষ্ণবের হৃদয়ই গোলোক-বৃন্দাবন। বৈষ্ণব—আরাধক, তিনি সেবা করেন ও সেবা নেন। সেবা-বিলাসের কথা—চিচ্ছক্তিবিলাসের কথা জানা'বার জন্য প্রভুপাদ ওপারে এসেছিলেন। ত্রিগুণের হাত হ'তে নির্ম্মুক্ত কর্‌বার জন্যে, শুদ্ধসত্ত্বের কথা বল্‌বার জন্যে তাঁর এজগতে আগমন। আমরা যদি সেই শুদ্ধসত্ত্বের সঙ্গে properly adjusted হ'তে পারি, তাঁর পাদপদ্মস্থিত ধূলি-কণার ধূলি হ'তে পারি, তাঁর ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশা'তে বা তাঁর সহিত একতাৎপর্য্যপর হ'য়ে নিত্যকাল অবস্থান ক'রতে পারি, তা'হ'লেই নিত্যসত্য মঙ্গল। তা'র জন্য নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণ-স্মৃতি। রূপের অনুকরণে জড়বিলাস বা জড়বিলাস-ত্যাগরূপ নির্ব্বিশেষ বা চিচ্ছক্তির বিলাস-রাহিত্য তথায় থাকে না, তথায় অবয়জ্ঞান-সাহিত্য থাকে। চিন্নীলাম্বিধুন-সেবায় বা চিন্নীলারস-সাহিত্যে প্রবেশই আমাদের প্রয়োজন—"বিশতে তদনন্তরম্।" সচ্চিদানন্দানুভূতি লাভই আবশ্যক।

শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা, বাণীর ও উপদেশের মধ্যেই শ্রীল প্রভুপাদ আছেন। তিনি বিভু বস্তু। তিনি এখানেই আছেন—কাম্‌স্কাট্‌কা বা গ্রীণল্যাণ্ডে নাই, তা' নয়। যেখানে শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপে তাঁর বাণীর অনুশীলন হয়, সেই চেতন-বাণীর মধ্যেই তিনি অবতীর্ণ আছেন। গুরু—বিভু—ব্যাপক। তিনি সর্ব্বত্র আছেন। যেমন গৌরসুন্দর সর্ব্বত্র আছেন, তেমন গুরুও সর্ব্বত্র আছেন।

নবদ্বীপধাম মাটীর সহিত স্পর্শযুক্ত থেকেও মাটী নহেন। গৌরধাম সাক্ষাৎ গৌর। গৌরনাম, ধাম, কাম—একটিই জিনিষ। গৌরের বৈভব—নিত্যানন্দ প্রভু গৌরধামরূপে নিরন্তর গৌরের সেবা ক'রছেন। গৌরধাম—অভিন্ন-গোলোক-বৃন্দাবন। এই ধাম বহির্ম্মুখজীবের দৃশ্য বা ভোগ্য পদার্থ নহেন। ধাম ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্ববিদের মাপা জিনিষ নহেন। মাটী মাপা যায়, ধাম মাপা যায় না। ধাম তুরীয় বস্তু। গৌরনাম, ধাম, কাম—একই বস্তু। গৌরসুন্দর যেমন সর্ব্বব্যাপক, গৌরধামও তদ্রূপ। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ব'লেছেন—

"অদ্যাপি সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

লীলার সর্ব্বব্যাপকতা আছে, যে-স্থানে শুদ্ধসত্ত্ব, তথায় গৌরসুন্দর অবতীর্ণ হন। সেই শুদ্ধসত্ত্বে নিজপার্ষদবন্ধু বর্গ করিয়া বদপূর্ব্বক শ্রীচরণে আরাধন ও সেবা দান করেন। কাম্‌স্কাট্‌কা বা গ্রীণল্যাণ্ডেও যদি কেহ বাণীর প্রতি শ্রদ্ধালু থাকেন, তবে তাঁর প্রতিও গৌরসুন্দরের কৃপা হ'বে। বিশ্বম্ভরের আধিপত্য সর্ব্বত্র হ'তে পারে। North Pole, South Pole প্রভৃতি বিশ্বের অতিরিক্ত স্থান নয়, বিশ্বম্ভরের আধিপত্যের মধ্যে। নিত্যানন্দের চেষ্টায় বিশ্বম্ভরের আধিপত্য বা স্বরাজ প্রকটিত হয়—এই বিশ্বে। একপাদ বিভূতির মধ্যেও ত্রিপাদ বিভূতিপূর্ণ তুরীয় বস্তু অবতীর্ণ হ'তে পারেন। নবদ্বীপধাম শ্রীমায়াপুর সর্ব্বত্র অবতীর্ণ হ'তে পারেন। তিনি এই পৃথিবীর মধ্যে এসেও প্রকৃতির অন্তর্গত একপাদের ন্যায় সমজাতীয় কালক্ষোভ্য, হেয় ও অসুন্দরের ন'ন। তিনি ত্রিপাদের মধ্যে এসেও নিত্য থাকতে পারেন। গৌর-নিজ-জনও অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে এ জগতে অবতীর্ণ হ'ন—ইহা তাঁর পরম কৃপা—পরম ঐশ্বর্য্য।

প্রভুপাদ—বিশুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ। আমাদের হৃদয়ে যদি তাঁর দয়ার উপলব্ধি হয়, তবে স্বাভাবিকভাবে দৈন্য হ'বে। কৃপা হ'লে স্বাভাবিক দীনতার উপলব্ধি, যুগপৎ শরণাগতি ও অকিঞ্চনতা আসবে।

"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।"

যেখানে একচিত্তবৃত্তি, সেই স্থানেই দীনতা, সেই স্থানেই দম্ভত্যাগ, গর্ব্ব বা প্রতিষ্ঠাত্যাগ, পুরুষাভিমান-মূলক ভোগবাঞ্ছা ত্যাগ; তাহাই "সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্"। যদি অকপটভাবে আশ্রিত হওয়া যায়, তবে ব্যতিরেক ভাবে "নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ"

বিচার আসে অর্থাৎ সেই আত্মবুদ্ধি থাকে না। যদি থাকে, তবে দীন হ'লাম না, বলা ক'রলেন না। পুরুষাভিমান প্রবল থাকলে দীন হওয়া যায় না। এটিই একমাত্র বাধাস্বরূপ। শ্রীগৌরহরির বা গৌরহরিজনের অমায়ে কৃপায় সেটিই পরিত্যাগ; সুকৃত-মৃগাল-ভক্ষণেচ্ছে 'আমি আমার' বুদ্ধি-ত্যাগই মাপকাঠি।

শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীস্বরূপ প্রেমনিধি ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি মহা-বৈরাগী, আর শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ-জগন্নাথ গৌরকিশোর প্রভৃতি মহাবিলাসী। শ্রীরাঘভট্টের মত বৈরাগী আর কেহ নাই। শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-মহারাজ মহা-বিলাসী, ইনি কোথা তাঁর জলে ডিগিয়ে বেড়েন, এমন মহাচিত্তবিলাসী আর দেখা যায় না। এই বৈরাগ্য ও বিলাস একাধারেই—ইহা যেন আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়।

"যত্র জ্ঞান-বিরাগ ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।"

চিচ্ছক্তিবিলাসের নাম—ভক্তি। 'নৈষ্কর্ম্য' শব্দের অর্থ—প্রেম'—কৈবল্য, কেবল ঐশ্বর্য-মিশ্র প্রেম নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্ত্তবিগ্রহ—শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীমদ্ভাগবতই একাধারে ভগবান্ ও ভক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ—ভগবানের দ্বাদশটি অঙ্গ। দ্বাদশস্কন্ধরূপে শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণবিগ্রহ বিষ্ণুতত্ত্ব। শ্রীমদ্ভাগবত কোন স্থানে নিবদ্ধ নহেন, প্রাগ্‌বদ্ধ যুগের পূর্ব্বেও জীবাত্মার স্বরূপে ভাগবত-বাণীর অনুশীলন বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে ব'লেছেন, চতুঃসন ব'লেছেন নারদকে, শুকু শুনছেন সহস্রবদনের কাছে। শ্রীমদ্ভাগবত মূর্ত্তি ধ'রে এসেছিলেন—প্রভুপাদরূপে। এতে একাধারে ভগবান্ ও ভাগবতের বিলাস। ভগবৎসম্বন্ধিবস্তু গ্রন্থ ও ভক্ত—দুইই ভাগবত। লেখ-প্রণালীর মধ্যে যথায় অক্ষরাকারে ভগবানের নামরূপলীলাদি বর্ণিত, আর যাঁদের আচার-প্রচারময় জীবন নামরূপগুণাদির সেবা ক'রবার জন্য অবতীর্ণ—তাঁরা একাধারে ভগবান্ ও ভক্ত যুগপৎ। সেই জন্য প্রভুপাদ গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক কৃষ্ণজন্ম ও রাধাষ্টমী-মহোৎসবের নামকরণ করিয়াছেন—ভাগবত-মহোৎসব বা হরিস্মরণ মহোৎসব। এই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক, তবেই নিত্যসত্য মঙ্গল, নতুবা অন্য কোন উপায়ে হ'বে না। শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যেই সমস্ত অন্বয়জ্ঞানবিলাস আছে। ভগবদ্‌বিলাস যে আধারে, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত। ভগবদ্‌বিলাস ও ভগবান্ নিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত। এই শ্রীমদ্ভাগবত যদি থাকেন, আর সবই যদি কালে নষ্ট হ'য়ে যায় তাতেও কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। আমাদের গুরুপাদপদ্মের নাম—শ্রীমদ্ভাগবত।

আজ শ্রীপাদ তীর্থমহারাজের রচিত 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু'—যাহা পূর্ব্বে বাসপূজা-বাসরে typed copy রূপে দেওয়া হ'য়েছিল, তা' আজ গ্রন্থরূপে মাদ্রাজ হ'তে প্রকাশিত হ'ল। যে দ্রাবিড়দেশ উদ্ধার করবার জন্য ৪৩৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু সেখানে গমন ক'রে সে-স্থান পবিত্র ক'রেছেন, সে-স্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আজ গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হ'লেন। দাক্ষিণাত্যের আচার্য্য শ্রীমধ্ব—যিনি মুখ্যবায়ুর অবতার, মহালক্ষ্মী-বিরোধি-বিনাশনের জন্য অদ্বিতীয় মহাবীর যিনি, যাঁর বীরত্বের তুলনা নাই, কুটবোদ্ধা ও গুরুর শাসন-বিরোধী দুঃশাসনের সাক্ষাদ্‌রূপ ভীমসেন যিনি, যিনি কেবলাদ্বৈতবারণ মত্তহস্তীকে সিংহ-বিক্রমে দলন ক'রেছেন, সেই শ্রীমধ্বাচার্য্য 'বৈষ্ণবাচার্য্য-শ্রীমধ্ব' নামক গ্রন্থরূপে আচ্ছাদিত নগরী 'ঢাকা' হ'তে প্রকাশিত হ'লেন—'ঢাকা'কে অনাবৃত ক'রলেন। মহাপ্রভু গৌড়দেশ থেকে গেলেন—দাক্ষিণাত্যে, 'শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু' প্রকাশিত হ'লেন দাক্ষিণাত্য হ'তে, আর 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব' প্রকাশিত হ'লেন—মাদ্রাজগৌড়ীয়গণের সম্ভারামে বা আধারে। ইহা প্রভুপাদের লীলারই একটি চমৎকারিতা। ইহাতে অনেক রহস্য আছে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই গ্রন্থ দেখে নিশ্চয়ই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'য়ে গৌরবিহিত কীর্ত্তনের ঘোষাদি ক'রবার জন্য আমাদিগকে প্রবল উৎসাহ দিবেন—এবিষয়ে প্রত্যেকেই অনুভব ক'রছেন। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ আজ অক্ষরাকারে আবির্ভূত হ'লেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বৈষ্ণবগণের আদেশে ইহা তাঁর করকমলে পৌঁছিয়ে দিবার সৌভাগ্য মাথায় পেতে নিচ্ছি। তিনি আমাদিগকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ধূলি জ্ঞান করুন—যেন জন্মে-জন্মে গুর্ব্বানুগত্যে চিন্ময়ীলীলামিথুনের সেবা পাই। ইহা ব্যতীত দীনহীন দুর্গতের—কাঙ্গালের—অকিঞ্চনের আর কোন বাঞ্ছা-বাসনা বা প্রার্থনা-বিজ্ঞপ্তি নাই।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার যাবতীয় শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চপঞ্চাশত্তমপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীব্যাসপূজা-সংকীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে উৎসবের বিস্তৃত বিবরণসমূহ গৌড়ীয়-কার্য্যালয়ে পৌঁছিয়াছে। স্থানাভাবে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে বিভিন্ন মঠের উৎসবের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরজন্মোৎসব-উপলক্ষে দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের একটি বিশেষ সংখ্যা অমূল্য প্রবন্ধ-সম্ভারে বিভূষিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন।

এ বৎসরের সচিত্র বার্ষিক **শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা** অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বিস্তৃত ও নানাপ্রকার বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ হইয়াছে।

এ বৎসর শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার লোক-সংখ্যা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা সমধিক হইয়াছে। প্রথম দিবসেই প্রায় সহস্রাধিক যাত্রী শ্রীধাম-মায়াপুরে উপস্থিত হইয়া পরিক্রমার অনুগমন করিতেছেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সংকীর্ত্তনসেবাধ্যক্ষতায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণের নেতৃত্বে পরিক্রমা সর্ব্বতোভাবে সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পন্ন হইতেছে।

গুরুদ্রোহী পাষণ্ডি-সম্প্রদায় শ্রীধামের সেবা ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের যাবতীয় সেবা হইতে যে বঞ্চিত হইয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা চরম দণ্ড। ফলে, কৌশলে ও নানাপ্রকার ধামাবাজীর দ্বারা বৈষ্ণব-নির্য্যাতন ও জনমতের বিধ্বংসকারী করিয়া মৎসরতা-বহ্নির ইন্ধন সংগ্রহ করাই যাঁহাদের ব্রত, তাঁহারা সেই ভীষণ অপরাধ ফলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা হইতে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইয়াছেন ও অনন্তকাল হইবেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের "সেবাবিগ্রহ" ও "অন্তরঙ্গ" সর্ব্বশুদ্ধবৈষ্ণবের সেবানন্দসুখদ বিধায়ক পরম পূজনীয় শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি নিষ্কপটে গুরু-সেবা-প্রাপণতায় ও শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রত্যেক নিষ্কপট অনন্য-চরিত্র সেবকের সেবা-সৌরভে সকল নিষ্কপট সত্যপিপাসু ব্যক্তিই আকৃষ্ট।

ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার ফল

গত ফাল্গুনী-পূর্ণিমা দিবসে (গৌরাব্দ ৪৪১, ৩০ গোবিন্দ; ২ চৈত্র, ১৩৩৪; ১৬ই মার্চ্চ, ১৯২৮) শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থ পরবিদ্যাপীঠে যে ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে যে-সকল পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

মধ্যম বিভাগ

১। শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি দাসাধিকারী।

সাধারণ বিভাগ

১। শ্রীঅমলজ্ঞান দাস ব্রহ্মচারী, ২। শ্রীসত্যকৃষ্ণ ভক্তিসরোজ, ৩। শ্রীরেবতীরমণ ব্রহ্মচারী, ৪। শ্রীরাধানাথ দাস, ৫। এন, কি ঘোষ, ৬। শ্রীবক্রিমেশ্বর ব্রহ্মচারী, ৭। শ্রীমধুসূদন ভক্তিবিলাস, ৮। শ্রীশৈলেন্দ্র গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, ৯। শ্রীহরীন্দু ব্রহ্মচারী, ১০। শ্রীজ্যোতিরভ্যন্তরপদ-দাস ব্রহ্মচারী, ১১। শ্রীমঙ্গল ব্রহ্মব দাস কাব্যতীর্থ, ১২। শ্রীহরিকিশোর দাসাধিকারী, ১৩। শ্রীনবীনমাধব ব্রহ্মচারী, ১৪। শ্রীপরমপদ দাস, ১৫। শ্রীরাসবিহারী দাস, ১৬। শ্রীনিত্যানন্দ দাস, ১৭। শ্রীমহাপুরুষ দাসাধিকারী, ১৮। শ্রীকালিদাস পাল, ১৯। শ্রীসিদ্ধেশ্বরী দাসাধিকারী, ২০। শ্রীহরিগোপাল দাস, ২১। শ্রীব্রজবিহারী দাসাধিকারী।

"খড় ও জাঠিয়া বেটা ?"

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত গত ২ই ফাল্গুন (১৩৪১) তারিখের "চারুমিহির" নামক সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, স্থানীয় 'আনন্দমোহন' কলেজের সংস্কৃত-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় (ইঁহার অপর পরিচয়—মহোপদেশক শ্রীযুক্ত যদুবর দাস অধিকারী

সম্প্রদায়ৈকরক্ষাচার্য্য, ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠের রক্ষক) ময়মনসিংহ সহর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সাহা ওরফে শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন এম্. এ. বি. এল্ বিদ্যাবল্লভ হেডমাষ্টার, ময়মনসিংহ হাইস্কুল, শ্রীযুক্ত সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী—এই চারিজন এবং স্বামী শ্রীযুক্ত বন, শ্রীযুক্ত ভারতী প্রভৃতি আরও বার জনের বিরুদ্ধে এক মানহানির মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিলেন।

আর্জ্জিতে অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সাহা প্রমুখ বিবাদিগণ প্রায় দুই বৎসর কাল পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা গৌড়ীয় মিশন হইতে স্বেচ্ছায় বিচ্যুত হইয়া গিয়া কলিকাতা ভবানীপুর অঞ্চলে ল্যান্সডাউন রোডে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। বিবাদিগণ তথা হইতে এক নূতন পত্রিকা বাহির করিতেছেন এবং মূল গৌড়ীয় মিশনের ও উহার কর্তৃপক্ষগণের বিরুদ্ধে নানাকথা সাধারণের নিকট প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ইহারা গৌড়ীয় মিশনের কর্তৃপক্ষীয় কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আলিপুর আদালতে এক ফৌজদারী মামলাও রুজু করিয়াছিলেন ; কিন্তু নিম্ন আদালতে এবং আপীলেও হারিয়া গিয়াছেন।

বিবাদিগণের মধ্যে কুঞ্জবাবু, হরিপদ বাবু, ব্রহ্মচারী সিদ্ধস্বরূপ ও কৃষ্ণানন্দ এই চারিজনকে তলপ করা হয়। ১নং আসামী কুঞ্জবাবু ঐ পত্রিকার প্রধান ডিরেক্টর, ২নং আসামী হরিপদ বাবু উহার সম্পাদক, ৩নং আসামী সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী উহার সহ সম্পাদক, প্রকাশক ও প্রিণ্টার এবং ৪নং আসামী কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী উহার ম্যানেজার। ব্রহ্মচারী কৃষ্ণানন্দ ব্যতীত অপর তিনজন আসামী প্রথম হইতে হাজির না হওয়ায় তাহাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্টের হুকুম হইয়াছিল। অগত্যা ৪।১০।৩৯ তারিখে আসামী চারিজনই উপস্থিত হন। • • •

আসামিগণ আদালত-সমক্ষে একে একে বাদী অধ্যাপক মহোদয়ের নিকট দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন।"

রাউতারামঠে পাষণ্ডীদের জুলুমের প্রতিবিধান

বিগত ১০ই অক্টোবর (১৯৩৮) তারিখে অনুমান ৩০ জন লোক, অধিকাংশ মুসলমান, লাঠিসোটা সহ রাউতারামঠের জমির বিচালী গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া স্থানান্তরিত করিতেছে, এই সংবাদ পাইয়া ঐ মঠের ভৃত্য সেবক শ্রীপাদ গোবিন্দদাস বাবাজী মহাশয় ঘটনাস্থলে গিয়া বাধা দিলে পর কতিপয় মুসলমান লাঠিয়াল-দ্বারা তিনি ভীষণভাবে আহত হন এবং উক্ত বাবাজীকে রক্ষা করিতে আসিয়া ঐ মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ গোবিন্দ দাস অধিকারী এবং শ্রীপাদ দামোদর দাস অধিকারী উভয়ে গুরুতরভাবে জখম হন এবং তথা হইতে সেবকগণ গাড়ী-দ্বারা হাসপাতালে আনীত হইয়া মাসাধিককাল চিকিৎসাধীনে বাস করিতে বাধ্য হন ;—এই মর্ম্মে কৃষ্ণনগর ফৌজদারী আদালতে দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭।৩২৫।৩২৬। ১৪৯ ধারামতে শ্রীহাজারী সেক, আসাদ সেক এবং সাজাহান ওরফে সতোন মণ্ডলের বিরুদ্ধে মহামান্য সম্রাট বাহাদুর এক মোকদ্দমা দায়ের করেন। **আসামী-পক্ষে কুঞ্জবাবুর দক্ষিণ হস্ত** এবং রিসিভার মিঃপি, এন্ ঘোষের **ম্যানেজার সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী সাক্ষ্য প্রদান করিয়া জানাইয়াছে** যে, উক্ত রিসিভার জুডন বিশ্বাসকে (মুসলমান) মায়াপুর, রাউতারা প্রভৃতি স্থানের মালের নিযুক্ত করিয়াছে এবং জুডন বিশ্বাস পুনরায় মাহার আলীকে তদধীনে নিযুক্ত করিয়াছে।

ফৌজদারী আদালতের বিচারে আসামীগণের কার্য্য অন্যায় ও অবৈধ জুলুম ও দাঙ্গাহাঙ্গামা বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে এবং উক্ত মঠসেবকগণের ন্যায্য অধিকারের অন্তর্গত জমির বিচালী আসামিগণ স্থানান্তরিত করায় উহা চুরি বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে এবং আদালত আসামিগণকে পূর্ব্বোক্ত সকল ধারায় অপরাধী করিয়াছেন।

বিগত ১৯।১০ তারিখে উক্ত মোকদ্দমায় হুকুম হয় যে, প্রত্যেক আসামী ৩২৫।১০ ধারামতে **দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড** ভোগ করিবে এবং ১৪৭ ধারামতে প্রত্যেকে মং ৫০৲ **টাকা জরিমানা দিবে ;** তদন্যথায় **অতিরিক্ত ৫০ দিন সশ্রম কারাদণ্ড** ভোগ করিবে। আদালত ৩০৯ ধারামতে আর পৃথক্ কোন শাস্তির হুকুম দেন নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—শ্রীশ্রীগৌরজয়োৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসরের ন্যায় মুদ্রাযন্ত্র বন্ধ থাকায় আগামী সপ্তাহে 'গৌড়ীয়' প্রকাশিত হইবেন না। তৎপর ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ তারিখে পুনরায় গৌড়ীয় প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পাক্ষিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১১ই চৈত্র, ১৩৬৫ ; ২৫শে মার্চ্চ, ১৯৫৯ | ৩২শ-৩৩শ সংখ্যা

শ্রী শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার

৪৫তম বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণ *

স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠের শ্রীমন্দির

কাল—২৯ গোবিন্দ, ৪৫২ গৌরাব্দ ; ২১শে ফাল্গুন, ১৩৬৫; ৫ই মার্চ্চ, ১৯৫৯ রবিবার, পূর্ব্বাহ্ণ

শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-বাসরে পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ-সভার উদ্যোগে শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি বিরাট্ সুশোভিত সভামণ্ডপে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার ৪৫তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সভামণ্ডপে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু উপস্থিত হইলে চতুর্দ্দিক হইতে তুমুল শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি হইতে থাকে। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীযোগপীঠে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম অভিবন্দন-পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলে শ্রীপাদ ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ শ্রীল আচার্য্যদেবের গলদেশে পুষ্প-মাল্য প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীলআচার্য্যদেবের অনুমত্যে এবং সভার প্রস্তাবক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধরমহারাজ এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার প্রাক্কালে

* জনৈক সংবাদ-দাতৃ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত ও লিখিত।

শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ বলেন,—"আমার উপর অতি আকস্মিকভাবে অতি গুরুতর কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে। আমি এ সম্বন্ধে কোনই প্রস্তুত ছিলাম না। যাহা হউক, শ্রীল আচার্যদেবের ও সভাবৃন্দের অহৈতুক কৃপা-বর্ষণ যখন আমার উপর হইয়াছে, তখন আমি তাঁহাদের পাদপদ্ম শিরে ধারণ করিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে সভার কার্য্য সম্পাদন করিতে উদ্যত হইলাম।"

সভার কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে স্বয়ং শ্রীল আচার্যদেবই শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর "রাধে জয় জয় মাধব দয়িতে" গীতিটি উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ শ্রৌতী মহারাজ 'গৌড়ীয়' ১৬শ বর্ষ হইতে গত বর্ষের সভার বিবরণী পাঠ করেন। শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল্ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত সজ্জনগণ বর্ত্তমান বর্ষের শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার কার্য্যকরী সমিতির সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হন—

১। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অঘোরী কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহ্যাভ্‌ভোকেট্ ও জমিদার, আওরঙ্গাবাদ, গয়া।

২। শ্রীযুক্ত কপিলেশ্বর ছোট্টরায় এম্-এ, সিনিয়ার ইন্‌স্পেক্টার, কো-অপারেটিভ-সোসাইটি, কটক।

৩। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সোম কাননগো, কটক।

৪। শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মাল হেড্‌মাষ্টার, গোকুলনগর।

৫। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ পালিত, পাটনা।

৬। শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন।

৭। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দাসাধিকারী, হাওড়া।

অনন্তর শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ পরিব্রাজকপীঠ ও ভক্তি-শাস্ত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের নাম সভায় পাঠ করেন। বর্ত্তমান বর্ষের গৌড়ীয়ের ৩০শ সংখ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার গত বৎসরের ফল প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে পরিব্রাজকপীঠের উত্তীর্ণ ছাত্রগণের নাম প্রকাশিত হইল—

১। শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, কলাপব্যাকরণে—মধ্য।

২। শ্রীরাধামনোহর ব্রহ্মচারী, হরিনামামৃত ব্যাকরণ —আদ্য।

অতঃপর শ্রীহয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে বিগত বর্ষের নিম্নলিখিত পরলোকগত গৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের নাম ও সেবা-চেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া বিরহ প্রকাশ করেন —

১। শ্রীপাদ অবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী, সেবা-বান্ধব।

২। শ্রীপাদ বিচিত্রকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কাঞ্চন-নগর, বর্দ্ধমান।

৩। শ্রীপাদ ভবমোচন দাসাধিকারী, জোৎস্নানন্দপুর, মেদিনীপুর।

৪। শ্রীযুক্ত কৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় খাসবাগান, বর্দ্ধমান।

৫। শ্রীপাদ নন্দলাল ব্রহ্মচারী, মথুরা গৌড়ীয়মঠ।

৬। স্বধামগত মুরলীমোহন রায় চৌধুরী জমিদার, বালিয়াটী।

৭। শ্রীপাদ সর্ব্বানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়)।

৮। শ্রীপাদ কৃষ্ণকিশোর দাসাধিকারী, কমলাপুর, ঢাকা।

৯। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সাহু, সুন্দরকুলি, বালেশ্বর।

১০। শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর দাসাধিকারী, চণ্ডীপুর, সাঁওতাল পরগণা।

১১। স্বধামগত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, কলিকাতা।

১২। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত রঘুবর সিং, ভরতপুর।

১৩। শ্রীযুক্ত প্রবোধানন্দ দাসাধিকারী, সাতবেরিয়া, খুলনা।

১৪। শ্রীযুক্ত চিন্তামণি দাসাধিকারী, চব্বিশপরগণা।

১৫। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, খুলনা।

১৬। হিজ্ হাইনেস্ মহারাজা সয়াজী রাও তৃতীয় গাইকোয়ার বাহাদুর, বরদা।

১৭। বঙ্গের মহামান্য গভর্ণরবাহাদুর লর্ড ব্রাবোর্ণ্।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে গৌরাশীর্ব্বাদপত্র প্রদান করেন—

১। শ্রীপাদ মুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী, পাটনা,

—ভক্তিকুমুদ

,, নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌড়ীয়মঠ,

—ভক্তিগৌরব

৩। শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী, সুবর্ণবিহার,
—ভক্তিমুকুল
কৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী,
—ভক্তিকিরণ
নদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী,
—ভক্তিকুমুদ
দীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী,
—ভক্তিকল্যাণ
জগন্নাথ ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যমঠ,
—ভক্তিমঙ্গল
ডাঃ শ্রীরামসুন্দর ব্রহ্মচারী লক্ষ্ণৌ,
—ভক্ত্যাশ্রম
শ্রীপাদ আনন্দসীতামহাবিগ্রহ দাসাধিকারী, পঞ্জাম,
—ভক্তিচন্দন
কৃষ্ণপদ দাসাধিকারী,
—সেবা-বান্ধব
যোগেশ্বর দাসাধিকারী,
—ভক্তিসুহৃৎ
পতিতপাবনপদরেণু দাসাধিকারী, পাটনা,
—ভক্তিপ্রসূন
বাসুদেবনন্দন দাসাধিকারী, মেদিনীপুর
—ভক্তিরত্ন
নিখিলপ্রভু দাসাধিকারী, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ,
—ভক্তিচেতন
হরিপদ দাসাধিকারী ময়মনসিংহ,
—ভক্তিমুকুল
উরুক্রম দাসাধিকারী,
—ভক্তিপ্রাণ
নবযোগেন্দ্র দাসাধিকারী
—ভক্তিকেতন
প্রহ্লাদদাস ব্রহ্মচারী,
—কারুকুশল
হরিসুহৃদ রক্ষিত দাসাধিকারী,
—কারুনিপুণ
শ্রীযুক্ত তিরুবেঙ্কটনাথ চেট্টিয়ার, মাদ্রাজ
—প্রপন্নবান্ধব
২১। শ্রীযুক্ত গোবিন্দস্বামী নাইডু, মাদ্রাজ
—ধর্ম্মপ্রাণ
কানাইলাল দাসাধিকারী, মেদিনীপুর
—ভক্তিভূষণ
২৩। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মদনগোপাল সার্দ্দানা,
—ভক্তিভূষণ
রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায়
অবসরপ্রাপ্ত জজ, লক্ষ্ণৌ—ভক্তিভূষণ
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, কলিকাতা
—ভক্তিভূষণ
রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী, ঢাকা
—ভক্তিভূষণ
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার গুহ, ঢাকা
—ভক্তিভূষণ

গৌরাশীর্ব্বাদ-প্রদানের পর সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশানুসারে বস্ত্রদান-প্রদান-কার্য্য আরম্ভ করা হয়। শ্রীশ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার ত্রিদণ্ডিপাদগণের শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-প্রচারে কায়মনোবাক্যে নিয়োগের আদর্শের কথা উল্লেখ করেন। গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় বলেন,—"আমি সর্ব্ব প্রথমে আমার বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুদেব ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীভক্তিবিনোদ গৌরবাণীর পরম স্নিগ্ধ, প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে শ্রীগৌর-বাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীনকারী, গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিকুলের অভিভাবক-স্বরূপ, সুপ্রবীণ স্বভাবসিদ্ধ সারল্যগুণ-বিভূষিত, গৌড়ীয়-মিশনের চেয়ারম্যান শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজকে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। তিনি শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী কীর্ত্তনের জীবন্ত মূরত-সমূহের অগ্রণীরূপে সমগ্র বিশ্বকে শুদ্ধ-কীর্ত্তন-মুখরিত করিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের যে মনোঽভীষ্ট পরিপূরণার্থ শ্রীল প্রভুপাদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই মনোঽভীষ্ট পরিপূরণের অন্যতম কীর্ত্তনযন্ত্ররূপে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের আবির্ভাব। তাঁহার মনোব্যাসঙ্গ-ছেদক শাসন-বাক্য আপাত অপ্রিয় হইলেও একান্ত সত্যানুসন্ধিৎসুর নিকট পরম উদার ও হিতকারক।

গত বর্ষে তিনি শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী ও শ্রীল আচার্যদেবের কথা-প্রচারে যে-সকল স্তবনমঙ্গলময়ী সেবা করিয়াছেন, তন্মধ্যে তৎকর্তৃক ইংরেজী ভাষায় "শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু" নামক গ্রন্থ-রচনা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। আলোচ্য অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শ্রীশচীনন্দন দাসাধিকারী ভক্তিপ্রমোদ প্রভুর বদান্যতায় জগতে এই অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণীর মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ ও অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধির আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে। গত বৎসর মহাপ্রভুর নিজ-জন শ্রীগৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের মূলপুরুষ শ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদের তিরোভাব ও আবির্ভাব-তিথি বিষয়ে শ্রীল আচার্য-দেবের আচার্য-লীলার মধ্যে একটি যুগান্তরের সূচনা করিয়াছে। একদিকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শতবর্ষপূর্তি আবির্ভাব-তিথি, আর একদিকে তদুপলক্ষ বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের চতুশ্চত্বারিংশপূর্তি বিরহতিথি শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইতিহাসের নব-পর্যায়ের সূচনা করিয়াছে। শ্রীগৌর-বাণী-নির্দেশক শ্রীল জগন্নাথের চতুশ্চত্বারিংশ-পূর্তি বিরহতিথির মধ্যে যোগাত্মক যুগল সংখ্যা অর্থাৎ '৮' ও '৪' দৃষ্ট হয়। ইহা 'সেবে প্রকাশিবে পাছে'—ব্যাসের এই উক্তিকে আরতি করিয়া শ্রীরূপানুগ-গণের চিত্তে গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিতেছে। এই শ্রীজগন্নাথ-শ্রীভক্তিবিনোদের বংশে যে-সকল ত্রিদণ্ডি-পাদ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারাই আচার্য্য-ধারার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, আর যাহারা নিত্যসিদ্ধ নদীয়া উদয়গিরিকে অস্তগিরি করিবার পক্ষপাতী হইয়া রাবণের ন্যায় সীতাহরণের দুর্বাসনায় ত্রিদণ্ড-ধারণের অভিনয় করিয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই শ্রীজগন্নাথ-ভক্তি-বিনোদের বংশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে ও হইবে।

সময়াভাবে আমি প্রত্যেক ত্রিদণ্ডিপাদের গুণবাদ-লেশ কীর্তন করিয়া আত্মশোধন করিতে পারিলাম না, অতএব কেবল তাঁহাদের নাম-মাত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণ বন্দনা করিতেছি। নিম্নলিখিত ত্রিদণ্ডিপাদগণ বিগত বর্ষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ
২। " শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ
৩। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ
৪। " শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ
৫। " শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোভী মহারাজ
৬। " শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ
৭। " শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ
৮। " শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ
৯। " শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ
১০। " শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ ভাগবত মহারাজ
১১। " শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ

অনন্তর শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে শ্রীহরগ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় আচার্যানুগত্যে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত যে-সকল সেবক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবা সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের অশেষ গুণানুবাদ কীর্তন করেন। নিম্নে তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইল—

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু; শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু; শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু; শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ প্রভু; শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন; শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক; শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্ম-চারী ভক্তিকুশল; শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুচরণ ভক্তিবান্ধব; শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব; শ্রীপাদ ভবভঞ্জিন্ দাসা-ধিকারী ভক্তিসৌরভ; শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী ভক্তি-প্রমোদ (সপরিবার); শ্রীপাদ ক্ষীরোদস্বামী দাসাধিকারী ভক্তিবিলাস রায়বাহাদুর (সপরিবার); শ্রীপাদ সজ্জন-সুহৃদ্ দাসাধিকারী এম-এ, বি-এল, ভক্তবান্ধব (সপরিবার)।

অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু নিম্নলিখিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবকগণের অশেষ গুণাবলী কীর্তন করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন—

মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী; উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈরেয় ভক্তিশাস্ত্রী; মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার; শ্রীপাদ সখী-চরণ ভক্তিবিজয়, শ্রেষ্ঠার্য্য; শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার; শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তিবিলাস বি-এ; শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ ভক্তিভাস্কর বি-এল; শ্রীপাদ গৌরীন্দ্র-

নাথ সরকার এম্-এ, বি-এল্ (সপরিবার); শ্রীপাদ যমুনা-প্রসাদজী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্, এম্-এসসি, বি-এল্; শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তিভূষণ; শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ্, (সপরিবার)।

অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রেয় প্রভু ও শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব-প্রভু নিম্নলিখিত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবকগণের সেবার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীনামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন—

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল্; শ্রীপাদ শিবদয়াস্তবিগ্রহ দাসাধিকারী বি-এ, বিদ্যারত্ন; শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি-এ; শ্রীপাদ বসুবর দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল্; শ্রীযুক্ত আশুধ বিহারী কপুর এম্-এ, সি-এইচ-ডি; ডাঃ নগেন্দ্র গোপাল বিশ্বাস এম্-বি; শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী; ডাঃ শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (সপরিবার); শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী বি-এল্সি; শ্রীযুক্ত নীলেশ চন্দ্র ঘোষ; শ্রীপাদ নিত্যগোপাল দাসাধিকারী (Mr. N. G. Ghose); শ্রীপাদ নিত্যগৌরাঙ্গ দাসাধিকারী; শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রজবাসী; শ্রীপাদ হরিপদ ব্রহ্মচারী; শ্রীপাদ মদনমোহন দাসাধিকারী (মাষ্টার মহাশয়); শ্রীপাদ বেদভীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিশ্চয়; শ্রীপাদ দয়ালদাস ব্রজবাসী; শ্রীপাদ রামদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিমৌলী; শ্রীপাদ নরসিংহ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন; শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যপুরাণরাগতীর্থ; শ্রীপাদ হরিবিনোদ দাসাধিকারী; শ্রীপাদ মধুসূদনদাস কাব্যতীর্থ; শ্রীপাদ নন্দবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী কৃতিসেবিক; শ্রীপাদ ইন্দুনারায়ণ দাসাধিকারী; শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিলাস; শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল; শ্রীপাদ গোবিন্দ-দাস বাবাজী; শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর; শ্রীপাদ মদনবিলয় ভক্তিস্তুতি; শ্রীপাদ কৃতকৃৎ ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌধ; শ্রীপাদ সুদর্শনদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীপাদ জগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী; শ্রীপাদ অতুলানন্দ ভক্তিবন্ধন; শ্রীপাদ কৃষ্ণকাঙ্ক্ষা ভক্তিমণ্ডপ; শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ ব্রহ্মচারী; শ্রীপাদ শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী (ডাক্তার); শ্রীপাদ মদনমোহন ব্রহ্মচারী; শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবাব্রত; শ্রীপাদ হরেরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীপাদ নেত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিসুন্দর; শ্রীপাদ ত্রিভুবনমোহন ব্রহ্মচারী; শ্রীপাদ রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী; শ্রীপাদ রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তি-স্বভাব; শ্রীপাদ হরিবিলোল ব্রজবাসী ভক্তিপ্রকট; শ্রীপাদ নিখিলপ্রভু দাসাধিকারী ভক্তিচেতন; উপদেশক শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিভূতি; উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী; শ্রীপাদ নবাগুরুদ্ব দাসাধিকারী; শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ; শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ; মহোপদেশক শ্রীপাদ পদ্ম-বিলাস ভক্তিমধুর; শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী ভক্তি-জীবন; শ্রীপাদ হরিচরণ ব্রহ্মচারী; শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী রাগকুমুদ; শ্রীপাদ হরিজন দাস ব্রহ্মচারী; শ্রীপাদ রাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীপাদ পদ্মপাদ-পঙ্কজরুক্ দাসাধিকারী; উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী রাগালঙ্কার; উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী; শ্রীপাদ অদ্বিরঙ্গ ব্রহ্মচারী সেবাধর্ম্ম; শ্রীপাদ ক্ষেমানন্দ ব্রহ্মচারী; শ্রীপাদ গৌরাঙ্গস্নেহ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজ্ঞান; শ্রীপাদ শৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী; শ্রীপাদ ভক্তবান্ধব ব্রজবাসী, চিকলিয়া মঠ; শ্রীপাদ গোস্বামী দাস দাসাধিকারী; শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রজবাসী ভক্তিবোধি; শ্রীপাদ কৃষ্ণপদ দাসাধিকারী; শ্রীপাদ অনাদিগোবিন্দ ব্রহ্মচারী; শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী; শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী; শ্রীঅধোক্ষজগোবিন্দ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী; শ্রীঅধোক্ষজজ্ঞান ব্রহ্মচারী; শ্রীরামরাঘব ব্রহ্মচারী; শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী; শ্রীসুরনর মুনিবন্দ্য ব্রহ্মচারী; শ্রীবীরোদাত্ত কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী; শ্রীনরেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী; শ্রীপ্রহ্লাদ দাস ব্রহ্মচারী; শ্রীসংপ্রেমজ ব্রহ্মচারী; শ্রীসুন্দর-গোপাল ব্রহ্মচারী; শ্রীনবনবরসানন্দ ব্রহ্মচারী; শ্রীপতিত-পাবন ব্রহ্মচারী; শ্রীরাঘবচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী; শ্রীগোপীজনদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী; শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী; শ্রীমহৎকৃপা ব্রহ্মচারী; শ্রীঅনন্তনারায়ণ ব্রহ্মচারী; শ্রীপতিতোদ্ধার ব্রহ্মচারী; শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী; শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী; শ্রীগুরুপদদাস অধিকারী; শ্রীআনন্দলীলাময়বিগ্রহ দাসাধিকারী; শ্রীনবযোগেন্দ্র

দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত ব্রজবিহারীলাল দাসাধিকারী ; শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্নবল্লিত দাসাধিকারী ; শ্রীপাদ সত্যানন্দ দাসাধিকারী ; শ্রীযুক্ত সাধন দাসাধিকারী ; শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস ; ভক্ত শ্রীবেণীমাধব কম্পাউণ্ডার; শ্রীগিরীন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, ঢাকা ; শ্রীবিশ্বম্ভরমাধব ব্রহ্মচারী ; শ্রীনীলমণি ব্রহ্মচারী ; শ্রীহরিপদ ভক্তিবিনোদ; শ্রীযুক্ত লালা ঘনশ্যামমোহন দাসাধিকারী (রাঢ়) ; শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর পাড়ী ; শ্রীযুক্ত রাজগোপাল সুবুদ্ধি ; শ্রীযুক্ত ত্রিগুণনাথ মুখোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি-কেতন ; শ্রীযুক্ত উদ্ধবদাসাধিকারী; শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ উকিল, ধানবাদ; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় (শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুর পুত্র) ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র আচার্য্য কলাকোবিদ ; শ্রীযুক্ত অনিরুদ্ধচরণ দাসাধিকারী, কটক; শ্রীযুক্ত পুলিন-বিহারী দাসাধিকারী, খরপরা, মেদিনীপুর ; শ্রীযুক্ত সাধুচরণ দাসাধিকারী, সিংপুর; শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর দাসাধিকারী, কেশিয়ারী; শ্রীযুক্ত উরুক্রম দাসাধিকারী, ময়মনসিংহ ; শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী, ময়মনসিংহ; শ্রীযুক্ত মন্মথ-নাথ পাল, আন্দুলমৌড়ী, হাওড়া ; শ্রীযুক্ত কালিদাস পাল আন্দুলমৌড়ী, হাওড়া; শ্রীযুক্ত পারীমোহন দাসা-ধিকারী, শ্রীযুক্ত হৃদয়ানন্দ দাসাধিকারী, জয়নগরবাড়ী; শ্রীযুক্ত দুষ্টবিমোচন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস মুখো-পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হারকেশ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত অনাধি-নৃসিংহ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী (বি-এ), শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস দাসাধিকারী (কবিরাজ), শ্রীযুক্ত নরোত্তম দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত প্রেমপ্রয়োজন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত প্রপন্নার্ত্তিহর দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত রাসবেহারীনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত ভূদেব দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত অনন্তদেব দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত হরিসাধন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বই, শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাসাধিকারী (সরিষাদপুর), শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপাকাঞ্চাল দাসাধিকারী (সরিষাদপুর), শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর দাসাধিকারী (চাংরেঙ্গা, কুচবিহার), শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমণ্ডলেশ্বর দাসাধিকারী (ইটাখোলা), শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাসাধিকারী (বোয়ালমারী), শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব দাসাধিকারী (ইটিণ্ডা), শ্রীযুক্ত পীতাম্বর দাসাধিকারী (ইটিণ্ডা), শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ দাসাধিকারী (মেদিনীপুর), শ্রীযুক্ত নীলমণি দাসাধিকারী (ময়মনসিংহ), শ্রীযুক্ত গুরুদেব দাসাধিকারী (ময়মনসিংহ), শ্রীযুক্ত হরিজনানন্দ দাসাধিকারী (ময়মনসিংহ), শ্রীযুক্ত সনৎকুমার দাসাধিকারী (কানিং টাউন), শ্রীযুক্ত ঈশানপ্রভু দাসাধিকারী (ভক্তিবিগ্রহ), শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল দাসাধিকারী (জামগ্রাম), শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী (জামগ্রাম), শ্রীযুক্ত গণপতি দত্ত (স্কুলের শিক্ষক), শ্রীযুক্ত বনবিহারী দাসাধিকারী, ভক্ত শ্রীনন্দদুলাল, শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ দাসাধিকারী, শ্রীশ্রীনিবাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ (এলাহাবাদ), শ্রীহরীকেশ মহাপাত্র, শ্রীসুরেন্দ্র মহাপাত্র, শ্রীনিত্যানন্দ বেরা, শ্রীহরিসাধন মেটে, শ্রীগদাধর মাইতি, উকিল মুন্সী বঙ্কিমচন্দ্র ভৌমিক (তমলুক), শ্রীহরীশ্বু ব্রহ্মচারী (ঢাকা), শ্রীযুক্ত রাধিকা-মোহন সেন (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত মোহিতলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত জানেন্দ্র প্রসাদ (কলিকাতা), শ্রীবিশ্বচৈতন্য ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্মথ মোহন বসু, শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর সিংহ, শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাসাধিকারী (ময়মনসিংহ), শ্রীযুক্ত রাধারমণচন্দ্র দাসাধি-কারী (শ্রীহট্টগৌড়ীয় মঠের ঔষধদাতা), শ্রীকেদারনাথ প্রামাণিক, পাগলামারী, কুচবিহার ; শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সাহা, মাধাভাঙ্গা, কুচবিহার; শ্রীযুক্ত সরকার, পারমেশ্বরীগঞ্জ; শ্রীপতিতপাবন বিশ্বাস, হিলি ; শ্রীহরিকেশব ঘোষ, শ্রীহরি-নাথ ঘোষ, প্রোপ্রাইটার, ইণ্ডিয়ান প্রেস্; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবার আর্ত্তি ও মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের ঘর, শ্রীযুক্ত রাধিকা-মোহন সেন, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, বালিয়াটী ; শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সরকার, কমলাপুর শ্রীযুক্ত জানেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ সিংহের পত্নী, চট্টগ্রাম ; মিসেস মুখার্জি, Lady Doctor, Chittagong ; শ্রীশচন্দ্র দে ইটাণ্ডা, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র অধিকারী ডাক্তার, শ্রীযুক্তা মানীবালা দেবী আন্দুল, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র অধিকারী, শ্রীযুক্ত ভুবন চন্দ্র মাল হেড্‌মাষ্টার, গোকুলনগর, মেদিনীপুর; শ্রীযুক্ত গিরিনাথ ঘাটুয়া দেওভোগ, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ জানা, শ্রীযুক্ত রাইমোহন বসাক (কিশোরগঞ্জ), শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বণিক, কিশোরগঞ্জ ; শ্রীযুক্ত ভূধরচন্দ্র দাস, দোরো, মেদিনীপুর ; শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম দাস ; শ্রীযুক্ত

রামকৃষ্ণ দাস ; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ঘোষ I. E. I. R. Gaya ; শ্রীপাদ মাধববিনোদ দাসাধিকারী Hasauli, Estate, Aurangabad, Gaya. ডাক্তার নরেশচন্দ্র রায়, নগরউতারী, পালামৌ; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মজুমদার, সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ভাগলপুর ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রাহা, ভাগলপুর ; শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দত্ত, হেডক্লার্ক, ইংলিস অফিস, ভাগলপুর ; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেডক্লার্ক, ডেরি-অন্-শোন : শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ সেন মার্চ্চেণ্ট ও জমিদার ডেরি-অন্-শোন ; শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ক্যাসিয়ার সেচনবিভাগ, ডেরি-অন্-শোন ; শ্রীযুক্ত প্রমোদকৃষ্ণ চৌধুরী ক্লার্ক, গয়া পোষ্টঅফিস ; শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার কর্ম্মকার ক্লার্ক, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, গয়া; শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র দাস, মেদিনীপুর ; শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ ভদ্‌রা, শান্তিপুর : শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নবীনমদন ব্রহ্মচারী ; শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মুন্সী বাহেব, ময়মনসিংহ ; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এম্-এ, বি-এল, জমিদার ; শ্রীযুক্ত অজিতকুমার ঘোষ উকিল : শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন সাব্‌জজ ; শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বসাক; শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় পোষ্টমাষ্টার ; শ্রীযুক্ত হরিদাস মৈত্র এম্-এ, ম্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ হেডমাষ্টার, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীমায়াপুর : শ্রীযুক্ত নিতাইলাল রায় : শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ মিত্র, জয়নগর ; শ্রীযুক্ত অঘোর চন্দ্র ঘোষ ; শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নস্কর ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ নন্দী; শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র দাস সিন্ধা; শ্রীজীবনকৃষ্ণ মাইতি, শ্রীপূর্ণচন্দ্র মাঝি জ্যোৎস্নেনগানপুর, শ্রীহরিপদ মাঝি, শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সিংহ, ভোগাডাঙ্গা; বাবুলাল সিং, প্রতাপপুর; শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ; শ্রীবিপিন বিহারী দাস, বড় বজাই, মেদিনীপুর ; শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দাসাধিকারী ভক্তিসম্বল, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রেঙ্গুন, শ্রীশশধর চট্টোপাধ্যায় রেঙ্গুন, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় মার্চ্চেণ্ট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; শ্রীগৌরচন্দ্র রায়, শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওভারসীয়ার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ; শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী বণিক্, ডাঃ শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার পাল ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র ক্ষেত্রী, ফুরেলার, কুমিল্লা; শ্রীযুক্ত হরীশ চন্দ্র বসু মার্চ্চেণ্ট ; শ্রীযুক্তা মনোরমা পাল কুমিল্লা শ্রীযুক্তা শৈলবালা রায় Co, হেমচন্দ্র রায় মোক্তার, হরিণগঙ ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ Retd. Police Supdt. হরিণগঙ শ্রীযুক্ত হরমণি পাল মার্চ্চেণ্ট, করিমগঞ্জ : শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র চন্দ্র পাল ভরপ, শ্রীযুক্ত নবকুমার পাল, শ্রীযুক্ত সুখময় বসু এম্-এ, বি-এল্ করিমগঞ্জ; শ্রীযুক্ত সারদাচরণ দাস, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার মিশ্র ডাকাদক্ষিণ (শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভ্রাতৃ-বংশধর), শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সেন রাজসাহেব, করিমগঞ্জ ; শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম্-এ, প্রিন্সিপ্যাল, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ; শ্রীযুক্ত শশীভূষণ পাল, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়-চৌধুরী নৈহাটী : শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দে চুঁচুড়া (মার্চ্চেণ্ট), শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, চন্দন-নগর ; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসখী গোস্বামী এম্-এ, বি-এল ; শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজ দাস, এবার মঠ, পুরী ; শ্রীযুক্ত রোহিণী কুমার পাল, তালসহর ত্রিপুরা ; শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ রায়চৌধুরী জমিদার ; শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কুমার মজুমদার ; Lt. Col. জে, কে. দাস ; Major. G. C. Maitra ; শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্রলাল মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুখদা-রঞ্জন রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হরিদন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র লাল দাস, ডাঃ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর বসাক, শ্রীযুক্ত অহিভূষণ পাল।

শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন—

শ্রীযুক্তা যোক্ষদাসুন্দরী রায়, ময়মনসিংহ ; শ্রীযুক্তা শচীন্দ্রময়ী বসু, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ পালিত ম্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ ট্রেনএক্-জামিনার, ই-আই-আর, পাটনা ; শ্রীযুক্তা কৈলাসকামিনী দাসী ময়মনসিংহ।

শ্রীপাদ হয়গ্রীব প্রভু শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন—

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ মোক্তার, বগুড়া ; শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু রিটায়ার্ড্ পুলিস ইন্‌স্পেক্টর, বগুড়া ; শ্রীযুক্ত অশ্বিনী বাবু উকিল, বগুড়া ; শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র রায় এম্-এ, বি-এল জমিদার, তালজঙ্গ ; শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল গুহ উকিল, ময়মনসিংহ ; ময়মনসিংহ মিউনিসিপালিটির হেল্‌থ অফিসার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল,

ফরিদপুর শ্রীযুক্ত রামাখালচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, ফরিদপুর ; শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার রায় (রায়বাহাদুর) উকিল, ফরিদপুর শ্রীযুক্ত জগন্নারায়ণ রায় মার্চেণ্ট, ফরিদপুর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরদাস হেডড়া, কলিকাতা (মার্চেণ্ট) ৫-এ বিবেকানন্দ রোড ; শ্রীযুক্ত কালিদাস গাঙ্গুলী উকিল, ফরিদপুর ; শ্রীযুক্তা অন্নদাময়ী চট্টোপাধ্যায় বালীগঞ্জ, কলিকাতা ; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী রায়বাহাদুর, রিটায়ার্ড্ সি-এস্-আই ; শ্রীযুক্ত জগোবিন্দ গুহ রায়বাহাদুর, চেয়ারম্যান, ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ড, জলপাইগুড়ি ; শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী রায়বাহাদুর, রিটায়ার্ড্ সাবজজ, ঢাকা ; রায় বাহাদুর রমণীমোহন দাসের সহধর্ম্মিণী, ফরিদপুর ; মন্মথমোহন বসু এম্-এ অধ্যাপক—আশুতোষ কলেজহলে বক্তৃতার সভাপতি, ডাঃ সর্ব্বাণী রাধাকৃষ্ণন্—(রামমোহন হলে বক্তৃতার সভাপতি), ডাঃ আশীষ্ বিহারী মুখোপাধ্যায় (আশুতোষ কলেজহলে বক্তৃতার সভাপতি), মহারাজা-স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কাশিমবাজার ; শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ, বি-এল, পি-আর-এস্ ; রায়বাহাদুর সচ্চিদানন্দ বানার্জী ডি. এম্, ও, গয়া ; রায়-সাহেব অযোধ্যা কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহ জমিদার ও প্লীডার এম্ এম্-এল্-এ, ঔরঙ্গাবাদ, গয়া ; বাবু বিশ্বনাথ রিটায়ার্ড পুলিশ ইন্স্পেক্টর গয়া ; রায়বাহাদুর নিশিরকুমার ঘোষ রিটায়ার্ড গভর্ণমেণ্ট প্লীডার ভাগলপুর ; রায়বাহাদুর কেদারনাথ দত্ত প্লীডার, ভাগলপুর ; রায় বাহাদুর হরেন্দ্রলাল রায়, চট্টগ্রাম ; শ্রীযুক্ত বাঞ্ছিকুল দত্ত এম্-এ, পি-এইচ ডি বার-ল্যাট্-স, ব্যানেজিং ডাইরেক্টর কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ; বাবু রামগুচিৎ মিত্র সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ভাগলপুর ; ডাঃ জে, কে, সেন দিল্লী ; মহারাজা সাহেব ও ম্যানেজার বলরামপুর Estate C. P ; শ্রীযুক্ত দেবতীনাথ চৌধুরী বি-এল, বগুড়া।

শ্রীবাসপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌধ প্রভু নিম্নলিখিত সৌজন্যপ্রিয় কার্য্যাধ্যক্ষগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন—

His Excellency the Hon'ble Sir Archibald Douglas Cochrane K. C. S. I, D. S. O, Governor of Burma ও তাঁহার Secretary C. F. B. Pearce Esqr. I. C. S ও His Excellency Sir Harry Haig, K. C. S. I, C. I. E, I. C. S Governor of the United Provinces ও তাঁহার Secretary I. C. Donaldson Esqr. M. C, I. C. S; Rao Bahadur Thiruvengadathan Chettier, Proprietor, Messrs Hoe & Co; Mr. T. Rangamannan Chettier; Mr. T. Rajamanner Chettier Mr. C. Kandaswami Naidu; Mr. V. Siva Sankara Rao B. A., B. L.; Mr. Govindaswami Naidu; Mr. P. S. Randaswami Sah; Hon'ble Justice V. Pandrang Rao, I. C. S; Rao Bahadur M. Narasimham Pantulu, Member Public Service Commission; Diwan Bahadur K. S. Ramaswami Sastrins Retired Sessions Judge.

Sir Vepa Ramesam Ex Chief Justice High Court Madras; Hon'ble Minister V. Munuswami Pillay; Maharaja of Venkatagiri; Mr. Nagenna; Mr. M. Subromaniam Ayer B.A. (Hons) Madras; Mr. Ranga Row B.A., B.L. Munsiff., Kovvur; Dr. R. Nagaraja Sarma M.A., Ph. D; Principal P. N. Srinivasachari; Mr. Ramanatham Chettier Zaminder Salathoor; Mr. C. Doraiswami Naidu; Hon'ble Justice B. Somaya; Hon'ble Speaker Mr. B. Sambumurti; Sir Alladi Krishnaswami Iyer, Advocate General; Mr. S. Srinivasa Ayengar, Ex Advocate General & Ex President Indian Congress; Mr. Narasimham Rao, Advocate; Md. Abdul Sattur Saheb Revenue Officer., Madras Corporation; Dr. K. Venkata Rao M. B., B. Sc; Mr M. R. Ananta Rai; Mr. K. Venkataswami Naidu, Mayor, Madras Corporation; His Excellency M. Bonvin Governor of French India; Mr. M. Dolmen Director of Public Instruction; Mr. M. Nalphon,

Principal Calve College Pondichery Mr. M. Pierrie Brutinel, Chief-Secretary, Pondichery: His Holiness Swami Satyadhan Tirtha of Uttaradi Math; Swami Lakshmishundra Tirtha of Sri Vyasarai Math Udupi, Madras.

শ্রীশ্রীগৌরজন্মবাসরে অপরাহ্ণে পুনরায় শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীধামপ্রচারিণীসভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ্, শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তি-বিলাস, শ্রীপাদ ব্রজেশ্বরী প্রসাদ, শ্রীপাদ যদুনন্দন ভক্তি-ভূষণ, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন সরকার এম্-এ, বি-এল্; শ্রীপাদ সম্বর্ষণ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তি-মৈরেয়, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীহয়গ্রীব ব্রহ্মচারীজী, শ্রীযমুনাপ্রসাদজী প্রভৃতি বৈষ্ণব ও সজ্জনবৃন্দের সেবার আদর্শের কথা উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ প্রদানমুখে অনেক কথা বলেন।

সভাপতি মহোদয় প্রসঙ্গক্রমে একটি বক্তৃতা প্রদান-মুখে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামীজীর মহত্ত্বের কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে কার্য্যসূচী-অনুযায়ী একমাত্র শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে অবস্থিত মূল সভা ব্যতীত শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার কোনও শাখা ও বিভূপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত কোথাও স্থাপিত হয় নাই,—এই প্রস্তাব সভায় আনয়নের কথা সভাপতি মহোদয় উত্থাপন করিলে শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ উক্ত প্রস্তাব সভায় আনয়ন-পূর্ব্বক তৎসম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া বলেন যে, ইংরেজী ১৯১০ সাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রত্যেকবার তাঁহার শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে, তাঁহাদের সহিত এই যোগপীঠে ও শ্রীচৈতন্য-মঠে শ্রীধামপ্রচারিণীসভার অধিবেশনে যোগদান এবং শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সহকারী কার্য্যপতির কার্য্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত শ্রীধামপ্রচারিণীসভার অন্য কোন শাখা কোথাও স্থাপিত হয় নাই, বা সেই সকল আচার্য্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা অনুমোদিত হয় নাই,অতএব শ্রীযোগপীঠে এই সভা ব্যতীত অন্য কোথাও শ্রীধামপ্রচারিণী সভার শাখা পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুমোদিত নহে ও উহার প্রতিষ্ঠা নাই।

শ্রীযুক্ত বিভূপাদ ভক্তিসিন্ধু মহাশয় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া বলেন যে, তিনি বহুবৎসর যাবৎ শ্রীধামপ্রচারিণীসভার অধিবেশনে যোগদান করিতেছেন। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য। সভায় উপস্থিত সকলেই এই প্রস্তাব উচ্চ করতালি-ধ্বনির দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করেন। সভাপতি মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,—"শ্রীধামপ্রচারিণী সভা চিরকাল এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন, অতএব এখানেই চিরকাল এই সভা প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। অন্য কোন শাখার অস্তিত্ব আচার্য্যগণের অনুমোদিত নহে বলিয়া সমর্থনযোগ্য নহে।" সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবটী গৃহীত হইল। পুনরায় তুমুল করতালি-ধ্বনি ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিমুখে এই প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশানুসারে
গণের চেষ্টাকে গর্হণ করিবার একটী প্রস্তাব
সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
করেন এবং তৎসম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতামুখে বলেন,—

"যাঁহারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার অধিবেশনে করিয়াছেন, অথবা 'গৌড়ীয়ে' ও 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে' শ্রীধামপ্রচারিণীসভার অধিবেশনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ একদিকে যেরূপ শ্রীধাম-সেবকগণের সেবা-চেষ্টার প্রশংসা করিতেন, অপরদিকে ও তদ্রূপ শ্রীধামের বিরোধবাদিগণের ভ্রান্ত বিদ্বেষভাবে পরিহার করিবার জন্য সিংহ-হুঙ্কারে সকলকে সতর্ক করিতেন। যাঁহারা 'শ্রীল প্রভুপাদের পরিবেশী দ্বিতীয় খণ্ড' ও গত বিরহ-সংখ্যা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোহভীষ্টের কথা ঠাকুরের নিজের ভাষায় হস্তে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইংরেজী ১৯২৬ সনের এপ্রিল শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের পরে, ঐ পত্রখানি হস্তে লিখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ১২ই উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোডের

সন্নিকটস্থ গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে আগমন করেন ও অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে ঐ পত্রটী আমাকে হস্তে প্রদান করিয়া বলেন যে,—'এই পত্রখানি যত্নে রাখিবেন, একদিন আপনার কাজে লাগিবে।' সেই পত্রটীই ইতঃ করিয়া সপ্তদশ খণ্ড ১৮শ—১২শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আদেশ এইরূপ লিখিত আছে—'শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা যত শীঘ্র পার আরম্ভ করিবার যত্ন করিবে। এই কার্য্যেই জগতের সকলের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। শ্রীমায়াপুরের সেবাটী যাহাতে স্থায়ী হয়, দিন দিন উজ্জ্বল হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। ছাপাখানা, ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার, নামহট্টের প্রচার (নির্জ্জন ভজন নহে) দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে। তুমি নিজের জন্য নির্জ্জন ভজন করিতে গিয়া প্রচারের বা মায়াপুরের সেবার ক্ষতি করিবে না।'

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের যুগে একপ্রকারের শ্রীধামবিরোধী ছিল। তাহারা কতকগুলি শ্রীবিগ্রহব্যবসায়ী বণিক-স্বভাব ব্যক্তি বা আধ্যক্ষিক প্রাকৃত-সাহিত্যিক। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যুগে অন্যপ্রকারের শ্রীধামবিরোধীর আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগকে অবৈধ যোষিৎসঙ্গী বা প্রাকৃত-সহজিয়া বলা যাইতে পারে। উহাদের সঙ্গে কতকগুলি দুরভিসন্ধিযুক্ত লোক যোগদান করিয়া ঔদার্য্যময় গৌরধামের প্রতি ও গৌরজনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেছিল; কিন্তু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অন্তর্ধানের পর যে-সকল অতি গাঢ়তর শ্রীধামবিরোধী ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহারা পূর্ব্বোক্ত উভয় শ্রেণীকে হার মানাইয়াছে। ব্র—অথবা প্রতীপ ব্র—অথবা স—অথবা মু—কি শ্রীধামের প্রতি এতটা বিদ্বেষ করিয়াছে—যে শ্রীধাম-বিদ্বেষের তাণ্ডব-নৃত্য বর্ত্তমানে চলিতেছে! (সভা-মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে—'কেহই এইরূপ আর শ্রীধামের বিরোধ করে নাই'—এইরূপ ধ্বনি) শ্রীধামের বৈভবস্বরূপ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট্, পরিক্রমাপীঠ, বৃহদ্মৃদঙ্গ বা মুদ্রাযন্ত্র ও শ্রীযোগপীঠে প্রতিষ্ঠিত নিত্য-সেবাকে পর্য্যন্ত উৎখাত করিবার জন্য আচার্য্য-বিরোধিগণের চেষ্টা কি না হইয়াছে ও এখনও গুপ্তভাবে হইতেছে! ঐ সকল প্রচ্ছন্ন ধাম-বিরোধী আচার্য্যাসূয়তা-কারীর মুখোস পরিধান করিয়া, কখনও বা কোমলশ্রদ্ধ তরলমতি ব্যক্তিগণের হৃদয়ে গোপনে আচার্য্য-বিদ্বেষের বীজ চড়াইয়া স্বকার্য্য সাধন করিতেছে!

ঐ সকল প্রচ্ছন্ন ধামবিরোধী ব্যক্তি শ্রীরাধেশ্বরের প্রকাশবিগ্রহ সত্যেশ্বরের বিশ্লেষকল্পে এমন কোন অবৈধ উপায় নাই, যাহা অবলম্বন না করিয়াছে! শ্রীবিগ্রহ-গ্রহণ, ভগবদ্‌প্রকাশবিগ্রহের নামে কলঙ্কারোপ ও সঙ্ঘকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য জাল-দলিল-পত্রাদির সৃষ্টি, অন্তর্গৃহ-নির্ম্মাণ, নানাপ্রকার ধূর্ত্ত ও কলিস্থানের আশ্রয় গ্রহণ—সবই করিয়াছে। ইহাদের চেষ্টা মহাভারতীয় যুগের শকুনি, দুর্য্যোধন, দুঃশাসনের চেষ্টাকে হার মানাইয়াছে।

"গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়।"

—এস্থলেও তাহাই হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম হইতে বঞ্চিত কতিপয় ব্যক্তি আচার্য্য-বিরোধ করিতে করিতে ক্রমে শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরসুন্দরের বিরোধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে ও দিতেছে। ইহারা নির্ব্বিশেষবাদী, না হয় জড়বিলাসী হইয়া পড়িতেছে! ইহারা বৈষ্ণবাপরাধ অপেক্ষা নির্ব্বিশেষবাদ বা প্রাকৃত-নৈতিকতা বড় মনে করিতেছে! ইহার ফলে ইহারা জড়বিলাসী হইয়া পড়িবে।

এই সকল প্রচ্ছন্ন শ্রীধাম-বিরোধী পাষণ্ডি-সম্প্রদায়ের উপর শ্রীগৌরধাম চরম দণ্ড প্রদান করিয়াছেন। যেরূপ ব্র—শ্রীগৌরধাম হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, ইহারাও স্বেচ্ছায় তদ্রূপ গৌরধামে বা শ্রীগৌরজনের কোন বাস্তব সেবায় দুই বৎসর যাবৎ যোগদান করিতে পারে নাই—ইহা অপেক্ষা চরম দৈবদণ্ড আর কি হইতে পারে? আর এখনও ঐ সকল দুঃসঙ্গের বিষ বা বীজ যাহাদের শরীরে আছে, তাহারাও ঐরূপ দণ্ড লাভ করিবে।"

অতঃপর গৌড়ীয়-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর কথা কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের একটি প্রবন্ধ সভায় পাঠ করেন।

গত বৎসরের মধ্যে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরক যে-সকল কার্য্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে শ্রীমদ্ভাগবতবিদ্বেষী পাষণ্ড-দলন-কার্য্য

বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। একদিন যেরূপ পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশে মেদিনীপুরের বালিঘাই গ্রামে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-মতবাদ দলন করিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন, ভক্ত-ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীপাদ ভক্তিরঞ্জন গোস্বামীজী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ভাগবত-বিদ্বেষিগণকে দলন করিবার জন্য উক্ত গোপালপুরের অভিযানের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগুরুবিরোধী আর্য্যসমাজিদিগের যাবতীয় কুবিচারকে সমূলে খণ্ডবিখণ্ডিত করিয়া প্রায় চারিসহস্র সজ্জন ও বিদ্বদ্‌মণ্ডলিমণ্ডিত সভায় শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩১) দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে এই সংবাদ অতি সংক্ষেপে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ গোস্বামীজী মেদিনীপুরে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-মতবাদ খণ্ডন করিয়া শুদ্ধভক্তির সহকারিণী বৈষ্ণবী স্মৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। পাষণ্ড-সম্প্রদায়কে দলন করিয়া শ্রীগুরুর মহিমা স্থাপন অপেক্ষা আচার্য্য-বিরোধী পাষণ্ডসম্প্রদায়কে দলন-পূর্ব্বক শ্রীগুরুর প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীআচার্য্য ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা সংস্থাপন—অধিক জীবে দয়ার কার্য্য। শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা—তিনি আমাদের নিকট প্রচ্ছন্ন-আচার্য্যবিরোধিগণের দমনকারীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বহুরূপিণী মায়া ও বঞ্চনা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। কারণ তটস্থ জীব বঞ্চনাবশযোগ্য।

শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু ভক্তিবান্ধব প্রভু শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে গৌড়ীয়-সম্পাদকের আনীত প্রস্তাব সমর্থনকল্পে বর্ত্তমান শ্রীধামবিদ্বেষিগণের ধাম-বিদ্বেষ-চেষ্টার একটি সংক্ষিপ্ত আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস বর্ণন করেন ও তৎসঙ্গে শ্রীধামসেবকগণের প্রতি কিরূপ অত্যাচার ও তাঁহাদিগকে মানহানির মোকদ্দমায় লিপ্ত করিবার হীন চেষ্টা হইয়াছে এবং ফৌজদারী আদালত কর্ত্তৃকও কিরূপভাবে উহা গর্হিত হইয়াছে, তাহা আদালতের রায়সমূহ পাঠ করিয়া বিবৃত করেন।

উক্ত প্রস্তাব সমর্থিত ও সমস্ত সভা-কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে সভাপতি মহোদয় সভায় দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, "ভক্তদ্রুহ শ্রীধামবিরোধিগণের চেষ্টা যে সর্ব্বতোভাবে গর্হণীয়—গৌড়ীয়-সম্পাদক কর্ত্তৃক আনীত এই প্রস্তাব সমস্ত সভা-কর্ত্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হইল (সভায় অনুমোদনসূচক ধ্বনি ও করতালি)। সভাপতি মহোদয় আরও বলেন যে, এই অল্প সময়ের মধ্যেই এইরূপ প্রবল বাধাসত্ত্বেও শ্রীধাম-প্রচার-কার্য্য কিরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। প্রবল অন্তঃশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধকালেও হরিসেবকগণের হরিসেবা, শুদ্ধভক্তিপ্রচার ও শ্রীধামের নানাপ্রকার উন্নতি-সাধন-কার্য্য ব্যাহত হয় নাই; বরং অধিকতর পরিপুষ্ট হইয়াছে। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বিভিন্ন শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি, গৌরপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠা, বৈষ্ণব-মহিমা-সমাকৃতির কার্য্যারম্ভ, বহু গ্রন্থ-প্রচার প্রভৃতি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্টপরিপূরক সেবা-কার্য্য-সমূহ পরমোৎসাহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীগৌর-সুন্দরের লীলাপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুরে আগামী বর্ষ প্রারম্ভে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌরপাদপীঠ প্রকাশ করিবেন।"

সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতার পর শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রেয় প্রভু, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু ভক্তিবান্ধব, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনাদিবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ভক্তিকমল, শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীমহাপুরুষ দাসাধিকারী, শ্রীহয়গ্রীব ব্রহ্মচারীজী, শ্রীকৃতকৃৎ ব্রহ্মচারীজী, শ্রীমধুমঙ্গল বাবু, শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম শ্রোতী মহারাজ, শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বিভিন্ন গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃ সজ্জন ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ সভার সেবকগণের কথা উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন। স্থানাভাবে প্রত্যেকের গুণাবলী যাহা সভায় কীর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা প্রকাশিত হইতে পারিল না।

অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তিরঞ্জন গোস্বামী প্রভু সভাপতি মহোদয়কে সাধুবাদ-প্রদান-মুখে শ্রীধাম-সেবার জন্য সকলকে আহ্বান করেন।

সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীপাদ সভাপতি মহোদয় শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা-মুখে নিম্নলিখিত অভিভাষণটী প্রদান করেন—

ধ সংঘের শ্রোতৃমণ্ডলি। আজ
আমাদের সভাপতির মেহ-কাতরে
প্রকাশ ক'রেছেন, একজ আমি
বোধ করছি এই স্থানে শ্রীমন্-
মঙ্গলের সেতুস্বরূপ
আবার তাঁরই ইচ্ছায় এই
সোসাইটিতে আকৃষ্টিত হ'য়েছিল। পরে বৈষ্ণব-
সার্বভৌম শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও তদানুগতো ঠাকুর ভক্তিবিনোদ
এই স্থান প্রকাশ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
শ্রীগৌড়মণ্ডলে পুনঃ প্রবাহিত
করেই এই সভার নিত্যকার্যাপতি
করেই নিত্যকার্যাপতির বৈষ্ণবাধাক্ষাভি-
বর্তমানে শ্রীশ্রীল আচার্যদেব
নিত্য-সভাপতি হ'লেও তাঁদেরই
আমাকে এই গুরুতর কার্যে
মহাপুরুষের কৃপায় আমরা
এখানে উপস্থিত হ'তে দেখেছি, যাঁর কৃপায় শুদ্ধভক্তি-ধর্ম
আজও রক্ষিত ঠাকুর ভক্তিবিনোদের
হচ্ছে আমাদের বহির্মুখ চক্ষে শ্রীধাম
প্রকাশ নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের
যেন সদা নিত্যেশ্বরকে সভায়
বাক্য শুনতে পাই, তা হ'তে জানা যায়
যাদের সহিত-নিত্য প্রবাসমান থেকে
তাঁর ধাম আমাদের অবিদ্যাকে
যে গুরুবর্গ অনিচ্ছুক আমাদিগকে
সেবা পথে আকৃষ্ট ক'রে নিত্যমঙ্গল বিধান করছেন, তাঁদের
কথা ও তাঁর শ্রীধামের সেবা করছেন, তাঁদের বক্তব্যের
উপযুক্ত বলবার আমার কোন সামর্থ্য নাই। আমরা তাঁদের
কৃপায় প্রচুর উপকৃত হ'য়েছি, ইহাই আমাদের কথা।

আর একটি নিবেদন—বহুস্থান হইতে বহু ব্যক্তি শ্রীধাম-পরিক্রমার জন্য শ্রীধামে আগমন করেছেন। শ্রীশ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবরাজ-সভার পরিচালকবর্গ হয়ত সকলের সকল প্রয়োজন সমাধান করতে পারেন নাই। একমাত্র প্রয়োজন ভক্তসেবার দিকে দৃষ্টি রেখে তাঁদের ত্রুটী-বিচ্যুতি গ্রহণ না করলে আমরা বিশেষ ব্যথিত হ'ব। আমাদের নিত্যকল্যাণ লাভের চেষ্টাই প্রয়োজনীয়, সাময়িক লোষ ও গুণ, ত্রুটী ও বিচ্যুতি গ্রহণীয় বস্তু নহে। অদ্য রাত্রে আর আমি অধিক সময় নিব না, আগামীকল্য ভোরে সকলেই সংকীর্তনের অনুগমন ক'রে শ্রীধরঅঙ্গনে উপস্থিতি প্রার্থনা করছি।

শ্রীপাদ সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতার পর শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব প্রভু শ্রীধামসেবার সম্বন্ধে কএকটি কথা বলেন এবং শ্রীপ্রধানন্দ ব্রহ্মচারী "রাধাকৃষ্ণ বল্ বল্ বলরে সবাই" ও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করিয়া সভার উপসংহার করেন।

শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার অধিবেশনকালেই যথাসময়ে শ্রীশ্রীযোগপীঠে শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শ্রীগৌর-সুন্দরের এবং শ্রীরাধামাধব ও শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সন্ধ্যারাত্রিক ও গৌরেঙ্গতিথির বন্দনা-কীর্তন হয়। শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগৌরজন্মলীলা গান করেন। শ্রীশ্রীল আচার্যদেব সমস্ত ত্রিদণ্ডি ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজ-সভার সেবকবৃন্দের সহিত উপস্থিত থাকিয়া সংকীর্তন-মণ্ডলীর মধ্যে উচ্চ নৃত্য ও কীর্তনে প্রেরণা প্রদান করেন। শ্রীল আচার্যদেবের সাক্ষাৎ উপস্থিতি ও সহস্র সহস্র লোকের সম্মিলিত গৌরকীর্তন-ধ্বনিতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বর্ণিত "জগতরি হরিধ্বনি হয়"—এই বাক্য পুনরায় প্রত্যক্ষ অনুভূত হইয়াছিল।

প্রায় পঞ্চসহস্র সজ্জন, ভক্ত, বৈষ্ণব ও যাত্রী এবৎসর শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-বাসরে শ্রীগৌরজন্মস্থলীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভায়ও সহস্র সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে মাত্র কএকজনের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-সম্বল ভাগবত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তি-সুধাকর; শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী,

ভক্ত্যালোক, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রেমবিকাশকার, মহোপদেশক শ্রীপাদ হরগীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, শ্রীসকলনিগমমূর্ত্তি দাসাধিকারী, ফরিদপুর; শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীপুর, কলিকাতা; শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, হেড্ মাষ্টার বারাকপুর; শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাসাধিকারী, বাগবাজার, কলিকাতা; ডাঃ শ্যামলাল দাস এল্-এম্-এস্, চট্টগ্রাম; শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস ভক্তিসিন্ধু, খুলনা; শ্রীযুক্ত কেশবলাল বিশ্বাস, খুলনা; শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, খুলনা; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সিংহ, মেদিনীপুর; শ্রীযুক্ত গৌরহরি মিত্র, খুলনা; শ্রীযুক্ত রসময় সিংহ বীরভূম, শ্রীযুক্ত হরিজনানন্দ দাসাধিকারী, ময়মনসিংহ; শ্রীযুক্ত নলীনমোহন গুপ্ত, ময়মনসিংহ; শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু, কলিকাতা; শ্রীযুক্ত সুদেব চট্টোপাধ্যায়, বীরভূম; কবিরাজ গিরীশচন্দ্র দাসাধিকারী ভিষকরত্ন, মেদিনীপুর; শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাসাধিকারী, কলিকাতা; শ্রীযুক্ত ধরিত্রীনাথ দাসাধিকারী, আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান; কবিরাজ সতীশচন্দ্র অধিকারী কবিরত্ন, মেদিনীপুর; শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র পাত্র, মেদিনীপুর, শ্রীযুক্ত সত্যমাধব দাসাধিকারী, এলাহাবাদ; শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস ঘোষ, এলাহাবাদ; মিঃ এম্, এল্ লাহিড়ী, এলাহাবাদ; ডাঃ নিত্যগোপাল রায়, হাটখোলা, কলিকাতা; শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র মাইতি, মেদিনীপুর; শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দাসাধিকারী, ঢাকা; শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা; শ্রীহরিতোষণ দাসাধিকারী, ত্রিপুরা; শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বৈতালিক, হাওড়া; শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল, হাওড়া; শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সাধুখাঁ, হাওড়া; শ্রীযুক্ত সাধুচরণ দাসাধিকারী, মেদিনীপুর; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা বি-এ, শ্রীযুক্ত সনৎকুমার দাসাধিকারী, ২৪ পরগণা; শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র সিংহ, বর্দ্ধমান; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র রায়, ময়মনসিংহ; শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার, কলিকাতা; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র পাল, ২৪ পরগণা; শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দুবে, সাঁওতালপরগণা; শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী মাইতি, শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪ পরগণা; শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার মাজা, ২৪ পরগণা; শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু দাস রায়; এল্, এম্, এস্, রাজসাহি; শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ঘোষ, ২৪ পরগণা; শ্রীযুক্ত শচীনাথ রায় চৌধুরী আলেয়া, ময়মনসিংহ (শ্রীশচীনন্দন দাসাধিকারী)); রায় শ্রীযুক্ত কে, সি, সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালিদাস পাল, শ্রীযুক্ত জগগোপাল দে, শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মুখার্জ্জি, ময়ূরভঞ্জষ্টেট; ডাঃ কামাইলাল মাইতি, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দে, মেদিনীপুর; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র আচার্য্য, কলাকোবিদ; শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন, ল্যান্সডাউনরোড; শ্রীযুক্ত উদ্ধবদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অঘোরী কৃষ্ণপ্রকাশ সিংহ, বি-এ, বি-এল্, কৃতপূর্ব্ব এম্, এল্, এ, (জমিদার); শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত হীরালাল রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল পাল, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ কর, শ্রীযুক্ত সজ্জনবোধী দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত হরিমোহন দাসাধিকারী, মাদারীপুর; শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় (শ্রীপাদ দুর্গাবল্লভ দাসাধিকারী), শ্রীযুক্ত আশুতোষ হালদার (শ্রীপাদ আশ্রয়বিগ্রহ দাসাধিকারী), শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুর্গেশ ব্রহ্ম, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত মধুমঙ্গল দাসাধিকারী, কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সরকার (শ্রীপাদ বিশ্বাসবিগ্রহ দাসাধিকারী), শ্রীযুক্ত কপিলেশ্বর ছোটরায়, কটক; শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সোম, কটক; শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ সহায়, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সরকার, ২৪ পরগণা; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সাহা, কলিকাতা; শ্রীযুক্ত লালা মদনমোহন রায়, বালেশ্বর; শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর পাল, শ্রীযুক্ত গুরুচরণ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম্-বি, ডাঃ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরদাস মেওড়া, শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরীপ্রসাদ ভক্তিভাস্কর বি-এল্, পাটনা; শ্রীপাদ হরিপদ ব্রহ্মচারী, ঢাকা; শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্রমোহন সরকার এম্-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাথ এম্-এ, বি-এল্, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রাবলী

(১)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

যুক্তবৈরাগ্যো নাম শ্রীমান্ কর্ম্মী সভ্যঃ প্রিয়ঃ।
নির্য্যাতঃ পাটনীপুত্র-গৌড়ীয়মঠ-সেবকঃ।
সেবোন্মাদী সুবুদ্ধিঃ শ্রীনামগানপরায়ণঃ।
শুদ্ধভক্তিপ্রভো নিত্যং বৈষ্ণবানন্দবর্দ্ধকঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভ্যোঽয়মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিকুসুম ইত্যেতন্নপনামাঙ্ক সাদরম্।
যোগমর্ত্তু বসুবিন্দবে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

সভাপতিঃ

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(২)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

ঔৎকলদেশসম্ভূতঃ শ্রীনিত্যানন্দনামকঃ।
ব্রহ্মচারিবরঃ শান্তো গৌড়ীয়মঠসেবকঃ।
অর্জ্জনারিপরো নিত্যং বৈষ্ণবাদেশপালকঃ।
সাধুসেবানন্দমগ্নো হরিকথা-প্রবোধবান্।
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভ্যোঽয়মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিগৌরব ইত্যেতন্নপনাম সুমঙ্গলম্।
যোগমর্ত্তু বসুভক্তাংক-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

সভাপতিঃ

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(৩)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীসুবর্ণবিহারস্থ-গৌড়ীয়মঠসেবকঃ।
ব্রহ্মচারিবরঃশ্রীনিতাইদাসনামকঃ।
কৃষিবিদ্যাধিকারৈর্য্যৈঃ সেবানিষ্ঠাপ্রদর্শকঃ।
সহিষ্ণুর্দৃঢ়-গম্ভীরো বৈষ্ণবশ্রিয়দর্শনঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যেভ্যশ্চৈষ সমর্প্যতে।
ভক্তিসুকুল ইত্যেতন্নপাধিকৃদ্বরং মহৎ।
যোগমর্ত্তু বসুবিন্দবে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

সভাপতিঃ

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(৪)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীকৃষ্ণচরণাধার ব্রহ্মচারিবরায় চ।
সেবাপ্রবন্ধকর্ত্রায় কৃষিবিদ্যাবতে সতে।
সর্ব্বাত্মনা গুরোঃ পাদসেবয়াতৃপ্তচেতসে।
গীতিস্তত্ত্বজ্ঞকশ্রীমদ্ভজনসেবিনে।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যেভ্যশ্চৈষ বিতীর্য্যতে।
ভক্তিকিঙ্কর ইত্যেতন্নপাধিমতনং পদম্।
যোগমর্ত্তু গজখাঙ্কে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

সভাপতিঃ

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(৫)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীগৌড়ীয়মঠস্থায় নবীনানন্দদায়িনে।
ব্রহ্মচারিপদাধায় শ্রীমতে ভক্তিসদ্গুরো।
শ্রীগুরুগৌরসেবার্থং প্রচুরশ্রমকারিণে।
বৈষ্ণবস্নেহপাত্রায় বিনম্রোৎসাহদায়িনে।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যেভ্যশ্চৈষ প্রদীয়তে।
ভক্তিসুমুদ ইত্যেষ উপাধিপ্রবরো মুদা।

খ-রসবসুচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে ধ্রুবে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

সভাপতিঃ

(ঘাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(৬)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীসৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীগুরোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ সেবৈকব্রতধারিণে।
শ্রীচৈতন্যমঠশ্রীল-ভক্তিহৃদয়নাশিনে।
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থায় গুরোর্নির্দ্দেশপালিনে।
নামকীর্ত্তনমোদায় ভক্তসেবাবিধায়িনে।
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভ্যৈরুচৈঃ প্রদীয়তে।
ভক্তিকল্যাণ ইত্যাখ্যমুপনাম সবন্ধুকম্।
খ-রসশৈলশঙ্কাঙ্কে শাকে মায়াপুরে ধ্রুবে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

ভঃ ভ

(ঘাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(৭)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীসৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থঃ শ্রীজগন্নাথঃ সধাশয়ঃ।
গুরুবৈষ্ণবসেবায়াং কৌশলোত্তমসংযুতঃ।
ধামসেবাবিরুদ্ধানাং বর্জ্জনৈকরতো দৃঢ়ঃ।
বুদ্ধিমান্ বিনয়ী দান্তঃ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈরুচৈঃ প্রদীয়তে।
ভক্তিমঙ্গল ইত্যেতদুপাধিদ্বয়ং মহৎ।
ব্যোমর্ত্তুবসুকিম্বঙ্কে শাকে মায়াপুরে ধ্রুবে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

সভাপতিঃ

(ঘাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(৮)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীসৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীতামধ্বজনো নাম ব্রহ্মচারী গুরুপ্রিয়ঃ।
ভিক্ষুরো বিনীতঃ শ্রীচৈতন্যমঠসেবকঃ।
যুক্তবৈরাগ্যনিষ্ঠশ্চ ধামপ্রীতিপরঃ সদা।
হরিকিঙ্করসঙ্ঘস্য সেবনব্রতধারকঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈরুচৈঃ প্রদীয়তে।
ভক্ত্যাব্জম ইতিশ্রীমদুপনাম সুশোভনম্।
ব্যোমর্ত্তুনগচন্দ্রাঙ্কে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

সভাপতিঃ

(ঘাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(৯)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীসৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

গঙ্গাদেবেন সম্ভূতো বিপ্রবংশবিভূষণম্।
শ্রীমদানন্দপূর্ব্বঞ্চ লীলাময়বিগ্রহঃ।
তস্য দাসাদিকারীতি-নাম্না সাধুজনান্বিতঃ।
হরিকথারতো শ্রীগুরোরষ্টীপ্রকঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈরুচৈঃ প্রদীয়তে।
ভক্তিচন্দন ইত্যেষ উপাধিপ্রবরো ধ্রুবঃ।
খ-রস-গজ-তত্ত্বাঙ্ক-শাকে মায়াপুরোত্তমে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

সভাপতিঃ

(ঘাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(১০)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীসৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

গুরুবৈষ্ণবসেবায়ামুৎসর্গীকৃতজীবনঃ।
শ্রীকৃষ্ণপূর্ব্বো যোঽবসচৌৎকলাখ্যে।

দাসাধিকারিণো বৈষ্ণবসেবানন্দযুতঃ।
সহিষ্ণুচিত্তো ধীরঃ শুদ্ধভক্তিপরায়ণঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভ্যস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
সেবাবান্ধব ইত্যাখ্যামুপাধিভূষণং মুদা।
ব্যোমর্তুশৈলচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

সভাপতিঃ

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(১১)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সাধুসঙ্গরতঃ শ্রীযোগেশরাশিঃ সুধীঃ।
দাসাধিকারিবর্য্যশ্চ নবদ্বীপবিচক্ষণঃ।
লোকশিক্ষৈকলাকিঃ সঙ্ঘর্ষাদি-বিভীষণঃ।
বিদ্যাবুদ্ধিবলেনাপি মঠসেবানুরাগকঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভ্যস্তস্মৈ সমর্প্যতে।
ভক্তিসুহৃদ্ ইত্যাখ্যামুপাধিমতুলং মুদা।
ব্যোমর্তুবসুবিন্দ্বব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

সভাপতিঃ

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(১২)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

পাটলীপুত্রগৌড়ীয়মঠসংসেবনে রতঃ।
সংকীর্ত্তনানুরক্তো যো বৈষ্ণবশ্রীতিভাজনম্।
গুরুপাদপদ্মকৃপাসঃ কৃতার্থবাঞ্ছিতঃ।
শ্রীমান্ দাসাধিকারী চ সেবোৎসাহী সদাশয়ঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভ্যস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিপ্রসূন ইত্যেতত্তুলাধিরূঢ় সাদরম্।
ব্যোমর্তুশৈলচন্দ্রাব্দে শাকে [illegible]
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে চ

সভাপতিঃ

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(১৩)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

অকপটো মহোদারো বৈষ্ণবসেবনপ্রিয়ঃ।
শ্রীযাদবেন্দ্রনন্দন দাসাধিকারিনামকঃ।
মেদিনীপুরবাসী যো যশোরাশিসমাশ্রিতঃ।
প্রাণৈরর্থৈর্বিদ্যা বাচা ধামসেবাবিধায়কঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভ্যস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিরত্ন ইত্যাখ্যামুপনাম সুশোভনম্।
ব্যোমর্তুশৈলশশব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

সভাপতিঃ

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(১৪)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

চাকা-শ্রীযাদবগৌড়ীয়-মঠসেবনকারিণে।
সহিষ্ণবে সুশীলায় বহুসদ্গুণশালিনে।
সুসদাচারযুক্তায় শ্রীমতে শুভচেতসে।
নিখিলপ্রভু-সংজ্ঞায় দাসাধিকারিণে সতে।
ধামপ্রচারিণীসংসংস্ভ্যস্তস্মৈ বিতীর্য্যতে।
ভক্তিচেতন ইত্যেতত্তুলাধিরূঢ়ং মহৎ।
ব্যোমর্তুবহ্নিভ্রাংশু-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

সভাপতিঃ

(স্বা) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(১৫)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

যো ময়মনসিংহাখ্য-দেশপ্রবাসিনাং মতঃ।
শ্রীহরিপদেষ্টা চ প্রাজ্ঞাধিকারিণাহনঃ।

অধ্যাপকো মহাবীরো গুরুসেবৈকজীবনঃ।
প্রশ্রয়াবনতঃ শুদ্ধ-ভক্তিকার্য্যসহায়কঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসৌভাগ্যস্তম্ভ এষ তে।
ভক্তিমুকুল ইত্যেষ উপাধিঃ প্রথমো বুধৈঃ॥
ব্যোমর্ত্তুনগচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
(স্বাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(১৬)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমদ্ভক্তকুমো নাম দাসাধিকারিসত্তমঃ।
যো মধ্যমসিংহস্থ-গৌড়ীয়মঠসেবকঃ॥
প্রাণৈরর্থৈর্দ্ধিয়া বাচা গুরুসেবাবিধায়কঃ।
সমৃদ্ধিশ্রুতিসংযুক্তঃ সজ্জনানন্দদায়কঃ॥
শ্রীমদ্বর্ণবিহার-শ্রীমঠস্য-মন্দিরাদিনাম্।
প্রাকট্যকার্য্যসংসিদ্ধৌ যেন সহায়তা কৃতা॥
ধামপ্রচারিণীসৎসদ্ভাগ্যস্তম্ভশ্চ এষ তে।
ভক্তিপ্রাণ ইতিখ্যাতমুপাধিমগুনং মহৎ॥
ব্যোমর্ত্তুবহ্নিবিদ্বন্দ্বে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
(স্বাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(১৭)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

নবযোগেন্দ্রনামে শ্রী-দাসাধিকারিণে সতে।
মেদিনীপুরবাসায় সজ্জনায় সুবন্ধবে॥
ধামসেবাপ্রবক্তায় বৈষ্ণবপ্রীতিদায়িনে।
কায়েনার্থধিয়োক্তিভিশ্চ মঠসেবাবিধায়িনে॥
ধামপ্রচারিণীসৎসদ্ভাগ্যস্তম্ভায় বিদ্যতে।
ভক্তিকেতন ইত্যেষ উপাধিরস্তু সাদরম্॥
ব্যোমর্ত্তুবহ্নিসিদ্ধন্দ্বে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
(স্বাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(১৮)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

প্রহ্লাদদাসনামা যঃ শ্রীমান্ বর্ণী সুদর্শনঃ।
কার্য্যনৈপুণ্যসংযুক্তঃ সেবোৎসাহপ্রদর্শকঃ॥
বৈষ্ণবসেবনাসক্তঃ শ্রবণকীর্ত্তনোৎসুকঃ।
গুরোরাদেশবর্ত্তী শ্রী-চৈতন্যমঠসেবকঃ॥
ধামপ্রচারিণীসৎসৎসৌভাগ্যস্তম্ভশ্চ বিদ্যতে।
কার্য্যকুশল ইত্যেতদুপনামাস্তু সাদরম্॥
ব্যোমর্ত্তুগজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
(স্বাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(১৯)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

দাসাধিকারিনামা যঃ শ্রীহরিভুজরক্ষিতঃ।
বিবিধকার্য্যনৈপুণ্য-সেবোৎসাহগুণালয়ঃ॥
প্রার্থী গুরুকৃপাদৃষ্টেবৈষ্ণবসেবনে রতঃ।
বিনীতো মানদো ধীরঃ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতঃ॥
ধামপ্রচারিণীসৎসৎসৌভাগ্যস্তম্ভশ্চ বিদ্যতে।
কার্য্যনিপুণ ইত্যেতদুপাধিরস্তু সাদরম্।
খ-রস-গজ-চন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
(স্বাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(২০)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

রায়বাহাদুরোপাধ্যঃ শ্রীবৈষ্ণবধরো বুধঃ।
ভিক্টোরিয়েটনাথাখ্যস্টেটগ্রারো মহাশয়ঃ।
শ্রীমান্ মদনগোড়ীয়মঠসেবা-সুখাবহঃ।
সুবিস্তারবদান্যশ্চ সুকৃতী গুণসাগরঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভোরস্মৈ প্রদীয়তে।
প্রপন্নবান্ধব ইত্যাখ্যোপাধিপ্রবরো বুধৈঃ।
ব্যোমর্ত্তু বসুবিল্বকে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
(স্বাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(২১)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

মহদ্দেশনিবাসায় গোবিন্দস্বামিনামিনে।
নাইট্রীত্যুপনাম্নে চ শ্রীমতে সভ্যসমুদে।
লোককল্যাণকামায় স্বধর্ম্মপালিনে সতে।
গৌড়ীয়মঠসেবায়াং সমাদরপ্রদর্শিনে।
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভোরস্মৈ সমর্প্যতে।
ধর্ম্মপ্রাণ ইতিখ্যাতমুপাধিমণ্ডনং মহৎ।
ব্যোমর্ত্তু বসুবিল্বকে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
(স্বাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(২২)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

মেদিনীপুর-বাস্তব্য-কানাইলালনামিনে।
বালাধিকারিরক্ষায় সশ্রীকোদারবুদ্ধয়ে॥
সাধুসেবননিষ্ঠায় ভক্তিপ্রচারকামিনে।
বৈষ্ণবানন্দকায়ায় শ্রীগুরুপ্রীতিভাগিনে।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসদ্ভোরস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিভূষণ ইত্যাখ্যামুপাধিমণ্ডনং মুদা॥
সুকর্ত্তৃশৈলশঙ্কে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
(স্বাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(২৩)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বাণীসংসেবনাসক্তো দৃঢ়চিত্তঃ সদাশয়ঃ।
শ্রীমান্ মদনগোপালঃ সাঙ্খ্যযোগাধিসংযুতঃ।
রায়বাহাদুরোপাধ্যো রাজকার্য্যে সুবিশ্রুতঃ।
পূর্ত্তবিদ্যাবিশেষজ্ঞো যুক্তপ্রান্তস্য ভূষণম্।
প্রাণৈরর্থৈর্গিরা বাচা বৈষ্ণবানাঞ্চ সেবকঃ।
অমানী মানদো ধীরঃ সাধুগুণগণান্বিতঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসদ্ভোরস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিভূষণ ইত্যাখ্যামুপাধিভূষণং মহৎ।
ব্যোমর্ত্তু বসুবিল্বকে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

সভাপতিঃ
(স্বাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(২৪)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

রায়বাহাদুরাহ্ব-শ্রীযিতেন্দ্রনাথপূর্ব্বিণে।
বিদ্যৈশ্বর্য্যাধিতিনির্ব্যূঢ় লোককল্যাণকামিনে।
মায়ায় ধর্ম্মপালায় বিচারকবরায় চ।
বৈষ্ণবসঙ্গসুখায় বহুসদ্গুণশালিনে।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসদ্ভোরস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিভূষণ ইত্যেতন্নামাঙ্ক সাধুবন্দ্য।

খ-রস-বসুভক্তাংক-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

সভাপতিঃ

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(২৪)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

কলিকাতাস্থবিখ্যাত-বসুকুলকলানিধিঃ।
বাগ্মী বিষয়ঃ সাধুঃ সজ্জনানন্দবর্দ্ধনঃ।
সুবিচারকৃতৌ দক্ষঃ প্রচারাদিসহায়কঃ।
মল্লমনোমোহনো নাম শ্রীমুকো গুণসাগরঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভ্যোস্তৈশ্চ প্রদীয়তে।
ভক্তিভূষণ ইত্যেষ উপাধিপ্রবরো বুধৈঃ।
ব্যোমর্ত্তু বসুবিজ্ঞেয়ে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

সভাপতিঃ

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(২৫)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

ঢাকাখ্য-নগরীবাসি-পুণ্যশীলায় ধীমতে।
সদনুষ্ঠানপালায় ব্রজেকার্থাবলম্বিনে।
রায়বাহাদুরাহ্ব-শ্রীমনোমোহননামিনে।
নিয়োগীত্যুপনাম্নে শ্রীমঠসেবাবিধায়িনে।
শ্রীহরিপ্রীতিকামায় সিংহাসনপ্রদায়িনে।
বৈষ্ণবসঙ্গলব্ধায় বর্ষীয়সে মহাত্মনে।
ভক্তিভূষণ ইত্যেতদুপাধিমণ্ডনং শুভম্।
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভ্যোস্তৈশ্চ সমর্প্যতে।
ব্যোমর্ত্তু বসুবিজ্ঞেয়ে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

সভাপতিঃ

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

(২৭)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

ঢাকাখ্যনগরীজিলাজাতো ঢাকাপ্রবাসিনাং বরঃ।
পৌরসভানুসাচিব্য-সদ্ধর্মমতিমান্ বুধঃ।
বিদ্যাবিনয়যুক্তশ্চ সজ্জনপ্রীতিভাজনম্।
কায়েন মনসা বাচা বিষ্ণুবার্থস্মরক্ষকঃ।
শ্রীমন্নীলপূর্ব্বশ্চ কুমারসুরসজ্ঞকঃ।
বি-এ ইত্যুপনামাঢ্যো যশোরাশিবিমণ্ডিতঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভ্যোস্তৈশ্চ প্রদীয়তে।
ভক্তিভূষণ ইত্যেষ উপাধিরয় সাধয়ম্।
ব্যোমর্ত্তু বসুবিজ্ঞেয়ে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে।

সভাপতিঃ

(স্বাঃ) শ্রীভক্তিরক্ষকশ্রীধরঃ

মুদ্রাঙ্কন-প্রমাদবশতঃ নিম্নলিখিত কএকটি নাম ধন্যবাদের তালিকাভুক্ত হয় নাই। নিম্নলিখিত মহাত্মগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করায় শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা হইতে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন—

১। শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, ও, সি অফিস, খোড়াং, ব্রহ্মদেশ ২। শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, ব্যাঙ্কার ও জমিদার, রেঙ্গুন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা

(গৌরাব্দ ৪৫৩ বর্ষপূর্ত্তি)

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-বাসর

কাল ১০ ঘণ্টা ; পূর্ণসংখ্যা—১০০

১। গুরু কত প্রকার ? তাঁহাদের অধিকার কি কি ? বৈষ্ণব কত প্রকার ও তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য কি ? ৫

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখুন—

(ক) সাধনভক্তি (খ) ভাবভক্তি (গ) প্রেমভক্তি (ঘ) জড়বিলাস (ঙ) নির্ব্বিলাস (চ) চিদ্‌বিলাস (ছ) পঞ্চসংস্কার (জ) উপপুরাণ (ঝ) বৃহদ্ভাগবতী (ঞ) শ্রীসৃষ্টি। ২০

নিম্নলিখিত বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করুন—

(ক) পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, (খ) কড়চাকুর (গ) শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী প্রভু (ঘ) গোপালদেবী (ঙ) বুদ্ধেশ্বর (চ) রামানুজাচার্য্য (ছ) অম্বতীর্থ (জ) ব্যাসতীর্থ (ঝ) বাদিরাজ স্বামী (ঞ) লক্ষ্মীধর। ২০

৩। নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায় এবং কিজন্য বিখ্যাত ? ৩০

(ক) গোপীবল্লভপুর (খ) রামকেলী (গ) খেতুরী (ঘ) উড়ুপী (ঙ) তিরুনারায়ণপুর (চ) পাণ্ডরপুর (ছ) কুলীনগ্রাম (জ) কামটপুর (ঝ) সত্যভামাপুর (ঞ) আলোয়ারনাথ (ট) শেষক্ষেত্র বা মহাবৃক্ষপুরী (ঠ) বিদ্যানগর (ড) কানাইনাটশালা (ঢ) গুণ্ডিচা (ণ) শ্রীরঙ্গম্ (ত) বেঙ্কটাচল (থ) আড়াইল (দ) পুন্ পুন্ (ধ) পিছলদা (ন) গোরোক্ষেত্র।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির পরস্পর বৈশিষ্ট্য লিখুন। ২০

(১) গুরুত্যাগী ও গুরুত্যাগী (২) নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ (৩) ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্য (৪) স্মার্ত্ত ও পরমার্থী (৫) ব্রাহ্মণ, যোগী ও বৈষ্ণব (৬) শ্রৌতপথ ও তর্কপথ (৭) সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন (৮) একায়ন ও বহ্বয়ন (৯) কারণোদক, গর্ভোদক ও ক্ষীরোদক (১০) শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ (১১) আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত (১২) আধাত্মিক ও অধোক্ষজভক্ত (১৩) স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি (১৪) ধাম ও গ্রাম (১৫) শুদ্ধভক্তি ও বিদ্ধভক্তি।

৬। পরিক্রমা কাহাকে বলে ? কিরূপে পরিক্রমা করিতে হয় ? পরিক্রমার উদ্দেশ্য ও ফল কি ? ধাম-পরিক্রমা ও গ্রাম-পরিক্রমায় ভেদ কি ? ৫

শ্রীধর-অঙ্গনে শ্রীগৌরপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠা

গত ২২শে ফাল্গুন (১৩৪৫), ৬ই মার্চ্চ, (১৯৩৯) সোমবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীধর-অঙ্গনে বর্ত্তমান গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু স্বীয় জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীগৌরপাদপীঠ নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের মধ্যে প্রকট করিয়াছেন। এই শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের আনুকূল্য যিনি করিয়াছেন, শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে যথাবিধি বৈষ্ণব হোম ও পূজারাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব বিরাট নামকীর্ত্তন-গোষ্ঠীর সহিত শ্রীধর-অঙ্গনে সমুপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীধরের মাধ্যমে কীর্ত্তন করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সভায় একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন—

অভিভাষণ

নামশ্রেষ্ঠং মন্ত্রমপি শচীপুত্রমস্য স্বরূপম্
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাঃ
প্রাপ্তো যস্তু প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।

"আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথায় বলিতে গেলে ঔঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ খানেশ্বরী জগন্নাথ বিগ্রহের অবতার। তাঁহার হৃদয়েই গুপ্ত মহাযোগ-পীঠের কথা প্রথম উদিত হয়। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমের হৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের অবির্ভাব-স্থান প্রথমে আবির্ভূত হন।

শ্রীল প্রভুপাদ যে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথকে খানেশ্বরী জগন্নাথের অবতার বলিয়াছেন, তাহাতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। শ্রীগৌরসুন্দর—বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর যে বিরহবিভাবিত প্রেম, তাহারই মূর্ত্তবিগ্রহ—শ্রীগৌরসুন্দর।

শ্রীগৌরসুন্দর কুরুক্ষেত্রের সন্নিহিত প্রাচী সরস্বতীর তীরে খানেশ্বরী জগন্নাথের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার সহিত স্তনস্থপক্ষক বা কুরুক্ষেত্রে সমাগত বিরহবিধুরা গোপীগণের কৃষ্ণের প্রতি উক্তি ও শ্রীরূপের বিপ্রলম্ভ-গাথার বিশেষ সংযোগ আছে। পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত যাহাতে আশ্রিতগণ বিষয়ের সেবা করিতে পারেন, তাহাই কুরুক্ষেত্রে গোপীগণের লালসাময়ী উক্তির মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। বিরহবিধুরা গোপীর ভাবে বিভাবিত বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের কুরুক্ষেত্রের প্রাচী সরস্বতীর তীরে খানেশ্বরী জগন্নাথের ভবনে আবির্ভাবের রহস্য একমাত্র ভক্তিবিনোদ-ধারায় অবগাহনকারী ব্যক্তিগণেরই বোধগম্য। স্তনস্থপক্ষকে গোপীগণ স্বগৃহে গোপীনাথকে পাইবার জন্য এইরূপ নিবেদন করিয়াছিলেন—

আরুহ্য তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ।
(ভাঃ ১০।৮২।৪৮)

শ্রীরূপ ভাবভাবিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরের কথা এই শ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

হরিঃ পুরোঽয়ং ক্ষণদামুখাদিয়ং
ক্ষণক্ষমৌ তাবধুনাপি তাদৃশৌ।
তথাপ্যহং বেদ্মি যতো ব্রজেশ্বরঃ
স্বয়ং ন রাধা তদিদং দ্বয়োঃ সমম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি।
(চৈঃ চঃ ম ১।৭৬, শ্রীরূপকৃত শ্লোক)

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে, শ্রীল বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম প্রভাব, বিশেষতঃ উপবাসাদির পর, প্রভাবে বলিতেন, "আমাকে শীঘ্র খেতে দাও।" নিত্যসিদ্ধ গৌরজন নিজের ক্ষুধায় কাতর হইয়া ঐরূপ অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেন না। কামক্রোধাসক্ত আধ্যক্ষিক জীবের ঐরূপ ভ্রান্তি হইতে পারে; কিন্তু গৌরজন বাহিরের লোকের নিকট ক্ষুৎপিপাসায় কর্শিত ও অসহিষ্ণুরূপে প্রকাশিত হইয়া বহির্মুখলোক বঞ্চনাপূর্ব্বক অন্তরে নিত্যভবনে অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। কৃষ্ণের সঙ্গে গোষ্ঠে যাইতে হইবে—এইভাবে বিভাবিত হইয়া অতি প্রত্যূষেই ভোজনের জন্য ঐরূপ ব্যস্ত হইতেন, উহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তিপরভজন, আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির কাম নহে।

শ্রীধর-অঙ্গন সেই গোষ্ঠ। শ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদের বংশে যদি কোনদিন রতির লেশও উদিত হয়, তবেই এই শ্রীধর-অঙ্গনকে 'গোষ্ঠ' বলিয়া উপলব্ধি হইবে। ত্রিলাদাক্ষ্য যতই থাকুক না কেন, হরিনাম হৃদয়ে কিছুতেই উদিত হইবে না, যদি গৌরলীলায় কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণলীলায় গৌর-লীলার ইঙ্গিত না পাওয়া যায়।

খানেশ্বরী জগন্নাথের অবতার বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের বংশে যে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী প্রকাশিত তাহাতে যদি আমাদের আস্থা থাকে, তবে সহজেই গোষ্ঠ-বাটীর স্ফূর্ত্তি হইবে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার গীতাবলীর প্রথমেই অকপোদ্গতকীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা নিষ্কপট সেবোন্মুখ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে শ্রীজগন্নাথের বংশে জন্ম লাভ করিয়া গোষ্ঠবাটীতে বাসের অধিকার লাভ হয়।

উদিল অরুণ পূরব ভাগে,
দ্বিজমণি গোরা অমনি জাগে,
ভকতসমূহ লইয়া সাথে,
গেলা নগর-ব্রাজে।

তাথই তাথই বাজল খোল,
ঘন ঘন তাহে কাঁকের রোল,
প্রেমে ঢল ঢল সোণার অঙ্গ,
চরণে নূপুর বাজে।

শ্রীগৌরসুন্দর যখন "প্রেমে ঢল ঢল সোণার অঙ্গ" লইয়া সংকীর্ত্তন-গোষ্ঠীর সহিত অরুণোদয়কালে নগরভ্রমণে বহির্গত হন, তখন তাঁহার অনুভূতি করিবার জন্য জগন্নাথের বংশের হৃদয় নাচিয়া উঠে। আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে সেই আশীর্ব্বাদ ও কৃপা করিবেন যেন শ্রীজগন্নাথের প্রকৃত বংশধরগণের পাদপদ্মের ধূলির সহিত একাত্মবোধ আমার হৃদয়ে উদিত হয়।

শ্রীধর শ্রীনিত্যানন্দসখা দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। বাহ্যদৃষ্টিতে তিনি প্রাকৃত অর্থহীন কিন্তু পরমার্থধনে মহাধনী অষ্টসিদ্ধি যাঁহার পাদপদ্মনখশোভাকে বহুদূর হইতে আরাধনা করিবার জন্য ব্যস্ত সেই শ্রীপাদপদ্ম শ্রীধরের অঙ্গনে অর্পিত হইয়াছে।

'গো' অর্থাৎ আশ্রিতবর্গ লইয়া 'গোষ্ঠ' বা 'গোষ্ঠী'। শ্রুতি বা উপনিষদ্‌গণ স্বয়ের গাভী। বেদোজ্জ্বলবুদ্ধিরূপ পাণ্ডিত্যের শেষসীমা যাঁহার শ্রীপাদপদ্মনখাগ্রে অবস্থিত, সেই "নন্দগোধন-রাখোয়ালা" পূর্ণ নিরঙ্কুশ-স্বেচ্ছাময় মহাপ্রভু স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিয়া ষোড়শকলা-মূলাকরূপে শ্রীধরের হৃদয়টি কাড়িয়া লইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের নিরঙ্কুশ ইচ্ছার সহিত শ্রীধরের হৃদয় আপে আপে মিলিয়া গিয়াছে; তাই নন্দদুলাল যেরূপ সখাগণের সহিত নর্ম্মপরিহাস করেন, শ্রীগৌরসুন্দরও সেইরূপ শ্রীধরের সহিত নর্ম্মপরিহাস করেন।

নন্দের দুই হইতে কিছু দূরে গোষ্ঠ, এ-স্থানেও তাহাই। অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া প্রস্তুত থাকিতেন—পেটের জ্বালায় নহে, পাষণ্ডিগণ তাহা মনে করিতে পারে, বোধ হয়, বয়সের আধিক্যে তিনি ঐরূপ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইতেন! বস্তুতঃ তিনি সর্ব্বদাই গৌরসুন্দরের গোষ্ঠে যাইবার জন্য প্রস্তুত।

আপনারা অনায়াসে কৃপা করিলে সেই শ্রীজগন্নাথের বংশের, শ্রীভক্তিবিনোদের বংশের, শ্রীগৌরকিশোরের বংশের, শ্রীবার্ষভানবীর বংশের উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর হইতে পারিব। সেই শুভদিন কবে হইবে? শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদগৌরবাণীর জীবাতু গৌরনামবিগ্রহ যাঁহাদের জিহ্বাপ্রাঙ্গণে বিলাসপরায়ণ, তাঁহাদের পদধূলি হইতে পারিলে কোন জন্মে সেই বংশের পরিচয় দিতে পারিব।

শ্রীধরের অঙ্গনে শ্রীগৌরনামবিগ্রহ-পাদপদ্ম অদ্য প্রকটিত হইলেন। শ্রীধরের সমস্ত সম্পত্তি শ্রীগৌরসুন্দর জোর জবরদস্তি করিয়া গ্রহণ করিতেন। গৌরসুন্দরের নর্ম্মপরিহাস-পরিপাটি এইস্থানে অধিক প্রকাশিত হইয়াছে; অতএব এস্থানে যেন অবিরত গৌরনাম ও গৌরবাণী কীর্ত্তিত হন। কেবল শ্রীগৌরপাদপদ্মের আনুষ্ঠানিক অর্চ্চন কোনরূপে না করিলে না হয়, এইরূপ যেন না হয়। অকিঞ্চনা ভক্তির দ্বারা প্রণীত অকিঞ্চন হইয়া যাহাতে আমরা এখানে অকপট সেবোন্মুখ গোষ্ঠীর সহিত হরিকীর্ত্তন করিতে পারি, এই সুযোগ যেন এখানে নিত্যকাল থাকে, ইহা শ্রীপাদ ভক্তিবিজয় প্রভুর নিকট প্রার্থনা। কারণ তাঁহার হৃদয়ে শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছা উদিত হইয়াছেন। ভক্তিবিজয় প্রভুর ভক্তির জয় জয়কার হউক। ভক্ত্যালোক প্রভুর শ্রীচরণেও আমি প্রণাম জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি এইস্থান সংগ্রহে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দেবতীরমণ দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিনিষ্ঠ প্রভু এই মন্দির-নির্ম্মাণে যথেষ্ট সেবা করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি সেবাবিগ্রহ নরহরিদা এই সেবায় সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিয়াছেন। গোষ্ঠে যে-সকল উপদ্রবের কথা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ব্রজবিরোধী অসুরগণের আদর্শের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, আপনারা সর্ব্বদা সেই সকল বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন, ইহা আপনাদের শ্রীচরণে বিশেষ প্রার্থনা! ঐসকল ব্রজবিরোধী অসুর গোষ্ঠী বা সঙ্ঘের মধ্যে গুপ্তবেষে প্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার মায়া বিস্তার করিতে পারে। ব্রজভজনের সেই সকল প্রতিকূল তত্ত্ব হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণীর কৃপায় আমরা উদ্ধার লাভ করিতে পারিব; নতুবা গোষ্ঠবাটিকাকে "মায়ার সংসার" মনে করিয়া নাস্তিকতা ও আধ্যক্ষিকতারই জয়ঘোষণা করিতে করিতে গোষ্ঠ হইতে বিতাড়িত হইব। এইজন্য আমি আপনাদের পাদপদ্মের কৃপা প্রার্থনা করি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা *

[স্থান—শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর। কাল—১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ ইং, শ্রীব্যাসপূজার ২য় দিবস, সন্ধ্যা।]

'অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার, অর্থাৎ 'অনুকূলা' যে শ্রীরাধা তাঁহার প্রেমবাধ্য কৃষ্ণের অনুশীলন বা সেবা যে স্থানে হয়। তিনিই কৃষ্ণের আরাধিকাশ্রেষ্ঠা। শ্রীরাধার বা তদীয় সহচরীর আনুগত্য ব্যতীত কখনও কৃষ্ণকৃপা পাওয়া যাইবে না। শ্রীরাধার মহিমা শাস্ত্রে এরূপ বর্ণিত আছে—

গোবিন্দানন্দিনী, রাধা, গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্ব্বস্ব, সর্ব্বকান্তা শিরোমণি।

(চৈঃ চঃ আ, ৪।৮২)

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্ব-কান্তিঃ সম্মোহিনী পরা।

(বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্র)

শ্রীগোবিন্দ একমাত্র শ্রীরাধার হৃদয়ের ধন। তিনি শ্রীরাধার অনুগতজনকেই দর্শন দান করেন। যাহারা গোবিন্দদর্শনের অনধিকারী তাঁহারা তদীয় প্রকাশবিগ্রহ শ্রীবলদেবকে দর্শন করুন; তাহাতেও অযোগ্য হইলে চতুর্ব্যূহ দর্শন করুন তাহাতে অযোগ্য সেবকগণ বৈভবের দর্শন করুন। তাহাতেও অযোগ্য ব্যক্তি গোবিন্দের সর্ব্বাপেক্ষা দয়াময় পতিতপাবন অবতার শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ দর্শন করুন।

'প্রকাশ-বিগ্রহ' বলিলে জানিতে হইবে—যিনি নিজকে প্রদর্শন-পূর্ব্বক অপরের দর্শনের যোগ্যতা দান করেন। ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আনুগত্য ব্যতীত অক্ষজ্ঞানে জড়চক্ষে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে যাইয়া কেহ পুঁইর মাচা, কেহ অলঙ্কারিত 'ওঁকার,' কেহ বা তাঁহার দুইটী হাত দর্শন করিতেছেন, কিন্তু পদদ্বয় দেখিতে পা'ন না, কেহবা তাঁহাকে কাঠের ঠাকুর দর্শন করিতেছেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথকে শ্রীবংশীবদন শ্যামসুন্দররূপে দর্শন করিতেন। শ্রীজগন্নাথ কাহাকে স্বীয় শ্যামসুন্দররূপ প্রদর্শন করিতেছেন? না—যিনি শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে। শ্রীচৈতন্যদেব নিজ আচরণদ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন—কি ভাবে ভগবান্‌কে দেখিতে হইবে? অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্যময় মার্জ্জিতচিত্ত ও সেবোন্মুখ হইলে তবে জীবের কৃষ্ণদর্শন লাভ হইবে। ঐরূপ নির্ম্মলচিত্ত না হইলে Perverted reflectionএ মোহিত হইলে কি ফল হইবে? Symbolised figure প্রকৃত দর্শন নহে। শ্রীচৈতন্যদেব কি জন্য আসিয়াছিলেন? শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।

এইরূপ অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানকারী শ্রীচৈতন্যদেব গুরুর কার্য্য করিবার জন্য এ জগতে আসিয়াছিলেন। এ জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে কি বলিবে?

God is not a muddy thing. He within the jurisdiction of our senses. theistic ideas should simply be thrown away. Less intelligent people who are not Bhaktas have no religion though they pretend as wiseacres to make a comparative study of Religion. পঞ্চোপাসক বলিবেন—'আমি সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, রুদ্র ও বিষ্ণু দর্শন করিয়াছি। But God does not grant interview to irrational empiricists or impersonalists. Only true rationalists or Bhaktas can have His 'darsan' through His mercy. হরিভক্তই পরমমুক্ত, যেহেতু—

ইহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্ত স উচ্যতে।

(ভঃ রঃ সিঃ)

* 'গৌড়ীয়', ১৪শ খণ্ড, ২৯শ সংখ্যা, ৩৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা'র অনুলিখিতাংশ।

আমরা এখানে যতদিন বাস করিব, যে কয়দিন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২২ ঘণ্টা হরিসেবা করিবার জন্য চেষ্টা-বিশিষ্ট থাকিব। শরীর সুস্থ রাখিব ভগবানের সেবার জন্য। ভগবানের প্রকাশবিগ্রহকে বর্জন করিতে পারি না বলিয়া আমরা স্নেহস্পর্শিত লোকদের সেবা করি, তাহাদের সেবা গ্রহণ করি এবং গৌড়ীয়মঠের আশ্রয় গ্রহণ করি না। ভগবানের প্রকাশস্বরূপ তদীয়জনকে বর্জন করিতে পারি না বলিয়াই গৌড়ীয়মঠব্যতীত অন্য কোনও আশ্রয় বা ধর্মের প্রতিষ্ঠান আছে বলিয়া মনে করি।

ভগবানের এই সূত্রে প্রকাশ শ্রীমূর্ত্তি ব্যাপক বস্তু তাঁহাকে ব্যাপ্য জড়জ্ঞান করা ভীষণাপরি ভীষণতম অপরাধ। আবার ব্যাপ্য বা জড়বস্তুকে ব্যাপক মনে করাও পাষণ্ডতা।

কংসের রঙ্গক্ষেত্রে অগ্রে বলদেব এবং পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণ গমন করিতেছেন। এস্থলে স্বয়ং প্রকাশ বা Whitefaced Absolute অগ্রে যাইতেছেন। তাঁহাকে কংসের নির্ব্বিশেষবাদের রক্ষক চাণুর ও মুষ্টিক বজ্রতুল্য বর্ণন করিতেছে অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব স্বয়ংরূপের বিরুদ্ধগণকে অগ্রেই নাশ করেন।

So, all our works must be dovetailed and adjusted with the gratification of the senses of Krishna. যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় এ-সকল কথা নির্ভীক কণ্ঠে বলা যায়, সেই গুরুপাদপদ্মকে আমি নিরন্তর প্রণতি জানাইতেছি 'নাম শ্রেষ্ঠং মনুমপি' ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীআচার্য্যকথাপ্রসঙ্গ

(লক্ষ্ণৌ অবস্থানকালে)

অর্থপ্রবৃত্তি হইতে অনর্থনিবৃত্তি হইবে, অনর্থনিবৃত্তি হইতে অর্থপ্রবৃত্তি নহে। শুদ্ধ নামের সৃষ্টি ও গ্রহণ যত হইতে থাকিবে ততই নামাপরাধ দূর হইবে, আবার নামাপরাধ যতই দূর হইতে থাকিবে ততই নামাভাস এবং শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ে নামের সেবা হইবে। যতই নিজকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাসিং বলিয়া উপলব্ধি হইবে, ততই পুরুষাভিমান প্রভৃতি আনুষঙ্গিকভাবে দূর হইবে। নির্ব্বিশেষবাদী কর্ম্মত্যাগিগণের ন্যায় স্ত্রীসঙ্গত্যাগের মন্ত্র জপ করিতে করিতে প্রকৃতিসঙ্গের প্রতিই ধ্যান হইতে থাকিবে। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—আমরা উলুই-চণ্ডীর সেবক অরিষ্টাসুর নহি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—আমরা বিরাগী নহি, অনুরাগী।

• •

যেখানে জড়বিলাসী কর্ম্মী হইতে জড়বিলাসত্যাগী জ্ঞানীকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে—যেমন "কোটি কর্ম্মীর মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ" সেস্থলে চতুর্ব্বিধ মুক্তিকামীকেই জ্ঞানিরূপে লক্ষ্য করা হইয়াছে; যেমন চতুঃসন, তুলসী তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবামাধুর্য্যে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন; তাঁহারা আত্মারাম হইলেও সাযুজ্যকামী নহেন।

• • •

শ্রীবৈষ্ণবগণের অনেকেই জ্ঞানমিশ্রভক্ত; আলোয়ার-গণের অনেকেই, যেমন কুলশেখরাদি জ্ঞানবিমুক্ত ভক্ত; নাথমুনি প্রভৃতি যোগমিশ্র ভক্ত।

• • •

কৃষ্ণের রৌদ্ররূপ প্রভাই—ব্রহ্ম। প্রকৃতিলয়ে cessation of conception and preception ঘটে অর্থাৎ অচিন্ত্যাবস্থা; ইহা মহাকালীর গর্ভে লয়, আর ব্রহ্মলয়ে চিন্ত্যাবস্থাই কৃষ্ণসূর্য্যের বিরূপের অন্তর্ভুক্তি।

• • •

"সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ"

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

এখানে যে 'ব্রহ্মসুখ' শব্দ বলা হইয়াছে, তাহা লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য। শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি সাযুজ্যকামী জ্ঞানী; ইহারা জ্ঞানের সহিত 'ব্রহ্মলয়'

চাহিয়াছিল। শিশুপাল deliberately কৃষ্ণের বিলাস অস্বীকার করিয়াছে। শিশুপাল কৃষ্ণের মাধুর্য্যের বিষয় জানিত, প্রতিকূলভাবে—অনুকূলভাবে নহে। অনুকূলভাবে জানিলে সেই মাধুর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া যাইত। যাহারা ব্রহ্মে লীন হন, তাঁহারাও কল্পান্তে কারণার্ণবশায়ীর মধ্যে প্রবেশ করেন।

• • •

মধ্যমাধিকারে অনর্থ থাকে, ভাবের আবির্ভাব পর্য্যন্তও অনর্থ থাকে।

• • •

শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যমাধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্।

এখানে "দৃঢ়" শব্দের পরে (') হইবে, "জানে" এর পর নহে। মধ্যমাধিকারী দৃঢ়শাস্ত্রযুক্তি জানেন না; কিন্তু শ্রদ্ধাবান্। মধ্যমাধিকারী শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে পারেন না; কিন্তু উত্তমাধিকারী শাস্ত্র ও যুক্তিতেও যেরূপ সুনিপুণ, শ্রদ্ধায়ও সেইরূপ সুদৃঢ় এজন্য তিনি সংসার তারণ করিতে পারেন।

• • •

বেদ ও শ্রুতিতে অধিকাংশ স্থলেই কারণ, গর্ভ ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর কথা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" প্রভৃতি মন্ত্রে কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর কথা বলা হইয়াছে, "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" প্রভৃতি মন্ত্রে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর কথা উক্ত হইয়াছে, "যা সুপর্ণা" মন্ত্রে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর কথা বর্ণিত হইয়াছে, দাক্ষিণাত্যে ও উত্তরাপথে শেষশায়ী বিষ্ণু (পুরুষাবতারত্রয়), না হয় বড়জোর তুরীয় পুরুষোত্তমের কথা পর্য্যন্ত প্রচারিত রহিয়াছে। লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণের কথার গ্রাহক এই পরাক্ জগতে খুব কম এবং পরাঙ্মুখ বদ্ধজীব তাঁহার প্রতি নৈসর্গিক মাৎসর্য্যযুক্ত বলিয়া প্রাকৃতবৎ প্রতীয়মান, কিন্তু বস্তুতঃ অপ্রাকৃত বা কেবল কৃষ্ণনামরূপ-চরিতাদির বর্ণন বেদে অতি সুনিগূঢ়ভাবে আছে, তজ্জন্য বেদজ্ঞ আচার্য্য শ্রীনামপরায়ণ বৈষ্ণবের নিকট শুশ্রূষু হইতে হইবে।

• • •

কল্পা অগ্নির সপ্তজিহ্বার গহন করিতে পারে, লৌহ অগ্নির শক্তিতে দহন করে—"অগ্নিসঙ্গে তৈছে করয়ে জারে"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। এক সম্প্রদায় কল্পা ও লৌহকেই মূল মনে করিতেছেন; বৈষ্ণবগণ কল্পা বা লৌহ দর্শন করেন না, তাঁহারা অগ্নি দর্শন করেন। কল্পার কারণত্ব দর্শনই স্মার্ত্ত দর্শন—প্রকৃতিকে জগৎকর্ত্রী বা জগৎকারণরূপে দর্শন। প্রকৃতির স্বতঃকর্তৃত্ব বা কারণত্ব নাই। শক্তি—শক্তিমানেরই অধীন—ইহাই কেনোপনিষদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

• •

কৃপার প্রকারভেদ আছে। মহাপ্রভু বেঙ্কট ভট্টকে সাক্ষাৎ মাধুর্য্যবিগ্রহের সেবা দান করিলেন, মুরারিগুপ্ত ও অনুপমকেও তাহা দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিলেন না। শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু রঘুনাথকে বহুতত্ত্বচ্ছলে শ্রীরূপ পণ্ডিতকে উন্নত উজ্জ্বল রসের অধিকতর চমৎকারিতার কথা বলিয়াছিলেন।

• •

বাচ্য হইতে বাচক অধিক কৃপাময়। বাচকের স্মরণে—স্বভাবে ঔদার্য্য নেই। "হরিস্থানে অপরাধ তাহে হরিনাম।" বাচ্য ও বাচক, এই দুই হইতেও বাচ্যের চরণে অপরাধ বাচকের আশ্রয়ে দূরীকৃত হয়—বাচক ক্ষমা করেন। কিন্তু বাচকের চরণে অপরাধ অর্থাৎ নামাপরাধটি ভীষণ বস্তু। বাচকের চরণে অপরাধের দ্বারা সাধুর চরণে অপরাধ হয়। সাধুনিন্দা প্রধানতম বাচকাপরাধ। বাচকের অর্থাৎ হরিনামের যিনি বিলাসী অর্থাৎ হরিনাম উচ্চারণ করিয়া হরিনামকে সুখ প্রদান করেন, তাঁহার চরণে অপরাধ তিনিই ক্ষমা না করিলে তাহা হইতে উদ্ধার লাভের আর উপায় নাই। যে পথ দিয়া শরীরে কাঁটা প্রবিষ্ট হয়, সেই পথদিয়াই উহাকে বাহির করিতে হইবে। তাহা না করিলে শরীরে পূঁজ জন্মিবে, এমন কি, সমস্ত শরীর বিষাক্ত হইয়া যাইবে; তাহাতে জীবনান্ত পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। আবার ক্ষমাকারী বৈষ্ণব যদি ক্ষমা বিষয়ে Indifferent (উদাসীন) থাকেন, তাহা হইলে আরও ভীষণ অবস্থা। অপরাধ দুইপ্রকার,—অজ্ঞতাজনিত ও জ্ঞানজনিত। অজ্ঞতাজনিত অপরাধ সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণের ফলে বিদূরিত হয়, কিন্তু জ্ঞানজনিত অপরাধ ভয়াবহ।

'ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সকলপর মিশ্রিত'। এজন্য জগতের লোক ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট নারায়ণের পরমেশ্বরত্বের কথা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে, কেন নারায়ণ জগৎ হইতে বিলক্ষণ তত্ত্ব। জন্তু বা প্রাকৃত মাতাপিতা হইতে জন্মগ্রহণ করে; নারায়ণের মাতাপিতা নাই, তিনি অজ। মনুষ্যের দুই হস্ত, নারায়ণের চারি হস্ত। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রাদি সমস্তই প্রাকৃত মানুষের মত বৈচিত্র্যময়, কেবলমাত্র অপ্রাকৃতত্বে ও পরমচমৎকারিত্বে অত্যন্ত প্রভেদ। তাই কৃষ্ণকে মানুষের ধারণার অতীত। কৃষ্ণ মানুষের মত মাতাপিতার জন্মলীলা প্রকাশ করেন মানবেরই মত বিকৃত। মানুষের মত হইয়াও কিরূপে তাঁহাতে অতিমর্ত্য ও অপ্রাকৃতত্ব থাকিতে পারে,—ইহাই কংসের ধারণার অতীত। এজন্য কৃষ্ণতত্ত্বে তাঁহার প্রবেশও মোটে হয় না।

• • •

গোস্বামিগণ শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিয়াই সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই বৃহদ্ভাগবতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ ও শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত, স্তবমালা বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটীকে রসামৃতসিন্ধুর মধ্যে কিরূপ সুবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজাইয়াছেন! আর শ্রীশ্রীজীব-প্রভু শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি আচার্য্যবৃন্দ সেই সিদ্ধান্তকেই শ্রীমদ্ভাগবতের ষট্‌সন্দর্ভ, স্তব ও বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথের স্তবাবলী প্রভৃতি শ্রীসনাতনরূপের প্রণালীতে বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতেরই বিবৃতি।

• •

যেখানে নির্ব্বিশেষবাদ কৃষ্ণকে পিষিয়া ফেলিয়াছে, এইরূপ মনে হয়—কৃষ্ণ নাই—এইরূপ মনে হইতেছে, তথায়ও অধোক্ষজের আবির্ভাব; কৃষ্ণ সেখানেও রহিয়াছেন। শতটাসুর কৃষ্ণকে পিষিয়া ফেলেন, মনে হইয়াছিল; কিন্তু সেখানে অধোক্ষজ কৃষ্ণই আছেন। পাষণ্ডসম্প্রদায় হরিগুরুবৈষ্ণবকে তাহাদের ধার্ম্মিকতারূপ ভারবাহিতার দ্বারা পিষিয়া ফেলিতেছে মনে হইলেও তথায় অধোক্ষজেরই আবির্ভাব হয়।

• • •

কৃষ্ণের অনুগ্রহের ফলে রুদ্রেরও বুদ্ধিভ্রম হইয়াছিল। কেবল বিষ্ণু মায়াধীশ বলিয়া বৃককে কৌশলে দিয়াই করিয়া কংসকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বৃক তাহার ইষ্টদেবকেই—গুরুদেবকেই তৎপ্রদত্ত সিদ্ধিবলে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বিষ্ণু রুদ্রের এই অবস্থা দেখিয়া বৃককে বলিয়াছিলেন,—'তুমি কি শেষে পাগল রুদ্রের কথায় পাগল হইয়া পড়িলে? তোমার সিদ্ধির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অপরের নিকট যাইবার প্রয়োজন কি? তোমার নিজের কাছেই ত' কষ্টিপাথর রহিয়াছে, নিজের মাথায় একবার হাত দিয়া দেখ না? বৃক নিজের মাথায় হস্ত প্রদান-মাত্রই বিনষ্ট হইল।

• • •

যদি খাঁটি একজন লোক পাওয়া যায়, তবে তাঁহাকে লইয়াই 'মিশন' হয়—তিনিই 'মিশন'। এইরূপ একটি মঠ থাকিলেই প্রকৃত আচারপ্রচার থাকিবে—হাউই বাজির মত কতকগুলি সাজের প্রতিষ্ঠানের অকস্মাৎ অভ্যুদয় দেখাইয়া লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণ করা প্রচার নহে। মাংসভুক্ ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া, তাঁহাদিগকে ছানার ডালনা খাওয়াইয়া বা তাঁহাদের মাংসচক্ষে তাঁহারা যাহাকে কাঠ-পাথররূপে দর্শন করিতেছেন, সেইরূপভাবের সজ্জায় শ্রীমূর্ত্তি গড়ু করাইয়া মঠবাসিগণ যদি পরস্পরের মধ্যে ইন্দ্রিয়তর্পণের একটা রফাদফা করিয়া লন অর্থাৎ তোমরা আমাদিগকে মাসিক কিছু চাঁদা দিও, আমরা সেই মাসহরা পাইয়া বেতনভোগী গৃধ্রবৃত্তগণের ন্যায় নিশ্চিন্ত মনে জীবন যাপন করিব, আর আমাদের সেই ইন্দ্রিয়তর্পণকে চিরজীবী রাখিবার জন্য উহার শুল্করূপে তোমাদিগকে ছানার ডালনা খাওয়াইয়া বা রাসোৎসবে (?) কুলনোৎসবে(?) কিংবা বিভিন্ন উৎসবে তোমাদের মনের মত করিয়া শ্রীমূর্ত্তি সাজাইয়া তোমাদিগের মাংসচক্ষের ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইব—তোমাদিগকে কোন চেতনের কথা—সুতীব্র সত্য কথা বলিয়া তোমাদের কোন নিত্যমঙ্গলের বা উপকারের চেষ্টা করিব না—এইরূপ বিচার প্রবল হইলে তাহাকে আর 'মঠ' বলা যায় না। এই সকল অন্যাভিলাষী ব্যক্তিকে ঝাড়-ঝাঁকা করিতে হইবে, যদি সমস্ত দালানকোঠাগুলি উড়িয়াও যায়। দালানকোঠা মঠ নহে, বাস্তব সত্যের কথা কীর্ত্তনকারীই মঠ।

•

মঠবাসিগণ বিষয়ী দুশ্চরিত্র লোকের তোষামোদ করিবার জন্য মঠব্রত গ্রহণ করেন নাই। কেহ যদি গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাদের পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া হরিভজন করেন, তবে মঠবাসিগণ প্রাণপণে তাঁহাদের সেবা করিবেন, আর যাহারা বহির্মুখতা-সহকারে কৃষ্ণসম্বন্ধ, কেবল সাম্প্রদায়িকভাবে কোন না কোন অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া কিছু অর্থাদি প্রদান বা অন্য কোন উপায়ে মঠের সেবার আনুকূল্য করেন, তাঁহাদের নিকট হইতে কৌশলে তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব গুরুবৈষ্ণব-সেবায় নিয়োগ করাইয়া তাঁহাদিগের প্রকৃত মঙ্গল বিধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের নিকট বা ক্রীতদাস হইয়া যাইতে হইবে না। তাঁহাদিগের নিকট নির্ভীকভাবে সত্যকথা কীর্ত্তন করিয়া জানাইতে হইবে যে, কৃষ্ণবস্তুকে সর্ব্বস্ব দিতে হয়, তাঁহার নিকট হইতে কোনপ্রকারে কিছু আদায় করিতে হয় না। যেহেতু বিষয়িগণ মঠের সেবানুকূল্য করেন, অতএব মঠবাসিগণ বিষয়ীর খিদমদ্‌গার, ইহা যেন বিষয়িগণ মনে করিয়া অধঃপাতিত না হন। পারমার্থিক মঠ জনসেবার স্থান নহে, জনগণের নিত্য মঙ্গলবিধানের স্থান, তাহা পূর্ণচেতনের অনুশীলনকারী অপ্রাকৃত গুরুবৈষ্ণবের সেবার স্থান—অপ্রাকৃত হরিজনসেবা-সদন।

• •

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

(স্থান—শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, কাল—২৩শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫৯), বেলা ৮টা—৯টা)

আজ শ্রীমদ্ নবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার অধিবাস-দিবস। কাল শ্রীশ্রীঅন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমা হ'বে। অন্তর্দ্বীপ—আত্মনিবেদনের ক্ষেত্র, আত্মনিবেদনের অপর নাম—শরণাগতি। বলি মহারাজ আত্মনিবেদনের উপমান-স্বরূপ। বলী ও বলি—দুই-ই বলা যে'তে পারে। বলী—বলবান্, যাঁ'র বল আছে। শরণাগতই বলী, অশরণাগত—দুর্ব্বল। 'বলি' অর্থে উপহার। আত্মবলি দিতে হ'বে। প্রহ্লাদ মহারাজ ব'লেছেন—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।"

'আদৌ অর্পিতা সতী পশ্চাৎ ক্রিয়েত'—আগে আত্মনিবেদন, তা'রপর শ্রবণাদি ভক্তির অনুষ্ঠান—পরিক্রমার অনুষ্ঠান। জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামিপাদ একথা ব'লেছেন। ভজনক্রিয়ার পূর্ব্বে আত্মনিবেদন ক'রেছে কিনা জিজ্ঞাসা করা যা'ক্। অন্তর্দ্বীপ—নবদ্বীপের অন্তর্গত দ্বীপ। নবধা ভক্তি মূর্ত্তি ধ'রে আধারস্বরূপে—নবদ্বীপ-ধামরূপে বর্ত্তমান। বিষ্ণুর শ্রবণ, বিষ্ণুর কীর্ত্তন, বিষ্ণুর স্মরণ, বিষ্ণুর পাদসেবন, বিষ্ণুর অর্চ্চন, বিষ্ণুর বন্দন, বিষ্ণুর দাস্য, বিষ্ণুর সহিত সখ্য, বিষ্ণুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন—ইহাই নবধা ভক্তি। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন অভিধেয়ের বিষয় ও আশ্রয় বিগ্রহের পীঠস্থানই নবদ্বীপ। এই নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা হ'বে।

আগে কেন্দ্র, কেন্দ্র থেকে ব্যাসার্দ্ধ নির্গত হ'য়ে বৃত্ত হয়। সুতরাং যখন পরিক্রমায় বেরুতে হ'বে, তখন জিজ্ঞাস্য—আত্মনিবেদন ক'রেছি কিনা, নতুবা পরিক্রমা হ'বে না। ভগবানের সঙ্গে উপাসকের সম্বন্ধ বা প্রেমলাভের উপায়—অভিধেয়, সেবা বা ভক্তি। ভক্তি নয় প্রকার; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আত্মসমর্পণ। অকিঞ্চন না হ'লে আত্মসমর্পণ হয় না। ভোগ্যবস্তুরূপে এজগতের কোন কিছু বা কৃষ্ণেতর বিষয় যাঁ'র নাই, তিনিই অকিঞ্চন। কৃষ্ণের সেবার জন্য অনন্তকোটি বৈভবশালীই অকিঞ্চন। আমরা সেরূপ অকিঞ্চনের ভৃত্য হ'য়েছি কি? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু ব'লেছেন—

শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।

দুই মতো প্রবেশরে আত্মসমর্পণ।

অকিঞ্চন ই শরণাগত, তাহাতো অনুগত আছে আত্ম-নিবেদন ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা প্রকৃতি-কৃষ্ট কোন সম্বন্ধ সঙ্গে অকিঞ্চনের সম্বন্ধ নাই। অকপটভাবে বুকে হাত দিয়ে দেখা যাক্, আমি অকিঞ্চনের সেবক হ'তে পেরেছি কি না। গুরুপাদপদ্ম স্পর্শ ক'রে নিষ্কপটে ব'লবার মত অবস্থা লাভ হ'য়েছে কিনা দেখা যাক্। দেখা যাক্, আমাকে অকিঞ্চন হ'বার উপদেশ দিবার মত কেউ আছেন কি না। 'তুমি শরণাগত হও'—এই ব'লে আমাকে কেউ কৃপা ক'রবেন কিনা। বৈষ্ণবের কৃপা ছাড়া গতি দেখি না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন—

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদছায়া॥
সপরিবার কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে।
দন্তে তৃণ ধরি' দাঁড়াইব নিকপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হ'তে মাগিব বিশ্রাম॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আরাধিবেন প্রচুর॥
সেবকের নিবেদন বৈষ্ণবচরণে।
কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে॥

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে। আমিত' কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি' ধাই তব পাছে পাছে॥

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে এই দয়ার কথা লোকে বুঝতে পেরেছিল। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ব'লেছেন,—

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং ত্বদুর্কিমহিনঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্বলিমেজকেশ তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ বতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবাস্ত আসীদ্রসঃ॥

যাঁরা ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোগে নিতে চায়, বিষয় গ্রহণ করে তাঁরা বিষয়ী। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুই বিষয়। শ্রীচৈতন্যের দয়ার ফলে বিষয়িগণ স্ত্রী পুত্রাদির কথা—ভোগ্য বিষয়ের কথা সব ছেড়ে দিয়েছে। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রবিবাদ, প্রতিবিরোধিনী যুক্তি-তর্কমূলে যে দম্ভ তা' ছেড়ে দিয়েছে। তাঁরা ভারবাহী হ'তে নিজ গর্বগর্ত্ত ঢেকো'বার জন্য পরস্পর যুক্তির সাহায্যে আর বাদবিতণ্ডা ক'রছেন না, তাঁরা জিগীষা পরিত্যাগ ক'রেছেন। যোগাচার্যগণ—যাঁরা পতঞ্জলির অনুগত, তাঁরা প্রাণায়াম-জনিত ক্লেশ, আসনাদি আঙ্গ যোগ সিদ্ধিকামনা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন ক'রেছেন। সহস্রবদনের অবতাররূপে কথিত পতঞ্জলি অষ্টাধ্যায়ীর মহাভাষ্য (ফণিভাষ্য) ক'রেছেন। হরিসেবা-বিমুখ কোন 'ব্যাস'নামধারী ব্যক্তি আবার পতঞ্জলির যোগসূত্রের ভাষ্য ক'রেছেন। এই ব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস নহেন। 'ব্যাস' নাম শুনে শ্রীমূর্ত্তিবিদ্বেষী কোন অপসম্প্রদায়ের জনকও মায়াবাদক কল্প ক'রেছেন। সহস্রশিরের বিকৃত অংশ যেমন রুদ্র, সহস্রবদন বা শেষ-নাগের বিকৃত অংশও সেইরূপ পতঞ্জলি।

তপস্বিগণ তপস্যা ছেড়ে দিয়েছে, মায়াবাদিগণ—নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরত জ্ঞানিগণ বেদান্তচর্চ্চা ত্যাগ ক'রেছেন। প্রকাশানন্দ-প্রমুখ যতিগণ পর্য্যন্ত শঙ্করভাষ্য আলোচনা ছেড়ে দিলেন। ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য-কামনা আর তাঁদের নাই। ভক্তিরস এমনই জিনিষ। এই পরম ভক্তিরস মহাপ্রভু যখন প্রকট ক'রলেন, তখন অন্যরস আর থাকলো না। তখন কৃষ্ণপ্রেমরসে সমস্ত ভুবন প্লাবিত হ'ল। সেদিন আমার কবে হ'বে, কবে গৌর ও গৌর-ভক্তের দয়া পা'ব?

"কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণবপদছায়া।"

বৈষ্ণব কত বড়! জড়বিষয়ীর কুবিষয়ে ফুৎকার দিতে পারেন, জড়পাণ্ডিত্যকে ধিক্কার দিতে পারেন, এমন কি বৈরাগীর বৈরাগ্যকেও অতি তুচ্ছজ্ঞান ক'রতে পারেন, মায়াবাদ-ভাষ্যালোচনাকে তিরস্কার ক'রতে পারেন, এমন ভক্তিরসের প্রকট হ'লে, শ্রীচৈতন্যের দয়া হ'লে বৈষ্ণবের পাদপদ্ম কত বড় বুঝা যা'বে। বৈষ্ণবের পদছায়া লাভ হ'লে—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালদর্পপটনী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥"

গৌরের দয়া হ'লে ঈশ্বর-সাযুজ্য বা কৈবল্য নরকের ন্যায়—বিষ্ঠার ন্যায় মনে হয়, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান তুচ্ছ মনে হয়। "ত্রিদশপূঃ"—স্বর্গ আকাশকুসুমের ন্যায়—চাষাবাড়ীর ন্যায় নিরর্থক বা ভোগা দেওয়া জিনিষ ব'লে মনে হয়। সে তখন আর বিষয় চায় না। ইন্দ্রাদির ন্যায় সুখলাভ তখন আর তা'র ভাল লাগে না। ব্রহ্মাদির পদও কীটের ন্যায় মনে হয়, বিশ্ব সুখময় হয়, "যেদিন গৃহে ভজন দেখি', গৃহেতে গোলোক ভায়।"

ভগবান্ নিত্যসুখবোধতনু। সুখ—আনন্দ, 'বোধ'—জ্ঞান। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের কৃপায় সমস্ত বস্তুতে সচ্চিদানন্দানুভূতি হওয়ায় বিশ্ব সুখময়রূপ মনে হয়, বিশ্বে গোলোক ভায়। সেখানে বিশ্ব-দর্শন নাই, বিশ্বম্ভরের কর্তৃত্ব সর্ব্বত্র দেখ্‌ছে। বিশ্বম্ভরের সেবক-অভিমানে সকলকে বিশ্বম্ভরের সেবক ব'লে দর্শন হ'চ্ছে। গৌর-কারুণ্যকটাক্ষ লাভ হ'লে এইরূপই জ্ঞান হয়, বৈষ্ণবের পদধূলি হ'বার জন্য অন্যত্র পিপাসা যায়ে। বৈষ্ণবপাদপদ্ম-ধূলির এত বড় মহিমা! জানি না, এরূপ ইচ্ছা কবে হ'বে। শ্রীচৈতন্যের দয়া হ'লেই মঙ্গল হ'বে—বৈষ্ণব-পদধূলিতে আদর হ'বে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ব'লেছেন—"কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে।" অকিঞ্চন না হ'লে সঙ্গে যাওয়া যায় না এবং তাঁ'রাও সঙ্গে নেন না। 'অকিঞ্চন' হওয়া মানে দীন কাঙ্গাল অমানী-মানদ হওয়া। অকিঞ্চনের বড় দম্ভ নাই, অহঙ্কার নাই; কিন্তু শুদ্ধ অহঙ্কার আছে। 'আমি—তোমার,' ইহাই শুদ্ধ অহঙ্কার।

"তোমারে ছাড়িয়া, সংসার ভজিনু, ভুলিয়া আপন ধন।
গুরুদেব! এই-কি বিচার তব।
বিমুখ দেখিয়া, ছাড় নিজজনে, না কর করুণা-লব।
গুরুদেব! তুমি ত' সকলি জান।
আপনার জনে, ধরিয়া এখন, শ্রীচরণে দেহ স্থান।

'তোমার জন,' আপনার জন' ও 'নিজজন' তিনবার ব'লেছেন। ইহাই সম্বন্ধজ্ঞানের কথা। চেতনের অভিমানেই বা সেবকাভিমানেই "আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে"—এই বিচারই প্রবল হয়। সেখানে এইরূপ অকিঞ্চনতা—দীনতা, সেইখানেই দয়া। 'দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্'। সেখানে দম্ভ নাই, সেখানে জড়দর্প গর্ব্ব নাই, সেখানে আছে কেবল সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞান—কার্পণ্যের অনুভূতি শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে ব'লেছেন—

"অয়ি নন্দতনুজ, কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদ-পঙ্কজ-স্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়।"

'স্থিত' অর্থে সংলগ্ন। অন্যত্র থাকলে হ'বে না। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মসংলগ্নধূলি হ'তে হ'বে। ইহাই আমাদের স্বরূপ। আত্মনিবেদন না ক'রলে শরণাগত বা অকিঞ্চন না হ'লে, শ্রীধামপরিক্রমায় অধিকার হ'বে না। পরদুঃখ-দুখী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই ভিক্ষা চেয়েছেন—"রাধাকৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল, এই মাত্র ভিক্ষা চাই"। মনোধর্ম্মে মত্ত হ'য়ে থাক্‌লে চ'ল্‌বে না। অকিঞ্চন হ'য়ে বৈষ্ণবের সঙ্গে যেতে হ'বে, দক্ষিণা দিতে হ'বে। দক্ষিণা হ'চ্ছে আত্মনিবেদন। যে আত্মনিবেদন করে কায়মনোবাক্যে এ তিনটিকে দক্ষিণা দেয় না, তা'র শুদ্ধ-বৈষ্ণব-পাদপদ্মের সঙ্গে যা'বার অধিকার হয় না, বৈষ্ণবগণ তা'কে সঙ্গে যা'বার অধিকার দেন না। সুতরাং আত্মনিবেদন হ'য়েছে কিনা—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদ স্পর্শ ক'রে বুকে হাত দিয়ে বলা যাক্। নোঙ্গর যদি পোঁতাই যাবে, তবে নৌকা চালিয়ে কি হবে? অকিঞ্চনতার বিরুদ্ধ পক্ষ অহঙ্কার যদি বজায় থাকে, তবে পরিক্রমা হ'বে কি? তা'তে গ্রাম দেখা হ'বে, মাটি দেখা হ'বে, শ্রীধাম-দর্শন হ'বে না। তা'র ফল—আবার সংসার—আবার গ্রামে যাওয়া। যে অমৃতের আস্বাদন একবার পায়, সে বিষ্ঠাবিষ্ঠাগর্ত্তে যেতে চায় কি? কিন্তু শ্রীধামপরিক্রমা ক'রেও যদি আবার তোদের সংসারে ফিরে যেতে হয়, তবে ইহা কপটতা, না সরলতা?

গৌরধাম—মহাবদান্য, তাঁর দয়ার তুলনা নাই। মথুরা হ'তেও তাঁর দয়া বেশী। ঔদার্য্য-দ্বারা মাধুর্য্য প্রকাশ হ'বে, গৌরধামের কৃপায় ব্রজধামে প্রবেশ হ'বে। কৃষ্ণের চেয়েও গৌরের দয়া বেশী। গৌরধামকে আমি কি দক্ষিণা দিয়েছি—আত্মনিবেদন ক'রতে এসেছি, না মাটি দেখ্‌তে এসেছি? মাটি অচেতন, অমাত্মিা—চেতন। অকিঞ্চন দীনহীন কাঙ্গাল হ'য়েছি কি? যদি হই, তবে ধাম রূপ দেখা'বেন। এই ধাম মাটিকে স্পর্শ ক'রে আছেন ব'লে মাটি নন। এখানকার প্রত্যেক অণুপরমাণু দয়া করবার জন্য প্রস্তুত।

পরিক্রমা হ'বে বুঝলাম। জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী ব'লেছেন—অগ্রে আত্মনিবেদন, তা'র পরে ভজনের অনুষ্ঠান ক'রতে হ'বে। জগদ্‌গুরুর এই যে বিধি, তা'র সেই আদেশ কি আমরা পালন ক'রছি? নব বা নারীদেহধারী সকলেই বুকে হাত দিয়ে বলুন—এরূপ করা হ'য়েছে কিনা? ধাম ও ধামবাসীর চরণে শরণাগত হ'লেই ধাম স্বরূপ প্রকাশ ক'রবেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

ধামবাসিজনে, প্রণতি করিয়া, মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণবচরণ-রেণু গায়ে মাখি', ধরি' অবধূত-বেশ।
গৌর-ব্রজজনে, ভেদ না হেরিব, হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে, হইব রাধার দাসী।

অকিঞ্চন না হ'লে ধর্ম—অনুসরণ, অনুগমন, অনুধাবন হ'বে না। অকিঞ্চন না হ'লে সঙ্গে নেবেন না। শরণাগত হ'লে সব আপনা থেকেই স্ফূর্তি পা'বে। জগদ্‌গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করি কেন? আপনাদের নিকট আমার এই প্রার্থনা, যেন অকিঞ্চন হ'তে পারি। আপনারা অকিঞ্চন হ'য়ে—আচরণ ক'রে আমাকে অকিঞ্চনতা শিক্ষা দিন।

গুরুদেবের নাম—বৈষ্ণবঠাকুর। গুরুদেব 'বৈষ্ণব'-রূপ ধ'রে বহুরূপে আমাকে কৃপা ক'রতে এসেছেন। আমি যা'তে আমার স্বাভাবিক ধর্ম অকিঞ্চনতা বা দীনতা লাভ ক'রতে পারি, আপনারা আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন। অকিঞ্চন না হ'লে ধামের স্বরূপ কেহ জানতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন—

জ্ঞানৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্।

অকিঞ্চন তোমাকে দেখতে পায়, শুদ্ধ চিদিন্দ্রিয়ে—প্রেমাঞ্জনস্ফুরিত ভক্তিচক্ষে ভগবান্‌কে দেখতে পায়। অকিঞ্চনই শুদ্ধ। প্রেমাঞ্জনস্ফুরিত ভক্তিলোচনগ্রাহ্য তিনি। ভগবান্‌কে দেখবার ভক্তিচক্ষু যা'র আছে, তিনিই অকিঞ্চন, তিনিই ভক্ত। ভগবান্ স্বরূপে তাঁ'র জিহ্বাতেই নৃত্য করেন। অকিঞ্চন সেবোন্মুখ। তাঁর ইন্দ্রিয়—চিদিন্দ্রিয়; সেই চিদিন্দ্রিয়েই ভগবানের প্রকাশ হয়। আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন—"তোমার দীনতা যাউক", 'কৃষ্ণে তোমার মতি হউক"।

"সদা সদ্ধৃৎ হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামিতরাম্
অয়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুলিরিহাচে হতধনঃ।"
"ওহে দীনজন, শুন ভাল কথা, উল্লসিত হ'বে হিয়া।
তোমারে তারিতে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নবদ্বীপে অবতার।
তোমা হেন কত, পতিত হীন জনে, করিলেন ভবপার।"

দীন—অকিঞ্চন হ'লে আত্মনিবেদনক্ষেত্রে আত্মনিবেদন হ'বে। ভাবের ঘরে চুরি না করে, আমার যা'তে অকিঞ্চনতা জাগে, আপনারা এরূপ করুন। স্ত্রী বা পুরুষদেহধারী যে কেহ অকিঞ্চন হ'য়ে প্রভুপাদের বৈষ্ণবের রূপ ধ'রে আমাকে পরিক্রমা করান। অন্ততঃ একজন নির্ব্বালীকভাবে আত্মনিবেদন ক'রে আমাকে আত্ম-নিবেদনের সুযোগ দিন। তবে আমার শ্রবণার্থ দীনদ্বীপ-পরিক্রমার যোগ্যতা হ'বে: আপনারা সকলে আমাকে এই আশীর্ব্বাদ ক'রবেন। কিন্তু এই ভাগ্য কি আমার হ'বে? শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে ছলনা বা বঞ্চনা না ক'রে অন্তরে বাহিরে এক হ'য়ে পূর্ণ আত্মনিবেদন ক'রে আমাকে আপনাদের পশ্চাৎ আকর্ষণ করুন। তবেই বুঝিব কৃপা, তবেই বুঝিব করুণা। আপনারা যদি দয়া না করেন, তবে আমাকে বঞ্চনা করা হ'বে। আমি যেন বঞ্চিত না হই এবং কাহাকেও বঞ্চনা না করি। অকিঞ্চন হ'য়ে যেন পরিক্রমা করতে পারি, আপনাদের নিকট আজ আমার এই প্রার্থনা।

এ-দাসের নিবেদন বৈষ্ণবচরণে।
কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে।

গোপালপুরে শ্রীমদ্ভাগবতবিরোধি-পাষণ্ড-দলন

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ গত জানুয়ারী মাসে (১৯৩৯) মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে প্রচারকালে 'গোপালপুর' নামক গ্রামে শ্রীমদ্ভাগবতবিরোধী (তথাকথিত) আর্য্যসমাজীদের পাষণ্ডতা প্রায় চারি ঘণ্টা পণ্ডিত ও সজ্জনের সভায় দলন

করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেরই প্রণম্যির পাত্র হইয়াছেন। আধ্যাসমাজিগণ আধ্যক্ষিকবিচারে অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের নিন্দা-প্রচারকেই 'বেদের সত্যার্থ প্রকাশ' বলিয়া মনে করিয়াছেন। বস্তুতঃ জগৎপূজ্য আচার্য্যগণ ও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, অক্ষজ-জ্ঞান ও আধ্যক্ষিকতার দ্বারা গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতের চরিত্র বুঝা যায় না। আধ্যক্ষিক আর্য্যসমাজী শ্রীমদ্ভাগবতে ভূগোল, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ ও ছন্দোগত ভ্রম-প্রমাদের ছিদ্র এবং সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতির আপাত বিপর্য্যয় প্রভৃতি রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত অনুসন্ধান করিয়া মোহগ্রস্ত হইয়া পড়েন; ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গ্রন্থ ও ভক্ত-ভাগবতের চরিত্রের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তাহা আধ্যক্ষিকগণকে বঞ্চনা করে, সুরিগণকেও মোহগ্রস্ত করে। কতিপয় আধ্যক্ষিক ব্যক্তি বেদ-বিভাগকর্ত্তা আর্য্যশিরোমণি ব্যাসদেবকে ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর গর্ভজাত কানীন পুত্র মনে করিয়া নরকে পতিত হয়! যাঁহার নাম বেদের সর্ব্বত্র উদ্গীত হইয়াছে, যিনি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতৃগণের অগ্রগণ্য, সেই শ্রীব্যাস-জনক পরাশরদেব কি পাপ ও ব্যভিচারের প্রশ্রয়দাতা? পরাশর-নন্দন শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের সম্বন্ধেও আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায় নানাপ্রকার আধ্যক্ষিকতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যেহেতু শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুরবৃন্দাবন "ভাগবত যে না মানে, সে যবন-সম", "তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে" প্রভৃতি উক্তি করিয়াছেন, সেই হেতু শ্রীভক্ত-ভাগবতবিরোধী আধ্যক্ষিক পাষণ্ড-সম্প্রদায় সেই সুনির্ম্মল পতিতপাবনাবতারেরও নানা কলঙ্কারোপ করে। প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মূলপ্রবর্ত্তক শ্রীব্রহ্মা ও কৃষ্ণপ্রিয়তম জগদ্গুরু শ্রীশিবের মোহন-লীলার কথার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ভাগবতবিরোধী আধ্যক্ষিক তথাকথিত আর্য্য-সমাজিগণ জগদ্গুরুগণের শ্রীচরণে অপরাধ করেন। এজন্য চিত্রকেতুর ন্যায় বৈষ্ণবের চরিত্র-দ্বারা শ্রীমদ্ভা-গবত আধ্যক্ষিকতাকে নিবারণ করিয়াছেন। কোন কোন আধ্যক্ষিক সাহিত্যিকম্মন্য ব্যক্তি শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীরসিকানন্দ মুরারির দুইটী দার-পরিগ্রহ, শ্রীজাহ্নবা-দেবীর উষ্ণ জলে স্নান ও সূক্ষ্ম বস্ত্র-পরিধান প্রভৃতির কথা শুনিয়া স্ব-স্ব বিপুচাঞ্চল্য জগদ্গুরুগণের চরিত্রে আরোপ করে। এ-জন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্ অর্জ্জুনকে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন,—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।"

অভক্তগণের স্বভাব এই যে, তাহারা ভগবান্ ও ভক্তের চিদ্বিলাস-স্বীকারে মৎসরতা প্রকাশ করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে ছিদ্র করি'।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি'॥"

যাহারা গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতের প্রতি শ্রদ্ধাকে এক কথায় এক মুহূর্ত্তের মধ্যে জলাঞ্জলি দিতে পারে, তাহারা কোনদিন ভক্তির সিসীমানায় উপস্থিত হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,—

"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁ'র।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু পঞ্চোপাসকী ব্রহ্মচারীকে 'উত্তম ভক্ত' বা 'মহাভাগবত' বলেন নাই, বরং জগাই মাধাই বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত থাকায় শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পাদপদ্মে দৃঢ়শ্রদ্ধাফলে "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা" এই ন্যায়ানুসারে অবিলম্বে "মহাভাগবত" বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিলেন।

প্রাকৃত সহজিয়া ও নবরসিক সম্প্রদায় দ্বিতীয় প্রকার আধ্যক্ষিকতা করিয়া শ্রীচণ্ডীদাস গোস্বামী, শ্রীবিদ্যাপতি গোস্বামী, শ্রীজয়দেব গোস্বামী, শ্রীল রায় রামানন্দ গোস্বামী, শ্রীরূপগোস্বামী ও শ্রীবিল্বমঙ্গল গোস্বামিবর্গকে যে ভাবে সাজাইতে চাহেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতবিরোধী ঘৃণ্য মতবাদ। নবরসিকগণের বিচার গ্রহণ না করিয়া বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় বিল্বমঙ্গলকে, গৌড়ীয়গণ শ্রীরূপ, রামরায়, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিকে নিত্য অভীষ্টদেবরূপে বরণ করিয়াছেন। রামচন্দ্রপুরীর আধ্যক্ষিকতা আধুনিক আধ্যক্ষিক সাহিত্যিকগণের কচিদ্রব হইতে পারে এবং তাহারা মহাপ্রভুকে জিহ্বালম্পট বলিয়া হাতে কলমে প্রমাণ করিতে পারেন; কিন্তু অধোক্ষজ-সেবক গৌড়ীয়গণ তদ্দ্বারা মুগ্ধ হন না। শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীবাস-পণ্ডিত কিরূপ শুরুনিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন! আধ্যক্ষিক আর্য্যসমাজী তাহা লক্ষ করিতে পারে নাই।

মহীয়সী যদি নিত্যানন্দ করে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে।
ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধি নাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ।
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে॥

আধ্যক্ষিক আর্য্যসমাজী শ্রীমদ্ভাগবতকে অদ্বিতীয় লম্পটের জীবনচরিত ও গোস্বামিগণকে ঐ লম্পটের 'ব্যারিষ্টার' ও এ্যাড্‌ভোকেট'রূপে প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আধ্যক্ষিকগণ শ্রীমদ্ভাগবতের লঙ্ঘকারীকে স্ত্রীলম্পট সঙ্গী-বিচার, এমন কি, শ্রীচৈতন্যদেবকেও সেই অপরাধে অপরাধী (?) মনে করিয়া আধ্যক্ষিকবিচারের আসামী করিতে পারে; কিন্তু ভক্ত-ভাগবতগণের সুনির্ম্মল পদরেণু আত্মম্ভরিকামিগণের সুদৃঢ় আস্থিকতার ভিত্তিকে কিছুতেই টলাইতে পারে না। কৃষ্ণের লাম্পট্য দেখিয়া কতকগুলি আধ্যক্ষিক নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছে; আবার বিল্বমঙ্গল, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শ্রীরূপগোস্বামী, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যবৃন্দের চরিত্র আধ্যক্ষিকতায় বিচার করিতে গিয়া রায়রামানন্দের প্রকৃতি কতিপয় ব্যক্তি সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য-ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া প্রাকৃত আদিরসের সেবক হইয়া মায়ার সংসার ভজনাকেই সারাৎসার বিচার করিয়াছেন। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের চিদ্‌বিলাস অস্বীকার করিলে ত্যাগ হইতে ভোগ ও ভোগ হইতে কল্প ত্যাগ ও নির্ব্বিশেষবাদে আত্মহত্যা করিতে হয়। এই প্রতিক্রিয়ার ফল ভয়াবহ। কৃষ্ণের লাম্পট্য শ্রীবিল্বমঙ্গলকে নির্ব্বিশেষবাদ হইতে সেবা-রাজ্যে আকর্ষণ করিয়াছিল, আর রায়রামানন্দের আদর্শে ধাবিত ব্যক্তিগণকে তাহাই জড়-ভোগী ও নির্ব্বিশেষবাদী করিয়া ফেলে। শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীব্যাসের বক্তব্যের চরিত্রে বঞ্চিত না হইয়া তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ, তথাকথিত কর্ত্তাভজা-সমাজ, সুনীতিসঙ্ঘ প্রভৃতির মনোধর্ম্মের তন্ত্রাতন্ত্র বাস্তব সত্য নহে। ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ বা সুনীতিসঙ্ঘ মহাপ্রভুর ছোটহরিদাস-বর্জ্জনলীলাকে তাহাদের মনোধর্ম্মের ছাঁচে ঢালিয়া একদেশী বিচার করিয়া থাকে। কিন্তু শাসনযোগ্য ছোটহরিদাসের বর্জ্জনলীলার আদর্শের সহিত রায়রামা-নন্দের প্রতি আধ্যক্ষিক বিচার-সম্পন্ন প্রদ্যুম্ন মিশ্রের দ্বারা মহাপ্রভুর জগতে মহতী শিক্ষার বিস্তারের কথা অনুধাবন ও উপলব্ধি করিতে পারে না। গদাধর পণ্ডিতগোস্বামী বা পণ্ডিত দামোদরের নিরপেক্ষতার আদর্শের মধ্যে মহাপ্রভু যে মহতী শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা শ্রীরূপানুগ না হইলে বুঝা যায় না। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ নিজ গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর কথায়ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্রে শাস্ত্রাচার বা লোকশিক্ষার আদর্শের অভাব লক্ষ্য করেন নাই। শ্রীশ্রীল ঠাকুরের আত্মচরিত পাঠ করিয়া ও তাঁহার জীবন দর্শন করিয়া আধ্যক্ষিক যেভাবে বঞ্চিত হয়, শ্রীল প্রভুপাদ সেইভাবে বঞ্চিত হন নাই। কৃষ্ণ প্রদ্যুম্নের দৃঢ়তা-পরীক্ষা করিবার জন্য নানা পরীক্ষা উপস্থিত করেন। ইহাতে অকপট হরিভজনাভিলাষী বঞ্চিত হন না।

বৈষ্ণবাপরাধীকে স্বয়ং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামও ক্ষমা করেন না। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীর পাষণ্ডতা ও পাপীর পাপ অনায়াসে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম ক্ষমা করিয়া থাকেন। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি আধ্যক্ষিকবিচারসম্পন্ন অপরাধী অপেক্ষাও ভক্ত-ভাগবতের প্রতি আধ্যক্ষিক বিচারসম্পন্ন সম্প্রদায়ের অপরাধের গুরুত্ব অধিক। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং জগাই-মাধাই ও কাশীর নির্ব্বিশেষবাদী সন্ন্যাসীকে ক্ষমা ও উদ্ধার করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চরণে শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধাভাসের আদর্শের দ্বারা উহা ক্ষমা করিবার ক্ষমতা মহাপ্রভুর নিজেরও নাই, ইহাই প্রমাণিত করিয়াছেন।

আধ্যক্ষিক আর্য্যসমাজিগণ শ্রীমদ্ভাগবতের নিন্দা করিতে করিতে ভক্তভাগবতের নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়া পড়ে। আবার ভক্তভাগবতের নিন্দার ফলে 'অপরাধ ঈশ্বর পর্য্যন্ত ঠেকয়'। অতএব শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাষায় আমরা বলি :—

ভাগবত যে না মানে, সে যবনসম।
তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিতা-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৮ই চৈত্র, ১৩৬৫ ১লা এপ্রিল, | ৩৪শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও রায়বাহাদুর মদনগোপাল সার্দ্দানা*

সার্দ্দানা সাহেব—নির্জ্জনস্থানে বসিয়া হরিনাম করা কি বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুমোদিত পথ নহে?

আচার্য্যদেব—যখন দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা সাধু দেখিতে পাই না, তখন বহির্ম্মুখ জনসঙ্গ অপেক্ষা নির্জ্জনে হরিনাম গ্রহণ করিবার বিধি দেখা যায়। বস্তুতঃ অকপট সাধুর সঙ্গই প্রকৃত নির্জ্জনতা।

সার্দ্দানা সাঃ—আমরা ত' প্রকৃত সাধু পাই না।

আচার্য্যদেব—আপনাকে প্রকৃত সাধুর অনুসন্ধান করিতে হইবে। এবিষয়ে অলস বা উদাসীন হইলে চলিবে না। প্রকৃত সাধুর সন্ধানের জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে। আপনার সচ্চাস্ত্রে ও ভগবানের প্রতি নিষ্কপট আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকিলে সুকৃতিবশে প্রকৃত সাধুর দর্শন মিলিবেই।

সার্দ্দানা সাঃ—প্রকৃত সাধু পাইলেও আমাদের ন্যায় সংসারী লোকের কেন সাধুসঙ্গ করিবার সময় কোথায়?

আচার্য্যদেব—আপনি নশ্বর পরিবারবর্গের পোষণের জন্য এতটা সময় ও শক্তি নিয়োগ করিতে পারেন, আর আপনার আত্মার ও আত্মসম্বন্ধী আত্মীয়গণের নিত্যমঙ্গলার্থ সাধুসঙ্গের সময় নাই, এইরূপ বিচার উপস্থিত হইলে তাহা বড়ই দুঃখের কথা। সাধুসঙ্গের জন্যই সংসার বা দেহযাত্রা-নির্ব্বাহের আবশ্যকতা আছে; নতুবা উহাদের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। যে উদ্দেশ্যের জন্য

* পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০-২১শ সংখ্যার ৩৮০ পৃষ্ঠার পর।

সংসার, সেই মূল
প্রবৃত্তি যে [illegible] হইতেও চান।

সাধনা হইলে যখন আমরা হরিনাম গ্রহণ করি, তখন কি একাকী থাকিব না?

আচার্য্যদেব—কিছুতেই একাকী থাকিতে হইবে না। নিজাপেক্ষা অধিকতর বৈষ্ণবের সঙ্গে থাকিয়া হরিনাম করিতে শ্রীহরিনামের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে। যদি নিতান্ত সাধু অভাব হয়, তবে শ্রীহরিনামের নিকটই এইরূপ প্রার্থনা করিতে হইবে যেন শুদ্ধ নামাশ্রয়ের হরিনামগ্রহণে প্রকৃত বৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ নিমিত্তের নিকট একান্তভাবে প্রার্থনা জানাইবে সাধু প্রদর্শন করিবেন এবং সাধুসঙ্গে থাকে, নামপ্রভুর সেবা করিবার যোগ্যতা ও বল প্রদান করিবেন।

সাঃ—যখন সাধুসঙ্গ পাই, তখন কি করিব?

আচার্য্যদেব—তখন সাধুর নিকট অকপটে আত্মমঙ্গলের পরিপ্রশ্ন করিবেন এবং তিনি যাহা কীর্ত্তন করেন তাহা সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা গ্রহণ (অর্থাৎ শ্রবণ) করিয়া তদনুকূল জীবন যাপন করিবেন। ইহারই নাম—'সাধুসঙ্গ'।

সাধনা সাঃ—আমি যদি সাধুর সঙ্গে হরিকথায় এতটা সময় দান করি তবে নিজেই একলক্ষ হরিনাম করিবার সময় পাইব কিরূপে?

আচার্য্যদেব—হরিকথা ও হরিনাম একই বস্তু। যিনি হরিকথা কীর্ত্তন বা শ্রবণ করেন, তিনি হরিনাম করেন না, এরূপ জড় ও ক্ষুদ্র প্রাকৃত বিচার করিবেন না। তবে নির্বন্ধভাবে যে হরিনাম গ্রহণ করা যায় তাহা যদি হরিসেবায় বা হরিকার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালে সম্পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে অন্যান্য দৈহিক কার্য্য—যেমন নিদ্রাদির সঙ্কোচ করিয়া হরিনাম করিতে পারেন।

সাধনা সাঃ—সেইরূপভাবে যে হরিনামগ্রহণ তাহা ত' একাকীই করিতে হইবে; নতুবা কিরূপে নির্বন্ধ রক্ষা হইবে?

আচার্য্যদেব—পূর্ব্বেইত' বার বার বলিয়াছি—নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও নামপরায়ণ সাধুর সান্নিধ্য না ঘটিলে অগত্যা একাকী দুঃসঙ্গ বা নামাপরাধ পরিত্যাগে যত্নবান হইয়া বৈধমার্গে শ্রীনাম করিবেন। সাধুর মুখে হরিকথা ও হরিনামমাহাত্ম্য শুনিতে শুনিতে হরিনামের আদর করিতে করিতে শ্রীনাম গ্রহণ করিতে হইবে।

সাধনা তাহা হইলে সেইরূপ হরিনাম গ্রহণ ত' mechanical হইয়া পড়িবে?

আচার্য্যদেব—ইহাতে হরিনাম স্ফূর্ত্তির পক্ষে আরও সাহায্য হইবে। সাধুর শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশবাণী হরিনাম কীর্ত্তনেরই পোষক। সাধুর শ্রীমুখবাণীর শ্রবণ ও হরিনাম-গ্রহণের তাৎপর্য্য ভিন্ন নহে। শ্রীহরিনামগ্রহণ যাহা ইন্দ্রিয়েন্দ্রিয় করে, তাহা হরিনামস্ফূর্ত্তিরই পুষ্টিকারক। যেরূপ হরিনাম ও হরি এক, সেইরূপ হরিকথা ও হরিনাম অভিন্ন। হরিকথাই হরি,—হরিনামই হরি। অতএব হরিকথাই হরিনাম। যিনি হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তিনি হরিনামই করেন। হরিনাম গ্রহণের সময় হরিকথা শুনিলে চিত্তের বিক্ষেপ হয় না; কারণ তাহা একই তাৎপর্য্যময়। হরিকথা হরিনামের অধিকতর স্ফূর্ত্তি করাইয়া থাকে। উভয়ের মধ্যে কোনপ্রকার বিজাতীয় ভাব নাই। হরিকথা ও হরিনাম, উভয়ই একই স্বরূপ।

সাধনা সাঃ—আমার পিতৃদেব খুব অর্চ্চনপ্রিয় ও বেদান্তী ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না, তিনি নির্জ্জনে বসিয়া একমনে কয়েক ঘণ্টা ধ্যান করিতেন। আমি যখন খুব বালক, তখন হইতেই তিনি আমাকে নির্জ্জনে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিবার জন্য উপদেশ দিতেন। এজন্য আমরা বালাকাল হইতেই নির্জ্জনে ধ্যানাদির দ্বারা চিত্ত-নিরোধ করিবার বিচারের পক্ষপাতী। ইহার বিপরীত বিচার বিশ্বাস করিতে পারি না।

আচার্য্যদেব—কার্য্য দেখিয়া কারণ নির্ণীত হয়। আপনি বাল্যকাল হইতে নির্জ্জনে ধ্যানাদিতে অভ্যস্ত থাকিয়া কতটা আত্মোন্নতি করিতে পারিয়াছেন?

সাধনা সাঃ—আমি ত' এবিষয়ে ঐকান্তিক হই নাই। ঐকান্তিক হইলে মনে হয়, এবিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারিতাম।

আচার্য্যদেব—ইহা ত' আপনার অনুমান। শ্রীমদ্ভাগবত অতি স্পষ্টভাবে দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, চিত্ত সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধসত্ত্ব-ভূমিতে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন আধারের ধ্যান করিতে গেলে, তাহা পৌত্তলিকতা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। অধোক্ষজ

পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দ আকারকে ভৌতিক মানের কোন ধ্যান বা ধারণার দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। পরমেশ্বর বস্তু জীবতত্ত্বের কল্পনার দ্বারা নিরূপিত হন না বলিয়াই তাঁহার অধোক্ষজত্ব।

সার্দ্ধানা সাঃ—তাহা হইলে কি তিনি হরিনাম গ্রহণ করিবেন, তিনি একমাত্র ওঁ স্মরণ করা ব্যতীত আর কিছুই করিবেন না? সেই সময় তাহার মন কোথায় থাকিবে?

আচার্য্যদেব—শ্রীহরিনাম-গ্রহণকারী প্রথমেই শ্রদ্ধাযুক্ত বা শরণাগত হইবেন। প্রথমেই আত্মনিবেদন করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনে রত হইবেন। এই আত্মনিবেদন বা শরণাগতিতে ছয়টী লক্ষণ আছে। সেই ছয় লক্ষণের দ্বারা চিত্তবৃত্তি অভিষিক্ত থাকিলে মন হরিনামগ্রহণকালে সেই নামেরই সেবানুকূল্য করিবে। শরণাগতের মন সাধারণ ভোগী বা ত্যাগী জীবের মনের ন্যায় দৈহিক ভোগ বা ত্যাগের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায় না। যাঁহারা শরণাগতির পথে চলিয়াছেন দীক্ষামন্ত্রের দ্বারা সর্ব্বপ্রথমেই তাহাদের মনোধর্ম্ম নিরূপিত হইতে থাকে এবং হরিনাম গ্রহণের দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্ত ক্রমশঃ সম্পূর্ণরূপে তৃষ্ণাযুক্ত হয়। কাজেই হরিনাম-গ্রহণকালে তাঁহাদিগের মনের কোন উপাধিযুক্ত বস্তু পৃথগ্‌-ভাবে সরবরাহ করিবার প্রয়োজনীয়তা হয় না। মন তখন স্বতঃই হরিনামের ঔদার্য্য ও মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হয়। হরিনামের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে তাহাতেই আর্ত্ত আকুল হইয়া উঠে। সেই আর্ত্তি ও আকুলতা যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততই চিত্ত হরিনামে অধিকতর আকৃষ্ট হয়, আর জড় মনোধর্ম্ম থাকে না। শ্রীনামপ্রভুর দিক্ হইতে যতটা কৃপা অবতীর্ণ হইতে থাকে, ততই চেতনের বৃত্তি বিকশিত হইয়া সমস্তই একতাৎপর্য্যপর হইয়া পড়ে। তখন শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে অভেদ থাকে না। শ্রীহরিনামের সেবাতাৎপর্য্যেই সকল পর্য্যবসিত হইয়া উত্তরোত্তর উৎকণ্ঠাকে বৃদ্ধি করিতে থাকে। এই উৎকণ্ঠার বিরাম নাই, ইহা ক্রমবর্দ্ধমান।

সার্দ্ধানা সাঃ—আপনি যে শরণাগতির ছয়টী লক্ষণের কথা বলিলেন, তাহা কি কি?

আচার্য্যদেব—যে সকল বিষয় শ্রীহরিনামের নিত্য তর্পণবিধান বা তর্পণবিধানে সহায়তা করে, সেই সকল অনুকূল বিষয় গ্রহণে দৃঢ় সঙ্কল্প—ইহাই প্রথম লক্ষণ।

সার্দ্ধানা সাঃ—শ্রীহরিনামগ্রহণে অনুকূল বিষয় কি কি?

আচার্য্যদেব—নিষ্কপট হরিনামগ্রহণকারী সাধুর প্রীতি-পূর্ব্বক সঙ্গই হরিনামগ্রহণের অনুকূল। পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি,—সর্ব্বের দ্বারা সেই সাধুর শুশ্রূষা বা সঙ্গ করিতে হইবে। সেইরূপ নামপরাধে সাধুর বাণীশ্রবণে পরম উৎসাহবিশিষ্ট হইতে হইবে। ইহা দ্বারাই আমাদের চরম মঙ্গল হইবে, ইহাতে দৃঢ় নিশ্চয় হইতে হইবে। অনর্থের প্রাবল্য থাকায় হরিনামের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না দেখিয়া শ্রীহরিনামের পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন প্রকার আরোহমার্গ স্বীকারের দ্বারা আশু ফল পাইবার চেষ্টায় বাধিত না হইয়া বিশেষ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে হরিনামগ্রহণে ধৈর্য্য, সাধুগণের প্রদর্শিত ও বর্ণিত সেবার অনুশীলন, অসৎসঙ্গত্যাগ ও সাধুগণের সেবাময়ী বৃত্তির অনুসরণ এই সকল হরিনাম-গ্রহণের অনুকূল বিষয়—ইহাই আত্মনিবেদনের প্রথম লক্ষণ।

সার্দ্ধানা সাঃ—শরণাগতির দ্বিতীয় লক্ষণটী কি?

আচার্য্যদেব—যে সকল বিষয় হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনের পক্ষে প্রতিবন্ধকরূপে উপস্থিত হয় বা তাহার কোনরূপ প্রাতিকূল্য বিধান করে, সেইগুলিকে সযত্নে বর্জ্জন করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প। 'অমুক প্রতিকূল বিষয় কিছু গ্রহণ করি, কখন বা উহাদিগকে পরিত্যাগ করা যাইবে,' এইরূপ বিচারকে প্রতিকূল বর্জ্জনের সঙ্কল্প বলা যায় না। যখনই প্রতিকূল বিষয় উপস্থিত হইবে বা হইয়াছে, তখনই কালবিলম্ব না করিয়া দৃঢ়তার সহিত তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে।

সার্দ্ধানা সাঃ—যদি সেইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প হৃদয়ে না আসে, তবে কি করিব?

আচার্য্যদেব—প্রকৃত সাধুগণের সঙ্গ করিলে সেইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প হৃদয়ে অবশ্য আসিবে। শ্রীনামের নিকট ও শ্রীনামপরায়ণ বৈষ্ণবের নিকট সেইরূপ অকপটে কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে, যাহাতে প্রতিকূলবর্জ্জনে দৃঢ়তা উপস্থিত হয়।

সার্দ্ধানা সাঃ—শরণাগতির অপর লক্ষণগুলি কি?

আচার্য্যদেব—'কৃষ্ণই আমাকে রক্ষা করিবেন,' এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস। জগতের কোন ধন, ঐশ্বর্য্য, লোকবল, বিদ্যাবুদ্ধি বা কোনপ্রকার বস্তু জীবকে রক্ষা করিতে

পারে না। কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা—ইহা অন্যের সহিত বিশ্বাস আর কৃষ্ণেই একমাত্র পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ—শরণাগতির চতুর্থ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ। কৃষ্ণে unconditional full surrender অহৈতুক পূর্ণ আত্মনিক্ষেপ—পঞ্চম লক্ষণ এবং 'কৃষ্ণসেবা করিতে পারিলাম না'—এবিচারমূলে অধিকতর কৃষ্ণসেবার জন্য উৎকণ্ঠাজনিত দৈন্য ও আর্ত্তি অর্থাৎ নিজকে শুদ্ধবৈষ্ণবের পাদপদ্মের হেয়তম ধূলিজ্ঞানরূপ দৈন্যই—ষষ্ঠ লক্ষণ।

সার্দ্দানা সাঃ—ভক্তগণ যখন হরিকীর্ত্তন করেন, তখন ত' জিহ্বার কাযা হয়, তখন মন কোথায় যাইবে? যদি মনে কোন রূপাদি চিন্তা করা না যায় বা ভগবানের রূপ ধ্যান না করিলে মন কি কখনও স্থির হইতে পারে?

আচার্য্যদেব—আপনি সেই একই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন। বিষয়টী ভাল করিয়া অবধারণ করুন। শ্রীনামগ্রহণের আনুষঙ্গিক ফলরূপে চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত হইবে, সংসাররূপ মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে; ইহা হরিনামগ্রহণের আনুষঙ্গিক ফল—This the secondary effect of *Harinam*. The net result of *Harinam* is attainment of pure reinstatement in true unconditioned self and love of Sri Krishna.

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।

(শিক্ষাষ্টক ১ম শ্লোক)

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন মলিনচিত্ত জীবের হৃদয়দর্পণকে মার্জ্জন করেন, ভবাটবীর মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ করেন, জীবের পরমমঙ্গলরূপ কুমুদের শুভ্রত্ববিকাশক কল্যাণ-কিরণ বিতরণ করেন, তিনি অপ্রাকৃতবিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ ও জীবের অপ্রাকৃত-কৃষ্ণসেবানন্দবর্দ্ধনকারী। তিনি পদে পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন করান এবং সর্ব্বাত্মার কৃষ্ণপ্রেমসলিলে স্নান সম্পাদন করেন। সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন।

সার্দ্দানা সাঃ—যখন আমরা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিব, তখন যদি কৃষ্ণের কোন রূপ মনে হয়, তবে কি তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইবে?

আচার্য্যদেব—আপনি নিজে কোনই কল্পনার মধ্যে যাইবেন না। আপনি কেবল শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করিবেন, এবং অনুক্ষণ আর্ত্তি ও প্রপত্তি-সহকারে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিবেন, আর বাদবাকী শ্রীহরিনামই আপনার জন্য বিধান করিবেন। হরিনাম—সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট ও স্বরাট্।

সার্দ্দানা সাঃ—হরিনামগ্রহণ করিবার সময় কি কৃষ্ণের রূপের কথা আদৌ চিন্তা করিতে হইবে না?

আচার্য্যদেব—এবিষয়ে হরিনামকীর্ত্তনের জন্য চেষ্টা-বিশিষ্ট অনর্থযুক্ত ব্যক্তির দিক্ হইতে কোনপ্রকার চেষ্টাই হইবে না। শ্রীহরিনামই তাঁহাকে স্ফূর্ত্তি করাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিত্যরূপ প্রদর্শন করিবেন।

সার্দ্দানা সাঃ—আমাদের কি কোন পুরুষাকারই থাকিবে না?

আচার্য্যদেব—সাধনটী ফলভোগকামী কর্ম্মীর পুরুষাকার জাতীয় নহে, তাহা কৃত্রিমতা বা কল্পনা নহে। আমরা অশুদ্ধ মলিন মনে অধোক্ষজ পুরুষোত্তমের কোন রূপ বা আকার কল্পনা করিতে পারি না। কল্পনার রূপ পুতুল-বিশেষ। *Harinam* is not impotent—He is potent—He Can show His Eternal Form. অর্থাৎ হরিনাম পুরুষত্বহীন বস্তু নহেন; তিনি সম্পূর্ণ শক্তিশালী, তিনি তাঁহার স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্মের দ্বারাই তাঁহার নিজ রূপ স্বয়ং প্রদর্শন করিবেন। "শুদ্ধে চান্তঃকরণে স্বরূপত স্ফুরণম্"।

সার্দ্দানা সাঃ—হরিনাম করিবার সময় চক্ষু মুদ্রিত করা উচিত কি অমুদ্রিত?

আচার্য্যদেব—হরিনাম-গ্রহণকারীর ঐরূপ চেষ্টার কোন প্রয়োজন নাই। শুনুন, শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু কি বলিয়াছেন,—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।

(বিদগ্ধমাঃ ১।১৯)

'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন

হইয়াছে, তাহা জানি না ;—দেখ, যখন (নটীর প্রায়) তাহা তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড (মুখ) পাইবার জন্য রতি বিস্তার (অর্থাৎ আসক্তি বর্দ্ধন) করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে (অঙ্কুরিত হয়), তখন অর্ব্বুদ-কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়, যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিফল করে।

If any empiric or mechanic effort is shown or attempt made by you to conduct your senses which is not accepted by *Harinam* that effort may not reach its goal—no empiric (physical or mental) attempt should be mechanically made by a noviate—অর্থাৎ যদি আপনার দিক হইতে ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালনা করিবার জন্য কোন চেষ্টা করা হয়, যাহা হরিনামের অনুমোদিত নহে, তাহা দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। নবীন ব্যক্তির দিক্ হইতে কোনপ্রকার কৃত্রিম আধ্যক্ষিক চেষ্টাই করা কর্ত্তব্য নহে।

সার্দ্ধানা সাঃ—আমি ত' অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইহা করিতেছি না ; যাহাতে হরিনামে আমার একাগ্রতা হয়, তজ্জন্যই করিতেছি।

আচার্য্যদেব—ইহা আপনার অনুমান (Hypothesis) মাত্র। চক্ষু মুদ্রিত করিবার জন্য নিজের কোন প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের চেষ্টা করিতে হইবে না, সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে স্বতঃই অবতীর্ণ হইবেন। মনে রাখিবেন,—কৃষ্ণের সমস্ত শক্তি তাঁহার নামে নিহিত আছে। তথাপি হরিনামে রুচি হইতেছে না—বিশ্বাস হইতেছে না - শরণাগতি আসিতেছে না—ইহাই আমাদের দুর্দ্দৈব, অনর্থ বা অপরাধ। এজন্যই শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।

—শিক্ষাষ্টক ২য় শ্লোক

[হে ভগবন্, তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তোমার সর্ব্বশক্তি নিত্য নিহিত আছে এবং সেই নাম-স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ অচিন্তনীয় কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব আমাকে এরূপ করিয়াছে যে, তোমার এত মহান নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না।]

সার্দ্ধানা সাঃ—চক্ষু মুদ্রিত করার কি হরিনামের শক্তিকে কিছু কম বলা হইতেছে বা তাঁহার শক্তির প্রতি অবিশ্বাস করা হইতেছে ?

আচার্য্যদেব—আপনি কেন এরূপ কোন চেষ্টা আদৌ করিবেন,—যাহা হরিনাম প্রভুর দ্বারা গৃহীত হইবে কি না হইবে, তদ্বিষয়ে আপনি নিশ্চয় নহেন। আপনার পক্ষে যাহা প্রকৃত মঙ্গলকর তাহা বিধান করিবার পরিপূর্ণ শক্তি শ্রীহরিনামের আছে। আপনি কেন পূর্ব্বেই কল্পনা করেন যে, হরিনামের সেইরূপ শক্তি নাই।

সার্দ্ধানা সাঃ—তাহা হইলে আমি কি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকিব ?

আচার্য্যদেব—আপনি শ্রীহরিনামপ্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নিখিল চেষ্টাবিশিষ্ট হইবেন। যাহারা হরিনামের অনুশীলন করেন, তাঁহাদের ন্যায় সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীনাম-প্রভুর সেবায় অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট ব্যক্তি আর কেহ নাই। তাঁহারা জগতের প্রাকৃত ফলভোগী বা ফলত্যাগী স্বসুখকামী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিশ্রমীরও কখন কখনও বিশ্রামসুখবাঞ্ছা, শান্তিসুখ লাভের ইচ্ছায় আলস্যপ্রদর্শন বা নিশ্চেষ্টতাকে ধিক্কার, বর্জ্জন বা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ চেতনের বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আপনি হরিনাম শ্রবণ, কীর্ত্তন করিতে করিতে যখন হরিনামপ্রভুর সেবা ও কৃপা প্রার্থনা করিতে থাকিবেন, তখন দেখিবেন আপনার চিত্ত তাঁহার সেবা করিবার জন্য বিরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ! হরিনামপ্রভুর সেবার জন্য আপনি তখন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিবেন। এই স্বভাব আপনাতে স্বতঃই প্রকাশিত হইবে।

সার্দ্ধানা সাঃ—তাহা হইলে কি আমরা নির্জ্জন স্থানের অনুসন্ধান বা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হরিনাম করিবার চেষ্টা কিছুই করিব না ?

আচার্য্যদেব—আপনি সাময়িকভাবে তাহা করিলেও সেই প্রণালীর সহিত শুদ্ধ হরিনাম হৃদয়ে প্রকাশের কোন সম্বন্ধই নাই। হরিনামকীর্ত্তনধর্ম্ম সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। তাহার

প্রথম আনুষঙ্গিক ফলই মনের সম্পূর্ণ নিয়মন—চিত্তপথ মার্জ্জন। ইহা প্রথম ফল হইলেও কিন্তু তুচ্ছ ফল নহে।

সাধনা সাঃ—কিন্তু উহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়

আচার্য্যদেব—আপনার নিকট। কিন্তু আপনার পক্ষে তজ্জন্যই ব্যগ্র হওয়া উচিত নহে। আপনি কেবল একমাত্র হরিনামের ইন্দ্রিয়তর্পণ অনুসন্ধান করিবেন। আপনার মন নিয়ন্ত্রিত করিবার পক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর ও হরিনামের যথেষ্ট শক্তি আছে। আপনার ধর্ম্ম কেবল হরিনামের কি ভাবে ইন্দ্রিয়চর্চ্চা-বিধান করিবেন তজ্জন্যই সর্ব্বক্ষণ চেষ্টাবিশিষ্ট থাকা।

সাধনা সাঃ—চিত্তের বিক্ষেপ যে দূর হয় না? কি করিয়া হরিনাম করিব ও তাঁহার সুখানুসন্ধান করিব?

আচার্য্যদেব—খুব উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিবেন—আর্ত্তনাদে হরিনাম প্রভুকে ডাকিবেন, তাহা হইলে চিত্তবিক্ষেপ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে।

সাধনা সাঃ—হাঁ, উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিলে চিত্তবিক্ষেপ নষ্ট হয়। আচ্ছা, তুলসীর মালায় হরিনাম করিবার সার্থকতা কি?

আচার্য্যদেব—তুলসী কৃষ্ণের অতীব প্রিয়া; তুলসী—গুরুপাদপদ্ম—Ever Benevolent Mediator—She shows and invokes mercy of Krishna for the Chanter, তুলসী পরমহিতকারিণী আবেদনকর্ত্রী। তিনি স্বয়ং কৃপা করিয়া কৃষ্ণের নিকট হরিনাম কীর্ত্তনকারীর জন্য আবেদন করিয়া কৃষ্ণের কৃপা আকর্ষণ করিবেন। তুলসীর নিরন্তর আনুগত্যে ও সঙ্গে কৃষ্ণনাম করিতে হয়।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ *

পরমপূজনীয় শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ

সমীপেষু—

কৃপাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত কতকগুলি প্রশ্নের শাস্ত্র ও মহাজন-সম্মত সদুত্তর প্রদান করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

বিনীত নিবেদক

শ্রীনবগোপাল ব্রহ্মচারী,

প্রশ্ন—১। অহংগ্রহোপাসনা কাহাকে বলে? উহার প্রাপ্য ফল কি?

উত্তর—শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু অহংগ্রহোপাসনার সংজ্ঞা দিয়াছেন—"অথ অহংগ্রহোপাসনং তত্তদ্ভক্তিবিশিষ্টে ঈশ্বর এবাহমিতিচিন্তনম্"—(ভঃ সঃ ২১৬ সংখ্যা)। "আমিই তাদৃশশক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর—এইরূপ চিন্তার নামই অহংগ্রহোপাসনা।"

অহংগ্রহোপাসনার ফল-সম্বন্ধেও শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু এইরূপ লিখিয়াছেন—

"অস্য ফলং হৃদ্বিশুদ্ধক্যাস্যাবির্ভাবঃ। যথা বিষ্ণুপুরাণে নাগপাশাদিবদ্ধিতঃ শ্রীপ্রহ্লাদস্তাদৃশমাত্মানং স্মরন্ নাগপাশাদিকমুৎসারিতবান্। অত্রাস্তিমফলকং কীটপেশস্কার্য্যাদেন সারূপ্য-সার্ষ্ট্যাদিকং জ্ঞেয়ম্।"—(ভঃ সঃ ২১৬ সংখ্যা)।

"নিজের মধ্যে তত্তীয় শক্ত্যাদির আবির্ভাবই তাদৃশ উপাসনার ফলস্বরূপ। বিষ্ণুপুরাণে দৃষ্ট হইয়াছে যে,—শ্রীপ্রহ্লাদ নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া তাদৃশরূপে আত্মাকে স্মরণ পূর্ব্বক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। পেশস্কারী কীট (কাঁচপোকা) কর্ত্তৃক ভক্ষণার্থ নিজগৃহে আবদ্ধ অন্য জাতীয় কীট যেরূপ সর্ব্বদা ভয়ের সহিত ঐ পেশস্কারী কীটের রূপ চিন্তা করিতে করিতে স্বয়ংও তাদৃশ রূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অহংগ্রহোপাসনায়ও ভগবানের **সারূপ্য** এবং **সমান ঐশ্বর্য্যাদিই** অন্তিমফলরূপে জ্ঞাতব্য"।

প্রশ্ন—২। সংসারী লোক, যাহারা পাপপুণ্যে রত, তাহাদের অপেক্ষা ব্রহ্মচারী শ্রেষ্ঠ কি না? জগাইমাধাই যেমনে পাপে লিপ্ত ছিলেন, সে অবস্থার সহিত কাশীবাসী

* পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কৃপা পূর্ব্বক প্রশ্নের যে সকল মৌখিক উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপ লিপি প্রদত্ত হইল।—গৌড়ীয়ের সহকারী সম্পাদক।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও তাঁহার মায়াবাদী শিষ্যগণের তুলনা করিলে কাহাকে অপেক্ষাকৃত ভাল বলা হইবে ?

উত্তর—২। জগাইমাধাই পূর্ব্বজীবনে পাপী ও মহাপ্রভুর সমসাময়িক কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ পূর্ব্বজীবনে কৃষ্ণাপরাধী। পূর্ব্বজীবনে জগাই মাধাই অত্যবিলাসী, আর মায়াবাদিগণ কৃষ্ণের বিলাস অস্বীকারকারী প্রাকৃত নীতির চৌহদ্দীতে বিচার করিলে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে, বেদান্তাদিতে, তপস্বী পরমত্যাগী কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণই শ্রেষ্ঠ। আত্মধর্ম্ম ভক্তির বিচারে পাপপুণ্য অপেক্ষা শ্রীভগবানের চরণে অপরাধ অধিকতর গুরুতর, বৈষ্ণবাপরাধ হইলে ত' কথাই নাই। পাপপুণ্য আত্মবৃত্তির ধ্বংসসাধন করে না, সাময়িকভাবে আচ্ছাদিত রাখে, কিন্তু অপরাধ আত্মার উপর ক্রিয়া করে। এজন্য ভক্তিশাস্ত্রের মহাজনগণ পাপ অপেক্ষা অপরাধকে অধিকতরভাবে গর্হণ করিয়াছেন। **কিন্তু ইহার দ্বারা মনে করিতে হইবে না যে, তাঁহারা কোন প্রকার পাপ বা দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা।** তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, পাপ ভক্তির দ্বারকে চিরতরে রুদ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু অপরাধ চিরতরে ভক্তিকে রুদ্ধ করিয়া থাকে। যেমন, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

'যদিও ঘটনাক্রমে দুরাচার, এমত কি, দুষ্টাচার (পরহিংসা, পরদ্রব্যহরণ, পরদারধর্ষণ, যাহাতে ভক্তের সহজে রুচি হইতে পারে না, তাহা) কদাচিৎ লক্ষিত হয়, তাহাও অবিলম্বে যাইবে এবং তদ্দ্বারা **প্রবলপ্রবৃত্তিরূপা মদ্ভক্তি দূষিত হয় না,—ইহাই জানিবে।**"—(শ্রীঃ শিঃ, রসিকরঞ্জন ভাষ্যভাষ্য)

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলেন,—

'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে জন্মাষ্টমী-মাহাত্ম্যে কৃতজন্মাষ্টমীকাদাঃ দাস্যাঃ দুঃসঙ্গেনাপি কস্যচিৎ তৎফলপ্রাপ্তিঃ। তথা চ বৃহন্নারদীয়ে তাদৃশ দুষ্কার্য্যার্দ্ধমপি ভগবন্নিন্দাং মার্জ্জয়িত্বা কস্যচিদুত্তমাং গতিমবাপ। **নত্বীদৃশমস্ত্রং ব্রহ্মজ্ঞানস্যাপি**; যথোক্তং ব্রহ্মবৈবর্ত্তে,—বিষয়ত্বেহসাধুক্তো ব্রহ্মাহমিতি যো বদেৎ। গর্ভবাসসহস্রেষু পচ্যতে পাপকৃন্নরঃ।"—(ভঃ রঃ সিঃ ১৪২ সং)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে জন্মাষ্টমী-মাহাত্ম্যেও উক্ত আছে যে, জন্মাষ্টমী ব্রতকারিণী এক দাসীর (কৃষ্ণদাসীর) সহিত অসৎসঙ্গ-সত্ত্বেও একব্যক্তি জন্মাষ্টমীব্রতের ফল লাভ করিয়াছিল। বৃহন্নারদীয়েও এরূপ কথিত আছে যে, তাদৃশ দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত কোন ব্যক্তি ভগবন্নিন্দার মার্জ্জন করিয়াও উত্তমা গতি লাভ করিয়াছিলেন। **কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের এরূপ ফল কোথাও নাই।** যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—বিষয়োপযুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি 'আমি—ব্রহ্ম' এরূপ উক্তি করে, সেই পাপাচারী সহস্রবার গর্ভবাসযাতনায় নিপীড়িত হয়।

কিন্তু সাধু সাবধান!! এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া যেন আমরা প্রাকৃত সহজিয়া বা ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধী কিংবা **নামবলে পাপপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট নামাপরাধী হইয়া না পড়ি।** ঐ সকল দৃষ্টান্তে **আকস্মিক** অর্থাৎ যদি কোনও অকপট সেবোন্মুখ ব্যক্তিতে আকস্মিকভাবে ঐ সকল দুরাচারও দৃষ্ট হয়, তথাপি যেন কেহ ভক্তিদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন না হইয়া পড়ে। অজামিল, বিল্বমঙ্গল, ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু, পরাশর, ব্যাস ও জগাইমাধাইর চরিত্রে আকস্মিক দুরাচার দেখিয়া কেহ যেন তাঁহাদিগের প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা না করেন, বা ভক্তিকে কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞানাদির ন্যায় কিংবা বিশ্বামিত্রের তপস্যার ন্যায় ব্যাপারবিশেষ মনে করিয়া ভক্তিদেবীর পাদপদ্ম হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট না হন। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত মহাজনগণের অচিন্ত্য চরিত্র অনুকরণ করিয়া নামবলে পাপপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট প্রাকৃত সহজিয়া, লম্পট, নামাপরাধী না হইয়া পড়েন। যখনই আমরা মনে করিয়াছি, "আমিও বিল্বমঙ্গল বা জগাইমাধাইর ন্যায় পূর্ব্বজীবনে পাপের চরম সীমায় উপনীত হইয়া পরজীবনে সদাচারী সাধু হইব," তখনই আমার হৃদয়ে নামবলে পাপপ্রবৃত্তির উদয় হইয়াছে, আমি ভক্তির চরণে অপরাধী হইয়াছি। তবে ইহাও জানিতে হইবে যে, বিল্বমঙ্গল বা ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু কিংবা পরাশর ব্যাস, জগাইমাধাই প্রভৃতির চরিত্রে আকস্মিক দুরাচার দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা জগদ্গুরু, মহাভাগবত বা আচার্য্যপদবাচ্য হইতে পারেন নাই, তাহা নহে। যদি তাঁহাদিগকে আমার আরোহিক বিচারের গণ্ডির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দুরাচার বা 'পতিত' বলিয়া তাঁহাদের নিন্দা করি, তবে আমিই ভক্তিরাজ্য

হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইবে। তাহাদিগের পূর্ব্বচরিত্র স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে দর্শন করিলে তাহা নামাপরাধ-ন্যায়ানুসারে তাদৃশাদি ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধ হইবে।

প্রশ্ন—৩। শ্রবণকীর্ত্তন ও গুরুবৈষ্ণবের আদেশাদি পালন-সত্ত্বেও আমাদের ভক্তিবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় না কেন?

উত্তর—৩। ছলে প্রজল্পভাবে কোনপ্রকার কপটতা থাকিলে শাস্ত্রশ্রবণাদির অভিনয় ও হরিসেবার অভিনয় করিয়াও ভক্তি বৃদ্ধি হয় না। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলেন,—"পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্ন্যায়তঃশাস্ত্রতৎপরৈরপি। প্রসীদতি ন বিধায়ৈব বৈষ্ণবে চাবমানিতে। ০ ০ কৌটিল্যম্ অশ্রদ্ধা ভগবদ্ভিন্নতাবজ্ঞাবস্তুন্তরাভিনিবেশো ভক্তিশৈথিল্যং স্বতন্ত্রাদিত্বমসহিষ্ণুত্বাদিশ্চৈতে মহৎসঙ্গাদি-লক্ষণ-ভক্ত্যাদি নিবর্ত্তয়িতুং দুষ্করাপি চেত্তর্হি তত্তদপরাধস্যৈব তাদৃশাদি ভাবের ও প্রাচীনত্ব তত্ত্ব লিখিয়াছি। অতএব কুটিলা-নুষ্ঠানমুদ্ভবমপি নানোপচারাদিকং নাঙ্গীকরোতি ভগবান্ যথা ভক্তাগস্তো দুর্য্যোধনস্য। আধুনিকানাঞ্চ প্রতিষ্ঠাশানামপ্য-পরাধলোকেন শ্রীভগবতি শ্রীগুরৌ তদ্ভক্তাদিষু চাস্তরানাদরা-ভাবেপি সতি বহিস্তদর্চ্চনাদ্যারম্ভকৌটিল্যম্। অতএবাকুটিল-মুত্থানাৎ ভজনাভাসাদিনাপি কৃতার্থত্বমুক্তম্। কুটিলানান্তু তত্ত্বাদ্যবৃত্তিরপি ন ভবতীতি স্থানে শ্রীপরাশরবাক্যে দৃষ্টত্বে,—'ন হ্যপূতাত্মনাং লোকে মুত্থানাং কুটিলাত্মনাম্। ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং স্মরণং তথা।' ইতি প্রত্যেকব্যতিরেকোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মে—"সত্যং শতেন বিত্তানাং সহস্রেণ তথা তপঃ। বিত্তাযুতেন গোবিন্দে ন্যূনা ভক্তি-নিবার্য্যতে।" ইতি অতএবাহ (ভাঃ ৩।১৯।৩৪),—'তং ত্বামাত্মাশ্রয়ন্ত্যকিঞ্চনজনপরিহারেণ কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুরাপমনন্যশরণৈঃ।" (ভাঃ সূঃ ১৫৩ সং)।

শত শত জন্মে ভগবান্ বিষ্ণু পূজিত হইলেও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয় শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুর যদি অবমানিত হন, তাহা হইলে বিশ্বাত্মধামী শ্রীহরি কখনও প্রসন্ন হন না। কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, ভগবদ্ভিন্ন-বস্তুতে ভগবদ্বুদ্ধি-প্রভৃতি অভিনিবেশ, ভজন-শৈথিল্য, সেবা-কার্য্যাদির জন্য অহঙ্কারিত্ব প্রভৃতি দোষগুলি যদি মহৎ অর্থাৎ মহাভাগবত বৈষ্ণব বা সাধুর সঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণময়ী ভক্তির দ্বারাও নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয় অর্থাৎ বিদূরিত না হয়, তাহা হইলে ঐসকল দোষ অপরাধেরই কার্য্য এবং পূর্ব্বাপরাধের সূচক বা কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব দুর্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবগণের দূতরূপে প্রেরিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ দুর্য্যোধনপ্রদত্ত নানা বিলাসোপচারযুক্ত পূজা গ্রহণ করেন নাই, তদ্রূপ কুটিলচিত্তজনগণের বিবিধ উপচারাদি অনুষ্ঠিত হইলেও ভগবান্ তাহা স্বীকার করেন না। শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও আধুনিক কোন কোন লোকের অপরাধ-দোষে শ্রীভগ-বান্, শ্রীগুরুদেব ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অন্তরে অনাদর সত্ত্বেও বাহিরে তাঁহাদের প্রতি যে পূজনাদি প্রযত্ন, তাহা সমস্তই কুটিলতা মাত্র। অতএব মূর্খ হইলেও অকুটিল অর্থাৎ সরলচিত্ত ব্যক্তিগণের ভক্ত্যাভাসাদি দ্বারাও কৃতার্থত্ব কথিত হইয়াছে; কিন্তু কুটিল (কপট) ব্যক্তিগণের আদৌ ভক্তির অনুবর্ত্তনই হয় না,—ইহা স্কন্দপুরাণে পরাশরবাক্যে দৃষ্ট হয়,—এই জগতে মূঢ়, কুটিলচিত্ত, পাপী জনগণেরই শ্রীগোবিন্দের প্রতি ভক্তি বা তাঁহার কীর্ত্তন ও স্মরণ-চেষ্টা হয় না। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও এইজন্য কথিত হইয়াছে,—"শতবিত্তের দ্বারা সত্য, সহস্র বিত্তের দ্বারা তপস্যা এবং অযুত অযুত অর্থাৎ অসংখ্য বিত্তের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের প্রতি লোকের ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়।" অতএব শ্রীশৌনকের প্রতি শ্রীসূতের উক্তি,—একমাত্র অনন্যশরণ অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন, অকৈতব, সরলচিত্তজনগণের অনায়াস-সেব্য অথচ অসাধু, দুর্জ্জন, অভক্তগণের দুষ্প্রাপ্য সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সেবা না করিয়া থাকেন?

প্রশ্ন—৪। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন যে "বৈষ্ণবপুত্রগণ বৈষ্ণবগণের আচার সম্বন্ধে বিচার করিবেন না, যেহেতু গীতাশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, দুরাচার পুরুষও অনন্যচিত্তে আমার ভজন করিলে, তিনি সাধু এবং সম্যক্ ব্যবসায়যুক্তরূপেই জ্ঞাত হইয়া থাকেন। গরুড়পুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে, বিষ্ণুভক্তিযুক্ত পুরুষ মিথ্যাচার এবং অশ্রদ্ধালু হইলেও উদিত সূর্য্যের ন্যায় অন্য সমস্ত লোক পবিত্র করিয়া থাকেন।" (গৌড়ীয়-সংস্করণ ভক্তিসন্দর্ভ ২৭৬ পৃঃ)। আমার শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-

বিনোদ 'হরিনামচিন্তামণি'র সাধুনিন্দা-অপরাধ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বিচার পরিত্যাগ করিলে মধ্যম বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাপরাধ হয়।"—উপরি-উক্ত দুই আচার্য্যের এই সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য কি?

উত্তর—৪। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর উক্তির উদ্দেশ্য এই যে, নামপরাধে বৈষ্ণবের বা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের কাদাচিৎক অর্থাৎ প্রমাদাগত দোষ, নষ্টপ্রায় দোষ ও শরণাগতির পূর্ব্বাচরিত দোষ বা মিথ্যাপবাদ ধরিয়া নিন্দা করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিশ্রভক্ত বা প্রাকৃত সহজিয়াগণের সম্বন্ধে বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বিচার করিতে হইবে না, তাহা নহে। **গুরুভোগী, বৈষ্ণবে ভোগবুদ্ধিকারী বা বৈষ্ণবাপরাধীকে বৈষ্ণব বলিতে হইবে না।** গুরু বা আচার্য্যবর্গের সম্বন্ধে আধ্যক্ষিক বিচার করিয়া তাঁহাদের দোষোদ্ঘাটন বা মিথ্যাপবাদে বিশ্বাস করিলে ভক্তিরাজ্য হইতে চিরতরে পতিত হইতে হইবে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"ভক্ত সমস্ত পাপ হইতে দূরে থাকিয়া আমার ভজন করেন। তথাপি জড়দেহসম্বন্ধে কখনও কোন পাপকে **রোগীর অমেধ্য-সংযুক্ত ঔষধ সেবনের ন্যায়** কোন পাপ-ক্রিয়া ঘটিতে পারে। এই পাপ অত্যন্ত অস্থায়ী কেন না, **প্রবৃত্তি-গত নয়।**" "• • • অসদাচারী ব্যক্তিগণ আচার্য্য-চরিত্রে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া আপনাদের দোষকে গুণ বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন। হা কলি! তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তাহাই করিলে; অনেকগুলি ব্যক্তি কপট বৈষ্ণব হইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে মৎস্য-মাংসাশী বলিয়া নিন্দা করেন, আবার ধর্ম্ম-মূর্ত্তি শ্রীমহাপ্রভুতে যোষিৎসঙ্গ-দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে নবরসিক মধ্যে গণন করেন। নিষ্কলঙ্কচরিত্র শ্রীরূপগোস্বামী ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতির সম্বন্ধে মিথ্যা স্ত্রীসঙ্গদোষ রচনা করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করেন, এ সমস্তই দুষ্ট কলির কার্য্য।"

—শ্রীসজ্জনতোষণী ৮ম বর্ষ-৯ম সংখ্যা

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর ভক্তিসন্দর্ভের উক্তি ও তাঁহার উদ্ধৃত শাস্ত্রীয় বচন হইতে ইহাই সিদ্ধান্তিত হয় যে, বিষ্ণুভক্তিযুক্ত গুরুবৈষ্ণবেরই আপাতপ্রতীয়মান মিথ্যাচার বা স্বচ্ছন্দাচার প্রভৃতি দর্শন করিবে না। কিন্তু যাহার বিষ্ণুভক্তি নাই—অর্থাৎ যে কর্ম্মী, জ্ঞানী বা মিশ্র-ভক্ত, তাহার মিথ্যাচার বা স্বচ্ছন্দাচারের বিচার করিলে অপরাধ হইবে না, বরং তাহা না করাই বৈষ্ণবাপরাধ। ইহাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি প্রভুর সিদ্ধান্তের সঙ্গতি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"যিনি বৈষ্ণবের (১) **জাতিদোষ** (২) **কাদাচিৎক অর্থাৎ প্রমাদাগত দোষ** (৩) **নষ্টপ্রায় দোষ** ও (৪) **শরণাগতির পূর্ব্বাচরিত দোষ** ধরিয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করেন, তিনি বৈষ্ণবনিন্দক; **তাহার কখনও** নামে **রুচি হইবে না।** যিনি শুদ্ধভক্তির আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি **শুদ্ধ বৈষ্ণব। পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার দোষ কথঞ্চিৎ তাহাতে লক্ষিত হইতে পারে; তাঁহার অন্য কোন দোষের সম্ভাবনা নাই।**" (—সাধুনিন্দা, হঃ চিঃ)।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথিত শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে,—শুদ্ধ বৈষ্ণবকে নিন্দা করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। এখানে সংশয় হইতে পারে শুদ্ধ বৈষ্ণব কাহাকে বলিব? সেই সংশয় নিরসনকল্পে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"যিনি শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত ভক্তির আশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই শুদ্ধ বৈষ্ণব।" এখানে আর একটী সংশয় হইতে পারে, কোন্ অধিকার হইতে এই শুদ্ধ বৈষ্ণবের গণনা আরম্ভ হয়? অর্চ্চনপর কনিষ্ঠ ভক্তকেও কি শুদ্ধভক্ত বলা যাইবে? শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তদুত্তরে বলিয়াছেন, "**মধ্যম বৈষ্ণব হইতেই শুদ্ধ বৈষ্ণবের গণনা।**" (—সাধুনিন্দা, হঃ চিঃ)।

"মধ্যম বৈষ্ণব **হইতে**" বাক্যে "হইতে" শব্দের দ্বারা মধ্যম বৈষ্ণব হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভাগবত বা উত্তম বৈষ্ণব পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। শুদ্ধ বৈষ্ণবে পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার দোষ কথঞ্চিৎ লক্ষিত হইতে পারে কিন্তু তাঁহার অন্য কোন দোষের সম্ভাবনা নাই; ইহাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত।

মধ্যমভাগবত ও মহাভাগবতের জাতিগত দোষ দর্শন করিলে বৈষ্ণবাপরাধ ও সাধু-নিন্দা নামাপরাধ হইবে।

ঐরূপ অপরাধকারীর কখনও নাশে রুচি হইবে না। যেমন মহাভাগবত-শিরোমণি শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃতিকে বা শঠযোগাদি আলবন্দার বা তিরুপতিকে যদি কেহ "নীচ জাতি" বা "শূদ্র" বলিয়া স্বপ্নেও মনে করেন, তবে তাহার বৈষ্ণবাপরাধ হইবে।

ভক্তভক্তির আশ্রয়কারী মহান্-ভাগবত হইতে মহা-ভাগবত পর্য্যন্ত যদি কাহারও কালাচিৎক অর্থাৎ প্রমাদাগত দোষ বা দুরাচার লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণবতা বা মহাভাগবতত্ব হইতে ভ্রষ্ট হন নাই জানিতে হইবে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দিব্যসূরি ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু বা তোণ্ডারডিপ্পড়ি আলবরের প্রমাদাগত দোষ দর্শন করিয়া যদি কেহ তাঁহাকে নিন্দা করে তবে তাহার ভীষণতম ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধ হইবে, কখনও তাহার নাশে রুচি হইবে না। সেইরূপ অপরাধী যদি সাক্ষাৎ নরপতি শিব বা ব্রহ্মার তুল্য ব্যক্তিও হন তথাপি তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া চির জড়বিলাসী না হন নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িতে হইবে।* উক্ত ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর চরিত শ্রীভক্তামৃত গ্রন্থে ও শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত সজ্জন-তোষণীতে দৃষ্ট হয়। ইহার পূর্ব্বনাম বিপ্রনারায়ণ। ইনি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত মণ্ডনগুড়ি গ্রামে ১৮১৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে আবির্ভূত হন। বিপ্রনারায়ণ শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া শ্রীরঙ্গমে অবস্থান করেন। অহিংসা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সর্ব্বভূতে দয়া, শান্তি, হরিকীর্ত্তন, হরিস্মরণ, জ্ঞান ও সত্য এই অষ্টপ্রকার মানসার্চ্চনোপকরণরূপ পুষ্পমালা দ্বারা তিনি ভগবানের নিত্য শ্রীপাদপদ্ম অর্চ্চন করিতেন। তিনি শ্রীরঙ্গনাথের সেবার জন্য উরাইউর নামক রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানে শ্রীরঙ্গনাথের একটী পুষ্পকানন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। একদিন দেবদেবী নাম্নী একটী বারবনিতা চোল-রাজের প্রাসাদ হইতে নিজ ভগ্নীর সহিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে বিপ্রনারায়ণকে সেই পুষ্পকানন-মধ্যে একাগ্রমনে পুষ্পচয়ন করিতে দেখিয়া তাহার ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ঐ লোকটী কি পাগল? নতুবা কেন সে আমাদের রূপলাবণ্যের প্রতি একটুকুও দৃক্‌পাত করিতেছে না?"

তাহারা বিপ্রনারায়ণ সম্বন্ধে পরস্পর নানাপ্রকার আলোচনা করিবার পর দেবদেবী প্রতিজ্ঞা করিল,—যে-কোনরূপেই হউক, সে বিপ্রনারায়ণকে মোহিত করিবে। একদিন দেবদেবী ছদ্মবেশে বিপ্রনারায়ণের সম্মুখে আগমন করিয়া ঐ বাগানে মালিনীর কার্য্য করিবার জন্য কাতর-ভাবে আবেদন জানাইল। সরলচিত্ত ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু কপটিনীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাকে তথায় স্থান দিলেন; কিন্তু সেই সুযোগে সেই নারীরূপী সরলচিত্ত বিপ্রনারায়ণের সাধুবেশ ক্রমে ক্রমে অপহরণ করিতে থাকিল। শ্রীরঙ্গনাথ কোন কৌশলের দ্বারা নিজ ভক্তকে যোষিতের কবল হইতে উদ্ধার করিলেন। দেবদেবী নাম্নী বারবনিতাও ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর কৃপায় বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিতা হন। এই ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুকে শ্রীযামুন-রামানুজাচার্য্যাদি শ্রীনারায়ণের বৈজয়ন্তী বনমালার **নিত্যসিদ্ধ** অবতার ও জগদ্‌গুরু দিব্যসূরি বলিয়া পূজা করিয়াছেন ও সমগ্র শ্রী-সম্প্রদায় ও বৈষ্ণবসম্প্রদায় এখনও করেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ ষোড়শ-অধ্যায়ের আখ্যায়িকা অবলম্বনে বর্ণিত হইয়াছে যে, জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা কামোন্মত্তের ন্যায় অভিনয় করিয়া নিজ সুন্দরী কন্যাকে যখন অভিলাষ করিয়াছিলেন, তখন তাহা দেখিয়া ব্রহ্মার ছয় পৌত্র 'সিদ্ধদেবগণ' উপহাস করিয়াছিলেন, তৎফলে তাঁহাদের (ঐ 'সিদ্ধদেবগণের'ও) অধঃপাত ও অসুরযোনিতে জন্মলাভ হয়।—"সে সব ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধ দেবগণ। তা'সবার এত দুঃখ শুন যে-কারণ॥ দৈবে ব্রহ্মা কামরসে হইলা মোহিত। লজ্জা ছাড়ি' নৃত্য প্রতি করিলেন চিত॥ তাহা দেখি' হাসিলেন এই ছয় জন। সেই দোষে **অধঃপাত হৈল সেইক্ষণ। মহাদেবের কর্ম্মেতে** করিল উপহাস। **অসুর-যোনিতে** পাইলেন **গর্ভবাস**। (চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।৭৮, ৮০-৮২)

শ্রীমদ্ভাগবত, ৬ষ্ঠ স্কন্ধ, ১৭শ অধ্যায়ে 'বৈকুণ্ঠাগ্রণ্য' চিহ্নকেতু জগদ্‌গুরু বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শিবকে স্ত্রীসঙ্গি-বিচারে (আপাতদৃষ্টিতে না হইলেও বাস্তবতঃ) উপহাসের অভিনয় করায় প্রত্যবায়রূপে জন্ম-গ্রহণ করেন—এই শিক্ষা প্রকাশিত

---

* পুরাণানি-সহ যদি বৈকুণ্ঠেরে নিন্দে।
তথাপিহ যায় পাষণ্ডী—কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২২।৪৪)

হইয়াছে। পরমা বৈষ্ণবী পার্ব্বতী বৈষ্ণব-নিন্দা সহ্য করেন নাই। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন যে, চিত্রকেতু ও শিবের আদর্শের মধ্যে এই শিক্ষা আছে যে, অপরাধজনপরাধে বৈষ্ণবগণের দুর্ব্বাচার দর্শন করিতে হবে না। চিত্রকেতু সহস্র বিদ্যাধরীর সহিত নির্জ্জনে বাস করিয়াও (বিষ্ণুনাথ ভাঃ ৬।১৭।৩৯) যেরূপ হরিভক্তি হইতে চ্যুত হন নাই, তদ্রূপ জগদ্গুরু শিবও লোক-সমক্ষে পত্নীকে ক্রোড়ে স্থাপন ও আলিঙ্গনপূর্ব্বক অবস্থান করায় কিন্তু হরিভক্তির বিরুদ্ধ কার্য্য বা আদর্শকে হীন করেন নাই। কারণ, ঐরূপ আদর্শের দ্বারা ইহাই প্রচারিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণে অনন্যশরণাগত পরমহংস বৈষ্ণবের ঐ সকল দুর্ব্বাচার-দর্শনকারীরই অমঙ্গল ঘটে। বৈষ্ণবের দুর্ব্বাচারত্ব নাই—দর্শনকারীরই দুরাচারত্ব ও পাতিত্য। মহান্তের আচরণ অনুকরণীয় বা নিন্দনীয় নহে, ইহাই শিক্ষা।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুও তাঁহার উপদেশামৃতের সপ্ত শ্লোকে এই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন,—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ
ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসো ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

শ্রীল প্রভুপাদ ঐ শ্লোকের অনুবৃত্তিতে লিখিতেছেন, "ভক্তদেহে স্বভাবজনিত দোষ বা দুরাচার থাকিলে তদ্দ্রষ্টা তাঁহাকে দেখিয়া অপরাধী হন; তজ্জন্য প্রাকৃত দৃষ্টির পরিবর্ত্তে ভক্তদর্শন করিতে নিষেধ। **তাদৃশ দুরাচারের অবস্থান, অনন্যভক্তির বিনাশকারক নহে। পরন্তু অল্পবুদ্ধি দ্রষ্টার চক্ষে বিশেষ অপকারক। যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্য-ভজন দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহাভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন।** যে সকল ভক্তিপথাশ্রিত বৈষ্ণব ভক্তির অলৌকিক চেষ্টাসমূহ বুঝিতে না পারিয়া মহাভাগবতকে স্বকীয় দৃষ্টিতে মহাভাগবতের অধীন করিবার প্রয়াস পান, তাঁহাদের ভক্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটে। * * * আতকচি সিদ্ধ মহাত্মগণের আচরণ না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে **পতিত** মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। যেহেতু সিদ্ধমহাত্মা বৈষ্ণবগুরুগণের ব্যবহারাবলীতে কটাক্ষ ও তাঁহাদিগকে হীন-জ্ঞানে তথা-ই জীবের কোন মঙ্গল হয় না। সুতরাং, প্রাকৃত দৃষ্টিতে সিদ্ধভক্তকে কেবল বদ্ধ প্রাকৃত জীবজ্ঞানে নিম্ন মনে করিয়া দণ্ডের আসনের চেষ্টাই বৈষ্ণবাপরাধ। অজ্ঞাতসুকৃতি সাধক ও সিদ্ধভক্তে ভেদ আছে জানিয়া এক ব্যক্তিকে শিষ্য ও অপর ব্যক্তিকে গুরু জানিতে হইবে। **গুরুকে উপদেশ দিতে হইবে না। শিষ্যের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে না, ইহাই বিবেচ্য।**"

সন্দেহ হইতে পারে, বৈষ্ণব যখন ভদ্র-সমাজের অতীত, তখন তাঁহাতে প্রমাদাগত দোষ কিরূপে সঙ্ঘটিত হইতে পারে? কেহ কেহ বলেন—যদি কোন মহাভাগবত বৈষ্ণবেও আধ্যক্ষিক বিচারে কোন প্রকার প্রমাদ লক্ষিত হয়, তবে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা হইবে না। বস্তুতঃ এইরূপ বিচারই ভ্রমযুক্ত। মহাভাগবতবর জগদ্গুরু শ্রীল ঈশ্বর-পুরীপাদ যখন নিজকৃত কৃষ্ণলীলামৃত-গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতকে সংশোধন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু জীবের জন্য এই শিক্ষা দিয়াছেন,—"প্রভু বোলে,—'ভক্ত-বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন। **ইহাতে যে দোষ দেখে, সে-ই 'পাপী' জন॥ ইহাতে যে দোষ দেখে, তাহার সে দোষ।** ভক্তের বর্ণনমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ।" (চৈঃ ভাঃ আ ১১।১০৫,১০৯)

দোষ ভক্তের নহে, ভক্তের মধ্যে যে ব্যক্তি দোষ দর্শন করে, তাহারই দোষ। মহাপ্রভুর এই সিদ্ধান্তটি বিশেষ-ভাবে প্রণিধানযোগ্য। মহাভাগবত শ্রীল ঈশ্বরপুরীর দোষের দ্রষ্টাই দোষী, পরন্তু ঈশ্বরপুরী নহেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যমরাজের সভায় উপস্থিত হইয়া 'অপিচেৎ সুদুরাচারঃ' শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহাতেও এই সিদ্ধান্তই প্রকটিত হইয়াছে,—যম—সূর্য্যের পুত্র। সূর্য্য Ethics (সুনীতি) বা ধর্ম্মের দেবতা, যাঁহারা সৌর তাঁহারা ethical; Ethics (সুনীতি) বড়, না ভগবদ্ভক্ত বড়? যমুনাদেবীর ভ্রাতা—যম। যমুনা কৃষ্ণের প্রেয়সী। কিন্তু যম সুনীতি-দুর্নীতির দণ্ডমুণ্ড-

বিধাতা—Ethics—stern justiceএর মালিক—এজন্য তাঁহাকে 'ধর্ম্মরাজ' বলা হয়।

জগতের তথাকথিত সুনীতি বিষ্ণুর আনুগত্যহীনা। বস্তুতঃ বিষ্ণুর আনুগত্য-বিহীনা সুনীতির সুনীতির বা সতীত্ব থাকিতে পারে না। যখন বৈকুণ্ঠের অন্যতম ধর্ম্মরাজ যমের সভায় গীতার 'অপি চেৎ সুদুরাচারো' শ্লোকের সংশয়-ভঞ্জনার্থ এক সভা আহূতা হইয়াছিল। শিব-ব্রহ্মাদি দেবতা-গণ সেই সভায় এই শ্লোকের সংশয় মীমাংসা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ তখন যেভাবে ঐ সংশয় নিরসন করিয়াছিলেন, সেই তাৎপর্য্যটি শ্রীল প্রভুপাদ "দুষ্টে স্বভাবজনিতৈর্যদুক্ষ দোষৈঃ" শ্লোকের অবতারণায় প্রকাশ করিয়াছেন। "অনন্য-ভজন-কারীর 'লোক-দেখান' দুরাচারত্বে বঞ্চিত না হইয়া যিনি তাঁহার সাধুত্ব দর্শন করেন সেইরূপ দর্শনকারীই শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইয়া পরমা শান্তি লাভ করিতে পারেন। অনন্য-ভজনকারীকে গুরু-জ্ঞান ও নিজেকে শিষ্য-জ্ঞান করিয়া যিনি তাঁহাকে (অনন্যভজনকারীকে) বাপ্য-জগতের সুনীতি ও দুর্নীতির মাপকাঠির আসামী করেন না, তাঁহারই শীঘ্র সাধুত্ব লাভ হয়।"

যশোহর জিলার কোন লৌকিক গোস্বামী, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদে শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুর ন্যায় বৈরাগ্যের আদর্শের অভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ যে কলিকাতা-নগরীকে 'কলির ব্রহ্মাণ্ড' বলিতেন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন, উক্ত লৌকিক গোস্বামী মহাশয়ের ধারণানু-সারে জাতরতি রাগাত্মক মহাভাগবতেরও পরমহংস-বেষ অর্থাৎ কৌপীনাদি গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব-স্বীকৃত পত্নী-পুত্রাদির মধ্যে থাকা উচিত নহে,' কেন না, তিনি যে শ্রীল গৌর-কিশোর প্রভুর বৈরাগ্য দেখিয়াছেন, সেই বৈরাগ্যের ভক্তিরসশূন্য বিকৃত ছবির তেজের দ্বারা তাঁহার (উক্ত লৌকিক গোস্বামীর) চক্ষু ঝলসাইয়া গিয়াছে, হৃদয় শুকাইয়া গিয়াছে। তাঁহার ধারণায় বৈষ্ণব শুক্র-শোণিত হইতে উৎপন্ন মাংসপিণ্ড-বিশেষ; আর তাঁহারই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিমাণযোগ্য একটি খণ্ডস্থান অর্থাৎ অপর ভাষায় মায়ার ব্রহ্মাণ্ড-বিশেষ। অতএব যে ব্যক্তি শিষ্য হইবারও যোগ্য হন নাই, সেই ব্যক্তি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গুরুত্বস্থান (?) করিতে উদ্যত হইলেন! উক্ত লৌকিক গোস্বামী নিজে শিষ্য হইবার জন্য কতটা প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা যাচাই করিবার জন্য বাবাজী মহারাজ উক্ত লৌকিক গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন,—"আপনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দাদার করিয়া কলির ব্রহ্মাণ্ড হইতে শ্রীধামে লইয়া আসুন।" উক্ত ব্যক্তি এই কথা কলিকাতায় আসিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে জানাইলে ঠাকুর উক্ত লৌকিক গোস্বামীজীকে বলিলেন—"গৌরকিশোর প্রভুকে দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিয়া বলিবেন, আমার এখানে ভজনের কোন অভাব হইতেছে না—'যে-দিন গৃহে ভজন দেখি' গৃহেতে গোলোক ভায়।' আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যেন তাঁহার বৈরাগ্যের সিদ্ধি হয়।" শ্রীল প্রভুপাদকে যখন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শ্রীনবদ্বীপে লইয়া আসিবার কথা জ্ঞাপন করিলেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল বাবাজী মহারাজকে বলিয়াছিলেন—"আমাকে এতটা পাষণ্ড মনে করিবেন না যে, আমি কল্পনায়ও ভাবিতে পারি, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নবদ্বীপ বা গোলোক-দর্শন ব্যতীত অন্য দর্শন আছে। আপনি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতেছি।"

কোন কোন নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতেও পূর্ব্বে মৎস্যাদি-ভোজন দোষ দৃষ্ট হইয়াছে, তজ্জন্য তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ-জগদ্‌গুরুত্ব হইতে পতিত হন নাই। শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ অহিন্দুর সংসর্গে থাকিয়া অহিন্দুর আচার, ব্যবহার, বেশ ও নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন কি মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে অহিন্দুর বেশ হইতে 'ভদ্র' করাইয়াছিলেন বলিয়া নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ শ্রীসনাতনের নিত্যসিদ্ধ জগদ্‌গুরুত্ব নাই, এরূপ নহে। এজন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"কোন কোন পরমভক্তের পূর্ব্বে মৎস্যাদি-ভোজন এবং পূর্ব্ব-সংগৃহীত পরদার-সঙ্গাদি লক্ষ্য করিয়াও তাঁহাদিগকে 'অসাধু' মনে করিবে না।"

এখানে একটি সংশয় হইতে পারে যে, যিনি জগদ্‌গুরু বৈষ্ণব বা আচার্য্য হইবেন, তিনি যদি আচরণ না করেন, তাহা হইলে কিরূপে লোকশিক্ষা দিবেন? কেবল কি

লোকরঞ্জনা করিবার জন্যই তাঁহার জগদ্গুরুত্ব, শিক্ষাদানের জন্য নহে ?

জগদ্গুরুগণ যখন প্রধানাধিকারের অভিনয় করিয়া লোকশিক্ষা দেন ও আচরণ করেন সেই আচরণই অনুসরণ করিতে হইবে। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু আচার্য্যের কার্য্য করিবার কালে দুই পত্নী বা শ্রীরসিকানন্দ মুরারি কলহকারিণী তিন পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই আদর্শ জগতের লোককে অনুকরণ করাইবার জন্য তাঁহাদের আচার্য্যলীলা নহে ; বা তাঁহারা ঐরূপ আচরণের দ্বারা আচার্য্যত্বের বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, তাহাও নহে। আচার্য্যকুলশিরোমণি, বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিসংস্থাপনের মূলপুরুষ, গোষ্ঠ্যানন্দী ও বিশ্বপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরমহংসবেষগ্রহণলীলা প্রকট করিবার পর ভক্তিভবনে বাস করায় লোকশিক্ষার বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা নহে। বরং বৈষ্ণবাচার্য্যগণের চরিত্রে ঐরূপ যুগপৎ মধ্যমাধিকার ও উত্তমাধিকারের আচরণসমূহ প্রকটিত হওয়ায় তাহাতে সার্ব্বদেশিক শিক্ষা লাভ হয়। যদি তাঁহারা কৃপা করিয়া ঐ উভয় প্রকার শিক্ষা প্রকট না করিতেন, তবে ভক্তি ও সদাচার আধ্যক্ষিকের একদেশী মাপ-দণ্ড-বিশেষ হইয়া পড়িত।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পাঁচ সের গোদুগ্ধ-পানের আদর্শের অনুকরণ-কার্য্যকে যে শিষ্যব্রুবগণ আচার্য্যের অনুগমন মনে করে, তাহারা আচার্য্যের আচার্য্যত্ব ও শিক্ষার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কিন্তু আচার্য্যের আচরণ হইতে শিক্ষা লাভ করিবেন মনে করিয়া যেন আচার্য্যের প্রতি মৎসরতা ও অসূয়া করিয়া আচার্য্যকে মধ্যমাধিকার বা কনিষ্ঠাধিকারের গণ্ডীর মধ্যে পাতিত করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ না করেন। আচার্য্যের আচরণের এই বৈশিষ্ট্য শিষ্যকে সর্ব্বদাই শিক্ষা দিয়া থাকে যে, আধ্যক্ষিক জ্ঞানে ভগবদ্ভক্তিকে মাপা যায় না। **আচার্য্যের আচরণের স্বরূপ লক্ষণ—কৃষ্ণে অনন্যা শরণাগতি।** তাহা আচার্য্যের বাণীর আলোকে না দেখিয়া অর্থাৎ কর্ণের দ্বারা সাধু, গুরু, আচার্য্য বা বৈষ্ণবকে না দেখিয়া যাঁহারা চক্ষুর দ্বারা গুরু বা আচার্য্যকে দেখিতে চাহে, তাহারা আচার্য্যের আচরণ হইতে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া থাকে মাত্র, আচার্য্যকে প্রাকৃত নীতি, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য ও ঐশ্বর্য্যের প্রতীকরূপে দর্শন করিয়া স্বরূপ-দর্শন হইতে বঞ্চিত হয়।

আর একটি সংশয় হইতে পারে যে, যদি শুদ্ধ বৈষ্ণব, সদ্গুরু বা আচার্য্য সর্ব্বপ্রকার আচরণ প্রদর্শন না করেন কিংবা শুদ্ধ বৈষ্ণবে পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার দোষ দর্শন অপরাধজনক বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে সদ্গুরুর পদাশ্রয়কারী (অন্ততঃ অভিনয়কারী) অন্যান্য ব্যক্তিগণেরই বা কেন সেই দোষ দেখা হইবে ? তাঁহাদেরও পাপাদি দোষ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলা যায় ?

এই সংশয়ের মীমাংসার্থ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকথিত "বৈষ্ণবের মিথ্যাপবাদ, প্রাগুৎপন্ন, ক্ষয়াবশিষ্ট ও দৈবোৎপন্ন" (সঃ তোঃ ৭।৮) দোষ হইতে 'নামবলে পাপপ্রবৃত্তি'র বৈশিষ্ট্য বিচার করিতে হইবে। প্রাগুৎপন্ন, ক্ষয়াবশিষ্ট ও দৈবোৎপন্ন-দোষে ভগবদ্ভক্তিকে বহু করিয়া তদ্দ্বারা পাপপ্রবৃত্তি পরিবর্দ্ধনের স্পৃহা বা পাপাসক্তি হৃদয়ে থাকে না। ভগবান্, ভক্তি, গুরু বা বৈষ্ণবকে বহু করিয়া তদ্দ্বারা কৃষ্ণভোগি, গুরুভোগি-সম্প্রদায় বা প্রাকৃত-সহজিয়াগণ পাপপ্রবৃত্তিকে পরিপুষ্ট করিতে থাকে বলিয়া তাহাদের হৃদয় অপরাধ-কঠিন হইয়া পড়ে। যিনি পাপপ্রবৃত্তি পরিপুষ্ট করিবার জন্যই ইচ্ছুক, তাঁহার চিত্তও ক্রমশঃই কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশার লুব্ধ হইয়া পড়ে ; নানা উপাধি তাহাতে আশ্রয় করে ; ভক্তিলতার বীজ শুষ্ক হইয়া যায়। কেবল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপের প্রদর্শনী খুলিয়া সে ব্যক্তি লোক বঞ্চনা করে। তাহার হৃদয় হইতে চেতনময়ী কোনও বাস্তবসত্যকথা বা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয় না এবং সে ব্যক্তি অপরেরও মঙ্গল করিতে পারে না, তাহার সংস্পর্শে আসিয়া অপরের প্রকৃত ভজনবল বৃদ্ধি হয় না, অপরের আত্মগ্লানি আসে না।

আশ্রয় ভক্তাভিমানের সংস্পর্শে আসিয়া কেবল যে, সম্প্রদায়ের লোকের মঙ্গল হইয়াছে, তাহা নহে, বেদবেদী বাহ্মণ[illegible]ও মঙ্গল লাভ হইয়াছিল। যদি ভক্তাভিমানে বা বিষ্ণবক্ষব কৃষ্ণভোগী, গুরুভোগী ও প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের ন্যায় নামবলে বা ভক্তিবলে পাপপ্রবৃত্তি, অসৎ-

হইবার পরিপুষ্টই করিতেন, তবে সেইদিকেই তাঁহাদের প্রবৃত্তিমার্গ হইত এবং লোকের মঙ্গলসাধন করিতে পারিতেন না। দেবর্ষি বা চিন্তামণিকে গুরুরূপে দর্শন করিতে পারিতেন না। বিল্বমঙ্গল রাজ-বিকৃতমতীর প্রধান শিষ্য হইয়া আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং কেরলরাজ প্রভৃতি বহু শিষ্যের গুরুপাদপদ্ম হইয়াছিলেন। তিনি "চিৎসুখাচার্য্য" নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়; অতএব সেইরূপ শিষ্যহরি, আচার্য্য বা নিত্য-সিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণের তথাকথিত চারিপ্রকার দোষের সহিত কৃষ্ণভোগী, গুরুভোগী বা প্রাকৃতসহজিয়াগণের নাম-বলে পাপপ্রবৃত্তিরূপ অপরাধ ও পরিবর্দ্ধনকারী পাপাসক্তিকে কখনই এক মনে করিতে হইবে না।

প্রশ্ন—৫। যদি অনন্তগুণনিলয় বৈষ্ণবের আকস্মিক তথাকথিত নিষিদ্ধ পাপাচার বা দুষ্টাচারকে দর্শন না করিয়া তাঁহাকে 'সাধু' বিচার করাই মঙ্গলের পথ হয়, তবে ছোটহরিদাসের আদর্শকে মহাপ্রভু কেন সেইরূপ বিচার করেন নাই? মহাপ্রভুর ভক্তগণ ছোটহরিদাসের অপরাধকে 'অল্প অপরাধ' এবং ছোটহরিদাসের শিক্ষা হইয়াছে, তিনি আর ভবিষ্যতে ঐরূপ অপরাধ করিবেন না, এইরূপ বলা সত্ত্বেও, এমন কি, পরমানন্দ পুরীগোস্বামি-প্রভু হরিদাসের জন্য মহাপ্রভুর নিকট আবেদন জ্ঞাপন-সত্ত্বেও মহাপ্রভু কেন ছোটহরিদাসকে ক্ষমা করিলেন না? শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ও শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—"স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ। বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।" (ভাঃ ১১।৫।৪২)। "বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ। নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন। অজ্ঞানে বা হয় যদি 'পাপ' উপস্থিত। কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত।" (চৈঃ চঃ ম ২২।১৩৯—১৩৯), তবে মহাপ্রভু কিজন্য ছোটহরিদাসের সম্বন্ধে বলিলেন যে,—'প্রকৃতি দর্শন করিলে ত্রিবেণীতে দেহত্যাগই তাহার প্রায়শ্চিত্ত'?

উত্তর—৫। গুরুদেবের শাসনযোগ্য শিষ্যকে শিক্ষা-দান আর অপর বৈষ্ণব, সাধু, গুরুসেবক বা গুরুকে শিক্ষাদান এক জাতীয় নহে। মহাপ্রভু ছোটহরিদাসকে যেভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন, রামচন্দ্রপুরী বা ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে স্বয়ং ভগবদ্ভক্তগণের গুরু হইয়াও সেইরূপভাবে শিক্ষাদান করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু যদি নিজ-পার্ষদের দ্বারা এই আদর্শ শিক্ষা দিতেন, 'তাহা হইলে অবৈষ্ণবভাবে প্রশ্রয় পাইয়া কলিকালের দুর্জ্জন ও'র প্রাকৃতসহজিয়াবাদ প্রভৃতি জড়ীয় উপধর্ম্ম বা অপধর্ম্মকে বৈষ্ণবধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া নরকে পচিতে থাকিত,' শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোটহরিদাসকে দণ্ড দান করিয়াছেন দেখিয়া আমরাও ছোটহরিদাসকে দণ্ড প্রদান করিব বা তাঁহাকে পাপী, অপরাধী, স্ত্রীসঙ্গী, মর্কট-বৈরাগী বিচার করিব, যদি এই দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের উপস্থিত হয়, তবে আমাদের অপরাধের সীমা নাই; কিন্তু আমাদের এই বুদ্ধি হওয়া উচিত যে, 'আমরা যেন স্বপ্নেও পুরুষাভিমান না করি এবং বৈষ্ণবের অনুকরণ বা আপাত-প্রতীয়মান দুষ্টাচার অনন্তগুণনিলয়কারীর চরণে কোন-প্রকার অপরাধ না করি; মহাপ্রভু আমার জন্যই ঐ শিক্ষা দিয়াছেন; আমি ভাল হইব, আমাকে দণ্ডিত করিব, মহাপ্রভুর পার্ষদ বা বৈষ্ণবকে দণ্ডিত করিব না।' গুরুদ্রোহী রামচন্দ্রপুরী বা গুরুবৈষ্ণবাপরাধী শঙ্কর, মাধব বা অতিবাড়ী জগন্নাথের ন্যায় ছোটহরিদাস শ্রীস্বরূপাদি অন্তরঙ্গ গৌর-পার্ষদগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হন নাই।

দুর্বুদ্ধি রাজকে মহাপ্রভু আর্ত্তপতিতগণের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলেন নাই;—অতএব "প্রকৃতি দর্শন করিলে এই প্রায়শ্চিত্ত" প্রভৃতি উক্তি কেবল শিষ্যের প্রতি লোক-শিক্ষার্থ কঠোর শাসন ও মহাপ্রভুর দয়ার পরিচয়।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—"নিজভক্তে দণ্ড করেন ধর্ম্ম বুঝাইতে।" শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"যদিও কপটতাপূর্ব্বক অবৈধ স্ত্রীসঙ্গও পাপের অন্যতম মাত্র, তথাপি বৈষ্ণবের ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত পরমোচ্চ আসন বুঝাইবার জন্য এবং ভাবি-কালের বিদ্ধ প্রাকৃতসহজিয়া প্রভৃতি উপধর্ম্ম ও অপধর্ম্ম-যাজী নারকিগণের ব্যবহার যে নিতান্ত অধর্ম্ম-ভিত্তিতে গঠিত ও শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত ও স্বতন্ত্র, তাহা বুঝাইবার জন্য নিজ ভক্ত হরিদাসকে দণ্ড প্রদান করিলেন। শ্রীমায়াদেবী—উদ্ধাবিকারিণী মহাভাগবত তাঁহার নিকট তত্ত্বজ্ঞান-শিক্ষা-গ্রহণ হরিদাসের ন্যায় প্রভুপার্ষদের অনৈষ্ণব কার্য্য না হইলেও ভবিষ্যতে ঐপ্রকার উদাহরণ বা

আদর্শে চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া অনেকে ষাঁড়া ও কাপটাবিস্তারপূর্ব্বক কলিজনোচিত অবৈষ্ণব-মত প্রচার করিতে পারে, তাহার নিবারণকল্পে জগদ্গুরু লোক-শিক্ষক ভগবানের এই হরিদাস-সম্বন্ধিনী লীলা।"

শ্রীল প্রভুপাদ আরও লিখিয়াছেন, "লোকশিক্ষার জন্য নিজভক্ত হরিদাসকে গ্রহণ না করার পরে তাঁহার মুখে কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ সেবা স্বীকার করিয়া প্রভু নিজভক্ত বলিয়া, তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। বিদিষা বা ধীর সন্ন্যাসিগণের মধ্যে প্রকৃতিসম্ভাষণরূপ অপরাধ—তাহার নিজের বিশেষ অমঙ্গলের হেতু; কিন্তু শ্রীরামানন্দপ্রমুখ বিদ্বৎ বা নবোত্তম সন্ন্যাসী পরমহংসগণকে কোন অকৃত-জ্ঞানী নিজ দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকৃতিসম্ভাষী বলিয়া মনে করিলে, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।"—(শ্রীল প্রভুপাদকৃত অনুভাষ্য চৈঃ চঃ অঃ ২)।

প্রশ্ন ৬। অনন্য-কৃষ্ণভক্ত বা অনন্যভজনকারী কাহাকে বলিব?

উত্তর—৬। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন, —"যাঁহার হৃদয়ে **শুদ্ধভক্তির** উদয় হইয়াছে, তিনি অনন্যকৃষ্ণভক্ত; **মধ্যম হইলেও সঙ্গযোগ্য।**"—(অঃ বিঃ ভাঃ টীঃ; ভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব, অভিধেয়, ৩৬ পৃঃ)। ভক্তিসন্দর্ভ ৭৩-৭৪ সংখ্যায় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু অনন্যভক্তকে কর্ম্মান্তর পরিত্যাগী শরণাগত ভক্ত বলিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিতে আস্থা স্থাপন না করিয়া একমাত্র ভক্তির শরণাগত; অথবা যিনি ভগবৎ-প্রসাদ কৈবল্যও প্রার্থনা করেন না।

প্রশ্ন—৭। শাস্ত্রে যে উন্মার্গগামী গুরু পরিত্যাগের কথা আছে, ইহার তাৎপর্য্য কি? উন্মার্গগামী বলিতে কি শ্রীভোক্ত দুষ্টাচারকে বুঝায়?

উত্তর—৭। উন্মার্গগামী বলিতে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মায়াবাদী ও বৈষ্ণবাপরাধীকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কারণ, অনন্যভজনপরায়ণ হরিভক্তের তথাকথিত দুষ্টাচার আধ্যক্ষিকজ্ঞানে দর্শনই ভ্রম প্রমাদযুক্ত দর্শন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। দর্শনকারীরই দুষ্টাচারত্ব। অধিক কি,—"যে নৃশংসা দুষ্টাচারাঃ পাপাচার-রতাঃ সদা। তে যান্তি পরমং ধাম নারায়ণপদাশ্রয়াঃ॥ লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা নীতমন্ত্রয়াঃ। পুনন্তি সকলান্ লোকান্ সপ্তসপ্তাকুলোদ্ভবঃ॥" (ভক্তিসন্দর্ভ ১৪১ সংখ্যা)।—"যাহারা—নৃশংস, দুষ্টাচার, সর্ব্বদা পাপাচারে রত, তাঁহারাও শ্রীনারায়ণের পদাশ্রিত হইলে পরমধাম লাভ করেন। সমস্ত মন্ত্রের অর্থাৎ পাপ বিগত হওয়ায় তাঁহারা আর পাপকর্ম্ম-দ্বারা লিপ্ত হন না, সেই বৈষ্ণবগণ সপ্তকুলোদ্ধার ভাস্করের ন্যায় সকল লোক পবিত্র করিয়া থাকেন। "বৈষ্ণব-বিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব" (ভক্তি সন্দর্ভ ২৩৮ সংখ্যা)।"—**"যদি গুরুদেবের মুখেও (বৈষ্ণব-) নিন্দা শুনা যায়, তাঁহাকেও বিনীতভাবে তজ্জন্য সতর্ক করিবেন। যদি তিনি নিতান্ত পক্ষে বৈষ্ণববিদ্বেষী হন, তখন তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য উপযুক্ত পাত্রকে গুরুত্বে বরণ করিবেন।** (শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩৪)

এখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে,—**তথাকথিত দুষ্টাচার অনন্যভজনপরায়ণ ব্যক্তির সহিত পাপাসক্ত মিথ্যাভক্ত বা ভক্তব্রুব এক নহে।** পাপাসক্ত ভক্তব্রুব কোনদিনই গুরু-পদবাচ্য নহে। যদি কোন ব্যক্তিতে পাপাসক্তি, ভক্তবিদ্বেষ ও মায়াবাদ দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে অসৎসঙ্গ জ্ঞানে চিরতরেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। সেই ব্যক্তি বৈষ্ণবসদ্বাচ্যই নহেন। মোটকথা সাধুসঙ্গ ব্যতীত উপায় নাই, সাধুসঙ্গ করিতেই হইবে। ঐরূপ অসদ্‌গুরু **পরিত্যাগ করিয়াও নিরাশ্রয় হইয়া থাকিবার বিধি শাস্ত্রে নাই, তৎপরিবর্ত্তে মহাভাগবত মহান্তগুরুর চরণাশ্রয়ের বিধি** শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে (ভক্তি-সন্দর্ভ ২৩৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

'আশ্রয় লইয়া ভজে, তাঁরে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।'

'বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাৎ বিকৃতম্ গুরুম্। পূজয়েৎ বাঙ্‌মনঃকায়ৈঃ স স্যাদ্ভাঃ স বৈষ্ণবঃ॥ শ্লোক-পাদস্য বক্তারং যঃ পূজ্যঃ স গুরুর্যথা। কিং পুনর্ভগবদ্-বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিদুষোত্তমঃ॥' ইত্যাদি। পাদ্মে দেবর্ষ্যাতিসংবাদে—"ভক্তিরস্য ভজো যেদ্যি তদ্‌বিদ্ধি

ওরো হরি। মহাপ্রভু যেন সহোদর সকর্ষয়ত্ব যে হরিঃ।" ইতি। **তস্মাদেবস্যাদ, ভগবদ্ভক্তজনমপি নাপেক্ষেতে**।—(ভক্তিসন্দর্ভ ২৩৭ সংখ্যা) "যিনি জ্ঞানোপদেশক বৈষ্ণবগুরুকে **বিষ্ণুকুল্যজ্ঞানে** কায়মনোবাক্যে তাঁহার পূজা করেন, তিনিই বস্তুতঃ বৈষ্ণব-পদবাচ্য হইয়া থাকেন। যিনি এক শ্লোকের চতুর্থাংশও উপদেশ করেন, তিনিও সকলের পূজনীয় হইয়া থাকেন, সুতরাং যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ প্রদান করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ?" ইত্যাদি। পদ্মপুরাণে বেদস্তুতিস্তুতিতে উক্ত হইয়াছে যে,—"শ্রীহরির প্রতি আমার যেরূপ ভক্তি বর্ত্তমান শ্রীগুরুর প্রতিও যদি সেরূপ উত্তম ভক্তি বর্ত্তমান থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সত্যানুসারে শ্রীহরি আমাকে স্বরূপ প্রদর্শন করুন।" অতএব **গুরুসেবাব্যতীত অন্য ভগবদ্-ভজনের ও অপেক্ষা থাকে না।**

প্রশ্ন—৮। অহৈতুককৃপাময় নিত্যারাধ্য হরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইবার জন্য জীবের চেষ্টা হয় কেন ?

উত্তর—৮। কলির একটি বিশেষ প্রতিজ্ঞা এই যে, সে জগতের জীব, এমন কি ভক্তিরাজ্যের সাধকগণেরও মতি-ভ্রষ্ট করিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের মিথ্যাপবাদ প্রচারপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধাকে বিধ্বস্ত করিবে : যেমন স্বয়ং মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু, বেদ, ভাগবত, শ্রীনাম, শ্রীধাম, মূলআশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরু বাগ্-ভাবনী—ইহাদের বিরুদ্ধেও মিথ্যাপবাদ ও জাল প্রমাণাবলী সৃষ্ট হয় কেন ? যেহেতু পৃথিবীর অধিকাংশ লোক মানব-কল্পিত পুঁথি, শ্রীমদ্ভাগবতকে সাহিত্যবিশেষের রচিত ভ্রমপ্রমাদ ও অশ্লীলতাপূর্ণ পুস্তক, বেদে শুষ্কনামের অনুরোধ, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীধরস্বামীর অনুরোধ, শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্‌কে জাল পুঁথি, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি শ্রীগৌরনিত্যানন্দ, রায়-রামানন্দ, শ্রীরূপ, প্রভৃতি আচার্য্যবৃন্দের অমানুষিক অভাব্য মিথ্যাপবাদ প্রচার এবং শ্রীগুরুদাস ও শ্রীগৌরধামের সাম্প্রতি-সম্বন্ধেও কত সন্দেহের উদয় করাইয়া বলি নিত্য আরাধ্য বস্তুগণের প্রতি সাধকগণের শ্রদ্ধার বীজ উৎপাটন করিবার চেষ্টা করে। শ্রীনামগ্রাম, শ্রীবিগ্রহ, তুলসী, গঙ্গাজলকে কতপ্রকারে অবমাননা করে ! কলি ও অনর্থ বৈষ্ণবের প্রতি হরপ্রকারে **অশ্রদ্ধা** জন্মাইয়া সাধককে পাতিত করে। এই বিপদে কেবল নিজের অসদাচার ও পাপপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে সুদৃঢ় নিষ্ঠা ও অধিকতর ঐকান্তিকতার সহিত তাঁহাদের নিকট আত্মরক্ষার জন্য অবিরাম অকপট-সজ্জন প্রার্থনাই একমাত্র উপায়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক পণ্ডিতবর শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীযুক্ত হরচরণ পাল মহাশয়ের সৌজন্যে চাঁদপুরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন।

গত ২রা ও ৩রা চৈত্র বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার উক্ত সহরের কালীবাড়ীর নাটমন্দিরে "সমন্বয়বিগ্রহে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী" ও "বিশ্বসমন্বয়ে গীতার দান" সম্বন্ধে বহুসজ্জনসমন্বিত-সভায় তিনি দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন। (চাঁদপুর আবাসতেঃ) মাননীয় ১ম মুন্সেফ্ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র-নাথ পালিত এবং ইণ্ডিয়ারিয়াল্ ব্যাঙ্কের এজেণ্ট শ্রীযুক্ত জগদীশলাল বাগ্চা মহোদয়দ্বয় যথাক্রমে সভাপতিত্ব করেন। স্থানীয় কালীবাড়ী-কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সূর এম্, বি মহাশয়ের সৌজন্য উল্লেখযোগ্য।

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে গ্রীসের রাজকুমার

H. R. H. Prince Peter of Greece visited Gaudiya Math, Madras, on Saturday and was received by the members of the Math. The Prince took a keen interest in a discussion on Chaitanya. A copy of the teachings of Chaitanya Mahaprabhu was presented to the Prince. Those present included Lodd Govindoss, Sir Vepa Ramesam, and Dewan Bahadur K. S. Ramaswami Sasteiar.

[—*The Madras Mail, Monday, March 27, 1939*].

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৫শে চৈত্র, ৮ই এপ্রিল, | ৩৫শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যত্নপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী-বিচার,' সদ্ধর্ম্মিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সজ্জনতোষণী ১৪।২

"যাঁহার বৈষ্ণব-সঙ্গ করিতে হইবে, তিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠতর বৈষ্ণবকে অন্বেষণ করিয়া লইবেন।"

—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ১০ম পঃ

"সাধুগণ চিরদিনই জগতে আছেন, কেবল অসাধুগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়া সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ হয়।"

—বৈষ্ণবধর্ম্ম ৭ম অঃ

"নৈতিক উপদেশ বা আস্তিকতা-স্থাপন মাত্রই মহাপ্রভুর প্রচারের শেষ কথা নহে, পরন্তু মধুর ভগবৎপ্রীতির চরম কথা মহাপ্রভু জানাইয়াছেন, অর্থাৎ সমস্ত আচার্য্যের শ্রেষ্ঠ কথাগুলি মহাপ্রভুর শিক্ষার মধ্যেই আশ্রিতভাবে ক্রোড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে।"

—সরস্বতী-সংলাপ ১০৪ পৃঃ

"আমার গুরুদেব আমাকে বহুবার বলিয়াছেন,—লোককে ভোগা দিয়া আপনি হরিভজন করুন। আমাদের এ রকম মহান্ গুরুদেবের পাদপদ্মের নিকটে বসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।"

—সরস্বতী-সংলাপ ১২৪ পৃঃ

"অচিরেই ৫০ লক্ষ লোক আসিতেছেন,—যাঁহারা মহাপ্রভুর কথা জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিবেন।"

—সরস্বতী-সংলাপ ১৩০ পৃঃ

শ্রীশ্রীআচার্য্যকথা-প্রসঙ্গ

স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ

কাল—৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮

ভগবান্ যে অবস্থায় আমাদের রাখুন না কেন, তাহাই ভাল। আমি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছি, সেইরূপই ত' ফল পাইব। কর্ম্মটি করিবার সময় আমি কুকর্ম্ম করিয়াও থাকি, আর ফল দিবার সময়ও উপযুক্ত ফল দিলে ঈশ্বরই দোষী হইবেন—ইহা কিরূপ বিচার? যতক্ষণ দেহাত্মাভিমান আছে, ততক্ষণই আমাদের বাধা বা অসুবিধা। ব্রজবাসীদের কি কোন বাধা আছে? তাঁহাদের কৃষ্ণের দিকে স্বচ্ছন্দ-সেবা-প্রগতিকে কি কেহ রোধ করিতে পারে? জীবস্বরূপটী ত' কাহারও স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভগ্নী প্রভৃতি নয়, কোন খণ্ডদেশের অধিবাসীও নয়,—সে কৃষ্ণেরই নিত্য সেবক—ব্রজবাসী।

গুরু যেখানেই ত' আশীর্ব্বাদ। গুরু যখন দিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই আমাকে আপন জন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন— "আপনার জনে, বসিয়া এখন, শ্রীচরণে দেহ স্থান"। গুরু কাহাকে দিবেন? আপনার জনকেই ত' গুরু দিবেন। আর গুরু দিলেই, তিনি যে শ্রীচরণে স্থান দিতে ইচ্ছুক, তাহাও জানা যাইতেছে।

দেহের সৌন্দর্য্যবিধানটা কিছু নয়। এই জড়রূপের কোন বড়াই করা উচিত নয়। এ জড়রূপ ত' কৃষ্ণকৃষ্ণ দেখেন না। বৈষ্ণবের অর্থাৎ যিনি স্বরূপে কৃষ্ণসেবারূপ শোভাবিশিষ্ট, তাঁহার পদধূলি হইতে পারিলেই কৃষ্ণকৃষ্ণের দৃষ্টি বা আদরের বস্তু হওয়া যায়। এ জগতের অনিত্য অজ্ঞানময় রূপ লইয়া বড়াই করিয়া লাভ কি? জগতের রূপ থাকে না। সে রূপ যাহাকে মুগ্ধ করে, সেও থাকে না। কৃষ্ণনামের এমন একটা রূপ আছে যাহা নষ্ট হয় না এবং সে রূপের অসমোর্দ্ধ ঔজ্জ্বল্য সমস্ত চেতনাচেতন রূপকে ঢাকিয়া দেয়। তিনি "কৃষ্ণ কৃষ্ণাম্ব", তাঁহার অঙ্গই কৃষ্ণের কৃষ্ণ। লোকে অলঙ্কার পরে অঙ্গের শোভা বাড়াইবার জন্য; কিন্তু তাঁহার অঙ্গ সমস্ত অপ্রাকৃত চিন্ময় ভূষণেরও সৌন্দর্য্য কোটিগুণ বৃদ্ধি করে। তাঁহার অঙ্গের যে ভূষণ, তাহা প্রাকৃত স্বর্ণ বা হীরকাদির অলঙ্কার নয়, অপ্রাকৃত অলঙ্কার সমূহও তাঁহার অঙ্গশোভা দ্বারা অলঙ্কৃত হয়। সে রূপ যাঁহার দর্শনীয় অর্থাৎ সেবনীয় হইয়াছে, তাঁহার পদধূলি হইতে পারিলে আমাদের স্বরূপে সেবা-রূপ প্রকাশিত হইতে পারে। দন্তই কুরূপ বা কুৎসিৎ রূপ। কৃষ্ণের রূপের কথা যিনি শুনিয়াছেন, তাঁহার নিকট কোন রূপের বড়াই টিকিতে পারে না। তিনি কেবল ব্রজবাসীর—গৌড়ীয়ের পদধূলি ধামের বা গোষ্ঠের ধূলি হইতে চান। ধামের ধূলি বাহ্যদর্শনে সুরূপবিশিষ্ট নহেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়। প্রাকৃত জগতের শ্রেষ্ঠ রূপকে কোটি কোটি বার ধিক্কার দিতে পারে, এমন রূপ তাহাতে আছে। কৃষ্ণের রূপ সকলকে মোহিত—আকৃষ্ট করে। কিরূপে আকৃষ্ট করে, তাহা বলিয়াছেন,—

ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকলকূজিতঃ।

অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী-বিস্মাপিতচরাচরঃ।

তাঁহার অতুলনীয় নাম-রূপ-গুণলীলাদি চেতনাচেতন জঙ্গম স্থাবর, সকলের পরম বিস্ময়ের উদয় করায় এবং ত্রিজগতের ও ত্রিজগদতীত ধামসমূহে স্থিত সকল পদার্থকেই আকর্ষণ করে তাঁহার বেণু, বংশী বা মুরলী। তাঁহার ধ্বনি অর্থাৎ তাঁহার বাণী। সেই বাণীই লইয়া যাইতে পারে সেই রূপের কাছে। সেই রূপই নামরূপে—বাণীরূপে জগৎকে পরম করুণা করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।

[কাল—১১ই ডিসেম্বর ১৯৩৮, শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি]

বিরহ-উৎসবে আসিয়া কেবল এ বাড়ী ও বাড়ীতে দণ্ডবৎ করিয়া আর খুব হৈ-চৈ করিয়া প্রসাদ পাইয়া গেলাম, তাহাতে বিরহের কি সেবা হইল? লোক দেখাইয়া কাঁদিলেই কিছু বিরহ হইবে না। প্রভুপাদের জন্য তীব্র বিরহ-বোধ সর্ব্বক্ষণ হওয়া দরকার। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে যাইবার জন্য লোভ হওয়া দরকার।

লোভ হইলেই বিরহ-বোধ হয়। শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট-প্রকাশে কি ভাবে কৃষ্ণসেবা করেন, সমস্ত গুরুবর্গ অপ্রকট-প্রকাশে আছেন, তাঁহাদের সহিত তিনি কি ভাবে কোন্ লীলা করিতেছেন, তাহা জানিবার জন্য একটা তীব্র আর্ত্তি হওয়া দরকার। কাহাকেও না জানাইয়া গোপনে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অকৈতবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তীব্র আর্ত্তি জানাইতে পারিলে তাঁহার, সকল গুরুবর্গের ও পঞ্চতত্ত্বের দর্শন হইবে, শ্রীধাম তাঁহার আবরণ মুক্ত করিবেন। তখন নিজকেও দেখা যাইবে। যে স্থানে শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীমন্মহাপ্রভু থাকেন, সে স্থানের দর্শন হইবে। তখন আর কাদা-মাটি, জল বা বাদ-বিসম্বাদ দেখিব না; তখন ধাম আমাকে দেখিবেন, ধামের প্রত্যেক ধূলিকণাই আমাকে দেখিবেন; প্রসাদ আমাকে দেখিবেন, গ্রহণ করিবেন—আমি ধামের বস্তুকে অর্থাৎ বৈষ্ণবকে ভোগ করিব না।

অকৈতবে অতি গোপনে প্রচুর অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া প্রভুপাদের নিকট হরিনামে রুচির জন্য আবেদন জানাইতে হইবে। হরিনামের মধ্যেই গুরুদেব আছেন। নামকারী নাম হইতে পৃথক্ নহেন; যে স্থানে নাম আছেন সে স্থানেই নামকারী গুরুদেব আছেন। যেখানে সাক্ষাৎ দর্শন হয় না, সেখানেই বিরহ। আবার নামরূপে অবতীর্ণ গুরুদেবের স্ফূর্ত্তি না হওয়া অর্থাৎ জিহ্বায় নামের উদয় না হওয়াও বিরহ। কপট কৃত্রিম দুঃখ করিলে হইবে না। শ্রীনামের কৃপালোকের জন্য সত্য সত্যই অকৈতব আর্ত্তি হওয়া চাই।

প্রভুপাদের চরণে নিষ্কপট দুঃখ জানাইতে হইলে তাঁহার পাদপদ্মে ও তাঁহার কায়ব্যূহগণের পাদপদ্মে শরণাগত হইতে হইবে। শরণাগত হইলেই তখন আর প্রভুপাদকে রক্ত-মাংসময় স্থূলরূপবিশিষ্ট দেখিব না। তখন প্রভুপাদ কি জিনিষ, তাহা দেখিতে ও বুঝিতে পারিব; তিনি কোথায় থাকেন, তাহাও দেখিব। শ্রীবাসঅঙ্গনে সংকীর্ত্তনরাসে, শ্রীচৈতন্য মঠে—সর্ব্বত্র 'প্রভুর কীর্ত্তন' দেখিব;—প্রভুপাদের কীর্ত্তনে নৃত্যরত গৌরসুন্দরকে দেখিব। কীর্ত্তন ছাড়া প্রভুপাদকে দেখা যায় না, কীর্ত্তনই সব।

সেই ত' সুমেধা আর কলিহত জন।
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে তারে করে আরাধন।

যখন ধাম বা প্রভুপাদ বা গৌরসুন্দর আমাদিগকে দেখিবেন, তখনই সংকীর্ত্তনরাস দেখিবার যোগ্যতা হইবে।

• • •

(কোন শিশুর মোজার উপর খাদ্যের টুকরা পড়ায় সে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেয়। তাহা দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন,—) খাদ্য বস্তুটি যদিও উহার প্রিয় তথাপি উহার মোজার উপর সেটা থাকিবে, তাহা সে চায় না। কারণ খাদ্য যতই প্রিয় হউক, মোজাটা পায়ের সহিত আঁটিয়া থাকায় সেওটাকে নিজের দেহের সহিত একাত্মবোধ করিতেছে। দেহটাকে এত প্রিয়জ্ঞান করিতেছে যে, সে তাহাতে অন্য কোন আগন্তুক জিনিষ (foreign element) থাকা পছন্দ করে না। খাদ্যবস্তু প্রিয় হইলেও দেহ সম্বন্ধে সে আগন্তুক (foreign)। যখন অতিপ্রিয় দেহটার প্রতি নজর পড়িতেছে, তখন foreign element তাৎকালিক প্রিয় হইলেও রাখিতে চায় না। আমাদের আত্মাই আমাদের প্রিয় বস্তু। যখন তাহার দিকে নজর পড়ে, তখন আর এখনকার প্রিয় দেহ প্রভৃতি foreign element বা আবরণের আদর থাকে না। শ্রুতি বলেন "আত্মা বা প্রিয়মুপাসীত"। কৃষ্ণই আত্মার সম্বন্ধে প্রিয়তম বস্তু। তিনি সকলের প্রিয়—প্রভুপাদের, সকল গুরুবর্গের প্রিয়। তাঁহার ভজনে ইচ্ছা হইলে জড় জগতের জড়ীয় দেহ সম্বন্ধ বহির্মুখ আত্মীয় স্বজনের বন্ধুত্ব আর ভাল লাগে না।

• • •

সকলের গুণ গ্রহণ করা উচিত। লোকের দোষ খুঁজিয়া বেড়ান ঠিক নয়, তাহা হইলে আমরা সারগ্রাহী হইতে পারিব না। প্রত্যেকের অন্তরে প্রবেশ না করিলে অবশ্য কে কি রকম, তাহা জানা যায় না। এই রকম দেখিবার চক্ষুটি থাকা দরকার। ভগবদ্দাম-প্রদত্ত শক্তিদ্বারাই দেখিতে বা জানিতে পারা যায়। বৈষ্ণবের সেবা করিবার ইচ্ছা হইলেই নিজকে ভাল করিবার ইচ্ছা হয়। নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করা দরকার। তাঁহার কথা বুঝিবার বা ধরিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হইবে, তাঁহার ভূমিকার কথা জানিতে হইবে। তাঁহাকে আপন জানিয়া তাঁহার আনুগত্য করিতে হইবে।

তাঁহার বাণীর সন্নিকটে থাকা দরকার, নতুবা তাঁহার বাণী আমরা শুনিতে পাইব না। সাধুসঙ্গ করিবার জন্য

যে-সকল দৈহিক বা মানসিক কষ্ট হয়, তাহা সানন্দে বহন করিতে উচিত। কৃষ্ণের জন্য কষ্ট স্বীকার করায় ক্ষতি নাই বরং লাভ আছে; উহাই ভজন। সমস্ত কষ্ট স্বীকার করিয়াও সাধুসঙ্গ করা উচিত। তিনি তাঁহার ভূমিকায় দাঁড়াইয়া যে কথা বলেন, তাহা বুঝিবার জন্য শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও শরণাগতি থাকা প্রয়োজন। তিনি যে ভূমিকায় আছেন, আমাদেরও সেই ভূমিকায় যাওয়া দরকার এবং তাহা একমাত্র তাঁহার বাণী শ্রবণদ্বারাই হইতে পারে। গুরু-বৈষ্ণবের সমচিত্ত বা তাঁহাদের সহিত সম-আত্মবিশিষ্ট হইতে না পারিলে তাঁহাদের সঙ্গ হয় না। আবার অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলে কেবল বাহ্য অনুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধি হয় না। এই অন্তরে প্রবেশ করিবার শক্তি তাঁহার কৃপাসাপেক্ষ। তাঁহার বাণীশ্রবণে যদি আমরা শ্রদ্ধা করি, তাহা হইলে তাঁহারই কৃপার আলোকে আমরা তাঁহাদের অন্তরে প্রবেশলাভ করিতে পারিব।

বলভদ্র ভট্টাচার্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনেক সেবা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীরঘুনাথ বা শ্রীহরিদাস—ইঁহারা কেহই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য নৈবেদ্য প্রস্তুত করা, রন্ধন করণ বা বস্ত্রাদি বহন করা অথবা শ্রীঅঙ্গ-মর্দন প্রভৃতি বাহ্য সেবা কিছুই করেন নাই। শ্রীরূপ-সনাতন বৈষ্ণবের দূরে দূরে থাকিতেন। যদিও তাঁহারা কর্ণাট দেশীয় (মান্য) ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তথাপি বহির্দৃষ্টিতে ম্লেচ্ছসংসর্গে থাকায় নিজদিগকে পতিত,অস্পৃশ্য জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের দৈন্য ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। দৈন্য দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন।" সে দৈন্যে বিরাট্ পাষাণময় হিমালয়ও গলিয়া দ্রব হইয়া যায়। শ্রীসনাতনের দেহে কণ্ডুয়সা হইয়াছে বলিয়া অভিনয় করিতেছেন, মহাপ্রভু আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছেন, আর তিনি ভয়ে ভয়ে পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছেন। কারণ, তিনি মনে করিতেন, তিনি এতে পতিত, তাহাতে আবার কণ্ডু হওয়ায় দেহটা অধম হইয়া উঠিয়াছে: তাঁহারা সর্বদা দূরে দূরে থাকিতেন, মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবা কিছুই করেন নাই; তথাপি তাঁহারাই মহাপ্রভুর অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার মনোহভীষ্ট সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া জগতে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা মহাপ্রভুর হৃদ্গত ভাব ষোল আনাই জানিতে পারিয়াছেন; কেন না, তাঁহারা ষোল আনাই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

বলভদ্র পাক করিয়াছেন, ভিক্ষা করিয়াছেন, কাঁখা-করঙ্গ-বস্ত্রাদি বহন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ত' প্রেমে উন্মাদ, কোন বাহ্যজ্ঞান নাই। প্রেমভরে মূর্চ্ছিত হইয়া কোথাও পড়িয়া না যান,—এ বিষয়ে বলভদ্র সর্বদা সতর্ক। নৃত্যাদি-শেষে পরিশ্রান্ত হইলে অঙ্গমর্দনাদি সমস্ত কার্য্যই বলভদ্র একাই নিজের হাতে করিতেন।

কিন্তু করিয়া ফল কি হইল? যমুনায় গিয়া বলভদ্রের অর্থাৎ গণমতের বাক্য বিশ্বাস করিয়া কৃষ্ণ দেখিতে যাইবার জন্য মহাপ্রভুর নিকট অনুমতি চাহিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে চাপড় মারিয়া নিবারণ করিলেন! এখানে বলভদ্র স্বয়ং কৃষ্ণের সেবা করিয়া তাঁহারই নিকট আবার অনুমতি চাহিতেছেন—কৃষ্ণ দেখিতে যাইবেন কি না। কৃষ্ণের সেবা করিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না, কালিয়দহে কৃষ্ণ দেখিতে চলিলেন! বলভদ্র বলিতেছে, তাহা কি মিথ্যা হইতে পারে?

বলভদ্র সরল বিপ্র ছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বুঝাইলেন, —কলিকালে কৃষ্ণের অবতার হয় না। প্রকারান্তরে নিজের ও শ্রীনামের স্বয়ং ভগবত্তা জানাইলেন। কিন্তু সকলের ভাগ্যে ত' সেরূপ কৃপা হয় না।

যখন গুরুদেবের নিকট হইতে কিছু পাইবার ইচ্ছা হয় অর্থাৎ শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার ইচ্ছা হয়, তখন গুরুদেবও তাহাকে মৌখিক সম্মতি দিয়া আরও অধিক বঞ্চনা করেন।

• • •

অবৈষ্ণব মূর্খসাধারণ যাহাকে 'মিশন' বলে, ঐরূপ মিশনের সহিত প্রভুপাদের কোন সম্পর্ক নাই; আমাদেরও ঐরূপ মিশন-সেবার কোনই প্রয়োজন নাই—ঐরূপ ধারণাগর্ভগত মিশন জগতে না থাকিলেই জগতের মঙ্গল। মিশন বলিতে সঙ্ঘবদ্ধ বা কিছু গুরুদেবের বৈভব-সম্প্রদায় বুঝায়: তাহা ভাঙ্গা-গড়ার বাহিরে। তাহা যেমন গড়া যায় না, সেইরূপ তাহার ধ্বংসও হয় না। বিষ্ণুর সৃষ্টি বা ধ্বংস নাই। তাঁহার বৈভবেরও সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না।

• • •

নিজের অভিজ্ঞতায় গুরুদেব বা গুরুদেবের মিশনকে জানা যায় না। ইহা আমাদের মনঃকল্পিত কথা নয়; ইহাই সাধু ও শাস্ত্রের বাণী। প্রভুপাদের মিশন বা body অর্থাৎ দেহকে—অঙ্গকে বাদ দিয়া অঙ্গীর সেবা বা মস্তকের সেবা কেবল আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা মাত্র। আমরা বিদ্বেষমূলে কাহাকেও কিছু বলিতেছি না। যে স্থানে পরস্পর প্রতিযোগী দুইটি ভোক্তৃ-পক্ষ বর্ত্তমান—সে-স্থানেই বিদ্বেষ প্রভৃতি থাকিতে পারে। কিন্তু আমরা ত' জানি পক্ষ মাত্র একটি এবং সেটি কৃষ্ণের পক্ষ। কৃষ্ণের পক্ষ ও মায়ার পক্ষ, আলো ও অন্ধকারের দুই পক্ষ আমরা স্বীকার করি না। আমরা জানি পক্ষ কেবল আলোরই; তাহাতে আমাদের প্রতিযোগিতা নাই। তবে যেখানে গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধ বা অন্ধকার, তাহা সরাইবার বা তাহার স্বরূপ জানাইবার চেষ্টাই আমাদের গুরু বৈষ্ণব-সেবা; তাহারই জন্য এই ক্ষুদ্র নগণ্য জীবনকে উৎসর্গ করা কর্ত্তব্য। গৌড়ীয়কিঙ্করানুকিঙ্করগণের দুর্ব্বুদ্ধি নাই। তবে যেমন অবতারী কৃষ্ণের মধ্যে রাম-নৃসিংহাদি আছেন, সেইরূপ আশ্রয়-বিগ্রহের মধ্যেও হনুমান, প্রহ্লাদ, অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলেই আছেন। আমরা আমাদের নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী শ্রীগুরুদেবের মধ্যে যে মহাবীরত্ব বা বজ্রাঙ্গত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অনুসরণ করিব। শ্রীল প্রভুপাদ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, বলদেব, বিশ্বনাথ, শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভৃতির প্রতিকূল মতবাদ নিরাস-কার্য্যে মহা-বীরত্বই প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্যক্তিগতভাবে প্রচার ও মিশনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। যেখানে কোন শক্তিশালী অভিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ বা গৌর-নিজজন 'মিশন' স্থাপন করিয়াছেন, সে-স্থানে মিশনের অনুগত হইয়া প্রচারই গৌরমনোহভীষ্ট জানিতে হইবে। প্রতিষ্ঠানের দুই চারিজন যূথপতি হইলে প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে না। মস্তক দুই চারিটি হয় না। শ্রীল প্রভুপাদের একচ্ছত্র যূথপতিত্বই আমরা স্বীকার করিব। যূথ যে স্থানে আছে, সে স্থানে যূথের বা যূথেশ্বরী একজন। যূথ বা মিশন—অঙ্গ, যূথপতি—মস্তক।

নিজের চেষ্টায় কিছুই জানা যায় না। নিজের চেষ্টায় দেখিতে গেলে শ্রীল প্রভুপাদকে শ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত কুৎসিত আকৃতিবিশিষ্ট, বাঙ্গালার বাবাজী মহারাজকে অশ্লিষ্টদর্শন—এইরূপই দেখা যায়। বস্তুতঃ তাঁহারা সেরূপ নহেন। তাঁহাদের দেখিতে হইলে সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধাপূত কাণ দিয়া দেখা প্রয়োজন। সেই জন্যই বলিতেছিলাম—নিজা-পেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করা দরকার। 'সঙ্গ' করা অর্থ—অন্তরে প্রবেশ করা। অনেকে পাক সমাপ্ত হইলে ভোজন করিয়াই চলিয়া যায়, কোন দিকে কিছুই খেয়াল করে না। অনেকে আবার রন্ধনের প্রকারটা শিখিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হয়। সেইরূপ শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার ভজনপ্রণালীটি শিক্ষা করা দরকার।

শ্রীল প্রভুপাদ যে 'শাবলার দিয়া বাদাম ভাঙ্গা' নীতির অনুসরণকারীদিগের দ্বারা মিশনে বহু সেবা, এমন কি বহু গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ সেবাও করাইয়া লইয়াছেন,—এ বাহাদুরী তাঁহারই। সার্কাসওয়ালা যে বাঘ-সিংহ লইয়া খেলা দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করে, সে-স্থানে বাহাদুরী কি সার্কাসওয়ালার না বাঘ-সিংহের? বাঘ-সিংহ লইয়া খেলা দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে গেলে তাহাদিগকে যত্ন করিয়া খাঁচায় স্থান দিতে হয়, প্রত্যহ মাংস দিতে হয়। বাঘ-সিংহের যত্ন দেখিয়া কি সার্কাসওয়ালার আত্মীয়স্বজন প্রতিবাদ করে? সার্কাসওয়ালার স্বার্থ ও তাহাদের স্বার্থ একই: তাহারা কেন প্রতিবাদ করিবে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঐরূপ যত্ন করিয়া মাংসের টুক্‌রা দিয়া স্বার্থসাধন করাইয়া লইয়াছেন, তাহাতে বাধা দেওয়া ত' সেবা নহে। আর বাধা দেওয়া ত' আত্মমঙ্গলকর নহে; কারণ, মাংসের টুক্‌রাত' আমাদের আত্মস্বরূপের প্রয়োজন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ অর্থ প্রভৃতির বিনিময়ে অপরের দ্বারা যে স্বকার্য্য সাধন করাইয়া লইয়াছেন, তাঁহার সেবক-সম্প্রদায়েরও ত' তাহাতেই লাভ; কারণ তাঁহাদের সকলের একই স্বার্থ। 'গৌড়ীয়ে' এইসকল কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের নিষ্কপট আশ্রিতা-ভিমানিগণ কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠাশায় সর্ব্বদাই নির্জ্জীবন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

আধ্যক্ষিকতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গৌড়ীয় ভাষায় যে-সকল বিশেষ শব্দের অবতরণ করাইয়াছেন, "আধ্যক্ষিকতা" শব্দটি তাহাদের অন্যতম। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পরবর্ত্তিকালের রচিত সাহিত্যে ও বাণীতে ঐ শব্দের বহুল প্রচার করিয়াছেন। 'সর্ব্বদর্শন'-সংগ্রহকারের আহৃত দার্শনিক সিদ্ধান্তের পরিভাষার মধ্যে ঐ শব্দটীর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 'অধ্যক্ষ' হইতে 'আধ্যক্ষিক' শব্দ নিষ্পন্ন। 'অধ্যক্ষ' শব্দে 'ঠিক' প্রত্যয়যোগে 'আধ্যক্ষিক' হয়। অধি—অক্ষ (ইন্দ্রিয়), অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়কে অধিকার করিয়া থাকে, তাহাই 'অধ্যক্ষ'। 'অধ্যক্ষ' ও 'প্রত্যক্ষ' শব্দ সমপর্য্যায়ের শব্দ। 'অক্ষ' শব্দের সহিত প্রতি উপসর্গের সংযোগ করিয়া 'প্রত্যক্ষ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, আর 'অধি' উপসর্গের সংযোগ করিয়া 'অধ্যক্ষ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'প্রত্যক্ষ' শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়গোচর, 'অধ্যক্ষ' শব্দের অর্থও তাহাই। 'অধ্যক্ষ' যখন বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয় তখন উহার অর্থ হয়—প্রভু, আর যখন বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন অর্থ করা যায়—ইন্দ্রিয়গোচর বা প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষকারীর কার্য্য বা স্বভাবকে আধ্যক্ষিকতা বলে। আধ্যক্ষিক বা প্রাত্যক্ষিক পুরুষাভিমানী 'প্রভু' সাজিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমস্ত বস্তু মাপিয়া লইতে চাহে। এইরূপ 'মাপা'-প্রবৃত্তি পরিচালনা করিতে করিতে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুকেও মাপিতে যায়; এই বৃত্তিকেই শ্রীল প্রভুপাদ 'আধ্যক্ষিকতা' বলিয়াছেন। এই আধ্যক্ষিকতা নিরাস করিয়া অধোক্ষজ শ্রৌতপথের কথা প্রতিষ্ঠার জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

আধ্যক্ষিকতা শ্রীনাম, শ্রীধাম, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা—সকলকেই তাহার বঞ্চনাযোগ্য ভ্রম-প্রমাদাদিগ্রস্ত ইন্দ্রিয়ের বিচারের আওতায় করিতে চাহে। শ্রীবিগ্রহ কোথাকার পাথর কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে বা কোন্ খনির কোন্ স্থানের পিত্তলাদি ধাতু হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা মাপিয়া, যাচিয়া, কষিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া লওয়াই আধ্যক্ষিকতার কার্য্য। যদি শ্রীবিগ্রহের (?) অঙ্গে আধ্যক্ষিক, প্রাকৃতাবিক বাটালী চালাইয়া (!) দেখিতে পায় যে, তাহা ছিন্ন ও ভগ্ন হয়; তবে উহাকে হাতে-কলমে পরীক্ষিত পুতুল বলিয়া প্রচার করিতে ও লোকেরও সেই বাস্তবসত্য (?) গ্রহণ করিতে কোনই বাধা থাকে না। কালাপাহাড়ের অনেক প্রচ্ছন্ন গুরু ও শিষ্য-সম্প্রদায়, যাঁহারা মুখে শ্রীবিগ্রহকে খুব শ্রদ্ধা, ভক্তি, "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং" প্রভৃতি উপকরণ তথাকথিত ভক্তির সহিত অর্পণ করিয়া থাকেন, অথচ 'প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন", "নাম", 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ। তিনে 'ভেদ' নাহি,— তিন 'চিদানন্দরূপ'। দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'। জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ'।" (চৈঃ চঃ ম ১৭।১৩১-১৩২)— এই কথা অন্তরে স্বীকার করেন না, তাঁহারাই আধ্যক্ষিক।

আধ্যক্ষিকতা বহুরূপিণী, অশেষ মায়াময়ী, বঞ্চনাকারিণী, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। আধ্যক্ষিকতা কি কি রূপে প্রকাশিত হন, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা শ্রীব্যাসদেব প্রদান করিয়াছেন,—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।

(পদ্মপুরাণ)

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে।
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্।

(স্কন্দপুরাণ)

(১) শ্রীবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, (২) গুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, (৩) বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, (৪) বিষ্ণুবৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, (৫) সকল-অনর্থ-বিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে শব্দসামান্য বুদ্ধি, (৬) সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপরদেবতার সহিত সমান বুদ্ধি—এই ছয় প্রকার আধ্যক্ষিকতা। (১) বৈষ্ণবকে হনন করিবার চেষ্টা, (২) বৈষ্ণবকে নিন্দা করা, (৩)

বৈষ্ণবকে বিদ্বেষ করা, (৪) বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া প্রণাম না করা, (৫) বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা ও (৬) বৈষ্ণব-দর্শনে আনন্দিত না হওয়া আধ্যক্ষিকতা প্রভৃতি দোষ ত্যাগ করুন।

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের প্রতি শিলাবুদ্ধিরূপ আধ্যক্ষিকতা, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপরদেবতার সহিত সমানবুদ্ধিরূপ আধ্যক্ষিকতা, বিষ্ণুর নাম-মন্ত্রে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধিরূপ আধ্যক্ষিকতা, বিষ্ণুর চরণামৃতে জলবুদ্ধিরূপ আধ্যক্ষিকতা আচার্য্য ও বৈষ্ণবের কৃপায় বিদূরিত হইতে পারে, কিন্তু আচার্য্য ও বৈষ্ণবের চরণে আধ্যক্ষিকতা পরিপুষ্ট হইলে তখন আর কোনই রক্ষাকর্ত্তা থাকে না। যিনি এই বন্ধুহীন বিশ্বে একমাত্র রক্ষক, তাঁহার অঙ্গেই যদি আমরা বাণবিদ্ধ করি, তবে আমাদিগকে কে রক্ষা করিবেন? এজন্য সমগ্র বৈষ্ণবশাস্ত্র তারস্বরে বৈষ্ণবের প্রতি আধ্যক্ষিকতাকে সর্ব্বপ্রযত্নে নিরাস করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীবৈষ্ণবের প্রতি আধ্যক্ষিকতা নিবারণের জন্য মঠবাসী শিষ্যদিগকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন,—

"বৈষ্ণবানাঞ্চ জন্মানি নিদ্রাশনাদি যানি চ।
দৃষ্ট্বা তাদৃক্প্রকাশানি জনেভ্যো ন বদেৎ ক্বচিৎ।
তেষাং দোষান্ বিহায়াশু গুণাংশ্চৈব প্রকীর্ত্তয়েৎ।
বিষ্ণুপাদোদকঞ্চৈব ভক্তপাদোদকন্তু বা।
প্রাকৃতেষু চ পক্বান্নং ন নিবেদ্যোদ্ভবং যদি।
তত্ত্বত্রয়স্য জ্ঞানেন শ্রীরহস্যত্রয়স্য চ।
রহিতস্যাস্থিরা ভোগ্যং গ্রাহয়েন্ন কদাচন।"

(প্রপন্নামৃত)

"বৈষ্ণবদিগের জন্ম, নিদ্রা, আলস্য অপ্রকাশ্য। সেই সকল দেখিয়া কাহাকেও কিছু বলিবে না। তাঁহাদিগের দোষ শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া গুণসকল কীর্ত্তন করিবে।"

"বিষ্ণুপাদোদক ও বৈষ্ণব-পাদোদকরূপ উত্তম জল প্রাকৃত লোকের দর্শন-পথে থাকিয়া পান করিবে না।"

"তত্ত্বত্রয়জ্ঞানহীন ও শ্রীরহস্যত্রয়-জ্ঞান-রহিত ব্যক্তির পাদোদক কদাপি গ্রহণ করিবে না। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তত্ত্বত্রয়। ভগবান্ এক অদ্বয়তত্ত্ব এবং সেই অদ্বয়বস্তুর দুইটি বিশেষ অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ; এইরূপ জ্ঞানরহিত লোক পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত হইলেও তাহাদের পাদোদক গ্রহণ করিবে না।"

"শ্রীবৈষ্ণবৈর্বয়ো ভাগৈঃ সল্লাপং কারয়েৎ সদা।
তদীয়েক্ষণমাত্রং ন পশ্যেৎ পুরুষাধমান্।
নৈবাবলোকয়েৎ ক্রূরানপচারপরান্ গুরোঃ।
স্বৈকনিষ্ঠজনৈঃ সঙ্গমিতং কারয়েৎ সদা।
উপায়ান্তরনিষ্ঠাংশ্চ পুরুষান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

(প্রপন্নামৃত)

"মহাভাগ বৈষ্ণবদিগের সহিত সর্ব্বদা সল্লাপ করিবে। তাঁহাদের নিন্দুক পুরুষাধমদিগকে দেখিবে না। গুরুর প্রতি অপরাধী ক্রূরব্যক্তিগণকে দেখিবে না। গুরু ও বৈষ্ণবে যাঁহারা একনিষ্ঠ এরূপ পুরুষদিগের সহিত সর্ব্বদা সঙ্গ করিবে। সৎসম্প্রদায়ে প্রয়োজন-সিদ্ধির যে উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অন্যোপায়নিষ্ঠ পুরুষদিগকে পরিবর্জ্জন করিবে অর্থাৎ তাহাদিগের সঙ্গ করিবে না।"

পূজনাৎ বিষ্ণুভক্তানাং পুরুষার্থোঽস্তি নেতরঃ।
তেষু দ্বেষতঃ কিঞ্চিৎ নাস্তি নাশনমাত্মনঃ॥"

(প্রপন্নামৃত)

"বিষ্ণুভক্তদিগের পূজা করিলে পুরুষার্থ আছে। বৈষ্ণবে দ্বেষ করিলে কোন পরমার্থ হয় না, কেবল আত্মার নাশ হয়।"

**শ্রীমদ্ভাগবতার্চ্চনং ভগবতঃ পূজাবিধেরুত্তমং।
শ্রীবিষ্ণোরবমাননাদ্ গুরুতরং শ্রীবৈষ্ণবোল্লঙ্ঘনং॥**

তীর্থাদ্ধ্যুত্তমপাদজাদ্ গুরুতরং তীর্থং তদীয়াঙ্ঘ্রিজং
তস্মাদিত্যবতর্ক্যতো ভব সতাং তেষাং সমারাধনে॥"

(প্রপন্নামৃত)

"বৈষ্ণবদিগের আরাধন—ভগবানের উত্তম পূজাবিধি; বিষ্ণুর অপমান অপেক্ষা বৈষ্ণব-উল্লঙ্ঘন গুরুতর, বৈষ্ণব-পদজল বিষ্ণু-পদজল হইতে গুরুতর, তাহা জানিয়া অতন্দ্রিতরূপে বৈষ্ণবদিগের সমারাধনে যত্নবান্ হও।"

"ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ"—এই উপদেশের দ্বারা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভৃ ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণবে আধ্যক্ষিকতা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করিয়াছেন। গঙ্গাজলে বুদ্বুদ্ বা ফেন দর্শন করিতে হইবে না। ভগবদ্ভক্ত ও গঙ্গাজল অপ্রাকৃত বস্তু।

আধ্যাত্মিকতা নিরাকরণের সাধকদিগের প্রাত্যহিক জীবনে, আহারে-বিহারে পদে পদে 'সাধু সাবধান' শুনিবার ব্যবস্থা আছে—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকে বৈষ্ণবশাস্ত্র এত কঠিনভাবে গর্হণ করিয়াছেন কেন? বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারীকেই বা বৈষ্ণবাপরাধী বলিয়াছেন কেন? কারণ, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি আধ্যাত্মিকতার একটি আবর্জনা।

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার ঠাকুর বৃন্দাবন অপাকৃত বৈষ্ণবের প্রতি আধ্যাত্মিকতাকে বিকৃতভাবে প্রতি ছত্রে ছত্রে নিরাস করিয়াছেন:

"ভক্তনীচ সঙ্গে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
বৈষ্ণবাপরাধ করায়েন সাবধান।
চৈতন্য-সিংহের আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন
বৃথি' বৈষ্ণব-নিন্দে, পাইবে বন্ধন।"

(চৈঃ ভাঃ ম ২২।১১৯-১২০)

"ভাগবত, তুলসী, গঙ্গার, ভক্ত-জনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে।
জীবজ্ঞানে করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজা হয়।
'জন্ম যায় এ চারি ঈশ্বর' বেদে কয়।

(চৈঃ ভাঃ ম ২১।১০৮২)

"সাধুনিন্দা শুনিলে প্রকৃতি হয় অন্ধ।
জন্ম ভস্ম অধঃপাত—বেদে এই কয়॥
বাটোয়ারে সবে মাত্র এক জন্মে মারে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দকে সংহরে॥
অতএব নিন্দক-সন্ন্যাসী - বাটোয়ার।
বাটোয়ার হৈতেও অনন্ত অপাচার॥
চারি-বেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম সুবীপাকে ডুবিয়া সে মরে॥"

(চৈঃ ভাঃ ম ২।১৪৪-১৪৬,১৪৯)

ঠাকুর বৃন্দাবনের এই সকল করুণার কথা আধ্যাত্মিক কর্ণে শ্রবণ করিলে ঠাকুর বৃন্দাবনকে অহৈতুক করুণাময় বলিবার পরিবর্তে রিপুবশীভূত ক্রোধী বলিয়া মনে হয়। আধ্যাত্মিকতা প্রবল হইলে **বৈষ্ণব অপেক্ষা বৈষ্ণবনিন্দক পাষণ্ডের প্রতি অধিকতর সহানুভূতি হয়।** বৈষ্ণবনিন্দক পাষণ্ডের যিনি জিহ্বা ছেদন করেন, কিংবা বৈষ্ণবনিন্দকের মস্তকে কৃপাপূর্ব্বক পদাঘাত বা ভক্তদেহিজনে ক্রোধ প্রকাশ করেন, সেই শুদ্ধ ভক্তির যাজনকারীর ভক্তিপর ব্যবহারকে তখন অভক্তিপর আচরণ ও অবৈষ্ণবতা বলিয়া মনে হয়। আধ্যাত্মিকতা প্রবল হইলে বৈষ্ণবনিন্দক অপেক্ষা বৈষ্ণবনিন্দকের নিন্দককেই নিন্দা করিবার প্রবৃত্তির উদয় হয়। এই জগতে বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, যখন শুদ্ধবৈষ্ণবকে কেহ অবমাননা করেন, তাঁহার বিদ্বেষ করেন, তখন বৈষ্ণববিদ্বেষীর পক্ষ সমর্থন ও বৈষ্ণবকে তীব্রতর ভাষায় নিন্দা করিবার জন্য জগতের অধিকাংশ লোক সম্মিলিত হইয়া থাকেন, সভা-সমিতি করিয়া বৈষ্ণবনিন্দক-নিন্দককে নির্য্যাতিত করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে মেদিনীপুরের বালিঘাইর সভা, ঢাকা শঙ্খারীবাজারের ব্রাহ্মণ সভা,—যাবর কুবিচারের কালে ঢাকার সভাই উহার সাক্ষ্যস্থল। বৈষ্ণববিদ্বেষীকে সমর্থন ও শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যকে নিন্দা করিবার জন্য তখন প্রবল জনমত ও ভক্তদ্রবগণের অসদ্ভাব হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চক্র, চক্র, বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভুকে নিন্দা করিবার জন্য বহু তথাকথিত মনীষী ও সাহিত্যিক সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ঠাকুর বৃন্দাবন শুদ্ধ-নিন্দকের শিরে পদাঘাত করিয়া তাহাদিগকে অহৈতুকী কৃপা করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া আধ্যাত্মিক-মাত্রেরই ঠাকুর বৃন্দাবনের প্রতি ক্রোধ ও নিত্যানন্দনিন্দকের প্রতি অযাচিত সহানুভূতির উদয় হয়। এজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর বৃন্দাবন সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব-মহিমা যত বর্ণিলেন ভাগবত,
তাহার তুলনা কোথা নাই।
বৈষ্ণব-বিরোধি-জন সতত তাপিত মন
মূল্যহীন সেই ভস্ম ছাই॥"
নিতাই-বিমুখ জনে দয়া-পাত্র ভাবে গণে'
পদাঘাত করে তা'র শিরে।
এহেন দয়াল বীর নাহি ত্রিভুবনে ধীর
লয়ে যায় বিরজার তীরে॥
মূঢ়জন না বুঝিয়া, অহঙ্কারে মত্ত হিয়া
'ক্রোধী' বলি' করয়ে স্থাপন।

বৈষ্ণবের দয়া-দণ্ড কভু না বুঝয়ে ভণ্ড
নীচচিত্ত করিয়া গোপন।"

(শ্রীচৈতন্যভাগবতের শ্রীল প্রভুপাদকৃত গৌড়ীয়-ভাষ্যের উপসংহার)

যখনই আমাদের বৈষ্ণব অপেক্ষা বৈষ্ণবনিন্দকের প্রতি অধিক সহানুভূতির উদয় হইয়াছে, তখনই জানিতে হইবে আমাদের কপাল পুড়িয়াছে : আমরা আধ্যক্ষিকতার ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছি, আমরা অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের কৃত্যকে অপমানজনক মনে করিতেছি, বৈষ্ণবের আনুগত্য অপেক্ষা আধ্যক্ষিকতার দাসত্বকে নিরপেক্ষতা ও সমীচীনতা মনে করিতেছি।

আধ্যক্ষিকতা প্রবল হইলে কর্ণে কোন সৎকথা প্রবেশ করে না। তখন পরমসত্য বাণীকেও সমালোচনার বিতর্ক ও কুতর্কের পেষণচক্রে আরোহণ করাইয়া নির্য্যাতিত করিবার কুপ্রবৃত্তি হয় : যে মঙ্গলময়ী বাণী আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, তাঁহারই প্রতি আমাদের দ্রোহিতা উৎপন্ন হয়।

আধ্যক্ষিকতার পরিণাম ভয়াবহ। সমগ্র বহির্মুখ জগৎ ও মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায় এই আধ্যক্ষিকতাকে অবলম্বন করিয়াই জগতের পথে চলিয়াছেন ও তৎফলে বহির্মুখতার ক্রমোন্নতির সোপানে আরূঢ় হইতেছেন। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মই তাহা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করেন।

আধ্যক্ষিকগণ অপর আধ্যক্ষিকের সঙ্গপ্রভাবে আধ্যক্ষিকতাকে অধিকতর পুষ্ট করিয়া থাকে। আধ্যক্ষিকগণের সভায় উপস্থিত হইলে দেখা যায় যে, অধোক্ষজের প্রতি বিদ্বেষবিষয়ে তাহাদের পরস্পরের চিত্তবৃত্তি যাপে যাপে মিলিয়া গিয়াছে। ভক্তগণ যে আধ্যক্ষিকের সভাকে প্রজ্বলিত অগ্নিপিঞ্জর অপেক্ষাও জ্বালাময় বলিয়া অনুভব করেন, আধ্যক্ষিকগণ তথায় রুচির সহিত প্রবেশ করিয়া আধ্যক্ষিকতার অধিকতর পুষ্টি সাধনকল্পে ভক্ত ও ভগবানের নিন্দাতে প্রবৃত্ত হয়। আধ্যক্ষিকতা-প্রজ্বলিত অনলকুণ্ডে যে কত কোটি কোটি দুর্ব্বল ও কোমলশ্রদ্ধ জীবের আত্মবিনাশ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোমলশ্রদ্ধ কনিষ্ঠাধিকারী অধোক্ষজতত্ত্ব অপেক্ষা আধ্যক্ষিকতাকে অধিকতর বাস্তবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে, কেন না, তাহাতে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতা আছে।

আধ্যক্ষিকতার এইরূপ ভয়াবহ পরিণাম দেখিয়াও স্বস্থমতি আমাদিগের তৃপ্তি হয় না ; কেন না, আধ্যক্ষিকতা-ব্যাধি-বিনাশের একমাত্র বৈদ্য বৈষ্ণবঠাকুরকে আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া তাঁহার দণ্ডার্হ হইতে ইচ্ছুক নহি।

হে বৈষ্ণবঠাকুর ! কবে এই দুর্দ্দিন হইবে যে, আধ্যক্ষিকতা-রাক্ষসীর কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া আপনার পাদপদ্ম-ছেলাকে অকপটে আশ্রয় করিব ? কবে আধ্যক্ষিকতার গণমত ও গণগজ্জলিকার মোহে মুগ্ধ না হইয়া আপনার পাদপদ্মের নখজ্যোতিতে আকৃষ্ট হইব ? কবে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই বাণীটি উপলব্ধি করিয়া বাস্তব সত্যের প্রতি সুদৃঢ় নিষ্ঠাযুক্ত হইব ?

"সত্যের প্রতিরোধ করা সহজ নয়। যাঁহারা সত্যের প্রতিরোধে কৃতসঙ্কল্প হন, তাঁহারা মিথ্যার আশ্রয়ে থাকিয়াও অতি শীঘ্র কালগ্রাসে পতিত হন। মিথ্যার আশ্রয় নিতান্ত মিথ্যা। এই জগৎ প্রপঞ্চময় এই জগতে যতদূর সত্যস্বরূপ ভগবদ্বস্তুর জন্য উপলব্ধি হয়, ততদূরই মায়াজনিত মিথ্যা বিদূরিত হয়। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যেখানে সত্যের উন্নতির ধ্বজ হইতে থাকে, মিথ্যা আসিয়া সেখানে অগ্রসর হয় এবং সত্যের প্রতিরোধে নানাপ্রকার দুষ্ট আচরণ করিয়া থাকে,—ইহাও ভগবানের ইচ্ছা : কেন না, বিপরীত বস্তুর ক্রিয়ার উদয় না হইলে যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধ করিতে পারে না। যেমন অন্ধকার না আসিলে আলোকের আদর জানা যায় না, তদ্রূপ **মিথ্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের উদ্যম না হইলে সত্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের জয় ও সুখলাভ হয় না।**"

('বিগত বর্ষের আলোচনা,' স-সঙ্কল্পী সং তোঃ ৭১)

পরিবর্ত্তনশীল জগতের অসংখ্য পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তে পতিত হইয়া যেন বাস্তবসত্যকে পরিবর্ত্তনশীল মনে না করি, যেন সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মকে ভ্রবতারা করিবার পরিবর্ত্তে আধ্যক্ষিকতা ও মনোধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি। আমাকে লোকে শত শত নিন্দা করুক, তাহা আমার মঙ্গলের জন্য ইহা নিষ্কপটে অন্তরের সহিত বরণ করিয়া যেন বৈষ্ণবনিন্দা, গুরুনিন্দা-শ্রবণে অসহিষ্ণু হইতে পারি। আমার ব্যক্তিগত

প্রতিষ্ঠাশাকে বা আমার লাভপূজার কামনাকে যেন গুরুবৈষ্ণবের নিন্দায় অসহিষ্ণুতা মনে করিয়া বিবর্ত্তবুদ্ধিতে পতিত না হই। বহুরূপিণী আধ্যক্ষিকতা আমাকে অসৎপথ উপাধে ছলনা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে। হে বৈষ্ণবঠাকুর! তুমি এসময়ে কৃপাকরণ করিয়া না রাখিলে এ দুর্গমের আর কোন তরণী নাই। তাই তোমার পাদপদ্মে দৃঢ় নিষ্ঠা দাও, তখন আধ্যক্ষিকতা-রাক্ষসীকে বিন্দুমাত্রও ভয় করিব না।

পাপ, পুণ্য ও ভগবদ্ভক্তি

জগতে পাপের তাপ ও অভিজ্ঞতা তথাবহ। এজন্য আধ্যক্ষিক সভ্যসমাজ পুণ্যকে আদর করেন। মুমুক্ষুবিগণ বলেন, পুণ্য—ভাল; কিন্তু তাহা আপেক্ষিক ভাল, চরম ভাল নহে অর্থাৎ পাপ অপেক্ষা পুণ্য ভাল। পাপীর নিকট পুণ্যের আদর, যেরূপ কুকর্ম্মীর নিকট সৎকর্ম্মের আদর। পৃথিবীর সমস্ত লোককে যদি একত্র করিয়া ভোট গ্রহণ করা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে ভগবদ্ভক্তি অপেক্ষা সৎকর্ম্মের দিকেই প্রায় শতকরা নিরানব্বইটি ভোট পাওয়া যাইত। আর যদি শতকরা একটি ভোট (ভাগ্যক্রমে) ভগবদ্ভক্তির দিকেও পাওয়া সম্ভবপর হয়, তাহাও অধিকাংশস্থলেই কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তির সম্বন্ধেই, শুদ্ধা ভক্তির দিকে সর্ব্বসমেত দুই একটি ভোট পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। মুখে অনেকে শুদ্ধা ভক্তির প্রশংসা করিলেও কার্য্যক্ষেত্রে বহুরূপিণী মায়ার মোহে পতিত হইয়া শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ ভুলিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

'দরিদ্রকে অন্নবস্ত্র দান কর, রোগীকে ঔষধ ও পথ্য দান কর, অশিক্ষিতকে প্রাকৃত শিক্ষা দাও, তবেই তোমাকে ধার্ম্মিক বলিব"—এইসকল সুনীতি বা পুণ্য-কার্য্যকেই লোকে আধ্যক্ষিক জ্ঞানে 'পরমধর্ম্ম' মনে করে; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত বলেন, ইহারা আপেক্ষিক ধর্ম্ম। পরস্ত্রীহরণ বা পর-নির্য্যাতন অপেক্ষা দুঃখীকে অন্নবস্ত্র-দান ভাল, পরস্ত্রীগমন (পাপ) অপেক্ষা বিবাহ-ধর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্যকার্য্য ভাল, দ্বৈরথ অপেক্ষা মাতাপিতার সেবা ভাল। কিন্তু এইসকল সুনীতি বা পুণ্যকর্ম্ম ভগবদ্ভক্তির সমান নহে, সমান দূরে থাকুক ঐ সকল ভগবদ্ভক্তির সোপানও নহে; সোপান দূরে থাকুক, ভগবদ্ভক্তির প্রতিবন্ধক। শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত এই যে,—

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম॥
(চৈঃ চঃ আ ১।৯)

জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে 'অঙ্গ'।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ॥
(চৈঃ চঃ ম ২২।১৪১)

কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী॥
বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥
অজ্ঞানে বা হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত॥
(চৈ চঃ ম ২২।১৩৬, ১৪৮-৪৯)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় অতি সরল ভাষায় বলিয়াছেন,—

পাপে না করিয় মন, অধম সে পাপী জন,
তারে মন দূরে পরিহরি'।
পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইও নাম,
পুণ্য, মুক্তি দুই ত্যাগ করি'।
প্রেমভক্তি-সুধানিধি, তাহে তুব নিরবধি,
আর যত কাননিধিপ্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব করিবে উপায়।
কর্ম্মী জ্ঞানী মিছাভক্ত, না হ'বে তার অনুরক্ত,
গুরুজনেতে কর মন।
ব্রজ-জনের যেই মত, তা'হে হ'বে অনুগত,
এই সে পরমতত্ত্ব ধন॥
(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

---

* অত্যন্ত পরস্ত্রীবাপর পুরুষের পক্ষে বিবাহবিধিদ্বারা স্ত্রীসংসর্গ স্বীকার করাই পুণ্য—কল্পলতিকা ১।১৩

পাপ, পুণ্য, কর্ম, জ্ঞান, যোগ সকলই আপেক্ষিক ধর্ম। এইসকল আপেক্ষিক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া যিনি সর্ব্বতোভাবে হরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে শরণাগত হন, তাঁহার কখনও নিষিদ্ধ পাপাচারে আসক্তি হয় না। **বৈষ্ণব—পাপী নহেন, আর পাপীও কখনও বৈষ্ণব নহে। তবে যদি সেইরূপ শরণাগত বৈষ্ণবের কখনও দৈবাৎ পাপ উপস্থিত হয়, কৃষ্ণই তাঁহাকে শুদ্ধ করেন। তাঁহার কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না।** সুনীতি বা পুণ্যকর্ম করিতে করিতে ভক্তি লাভ হয় না; বৈরাগ্য, অহিংসা, যম, নিয়মাদি অভ্যাস করিতে করিতে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না।

ঐসকল প্রাকৃত গুণ শ্রীভগবদ্ভক্তের স্বরূপ-লক্ষণ নহে। ভক্তের স্বরূপ-লক্ষণ একমাত্র অনন্য শরণাগতি। অহিংসা, যম, নিয়মাদি অতি আনুষঙ্গিকভাবে তটস্থলক্ষণরূপে ভক্তের পশ্চাতে থাকিতে পারে। তটস্থলক্ষণগুলির অভাব দৃষ্ট হইলেই বৈষ্ণবতা হইতে কাহাকেও বাদ দেওয়া বা ঐগুলি দেখিয়াই কাহারও বৈষ্ণবতা নিরূপণ করা অভক্তের আধ্যক্ষিকতা মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্যকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য এক মদ্যপানকারী নিষ্পাপ-জীবন, ব্রহ্মচারী শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে লুকাইয়াছিলেন। অন্তর্য্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের শাশুড়ীর ন্যায় মদ্যপানকারী ব্রহ্মচারীকেও বিজাতীয় আধ্যক্ষিক বহির্ম্মুখ জ্ঞানে শ্রীবাসের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন—

শুনি' ক্রোধাবেশে তবে বলে বিশ্বম্ভর।
"ঝাট ঝাট বাড়ীর বাহির লঞা কর।
মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি।
মদ্যপান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি?"
দুই কর্ণ তুলি' প্রভু অঙ্গুলি দেখায়।
"মদ্যপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায়।
চণ্ডালেও মোহার শরণ যদি লয়।
সেহ মোর, মুক্তি তা'র, জানিহ নিশ্চয়।
সন্ন্যাসীও মোর নহি না লয় শরণ।
সেহ মোর নহে, সত্য বলিলুঁ বচন।
গজেন্দ্র-বানর-গোপে কি তপ করিল।
কোন্ বেদ, তাহা মোরে কেমতে পাইল।
অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহারে।
বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার॥"
প্রভু বলে,—"মদ্যপানে মোরে নাহি পায়।
সকল করিমু চূর্ণ দেখিবে এথাই।

(চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৫০-৫৭)

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে ভক্তিবিশিষ্ট মদ্যপকেও বন্দনা করিয়াছেন, আর শুষ্ক-বৈষ্ণবনিন্দক সন্ন্যাসীকেও নিন্দা করিয়াছেন—

চৈতন্য-চন্দ্রের রসে যার মনে দুঃখ।
কোন জন্মে আপ্রমে নাহিক তা'র সুখ।
যে দেখিল চৈতন্য-চন্দ্রের অবতার।
হউক মদ্যপ, তবু তা'রে নমস্কার।

(চৈঃ ভাঃ ম ২১।৫০-৫১)

শ্রীল প্রভুপাদ ইহার ব্যাখ্যায় গৌড়ীয়ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"শ্রীমহাপ্রভুর প্রত্যেক ক্রিয়া ও প্রত্যেক প্রতিজ্ঞায় যাহাদের দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাদের কোন জন্মে বা আশ্রমে কোন প্রকার সুখোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটকালে যে-সকল আসব-সেবীর সান্নিধ্যলাভ ঘটিয়াছিল, তাহারা তাদৃশ পাপকর্ম্মে নিরত থাকায় শ্রীচৈতন্যদেবের বিশুদ্ধনবদ্বীপ লীলার প্রচারে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু উক্ত ভাগ্যবন্ত জনগণকে গ্রন্থকার এই ভাবিয়া নমস্কার করিতেছেন যে, প্রাক্তন সুকৃতিবশে যদিও পাপিগণের পাপের কিঞ্চিন্মাত্র অবশেষ থাকিলেও প্রচুর সুকৃতিক্রমে ভগবদ্গুণানুগানে সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের দুর্লভ ভাগ্য সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।"

দেবানন্দ পণ্ডিত পরমপুণ্যাত্মা ছিলেন। কোন দিকে কোন প্রকার পাপের লেশমাত্র তাহাতে ছিল না। দেবানন্দের একদিকে পুণ্যময় চরিত্র ও পাণ্ডিত্য আর একদিকে শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার বিপুল অনুরাগ। কিন্তু ভক্তভাগবতের চরণে দেবানন্দের অপরাধ থাকায় মহাপ্রভু দেবানন্দের গ্রন্থভাগবতের প্রতি আদর ও পুণ্যময় চরিত্রকেও বিন্দুমাত্র আদর করেন নাই, ইহা শ্রীচৈতন্য-

এইরূপভাবে
বলিয়াছেন,—

সন্ন্যাসীর ন্যায় ব্রতবিশিষ্ট হইয়া আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। কিন্তু ভক্তিহীন তপস্যায় তাঁহার তাদৃশ ব্রহ্মচর্য্য ভক্তসেবা-বিমুখতা প্রদর্শন করিয়াছিল। এইজন্য ঔর্দ্ধরেতা-ব্রত ধারণ করিয়াও যা তাঁহার পথে চলিয়াও তিনি সেই সকল দুঃখের ফল লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।"

(গৌড়ীয়ভাষ্য, চৈঃ ভাঃ ম ২১।৫৮)

ভক্তি-সম্বন্ধে ইন শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

স্কান্দে বেঙ্কটখণ্ডে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ,—"স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং যস্তব কেশব! স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্ত্বদাচ্যুত। পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে। নিষেধকর্ম্মকর্ত্তা যাতাভক্তো নরকে হরে।

স্থিতিং ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিমুচ্যতে।" পাদ্মে চ,—"অবিদিতং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে। যাতনাদৃতা ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যাদ্ধ্যপ্রভাবতঃ।" "বর্ত্তমানঞ্চ যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি। তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দানল-কীর্ত্তনাৎ।"

(ভঃ সঃ ১৪৭, ১৪৯ সংখ্যা)

বহ্নিপুরাণে রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মার উক্তিতেও দেখা যায়, যথা—'হে কেশব, যিনি—তোমার ভক্ত, তিনি—সমস্ত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠাতা, আর যে অচ্যুত, যে-ব্যক্তি তোমার ভক্ত নহে, সে সর্ব্ববিধ-পাপেরই আচরণকারী। হে হরি, তোমার অভক্ত-ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মও 'পাপ' বলিয়াই গণ্য হয়। তোমার অভক্ত সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের আচরণকারী হইলেও সর্ব্বদা নরকেই অবস্থান করে। কিন্তু তোমার ভক্ত ব্রহ্মহত্যাকারী হইলেও পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।" পদ্মপুরাণেও শ্রীভগবানের এইরূপ উক্তি, যথা—"আমার নিমিত্ত ভক্তগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পাপকর্ম্মও ধর্ম্মরূপেই গণ্য হয়। আর, আমাকে অনাদরপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত ধর্ম্মও আমার প্রভাবে পাপস্বরূপেই পরিণত হয়।" "শ্রীগোবিন্দের কীর্ত্তনরূপ অনল-প্রভাবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যে সকল পাপ, তাহারাই ভস্ম হইয়া যায়।"

পাপ ও পুণ্য দোষটীই আত্মার স্বরূপগত ধর্ম্ম নহে, উহা সাম্বন্ধিক দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম। পাপ ও পুণ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণসংহিতায় লিখিয়াছেন,—

"পাপ-পুণ্য, উভয়ই সাম্বন্ধিক; আত্মার স্বরূপগত নয়। যে কর্ম্ম বা বাসনা সাম্বন্ধিকরূপে আত্মার স্বরূপ-প্রাপ্তির সাহায্য করিলেও করিতে পারে, তাহাই পুণ্য এবং যদ্দ্বারা সে সাহায্যের সম্ভাবনা নাই, তাহাই পাপ।"—(শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ১০।২)

পুণ্য দুই প্রকার—স্বরূপগত ও সম্বন্ধগত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন—

"ক্ষমা, দয়া, সত্য, পবিত্রতা, আর্জ্জব ও প্রীতি—ইহারা স্বরূপগত পুণ্য। ইহাদিগকে স্বরূপগত পুণ্য এইজন্য বলি, যেহেতু ঐ সকল পুণ্য জীবের স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বকালে তাহার অলঙ্কারস্বরূপে থাকে। বদ্ধাবস্থায় কিয়ৎপরিমাণে স্থূল হইয়া 'পুণ্য' নাম প্রাপ্ত হয়,—এই মাত্র। আর সমস্ত পুণ্যই সম্বন্ধগত, যেহেতু তাহারা জীবের জড়সম্বন্ধবশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে; সিদ্ধাবস্থায় তাহাদের প্রয়োজন নাই।"—(শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২।২৩)

কৃষ্ণভক্তের হৃদয়ে পাপ ও পুণ্যবাসনা থাকে না। তবে দৈবাৎ যে পাপবাসনা উদিত হয়, তাহা অচিরেই ভক্তিবলে প্রশমিত হইয়া যাবে—

"কৃষ্ণভক্তি যখন আত্মার স্বরূপ ও স্বধর্ম্মালোচনারূপ কার্য্যবিশেষ হইয়াছে, তখন যে আধারে তাহা লক্ষিত হয়, সে আধারে সমস্ত পাপপুণ্যরূপ সাম্বন্ধিক অবস্থার মূল-স্বরূপ অবিদ্যা ক্রমশঃ ভ্রষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ লোপ পাইতেছে; মাঝে মাঝে যদিও ভ্রষ্ট 'কই-মৎস্যের ন্যায় হঠাৎ পাপবাসনা বা পাপ উদ্গত হয়, তাহা সহসা ক্রিয়াবতী ভক্তির দ্বারা প্রশমিত হইয়া পড়ে।"—(শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ১০।২)

ভগবদ্ভক্ত পাপবীজ দূর করিবার জন্য কোন প্রকার পুণ্যাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না; কেন না, কর্ম্মের

দ্বারা কর্ম্মের বিনাশ হয় না। পাপের প্রসঙ্গ উঠিলে, তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রায়শ্চিত্তের কথার উদয় হয়। বস্তুতঃ ভগবদ্ভক্তগণের কর্ম্মীর ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত নাই। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় বলিতে গেলে—

"প্রায়শ্চিত্ত তিন প্রকার—অর্থাৎ কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত ও ভক্তি-প্রায়শ্চিত্ত। **কৃষ্ণানুস্মরণ-কার্য্যই ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত**; অতএব ভক্তিই ভক্তি-প্রায়শ্চিত্ত। ভক্তদিগের প্রায়শ্চিত্ত-প্রয়াসে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। **অনুতাপকার্য্য** দ্বারা **জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত** হয়। জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্তক্রমে পাপ ও পাপবীজ অর্থাৎ বাসনার নাশ হয়, কিন্তু **ভক্তি ব্যতীত অবিদ্যার নাশ হয় না।** চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি **কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা** পাপ প্রশমিত হয়, কিন্তু **পাপবীজ বাসনা, পাপ ও তদ্বাসনার মূল অবিদ্যা পূর্ব্ববৎ থাকে।**"—(শ্রীভক্তি-সংহিতা, ১০।২)

"চিত্তশুদ্ধির যে-সমস্ত উপায় আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণু-স্মরণই প্রধান। পাপচিত্তকে শোধন করিবার জন্যই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। তন্মধ্যে চান্দ্রায়ণাদি-কর্ম্মরূপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপকর্ম্ম পাপীকে পরিত্যাগ করে কিন্তু পাপের মূল যে পাপবাসনা, তাহা যায় না। **অনুতাপরূপ জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত কৃত হইলে পাপবাসনা দূর হয়; কিন্তু পাপবীজ যে ঈশ্বর-বৈমুখ্য, তাহা কেবল হরিস্মৃতি দ্বারাই দূরীভূত হয়।**"—(শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩।২)

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

নৈষ্কার্ম্মিকং তর্হি কৃতেঽপি নিষ্কৃতে
মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে।
তৎ কর্ম্মনির্হারমভীপ্সতাং হরে-
র্গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ।— (ভাঃ ৬।২।১৪)

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা চিত্ত সম্যগ্‌রূপে নির্ম্মল হয় না; যেহেতু, প্রায়শ্চিত্ত করিলেও মন পুনরায় অসৎপথে ধাবিত হয়। অতএব যাঁহারা পাপকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। উহাই পাপমূল অবিদ্যা বিনাশ করিয়া চিত্ত-সংশোধনে বিশেষ সমর্থ।

গুরবাঃ লঘবাঃ কৃত্যাশ্চিত্ত লঘবি চ।
প্রায়শ্চিত্তানি পাপানাং জ্ঞাত্বোক্তানি মহর্ষিভিঃ।
(ভাঃ ৬।২।১৬)

মহর্ষিগণ বিশেষ বিচার করিয়া গুরু পাপের গুরু এবং লঘু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যবস্থাই বটে। কিন্তু, হরিনামে ঐ প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে না; যেহেতু, ঐ নাম স্মরণ মাত্রেই পাপিগণ সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়।

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া।
(ভাঃ ৬।২।১৭)

তপঃ, দান, ব্রত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপীর পাপসমূহ বিনষ্ট হয়, কিন্তু, তাহাতে অধর্ম্মানুষ্ঠানজনিত হৃদয়মালিন্য, অথবা পাপের মূলীভূত চিত্তবৃত্তিরূপ সংস্কার বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সেবা দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে।

অতএব ভগবদ্ভক্তিই আমাদের নিত্য উপাস্য, পাপ বা পুণ্য কোনটীই নহে। ভগবদ্ভক্ত বহির্ম্মুখ পাপীর প্রতি যেরূপ নিরপেক্ষ, বহির্ম্মুখ পরঃপানকারী ব্রহ্মচারীর প্রতিও সেইরূপই নিরপেক্ষ। ভগবদ্ভক্ত পুণ্যবান্‌কে 'সাধু' বা 'ভক্ত' বলেন না। যিনি হরিগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবান তাঁহাকেই ভক্তির অধিকারী বলেন। শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তির অধিকারী। গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিকতার তারতম্যানুসারে সাধুতার তারতম্য।

স্বধামে সন্তোষের মহারাজ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার ভূতপূর্ব্ব স্বনামপ্রসিদ্ধ সভাপতি সন্তোষের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি মহোদয় গত ১লা এপ্রিল রাত্রি প্রায় ২ ঘটিকার সময় আদিপুরস্থ "সন্তোষ-ভবনে" (কলিকাতা) ৫৯ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ স্বধামে গমন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ভূতপূর্ব্ব পাইকার নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ও বর্ত্তমান পাইকার পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর ব্যক্তিত্বের প্রতি মাননীয় মহারাজাধিরাজ আকৃষ্ট হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে ও শ্রীল আচার্যদেবের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উৎসবকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহিত সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

ইংরেজী ১৯৩১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর শ্রেষ্ঠার্ঘ্য শ্রীভক্তিরঞ্জন প্রভুর দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব উপলক্ষে তিনি কলিকাতা বাগ্‌বাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়া উক্ত সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সেই সভায় তিনি সভাপতি-সূত্রে ইংরেজী ভাষায় যে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ১১শ বর্ষের ১২শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সেই বক্তৃতার কএকটি স্থলে বিশেষ চিন্তা-শীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"পাশ্চাত্য কবি স্পেন্সার একটি বাক্য বলিয়াছেন যে, যখনই আমাদের এই জীবনতরণী ভবসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়, তখনই ইহা পরবর্ত্তী আর একটি পট উন্মোচন করে। এজন্য আমাদের এই দেহকে 'বিনাশের স্বপ্নময় বিচরণক্ষেত্র' বলা হইয়াছে; এই শরীরটা যে-কোন মুহূর্ত্তে পতিত হইতে পারে। এই জীবনতরণী প্রবল ঝটিকার মধ্যেই হউক, অথবা প্রশান্ত হাবহাওয়ার মধ্যেই হউক, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত অজ্ঞাত কারণে নিশ্চই ডুবিয়া যাইবে, কিন্তু তাহার পরমুহূর্ত্তেই যে অবশ্যম্ভাবী পট-পরিবর্ত্তন, তজ্জন্য আমরা কি করিয়াছি? মানুষ ধন-সঞ্চয় করে জীবনকে যথাসাধ্য শেষ পর্য্যন্ত তৃপ্তির সহিত ভোগ করিবার জন্য; কিন্তু মানুষকে যখন কোন অজ্ঞাত, অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক আহ্বানে এই জগৎ হইতে চলিয়া যাইতে হয়, তখন তাহাকে সমস্ত জিনিস এই জগতে রাখিয়া যাইতে হয়, কোন বস্তুর একটি কণাও তাহার সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে না।"

মহারাজের স্বধামগমনের পর তাঁহার এই কথাগুলি জগতের লোকের শিক্ষার বিষয় হউক। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রীর উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়া ও জীবনে বহু ভোগবিলাসের মধ্যে লালিত-পালিত হইবার সুযোগ পাইয়াও তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন যে, ধন, জন, যৌবন, পাণ্ডিত্য—ইহার কোনটিই চিরস্থায়ী নহে। জীবন-সমাপ্তির পরমুহূর্ত্তেই যে অবশ্যম্ভাবী পটপরিবর্ত্তন হইবে, তজ্জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের সুযোগ্য ও প্রিয় শিষ্য শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ প্রভুর নিকট কিছুদিন পূর্ব্বেও মহারাজ আহার ও বিশ্রাম ভুলিয়া ক্রমাগত সাত আট ঘণ্টা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্যদেবের দান ও করুণার কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহ-তিথির সভাপতিত্ব করিতে আসিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু আমাকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-সভার সভাপতিত্ব করিবার জন্য যখন বলিয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহার সহিত এই চুক্তি করিয়াছিলাম যে, আমি কেবল শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা শ্রবণ করিব, নিজে কিছু বলিব না। সভাপতিকে একপ্রকার বিচারকের কার্য্যই করিতে হয়; কিন্তু আমি আজ যে ব্যাপারের সভাপতিত্ব করিতে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা আমার সীমার অতীতই বলিতে হইবে।"

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সুপ্রবীণ ও পরমপণ্ডিত সভাপতির এই কথাটি সমগ্র জগতের শিক্ষার স্থল হওয়া উচিত—"পরমার্থতত্ত্বের বিচারকের কার্য্য আপত্তিক পাণ্ডিত্য বা বহুদর্শিতা থাকিলেই করা যায় না। অধিক কি ভগবদ্ভক্তের বেশ ও খ্যাতি লইয়াও অধোক্ষজ পরমার্থতত্ত্বকে আপাক্ষিকবিচারের আওতায় করা চলে না।"

গত ১৯৩৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর 'গৌড়ীয়' সম্পাদক কলিকাতার হ্যালবার্ট-হলে "সম্প্রদায় ও সমন্বয়" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, সে সভাতেও তর সম্মেলনের মাননীয় মহারাজ মহোদয় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্তি মহামহোৎসবের সময় কলিকাতা ভবানীপুরস্থ আশুতোষস্থলে গৌড়ীয়-সম্পাদকের বক্তৃতায় মাননীয় মহারাজ সভাপতিত্ব করিবার জন্য অনুরুদ্ধ-পূর্ব্বক বরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শারীরিক বিশেষ অসুস্থতানিবন্ধন সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এজন্য তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মাননীয় মহারাজ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্যদেবের দর্শন, আচার্যদেবের শ্রীমুখে ও শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব রাজসভার বিভিন্ন সেবকের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া যে ভক্ত্যুন্মুখী সুমতি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আত্মা মঙ্গলময় ধামে গমন করিবেন, সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করি।

কলিকাতা ও দিল্লী গৌড়ীয়মঠে বিশিষ্ট দর্শক

গত ২০শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার প্রফেসার ডক্টর রাধাকুমুদ মুখার্জ্জী মহোদয় কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে দর্শনার্থ আগমন করেন। শ্রীগৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ মহোদয়ের সহিত তাঁহার কিছুক্ষণ আলাপ হয়।

গত ২৬শে মার্চ্চ (১৯৩৯) দিল্লী গৌড়ীয়মঠে সিন্ধুদেশ-বাসী দেওয়ান লালচাঁদ নবলরায় এম্-এল্ এ মহোদয় শুভা-গমন করিয়া পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর নিকট অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন। 'শব্দব্রহ্ম' ও আভিধানিক শব্দের মধ্যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচিত হইয়াছে। শ্রীপাদ অপ্রমেয় প্রভু বিষয়টি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও মহা-মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী ভক্তের সহিত খুলনায় শ্রীপাদ জনার্দ্দন দাসাধি-কারী প্রভুর আগ্রহাতিশয্যে সেই অঞ্চলে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের প্রচারের বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১৯শে মার্চ্চ রবিবার হইতে এলাহাবাদ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রতিদিন হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য সহরের অনেক সজ্জন ব্যক্তি স্বামীজীর নিকট আগমন করিতেছেন। স্বামীজী প্রতিদিন সন্ধ্যা-কালে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

গত ২৩শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার এলাহাবাদে জনসম-গণনিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর সরকার মহাশয়ের সাদর আহ্বানে কতিপয় মঠসেবক সহ স্বামীজী তাঁহার বাটীতে গমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যাকালে স্বামীজী গৃহস্থধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের বিষয় অতি সরল বাঙ্গলা ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন।

গত ২৬শে মার্চ্চ রবিবার স্বামীজী বাইবালা নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল দাসাধিকারী ভক্তিহৃদয় মহোদয়ের বাটীতে গমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ৩১শে মার্চ্চ শুক্রবার রাত্রে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাটমন্দিরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর ভাগবত মহারাজ 'কামাদীনাং কতি ন কতিধা' শ্লোকের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ কয়েকদিন যাবৎ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বামীজীর সুমধুর কীর্ত্তন সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে।

গত ২৯শে মার্চ্চ বুধবার শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের পাঠের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি দাসাধিকারী সেবাগৌরব ভক্তিশাস্ত্রী বি এ মহোদয় ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিরাঘব বি এল্ মহোদয় শ্রীধাম-

নবমী সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের মহিমা ও প্রতিষ্ঠাবিরোধিনী যুক্তির নিরর্থকতার কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্ত আকৃষ্ট করেন।

গত ২৭শে মার্চ্চ সোমবার কলিকাতা বাগ্‌বাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে সন্ধ্যারাত্রিকের পর রাত্রি ৭ঘটিকা হইতে ৯ঘটিকা পর্য্যন্ত মহোপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কপিল-দেবহূতি-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইতেছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকা ও মাতৃভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌধ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শিলচর নর্ম্মাল-স্কুলহলে গত ২রা, ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল যথাক্রমে "শ্রীচৈতন্য-দেবের ধর্ম্ম", "সাম্প্রদায়িকতা ও সর্ব্বধর্ম্মবাদ" এবং "বিশ্ব ও ব্রহ্ম"-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। স্থানীয় গণ্যমান্য সজ্জনগণ ও শিক্ষিত-সম্প্রদায় শ্রীপাদ ভক্তিসৌধ প্রভুর বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

উপদেষ্টক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য মহোদয় চট্টগ্রাম নন্দনকাননস্থিত শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীভক্তিবিনোদগৌরবাণী প্রচার করিতেছেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনাদির জন্য নিমন্ত্রণ আসিতেছে। প্রত্যহ বহু উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ভক্তিশাস্ত্রীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া পরিপ্রশ্নাদির দ্বারাযোগে হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

গত ২২শে মার্চ্চ দার্জ্জিলিং গৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, শ্রীমাধবানন্দ দাসাধিকারী ও ভক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস শিলিগুড়িতে অবতরণ করিয়া তথা হইতে ২৩শে মার্চ্চ সেওকগঞ্জে গমন করেন। তথায় শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক সমিতিতে স্থানীয়গণের একান্তিকতায় ৩য় দিবস 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন'-তত্ত্বের কথা শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে ধারাবাহিকভাবে কীর্ত্তন করেন।

২রা এপ্রিল রবিবার প্রাতে স্বামীজীমহারাজ শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন-প্রমুখ ভক্তগণের সহিত নগরসংকীর্ত্তনমুখে নীলকামারীতে শুভ পদার্পণ করেন। স্বামীজী ও স্থানীয় ভক্তগণের প্রচেষ্টায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা উত্তর-বঙ্গে বিশেষভাবে বিঘোষিত হইতেছে।

গত ১৯শে মার্চ্চ রবিবার পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক-বৃন্দ পাটনা-সহরস্থ হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ য়্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেও প্রসাদ এম্-এ, বি-এল, কাব্যতীর্থ মহোদয়ের গৃহে আহূত হইয়া তথায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। উপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীপাদ কপিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ হইতে "স বৈ পুংসাং" শ্লোকটী ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি হইতে ভক্তির অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা বেড়ঘণ্টাকাল হিন্দীভাষায় কীর্ত্তন করেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশন

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহোদয় গত ২৬শে মার্চ্চ রবিবার 'বৈষ্ণব'-তত্ত্ব ও গত ২রা এপ্রিল রবিবার 'সাধক জীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় স্থানীয় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদ-কীর্ত্তন হয়।

বিভিন্ন মঠে শ্রীরামনবমী-উৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠ, বাগ্‌বাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ প্রভৃতি শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে উপবাস ও প্রভু-কীর্ত্তনমুখে শ্রীরামনবমী তিথি পালন করিয়াছেন। কলিকাতায় পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় ও ঢাকায় শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্য-পুরাণ-ন্যায়তীর্থ "শ্রীরামচরিত্র" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিত্য-পরিদদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

এবমন্যত্র বিষয়ে যথাযথমনুক্রমঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং ফল্গুবপ্যুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
—শ্রীরূপগোস্বামী তথা এবমন্যত্র
'বিষয়' শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১লা বৈশাখ, ১৩৬৬; ১৫ই এপ্রিল, ১৯৫৯ | ৩৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

"কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যত্নপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী-বিচার,' সজ্জনতোষণী (ক্ষেত্রবাসিনী) সজ্জনতোষণী ১৫।২

"যাঁহার বৈষ্ণব-সঙ্গ করিতে হইবে, তিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠতর বৈষ্ণবকে অন্বেষণ করিয়া লইবেন।"

—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ১০ম পঃ

"সাধুগণ চিরদিনই জগতে আছেন, কেবল অসাধুগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়া সাধুসঙ্গ দুর্লভ হয়।"

—চৈতন্যার্থ ৭ম অঃ

"নৈতিক উপদেশ বা আস্তিকতা-স্থাপন মাত্রই মহাপ্রভুর প্রচারের শেষ কথা নহে, পরন্তু সহজ ভগবৎপ্রীতির চরম কথা মহাপ্রভু জানাইয়াছেন, অর্থাৎ সমস্ত আচার্য্যের শ্রেষ্ঠ কথাগুলি মহাপ্রভুর শিক্ষার মধ্যেই আশ্রিতভাবে ক্রোড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে।" —সরস্বতী-সংলাপ ১০৪ পৃঃ

"আমার গুরুদেব আমাকে বহুবার বলিয়াছেন,—লোককে ভোগা দিয়া আপনি হরিভজন করুন। আমাদের এ রকম মহান্ গুরুদেবের পাদপদ্মের নিকটে বসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।" —সরস্বতী-সংলাপ ১২৪ পৃঃ

"অচিরেই ৫০ লক্ষ লোক আসিতেছেন;—তাঁহারা মহাপ্রভুর কথা জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিবেন।"

—সরস্বতী-সংলাপ ১৩০ পৃঃ

শ্রীশ্রীআচার্য্য-কথাপ্রসঙ্গ

স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর

কাল—১৮। ডিসেম্বর, ১৯৫৮

পরোক্ষজ্ঞই সত্যের ধর্ম্ম। হৃদয় যত শুদ্ধ হয়, ততই অনন্ত-নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মল সেবা-বুদ্ধির প্রকাশ হয়। নির্ম্মল সেবার বৃত্তিতে যিনি যতটা প্রতিষ্ঠিত, সেবাবিষয়ে তাহার বুদ্ধির বিকাশও সেইরূপ দেখা যায়। কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে বা যে-কোন সেবাকার্য্যে পরামর্শের প্রয়োজন হইলে তাঁহার মনে দ্বিধা হয় না বা নানাপ্রকার চিন্তা আসে না। আবার উপস্থিত সমস্যার প্রতি তিনি উদাসীন হইয়াও থাকেন না; উহার সহজ মীমাংসা তাঁহার আপনা হইতেই উদিত হয়। সমস্ত কার্য্যেই তাঁহার থাকে। তিনি সরল বা স্বচ্ছ। তাঁহার হৃদয়ে না থাকায় এবং তাঁহার একের দিকেই গাঢ় নিবিষ্টতা থাকায় তাঁহার মধ্যে দ্বৈধভাব বা সংশয়-থাকার অবকাশ নাই। কিন্তু যাহারা ভাগাড়ার রহিয়াছে অর্থাৎ মিশ্র-ভাবে অবস্থিত, তাহাদের সেবার বুদ্ধিযোগ দেখা যায় না। তাহাদের মোহ আছে, এইজন্য তাহাদের দ্বিধা থাকে। তাহারা নানা-প্রকার সঙ্কল্পবিকল্প করে, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্ত তাহাদের মনে সহসা উদিত হয় না। তাহাদের শিখাইয়া দিলে তবে তাহারা শিখিবে, নতুবা নিজ হইতে কোন সেবাকার্য্য শুদ্ধভাবে তাহারা করিতে পারে না।

শুদ্ধসত্ত্ব আলোর মত বাস্তব বস্তুকে প্রকাশ করে। যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত, তাঁহারা সমস্ত বস্তুই সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুভব করেন; এইজন্য তাঁহাদের মনে কোন দ্বিধার ভাব আসে না, সমস্ত সমস্যার সমাধান তাঁহাদের সহজভাবেই হইয়া যায়।

• • •

যাহারা অর্থের জন্য ছুটাছুটি করে, তাহাদের অর্থলাভ হয় না। যাহারা উহা চাহে না, তাহাদের নিকট অযাচিত-ভাবে উপস্থিত হয়। "ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সমপ্রতীক্ষাঃ"। প্রতিষ্ঠা যে চাহে না, তাহার নিকট আপনিই আসিবে,—যেমন শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিকট আসিয়াছিল

প্রতিষ্ঠার তরে পুরী রহে পলাঞা।
কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা॥
—চৈঃ চঃ আঃ ৪

[কাল ২রা ডিসেম্বর, ১৯৫৮]

শ্রীবল্লাবজী ও গৌড়ীয়দলের সেবার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। গৌড়ীয়বর্য্য শ্রীগুরুদেব—ব্রজবাসী। শ্রীবল্লাবজীর মত তাঁহার ঘৃণুৎসা না থাকিলেও যখন তিনি মিশনরক্ষক আচার্য্যের লীলা করেন, তখন বল্লাবজীর সেবাকার্য্য তাঁহার মধ্যে প্রকাশিত হয়। গুরুদেবে বল্লাবত্ব অনুস্যূত আছে—যেমন স্বয়ংরূপ কৃষ্ণে কৃষ্ণের যাবতীয় প্রকাশ ও বিলাস সমূহ অবস্থিত আছেন। স্বয়ং-রূপের ঘৃণুৎসা নাই, তিনি যে বিদ্বেষিকুলকে বিনাশ করিয়াছেন, (যথা—শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি) তাহা তাঁহারই অংশরূপে তাঁহাতে অবস্থিত বিষ্ণুর কার্য্য। স্বয়ং-রূপের মধ্যেও সেইরূপ মহিষীগণ ও লক্ষ্মীগণ অবস্থিত আছেন। আবার মধুর রসের মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধা-ঠাকুরাণীর অভিন্নস্বরূপা শ্রীরূপমঞ্জরীই শ্রীগুরুদেব, তাঁহার মধ্যেও সকল রসের আশ্রয় বা গুরুবর্গ আছেন। তাঁহার মধ্যে উদ্ধব, পাণ্ডবগণ, বল্লাবজী, অষ্টসখী প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি আছেন—যেমন, মূল-প্রকাশবিগ্রহ বলদেবের মধ্যেই অন্যান্য প্রকাশবিগ্রহগণ আছেন।

বল্লাবজীর সেবা restricted by ethics, গৌড়ীয়-শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব যখন মিশন প্রকট করিয়া তাহার ভার গ্রহণ করেন, তখন তিনিও ethicsকে স্বীকার করেন। বহিঃস্থূল-দৃষ্টিতে কনিষ্ঠাধিকারী ও মধ্যমাধিকারী লইয়াই মিশন। মিশনে বৈষ্ণবর্ণাশ্রম পালিত হয়—বৈষ্ণ-বর্ণাশ্রমই theistic socio-ethics. বৈষ্ণবর্ণান্তর্গত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মণ্যদেবের অর্থ বিষ্ণু। ব্রাহ্মণ বিষ্ণুর সেবা অপ্রতিহতভাবে করিলেই তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব বজায় থাকে। বৈষ্ণ-ক্ষত্রিয় প্রকৃত ব্রাহ্মণের অনুগমন ও রক্ষণা-বেক্ষণ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণ-বৈশ্য মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ও

কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণের অনুকূল কর্ম করিয়া ব্রাহ্মণের বিষ্ণুপূজার সাহায্য করিবেন। শূদ্র এই তিনবর্ণের সেবা করিবেন; উহার ফলে তাঁহার শ্রেণী-বিপর্যস্ততা ক্রমশঃ কমিবে। এইরূপ মিশনকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীগুরুদেবকে ত্রাসঙ্কে উৎসর্গকরণরূপ পারমার্থিক যুদ্ধবিগ্রহাদি করিতে হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার যুযুৎসা নাই।

অজ্ঞব্যক্তিগণ শ্রুতি আলোচনা করিতে গেলে উহার তাৎপর্য কখনই হৃদয়ঙ্গম হয় না। অজ্ঞব্যক্তি শ্রুতির 'আকাশ' 'আনন্দ' প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারে না। বাসুদেব—চিত্তের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, সঙ্কর্ষণ অহঙ্কারের, প্রদ্যুম্ন—বুদ্ধির এবং অনিরুদ্ধ—মনের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। মূর্খলোক মনে করে যে, বদ্ধজীবের দেহাত্মাভিমানকেই সঙ্কর্ষণ, তাহাদের জড় বুদ্ধি ও মনকেই প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বলা হয়। অগ্নি প্রভৃতি শব্দে তত্তদভিমানী দেবকে বুঝায়, আবার অগ্নি শব্দে অনিরুদ্ধ বিষ্ণুকেও বুঝায়। "বিষ্ণু বৈ দেবানাং পরমঃ অগ্নি বৈ দেবানাং অবমঃ"—প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে অগ্নি প্রভৃতি শব্দে অগ্নি-দেবতাকে বুঝায়, আবার বিষ্ণুকেও বুঝায়—"পার্থিবাদ্ধরুণো ধূমস্তস্মাদগ্নি স্ত্রয়ীময়ঃ" ত্রয়ী—বেদ, ত্রয়ীময় অগ্নি বা যজ্ঞাগ্নিই বিষ্ণু। "স্বাহা" অগ্নি বা অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর পত্নী। ইনি রত্নাকরসম্ভূতা। অজ্ঞলোক এইসকল গূঢ় তাৎপর্য কি করিয়া গ্রহণ করিবে? তাহারা সাধারণ অর্থই গ্রহণ করে। ঈশোপনিষদে "অগ্নে নয় সুপথা রায়ে—" প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নি শব্দে বিষ্ণুকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশস্কন্ধের শেষদিকে তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় প্রভৃতির সংজ্ঞা উদয়ের তথ্য কিছু কিছু আছে।

• • •

সাধনপথে কতকগুলি লোক জড়বৎ—কিছুই বোঝে না, কতকগুলি লোক খানিকটা অগ্রসর হইয়া গতিশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, কতকগুলি আবার অনভিলাষী লোকও আছে। সত্য সত্যই আশাপ্রদ (promising)—এরূপ লোক খুব কম। যাঁহারা দু'হাত বাড়াইতেছেন, তাঁহাদের সেই প্রসারিত হস্তের মধ্যেও অনেকটা ব্যবধান রহিয়াছে, keeping pace side by side—এ জিনিষটী নাই। হরিভজনে সাহায্য করিবে—বুদ্ধি দিবে, এরূপ লোক খুবই কম। অনেকেই নিশ্চিন্ত, কেহই কিছু ভাবিতে বা মাথা খাটাইতে চা'ন না; জানেন, তাঁহারা পরিশ্রম না করিলেও যাহা দরকার তাহা এস্থান হইতে অনায়াসে মিলিবেই। সবকেই সব জানেন অথচ সময়কালে সকলেরই বুদ্ধি-বিপর্যয় উপস্থিত হয়।

• •

আমাদের কাহারও আবার ধার্ষ্টিকতা অভ্যাস আমরা মনে করি যে, আমরাই makers and brakers of the Mission. আমরাই যেন আর সমস্ত মিশনটা ভোগ্য বোলিং বা অধীন। আমরা থাকিলে মিশন টিকিয়া রহিল। গুরুদেবকে সামলে রখেচ্ছাচার করিবার দুর্বুদ্ধি আমাদের মোর আছে।

ইহা ছাড়াও শাস্থিপ্রিয়তা বা আড্য অর্থাৎ একের বস্তুর দিকে টান—ইহা বাড়িয়াই চলিয়াছে বাড়িতে পেলে কখন থাকে না। সাধারণের থাকে কখনটা বাড়িতেই হইবে; কিন্তু যত অপ্রিয়ই হউক না কেন, তথাপি সেই দোষের দূরই থাকিতেই হইবে তাহা কেন? দোষ অথবা কার্পেট বা শতরঞ্চির প্রচলন হউক। দোষ অর্থাৎ undevotional element এবং কখন বা sum-t otal of undevotional elements বা প্রতিকূলতার সমষ্টিকেই মিশনরূপ বস্তুর বলিয়া জানিব কেন? যাহাতে অর্থাৎ যাহার উপাদানেই nondevotional element নাই, সেই বস্তুকে অর্থাৎ unalloyed serving attitudeকেই মিশনের প্রাণ বলিয়া জানিব।

অনেকে একটু শান্তিপ্রিয় হইয়া যুদ্ধবিগ্রহ, যোবদ্ধমাকে রজোগুণের ব্যাপার মনে করিতেছেন, তাহাদের আর উহা ভাল লাগিতেছে না। কিন্তু শান্তিটাও ত' কাম্য নহে। শান্তি বা শান্ত-রসে আমাদের প্রয়োজন নাই। ব্রজেও রজোগুণের ন্যায় ব্যাপার আছে অবশ্য তাহা অপ্রাকৃত সেবা-বৈভব বিশুদ্ধ সত্ত্বেরই বিষয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—' চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচোমু ভুবন।" শান্তরসের কথা ত' বলিলেন না। শান্তরসে প্রেমের কথা নাই। অবশ্য ব্রজে শান্তরস আছে। কদম্ব ও যমুনা-পুলিন, গো প্রভৃতি শান্তরসে সেবা করেন। তাঁহাদের দ্বারা কৃষ্ণের সুখ হয়, কিন্তু তাঁহাদের নিজের

সে অনুভূতি নাই। কৃষ্ণের গাভীগণ শাদ্বলের আশ্রয়। শ্রুতিগণই শাদ্বলের আশ্রয়—কৃষ্ণের গাভী। শ্রুতিগণের মধ্যে কেহ কেহ গোপীদেহ লাভ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ কৃষ্ণের গাভীরূপে ব্রজে আছেন। শ্রুতি—কতকগুলি সবিশেষ ও কতকগুলি নির্ব্বিশেষ-ভাবপর। কৃষ্ণ গাভীর খুরমর্দ্দন করেন বা পাচন-বাড়ি দ্বারা আঘাত করেন—তাহার ফলেই শ্রুতি-সকলের চিদ্‌বিলাসপর ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়।

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।

কোন কোন সবিশেষপর শ্রুতিগণ গোপীদেহও লাভ করেন।

কিন্তু সেই শাদ্বলে আর এই শাস্ত্রিপ্রিয়তা এক নহে। এই অশান্তপ্রিয়তা বা শান্তিপ্রিয়তা নির্ব্বিশেষ বিচার হইতেই আসে। এই নির্ব্বিশেষ বিচার আবার অতিরিক্ত ভোগ হইতেই উদিত হয়। ভোগের পর ত্যাগ—ইহাই নিয়ম। কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদীর গতি মহাসাবরণ-প্রাপ্তি। অতিরিক্ত ত্যাগের বিচার, ethics বা morality'র বিচার—সব বিষয়ে নির্ব্বাণলাভ করিবে।

হুকুম করা, লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করা, ইহা এক মারাত্মক নেশা। হুকুম করিতে পারেন একমাত্র কৃষ্ণ, আর সকলেই তাঁহার হুকুম তামিল করিবে। কিন্তু বদ্ধ জীবের নৈসর্গিক প্রবৃত্তিই হইতেছে কৃষ্ণের অনুকরণ করা অর্থাৎ সকলে মাথা পাতিয়া আমার কথা শুনিবে, আমার অধীন হইয়া থাকিবে—এ চিন্তাটা খুবই ভাল লাগে। অবশ্য হুকুম করার মধ্যেও আবার বৈশিষ্ট্য আছে। যেখানে একজন আমার উপর সমস্ত দায়িত্ব লইয়া সর্ব্বদাই মাথা ঘামাইতেছেন, সে স্থলে তিনি যদি আর একজনকে কিছু করিতে বলেন, তাহা দোষের হয় না। কিন্তু আমরা কেবল আরাম করিব, আর অপরে আমাদের হুকুমে খাটিবে—ইহা নিতান্ত অন্যায় বিচার। সেবাচিন্তা-রাহিত্য এখেনেই পাইয়া বসিয়াছে—ইহা বড় খারাপ লক্ষণ।

• • •

দেশের নেতাদের মধ্যে দুইটী দল,—একটি নির্ব্বিশেষ বাদী; তাহাদের মত—ধর্ম্মের আবরণ দিয়া রাজনীতি চালান। ধর্ম্মটাকে একেবারে অস্বীকার করিলে লোকের সহানুভূতি পাওয়া যাইবে না, কারণ, যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের লোকগুলি ধর্ম্মবিষয়ে নিতান্ত গোঁড়া। আর একদল—স্পষ্ট নাস্তিক। তাহাদের মত—ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের দরকার নাই, সমস্ত দেশকে ধর্ম্মের আবহাওয়া হইতে মুক্ত করিয়া পুরা নাস্তিক করিয়া তোলা হউক। পূর্ব্বঙ্গে কয়েকটী প্রবীণ লোক আছে, তাহাদের জন্য শেষের দল বিশেষ মাথা উঁচু করিয়া তুলিতে পারিতেছে না। ঐ লোকগুলির দেহান্তে ইহারা বিক্রম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিবে—সোভিয়েট রাশিয়ার মতের অনুকরণেই ইহাদের বিচার। সোভিয়েট রাশিয়াতে সকলের সমান অধিকার—সকলেই সকলের বন্ধু, কেহ কাহারও প্রতি অন্যায় অত্যাচার করে না। গন্ধবেণী মৌমাছি ও উইপোকা, পিপীলিকা প্রভৃতির ন্যায় তাহাদের জীবনযাত্রা। কিন্তু মৌমাছি, পিপীলিকা প্রভৃতির শত্রু ভালুক। উহারা চাকের মধু ও পিপীলিকার চিনি নষ্ট করিয়া খায়। সেইরূপ যতই কেন না সমান অধিকার, আর যাই হউক, কোন্‌দিক হইতে কোন্ বস্তুবাদ ভালুকের মত প্রবল হইয়া সমস্ত ধ্বংস করিয়া দিবে, কে জানে? অতএব শ্রুতিবিরোধী আধ্যাত্মিক মুক্তিকে গ্রহণ করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

বাহিরে এইরূপ প্রবল নাস্তিকতার বন্যা। কলিকাল, যতই দিন যাইবে, ততই নাস্তিকতা, তর্কপর, শ্রৌত-পথের অনাদর বা উহাকে আক্রমণের চেষ্টা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইবে। অহঙ্কার কত! জগতের জিনিষকেই মাপিতে—খণ্ড করিতে পারে না, আর ঈশ্বরকে খণ্ড-বিখণ্ড করিতে—উড়াইয়া দিতে চায়! ইহাই নাস্তিকতার চরম,—ইহাই বাহিরের অবস্থা। ইহারই মধ্য হইতে নিজের ধর্ম্ম স্থির করিয়া লইতে হইবে। যদি নির্জ্জন-ভজনের নাম করিয়া দায়িত্ব এড়াইতে চাই, তাহা হইলে মনের সমস্ত-বিকল্পের মধ্যেই থাকিতে হইবে, অলীক কল্পনার সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডেই বাস হইবে। সমস্ত প্রাণ দিয়াও যদি অন্ততঃ একটী জীবকে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীরসে উজ্জীবিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই জীবন সার্থক হইল। অবশ্য কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধনের ন্যায় চেষ্টা ব্যতীত আমাদের পক্ষে আর বেশী কি হইতে পারে। তবে ঐ কার্য্যটি করিতে পারিলেই গুরুদেবের প্রকৃত সেবা হইল।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গুরু কৃষ্ণাভিন্ন হইলেও তিনি ভোক্তা

নহেন। গুরু—ভগবান্, একথা সত্য। কিন্তু ভগবান্ দুইরূপে প্রকাশিত,—সেব্য বা বিষয়-ভগবান্, ও আশ্রয় বা সেবক-ভগবান্। গুরুদেব—সেবক বা ভোগ্য-ভগবান্। শিষ্য তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিলেও তিনি তাহা নিজে ভোগ বা আত্মসাৎ করেন না, সমস্তই কৃষ্ণের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। Opaque ও transparent দুইটি কথা আছে। যিনি transparent গুরু, তিনি নিজে ভোগ করেন না। গুরু কৃষ্ণ বটে, কিন্তু তিনি গোপীভর্ত্তা বা নন্দনন্দন বা সুবলসখা বা রক্তক পত্রক প্রভৃতির প্রভু নহেন, তিনি—সেবক,—ভোগ্য। তাঁহাকে ভোক্তা কৃষ্ণ সাজাইলে অপরাধ হয়। গুরুদেব—কৃষ্ণশক্তি, চিচ্ছক্তি। চিচ্ছক্তি অর্থাৎ হ্লাদিনী-সারসমবেত সন্বিৎ শক্তিতে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ কৃষ্ণের সহিত যুক্ত-শক্তি। কৃষ্ণকে বাদ দিয়া গুরু কল্পনা করা যায় না। কৃষ্ণ ছাড়া যে গুরু, তাহা মায়া বা প্রকৃতি। চিচ্ছক্তি হইতে চিৎ বা কৃষ্ণ বাদ গেলে অচিচ্ছক্তি মায়াই অবশিষ্ট থাকে।

* * * *

অনর্থযুক্ত সাধকের সাধনপথে কিছু কিছু বিঘ্ন থাকেই। কিন্তু তিনি যদি সরল হন, অকপট হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার শরণাগতির পরিমাণ-অনুসারে ফল পাইয়া থাকেন। কাহারও অগ্রগতিতে কোন প্রকার বাধা দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কোন ভ্রমাত্মক ধারণা করিতে চেষ্টা করিবে না। চলিবার পথে পায়ে আঘাত লাগা বা পড়িয়া যাওয়া স্বাভাবিক। কেহ হয় ত' না পড়িতেও পারে, কিন্তু যদি কেহ চলিতে চলিতে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে কেন সে পড়িল বা পড়িবে—এরূপ প্রশ্ন নিরর্থক। পড়িলেও সে আবার উঠিয়া চলিবে; **পড়িয়া যদি একবার দু'বার যায়ই, তাহাতেই বা কি? সে ত' চলার উপরেই রহিয়াছে।**

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবত)

পায়ে আঘাত লাগিলেও বা পড়িয়া গেলেও সে আবার উঠিয়া চলিবে। "বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদুৎসৃজ্য সর্ব্বং হরি সংবিশেত কৃষ্ণ তাহার অমঙ্গলরাশি দূর করিয়া দিবেন। যে শরণাগত, সে যদি পড়িয়াও যায়, বা কোন বাধা-বিঘ্ন যদি তাহার চলার পথে আসে, সে তখন "গোপীনাথ, আমি ত' তোমার জন। তোমারে ছাড়িয়া, সংসার ভবিষ্য তুচ্ছ স্বপন মম। গোপীনাথ, তুমি ত' সকলই জান। আপনার জনে দয়িয়া এখন শ্রীচরণে দেহ স্থান।" এইরূপে কৃষ্ণ-সমীপে নিজের দুর্গতির কাহিনী জানাইবে। কৃষ্ণ তাহার শরণাগতি দেখিয়া তাহাকে দয়া করিবেন। দণ্ড প্রদানের কথাটি আসিল কেন? দোষ করিলেই ত' দণ্ড। যেস্থলে কোন ভোগ-মূলক কর্ম্ম নাই, সে স্থলে দোষও নাই, দণ্ডও নাই। যেস্থলে পতিই নাই, সেস্থলে পায়ে আঘাত লাগা বা পড়িয়া যাইবার কোন কথাই নাই। যতক্ষণ অনর্থ আছে, ততক্ষণ ত' দোষ আছেই, পড়িবার ভয় আছেই; কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? শরণাগত ব্যক্তি কোন দোষ করিলেও কৃষ্ণ তাহাকে আপনজন-জ্ঞানে দোষের দণ্ড স্বয়ংই বিধান পূর্ব্বক শোধন করিয়া শ্রীপাদপদ্মে স্থান দিবেন। গতি-ক্রিয়ার দোষ বা পতন ত' ক্রিয়াশীলতা বা গতিশীলতারই লক্ষণ। যাহারা দোষ করে তাহারা কোন কার্য্যও করে না। **যেস্থলে পরীক্ষা, Promotion প্রভৃতি নাই, সেস্থলে যে পড়াশুনার কার্য্য আছে, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়?** সুতরাং কোন দোষ দেখিয়া হতাশ হইবার কিছু নাই।

যে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে—

আতিষ্ঠেদ্ যমনিয়মাদ্ নিষিদ্ধাৎ সর্ব্বতশ্চ হরেঃ।
যেন দুঃখাত্মকান্ কামান্ নিবর্ত্ত্যাপ্নোত্যনীশ্বরঃ।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাক্যানুসারে যাহা দোষগুলিকে প্রথমমুখে কিছুকাল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে সমর্থ না হইলেও উহাকে দুঃখাত্মক বলিয়াই জানে। সেই দোষগুলির সম্মুখে সেবা করিতে থাকিলে ক্রমশঃ উহা দূর হইয়া যাইবে। 'আতিষ্ঠেদ্' এবং 'ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ"—ইহাই তাহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার

বিষয়। লোক ত্রুটি প্রথমতঃ কিছু থাকিলেও শরণাগতির বলে সে ঐ সকল দোষ বা বাধা সমস্তই অতিক্রম করিতে পারিবে

যিনি শরণাগত, তিনি ত' অপর কোন বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করেন না, পথে পতন হইলেও পথ ছাড়িয়া বিপথে যান না—ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। "ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্ম.....স্বধর্ম্মতঃ"। যদি তাঁহার পতন হয়, তাহাতে তাঁহার ত' কিছু অমঙ্গল হয় না। "ভক্তস্যাপ্যথবা হ্যস্য পতেৎ" বলিতে ভক্তিবাতীত অন্যমার্গ আশ্রয় করা বুঝায় না। তাঁহার কোন অভদ্র (অমঙ্গল) উপস্থিত হয় না অর্থাৎ তিনি ভক্তি-পথ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয় করেন না। তাঁহার পথ এক, এই আশ্রয়। দোষের প্রতিবিধান সেই একজনই করিবেন। পথে পড়িয়া গেলেও তিনি কি এই শরণাগতের বিচার অবলম্বন করিবেন না?

ক্বচৌ স্খলিতপাদানাং ক্বচিদেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো।

তোমার রক্ষা স্থির আছে, একারণ পন্থা যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার বাধা বা ত্রুটি দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অন্যরকম কিছু আশঙ্কা করিতে হইবে না। অনর্থ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ বাধা বা দোষ আছেই; উহা দেখিতে হইবে না। শরণাগত ভক্ত ক্রমশঃ ঐ সকল বাধা দূর করিয়া অগ্রসর হন,—ইহাই লক্ষ্য করিতে হইবে।

• •

[স্থান—ঐ; কাল—৪।১২।৩৮]

কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণের সহিত জগতের লোকের চরম সম্বন্ধই অসহযোগ (non-co-operation) পর্য্যন্ত। Attacking attitude বা aggressive mood ছাড়িয়া অসহযোগই তাহাদের শেষ কথা। ভোগী জীব কৃষ্ণের প্রতি মৎসর। কৃষ্ণই একমাত্র নিরঙ্কুশ ভোক্তা—প্রভু। ভোগীকুল নিজেরাই প্রভু সাজিতে চায়, এইজন্য কৃষ্ণের প্রতি তাহাদের একটা নৈসর্গিক বিরাগ আছে। ভোগে বাধা পড়িলে ভোগীর আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, ক্রোধে, উত্তেজনায় সে সব করিতে পারে। এই অবস্থায় জীবের মৎসরতা তাহার বাক্যে, কার্য্যে বা ইঙ্গিতে প্রকাশ পায়। জীব যখন আরও একটু বেশীভাবে অর্থাৎ ব্যাপক বা সূক্ষ্মভাবে ভোগ করিতে চায় অথচ একটু বুদ্ধিবিশিষ্ট হয়, তখন সে অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করে। তখন তাহার মৎসরতা বাহিরে দেখা না গেলেও ভিতরে অনেক সময় বেশীভাবেই থাকে। যখন বুদ্ধি বা বিচারের প্রেরণায় ভোগী জীব কৃষ্ণ কার্ষ্ণের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রূপাচরণ ছাড়িয়া অসহযোগী হয়, তখনও তাহার মঙ্গলের আশা করা যায় না। কৃষ্ণ-কৃপায় সৌভাগ্যোদয়ে অসহযোগ পরিত্যাগের উন্মুখতা হইলে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের প্রতি ঈষৎ আদর আসে। ঈষৎ আদরই শ্রদ্ধার প্রথম অবস্থা। আদরের পরে 'গৌরব' বা মাহাত্ম্য-জ্ঞান,—শ্রদ্ধার আরও ঘন অবস্থা। মহিম-জ্ঞান বা গৌরব-বুদ্ধিতে সম্ভ্রম আছে। 'গুরু'-বস্তুতেই 'গৌরব'-বুদ্ধি। গুরু কেন? কৃষ্ণের সম্বন্ধের জন্য। কৃষ্ণের সেবক বলিয়া আমার গুরু—প্রণম্য। আপন বা মমতা-বুদ্ধিই এখানে দেখা যাইতেছে। তাহার পর সেবা। সেবাই শ্রদ্ধার পরিপূর্ণ অবস্থা। সেবাতেই আদরের পূর্ণতা এবং মমত্বের পূর্ণতা আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বা স্বরূপ-রূপ-ভক্তিবিনোদ-প্রভুপাদ সকলেই চিদ্‌বিলাসের প্রতি অসহযোগকে গর্হণ করিয়া আদরের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমেই 'নির্ম্মৎসর' শব্দটি বলিয়াছেন। এই ভাগবত-ধর্ম্ম নির্ম্মৎসরের অর্থাৎ ভাগবত-ধর্ম্ম যাজন করিতে চইলে বা ভগবানের সেবা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে নির্ম্মৎসর হইতে হইবে। এই কথা আর কেহ বলেন নাই। নির্ম্মৎসর হইতে গেলে আর কি করিতে হইবে? ভোগ ও ত্যাগরূপ কৈতব বা ছলনা ছাড়িতে হইবে। ভাগবতধর্ম্ম প্রোজ্ঝিত-কৈতব—ছলনাহীন। 'কৈতব' শব্দের অর্থ ছলনা বা দুঃসঙ্গ ইত্যাদি। এইগুলি মৎসরের মধ্যে থাকিবেই। 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' কথাটা আর কোথায়ও দেখা যায় না, একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত আরও একটি কথা বলিয়াছেন—সেটি 'নিরস্তকুহক'। কুহক শব্দের অর্থ—মায়া অর্থাৎ ছলনা। সদা-সেব্য নিরস্তকুহক সত্যবস্তুর কথাই শ্রীমদ্ভাগবত; সুতরাং তাহা 'প্রোজ্ঝিতকৈতব'।

মৎসরতার আদর করিয়া যাহারা হরিভজন হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে তাহাদের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কারণ বা বিষয় এই যে, নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্মের কথা শুনিয়াও

তাহাদের ভজনহীনতার জন্য একটু দুঃখ হয় না! সত্য-স্বভাব লোককে নিষ্কপট দণ্ডদ্বারাই শাসনপূর্ব্বক তাহার মঙ্গল-বিরোধিতা বন্ধ করা দরকার।

• •

তীব্রভাবে 'গালিগালাজ' না করিলে অনেকের গায়ে লাগে না, এইজন্য পরমকারুণিক শ্রীল প্রভুপাদ হরিগুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষীকে তাহার জন্মগত বোধ উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদ করিতেন। বদ্ধজীবের দেহের প্রতি মমতা-বুদ্ধি এমন 'শিকড় গাড়িয়া' বসিয়াছে যে, দেহের উল্লেখ করিয়া না বলিলে তাহাকে যে বলা হইল—এটা মনে করে না। গোখর, নারকী বা পাষণ্ডী বলিলে তাহাদের গায়ে লাগে না; কারণ ঐগুলি ত' পরমার্থ-সম্বন্ধের 'গালাগালি'; পরমার্থের সহিত তাহাদের সম্বন্ধই নাই, কাজেই ঐগুলি বলিলেই বা তাহাদের আর কি! গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষিগণের পক্ষে ঐরূপ ভর্ৎসনাই উপযুক্ত। এজগতে মাতাপিতা হইতে বড় কিছু নাই। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী", "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।" সুধী-জগতের বিচারে গুরু বা বৈষ্ণবই মাতাপিতা; কারণ তিনি আশ্রিতকে পালন করেন। **দৈক্ষ্য বা সাবিত্র্য-জন্মের জন্য আচার্য্যই পিতা। গুরুবৈষ্ণবের নিন্দা করা মানেই মাতাকে সতী বলিয়া স্বীকার না করা অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রেষ্ঠ না জানা।**

• • •

শ্রীল প্রভুপাদ 'নয়মাতৃকন্যায়' কথাটী প্রায়ই বলিতেন। কোনও সৎপুত্রই নিজ জননীর বাল্যাবস্থার কথা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে নগ্নরূপে দর্শন করেন না। বৈষ্ণবের জাতিদোষ, প্রমাদাগত-দোষ, পরধাগতির পূর্ব্বাচরিত দোষ প্রভৃতি বর্ণন নয়মাতৃক ন্যায়ের প্রত্যবমর্শ-দান। অবৈধ সন্তান ব্যতীত বৈধ সন্তান কখনই জননীকে নগ্না করিতে রুচিবিশিষ্ট হন না। পাষণ্ডী ও মহেশ্বরকে মাতাপিতা বলিয়া বন্দনা করিয়া পুনরায় মাতাপিতার বিদ্বার-বর্ণন সন্তানের পক্ষে রসাভাস-দোষ নহে কি? নির্ব্বিশেষবাদে ঐরূপ সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসদোষের আদর আছে।

শ্রীল প্রভুপাদকে তাঁহার বন্দনাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া অথবা বন্দিত হইবার ইচ্ছায় আধ্যক্ষিক বর্ণনে যে যাহা মনে করিয়া লইয়াছে, শ্রীল প্রভুপাদ তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। প্রভুপাদ সম্বন্ধে তাহারা যাহা মনে করে, তাহা—মায়া। ১৯৩৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে একদিন রাত্রি ৯টায় গৌড়ীয় মঠের অফিস-ঘরে • • • এক ব্যক্তি মনে করিয়াছিল যে, গৃহস্থের বাড়ীতে অর্চ্চনের ব্যবস্থা হইলে তাঁহারা আর মঠের সেবায় যত্ন করিবেন না; সুতরাং শ্রীমূর্ত্তি-অর্চ্চনের দরকার নাই। তখন "শ্রীমূর্ত্তিপূজা না করিলে গৃহস্থ পাষণ্ডী হয় এবং যে তাহা সমর্থন করিতে চায়, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী"—এই কথা বলাতে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—"ইহাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মত"।

যে যাহা চায়, সে তাহা পায় না। যে টাকা টাকা করিবে, সে কখনই টাকা পায় না। যে শরীর লইয়া ব্যস্ত থাকিবে, তাহার শরীর শুদ্ধ থাকিতে দিবেন না—ইহাই অলঙ্ঘ্য নিয়ম। যাহারা উহা চায় না তাহারাই পায়। ভক্ত ঐগুলির দিকে ফিরিয়াও তাকান না। কিন্তু তাহাদের সেবার জন্য উহারা সময় প্রতীক্ষা করে—কখন সুযোগ পায়—"ধর্ম্মার্থকামমতঃ সময়-প্রতীক্ষাঃ"। আবার কখনও কখনও চাহিলেও পায়—উহা তাহাদিগের কর্ম্মের ফল-স্বরূপ। পুণ্যকার্য্যের দ্বারা উপযুক্ত ফল লাভ হয়;—তাহাতে অর্থ, জন প্রভৃতি প্রাপ্তি হয়। "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে" অর্থাৎ পুণ্যবান্‌লোক অর্থাদি বা বলবীর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করে। যিনি এইগুলি চান না, তাহার সেবায় ইহারা নিযুক্ত হয়,—'যে না যাচে তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত" শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী প্রভুর এই পয়ার তাঁহাদের চরিত্রে দেখা যায়।

গ্রাম্যকথা বলা বা গ্রাম্যকথা শোনা, হরিভজনেচ্ছুগণের পক্ষে নিষেধ। গ্রাম্য বলিতে আশ্রিতকে উদ্দেশ করে। হরিভজনে রুচিবিশিষ্ট ভেকধারীর পক্ষে গ্রাম্য-বার্ত্তা বলা বা শোনা একেবারেই নিষেধ। তাঁহারা পুরুষাভিমান করিবেন না। অপ্রাকৃত শৃঙ্গার বা বৎসল-রসেই তাঁহাদের রুচি, সেই কথার আলোচনা করিবেন। ব্রজের 'আদি'-রস গ্রাম্য নহে। অপ্রাকৃত মদনের শৃঙ্গাররসলীলার মূর্ত্তিমতী যিনি, তাঁহারই ছেলাংশ বলিয়া যাঁহারা নিজেকে অভিমান করেন, তাঁহাদের পক্ষে জঘন্যরস আলোচনা করা একেবারেই নিষেধ, কারণ উহাতে পুরুষাভিমান অপসৃত।

ঐশ্বর্য্যামৃত জীব মধুররসটী নিজের জন্য রাখিতে চায়। বাৎসল্যও তাহারা বোঝে না। প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বদাই বলিতেন যে, যাহারা মধুর-রসের ভজন-সৌভাগ্য পায় নাই, অথবা মধুর-রসের ভজনের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে না, তাহারা উহা নিজেদের নরকগমনের জন্য reserved রাখিয়া দেয়। তাহাদের ঐ রসই গ্রাম্য, ঐ রসের কথাও গ্রাম্য। কৃষ্ণের সেবায় যে আদিরস তাহা আর 'গ্রাম্য' নহে অর্থাৎ কৃষ্ণের সেবায় যে মধুর রস তাঁহার কথা গ্রাম্য হয় না, তাহা পরমমুক্তশিরোমণি আত্মারামগণের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়; সেই সকল কথা ভাগবতই হইয়া রহিয়াছে মাত্র। "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ," ভাগবতের এই শ্লোক এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। মধুররস কৃষ্ণে আশ্রিত হইয়া যেরূপ প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়, তেমনই সেই অবস্থার কথাও গল্প, প্রহেলি, চিত্রজল্প, উৎজ্ঝা প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পায়। নন্দ-যশোদা বাৎসল্য-রসের সেবক হইলেও তাঁহাদের মধ্যে নিজের জন্য reservation কিছু নাই। হরিভজনে রাগ, লোভ বা রুচিবিশিষ্ট হইলে, তিনি অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসের কথাও জাগতিক জড় অভিমানযুক্ত লোকের নিকট বলেন না। ভাল খাওয়া ভাল পরা—একমাত্র গোবর্দ্ধনেরই একচেটিয়া। গোবর্দ্ধনের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য শুষ্কবর্ণ ভোজ্য প্রস্তুত করেন কবিরাজ গোস্বামী উহাতে সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণ, উহাই তাঁহার সিদ্ধ-সেবা। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু "স্বনিয়ম-দশকম্"-স্তোত্রে "গ্রাম্যাবলিভিরভিত" অর্থাৎ আমি ব্রজে গ্রাম্যবালকদের সহিত গ্রাম্যকথায় দিন কাটাইব, তথাপি ব্রজের গোষ্ঠ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইব না, বলিয়াছেন। তাহা তাঁহার গোষ্ঠের প্রতি অপূর্ব্ব অনুরাগের পরিচয়—হেয়তা বহির্ম্মুখ-ইন্দ্রিয়সুখকরী অসদ্বার্ত্তার বা গ্রাম্যকথায় রুচি নহে। এই গ্রাম্য বলিতে সাধারণ লোকের অসদ্বার্ত্তাকে উদ্দেশ করিয়াছেন, শাস্ত্রালোচনা বা ভজনবিষয়ক আলোচনা নহে।

মৈত্রী অর্থাৎ আদর, প্রণিপাত ও শুশ্রূষা কিছু খারাপ নহে, যদি তাহার দ্বারা কৃষ্ণের প্রতি উন্মুখতা আনে। কৃষ্ণ মাঝে থাকিলে সবই ভাল। কৃষ্ণ মাঝে না থাকিলে দুইজন দুইজনকে বঞ্চনা করিতেছে—ইহাই জানিতে হইবে। কৃষ্ণকে বাদ দিলেই গ্রাম্যরস আসিয়া পড়ে। মদনমোহনের শৃঙ্গার-রস-কথা বহির্ম্মুখ-ইন্দ্রিয়সুখকর গ্রাম্য নহে, তাহা পূর্ণব্রহ্ম। কৃষ্ণ গ্রাম বাদ দিয়া চিন্ময় শ্যামের কথা, চিন্ময় ধামের কথাই বলিতে হইবে। মৌন থাকাটা অসম্ভব; তাহাতেও প্রাকৃত গ্রাম্যরসের হাত হইতে ছুটি পাওয়া যায় না। হরিকথা না বলিলে অপরের প্রতি হিংসা করা হয়।

শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায় শ্রীগোপীগণের সেবার মাহাত্ম্য নন্দ-যশোদার সেবার মাহাত্ম্য কিছুই বুঝিতে পারে না। তাঁহারা মনে করেন যে, কৃষ্ণ বৈভবাবতারমাত্র। নারায়ণই অজ, তিনিই পরব্রহ্ম; কিন্তু পরতর বা পরতমের কথা তাঁহারা কিছুই ধারণা করিতে পারেন না। কৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইয়াছেন—জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি অংশ আর নারায়ণ অবতীর্ণ হন নাই, তাঁহার অবতারের উপযুক্ত স্থান নাই, অতএব তিনিই অংশী—এইরূপ বিচার।

পার্থ-সারথির বিচার গৌড়ীয়ের নহে। সেখানে ভগবান্ বর্ণাশ্রমীর সেবা করিতেছেন। ব্রজে যে লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণের ভক্ত-সেবার লীলা দেখা যায়, তাহা আর পার্থ-সারথির কখা এক নহে। সেখানে চিন্ময়নাম-তনু নন্দ-যশোমতীর যে আদেশ-পালন বা সখাগণকে যে স্কন্ধে বহন, তাহাতে ভগবানের আনন্দ। সেই আনন্দ কর্ত্তব্যোচিত বা মর্য্যাদাই বিধি-নিয়ন্ত্রিত নহে। ভগবানের আনন্দের জন্যই সখাগণ তাঁহার স্কন্ধে উঠেন। পার্থসারথিতে সেরূপ বিচার নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্থাপনরত অর্জ্জুনের সহিত কৃষ্ণের গৌরব-সখ্য, অতএব সেখানে ভগবান্ রথাদিচালনরূপ সারথিত্ব করিয়া বিধি-নিয়ন্ত্রণ-যুক্ত কৈঙ্কর্য্যসুখ লাভ করেন না। বিশ্রম্ভ-সখ্য, বাৎসল্যে ও মধুররসেই ঐরূপ প্রেমের বিলাস আছে। এখানে ভগবান্ নিজের কোন কাজ অর্জ্জুনকে দিয়া করাইতে চান, কিন্তু অর্জ্জুনের ইচ্ছা মদনমোহনের ইচ্ছার সহিত মিশিয়া যাইতেছে না, সেইজন্য অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতে হইতেছে। নিজের কাজ করাইতে গিয়া একলব্যগুরুর ন্যায় পুরুষোত্তম নিজেই service দিতেছেন। ব্রজবাসীদের ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে লীলাপুরুষোত্তমের ইচ্ছায় মিশিয়া গিয়াছে। তাই আপাতদৃষ্টিতে কৃষ্ণ তাঁহাদের service

দিতেছেন এবং তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতেছেন দেখা গেলেও লীলাপুরুষোত্তমের ইচ্ছাপূরণ বা তাঁহারই সন্তোষবিধানরূপ সেবা ব্রজবাসিগণই যথার্থভাবে করেন। পুরুষোত্তম পার্থসারথির বিচারে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা পর্য্যন্ত আছে,—ক্ষত্রিয় অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্মে—ক্ষাত্রধর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন; গীতা উপদেশ করিয়া জ্ঞান, যোগ, ভক্তি বা শরণাপত্তি সবই শিক্ষা দিয়াছেন। ব্রজবাসী স্বতঃই কৃষ্ণকে সোদ্ভূত্বে বরণ করিয়া 'গোপ' বা পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ। অক্রূরের কৃষ্ণকে রথে লইয়া মথুরায় আনয়ন-বিচারও গৌড়ীয়ের নহে। অক্রূর যদিও সেবা করিতেছেন, তথাপি তিনি কৃষ্ণকে ব্রজবাসী বা গুরুর নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া যাইতেছেন। প্রকৃতপক্ষে গুরুর সহিত কৃষ্ণের মিলন-আকাঙ্ক্ষাই গৌড়ীয়ের গুরু-সেবকের কৃত্য। অক্রূরের কার্য্যটি গৌড়ীয়ের গুরু-সেবকের কার্য্যে সহায়তা নহে। সেখানে গৌড়ীয়ের উৎসব নাই। অক্রূর কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইতেছেন কংস বধের জন্য—ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করাইবার জন্য। সেখানে অধর্ম্মের বিনাশ করা হইয়াছে। Non-ethicsএর চরম atheismএর ধ্বংস—উহার সঙ্গে ব্রজবাসীর কৃষ্ণ-সেবার সম্বন্ধ—যুগ্ম নহে, অবান্তর। কুরুক্ষেত্রে আশ্রয়বিগ্রহগণের সহিত মিলনই গৌড়ীয়ের উৎসব। আশ্রয়বিগ্রহ ব্রজবাসী বা গুরুদেবের স্থানে কৃষ্ণকে লইয়া যাওয়ায় কৃষ্ণ ও ব্রজবাসীর আনন্দ-বিধান হয়,—উহাই গৌড়ীয়ের বা গুরুসেবকের কৃত্য। বাহ্যতঃ ব্রজের অভিমুখে রথ চালাইয়া কৃষ্ণের সেই আনন্দ-বিধান বা গুরুদেব ব্রজবাসীর বহু সহায়তাই করিতেছেন অর্থাৎ বাহ্যতঃ সাধ্য বস্তু ব্রজবাসীর অনুকূল। উহা গৌড়ীয়ের উৎসবের মধ্যেই বর্ত্তমান।

Ethics বর্ণাশ্রম হরিভক্তির উপায় বা অঙ্গ নহে,—means কারণ বা part and parcelও নহে। বেদ-ব্যাসের পিতা পরাশর বৈষ্ণব। শ্রীসম্প্রদায় পরাশরের প্রতি খুব শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, তাঁহারা তাত্ত্বিক বৈষ্ণব অপেক্ষা গৃহস্থ পরাশরের সম্মান বেশী করেন। পরাশর বিষ্ণু-পুরাণের বক্তা। বিষ্ণুপুরাণ পারমার্থিক বিধ-বিজ্ঞানের Intermediate course এর অন্তর্ভুক্ত। ভাগবত—Post graduate Ph-D., P.R.S., D.Sc., ও D. Litt. ইত্যাদির পাঠ্য।

শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

চৈত্র-কৃষ্ণদশমী তিথি শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের চতুর্দ্দশ-ভুবনমঙ্গলময়ী বিরহতিথি। গতকল্য ৩১শে চৈত্র শ্রীল ঠাকুরের বিরহতিথি-পূজা সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যলীলার অন্যতম ব্যাস গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের যে চরিত্র লিখিয়াছেন, ঠাকুরের বিরহ-তিথি-উপলক্ষে তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষে (১২৯২ বঙ্গাব্দ, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ, ৪০০ শ্রীচৈতন্যাব্দ) ৩৩ ও ৪০ পৃষ্ঠায় "শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত প্রবন্ধ শ্রীসজ্জনতোষণী-পত্রিকায় প্রকাশিত সেই প্রবন্ধ নহে। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের একটি চরিত্র লিখিয়া দেন। ঐ প্রবন্ধটি উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'গৌড়ীয়'-পাঠকগণের অবগতির জন্য সেই প্রবন্ধটি শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের তিরোভাব-তিথিতে প্রকাশিত হইল,—

"শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচয়িতা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন-দাস। অনেকে তাঁহাকে বঙ্গভূমির আদি-কবি বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। শ্রীবৈষ্ণবসমাজে তাঁহার গ্রন্থের বিপুল আদর আছে। রচয়িতার জীবন-চরিত জানিবার জন্য পাঠকবর্গ সর্ব্বদা স্পৃহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। দুঃখের

জীবনে বিশেষরূপে কোন হেতু জানা যায়, তাহা

হয়,—

ভাগ্যবতী ইয়ং ভূমিঃ দিব্যোপি দিব্যাদপি
নিত্যলৈঃ কিল।

মহাস্থি যত্রানি হরেঃ সদাচারো দধৌ নবদ্বীপমতীব্যুর্জিতম্।
উদাস যত্রাদিমহাপুরাণবক্তা শ্রীবাসনামা দ্বিজবংশচন্দ্রমাঃ।'

এই ভাগ্যবতী ভূমি যখন স্বর্গ ও স্বর্গীয় বস্তু অপেক্ষা অধিকতর গৌরব সহকারে সকল ধারণ করেন, তখন তিনি নিশ্চয় ধন্যা ভূমি। তাদৃশ বহুগণের মধ্যে অতীব দুর্লভ শ্রীবাস-পণ্ডিতনামা মহারত্ন ধারণ করত তিনি অত্যন্ত মহীয়সী হইয়াছিলেন। অতএব গৌড়মণ্ডলের মহারত্নস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপনগরী বহুকাল হইতে ভাগীরথীতীরে গৌরমৌলিরূপে শোভমানা। সেই মহানগরীর মধ্যে পরমউদারবুদ্ধি, সমস্ত আগম-বেদাদি-শাস্ত্রবিৎ, সাধুগণ-শ্রেষ্ঠ মহাভাগবতাগ্রগণ্য শ্রীবাসনামা দ্বিজকুলচন্দ্র বাস করিতেন। বৈদিক দ্বিজকুলচূড়ামণি শ্রীবাস পণ্ডিতের জন্মস্থান শ্রীহট্টপ্রদেশ।

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য-পূজিত।
ভবরোগ-নাশ-বৈদ্য মুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার।

এই চৈতন্যভাগবত-পদ্যে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীবাস পণ্ডিত ও তদ্ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিত শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন সময়ে বিদ্যাধ্যয়নের জন্যই হউক বা গঙ্গাতীরে বাসের জন্যই হউক, শ্রীবাস নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। পরে শ্রীপতি ও শ্রীনিধি নামে তাঁহাদের আর দুই সহোদর আসিয়াও তাঁহাদের সহিত গঙ্গাবাস করেন। শ্রীবাস ও শ্রীরাম, উভয়েই পাণ্ডিত্যে বিশেষ পরিচিত এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আচার্য্যত্ব লাভ করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন যে,—

'শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত।'

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের প্রথমাঙ্কে শ্রীবাসের বিষয় এরূপ লিখিত আছে;—শ্রীচৈতন্যদেব কহিলেন,—'হে শ্রীবাস! তোমার কি স্মরণ হয় যে, কোন সময়ে তোমার জীবনান্ত হইতেছিল, আমি চপেটাঘাত করিয়া তোমার জীবনকে রোধ করিয়াছিলাম?' শ্রীবাস কহিলেন, 'সে কথা আমার মনে পড়ে।' ভগবান্ কহিলেন, 'শ্রীবাস! তুমি সেই কথাটি সম্পূর্ণরূপে বল, সবলে শ্রবণ করুন।' শ্রীবাস কহিলেন, 'হে ভগবন্! আপনার আবির্ভাবের পূর্ব্বে শৈশবকাল হইতে ষোল-বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ছাব্বিশ-বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি দ্বিজ-গুরু-প্রতি বিশ্বাস না করিয়া নিতান্ত অশান্তিলাভ করিয়াছিলাম; নির্দ্দয় হৃদয়ে কাঠিন্যপূর্ণ আমার জীবন বৃথাবয়স, বৃথা ও বৃথাভিমানে পরিপূর্ণ ছিল; বুদ্ধির এরূপ দুরবস্থাপ্রযুক্ত কখনই স্বপ্নেও ভগবন্নামাদির শ্রবণ-কীর্ত্তন হয় নাই। কোন সময়ে স্বপ্নে কোন মহাপুরুষ করুণার্দ্র হইয়া এইরূপ উপদেশ দিলেন,—'হে ব্রাহ্মণ! তোমার যেরূপ চঞ্চল হৃদয়, তোমাকে কে উপদেশ করিবে, তথাপি আমি বলিতেছি যে, তোমার আর এক বৎসর পরমায়ুঃ আছে, এখন আর আয়ুঃ বৃথা ক্ষেপণ করিও না।' নিদ্রাভঙ্গ হইলে, অল্পায়ুঃ মনে করিয়া, বিমনস্ক ও বিগতচাঞ্চল্য হইয়া, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবের নিঃশ্রেয়-নির্ব্বাণে শাস্ত্রাবেষণ করিতে করিতে নারদপুরাণে এই পদ্যটী প্রাপ্ত হইলাম,—

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'।

এই উপদেশে দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ায়, আমি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করত হরিনামে অনন্যশরণাপত্তি লাভ করিলাম। অন্যে উপহাস করে, কিন্তু আমি তাহাতে চালিত হই না। মরণদিবস গণনা করিতে করিতে বৎসর বিগত হইলে, শ্রীভাগবত-অধ্যাপক শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের মুখে ভাগবত শুনিতে গেলাম। প্রহ্লাদচরিত্র শ্রবণ করিতে করিতে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, আমি অনিন্দ হইতে প্রাঙ্গণে পড়িলাম। তখন কোন মহাপুরুষ আমাকে পুনরায় পরমায়ুঃ দান করিয়া, আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে

মুক্ত করিলেন। আমাকে সকলে ধরিয়া আমার গৃহে লইয়া গেলেন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিলেন, 'হে শ্রীবাস! আমিই তোমাকে দুইবার স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলাম; নারদশক্তি প্রবেশ করায়, তোমার অন্ত জীবন উপস্থিত হইয়াছে'।

এই কথাটি আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, শ্রীবাস পণ্ডিত নারদশক্তির আবেশে পার্ষদপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই শ্রীবাস পণ্ডিতের একটি ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। তাঁহার নাম নারায়ণী। তিনি যে শ্রীবাস পণ্ডিতের কোন্ ভ্রাতার কন্যা, তাহা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে অনুসন্ধানের অবলম্বনে কোন প্রয়োজন দেখি না। হয় তিনি শ্রীরাম, শ্রীপতি বা শ্রীনিধির কন্যা ছিলেন, নয় শ্রীরাম পণ্ডিতের অন্য কোন ভ্রাতা, যিনি শ্রীহট্টেই ছিলেন, তাঁহার কন্যা হইতে পারেন। এ সমস্ত বিতর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমরা এই মাত্র জানিতে পারি যে, নারায়ণী শ্রীবাসের কোন সহোদরের কন্যা। নিতান্ত বালিকা অবস্থা হইতে শ্রীবাসের নবদ্বীপের বাটীতেই বাস করিতেন।

নারায়ণী সামান্যা নারী ছিলেন না। তিনিও ভগবৎ-পরিকরের মধ্যে একজন অগ্রগণ্যা, ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীমৎ কবিকর্ণপুর এইরূপ নারায়ণী-তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন,—

'অম্বিকাখ্যা যসা বাসীদ্যা শ্রীদর্কিলিবিকা।
কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং প্রভুক্তানা সেয়ং নারায়ণী মতা॥'

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় যিনি কৃষ্ণোচ্ছিষ্টভোজী কিলিঞ্চা-নাম্নী অম্বিকাভগ্নী ছিলেন, তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলায় নারায়ণী। শ্রীনারায়ণী সম্বন্ধে শ্রীমুরারিগুপ্ত মহাশয় স্বীয় চৈতন্যচরিতে, দ্বিতীয়প্রক্রমে, সপ্তমসর্গে লিখিয়াছেন,—

'শ্রীবাসভ্রাতৃতনয়াহভ্রাতৃকা মধুরদ্যুতিঃ।
হরেঃ প্রাপ্ত প্রসাদঞ্চ রৌতি নারায়ণী শুভা॥'

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা যাঁহার কোন সহোদর ছিল না, সেই মধুরদ্যুতি ভাগ্যবতী নারায়ণী শ্রীমহাপ্রভুর প্রসাদ সেবা করিয়া প্রেমে রোদন করেন।

নারায়ণীপুত্র শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই গ্রন্থে স্বয়ং লিখিয়াছেন,—

'সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ-চাঁদ।
আজ্ঞা কৈল নারায়ণি! কৃষ্ণ বলি' কাঁদ।
চারিবৎসরের সেই উন্মত্তচরিত।
হা কৃষ্ণ বলিয়া মাত্র পড়িল ভূমিত।
অশ্রু বহি পড়ে যার পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে॥'

তিনি আবার লিখিয়াছেন এই যে,—

'ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজনশেষ প্রভু করে দান॥'

মহাজন ঘনশ্যামদাস স্বীয় ভক্তিরত্নাকরগ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

'নারায়ণীনামে এক বালিকা এথায়।
কৃষ্ণ বলি' কান্দে চৈতন্য প্রভুর আজ্ঞায়॥
সে বালিকা শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা হয়।
চারিবৎসরের কন্যা সৌভাগ্যাতিশয়॥'

এই সমস্ত প্রামাণিক মহাজনবাক্যে এই কথাটি জানা যায় যে, শ্রীমহাপ্রভুর মহাপ্রকাশের পর প্রভু নারায়ণীকে যখন স্বীয় প্রসাদ দান করেন, তখন নারায়ণী চারিবৎসরের বালিকা। শ্রীমন্মহাপ্রভু সে সময়ে গৌর-লীলায় প্রবৃত্ত। সুতরাং তাঁহার অষ্টাদশবর্ষ বয়সের নারায়ণী কেবল চারিবৎসরের বালিকা মাত্র। তাহার চারিবৎসরের পর প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন। তখন নারায়ণী দশবৎসর বয়সমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীমন্নারায়ণীর কোন্ সময়ে বিবাহ হয় তাহার সহিত কোন্ গ্রামে বিবাহ হয়, তাহা আমরা জানি না। যে-সকল লোকেরা তাঁহাকে শিশুকালে বিধবা থাকা বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারা যে কোন্ প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সেরূপ কথা বলেন, তাহাও আমরা জানি না। এ বিষয়ে প্রবাদগুলিকে বিশেষ সতর্কতার সহিত বিচারাধীন করা উচিত। যদি ঐ সকল প্রবাদ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কোন না কোন মহাজনের গ্রন্থে অবশ্য উল্লিখিত হইত। হয়ত, কোন সময়ে কোন দুষ্টস্বভাবদুষ্ট ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অমঙ্গলের চেষ্টায় ঐ সকল প্রবাদ সৃষ্টি করে এবং তৎপরে অতরজ্ঞ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে তাহা স্বীকৃত হইয়া পরম্পর কর্ণাকর্ণী হইয়া আসিতেছে; যখন কোন

মহাপ্রভুই ঐ সকল প্রবাদের উল্লেখ করেন না, তখন আমরা সহজেই ঐ সকল প্রবাদকে অনাদর করিতে পারি।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর নারায়ণীর বিবাহ হয়, ইহা স্বভাবতঃ অনুমান করা যায়। শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত গঙ্গার পশ্চিম পারে মামগাছী বলিয়া একটি গ্রাম আছে। ভক্তিরত্নাকরে ঐ গ্রাম মোদদ্রুমদ্বীপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেই গ্রামে বাসুদেব দত্তের একটী সেবা আছে। আমরা কোন সময় সেই সেবাদর্শনে সেই গ্রামে গিয়াছিলাম। তথায় সকলেই কহিলেন যে, নারায়ণী দেবী ঐ সেবানির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিয়া মামগাছীতে বহুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আপাততঃ সেই সেবাটীর নাম 'নারায়ণীর সেবা'। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর, শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীরাম উভয়েই কুমারহট্টে কর্দ্দমিয়ার বাস করেন। শ্রীপতি ও শ্রীনিধি নবদ্বীপের বাটী কখনই ছাড়েন নাই। অনেক দিবস পরে যখন শ্রীমাতা দেবী, শ্রীনবদ্বীপ হইয়া খেতরির মহোৎসবে শ্রীযাজপুর নরোত্তমের নিমন্ত্রণে গমন করেন, তখন শ্রীপতি ও শ্রীনিধিকে শ্রীনবদ্বীপ হইতে সঙ্গে লইয়া যান। এ কথা শ্রীভক্তিরত্নাকরে এবং শ্রীনরোত্তমবিলাসে লিখিত আছে। অনুমান করা যাইতে পারে যে, শ্রীবাসঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ছাড়ার সময়েই নারায়ণীর কন্যাকাল উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকে মামগাছীর সন্নিকটে কোন গ্রামে বিবাহ দেওয়া হয়। নারায়ণী গর্ভবতী হইলে, তিনি বিধবা হন এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে আর সুবিধা না হওয়ায়, বাসুদেব দত্তের ঠাকুরবাটীতে তিনি কামদারী স্বীকার করেন। বাসুদেবদত্তের নিবাসভূমি কাঁচড়াপাড়া শিবানন্দের বাটী হইতে অল্প দূরে। এই কথাটী শ্রীচৈতন্যদাস-গোস্বামিকৃত চৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে উল্লিখিত আছে। প্রভুর নবদ্বীপলীলার সময়, বাসুদেবদত্ত, প্রভুর নিকটে থাকিবার জন্য মামগাছী গ্রামে সেবা প্রকাশ করেন এবং পরে বাসুদেব আর শ্রীনবদ্বীপে যাওয়ার সুবিধা না পেলিয়া এবং শ্রীবাসের বন্ধুতা-প্রযুক্ত, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে ঐ সেবার ভার সমর্পণ করেন।

শ্রীমতীনারায়ণী দেবীর পবিত্র গর্ভে আমাদের কবি বৃন্দাবনদাসঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

'নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্টভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন।'

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কোন্ গ্রামে, কি অবস্থায়, কোন্ শকে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা আমরা জানি না এবং আমাদের জানিবারও উপায় নাই। এবিষয়ে যিনি যে প্রবাদ শুনিয়াছেন, তাহা কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। অন্যান্য মহাজনগণ যে-সকল প্রবাদের আদর করেন নাই, তাহা অবশ্যই অমূলক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে। তবে এই যে, যদি কোন ঘটনার কোন প্রত্যক্ষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সেই প্রবাদ নিতান্ত অলৌকিক না হইলে, বিশ্বস্ত হয়। রাঢ়দেশে যেরূপ অপধর্ম্ম ও ছলধর্ম্মের প্রভাব, তাহাতে সে দেশের প্রবাদগুলি প্রায়ই স্বার্থ-পরতাপ্রসূত এবং অমূলক। মামগাছীতে শ্রীনারায়ণীর সেবাপাট এখনও প্রত্যক্ষ এবং তথা হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ পশ্চিমে দেহুড়গ্রামে শ্রীল বৃন্দাবনদাসের পাটবাটী আমরা দেখিয়াছি। এই দুইটী ঘটনাকে স্বীকার করত স্বভাব-সম্ভবনীয় ঘটনাগুলি অনুমান করাতে কোন দোষ নাই।

শিশুকালে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তদীয় পবিত্রা জননীর সঙ্গে মামগাছীর ঠাকুর-বাটীতে বাস করিতেন, ইহাতে সন্দেহ কি? সংস্কৃত বিদ্যা তাঁহার সেই গ্রামেই অধীত হয়। মামগাছী নবদ্বীপধামের অংশবিশেষ, সুতরাং তথায় বিদ্যানগরের ন্যায় অনেক পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল, ইহাতে সন্দেহ কি? যে গ্রামে এখনও ব্রহ্মাণীদল দেদীপ্যমান, সে গ্রামে যে বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বিশেষতঃ ঐ গ্রামটি বিদ্যারদভট্টাচার্য্য ও দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতির বাসগৃহের অতি নিকট, এমত কি একগ্রাম বলিলেও হয়। কাঞ্চন-পল্লীবাসী বাসুদেব দত্ত পণ্ডিত ও ধনবান্ ছিলেন, ইহা কবিরাজ গোস্বামী ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি যে সেবা প্রকাশ করেন, তাহা অবশ্য ভদ্রপল্লীর মধ্যে।

সেই মামগাছীর ভদ্রপল্লীতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রথমে পাঠশালায় বাল্যবিদ্যা অভ্যাস করেন এবং শেষে কোন চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহই তাহার প্রমাণ। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যখন কৃতবিদ্য হইলেন,

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটকাল উপস্থিত হইয়াছিল। মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করার তিন চারি বৎসর পরে ঠাকুরের জন্ম হয় এবং প্রভুর অপ্রকটকালে তাঁহার বয়স বিংশতিবৎসরের অধিক হয় নাই। ঐ সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌরদেশে প্রেম প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। চৈতন্যভাগবতে দেখা যায় যে, মহাপ্রভুর নিকট প্রভু নিত্যানন্দ বিদায় হইয়া, স্বীয় পার্ষদগণ-সহিত, প্রথমে পাণীহাটীতে কিছুকাল প্রচারকার্য্য করিতে থাকেন। পরে সপ্তগ্রামে কিছুকাল কার্য্য করিয়া শ্রীনবদ্বীপে হিরণ্যগোবর্দ্ধনের গৃহে স্থিত হন। সেখান হইতে নানা গ্রামে নাম-প্রচার করেন। যথা, চৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে শ্রীশচীমাতার প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের উক্তি —

'মোর বড় ইচ্ছা তোমা দেখিতে হেথাঙ।
রহিলাম নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায়॥
হেন মতে নিত্যানন্দ আই সঙ্গাসিয়া।
নবদ্বীপে ভ্রমেণ আনন্দযুক্ত হৈয়া।'

তাঁহার প্রচার-কার্য্য এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে.—

'তবে নিত্যানন্দ সর্ব্বপার্ষদের সঙ্গে।
কতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে কীর্ত্তনের রঙ্গে।
খানা, চৌতা, বড়গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন চলিয়া।
বিশেষ সুকৃতি অতি বড়গাছি গ্রাম।
নিত্যানন্দস্বরূপের বিহারের স্থান॥'

শ্রীধাম নবদ্বীপে অবস্থান করত যে সময়ে প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমপ্রচার করিতেছিলেন, তাহার শেষকালে কবিবর বৃন্দাবনদাস মহোদয় তাঁহার সঙ্গ লইয়া, পরমানন্দ লাভ করেন। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষভাগে যে কথাটি আছে, তাহাতে বহুতর অর্থ হয়। কথাটি এই যে,—

'সর্ব্বশেষ ভৃত্য তা'ন বৃন্দাবনদাস।
অবশেষ-পাত্র নারায়ণী-গর্ভজাত॥

একটি অর্থ এই যে, প্রভু নিত্যানন্দের যে-সকল পার্ষদ-দাস তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি শেষে আসিয়া ভৃত্য হন, তিনিই আমি—এই বৃন্দাবনদাস। ইহাতে এই উপলব্ধি হয় যে, বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আর কেহ ভৃত্য হন নাই। এস্থলে শিষ্য-ভৃত্য ও পার্ষদ-ভৃত্যের মধ্যে একটু ভেদ আছে। এই কথাটীতে আর একটি বিষয় অনুমিত হয়। শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের অল্পদিন পরেই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অপ্রকট হন। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আগমনের পর, আর অধিক দিন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রকটলীলা ছিল না। শ্রীবৃন্দাবনদাস তাঁহার অপ্রকটের পর অনেকদিন বর্ত্তমান ছিলেন, কেন না, তিনি শ্রীজাহ্নবা দেবীর সহিত শ্রীনরোত্তমের নিমন্ত্রণে খেতরিগ্রামে গিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ও কবিশ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ স্থানে স্থানে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

'কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন-দাস॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্য-মঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহা জানি করিয়া উদ্ধার॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
বৃন্দাবনদাসপদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি' তিঁহো তারিলা সংসার॥
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন॥
সূত্র করি' সব লীলা করিল গ্রথন।
পাছে বিচারিয়া তাহার কৈল বিবরণ॥
বিস্তার করিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন॥
নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ॥

অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

'বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি' ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া [illegible] তাহাতে কল্যাণ॥

চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা-বিনে অন্যে না হয় প্রকাশ।'

অন্যত্র লিখিয়াছেন,

'বৃন্দাবনদাস নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যিঁহো করিলে রচন॥

অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

বৃন্দাবনদাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল।
তাঁর ভাক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল॥
নিত্যানন্দকৃপাপাত্র বৃন্দাবনদাস।
চৈতন্যলীলায় তেঁহো হয় আদি ব্যাস॥

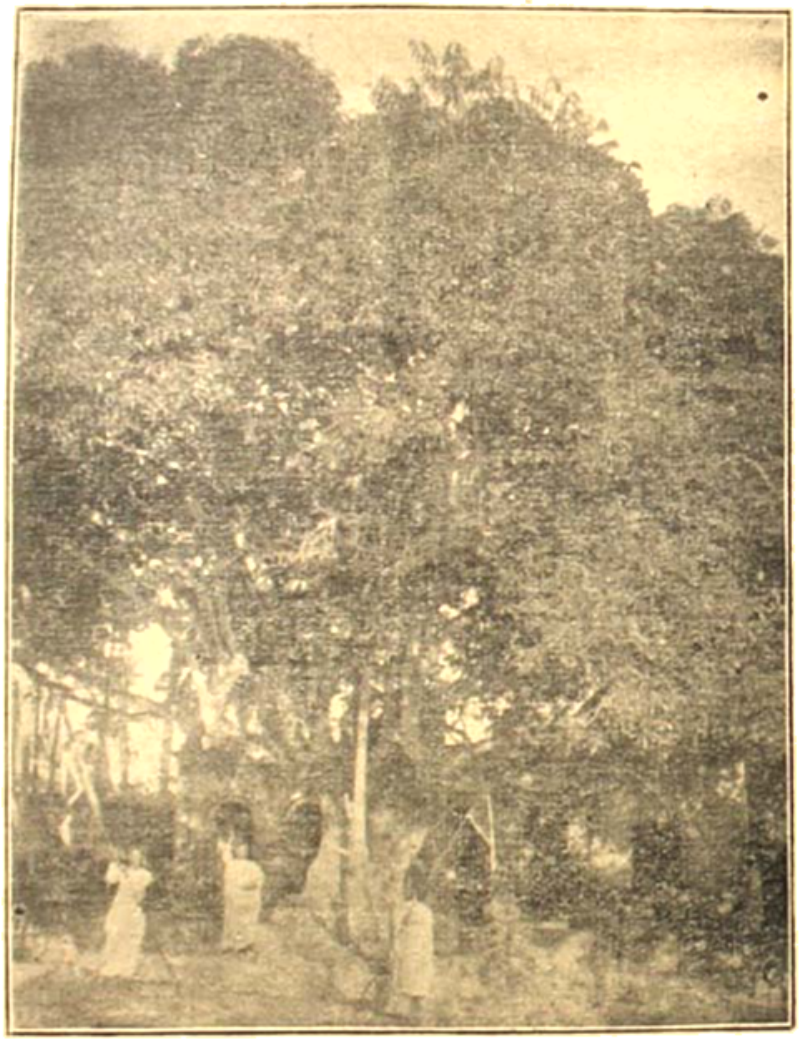

শ্যামগাছীতে শ্রীমান্ মুরারির শ্রীপাট

(শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বাল্য-লীলা-স্থানের অদূরে অবস্থিত)

তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর॥
যে কিছু বর্ণিল সেহ সংক্ষেপ করিয়া।
লিখিতে না পারে তত্ত্ব রাখিয়াছে লিখিয়া॥

চৈতন্যমঙ্গল তেঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সত্য কহে আগে ব্যাস করিব বর্ণনে॥'

এই সকল বাক্য দ্বারা ইহা পরিজ্ঞাত হয় যে, বৃন্দাবন একটি অদ্বিতীয় ভক্ত। তাঁহার রচনা বৈষ্ণবমণ্ডলীতে

অতীব পূজনীয়. আমার সকল বঙ্গীয় কবিদিগের মাথা। বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে পরমপূজনীয় বলিয়া স্থির করিবেন;—করিবেন না বা কেন, যখন কবিকুলতিলক শ্রীযুৎ কবিকর্ণপুর নারায়ণীনন্দনের তত্ত্ব এরূপে শ্রীগৌর-গণোদ্দেশে বর্ণন করিয়াছে,—

'বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসবৃন্দাবনোঽধুনা।
সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কাব্যতন্ত্রঃ সমাবিশৎ॥'

তাৎপর্য্য এই যে, যিনি দ্বাপরে বেদব্যাস ছিলেন, তিনি গৌরাঙ্গ-লীলায় দাস বৃন্দাবন হইয়া অবতীর্ণ হন। আবার যিনি ব্রজের কুসুমাপীড় কৃষ্ণসখা, তিনি কাব্য-বশতঃ বৃন্দাবনদাস ঠাকুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রথমে স্বীয় গ্রন্থকে 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' নামে অভিহিত করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে সময়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন, সে সময়েও এই চৈতন্য-মঙ্গল নাম চলিয়া আসিতেছিল। প্রেমবিলাসের রচয়িতার সকল কথা অবলম্বন করিতে পারা যায় না, তথাপি তাঁহার এই কথাটিতে কোন বিরুদ্ধমত দেখা যায় না। কথাটি এই যে, প্রথমে চৈতন্যমঙ্গল অন্যান্য তৎকাল-প্রচলিত গীতকাব্যের ন্যায় মধ্যে মধ্যে পয়ার ও মধ্যে মধ্যে গীতদ্বারা পরিপূরিত ছিল। পরে শ্রীবৃন্দাবনের পণ্ডিত বৈষ্ণবগণ ঐ গ্রন্থকে সমাজপাঠ্য গ্রন্থ করিবার জন্য বৃন্দাবন-ঠাকুরের রচিত গীতগুলিকে পৃথক্ করত পয়ার সমস্ত একত্র করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত নাম দেন। গীতগুলি সম্প্রতি পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঠাকুরের বিরচিত গীতগুলি সকল মহাজনের আদরের বস্তু। এই প্রণালীতে এখন যে চৈতন্যভাগবত পাওয়া যায়, তাহাও বিশেষ আদরের ধন। মহাকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয় যে গ্রন্থকে শিরে ধারণ করিয়াছেন তাহা যে কি উপাদেয়, তাহা আর বলিতে পারি না। একটা প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, লোচনদাস ঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গল দেখিয়া বৃন্দাবনদাস ঠাকুর আপনার গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করেন। এ প্রবাদটীর কোন মূল পাওয়া যায় না, বরং প্রবাদটীকে সম্পূর্ণরূপে অলীক বলিয়া বোধ হয়।

বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বিবাহের কথা শুনা যায় না, বরং এই কথাই বিশ্বাস হয় যে, তিনি নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের ন্যায় আজন্মকাল ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে তিনি মামগাছিতে বাস করেন।

তথায় খড়দহবাসীর সঙ্গবলে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা-পাত্র হন। কতকদিন শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে ভক্তিপ্রচারে প্রবৃত্ত থাকেন এবং কোন সময়ে একটি কায়স্থ ভক্তের সহায়তায় দেহুড়গ্রামে দেবকাল পর্য্যন্ত যাপন করেন। আমরা দেহুড়গ্রামে গিয়া তাঁহার পাটবাড়ী দেখিয়াছি। তত্রত্য মহান্তবর্গ বহুদিন হইতে ঐ পাটবাড়ী বজায় রাখিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা আমাকে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত দেখাইয়াছিলেন। পত্রগুলি এরূপ গোলযোগে ছিল যে, আমি তাহার কিছু করিতে পারি নাই।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত ও পৃথক্কৃত পদগুলি ব্যতীত আর কোন গ্রন্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কখন কখন কোন ব্যক্তি আমাদিগকে বৃন্দাবন ঠাকুরের রচিত গ্রন্থ বলিয়া কোন গ্রন্থ দেখাইয়াছেন কিন্তু সেই-সকল গ্রন্থের রচনা ও প্রকৃতি দেখিলে ঠাকুরের রচিত বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীচৈতন্যভাগবতের শেষ অংশ রচনা সময়ে তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুতে এরূপ আবিষ্ট ছিলেন যে, শ্রীমহাপ্রভুর কথা আর অধিক লিখিতে পারেন নাই। একথা কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ করিয়াছেন।

পরিশেষে আমরা এইমাত্র বলি যদি কোন লুপ্তাইত অথচ বিশ্বস্ত গ্রন্থে শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুরের আর আর কথা পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হই। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বঙ্গভাষার আদি কবি বটেন। গীতি-রচনায়, তৎপূর্ব্বে চণ্ডীদাস প্রভৃতি অনেক মহাত্মা লোক ছিলেন, তাঁহারা কেহই কাব্যরচনা করেন নাই। শ্রীমালাধর বসুর গ্রন্থ 'কৃষ্ণমঙ্গল' গীতময়ে পরিগণিত আছে।"

নববর্ষে নিবেদন

অদ্য বঙ্গাব্দের (১৩৪৬) প্রথম দিবস ১লা বৈশাখ ও শ্রীশ্রীহরিবাসর। শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে অকপটে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাদের বাণী শ্রবণকীর্ত্তন মুখে উপবাস অর্থাৎ তাঁহাদের সমীপে বাসই হরির দিনের চর্য্যা। শ্রীহরিবাসরকে "মাধবতিথি" বলা হয়। ইহা ভক্তিজননী। সাধারণের সংস্কার এই যে, বৎসর ও মাসের প্রথম দিবস শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সমগ্র বৎসর ও মাস শুভকার্য্যেই অতিবাহিত হয়। এ বৎসরের প্রথম দিবসেই ভক্তিজননী শ্রীহরিতিথি কৃপাপূর্ব্বক জগতে পদার্পণ করিয়াছেন অতএব আমরা যাহাতে সমগ্র বৎসর অপ্রাকৃত হরিজনের আনুগত্যে অকপট হরিভজনে অতিবাহিত করিতে পারি, ইহাই বৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিক্ষার সার-শিক্ষা এই যে, গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে অহৈতুক আত্মসমর্পণই (unconditional surrender) শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম আর গুরুবৈষ্ণবের প্রতি অন্তরে প্রাকৃত বুদ্ধির রহিত বীজ পরিপুষ্ট করিয়া বাহিরে 'কনকটী' ভক্তি বা 'নিহাঙ্কিঞ্চন' প্রদর্শনী উন্মোচনই কর্ত্তাভজা, অতিবাড়ী প্রভৃতি যাবতীয় প্রাকৃত সহজিয়ার সহজধর্ম্ম।

ঠাকুর বৃন্দাবন যেরূপ বিষ্ণু অপেক্ষা বৈষ্ণবপূজার শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, যেরূপ গুরুনিষ্ঠা আচার করিয়া প্রচার করিয়াছেন, বৈষ্ণববিদ্বেষীর সঙ্গকে কায়মনোবাক্যে পরিহার করিবার জন্য সমগ্র বিশ্বে যে বল ও শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, সেই শিক্ষাকে ঠাকুর বৃন্দাবনের ব্যক্তিগত-সাধন বা ভজনমাত্র বিচারের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া উহাকে লোকগুরুর শিক্ষা বলিয়া বরণ করিবার বল হৃদয়ে উদিত হয়।

আমি যেন 'বড় আমি' হইবার দুর্ব্বুদ্ধিতে পতিত না হই। গৌড়ীয়ের লেখক—শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল পরমহংসদেব, শ্রীল সনাতন, শ্রীল রূপ, শ্রীল শ্রীজীব, শ্রীল রঘুনাথ। আমি কেবল তাঁহাদের একটি অপটু যন্ত্র ও অতি নগণ্য শিক্ষানবীশ পিয়ন মাত্র। শ্রীপরমহংসদেবের 'গৌড়ীয়ের' বাণী আমাকেই শাসনের জন্য, আমাকেই নিয়মনের জন্য, আমারই সতত পতনোন্মুখ সাধক জীবনকে সংযত করিবার জন্য—সর্ব্বক্ষণ এই বিচার রাখিলে, গৌড়ীয়কে—গুরুকে নিয়মিত করিবার দুর্ব্বুদ্ধি আমার আসিবে না—গুরুর কণ্ঠরোধ করিতে উদ্যত হইব না, গুরুকে সময়য়বাদী করিবার চেষ্টা করিব না, গুরুকে তোষামোদকারিরূপে পরিণত করিতে চাহিব না। গুরুকে পক্ষপাতী বা অতিবাড়ী মনে করিব না। গুরু বা গৌড়ীয়কে কখনও 'তুমুতি চুপ হামুতি চুপ' বলা যায় না। গৌড়ীয় কখনও গৌড়ীয়ের হিংসা, গৌড়ীয়ের নির্য্যাতন বা গৌড়ীয়কে (বৈষ্ণবকে) নিয়মন করেন না। যদি আমি আমাকেই গুরু-গৌড়ীয়ের বাণী শ্রবণ করাইতে না পারি, যদি গৌড়ীয়ের কীর্ত্তন আমারই নিকট তিক্ত বোধ হয়, তবে কি করিয়া গুরুগৌড়ীয়ের বাণী কীর্ত্তন করিয়া বহির্ম্মুখ-লোককে শাসিত ও সংযত করিব? হরিসেবকাভিমানী আমার হৃদয়ে যদি গৌড়ীয়ের বাণী তীক্ষ্ণ-বাণের ন্যায় বিদ্ধ হয়, তবে কি করিয়া বহির্ম্মুখ সাধারণের হৃদয়ে তাহা মঙ্গলকর বলিয়া অনুভূত হইবে?

অতএব আমার দুর্দ্দৈব প্রবল। আমার দুর্দ্দৈবের কথা গৌড়ীয়ের চরণে অকপটে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনুক্ষণ নিবেদন করিলেই সব মঙ্গল হইয়া যাইতে পারে। এজন্য এই নববর্ষে ভক্তি-জননী শ্রীমাধবতিথির শ্রীচরণে এই সকাতর প্রার্থনা যে, শ্রীবৈষ্ণবপাদপদ্মাশ্রয় যেন পরিহার না করি: কারণ বৈষ্ণবই আমার নিত্য রক্ষাকর্ত্তা।

শিলচরে প্রচার

শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় মঠসেবক সহ কাছার জেলার শিলচরে গত ২রা, ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল নর্ম্মালস্কুল-হলে বহু বিদ্বজ্জনমণ্ডিত এক সভায় ক্রমান্বয়ে "শ্রীচৈতন্যদেবের দান," "সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়বাদ," "বিশ্ব ও ব্রজ" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সজ্জন পুরুষ ও মহিলা সভায় যোগদান করেন। অতঃপর শ্রীপাদ ব্রজসুন্দর দাসাধিকারী বি-এ, মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ইংরেজী ভাষায় শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে কীর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাক্ষিকমুখপত্র

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিদরের একমাত্র পাক্ষিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৮ই বৈশাখ, ২২শে এপ্রিল, | ৩৭শ সংখ্যা।

অমায়া

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-লিখিত]

বৈষ্ণবসাহিত্যে আমরা অনেক স্থলে 'অমায়া' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এই পদটী মায়ার অপেক্ষারহিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে পরমসত্য এবং নিত্য-সত্যের উদ্দেশে ব্যবহার হয়। কোন চিকিৎসক কোন আময-নিবারণ-কল্পে বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাহা রোগীর ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত উৎপন্ন করে। এরূপ আপাতসুখ-হানিকর পরিশেষে সংক্ষেপ্রদ চেষ্টা সুফল উৎপন্ন করে; কিন্তু জীব অপ্রিয় সত্য ও নিজের শুভকর বিচারে অনিপুণ হইয়া কোন কোন ক্ষেত্রে আপাতসুখের ভিক্ষুক হয় ও **সদুপদেশের সংস্কারক** হয়। বালক পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী হইয়া ক্রীড়াপর থাকিলে ভবিষ্যতে জগতে বিদ্যাবিষয়ে উন্নত হইতে পারে না। এই প্রকার মায়ার দ্বারা আপাতসুখসমূহ লাভ করিয়া জীবগণ পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হয়। পরমার্থ-বস্তুকে স্বীয় অধিকারে পরিমিত করিতে গিয়া **স্ব-স্বার্থহানিকর জীব পরচর্চ্চা-ক্রমে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে** কিন্তু তাহাদ্বারা কোন যথার্থ মঙ্গল পায় না।

মায়িক জগতে প্রভু হইবার আশা ন্যূনাধিক অভক্ত সকলের মধ্যেই আছে। ধর্ম্মপ্রচারক, নীতি-প্রচারক, দয়াবান্, সকলের মধ্যেই মায়া দৃঢ়ভাবে পরমার্থকে আচ্ছাদন করে। সুতরাং মায়ার আবরণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হয়। কেহ যেন আপাতসুখের প্রার্থনায় কৃষ্ণ-পাদপদ্মকে মায়ামণ্ডিত না করেন। **মায়ামুগ্ধ জীব কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তকে এবং নিজানুভূতিকে মায়ায় আবদ্ধ জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণদাস্য**

হইতে বঞ্চিত হন। আমরা প্রহ্লাদের উক্তি হইতে জানিতেছি যে, যে-কাল পর্য্যন্ত জীব, মায়ামুক্ত কৃষ্ণানুশীলনরত মহীয়ান্ **ভগবদ্ভক্তের পদ-রেণুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ** জ্ঞান না করেন, তৎকালাবধি তাঁহার বুদ্ধি কখনই **শ্রীহরিপাদপদ্ম স্পর্শ** করিতে সমর্থ হয় না।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—"জীব, তোমার অস্তিত্ব তৃণ অপেক্ষাও নিম্নে অবস্থিত, অর্থাৎ সহজদৃষ্ট হেয় সংস্কারে আপনাকে পক্ষপাতদুষ্ট পরদুঃখকাতর সম্পূর্ণভাবে অপ্রাকৃত জানিয়া কপটচৈতন্য-ত্যাগপূর্ব্বক প্রাকৃতবুদ্ধি-নিরসনকল্পে নিরপেক্ষ হইবার চেষ্টা কর, **কপটচৈতন্যময় যুক্তি** দেখাইয়া তোমাকে যেন কেহ প্রাকৃতসহজিয়া করিয়া ফেলে, তাদৃশ কাপট্যকে যেন তুমি সুনীতি বলিয়া ভ্রম না কর, তোমার মমত্ববোধে যেন সহিষ্ণুতা পরাজিত না হয়, মায়ামুগ্ধ জীবকে মাত্সিক বিচারে সম্মান করিবে এবং নিজের মাত্সিক উচ্চতা বিস্মৃত হইবে। তাহা হইলে, নিত্যকাল তোমার মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হইতে পারিবে।" মায়ামুক্ত হইয়া সকলে হরিনাম করিবে, ইহাই গৌরসুন্দরের আজ্ঞা। যাঁহারা মায়ার রাজ্যকে বহুমানন করিয়া হরিপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে ব্যস্ত হন, তাঁহারা মায়াকর্ত্তৃক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন। মায়াকর্ত্তৃক পরাজিত হইলে জীবের অহমিকার উদয় হয়, সেখানে তিনি আপনাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর এবং নিজের প্রাকৃত মমত্ব সংবর্দ্ধন করিয়া **পরদ্রোহিতাকেই হরিসেবা জ্ঞান** করেন। আবার পক্ষান্তরে আপনাকে প্রাকৃত জড়বদ্ধ হীনজ্ঞানে হরিসেবায় অসমর্থ জানিয়া **আদর্শচরিত্র ভক্তের আচরণে বিদ্বেষ-বুদ্ধি** করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার মনে হয়, শ্রীগৌরসুন্দর দয়াহীন হইয়া জীবকে সংসারসুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, শ্রীরামোদরস্বরূপ মায়াবাদীকে গৌরবিমুখ জানিয়াছেন, রঘুনাথদাস অতুল ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-বিমুখ জনকে অসুর-সংজ্ঞা দিয়াছেন, বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ-নিন্দুককে পদাঘাত করিয়াছেন, নরোত্তম মিথ্যাভক্তকে প্রশ্রয় দেন নাই, চক্রবর্ত্তী কোমলশ্রদ্ধকে জাতরতি না বলিয়া কৃপণতা করিয়াছেন, ভক্তিবিনোদ অশুদ্ধ ভক্তির পথ ছাড়াইয়া দিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে কতই না যত্ন করিয়া অনুদারতা দেখাইয়াছেন: ভগবান্ ও ভক্তগণের এই সকল আচরণ শুদ্ধা ভক্তির বিরোধী; বাস্তবিক তাহা নহে। যেকাল পর্য্যন্ত আমাদের চিত্ত মায়াকর্ত্তৃক আচ্ছন্ন থাকে, আমরা ভগবান্ ও ভক্তের দয়া বুঝিতে পারি না। সেইজন্য বৈষ্ণবসাহিত্যে "অমায়া" শব্দের প্রয়োগ।

শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণের মর্ম্ম

[স্থান—শ্রীমানসগঙ্গাঘাটস্থ ; কাল—বেলা ৩॥ ঘটিকা : তারিখ—২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯]

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে।
অমর্দ্দা-শূন্য হৃদ্যেষ দীনং যাচে পুনঃ পুনঃ।
ভক্তিবিনোদপাদাব্জরেণুঃ স্যাং জন্মজন্মনি।

আজ পরিক্রমার তৃতীয় দিবস। আজ কীর্ত্তনীয়া গোদ্রুম-দ্বীপ-পরিক্রমা হ'লো। এই দ্বীপে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌর-কৃষ্ণের ইচ্ছায় জীবমঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হ'য়ে নিজে নামসংকীর্ত্তন ক'রে সকলের মুখে সেই কীর্ত্তন-প্রচার করিয়েছেন। তাঁর এই কথার তুলনা জগতে আর কোথাও পাওয়া যায় না। গৌড়ীয়-সঙ্ঘের অধিষ্ঠাতৃ নিত্যলীলা গৌড়ীয়সম্রাট্ স্বরূপরূপানুগের অভিন্নবিগ্রহ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই স্থানে তাঁর নিত্য-স্বরূপের অন্তরঙ্গ-ভজন ক'রেছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ গৌরজন। গুরুপরম্পরায় শ্রীল জগন্নাথ প্রভুকে ভক্তিবিনোদঠাকুরের ভাগবতপারম্পর্য্যে গুরুরূপে বর্ণন শুনতে পাই। গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হ'বার পূর্ব্বেই যা কোন মহাপুরুষের নিকট শিক্ষালাভ ক'রবার পূর্ব্বেই গুরুভক্তির রহস্যের কথা তিনি স্বকৃত গ্রন্থে লিখেছেন।

যেমন রায়রামানন্দ ভক্তিকথা শুনবার আগেই মহাপ্রভুর নিকট তা' কীর্ত্তন ক'রেছেন। সেখানে শ্রোতা—মহাপ্রভু, আর বক্তা—রায় রামানন্দ। শ্রীস্বরূপ দামোদর—যাঁ'র পূর্ব্বনাম শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য, তিনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের কথা শুনে, নির্ব্বিণ্ণ হ'য়ে কাশীতে গেলেন। সেখানে সন্ন্যাস গ্রহণ না ক'রে ব্রহ্মচারী নাম নিলেন। কাহারও নিকট তাঁ'র শিক্ষার কথা কোন লেখনীতে দেখ্‌তে পাই না। যদিও তিনি দীক্ষার অভিনয় ক'রেছেন, কিন্তু তিনি কা'রও নিকট কোন শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। তৎপূর্ব্বেই তিনি গৌর-প্রচারিত ভক্তিরহস্য তাঁ'র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও সেইরূপ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ প্রভুর বাহ্যদৃষ্টিতে সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বেই স্বলিখিত গ্রন্থে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনের কথা বর্ণন ক'রেছেন। এতেই বুঝা যায়, তিনি—নিত্যসিদ্ধ।

ব্যক্তিগতভাবে ভজন ও সঙ্ঘে থে'কে ভজন এই দুইএর বৈশিষ্ট্য আছে। চিজ্জগতে নির্জ্জনতা নাই, তথায় সঙ্ঘ আছে। যূথপতির সঙ্ঘে থেকে তথায় সেবা কর্‌তে হয়। সেই সঙ্ঘ এখানেও আছে। ব্যক্তিগত ভজনও হয়। ব্যক্তিগত ভজনে কাহারও সহিত মেলা-মেশার দরকার হয় না। কোন প্রকারে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ ক'রে হরিনাম-ভজন কর্‌তে হয়।

যাঁ'রা ভোগী বা অযোগ্য কনিষ্ঠাধিকারী তাঁ'দিগকে মধ্যমাধিকারে এবং যাঁ'রা মধ্যম তাঁ'দিগকে উত্তমাধিকারে উন্নত করার জন্যই সঙ্ঘ। বিভিন্ন অধিকারের লোক নিয়েই সঙ্ঘ। এখানে অধিকার-বিচার আছে। সব একাকার কর্‌লে চ'ল্‌বে না। সঙ্ঘে থেকে "যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।"—মহাপ্রভুর এই আদেশ পালন কর্‌তে হয়। মহাপ্রভু একবার বল্‌লেন—গুরুপরম্পরা বা শ্রৌত'-পথে যে বাণী বা শিক্ষা, তা'র বাহকসূত্রে তোমার গুরু তোমাকে যা ব'লেছেন তাই সঙ্ঘে বা মূলধন ক'রে সকলের নিকট গিয়ে আমার কথা বল—কৃষ্ণ-উপদেশ কর। আবার বল্‌ছেন—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়)

বিষয়ী দর্শন ক'রো না। যোষিদ্‌দর্শন বিষ-ভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু, অনিষ্টকর। এখানে সঙ্ঘের কথা নাই।

ভোগপ্রবৃত্তিযুক্ত হ'য়ে দর্শনই সন্দর্শন। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সম্বন্ধচ্যুত বা তৎসম্বন্ধ-গন্ধবিহীন হ'য়ে পুরুষাভিমানীর ইন্দ্রিয়চালনায় যে দর্শন, তা' যোষিদ্-দর্শন।

গুরুদেব তাঁ'র গুরুদেবের কাছে এই কথা শুনে, অন্তরঙ্গ-জনকে বলেন—'যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।' ইহা গোষ্ঠীকে নিয়ে ভজনের কথা। ইহা বিবিক্তের কথা—একজনের কথা বা ব্যষ্টিগত কথা নয়। সঙ্ঘ বা সকলের মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়—কৃষ্ণসংকীর্ত্তন, যাহা পরম অভিধেয় ও পরম প্রয়োজন।

ঠাকুর যেখানে ব্যক্তিগতভাবে ভজনের কথা ব'লেছেন, সেখানে 'নির্জ্জন' বল্‌তে বৈষ্ণবসঙ্গযুক্ত হওয়ার কথা বলেন নাই—সাধুসঙ্গহীন হ'য়ে থাক্‌তে বলেন নাই। তিনি অসজ্জনসঙ্গরাহিত্যের কথাই ব'লেছেন। যেখানে সাধুজন নাই, বিলাসের উপকরণ নাই, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত, উদ্গাতা যিনি, তিনি এইরূপ নির্জ্জনতার কথা নিশ্চয়ই বলেন নাই। জনসঙ্গ খারাপ। শ্রীরূপ যে 'জনরঞ্জনায় পরমঙ্করারম্ভে' ব'লেছেন, সেই জন—সজ্জন। অন্য জন—দুর্জ্জন। অসৎসঙ্গ-রহিত হ'য়ে হরিভজন কর, তা'র নাম নির্জ্জনতা। সজ্জন-সঙ্গ ক'রে হরিভজন কর—ইহাই তাৎপর্য্য। অসৎসঙ্গ ত্যাগ বা বর্জ্জন ও সৎসঙ্গে বাস বা সৎসঙ্গ-গ্রহণই তাৎপর্য্য। সব স্থানেই সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ ছেড়ে হরি-ভজন হয় না।

তাই ঐ ঠাকুরটিই ব'লেছেন—

'বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এবারে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া, শোধ হে আমায়,
তোমার চরণ ধরি।
ছয় বেগ দমি, ছয় দোষ শোধি,
ছয় গুণ দেহ দাসে।

দেহ হে আমারে,
বসে'ছি সঙ্গের আশে।
একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনামসংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি, ভক্তাবিন্দু দিয়া,
দেহ কৃষ্ণনাম-ধনে।

দুঃসঙ্গ-রহিত হ'য়ে, কোন প্রকার অসৎসঙ্গ না ক'রে সৎসঙ্গে হরিভজন কর। তিনি ব'লেছেন, সৎসঙ্গ চাই। বৈষ্ণবঠাকুরের নিকট তোমার প্রার্থনা হউক। 'দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি' এই দুই প্রকার সঙ্গ যেন বৈষ্ণবের সঙ্গে হয়। নির্জ্জন-ভজনের কথা তিনি বল্‌ছেন, তিনিই বল্‌ছেন সঙ্গও যেন হয়। এখানে আপাতবিরোধ দেখা গেলেও ঠিকই আছে। কারণ **সৎসঙ্গই প্রকৃত নির্জ্জনতা**। গৌড়ীয়-সঙ্ঘের নিত্যারাধ্য শ্রীস্বরূপ-দামোদরের অভিন্নমূর্ত্তি নিত্যোপাস্য ঠাকুর শ্রীল ভক্তি-বিনোদ মহাপ্রভুর নিজ-জন। তিনি কৃষ্ণসংকীর্ত্তন বা সঙ্ঘের কথা আমাদিগকে জানিয়েছেন। বৈষ্ণবঠাকুরের অনুগত হও। হরের দ্বারা তিনি কৃষ্ণকে ভোগ করান। সংকীর্ত্তন-রাসে বহু সেবক যোগ দিয়েছেন। তা'তেই গৌরের আনন্দ। নিত্যানন্দের কার্য্যই এই। 'নিত্যানন্দ পূর্ব্ব বয়ে চৈতন্যের কায়।' সংকীর্ত্তনে প্রবেশ করান—নিত্যানন্দ।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ব'লেছেন—

'যবে নিত্যানন্দ মোরে করি দয়া
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া।
দিয়া মোরে নিজ চরণের ছায়া
নামের হাটেতে দিবে অধিকার।

শুদ্ধভক্তিলতার বৃদ্ধিকে স্তব্ধ ক'রে দেয় যে উপশাখা, সেই আগাছাগুলিকে সমূলে হল-চালনা ক'রে ধ্বংস ক'রে দেন। গুরু-নিত্যানন্দ সেবোন্মুখ সাধকের হৃদয় থেকে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি আগাছাগুলি উপ্‌ড়ে দিয়ে সেই হৃদয়কে কৃষ্ণের নির্ম্মল বসতিস্থল ক'রবার জন্য—কৃষ্ণ-বিলাসক্ষেত্র ক'রবার জন্য সর্ব্বজন বান্ধব।

চৈতন্যকাম—সংকীর্ত্তন। কৃষ্ণ স্বয়ং এসেছিলেন ভক্তভাব নিয়ে, এই সংকীর্ত্তন প্রচার ক'রবার জন্য। বহু সেবোন্মুখ ব্যক্তি মিলে যে শ্রীনামকীর্ত্তন তাহাই সংকীর্ত্তনের রাস। এই রাসের নাম গৌর-রাস। সেই রাসে পৌঁছিয়ে দেন গুরু-নিত্যানন্দ এবং তাঁর বৈষ্ণব বৈষ্ণবঠাকুর। ঠাকুর নামহট্টের পরিমার্জ্জনের কার্য্য ক'রেছেন। তিনি যত উপায়ে—যত গ্রন্থ লিখে—শতমুখী নিয়ে একান্ত সেবাভিলাষী জনগণের হৃদয়রূপ হট্ট পরিমার্জ্জন ক'রেছেন। যত আবর্জ্জনা, যত কাঁকর, সব পরিষ্কার ক'রে দিয়ে যা'তে ভগবানের বসবার সুখ হয় তা'র ব্যবস্থা ক'রেছেন। নামহট্টের কার্য্য বিবিক্ত-নন্দিগণ করেন না। নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরবাসের সেবা নিজে ক'রে কি ক'রে গৌরসুন্দরের সুখবিধান করতে হয় তা' শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি গোষ্ঠ্যানন্দী ছিলেন। যেখানে সাধু নাই তথায়ই নির্জ্জন-ভজন। এরূপ নির্জ্জনে অনর্থই প্রবল হয়। সুতরাং যেখানে সাধু পাওয়া যায় তথায়ই যেতে হ'বে।

পাষণ্ডগণ বল্‌ছে, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোহভীষ্ট প্রচার করেন নাই। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদই যে তাঁর মনোহভীষ্ট প্রচার ক'রেছেন এবথা তত্ত্বজ্ঞ জনগণই সন্ধান পে'য়েছেন। শ্রীস্বরূপদামোদরাভিন্ন ঠাকুরের চরণাশ্রয়ের (?) সৌভাগ্য পে'য়েও অপরাধিগণ ঠাকুরের চরণে কিরূপ অপরাধ কচ্ছে দেখুন: তা'রা বল্‌ছে—প্রভুপাদ ঠাকুরের বিরুদ্ধ কথা প্রচার ক'রেছেন! এদের উদ্ধার নাই!—যদি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদ ক্ষমা না করেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই গৌড়ক্রমে তাঁর নিত্যারাধ্য উপাস্যযুগলের ভজনা ক'রেছেন। তিনি কেশ-সেবাভগম্য। কেশ—ক+ঈশ। ক—ব্রহ্মা, ঈশ—মহেশ। সেব—সহস্রবদন। এঁরা তাঁর সন্ধান পান না। এই স্থানের রেণু বা ধূলি হ'তে পার্‌লেই নিত্যমঙ্গল। যে ধূলির উপর তাঁর পাদপদ্ম বিচরণ করে—যে পাদপদ্ম তাঁর বক্ষে রাখেন—সেই পাদপদ্মের ধূলি যেন হ'তে পারি—ইহাই প্রার্থনা।

"আত্মনিবেদনং তত্ত্ববিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
ভক্তিবিনোদপাদাব্জরেণুস্যাং জন্মজন্মনি।"

পূর্ব্ব আত্মনিবেদন ক'রে শ্রবণ ক'রে, তবে কীর্ত্তন। Reserved Tank থেকে জল বা Power House থেকে light আসবে। শ্রবণপুটে যে বাণীর দ্বারা বা শ্রোতঃ

আসছে, শিক্ষাষ্টক-দ্বারা আসছে, সেই চৈতন্য-শিক্ষা, মহাপ্রভুর শিক্ষা বা অমৃতধারা কর্ণের pipe দিয়ে অবতীর্ণ হ'য়ে বুক দিয়ে বেরোয়। চৈতন্যের শিক্ষামৃত—উপদেশামৃত, এটি চলে আসছে—শ্রীস্বরূপদামোদর-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীব-কবিরাজ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর ও সরস্বতী-ধারায়। তাঁরা সেই অমৃত-ধারা পান ক'রে বিলিয়েছেন। তা' আবার শ্রীল প্রভুপাদের উচ্ছিষ্ট হ'য়ে মহামহাপ্রসাদ হ'য়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত যেমন শুকমুখবিগলিত হ'য়ে অমৃত হ'তেও অমৃত হ'য়েছে—সেইরূপ। প্রভুপাদ যেভাবে শ্রবণ ক'রে কীর্ত্তন ক'রেছেন, সেই ধারায় আসতে হ'বে, নতুবা হয় অনুকরণ বা গৃহব্রত হ'তে হ'বে অথবা নির্জ্জন-ভজনের নাম ক'রে বিলাসের বিপরীত নির্ব্বিশেষ-গতি লাভ হ'বে। সজ্জনকে দুর্জ্জন জ্ঞান ক'রে, অসৎ জ্ঞান ক'রে নির্জ্জন-বিলাসী হওয়াটাই মায়াবাদ,—ত,' ভক্তিবিনোদবিদ্বেষ। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপ বিলাসে—ভক্তিবিলাসে অবস্থিত ছিলেন। তিনি—মহাচিদ্বিলাসী, আর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—মহাবৈরাগী। রায় রামানন্দ—মহাবৈরাগী আর শ্রীরূপ-সনাতন—মহাবিলাসী—চিদ্বিলাসী—সেবাবিলাসী—ভক্তি-বিলাসী। এই বিলাস ও বৈরাগ্য একতাৎপর্য্যপর—একার্থবোধক। যা'রা সাধুর অনুকরণ করবার জন্য ব্যস্ত, তা'দের মূলে অহংগ্রহোপাসনা। তথায় কেবল শরীর-পূজা। যেখানে কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা নাই তথায় জীবন-পুষ্পগুলিকে কৃষ্ণপাদপদ্মে দিবার ইচ্ছা নাই। সংকীর্ত্তন-পূজার পূজারী যদি "জন্ম সার্থক করি' কর পরোপকার" এই শিক্ষার অনুগত হ'য়ে কোন জীবকে সুযোগ না দেন, তা হ'লে তাঁর অসাধ্য কিছুই নাই—তিনি সব করতে পারেন। যে জীবকে হিংসা করল,—মহাপ্রভুর কথামৃত বলল না—সেই ধারায় পৌঁছিয়ে না দিয়ে হিংসা করল, কৃষ্ণবিলাসের উপকরণ যে শুদ্ধভক্ত, তাঁর অনুগত না হ'য়ে বিরোধ আচরণ করল তা'র প্রতি কৃষ্ণের দয়া হ'বে না। **উন্মুখ বহু না হ'লে তাঁর উল্লাস হয় না। তিনি বহু-বল্লভ।** তাঁর বহু গোপী। এই নিয়েই তাঁর সুখ—উল্লাস। **কৃষ্ণ একজনকে নিয়েই সন্তুষ্ট। তিনি আবার বহু কায়বিস্তার ক'রে কৃষ্ণকে সম্ভোগ করান।** বৈষ্ণবঠাকুর দয়ার সাগর। তাঁর ইচ্ছা—সকল জীব কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করুক। অনেকে বিলে, যে কীর্ত্তন তা'ই রাস, **উন্মুখ বহুর** সমাবেশ সেখানে। **নিরন্তরার্থ** শুদ্ধভক্তের বড় সুন্দর। বৈষ্ণবঠাকুর অভিন্ন-নিত্যানন্দ,—পূজারী হ'য়ে কৃষ্ণের পাদপদ্মে সেই অনন্ত বহু পুষ্পসম্ভার অঞ্জলি প্রদান ক'রে সুখ পা'ন। নির্জ্জনে ব'সে থাকলে হ'বে না—সাধুসঙ্গে সেবা করতে হ'বে। নতুবা সংকীর্ত্তন হ'বে না। 'বহু-ভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্'।

একাকী আমার নাহি পায় বল
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি' শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া
দেহ কৃষ্ণনাম ধনে।

আমি যদি নির্জ্জনে হরিনাম—হরিভজন করতে যাই, তবে বল পাব না। একজনে সংকীর্ত্তন হয় না। সংকীর্ত্তন হচ্ছে—নামের বিলাস বা আরাধনা। শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল-নাম; সংকীর্ত্তন-রাসে তাঁর বিলাস।

কবে নিত্যানন্দ মোরে করি দয়া,
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া।
দিয়া মোরে নিজ চরণের ছায়া
নামের হাটেতে দিবে অধিকার।
আর কবে নিতাইচাঁর করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।

আমার বিষয়-কৃষ্ণা ক্ষয় হো'ক, ইতর বাসনা, অপরাধ, চারি প্রকার অনর্থ নিবৃত্ত হ'য়ে আমার হৃদয় সংকীর্ত্তন-রাসোৎসবের উপযুক্ত হো'ক, কৃপা ক'রে আমাকে যোগ্যতা দাও।

কাঙ্গাল না হ'লে বৈষ্ণবের কৃপা হ'বে না। যে স্থানে শুদ্ধ-বৈষ্ণবসঙ্গ পরিত্যাগের ইচ্ছা, তথায় বিলাসবিরোধ। কৃষ্ণের বিলাস হো'ক, জড়বিলাস রহিত হো'ক। ভক্তি-বিলাস হো'ক—সেবাবিলাস হো'ক—সংকীর্ত্তন-বিলাস হো'ক। যে যুগে ভক্তিবিরোধিনী যুক্তি প্রবল, যে যুগে একপক্ষ অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষ বা কৃষ্ণের পূর্ণাধিপত্য নাই, সেই কলি বা বিবাদযুগে ঠাকুর এই প্রপঞ্চে এসে সেবা-বিলাসের কথা কীর্ত্তন ক'রেছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ নিজকে কাঙ্গাল ব'লেছেন। যতক্ষণ কাঙ্গাল না হওয়া যাবে ততক্ষণ হ'বে না। নিত্যানন্দ ও

তাঁহাকে বৈষ্ণবের কৃপা না হ'লে হ'বে না। কৃষ্ণের অনুকরণ ক'র্‌তে হ'বে না। পুরুষাভিমান তাঁরই এসেছিল। পুরুষাভিমানে ইন্দ্রিয়তর্পণ ক'র্‌তে গেলে বন্ধনই হ'বে যে কারণে তাঁর সর্ব্বত্র শুষ্কদর্শন—কৃষ্ণপ্রেম-দর্শন—সুদর্শন—ছেদন দর্শন। **সচ্চিদানন্দানুভূতিই—তত্ত্ববিবেক। এই অনুভূতিতে নিজেকে কাঙ্গাল—বৈষ্ণবের দাসানুদাস অভিমান।** সর্ব্বত্র কৃষ্ণভোগ্য—কৃষ্ণসম্বন্ধি দর্শন। কৃষ্ণেরই ঐশ্বর্য্য থাকবে। **ইচ্ছাশক্তির কর্ত্তা মদনমোহন।** আমার ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছার অনুগত হওয়া দরকার, নতুবা বন্ধন—বিষ্ণুদর্শন—অবৈষ্ণব-দর্শন—জড়-দর্শন—অবিদ্যা তা'তে অনুবিদ্ধ। বৈষ্ণব ঠাকুরের কৃপায় পর্দ্দা স'রে গেলে, পুরুষাভিমান চ'লে গিয়ে, দীনতা বা অকিঞ্চনতা প্রবল হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশ—

'একাকী আমার নাহি পায় বল
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া
দেহ কৃষ্ণনাম-ধনে।
কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি'
ধাই তব পাছে পাছে॥

আমরা যেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পিছনে নিত্যকাল যেতে পারি। দেখুন, এস্থান অভিন্ন ব্রজধাম। গৌর-লীলায় কৃষ্ণলীলা এবং কৃষ্ণলীলায় গৌরলীলা সর্ব্বত্র দর্শন ক'রে কীর্ত্তনমুখে স্মরণ ক'রে নিত্যসিদ্ধ গৌরজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরধাম আশ্রয়ের আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন। গৌরধাম—গৌরাভিন্ন। গৌরধাম গৌরের ন্যায় মহাবদান্য। শ্রীধামের সাক্ষাৎ কৃপা-কটাক্ষ লাভ করা দরকার। তিনি কৃষ্ণধামে গৌরধাম এবং গৌরধামে কৃষ্ণধাম দর্শন ক'রেছেন। তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তনের কথা ব'লেছেন। নাম-সংকীর্ত্তনই যে একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয় তা' তিনি চোখে আঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, স্পষ্টভাবে বর্ণন ক'রেছেন। তিনি অতি সৌভাগ্যবান্ জীবের সেবোন্মুখ জিহ্বায় কীর্ত্তন করিয়েছেন। জীবের প্রতি এটা তাঁর মহাকৃপা; তিনি—মহাবদান্য। তাঁর এই উপকারের কথা সহৃদয়-ও বর্ণন ক'র্‌তে পারেন কিনা জানি না। যে মুখে কৃষ্ণকে লঙ্ঘন ক'রে, বৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়ে পাণ্ডিত্যের শেষ সীমায় যা'বার জন্য সকলে উন্মত্ত, সেই বিষাদ-যুগে একমাত্র চরম পরমমঙ্গলের পূর্ণ নিধান শ্রীনামপ্রভুর অবতরণের জন্য অহৈতুক জীবদুঃখকাতর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে যত্ন ক'রেছেন তা'র তুলনা নাই।

ভক্তিবিনোদ-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

যদি উন্মুখ হ'য়ে তাঁর শুদ্ধগত চিত্তবৃত্তির সহিত এক হ'য়ে, সেই চিত্তবৃত্তির সহিত dove-tailed হ'য়ে তাঁর ইচ্ছার সহিত খাপে খাপে মিলে গিয়ে, সেই ভূমিকায় গিয়ে দর্শন ক'রার ইচ্ছা হয় তবে পাষাণ গ'লে যাবে,—অতি বড় পাষণ্ড গ'লে যা'বে। এত বড় কথা—এই গূঢ় রহস্য তাঁর অনুগত হ'য়ে অনুসরণ ক'র্‌লে বুঝা যা'বে। অনুসরণ না ক'র্‌লে সর্ব্বনাশ।

অপ্রাকৃত বস্তুর প্রতি প্রাকৃত বিলাস আরোপ ক'র্‌তে হ'বে না। ভগবান্‌কে anthropomorphise ক'র্‌তে হবে না—বদ্ধমানবোচিত মনে ক'র্‌তে হ'বে না। বড় বিচার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। বহির্ম্মুখ জীবকে বৈষ্ণব বা বিষ্ণুজ্ঞান নিষেধ ক'রেছেন। আমাদের আত্মার সব কৃত্রিমতা, কপটতা পরিত্যাগ ক'রে যে শুদ্ধবৃত্তি, তা' যা'তে জাগে, কৃষ্ণপ্রেম যা'তে লাভ হয়, তার উপায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সহজ ভাবে ব'লে দিয়েছেন। কোন আচার্য্য জীবের প্রতি এরূপ উপকার দেখিয়েছেন, সহজ ভাষায় বহির্ম্মুখজীবকে উন্মুখ ক'রবার এত সুযোগ দিয়েছেন কি না আমাদের জানা নাই। কাজেই ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের আরও অনেক ভজনরহস্যের কথা তাঁর কৃপা ব্যতীত ব'লবার উপায় নাই। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ব্যতীত ঠাকুরের দয়ার কথা বলা যায় না। অনেক কথা ব'ল্‌বার আছে কিন্তু আমি নির্ঘৃণ অধম জীব-কীট। তাই কোন কথা হৃদয়ে আসে না। ঠাকুরের মহিমা কীর্ত্তন ক'র্‌তে আমি সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য, তাঁর গুণের কথা ব'ল্‌বার সাধ্য আমার নাই। তাঁর বৈভবরূপে আপনারা আমায় অমায়ায় কৃপা করুন, যেন নিত্যকাল বল্‌তে পারি,—

আবর্ত্তমানকৃপা সহৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
ভক্তিবিনোদপাদাব্জরেণুঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

আত্মমঙ্গলের উপায়

আত্মমঙ্গল বিভিন্ন লোকের দ্বারা বিভিন্নরূপে গৃহীত হয়। যাঁহারা স্থূল দেহকে আত্মা মনে করেন, তাঁহারা স্থূল দেহগত ও দেহসম্বন্ধীয় সুখানুভব বা সুবিধা-লাভকে আত্মমঙ্গল মনে করেন; যাঁহারা সূক্ষ্মদেহকে অর্থাৎ মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার প্রভৃতিকে আত্মা মনে করেন, তাঁহারা মনের সুখ-সুবিধাকে আত্মমঙ্গল বলিয়া বিচার করেন। আর যাঁহারা স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহের দেহী নিখিল নিত্য জীবস্বরূপকে আত্মারূপে অবগত আছেন, তাঁহারা জীবাত্মার নিত্য-ধর্ম্মের উৎকর্ষ-সাধনকে আত্মমঙ্গল বলিয়া বরণ করেন।

আত্মমঙ্গলের বিভিন্ন ভূমিকার পার্থক্য হইতেই আত্ম-মঙ্গলের উপায় সম্বন্ধে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা দেহে অভিনিবিষ্ট তাঁহাদের কর্ণকেই আত্মমঙ্গলের উপায় মনে করেন, যাঁহারা দেহ ও মনে অভিনিবিষ্ট তাঁহারা নির্ভেজ্ঞান ও যোগাদিসাধনকে আত্মমঙ্গলের উপায় বিচার করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রকৃত আত্মাকেই আত্মরূপে জানেন, তাঁহারা নিখিল আত্মার আত্মা, নিখিল চেতনের চেতন, সর্ব্বকারণ-কারণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বরে আসক্তিকেই চরম আত্মমঙ্গল বলিয়া বরণ করেন।

এক শ্রেণীর লোকের অভিমত এই যে, আত্মমঙ্গলের উপায়সমূহের মধ্যে তারতম্য বিচার করা সমীচীন নহে, বরং উহা গোঁড়ামি বা সাম্প্রদায়িকতা। আত্মমঙ্গলের সকল উপায়গুলিই এক।

আত্মমঙ্গলের স্বরূপ-নির্ণয়ে সকলেই একমত হইলে আত্মমঙ্গলের বিভিন্ন উপায়গুলিও এক হইতে পারিত। যেখানে আত্মমঙ্গলকে কেহ দৈহিক, কেহ মানসিক, কেহ বা বিবর্ত্ত-বিচারযুক্ত আত্মার (?) সুবিধাবাদরূপে গ্রহণ করিতেছেন, সেখানে কিরূপে উপায়সমূহ একই উদ্দেশ্যে পৌঁছিতে পারে? তথাকথিত সমন্বয়বাদ এইস্থানে গোঁজামিল দিয়া লোকবঞ্চনা করে।

প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—

তত্রোপায়সহস্রাণামাস্থাঃ **ভগবতোদিতঃ**।
দৌশ্বরে ভগবতি যথা তৈরঞ্জসা রতিঃ।
গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ।
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ।
শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ কীর্ত্তনৈর্গুণকর্ম্মণাম্।
তৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ।
ভূতেষু ভগবদ্ভাবেনাসঙ্গেনাত্ম ঈশ্বরঃ।
ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধু মানয়েৎ।
এবং নির্জ্জিতষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে।
বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভ্যতে রতিঃ।

(ভাঃ ৭।৭।২৯-৩৩)

দোষচরিত যে-সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা ভগবান্ ঈশ্বরে অবিচলিতা আসক্তি হয়, সহস্র-সহস্র উপায়ের মধ্যে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভগবান্ বর্ণন করিয়াছেন গুরু-শুশ্রূষা, ভক্তি, সমস্ত লব্ধবস্তু-সমর্পণ, সাধুভক্তসঙ্গের সাধন, ভগবানের আরাধনা, ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা, তাঁহার গুণ-কর্ম্ম-কীর্ত্তন, তাঁহার পাদপদ্ম-ধ্যান, তাঁহার মূর্ত্তিসমূহের দর্শন-পূজনাদি এবং ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান আছেন জানিয়া সর্ব্বভূতে সাধুদৃষ্টি—এই সকল ক্রিয়াদ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য, এই ষড়্বর্গ জয় করিয়া ঈশ্বরে ভক্তি করিবে; ইহাতে ভগবান্ বাসুদেবে আসক্তি হইবে।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের মধ্যে "**ভগবতোদিতঃ উপায়ঃ**" অর্থাৎ **ভগবানের কথিত উপায়** কথাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য,—যত্র তত্রে "সর্ব্বং খল্বিদং **ভগবৎপ্রণীতম্**" বাক্যের তাৎপর্য্যও ইহাই। ভগবানের কথিত শ্রেষ্ঠ উপায় বা ভগবানের প্রণীত ধর্ম্মের সহিত মানুষের কল্পিত উপায় বা মনুষ্যসৃষ্ট ধর্ম্মসমূহ একই প্রয়োজন লাভ করাইতে পারে না।

প্রহ্লাদ মহারাজ বলিলেন,—সহস্র সহস্র উপায়ের মধ্যে ভগবান্ যাহাকে শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়াছেন, তাহাই ভগবদ্ভক্তি বা ভাগবতধর্ম্ম। ভগবানে ফলানুসন্ধান-ব্যবধানরহিতা আসক্তি একমাত্র প্রয়োজন। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়ের মধ্যে গুরুসেবাকেই অগ্রণিতরূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

গুরু-শুশ্রূষা কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও মিশ্রভক্ত এবং

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের দৃষ্ট হয়, তবে কি সেইরূপ গুরুভজনাদিও ভগবানে ফলানুসন্ধান-ব্যবধান-রহিতা আসক্তির উদয় হইতে পারে ?

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা মিছাভক্তের গুরু—অনিত্য গুরু। মিছাভক্তসম্প্রদায় কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগীর ন্যায় গুরুর অনিত্যত্ব মুখে প্রকাশ না করিলেও গুরুদেবে তাহাদের প্রাকৃতবুদ্ধি পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তাহারা **প্রাকৃতে অপ্রাকৃতের আরোপ** করিয়া মিছাভক্তি প্রদর্শন করে, এজন্যই তাহাদিগকে "প্রাকৃত-সহজিয়া" বলা হয়। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ তাহাদের প্রাকৃত-সহজিয়া গুরুকে যে নিত্যানন্দস্বরূপ বলেন, তাহা প্রাকৃত বস্তুতে অপ্রাকৃতত্ব আরোপের আনুষঙ্গিক। **সহজিয়া গুরুতে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তৃত্ব ও কৃষ্ণে অনন্য-শরণাগতিরূপ স্বরূপলক্ষণ নাই।** প্রাকৃত-সহজিয়া তাহার সহজিয়া-গুরুদেবকে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলেন বা "যার যার গুরু তার তার কাছে উত্তম" বিচার করেন, তাহা কেবল আত্মপ্রতিষ্ঠা-কামনা বা নিজের কদাচারকে গোপন করিবার কৌশল। প্রাকৃত-সহজিয়া গুরু তাহার শিষ্যগুরুবের নিকট বন্ধনচ্ছেদক কোন বাস্তব প্রাণস্পর্শী উপদেশ কীর্ত্তন করিতে পারে না, কৃষ্ণে অনন্যা শরণাগতির কোন আদর্শ প্রদর্শন করিতে পারে না।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও প্রাকৃত-সহজিয়া গুরু দুর্নীতি ও দুর্নীতিকেই, ত্যাগ ও ভোগকেই, পুণ্য ও পাপকেই, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকেই প্রয়োজনীয় বস্তু মনে করেন। কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ অভিজ্ঞ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শিষ্যকে সেইরূপ ভ্রমপথে চালিত করেন না। তিনি ভগবদ্ভক্তিকেই একমাত্র পথ বলিয়া উপদেশ করেন।

যাহা ভগবৎকর্ত্তৃক আত্মমঙ্গলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, তাহা উপেয় হইতে ভিন্ন নহে, অর্থাৎ অন্যান্য যাবতীয় উপায় কখনও উপেয় বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় ভাগবতধর্ম্মই স্বয়ং উপেয় হইয়াও উপায়রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। অতএব শ্রীবাসুদেবে ভক্তিই সমস্ত উপায়ের শিরোমণি।

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্, পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ।
একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্ব্বত্র তদীক্ষণম্।

(ভাঃ গাণ্ডাহ)

এই সংসারে ভগবান্ শ্রীগোবিন্দে ঐকান্তিকী ভক্তি ও তৎফলে সর্ব্বভূতে যে গোবিন্দ-সম্বন্ধ-দর্শন তাহাই সর্ব্বপ্রকারে মানবের পরমপুরুষার্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

প্রাচীন প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১২৪৫ বঙ্গাব্দে বা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন। তাঁহারও পূর্ব্বে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ বৈষ্ণববিধি অনুসরণ করেন। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের পূর্ব্বে যে-সকল বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল রসিকানন্দদেব, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতির নাম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহাদের পূর্ব্বে গোস্বামিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী ও শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর আত্মজা শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণীও বৈষ্ণব-গোষ্ঠী বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে-যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে সময় যেমন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর ন্যায় উদাসীন বৈষ্ণব-মহাত্মার পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্রূপ মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার অন্তর্গত পাচথোপী গ্রামে আবির্ভূত শ্রীবনোয়ারী লাল সিংহ প্রমুখ নিষ্কপট আদর্শ বৈষ্ণবগৃহস্থের নামও শুনিতে পাওয়া যায়। এই মহাত্মা

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত ইঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। তিনি শুদ্ধভক্তিমার্গ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকটকালে শ্রীব্রজমণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীগৌড়মণ্ডল হইতে বহু উদাসীন বৈষ্ণব তাঁহার চন্দননগর ভবনে আগমন করিতেন।

বৈষ্ণবগুরু শ্রীল বনোয়ারীলালের আদর্শ-বৈষ্ণবতার কথা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদ শতমুখে কীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু মায়াদেবীর এমনই বিক্রম যে, এ জগতে সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গের অবসান মায়ামুগ্ধ জীব আদর গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। শ্রীল বনোয়ারী-লাল কোথায় শুদ্ধ রূপানুগধর্ম্মের পরিপোষক ছিলেন, আর তাঁহার অপ্রকটের পর তথায় বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রসার পরিলক্ষিত হইতেছে! শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সময়ে দিনাজপুরে রাজ কমললোচন সাহেবও আদর্শ বৈষ্ণব-গৃহস্থরূপে অনেক বৈষ্ণব অভ্যাগতের আশ্রয়স্থল ছিলেন।

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সময় মহারাজ বীর হাম্বির, শ্রীরসিকানন্দ মুরারি প্রভুর সময় মহারাজ বৈদ্যনাথ ভঞ্জ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠি-সম্প্রদায় বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারে অকাতরে আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও সমসাময়িক যুগে অনেক ব্যক্তি বিদ্ধবৈষ্ণবসমাজে তথা গুণমন্ত্রের নিকট আদর্শ পরমবৈষ্ণব বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বৈষ্ণবতা শ্রীভক্তি-বিনোদ-দ্বারায় স্বীকৃত হয় নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বৈষ্ণব-বিচার-প্রতিকূল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-কবি হইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র পূর্ব্বে বৈরাগ্যের বেষাদি গ্রহণ পূর্ব্বক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইবার অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মকে ভোগ-ত্যাগ-বুদ্ধিমূলা আধ্যক্ষিকতার দৃষ্টিতে দর্শন করিবার ফলে ভারতচন্দ্রের ভোগপর বিচারেই পরবর্ত্তিকালে আকৃষ্ট হইবার কথা শুনা যায়। অবশেষে তাঁহাকে বৈষ্ণববিচারের প্রতিকূলাচরণকারী রাজসভার সভাকবিও হইতে হয়। সমসাময়িকযুগে মহাত্মা ভোতা-রামদাস প্রভৃতি তেজস্বী বৈষ্ণব কিন্তু সেইরূপ আদর্শ দেখিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের আচার ও প্রচারে বিন্দুমাত্রও পশ্চাৎপদ হন নাই।

কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপের রাজা হইয়াও নবদ্বীপচন্দ্রের প্রচারিত রোমধর্ম্ম ও তাঁহার সেবক-সম্প্রদায়ের প্রতি অন্তরূপ বিচার-সম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু তাঁহারই সমসাময়িক যুগে শিকুপুরের রাজা গোপাল সিংহ তাঁহার রাজ্য-মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করেন যে, অষ্টাদশ ও তদূর্দ্ধ বর্ষীয় স্ত্রীপুরুষ সকলকেই নির্জ্জল-সহকারে হরিনাম গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা হইতেই 'গোপাল সিংহের বেগার' কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রায় সমসাময়িক যুগে জয়পুরের রাজা সওয়াই জয়সিংহ আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক ভগ্ন(?) শ্রীমন্দিরসমূহের সংস্কার ও পুনর্নির্ম্মাণ করেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে স্থানান্তরিত শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন-শ্রীবিগ্রহের প্রতিভূবিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীমন্দিরসমূহে স্থাপনের ব্যবস্থা করেন।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমার শ্রীবিশ্বনাথাচার্য্য প্রভুর বৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। নন্দকুমার যে বিধানে মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে কেহ কেহ বলেন,—শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের সম্মোষ হয় নাই। নন্দকুমার গুরুদেবের চরণে অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার ফাঁসির অব্যবহিত পূর্ব্বে কলিকাতায় যাইবার পথে শ্রীগুরুপাট মালিহাটীতে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীরাধামোহন নন্দকুমারকে দর্শন-দান করেন নাই। নন্দকুমারের ফাঁসির কথা ইতিহাসপাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন।

পলাশীর যুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক কালেও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বৈষ্ণববিরোধী মতবাদসমূহ খণ্ডন ও গ্রন্থাদি রচনা করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পরে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক যুগে মহাত্মা ভোতারামদাস বাবাজী শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলে আগমন করিয়া তেরপন্থার অপসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে প্রচার করেন। তিনি নানাপ্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও সত্যবর্ত্মপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈষ্ণবের নিয়ামকত্ব হইতে

বারোয়ারীর নিয়মক্রমে পরিচালনা করিবার চেষ্টা করিলে ধর্মপ্রতিষ্ঠানসমূহের যে দুর্দশা হয়, উহার সাক্ষ্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বের যুগ বিশেষভাবে প্রদান করিয়াছে। তদানীন্তন সাময়িক সংবাদপত্র ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লেখনী হইতে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীনিত্যানন্দ-ভৃত্য ও দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীবসন্তকর পিল্লাই মাহেশে শ্রীজগন্নাথবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মাহেশের শ্রীজগন্নাথবিগ্রহের শ্রীরথোৎসব, শ্রীস্নানোৎসব প্রভৃতি কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময় হরিসেবাসমূহ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কিরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল, তাহার একটি চিত্র সাময়িক সংবাদপত্রে দৃষ্ট হয়। আত্মমঙ্গলকর ভক্তিময় উৎসব বারোয়ারীর নিয়মক্রমে লোকরঞ্জনকর ইন্দ্রিয়তর্পণে পরিণত হইয়াছিল

"রথযাত্রা।—১১ আষাঢ়, ২৪ জুন বৃহস্পতিবার রথযাত্রা হইবেক। অনেক অনেক স্থানে রথযাত্রা হইয়া থাকে কিন্তু তাহার মধ্যে জগন্নাথক্ষেত্রে রথযাত্রাতে যেরূপ সমারোহ ও লোকযাত্রা হয়, মোং মাহেশের রথযাত্রাতে তাহার কিছুই ন্যূন নহে। এখানে প্রথম দিনে অনুমান এক **দুই লক্ষ লোক** দর্শনার্থে আইসে এবং প্রথম রথারূঢ় দেব হইতে পর্য্যন্ত নয় দিন জগন্নাথদেব মোং বল্লভপুরে রাধাবল্লভ দেবের ঘরে থাকেন, তাহার নাম গুণ্ডিচা। ঐ নয়দিন মাহেশ গ্রামাবধি বল্লভপুর পর্য্যন্ত নানাপ্রকার দোকান-পসার বসে এবং সেখানে বিস্তর বিস্তর দ্রব্য বিক্রয় হয়। ইহার বিশেষ বিশেষ কত লিখা যাইবেক। এমত রথযাত্রার সমারোহ জগন্নাথক্ষেত্রে, ব্যতিরিক্ত অন্যত্র শুনা নাই।

ঐ যাত্রার সময়ে অনেক স্থান হইতে অনেক অনেক লোক আসিয়া **জুয়া খেলা** করে, ইহাতে কাহারো কাহারো লাভ হয় ও কাহারো কাহারো সর্ব্বনাশ হয়। এইবার স্নানযাত্রার সময়ে দুইজন জুয়া খেলাতে আপন ধনসর্ব্বস্ব হারিয়া পরে অন্য উপায় না দেখিয়া আপন **যুবতী স্ত্রী বিক্রয়** করিতে উদ্যত হইল এবং তাহার মধ্যে একজন খানকীর নিকটে **দশটাকাতে** আপন স্ত্রী বিক্রয় করিল অন্য ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রীতা হইতে সম্মতা হইল না। তৎপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তি খেলার দেনার কারণ কয়েদ হইল।"

—'সমাচারদর্পণ' ১৯ জুন ১৮১৯, ৬ আষাঢ় ১২২৬।

"স্নানযাত্রা।—আগামী মঙ্গলবার ৯ই জুন ২৭শে জ্যৈষ্ঠ মোং মাহেশে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা হইবেক। ... পূর্ব্বদিন রাত্রিতে কলিকাতা ও চুঁচুড়া ও ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি নগর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে **খঞ্জরী ও পিনিস ও ডাউলে** এবং আর আর নৌকাতে অনেক ধনবান্ লোকেরা **নানাপ্রকার গান ও বাদ্য ও নাচ** ও অন্য অন্য প্রকার **ঐহিক সুখসাধন সামগ্রীতে বেষ্টিত** হইয়া আইসেন। পরদিন দুইপ্রহরের মধ্যে জগন্নাথদেবের স্নান হয়।"

—'সমাচারদর্পণ' ৪ই জুন ১৮১৯, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১২২৬

"দোলযাত্রা।—মোমক শ্রীরামপুরের গোস্বামীদিগের স্থাপিত শ্রীশ্রীযুত রাধামাধব ঠাকুর আছেন। পরে এইমত দোলযাত্রাতে শ্রীযুত বাবু রাধবরাম গোস্বামীর পালা হইয়া দোলযাত্রাতে রোসনাই ও মজ্জলিশ ও গানবাদ্য ও ব্রাহ্মণ-ভোজন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের পুরস্কার আশ্চর্য্য-রূপ করিয়াছেন, ইহাতে অতিশয় খ্যাতি হইয়াছে।"

—'সমাচারদর্পণ' ২৭ মার্চ্চ ১৮২২, ১৭শে ফাল্গুন ১২২৮

"রাসযাত্রা।—এই রাসযাত্রা উৎসব ইওরোপে হইয়া থাকে। বিশেষতঃ **পানিহাটীতে** শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ রায় চৌধুরী স্বীয় ভবনে প্রতিবৎসরে অবিচ্ছেদে ঐ মহোৎসব করিয়া থাকেন এবং তাঁহার গঙ্গাতীরে রাস্তাতে কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় লোকদিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ করেন এবং চারি বৎসরাবধি আমি নিজ অতিথিরূপে সেইস্থানে গমন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া দেখিলাম যে, তত্রস্থ তাবদ্বিষয় **অতি মনোরঞ্জক**, যেহেতুক পূর্ব্বদিবস কুয়রীতে নানাবিধ ভোজ্য-সামগ্রী প্রস্তুত থাকে। অতএব সেইস্থানে অনেক অনেক **বিবি ও সাহেব লোকেরা** গতমাসেই **সমাদৃত** হন এবং সেই স্থান হইতে প্রস্থানকরণের পূর্ব্বে ঐ বাবু তাঁহাদিগকে

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবের প্রায় ১৮২০ সংবৎ পূর্ব্বে বর্দ্ধমান

কিঞ্চিৎ ভোজনাদি করিতে বিনয় করেন। তদ্ভিন্ন নীচের তলা হইতে বহু বাদ্যকরকৃত অতি সুশ্রাব্য বাদ্যধ্বনি শ্রুত হওয়া যায় এবং এতদ্দেশীয় **ইতর লোকদের সন্তোষার্থ বাঙ্গালা নাচ** হইয়াছিল। এইরূপে বাবু রায় চৌধুরী কি ইতর, কি শিষ্ট, কি ধনী, কি দরিদ্র, আপামর সাধারণ সকলকেই সমানরূপে সন্তুষ্ট করেন এবং যদ্যপি তাঁহার বাটী কলিকাতা ও বাগবাজার হইতে দূর না হইত অর্থাৎ অর্দ্ধ পথ-মধ্যে হইত তবে এইক্ষণে যত সাহেব লোকেরা তথায় উৎসব দর্শনার্থ গমন করেন এতদপেক্ষাও অধিক তাদৃশ লোকের সমাগম হইত। কিন্তু যদ্যপিও অত সাহেব লোকেরা তথায় উৎসব দর্শনার্থ গমন করেন, তথাপি তাঁহারা সকলেই বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর মিষ্টালাপেতে আনন্দিত হন। ঐ বাবু বিংশ বা একবিংশ বর্ষবয়স্ক ও ইঙ্গরেজী বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছেন এবং তিনি ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় মান্য লোকের দিগকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রথম নাচ রবিবারের রাত্রিতে হওয়াতে কোন খৃষ্টিয়ান লোক সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন না এবং সোমবারেও নহে, যেহেতুক অনবরত বৃষ্টি হইয়াছিল। কেবল শ্রুত হওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত রাজা দেবীকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু মঙ্গলবার বৃষ্টি রহিত হওয়াতে অনেক অনেক সাহেব ও বিবি সাহেবেরা কেহ বা একাকী কেহ বা আপনার পরিজন সহিত তথায় উপস্থিত; তন্মধ্যে তিন জন সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব **ছিলেন এবং অনেক শিষ্ট বিশিষ্ট বাবুলোকেরা উপস্থিত;** তন্মধ্যে অতি গুণাকর শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং তদ্ভাতৃব্য শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণসখা ঘোষ ও পরিচারক একজন সমভিব্যাহারে উপস্থিত ছিলেন। ঐ মহারাজ তথায় অবস্থিতিকরণ সময়ে তাবন্নিমন্ত্রিত মান্য লোকদের সহিত মিষ্টালাপ করিয়াছিলেন।"

—'সমাচারদর্পণ', ১৩ই নবেম্বর ১৮৩০,২৯ কার্ত্তিক ১২৩৭

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর কৃপাপাত্র বিষ্ণুপুরাধিপতি মহারাজ বীরহাম্বীর স্বেচ্ছাবে হরিকথা-প্রচারে গুরুদেবকে সাহায্য করিয়াছিলেন বা পরবর্ত্তীকালে বিষ্ণুপুরাধিপতি গোপাল সিংহ স্বেচ্ছাবে সকলের প্রতি হরিনাম-গ্রহণের জন্য বাধ্যতামূলক আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তিকালে সেই বিচার অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। বিষ্ণুপুরের রাজা শ্রীচৈতন্য সিংহ কলিকাতা বাগবাজারের গোকুল মিত্রের নিকট তাঁহার কুলাধিদেবতা শ্রীমদনমোহন জীউকে বহু অর্থের বিনিময়ে বন্ধক (?) রাখিয়াছিলেন; কিন্তু সেই ঋণ শোধ করিতে না পারায় শ্রীমদনমোহন জীউ বাগবাজারেই অবস্থান করেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের বিশেষ অভ্যুদয় হইয়াছিল। কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায় প্রকৃত প্রস্তাবে নির্ব্বিশেষবাদী ও চিচ্ছড়সমন্বয়বাদী। এই কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের এক শাখা জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বর্ত্তমানযুগে চিচ্ছড়সমন্বয়বাদের প্রাবল্যে প্রাধান্য করিয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার আত্মচরিতে এক কর্ত্তাভজা গুরুর বধূ বর্ণন ও সজ্জনতোষণীর দ্বিতীয় বর্ষে আর এক কর্ত্তাভজা নায়কের ভাববিলাসাদির নিরর্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। [ক্রমশঃ প্রকাশ্য]

পতিত ও কপট

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে 'পতিতপাবন' বলা হয়। তাঁহারা পতিতকে পাতিত্য-গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করেন; কিন্তু শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব 'কপট-পাবন' এইরূপ কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। পতিতের আত্মগ্লানি, আত্মনির্ব্বেদ, আত্মদৈন্য উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু কপটের তাহা হয় না। পতিত হরিগুরুবৈষ্ণবকে হেয় করে না, কিন্তু নিজ দুর্ব্বলতা বা অনর্থবশতঃ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে পারে না। আর কপট সেবার ছলনা করিয়া শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের বিদ্বেষ আচরণই করিয়া থাকে। পতিত নিজের পাতিত্য বুঝিতে পারে বলিয়া নিজকে "পতিত"

ও সাধুগুরুকে অপরিচিত বলিয়া বিচার করে। আর কপট নিজেকে অপরিচিত মনে করিয়া সাধুগুরুকে "পতিত" বলিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ ও তাঁহাদের চরণে অপরাধ করে। পতিতের পাতিত্যরোগ হইতে আরোগ্য-লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কপট সদ্বৈদ্যকে প্রচ্ছন্নভাবে হিংসা করিতে উদ্যত বলিয়া তাহার ব্যাধি দুরারোগ্য। পতিত চলিতে চলিতে স্খলিত হইয়া পড়ে, কিন্তু কপট প্রবল বেগে চলিবার অভিনয় করিয়াও অপরাধময় নিশ্চিহ্নের গুহাতেই অবস্থান করে। এজন্যই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু 'ভক্তিসন্দর্ভে' দেখাইয়াছেন যে, শ্রীগুরুদেব ও ভগবদ্ভক্তের প্রতি অন্তরে অনাদর সত্ত্বেও বাহিরে যাঁহাদিগের প্রতি যে পুরুনাদি-প্রথা সেরূপ কপটতার জন্যই অনেকে আত্মশ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারেন না।

এইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে ভাগবতধর্ম বা বাস্তব নিষ্কপটতা অর্থাৎ যাবতীয় কপটতা-রহিতধর্ম

রহস্যনিষ্ঠ বৈরিণীর ন্যায় বদ্ধজীবকে নানা প্রলুব্ধ করিয়া থাকে। কপটতা কখনও সুনীতি, ত্যাগ ও ত্যাগ, কখনও বা তপস্যা, কখন ও বা ধর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতির মনোমুগ্ধকর পোষাক পরিধান করিয়া ভগবদ্ভক্তের বা গুরুবৈষ্ণবের ছিদ্র অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয়। পতিতের হৃদয়ে যে আত্মদৈন্য ও আত্মগ্লানির বিচার থাকে কপটের হৃদয়ে সেই ভাব না থাকায় সে নিজকে সাধু মনে করিয়া অনুক্ষণ ভগবদ্ভক্তকে অসাধু মনে করে। কপট তাহার কপটতার ঢাকে ভগবদ্ভক্তের অনুক্ষণস্মরণ বিষয়েও নিজের ও পরের সন্দেহ জন্মাইয়া থাকে বলিয়াই কপটতা এমন কোন অবকাশ রাখিতে চেষ্টা করে, যেখানে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা তাহার আসন রচনা করিয়া মঙ্গল বিধান করিতে পারে। কপটতা কৃষ্ণকে চিরতিরোহিত ও নিহত করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ কপটতা প্রতিপক্ষহীনা অহৈতুকী কৃপার অযাচিত প্রভুর প্রতিপক্ষ।

কপটতা বহু সন্তানসন্ততির জননী ও যাবতীয় অন্যাভি লাষের পোষণকর্ত্রী। কপটতার পোষ্যবর্গের ইতিহাসই বিশ্বের ইতিহাস। কপটতা পিশাচীগ্রস্তা রমণীর ন্যায় নিজের রোগ নিজে বুঝিতেও পারে না। কপটতা নিজেকে সুন্দর, সবল, সৌন্দর্য-ঐশ্বর্যময়ী মনে করে।

কপটতা দুর্বলতাকে সহজেই তাহার করতলগত করিতে পারে বলিয়া দুর্বলতার সহিত তাহার বন্ধুত্ব বা তাহার উপর প্রভুত্ব খুব সহজেই সাধিত হয়। অনেক সরল সত্যপিপাসু ব্যক্তির দুর্বলতার সন্ধান পাইয়া কপটতা অতি সহজেই সেই দুর্বলতাকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। ইহা সাধকজীবনে প্রতিমুহূর্তেই দেখিতে পাওয়া যায়; তখন দুর্বলতাকে আর পতিতধাত্রী বলা যায় না, কপটতার কবলে পড়িয়া তাহাকেও কপট হইতে হয়।

কপটতা মনে করে, সে লোকের হিতকার্য্যে ব্রতী, বস্তুতঃ সে আত্মবঞ্চক ও পরবঞ্চক। কপটতার লক্ষণ এই যে, তাহার স্বরূপ বস্তুভাবে প্রকাশ করিয়া দিলে তাহাতে তাহার অমায়ুষিক ক্রোধের সঞ্চার হয়। আত্মমঙ্গলেচ্ছু পতিতকে পতিত বলিলে কিন্তু তাহার ক্রোধের উদ্রেক হয় না, বরং তাহাতে অধিকতর গ্লানি ও অনুশোচনাই দেখা যায়। কপটের হৃদয় পাষাণতুল্য কঠিন, কেন না, তাহাতে পুঞ্জীভূত অপরাধ পরিপুষ্ট হইতেছে। পতিতের হৃদয় কঠিন নহে, তাহা হরিকথা-প্রসঙ্গদ্বারা বিগলিত হইতে পারে। কপটকে হরিকথা শুনান যায় না, শুনাইতে গেলে হিতে বিপরীত ফল হয়। সে বন্ধুকে শত্রু ভাবে, তাহার মঙ্গলকামীকে সমালোচক শত্রু মনে করে, উপদেষ্টার ছিদ্র অনুসন্ধানে তৎপর হইয়া পড়ে। গুরুকে বিদ্ধ করিতে চাহে!

কপটতা বন্ধুর পথে কুটিল গতিতে চলে। আর পাতিত্য পিচ্ছিলপথে সরল গতিতে চলে। **কপটতা রক্ষাকর্ত্তার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে**, আর পাতিত্য নিজের সম্মুখে একটি আবরণ টানিয়া দিয়া রক্ষাকর্ত্তার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতেছে। রক্ষাকর্ত্তার আহ্বানে পতিত সাড়া দেয়, পতিতের ঘুম ভাঙ্গিতে পারে, কিন্তু কপট জাগ্রত থাকিয়া নিদ্রিতের ন্যায় অভিনয় করে।

কপটতা ও পাতিত্য কোনটিকেই আমরা বহুমানন করি না। তবে, হরি-গুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্মে এইটুকু নিবেদন যে, সাধন-পথে চলিতে চলিতে অনর্থবশতঃ যদি কখনও পতিত হই, তখনও যেন পতিতপাবন গুরুবৈষ্ণবের আহ্বানে সাড়া দেই, নরক

হইতেও পতিতপাবন বৈষ্ণবগণ কেশাকর্ষণ করিয়া জীবকে উদ্ধার করেন, কিন্তু কপটকে উদ্ধার করেন না। এজন্য কপটতা অপেক্ষা পাতিত্য বরং বরণীয়, যে পাতিত্যের মধ্যে পতিতপাবনগণের কৃপা বরণ করিবার সুমতি হয়। তবে ইহাও বক্তব্য যে, **পতিতপাবনগণের কৃপায় পাতিত্য পরিহার করিতে পারিলেই আত্মমঙ্গল লাভ হয়। পাতিত্য-সংরক্ষণ করিবার দুরভিসন্ধি থাকিলে কপটতা আসিয়া জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করে।** গুরুবৈষ্ণব 'পতিতপাবন' কপটপাবন নহেন—এই কথাটি যেন না কৃপি অর্থাৎ যেন কখনও গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম হইতে ভ্রষ্ট বা পতিত না হই, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলে কপট হইয়া যাইব।

'ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।' ভূমিতে পদস্খলন হইলে যেরূপ ভূমিই একমাত্র আশ্রয়ণ, অন্য কিছু আশ্রয়ণ নহে, সেইরূপ গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মসেবা হইতে পতিত হইলে যদি আমরা পুনরায় তাঁহাদিগকেই রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বরণ করি, তবে আর তথায় কপটতা-রাক্ষসী কোন স্থান পাইবে না। আর যদি তাঁহাদিগকে একমাত্র আশ্রয়োচিত মনে না করি, তবেই কপটতা আসিয়া তাঁহাদের স্থান অধিকার করিবে। তখন গুরুবৈষ্ণবকে রক্ষাকর্ত্তা বলিবার পরিবর্ত্তে আমরা কপটতার পরামর্শে তাঁহাদিগকেও শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করিতে যাইব; গুরু উপর গুরুগিরি করিব। গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে ঐকান্তিকতাকে "অতিবাড়ীর বর্ত্ম" মনে করিব। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ত্যাগ, তপস্যাকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মের নখদ্যুতি অপেক্ষা অধিকতর উপাদেয় বস্তু বিচার করিব। এজন্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, নরকেও গুরুবৈষ্ণব ও ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ করিয়া নারকীকে উদ্ধার করেন, কিন্তু সত্যলোকে যদি গুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী কপটব্যক্তিগণের অবস্থান হয়, তথাপি তাহাদিগকে তিনি রক্ষা করেন না। তাহারা অনন্ত-কাল কপটতার আশ্রয়ে চিৎপাতিত্যের আবর্ত্তেই বিভ্রান্ত হইতে থাকে।

শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর সমীপে
লণ্ডনের একটি পত্র

44, LANCASTER ROAD,
STROUD GREEN
LONDON, N. 4
April 5th, 1939

DEAR MR. GOSVAMI,

It is many months since you returned to India. When I first saw you at the Math I had no idea that you would be leaving such a wonderful message with us. During the course of my instruction at the Math and listening to the transcendental sound and chanting the Holy Name my mind has become more receptive to the teaching. I had been taught that the way in which our lives were lived here on earth was important, but I had no idea how important until your teaching showed me the way. One of the hardest things I have to accept is that material things do not matter. It took me a long time to understand this, but I found that through wanting to understand and accept I was enabled to do so. I think of the people I know—worthy people, many of them—and yet it has been left to you, by the Grace of Krishna, 5,000 miles away to be the only ones concerned with the welfare of the soul. Even now, I can only dimly apreciate your amazing

goodness and kindness. How I wish that the great truths you expound could be preached from every pulpit. My friend Miss Bowtell does not spare herself to help me. I owe a great deal to her as well.

Your in the service of the Supreme Lord,
SRIMATI VISNUPRIYA DASI
Sd/- (Miss) STELLA HARRIS

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব

গত ১লা বৈশাখ প্রাতে শ্রীশ্রীল আচার্যদেব শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমূর্ত্তিপূজা, নিরন্তর হরিকথাকীর্ত্তনের আবশ্যকতা, নতুবা কলির প্রলেপ অবশ্যম্ভাবী, হরিকীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন কৃত্য নাই—প্রভৃতি বহু কথা প্রায় এক-ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মঙ্গলবিধান করেন। শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শ্রীমুখে বাণীরশ্মী হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হন।

শ্রীধামমায়াপুরে—গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের নির্দ্দেশে ও আনুগত্যে গত ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার শ্রীবাস-অঙ্গন শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অপ্রকট-তিথি-পূজা সংকীর্ত্তনমুখে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে ঠাকুরের জীবনী, অমল চরিত্র ও জগজ্জীবের প্রতি তাঁহার অমায়ায় অপার কৃপা-করুণার কথা বহুক্ষণ যাবৎ আবেগভরে কীর্ত্তন করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তবৃন্দ গুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীবাস-অঙ্গনে উপস্থিত হন এবং মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অনন্তর শ্রীপাদ সাগর মহারাজ একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পর কিছুক্ষণ যাবৎ মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। অনন্তর সন্ধ্যা-বাহিকান্তে ভক্তবৃন্দ পুনরায় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমন্দির-পরিক্রমান্তে গুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চ-তত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তৎপরে মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় প্রায় ২ ঘণ্টাকাল যাবৎ আবেগভরে শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা ও ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের অপার করুণার কথা কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন। অতঃপর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ গত ১৫ই এপ্রিল অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রায় ২॥ ঘণ্টাকাল মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপর দিবস সন্ধ্যা-রাত্রিকের পরও স্বামীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গুরুসেবকের স্বরূপ, সেবা কাহাকে বলে, অনন্যমনে দৃঢ়ভাবে তাহা প্রভৃতি বহু কথা আবেগভরে একঘণ্টারও অধিককাল কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। স্বামীজীর সুসিদ্ধান্তপূর্ণ প্রাণস্পর্শী পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হন।

মোদদ্রুম-ছত্রে—গত ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে মায়াপুরে শ্রীমোদদ্রুম-ছত্রে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অপ্রকট-তিথিপূজা সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিহারের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত্যার শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবক উপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যার্ণব বি, এ মহোদয় গত ৬ই এপ্রিল শুভাগমনপূর্ব্বক নিরন্তর শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। গত ৭ই ও ৮ই এপ্রিল বিহার ও উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত গণেশ দত্ত সিংহ অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীমঠে আগমনপূর্ব্বক প্রায় ১॥ ঘণ্টা যাবৎ ভক্তিশাস্ত্রীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন এবং ক্রমান্বয়ে আরও ৩।৪ দিন প্রচারকগণকে নিজ গৃহে সাদরে আহ্বান করিয়া হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন।

খুলনায়—শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী ও কলিকাতা-প্রবাসী শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ মহোদয়সহ খুলনা জেলার সাতক্ষেড়িয়া-নিবাসী প্রবীণ গৃহস্থভক্ত শ্রীযুত জনার্দ্দন দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে গত ২রা এপ্রিল উপস্থিত হন। ঐ দিবস স্বামীজী মহারাজ ও গোস্বামী প্রভুর নির্দ্দেশ মত ব্রহ্মচারীবৃন্দ বৈষ্ণবস্মৃতিমতে বৈষ্ণবহোম ও মহাপ্রসাদের দ্বারা উক্ত জনার্দ্দন বাবুর পরমা ভাগবতী স্বর্গমাতার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করেন। এতদুপলক্ষে বহু বিশিষ্ট সজ্জনকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

উক্ত শ্রীযুত জনার্দ্দন বাবুর গৃহে ২রা ও ৩রা এপ্রিল দুইটি সভার অধিবেশন হয়। প্রথম দিন শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে পর শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবাই যে মনুষ্যজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দেন। দ্বিতীয় দিবস নওয়াপাড়া-নিবাসী জনাদরস্থ জমিদার শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরদিবসও উক্ত নওয়াপাড়ার বালিকা-বিদ্যালয়ের জমিদার শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্বামীজী মহারাজ ও শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন। এই তিন দিনই সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্রকীর্ত্তিত হয়।

গত ৪ঠা এপ্রিল বাগেরহাট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুত কালীমাচরণ নাগ মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ কিছুক্ষণ 'সনাতন-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলে পর শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা করেন। গোস্বামী প্রভুর বক্তৃতা শ্রবণার্থ সভায় বহু উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

৬ই এপ্রিল গোস্বামীজী ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম-বি মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিয়া তৎপরদিবস ৭ই এপ্রিল তিনি বাগেরহাট হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন।

বোম্বে—গত ৪ঠা এপ্রিল বোম্বে প্রেসিডেন্সী সিনিয়ার্স-নিবাসী পাশী সজ্জন মিঃ জাহাঙ্গীর উকীল এম্-এ (অক্সফোর্ড) মহোদয়ের ভবনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য, প্রচার্য্য-বিষয় ও প্রসঙ্গক্রমে মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সভায় উপস্থিত উচ্চশিক্ষিত গুজরাটী ও পাশী ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দের সমক্ষে গুজরাটী ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে সারস্বত-শ্রবণ-সদনে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু গত ২রা এপ্রিল রবিবার "সাধক-জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে পূর্ব্বাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তসম্বলিত ও যৌক্তিকতাপূর্ণ একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় স্থানীয় বহু শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। উপদেষ্টক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-রাগতীর্থ প্রভুর মূলগায়কত্বে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হইলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

গত ১লা বৈশাখ ১৪ই এপ্রিল শনিবার দিবস একাদশীব্রতবাসরে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সারস্বতশ্রবণসদনে পণ্ডিতবর মহামহোপদেষ্টক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন এবং তৎপর দিবস রবিবার সাপ্তাহিক অধিবেশনেও তিনি 'হরিভজন' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

ঢাকার লোকনীলাকান বোডস্থিত অবসরপ্রাপ্ত সবজজ, রায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী বাহাদুরের সাদর আহ্বানে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-ভাগ-পুরাণতীর্থ মহোদয় গত ১লা বৈশাখ (১৩৩৬) ১৪ই এপ্রিল শনিবার হইতে ৩রা বৈশাখ সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে ৬॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায় হইতে শৌনকাদি ঋষির 'পুরুষের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি,' 'আত্মা হরি যাহাতে প্রসন্ন হন সেই শ্রোতব্যাদার কি,' ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর-প্রদঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে অধোক্ষজে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিই জীবের পরমধর্ম, বাসুদেবে ভক্তিযোগই জ্ঞানবৈরাগ্যোদয়, ভগবানের বিবিধ প্রকাশ—ব্রহ্ম ও পরমাত্মা, হরিকথায় রুচি-উৎপাদনই সকল বন্ধকার্য্য ও ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের ফল, মহৎসেবাদ্বারাই প্রত্যবোন্ জীবের হরিকথায় রুচি ও পরমমুক্তি হয় প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে—গত ১২ই এপ্রিল অপরাহ্ণে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ঐ দিবস প্রাতে ও সন্ধ্যায় মহোপদেশক শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিমুখ ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ মহোদয় ও ত্রিদণ্ডিপাদগণ সমাগত সজ্জনগণের নিকট প্রায় সকল সময়েই হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

পূর্ণিয়ায়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ পূর্ণিয়া সহরে গমন করেন এবং তথাকার চেয়ারম্যান ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যমুনা প্রসাদ মহোদয়ের আগ্রহাতিশয়ে তাঁহার বাঙ্গলোতে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জনগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এতদ্ব্যতীত গত ১৯শে মার্চ্চ তথাকার রামকৃষ্ণ-মিশনগৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে "শুদ্ধা ভক্তি" সম্বন্ধে এবং ২১শে মার্চ্চ "রামসীতার মন্দিরে" 'ভাগবতধর্ম্ম' সম্বন্ধে দুইটী চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন।

তথা হইতে স্বামীজী কাটিহারে প্রচারার্থ গমন করেন। গত ৩রা এপ্রিল স্বামীজী টাটা আয়রন্ ওয়ার্কসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে আহূত হইয়া তথায় শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন।

ময়মনসিংহে—গত ১লা এপ্রিল ময়মনসিংহ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ তথাকার গভর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগের ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বি, কি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ-উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমঠে প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর পাঠ-কীর্ত্তনাদি নিয়মিতভাবে চলিতেছে।

চট্টগ্রামে—গত ২রা এপ্রিল রবিবার দিবস চট্টগ্রামের মাদার-বাড়ীর নিকটবর্ত্তী মঙ্গলেশ্বরী-বাড়ীর প্রাঙ্গণে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় ভক্তবৃন্দ সহ উপস্থিত হন এবং বহু বিশিষ্ট শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডিত সভায় অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। গত ৫ই এপ্রিল বুধবার স্থানীয় এনায়েতবাজারনিবাসী শ্রীযুত শ্যামচরণ দত্ত মহাশয়ের বাসভবনে সন্ধ্যার পর ব্রহ্মচারীজী প্রায় দুই ঘণ্টাকাল শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে বৈষ্ণবিক-বিপ্রের উপাখ্যান পাঠ-প্রসঙ্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপার বৈশিষ্ট্য ও গৃহীর আদর্শ ও অতিথি-সেবা সম্বন্ধে বহু কথা বলেন। পাঠে বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

দিল্লী-শ্রীগৌড়ীয়মঠে—শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম শাখামঠ নিউ দিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভারত-গভর্ণমেণ্টএর আইন-সচিব স্যর এন্ এন্ সরকার কে-টি মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী মাননীয়া লেডি সরকার গত ৩০শে চৈত্র (১৩৩৫) পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীমঠে শ্রীবিগ্রহ দর্শনার্থ আগমন করেন ও পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তি-শাস্ত্রীজীর নিকট কিছুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন।

মুদ্রাকর প্রমাদ—১৭শ খণ্ড ৩য় সংখ্যা গৌড়ীয় পত্রের ৬০৫ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ৭ম পঙ্‌ক্তিতে "brakers" স্থলে "breakers" হইবে এবং ৬০৬ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ১৮শ ১৯শ পঙ্‌ক্তিতে "প্রতিবিরোধী আধ্যাত্মিক মুক্তিকে" স্থলে "প্রতিবিরোধিনী আধ্যাত্মিক মুক্তিকে" হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাঞ্চরাত্রপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৬; ২৯শে এপ্রিল, ১৯৫৯ | ৩৮শ সংখ্যা

"সদাচার"

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]

মানবের কর্ত্তব্য-অনুষ্ঠানকে সাধারণতঃ আচার বলা হয়। মানব যথেচ্ছাচারী হইলে তাঁহার আচার, সৎকর্ম্মবিশিষ্ট হইলে তাঁহার আচার, জ্ঞানী হইলে তাঁহার আচার, পরস্পর যেরূপ ভিন্ন, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তের আচার ও অভক্তদলের আচারে ভেদ আছে। অজ্ঞাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর আচরণ ভক্তের আচারের সহিত এক নহে, যেহেতু ভক্তের আচার নিত্য এবং অভক্তের আচার অনিত্য। ভক্তের আচারে তাঁহার ও জগতের সকলের শ্রেয়োলাভ হয়; অভক্তের আচারে নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশ হয়। অভক্তগণের আচরণ অনিত্য বলিয়া তাহাদের আচার কখনও সদাচার বলিয়া সংজ্ঞিত হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

"অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।"

অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে প্রাকৃত জগতের যাহাতি মূর্ত্তিমতী যোষা কৃষ্ণদাসকে সম্ভোগ-বুদ্ধিতে নিযুক্ত করান। জীব যোষিৎসঙ্গক্রমে কৃষ্ণবিমুখ হইয়া যোষিৎ-সেবায় ব্যস্ত থাকেন। ইহাই জীবের প্রাকৃত দুষ্কৃতিক্রমে অসদাচার। আবার যোষিৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়াও অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত না হইলে ত্যক্ত-যোষিৎসঙ্গ জীবও অসদাচারী হইয়া পড়েন।

অজ্ঞাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী এই তিনপ্রকার কৃষ্ণাভক্ত। যিনি কৃষ্ণব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণভজন-ভাবমাত্র প্রদর্শন করেন, তাহাকে শুদ্ধভক্তগণ 'মিছাভক্ত' বলেন। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত, না হ'বে, তা'তে অনুরক্ত।"

যিনি অন্তরে দুষ্কৃত, বাহিরে কৃষ্ণভজন-ভাব প্রদর্শনকারী, তিনিই "মিছাভক্ত"। আবার যিনি অন্তরে মুমুক্ষু, বাহিরে ভজনভাবমাত্র প্রদর্শন করিতে ব্যস্ত, তিনিও "মিছাভক্ত"। মিছাভক্তগণের আচার বৈষ্ণবের সদাচারের সহিত

নহিষ্ণুনে এক হইলেও, ভক্ত—আসল,
মেকী।

নকল ও বিচারক্ষম লোকের সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত; কেবল লোকরঞ্জনার্থ ভক্ত কপটতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বৈষ্ণব-সদাচার প্রকাশ করিতে যায়। মুহূর্মুহু উদাহরণ-স্বরূপ বামনদেব বিপ্র, দুষ্টকৃষ্ণ হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার, অভ্যাভিলাষী কালাকৃষ্ণদাস ও বন্ধুর ভণ্ডকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সীমায় সত্য-ভজনসমাশ্রিত বলিয়া আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। এতদ্ব্যতীত কপালাগর বিপ্র, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুবংশের সেবা করিতে গিয়া দুর্ভাগা লোকপ্রায় ব্যক্তিগণ কিরূপ বিপথগামী, তাহার আদর্শ জগৎকে প্রদর্শন করিয়াছেন।

শঙ্কর, মাধব, মায়াবাদী নাগর প্রভৃতি শ্রীঅদ্বৈত-পূর্ব্বাচার্য্যগণ, কবি কবিরাজ প্রভৃতি শ্রীনিবাসাচার্য্যের অনুচরগণ, অভিরাম রামাবাসাদি প্রভৃতি গৌর-পূর্ব্বপার্ষদগণ, মুরলীদাস প্রভৃতি কবিরাজ গোস্বামীর অনুগাভিমানিগণ ভক্তভক্তি ছাড়িয়া, তদ্ভিন্ন কোনও বস্তু স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল দলের আশ্রিত লোকগণ যদি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে, শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এবং কবিরাজ গোস্বামীকে শুদ্ধা ভক্তির সম্পূর্ণ বিরোধিজ্ঞানে তাঁহাদিগের নিজ নিজ অনৌচীন গুরুর প্রতি অপরাধের সম্ভাবনা হইয়াছে জানিয়া মহাজনপথানুসরনবৃত্তি ত্যাগ করেন,

তাহা হইলে শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিবাস, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর প্রকৃত আশ্রিত ভক্তগণের শুদ্ধ ভক্তির প্রতিই দিন দিন শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইবে, খর্ব্ব হইবে না। যদি তাহারা প্রাকৃত সহজিয়া, বাউলিয়া প্রভৃতি তেরটী উপসম্প্রদায়ের বাতুল ভক্তগণের তীব্র সমালোচনায় ভীত হইয়া শ্রীমহাপ্রভু-প্রদর্শিত ভক্তভক্তির পথ হইতে বিচ্যুত হওয়াকে শুদ্ধা ভক্তি বলিয়া ধারণা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাদৃশ শুষ্কভক্তপদবাচ্য ভক্তগণের দলপুষ্টি কখনই শুদ্ধভক্তগণের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। শুদ্ধভক্তগণ কোনদিন প্রাকৃত কোটে ক্ষুব্ধ হইয়া বৈষ্ণববিদ্বেষ করিয়া সমাজের ত্যাগ করিবেন না। শঠ-ভূমাবেশে যদি কেহ ব্রজ-চিকিৎসককে অস্ত্রাঘাতকারী বলিয়া অভিযুক্ত করেন, গঙ্গায় মৃতসৎকারকারীকে নরহত্যা-পরাধে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে নিরপেক্ষ সত্যপ্রিয় ব্যক্তি তাঁহার তাদৃশ অসদাচরণকে কখনই সমর্থন করেন না। আমরা শুনিয়াছি, ভাগবত বলেন,—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত মৃত্যুম্।

"কেহ মানে কেহ না মানে সবে তাঁর দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি তাঁর দাসের দাস॥"

—এই অদ্বৈত প্রভুর বাণী শুদ্ধভক্তগণের কর্ণে সর্ব্বদা সংকীর্ত্তিত হইতেছে। যখন জগদানন্দ ও মাধবানন্দ নিজ নিজ দম্ভাহঙ্কারে স্ফীত হইয়া নিজ মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে করিতে আস্ফালন করিয়াছিলেন এবং পরমদয়াল শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন তখন দয়াল প্রভুদ্বয় মদোন্মত্ত অভিমানী দাম্ভিকদ্বয়কে ক্ষমা করিয়াছিলেন। যখন শ্রীগৌরসুন্দরকে পড়ুয়াগণ আক্রমণ করেন, তখন তিনি নবদ্বীপ-নগর ত্যাগ করিয়া অভক্তকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এমন কি, পাশ্চাত্য প্রদেশেও পারমার্থিক সত্য প্রচার করিতে গিয়া সাধুশ্রেষ্ঠ যীশুখৃষ্ট যৎপরোনাস্তি নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। সহিষ্ণুতাই বৈষ্ণবের ভূষণ। যখন শ্রীরামানুজকে চোল-রাজ নির্য্যাতনকল্পে বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎসাদনে যত্ন করেন, তখন বৈষ্ণবাচার্য্য কিরূপ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহা সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য পূর্ণাচার্য্য এবং কুরেশাচার্য্য কিরূপ বৈষ্ণব-সহিষ্ণুতার আদর্শ! বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিদ্বেষী, বৈষ্ণববিদ্বেষী নিজে নিজে স্বকর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। তাদৃশ আদর্শ দেখিয়া সুকৃতিসম্পন্ন জীব সাবধান হউন।

"যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥"

এই সকল উপদেশ বিস্মৃত হইয়া আমরা যেন কোনও দিন পরমদয়াল নিত্যানন্দপাদপদ্ম ছাড়িয়া না যাই। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উপদেশ যেন সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ থাকে,—"সর্ব্বত্র মাগিবে কৃষ্ণচৈতন্য প্রসাদ"।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-স্মৃতি

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ১৩ই আশ্বিন, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতা হরিসেনষ্ব (বর্ত্তমানে) স্থ্র দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী হরিবর এম্-এ, ডি-এল, কে-টি, সি, আই, ই মহোদয়ের ভবনে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যে-কালে স্থ্র সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের নিকট শ্রীব্রজ-পরিক্রমা ও ব্রজের বিভিন্ন প্রসঙ্গমুখে আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলন বিষয়ে কীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ওরিয়েণ্টেল সিমিনারির হেড্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপদ্ভঞ্জন বেদান্তরত্ন প্রমুখ পণ্ডিতত্রয় তথায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং আধ্যাত্মিক রসশাস্ত্র ও দর্শন-শাস্ত্র-সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতামূলক মত ব্যক্ত করেন। অপ্রাকৃত নায়ক এবং গৌণ সপ্ত রস—যাহা অপ্রাকৃত রস-শাস্ত্রের মূল মহাজন শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আজ্ঞায় "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" ও 'উজ্জ্বলনীলমণি"তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীল প্রভুপাদ সেই অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিলে তাঁহারা সকলেই সমুচ্চস্বরে প্রবণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, পরাশরের নটশাস্ত্র, কাব্যপ্রকাশ, কিম্বা ভরতমুনির অলঙ্কারশাস্ত্রে যে খণ্ডিত প্রাকৃত রসের কথা আছে, রসামৃতসিন্ধু ও নীলমণি ততটুকুমাত্র অসম্পূর্ণ ও প্রতিফলিত রসের কথায় আবদ্ধ নহেন। শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয় এবং উপস্থিত পণ্ডিতত্রয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে,—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।

শ্রীরূপ-কথিত রসের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশক এই শ্লোকটী প্রবণ করিয়া ভাবমার্গের অতীত চমৎকার-প্রাচুর্য্যের ভূমিকা কিরূপে নির্ব্বিশেষভাবমাত্র না হইয়া অপ্রাকৃত রসের ভূমিকা হইতে পারে, তাহা শুনিয়া আনন্দিত হ'ন। শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রাকৃত রসের তত্ত্ব এবং তৎসঙ্গে 'অন্তর্যামী', 'অপ্রাকৃত' প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বসমূহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের তুলনামূলক বিচারের দ্বারা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের পরিপূর্ণতম চমৎকারিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহোদয় মহাভারতের প্রশস্তি বর্ণন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ জানাইলেন যে, মহাভারত শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারে ধর্ম্মমোক্ষাদি লৌকিক ফিতাধনের শাস্ত্র মাত্র, শ্রীমদ্ভাগবতেই রসের পূর্ণতম প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতই "রসো বৈ সঃ"—এই শ্রুতি-মন্ত্রের অর্থ প্রকাশ করিয়া বিশ্ব-সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রস্ফুটিত পুনরাবৃত্তি। শ্রীল প্রভুপাদ শব্দের বিবর্ত্তের অবতরণ-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণানুশীলন-ধারা বিশদভাবে বুঝাইলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের এইসকল কথা শ্রবণ করিয়া হরিবর স্থ্র দেবপ্রসাদ বিশেষ আনন্দ সহকারে প্রভুপাদের বাণীর কথিত শ্লোকের আবৃত্তি লিপিবদ্ধ করেন। সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বাবিরাজপাদি-কৃত শ্রীমন্মহাভারতের লক্ষালঙ্করণ-নাম্নী টীকার কথা সর্ব্ব-প্রথমে শ্রবণ করিয়া তৎপরিচয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বাবিরাজ-স্বামীর পরিচয় ও লক্ষালঙ্করণ-টীকার বিশেষত্ব প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহাশয় শ্রবণ করিয়াছিলেন। বাবিরাজ লক্ষালঙ্করণ-টীকায় শৈব নীলকণ্ঠের বিদ্বন্মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে লক্ষালঙ্করণই লক্ষ শ্লোকাত্মক বৈষ্ণব-শাস্ত্র মহাভারতের একমাত্র বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের টীকা। ঐ গ্রন্থ এখনও বঙ্গদেশে আনীত হয় নাই, একমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায়ই শ্রীমদ্ব্যাচার্য্যের স্থান উড়ুপী হইতে তপ্ত-লিখিত ক্যানারিজ অক্ষরের পুঁথি আনীত হইয়া ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের পণ্ডিতের দ্বারা তাহার লিপ্যন্তর হইয়াছে।

শ্রীসিদ্ধান্তবাগীশ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের অসমোর্দ্ধ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিত্ব ও আদর্শের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তিনি (শ্রীযুক্ত সিদ্ধান্তবাগীশ) সংশয়চ্ছেদনার্থই প্রভুপাদের নিকট প্রশ্ন করিয়াছেন, তর্কের অভিসন্ধিতে কিছু বলেন

নাই। কারণ, শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে তর্কশাস্ত্রবিশারদ বিদ্বজ্জনের সহিত তর্কেরই হইতাহার। সিদ্ধান্তবারীশ মহোদয় আরও বলিলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ একজন অনন্যসাধারণ মহাপুরুষ, তিনি সমসাময়িক ধর্মজগতের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন।

গুরু দেবপ্রসাদ তাঁহার অভীষ্টানুযায়ী শ্রীল প্রভুপাদকে একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, স্পেনেডাতে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করিতে হইলে একমাত্র শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার অনুগতই উপযুক্ত কর্ণধার হইবেন এতদ্ব্যতীত যে দেশে অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা এরূপ গুরুতর কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতে পারে না। এই সকল কথা শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন ও গুরু দেবপ্রসাদের অভীষ্টানুযায়ী একটি গ্রন্থ সঙ্কলন করিবার জন্য শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদকে কৃপাপূর্ব্বক অনুজ্ঞা করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের সহিত কটক রেভেন্সা-কলেজের ইতিহাসের প্রথমে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তিসুধাকর মহোদয় উপস্থিত ছিলেন।

(এই প্রবন্ধটী শ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্ত-সংশোধিত)

শ্রীশ্রীআচার্য্যকথা-প্রসঙ্গ

[স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা : কাল—১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৪৪]

বৈদিকের সহিত বৈষ্ণবের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনে ভেদ আছে। শৈবগণ চরমে নির্ব্বাণ লাভ করিতে চান। উপাসনার সময় যিনি উপাস্য থাকেন, চরমে তাঁহার পরবর্ত্তী উপাসকের লাভ হয়। এইজন্য সাধনকালের 'দ' সিদ্ধিতে 'বামা' হইয়া যায়। সাধনকালের ক্রিয়ার সহিত শুষ্ক বৈষ্ণবের সাধনের সাম্য থাকিলেও শৈবগণের উপাসনা অনিত্য ; কারণ, উপাসনার সিদ্ধিতে উপাস্য বা উপাসকের ভেদ থাকে না, আর উপাসনাও থাকে না—ঐগুলি সবই তাৎকালিক, ফলকালে উপাসক উপাস্যের পরবর্ত্তী দাবী করিয়া বসেন ; তাহাকেই তাঁহারা 'মুক্তি' বলেন। বৈষ্ণব নিত্য বিষ্ণুদাস, তাঁহার সেবা নিত্য এবং দাসত্ব বা সেবাই প্রাপ্য-বস্তু। তাঁহাদের সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন সমস্তই নিত্য এবং একই অন্বয়-তত্ত্ব।

পঞ্চোপাসনার শিবোপাসনা বা বিষ্ণূপাসনা, সবই এক জাতীয় ; কারণ, তাহারা উপাসনাকালে যে-কোন মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লয়। বিষ্ণু—অনাদি ও আদি এবং সর্ব্বকারণ-কারণ ; তাঁহাকে কল্পনা করা যায় না ; তিনি অধোক্ষজ। বদ্ধজীব যাহা কল্পনা করে, বিষ্ণুবস্তু তাহা নহেন। এজন্যই মুক্তিকামী নিরপরাধ অনিত্য উপাসনা-দ্বারা বিষ্ণুবস্তুর সন্ধান পান না। যাহার সন্ধান তিনি নিজেই পান নাই, অপরকে তাহার সন্ধান কি করিয়া দিতে পারেন ?

'যদমীষা তদস্ত্বি বৈ"—নিজ নিজ গুণানুসারে জীব সেই সেই গুণের অধিপতি দেবতার উপাসনা করে। নির্গুণ অবস্থায় বিষ্ণুর শান্ত-সৌম্যবিগ্রহের প্রতি রুচি হয়। বৈষ্ণবেতর-সম্প্রদায় আপনাকে বদ্ধ জ্ঞান করিয়া বদ্ধদশা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু বৈষ্ণব মুক্তিকামী নহেন। বৈষ্ণব স্বরূপের উদ্বোধনে নিত্যকাল অধোক্ষজ-সেবা-প্রার্থী। যেখানে বদ্ধাভিমান নাই, সেখানে মুক্তির প্রসঙ্গও নাই। বদ্ধ ও মোক্ষ, উভয়ই মায়িক। কিন্তু বৈষ্ণব মায়াতীত।

বিষ্ণুভক্তগণই চরম পরম উপকারী ; তাঁহারা নির্ম্মৎসর। তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা—জগতের উপকার তাঁহারা করিবেনই। শিব ও ব্রহ্মার নিকট বরপ্রাপ্ত অসুরগুলি সমস্তই জীবের বা জগতের অমঙ্গলকারী। একমাত্র প্রহ্লাদ ও প্রচেতোগণ ব্যতীত রাবণ, হিরণ্যকশিপু, বৃক ও ফৌক প্রভৃতি সকলেই দেবদ্বিজদ্রোহী—বিশ্বদ্রোহী। কিন্তু বিষ্ণুভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত ও সর্ব্বোপকারক।

• •

[স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা।
কাল—১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৪৪]

বাবাজী মহারাজ বহির্দৃষ্টিতে কঠোর শুষ্ক বৈরাগী, কিন্তু তাঁহার অন্তর ভক্তিরসে পূর্ণ। Hard shell without, কিন্তু mellow juice within. অনেক সময় তিনি শ্রীবার্ষভানবীকে অত্যন্ত আবেগভরে আহ্বান করিতেন। ঐ আহ্বানে এতটা আপনভাব প্রকাশিত হইত যে, সেই সম্বোধনে সম্ভ্রম বা গৌরবসূচক কোন শব্দ পর্য্যন্ত থাকিত না। একাকী নির্জ্জনে বসিয়া প্লুতস্বরে শ্রীমতীকে আহ্বান করিতেন। স্বরের হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত —এই তিনপ্রকার স্বর থাকে। অ, ই প্রভৃতি হ্রস্ব; আ, এ প্রভৃতি দীর্ঘ। এতদ্ব্যতীত 'প্লুত' স্বরে তিনটি মাত্রা থাকে, যেমন হরে—এ—এ—এইরূপ। দূরগত ব্যক্তিকে আহ্বান-কালে ঐরূপে ডাকা হয়।

বহির্দৃষ্টিতে দেখিলে তাঁহার কোন ব্যবহারের তাৎপর্য্যই বোধগম্য হইত না। শ্রীল প্রভুপাদকে একদিন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিরস্কার করিবার লীলা অভিনয় করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ জোড়হস্তে বসিয়া নীরবে সব শুনিলেন। তারপর দণ্ডবৎ প্রণামান্তে উঠিয়া চলিয়া আসিতেছেন, এমন সময় বাবাজী মহারাজ, যদিও চোখে দেখিতে পান না, এরূপ লীলাভিনয় করিতেছেন, বলিলেন —"আপনি চলিয়া যাইতেছেন? আপনি রাগ করিয়াছেন বোধ হয়। রাগ করিবেন না,—আমার কথায় রাগ করিবেন না।" বলিতে বলিতে নিজের পদধূলি লইয়া স্বহস্তে শ্রীল প্রভুপাদের মস্তকে মাখাইয়া দিলেন।

• • • •

জগতের লোক শ্রীগৌড়ীয়মঠের যত নিন্দাই করুক, তাহার সহিত যুক্তিতে কখনও আঁটিয়া উঠিতে পারে না কেবলমাত্র এইজন্য যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করেন। ভক্তিসিদ্ধান্তে ফাঁকি বা গোঁজামিল নাই। এইজন্য সতর্ক থাকা দরকার, গোলমাল যেন কিছু না হয়।

বাবাজী মহারাজের চরিত্র বুঝিবার ভাগ্য লোকের কবে হইবে? তাঁহার অন্তর যে কতটা ভক্তিরসাপ্লুত, বৈরাগ্য-বিপ্রলম্ভ-প্রীতে বিভূষিত, তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাতেই উপলব্ধিযোগ্য। ধূপের সুরভি ধূপ যেরূপ কুণ্ডলী করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ তাঁহার সমগ্র হৃদয় মথিত করিয়া তাঁহার অনুপমনীয় বৈরাগ্যযুক্ত প্রেমভক্তি বা আশ্রয়-সমন্বিত-বিষয়বিগ্রহের সেবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা কিরূপ গভীরভাবে প্রকাশিত হইত!

• • •

[স্থান—ঐ; কাল—২১শে কার্ত্তিক, ১৩৪৪]

দলে দলে লোক উন্মত্তের মত গঙ্গাস্নান করিতে ছুটিয়াছে। মনে হয়, তাহারা যেন মরিয়া হইয়া চলিয়াছে। ধর্ম্মের জন্য, পুণ্যের জন্য এত উন্মত্ততা। সকাম বহির্জীবের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মার্থকামের জন্য তাহাদের উৎসাহের প্রাবল্য এত বেশী যে, শেষ পর্য্যন্ত তাহা প্রাণান্তকর হইয়া দাঁড়ায়। হরিভজনে ইহাদের ঠিক এই পরিমাণে শৈথিল্য বা অনাস্থা। একবার নিজের নিত্যমঙ্গলের কথা একটু ভাবিয়া দেখিবার অবসর ইহাদের নাই। ইহারা দুইপ্রকারে বঞ্চিত হইতেছে। প্রথমতঃ—যে পুণ্যের জন্য তাহাদের এত উন্মত্ততা, তাহা ক্ষণস্থায়ী। হয় এজন্মে না হয় পরজন্মে ইহজগতে বা পরজগতে—স্বর্গাদিতে কিছু সুখভোগ, পুণ্যের ফল। কিন্তু ঐ সুখভোগ একে ক্ষণস্থায়ী তাহার উপর অত্যন্ত তুচ্ছ ও হেয়। দ্বিতীয়তঃ তাহারা মনে করে, গঙ্গা তাহাদের পাপ দূর করিবার এবং পুণ্য সঞ্চয় করিবার যন্ত্রমাত্র। গঙ্গাকে পার্থিব তরলজাতীয় বস্তু, জল মনে করিয়া তাহাতে আবার পূজা-বুদ্ধি আরোপ করিতেছে। 'সলিলে তীর্থবুদ্ধি' গোখরত্বের পরিচয়। গঙ্গাকে ভক্ষ্যভোজ্য জল বলিয়া খুব দৃঢ় বিশ্বাস বা ধারণা আছে। ঐ জল অন্যান্য খানা-ডোবার জলের মতই, পবিত্রতা—আরোপিত বা কল্পিত মাত্র; তথাপি তাহাতে কিছু পুণ্যজনকত্ব থাকিতে পারে এই বিচারে পূজা-বুদ্ধির আরোপই গোখরত্বের পরিচয়। গঙ্গাকে সামান্য পুণ্যদায়িনী মনে করিলে উহাতে নঞরত্বের আরোপ করা হয়। গোখর—গরুর মধ্যে গাধা। গরুই বোকা, তাহার উপর আবার গরুর মধ্যে গাধা—বোকামির শেষ সীমা।

সাধুর নিকট শ্রবণ করিবার অবসর ইহাদের নাই। শ্রবণের স্পৃহা বা বিন্দুমাত্র কৌতূহলও ইহাদের হয় না। সাধুসঙ্গের জন্য এই উৎসাহের এক কণাও দেখা যায় না। ইহাদিগকে কর্ম্মকাণ্ডী বলে। কর্ম্মকাণ্ডীরা ফলভোগ-

কামনার কণ্ডের প্রলাপ করিয়া থাকে। এজন্য বহু কষ্টও স্বীকার করে। ত্যাগী বা জ্ঞানীদিগের কর্ম্মানুষ্ঠান নৈষ্কর্ম্ম্য-লাভের জন্য, তথাপি তাহাদেরও তীর্থবাস-স্নানাদির উপর অদ্ভুত আসক্তি দেখা যায়। হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় নিরঞ্জনী ও নির্ব্বাণীদের মধ্যে ভীষণ মারামারি আরম্ভ হইয়া গেল,—কে আগে স্নান করিবে। সিদ্ধিতে যে ফলভোগমূলক দৈত কর্ম্ম থাকিবে না, সে কর্ম্মের জন্য এত প্রয়াস কেন? নির্ব্বিশেষ মুক্তিতে বিপুটী-বিনাশে ভোক্তৃ-ভোগ্যের অস্তিত্ব থাকে না। তথাপি কর্ম্মফলে যাহা হরিবিমুখগণ ভোক্তৃ-বুদ্ধিতে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে।

শুনিলাম শ্রীমায়াপুরে খোলা জায়গায় আকাশের নীচে বহু লোক পড়িয়া আছে। পয়সা নাই, অথচ পুণ্য করিবার অদম্য স্পৃহা আছে। সহর নবদ্বীপে এখন বাড়ীর ভাড়া দশগুণ। সহরবাসী ব্যবসায়ীদের এই একটি সুবর্ণ-সুযোগ। তাহারা মনে করিতেছে,—"যাত্রীরা যখন গঙ্গার সহিত পুণ্যের জন্য ব্যবসাদারী করিতেছে, তখন আমরাও ইহাদের কর্ম্মের সাহায্য করিয়া ব্যবসার দ্বারা অর্থসংগ্রহ করিয়া লই না কেন! পুণ্যকামীরা গঙ্গাকে ফুল জল দিয়া তাহার নিকট হইতে in return পুণ্য বা ধর্ম্ম লাভ করিতেছে, আমরা ইহাদের অর্জ্জিত ধর্ম্মের সুযোগ লইয়া অর্থসংগ্রহ কেনই বা না করিব? ধর্ম্মের ফলই ত' অর্থ। উহাদের ধর্ম্মই প্রয়োজন, আমাদের প্রয়োজন অর্থ এবং উহাদের ধর্ম্ম আমাদের অর্থরূপ প্রয়োজন-লাভের উপায়। বণিকে বণিকে পাল্লা দেওয়া চলিতেছে। দুই জনেই মনে করিতেছে,—'আমি খুব জিতিলাম!' কিন্তু হার-জিতের খতিয়ান দেখে কে!

শুনিলাম মায়াপুরে গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় পাইবার জন্য উহারা রীতিমত জুলুম আরম্ভ করিয়াছে। উহারা বাণিয়া বুদ্ধিরই আদর করিতে জানে, উহা তাহাদের জন্ম-জন্মান্তরগত সংস্কার। যে-স্থানে বাণিয়া-বুত্তি বা ব্যবসায় নাই, সেখানে তুচ্ছবুদ্ধি করিয়া জুলুম করিবে। নবদ্বীপে যাত্রি-ব্যবসায়ীদের প্রতি ত' আর এত জুলুম চলে না! সেখানে তাহাদের রক্তচক্ষু দেখিয়াই সব ঠাণ্ডা হইয়া যাবে। এই সব পুণ্যার্থীদের ধারণা—যাহারা জুলুম করে, তাহারা নিশ্চয়ই পুণ্যাদি কিছু দিতে পারে। পয়সার জন্য—ভেট বা প্রণামীর জন্য যখন ইহারা এতটা জোর করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই এখানে কিছু আছে। সেখানে তাহারা পয়সা দিতে কুণ্ঠিত হয় না। যোগপীঠে ভেট-প্রথা নাই, অতএব সেখানে একেবারে কিছুই দিবে না। মনে করে, যখন ইহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু পয়সাই চাহিতেছে না, তখন ইহাদের কিছু নাই। ইহাদের কিছু দিতে নাই, দিলে পাপ হইবে। অদ্ভুত বুদ্ধিবিপর্য্যয়! অথবা অত্যাচার করিয়া ঠকাইবে, তাহা সহ্য হয়; কিন্তু উপকারীর প্রকৃত মঙ্গল-চেষ্টাকে বা প্রকৃত মঙ্গলনিলয় পবিত্রতম ভূমিকে জানিবার ইচ্ছা হয় না, বা জানিবার মত ধৈর্য্যও নাই। মঙ্গলকারীর প্রতি নৃশংসতাই ইহাদের ধর্ম্ম। ধর্ম্মের ফলরূপে ইহারা অর্থকেই জানে; সুতরাং যেখানে ধর্ম্মের বিনিময়ে অর্থের কথা নাই, সেখানে আস্থা স্থাপন করে না। নাম-ব্যবসায়ী ও ভেটগ্রহণকারীদের অত্যাচারকে তাহারা ন্যায্য বলিয়াই জানে। এস্থানে এই দুইপক্ষই অর্থকেই ধর্ম্মের ফল বলিয়া জানে এবং ঐ অর্থের ফল কাম—ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি। ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই অর্থাৎ ইহ-পরজগতে সুখভোগ-কামনাই আবার ধর্ম্মের প্রেরণা দেয়। এইপ্রকারে ধর্ম্মার্থ-কামের মধ্যেই জীব cyclic orderএ ঘুরিতেছে। যাঁহারা এই গতির মুখ ফিরাইয়া দিতে চান, তাঁহাদের প্রতি হয় বিদ্বেষ, না হয় প্রবল বিরাগ। তথাপি ইহাদের দ্বারা বঞ্চিত হতভাগ্যদের নিকটই হরিকথা বলিতে হইবে। তাহাদের মঙ্গলের জন্য গ্যালন গ্যালন রক্ত খরচ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

[স্থান—ঐ; কাল—২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৪৫]

প্রকৃতি-নির্ব্বাণ ও বিরজাতে লয় একই কথা। বিরজার জল চিন্ময় হইলেও দর্শনের ভেদে তাহা দুইপ্রকারে লক্ষিত হয়। আরোহ-পথে এ জগত হইতে নেতি নেতি বিচার করিতে করিতে অগ্রসর হইলে চিৎ ও জড়ের মধ্যবর্ত্তী তরলরূপে দেখা যায়। জড়বিলাস থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু চিদ্‌বিলাস নাই। বি-রজা, রজঃ বা জড়-জগতের ব্যাপার থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু চিৎ এর সন্ধান নাই। ঐ জগতের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে বিরজা:—বিষ্ণুপাদোদক, বিষ্ণুর অঙ্গের ঘর্ম্মজল।

বিরজাঃ স্নেহজল করিল সৃজন।
শেষ-সনে জলে করিল শয়ন।

বৌদ্ধ বা অন্যান্য বৈদান্তিক সম্প্রদায় জড়ে বা প্রকৃতিতে লয় বলিয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ উহাকেই বিরজাতে লয় বলেন। জড়দর্শনে বিরজাকে 'মায়া', 'প্রকৃতি' প্রভৃতি বলা হয়। বিরজা রুদ্রের সঙ্গিনী, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শিব বা ব্রহ্মের নাম বিরজ, তাঁহার সঙ্গিনী বিরজা।

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদো বিদুঃ॥

এখান হইতে দেখিতে গেলে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা, জড়ের বিলাস সেখানে থামিয়া গিয়াছে :—অব্যক্ত বা প্রকৃতি। বি-রজ অর্থাৎ রজঃ বিগত হইয়াছে যাহা হইতে। রজঃ—ত্রিগুণের normal অবস্থা। 'রজঃ' বলিলে তাহার মধ্যে সত্ত্ব ও তমোগুণও মিশ্রিত আছে, বুঝিতে হইবে। রজোগুণেই জড়বিলাস। রুদ্রে জড়বিলাস একেবারেই থামিয়া গিয়াছে, তথাপি দর্শন-ভেদে তাঁহাকে তমোগুণাবিষ্টিত মায়াসঙ্গী দর্শন হয়। সেইপ্রকার বিরজা চিন্ময় বারি হইলেও এই জগৎ হইতে দর্শন করিলে অব্যক্ত, প্রকৃতি বা ত্রিগুণ সাম্যাবস্থা-মাত্র দর্শন হয়। আধ্যক্ষিক দ্রষ্টা প্রকৃতিকেই 'কারণ' বলিয়া জানে, সেইজন্য কারণবারি বলে। এখানে বিরজা ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা এবং বিরজও গুণসংবৃত, এইজন্যই রুদ্র এখানে মায়াসঙ্গী। কিন্তু চিন্ময় দর্শনে পরাবর হইয়াও শিব মায়াসঙ্গী নহেন। বিষ্ণু-সম্বন্ধী দর্শনে বদ্ধজীবের কারণ-স্বরূপ বিষ্ণুর পরমস্থান বিরজা, বিষ্ণুর পাদোদক গঙ্গা। সেখানে চিদ্দর্শন বা পুণ্যদর্শন বা সুদর্শন; মায়া বা জড়দর্শন নাই। বিভিন্ন perspectiveএ বিরজার বিভিন্ন নাম হইয়াছে।

"তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।" এই সাম্য—ত্রিগুণ-সাম্যাবস্থা নহে বৈকুণ্ঠের—কুণ্ঠাহীন চিদ্রাজ্যের কথা, যেখানে রজঃ বা গুণের বিষমভাব একেবারেই নাই, বা পৌঁছাইতে পারে না, সেই রাজ্যের কথা। সাম্যার্থে সমভাবদর্শন। ১৮০ ডিগ্রী বা গোলকের নিরার্দ্ধ দর্শন হইলেই সমদর্শন হইতে পারে। straight angle বা ১৮০ ডিগ্রীতে কোণজ দর্শন নাই, সেই স্থানই 'সম' বা সাম্যের ভূমিকা।

কঠোপনিষৎ বলেন—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥

'মহতঃ' পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

'মহতঃ' মহৎ অর্থাৎ বদ্ধজীব হইতে অব্যক্ত বা প্রকৃতি এবং প্রকৃতি হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। এই পুরুষ পুরুষাবতার, পুরুষোত্তম নহেন। পুরুষাবতার তিনজন—কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী। "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।" উপনিষৎ এই পর্য্যন্ত বলিয়া চরমসীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। পুরুষের বিচারই চরম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা বলিয়া পুরুষোত্তমের ক্রমোর্দ্ধ বিলাস-বিচারকে ন্যায়াদির গোপন রাখিয়াছেন।

প্রকৃতিবাদীরা বিরজাকেই 'কারণ' বলে। দুর্গার অপর নাম 'অপরাজিতা'। তাঁহাকে কেহ পরাভব বা সীমার মধ্যে আনিতে বা Conquer করিতে পারে না। বিরজা unconquerable and unapproachable. মহাভারতে দুর্গার নাম প্রক্ষিপ্ত আছে। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দুর্গার স্তব পাঠ করিতে বলিলেন এবং অর্জ্জুন শরসন্ধানের পূর্ব্বে দুর্গার সহস্রনাম-স্তব পাঠ করিলেন ইত্যাদি বর্ণনা অভিসন্ধিমূলে মহাভারতে কে বা কাহারা ঢুকাইয়া দিয়াছে। মহাভারতে আরও একটি বর্ণনা প্রক্ষিপ্ত আছে,—জয়দ্রথবধের পূর্ব্বে অর্জ্জুনের পাশুপত-অস্ত্র-লাভ; স্বপ্নে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন শিবের নিকট গমন করিলেন ইত্যাদি। মহাভারতের উপক্রম-উপসংহারাদি ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্যলিঙ্গ-দ্বারা বিচার করিলে এইগুলি সমস্তই প্রক্ষিপ্ত মনে হইবে। বিরজা Infinite Liquid Absolute ও ব্রহ্ম বা রুদ্রকে Infinite Halo Absolute বলা যাইতে পারে। যেখানে finite, সেখানেই জড়ের বিলাস বা গুণের ক্রিয়া। Finiteকেই conquer করা যাইতে পারে।

দর্শনভেদে বিরজাকে বহু নামে অভিহিত করা হয়—বিরজা, প্রকৃতি, মায়া, অব্যক্ত, কারণার্ণব, একার্ণব, গঙ্গা প্রভৃতি। বিরজা বিষ্ণুপাদপদ্মের ঘর্ম্ম হইতে উদ্ভূত। বিরজাও বৈকুণ্ঠের বাহিরে অবস্থিত।

[স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
কাল—২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৪৫]

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন কেবল-ভক্ত গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্যস্থিতি লাভ করেন। যাঁহারা গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে কণামুগ ভজনে সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহারাই গোলোক-বৃন্দাবনে সেবাধিকার লাভ করেন। বৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করিতে হয়। প্রথম এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দশ স্তর। এই চতুর্দ্দশ স্তরের ঊর্দ্ধভাগস্থিত চারিটি স্তর সূক্ষ্ম এবং নিম্নস্থিত স্তরগুলি স্থূল। ব্রহ্মাণ্ডের সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক গুণময়ী প্রকৃতির অতীত বিরজা অবস্থিতা। সেই প্রকৃতির অতীত বিরজাতেও দুইটি স্তর আছে—ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠ। প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত ঐ দুইটি স্তরও অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত মাধুর্য্যমণ্ডল প্রাপ্ত হন।

এই ব্রহ্মাণ্ড দেবীধাম। ইহার মধ্যে চতুর্দ্দশ-সংখ্যক স্তর আছে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ এবং সত্য এই সাতটি লোককে বা ভুবনকে ঊর্দ্ধ-লোক বলে। তল, অতল, নিতল ইত্যাদি সাতটিকে অধর বা নিম্ন-লোক বলে। ঊর্দ্ধ সপ্তলোকের শেষ চারিটিই হরধাম-সোপান।

যাহারা অকর্ম্মী বা দুষ্কর্ম্মী, তাহারা নিম্নগতি প্রাপ্ত হয়। যাহারা সৎকর্ম্মী গৃহস্থ, ত্যাগী নহে, তাহাদের গতি ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বর্লোক পর্য্যন্ত। মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য-লোক স্ত্রীসঙ্গরহিত ত্যক্তগৃহবিলাসিদিগের প্রাপ্য স্থান। অন্য ষষ্ঠটি লোক ভুক্তোগী, দুষ্কর্ম্মী অথবা ভুক্তোগী, সুকর্ম্মীর প্রাপ্য। কিন্তু এই চারিটি লোক কর্ম্মত্যাগীদিগের প্রাপ্য।

দর্শকের চিত্তবৃত্তির বিভিন্নতা অনুসারে উমা-মহেশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দর্শন হয়। ভোগিসম্প্রদায় উমাকে কালী বা প্রকৃতি, জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের প্রসবিত্রী মহামায়ারূপে এবং রুদ্রকে প্রকৃতিলয়ী নিষ্ক্রিয় বা তমোগুণাক্রান্তরূপে দর্শন করে। শিবকে তাহাদের কেহ কেহ ভবানীভর্ত্তা বা প্রকৃতিভোক্তা বিচার করিয়া থাকে। ঐ বিচারকে বহুমান করিয়াই তাহারা শিবকে মহাকাল, কালীনাথ প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করে। ভোগীর দৃষ্টিতে শিব মায়াসঙ্গী।

জ্ঞানযুগ সাধনসিদ্ধ ভক্ত এই চতুর্দ্দশ ভুবন অতিক্রম করিয়া বিরজা অতিক্রম করেন। বিরজার দুইটি রূপ আছে—সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ। কর্ম্মী যাহারা, তাঁহাদের চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডেই গতাগতি। বিরজা জ্ঞানিগণের প্রাপ্য স্থান। জ্ঞানী দুই প্রকার—সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ। নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী বিরজাকে নির্ব্বিশেষই দেখে। নির্ব্বিশেষ জ্ঞানীর চক্ষে উমা-মহেশ্বর, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ ব্রহ্ম-বিরজা পরস্পর অভেদরূপে দৃষ্ট হন। নির্ব্বিশেষবাদী বিরজাকে ও ব্রহ্মকে নির্গুণ দেখে, মায়াসঙ্গী দেখে না। তাহার এক অদ্বৈত দর্শন।

সবিশেষ-জ্ঞানী বিরজাকে বিষ্ণুপাদোদ্ভব তমীয় বস্তু সুতরাং সবিশেষ বস্তুই জানেন। গঙ্গা বা বিরজা বিষ্ণুর পাদধৌত জল বা পরব্যোম বৈকুণ্ঠাবেষ্টনী পরিখা। সবিশেষজ্ঞানী জানেন—'বিষ্ণুপাদোদ্ভব, সুতরাং পূজ্যবস্তু', এইজন্য বিষ্ণুভক্ত শম্ভু, গঙ্গাকে সর্ব্বদা শিরে ধারণ করেন।

বিরজা ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা। তথায় গুণের কোন-প্রকার ক্রিয়া নাই। বিরজার জল স্থির—stagnant, তাহাতে বিলাসের তরঙ্গ বা প্রবাহ নাই।

হরধাম বা ব্রহ্মধাম—Infinite এবং দেবীধাম—finite. হরধাম দেবীধামের অন্তর্গত—এরূপ নহে। দেবীধামই হরধামের অন্তর্গত; কারণ, finite—infiniteএর মধ্যেই থাকে। দেবীধামের ঊর্দ্ধ চারিলোক হরধাম-সোপান অর্থাৎ দেবীধামের অন্তর্গত। আবার চতুর্দ্দশ লোকাত্মক দেবীধামের সমস্তটাই হরধাম বা ব্রহ্মধামের অন্তর্বর্ত্তী; কারণ Infiniteই finiteএর আধার।

[শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব, প্রয়োজন ৪৮ পৃষ্ঠা—"হে প্রেমাকৃষ্টকৃপাগণ ..উন্নত করুন" এই অংশের ব্যাখ্যা।]

পুরাণ

(১)

[পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-রাগতীর্থ]

সংজ্ঞা-নিরূপণ

"বেদার্থপূরণাৎ পুরাণম্।" যে শাস্ত্র বেদের অর্থ পরিপূরণ করে, তাহাকে পুরাণ বলে। 'পুরাণ'-শব্দের ব্যুৎপত্তি—পুরা—নী+ক (কর্ত্ত)। 'পুরা নীয়তে অনুবর্ণ্যতে অস্মিন্ ইতি পুরাণম্।' পুরাণ-শব্দে পূর্ব্বতন বা সনাতন বস্তুকেও লক্ষ্য করে। যে শাস্ত্র অতি পুরাকাল হইতে প্রচলিত, তাহাকেই পুরাণ বলে। বেদবিভাগের সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে যে-সকল শাস্ত্র স্বয়ং ভগবান্ ও তদ্ভক্তিবিশিষ্ট ঋষিগণকর্ত্তৃক প্রকাশিত, উঁহারা পুরাণ বলিয়া কথিত। পঞ্চলক্ষণাত্মক শাস্ত্রই 'পুরাণ' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। পুরাণ-শাস্ত্র কোন্ কোন্ বিষয়ের অবতারণা করিয়া থাকেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

পুরাণসংহিতাঃ পুণ্যাঃ কথা ধর্ম্মার্থ-সংশ্রিতাঃ।
ইতিবৃত্তং নরেন্দ্রাণামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্

(অনুক্রমণিকাপর্ব্ব ১।১৬)

পুরাণসংহিতায় ধর্ম্মার্থপ্রতিপাদক পুণ্য-কথা আছে। ইহাতে রাজগণ এবং মহাত্মা ঋষিগণের ইতিবৃত্ত কথিত হইয়াছে।

উক্ত শ্লোকের নৈলকণ্ঠি-টীকা—পুরাণেতি।

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্। ইতি

স্বল্পাক্ষরং পুরাণং পুরাপি নবং ধর্ম্মপ্রধানমুপদিশ্য বিদ্বদ্ভেঽপি প্রতিকল্পং তদ্ধর্ম্মাণাং সর্গাদীনাং সমাননামরূপত্বাৎ। 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দিতি শ্রুতেঃ। পুরাণসংহিতাঃ ধর্ম্মাশ্রিতাঃ কথা দানমোক্ষধর্ম্মাদ্যাঃ, অর্থাশ্রিতাঃ রাজবর্ম্মাদ্যাঃ। নরেন্দ্রাণাং নলরামাদীনামিতিবৃত্তমাচার-প্রকারম্, ঋষীণাং ভৃগ্বাদীনাং চাং পতিব্রতাদীনাম্।

অর্থাৎ পুরাণ ইত্যাদি। সর্গ—আদিসৃষ্টি, প্রতিসর্গ—সৃষ্টি-বিস্তার এবং প্রলয়, বংশ—দেব-মানববংশ, মন্বন্তর—মনুধিকার এবং বংশানুচরিত—নানা বংশীয় ব্যক্তিদিগের চরিত;—এই পঞ্চলক্ষণান্বিত শাস্ত্রই পুরাণ। উক্ত প্রতিবচনলক্ষণান্বিত পুরাণ প্রাচীন হইলেও নূতন; যেহেতু উহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্প হইতে পরবর্ত্তী কল্পে অধিকল ভাষা এবং বর্ণনাভঙ্গী না থাকিলেও প্রতিকল্পে উহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং সর্গপ্রভৃতির নাম এবং রূপ সমানই থাকে। অত্র শ্রুতি-প্রমাণ—প্রলয়েতে পুনঃসৃষ্টিকালে বিধাতা সূর্য্যচন্দ্রকে পূর্ব্বের ন্যায়ই সৃষ্টি করিলেন। পুরাণের সঙ্কলনকে পুরাণ সংহিতা বলা যায়। ইহাতে দানমোক্ষধর্ম্মাদিই ধর্ম্মাশ্রিতা কথা এবং রাজবর্ম্মাদি অর্থাশ্রিতা। নরেন্দ্রগণের ইতিবৃত্ত অর্থাৎ নল-রামপ্রভৃতির চরিত্র। ঋষিগণের অর্থাৎ ভৃগু-প্রভৃতির। 'চ' শব্দে পতিব্রতাদিদের।

পুরাণের দশটি লক্ষণও দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ উহাদিগকে মহাপুরাণের লক্ষণ বলেন,—

সর্গোঽস্যাথ বিসর্গশ্চ বৃত্তিরক্ষান্তরাণি চ।
বংশো বংশানুচরিতং সংস্থা হেতুরপাশ্রয়ঃ।
দশভির্লক্ষণৈর্যুক্তং পুরাণং তদ্বিদো বিদুঃ।
কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মন্ মহদল্পব্যবস্থয়া।

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১২।৭।৯-১০)

অর্থাৎ প্রাথমিক সৃষ্টি, মধ্যম বা অবান্তর সৃষ্টি, প্রাণি-গণের জীবনোপায় ও শ্রেষ্ঠবিভাগ, অবতারগণের দৈত্য-পীড়িত-লোকরক্ষণ, মনু ও দেবগণের অধিকার, ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিকালের রাজবংশবর্ণন, রাজবংশের ঐতিহ্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক লয়, সৃষ্টিকার্য্যে মায়াপ্রাধান্য এবং জীবের মায়াতিভাব্যতা ও মুক্তি—এই দশ লক্ষণ।

পুরাণশাস্ত্রের প্রামাণিকতা

"পুরাণং পুরাণম্।" "ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।" এই সকল শাস্ত্রবচন হইতে নিঃসংশয়িত-রূপে অবগত হওয়া যায় যে, পুরাণ বেদ হইতে অভিন্ন। বেদ ব্যতিরিক্ত শাস্ত্র অর্থাৎ অনেদদ্বারা কখনও বেদের পূরণ বা বেদার্থের বিস্তার হইতে পারে না। সীসদ্বারা কখনও অপূর্ণ স্বর্ণপাত্রের পূর্ণতা সম্পাদন করা যায় না

প্রশ্ন হইতে পারে যদি পুরাণ বেদ হইতে অভিন্ন হয়, তবে বেদ-প্রামাণ্যের আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, একার্থপ্রতিপাদক বেদ ও পুরাণ অপৌরুষেয়, তবে স্বরূপ ও ক্রমভেদবশতঃ উহাদের ভেদনির্দ্দেশ হইয়াছে। ঋক্ প্রভৃতি বেদের সমান ইতিহাস ও পুরাণ কোন পুরুষকৃত নয় বলিয়া মাধ্যন্দিন শ্রুতিই প্রকাশ করিয়াছেন; যথা—"এবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্।" অর্থাৎ ওহে শিষ্য! ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, আঙ্গিরস তথা ইতিহাস ও পুরাণ—এই সকল পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। স্কান্দ-প্রভাস খণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরম্।
সর্ব্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শনঃ।
(স্কান্দ, প্রভাসে ৩য় অংশে)

অন্যত্র—

ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে।
বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্।
(ব্রাহ্মপুরাণম্)

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে ব্রহ্মার বিভিন্ন মুখ হইতে চতুর্ব্বেদ প্রকটিত হইল। পঞ্চম বেদ ইতিহাস এবং পুরাণসমূহও তাঁহার মুখ হইতেই নির্গত হইল বলিয়া কথিত হইয়াছে। অপিচ, পরবর্ত্তী শ্লোকে দৃষ্ট হইতেছে যে, মহামুনি বেদব্যাস সুতগোস্বামীকে চতুর্ব্বেদের সহিত পঞ্চম বেদ ইতিহাস-পুরাণও অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। অতএব পুরাণ যদি বেদ না হইবে, তবে উহা পঞ্চম বেদ বলিয়া উক্ত হইত না।

ভবিষ্যপুরাণে—"ঋাকৃকং পঞ্চমং বেদং মহাভারতং স্মৃতম্।" অর্থাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসরচিত মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলিয়া জানিবে।

সামবেদীয় কৌথুমী শাখার ছান্দোগ্যোপনিষদে—

"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্।" অর্থ এই যে—"হে ভগবন্! ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই বেদচতুষ্টয় তথা বেদ-সকলের মধ্যে পঞ্চমবেদ ইতিহাস ও পুরাণ আমি অধ্যয়ন করিয়াছি।"

নারদীয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ।
পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্ যোনিমবাপ্নুয়াৎ।
সুধাম্ভোঽপি—সুধাম্ভোঽপি ন গতিং কবিষ্যতি।

স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে—

বেদবিস্তরকং মত্বা পুরাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মামযং প্রহরিষ্যতি।
ইতিহাসপুরাণৈস্তু নিশ্চলোঽয়ং কৃতঃ পুরা।
যদ্ ধ্রুবং হি বেদেষু তদ্ধ্রুবং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
উভয়োর্যদ্ ধ্রুবং হি তৎ পুরাণৈঃ প্রগীয়তে।
যো বেদ চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজাঃ।
পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স স্যাদ্বিচক্ষণঃ।

উপর্য্যুল্লিখিত শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে দৃঢ়রূপে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বিঘোষিত হইতেছে যে, পুরাণকে অবহেলা করিলে বেদার্থ কখনও লব্ধ হয় না। বেদসকল নিঃসংশয়িতভাবে পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত আছে। বেদজ্ঞ হইয়াও যিনি পুরাণজ্ঞ না হন, তিনি বেদার্থবোধশূন্য বৈদিকন্মন্যমাত্র। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা যাহার বৈদিকসিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত না হয়, সেই প্রকার অল্পজ্ঞ ব্যক্তিকে বেদমাতা ভয় করেন। কারণ, নিজমতি পুত্রের পক্ষে পূজনীয়া মাতাকেও প্রহার করা অসম্ভব নয়। যে বিষয় শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয় নাই, তাহা স্মৃতিতে বর্ণিত আছে; বেদাধ্যয়নে যে মন্ত্রের অর্থ প্রতীত হয় না, স্মৃতিবাক্যে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। শ্রুতি এবং স্মৃতিতেও যাহা স্পষ্টভাবে কীর্ত্তিত হয় নাই, তাহা পুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং যে ব্রাহ্মণ বেদ ও উপনিষৎ পড়িয়াও পুরাণ জানেন না, তিনি অবিচক্ষণ। মহীরুহের মূলই প্রধান আশ্রয়স্থল ও অঙ্গ, কিন্তু উহার শাখা-প্রশাখা, এমন কি কাণ্ড পর্য্যন্ত কর্ত্তিত হইলে কোন কোন স্থলে মূল সতেজ থাকিলেও সেই বৃক্ষের শোভা ও সামর্থ্য কখনই পূর্ব্বের ন্যায় হয় না। পরন্তু অনেক স্থলে বৃক্ষের অস্তিত্বই থাকে না। সেইরূপ নিজকে বৈদিক ও বেদান্তিক মনে করিয়া বেদবিস্তার বা বেদ-পরিশিষ্ট শাস্ত্রকে অবান্তর জ্ঞানে অবহেলা করিলে বস্তুতঃ বেদবৃক্ষকেই সৌন্দর্য্যহীন ও নিষ্তেজই করা হয়।

পুরাণশাস্ত্র যে বৈদিক যুগের বহুপূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল

এবং অনাদি অধিতীয় পুরাণশাস্ত্র যে কল্পে কল্পে প্রকটিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে, উহারও যথেষ্ট নিদর্শন আছে। অথর্ব্ববেদ, শতপথব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক-ছান্দোগ্যোপনিষৎ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সুপ্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে পুরাণপ্রসঙ্গ আছে। ছান্দোগ্যমতে ইতিহাস ও পুরাণ, বেদসমূহের মধ্যে পঞ্চমবেদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। বেদ যেরূপ অপৌরুষেয় ও সর্ব্বজনাদৃত পুরাণও তদ্রূপ তত্তুল্যাধিকার ও লক্ষণান্বিত বলিয়াই পঞ্চম বেদ নামে অভিহিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছে। শাঙ্কর-ভাষ্যানুসারে বেদের ন্যায় পুরাণেরও ভগবন্নিঃশ্বসিতত্ব সিদ্ধ হয়। বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর লিখিয়াছেন—'পুরাণমসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ' ইতি। সৃষ্টি-প্রক্রিয়া-ঘটিত বিবরণের নাম 'পুরাণ' বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রাচীনতম পুরাণাদিতে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যতীত অপর বিষয়ও বর্ণিত ছিল, তাহা মহাভারত ও রামায়ণাদি হইতে জানা যায়। "মহাপুরাণসংভারাঃ প্রভারঃ প্রবহা প্রতিঃ।"—(মহাভারতম্ আদিঃ ১ম অধ্যায়ঃ)

মহাভারত রচিত হইবার বহু পূর্ব্বেও বিভিন্নলক্ষণাক্রান্ত পুরাণ প্রচলিত ছিল। বেদ ও পুরাণ উভয়ই অপৌরুষেয়। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বপ্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন—"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে।" ভগবান্ আদি-কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকট করিয়াছিলেন। ইতিহাস ও পুরাণের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরাশরবাক্য—

কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্।
কোহন্যো হি ভুবি মৈত্রেয় মহাভারতকৃদ্ ভবেৎ।

শক্ত্যাবেশাবতার ব্যাসদেবের হৃদয়ে ভগবান্ বেদসহ পুরাণেরও প্রাকট্য-বিধান করিয়াছিলেন। পরন্তু বেদ যেমন আর্য্য-ঋষিগণের হৃদাকাশে সমুদিত হইয়াছিল, পুরাণও সেইরূপ অনায়াসেই ভগবৎকৃপালব্ধ ঋষিগণের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্মৃতিশাস্ত্র মনুসংহিতা প্রভৃতিতে বহু পুরাণের অস্তিত্বও শ্রুত হয়।

পুরাণের আদি-প্রাকট্যানুসন্ধান

বিকল্পাত্মারি তাত্ত্বরবিরণাবলম্বনই যেরূপ তত্ত্বতত্ত্ব-নির্ণয়ের সুনিশ্চিতোপায়, নিয়ন্ত্রপ্রবাহাবলম্বনই যেরূপ তত্ত্বৎপরিবর্ত্তনাবিবরণ-পথ এবং শতবচনালাবলম্বনই যেরূপ তত্ত্বনিরূপণোপায়, তদ্রূপ আম্নায়বাণীই আম্নায়ের প্রমাণ এবং পুরাণবাক্যই পুরাণের প্রমাণ। অতএব পুরাণের মূলানুসন্ধান বিষয়ে আমরা পুরাণবাক্যকেই অবলম্বন করিলাম। শিবপুরাণীয় রেবামাহাত্ম্যে—

পুরাণমেকমেবাসীদস্মিন্ কল্পান্তরে মুনে।
ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্।
দৃষ্ট্বা জগাদ চ মুনীন্ প্রতি দেবশ্চতুর্মুখঃ।
প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণাদ্ভবতস্ততঃ।
কালেনাগ্রহণং দৃষ্ট্বা পুরাণস্য ততো মুনে।
ব্যাসরূপং বিধুঃ কৃত্বা সংহরেৎ স যুগে যুগে।
চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা।
তদষ্টাদশধা কৃত্বা ভূলোকেঽস্মিন্ প্রভাষতে।
অদ্যাপি দেবলোকে তদ্ধ্বত্বকোটিপ্রবিস্তরম্।
তদর্দ্ধোঽত্র চতুর্লক্ষ-সংক্ষেপেণ নিবেশিতঃ।
পুরাণানি দশাষ্টৌ চ সাম্প্রতং তদিহোচ্যতে।

(রেবামাহাত্ম্যে ১।২৩-৩০)

মৎস্যপুরাণে (৫৩।৪-৭)—

পুরাণমেকমেবাসীৎ তদা কল্পান্তরেঽনঘ।
ত্রিবর্গসাধনং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্।
নিষ্কৃষ্যেষু চ লোকেষু ব্যাজিরূপেণ বৈ ময়া।
অঙ্গানি চতুরো বেদাঃ পুরাণং স্থান-বিস্তরম্।
মীমাংসা ন্যায়শাস্ত্রঞ্চ পরিগৃহ্য ময়া কৃতম্।
মৎস্যরূপেণ চ পুনঃ কল্পাদাবুদকার্ণবে।

বিষ্ণুপুরাণে—

প্রথমতো ব্যাসশিষ্যোঽহমস্য সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ।

নারদীয় পুরাণে—

স এতদখিলং বেত্তি ব্যাসশিষ্যো যতো মুনিঃ।
পুরাণসংহিতাবক্তা শান্তো বৈ লোমহর্ষণিঃ।

এই সকল শাস্ত্রবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ত্তমান কল্পারম্ভে লোকপিতামহ ব্রহ্মা পূর্ব্ব কল্পের কথা স্মরণ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্র প্রকাশিত করেন। তৎকালাবধি পুরাণের উদ্ভব হইয়াছে। কালপ্রভাবে পুরাণের কথা লুপ্ত হইতে চলিলে ভগবান্ ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রত্যেক দ্বাপর-যুগে চতুর্লক্ষশ্লোকাত্মক অষ্টাদশ পুরাণ

বিস্তার করেন। দেবলোকে এখনও শতকোটি-শ্লোকাত্মক পুরাণ পূজিত হইতেছেন। মহামুনি বেদব্যাস প্রথমে পুরাণসংহিতানামক এক বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ শিষ্য শ্রীলোমহর্ষণি শ্রীসূতগোস্বামী উহা তাঁহাকটে অধ্যয়ন ও কণ্ঠস্থ করেন। এই সূতগোস্বামীর ছয় জন শিষ্য ছিল। তাঁহাদের নাম, যথা—সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রযু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি প্রত্যেকে মূল পুরাণসংহিতাবলম্বনে তত্তদ্রূপে প্রসিদ্ধ তিন খানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। পুরাণ-সংহিতা, শাংশপায়ন-সংহিতা, অকৃতব্রণ সংহিতা, ও সাবর্ণি-সংহিতা—এই চারিখানি সংহিতাবলম্বনে পরবর্ত্তী সময়ে বিভিন্ন পুরাণ রচিত হইয়াছে। অতএব মূল পুরাণ-সংহিতাই সূতগোস্বামীর পরবর্ত্তী শিষ্যগণ কর্ত্তৃক অষ্টাদশ-ভাগে বিভক্ত ও সঙ্কলিত হইয়া অষ্টাদশপুরাণাখ্যা লাভ করে। গুরুদেবতাত্ম শিষ্য-প্রশিষ্য কতিপয় প্রত্যেক পুরাণ নিজ নিজ নামে সঙ্কলন করিবার পরিবর্ত্তে পূর্ব্বগুরু ভগবদবতার শ্রীব্যাসদেবের নামে বৃহৎ পুরাণ সঙ্কলন করেন। এজন্য অধিকাংশ পুরাণই পঞ্চলক্ষণাত্মক। একটি মাত্র মূল হইতে সংগৃহীত বলিয়া অধিকাংশ স্থলেই পুরাণসমূহের আখ্যায়িকা ও ঐতিহ্যের সৌসাদৃশ্য আছে। কোন পুরাণে কোন কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, আর কোন পুরাণে উহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কোন পুরাণে কোন ঘটনা বাদ পড়িয়াছে; আর, কোন পুরাণে কোন ঘটনা অধিক সংযোজিত হইয়াছে। আবার, প্রত্যেক পুরাণে এমন কয়েকটি শ্লোক আছে, যাহারা একজাতীয় ও একার্থক।

নারদীয় পুরাণে—

যুগে যুগেঽষ্টকান্ বর্ষান্নিরীক্ষ্য মধুসূদনঃ।
বেদব্যাসস্বরূপেণ বেদভাগং করোতি বৈ॥

পূর্ব্বকালে শত-কোটিশ্লোকাত্মক একমাত্র পুরাণ বিদ্যমান ছিল। উহাতে চতুর্ব্বর্গের কথা অবগত হওয়া যাইত। পরে এই পুরাণ হইতেই সমুদয় শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। বিষ্ণু যখন দেখিলেন যে, কলাহ্রাসবশে নানা শাস্ত্রের উৎপত্তি হওয়াতে কেহ আর পুরাণ অধ্যয়ন করেন না, তখন তিনি বেদব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া চতুর্লক্ষ শ্লোকে পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করিলেন। এই মহাপুরাণসংহিতাই পরবর্ত্তী সময়ে অষ্টাদশ-পুরাণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহর্ষি ব্যাসই বিষ্ণু, পদ্ম ও ব্রহ্ম-পুরাণের রচয়িতা বলিয়াই প্রসিদ্ধ। আর তদ্ভিন্নাত্মশিষ্যগণ অন্যান্য পুরাণের রচয়িতা বলিয়া প্রতীতি হয়।

প্রাচীন-প্রসঙ্গ ও আলোচনা

বৈশাখ মাসের (১৩৪৮) 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায় "চৈতন্যযুগের ইতিহাস-সম্বন্ধে নূতন তথ্য"-শীর্ষক একটি প্রবন্ধে প্রাচীন উৎকল সাহিত্য হইতে কতিপয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন লেখক 'নিরপেক্ষ' বলিয়া আপনাকে প্রদর্শন করিয়াছেন। লেখক ঈশ্বর-দাসের রচিত 'চৈতন্যভাগবত' নামক একখানি উৎকল গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচনা (উক্ত চৈতন্যভাগবতের) সমাপ্তি হয়, কারণ, গ্রন্থকারের পরেও চৈতন্যদেবের তিরোভাব-প্রসঙ্গে লোকদিগের মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল। গ্রন্থে শ্রীনিত্যানন্দ ও রায়রামানন্দের তিরোভাবেরও উল্লেখ আছে। ঈশ্বরদাসের ভাগবতের সহিত বৃন্দাবনদাসের বইএর কোন সম্পর্ক নাই।"

লেখক শ্রীঅচ্যুতানন্দদাস-লিখিত 'ভক্তি-জ্ঞান-ব্রহ্মযোগ' 'শূন্যসংহিতা' দিবাকরদাসের লিখিত 'জগন্নাথ (দাস) চরিতামৃত' ও 'নিত্যগুপ্তমণি' (সংস্কৃত) নামক পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যশোবন্তদাসের শিষ্য সুদর্শনদাস-লিখিত "যশোবন্ত-দাসঙ্ক চৌরাশী আজ্ঞা," অনন্তদাসের-লিখিত "রাস", বলরামদাসের লিখিত "বেদান্তসারগুপ্তগীতা," অচ্যুতানন্দের শিষ্যদের রচিত

'গুরুভক্তিগীতা' এই কয়টি পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক উৎকল-সাহিত্যে উৎকলকবি গোবিন্দদেবের রচিত 'গৌরচন্দ্রোদয়' মহাকাব্যের ন্যায় সংসিদ্ধান্ত ও শুদ্ধভক্তির বিচার দৃষ্ট হয় না। বলিতে কি, 'প্রবাসী'র প্রবন্ধলেখক মহাশয় ঐসকল গ্রন্থের যেসকল সংক্ষিপ্তসার উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল সাহিত্যে অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা, অভিসন্ধি আধ্যক্ষিকতা, শুষ্কভক্তি ও ভক্তের প্রতি নানাপ্রকার অপরাধের গন্ধই পাওয়া যায়। তবে এই সকল অভিসন্ধির পরাক্ষের মধ্য দিয়াও সমসাময়িক যুগের কতকগুলি ইতিহাস ব্যতিরেকভাবে লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

'শূন্যসংহিতা' পুস্তকের নাম ও সিদ্ধান্ত উভয়ই উহাকে বৌদ্ধ বা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ-মতবাদের পুস্তক বলিয়াই প্রমাণ করে। অচ্যুতানন্দ-দাসের শূন্যসংহিতা ও ঈশ্বরদাসের 'চৈতন্যভাগবতে'র বিচারে শ্রীচৈতন্যদেব বুদ্ধের অবতার—

"চৈতন্যপূর্ব্ব বৈষ্ণব ধর্ম্মমতে মহাপ্রভু 'বুদ্ধ-অবতার'-রূপে কল্পিত হইয়াছিলেন [শূ: সং: ১০, ১১, ঈ: ভা: ৩, ৪৬, ৫৩, ৬৬]। বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধ বা আদিবুদ্ধ জগন্নাথ-বিগ্রহরূপে নীলাচলে আবির্ভূত হইলেন [ব্রহ্মগ্রন্থ গীতা—জগন্নাথদাস, বেউলতোলা—কৃষ্ণদাস, শূ: সং: ২৭ ২৯]। তিনি দুষ্টদের বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিলেন। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা আগাছার মত আবার দেখা দিল। কাজেই বারংবার বুদ্ধ-অবতারের প্রয়োজন হইতে লাগিল। গৌতম-বুদ্ধ জগন্নাথ-বুদ্ধের শাখা অবতার। জগন্নাথের তুলনায় তিনি সে-দিনের মানুষ। তিনি কিছুকাল বাঁচিয়া মহাপ্রয়াণ করিলেন। সুতরাং পরে চৈতন্যরূপে পুনরায় বুদ্ধ-অবতারের আবির্ভাব হইল [শূ: সং: ১০০]। 'তিনি ভব-বিনাশি-ভবজ্ঞান বুঝাই' জগন্নাথ-বিগ্রহমধ্যে লীন হইলেন [শূ: সং: ১]।

চৈতন্যদেব ভাবাবেশে জগন্নাথ-বিগ্রহ-সমীপে অপ্রকট হওয়ায় তিনি বুদ্ধাবতার ছিলেন—লোকের মনে এ ধারণা জন্মিল।

ঈশ্বরদাসের ভাগবতে, 'বউদ্ধাবতারে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র স্বর্গারোহণে সর্ব্বশুচিনাম পঞ্চম অধ্যায়', শূন্যসংহিতা প্রথম অধ্যায় ও জগন্নাথ-চরিতামৃত সপ্তম অধ্যায় অবলম্বনে মহাপ্রভু ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথ-বিগ্রহে লীন হইলেন।"—প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৬, ২৯-২১ পৃ:।

"প্রবাসী"র প্রবন্ধ-লেখক শূন্যপুরাণের ও 'জগন্নাথ (দাস) চরিতে'র আরও কতিপয় উক্তি উদ্ধার করিয়া লিখিতেছেন,—

"জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস (মহাপাত্র), অচ্যুতানন্দ দাস (খুটিয়া), যশোবন্ত দাস (মল্লিক) ও অনন্তদাস (মহান্তি) মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন ও তাঁহার সহিত কীর্ত্তনে যোগ দিতেন [শূ: সং: ১ম অধ্যায়]। তাঁহারা 'পঞ্চসখা' নামে অভিহিত হইতেন। উড়িষ্যার চৈতন্য-পূর্ব্ব বৈষ্ণব যুগের তাঁহারা নেতা ছিলেন। চৈতন্যদেবকে তাঁহারা জগন্নাথের সচল-বিগ্রহ ও শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া ভক্তি করিতেন। মহাপ্রভুও সকলের সহিত তাঁহাদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেন [শূ: সং: ১]। 'রাস' পুঁথিতে প্রভু পঞ্চসখাদের জ্ঞান ও ভক্তির প্রশংসা করিয়াছেন। জগন্নাথ দাসের গভীর ধর্ম্মজ্ঞান ও অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া প্রভু তাঁহাকে 'অতিবড়' উপাধি দিয়াছিলেন [রাস ও চৈ: চ: ৩]।"—প্রবাসী, ২৩ পৃ:

"অতিবড়" জগন্নাথ দাস উড়িয়া ভাষায় ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। • • আঠার বৎসর বয়সে প্রভুর সহিত প্রথম তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি জগন্নাথ-মন্দির-প্রাঙ্গণে ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন এই সময় মহাপ্রভু সেখানে উপস্থিত হইলেন ও ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন [চৈ: চ: ২৪]। তাহার পর ছয় বৎসরকাল তিনি নিরন্তর প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর আদেশে জগন্নাথ দাস প্রতাপরুদ্রের মহিষী গৌড়ী পট্টমহাদেবীকে দীক্ষা দিয়াছিলেন [নিত্যানন্দবংশ, ২০]। এত কাল খুটিয়া জগন্নাথ দাসের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন [চৈ: চ: ১]।"—প্রবাসী, ঐ, ২৪ পৃ:

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ১৫।১৯ ও ২৯ অধ্যায়) আমরা 'কানাই খুঁটিয়ার' নাম দেখিতে পাই। "প্রবাসী"র প্রবন্ধলেখক অনুমান করেন যে, অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের মহিষিয়া সম্ভবতঃ উক্ত কানাই খুঁটিয়া হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত কানাই খুঁটিয়া নন্দোৎসবের দিনে মহাপ্রভুর সহিত নন্দের বেশ ধারণ করিয়া ও জগন্নাথ

মাহাতি গ্রন্থেশ্বরীর বেশ ধারণ করিয়া মহাপ্রভুর প্রীতি বিধান করিয়াছিলেন। অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসের কোন কথাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বা গোস্বামিগ্রন্থে প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লিখিত নাই।

"প্রবাসী"র প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন যে, "গৌড়ীয় লেখকদের মধ্যে কেবল অকিঞ্চন দাস ও দেবকী-নন্দন তাঁহাদের 'বৈষ্ণব-বন্দনায়' জগন্নাথ ও বলরাম দাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এতগুলি উড়িয়া গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের ভক্তমণ্ডলে পঞ্চসখার যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাকে মিথ্যা কি করিয়া বলিব?"

"প্রবাসী"র প্রবন্ধ-লেখক যে দেবকী-নন্দনের বৈষ্ণব-বন্দনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে স্থানে স্থানে অতিরঞ্জিত ব্যক্তিগণের অনেক প্রক্ষিপ্ত কথাও থাকিতে পারে, ইহাতে অসম্ভব কি? ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম দাসের নামে লিখিত অনেকগুলি বৈষ্ণব-বন্দনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহাতে সময় সময় তত্ত্ববিরুদ্ধ ও ইতিহাসবিরুদ্ধ উক্তি পাওয়া যায়। এজন্য কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ না হইলে কোন্‌টী পারমার্থিকগণের প্রকৃত রচনা, কোনটীই বা স্থান ভ্রান্ত সাধারণ সাহিত্যিক, পণ্ডিত বা জগতের বার্ত্তিক ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন না। হয় ত' অনেকগুলি অতিবাড়ী-সাহিত্য-লেখকের পুঁথি প্রবন্ধ-লেখকের হস্তে আসিয়া পড়িয়াছে; সেই একই জাতীয় বা সমধর্ম্ম কতকগুলি লেখকের সাহিত্য দেখিয়াই কি সত্য ও ইতিহাস নির্ণীত হইবে?

প্রবন্ধ-লেখকের যুক্তি দেখিয়া নিরপেক্ষ পাঠকগণের হৃদয়ে সন্দেহ ও আশঙ্কার উদয় হইতে পারে। প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, "কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী কাঠকাটা জগন্নাথ, মহাপ্রভু জগন্নাথ, আচার্য্য জগন্নাথ, জগন্নাথ কর—প্রভৃতি বহু জগন্নাথের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অগৌড়ীয় বৈষ্ণব 'অতিবড়' জগন্নাথ-সম্বন্ধে তিনি নীরব। সেইরূপ পরমা বৈষ্ণবী মাধবী দাসীর নাম কোন উড়িয়া অগৌড়ীয় বৈষ্ণব-গ্রন্থে খুঁজিয়া পাই না।"

মাধবী দাসী বলিতে প্রবন্ধকার কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, জানি না। তবে শিখী-মাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর কথা উৎকলদেশীয় শুদ্ধভক্তগণ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যের ১০শ সর্গ, ৩৯—১০২ সংখ্যাতে মাধবী দেবী ও শিখী মাহিতি প্রভৃতির আখ্যান আছে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কোনপ্রকার প্রাদেশিকতার ধার ধারেন না। যদি তাহাই হইতেন, তবে তাঁহারা উৎকলের রায় রামানন্দ, শিখী মাহিতি ও মাধবী দেবীকে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত ও রাধিকার গণ বলিয়া উল্লেখ করিতেন না, আর শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণও গৌড়দেশের মধ্যেই প্রেমপ্রচারণ-লীলা আবদ্ধ রাখিবার পক্ষপাতী হইতেন, উৎকলে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ লীলা ও ভজন প্রকাশ করিতেন না। মহাপ্রভুর ভক্তগণের বিচার এইরূপ সংকীর্ণ ও স্থূল নহে।

"প্রবাসী"র প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার কথিত উৎকল-সাহিত্যের বিবরণ হইতে দেখাইয়াছেন যে, "চৈতন্যদেবের সকল উড়িয়া ভক্তই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ছিলেন না। দিবাকর দাস এ-কথাও লিখিয়াছেন যে, দুই দল ভক্তের মধ্যে মতবিরোধ প্রবল ছিল ও জগন্নাথকে মহাপ্রভু 'অতিবড়' উপাধি দেওয়ায় ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া অনেক গৌড়ীয় বৈষ্ণব পুরী ছাড়িয়া চলিয়া যান। [চঃ চঃ ৩]। এই বিবরণ অতিরঞ্জিত হইলেও ইহাতে সত্যের আভাস আছে বলিয়া মনে হয়।"

উৎকল-সাহিত্যের ঐ বিচার, যুক্তি ও ইতিহাস কোনটীই সমর্থন করে না। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বিচারের ও সিদ্ধান্তের প্রতিকূল আচরণ করিয়াও শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত থাকা যায়,—এরূপ উক্তি হাস্যাস্পদ। তবে, এইরূপ বিচার সমন্বয়বাদী অর্থাৎ "গোলে-হরিবোল দেওয়া" ভক্ত-ব্রুব-সমাজে সমাদৃত দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভু জগন্নাথদাসকে 'অতিবড়' উপাধি দেওয়ায় মহাপ্রভুর ভক্তগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া পুরী পরিত্যাগ করিতে পারেন না। মহাপ্রভু যে-কার্য্য করিতেন তৎপ্রতি তাঁহার ভক্তগণের অনাদর থাকিলে সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী তাঁহাদিগকে 'ভক্ত' বলিয়া বর্ণন করিবার পরিবর্ত্তে মহাপ্রভুর বিরোধী বলিয়াই বর্ণন করিতেন। তবে, এই সকল ইতিহাসের মধ্যে ইহা সত্য যে, অতিবাড়ী—জগন্নাথদাসের অনুগ-সম্প্রদায়ের বিচার শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তগণ আদর করেন নাই।

"প্রবাসী"র প্রবন্ধলেখক লিখিয়াছেন,—"চৈতন্যদেব যে মায়া-সম্প্রদায়-ভুক্ত এবং তাঁহার সহ-সাময়িক ও ভক্ত অচ্যুতানন্দ-চরিত 'ভ্রমবিদ্যা-তত্ত্বজ্ঞান' হইতে জানা যায়।"

উৎকলদেশীয় প্রচ্ছন্ন অতিবাড়ী-সম্প্রদায়ের যে সকল ব্যক্তি মহাপ্রভু মাধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই, এরূপ কল্পনা করেন, "প্রবাসী"র প্রবন্ধ-লেখকের উদ্ধৃত ঐ উক্তি তাহাদের সেই মতবাদ নিরাস করিতেছে। কেবল যে গৌড়দেশীয় কবিকর্ণপুর বা উৎকল-দেশীয় পরবর্ত্তী আচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবকে মধ্বসম্প্রদায় স্বীকারের লীলা প্রদর্শনকারী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা নহে; "প্রবাসী"র প্রবন্ধলেখকের মতে শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক উৎকল-দেশীয় সাহিত্যিকগণও সেই বিচারই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি *

অতিবাড়ী—উৎকলদেশীয় জগন্নাথ দাস প্রচারিত জ্ঞানমার্গাবলম্বী।

অনাত্মবাদ—জড়বাদ, কর্ম্মকাণ্ড। Gross Ritualism.

অনুস্যূত—অনুপ্রবিষ্ট, গ্রথিত। Interwoven.

অপরাদৃষ্ট—অলিপ্ত। Free.

অবান্তর—মধ্যবর্ত্তী, আনুষঙ্গিক। Collateral.

অবিদ্বৎপ্রতীতি—অবিদ্যা বা জড় কুণ্ঠিত জ্ঞান দ্বারা যে প্রতীতি। Gross idea.

অসূয়া—হিংসা, অবজ্ঞা। Hate.

অস্তেয়—চৌর্য্যত্যাগ। Moral acquisition.

আকস্মিকী—যাহার কারণ লক্ষিত হয় না। Accidental, Inexplitable.

আহ্নিক—দৈনিক কর্ত্তব্যকর্ম্ম। Everyday-duty.

ইজ্যা—পূজা। Worship.

ইষ্টাপূর্ত্ত—কূপ-তড়াগাদি-দানরূপ পুণ্যকর্ম্ম। Virtuous act.

ঈশিতা—ঐশ্বরিক শক্তি। Power of God.

উচ্ছিত্তি—নাশ। Annihilation.

উপরতি—বিরক্তি। Dislike of inferior pleasure.

কর্ত্তাভজা—আউলেচাঁদ-প্রবর্ত্তিত গুপ্ত ধর্ম্মবিশেষ। (এই মত কাঁচড়াপাড়ার নিকট ঘোষ-পাড়ায় চলিত)।

ক্রমোন্নতি—নিয়মক্রমে যাহা উন্নত হয়। Improvement according to laws.

কেবলীভূত—অমিশ্র। Unmixed, pure.

গৌণ—দূরসম্বন্ধ। Indirect or distant.

চাতুর্ম্মাস্য—শয়ন একাদশী হইতে উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত চারিমাস।

জড়বাদ—যে মতে জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি। Materialism.

ঝুণ্ডপা—তুণ।

তত্ত্ব—বস্তুস্বরূপ। Essential truth.

তাদাত্ম্যবোধ—তৎস্বরূপ-বুদ্ধি। Identification.

ত্রিসবন—প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সন্ধ্যাকাল।

নাস্তিক্যবাদ—যে মতে চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর নাই। Atheism.

নির্ব্বিশেষবাদ—যে মতে চরমে বিশেষের সত্তা মানে না। That doctrine which denies Personality of the Deity.

পায়গম্বর—মুসলমানদের আচার্য্য। Mahammad.

পারতম্য—সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠতা। Transcendental Superiority.

পুলিন্দ—বন্যজাতি-বিশেষ।

প্রণিধান—মনন। Contemplation, Denotion.

প্রত্যবায়—পাপ। Sin.

প্রাক্তন—পূর্ব্বতন। Relating to a former stage.

প্রাপঞ্চিক—মায়াকুণ্ঠিত। Gross.

ভাক্ত—মিথ্যা, কপট।

* শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের (শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০০, শ্রীরামপুর; কলিকাতা বৈষ্ণব ফিলজিটারীর নিমিত্ত বৈষ্ণবসভা হইতে প্রকাশিত, চন্দ্রোদয় যন্ত্রালয়ে সভাধর কর্ম্মকার দ্বারা মুদ্রিত, ১ম সংস্করণ) পরিশিষ্টে এই সকল উদ্ধৃত শব্দের তাৎপর্য্য ও ইংরাজী অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন।

মুখা—সাক্ষাৎ।

বর্ত্ম—মার্গ, পথা।

বহুঈশ্বরবাদ—অনেক ঈশ্বর যে মতে স্বীকার, Polytheism.

বিশুদ্ধপ্রতীতি—বিদ্যা বা শুদ্ধ জ্ঞানশক্তিদ্বারা প্রতীতি। Pure impression.

বিরুদ্ধমান—পরস্পর বিরুদ্ধ। Conflicting.

বিষম সাময়িক—অনির্দ্দিষ্ট সময়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়। Irregular.

সন্দেহবাদ—যে মতে অন্য বাদ নিরসন করিয়াও নিজে কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারে না। Scepticism.

সন্ধিনী—স্বরূপ-শক্তির সেই প্রভাব, যদ্দ্বারা জ্ঞান ও সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়।

সোপাধিক—উপাধি-সহিত। lower principle.

স্বভাববাদ—যে মতে প্রকৃতিকে সৃষ্টিকর্ত্রী বলে। Atheism tracing everything to law of nature and denying God.

প্রচার-প্রসঙ্গ

চট্টগ্রামে—উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী কবিরাজ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাসভবনে গত ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধ ১৫ অধ্যায় হইতে দৈত্যবালকগণের প্রতি মহাত্মা প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পাটনায়—গত ২রা এপ্রিল পাটনা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ পশুপালপঙ্কজদৃক্ দাসাধিকারী ভক্তিপ্রহ্ন পাটনা কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক রায়সাহেব বহুবীর প্রসাদ এম্-এ, বি-টি মহোদয়ের নিকট বিশেষ তথাকথিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত ব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদানের দত্ত ও অসমোর্দ্ধ দানের কথা প্রায় ১। ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন।

বঙ্গে—বঙ্গে সেকেণ্ড পাণ্ডীঘাটা নিবাসী শেঠ বীরজলাল মহকিসণ ঝিরা মহোদয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিতগণ গত ১০ই এপ্রিল সোমবার রাত্রি ৮। ঘটিকায় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। পরে শ্রীপাদ পণ্ডিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও শুদ্ধরূপে তাহার ব্যাখ্যা করেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে—গত ১৩ই এপ্রিল কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ অধিবক্ত ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত, অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্তত্ত্বের [illegible] কীর্ত্তন করেন।

শ্রীএকায়ন মঠে—শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ১৪ই এপ্রিল শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে হংসক্ষেত্র শ্রীএকায়নমঠে গমন করিয়া তথায় হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজ মাজিদার পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহে ভুবনমঙ্গল হরিনাম প্রচার করিয়া সকলের মঙ্গল বিধান করিতেছেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা—গত ১৪ই বৈশাখ, ২৮শে এপ্রিল রবিবার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের ভবনসহনে সন্ধ্যাকালে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু 'কাম' সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ গভীর গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রসঙ্গক্রমে বক্তৃমহোদয় বলেন,—কৃষ্ণকাম বা কৃষ্ণপ্রেমই জীবাত্মার সহজ ধর্ম্ম। উহাকে উচ্ছেদ করা আর নির্ব্বিশেষবাদী হওয়া একই কথা। আবার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের অনুকরণকারিগণ লম্পট ও ক্লৈব হইয়া পড়ে; তাহাও জীবের পক্ষে নিরয়-প্রাপক। বল্লাজন্মী শ্রীসীতারামের সেবক হইলেও তাঁহাদের ধার্ম্মতাধর্ম্মের অনুকরণ করেন নাই। তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। মদনমোহনের সেবার দ্বারা প্রাকৃত মদন দূর হয়। ভুবনমোহন-মনোমোহিনীর দাসানুদাসের আনুগত্য ব্যতীত জীবের মঙ্গল নাই। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও বহু শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন-পদ কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

বর্ত্তমানে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে অনুক্ষণ পাঠ, বক্তৃতা, ইষ্ট-গোষ্ঠী ও হরিকথা কীর্ত্তনাদিতে সমুখরিত আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্রত্রাণপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীনবদ্বীপীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

এতামাস্থায় বিষয়ং যথার্থমুপযুক্ততঃ।
নির্ব্বন্ধঃ সুসম্বন্ধস্য মুক্তে র্বিদ্যুপযুক্ততা।
আসক্তিরস্য সম্বন্ধাদ্ভক্তি
র্বিদ্যেয়ুষ সঙ্গতি র্যদা।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণস্য অনুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।
অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
—শ্রীরূপগোস্বামী তাঁর অমৃত
'বিদগ্ধ' মাধব ভাষায় ছড়ায়ে ৫

১৭শ খণ্ড	শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২২শে বৈশাখ,	৬ষ্ট	৩৯শ সংখ্যা

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি *

(১)

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

যেকাল হইতে মানবজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, সেইকাল হইতেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধীয় বিচার উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে এই বিষয় দুইটির আলোচনা হইয়া থাকে। যত প্রকার লিখিত শাস্ত্র স্বদেশে ও বিদেশে দৃষ্ট হয়, সে সমুদয়ই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সমালোচনায় পরিপূর্ণ। আর্য্যজাতির বৈদিক শাস্ত্র, মুসলমানদিগের কোরাণ, খ্রীষ্টিয়ানদিগের বাইবেল ও বৌদ্ধসমাজের বেদ-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান সমুদয়ই ইহার প্রমাণ। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-

* শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত সজ্জনতোষণীর প্রথম বর্ষের ১৪৭ হইতে ১৫০ পৃষ্ঠায় এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত সজ্জনতোষণীর যে 'সমাবেদন' লিখিয়াছেন, তাহাতে কোন সন বা তারিখের উল্লেখ নাই; কেবল মাত্র 'সমাবেদন'টি ঠাকুরের 'বারাসত' অবস্থান-কালে লিখিত হইয়াছিল এইমাত্র জানা যায়। শ্রীল ঠাকুর উক্ত সংখ্যার 'সমাবেদনে' লিখিয়াছেন,—"সজ্জনতোষণী বৈশাখ হইতে সাত মাসের জন্য চৌদ্দ ফর্ম্মা প্রকাশিত হইয়াছে। এই নম্বরে দশ ফর্ম্মা প্রকাশিত হইল। বৎসরের বাকীর পরিশোধ হইল।" শ্রীল ঠাকুরের আত্মচরিতে শ্রীল ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"সজ্জনতোষণী পত্রিকা প্রথমে ১২৮৮ সালের বৈশাখ মাসে ত্রৈমাসিক বাহির হয়। একটী নূতন যন্ত্র আনিয়া তাহার অধিকারিগণ আমার নিকট কর্ম্ম প্রার্থনা করায় আমি প্রথম সংখ্যা সজ্জনতোষণী তথায় ছাপাইলাম, পরে স্থান-পরিবর্ত্তন হওয়ায় আমরা নিয়মিতরূপে ঐ পত্রিকা বাহির করি নাই। বারাসতে অবস্থিতিকালে শ্রীউপেন্দ্র গোস্বামীর 'নিত্যরূপ' ইংরাজীতে আলোচনা করি।"

বিষয়ে যে মানব জাতির একটি প্রধান তত্ত্ব, তাহা পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের আলোচনার দৃষ্টান্তে প্রতীয়মান হয়। যখন সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে কোন একটি বিষয়ের আলোচনা ও সম্যক্ বিচার হয়, তখন ঐ বিষয়টি যে সত্যমূলক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়া কিছুদিন পরে কোন ব্যক্তিই সমাগত হয় নাই, অতএব জীবের দেহ-বিয়োগের দ্বারা যে অস্তিত্বের অভাব হয় না, এই প্রকার বিশ্বাসের প্রমাণ কি? এই বিশ্বাসের সার্ব্বজনীনতাই ইহার একমাত্র প্রমাণ বলিতে হইবে। উত্তর-মেরুস্থ কোন পুরুষ এবিষয়ে দক্ষিণ মেরুস্থ পুরুষের সহিত বিবাদ করেন না, বরং আত্মার অমরত্ব সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে স্বীকৃত। যদিও অনেকানেক দুর্ভাগা ব্যক্তি কুতর্ক-সহকারে এবং অপরালোচনার দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ আত্মার অমরতা বিশ্বাসকে নিরস্ত করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে, তথাপি তাহাদের সংখ্যা এত অল্প যে, তাহাদের দ্বারা জগতের সাধারণ বিশ্বাসের ব্যাঘাত হইতে পারে না। আর্য্য-প্রদেশে চার্ব্বাক-প্রভৃতি এবং অপরাপর দেশে লাভেনেয়াসাদি অনেক অনিত্যবাদী পাষণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি আত্মার অমরতার প্রতি যে স্বাভাবিক বিশ্বাস আছে, তাহার উচ্ছেদ হয় নাই।

পরমেশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ও জীবের আনন্দে নিশ্চিন্ততা প্রভৃতি যে-সমস্ত সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ বিষয় আছে, তন্মধ্যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বিষয়ক তত্ত্বও প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছে। বহুকাল হইতে এই বিষয়ের বিচার লিপিবদ্ধ হইয়া পুরুষানুক্রমে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। অখিল বেদও দুইভাগে বিভক্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড প্রকাশ করিতেছে। এই সমুদয় বিষয় নিম্নে আলোচিত হইবে। সম্প্রতি এই বিষয়ের আলোচনা যে বিশেষরূপে প্রয়োজনীয় হইয়াছে, তাহা লিখিত হইবে।

এখন সহস্র বৎসর বিগত হয় নাই, আর্য্যবিরোধিগণ আমাদের আর্য্যভূমিকে হস্তগত করিয়াছিল। তাহাদিগের ভাষা, স্বভাব, চরিত্র ও ধর্ম্ম এদেশের পক্ষে অতিশয় বিরুদ্ধ হওয়ায় আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ মহোদয়গণের অধিকতর ক্লেশ হয়। তাহারা স্বভাবতঃ ও ধর্ম্মতঃ নিষ্ঠুর থাকা প্রযুক্ত এদেশের সমুদয় বিষয়ের হ্রাস হইতে লাগিল। যে-দেশে কবি-গুরু বাল্মীকি ও জ্ঞানিপ্রবর বেদব্যাস জন্মিয়া সংস্কৃত ভাষায় নানাবিধ ছন্দে কত কত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া মনুষ্যগণের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন, যে-দেশে হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ধার্ম্মিক নৃপতিগণ প্রজার সুখ-বৃদ্ধির জন্য আপনাপন শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গ ক্ষয় করিয়া বার্দ্ধক্যের সহিত আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, যে-দেশে সাবিত্রী, অরুন্ধতী, বৃন্দা প্রভৃতি মহিলাগণ সতীত্বালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া ঐতিহাসিক যুগাকাশের নক্ষত্ররূপে বেদীপ্যমানা হইয়াছিলেন, সেই ভুবনবিজয়ী ভারতভূমি • • • খড়্গধারী ব্যক্তিদিগের হস্তে যে কতই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেন, তাহা আমরা প্রকাশ করিতে পারি না। বেদশাস্ত্র লুপ্ত হইল, জ্ঞান গুপ্ত হইল এবং আর্য্য-চৈতন্য একবারে শীতকালের সর্পের ন্যায় হতপ্রায় রহিল। ব্রাহ্মণদিগের তর্কনখর সুদীর্ঘ পুস্তকের অন্তর্ভাগে স্থান গ্রহণ করিয়া তটস্থভাবে রহিল। ক্ষত্রীয়কুলের শৌর্য্য ও বীর্য্য কেবল শয়নাগারে যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইল। অপরাপর জাতিসকল স্বীয় ধর্ম্মের আশ্রয়ের দ্বারা ভরণ-পোষণ করিতে অক্ষম হইয়া বেদ-বিধি ভঙ্গ করিতে লাগিল। যদিও এই প্রকার আপৎকালে অনেকের পক্ষে নিবৃত্তি-ধর্ম্মই অবলম্বনীয় হয়, তথাপি কর্ম্মফলানুসারে আর্য্য-বংশীয় পুরুষেরা বেদ-ধর্ম্মের অতিক্রমণ করত অনেক-প্রকার স্বকপোলকল্পিত উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া তদনুযায়ী কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ইংলণ্ডীয় পুরুষদিগের এদেশে আগমন হওয়ায় আমরা অনেক সুখ পাইতেছি। কিন্তু কোন ঘটনাই অমিশ্র সুখ দিতে সক্ষম হয় না। ইংরাজদিগের ভারত-বর্ষাধিকার হওয়ায় যেমত আমাদের অধিক সুখ হইয়াছে, তদ্রূপই আমাদের কোন কোন বিষয়ে অমঙ্গলও হইয়াছে। ইংরাজেরা এ প্রদেশে স্বীয় ভাষার দ্বারা অনেকপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপদেশ প্রদান করত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। আমাদের নব্য-সম্প্রদায় তাঁহাদের ভাষাজ্ঞান অর্জ্জনকরত ও তাঁহাদের প্রকাশিত ধূমজ্ঞান, তড়িদ্বার্ত্তাবহ প্রভৃতি যন্ত্রসকল দর্শন করত একেবারে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাদিগকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিতেছেন। ইহাতে অনেক ভয়ঙ্কর দোষের উৎপত্তি হইতেছে। আর্য্য-ভাষা ও তদন্তর্গত বিশাল ও নির্ম্মল জ্ঞান ও বিজ্ঞান সকল লুপ্তপ্রায় হইতেছে। এ বিষয়ের

প্রমাণ অতি সহজই হইতে পারে। কোন একটী কৃতবিদ্য ইংরাজী বিদ্যার অধ্যাপককে পরমপূজনীয় সর্ব্ববেদসার সাক্ষাৎ সামবেদরূপী শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে হাস্য করিয়া উহাকে পুরাতন পুস্তক করিয়া কোটরস্থ করিতে উপদেশ দিবে। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের আধ্যাত্মিক পরমরমণীয় অপ্রাকৃত বৃত্তান্ত-সকলের সারতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া লাম্পট্যোদ্রেকী অসার পুস্তকের মধ্যে উহাকে পরিগণিত করে। আহা! কতদূর মূর্খতা! এ সকল বালকেরা এক্ষণে বৃদ্ধি হইয়া অনেক দল-বল সংস্থান করত কয়েকটী উপধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছে। সে যাহা হউক ইংলণ্ডীয় প্রাকৃত বিজ্ঞান-সকলই যে মানব-জাতির প্রকৃত উদ্দেশ্য, এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া ঐ সকল অপক্ক ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত তত্ত্বকে স্বপ্নবৎ জ্ঞান বলিয়া স্থির করে। ইহাতে ইংরাজদিগের দোষ কি?

এই সমস্ত ঐতিহাসিক ভাবের উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের পাঠকবর্গেরা এই বিষয় অবগত হউন, যে ইংরাজ-সংসর্গে আর্য্যাবর্ত্তীয় ব্যক্তিগণ নিবৃত্তি-তত্ত্বকে অগ্রাহ্য বোধ করিয়াছেন, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুইটীর মধ্যে সারমার্গ প্রবৃত্তি, এইরূপ তাঁহারা স্থির করেন, নিবৃত্তি-মার্গকে পূর্ব্বকালের ভ্রম বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। যেপ্রকার লক্ষ হয় তদ্রূপই জীবের বিচার, সিদ্ধান্ত ও স্বভাব হইয়া উঠে, ইহা ভূরি ভূরি শাস্ত্রে কথিত আছে। ইংরাজেরা সম্প্রতি ইন্দ্রিয় ও মনোবলের প্রাচুর্য্যে প্রবৃত্তি-মার্গকে ভগবদ্ধামের একমাত্র পথ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সম্প্রতি-শব্দ ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাদের অবতার বা ধর্ম্মগুরু খ্রীষ্ট স্বীয় প্রকাশিত ধর্ম্মে উভয় অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-মার্গ স্বীকার করত তন্মধ্যে নিবৃত্তির উৎকৃষ্টতা স্থাপনা করিয়াছেন।

একব্যক্তি যিশুকে জিজ্ঞাসা করিল, হে গুরো! অনন্তায়ু পাইবার জন্য আমার কি কর্ত্তব্য? যিশু কহিলেন, যদি সাংসারিক ধর্ম্মসকল প্রতিপালন করিয়াও এপ্রকার প্রশ্ন কর, তবে শুন, তোমার যে সম্পত্তি আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর এবং আমার অনুগামী হও। সে ব্যক্তি এই পরামর্শে কৃতকার্য্য হইতে না পারায় যিশু তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিলেন, দেখ বিষয়িলোকদিগের বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি অত্যন্ত দুর্ঘটনীয়। পুনরায় কহিলেন, যে মনুষ্য আমার পথানুগামী হইবার জন্য গৃহ, ভ্রাতা, ভগ্নী পিতা, মাতা, কি ভার্য্যা, কি শিশুবালকদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে তাহাদের অধিক লভ্য হইবে এবং তাহারা অনন্ত আয়ুর অধিকারী হইবে।

যিশুর এই প্রকার অনেক উপদেশ আছে। যিশু যে একজন বৈরাগী পুরুষ ছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সম্প্রতি যে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম শিক্ষিত হয়, তাহা খ্রীষ্টের উপদেশের সহিত ঐক্য হয় না, নতুবা খ্রীষ্টিয়ান জাতিসকল ভার্য্যা-লাভের জন্য প্রাণবধ ইত্যাদি স্বীকার করিত না। যুদ্ধ করা একপ্রকার পশু-বৃত্তি বলিতে হইবে, অতএব বৈরাগ্যধর্ম্ম-বিরোধী, ইহাতে আর সংশয় নাই।

হে ভাগবতমহোদয়গণ! খ্রীষ্টের এই উপদেশে কি নিবৃত্তি-মার্গ উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইল না? ইংরাজ মহাশয়েরা খ্রীষ্ট হইতে কি স্বতন্ত্র হইলেন না। কেবল যে প্রবৃত্তি মার্গ শ্রেষ্ঠ, এরূপ সকল ইংরাজগণ কহেন না সত্য, কিন্তু যাঁহারা নিবৃত্তি-বিদ্বেষী, তাঁহারা লূথর নামক কোন ধর্ম্মসংস্কর্ত্তার শিষ্য। লূথরের সময় হইতে, তাহারা প্রবৃত্তি-মার্গই উপাসনার একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক প্রটেষ্টাণ্ট অর্থাৎ লূথরের শিষ্যসমূহ সন্ন্যাসাবলম্বী পুরুষদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া বলেন। কিন্তু রুশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রদেশে লূথরের মত বিশেষরূপে গ্রাহ্য না হওয়ায় তথাকার পাদ্রীগণ কখন কখন আমাদের বৈরাগী ও মোহান্তদিগের ন্যায় স্ত্রীসংসর্গে বিরত হইয়া নিঃসঙ্গ-ভাবে উপাসনা করেন। ঐ মতকে কেথলিক অর্থাৎ খ্রীষ্টের যথার্থ মত কহা যায়। লূথর খ্রীষ্ট-বাক্য-সকলের লক্ষণা দ্বারা স্বতঃসার্থ করত নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশে যেরূপ শ্রীশঙ্করাচার্য্য পরিব্রাজক বেদান্ত-সূত্র ও উপনিষৎ সকলের গৌণার্থের দ্বারা মায়াবাদরূপ অসচ্ছাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, ইংলণ্ডে লূথরও তদ্বৎ বাইবেল-শাস্ত্রের গৌণার্থ করিয়া নিবৃত্তি-মার্গকে ভ্রমমার্গ করিয়া প্রবৃত্তি-মার্গকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সংস্থাপন করিয়াছেন। আমাদের নবীন ইংরাজী বিদ্যার্থিগণ পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ ভূমিকা দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া এই প্রবৃত্তি-মার্গকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন। সন্ন্যাসী ও বৈরাগিসকলকে দেখিলে তাঁহাদের এই বলিয়া দুঃখ হয় যে, আহা! এপ্রকার ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ সংসারের উন্নতির পক্ষে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। ইহারা যদি

বিবাহাদি কার্য্য
কুলেরই অনেক দূরের সম্বন্ধ হইত।

এই প্রকার তাঁহারা বিচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে ভুল, এমত আমরা বর্ণনা করি না, বরং তাঁহাদের মধ্যে অনেক সুবিজ্ঞ ও বিজ্ঞানবিৎ মহাপুরুষ আছেন। কিন্তু একমাত্রমাত্রেই মানব ভ্রমশূন্য হইতে পারে না; অতএব তাঁহাদেরও যে ভ্রম থাকিবে, ইহাতে সন্দেহ কি? প্রবৃত্তি-মার্গের পক্ষপাতী বস্তুতঃ অনেক পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব এই বিষয় বিচার করিতে হইলে শ্রীশ্রীভাগবতোক্ত চারিটি প্রমাণের অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

"তত্ত্বসমন্বিতমনুমানং চতুষ্টয়ম্।" অখিল শাস্ত্র, প্রত্যক্ষ, ইতিহাস ও যুক্তি এই চারিটি প্রমাণ অবলম্বন করিলে বিচার নিষ্ফল হইবে। আমরা বিচার-কালে কোন মতের পণ্ডিতের ভীত বা ত্রাস্ত হইব না। আমরা যথাযথ রূপে বিচার করিব। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদিগকে এইরূপ বলিয়াছেন।

স্বাধীনে কর দৃঢ় হও ঈশ্বরের দাস।
তাহাতে হারিতে কভু নারে বুদ্ধিমান্।

নিষ্কপট যুক্তি, শাস্ত্র, ঐতিহ্য ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা যাহা সিদ্ধীকৃত হইবে, তাহা আমাদের নিতান্ত পূজ্য। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিতমণ্ডলে বহিও এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ বিন্যাস করিবেন, তথাপি তাহাতে আমরা বিচলিত হইব না। ইহাও পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন বলিয়াই যে প্রবৃত্তি-মার্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে, এমত বলা যাইতে পারে না, যেহেতু ইহাতেও ভ্রম। আমাদের নব্য মহোদয়েরা যে প্রায় সাধারণের বর্দ্ধিত হইয়া আর্য্য-প্রকাশিত নিবৃত্তি-পথকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, এটিও তাঁহাদের বহু ভ্রমের মধ্যে একটি প্রধান ভ্রম। এক্ষণে মূল বিষয়ের বিচার করা যাউক।

পূর্ব্বের ভ্রমকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার সাধুবাক্য গ্রহণ করাই যে আমাদের বাঞ্ছনীয় ও আচরণীয় ইহার উদাহরণস্থলে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ অনাদরণীয় হইলেও তাঁহার লিখিত নিম্ন-প্রকাশিত বাক্যটি গৃহীত হইল। তিনি শ্রীগীতাভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, যথা:—
'দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধর্ম্মঃ প্রবৃত্তি-লক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ।'

ধর্ম্ম বাস্তবিক দুই প্রকার—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রবৃত্তি-ধর্ম্মের ফল ভুক্তি এবং নিবৃত্তি-ধর্ম্মের ফল মুক্তি। প্রবৃত্তি-ধর্ম্মাবলম্বন করিলে সংসারে অধিকতর উন্নতি হয়, যথা দুর্গোৎসব, অশ্বমেধ, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার দ্বারা প্রতিষ্ঠা ও বহুজনের অনুগ্রহের পাত্র হওয়া যায়। প্রবৃত্তি-মার্গে সংসারের অনেক উন্নতি হয়। পণ্ডিত-সকল প্রবৃত্তি-মার্গাবলম্বন পূর্ব্বক বহুগ্রন্থ-রচনা, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া ও কৃতত্বকে নানাভাগে বিভক্ত করত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তরল পদার্থের গুণ-সকল আবেষণ করত তদ্দ্বারা মানবের যে কিছু ফল হইতে পারে, তাহা স্থির করেন। তড়িত্তত্ত্বের বৃত্তির আবিষ্কার করিয়া বার্ত্তাবহাদি শিল্পের ভিত্তি পত্তন করেন। ধূমতত্ত্বের দ্বারা জলযান, ব্যোমযান ও স্থলযানসকলের অনুভব করিতে থাকেন। বৃক্ষাদির গুণসকল অনুসন্ধান করত অপূর্ব্ব ঔষধি-বিস্তার নির্ণয় করেন। সাংসারিক বিষয়েও তাঁহারা বহুতর কার্য্য করেন। সংসার-সম্বন্ধীয় নানাবিধ সভ্যতার নিয়ম স্থাপনা করেন। রাজা-প্রজার সম্বন্ধ, অর্থের দ্বারা জীবনোপায় ও অন্যান্য লাভ-স্থির, ঋণ-গ্রহণ ও দান-বিচারের দ্বারা অভাবের পূরণ, গৃহ, গ্রাম, নগর ও বিপণি-স্থাপন-দ্বারা ব্যবহারিক অভাবের সঙ্কলন ইত্যাদি বিধি-সকল নিয়মিত হয়। বিবাহাদি সংস্কার-কার্য্যের দ্বারা প্রজা-বৃদ্ধি এবং ন্যায়পূর্ব্বক স্ত্রীসম্ভোগের দ্বারা দেহ ও বল রক্ষা করিয়া থাকেন। শিল্পকারেরা প্রবৃত্তি-পরবশ হইয়া কত কত অলঙ্কার, বস্ত্র, কাষ্ঠাসন, আলোকাধার অপর দ্রব্যাধার এবং খাট, গৃহ, পালঙ্ক প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া প্রবৃত্তিশালী পুরুষদিগের সুখ বৃদ্ধি করেন। এই সমস্ত দ্রব্যের প্রতি ও বিশেষতঃ গৃহ-পরিবারাদি এবং যশের প্রতি প্রবৃত্ত পুরুষদিগের এতদূর প্রেম জন্মায় যে, তাহারা অন্যান্য আক্রমণকারী পুরুষদিগের সহিত যুদ্ধের দ্বারা রক্ত-পাতাদি করিয়া থাকে। এই সকল ন্যায়ানুগত প্রবৃত্তি: কিন্তু এতদতিরিক্ত অন্যায় প্রবৃত্তিও অনেক আছে। ইন্দ্রিয়পরবশ প্রবৃত্ত পুরুষেরা স্ত্রীলোকে অন্যায় আসক্তি ও পান-ভোজনাদিতে গাঢ় প্রেম ইত্যাদি ক্রিয়ার দ্বারা জীবন-যাপন করে। প্রবৃত্ত পুরুষেরা কেবল দৃষ্ট জগতেই আবদ্ধ থাকে, এমত নহে; তাহারা ইন্দ্রপুরী প্রভৃতি নানাবিধ পারলৌকিক জগতেরও আশা করিয়া তত্তদাত্মা দেবতাগণের উপাসনা

করে। অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করত তাহারা ইন্দ্রপুরীতে অপ্সরাদির সহিত ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করত সুখী হইতে বাঞ্ছা করে। বস্তুতঃ প্রবৃত্তিশালী পুরুষদিগের আশার সমাপ্তি নাই। ত্রিদেবত্ব, স্বর্গের রাজা, ব্রহ্মপদ, শিবত্ব প্রভৃতি অনেক পদের বাঞ্ছা করে। এই সমস্ত বিষয়ের অনেক উদাহরণ শাস্ত্রে এবং প্রত্যক্ষ-বিধে, প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু আমরা তাহার মধ্যে এখানে কিছুই সংগ্রহ করি নাই, যেহেতু মহাশয়েরা সে-সমুদয় অবগত আছেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

প্রবৃত্তি-পথে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এবং তৎপথাবলম্বী পুরুষদিগের যে-সকল প্রত্যক্ষ ফল হয়, তাহাতে কাহার' সন্দেহ নাই। মনুষ্যজাতি বিচার-শক্তিতে বিভূষিত, অতএব তাহাদের নিকট প্রবৃত্তি-পথের ফল প্রকাশ হইবে, ইহাতে কথা কি? পশুগণের বুদ্ধি আবদ্ধ থাকিলেও তাহারাও প্রবৃত্তির ফল অবগত আছে। 'বিবর' নামক পশুর গৃহ-নির্মাণ ও বাবুই পক্ষীর বাসা-নির্মাণ কেবল প্রবৃত্তির ফল মাত্র।

প্রবৃত্তি-পথে মানবজাতির অনেক সুখ আছে, ইহাতেই বা সন্দেহ কি? • • অর্দ্ধতারী বালক-বালিকাগণকে ক্রোড়ে গ্রহণ, পুত্রাদ্যাদির রস আস্বাদন, রমণীগণের নৃত্যাস্বাদে পদ-চালন এবং দুগ্ধফেন-প্রায় শয্যায় শয়ন ও ঘুম্বনাদিতে দূরদেশ ভ্রমণ যে অতিশয় আনন্দকর, তাহাতে সংশয় কি? জীবের প্রতি কৃপা করিয়া পরমেশ্বর যে এই জগজ্জন পাবনিবাসটীকে সুসজ্জিত করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই বিশ্বাস হয়, কেন না, বিহঙ্গের গঠনের সহিত উদ্ভিদ পদার্থের যে কোমল সম্বন্ধ ও কর্ণবিবরের সহিত গীতবাদ্যাদির যে প্রিয় অয়ন ও চক্ষের সহিত দৃশ্য পদার্থ আলোকাদির যে সৌহৃদ্য, তাহা অচিন্ত্য-শক্তি পরমেশ্বরের ক্রিয়াশক্তির ফল, ইহা যে না স্বীকার করিবে?

সংসারে যতপ্রকার সুখ আছে, সে-সকলই 'প্রবৃত্তি-সুখ'। প্রবৃত্তি-সুখের বশবর্ত্তী পুরুষেরা দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত হন। এই প্রবৃত্তি-সুখ যদি না থাকিত, তবে মনুষ্যের সাংসারিক অবস্থায় অনেক দুর্দ্দশা ঘটিত। কোথা বা নগর, কোথা বা রেলরোড, কোথা বা নৌকা, কোথা বা বিপণি ও কোথা বা মন্দিরাদি কি দৃষ্ট হইত? মানবজাতি পশুবৎ বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে বিনষ্ট হইয়া যাইত। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য পৃথিবীতেই লুপ্তভাবে নিহিত থাকিত।

এই প্রবৃত্তি-সুখ ব্যতীত জীবের পক্ষে আর একটি সুখ আছে। গম্ভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিবৃত্তিরূপ সুখের অধিষ্ঠান উপলব্ধি করা যায়। নিবৃত্তি-সুখ কাহাকে বলি, ইহার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। জীব কে, ইহা প্রথমে বিচার্য্য। এই মনুষ্য-দেহে অস্থি, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, অস্থি প্রভৃতি সাতটি পদার্থ গোচর হয়। ইহাতে জীবের কি সম্বন্ধ? অস্থি, অস্থি প্রভৃতি পদার্থ প্রাকৃত অর্থাৎ লৌকিক; কিন্তু জীব এতদতিরিক্ত পদার্থ, ইহাতে অনেক শাস্ত্রের প্রমাণ আছে। দেহ বিয়োগ হইলে ঐ সমস্ত অস্থি, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি পদার্থ দেহেতে অবস্থিতি করে: কিন্তু কাহার অভাবে যে সমুদয় শূন্য বোধ হয়, ইহা বিচার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। চক্ষু শীতল হইয়া পুত্তলিকার চক্ষুর ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, হস্ত-পদাদি স্পন্দহীন হইয়া থাকে, বন্ধুবান্ধবগণ হা-হুতাশ করত রোদন করিতে থাকে কিন্তু বিযুক্ত দেহ আর কাহাকেও উত্তর দেয় না! আহা! এ বিষয়টি কতই গম্ভীর!! যে দেহ আপনার বেশবিন্যাস করত কত কত রমণীগণের মন হরণ করিতেছিল, যে চক্ষু অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরমাণু দ্রব্যতারা ও অরুন্ধতীর দূরতা নির্ণয় করিতেছিল, যে কর্ণ নানাবিধ মধুর স্বর-সম্বলিত সিন্ধুবাবুর টপ্পা শ্রবণ করিয়া মোহিত হইতেছিল, যে হস্ত পরমেশ্বর খড়্গ, চর্ম্ম, বন্দুকাদি ধারণ করিয়া স্বদেশ-রক্ষা এবং শত্রুদলন করিতেছিল, যে পদ কতক দিবস হইল কাশীক্ষেত্র ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিল, সে সমুদয় অদ্য কুক্কুর ও শৃগালাদির মহোৎসবের উপকরণ হইয়াছে। এই সমুদয় বিচার পূর্ব্বক কোন্ মহাত্মন না আত্মচিন্তায় ব্যস্ত হন? পাষণ্ডগণেরাও অল্পকালের জন্য বৈরাগ্য-বিস্তারক বাক্য-সকল বলিতে থাকে; কিন্তু তাহাদের চিত্ত নিতান্ত বিক্ষিপ্ত থাকায় অতি শীঘ্রই ভুলিয়া যায়।

এই রক্তাদি সপ্ত আবরণবিশিষ্ট দেহই যে জীব-পদবাচ্য, এমত হইতে পারে না। জীব স্বয়ং আত্মতত্ত্ব এবং জীবাত্মা নামে বিখ্যাত। প্রাকৃত পদার্থের সহিত জীবের যে বর্ত্তমান সম্বন্ধ, তাহা কদাপি নিত্য নহে।

প্রাকৃত পদার্থে যে-সকল 'রস' প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ। প্রাকৃত কোন পদার্থ হইতেই জীবের নিত্যানন্দ লাভ হইতে পারে না। প্রাকৃত পদার্থই স্বয়ং জড় ও দেহের উৎপাদক। কিন্তু জীবাত্মা দেহ হইতে বিলক্ষণ। জীবাত্মা সর্ব্বদা স্বভাবতঃ কোন এক অনির্ব্বচনীয় অখণ্ডানন্দের লালসা করিয়া থাকে। প্রাকৃত পদার্থে ঐ আনন্দের কোন আভাস-মাত্রও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বরং ভৌতিক দেহে আবদ্ধ হইয়া জীবের অনেক প্রকার অকল্যাণ হইয়াছে। জীব প্রকৃতির অধীন হইয়া নিজ স্বাধীনতা-সুখকে অনুভব করিতে অশক্ত। ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি ছয়টি আপদ্ সর্ব্বদা জীবকে যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। ভৌতিক পদার্থের মধ্যে জীবের প্রবেশকে 'বদ্ধভাব' কহা যায়। সমস্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণই এই প্রকার অবস্থা-প্রাপ্ত জীবগণকে "বদ্ধজীব" কহেন। ফলতঃ তাঁহারা কোন কোন মুক্ত জীবেরও আভাস প্রাপ্ত হন।

ভৌতিক পদার্থে জীব যখন আবদ্ধ হইয়া সুখান্বেষণ করিতে থাকেন, তখন মায়া-প্রকৃতির প্রবৃত্তি-সুখ তাঁহাকে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া মোহিত করিয়া রাখে। এই অবস্থা-স্থিত পুরুষেরা সাংসারিক পদার্থ-সুখ, কল্পিত ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব প্রভৃতি পদের আশা করিয়া চিরকাল দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। জীব মনে করেন যে, উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা ও নানাবিধ উপকরণ ও সুন্দরী স্ত্রী, বাষ্পরথ ও রেলরোড্, বার্ত্তাবহ ও সুনিয়মিত রাজ্য-শাসন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়াই জীবনের উদ্দেশ্য। আহা! কি কঠিন ভ্রম! যদি বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া-দ্বারা ও সমস্ত রাজনিয়মের অনুষ্ঠানে তাঁহার ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত দেহান্তর না হইত, তবে অবশ্যই তাঁহার বিষয়-পরিমাণে জ্ঞান স্বীকার করা যাইত। নাস্তিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এবং ভক্তিহীন তার্কিকেরা এই সংসারের উন্নতির দ্বারা জীবের পরমায়ুঃ বৃদ্ধি ও অনন্ত উন্নতির কল্পনা করেন। আহা! তাঁহাদের ভ্রম কি গাঢ়তর! অতিশয় প্রাচীনকাল হইতে ভৌতিক বিজ্ঞান-সকলের অনেকানেক উন্নতি হইতেছে। গ্রীসদেশে থেলিস নামক পণ্ডিত যখন জল হইতে সমুদয় পদার্থের উৎপত্তি-বিষয়ক তত্ত্ববিদ্যা প্রকাশ করেন, তখন মনুষ্য-মণ্ডলী বিজ্ঞানের দ্বারা বহুবিধ আশা করিয়াছিল। বেকন, নিউটন, লাপ্লাস্, লোয়েটী প্রভৃতি অনেকানেক নবীন তত্ত্ববাদী বহুবিধ চিন্তামণির প্রকাশ করিয়াও জীবের কোন প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। চৌম্বকবিজ্ঞান, রেলরোড্, বন্দুক ও অনেকানেক শিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু তদ্দ্বারা মানব-জাতির সংসার-সুখের কি বৃদ্ধি হইয়াছে? আমাদের এরূপ যুক্তিতে নবীন-সম্প্রদায়ের সন্তোষ হইবে না, যেহেতু তাঁহারা বাল্যকাল হইতে এতদ্বিষয়ে কুসংস্কারের দাস হইয়া রহিয়াছেন। রেলরোড্ ও জাহাজ প্রভৃতির দ্বারা যে অনেকপ্রকার বাণিজ্যাদি প্রভৃতি সাংসারিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন হইয়াছে, ইহাই তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যেহেতু সম্প্রতি দেশের পরিবর্ত্তন হওয়ায় তাঁহারা বাল্যকাল হইতে তাহাই শুনিয়া আসিতেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার করিলে তদ্দ্বারা যেমত কতকগুলি সুবিধা বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমত অনেক দুঃখেরও উদয় হইয়াছে। 'স্বল্পে সন্তোষ' একথাটীও বর্ত্তমানকালের অভিধানে পাওয়া যায় না; পৌরাণিকরূপে কথিত হইয়া থাকে। সন্তোষের লাঘব হওয়া কে না স্বীকার করিবেন? সন্তোষই জীবের অমূল্য রত্ন। আশার অবধি নাই। আশা মরু হস্তীর ন্যায় ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াও নিবৃত্তি হয় না। আশাই জীবের প্রধান শত্রু। নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টির আধুনিক ইতিহাস এবং দুর্য্যোধন-রাবণাদির পৌরাণিক বৃত্তান্ত যাঁহার দ্বারা আলোচিত হয়, তাঁহার আর আশার আশা থাকে না। সম্প্রতি যে সন্তোষের অভাবে আশার বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে দেখা যায়, এক্ষণে প্রবৃত্তি-মার্গাবলম্বী পুরুষদিগের যে উন্নতির ভাব, তাহা নিকৃষ্ট, ইহাতে সংশয় নাই; আশা যে অনর্থকর, তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে;—

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।
যথা সঞ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা॥

—ভাঃ ১১।৮।৪৪

যদিও পদার্থ-বিদ্যার অকর্ত্তব্যতা আমরা স্থাপন করি না, তথাপি তদ্বিদ্যার উন্নতির দ্বারা জীবের কি সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। গভীর বিচারকেরা এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়া

থাকেন। জার্ম্মাণি প্রদেশস্থ এক মহাপুরুষ অনেকানেক তত্ত্ব-বিদ্যার আবিষ্ক্রিয়া করত আপনাকে অনেক বিষয় বিদ্বান্ জ্ঞান করিয়া এক দিবস সন্ধ্যার সময় তাঁহার পুস্তকাগারে উপবেশন করত করিলেন,—"হায় আমি সমস্ত পদার্থ-বিদ্যার নূতন সত্যের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে; কিন্তু আমি বস্তুতঃ কি শিক্ষা করিয়াছি? সামান্য মূর্খের সহিত আমার কি বিশেষ ভেদ আছে?" তখন তিনি অনেক আলোচনাপূর্ব্বক কহিলেন,—"আমার বিশাল জ্ঞান হইয়াছে, যেহেতু আমি অন্য জানিতে পারিলাম যে, কোন একটিও স্বরূপ-সত্য আমি জানি না"। এই বৃত্তান্তটি "ফষ্ট" নামক একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থে বর্ণিত আছে। হুইয়েনবর্গ নামক একজন মহাপুরুষও এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। নবীন-সম্প্রদায়ের বিদেশীয় গ্রন্থে ও পাণ্ডিত্যে অধিক আস্থা. এজন্য এস্থলে আমি বিজাতীয় উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম। আমাদের স্বদেশীয় শাস্ত্রে এই সমস্ত বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। একটিমাত্র প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়ে, শুকবাক্য—

শাশ্বত হি ব্রহ্মণ এষ পন্থা। যন্নাবিদন্ত্যাবিতবীরপার্থৈঃ।
পরিশ্রমন্তস্য ন বিন্দতেঽর্থান্। মায়াময়ে বাসনয়া শয়ানঃ।

স্বামিকৃত-টীকা চ যথা। শশ্বন্ময় ব্রহ্ম বেদোক্ত এব পন্থাঃ কর্ম্মফলযোগনপ্রকারঃ। কৌদৃশৈ? অপার্থৈরর্থশূন্যৈরেব স্বর্গাদিনামভিঃ সাধনস্য দীর্ঘায়তি তত্তদিচ্ছাং করোতীতি তৈঃ। অপার্থত্বমেবাহ তত্র মায়াময়ে পথি সুখমিতি বাসনয়া শয়ানঃ স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব পরিশ্রমস্যার্থায় বিন্দতি, তত্তল্লোকং প্রাপ্তোঽপি বিরহদাঃ সুখং ন লভত ইত্যর্থঃ।

কিন্তু 'জীবের নিত্য সুখ কি' এবিষয়ে বিচার করিলে দৃষ্ট হয় যে, **স্বাধীনতাই জীবের নিত্য সুখ।** প্রকৃতির অধীনতা-প্রযুক্ত জীবের দুঃখের উদয় হইয়াছে। এই মায়া-প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া জীবের স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্তির নাম মুক্তি। ইহাকে নিবৃত্তি-সুখ কহা যায়। প্রবৃত্তি-মার্গস্থিত পুরুষদিগের কর্ম্মের ফলও প্রার্থনীয় নহে। অতএব প্রবৃত্ত পুরুষের মায়া হইতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। প্রবৃত্ত-মার্গের উন্নতিই তন্মার্গস্থিত ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য। কোন কার্য্যে বিপরীত ফল হয় না; সমাতীয় ফলই ঘটিয়া থাকে। অতএব **প্রবৃত্তি কদাচ নিবৃত্তি প্রসব করিতে শক্ত হয় না।** তবে যদি ভাগ্যক্রমে কোন প্রবৃত্ত পুরুষের প্রবৃত্তির প্রতি অপ্রবৃত্তি জন্মে, তবে তাহার শুভফল লাভ হয়; এই প্রকারে অনেক পুরুষ মায়ামুক্ত হইয়াছেন।

সংশয়

সংশয় একটি প্রবল কণ্টক। সাধনপথে সংশয় হইতে চিত্তের দোদুল্যমান ভাবের উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বজন্মের বা পূর্ব্বজীবনের কিংবা বর্ত্তমানের অসৎসঙ্গ-প্রভাবেই পারমার্থিকগণের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব ও তাহা হইতে সংশয়ের উৎপত্তি হয়। অসৎসঙ্গই শ্রদ্ধাহীনতার জনক। শ্রদ্ধাহীনতা আবার সংশয়ের জননী। সংশয় আবার দোদুল্যমানতার জন্মদাতা।

কোন কোন সাধকের জীবনে প্রথমতঃ পারমার্থিক-গণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার চক্ষে পারমার্থিকের বাহ্য আচার-প্রচার পরিমাপ করিতে যাইয়া সেই সকল সাধক শ্রদ্ধাহীন, ক্রমে ক্রমে সংশয়াত্মা ও এতটা দোদুল্যমানচিত্ত হইয়া পড়েন যে পৃথিবীতে প্রকৃত গুরুবৈষ্ণবের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়া বসেন।

উপরি উক্ত সাধকের প্রথম জীবনে যা সাময়িক জীবনে যে শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয়, বস্তুতঃ তাহা শ্রদ্ধাপদবাচ্য নহে। তাহার পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতারই একটী প্রচ্ছন্ন-মূর্ত্তি। তিনি যে সাময়িক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন,

তাহা হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে মানিয়া লইবার জন্য ভুক্তি ও মুক্তি-পিপাসা হইতে উদ্ভূত একটী প্রচ্ছন্ন আত্মোদ্দেশপর চিন্তার ফল। যদিও ঐরূপ প্রচ্ছন্নচিন্তার অনেককে মুগ্ধ করিতে পারে, এমন কি গুরু-বৈষ্ণবও ঐরূপ সাধককে একটা সুযোগদানের জন্য উৎসাহদানাদি করিয়া থাকেন, তথাপি তাহা হইতে যেরূপ কারণ নির্ণীত হয়, তদ্রূপ পরবর্ত্তি-কালের সংশয়যুক্তাবস্থা ও দোদুল্যমানতারূপ কার্য্য হইতে সাধকের পূর্ব্ব জীবনের অসৎসঙ্গেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন সাময়িক কারণবশতঃ পূর্ব্ব অসৎসঙ্গের প্রভাব ও সংস্কার গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে থাকে, কিন্তু তাহা অনুকূল বায়ুসঞ্চারে পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

সৎসঙ্গ যেরূপ অপ্রাকৃত বুদ্ধির উপদেশক, অসৎসঙ্গও সেইরূপ আধ্যক্ষিকতার মন্ত্রদাতা। সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের মধ্যে এই মূলভেদ আছে যে, **অসৎসঙ্গ সর্ব্বদাই তাহার বন্ধুবর্গকে আধ্যক্ষিক হইবার জন্য প্ররোচনা দিয়া থাকে, আর সৎসঙ্গ সর্ব্বদাই তাহার বন্ধুবর্গকে** এই উপদেশ প্রদান করেন,—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং," "**ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ**," "**ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত**," "ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে", "বৈষ্ণবের-জন্মমৃত্যু নাই," "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ নিশ্চয় জানিহ সেহ পরানন্দ-সুখ।" "বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়"।

অসৎসঙ্গ কেবল যে পরস্ত্রী-গমন, ডাকাতি, চুরি প্রভৃতি পাপকার্য্য শিক্ষা দিয়া থাকে তাহা নহে; মহাপ্রভু অসৎসঙ্গের বা দুঃসঙ্গের কেবল সেইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেন নাই। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব, আত্মবঞ্চনা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ-ভক্তি বিনা অন্য কামনা।" আত্মবঞ্চনা ও কৃষ্ণভক্তি অর্থাৎ হরিগুরু-পাদপদ্মে প্রীতি ব্যতীত অন্যাভিলাষই দুঃসঙ্গ। পুণ্যকামনা একটী দুঃসঙ্গ। জৈমিনী, কুমারিলভট্ট প্রভৃতির বিচার অনুধাবন করাও দুঃসঙ্গ। বহাবীর পরেশনাথ, সিদ্ধার্থের বৈরাগ্যের আদর্শ, যাহাতে পাপের কোন লেশ নাই—তাহা অনুকরণ করাও দুঃসঙ্গ। শঙ্করাচার্য্যের অনুগত পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের বিচারও দুঃসঙ্গ। তাহাতে জীবের সর্ব্বনাশ হয়। অতএব এক কথায় **আধ্যক্ষিকতাকেই দুঃসঙ্গ বলা যায়। আধ্যক্ষিক প্রতিপদেই সংশয়াত্মা।** আধ্যক্ষিক মাতাকে 'মাতা', পিতাকে 'পিতা' বলিতে সংশয়যুক্ত। জগতে এইরূপ সংশয়াত্মা হইয়া বিচরণের কৌশল যিনি যতটা শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি ততটা প্রতিপত্তিশালী।

আচার্য্য শিষ্যের পিতা, কিন্তু আধ্যক্ষিক শিষ্য হইতে না পারায় পিতার পিতৃত্ব সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত। আধ্যক্ষিক স্ত্রী-ভ্রাতার কথাও অনেক সময় বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করিবার অভিনয় করিয়াও অন্তরে অনেক সময় সংশয়াত্মা থাকে। পৃথিবীর অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায়, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বি-সম্প্রদায়, মিছা-ভক্ত-সম্প্রদায় সকলেই মহাপ্রভুর বিচারে দুঃসঙ্গ। কেন না, তাহারা সংশয়াত্মা। বাহ্য-বিচারে দেখা যায়, কর্ম্মী কর্ম্মের প্রতি, জ্ঞানী নির্ভেদ জ্ঞানের প্রতি, যোগী হঠযোগ ও রাজযোগের প্রতি, তপস্বী তাঁহার তপস্যার প্রতি, মিছাভক্ত কৃত্রিম ভক্তির অভিনয়ের প্রতি কতটা দৃঢ় বিশ্বাসী! ভক্ত উহাদিগের জন্য শত শত প্রাণপণ চিদ্-যত্ন করিলেও উহারা উহাদের স্ব-স্ব স্থান হইতে এক-চুলও নড়ে না, কিন্তু উহাদের অন্তর খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায়, উহারা গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই উপদেশের প্রতি—শরণাপত্তির প্রতি সংশয়াত্মা। তাহারা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেও অধোক্ষজ অপ্রাকৃতের প্রতি সংশয়যুক্ত। তাহাদের বিচারে অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত শব্দ কাল্পনিক বা Utopian theory-বিশেষ। ভগবদ্-ভক্তের জন্মমৃত্যু নাই, তাঁহার কর্ম্মবন্ধন নাই, তাঁহার ব্যবহার-দুঃখও পরমানন্দ-সুখ, তিনি জাতির অন্তর্গত নহেন, কর্ম্ম-ফলের ভোক্তা নহেন, তিনি প্রাকৃত নহেন, তাঁহার দেহ চিদানন্দময়, মহাপ্রসাদ—ভাল ভাত নহেন, ভক্তপদজল সাধারণ জল নহেন, শালগ্রাম পাথর নহেন, তুলসী বৃক্ষ নহেন নামব্রহ্ম আভিধানিক শব্দ নহেন, গুরু ও বৈষ্ণব মনুষ্য নহেন, গোবিন্দ ও তাঁহার শ্রীবিগ্রহ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী ও মিছাভক্তের এই বাস্তব সত্যে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না ও ইঁহাদের সংশয়ও কিছুতেই দূর হয় না। ভক্ত না হইলে, অর্থাৎ গুরু-বৈষ্ণবের ভৃত্য না হইলে এই

সংশয় অন্য কোন উপায়েই দূর হইতে পারে না। কিন্তু যিনি এই সংশয় দূর করিবেন, সংশয়াত্মা তাঁহাকেই হনন করিতে উদ্যত। কোনও মহাপুরুষ বলিয়াছেন, "সংশয়াত্মা তাহার বাবাকে 'শালা' বলিয়া দিয়াছে, কিরূপে তাহার সংশয় দূর হইবে?" সংশয়াত্মা গুরু-বৈষ্ণবেই সন্দিহান হইয়াছে। কে আর তাহার সন্দেহ দূর করিবে?

ভগবান্ জীবকে সংশয়সাগর হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার নিজ-জনগণকে গুরু ও বৈষ্ণবরূপে প্রেরণ করেন। সংশয়াত্মা তাঁহাদিগের প্রতিই সন্দেহযুক্ত। সন্দেহাত্মা পৃথিবীতে সাধু খুঁজিয়া পান না। জগতে সাধু সুদুর্লভ সত্য, কিন্তু যেরূপ চন্দ্র-সূর্য্য না থাকিলে জগচ্চক্র চলিতে পারে না, তদ্রূপ সাধু-গুরু না থাকিলেও কৃষ্ণের সংসার চলিতে পারে না। প্রতি যুগেই কৃষ্ণ এই জগতে সুদুর্লভ বৈকুণ্ঠ-প্রিয়দর্শন সাধুগণকে প্রেরণ করিয়া লোক-মঙ্গল বিধান করেন। সংশয়াত্মা সেই সকল সাধুগুরুকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না, তাঁহাদের সন্ধান পাইয়াও তাঁহাদের প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীগীতায় এই সন্দেহ বা সংশয়ই যে ভক্তিপথের প্রধান কণ্টক তাহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। অর্জ্জুন সংশয়াপন্নাবস্থা ও চিত্তের দোদুল্যমানাবস্থা পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত কৃষ্ণের নিকট হইতে আত্যন্তিক শ্রেয়ের উপদেশ প্রাপ্ত হন নাই, এই শিক্ষাই প্রচার করিয়াছেন,—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম-সম্মূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।

(গীতা ২।৭)

আবার শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদান করিয়া বলিয়াছেন,—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।

(গীতা ৪।৪০)

অজ্ঞ, অশ্রদ্দধান ও সংশয়াত্মা পুরুষের মঙ্গল হয় না। তাহাদের মধ্যে সংশয়াত্মাই ইহলোক বা পরলোকে সুখ-লাভ হয় না; যেহেতু সংশয়রূপ দুঃখই তাহাদিগের শান্তি নাশ করে।

এদিকে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" বলিয়াছেন, অপর দিকে তদ্রূপ "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" বলিয়াছেন। দুরাচারও সংশয়-বিমুক্ত হইয়া অনন্য ভক্তি আশ্রয় করিলে তিনি বিনষ্ট হন না। আর মহা-তপস্বী, জ্ঞানী, কর্ম্মী, যোগীও অশ্রদ্দধান ও সংশয়াত্মা হইলে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

প্রশ্ন হইতে পারে, অন্ধ-বিশ্বাস করিলেই কি মঙ্গল হইবে? প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে যে গুরুত্ব ও বৈষ্ণব-ক্রবগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অভিনয় দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা কি তাহারা বাস্তব-সত্যের প্রতি শ্রদ্ধালু ও সুদৃঢ় বিশ্বাসী বা সর্ব্বসংশয়বিমুক্ত হইয়াছে, প্রমাণিত হয়?

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে যে অন্ধবিশ্বাসের বা নিষ্ঠা-ভক্তির দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে শরণাগতির কোন কথা নাই,—অর্থাৎ শরণাগতিতে যে ছয় প্রকার লক্ষণ আছে, তাহার কোন পরিচয় নাই। অন্ধ বিশ্বাস ও বাস্তব-বিশ্বাসের ইহাই একমাত্র কষ্টিপাথর। শরণাগত ব্যক্তিই সংশয়হীন, দীক্ষিত বা দিব্যজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তিই সংশয়-হীন, একথা শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ একবাক্যে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নষ্টপ্রায়েষভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত-সেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী।

(ভাঃ ১।২।১৮)

সর্ব্বক্ষণ বৈষ্ণব-পরিচর্য্যা ও ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে অমঙ্গল অর্থাৎ কাম্যবস্তুসমূহ বিনষ্টপ্রায় হইলে, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে মানবের অচলা ও নিক্ষেপ-রহিতা ভক্তির উদয় হয়।

এইরূপ ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবতের সেবা এবং শ্রবণ-কীর্ত্তন-ফলে যে ভগবানের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার হয়, তৎ-প্রভাবেই সংশয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া থাকে।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে।

(ভাঃ ১।২।২১)

আত্মার আত্মা পরমাত্মা ভগবানের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার-ফলে অর্থাৎ আত্মদর্শন হইলেই ভগবৎতত্ত্ববেত্তার অহঙ্কার-রূপ মনের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, অবস্থাবন্ধনাদিরূপ সকল সন্দেহ-বন্ধ ছিন্ন হয় এবং অনারব্ধ ফলসমূহ ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়।

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই শ্লোকের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন,—

"অনাত্মায় ঈশ্বর-দর্শন বদ্ধজীবের ধর্ম। মায়াবাদিগণ আত্মবস্তুতে ঈশ্বর-দর্শনের পরিবর্তে মায়িক বিচিত্রভাব অন্তরালে ঈশ্বরত্ব দেখিয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষবাদ জীবের শেষ পাপা হইলে বৈকুণ্ঠে ঈশ্বরদর্শনাভাব ঘটে। **ভক্তিমান্ জনগণই শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া থাকেন।** শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মেই আত্মা, স্বীয় নিত্যবৃত্তি ভক্তি-বলে **নিজের প্রভু** বলিয়া অবগত হন। সেই হরি-পরিকরবর শ্রীগুরুদেব আত্মধর্ম্মে সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় স্বয়ং আশ্রয়জাতীয় ঈশ্বরতত্ত্ব হইয়াও বিষয়জাতীয় ঈশ্বরের সেবক অভিমান করেন। এই উপাস্য ও উপাসকের নিত্যত্বে, ঈশ্বরত্বে বৈচিত্র্য-সম্বর্দ্ধনকারী পরমশ্রেষ্ঠ লাভ করেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে লিখিত আছে,—

'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।

শ্রীগুরুকৃপা-ব্যতীত শ্রুতির অর্থ অপরে জানিতে পারে না, তৎপন্থায় অচিন্ত্য অপ্রাকৃত ঈশ্বরভাব কখনই প্রকাশিত হয় না। শ্রৌত-পন্থায় গুরুকৃপা-বলেই তাহা পাওয়া যায়।

মুণ্ডকোপনিষদে কথিত "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্" মন্ত্রানুসারে পরমাত্মা বদ্ধ জীবের লভ্য হন না অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাকৃত দৃষ্টির মধ্যে আসেন না। শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার উপাস্য ভগবানে ভক্তিবিশিষ্ট হইলে কর্ম্মফল-ভোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পা'ন। **গুরু-কৃষ্ণ-কৃপা হইতেই ভক্তিলতার বীজ পাওয়া যায়।** তৎকালে হৃদয়স্থিত স্থূল-সূক্ষ্ম জগতের গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন ভিন্ন হয়। জীব স্বীয় ঔপাধিক মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন এবং **অক্ষজ জ্ঞান আর তাহাকে প্রতারিত করে না।** তৎকালে তাঁহার **সকল সংশয় বিদূরিত হয়** এবং কর্ম্মফল-ভোগ-স্পৃহা ক্ষীণ হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, **বদ্ধজীবের স্থূল সূক্ষ্ম উপাধিরূপ নিগড়ে আবদ্ধ থাকাকাল পর্য্যন্ত জড়ভোগের অহঙ্কার নষ্ট হয় না সংশয়-ছেদন হয় না** এবং কর্ম্মফল-ভোগের সমাপ্তি হয় না। যে কালে তিনি ভগবান্‌কে নিত্য ঈশ বলিয়া এবং আপনাকে হরিদাস বৈষ্ণব বা কার্ষ্ণ বলিয়া জানিতে না পারেন, তৎকালাবধি তাঁহার স্থূল-সূক্ষ্ম বিবিধ শরীর ও তাহার বৃত্তিসমূহ তাঁহাকে বিপন্ন করিতে থাকে। ভক্তিচক্ষুর্দ্বারা আশ্রয়জাতীয় সেবক-বেষ্টিত শ্রীশ্যামসুন্দরকে দর্শন করিলে জীবের যাবতীয় মনোধর্ম্মিত্ব ও হরিভজনের অযোগ্যতা দূরীকৃত হয়। হরিসেবা-বঞ্চিত ব্যক্তি নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ভোগী বা ত্যাগী হইয়া পড়েন। **বৈষ্ণবের দর্শনে নিত্যসেবা বর্ত্তমান। অবৈষ্ণবগণ ভক্তি-বিরহিত হইয়া দৃষ্টিরহিত ও অন্ধ** এবং নানা কল্পনার আহ্বান করেন, তাহাতে কর্ম্মফল-ভোগ, সংশয় ও নানাবিধ **তমোভাব** বর্ত্তমান থাকে।"

প্রাচীন প্রসঙ্গ

প্রাচীন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকায় (গৌরাব্দ ৪০৬) "শ্রীগৌরকথা" শীর্ষক প্রবন্ধে অমৃতবাজারের স্বনামধন্য শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত এই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। ইহার সম্পাদকীয় কার্য্যের ভার দুইজনে গ্রহণ করেন, প্রভু শ্রীরাধিকানাথ (?) গোস্বামী ও ভক্তিবিনোদের শ্রীযুক্ত কেদারনাথ। * * * ভক্তিবিনোদ শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায় গ্রামে গ্রামে শ্রীগৌরনাম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। যেখানে যাইতেছেন, সেখানেই প্রেমের তরঙ্গ উঠিয়া দেশ প্লাবিত হইতেছে। বলিতে কি, ভক্তি-বিনোদ একপ্রকার পাগল হইয়াছেন, তাহাতে

শ্রীনিত্যানন্দ প্রবেশ করিয়াছেন। • • • দেশের মধ্যে বহুতর স্থানে চরিসভা আছে, কিন্তু এ সমুদয় সভাদ্বারা কোন বিশেষ উপকার হইতেছে না। ভক্তিবিনোদ প্রভু, বাবু কেদারনাথ যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, এ অতি উত্তম, কারণ ইহা শ্রীমহাপ্রভু-সম্মত।"

• • •

প্রভু বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বাল্যলীলাস্থলী মামগাছি গ্রামে তিনটী শ্রীপাট স্থাপিত আছে—(১) শ্রীমার্জ্জুয়ারির পাট ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপী-নাথ-বিগ্রহের সেবা; (২) প্রভু বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের পাট ও তাঁহার শ্রীমদনগোপাল জীউর সেবা ও (৩) প্রভু বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট বা মালিনী ঠাকুরাণীর পাট ও তাঁহার শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীজাহ্নবাদেবীর সেবা।

মামগাছিতে এইরূপ তিনজন গৌরপার্ষদ ও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তাগ্রণী আবির্ভূত হইলেও উক্ত গ্রামের উত্তর সীমায় এক গ্রাম্য-দেবীর পূজা হইত। যে-স্থানে ঐ গ্রাম্য-দেবতার পূজানুষ্ঠান হইত, ঐ স্থানকে "ব্রহ্মাণী-তলা" কহে। কিংবদন্তী, ঐ স্থান বহু পূর্ব্বে কাণা গোঁসাই নামক এক তান্ত্রিক বাস করিতেন। ঐ ব্রহ্মাণীতলার কিছু দূরে বাদুকোণে কাণা গোসাঞির কুটীর ছিল। তথায় পঞ্চ-মুণ্ডের বেদী ও কুটীরের পোঁতা এবং কিছু কিছু দেওয়ালের চিহ্নও বর্ত্তমান আছে। ঐ ব্রাহ্মণী-বেদীর পূর্ব্বভাগে প্রায় দুইশত হস্তের মধ্যে ছাড়ি-গঙ্গার তীরে 'রামবট' নামক একটী বটবৃক্ষ আছে। কিংবদন্তী, এই-স্থানে শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের সহিত বনবাস-কালে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।

প্রভু ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব্বে মামগাছির নিকট কিরূপ তান্ত্রিক গুপ্ত-পূজার প্রচলন ছিল, তাহা সমসাময়িক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পরিলক্ষিত হয়।

"ব্রহ্মাণী পূজা।—চান্দ সওদাগরের ইতিহাস অনেকে জ্ঞাত আছেন। সেই চান্দ সওদাগরের স্থাপিত ব্রহ্মাণীর পূজা প্রতিবৎসর নবদ্বীপের পশ্চিম মোং জাননগর গ্রামে হইয়া থাকে: তাহাতে অনুমান লক্ষ লোক জমা হয়। ঐ দিনে সে প্রদেশের সকল ভদ্রলোক ও আর সকল ইতর লোকেরাও পূজা দেয়, বলিদান অনেক হয় এবং তদ্দেশীয় অধ্যাপকেরা আপন ২ ছাত্র সঙ্গে করিয়া সেখানে যান ও অধ্যাপকে ২ ও ছাত্রে ২বিচার হইয়া জয়-পরাজয় নিশ্চয় হয়। সম্প্রতি সে পূজা আগামী রবিবারে হইবেক।"

(সমাচার-দর্পণ, ১৪ আগষ্ট ১৮১৯, ৩১ শ্রাবণ ১২২৬)

"গুপ্ত-পূজা।—মোং নবদ্বীপের পশ্চিম একক্রোশ ও পূর্ব্ব-স্থলীর দক্ষিণ একক্রোশ ব্রহ্মাণীতলা নামে এক প্রসিদ্ধ স্থান আছে। সে স্থান কোন গ্রামের মধ্যে নহে ও গ্রাম হইতে বিস্তর দূর নহে। চারি দিকে মাঠ, মধ্যে পাঁচ ছয়টা বটবৃক্ষ আছে, তাহার মধ্যে এক ইষ্টকময় মঞ্চ: ঐ মঞ্চের উপরে ব্রহ্মাণীর ঘট স্থাপন আছে। তাহাতে ব্রহ্মাণীর পূজা প্রতি-দিন হইয়া থাকে এবং প্রতিবৎসর সেখানে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে বড় মেলা হইয়া থাকে।

সম্প্রতি ৪৯ কার্ত্তিক, ১৩ নবেম্বর শনিবার রাত্রিযোগে ঐ ব্রহ্মাণীতলায় অত্যাশ্চর্য্যরূপ পূজা হইয়াছে। তাহার বিবরণ এই—**অষ্টোত্তরশত ছাগ ও দ্বাদশ মহিষ** বলিদান ও চেলীর শাড়ী ও সুতার শাড়ী বিশ পঁচিশখান ও প্রধান নৈবেদ্য ৮ খান, তাহার প্রত্যেক নৈবেদ্যে অনুমান দুই ২ মোন আতপ তণ্ডুল ও তদুপযুক্ত উপকরণাদি। এই ২ সকল সামগ্রী দিয়া গুপ্তরূপে পূজা করিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে রাত্রিতে কেহই তাহার অনুসন্ধান পায় নাই। পরদিবস প্রাতঃকালে তন্নিকটস্থ গ্রামের লোকেরা গিয়া দেখিল যে সেই ২ নৈবেদ্য ও শাড়ী ও অষ্টোত্তরশত ছাগমুণ্ড ও দ্বাদশ মহিষমুণ্ড ইত্যাদি অবিকৃত আছে এবং ছাগ ও মহিষের শরীর নাই, কেবল বেদির উপরে মুণ্ড মাত্র এবং হাড়ি না পুড়িয়া এই সকল বৃহৎ মহিষাদি বলিদান করিয়াছে। এই আশ্চর্য্য যে এত বৃহৎ কর্ম্ম এক রাত্রিতে নিষ্পন্ন করিয়াছে, ইহা কেহ জানিতে পারে নাই এবং ভাগ্যবান্ লোক ব্যতিরেকে এমত পূজা দিতে অন্যে পারে না এবং সে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কি নিমিত্ত অপ্রকাশরূপে এমত মহা-পূজা করিয়াছেন তাহার কারণ জানা যায় নাই।"

(সমাচার-দর্পণ: ৫৭ নভেম্বর ১৮১৯। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬।)

শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃত-শ্রীনৃসিংহস্তবঃ

ওং তবাস্থিত জগন্নাথস্তথাত্মাহমিত্যনুশীলনয়া গুণান্।

ন হি ভবন্তমৃতে প্রভবন্ত্যমী নিগমগীতগুণার্ণবতা তব। ১

হে অস্থিত! আপনি স্থাবর-জঙ্গমাবরণস্বরূপা অনিত্যা-গুণাশ্রিতা মায়াকে বিনাশপূর্ব্বক আপনার তত্ত্ব প্রদর্শন করুন, তত্ত্ব প্রদর্শন করুন। আপনি ব্যতীত বিশ্বের কেহই কোন বাক্যে সমর্থ নহে, বেদ-সকল আপনারই গুণার্ণবত্ব কীর্ত্তন করেন। ১

কুতিনরক্ষিতৈঃ সুরমুখাময়ঃ ক্ষপয়িতুং ন তে ভবেৎ পুরুষরথিতম্।

বহুমুখৈরপি ত্বগপরৈরজস্রমুকমূর্ত্তিতো বিনিগমস্তবে। ২

ব্রহ্মা অত্রি, দুর্বাসা, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং বিশ্ব আপনা হইতে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হইতে পারে না। এই জন্যই বহুবিধ মন্ত্র আপনাকেই অজ ও বিরাট্‌মূর্ত্তি বলিয়া বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। ২

সকল বেদগণেরিতসদ্‌গুণসংবিতি সর্ব্বমনীষিজনা হতাঃ।

যদি তুভ্যমুপদ্রবরূপিণস্তব পদাম্বুরুহে গতয়ঃ। ৩

অথবা কেহ আপনার সদ্‌গুণ প্রচার করেন। এতাদৃশ আপনাতে সকল মনীষিজন আপনার পরমমঙ্গলময় গুণ-শ্রবণকীর্ত্তনাদিদ্বারা অনুরক্ত এবং আপনার পরম স্মরণ-পূর্ব্বক সর্ব্বসন্তাপরহিত হইয়া থাকেন। ৩

নরবপুঃ প্রতিপদ্য যদি ত্বয়ি শ্রবণবর্ত্মনি-সংস্মরণাদিভিঃ।

নরহরে ন ভজন্তি নৃণামিহ দৃতিবদুচ্ছ্বসিতং বিফলং ততঃ। ৪

হে নৃসিংহদেব! যদি মানবগণ নরদেহ লাভ করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন-সংস্মরণাদিদ্বারা আপনার ভজন না করে, তবে তাহাদের এই শ্বাসগ্রহণ বা জীবন-ধারণ চর্ম্মাতুল্য বিফল হইয়া থাকে। ৪

উদরাদিষু যঃ পুমাংসি চিন্তিতো মুনিবর্ত্মভিঃ।

হৃদি মৃত্যুভয়ং হরো হৃদয়স্থং তমুপাস্মহে। ৫

যেই নৃসিংহদেব যোগপরায়ণ মানবগণের উদরাদিতে চিন্তিত হইয়া তাহাদের মৃত্যুভয় নাশ করেন, তাঁহাকে আমরা হৃদয়ে ধ্যান করি। ৫

যদনির্দ্দিষ্টেষু কার্য্যেষু তারতম্যবিবর্জ্জিতম্।

সর্ব্বাত্মকত্বসম্ভাবং ভগবন্তং ভজামহে। ৬

যিনি যদনির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদিতে (বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গাদিতে) তারতম্যবর্জ্জিত ও সর্ব্বাত্মভাবে প্রবিষ্ট চিৎ বা সত্তামাত্ররূপে অবস্থান করেন, সেই ভগবান্‌কে আমরা ভজন করি। ৬

যদংশক যমেশান ব্রহ্মাদ্যাকৃতবন্ধনম্।

অবস্থিত্যুদ্ভবাদিস্থ পরানন্দ নিবর্ত্তয়। ৭

হে ঈশ্বর! হে পরানন্দ! আমি আপনার (অন্য) অংশ আপনি আপনার চরণযুগলের সেবা প্রদান করত আমার ভবদীয়-মায়াকৃত বন্ধন দূর করুন। ৭

যৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।

কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্। ৮

আপনার কথামৃতসমুদ্রে বিহারশীল মহানন্দযুক্ত কোন কোন কৃতি-ব্যক্তি চতুর্ব্বর্গকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। ৮

ত্বয্যাত্মনি জগন্নাথে মম নো রমতামিহ।

তদা মমেদৃশং জন্ম মানুষং সফলিষ্যতি। ৯

আপনি জগন্নাথ, আপনি পরমাত্মা। আপনাতেই আমার চিত্ত নিবিষ্ট হউক। তখন (ভবদীয়-সেবাপর) ঈদৃশ মনুষ্যজন্ম আমার লাভ হইবে? ৯

চরণসরণং প্রেম্না তব দেব সুদুর্লভম্।

যদাকস্মাদ্ভবেন্নো মম কৃপয়াদহর্নিশম্। ১০

হে নৃসিংহদেব! প্রেমের সহিত আপনার চরণসরণ অতি দুর্লভ। উহা যেন যে-কোন ভাবে আমার অহর্নিশই সাধিত হয়। ১০

ত্বাহং বৃত্তাদিসঙ্কেতঃ ক্ব চ ক্ষুদ্রং মৃতস্তব।

দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো ভক্তিং মে নৃহরে দিশ। ১১

হে ক্ষমন্, দীনবন্ধো, দয়াসিন্ধো! কোথায় আমি বৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন, আর কোথায় আপনার তেজঃ বা মহিমরাশি! হে নৃহরে! আমাকে ভক্তি প্রদান করুন। ১১

বিদ্যাতর্কদুষ্কর্কশেরিত-মহাবাদান্ধকারান্তরে

ভ্রাম্যন্মন্দমতেরমন্দমহিমস্কন্ধজ্ঞানবর্ত্মাদ্ভুটম্।

শ্রীমন্মাধব বামন ত্রিবিক্রম শ্রীমধুসূদন
গোবিন্দেতি মুহুর্বদন্ মধুপতে মুক্তঃ কদা স্যামহম্ ॥১২

হে অনন্ত-মহিমময়! মিথ্যা ও স্বকল্প তর্ক-প্রণোদিত মহামহান্ধকার-গহ্বরে ভ্রমণনিরত আমার নিকট আপনার তত্ত্বজ্ঞান-পথ অপ্রকাশিত রহিয়াছে। হে মধুপতে! শ্রীমন্মাধব, বামন, ত্রিবিক্রম, শ্রীমধুসূদন, শ্রীপতি, গোবিন্দ ইত্যাদি নাম আনন্দভরে বলিতে বলিতে কখন আমি মুক্ত হইব? ১২

যৎসত্ত্বতঃ সদাভাতি জগদেতদসৎ স্বতঃ।
সদাভাসমসত্যস্মিন্ ভগবন্তং ভজাম তম্। ১৩

যাঁহার সত্তাতে স্বতঃ অসৎ এই জগৎ সদ্রূপে প্রতিভাত হয়, অসৎ এই জগতে যিনি একমাত্র সদ্বস্তুরূপে অবস্থিত আছেন, সেই ভগবান্‌কে আমরা ভজন করি। ১৩

তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতাদ্ ব্রজন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।
যজন্তু বাগৈর্বিবিধৈরুতাধ্বরৈঃ বিনা নৈব মুক্তিং তরন্তি ॥১৪

মানবগণ সূর্য্যতাপে তপ্ত হইয়া তপস্যা করুক, ভৃগুপাত করুক অর্থাৎ পর্ব্বত হইতে পতিত হউক, তীর্থসকল ভ্রমণ করুক, বেদ-বেদাঙ্গ-সকল পাঠ করুক, বিবিধ যজ্ঞদ্বারা যাগ করুক অথবা তর্কদ্বারা বাদ-বিসম্বাদই করুক; কিন্তু শ্রীহরির কৃপা-ব্যতীত কেহই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না। ১৪

অনিন্দ্রিয়োঽপি যো দেবঃ সর্ব্বকারকশক্তিমান্।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বসেব্যং নমামি তম্। ১৫

যে ঈশ্বর নিরিন্দ্রিয় (প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়রহিত) হইয়াও সর্ব্বকর্ত্তৃত্বশক্তিবিশিষ্ট যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা ও সকলের পূজ্য, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। ১৫

স্বলীলয়াবশ্যকৃতাত্মা-বোধিতকর্ম্মভিঃ।
ত্রাতান্ সংসরতঃ বিদ্বান্ নৃহরে পাহি নঃ পিতঃ। ১৬

হে পিতঃ, হে নৃসিংহ! আপনার ইচ্ছাবশে কৃতা মায়াবদ্ধক প্রেরিত কর্ম্মদ্বারা ত্রাস্ত ও সংসারভ্রমণ-বশতঃ খেদগ্রস্ত আমাদিগকে রক্ষা করুন। ১৬

অন্তর্যন্তা সর্ব্বলোকস্য গীতঃ শ্রুত্যা যুক্ত্যা চৈবমেবাবসেয়ঃ।
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তির্নৃসিংহঃ শ্রীমন্তং তং চেতসৈবাবলম্বে ॥১৭

যিনি সর্ব্বলোকের অন্তর্যামী, যিনি শ্রুতিকর্ত্তৃক ঐরূপে গীত এবং (যুক্তির দ্বারাও যিনি ঐরূপেই সিদ্ধান্তিত, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ এবং যিনি লক্ষ্মীসহিত বিরাজিত, সেই নৃসিংহদেবকেই আমি হৃদয়ে চিন্তা করি। ১৭

যস্মিন্নুদ্ভিদ্যপি হন্ত্যতি বিশ্বং পরাদৌ
জীবোপেতং গুরুকরুণয়া কেবলাত্মাববোধে।
অন্ত্যস্বাপ্তং ব্রজতি সহসা সিন্ধুবৎ সিন্ধুমধ্যে
মৈবোচিত্রং ত্রিভুবনগুরুং তাবয়ে তং নৃসিংহম্। ১৮

প্রচুরকরুণাহেতু কেবলাত্ম-জাগরণকালে যাঁহাতে জীবগণসহিত বিশ্ব সৃষ্টি-দশাদির পর পুনরায় প্রকাশ পায়, আবার, সিন্ধুতে নদীর মিলনের ন্যায় যাঁহাতে জগৎ সহসা প্রলীন হয়, আমি ত্রিভুবনগুরু সেই নৃসিংহদেবকে চিত্তমধ্যে ভাবনা করি। ১৮

সংসারচক্র-ক্রকচৈর্বিদীর্ণমুদীর্ণ-নানাভবতাপতপ্তম্
কথঞ্চিদাপন্নমিহ প্রপন্নং, ত্বমুদ্ধর শ্রীনৃহরে নৃলোকম্। ১৯

হে শ্রীনৃহরে! সংসারচক্ররূপ করপত্র (করাৎ) দ্বারা বিদীর্ণ ও উদীর্ণ এবং নানাবিধ ভবতাপতপ্ত, কোনও প্রকারে ভবস্থিতিকে আগত ও আপনাতে শরণাগত নরগণকে আপনি উদ্ধার করুন। ১৯

যদা পরানন্দগুরো ভবৎপদে পরং মনো মে ভজনীয়তেত্ত।
তদা নিরস্তাখিলসাধনশ্রমঃ ভবেয়ং ভবতঃ কৃপাতঃ ॥২০

হে ভগবন্! হে পরানন্দগুরো! যখন আপনার পাদপদ্মে আমার মনঃ আশ্রয় লাভ করিবে তখন আপনার কৃপাতেই অখিলসাধনশ্রম বিদূরিত হইবে এবং আমি পরমসুখ লাভ করিব। ২০

ভজতো হি ভবান্ সাক্ষাৎ পরমানন্দচিদ্ঘনঃ।
আত্মৈব কিমতঃ কৃত্যং তুচ্ছদারসুতাদিভিঃ। ২১

ভজনকারিগণের নিকট আপনিই সাক্ষাৎ পরমানন্দচিদ্ঘন প্রাণ-স্বরূপ; অতএব ইহার পর তুচ্ছ কলত্র-পুত্রাদিদ্বারা প্রয়োজন কি? ২১

মুকুন্দ তবসঙ্গমনীয়ং স্যামেব সঙ্কিন্তয়ন্
সন্তঃ সন্তি যতো যতো গতমবাস্তানাশ্রমানাবসন্।
নিত্যং তদ্মুখপঙ্কজাবিগলিতত্বৎপুণ্যগাথামৃত-
স্রোতঃসারবলপ্লুতো নরহরে ন স্যামহং সেদ্ধৃতং। ২২

হে নরহরে! পুত্রকলত্রাদির অসঙ্গ-পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকেই অহর্নিশ চিন্তা করিতে করিতে, বিগতাহঙ্কার সাধুগণ যেই যেই আশ্রম ও তীর্থাদিতে বাস করিয়া থাকেন, সেই সেই স্থানে বাসপূর্ব্বক নিত্য সেই-সকল সাধুগণের মুখপদ্মবিগলিত আপনার পবিত্র কথামৃত-

স্রোতোজলে সম্যক্ স্নাত আমি পুনরুক্তভাক্ হইব না। ২২

উদ্ভূতঃ ভবতঃ সতোঽপি ভুবনং সর্গঃ প্রভঃ
কুর্বন্ কাব্যমপীহ কুটকনকং বেদোঽপি নৈবংপরঃ।
অদ্বৈতা তব সৎ পরন্তু পরমানন্দং পদং তদ্ভবা
সঙ্কে তুন্দবিনিদ্রিরাস্তু ভবে মা মুক্ত যামানতম্। ২৩

পুষ্পমালিকা হইতে উদ্গত সর্প যেরূপ অসৎ তদ্রূপ সৎ-স্বরূপ আপনা হইতে উদ্ভূত হইলেও জগৎ সৎ নহে অর্থাৎ অনিত্য। কনকরাশি বিবিধ অলঙ্কাররূপ কার্য্য করিয়াও যেরূপ অবিকৃত, বেদ কিন্তু তদ্রূপ নহে অর্থাৎ গৌণার্থদ্বারা বেদার্থও কল্পিত হয়। পরন্তু, আপনার তত্ত্ব অদ্বৈতভাবই সত্য, অতএব আনন্দের সহিত রমাদেবিত আপনার সুন্দর পরমানন্দপ্রদ পদযুগল আমি বন্দনা করি। হে ভবে! আমি আপনার চরণে প্রণত, আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। ২৩

মুকুট-কুণ্ডল-কঙ্কণ-কিঙ্কিণীপরিণতং কনকং পরমার্থতঃ।
মহদহংকৃতি-খ-প্রমুখং তথা নরহরের্ন পরং পরমার্থতঃ। ২৪

কনক মুকুট-কুণ্ডল-বলয়-কিঙ্কিণীরূপে পরিণত হইলেও বস্তুতঃ কনকই বটে, তদ্রূপ মহৎ বা চিত্ত, অহঙ্কার, আকাশ প্রভৃতি শ্রীনৃসিংহ-বিষ্ণু হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। ২৪

নৃত্যন্তী তব বীক্ষণাঙ্গনগতা কাল-স্বভাবাদিভি-
র্ভাবান্ সত্ত্বরজস্তমোগুণময়াস্ত্রীলয়ন্তী বহূন্
মায়াক্রম্য পদা শিরস্তভিতরং সম্বর্দয়ন্ত্যাতুরং
মায়া তে শরণং গতোঽস্মি নৃহরে স্বমেব তাং বারয়। ৫

মায়া আপনার ঈক্ষণরূপ অঙ্গনগতা হইয়া নৃত্য করিতে করিতে কাল-স্বভাবাদিদ্বারা সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময় বহু ভাব প্রকাশ করত আতুর বা অসমর্থ আমার মস্তক অতি নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণপূর্ব্বক আমাকে সন্দর্দিত করিতেছে; হে নৃহরে! আমি আপনার শরণাগত হইলাম, আপনিই তাহাকে দূর করুন। ২৫

দণ্ডত্যাগবিধেন বঞ্চিতধনঃ ভোগৈকচিন্তাতুরঃ
সম্মোহান্ধমতিঃ বিবিচিতোদ্বেগপ্রমৈরাকুলম্।
আজ্ঞালঙ্ঘিমমজ্জনতাসম্মানসম্প্রার্থকঃ
দীনানাথদয়ানিধান পরমানন্দ প্রভো পাহি মাম্। ২৬

হে দীন-অনাথ-দয়ানিধান! হে পরমানন্দময় প্রভো! আমি দণ্ড ও সন্ন্যাস-গ্রহণচ্ছলে কেবল ভোগচিন্তায় পীড়িত বঞ্চিত ব্যক্তি, আমি নিরন্তর অতিশয় মোহপ্রাপ্ত হইতেছি, আমি বিরচিত-কর্ম্ম-ক্লেশে আকুল, আমি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন-কারী, অজ্ঞ এবং অজ্ঞজনগণের নিকট সম্মানপ্রাপ্ত হইয়া অতিশয় অহঙ্কারযুক্ত; আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ২৬

অবসময় তব মে দিশ মাধব স্ফুরতি যয় সুখাপ্লবময়ী।
প্রসবর্দ্ধনভাবমপাপি বা নহি তবামি যয়া বিধি-কিঙ্করঃ ৫২৭

হে মাধব! আপনার স্বরূপের জ্ঞান ও আপনার বিষয়ে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে আসক্তি প্রদান করুন, যেন আমার বিষয়জনিত সুখ-দুঃখের সঙ্গম না হয়, যেন আমি কেবল (প্রেমযুক্ত) বিধির কিঙ্কর না হই। ২৭

ন্যূপতয়ো বিদুরন্তমনন্ত তে
ন চ ভবান্ ন গিরঃ শ্রুতিমৌলয়ঃ।
ত্বয়ি ফলন্তি যতো নম ইত্যতো
জয় জয়েতি ভজে তব তৎপদম্। ২৮

হে অনন্ত! দেবগণ, আপনার অন্ত জানেন না, আপনিও আপনার অন্ত জানেন না, শ্রুতিসার-সকলও আপনার তত্ত্বনির্ণয়ে সমর্থ নহেন। অতএব 'আপনাকে নমস্কার', 'আপনার জয় হউক, জয় হউক' ইত্যাদি বাক্যে আপনার সেই দুর্লভ চরণযুগল ভজন করি। ২৮

সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্ন-নীরাজিতপদাম্বুজম্।
ভোগ-যোগপ্রদং বন্দে মাধবং কর্ম্মি-তদ্রয়োঃ। ২৯

কর্ম্মী ও ভক্তের পক্ষে যাঁহার পাদপদ্ম ভোগ ও যোগপ্রদ এবং যাহা নিখিলশ্রুতি-শিরোরত্নসমূহদ্বারা নীরাজিত সেই মাধবকে আমি প্রণাম করি। ২৯

[পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্য-পুরাণ-তীর্থ-কর্ত্তৃক অনূদিত]

বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি

রস-শব্দাবলী *

অধিরূঢ়—কচোক্তেভ্যোঽধিরূঢ়ভাবেভ্যঃ কামপ্যাত্মা বিশিষ্টতাম্। যদাত্মভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে।

অনুভাব—অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামবোধকাঃ। তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাদয়ঃ।

অনুরাগ—সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্। রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্যতে।

অপস্মার—দুঃখোত্থ-ধাতুবৈষম্যাদ্ভূতাদ্যুদ্ভিন্নবিপ্লবঃ।

অভিমান—অভিমানো নিজপ্রেমোৎকর্ষাখ্যানস্য ভূষিতঃ। সন্ত রম্যাণি তূষ্ণীং প্রার্থ্যা স্যাদিদমেব সঃ। ইতি যো নির্গমো বীরৈরভিমানঃ স উচ্যতে।

অভিলষিততা—যদাস্বাদ্যগুণোৎকর্ষৈরত্যুল্লসিতচর্বিতম্। সাতত্যাৎ নয়তি প্রাজ্ঞৈরাভিলষিতাং তদুচ্যতে।

অমর্ষ—অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদ্দমর্ষোঽসহিষ্ণুতা।

অলঙ্কার—যৌবনে সবয়া ভূষা সোমনস্যাদ্যলঙ্কৃতিঃ। উদ্ভাস্বরাস্তু তাঃ কায়ে সপ্তধাভিনিবেশতঃ।

অবহিত্থা—অবহিত্থাকারগুপ্তির্ভবেদ্ভাবেন কেনচিৎ।

অশ্রু—হর্ষরোষ-বিষাদাদৈরশ্রু নেত্রে জলোদ্গমঃ।

অসূয়া—দ্বেষঃ পরোদয়েঽসূয়া স্যাৎ সৌভাগ্যগুণাদিভিঃ।

অহঙ্কার—অহঙ্কারঃ পরাক্ষেপঃ স্বগুণোদ্ভাবনাদ্ভবেৎ।

আলম্বন—(বিভাব। কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বৃষ্ণিরাপ্যনা মতাঃ।

আলস্য সামর্থ্যস্যাপি সত্ত্বাবে ক্রিয়াজুগুপ্সতা চি ত্তা। তৃপ্তিশ্রমাদিনস্তু তা জ্ঞানস্তমুদীর্যতে।

আবেশ—চিত্তস্য সংস্রবো যঃ স্যাদাবেশোঽয়ং স চাষ্টধা।

আশাবন্ধ—আশাবন্ধো ভগবতঃ প্রাপ্তিদস্যাবনা ।।

(ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

পরমকরুণাময় জগদ্‌গুরু পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্যদেব শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থানপূর্বক নিরন্তর শ্রীচৈতন্য-বাণী কীর্তন করিতেছেন। গত ২৩শে এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যায় তিনি অর্চা, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পরতত্ত্ব বিষয়ে কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্তন করেন। তাঁহার শ্রীমুখে যুক্তিযুক্তা হরিকথা শ্রবণ করিয়া ভক্তবৃন্দ সকলেই পরমোপকৃত হইতেছেন।

হংসক্ষেত্রে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ১৪ই এপ্রিল হইতে চারিদিবসকাল নদীয়া জেলার অন্তর্গত হংসক্ষেত্রে হরিকথা প্রচার করিয়া তথা হইতে ৪ ক্রোশ দূরবর্তী শিবনিবাস নামক স্থানে গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্তন ও প্রচার করেন। ঐ স্থান হইতে তিনি গত ২৩শে এপ্রিল সন্ধ্যায় আকন্দঠেরায় শ্রীচৈতন্যমঠে উপস্থিত হইয়া নিরন্তর হরিকথা কীর্তন করিতেছেন।

কাশীতে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ৯ই এপ্রিল কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন এবং স্থানীয় বাঙ্গালীটোলাস্থিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাবাগীশ মহোদয়ের গৃহে গমন করত "গুরু-তত্ত্ব" সম্বন্ধে হরিকথা কীর্তন করেন। ঐ দিবস রাত্রে তিনি শ্রীমঠের ভক্তবৃন্দের নিকট "বৈরাগ্যযুক্তভক্তিরসং……প্রভুমাশ্রয়াম্যহি" শ্লোক অনেকক্ষণ যাবৎ ব্যাখ্যা করেন

কলিকাতায়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কিছুদিন যাবৎ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যহ সন্ধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং "শ্রীরূপগোস্বামীর শিক্ষা" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

স্বামীজী মহারাজ গত ২১শে এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যায় কএকজন ব্রহ্মচারী সহ কলিকাতা বেলগাছিয়াস্থিত ভেটারিনারি কলেজের ডাক্তার শ্রীযুক্ত নৈলেন্দ্র লাল সেন মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় ভবনে উপস্থিত

---

* শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার ৪র্থ বর্ষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত রস-শব্দাবলীর যে টীকা লিখিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইল।

হইতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্লোকোদ্ধার করিয়া চিত্রকেতুর প্রতি দেবর্ষি নারদ এবং অঙ্গীরা-ঋষির সাঙ্কর্ষণের উপদেশ প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ১৪ই এপ্রিল রাত্রিতে স্বামীজী শ্রীযুক্ত শান্তিময় সেনের বালিগঞ্জ রোডস্থিত বাসভবনেও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

চট্টগ্রামে—গত ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার উপদেশক শ্রীপাদ অমায়িক ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় ভক্তসহ বিশেষ এস্, বি, মুখার্জ্জী লেডী ডাক্তার মহোদয়ার চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গিবাজার রোডস্থিত বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মহাত্মা অম্বরীষ মহারাজের প্রতি ব্রহ্মশাপ-বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে ভক্তিশাস্ত্রীজী মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

কাছাড় জেলায়—উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় মঠসেবক সহ কাছাড় জেলার শিলচর নামক স্থানে কিছুদিন যাবৎ হরিকথা প্রচার করিতেছেন। প্রত্যহ স্থানে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা এবং কীর্ত্তনাদি হইতেছে।

গত ২৬শে চৈত্র হইতে ১লা বৈশাখ পর্য্যন্ত পণ্ডিতজী স্থানীয় 'হরিসভা-প্রাঙ্গণ,' "অভয়চরণ ভট্টাচার্য্যের পাঠশালা-গৃহ" এবং কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাসায় ক্রমান্বয়ে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ২৬শে চৈত্র ভক্তিশাস্ত্রীজীকে অগ্রণী করিয়া শিলচর হরিসভা-প্রাঙ্গণ হইতে একটি বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া সহরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করেন। শোভাযাত্রায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন। এরূপ বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা উক্ত সহরে ইতঃপূর্ব্বে আর দৃষ্ট হয় নাই।

পাটনায়—শ্রীপাদ পদ্মপলাশাক্ষদাস ভক্তিপ্রসূন প্রভু কএকজন মঠসেবক সহ গত ২২শে এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যায় পাটনার মিঠাপুরস্থ মিঃ সরকুলদাস শ্রীবাস্তব মহোদয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "প্রহ্লাদ উপাখ্যান" সরল হিন্দী ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী ও বিহারী ভদ্র-মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। পাঠের প্রারম্ভে ও শেষে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

সিরাজগঞ্জে—উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহা-পুরুষ দাস ভক্তিশাস্ত্রীজী নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া পাবনা জেলার বিখ্যাত বন্দর ও সাব্‌ডিভিসন সিরাজগঞ্জে উপস্থিত হইয়া তথাকার মহাপ্রভুর বাটীস্থ নাটমন্দিরে সপ্তাহাধিককাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী ক্রমান্বয়ে "সার্ব্বজনীন ভাগবতধর্ম্ম", "গীতার শিক্ষা ও শ্রীচৈতন্যদেবের দানের বৈশিষ্ট্য", "শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যদেব" প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে আরও কয়েকদিবস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতের 'কপিলদেবহূতি-সংবাদ' পাঠ হয়। প্রত্যহ বক্তৃতা ও পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

অতঃপর স্থানীয় শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণ দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষুদিরাম মাণাকারের ঐকান্তিক আগ্রহে প্রচারকগণ হরিসভা-প্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ সভায় "সমসাময়িক বিশ্বে শ্রীচৈতন্যদেবের অসমোর্দ্ধ দান" বিষয়ে আরও একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে তথায় বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সাপ্তাহিক অধি-বেশন—গত ১৬ই বৈশাখ ১৩৪৬, ৩০শে এপ্রিল ১৯৩৯ রবিবার সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনোপলক্ষে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহা-মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু 'ভক্তির বিঘ্ন ও তাহা নিবারণের উপায়' সম্বন্ধে সাধক-জীবনের সর্ব্বপ্রয়োজনীয় বহু বিষয়সম্বলিত ও গভীর গবেষণাপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণ জন্য বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা শ্রীমঠে আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী—এতদুপলক্ষে পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাব-বাসরে ভক্তবৃন্দগণ সর্ব্বত্র হরি-সংকীর্ত্তনমুখে উপবাসাদি ব্রত উদ্‌যাপন ও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীনৃসিংহদেবের লীলাচরিত পারায়ণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পারমার্থিকপত্র

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাত্মিকা-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৯শে বৈশাখ, ১৩৪৯ | ৮ম সংখ্যা

ভক্তি ও নিবৃত্তি

(২

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

অনেক আধুনিক ও পুরাতন যুক্তিবাদী পুরুষ মুক্তি বিষয়ের প্রতিবাদ করেন। তাঁহাদের প্রথম প্রতিবাদ এই যে, "এই ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর-সৃষ্ট, অতএব মানবের বাঞ্ছনীয়। জগদীশ্বর মানবদিগকে যুক্তি-শক্তির দ্বারা ভূষিত করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিতি করিতে দিয়াছেন। মানবগণ যুক্তিশক্তির পরিচালনার দ্বারা সমাজ ও তৎসম্বন্ধীয় অনেক ব্যবস্থা স্থাপন করত জগতে সুখভোগ করিতেছেন। অনেকানেক আবিষ্ক্রিয়া করত সুখ এবং সুখোপায়ের আধিক্য বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং কালে কালে এই প্রকার উন্নতি হইতে হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড একটি অপূর্ব্ব ক্লেশরহিত ধাম হইয়া বিরাজ করিবে। মানবগণ তখন অনায়াসে সর্ব্বসুখ ভোগ করিতে পারিবেন, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়।

এই প্রকার সিদ্ধান্ত-বিন্যাসও যুক্তি-বিরুদ্ধ, যেহেতু ইহার বিপরীত স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় দৃষ্ট হয়। স্বভাবতঃ আত্মায় একটি অপ্রাকৃত আশা প্রতীয়মান হয়। হে পাঠকবর্গ! আপনাদিগের অস্থিচর্ম্মবিনির্ম্মিত স্থূল দেহ ও মনোময় সূক্ষ্ম দেহ নিতান্ত করত আত্মার কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া একবার সমাধি অবস্থায় এই বিষয়ের প্রত্যক্ষ করুন। তাহা হইলে দেখিবেন যে, আপনারা পান্থ-নিবাসীর ন্যায় এই সপ্তাবরণবিশিষ্ট দেহেতে বাস করিতেছেন এবং স্বীয়-ধাম-গমনের গাঢ়তর আশা করিতেছেন। পুরুষোত্তম-ধামাভিমুখ যাত্রিকগণ যেমত পথ-মধ্যে কোন একটি গৃহেতে বাস করিয়া রাত্রিযাপন করত অরুণোদয়ের অপেক্ষা করে, তদ্রূপ আপনারাও

এই প্রাকৃত অজ্ঞানতা বাধা দান করত জনক মহাশয়ের অনেক চিন্তা হইতেছিল। পাশ-নিবাসে আসক্ত হইয়া কোন্ মূঢ় তাহার উন্নতির চেষ্টা করে?

কখনই করিবে না, তবে ঐ পাশ-নিবাস-দ্বারা যাহাদের কারাবাস এবং উহাদের অধিকারী বাক্তিরাই সংকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে যে পুরুষ এই প্রাকৃতৌতিক পাশ-নিবাসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ইহার পালন-কর্ত্তা। কর্ত্তব্যবিমূঢ় ব্যক্তিসকল এই পাশ-নিবাসে আসক্ত হইয়া ইহার উন্নতি করে এবং ঈশ্বরও ঐ সকল ব্যক্তির দ্বারা নিজ কার্য্যের সাধন করিয়া লন। ইহাতে তাঁহার অসীম কৌশলের ব্যাখ্যা হইতেছে। যেহেতু পার্থিব পাশোপাসক ব্যক্তিগণ তদাসক্তিরূপ যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার দণ্ডস্বরূপ তাহারা অকর্ম্মণ্য পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়। পূর্ব্বপাপক্ষয়রূপ ফল ব্যতীত আর কিছুই প্রাপ্ত হয় না, বরং তাহাদের আসক্তি গাঢ় হইলে তথায় বাস করিয়া আপনাদিগকে বদ্ধনা করে। ঈশ্বর এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের চিরনিবাসী নহে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, অতএব ইহাকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু কহিলে বিশ্বাসবিরুদ্ধ বাক্য হইয়া উঠে। এই ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড যতই উন্নত হউক না কেন, কখনই ইহা নির্দ্দোষ হইবে কখনই বিমল সুখ ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। এটি স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস। প্রকৃত মায়া-জনিত; অতএব অভাব-সঙ্কুল। অভাবই ইহার স্বভাব, অতএব ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড কোনকালেও অভাবরহিত হইবে

পূর্ণতা না হইলেও যে বিমল সুখ কখনও আশা করা যাইবে, এমত নহে। এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের যতই উন্নতি হউক না কেন, দেশ কাল প্রভৃতি পরিচ্ছেদক ধর্ম্মসকল কোথা যাইবে? ইউরোপ ও আমেরিকা দেশস্থ অনেক • • তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতও এই সম্বন্ধে অনেক ভ্রম প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ এই ভূত-সকল ক্রমোন্নতির দ্বারা অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্ত হইবে, এরূপ স্বীকার করেন। হায়! তাঁহারা যুক্তি করিবার সময় পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির ধ্যান করেন না। যদি একবার হৃদয়-কন্দরে সেই পরমপুরুষ ভগবানের সচ্চিদানন্দ ভাবকে ধ্যান করেন, তবে আর এরূপ সঙ্কীর্ণ অসঙ্গত তর্কের হয় না। পরমেশ্বর যখন সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তখন তাঁহার অন্য প্রকারের সৃষ্টি থাকিতে পারে। এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড যে ক্রমে অপ্রাকৃত হইবে ইহার প্রয়োজন কি? তাহার কি আর একটি অপ্রাকৃত জগৎ থাকিতে পারে না? যাহারা সমুদায় জগতের আদি বলিয়া প্রকৃতিকে লক্ষ্য করেন এবং একটি মহান্ চৈতন্যকে স্বীকার করিতে সমর্থ হন না, অথচ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষকে প্রকৃতির সন্তান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারাই কেবল প্রাকৃত জগৎ হইতে অপ্রাকৃত জগতের প্রাদুর্ভাব কল্পনা করিতে পারেন। সেশ্বরবাদী পুরুষেরা এ প্রকার কহিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রাকৃত জগৎ যে কোনকালে অপ্রাকৃতস্বরূপ হইবে এরূপ কদাচ স্বীকৃত হইতে পারে না।

এ প্রকার প্রতিবাদ যে যুক্তিবিরুদ্ধ তাহাও দৃষ্টি করুন। পরমেশ্বরকে বেদসকল সত্যসঙ্কল্প ও সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। জগদীশ্বর যে মানবদিগকে উন্নত করিবার আশায় প্রথম সৃষ্টির পরেই এ জগতে স্থাপিত করিয়াছেন এমত হইতে পারে না। তিনি সর্ব্বমঙ্গলময়, অতএব অকারণে আমাদিগকে যে ক্লেশময় দেশে স্থাপিত করিয়া বিপজ্জালে পাতিত করিবেন, এরূপ তাঁহার স্বভাব নহে। যদি এই ব্রহ্মাণ্ডটি আমাদের চিরনিবাস অথবা ভোগের জন্য সৃষ্ট হইত, তবে তিনি অবশ্যই নির্ম্মলরূপে ইহাকে সৃষ্টি করিতেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন বিশেষ পরিণাম আশায় রহিয়া আছেন, এরূপ তাঁহার পক্ষে ঘটনীয় নহে। সূত্রধরেরা কাষ্ঠ ও বাটালী ব্যতীত কোন বিষয় নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হয় না, কর্ম্মকারেরা লৌহ, হাতুড়ী ও অগ্নি ব্যতীত কিছুই করিতে পারে না এবং কুম্ভকারেরা কুলাল, চক্র, মৃত্তিকা প্রভৃতি উপকরণ ব্যতীত কিছুই গড়িতে পারে না, এরূপ প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু আমাদের পরমেশ্বর কি তদ্রূপ অক্ষম পুরুষ? তিনি কি মানব-বুদ্ধি ও জন-সৃষ্টি ব্যতীত এই জগৎকে উন্নত করিতে পারিতেন না? আহা! যে মহাপুরুষ ইচ্ছামাত্রেই এই সদসৎ জগৎকে উৎপত্তি করিয়াছেন, তিনি কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলে কি কোন দ্রব্য বা যন্ত্রের প্রয়োজন হয়? যিনি সমস্ত চৈতন্য, জড় ও যন্ত্রাদির নিয়ন্তা তাঁহার সঙ্গত কখনই লৌকিক-সিদ্ধ হইতে পারে না।

এই ব্রহ্মাণ্ডটি যে চিরকাল অসিদ্ধ ও অভাবপূর্ণ

থাকিবে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা, নতুবা ইহাতে অবশ্য এরূপ হইত না। জীবের প্রাপ্য আর একটি ধাম স্বীকার না করিলে কোন বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। শাস্ত্রযুক্তি ও আত্মার প্রত্যক্ষ দৃষ্টি দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয়। জীব সেই অদ্ভুত অপ্রাকৃত ধামের আশা করিয়া থাকেন। যথা বামনপুরাণে—

প্রধৈতদ্ধর্ম্যমাণ স্বলোকং প্রকৃতেঃ পরম্।
কেবলানুভবানন্দসন্দোহমমলপ্রভম্॥

ক্রতৌ চ—এষ ব্রহ্মলোক, এষ আত্মলোক ইতি।

এই প্রকার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দুইটি জগৎ স্বীকার করা অনাদিসিদ্ধ বলিতে হইবে।

এক্ষণে প্রতিবাদিগণ আর একটি কুতর্ক উঠাইতে পারেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন যে, পরমেশ্বর জীবগণকে সেই অপূর্ব্ব ধামে না রাখিয়া এই অসম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে কি নিমিত্ত রাখিয়াছেন। যদি জীবসকল তদ্ধামের যোগ্যরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, তবে কি কারণে তাহারা তথায় থাকিল না? এ বিষয়েও বিশ্বাস ও যুক্তি উত্তর প্রদান করিবে। হে ভাগবত মহোদয়গণ! আপনাদিগের আত্মার নিগূঢ় প্রদেশে আর একবার স্থিরচিত্তে উপবিষ্ট হইয়া সমাধিযোগের দ্বারা এই তত্ত্বের বিচার করুন। সমাধি ব্যতীত অপ্রাকৃত তত্ত্বের কোন ভাব উপলব্ধি হয় না। যে সকল পুরুষ সমাধি-বৃত্তির আলোচনা করেন না, তাঁহাদের পক্ষে আত্মতত্ত্ব নিতান্ত দুরূহ। সমাধির দ্বারা জীব বাহ্য ব্যাপারসকল রুদ্ধ করত অন্তর্বৃত্তি দ্বারা অপ্রাকৃত ধামে বিচরণ করত অপ্রাকৃত তত্ত্বসকল সাক্ষাৎ দর্শন করেন। তখন আমরা সমাধিযোগে সেই পরমপুরুষ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের সন্নিকটস্থ হইয়া সাক্ষাৎকার লাভ করি, তখন আমাদের অন্তঃকরণ পরমপ্রেমে উৎফুল্ল হয়। কিন্তু তখন আমাদের পূর্ব্বকৃত কোন অপরাধের জন্য অনুতাপ উপস্থিত হয়। আমাদের তখন ভোগেচ্ছার দ্বারা মায়া-স্বীকাররূপ যে অকার্য্য, তাহা শরশলাবৎ হইয়া আমাদিগকে বিলক্ষিত ও সন্তপ্যমান করে। আমরা তখন বিবেচনা করি, হায়! আমরা কেন এমত অপূর্ব্ব পূর্ণানন্দ পরিত্যাগ করিয়া মায়ার ক্ষুদ্রানন্দে প্রবেশ করিয়াছিলাম! এমত দয়ালু পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া সামান্য জড়সুখের বাঞ্ছা করিয়াছিলাম! কিন্তু পরমেশ্বর কি দয়ালু। তিনি আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া স্বীয় ধামের সহিত আমার নিকট বর্ত্তমান আছেন, আমি যে অবস্থায় পতিত হই না কেন, তিনি স্বস্বরূপে আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন। আমার কেবল দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। এইরূপ ভাব সমাধিতে আমাদের মনে সততই উদিত হয়। ইহার কারণ কি? আমরা যে কোন কালে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইয়াছি, ইহাই প্রত্যক্ষ বোধ হয়। স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয় হইতে বার্ত্তাসমূহের কেবল বীজ পাওয়া যায়, বার্ত্তা জানা যাইতে পারে না। ঐ বীজ হইতে যুক্তি দ্বারা ও শাস্ত্র-বিচারের দ্বারা সমস্ত বার্ত্তা সংগৃহীত হয়। মহাপ্রভু সনাতনকে কহিয়াছেন—

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥

এতাবৎ উপনিষৎস্বরূপ প্রভু-বাক্যের দ্বারা কি সংগৃহীত হয়? বোধ হয় যে, জীব কোন সময়ে নিজ স্বভাব কৃষ্ণভক্তি বিস্মৃতিক্রমে ভোগেচ্ছাবশতঃ মায়ার হস্তে পতিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে কারারুদ্ধভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। অসম্পূর্ণ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে যৎকিঞ্চিৎ ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগের দ্বারা জীব কালযাপন করিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিতি-কাল জীবের দণ্ড-কাল বলিতে হইবে। জীব স্বীয় কর্ম্মফলে অত্র স্থলে নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের যতদূর প্রাকৃত উন্নতি হয়, আমাদের ততদূর বন্ধনের দৃঢ়তা স্বীকার করিতে হইবে। এই ব্রহ্মাণ্ডের উন্নতিতে আমাদের সুখের কারণ কিছুই নাই। জীবের এই পতিত অবস্থাটি যে নিশ্চয় সত্য, তাহা সকলদেশের শাস্ত্রবেত্তারা স্বীকার করিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মে আদমের পতন যেরূপ হইয়াছিল, তাহা আপনারা অবগত আছেন। জ্ঞান-বৃক্ষের ফল-ভক্ষণই তাহার পতনের কারণ। কৃষ্ণের অধীনত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা স্বাধীন হইয়া ভক্তি-সুখকে বর্জ্জন করে, তাহার আর মঙ্গল কোথায়? জীব কৃষ্ণদাসত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানের অধীন অর্থাৎ মায়ার হস্তে পতিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে দুঃখ পাইতেছে, ইহা কোরাণেও স্বীকৃত। জীবের স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধের মূলই সমুদায় বিবরণে দৃষ্ট হয়। যদিও স্বতঃসিদ্ধ

প্রকাশের স্বীকার করত তাহা হইতে কোন বিশেষ সম্বোধ আবিষ্কার না করা যায়, তবে আমাদের বুদ্ধিশক্তির দ্বারা কি ফল হইল? আমরা পশু হইতে কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলাম?

এক্ষণে প্রতিবাদী প্রশ্ন করিবেন যে, জীব কি নিমিত্ত ঈশ্বরের দাসত্ব ভুলিয়াছিল এবং পরমেশ্বরই বা কি নিমিত্ত তাহাকে এরূপ বিমুখ হইবার ক্ষমতা দিয়াছিলেন? এতদ্বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে গেলে প্রথমে জ্ঞাতব্য এই যে, সমস্ত জ্ঞানের আকর যে স্বতঃসিদ্ধ আপ্ত-প্রমাণ, তাহা কদাচ দয়াদি ব্যতীত বিবেচিত হইতে পারে না। অতএব হে ভাগবত-মণ্ডলি! আপনারা আর একবার সমাধিযোগের দ্বারা আত্মার অন্তঃপুর দ্বারে প্রবেশ করুন। অপ্রাকৃত ভগবদ্রূপ ভগবদ্দীপিকা তথায় অনবরত সচ্চিদানন্দময় হইতে থাকে যেরূপ সনকাদি ঋষিগণ ভগবান্ সঙ্কর্ষণের নিকট হইতে সাত্বতী শ্রুতি ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন, আপনারাও তদ্রূপ শ্রবণ করুন। বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় আত্মা সঙ্কর্ষণ অনন্ত করিতেছেন,—শ্রবণ কর, পরমেশ্বর সর্ব্বমঙ্গলময়। তিনি জীবের অনন্ত উন্নতি বাসনা করত জীবের স্বভাবকে স্বীয় দাসত্বে পরিণত করিলেন। কৃষ্ণ-দাসত্বই জীবের স্বভাব হইল। দাসত্ব-সুখে জীব পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিল। কিন্তু জীবের যে অগত্যা দাসত্ব, তাহাতে জীবের কোন বিশেষ গৌরব না থাকায় অধিকতর উন্নতির অধিকারী হইতে পারে না। পরমকরুণাময় ভগবীশ্বর জীবকে স্বাধীনতারূপ একটি অপূর্ব্ব বর দান করিলেন। ঐ স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করত যে-সকল জীব ঈশ্বর-সেবায় অধিকতর ভক্তি করিলেন, তাঁহারা উন্নত অবস্থার অধিকারী হইলেন। কিন্তু যাঁহারা ঐ স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহার করত ভোগ-বাসনা করিয়া দাসত্ব পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহারা তদবধি মায়াকর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া মায়ার অপকৃষ্ট সেবায় রত হইয়া কখনও দুঃখ, কখনও সুখ ভোগ করিবার জন্য ভোগায়তন প্রাকৃত দেহে প্রাকৃত জগতে প্রবেশ করিলেন। এই বার্ত্তাটি পুরঞ্জন-উপাখ্যানে দৃষ্ট হইবে। যে-সকল পুরুষ পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু এতদ্বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হন না, তাঁহারা এই প্রকার সিদ্ধান্তেই বিশ্রাম করেন। পরমেশ্বরের অসীম দয়াতে কেবল মাত্র বিশ্বাস করিয়া যাঁহারা ভজনানন্দে কালযাপন করেন, তাঁহারা নির্ব্বোধ হইয়াও সুখী এবং যাঁহারা এই তত্ত্বে বিশেষ বিচার করত এই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদেরও দুঃখ অপগত হয়; কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখ পান। যথা বিদুরোক্তি শ্রীভাগবতে তৃতীয়ে—

যস্য মূঢ়তমো লোকে যস্য বুদ্ধেঃ পরং গতঃ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ॥

হে ভাগবত মহোদয়গণ! বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, জীবের ক্লেশের কারণ জীব ব্যতীত আর কে হইল? পরমেশ্বর আমাদের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করিয়া আমাদের উদ্ধার করিবার জন্য প্রাকৃত জগতেও আবির্ভূত হইয়া ব্রজ-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। আহা! তাঁহার করুণার অবধি নাই। এই অপ্রাকৃত ব্রজলীলার যে গভীর তত্ত্ব, তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইলে আর জীবের দুঃখ কোথায়? সংসারের মধ্যে যে-সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড আর্য্য-ধর্ম্ম বলিয়া বেদসকল ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে জীবের যথার্থ কি মঙ্গল হইতে পারে?

শ্রীশ্রীতাচার্য্য-কথা-প্রসঙ্গ

[স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা; কাল—১লা নভেম্বর ১৯৩৮]

'ধর্ম্মিণ' শব্দের অর্থ কুক্কুরের ন্যায় পরাধীনোচিতা। অন্যতন্ত্রতা, পরমুখাপেক্ষিতা, পরনির্ভরতা প্রভৃতি বৃত্তিজীবী দাসগণের অবস্থা। মায়াবাদিগণ ও বৌদ্ধগণ জীবের প্রকৃতি-বশযোগ্যতা দর্শন করিয়া জীবের ক্লেশ অপসারণের পন্থা নিজেদের যুক্তি বা Speculation দ্বারা স্থির করিয়াছেন। এই জগতে মায়া-পরতন্ত্র হইয়া জীব আধ্যাত্মিকাদি তাপ পাইয়া থাকে। তাহা দেখিয়া বুদ্ধ ও শঙ্করের অনুগতগণ কল্পনা করিলেন যে, এই মায়াপরতন্ত্রতার বিপরীত বা

বাস্তবিক ভাবই তাপবিনাশে সমর্থ হইবে। তাঁহারা দেখিলেন যে, চেতনের অনুভূতি নামক একটি বৃত্তি আছে, উহাই জীবের যাবতীয় ক্লেশের মূল। জীবের সত্তায় যদি অনুভূতি না থাকে, তাহা হইলে ক্লেশের অস্তিত্ব থাকে না। ইহা হইতেই সাংখ্য প্রকৃতি বেদান্তের দার্শনিক-সম্প্রদায় প্রকৃতি-নির্ব্বাণকেই মুক্তি বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। বুদ্ধও এ জগতে অস্তিত্বই দুঃখের কারণ, ইহা স্থির করিয়া সত্তাবিলোপই দুঃখনাশের উপায়—এইরূপ শূন্যবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

শঙ্কর বলিলেন যে, কেবল অচিৎ-বিনাশ-দ্বারা ক্লেশ পর্য্যন্ত শূন্য হইয়া যাইবে, তাহা নহে,—চিন্মাত্র অর্থাৎ কেবল জ্ঞান বা কেবল চেতন থাকিবে। চেতন থাকিলেও তাহার বিশেষ নাই। জ্ঞান আছে, জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় নাই। কারণ, এই জগতের অস্তিত্বই তাঁহাকে জানাইয়াছে যে, জ্ঞাতা হইলে তাহার অনুভূতি আছে এবং তদ্দ্বারা সে জ্ঞেয়ের বশবর্ত্তী, মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে। অতএব জ্ঞাতার অনুভূতি থাকিলে এবং জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব থাকিলে জীবের দাসত্ব (অবিদ্যা-বন্ধন) হইতে মুক্তি হইতে পারে না। তজ্জন্য শঙ্কর জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব ও জ্ঞাতার অস্তিত্বকে বিলোপ করিবার উদ্দেশ্যে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার একীভূতত্ব কল্পনা করিয়াছেন অর্থাৎ তখন আর অনুভূতির বিষয় ও কর্ত্তা কিছুই না থাকায় মুখাপেক্ষা বা দাসত্ব নাই,—জীব মুক্ত (ব্রহ্ম) হইলেন। মুক্ত হইবার জন্য তাঁহারা যে পঞ্চোপাসনাদি পন্থা অবলম্বন করিলেন তাহাও কল্পিত। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনম্"। তাঁহাদের ধ্যান-ধারণাদি সকলই কল্পিত পথ। চরমে ধ্যেয় বা ধ্যাতার অস্তিত্ব নাই, সুতরাং ধ্যানটী বর্ত্তমানে কল্পনা-মাত্র। রূপ না থাকিলে ধ্যানও হয় না। এইরূপ মুক্তির কল্পনাকারিগণ দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত। তাঁহাদের লক্ষ্য রহিয়াছে প্রকৃতি, অবিদ্যা বা মায়ার প্রতি। তাহার ক্রিয়া বা বিক্রম লক্ষ্য করিয়া তাহার বাস্তবিক অবস্থাকে মুক্তি কল্পনা করা হইয়াছে। মুক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মুক্তিকে জানা হইতেছে না। মায়ার প্রতি লক্ষ্য থাকায় নিজের মায়াপরতন্ত্রতা—দাসত্বাবস্থাই একমাত্র অনুভবের বিষয় হইতেছে এবং তাহা হইতে ভয় উপস্থিত হইতেছে। এই ভয়ই তাঁহাদের মুক্তির আশ্রয়। 'আকাশ' অর্থে আশ্রয়, আধার। মায়াবাদিগণ ও বৌদ্ধগণের জ্ঞান নির্দ্দল হইয়া গিয়াছে। সাধ্য, সাধন অথবা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনে—সর্ব্বত্রই তাঁহাদের ভয়ই প্রকাশিত। সাধ্যবস্তু পাছে মায়াতন্ত্র হইয়া পড়েন, এই ভয়ে যাহা মায়া-পরতন্ত্রতার প্রত্যক্ষ করিতেছে, সে গুলির বাস্তবিক ভাব তাহাতে স্থাপন করিতেছে। প্রকৃতি-পরতন্ত্রতার ক্রিয়া আছে, জীব নির্দ্দল হইয়া থাকিতে পারে না, ভোগ না করিয়া থাকিতে পারে না, পঞ্চভূত জাত বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ না করাইয়া থাকিতে পারে না—ঐ গুলিই তাহাদের দাসত্ব; অতএব সাধনে ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রত্যাহারই একমাত্র কর্ত্তব্য। জগতে বিলাস আছে, তাহার পরিণাম দাসত্ব: সুতরাং সম্পূর্ণরূপ বিলাসহীন হওয়াই প্রয়োজন। এইরূপে সর্ব্বদাই তাহাদের ভয়। এই ভয়টী স্বরূপগত নহে, বৈদেশিক অর্থাৎ আগন্তুক (foreign).

স্বদেশী ও বৈদেশিক বলিয়া দুইটী শব্দ আছে। যে আধারে যাহার প্রকৃত নিত্য অবস্থান সেই আধারের সম্বন্ধে তাহাকে 'স্বদেশী' বলা যায়। অস্বাভাবিক বা নৈমিত্তিক, ক্ষণস্থায়ী ভাবে যে বিষয়ের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, তাহাকে 'বৈদেশিক' বলে। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। অশোক, অভয়, কৃষ্ণপাদপদ্ম সেইস্থানে অবস্থিত বলিয়া বাস্তব পক্ষে জীবও স্বরূপতঃ অশোক ও অভয়। সকল বিষয় কৃষ্ণ-সম্বন্ধে দর্শন করাই চেতনের বৃত্তি, তজ্জন্য চিদ্দর্শনে দ্বিতীয়াভিনিবেশ নাই। সর্ব্বত্র অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, অতএব ভয় তাহার থাকিতেই পারে না। বর্ত্তমানে নৈসর্গিক অবস্থার কারণবশতঃ নৈমিত্তিকভাবে ভয় প্রবেশ করিয়াছে।

ঐরূপ ভয়াশ্রিত জনগণের মুক্তির আশ্রয় আকাশ—জড়াকাশ। জড়ব্যতিরেক বিচার করিতে যাইয়া তাহাদের কল্পনা এই জগতের মধ্যে থাকিয়া এই জগতের সীমা অতিক্রম করিতে না পারায় প্রকাশশূন্যহীন আকাশকে নির্ভেদ-ব্রহ্মাবস্থা (চিদ্বিবর্ত্ত) বা তাহাদের চরম আশ্রয় কল্পনা করে। এই যে আকাশ, ইহাও জড়। সুতরাং জড়ব্যতিরেক অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তাহারা যে জড়বিশেষে লীন হইবার চেষ্টা করেন, তাহাতে জড় হইতে পরিত্রাণের কোন কথাই পাওয়া গেল না; অতএব তাহা 'মুক্তি'-শব্দবাচ্য হইতে পারে না। Negative

হইতে Positive হইবার চেষ্টা করায় তাহাদের আধ্যক্ষিক speculation এর মূলে গলাকড়ি হইয়াছে। এই কারণের অবশ্য কোথায় পরব্রহ্মের অবস্থান কল্পনা করিতে পারে। "মোক্ষঃ—বিষ্ণুসাযুজ্যং" বা "স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"—ইহার কোনটির বিচারই উহারা বুঝিতে পারে নাই। মায়ার অধীনতাই জীবের ক্লেশ অতএব অধীনতা বা পরাধীনতিমাত্রই হেয়। ব্রহ্মবস্তুই প্রয়োজন, তাহা হইলেই নিত্য অধীনতা হইবে, অবিদ্যার নাশ করিতে হইবে না। সাধক অবস্থার কল্পনা করিয়া যাহাকে প্রভু বলিয়াছিল, সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে যাইয়া তাহার প্রভুত্ব অপসারণ করিয়া নিজেই সেখানে অধিকার করিবার কল্পনা করিয়া লইল। মায়াবাদী সকলই মায়া দর্শন করে। জীব মায়া, ঈশ্বরও মায়া; ব্রহ্মও মায়া কল্পিত পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অস্তিত্ব। সর্ব্বত্র সমস্ত এই মায়াদর্শনই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। ইহা হইতেই ধরপোড়া গরুর ন্যায় তাহারাও বৈশেষিক ভয়ের দ্বারা অভিভূত। ভয়ের দ্বারা চালিত হইয়া বৌদ্ধগণ অস্তিত্বরাগের দ্বারা সকলই বিনাশ করিতে করিতে শেষে আর আশ্রয় কিছু স্বীকার করিতে পারে না। চেতনের ক্রিয়া-বিলুপ্তিই তাহাদের একমাত্র কাম্য হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় বস্তু অর্থাৎ জীবের যে সত্তা আছে, তাহা হইতে অন্য দ্বিতীয় সত্তাই তাহাদের কাম্য। বৌদ্ধ বা সাংখ্যবাদীর শেষ গতিই প্রকৃতি। অচিরেই তাহাদের মুক্তির আশ্রয় জড়ের গুণসাম্যাবস্থায় তাহারা লীন হয়। মায়াবাদী—চিন্মাত্রবাদী। তাহারা চেতনই শেষ গতি বলিয়া স্বীকার করে। অর্থাৎ চেতন আছে, তাহাই থাকিবে,—এই অন্বয়-জ্ঞান স্বীকার করে বটে, কারণ অন্বয়-জ্ঞানই বেদান্তপ্রতিপাদ্য বিষয়, কিন্তু অন্বয়জ্ঞানের দিক্ হইতে বিচার না করায় মায়াবাদিগণ অন্বয়জ্ঞানের বাস্তব পরিচয় পান না। বিশেষ বা বিলাসের সন্ধান না পাইয়া ব্যতিরেক যে ধারণা করেন, তাহাও জড় বলা যায়। সুতরাং তাঁহাদের মুক্তির আশ্রয় চিন্মাত্র—চিন্মাকাশ হইলেও উহা পরব্যোম নহে—ব্রহ্মলোক 'চিন্নরম্',—শিবের, মোক্ষের দেবতার বা ব্রহ্মের নাম। মাদ্রাজে ঐ নামে একটী স্থান আছে; তথায় 'চিন্নরম্' লিঙ্গ আছেন। এই চিন্মাকাশ ও পরাকাশে পার্থক্য আছে। চিদ্বিলাসময় পরাকাশ বৈকুণ্ঠ বিলাস-বিশেষতীন চিন্মাকাশ—ব্রহ্মলোক মহেশলোক।

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় ৩৫শ্লোকের বিবৃতি, "নিত্যমুক্তেরই··· লক্ষ্য করেন")

নিত্যমুক্তেই মুক্তির অবস্থানের সম্ভাবনা—মুক্তির সাধনের সম্ভাবনা নহে। নিত্যবদ্ধ অর্থাৎ মায়িক কাল সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে কৃষ্ণবিমুখ, তাহার পক্ষে নিজের মুক্তাবস্থা বা নিত্য কৃষ্ণদাস্যের কথা আলোচনা করা সম্ভব নহে। মুক্তাবস্থার অভিমান তাহার স্মৃতিপথের অতীত, সুতরাং বদ্ধাবস্থায় তাহার আলোচনা স্মরণ, মনন, কীর্ত্তনাদি করিতে পারে না। স্বরূপে অবস্থিতি বা বিষ্ণুপাদপদ্ম-প্রাপ্তিই মুক্তি। সেই বিষ্ণুপাদপদ্মই নিত্য, তাহার দর্শক ও দর্শনও নিত্য। বিষ্ণুপাদপদ্মেই নিত্যস্থিতি বা নিত্য-সত্তা আছে। স্বরূপভ্রান্ত হইলে জীবের দর্শন কৃষ্ণ-পাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। তখন বিষ্ণু-সম্বন্ধে দর্শন হয় না—দ্বৈত দর্শন হয়। ঐ দ্বৈত-দর্শনে বিষ্ণুর সম্বন্ধ না থাকায় স্থিতি বা নিত্য সত্তার উপলব্ধি হয় না, তখন বদ্ধজীব নিজকে পরিবর্ত্তনযোগ্য মাংসপিণ্ড বা মনোধর্ম্মী মনে করে। বিষ্ণু-সম্বন্ধি বস্তু-দর্শনে আপনাকে চেতন, স্থিতিশীল জানিতে পারেন। তখন আর মাংসমাত্র দর্শন হয় না। চিদ্বিলাসী ভগবান্ সর্ব্বদা চিদ্বিলাসে রত থাকেন। তিনি পরিবর্ত্তন-যোগ্য মাংসপিণ্ডদর্শনের অন্তর্ভুক্ত কোন প্রকার জড়-বিশেষযুক্ত নহেন, অথবা জড়ধারণার অতীত নির্ব্বিশেষ তত্ত্বমাত্র নহেন, তিনি চিদ্বিলাসময় বৈকুণ্ঠাধিপতি। দেবীধাম জড়বিশেষযুক্ত অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক; তাহার পর বিরজার ত্রিগুণসাম্যাবস্থা; তাহার পর ব্রহ্মলোক বা মহেশধাম—চিন্নরম্—চিন্মাত্রাবস্থা বা নির্ব্বিশেষ-ধাম। তাহার পর চিদ্বিলাসময় পরব্যোম। তাহা বাস্তব-বস্তু বা স্থান transcendntal Positive real space. জড়-বিলাসের ছুঁচা সেখানে নাই। বৈকুণ্ঠাধিপতি স্বীয় চিদ্বিলাসে রত; সৃষ্টি, স্থিতি বা সংহারের কার্য্যের মধ্যে তিনি নাই। স্থিতি বা পালন বিষ্ণুর কার্য্য। বিষ্ণুর সহিত মায়ার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই। কারণ, গর্ভ ও ক্ষীর এই তিনটি সংজ্ঞা জীবজগৎ ও জড়-জগতের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, কিন্তু পুরুষাবতারত্রয় স্বয়ং মায়াতীত।

বৈকুণ্ঠাধিপতি চিৎবিশেষযুক্ত অর্থাৎ দ্বৈত বা ব্যতিরেক তত্ত্বের সংস্পর্শহীন হইয়া স্বতঃই অর্থাৎ স্বরূপ-

গত লীলায় Positive Phase এ অবস্থিত। পরশক্তির সহিত শক্তিমানের এই যে বিলাস, ইহা শক্তিমানের স্বরূপবিরোধী ব্যাপার নহে; কারণ, পরশক্তি ও শক্তিমান্ তত্ত্বতঃ অভিন্ন, চণক অথবা দ্বিদলের ন্যায় বিরাজমান। পরশক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ বা পার্থক্য নাই, তবে উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। 'বিশেষ' শব্দের অর্থ—ভেদবৎ প্রতীয়মান, কিন্তু ভেদ নহে। 'ভেদ' ও 'বিশেষ' শব্দের মধ্যে অর্থগত পার্থক্য আছে। 'ভেদ' শব্দের অর্থ—সত্তা বা রূপগত পার্থক্য।

অচিদ্‌বিলাসে রত ব্যক্তিগণ নিত্যবস্তুদর্শনে বঞ্চিত হইয়া নশ্বরতাই দর্শন করে। বিষ্ণুর বর্ণনে নিত্যতা আছে, "সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" ইহারা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া সৃষ্টি ও ভঙ্গ—ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য্য ও রুদ্রের সংহার-লীলার তাণ্ডব সর্ব্বদাই দর্শন করে। জড়-জগতের নশ্বরতা দর্শন করিয়া ক্রমে নির্ব্বিশেষ-ধারণারূপ "সর্ব্বতোভাবে মৃত্যুকে আশ্রয় করে"। বৌদ্ধগণের মতে অস্তিত্বের চিরতরে লোপই দুঃখনাশ, উহাই সর্ব্বতোভাবে মৃত্যু। ক্ষণিক শব্দের অর্থ—transient, short-lived. বৌদ্ধবাদে বিলাসহীন austerity, pessimistic view দ্বারা জৈবসত্তার নশ্বরত্ব উপলব্ধি হয়। এই অবস্থা ক্ষণিক। জড়বিশেষহীন বা স্তব্ধীকৃত অর্থাৎ গুণসাম্যাবস্থায় জীব বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না; উহা একটা বাস্তবিক অবস্থামাত্র। বিপরীত দিক্ হইতে অবরমুখী হইলে স্বল্পকালের জন্য জীব বাস্তবিক অবস্থায় উপনীত হইতে পারে, কিন্তু ঐ অবস্থাটা কিছু জীবের নিত্য অবস্থান নহে।

মায়াবাদিগণও জড়বিশেষহীন অবস্থায় অবস্থিত হওয়াকেই "মুক্তি" মনে করে কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ঐ অবস্থাও নিত্য নহে। "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" শ্লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মভূত অবস্থায় উপনীত হইয়া যদি পরা ভক্তিকে আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলেই প্রকৃতপক্ষে মঙ্গল হইতে পারে, নতুবা জীবই ঐ সাময়িক শান্ত অবস্থা হইতে পতন হইয়া থাকে।

জীবের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়, উভয়ই নশ্বর। এই জন্য এই ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা দ্বারা জীব ক্ষণিক বৌদ্ধবাদই পোষণ করে। ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা নশ্বর বস্তুর ভোক্তা সাজে, কিন্তু বিষয়-নশ্বর স্বভাব এবং জীবের উপাদানে ভোক্তৃত্ব না থাকায় ভোগ করিতে যাইয়া ভোগাভাবের অপ্রাপ্তি বা প্রাপ্তি কিছুই তাহার বাসনাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না।

ইন্দ্রিয়গণ অতৃপ্ত-বাসনাতাড়িত হইয়া নশ্বর বস্তুর অনুসন্ধানে রত হয়, ফলে ক্ষণিক সুখ-দুঃখ লাভ হইয়া থাকে এবং তাহাতে বাসনা নিবৃত্ত না হইয়া বর্দ্ধিতই হইতে থাকে। প্রাকৃত জগতের বস্তু পরিণামশীল বলিয়া এখানে বাসনা বা ইন্দ্রিয়ের তৃষ্ণার শান্তি হয় না। প্রাকৃত রাজ্য অতিক্রম করিয়া, বিরজা, ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া তদূর্দ্ধে বৈকুণ্ঠ-ভূমিতে অধোক্ষজের সেবা-ব্যতীত তাহাদের অন্য গতি নাই। প্রাকৃত রাজ্যের নশ্বরতাদি দূর হয় বা জড়বিশেষ বৈকুণ্ঠে নাই। ইন্দ্রিয়ের বাসনা অতৃপ্ত অর্থাৎ গতিবিশিষ্ট; তাহা কখনও নির্ব্বিশেষধামে নিত্য অবস্থিত হইতে পারে না। অধোক্ষজের সেবায় নিযুক্ত হইলে জড়বিলাস দূর হইয়া যায়, জীব তাহার তটস্থত্ব ও ভেদাভেদ-প্রকাশত্ব অতিক্রম করে। এই অবস্থা অতিক্রম করিবার পর আপনার নিত্যদাসত্বের উপলব্ধিতে বৈকুণ্ঠাধিপতি অধোক্ষজের সেবা হয়। বৈকুণ্ঠ হইতে উর্দ্ধ অযোধ্যা, তথা হইতে দ্বারকা, তথা হইতে মথুরা এবং তাহা হইতে বৃন্দারণ্য শ্রেষ্ঠ। ক্রমেই হৃষীকেশ দ্বারা হৃষীকেশের সেবার উৎকর্ষ এই সকল আধারে বর্ত্তমান। বৃন্দারণ্যের মধ্যেও আবার গোবর্দ্ধন ও তাঁহার পার্শ্বেই রাধাকুণ্ড—বেগবান্, তীব্র গতিবিশিষ্ট। এই স্থানই "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং" শ্লোকের অনুশীলনভূমি। ইহাই চরম— পরম কথা। ইহা ব্যতীত শ্রেষ্ঠ গতি আর কি হইতে পারে? 'গতি' শব্দের অর্থ—উদ্দেশ্য, প্রাপ্য। এই গতিলাভের ভাগ্য খুব কম অথচ পরমসৌভাগ্যবান্ লোকেরই হয়।

• • •

'সবিতা' শব্দে ব্রহ্মবস্তু বিষ্ণুকে বুঝায়। সবিতা—প্রসবিতা। "মদ্ভয়াদ্যাতি প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্"। "যোঽসৌ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনং নারায়ণঃ" শ্লোকে সবিতা অর্থে ব্রহ্মলোক সবিতা অর্থাৎ তেজোমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী সবিশেষ শ্যামসুন্দরবিগ্রহ। সূর্য্য বা তেজোমণ্ডল—সবিশেষ বিগ্রহেরই মণ্ডল। সূর্য্য—ethics এর দেবতা; সূর্য্য-পূজা করিলে ধর্ম্ম লাভ হয়। সূর্য্যপূজা

বা ধর্ম অর্থ ও কামের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ধর্ম যদি বিরাগ বা মোক্ষ অর্থাৎ শিবের উপাসনায় নিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে ধর্ম বৃথা হইয়া যায়। বৈরাগ্য যদি তীর্থপাদের সেবায় নিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে উহা অপব্যয়ী ফল প্রসব করে মাত্র। তীর্থপাদ শব্দের অর্থ—বিষ্ণু ও বৈষ্ণব; আশ্রয়-বিগ্রহের সহিত বিলাসবান্ বিষয়বিগ্রহ।

অরিষ্টাসুরের বিচার, সে অধর্মের (?) প্রশ্রয় দিবে না। কৃষ্ণের লাম্পট্য বা ঔপপত্য ethics এর গণ্ডীর বাহিরে, অতএব তাহাকে ধ্বংস করিতে হইবে। সে নিজে কিন্তু আশ্রয়-বিগ্রহকে ভোগ করিতে চায়; কিন্তু তাহার ধারণা, তাহার পক্ষে উহা দোষাবহ নহে; পরন্তু ethical কৃষ্ণের নিরন্ত, শ্রীমতীকে আক্রমণ কৃষ্ণ কখনও সহ্য করেন না। আচার্যগণের বর্ণনার লীলা এত গভীর যে, সাধারণের নিকট উহা perplexing—puzzling. শ্রীল ঠাকুরও যাহার সম্বন্ধে certificate দিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদ তাহাকেই বলিয়াছিলেন—অরিষ্টাসুর।

• • •

মুক্তবৈরাগ্য বা ভক্তিবান্ মুক্ত-বৈরাগ্য বিলাসের সহিত অপাশ্রিতভাবে বর্তমান নহে, উহা বিলাসেরই পর্য্যায়, নামান্তর। অপাশ্রিত বলিতে গহনীয়, বিরুদ্ধতর বুঝায়। ভক্তিবিমুক্ত বৈরাগ্য বিলাসের বিরুদ্ধ বা গহনীয় নহে। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা-ত্যাগই বৈরাগ্য। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবিধানের সহিত তাহা বর্তমান থাকে। ঐ বৈরাগ্য রাহিত্যবোধক নহে, সেবাহীনতা নহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

(ভাঃ ১২।১৩।১৮)

ভাগবতধর্মে চিদ্‌বিলাসের অনুশীলনপর জ্ঞানের কথা আছে। ঐ জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির সহিত বর্তমান। ভাগবত পরমহংসগণ ঐ চিদ্‌বিলাসবিচিত্রতারূপ বৈরাগ্য-শোভায় সম্পূর্ণরূপে মণ্ডিত। এই বিলাসের অনুশীলনে বিচারের কথা আছে। ঐ বিচার চিত্ত শুদ্ধ করে।, কৃষ্ণজ্ঞানের উদয়ে চিত্তকে সবল করে। তখন—

হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার আগ্রহে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভজে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হইতে না পারে চরণ॥

"আদৌ শ্রদ্ধা"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায়, শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর বাণীতে "আদৌ শ্রদ্ধা" এই উপদেশটি পাওয়া যায়। প্রেমভক্তি-লাভের ক্রমনির্ণয়ে ভক্তিশাস্ত্রাচার্যের মূলমহাজন শ্রীরূপ "আদৌ শ্রদ্ধা" অর্থাৎ প্রথমেই 'শ্রদ্ধার' কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 'শ্রদ্ধাই' প্রেমভক্তির প্রথম কথা। 'শ্রদ্ধা' ব্যতীত ভক্তিতে অধিকারই হয় না। তাই 'শ্রীসনাতন-শিক্ষায়' শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্ত ভাষায় বলিয়াছেন,—

"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।"

—চৈঃ চঃ ম ২২।৬৪

একমাত্র শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ভক্তির অধিকারী। যতক্ষণ শ্রদ্ধা না হইতেছে, ততক্ষণ জীবের অভক্তিতে অর্থাৎ অন্যাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান, যোগাদিতে বা আধ্যাত্মিক-তাতেই নৈসর্গিক অধিকার। গীতাতেও শ্রীভগবান্ অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" (গীতা ৪।৩৯)

অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

অশ্রদ্ধানের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী—

'অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" (গীঃ ৪।৪০)

অজ্ঞ, অশ্রদ্দধান ও সংশয়াত্মা পুরুষ বিনষ্ট হয় অর্থাৎ তাহারা কখনও আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারে না।

শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥ —চৈঃ চঃ ম ২৩।

কোন বিশেষ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে জীবের হৃদয়ে শ্রদ্ধাদেবীর আবির্ভাব হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'ভাগ্য' শব্দের পূর্ব্বে একবার 'কোন' ও 'জীবের' শব্দের পূর্ব্বে আর একবার 'কোন' শব্দ প্রয়োগ করিয়া এইরূপ ভাগ্য বা সুকৃতি এবং এইরূপ সুকৃতিসম্পন্ন জীব সুদুর্লভ ইহাই জানাইয়াছেন। ঐরূপ কোন ভাগ্যপ্রভাবে অতি অল্পসংখ্যক জীবের শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং শ্রদ্ধার উদয় হইলেই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল সাধুসঙ্গের প্রতি জীবের রুচি হয়। ইহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, যদি শ্রদ্ধার অভাব থাকে, তবে অকৃত্রিম মহাপুরুষগণকে সম্মুখে পাইয়াও, প্রকৃত সাধুকে নিকটে লাভ করিয়াও আমাদের সাধুর সঙ্গ হয় না।

কি গীতা, কি ভাগবত, কি উপনিষদাদিশাস্ত্র সর্ব্বত্রই বলা হইয়াছে যে, অশ্রদ্ধধানকে শাস্ত্র-উপদেশ প্রদান করিতে নাই। শাস্ত্র ও মহাজনগণ সমস্বরে **অশ্রদ্দধানের 'দ্বারমানা'** করিয়াছেন। অশ্রদ্ধধানকে নামোপদেশ করিলে 'নামাপরাধ' হয়। শ্রীগীতায় ভগবান্ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকের অব্যবহিত পরেই বলিতেছেন যে, অভক্ত ও অশ্রদ্ধধানকে কখনও গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করাইবে না। শ্রদ্ধবান ও অসূয়ারহিত ব্যক্তিই গীতা শ্রবণ করিয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারেন।

শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারেই ভক্তের তারতম্য গণিত হইয়াছে। যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ ও দৃঢ়শ্রদ্ধ, তিনিই জগদ্গুরুরূপ উত্তম অধিকারী; যিনি দৃঢ় শাস্ত্রযুক্তি জানেন না, অথচ শ্রদ্ধাবান্, তিনি মধ্যমাধিকারী: আর যাঁহার শ্রদ্ধা অতি কোমল, তিনি কনিষ্ঠাধিকারী। কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি দৃঢ়শ্রদ্ধ হইলেই তাঁহার উত্তমাধিকার লাভ হয়। অতএব প্রৌঢ়, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-ভেদে শ্রদ্ধা যেরূপ তিন প্রকার, ভক্তও সেইরূপ তিন প্রকার।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে বাক্য পাওয়া যায়, তাহাতে শ্রদ্ধা শব্দের এইরূপ লক্ষণ আছে—

'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব-কর্ম্ম কৃত হয়।

—চৈঃ চঃ ম ২২।৬২

কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সকল কর্ম্মই কৃত হয়—এইরূপ সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস পৃথিবীর প্রায় শতকরা শত জন লোকেরই **আন্তরিকভাবে** নাই, যাঁহাদের আছে তাঁহারাই ভাগ্যবান্। প্রত্যহ প্রসাদ-সম্মান-কালে যে 'সাধু সাবধান' ধ্বনি মহাজনগণ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়া থাকেন, তাহাও এই কথাই সমর্থন করে—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।"

যাঁহারা অতি অল্প-পুণ্যবান্ অর্থাৎ যাঁহাদের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি নাই, তাঁহাদের মহাপ্রসাদে, শ্রীবিগ্রহে, নামব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে বিশ্বাস হয় না।

এই শ্লোকটি ভক্তি-বৈজ্ঞানিকের কষ্টিপাথরস্বরূপ। আধ্যক্ষিক মহাপ্রসাদকে ডাল-ভাত ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারে না; কারণ, আধ্যক্ষিকের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তাহাই তাহার নিকট প্রমাণ করে। অর্চ্চাবতার, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণব-সম্বন্ধেও তাহার দর্শন ঐরূপ। গুরু ও বৈষ্ণবে মর্ত্যবুদ্ধি ও অসূয়া বদ্ধ জীবের নৈসর্গিক ধর্ম্ম বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্‌কে বলিতে হইয়াছে—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ।

আত্মসূত্রে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"অন্যোপায়বর্জ্জং ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ।

জ্ঞানশ্রী ও কর্ম্ম প্রয়োজন-সিদ্ধির উত্তম উপায় নয়, ভক্তিই একমাত্র বিশুদ্ধ উপায়; এবম্ভূত শাস্ত্র-বিশ্বাসের সহিত অনন্যভক্তির প্রতি যে চিত্তবৃত্তি, তাহারই নাম শ্রদ্ধা।"

"তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তিকে এক বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন। ভক্তিসন্দর্ভে,—

"কর্ম্ম-পরিত্যাগ-হেতুত্বেনাভিধানাচ্ছ্রদ্ধাশরণাপত্ত্যোরৈ-কার্থ্যং লভ্যতে। তচ্চাপুরুষং। শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসঃ। শাস্ত্রঞ্চ তদশরণস্য হরেঃ তদ্ভরণস্যাভয়ং বদতি। অতো জ্ঞাতায়াঃ শ্রদ্ধায়াস্তৎ শরণাপত্তিরেব কিঞ্চিন্মিত্তি।

'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত' ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে শ্রদ্ধাকেই কর্ম্ম-ত্যাগের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করায় শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তি একার্থসূচক বলিয়া স্থির করা হয়। শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসের

নাম শ্রুত শাস্ত্রার্থে এই শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হইলে জীবের ভয়, তাঁহার শরণাগত হইলে আর ভয় নাই। অতএব শ্রদ্ধা জন্মিবামাত্র শরণাপত্তি-লক্ষণে তাহা লক্ষিত হয়।

সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনা করিলেই এই সারসিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তরূপ শ্রীভগবদ্গীতার চরম শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

হে অর্জ্জুন তুমি কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগতি লাভ কর। তাহা হইলে আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে উদ্ধার করিব, শোক করিও না।

'শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপত্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই আমার মঙ্গল নাই অতএব আমি সেই অভয় পদে শরণাপন্ন হইলাম।'—এই দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা, শরণাপত্তি বা প্রপত্তি।" (সজ্জনতোষণী, ৪র্থ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা, 'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি'।)

শ্রদ্ধার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শরণাপত্তি বা প্রপত্তির উদয় হইবে। যাঁহারা শ্রদ্ধাবানের অভিনয়কারী অথচ শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিতে শরণাগত নহেন, তাঁহাদের শ্রদ্ধার অভিনয় ছলনামাত্র।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, জোর করিয়া শ্রদ্ধা হয় না বা জোর করিলেও কেহ কাহারও নিকট হইতে শ্রদ্ধা আদায় করিতে পারেন না। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের অনর্থরোগের প্রাবল্য হেতু যদি হরি-গুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধার উদয় না হয়, তবে প্রকৃত হরি-গুরু-বৈষ্ণব জগতে নাই—ইহা প্রমাণিত হয় না। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেরই মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা হয় না বলিয়া এই সকল বস্তুর বাস্তবতা বা গুরুত্ব নাই, তাহা নহে। বিড়ালভোজী সারমেয়ের নিকট হইতে শ্রীতুলসীদেবী জোর করিয়া শ্রদ্ধা আদায় করিতে পারেন না বলিয়া তুলসী কৃষ্ণপ্রিয়া বৈষ্ণবী নহেন বা অপ্রাকৃত বস্তু নহেন, ইহা সত্য নহে। আধ্যক্ষিকের নিকট হইতে শ্রীঅর্চ্চাবতার জোর করিয়া শ্রদ্ধা আদায় করিতে পারেন না বলিয়া শ্রীবিগ্রহ অপ্রাকৃত বস্তু নহেন, ইহা নহে।—'যাঁহারে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণবপ্রধান।'—এই উক্তি অনুসারে যদি কোন বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পাষণ্ডীর নিকট হইতে প্রকৃত মহাভাগবত শ্রদ্ধা আদায় করিতে না পারেন, তবে কি সেই মহাভাগবতের বৈষ্ণবত্ব অস্বীকৃত হইবে? মহাপ্রভুকে সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়া জালিয়ার দেহেও সাত্ত্বিকবিকার প্রকাশিত ও তাহার মুখে হরিনাম নির্গত হইয়াছিল; এমন কি, বিধর্ম্মী যবনের মুখেও মহাপ্রভুর দর্শনমাত্র কৃষ্ণনাম বহির্গত হইয়াছিল; কিন্তু রামচন্দ্রপুরী বা পড়ুয়া পাষণ্ডগণের তাহা হয় নাই বলিয়া কি মহাপ্রভুর মহাপ্রভুত্ব অস্বীকৃত হইবে?

অপ্রাকৃত বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধার অভাবে বস্তু-দর্শনই হয় না। শ্রদ্ধা না থাকিলে সাধুসঙ্গ হয় না, শ্রদ্ধা না থাকিলে সাধুর পরম-মঙ্গলকর উপদেশামৃতকেও বিষ মনে হয়, তাঁহার বাণীকে নানাপ্রকার সমালোচনার নিগড়ে নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয়। যাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা না থাকে, তিনি পরমকরুণনয়নে কার্য্য করিলেও ঐ কার্য্যকে পরমাহিতকর কার্য্য বলিয়া মনে হয়। যখন কাহারও প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার অভাব হয়, তখন তিনি আমাদের দিকে তাকাইলেও মনে হয়, ইনি নিশ্চয়ই তাঁহার কোন অপস্বার্থ সাধনের জন্য আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। অপ্রাকৃত গুরুদেব যখন তাঁহার শিষ্যকে নির্জ্জন কক্ষে মন্ত্রোপদেশ প্রদান করেন, তখন শ্রদ্ধাহীন আধ্যক্ষিক উহাকে অন্য চক্ষে দর্শন করে ও নানাভাবে সমালোচনা করিয়া থাকে। যখন মহাপ্রভু নবদ্বীপে শ্রীবাস-মন্দিরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভক্তগণসহ কৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিতেন, তখন নবদ্বীপের শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিগণ কত প্রকারই না সমালোচনা করিত! সাধু যদি যোষিৎ দর্শন না করিয়া পুরুষ বা স্ত্রী-রূপধারী কাহারও নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তখন শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কতকিছু কল্পনা ও সমালোচনা করিয়া থাকে। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি সাধুর ভোজ্যবস্তু ও যানবাহনের সম্বন্ধেও কত সমালোচনা করিয়া থাকে, অধিক কি স্বয়ং মহাপ্রভুর সম্বন্ধেও সেইরূপ কত সমালোচনা হইয়াছে! নবদ্বীপবাসী পাষণ্ডগণ, রামচন্দ্রপুরী, অমোঘ প্রভৃতি আধ্যক্ষিকগণ পতিতপাবন-শিরোমণিগণের আরাধ্য শ্রীগৌরপাদপদ্মে কতই না কলঙ্কারোপ করিয়াছে ও এখনও করিতেছে! 'মহাপুরুষ

কেন বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস উপভোগ করিবেন, প্রথম শ্রেণীর বাষ্পীয় যানে, বৈদ্যুতিক যানে আরোহণ করিবেন ?' —এরূপ কত কথা শ্রদ্ধাহীন আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণের মুখে প্রতিনিয়ত শ্রুত হয়। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিগণ পরদুঃখদুঃখী সাধুগণের ভগবদ্ভক্তি-প্রচারকেও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা-কামনার বাহন বলিয়া বিচার করিয়া থাকে। সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা না হইলে সাধু হস্ত উত্তোলন করিলেও মনে হইবে, ইনি পরের ধন অপহরণ করিবার জন্য ঐরূপ করিতেছেন! সাধু নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারি-লীলা প্রকাশ করিলেও মনে হইবে, ইনি গোপনে ব্যভিচার করিবার জন্য ঐরূপ ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়াছেন। সাধু সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত একান্তে নির্মৎসর ভাগবতধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিলেও মনে হইবে, সাধু বিষ্ণুনিন্দা বা নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছেন। সাধু কনকের দ্বারা মাধবের সেবা করিলে মনে হইবে, ইনি নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন। সাধু কামিনীকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করিলে মনে হইবে, ইনি যোষিৎসঙ্গ করিতেছেন। শ্রদ্ধার চক্ষুতে যাঁহাদিগকে ভুবনমঙ্গল মহাপুরুষ বলিয়া বিচারিত হয়, যাঁহাদের প্রত্যেক ক্রিয়া-মুদ্রাকে মঙ্গলময়ী বলিয়া উপলব্ধি হয়, অশ্রদ্ধার চক্ষে তাঁহাদিগকেই পাষণ্ড ও তাঁহাদের কার্য্যকে ভণ্ডামি ও ধণ্ডামি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে!

এজন্যই মহাজনগণ বলিয়াছেন,—যাহারা অশ্রদ্দধান ও সংশয়াত্মা, তাহাদের কখনও মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণব—এই অপ্রাকৃত চারিটি বস্তুর দর্শন হয় না। ইহারা এই অপ্রাকৃত বস্তুচতুষ্টয়েও দোষচতুষ্টয় বিদ্যমান আছে, ইহা মন্বয়ের সহিত বিশ্বাস করে। ইহারা আধ্যক্ষিকতার দ্বারা প্রতারিত হইয়া এইরূপ শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা হইয়া পড়ে যে, সাধুর সকল কার্য্যই তাহাদের নিকট সন্দেহ ও সমালোচনার বস্তু হইয়া পড়ে। এইরূপ যক্ষিকাবৃত্তি অনুশীলন করিতে করিতেই ইহারা নরকের দিকে প্রধাবিত হইতে থাকে। এজন্য সকল মহাজন, সকল শাস্ত্র তারস্বরে বলিয়াছেন,—"শ্রদ্ধাযুক্ত হও।"—"অশ্রদ্দধানের গতি নাই।" সরলতা থাকিলে অন্ধবিশ্বাসীও কোন না কোন দিন সত্যের পথে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন; কিন্তু কপট, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াত্মা কোন দিনই সত্যের পথে আসিতে পারে না, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ইহা স্বয়ং ভগবানের বাণী। এই বাণী মিথ্যা হইবার নহে—

"অশ্রদ্দধানঃ পুরুষো মায়াসিদ্ধিং ।" —গীঃ ৪।৪০

এইজন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—

"সকল ছাড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই।"

"আগে শ্রদ্ধা"—এই কথাটি যেন কখনও না ভুলি। শ্রদ্ধা হইলে তবে সাধুসঙ্গ হইবে। যদি শ্রদ্ধাই না হইল, তবে কি প্রকারে সাধুসঙ্গ হইবে? কি প্রকারেই বা ভক্তিলাভ হইবে? অধিক কি, আমাদের কর্ম্মাধিকারই যে যাইবে না! অশ্রদ্দধান ব্যক্তি অন্যাভিলাষীর, কর্ম্মীর, জ্ঞানীর, যোগীর হইতে পারেন,—সমস্ত জগৎকে তাঁহার মনীষা ও প্রতিভার দ্বারা বিমোহিত ও স্তম্ভিত করিতে পারেন, কিন্তু তিনি কর্ম্মাধিকার হইতে মুক্ত হন নাই। মহাজনগণ তাঁহাকে 'ভক্ত' বলিবেন না। আধ্যক্ষিকের শত শত অকাট্য সমালোচনা বা শত শত প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাও মহাপ্রসাদের মহাপাবনত্ব, শ্রীঅর্চ্চাবতারের করুণাময়ত্ব, শ্রীনামব্রহ্মের অপ্রাকৃতত্ব ও বৈষ্ণবের পতিত-পাবনত্ব বিনষ্ট হইবে না। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি জগতের কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী আধ্যক্ষিক গণমত সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের নেতৃত্ব করিতে পারিবেন, কিন্তু ভক্তিদেবীর বিন্দুমাত্রও কৃপা পাইবেন না। অতএব—"আগে শ্রদ্ধা।"

গঙ্গাজলে বুদ্বুদ্ বা ফেন-পঙ্ক দেখিয়া শ্রদ্ধাহীন হইলে পতিতপাবনী গঙ্গার দর্শন হইবে না, শ্রবণমঙ্গলের কৃপা লাভ করিতে পারিব না। বৈষ্ণবের বপুগত দোষাদি দর্শন করিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধাহীন হইলে কোনদিনই সাধুসঙ্গ হইবে না।

আমরা যাঁহাদিগকে দেখি নাই, কেবলমাত্র যাঁহাদের কথা গ্রন্থাদিতে পাঠ করিয়াছি, এরূপ ব্যক্তিগণকে আমরা অনেক সময় মহাপুরুষ বলিয়া ধারণা করি, আর যে-সকল মহাপুরুষকে সম্মুখে দেখিতে পাই, তাঁহাদিগকে লোকের কথায় পড়িয়া মহাপুরুষ বলিয়া আংশিকভাবে মনে করিলেও তাঁহাদিগের প্রতি সুদৃঢ় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইতে পারি না।

প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে কোন এক ভক্ত (?) শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্যের কপালাভ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিবার জন্য শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে আগমন করিয়াছিলেন। উক্ত ভক্তমহাশয়ের (?)

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলে তিনি বলিতেন এবং শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুই সাধুর আদর্শ—ইহা তিনি মনে করিতেন কিন্তু তিনি যখন দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের কেহই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর প্রায় সাড়ে তিন শত বর্ষ মধ্যে মাত্র গান করিয়া হরিভজন করেন না, তখন তাঁহার শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার প্রবৃত্তি হইল না! এই শ্রদ্ধাহীনতার অভাবে ঐ ভক্তদ্রুব মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে কেবল এইটুকু সংগ্রহ করিয়া গেলেন যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ বিদ্বন্নিন্দক! গুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধাহীনতার অভাবে অন্যায় 'দ'— "গুরুপাদপদ্ম মহাপুরুষ নহেন, তিনি বাবু-ভায়া আর শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু অধিক মহাপুরুষ"—এইরূপ পাষণ্ডতার আস্ফালন করিয়াছিল। শ্রদ্ধাহীন হইলে কত প্রকার পাষণ্ডতার বজ্রবীজ দৈত্যই যে প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করিয়া পলে পলে অপরাধের সংস্কৃতিগুলিকে ফলে করিয়া তোলে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রদ্ধার অভাব হেতুই আমরা গুরুবৈষ্ণবের পাষাণার হইয়া পড়ি! আমরা গুরুবৈষ্ণব হইতেও 'অধিক বুদ্ধি' মনে করি! গুরুবৈষ্ণবের চালাকী ধরিয়া ফেলিতে পারি, মনে মনে বড়াই করি! শ্রদ্ধা হারাইলেই গুরুবৈষ্ণবকে তথাকথিত নিরপেক্ষতা, দুর্নীতি বা ত্যাগ-বৈরাগ্যের পেশলত্বে পিষ্ট করিতে চাহি! গুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা হারাইলেই তাঁহাদিগকে আমারই ন্যায় সুবিধভোগী মনে করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা করি, তাঁহাদিগকে রাজকীয় আইনের দ্বারা দণ্ডিত করিতে প্রস্তুত হই! ইত্যাদি।

অতএব সাবধান! শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের পাদ-পদ্মে এই প্রার্থনা যে, শ্রদ্ধা-দেবীর কৃপা হইতে যেন বঞ্চিত না হই। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পাদ-পদ্ম-রেণুর রেণু হইয়া যেন নিষ্কপটে অনুক্ষণ অনুকীর্ত্তন করিতে পারি,—

কর্ম্ম, জ্ঞান, তপঃ, যোগ, সকলই ত' কর্ম্মভোগ,
কর্ম্ম ছাড়াইতে কেহ নারে।

সকল ছাড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই,
যাঁর কৃপা ভক্তি দিতে পারে।

ছাড়ি' দম্ভ অনুক্ষণ, কর অষ্টকের মন,
কর তাহে নিষ্কপট রতি।

সেই রতি প্রার্থনায়, শ্রীদাসগোস্বামী পায়,
বিনোদ-সেবক করে নতি।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি

রসসন্দর্ভাবলী

(২)

উদ্ঘূর্ণা—ভাবিলক্ষণমুদ্ঘূর্ণা নানাবৈবশ্যচেষ্টিতম্।

উদ্দীপনা—উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে।

উদ্দীপ্তা—একমা ব্যক্তিমাশ্রয়াঃ পঞ্চধাঃ সর্ব্ব এব বা।
আত্মনা পরয়োরুদ্বুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতাঃ॥

উদ্ধসিত—উদ্ধাসো বিপক্ষস্য সাক্ষাদুদ্ধসিতা ভবেৎ।

উদ্ধাবর—উদ্ধাসনে যথাস্থিতি প্রোক্তা উদ্ধাবরা বুধৈঃ।

উদ্বেগ—উদ্বেগো মনসঃ ক্ষোভঃ।

উন্মাদ—উন্মাদো হৃদ্ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপরিহারজিতঃ।
সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বত্র তন্নদা সদা। অতস্মিংস্তদতিস্তাত্ত্বিকশ্চায়ং ইতি।

উপমা—যথাকথঞ্চিদ্যস্য সাদৃশ্যমুপমোদিতা।

উপেক্ষা—সামাদৌ তু পরিক্ষীণে স্যাদুপেক্ষাহবধারণম্।
উপেক্ষা কথ্যতে কৈশ্চিৎ তূষ্ণীম্ভাবতয়াস্থিতিঃ।

ঔগ্র্য—অপরাধ-দুরুক্ত্যাদিজাতং চণ্ডত্বমুগ্রতা।

ঔৎসুক্য—কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টৈষাপ্তি-স্পৃহাদিভিঃ।

ঔদার্য্য—আত্মাতর্পণপর্য্যন্তৈরৌদার্য্যমিতি কীর্ত্যতে।
ঔদার্য্যং বিনয়ঃ প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থাসহং বুধাঃ

ঔদ্ধত্য—স্পর্দ্ধঃ খোৎকৃষ্টতাজ্ঞানমৌদ্ধত্যমিতি কীর্ত্যতে।

কটাক্ষ—ঈষদ্ভ্রাসতি-বিস্রান্তি-বৈচিত্র্যেণ বিবর্ত্তনম্।
ভাবজ্ঞাঃ কথিতাস্তজ্ঞৈঃ কটাক্ষ প্রচক্ষতে॥

কান্তি—শোভৈব কান্তিরাখ্যাতা মদনাপ্যায়নোজ্জ্বল।

কামাঙ্গসা—কামাঙ্গসা ভবেদ্ভূরি কামতৃপ্তানুসারিণী।

কিলকিঞ্চিত—সর্ব্বাভিলাষলব্ধিতস্মিতাদ্যৈর্দ্ধা হয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্॥

কুকুমায়িতা—হর্ষেঃ সাধারণস্তৈরুপেতাস্তত্র বল্লভাঃ পৃথু
প্রেয়াম্। সুমাধুর্য্যসম্পদাক্রান্তিমাশ্রয়াঃ॥

কুট্টমিতম্—স্তনাধরাদিগ্রহণে হ্রস্বপ্রীত্যাপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃ ক্রোধো বাধিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ॥

কেবলা রতি—রত্যাখ্যস্য গন্ধেন কেবলা ভবেৎ।

ক্ষান্তি—ক্রোড়হেত্বাপি প্রাপ্তে ক্ষান্তিরক্ষুভিতাশয়তা।

গর্ব্ব—সৌভাগ্যরূপ-তারুণ্যগুণ-সর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ ইষ্ট-
লাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে।

চকিত—প্রিয়াগ্রে চকিতঃ ভীতেরন্যত্রাপ্যেষ ভয়ং মহৎ।

চতুরঃ—চতুরো মুগ্ধপদ্ভূরি-সমাধানকৃদুচ্যতে।

চাপল—রাগদ্বেষাদিভিশ্চিত্তস্যাধৈর্য্যং চাপলং ভবেৎ।

চিত্রজল্প—প্রেষ্ঠস্য দূরবালোকে গূঢ়রোষাভিমূর্চ্ছিতঃ।
দূরিভাবময়ো জল্পো বক্ত্রীত্রোৎকণ্ঠিতাস্মিতঃ॥

চেট—সখ্যানশ্চতুরশ্চেটো গূঢ়কর্ম্মা প্রগল্ভধীঃ।

চেষ্টা—চেষ্টা রাগাদিলীলাঃ স্যাদ্ভাবা দ্বৈবাদয়ঃ।

জড়িমা—ইষ্টানিষ্টাপরিজ্ঞানং যত্র প্রশ্নেষ্বতুত্তরং। দর্শন-
শ্রবণাভাবো জড়িমা সোঽভিধীয়তে॥

জল্প—মহদ্ভ্রু-সখ্যুক্তাবো জল্পঃ।

জাগর—নিদ্রাক্ষয়স্য জাগর্য্যা।

জাড্য—জাড্যমপ্রতিপত্তিঃ স্যাদিষ্টানিষ্টশ্রুতীক্ষণৈঃ।
বিতর্কাদ্যৈশ্চ তন্মোহঃ পূর্ব্বাবস্থাপরাপি চ॥

জুগুপ্সা—জুগুপ্সা স্যাদ্ঘৃণাস্পদ্যভাবাদ্যুক্তিস্তন্নিমীলনম্।

তানব—তানবং কৃশতা গাত্রে।

তেজ—সর্ব্বচিত্তাবসাদিত্বং তেজঃ।

ত্রাস—ত্রাসঃ ক্রোড়ে ভবেদ্ভীতি-ভক্তিদ্বৈরসম্বোগ্রনিঃস্বনৈঃ।

দক্ষিণা—অসহ্যা মানিনীকান্তে নায়কে যুক্তবাদিনী।
সামভিস্তেন হেত্বা চ দক্ষিণা পরিকীর্ত্তিতা॥

দর্প—দর্পো মদাচক্ষতে দর্পঃ বিহারোৎকর্ষসূচকম্।

দান—যাচ্ঞেন কৃপণাদীনাং প্রদানং দানমুচ্যতে।

দাস্যম্—দাস্যং কর্ম্মার্পণং তত্র কৈঙ্কর্য্যমপি সর্ব্বথা।

দিব্যোন্মাদ—এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
প্রলাপা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥

দীপ্তা—প্রৌঢ়াঃ ত্রিচতুরা ব্যক্তিং পঞ্চমা যুগপদ্গতাঃ।
সম্বরীভূমশক্যান্তে দীপ্তা বীরৈরুদাহৃতাঃ॥

দীপ্তি—কান্তিরেব বয়োভোগ-দেশকালগুণাদিভিঃ।
উদ্দীপিতাতিবিস্তারঃ প্রাপ্তা চেদ্দীপ্তিরুচ্যতে॥

দৈন্য—দুঃখাসাপরাধাদ্যৈরনৌদ্ধত্যান্ত দীনতা।

ধীর—আশ্রিতা প্রেয়সীবস্যা নাতিসেবাপরোঽপি যঃ।
তস্যা প্রসাদপায়ং সাম্যুখ্যং ধীরঃ স উচ্যতে॥

ধীরললিত—বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিসারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥

ধীরশান্ত—শমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ।
বিনয়াদিগুণোপেতো ধীরশান্ত উদীর্য্যতে॥

ধীরোদাত্ত—গম্ভীরো বিনয়ী ক্ষান্তা করুণঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
অকত্থনো গূঢ়গর্ব্বো ধীরোদাত্তঃ সুসত্ত্বভৃৎ॥　　(ক্রমশঃ)

পুরাণ

(২)

পুরাণ-শাস্ত্রের উদয়কাল-নির্ণয়

আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মত এই যে, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র-সমূহ খ্রীষ্টের ৪০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে খ্রীষ্টের জন্মের পর ৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত,—এই ৮০০ বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে। পুরাণসকল দর্শন-শাস্ত্রের পরে প্রকাশিত হয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতি ও মহাভারতে যে পুরাণসকলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, সে-গুলি

পুরাতন বৈদিক আধ্যাত্মিক অধ্যায়ের পুনরুল্লেখ প্রচারিত শাস্ত্রের মধ্যে মার্কণ্ডেয়-পুরাণটী সর্বপ্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ, ইহাতে ভবিষ্যৎ রাজগণের উল্লেখ নাই। ইহাতে চৈত্র বংশীয় রাজা সুরথের কথা সন্নিবিষ্ট থাকায় ছোটনাগপুরের চিরনাগবংশীয় রাজগণের রাজ্য কোল-জাতি কর্তৃক পরিগৃহীত হইবার পর এই মার্কণ্ডেয়-পুরাণ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে বলিয়া অনুমিত হয়। "কোলাবিধ্বংসিনঃ" পদদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐ সময় ভারতে ব্রাত্যাধিকার প্রবল ছিল। অতএব খ্রীষ্টের ৫০০ বৎসর পরে ঐ পুরাণ রচিত হয়, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণের আদর অধিক। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের পর ইহা রচিত হয়। বিষ্ণুপুরাণে দক্ষিণদেশীয় আহার-প্রথার উল্লেখ থাকায় উহা সম্ভবতঃ কোন দাক্ষিণাত্য-বাসীর রচিত হইবে বলিয়া কোন কোন ব্যক্তির মত। তদ্ভিন্ন খ্রীষ্টের প্রায় ৬০০ বৎসর পরে ঐ পুরাণ প্রকাশিত হয়। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি অন্যান্য পুরাণ সকল খ্রীষ্টের ৮০০ বৎসর পরে লিখিত হয়, যেহেতু ঐ সকল পুরাণে আধুনিক মতের সমালোচনা আছে। মায়াবাদের নিন্দা কথিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ ঐ সকল পুরাণকে অদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীশঙ্করের পরবর্ত্তী সময়ের রচিত বলিয়া মত প্রকাশ করেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত হওয়ায় উহা শঙ্করের পূর্ব্বে প্রচারিত বলিয়া জানিতে হইবে।

উপরি কথিত মতের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে,—পুরাণসমূহে ভবিষ্যৎ রাজবংশ, অবতার-বর্ণন লোকধর্ম্ম, লোকাচার, মানব-সমাজের পরিণতি এবং জৈন, বৌদ্ধ, মায়াবাদ প্রভৃতি আধুনিক অবৈদিক মতবাদসমূহের যদি সমালোচনা থাকে, তদ্দ্বারা তাহাদের (পুরাণসকলের) প্রাচীনতার হানি হয় না। পরন্তু উহাতে ভবিষ্যদ্দর্শন, দূরদর্শিতা ও ত্রিকালজ্ঞত্বেরই পরিচয় প্রদত্ত হয়, কলিযুগের অন্তিম অবতার কল্কিদেবের আবির্ভাব, জন্মস্থান, পিতামাতা ও কার্য্যাবলীর কথা অধিকাংশ পুরাণেই বর্ণিত হইয়াছে। তজ্জন্য বর্ত্তমান কালেও বিদ্যা-প্রতিষ্ঠা-পরম্পরায় আগত, রক্ষিত ও সর্ব্বাদৃত পুরাণসমূহকে কল্কি অবতারের পরবর্ত্তী বলিলে কি সাধুসঙ্গতায় হইবে না?

বিভিন্ন পুরাণের বিভিন্ন ক্রমনির্ণয় ও ঘটনাসমাবেশ দেখিয়া কোন কোন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও অনুবাদক পুরাণের প্রাচীনতায় সন্দিহান হন। অধ্যাপক উইল্‌সন্ এবং ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বৌদ্ধপ্রভাবে অধিকতর প্রভাবান্বিত হওয়ায় উহাদের মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের উল্লেখ ও কথা কিছু কিছু স্থান পাইয়াছে বলিয়া উহাদিগকে বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এমন কি, শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে ভারতবর্ষে সনাতনধর্ম্মের গৌরবরবি অস্তমিতপ্রায় হইলেও ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের লোপ সাধিত হইতে চলিলে, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি হিন্দুরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় সনাতন-ধর্ম্মের রক্ষার জন্য মেধাবী ব্রাহ্মণগণ নানাশাস্ত্র রচনা করেন এবং তৎপরবর্ত্তী সময়ে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া বৈদিক-প্রথা স্থাপন করত বৌদ্ধবাদের ধ্বংস-সাধন করেন। আবার অদ্বৈতবাদ-বিরোধী দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রত্যেকে বেদ ও পুরাণবাক্য উল্লেখপূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদরূপ মায়াবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া অধিকাংশ পুরাণ শঙ্করাচার্য্যেরও পরবর্ত্তী বলিয়া অনেকে ভ্রান্ত ধারণা করেন। প্রত্যুত, শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিবলে উহাদের সিদ্ধান্তের অসারতা প্রমাণিত হয়। কোন কোন পুরাণে আধুনিক বিষয় প্রক্ষিপ্ত হইলেও বহু পূর্ব্বকাল হইতে ভারতে অষ্টাদশ পুরাণ প্রচলিত আছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পুরাণের প্রাচীনতা সম্বন্ধে প্রমাণাবলী কথিত হইতেছে। যে "আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র" প্রসিদ্ধ অনুবাদক Dr. Buhler কর্তৃক অনূদিত, যাহাতে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের কোনও কথা নাই, যাহা তৎকর্তৃক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীর পূর্ব্বেকার বলিয়া নির্ণীত, এমন কি যাহা মহর্ষি পাণিনিরও পূর্ব্বে রচিত, সেই "আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে" সর্গ-প্রতিসর্গযুক্ত পুরাণ-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

"অথ পুরাণে শ্লোকাবুদাহরন্তি—

অষ্টাশীতিসহস্রাণি যে প্রজা ঊর্দ্ধরেতসঃ।
দক্ষিণেনার্য্যমণং পন্থানং তে শ্মশানানি ভেজিরে॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণি যে প্রজা নৈষ্ঠিকাঃ।
উত্তরেণার্য্যমণঃ পন্থানং তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে॥"

অর্থাৎ সেই অষ্টাশীতিসহস্র ঋষি যাঁহারা প্রজা কামনা করেন, তাঁহারা অর্য্যমার দক্ষিণপথে গিয়া ধূম্রযান পাইয়াছিলেন এবং যে অষ্টাশীতি সহস্র ঋষি প্রজা কামনা করেন না, তাঁহারা অর্য্যমার উত্তর পথে গিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও ঐ কথা আছে—

অষ্টাশীতি সহস্রাণি মুনীনাং গৃহমেধিনাম্।
সবিতুর্দক্ষিণং মার্গং শ্রিতা হ্যাচন্দ্রতারকম্।
ক্রিয়াবন্তঃ প্রসঙ্খ্যানং যে শশ্বদানি রেভিরে।
অষ্টাশীতি সহস্রাণি তেষামপুনরেতসাম্।
উদক্ পন্থানমাশ্রিত্য স্থিতা হ্যাকল্পসংপ্লবাৎ।
ইত্যেতৈঃ কারণৈঃ পুণ্যৈস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে।
আকৃতসংপ্লবস্থানামমৃতত্বং বিভাষ্যতে।

(ব্রহ্মাণ্ড, অনুষঙ্গ ১৪৯-১৬১)

যতদিন চন্দ্রতারকা আছে, ততদিন অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী মুনি সূর্য্যের (অর্য্যমার) দক্ষিণ পথ আশ্রয় করিয়া আছেন। ইঁহারা ক্রিয়াবান্ বলিয়া সঙ্খ্যা ও শশ্বান লাভ করিয়া থাকেন। আর, যাঁহারা সন্তান-কামনা করেন না ও মৃত্যু জয় করিয়াছেন, সেই অষ্টাশীতি সহস্র ঊর্দ্ধরেতা মুনি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অর্য্যমার উত্তর পথে থাকেন। এই সকল কারণে তাঁহারা পবিত্র হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। প্রলয়-কাল-পর্য্যন্ত অবস্থানকেই অমরত্ব বলা যায়।

শঙ্করাচার্য্য এবং কুমারিলভট্ট পুরাণের প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উপাসনা যে আধুনিক নহে, তাহা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীর বৌদ্ধগ্রন্থ 'ললিতবিস্তর' এবং আনাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে প্রাপ্ত খ্রীষ্ট শতাব্দী হইতে বহু প্রাচীন কালের শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। যাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনাকেই প্রাচীনতম মনে করিয়া অবতারবাদকে অবজ্ঞা করেন, তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা ও অজ্ঞতা বৈদিক-গ্রন্থে অবতার সমূহের উল্লেখ-প্রদর্শনে নিরস্ত হইবে। বৈদিক প্রমাণসমূহ—

শতপথ ব্রাহ্মণে (১৮।১।২ - ১০) মৎস্যাবতার; তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১।২৩।১) ও শতপথ ব্রাহ্মণে (৭।৫।১।৫) কূর্ম্মাবতার-প্রসঙ্গ; তৈত্তিরীয় সংহিতা (৭।১।৫।১) ও শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪।১।২।১১) বরাহাবতার; ঋক্‌সংহিতা (১।২২।১৭) ও শতপথ ব্রাহ্মণে ১।২।৫।১-৭) বামনাবতার; ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে রাম-ভার্গবের-কথা; ছান্দোগ্যোপনিষদে (৩।১৭) দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১।৬) বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ।

বিষ্ণুপাসনার প্রাচীনতা সর্ব্বপ্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ-সংহিতা হইতে প্রমাণিত। সাম, যজুঃ অথর্ব্ববেদেও বিষ্ণুমাহাত্ম্যসূচক বহু মন্ত্র আছে। কেবলমাত্র চতুর্ব্বেদ-সংহিতা-ভাগ হইতেই প্রমাণ করা যায় যে, বিষ্ণু ভারতীয় আর্য্যগণের অতি প্রাচীন উপাস্য-দেবতা। বিষ্ণুর যে-সকল অবতারের কথা এবং শ্রীকৃষ্ণের যে-সকল লীলার কথা পুরাণে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, উহারই কোন কোন কথা সংক্ষেপে ও ইঙ্গিতে বেদে কথিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত যে, বেদব্যাস কর্ত্তৃক বেদ সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বেও অনেক পুরাণ-কথা প্রাচীন ঋষিগণের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। তাহার মধ্য হইতে কোন কোন কথা বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং পুরাণ যে যথার্থই পুরাণ বা পুরাতন এবং অনাদি তাহা সত্য। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমে ভগবানের শ্রীমুখ হইতে চতুঃশ্লোকীরূপে ব্রহ্মার নিকট প্রকট হইয়াছিল। বেদ অসম্প্রকাশিত ভগবদ্ধাম ও মন্ত্র - প্রণবের বিস্তার, আর চতুঃশ্লোকী ভাগবত প্রস্ফুটিত প্রণব শ্রীকৃষ্ণনামের রূপ-গুণ-লীলারূপময়ী পরমহংসী সংহিতা। অষ্টাদশসাহস্রা শ্রীমদ্ভাগবত ঐ আদি চতুঃশ্লোকীর বিস্তার।

শাস্ত্রে অনেক স্থলে কথিত আছে—"পুরাণং বেদ-সম্মিতম্" অর্থাৎ পুরাণ-শাস্ত্রকে বেদতুল্য জ্ঞান করিবে। বেদসকল যেরূপ যুগে যুগে ভগবৎ-শক্ত্যাবিষ্ট ব্যাসগণ-কর্ত্তৃক বিভক্ত ও প্রচারিত হন, পুরাণসকলও তদ্রূপ যুগে যুগে বিভিন্ন ব্যাসকর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রচারিত হন। যুগভেদে বিভিন্ন ব্যাসের কথা পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে—

যস্মিন্ মন্বন্তরে ব্যাসা যে যে তাংস্তান্ নিবোধ মে।
যথা চ বেদঃ শাখানাং ব্যাসৈস্তু ক্রিয়তে মুনে।
অষ্টাবিংশতিকৃত্বো বৈ বেদো ব্যস্তো মহর্ষিভিঃ।
বৈবস্বতেঽন্তরে তস্মিন্ দ্বাপরেষু পুনঃ পুনঃ॥

বেদব্যাসো গতীতে যে অষ্টাবিংশতি-সত্তমাঃ।
চতুর্ধা বৈঃ কৃতো বেদঃ দ্বাপরেষু পুনঃ পুনঃ
দ্বাপরে প্রথমে ব্যাসাঃ স্বয়ং বেদাঃ স্বয়ম্ভুবা।
দ্বিতীয়ে দ্বাপরে চৈব বেদব্যাসঃ প্রজাপতিঃ।
তৃতীয়ে চোশনা ব্যাসস্তুর্থে তু বৃহস্পতিঃ।
সবিতা পঞ্চমে ব্যাসো ষষ্ঠে মৃত্যুঃ ষড়ে স্মৃতঃ প্রভুঃ।
সপ্তমে চ ভবৈবেদ্রো বশিষ্ঠশ্চাষ্টমে স্মৃতঃ।
সারস্বতশ্চ নবমে ত্রিধামা দশমে স্মৃতঃ।
একাদশে বৈ ত্রিবৃষো ভারদ্বাজস্তুতঃপরম্।
ত্রয়োদশে ত্বান্তরীক্ষো ধর্ম্ম শ্চাপি চতুর্দ্দশে।
ত্রয়ারুণঃ পঞ্চদশে ষোড়শে তু ধনঞ্জয়ঃ।
কৃতঞ্জয় সপ্তদশে ঋণঞ্জয়োঽষ্টাদশে স্মৃতঃ।
ততো ব্যাসো ভরদ্বাজো ভরদ্বাজাৎ তু গৌতমঃ।
গৌতমাদ্ধরিমো ব্যাসো হর্য্যাত্মা যোঽভিধীয়তে।
অথ হর্য্যাত্মনো বেদঃ স্মৃতো বাজশ্রবাস্ত যঃ।
সোমশুষ্মায়ণস্তস্মাৎ তৃণবিন্দুরিতি স্মৃতঃ।
ঋক্ষোঽতৃণ্ডাগর্গবস্তস্মাদ্যোক্ষ্যোবিধোঽভিধীয়তে।
তস্মাদ্বলসংযুতা শক্তি র্ব্যাসস্তস্মাদহং মুনে।
জাতুকর্ণোঽভবন্মত্তঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ততঃ।
অষ্টাবিংশতিরিত্যেতে বেদব্যাসাঃ পুরাতনাঃ।
একো বেদশ্চতুর্দ্ধা তু তৈঃ কৃতো দ্বাপরাদিষু।
ভবিষ্যদ্দ্বাপরে চাপি দ্রৌণির্ব্যাসো ভবিষ্যতি।
ব্যতীতে মম পুত্রেঽস্মিন্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নে মুনৌ।

(বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অংশ, ৩য় অঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ১৮ই বৈশাখ শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী দিবস অপরাহ্ণে ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেবের পরবিদ্যা-তুরু গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দের নিকট প্রহ্লাদ-মহারাজের প্রতি হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার, প্রহ্লাদের সর্ব্বত্র বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দর্শন, অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ-গ্রহণের কর্ত্তব্যতা, অসতের স্বরূপ, গুরুবৈষ্ণবই একমাত্র বন্ধু ইত্যাদি বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন। আচার্য্যদেব সর্ব্বক্ষণই অকপট সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

গৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান-পূর্ব্বক মঠবাসী সেবকবৃন্দের নিকট কিছু দিন যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমঠে প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীউপদেশামৃত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে।

'গৌড়ীয়' সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু গত ২৩শে বৈশাখ রবিবার "ক্রোধ" সম্বন্ধে ভক্তির আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য-বিচারে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ১৪ই বৈশাখ ২৮শে এপ্রিল শুক্রবার শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীযুত প্রহ্লাদচরণ সাহাই মহাশয়ের বাসভবনে পাটনা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ পশুপালপঙ্কজদৃক্ ধলাধিকারী ভক্তিপ্রসূন মহোদয় হিন্দীভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন হয়। এতদ্ব্যতীত মঠে প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ ও কীর্ত্তন হইতেছে।

গত ১লা বৈশাখ, ১৪ই এপ্রিল শনিবার কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে লালা বাবুর হেটের পুরোহিত বাগান-বাড়ীতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবক শ্রীপাদ গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজ্ঞান মহোদয় পূর্ব্বাহ্ণে পারমার্থিক বিষয়ে আলোচনা করেন।

গত ৮ই বৈশাখ, ২২শে এপ্রিল শনিবার দিবস শ্রীপাদ কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী গৌরপার্ষদ কানাই খুটিয়ার অবস্তন শ্রীযুত হনুমান খুটিয়া মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় মঠসেবক সহ গত ২৬শে এপ্রিল বুধবার চট্টগ্রামের টেরি বাজারস্থিত বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ী স্বধামগত জগবন্ধু পোদ্দার মহাশয়ের গদিতে শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।১৮ অধ্যায় হইতে মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু ব্যবসায়ী, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমার্হিতা-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

প্রমাদমত্ত বিষয়ী অপরিপূর্ণজ্ঞঃ।
নির্দ্দোষ পূর্ণজ্ঞান মুক্ত নিত্যমুক্তের ॥
অপরিস্ফুট সম্বন্ধজ্ঞান
নিষেধমুখ সকলি ধারণ।

প্রাপঞ্চিকতা মুক্তা হরিসম্বন্ধিবস্তুর।
মুমুক্ষুঃ পরিত্যাগ বৈরাগ্যে মন্ত্র কয়ন,
শ্রীনিজানন্দ লাভ করুন
'নিত্য' বলিয়া জ্ঞান করুন ॥

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, | ৪১শ সংখ্যা

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

(৩)

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

শ্রীমদ্ভাগবতে ৮ষ্ঠস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে—

সুখায় কর্ম্মাণি করোতি লোকো ন তৈঃ সুখং বান্যদুপরমং বা।
বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ ॥

কঠোপনিষৎ অষ্টাবিংশ মন্ত্র যথা :—

অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্য্যন্মর্ত্ত্যঃ ক্বাধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন-বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥

শঙ্করাচার্য্যকৃত-ভাষ্যার্থ,—জরামরণশূন্য যে দেবতা-সকল, তাঁহাদের নিকট আসিয়া, উত্তম বর ঐ সকল দেবতা হইতে পাওয়া যায় এমত জানিয়া জরামরণবিশিষ্ট পৃথিবী-স্থিত যে মনুষ্য সে কেন ইতর বরকে প্রার্থনা করিবেক ? আর গীত, রতি, প্রমোদ প্রভৃতির কারণ যে অপ্সরা-সকল হইয়াছেন, তাহাকে অত্যন্ত অস্থির জানিয়া কোন্ বিবেকী নীচ পদমাত্রকে আসক্ত হইবেক ?

এই সমুদয় তত্ত্ববিচার করিলে কোন্ বিবেকী পুরুষের প্রবৃত্তি-মার্গে অশ্রদ্ধা না জন্মায় ? কোন্ ব্যক্তিই বা এই সংসারকে কারাগার বলিয়া না বোধ করেন ? বলিবৃদ্ধির নীরস অগ্নি চর্ব্বণ করিয়া কোন্ জীবের রস-তৃষ্ণা-নিবৃত্তি হয় ? সিংহাসনস্থ কোন্ ব্যক্তিই বা স্বীয় রাজমুকুট পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিবিড় বন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া হরিতোষ-তপস্যায় প্রবৃত্ত না হয় ? কোন্ অস্ত্রধারী পুরুষ বা অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিনামের মালা গ্রহণ না করেন ? আহা ! বিরাগের কি আশ্চর্য্য বল ! অপূর্ব্ব হর্ম্ম্য অট্টালিকা, বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার, পরমা সুন্দরী যুবতীগণের কটাক্ষ, বহু ধনপূর্ণ অর্থভাণ্ডার, গো-মহিষাদি গৃহপশুসকল কখনই গোস্বামী রঘুনাথ দাসের ন্যায় বিবেকী পুরুষদিগকে বাধ্য করিতে পারে

না। সমস্ত বঙ্গদেশের অধিবাসী ও বহুজনকৃত সম্মান ও রাজার বিপুল স্নেহও শ্রীমদ্ রূপগোস্বামীর ন্যায় কোন মহাপুরুষকে সংসারে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। আহা! অপ্রাকৃত তত্ত্বের কি অদ্ভুত মাধুর্য! যে ব্যক্তির অপ্রাকৃত তত্ত্ব দেই পরমরমণীয় প্রেম কালাপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মলীলা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে তাঁহার আর ক্ষুদ্র সংসারে কোথায় থাকে? তথাপি ভ্রমে রাজকবি বলেন—

কা স্ত্রীষ্ট তে কলপদায়তবেণুগীত-
সম্মোহিতার্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং।
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্।

এইবিচারের দ্বারা বৈরাগ্য-শব্দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল। কিন্তু বৈরাগ্য যে কি পদার্থ তাহা এক্ষণে স্থির করা কর্ত্তব্য। জ্ঞান হইলে বৈরাগ্য হয়। জ্ঞান কাহাকে বলি? অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত তত্ত্বের ভেদ, যে জ্ঞানের দ্বারা স্থির হয় তাহাকেই জ্ঞান বলি। অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য এবিষয়ে যদিও অনেক বিচার করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের অতিজ্ঞান দোষের স্পর্শ সহ্য করিতে হয়। প্রাকৃত অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থ যে অনিত্য তাহা তাঁহারা স্থির করেন, কিন্তু জীবাত্মার বিষয়ে তাঁহাদের একটী এরূপ পাচতর ভ্রম উৎপন্ন হয় যে, ব্রহ্ম ব্যতীত জীবাত্মার পৃথক্ স্থান আর কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহাদের বিবেচনায় জীবের ব্রহ্মের সহিত ঐক্যকে জ্ঞান বলা যায়। কিন্তু সাধুপুরুষেরা ইহাকে অতিজ্ঞান বলিয়া থাকেন। জ্ঞান ও অতিজ্ঞানে বিশেষ ভেদ আছে। জ্ঞানের দ্বারা পদার্থের সত্যতার নির্ণয় হইয়া থাকে, কিন্তু অতি-জ্ঞান-কর্ত্তৃক সহজ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া দুষ্ট তর্কের উদয় হয়। ঔষধের দ্বারা রোগের নিবারণ হয়, কিন্তু বিলাক্ত ঔষধের দ্বারা পুনরায় অন্যতর রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। অদ্বৈতবাদী মহাশয়েরা যদিও সংসাররূপ বৃহদ্রোগের শান্তি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদরূপ আর একটী ভয়ানক গুরুতর রোগের দ্বারা জীবকে আক্রমণ করত শান্তি-সুখের বিরোধ করেন। অনেকানেক বিজ্ঞ অদ্বৈতবাদীর সহিত আমাদের বিচার হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযুক্তিযুক্ত বোধ হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা এরূপ কুতর্ক করেন যে, জীব যৎকালে প্রাকৃত ভ্রম হইতে মুক্ত হন, তখন তাঁহার ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন আবরণ না থাকায় জীবের ব্রহ্মত্ব সংঘটন অবশ্যই হয়। আহা! অদ্বৈতবাদী এত বিচার করিয়া মূল বিষয়ে ভ্রান্ত হইলেন! অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত এতদুভয় তত্ত্বের ভেদ করিয়াও রোগগ্রস্ত হইলেন: ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়! অপ্রাকৃততত্ত্ব কাহাকে বলি? প্রকৃতির অতীত যে পদার্থ তাহাই অপ্রাকৃত। প্রকৃতির যত প্রকার গুণ আছে তাহা অপ্রাকৃত পদার্থে সম্ভব হয় না। অপ্রাকৃত পদার্থ জ্ঞান ও আনন্দ এই লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত হয়। ইহাতে আকৃতি, বিকৃতি, স্থিতি-নশ্বরতা প্রভৃতি প্রাকৃত গুণসকল থাকিতে পারে না। দেশ ও কাল কখনই প্রভু হইতে পারে না। যথা ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে,

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥

যে পদার্থে দেশ ও কালের অধিকার নাই, তাহাতে আবরণ ইত্যাদির ভাব অসম্ভব, যেহেতু আবরণ ও ঐক্য এই দুইটী ভাব দেশ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নদী-সকল সমুদ্রে পতিত হওয়ায় উহাদের জল নদীত্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়: এই প্রকার উদাহরণের দ্বারা অদ্বৈতবাদিগণ জীবের চরমে ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করেন। আহা! এই উদাহরণটী কি প্রাকৃত হইল না? তবে অদ্বৈতবাদীর অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান কোথায় হইল? বাস্তবিক অদ্বৈতবাদিগণ অপ্রাকৃত তত্ত্বকে উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে না পারায় "ঐক্য", "আবরণ", "অভেদ" এই সমস্ত বাক্য অপ্রাকৃত জীব ও ব্রহ্মতত্ত্বে আরোপ করিয়া আপনাদিগকে সত্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখেন। ফলতঃ তাহাদের জ্ঞান অবিশুদ্ধ, একারণ তত্ত্বের প্রকাশ হয় না। অপ্রাকৃত জগতে প্রাকৃত জগতের উদাহরণ সম্ভব নহে। অতএব তদ্বিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয় ব্যতীত আর জ্ঞান নাই। আমরা যখন এই পঞ্চভূতাত্মক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করত সমাধি-যোগে অপ্রাকৃত তত্ত্বের উপলব্ধি করি, তখন আমাদের মনে একটী অদ্ভুত আনন্দ-স্বরূপ ভক্তিযোগের উদয় হয়। ঐ ভক্তিযোগই আমাদের নিত্যস্বভাব, উহার সাহায্যেই আমাদের অনন্ত প্রাপ্য এবং

ভগবদ্ভাবই আমাদের অপ্রাকৃত লক্ষণ। আমাদের বিকৃত বুদ্ধির দ্বারা অপ্রাকৃত তত্ত্ব কখনই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইবে না, যেহেতু প্রাকৃত সম্বন্ধের দ্বারা আমাদের বুদ্ধি একেবারে প্রাকৃত ভাবে পরিণত হইয়াছে। অতএব এই বদ্ধ অবস্থায় অপ্রাকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের তর্ক করা বৃথা। তথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত বচন,—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।

অচিন্ত্য বিষয়ে যুক্তি যোগ করায় অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক এইরূপ দশম স্কন্ধে তিরস্কৃত হইয়াছে :—

শ্রেয়ঃ শ্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো

ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে

নান্যদ্যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাম্।

এ বিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসই আমাদের মঙ্গলের মূল; যথা চরিতামৃতে—

বিশ্বাসে পাইয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

অপ্রাকৃত তত্ত্ব তর্কের দ্বারা স্থাপনা বা বিচার করিতে গেলে আমরা হয় নাস্তিক, নতুবা অদ্বৈতবাদী হইয়া যাইব। অতএব হে ভক্তমণ্ডলি, অপ্রাকৃত তত্ত্বে তর্ক করিবেন না, কেবল নির্ম্মল স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে রত হউন।

অপ্রাকৃত তত্ত্বে যে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস দৃষ্ট হয় তাহাকেই বিশুদ্ধ জ্ঞান বলা যায়। জীব অপ্রাকৃত ও অপ্রাকৃত পরমেশ্বরই জীবের উপাস্য এবং অপ্রাকৃত ধামই জীবের নিজালয়, এরূপ সিদ্ধান্তকে জ্ঞান বলা যায়। ফলতঃ এই মায়াময় অপকৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড হইতে জীবের বৈরাগ্য নিতান্ত প্রয়োজন। এই বৈরাগ্য যে কি প্রকারে সাধিত হয় তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

দুর্ম্মতিলোকেরা এই প্রকার সিদ্ধান্তের অনুব্যবহার করত জীবনের প্রতি বিরক্ত হইয়া আত্মঘাতী হইয়া পড়ে। তাহার ফল এই যে, কারাগার হইতে অবধা-কালে অজ্ঞানপূর্ব্বক পলায়ন করিতে চাহিলে যেমন পুনর্ব্বার হইয়া গাঢ়ভাবে পুনরাবদ্ধ হয়, তদ্রূপ আত্মঘাতী জীবগণ নানাবিধ কষ্টের সহিত গাঢ়ভাবে বদ্ধ হয়। পরিত্রাণের জ্ঞান্য-বিধি আছে, তাহা অবলম্বন না করিলে পরিত্রাণ কিরূপে সম্ভব হয়? অবলম্বনই জ্ঞান্য-বিধি, ইহাতে সন্দেহ নাই।

যে-সকল ভক্তিপুরুষ সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া পড়ে তাহারা লোক-সমাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া বৈরাগ্য আচরণ করিয়াছি এরূপ বিশ্বাস করে। ইহাকেও প্রকৃত বৈরাগ্য বলা যায় না। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে বিদুরবাক্য,—

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।

অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য।

তথাহি তৃতীয় স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে—

সর্ব্বে নৈসর্গাস্তব্ধাস্তু তপোদানাদি চানঘ।

জীবাভয়প্রদানস্য ন কুর্ব্বীরন কলামপি।

তথাহি প্রথম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে—

বিধায় লোকস্য ভবায় চেষ্টাং

যং উত্তমঃশ্লোকপরায়ণো জনঃ।

জীবন্হি নাস্যার্থমসৌ পরাশ্রয়ং

মুমোচ নির্ব্বিদ্য কুতঃ কলেবরম্।

সমস্ত জীবের উপকারস্বরূপ মুখ্য কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যে-সকল লোক একাকী তপস্যা করিবার জন্য বনে গমন করে তাহারা স্বার্থপর, অতএব বৈষ্ণব-পদবাচ্য হইতে পারে না, এইরূপ প্রহ্লাদ নিজে স্তবে করিয়াছেন। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা

মৌনব্রতশ্রুত বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।

এই সংসার-তরঙ্গে পতিত হইয়া যে পুরুষ ইহার প্রবাহসকল অকুণ্ঠভাবে সহ্য-করত সর্ব্ব জীবের প্রতি দয়া করেন এবং অহরহ সর্ব্ব জীবের আধ্যাত্মিক ক্লেশ দূরীকরণার্থ ভগবানের নিকট আবেদন করেন, তিনিই বৈষ্ণবপদবাচ্য মহাপুরুষ। আহা! পবিত্র হরিদাসের অনুকরণীয় চরিত্র আলোচনা করিলে কোন্ দুর্ভাগা-পুরুষের ভগবদ্ভক্তি উদয় না হয়? তাঁহার স্বজাতীয় পাষণ্ডেরা যৎকালে তাঁহাকে পীড়ন করিতেছিল, তখন তিনি আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দৃষ্টি করিয়া সজলনেত্রে ভগবানের নিকট এই প্রকার প্রার্থনা করিলেন, "হে জগদীশ্বর! হে গোপীজনবল্লভ! পীড়নকারী পুরুষেরা আপনার গভীর লীলা অবগত না হইয়া আপনার দাসের প্রতি

অত্যাচার করিতেছে, তাহা আপনি বিশাল হৃদয় দ্বারা ক্ষমা করুন এবং উহাদের অন্তঃকরণে ভক্তিরসের উদয় করুন, যাহা হইলে জীব আর জীবের প্রতি পীড়ন করে না।" আহা! ইহাই যথার্থ বৈরাগ্যের কথা।

পরমারাধ্য মহাপ্রভু বৈরাগ্য-বিষয়ে রামানন্দকে এই প্রকার কহিয়াছেন :—

যথার্থ বৈরাগ্য লোকে বুঝিতে না পারে।
কেহ কমণ্ডলু ধরি' বৈরাগ্য আচরে॥
কেহ বা সংসার ত্যজি বৈরাগী বলায়।
কেহ বাসাঘর পরি' তাহাতে যায়॥
যথার্থ বৈরাগ্য হয় বিষয়ে বিরাগ।
আত্মার উৎকর্ষ আর জ্ঞানে অনুরাগ॥
ঈশ্বরেতে আত্মবান কর্ত্তব্য-সাধন।
নিষ্কাম হইয়া কার্য্য কর সম্পাদন॥
ত্যাগ-শব্দে বৈরাগ্যের মর্ম্ম বুঝা যায়।
কিন্তু ত্যাগ-শব্দ-অর্থ বুঝা বড় দায়॥
এই বাক্য শ্রেষ্ঠ মানি' কত মহাশয়।
সংসার ত্যজিয়া ঘোর কাননেতে রয়॥
ত্যাগ শব্দে দুই অর্থ করে বুধগণ।
নিষ্কাম অভাব আর সংসার-বর্জ্জন॥
নিষ্কামহীন হওয়া জ্ঞান হয় শ্রেষ্ঠতর।
অধিক শক্তির কার্য্য জ্ঞান ভক্তিবর॥

সংসারে বিরক্তি জন্মিলে বৈরাগ্য হয় সত্য, কিন্তু কেবলমাত্র বিরক্তিকে শুদ্ধবৈরাগ্য কহা যায়। সংসারে বিরক্তি হইয়া যদি কোন পুরুষের সর্ব্বভূতে দয়া এবং 'কৃষ্ণে নির্ম্মল প্রেমভক্তি' উদয় না হয়, তবে সে বৈরাগ্যে কিছুমাত্র রস নাই। এই বিষয়টীতে অনেকের ভ্রম হইয়া থাকে। কেহ কেহ সাধনকুশল হইয়া সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া দূরে থাকুক তাহাদের যে কিসে মঙ্গল হইবে, এইরূপ কোন প্রকার চিন্তা করেন না। ইহাতে তাঁহাদের বৈষ্ণবতার বিশেষ ক্ষতি হয় স্বীকার করিতে হইবে। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মস্তোত্রে,—

নাভিপ্রসীদতি তথোপচিতোপচারৈ-
রারাধিতঃ সুরগণৈর্হি যদাত্মকামৈঃ।
যৎ সর্ব্বভূতসুহৃদাত্মজনপ্রিয়েণ
নানাজনেষ্ববহিতঃ সুহৃদন্তরাত্মা।

এই স্তবাকা অতিশয় গম্ভীর। সমস্ত বৈষ্ণবতত্ত্ব ইহাতে নিহিত হইয়াছে। এই শ্লোকের সম্যক্ ভাষ্য হইলে আমাদের অদ্যকার প্রয়োজন সফল হইবে। অতএব মহাশয়েরা স্থিরচিত্তে শ্রবণ করত বিচার করুন।

এই শ্লোকের বাক্যার্থ এই যে, অসদ্লোক-কর্ত্তৃক অপ্রাপ্য অর্থাৎ দুর্লভ্য যে সর্ব্বভূতে দয়া তদ্দ্বারা আরাধিত হইলে ভগবান্ যতদূর প্রসন্ন হন, স্বার্থপর হইয়া উপচিত উপচারের দ্বারা সুরগণেরাও তাঁহার যে আরাধনা করেন তদ্দ্বারা ততদূর প্রসন্ন হয়েন না, যেহেতু প্রত্যক্ষভাবে ভগবান্ সর্ব্বজীবের সুহৃৎ ও অন্তরাত্মারূপে অবস্থিতি করেন।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তির যে কামনা তাহাকে এই শ্লোকে কাম বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই কাম যাহার হৃদয়ে বদ্ধ আছে, তিনি যদিও ব্রহ্মাদি দেবতার মধ্যে কেহ হন, তথাপি তিনি উপচিত উপাচারের দ্বারা ভগবান্‌কে ততদূর প্রসন্ন করিতে পারেন না। তদ্ভাবে যদিও উপচিত উপাচার ভগবান্‌কে অর্পণ করা যায়, তাহাতে তো কোন প্রকার উপকারের সম্ভাবনাই নাই ইহা নিশ্চয় আছে, যেহেতু ভগবান্ অন্তর্যামী, অতএব বাহ্যদৃষ্টি দ্বারা তিনি বিচার করেন না অর্থাৎ সাধকের অন্তর্বৃত্তি দৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি ঐ তদ্ভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক সরলতা অবলম্বন করত পূর্ব্বোক্ত কোন পুরুষ ভগবান্‌কে উপচিত উপাচারের দ্বারা আরাধনা করেন তথাপি ভগবান্ ততদূর প্রসন্ন হয়েন না। আরাধনা শব্দ অন্তর্বৃত্তিবাচক এবং বাহ্য-নিষেধক। অতএব আরাধনা শব্দ প্রয়োগের দ্বারা তদ্ভাবের প্রতিষেধ হইয়াছে। 'অতিশয় প্রসন্ন হন না' শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, সকাম হইয়া ভজনা করিলেও ভগবান্ প্রসন্ন হন অর্থাৎ কামনার ফলমাত্র দেন এবং কখন কখন সম্যক্ বৈরাগ্যের উদয় করান। যথা—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তি-যোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

কিন্তু সর্ব্বভূতের প্রতি দয়ার দ্বারা যে ভগবদারাধনা তাহাতে যতদূর তাঁহার প্রসন্নতা হয়, কামনাপ্রযুক্ত ততদূর হয় না। অকাম, সর্ব্বকাম ও মোক্ষকাম হইয়া যে-সকল পুরুষ ভগবদারাধনা করেন, তাঁহাদের আরাধনা

সমাপ্তির অর্থাৎ পূর্ণতার প্রতীক্ষা থাকে অর্থাৎ তজ্জন্য পুনরাবৃত্তি ঘটনীয়, ইহাই তাৎপর্য্য। কর্ম্মযোগ ও জ্ঞান-যোগের ন্যায় ভক্তিযোগ কদাচ বৃথা হয় না, অতএব স্বার্থমূলক ভক্তিযোগের পরিণামে নিঃস্বার্থ সর্ব্বভূত-দয়া উদয় হয়। স্বার্থভক্তি ভক্তিবৃক্ষের বীজস্বরূপ, অতএব কালক্রমে ঐ পবিত্র বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হয় এবং পরমপ্রেমরূপ ফলের জনক হয়। স্বার্থভক্তি সঙ্কীর্ণ, অতএব যখন ইহার আয়তন বৃদ্ধি হয় তখন সর্ব্বভূত-দয়ারূপ ভক্তির উদয় হয়। ভক্ত যখন কামনা করেন, তখন পরমেশ্বর তাহাকে মূর্খ জানিয়া স্বীয় চরণাশ্রয় প্রদানের দ্বারা তাহার স্বার্থপরতা দূর করেন।

সর্ব্বভূতে দয়ারূপী ভক্তিই জীবের স্বভাব, অতএব বৈরাগী পুরুষদিগের তাহাই প্রাপ্য। পরমেশ্বরে যতদূর দৃঢ়ভক্তির উদয় হয়, ততই জীবের চরিতার্থতা হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতের প্রতি দয়াই এই ভক্তির লক্ষণ। জীব কি জন্য অন্য জীবের প্রতি দয়া করেন? ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গেলে কৃষ্ণভক্তিই ইহার হেতু এরূপ বোধ হয়। সমস্ত জীবের সুহৃদ্ ও অন্তরাত্মারূপে পরমেশ্বর লক্ষিত হন, অতএব তাঁহার প্রিয় জীবসকলের প্রতি আমাদের একটী নিত্য সম্বন্ধ আছে। যেমত কৃষ্ণ-প্রেমই জীবের স্বভাব তদ্রূপ কৃষ্ণের জীবের প্রতি প্রেম ও ভ্রাতৃবৎ সখ্যও আমাদের স্বাভাবিক কার্য্য। অতএব অন্য সমস্ত জীবের কল্যাণ-চিন্তা ও তজ্জন্য চেষ্টা না করিয়া আমরা যে ভগবদুপাসনা করিয়া থাকি তাহা অসম্পূর্ণ।

এই সিদ্ধান্তের সহিত বৈরাগ্যধর্ম্মের কি প্রকার ঐক্য হইবে তাহা এক্ষণে বিচার করা যাউক। হে সাধুমণ্ডলি! বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, জগতে যত জীব আছে ঐ সকলের নিত্যমঙ্গল চিন্তা করা ও তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। জীবের মঙ্গলসাধন যদি আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়, তবে আমরা কি প্রকারে সংসার হইতে দূরে থাকিতে পারি? ত্রিতাপে তাপিত জীবগণ বনমধ্যে মুনিদিগের নিকট ঔষধি অন্বেষণ করিতে যান না, যেহেতু তাঁহারা যে রোগগ্রস্ত তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা জানেন যে, তাঁহারাই সুস্থ অন্তঃকরণে গৃহমেধ-যাগ করিয়া কালক্ষেপণ করিতেছেন এবং যেসকল ব্যক্তির বৈরাগ্যযোগে তাঁহাদিগকে দুঃখী করেন, তাঁহারাই কোন বিশেষ রোগের দ্বারা আক্রান্ত। তাঁহাদের বিবেচনায় বৈরাগ্যই রোগ-বিশেষ। তাঁহাদের বিবেচনায় বৈরাগ্যই পাষণ্ডতা এবং ইন্দ্রিয়-সুখই কার্য্য। যেমত বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি শীতল জলকে সমাদর করিয়া অধিকতর বিকারপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বিষয়ী মানবগণ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগ করত বাসনারূপ রোগের বৃদ্ধি করেন। বাতুলেরা যেরূপ সুস্থ অন্তঃকরণের লোকদিগের অবস্থায় দুঃখিত হয়, সংসারী পুরুষও বৈরাগী দৃষ্টে দুঃখিত হইয়া থাকেন। মদ্যপান করিয়া যে-সকল ব্যক্তি উন্মত্ত হয়, তাহারা যেমত মদ্যবিরত পুরুষদিগকে দুর্ভাগা জ্ঞান করে, সংসার-মদে মুগ্ধ হইয়া অবিবেকী পুরুষেরাও তদ্রূপ জ্ঞানী পুরুষদিগের বৈরাগ্যকে দুঃখের কারণ জানিয়া ভাবিত হয়। হায়! এ সমস্ত নির্ব্বোধ লোকের উপায় কি? যখন ইহারা নিজ রোগকে জানিতে পারে না, তখন তাহাদের শান্তি কিরূপে হইবে? আহা! কোন্ সজ্জন বিবেকী পুরুষ ইহাদের অবস্থার পর্য্যালোচনা করতঃ দুঃখ-সাগরে পতিত না হন? মহাত্মা ভাগবতসকল যদি ঐ সকল লোকের প্রতি কৃপা না করেন, তবে উহাদের আর ভরসা নাই। অন্যান্য লোকে কষ্ট স্বীকার করত বাতুলের ঔষধি বিধান না করিলে আর উপায় কি? বাতুলেরা যদিও উপকারীদিগের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করে, তথাপি হরিদাস কদাচও জগাই-মাধাইকে হরিনামামৃত পান করাইতে বিরত হইবেন না। হে বৈষ্ণবগণ! যদিও অবিবেকী পুরুষেরা আপনাদিগকে কটু বাক্য কহে এবং সময় সময় মারিতে উদ্যত হয়, তথাপি আপনারা স্বীয় কার্য্য হইতে বিচলিত হইবেন না। সন্তানের যদি কোন অঙ্গে ক্ষত হয় এবং ঐ অঙ্গ ছেদন করা যদি যুক্তিসিদ্ধ হয়, তবে ঐ বালকটী নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কটু বাক্যাদি দ্বারা অপ্রতিষ্ঠা করিলেও দয়ালু পিতা কদাচ তাহার ইষ্টসাধনে বিমুখ হইবেন না। কৃষ্ণদাসেরাও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র পুরুষদিগের মঙ্গলার্থ কোন প্রকারে নিরস্ত হইবেন না।

শ্রীশ্রীআচার্য্যকথা-প্রসঙ্গ

[স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা। কাল—১৬ই নভেম্বর ১৯৩৮]

সকলেই সকলের হরিভজনের দিক্ দিয়া দেখিলে আর কেহ কাহারও সুখ-দুঃখের কারণ হয় না। কাহারও হরিভজনে বাধা আসিতেছে বা আসিয়াছে দেখিলে সেই বাধাকে লক্ষ্য করিয়াই তাহার জন্য দুঃখ করিতে হইবে। জড়াসক্তি ছাড়িতে চায় না সত্য, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাপ্রার্থেক্ষু হইলে জড়াসক্তি আপনিই দূরে সরিয়া যায়। শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই absorbed (অভিনিবিষ্ট) থাকিলে জড়াসক্তি কোন মতেই থাকিতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ মঙ্গলকামী আশ্রিতবর্গকে এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহাদের দেহ-মনের সুবিধা অসুবিধার দিকে একেবারেই তাকাইতেন না। ইহা প্রভুপাদের অসীম করুণার নিদর্শন। যে মুহূর্ত্তে আমরা দেহ-মনের সুবিধা অসুবিধার দিকে তাকাইয়া হরিভজনে শিথিলতা প্রকাশ করিব, তখনই মায়া ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপার মধ্যে পড়িলে কোন প্রলোভন আসিতেই পারে না, প্রলোভনই পলায়ন করে। ইহাতে আমাদের দিক্ হইতে কোন বাহাদুরী নাই বা অহঙ্কারের কথা নয়, তাঁহার কৃপারই বড়াই বা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দাসানুদাসত্বের বড়াই। এটা খুব জোর গলায় শুদ্ধ অহঙ্কার করিয়া বলিবার জিনিষ যে, আমরা অযোগ্য হইলেও তাঁহাদের কৃপাকণা তাঁহারা নিজের ইচ্ছায়ই অযত্ন অযোগ্যজনগণের উপর বর্ষণ করিতেছেন। এই কৃপার কোন কারণ নাই, সম্পূর্ণ অহৈতুকী। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দাসানুদাসত্বের চেয়ে শুদ্ধ অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। এই অহঙ্কারটী শুদ্ধ ও নিত্য- প্রাকৃত নহে। ঠাকুরের দাসানুদাসত্বের উপলব্ধি যদি না-ও হয়, তবুও সকল সময় হৃদয়ে তাহার আবৃত্তি বা জপ করিতে পারাও সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা।

•

[১৭ই নভেম্বর, ১৯৩৮]

স্ত্রীজাতির তত্ত্ববিষয়ে জানিবার কৌতূহল একেবারেই নাই। ছোট ছোট জিনিষ লইয়া তাঁহারা বেশ সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত। যাঁহারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে আসিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহাদের যে কত বড় বড় এবং কত ভাল ভাল কথা শুনিবার সুযোগ হইয়াছে এ কথা তাঁহারা একবার চিন্তা করিয়াও দেখেন না। এই সুযোগ ও সৌভাগ্যের কথা তাঁহাদের জানাইলেও তাঁহাদের একটু তাতে না বা প্রাণে একটু সাড়া দেয় না।

প্রায় শতকরা ৯৯-৯ জন স্ত্রীমূর্ত্তিই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কথা জানিবার জন্য কোন চেষ্টা করিতে একেবারেই নারাজ। সুযোগ পাইলেও তাঁহারা তাঁহাদের সংসার-সক্তি ছাড়িবেন না। অনেকে মানুষ হিসাবে ভাল আছেন, কিন্তু ঐ সংসারটীকেই একমাত্র গতি বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবেনই। তাঁহাদের একমাত্র চিন্তনীয়, স্মরণীয় বা ধ্যেয় বস্তু পাকশালা। তাঁহাদের এইরূপ চিত্তবৃত্তি দেখিয়া আত্মীয়-স্বজনের মনোহরণের জন্য অনুষ্ঠিত তাঁহাদের দৈনন্দিন কার্য্যকে উদুখল-(চুল্লী) পরিক্রমা নাম দেওয়া হইয়াছে। উদুখলপরিক্রমা গ্রাম-পরিক্রমার বিপরীত কার্য্য। একমাত্র মৃত্যুর ভয়ই ইহাদের কিছু সাড়া আনিয়া দেয়। সংসারাসক্ত ভোগী জীবের উহাই একমাত্র ভয়ের কারণ। সর্ব্বাপেক্ষা আসক্তির বস্তু দেহ ও দেহসম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন; তাহার পর ভোগের সুন্দর স্থান এই পৃথিবী, এই সকল ছাড়িবার মত দুঃখের বা ভয়ের আর কি আছে? 'সংসার ছাড়িব না' বলিলেই কি কাল শোনে? সময় থাকিতে হরিভজন করিয়া লইতে পারিলেই মঙ্গল। আমার অবধি নাই। ভোগের আশা কিছুতেই জীবকে ছাড়ে না—অতিবৃদ্ধ হইলেও ভোগাগার পৃথিবী ও নিজের দেহকে ছাড়িতে চায় না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই জন্যই বলিয়াছেন—

"একবার ভাব মনে, আশা-বশে ভ্রমি' হেথা
পাবে কি সুখ জীবনে ?
কে তুমি কোথায় ছিলে,
কি করিতে হেথা এলে, কিবা কাজ করে গেলে,
যাবে কোথা শরীর-পতনে ।
আশা-বশে ঘুরে ঘুরে আর কোথা যাই রে ।
(আশার শেষ নাই রে)
ধরি ব'লে পাও ভাই আশার মুখে ছাই রে ।
(নিরাশ ত' সুখ রে)

—এ একটা তাজ্জব কথা ব'লে মনে হয়। আশাই ত' ভাল জিনিষ; ঠাকুর ভক্তি বিনোদ বলিয়া দিলেন—"নিরাশ ত' সুখ রে ।"

• •

শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ অবধূত—লোকের বিচারের অগম্য। জগতের দুই প্রকার লোক তত্ত্ববিচার করে না; এক শ্রেণী অতিবদ্ধ, আর এক শ্রেণী অতিমুক্ত। শ্রীল বাবাজী মহারাজ অতিমুক্ত। তাঁহার অলৌকিক ভাবময়ী উক্তি সাধারণ লোকে কিছুই বোঝে না, হেঁয়ালীর মত বলিয়া মনে করে। উহার কদর্থ করিয়া কেবল অমঙ্গলই লাভ করে। 'অবধূত' কথাটীর অর্থ অপরিচ্ছন্ন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বাহিরে লম্বা চুল প্রভৃতি রাখেন, তামাক সেবা করেন, মৎস্য আনেন, ইহাতে তাঁহাকে মাংস-চক্ষুতে দর্শন করিয়া লোকে কেবল অপরাধই করে। ইনি প্রচারক নহেন। জগতের মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে বা জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই তাহার কোন খেয়াল নাই। সাধারণ লোক তাঁহার নিকট যাইয়া প্রায় অমঙ্গলই বরণ করিয়া লয়। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ উচ্ছিষ্টাদি বিচার করিতেন না। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গায়ে 'কুটা' ছড়াইতেন। এইজন্য তাঁহাকে অপরিচ্ছন্ন—অবধূত বলা হইয়াছে। অবধূত অবস্থা - অতিজ্ঞান বা অতিবৈরাগীর অবস্থা। দত্ত ছিলেন অবধূতশ্রেষ্ঠ। অবভদেব ছিলেন অবধূত: তিনি শেষ লীলায় বিষ্ঠা ভোজন (?) করিতেন। ইহা অতি-বৈরাগ্যের চিহ্ন। ইহা হইতেই পাষণ্ডী দত্তাত্রেয় ও অঘোর-সম্প্রদায় ক্রমে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। "জৈতে তদ্বাভেদ-জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ এই সব ভ্রম।"

জৈনগণ অতি-বৈরাগ্যবান্। উহাদের 'স্যাৎবাদী বা 'অর্হৎ বলে। 'সাবোরী'র দল বৈকালের মধ্যে অর্থাৎ সূর্য্যের আলো থাকিতে থাকিতে নিরামিষ খাদ্য খাইয়া লইবে. অন্ধকারে পোকা ইত্যাদি ঢুকিবে, এই জন্য নাক মুখ ঢাকা দিয়া রাখে।

জৈনদের দুই দল আছে—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। শ্বেতাম্বর—অর্থাৎ গৃহস্থ, তাহারা সাদা কাপড় পরেন। দিগম্বর, গৃহত্যাগী—তাঁহারা বসন-রহিত। বেলগাড়িয়ার যে জৈনমন্দির আছে, উহা দিগম্বর দলের এবং বম্বেতে মালাবার টেম্পল হাঁটের মন্দির শ্বেতাম্বর দলের। জৈনরা তাঁহাদের অতি-বৈরাগ্যের originকপে পাইয়াছেন অবভদেবকে। এই অবভদেবের একশ' ছেলে ছিল তাহার মধ্যে ৮১ জন কর্ম্মী ব্রাহ্মণ, ৯ জন ক্ষত্রিয়, ৯ জন বোগেন্দ্র, একটী পুত্র ভক্ত—যাঁহার নামানুসারে কাহারও কাহারও মতে ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে। অবভদেবের পত্নীর নাম—জয়ন্তী। অবভদেব দাবানলে পুড়িয়া দেহত্যাগ করেন—এইরূপ ভাগবতে লিখিত আছে; বস্তুতঃ তিনি পুড়িয়া মারা যান নাই, নিজের যোগানলে—বৈরাগ্যের তেজে নিজকে আবৃত করিয়া ফেলেন। লোকে মনে করিল যে পুড়িয়া মারা গিয়াছেন। মালাবারের নীচে কোন্‌কান্ প্রদেশ আছে। সেখানে অনেক জৈন আছেন। দাক্ষিণাত্যের বেশ ভাল history আছে। ঐ স্থানেই বহু আচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছেন। মধ্ব ও শঙ্কর ঐ স্থানের নিকটেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বৌদ্ধ ও জৈনদের সঙ্গে অনেক fight করিতে হইয়াছে। বৌদ্ধ অতিজ্ঞানী এবং জৈনগণ অতিবৈরাগী। মালাবারের ঐস্থান দিয়া অনেক রাজা ছিলেন, তাঁহারা বিলাসী; কাজেই পাশী যেমন পয়সার আদর করে, উহারাও তেমনই অতিজ্ঞান ও অতি-বৈরাগ্যের মোহে সহজেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে মায়াবাদ ছিল, তাহার আগে ব্রহ্মন্যধর্ম্মেরও খুব বেশী অনুশীলন ছিল। ব্রহ্মন্যধর্ম্মও শেষে প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্যবিচ্যুতির ফলে স্পর্শদোষ বা ছুৎ-মার্গের বিচারে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। শূদ্র—চতুর্থবর্ণ, পঞ্চমবর্ণগণ অন্যান্য তাহাদিগকে উচ্চবর্ণগণ পশু অপেক্ষা হীন মনে করিয়া সেইরূপ ব্যবহার করিত। ব্রাহ্মণের ছুঁয়া, পুকুর উহার চৌহদ্দিতে পাইবে না, যে-পথে যবনীরা

বাইবে তাহার হিসাবনাহ উহার হাইতে পারিবে না, সেলেই রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে; অথচ যদি ঐ পঞ্চম মুসলমান বা ক্রীষ্টান হইয়া যায় তবে আর কোন দোষ নাই, তখন কৃপা হইতে পারে। এইজন্য বৌদ্ধ-জৈনাদি ধর্ম ঐ স্থানে সহজেই adopted হইয়াছিল।

জৈনরা ২৪ জন জিন্ স্বীকার করেন; তাহার মধ্যে অরিষ্টনেমি একজন আছে। অরিষ্ট অর্থাৎ ethics এর চরম অতি-বৈরাগী অর্থাৎ অরিষ্টনেমি উহাদের মধ্যে আছে। মহাবীর, বাসুদেব, পরেশনাথ প্রভৃতিও আছেন। ব্রহ্মাবর্ত্তের প্রভাব জৈনদের প্রত্যক্ষভাবে আছে। উহারা মূর্ত্তিপূজক। উপাস্যের মূর্ত্তি পূজা করে, ভোগ দেয়, কিন্তু প্রসাদ খায় না; কারণ, উহারা উচ্ছিষ্ট, অতএব দূষিত। হস্তিনাপুরের জৈনমন্দিরে পূজার জন্য নারিকেল এখান হইতে যায়; এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি মসলার সঙ্গে তাহাই কুচি করিয়া ভোগ দেয়, পরে সেগুলিকে হাড়ী, মুচি প্রভৃতি অন্যান্যকে দেয়, নিজেরা ছোঁয় না। হরিভদ্রের মত আরও একজন অতি-বৈরাগ্য প্রচার করিয়াছেন, তিনি বস্ত্র। তাঁহার প্রচারিত মতকে অবস্ত্র-মার্গ বলে। অবস্ত্র—জ্ঞানের চরমাবস্থা। বস্ত্র থাকিও বুদ্ধের ন্যায় ভগবান্ বিষ্ণুর আবেশাবতার, তথাপি তাঁহার প্রচারিত মতটী পাষণ্ড-মত। তিনি অঙ্গ-বিলাস বা চিহ্ন-বিলাস, কিছুই মানেন নাই। চিহ্ন-বিলাস মানেন নাই বলিয়াই তাঁহার মত পাষণ্ড-মত।

* * *

সংসারে আসিয়া পান্থশালার দু'দিনের পরিচিত পথিকের ন্যায় আত্মীয়-স্বজনের প্রতি জীব কি একটা আসক্তি করিয়া লইয়াছে! কি আঠা!—কি টান! ইহা কি একটুও কমে না? বিপরীত মুখী দুইখানি বেগবান্ চলন্তট্রেণের দুইটী যাত্রী পরস্পর পরিচিত হইয়া এবং নম্বরযুক্ত অভিধান করিয়া যদি কেহ কাহাকেও ছাড়িতে না চায়, তবে তাহা কি কার্য্যে পরিণত হইবে? ঐ স্বল্প সময়ের মধ্যে কত কি-ই যে তাহারা করিয়া ফেলিতে চায়, তাহাও আশ্চর্য্য! 'প্রীতি' জিনিষটী ত' একমাত্র কৃষ্ণের। কৃষ্ণের প্রতি মমতাতিশয্যের নামই 'প্রীতি'। সুতরাং কৃষ্ণ ব্যতীত প্রীতির পাত্র ত' কেহ হইতেই পারে না। তাঁহাকে বাদ দিয়া সংসারের আঠা লইয়া থাকিলে কিছু মঙ্গল হইবে কি? তাঁহাকে বাদ দিয়া 'ইতরাসক্তি ছাড়' ছাড়' বলিলেই কি কোন মঙ্গল কখনও হইতে পারে? পরাসক্তি না হইলে, কৃষ্ণে আসক্তি না হইলে ইতর বিষয়ে আসক্তি দূর হওয়া কখনও সম্ভব নহে। 'ইহা ইতর, ইহা ইতর' এই বলিয়া তাহাতে বিরক্তি আসিলে পরে কৃষ্ণে আসক্তি হইবে, তাহা হয় না। অন্তরিন্দ্রিয় কারতে করিতে বিলাস-রাহিত্যে পৌঁছান যায়, অভিজ্ঞান বা অতিবৈরাগ্যে পৌঁছান যায়, কিন্তু চেতন-সাহিত্যে—চিদ্‌বিলাসে- ভক্তিবৈভবে পৌঁছান যায় না। "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্"। যদি কেবল দুঃসঙ্গবর্জ্জনরূপ প্রত্যাহারের দ্বারা কৃষ্ণাসক্তি লাভ হইত, তাহা হইলে, 'ততো' কথাটা বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। 'ততো'—অতএব। পূর্ব্বে অন্বয়ের কথা, দোষজনীয় বস্তুর কথা, পরাসুরাগের কথা বলা হইয়াছে এবং সেইটীর উদ্দেশ্যেই বলা হইতেছে যে,—ভাল জিনিষ আছে, অতএব সেইটীর উদ্দেশ্যে মন্দটা ছাড়। বিহরীর (Positive বস্তু) সঙ্গফলেই পিত্তরোগ (আগন্তুক) আময় বা অনর্থ দূর হয়। 'দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য' বলিয়াই কান্ত হন নাই, 'সৎসু সজ্জেত' বলিয়াছেন। কেবল দুঃসঙ্গ-ত্যাগই সব নয়। এই সৎসঙ্গের কথাই আগে বলা হইয়াছে, সেই জন্যই 'ততো' শব্দ প্রথমেই বলিয়াছেন। তবে সাধকাবস্থায় প্রাতিকূল্য-বর্জ্জনের দৃঢ়তা ও চেষ্টা থাকা দরকার: এইরূপ প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয়তা তাহাদের সর্ব্বদা আছে। এস্থানে প্রাতিকূল্য বর্জ্জন ও আনুকূল্যের গ্রহণ যুগপৎ হইবে। প্রতিকূল ত্যাগ করিয়া মুক্ত বা কণ্টকমুক্ত হইলে তবে অনুকূল গ্রহণ করিব, তাহা কোন মতেই হয় না। অনুকূল গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকূলবর্জ্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আসিবে। ভগবানের প্রতি-রাগ আসিলে তদিতর বস্তুর প্রতি রাগ সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে, দূরীকৃত হইতে থাকে। 'রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে' আগে 'অরস' পরে 'ইতর'। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (পূঃ বিঃ ২য় লহরী) "রুচিমুদ্বহতো রাগঃ প্রায়ো বিলীয়তে"। "কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার"। আগে কৃষ্ণের সংসারের প্রাকট্য হউক তাহা হইলেই অনাচার যাইবে। 'ইহা অনাচার, ঐটী অনাচার'—এই বলিয়া কেবল সেই

গুলি ছাড়িতে গেলে কি কৃষ্ণের সংসার হইয়া যায়? কৃষ্ণই বাস্তব বস্তু। তাঁহার নিজের পরিচয়েই তাঁহাকে জানা যায়,—'এটা নয়, ওটা নয়,' বলিলেই কি আর তাঁহাকে জানা যায়? বিষয়-রাগ ত' হেয়, অমঙ্গলজনক, উহাকে ত' ছাড়িতেই হইবে। জ্ঞানীরাও ত' বলেন—বিষয় ছাড়িতে, ভক্তও বলেন—বিষয় ছাড়িতে। জ্ঞানীরা বলেন—বিষয়-বাসনা না ছাড়িলে ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে পারে না; ভক্ত বলেন—বিষয় না ছাড়িলে ভগবৎ-সান্নিধ্য হইতে পারে না; দুজনের মধ্যে তফাৎ কোথায়? কৃষ্ণবিলাস-রাগী না হওয়ায় জ্ঞানী বিষয়ত্যাগী হইয়াও নিজকে অন্তরে নির্ব্বিষয়, মুক্ত বলিয়া মনে করেন—ইহাই আশ্চর্য্য!! ভক্তের বিষয়-বাসনা হইতে মুক্ত হইবার জন্য উপদেশের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বিষয়-বাসনাবিষ্ট না হইয়াও বৈষ্ণবের বলেন—"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।" ভক্ত প্রথমেই বলেন—"আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে", পরেও বলেন—"কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।" "প্রেয়স্থতিং" অর্থাৎ মঙ্গলসরণি যে ভক্তিপথ, তাহাকে 'উদস্ত' ছুঁড়িয়া ফেলিয়া—শ্রীল প্রভুপাদের কথিত উৎকল ভাষায় 'ফোপাড়িয়া'—যিনি "কেবল-বোধ" অর্থাৎ কেবল-জ্ঞান লাভ করিতে চান, তাঁহার মঙ্গল হয় না। জ্ঞান অর্থাৎ 'এই ভাল, এই মন্দ' বিচার। "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ,—এই সব ভ্রম।" একথাটী জ্ঞানীরাও বলেন। দ্বৈতাবস্থায় যে ভাল-মন্দ বিচার, ইহা স্থূল। ভক্ত কেবলমাত্র "এই ভাল, এই মন্দ,—এই সব ভ্রম" এই বিচারেই সবটুকু মনে করেন না। তিনি প্রকৃত ভাল, উপাদেয়, নির্ম্মল বিষয় অনুশীলন করিতে চেষ্টা করেন, অবয়-জ্ঞানের অনুশীলন করিতে করিতে দ্বৈতের হেয়তা উপলব্ধি করেন। দ্বৈত হইতে অদ্বৈতে পৌঁছাইতে চেষ্টা করেন না। পিয়াজের খোসা ছাড়াইবার ন্যায় কেবল অবান্তর বস্তুর নিরাস অর্থাৎ 'এটা নয়' 'ওটা নয়' বলিলেই হইবে না। চিত্তবৃত্তির **শাসের প্রতি নজর** রাখিতে হইবে। যদি **শাসের প্রতি নজর** না থাকে, তবে পিয়াজের বা নারিকেলের খোসা ছাড়ানই সার হইবে।

প্রীতির প্রকৃত পাত্রে যদি প্রীতি হয়, তাহা হইলে সবই ঠিক থাকে। পত্নীর প্রতি আদরও খারাপ হয় না—যদি কৃষ্ণ-কার্য্যে প্রীতি বৃদ্ধি পায় পত্নীরূপে বা স্বামীরূপে সাধকের নিজ নাই, যদি অপরকে কৃষ্ণের দিকে, কৃষ্ণ-সেবার দিকে অগ্রসর করাইবার চেষ্টা থাকে, তবে তাহা খারাপ হইতে পারে না।

মৎস্যমাংস প্রভৃতি অমেধ্য গ্রহণ সকল প্রকার ব্যাধির মূল। মানুষের দাঁত Pure Vegeterian এর মত। Canine teeth কম, তাহাদের নখে সেই জন্য প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ করিতে গেলেই তাহার ফল-স্বরূপ ব্যাধিতে ভুগিতে হইবে। নিরামিষ শাক-সব্জি, দুধ, ছানা, ঘি এই সবই খাওয়া ভাল। এটা অবশ্য নিরামিষ আহারের বিচার। নিরামিষ আহার দুই শ্রেণীর লোকে করে। নিরীশ্বর নিরামিষাশী ও সেশ্বর নিরামিষাশী। প্রথম দল—জৈন। তাহারা নিরামিষ খায়, কিন্তু প্রমাণ-বিরোধী অতি-বৈরাগী হইয়া প্রজ্ঞার ব্রহ্মণ্যবর্ম্মের পরিপোষ্টা—ছুৎমার্গ বা এঁটোর বিচার এত বেশী যে, উপাস্যের কৃতাবশেষবস্তুকেও অস্পৃশ্য, ঘৃণ্যজ্ঞানে দূর করিয়া দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণী—ভক্ত, তাঁহারা ভগবৎপ্রসাদই কেবলমাত্র গ্রহণ করেন। তাঁহারা নিরামিষাশী নহেন—প্রসাদ-সন্ধানকারী। নিরামিষাহার—সাত্ত্বিক আহার; কিন্তু প্রসাদ নিগুর্ণ ব্রহ্মবস্তু।

— —

ভ্রম-সংশোধন

গত ৪০শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' পত্রের ৬৭০ পৃষ্ঠায় '**শ্রীশ্রীআচার্য্যকথা-প্রসঙ্গ**' প্রবন্ধের ১ম স্তম্ভের ১ম পংক্তিতে যে 'বর্ত্তি' শব্দটী আছে তৎপ্রসঙ্গে নিম্নোক্ত কথাগুলি ছাড় পড়িয়াছে। ১ম বাক্যটীর পর এরূপ পাঠ হইবে—"শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ, ১৭শ অধ্যায়, ৪৮-৪৯নং শ্লোকে "ন বর্ত্তেত কর্হচন" প্রভৃতি কথা আছে। শ্রীধর স্বামিপাদ উহার টীকায় বলিয়াছেন—"বর্ত্তেত নীচসেবেত"। নীচের সেবা কখনও করিতে হইবে না। নীচ-অর্থে যে কৃষ্ণের প্রতি মৎসর বা তৎপ্রতি শ্রদ্ধাহীন এরূপ ব্যক্তি।" ২য় পংক্তিতে 'পরনির্ব্বতা' স্থলে "পরনির্ব্বরতা" হইবে; ৬৭৩ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ২য় অনুচ্ছেদের ৩য় পংক্তিতে "যোঽয়ং সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনং নারায়ণং" স্থলে "যোঽঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ" হইবে; ৬৭৮ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ১১শ পংক্তিতে "গুরু পাদপদ্মে শ্রদ্ধাহীনতার অভাবে" স্থলে "গুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধার অভাবে" হইবে।

সাধুর অনুসন্ধান

গত সপ্তাহের পৌড়ীয়ে 'শ্রদ্ধা' সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। শ্রীল রূপগোস্বামী শ্রদ্ধা প্রেমলাভের যে ক্রম নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে 'শ্রদ্ধা'র পরেই 'সাধুসঙ্গের' স্থান আছে। সুকৃতিশালী শ্রদ্ধাবান্ জীবই প্রকৃত সাধুর সঙ্গের জন্য উৎকণ্ঠিত ও যত্নবান্ হন।

সাধু-সঙ্গ করিতে হইলে প্রকৃত সাধুর অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। অসাধুকে 'সাধু' মনে করিয়া তাহার সঙ্গ করিলে কখনই প্রকৃত মঙ্গললাভ হইবে না।

প্রকৃত সাধুর অনুসন্ধান সম্বন্ধে করা কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু যে শ্রেণীর লোকের এইরূপ স্বভাব যে, ইহারা সত্যের অনুসন্ধান করিবার আবরণে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে **আধ্যক্ষিকতাকেই সত্যানুসন্ধিৎসা** মনে করেন। ইহা ভোগ ও ত্যাগ-পিপাসামূলক এক প্রকার প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা বা কপটতা। প্রচ্ছন্ন আধ্যক্ষিকের স্বভাব এই যে, তিনি সত্যানুসন্ধান করিবার ছলে কেবল নূতন নূতন মতমত, নূতন নূতন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান ও নূতন নূতন সাধুর ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। ইষ্টবস্তুর (?) আবাহন ও বিসর্জ্জন, গ্রহণ ও ত্যাগের ঘূর্ণীবাত্যার মধ্যে আপনাকে পাতিত করিয়া উহাকেই সত্যানুসন্ধিৎসা বলিয়া কল্পনা করেন। সত্যানুসন্ধিৎসুর অভিনয়ে আজ তিনি যে মত, পথ বা ব্যক্তিবিশেষকে অনেক বিচার যুক্তির দ্বারা একমাত্র বাস্তব সত্য বা একমাত্র সাধু, গুরু, বৈষ্ণব বা ইষ্টদেব বলিয়া আবাহন করিলেন, যাঁহাদের জন্য অপরের সহিত কতই না সংগ্রাম করিলেন, কএকদিন যাইতে না যাইতেই সেই একমাত্র বাস্তব সত্যকে অসত্য বলিয়া প্রতিপাদন বা অদ্বিতীয় সাধু-গুরু-বৈষ্ণবকে জঘন্যতম অসাধু ও বঞ্চক বলিয়া চিরতরে বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হন। এইরূপ আবাহন ও বিসর্জ্জন, শ্রীবিগ্রহ গড়া ও ভাঙ্গার স্বভাব নৈসর্গিক নির্ব্বিশেষবাদিগণের চরিত্রে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

ইঁহারা যখন ইঁহাদের পূর্ব্বস্বীকৃত 'বাস্তব' সত্যকে পরমুহূর্ত্তে 'অবাস্তব' বলিয়া প্রচার করেন, তখন তাঁহারা যুক্তি প্রদান করেন যে, তাঁহারা অনুসন্ধিৎসার পথে চলিয়াছেন, কাজেই এইরূপ আবাহন ও বিসর্জ্জনের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতেই একদিন না একদিন খাঁটি সত্য পাইয়া যাইবেন। আরোহবাদী আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের এইরূপ যুক্তি ভগবদ্ভক্তি-যাজনের অন্তরায়কারী প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদী ব্যক্তিগণের চরিত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন এক প্রতিষ্ঠানাম্বা ধর্ম্মনেতা পূর্ব্বে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন করিতে করিতে তাঁহার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি আসক্তি হয়। তিনি উপবীতাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমূর্ত্তিপূজা ও ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রচারক হইয়া পড়েন। ব্রাহ্মমত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার দুইজন নিকট আত্মীয় কোন এক ব্রাহ্ম-নেতার নিকট যাইতেছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে সর্ব্বতোভাবে বাধা প্রদান করেন, এমন কি, সেইজন্য তিনি তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন না; কিন্তু সেই ব্যক্তিই আবার তাঁহারই নিন্দিত মতকে প্রকৃত সত্য বলিয়া গ্রহণ ও বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করেন। পরে আবার সেই ব্রাহ্মমত পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোন যোগীকে প্রকৃত সাধু বলিয়া স্থির করেন এবং যোগমিশ্রিত কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের মতবাদ অবলম্বন করিয়া বহু শিষ্য করিতে আরম্ভ করেন।

আর এক পৃথিবী-প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-নেতা পূর্ব্বে শিব-ভক্ত ছিলেন। শিব-রাত্রি-দিবস সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া যখন রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে কোন শিবমন্দিরে শিবের পূজা প্রদান করিতে গিয়াছিলেন, তখন দেখিলেন, কতকগুলি মূষিক শিব-লিঙ্গের সম্মুখে প্রদত্ত নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতেছে ও শিবলিঙ্গের উপর অবলীলাক্রমে বিচরণ করিতেছে, ইহা দেখিবামাত্রই তাঁহার শিব-ভক্তি (?) সমূলে উৎপাটিত হইল! তিনি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, যদি শিব সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই হইবেন, তবে মূষিকগুলি তাঁহার উপরে বিচরণ করিতেছে কেন? তিনি পরে সন্ন্যাসী সাজিয়া ভগবদ্বিগ্রহ ও শ্রীমদ্ভাগবতের

ছিদ্র অনুসন্ধানকেই 'সত্যানুসন্ধান' বলিয়া জগতে প্রচার পূর্ব্বক এক বিরাট্ আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই জাতীয় শত শত ব্যক্তি সত্যানুসন্ধানের ছলে আধ্যক্ষিক ও হরিগুরু-বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে!

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আশ্রিত হইবার অভিনয় করিয়া কোন এক ব্যক্তি প্রবল সত্যানুসন্ধিৎসার অভিনেতা হইয়া জাতি-গোস্বামী ও ভাড়াটিয়া প্রচারকদলের বিরুদ্ধে প্রচারক হইয়া পড়েন। তিনি তাঁহার জীবনে সকল ধর্ম্ম-মত ও সকল সম্প্রদায়ের নেড়া-বৃন্দেরই সাধুত্ব ও গুরুত্বের আস্বাদন (!) করিয়া অবশেষে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের (?) স্তাবক হইয়া পড়েন। শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকগণের কথা আধ্যক্ষিক কর্ণে প্রবণ করিয়া তিনি প্রকৃত ভক্তির ও ভক্তের স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার অশেষ প্রশংসিত মহাজনেরই (?) নিন্দক হইয়া পড়েন ও তাঁহার অসদ্গুরু-পরিত্যাগ এবং সদ্গুরু ও সৎসঙ্গ লাভ হইয়াছে, ইহা বড় বড় সভাসমিতিতে, প্রবন্ধে, নিবন্ধে প্রচার করিতে থাকেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণব সদ্গুরু আস্বাদন করিয়া 'সখ' কিছু দিনের মধ্যেই মিটিয়া গেলে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতেও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-পুস্তকে অধিকতর সৌন্দর্য্য দেখিতে পা'ন, মহাপ্রভু হইতেও যিশুখ্রীষ্টের অধিক মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন। বৈষ্ণব সদ্গুরুর আচার ও বিচার তাঁহার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-বিধান না করায়, তিনি মনোধর্ম্মের আবাহন ও বিসর্জ্জনের ঘূর্ণী-বায়ুতে পতিত হন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এখনও উত্তর প্রদান করেন যে, "তিনি সত্যানুসন্ধিৎসু; যদি ভুলক্রমে কোন অসত্যকেই 'সত্য' বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে সেই গোঁড়ামী লইয়াই বা চিরকাল বসিয়া থাকিবেন কেন? প্রকৃত পক্ষে উপাসকগণ এইরূপ মনোধর্ম্মের আবাহন ও বিসর্জ্জন-রূপ আধ্যক্ষিকতাকেই সত্যানুসন্ধিৎসা মনে করিয়া নিত্য নূতন সাধুগুরু প্রভৃতি গড়িয়া থাকেন ও পরমুহূর্ত্তেই তাহা ভগ্ন করেন।

পুরাণে এই জাতীয় প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেক উদাহরণ আছে। বাণ রাজা শিবের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তাবক বলিয়া আপনাকে প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু মহাদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত অস্ত্র অর্থাৎ সহস্র বাহুদ্বারা মহাদেবেরই সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন।

বৃকও সেইরূপ শিবের স্তাবক ছিলেন। অনেক তপস্যা করিয়া বৃক বৈকুণ্ঠরাজ শিবের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হন যে, তিনি যাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিবেন, সেই ব্যক্তির তন্মুহূর্ত্তেই মৃত্যু হইবে। বৃক এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ইষ্টদেবের বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য শিবের মস্তকেই হস্ত প্রদান করিতে উদ্যত হন। যাঁহারা আধ্যক্ষিকতাকেই সত্যানুসন্ধিৎসা বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহাদের বিচারও এইরূপ। যখন কোন প্রকৃত সাধু 'কৃষ্ণভক্ত ও মোক্ষিৎসুদের' বিরুদ্ধে প্রচার করেন, তখন আধ্যক্ষিক সেই সাধুর মস্তকেই হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে উদ্যত হয়! মহাপ্রভু "তাল না খাইবে, আর তাল না পরিবে" বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, সুতরাং রামচন্দ্রপুরী সেই অন্য মহাপ্রভুর অঙ্গে (?) নিক্ষেপ করিতে বদ্ধপরিকর হন। কপ-কবিরাজ বৃকের ন্যায় শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর মস্তকে হস্তস্থাপন (?) করিয়া তাঁহার সাধুত্ব পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল!

এইরূপ প্রবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইলে কখনও সাধুর সঙ্গলাভ হয় না। কেবল সৎসঙ্গাভাস হইয়া গঙ্গাতীরে জল-লাভের আশায় নিত্য নূতন কূপ অসম্পূর্ণ-ভাবে খনন করিবার পরিশ্রমমাত্র লাভ হয়, অর্থাৎ গঙ্গার জলও লাভ হয় না, কোন একটি কূপকে ধৈর্য্যধারণ-পূর্ব্বক পূর্ণভাবে খনন করিয়া তাহা হইতে জলও পাওয়া যায় না. ফলে গঙ্গার তীরে অবস্থান করিয়াও ঐ আধ্যক্ষিক ব্যক্তিকে জলাভাবে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয়। এইরূপ আত্মহত্যাই হরিগুরুবৈষ্ণবের চিদ্বিলাস-অঙ্গীকারকারী নির্ব্বিশেষবাদীর চরম প্রাপ্য প্রয়োজন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈষ্ণবধর্ম্মে বলিয়াছেন,—

"সাধুগণ চিরদিনই জগতে আছেন। কেবল অসাধুগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়া সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ হয়।"

(বৈষ্ণবধর্ম্ম, ৭ম অধ্যায়)

অন্যত্র শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"জীবনে অনেক সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়; কিন্তু

আমাদের কপট ব্যবহারে আমরা সাধু-সঙ্গের কোন ফল লাভ করি না।"

(সজ্জনতোষণী ১৪।২)

সাধুর অনুসন্ধানকালে আমরা গোড়ার কথাই ভুলিয়া যাই। আমরা মনে করি, আমরা আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি-সুনীতি, বিচারশক্তি প্রভৃতি পরিমাপ-যন্ত্রের বলে সাধু চিনিয়া লইতে পারি! আমাদের হাতে কষ্টি-পাথর আছে, তাহাতে সাধুরূপ স্বর্ণ ও অসাধুরূপ 'মেকী-সোণা' আমরা কষিয়া লইতে পারিব; কিন্তু আমাদের হাতে যদি কষ্টি-পাথর থাকিবেই, তবে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে 'ভাঙ্গা-গড়ার' বৈষম্য করি কেন? আমাদের সিদ্ধান্তের স্থিরতা নাই কেন? আমরা বিভ্রান্ত ও বঞ্চিত হই কেন? যাহার নিকট কষ্টি-পাথর আছে, তিনি ভাঙ্গা-গড়া অর্থাৎ মনোধর্ম্মের দাস নহেন, তাঁহার সিদ্ধান্তে অস্থিরতা নাই, হৃদয়ে সংশয় নাই, চিত্তে দোদুল্যমানতা নাই, নিষ্ঠার মধ্যে বৈনিকী-শক্তি নাই; তাঁহার পতিব্রত-ধর্ম্মের মধ্যে ব্যভিচারিণীর চিত্তবৃত্তি নাই, তাঁহাকে কোন অসাধু 'সাধু' বলিয়া বঞ্চনা করিতে পারে না, তাঁহার নিকট কোন প্রকৃত সাধু আত্মগোপনও করিতে পারেন না।

সাধুর কৃপায়ই সাধুকে চেনা যায়, সাধুর দেওয়া চক্ষুতে সাধুকে দেখা যায়, সাধুর নিকট প্রাপ্ত দিব্যজ্ঞানের দ্বারাই সাধুর ক্রিয়ামুদ্রা উপলব্ধি করা যায়—এই ভাবেই প্রকৃত সাধুর অনুসন্ধান হয়।

শ্রীগৌরপার্ষদ জগদানন্দ গাহিয়াছেন,—

"সাধু পাওয়া বড় ভাগ্যের জানিয়া।
সাধু-গুরুরূপে কৃষ্ণ আইলা নদীয়া॥"

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রপুরীর চক্ষু গৌরসুন্দরের সাধুত্ব দেখিবার পরিবর্ত্তে ছিদ্রান্বেষ্টা দর্শন করিয়াছে, নবদ্বীপের পাষণ্ডী হিন্দুগণ মহাপ্রভুতে সাধুত্ব দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে নানা-প্রকার অসদাচার ও দুর্নীতি দর্শন করিয়াছে, অনেক মহাপ্রভুতে সাধুত্ব দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে ঔদরিকতা দর্শন করিয়াছে।

প্রত্যুত ছিদ্র আধ্যক্ষিক চক্ষুতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্বৎসন্ন্যাসী রায় রামানন্দে যোষিৎসঙ্গ (!) দর্শন করিয়াছেন, শ্রীল সনাতন পণ্ডিত লোকশিক্ষার্থ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিতে সাধুত্ব দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে বিষয় ও বিলাস দর্শন করিবার অভিনয় করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের পরবর্ত্তী আচরণ ইহাই শিক্ষা দিয়াছে যে, সাধুর কৃপায় সাধুর সন্ধান পাওয়া যায়। সাধুর কৃপায় সাধুর অনুসন্ধান না করিয়া অন্য চেষ্টার দ্বারা সাধুর অনুসন্ধান করিতে গেলে অপরাধ ও নির্ব্বিশেষবাদ-মাত্র ভাগ্যে লাভ হইবে।

নির্ব্বিশেষবাদীর ন্যায় দুর্ভাগা আর নাই, পাপী সবিশেষ-বাদী বরং মন্দের ভাল, কিন্তু তপস্বী নির্ব্বিশেষবাদী কোন মতেই ভাল নহে, তাহার সঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসঙ্গ। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার ইহা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ধর্ম্ম-জগতে পাপ যতটা ক্ষতি করিতে না পারিয়াছে, নির্ব্বি-শেষবাদ তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক ক্ষতি করিয়াছে। চার্ব্বাকের মত ধর্ম্মমত বলিয়া খুব কমই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সিদ্ধার্থের মত, মহাবীর, পরেশনাথ প্রভৃতির মত, অষ্টাবক্র, শক্তি প্রভৃতির মত, শঙ্করাচার্য্যের মত, পৃথিবীর শতকরা শতজন তথাকথিত ধার্ম্মিকই শ্রাব্য ধর্ম্মমত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, তাহাদের সুনীতি, ত্যাগ-তপস্যার ঐশ্বর্য্যে জীবের চক্ষু ঝলসাইয়া গিয়াছে। একমাত্র গৌরভক্তগণই ঐরূপ আধ্যক্ষিকতার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া চিদ্‌বিলাসের জয়গান করিয়াছেন।

সাধু ও গুরুর অনুসন্ধান করিবার কালে ভগবদ্বহির্ম্মুখতা হইতে জাত নির্ব্বিশেষবাদ-দৈত্য আমাদের সত্যানুসন্ধানের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। সেই দৈত্যের পরামর্শে আমরা মনে করি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহকারী তপস্বীই প্রকৃত সাধু; হরিগুরু-বৈষ্ণবের চিদ্‌বিলাসের প্রতি নাস্তিক করিয়া তোলাই নির্ব্বিশেষবাদ-দৈত্যের প্রতিজ্ঞা।

শ্রীমদ্ভাগবত গুরুর অন্য কোন সংজ্ঞা না দিয়া কেবল এই মাত্র বলিয়াছেন,—"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়।" কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগি-সম্প্রদায় কিম্বা কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তৃত্ব বা কৃষ্ণে অনন্যশরণাগতিরূপ কোন লক্ষণকে প্রকৃত গুরু ও সাধুর লক্ষণ বলিয়া বর্ণন করেন নাই। অর্থাৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগী, যোগি-সম্প্রদায়ের তটস্থ লক্ষণের প্রতি অধিক আদর, আর সবিশেষবাদিগণের নিকট স্বরূপ-লক্ষণের প্রতি অধিক আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাকৃত আধ্যক্ষিক তথাকথিত সাধুর ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া সাধু ও গুরু-পরিত্যাগের প্রতি উৎসাহবিশিষ্ট; কিন্তু নিজের রিপু ও মনোধর্ম্মরূপ দুষ্টগুরুর সঙ্গ পরিত্যাগে

উপযোগী নহেন। স্ব-স্ব বিপুচাকলা, মনোধর্ম্মের তাণ্ডবতা, সিদ্ধান্তের অধিরতাকে তাহারা সাধুর অনুকরণ বাক্যাদি-দানে পরিপুষ্ট করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন যে, নিজের মঙ্গল-সংগ্রহ ও পরের উপকার করিবার জন্যই তাঁহারা প্রকৃত সাধুর অনুসন্ধানে আধ্যক্ষিকতার পরিপুষ্ট করিয়া থাকেন; কিন্তু ভক্তিবৃত্তির প্রবৃদ্ধির পরিবর্ত্তে আধ্যক্ষিকতার প্রবৃদ্ধির ফলে তাঁহাদের স্ব-পর মঙ্গলের অনুসন্ধান (?) মায়ামুগের পশ্চাতে ধাবনবৎ ব্যাপার হইয়া পড়ে। ভগবদ্ভক্তের পথ এইরূপ নহে। মায়াধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তি নহে। ভগবদ্ভক্ত কৃপার অবতারের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল ও সহিষ্ণু হইয়া সেবার পথই বরণ করেন। **আগে সত্যানুসন্ধান, পরে সেবা, ইহা আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদীর পথ, ভগবদ্ভক্তির পথ নহে। সেবার সঙ্গে সঙ্গে কৃপার অবতার, সত্যের স্বতঃপ্রকাশ ও সত্যের সুদৃঢ় পরিচয় ভক্তির পথে পাওয়া যায়। ভক্ত সেবার পথেই সত্যের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হন;** সেবা ছাড়িয়া আরোহ চেষ্টায় সত্যের বা সাধু-গুরুর অনুসন্ধান করেন না। সেবা পরিত্যাগ করিলে, প্রীতিপূর্ব্বক সেবায় সতত সংযুক্ত না থাকিলে বুদ্ধিযোগ কোথায় পাওয়া যাইবে? সাধুর কৃপা ব্যতীত কে প্রকৃত সাধুর অনুসন্ধান প্রদান করিবে? **যদি তপস্যা, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য, সুনীতি, বিচারশক্তি এই-সকল প্রকৃত সাধুর ও গুরুর সন্ধান দিতে পারিত, তবে অভক্তির দ্বারাই ভক্তির সন্ধান লাভ হয়।** ধর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, বৈরাগ্য, তপস্যার দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্মের সন্ধান পাওয়া যায়—ইহাই প্রমাণিত হইত। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা সাধু দেখিতে পারা গেলে মহাজনগণ সাধুর বাণীর শুশ্রূষা সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারাই সাধু-দর্শনের কথা উপদেশ করিতেন না।

সাধুর আচার ও প্রচারের সামঞ্জস্যকেই বা আধ্যক্ষিকতা কিরূপে পরিমাপ করিতে পারিবে? **"বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।"**—এই মহাজনের সিদ্ধান্ত-বাক্যটি কি বৃথা যুক্তি-বিশেষ? শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকারের এই সকল কথা কি নিরর্থক?—

অধিকারি-বৈষ্ণবের না বুঝি' ব্যবহার।
যে জন নিন্দয়ে, তা'র নাহিক নিস্তার॥
অমমঙ্গলের যে আচার, যেন ধর্ম্ম।
অধিকারি-বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম॥
কৃষ্ণ-কৃপায় সে ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে'॥

—চৈঃ ভাঃ অ ৯।৩৮৭-৩৮৯

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"অনধিকারী ব্যক্তি বৈষ্ণবের সহিত অবৈষ্ণবের সমদৃষ্টি-ফলে নরকে গমন করে। তাহারা বৈষ্ণবের মধ্যেও অসতের দুরাচার দর্শন করে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব কখনও দুরাচারী নহেন। ভগবৎ-কৃপা না হইলে **ভক্তচরিত্রের আপাত দর্শনে কাহারও সর্ব্বনাশ** হয় এবং কেহ অপরাধ না করিয়া অপরাধ হইতে দূরে থাকেন। যাহারা সাবধানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে না ও ভক্তগণের অলৌকিক চরিত্র বুঝিতে পারে না, তাহাদের অমঙ্গল-লাভ ঘটে। কিন্তু প্রকৃত ভগবদ্ভক্তকে ভগবান্ দিব্যবুদ্ধি প্রদান করেন; তাঁহাদের কোন অমঙ্গল আশঙ্কা থাকে না। **বিপৎ-প্রতিম ব্যাপারসমূহ উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের অমঙ্গল-লাভ ঘটে না।** ন্যূনাধিক ষষ্টি-বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয়ের প্রতিও শ্রীগুরু এরূপ কৃপা-পরীক্ষা-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।" —(গৌড়ীয় ভাষ্য)

পুরীর কথাধারী শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী মহাশয়, যাঁহার সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "বাবাজী মহাশয় সিদ্ধপুরুষ, সুতরাং সকল কথা জানিতেন।" (স্বলিখিত জীবনী ১৪১ পৃঃ) বলিয়া লিখিয়াছেন। তিনিও এক সময় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্র বুঝিতে না পারায় তাঁহার অপরাধ হইয়াছে বলিয়া ঠাকুরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কাজেই "বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়"—এই মহাজন-বাক্য সর্ব্বতোভাবে সত্য। কথাধারী শ্রীরঘুনাথদাস মহাশয়ের ন্যায় বৈষ্ণবগণও যখন ভগবদ্ভক্তের চরিত্র বুঝিতে অসমর্থ বলিয়া অভিনয় করেন, তখন মনোধর্ম্ম-বশীভূত, অনর্থযুক্ত, দোষ-চতুষ্টয়ের অধীন ব্যক্তিগণ ভগবদ্ভক্তের ক্রিয়ামুদ্রা ও চরিত্র বুঝিতে অসমর্থ হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

মনোধর্ম্মের কথায় পড়িয়া যদি আমরা গুরুবৈষ্ণবাপরাধ করিয়া বসি, তবে কি আর কোন দিন মঙ্গল লাভ করিতে পারিব ? অতএব সাধুর অনুসন্ধান করিতে গিয়া যেন আমরা আধ্যক্ষিকতাকেই সাধু ও গুরু করিয়া না ফেলি ! মহতের চিত্তানুসন্ধিৎসাকে সত্যানুসন্ধিৎসা মনে না করি, প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রস্তাবিত হইয়া অপ্রাকৃত তত্ত্বকে অবহেলা না করি। যাহারা এই ভক্তির অনুকূল বিচারকে, অন্বয়-বিচারকে বরণ না করিয়া নিত্য নূতন প্রতিমা-ভাঙ্গাগড়ার বিচারে প্রধাবিত হইবে, তাহাদের আধ্যক্ষিক পরামর্শে চরমে অধঃপাত ব্যতীত আর কোনই ফল লাভ হইবে না।

প্রচার-প্রসঙ্গ

আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে মহা-মহোৎসব—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কএকজন ব্রহ্মচারি-সহ গত ২৪শে এপ্রিল সোমবার আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমে গমন পূর্ব্বক তাঁহার বিভিন্ন স্থানে বহু জনাকীর্ণ সভায় শ্রীচৈতন্য-কথা কীর্ত্তন করিয়া স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাকৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে তিনি গত ১৬ই বৈশাখ, ২৯শে এপ্রিল রবিবার একাদশী দিবস হইতে ২৪শে বৈশাখ, ৮ই মে সোমবার পর্য্যন্ত আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমে অবস্থান করিয়া ৯ দিন ব্যাপী বার্ষিক মহোৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতা দ্বারা নবধা ভক্তির বিষয় বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীএকাদশী-ব্রত, শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী-ব্রত, শ্রীপরমেশ্বরীদাস ঠাকুরের তিরোভাব, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব ও শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর তিরোভাব উপলক্ষে কীর্ত্তনমুখে উক্ত মহোৎসবের দৈনন্দিন অনুষ্ঠানগুলি সর্ব্বসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে এবং তদ্ফলে একটী সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ২৩শে বৈশাখ রবিবার ও ২৪শে বৈশাখ সোমবার শ্রীল রায় রামানন্দ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ-জীউর মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। আমলাজোড়া ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের অসংখ্য নরনারী ও বর্দ্ধমান হইতে আগত বহু ভদ্রলোক এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ধরিত্রীরাজ দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহোদয়গণের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ। মঠস্থ ব্রহ্মচারিগণ সকলেই বিশেষ উৎসাহের সহিত সেবাকার্য্য করিয়া এই মহোৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

আমলাজোড়ার নিকটবর্ত্তী স্থানের জমিদার, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, উকীল, শিক্ষক ও রেলের কর্ম্মচারী প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পলাশডাঙ্গা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ মহাশয় তদ্ফলে প্রচার-কার্য্যের নানাপ্রকার সহায়তা করিয়াছেন।

ভক্তসমাজে সুপরিচিত বৈদান্তিক পণ্ডিতবর শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া বেদান্তের অনুশীলন ও সমাগত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বন করিয়া বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতেছেন। বর্ত্তমানে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বা মায়াবাদকেই শিক্ষিত-সম্প্রদায় বেদান্ত বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন। আশা করা যায় শ্রীপাদ কৃতিরত্ন প্রভুর বেদান্তের অনুশীলন ও প্রচারের দ্বারা সেই ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত হইতে পারিবে।

শ্রীপাদ গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজ্ঞান মহোদয় বিগত ২রা বৈশাখ, ১৬ই এপ্রিল পুরীধামে বাঙ্গালার রাজসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহোদয়ের নিকট কিয়ক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন ; ৭ই বৈশাখ সন্ধ্যায় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীবলাইচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত-

পাঠ এবং ৮ই বৈশাখ অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট অনেকক্ষণ যাবৎ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করেন।

শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রীজী ৪ঠা বৈশাখ মথুরার ষ্টেশনরোডের পণ্ডিত লক্ষ্মীচাঁদ মহোদয়ের সহিত আত্মতত্ত্ববিষয়ক আলোচনা করেন এবং ৬ই বৈশাখ অবসরপ্রাপ্ত পোষ্টমাষ্টার পণ্ডিত বৈকুণ্ঠচন্দ্র মিশ্র মহোদয়ের ভবনে উপস্থিত হইলে পর, মিশ্র মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলার প্রসঙ্গ থাকা অন্যায় বলিলে শ্রীমদ্ভাগবত যে সদ্গুরুর আনুগত্যবিহীন অকিঞ্চনজ্ঞানীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহা বুঝাইয়া দেন।

গত ৮ই বৈশাখ প্রাতে ফতেপুরসিক্রী-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত জানকী প্রসাদ ও মথুরাবাসী শ্রীযুক্ত মিথনলাল ইঞ্জিনীয়ার মহোদয়দ্বয় পরিবারবর্গ সহ বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহ-দর্শন এবং মঠবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন।

শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত দত্তাত্রেয় দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীযুক্ত কৌশলেশ প্রসাদের লক্ষ্ণৌ মৌলভীগঞ্জস্থিত ঠাকুর-বাড়ীতে ১৫ই বৈশাখ সন্ধ্যায় ছায়াচিত্রযোগে 'শ্রীকৃষ্ণ-লীলা' ও 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা'-বর্ণনমুখে হিন্দী ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

গত ৩০শে বৈশাখ রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীমদ্গৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু সমাগত বহু শিক্ষিত সজ্জনের নিকট 'নিষ্কাম' তারতম্য বিচার-বিষয়ক হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণবাগীশ মহোদয় মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

উপদেশক শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় দিল্লী-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া আচার্য্যপাদপদ্মে নিষ্ঠা ও শরণাগতির প্রয়োজনীয়তা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি

রসশব্দাবলী

(৩)

ধীরোদ্ধত—মাৎসর্য্যাদ্যনহঙ্কারী মায়াবী রোষপঞ্চনঃ। বিকত্থনশ্চ বিজ্ঞেয়ো ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ॥

ধৃতি—ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতাজ্ঞান-তুচ্ছভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।

ধৈর্য্য—স্থিরা চিত্তোন্নতিস্তু ধৈর্য্যমিতি কীর্ত্ত্যতে।

ধ্যান—ধ্যানং রূপ-গুণ-ক্রীড়া-সেবাদেঃ স্যাদ্ধি চিন্তনম্।

নতি—কেবলং দৈন্যমাত্রস্য পাদপাতে নতির্মতা।

নায়িকা—প্রগল্ভবাক্যা প্রখরা খ্যাতা দুর্লঙ্ঘ্যভাষিতা। তদুনত্বে ভবেন্মধ্যা মধ্যা তৎসাম্যমাগতা॥

নিদ্রা—চিন্তায়ন্ত নিসর্গস্থধাদিভিশ্চিত্তমীলনং নিদ্রা।

নির্ব্বেদ—মহার্ত্তি-বিপ্রয়োগেষ্বা সদ্বিবেকাদি-কল্পিতম্। স্বাবমাননমেবাত্র নির্ব্বেদ ইতি কথ্যতে।

নিসর্গঃ—নিসর্গঃ সুদৃঢ়াভ্যাসসঙ্গ-সংস্কার উচ্যতে।

পরকীয়া—রাগেণৈবার্পিতাত্মানৌ লোকযুগ্মানপেক্ষিণৌ। ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যত্র পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥

পীঠমর্দ্দ—গুণৈর্নায়কতুল্যো যঃ প্রেয়া তদ্ভাবভাবিতঃ।

পূর্ব্বরাগ—রতির্যা সঙ্গমাৎপূর্ব্বং দর্শন-শ্রবণাদিজা। তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥

প্রগল্ভা—প্রগল্ভা পূর্ণতারুণ্যা মদান্ধোরুরতোৎসুকা। ত্রুটি ভাবোদ্গমাধিক্যা রসেনাক্রান্তবল্লভা॥

প্রগল্ভতা—নিঃশঙ্কত্ব-প্রয়োগেষু।

প্রতীপ—চিত্তোদস্তস্য কস্যচিৎ প্রতীপাঃ ক্রুদ্ধভয়াদিভিঃ।

প্রণয়—প্রাপ্তোঃ সম্ভ্রমাদীনাং যোগ্যতায়ামপি স্ফুটম্। তদ্গন্ধোদ্গমসংস্পৃষ্টা বৃত্তিঃ প্রণয় উচ্যতে।

প্রণয়—প্রণয়ঃ সুহৃদ্ভাবাত্যাকেষ্টা-জ্ঞানবিরাকৃতিঃ।

প্রলাপ—ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্যাৎ। চাটুশ্রিয়োক্তি-রালাপঃ, বিলাপো দুঃখজং বচঃ। উক্তি-প্রত্যুক্তি-ময়াক্যং সংলাপ ইতি কীর্ত্যতে। অনুলাপঃ মুহুর্বচঃ। অপলাপস্তু পূর্বোক্তস্যানুষাধোজনং ভবেৎ।

প্রবাস—প্রবাসঃ দেশবিচ্যুতিঃ।

প্রিয়ম্বন্যতা—আত্যন্তিক-রহস্যজ্ঞঃ সখীভাবসমাশ্রিতঃ। সংক্ষেপঃ প্রণয়িন্যোহন্যো প্রিয়ম্বন্যখ্যো বরঃ।

প্রাতিকূল্য—বিপক্ষে বৃত্তিরেতেষাং প্রাতিকূল্য-মিতীর্যতে।

প্রেমবৈচিত্ত্য—প্রিয়ে সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাবতঃ। যদ্ বিশ্লেষধিয়োর্ত্তিরং প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে।

প্রেমা—সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে। সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ।

ভাব—শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্। রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে। প্রাদুর্ভাবঃ স্তম্ভাদীনাং রত্যাখ্যো ভাব উজ্জ্বলে। নির্ব্বিচারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া। অনুরাগঃ স্বয়ংবেদ্যদশাং প্রাপ্তো প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে।

মতি—শাস্ত্রাদীনাং বিচারোত্থমর্থ-নির্দ্ধারণং মতিঃ।

মদঃ—বিবেকহরঃ উল্লাসঃ। সেবাদ্যুৎকর্ষজন্যো মদ ইতি।

মধ্যা—সমান-লজ্জা-মদনা প্রোক্তাতারুণ্যশালিনী। কিঞ্চিৎ প্রগল্ভবচনা মোহান্ত-সুরতক্ষমা। মধ্যা স্যাৎ কোমলা কাপি-মানে কুত্রাপি কর্কশা।

মাধ্বী—মাধ্বীয়ং জগতামেব বিশ্বাসাস্পদতা মতা।

মাদন—সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা।

মাধুর্য্য—তন্মাধুর্য্যং ভবেদ্যত্র চেষ্টাদেঃ স্পৃহনীয়তা। রূপং কিমপি নির্ব্বাচ্য তনোর্মাধুর্য্যমুচ্যতে। মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা।

মান—স্নেহস্যুৎকৃষ্টতাব্যপ্তা মাধুর্য্যং ভানয়েদ্যম্। যো ভাবয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে। হৃদ্যত্যোভাব একরসতোরপ্যনুবক্রয়োঃ। যা ভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে। হেতুরাদ্যা বিপক্ষাদেরৈশিষ্ট্যে প্রেয়সা কৃতে। ভাবঃ প্রণয়মুখ্যোঽয়ৌদ্ধ্যা মানস্মৃজ্জায়তে। অকারণাদ্যয়োরেব কারণাভাসতস্তয়া। প্রোক্তন্ প্রণয় এবাং ব্রজদ্বিহেতু-মানতাম্।

মার্দ্দব—মার্দ্দবং কোমলস্যাপি সংস্পর্শাসহতোচ্যতে।

মৈত্র—ভাবজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে মৈত্র্যং বিশ্রম্ভো ঘনয়াঞ্চিতঃ।

মোট্টায়িত—কান্তস্মরণবার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবতঃ। প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমুদীরয়েৎ।

মোহ—মোহো হৃদ্যুচিতা হ্যাধিবিশ্লেষাদ্ ভয়তস্তয়া। মোহো বিচিত্ততা প্রোক্তা নৈশ্চল্য-পতনাদিকৃৎ।

মৌগ্ধ্য—জ্ঞাতস্যাপ্যাজবংপৃচ্ছা প্রিয়াগ্রে মৌগ্ধ্যমীরিতম্।

রক্তলোকঃ—পাত্রং লোকানুরাগাণাং রক্তলোকঃ বিদুর্বুধাঃ।

রাগ—স্নেহঃ স রাগো যেন স্যাৎ সুখং দুঃখমপি স্ফুটম্। দুঃখস্যাপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব রাজতে।

রাগানুগা—বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু। রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে।

রুক্ষঃ—মধুরাদ্যা-তথার্ত্তোৎপত্তৈর্মূর্খিত্বয়াদিভিঃ। জাতা তৎকোপমে রুক্ষা রতিস্তুদ্ধে জনে ক্বচিৎ।

রূপ অদ্ভুতচুম্বিতাদ্যৈব কেনচিদ্রসাদিনা। ক্ষুভিতবদ্ ভাতি তদ্রূপমিতি কথ্যতে।

ললিত—শৃঙ্গারপ্রচুরা চেষ্টা যত্র তৎ ললিতং বিদুঃ। বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা। সুকুমারা ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদাহৃতম্।

লালস—অভীষ্টদীক্ষয়া গাঢ়া গৃধ্নুতা লালসো মতঃ।

লাবণ্য—মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবাম্বরা। প্রতি-ভাতি যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে।

লিঙ্গিনী—লিঙ্গিনী তাপসীবেশা পৌর্ণমাসীবধূরিতা।

লীলা—প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ।

বাম্যা—মানগ্রহে সদোদ্যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনা। অতেষ্টা নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্যতে।

বাবদূক—শ্রুতিগ্রহোক্তিনিপুণা গুণাঢ্যত্বাপ্তগর্বাপি। ইতি দ্বিধা নিগদিতো বাবদূকো মনীষিভিঃ।

বিকৃত—ভীমানেত্রাদিবিষয়ং যোচ্যতে স্ব-বিক্রিয়ম্। ব্যজ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিদুর্বুধাঃ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

প্রবর্ত্তয়তে বিষয়ান্ ধর্ম্মানুকূলান্।
নিবর্ত্তয়তে দুষ্কৃতমার্গান্ সুকৃতমার্গে।
আসক্তিরহিত সম্বন্ধযুক্তে
বিষয়সমূহ সমন্বি ভাবে।

প্রাকৃতিকতয়া মুক্তা ভূতিমুক্তিরবস্তুতঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাজ্যা বৈরাগ্যং ফল্গুকন্তয়া।
শ্রীচৈতন্যমতে যারা প্রভুদ্বে
'বিষয়' বলিয়া গণ্য কভু নয়।

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, | ৪২শ সংখ্যা

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(৪)

রমণী-মুখ দর্শনে যে পুরুষদিগের আনন্দের উদয় হয়, মাদক-সেবনের দ্বারা যাহারা ইহ্রস্থ ভোগ কল্পনা করে, জীব-মাংস-ভক্ষণের দ্বারা যাহারা জিহ্বার তৃপ্তি বোধ করে এবং দ্বেষ-হিংসার পরিচালনা-দ্বারা যাহারা সুখবোধ করে, তাহারাই যথার্থ কৃপার পাত্র। ভাগবতবন্ধুগণ! আপনারা তাহাদের পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধু। আপনারা যদি তাহাদিগকে কলহ-ভয়ে স্বেচ্ছাচারে পরিত্যাগ করিবেন, তবে আর তাহাদিগকে কে উদ্ধার করিবে? তাহারা মত্ত হইয়া বিষয়পঙ্কে লুণ্ঠিত হইতেছে। আপনারা তাহাদিগকে 'অভয়' প্রদান করুন। যেহেতু—

সর্ব্বে বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপো দানানি চানঘ।
জীবাভয়-প্রদানস্য ন কুর্ব্বীরন্ কলামপি

তুল্যা পুরুষদিগের মঙ্গল-সাধনার্থে সাধুগণ সংসার-ধর্ম্ম স্বীকার করেন। সুতরাং সাধুগণেরও স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি অনেক অনুগত জীব থাকে। তাহাদের নিত্য কল্যাণ-সাধন ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহই সাধু-সংসারের যথার্থ তাৎপর্য্য। ইন্দ্রিয়-প্রীতি অথবা কাম-ভোগ অথবা ধর্ম্মাঙ্গন এই সমুদয় বৈষ্ণব-জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যথা ভাগবত প্রথম স্কন্ধে (২য়, ৮-১২)—

বিষয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে ন।
যদি রতিঃ শ্রম এব হি কেবলম্।
ন তু তদর্থমবোধজনাত্মনো
ভবতি যদ্ধরিতোষণম্যথা॥
নরবপুস্তদনীপ্সিতসঙ্গমো জহাতি হি মৃতঃ॥

কামস্য নেন্দ্রিয়-প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ।
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।
তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥

সংসারে অবস্থিতি করত লোভকে পরাজয় করিয়া পরোপকারব্রতের দ্বারা হরিতোষণই জীবের জীবনের উদ্দেশ্য। যদি বলেন, এই প্রকার কার্যে ব্যস্ত হইলে ক্রমে ক্রমে মায়াজালে আবৃত হইতে হয়, তবে শ্রবণ করুন। যথা, ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে—

যাবীরা মানসা দিব্যা বৈকাশে যে চ মাতৃষাঃ।
তৌত্তিকান্ত কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্।

কর্মজড়, জ্ঞানজড় ও তর্কজড় ব্যক্তিরা এই স্থলে অনেক বিরোধ করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, সংসারী লোকেরা প্রবৃত্তি-মার্গে যে সংসার স্বীকার করে, তাহাতে এবং বৈষ্ণব-সংসারে ভেদ কি হইল? অর্থাৎ যখন উভয় সংসারেই উপযুক্ত উদ্যমের দ্বারা ধর্ম, বিদ্যা ও অপরাপর কর্মফল সর্বতোভাবে চেষ্টিত হইল, তবে প্রবৃত্তিমার্গীরা কি জন্য নিন্দনীয় হয়? বুদ্ধিমান্ লোকেরা এই সংশয়ের অর্থ অনায়াসে করিতে পারেন। প্রবৃত্তি-মার্গীদিগের সংসার আত্ম-সুখের নিমিত্ত কল্পিত হয়, অতএব তাহার ফল বন্ধন ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কিন্তু সাধুদিগের সংসার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি-সাধনের জন্য ব্যবস্থাপিত হওয়াতে তদ্দ্বারা বন্ধনের সম্ভাবনা নাই। যথা তৃতীয় স্কন্ধে—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতো ধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

অর্থাৎ যে সকল পুরুষেরা অসৎসঙ্গে কাল যাপন করেন, তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ সংসার হইয়া থাকে। যাঁহারা সাধু-সঙ্গে বাস করেন, তাঁহাদের নিঃসঙ্গত্ব প্রাপ্তি হয়। এস্থলেও অনেক বিরোধের সম্ভাবনা। তবে কি অসৎলোকের নিকট গমন করা ও তাহার সহিত সমস্ত ব্যবহার নিষিদ্ধ? এরূপ হইলে অসৎলোকের কিরূপে উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা? এস্থলে সিদ্ধান্ত এই যে, যেরূপ চিকিৎসক বিসূচিকা রোগ-গ্রস্ত পুরুষের চিকিৎসা করিবার সময় সক্রামক পীড়ার দোষ নিবারণের জন্য কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পীড়িত লোকের নিকটস্থ হন ও তাহার সেবা করেন, সাধু বৈষ্ণবগণও হরিনামরূপ মহৌষধি দ্বারা সাবধানপূর্বক অসাধু লোকদিগের অবস্থল দূর করেন। এস্থলে 'সঙ্গ' শব্দের যথার্থ অর্থ নির্ণয় করিলেই সমুদায় সংশয়-নিবৃত্তি হয়। সঙ্গী ব্যক্তির স্বীয় ভাবকে আলিঙ্গন করাকে 'সঙ্গ' কহা যায়, যথা কোন ব্যক্তি লম্পটতাকে হৃদয়ে স্থান দান করিয়া কোন লম্পটের নিকটে গমন করিলে তাহার লম্পট-সঙ্গ দোষ হইয়া উঠে। কিন্তু যে ব্যক্তি লম্পটতার অনর্থত্বে বিশ্বাস করিয়া তদ্বিষয় হইতে কোন লম্পট পুরুষকে উদ্ধার করিবার জন্য তৎসমীপে গমন করে, তাহাকে লম্পট-সঙ্গ কহা যায় না। পক্ষান্তরে, লম্পট পুরুষের এক প্রকার সাধুসঙ্গ হইয়া উঠে। অতএব, নিকটস্থ হওয়াকেই সঙ্গ বলা যাইতে পারে না। 'সঙ্গ' শব্দের এই প্রকার অর্থ স্বীকারকরত সাধুগণ সর্বত্র ভ্রমণ করিতে সমর্থ হন, অথচ তাঁহাদিগকে সঙ্গ-দোষ ভোগ করিতে হয় না। সাধুদিগের সংসার তদ্রূপ সঙ্গ, অতএব তাহার ফল বিরাগ ব্যতীত আর কি হইবে? অসাধুদিগের সংসার নিতান্ত হেয় এবং তাহাদের জীবনও মৃত্যুতুল্য। যথা, ভাগবতে—

নেহ যৎ কর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থ-পাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

অর্থাৎ যাহাদিগের কর্ম ধর্মের নিমিত্ত না কৃত হয় এবং যাহাদের কর্ম বিরাগের উদ্দেশে কৃত না হয় এবং যাহাদের বিরাগে কৃষ্ণ-সেবা না থাকে, তাহারা জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ। অতএব সাধুদিগের সংসারই কৃষ্ণ-সেবা। সাধু-সংসার ও পাষণ্ড-সংসারে অনেক ভেদ আছে। পরম মহান্ ও পরমাণুতে যে প্রকার ভেদ আছে, ধর্ম ও অধর্মে যে প্রকার তারতম্য ও অন্ধকার ও আলোকে যে প্রকার বিরোধ ভাব, পাষণ্ড-সংসার ও বৈষ্ণবসংসারে তদ্রূপ বৈপরীত্য জানিবেন। এই পবিত্র বৈষ্ণব-সংসারের মধ্যে অনেক ভণ্ড লোকও প্রবেশ করে, তদ্দ্বারা বৈষ্ণব-সংসারের অপচয় হইতে পারে না। অনেক কৃত্রিম পদার্থ ঘৃতের নামে বিক্রয় হয় বলিয়া ঘৃতকে অপদস্থ করা পীড়িতাত্মকরণের চিহ্ন। যে ব্যক্তি স্বয়ং সাধু, তিনি ভণ্ড সকলকে বিশ্বাস না করিয়া যথার্থ সাধুর উপযুক্ত সমাদর

করিবেন। অনেক ভণ্ড সাধুদিগের বেশ ধারণকরত ভ্রমণ করে, তজ্জন্য সাধুগণ তিরস্কৃত হইতে পারেন না। কালনেমী প্রভৃতি দুষ্টলোকে বৈষ্ণব-বেশ ধারণ করিয়া অনেক দুষ্কার্য্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া বৈষ্ণবদিগের দোষ হইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকেই এই অবতরকালে ভণ্ড বলিয়া সাধুদিগকে তিরস্কার করিয়া থাকেন। মিথিলা প্রদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এই দুরাচারে সর্ব্বদাই কলুষিত থাকেন। কোন সময়ে মিথিলায় কোন এক জন অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত আমাদের নিকট বসিয়াছিলেন, এমত সময়ে একটী স্থির, সুধীর, তিলক-মালাযুক্ত বৈষ্ণব তথায় সমাগত হইলেন। ঐ বৈষ্ণবকে দেখিবামাত্র আমাদের ওঝা পণ্ডিত মহাশয় বাগাগ্নির ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—"হাম্ জানতা হেঁ, যেতনা রাম কটাকা ও বদন-পাগানেওয়ালা হ্যায় ওসব নেহাত ভণ্ড হ্যায়"। এই প্রকার অভদ্র ব্যবহার দৃষ্টি করিয়া আমি ওঝা পণ্ডিত মহাশয়কে নম্র-ভাবে কহিলাম, "হে পণ্ডিত মহাশয়! আপনি বৈষ্ণব দেখিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন কেন? যে ব্যক্তি সমাগত হইল তাঁহাকে আপনি জানেন কি না?" পণ্ডিত মহাশয় উত্তর করিলেন যে, তিনি তাঁহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। হে সভ্য মহাশয়গণ! একণে বিচার করুন্ যে, ওঝা পণ্ডিত মহাশয়ের বিচারে ভ্রম ছিল কিনা! ঐ ব্যক্তির সহিত আমার বিশেষ আলাপ হওয়ায় পরে জানিলাম যে, তিনি একজন উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব ছিলেন কিন্তু ওঝা পণ্ডিত মহাশয়ের অভদ্র ব্যবহারে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত কৃপা হয়। মহদতিক্রম যে একটী ভয়ানক বিষয়, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। বৈষ্ণব চিহ্ন দেখিবামাত্র যে ভণ্ড বোধ হয়, ইহা অতিশয় দুর্ভাগ্যের বিষয়, যেহেতু ওঝা মহাশয়ের মত যত লোক আছেন, তাঁহাদের সাধুসঙ্গের ভরসা নাই; অতএব তাঁহারা আপনাদিগের বিশেষ কৃপাপাত্র। ভক্ততা আশ্রয় করিয়া আমরা কদাচ আগন্তুক ব্যক্তিকে নিন্দা করিব না। বৈষ্ণববেশ ধারণ করিলেই যে ভণ্ড হইবে, এমত নহে। বেশধারীদিগের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট মহাপুরুষ আছেন, অতএব যে-কাল-পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকে যথার্থ ভণ্ড বলিয়া না জানা যায় তত দিবস তাহাকে অনাদর করা যায় না। যখন কোন ব্যক্তিকে ভণ্ড বলিয়া জানা যাইবে, তখন তাহার প্রতি কৃপা করিয়া তাহাকে সরল করিবার যত্ন করা যাইবে। ক্রোধ বা দ্বেষ কিরূপে করা যাইতে পারে? সকল জীবের প্রতি প্রেম করা আমাদের নিত্য-ধর্ম্ম, যেহেতু সকল জীবেই কৃষ্ণ-সম্বন্ধ আছে। জীবের প্রতি যে প্রেম তাহা দুই প্রকারে পরিণত হয়। সাধুদিগের প্রতি ভ্রাতৃস্নেহ এবং অসাধুদিগের প্রতি কৃপা। অতএব আমাদের এই অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-সভার হইতে দ্বেষ ও হিংসা দূরীভূত হউক। প্রেম আমাদের সমস্ত ক্রিয়ার উদ্দীপক হউক। স্বার্থপরতা একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যাউক। জীবের স্বাভাবিক আকার যে চিদানন্দ তাহার প্রকাশ হউক। জীবের স্বরূপ যে অনন্ত-বৈরাগ্য তাহাই আমাদের সম্বল হউক। জীবের স্বভাব যে কৃষ্ণভক্তি তাহাই আমাদের একমাত্র কর্ম্ম হউক। হে সাধুগণ! পরমেশ্বরের আদেশ শ্রবণ করুন। তথা ভাগবতে (ভাঃ ৩।২১।৩১) কর্দ্দম প্রতি :—

দয়া ধর্ম্মাক জীবেষু দয়া চাত্মন্যমাত্মবান্।
মদ্যোদ্ধানং সমরূপং ব্রহ্মাস্মাত্মনি চাপি মাম্।

সমস্ত জীবের প্রতি দয়া করিয়া এবং তাহাদিগকে অভয় প্রদানকরত আমাতে তোমাকে এবং জগৎকে এবং তোমাতে আমাকে নিরন্তর দর্শনকরত নিত্য-ধর্ম্ম পালন কর।

এই অপূর্ব্ব আদেশের দ্বারা ভগবান্ আমাদিগকে নিত্য বৈষ্ণবধর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও কহিয়াছেন—

আরো মনে বলি তবে বৈরাগ্য-লক্ষণ।
মনোযোগী হ'য়ে তাহা করহ শ্রবণ।
সকর্ম্ম প্রেমের সহ প্রভুর সাধন।
স্বার্থহীন ভ্রাতৃভাব জগতে স্থাপন।
যুক্তিসিদ্ধ বিশ্বাস সে অমূল্য রতন।
যত্ন করি ধরে ছাড়ে ভক্ত-মহাজন।
সেই ত' বিশ্বাস সদা আমারে মিলায়।
আমি ঈশ্বরেতে আর ঈশ্বর আমায়।

সমস্ত জীবের প্রতি ভ্রাতৃভাব ও পরমেশ্বরে আত্ম-নিবেদন পর্য্যন্ত যে নিত্যধর্ম্ম তাহা আমরা পালন করি। ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক উৎকৃষ্ট হইতে পারে।

জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে নিজ আচরণের দ্বারা উপদেশ করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ আমাদের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে সাহস প্রদান করিয়া কহিতেছেন,—"হে মানবগণ, ভয় নাই, নিজ নিজ কার্য্য করিতে থাক, আমি তোমাদের সহিত নিরন্তর অনুবর্ত্তমান হইয়া তোমাদের বল বৃদ্ধি করিতেছি। হরিনামরূপ যে মোহমুদ্গর তোমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছি তাহার দ্বারেই ব্যবহারের দ্বারা পাপিষ্ঠ কলিকে দমন কর। দুর্ব্বল, পাষণ্ডীকৃত জীবসকলের প্রতি কৃপা করত তাহাদের কল্যাণার্থে স্থানে স্থানে গমন কর। তাহাদিগকে কোন প্রকারে অবহেলা করিও না। আমি যে প্রকারে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছি, তোমরাও তদ্রূপ পাষণ্ডদিগের বাক্যবাণ ও দুর্ব্যবহার সহ্য করত তাহাদের কল্যাণ-সাধন করিতে থাক। তোমরা দুর্ব্বল বলিয়া ভয় করিও না, যেহেতু তোমরা আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হরিনামরূপ মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ।

কিং দুরাপাদনং তেষাং পুংসামুদ্দামচেতসাং।
যৈরাশ্রিতস্তীর্থপদশ্চরণো ব্যসনাত্যয়ঃ।

তোমরা পরিশ্রম কর, আমি তোমাদের সম্যক্ সাহায্য করিব।"

শ্রীশ্রীআচার্য্যকথা-প্রসঙ্গ

[স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; কাল—১৮ই নভেম্বর, ১৯৩৮]

জিহ্বার দুইটী কার্য্য—রস-আস্বাদন ও শব্দ-উচ্চারণ। উপদেশামৃত যে ছয়টী বেগের কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে দুইটী বেগই জিহ্বার। ইহা খুব প্রবল, ইহাকে সংযত করিলে সকল বিষয়ই বিজিত হয় বলা—'জিতং সর্ব্বং জিতে রসে'—(ভাঃ ১১।৮।২১)। সমস্ত ইন্দ্রিয় অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটী ইন্দ্রিয় জিহ্বা, তাহার একারই দুইটী বেগ। 'বাচোবেগ' এবং 'জিহ্বাবেগ'। জিহ্বা ব্যতীত শব্দোচ্চারণ হয় না। ভোগীর এই ইন্দ্রিয়ই প্রবল। ভোগলাভের জন্য সর্ব্বদা শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়। শব্দদ্বারাই জগৎ চলে। জিহ্বার—রসনার দ্বারা ভোগ্য-বস্তুর গ্রহণই বিষয়ীর নিকট সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় এবং উহাই তাহার সব—জীবাতু।

জিহ্বার কার্য্য ভক্তের নিকটও প্রবল, শ্রীনাম-গ্রহণ ও প্রসাদ আস্বাদন। জিহ্বা দুইরকমে কাজ করে, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপে। Efferent ও afferent senses. Efferent—leading out-wards বা কর্ম্মেন্দ্রিয়, affgrent—leading in-wards বা জ্ঞানেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ জিহ্বার অপব্যবহার "জিহ্বাবেগ," কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ জিহ্বার অপব্যবহার "বাচোবেগ"। ভোগীর জিহ্বা ভোজ্যের রস গ্রহণ করে, আর প্রসাদ নিজের সেবককে আস্বাদন করেন—initiative প্রসাদের। প্রসাদ-সেবাদ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ জিহ্বার সদ্ব্যবহার এবং শ্রীনামানুশীলন দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ জিহ্বার সদ্ব্যবহার হয়। শ্রীনামানুশীলন—শ্রীনামগ্রহণদ্বারা রসনার দুইটী কার্য্যও এসঙ্গে হয়। শ্রীনামের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদনও হয়। প্রসাদ চতুর্ব্বিধ—

চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎ-প্রসাদঃ
স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্ত-সঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ স্বয়ৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।

গুরুদেব প্রসাদ বিতরণ করেন। হরিভক্তসঙ্ঘ বা আশ্রিতবর্গকে প্রসাদের দ্বারা তৃপ্ত করেন অর্থাৎ প্রসাদের দ্বারা আত্মসাৎ করান—ইহাই তাঁহার ভজন। সেই প্রসাদ চতুর্ব্বিধ। চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয় খাদ্যবস্তু—এই চারিপ্রকারের। চর্ব্বণের জন্য জিহ্বার প্রয়োজন হয়। কেবল দাঁতের সাহায্যে চর্ব্বণ হয় না। জিহ্বার নীচের 'গ্ল্যাণ্ড'গুলি কেবল থাকিলেও হয় না—জিহ্বার দরকার। চূষ্য ও লেহ্য বস্তু ত' কেবল জিহ্বার দ্বারাই গ্রহণীয়।

পানীয়-বস্তু জিহ্বা ছাড়াও গ্রহণ করা যায়। তবে সাধারণতঃ লোকে জিহ্বার সাহায্যেই পানীয় গ্রহণ করে। ইহা ছাড়া পানীয়ের আস্বাদন জানিতে হইলে জিহ্বার একান্ত প্রয়োজন। চর্ব্বা, চুষা, লেহ্য ও পেয় বস্তুর মধ্যে চুষা ও লেহ্যই প্রবল, কারণ উহাদের কার্য্য বহুক্ষণ স্থায়ী এবং জিহ্বার সহিত সম্বন্ধ বেশী। চুষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্বন্ধযুক্ত। বাতাসা, মিছরি, মধু ও পানা—চর্ব্বা, চুষা, লেহ্য ও পেয়। মিছরি ও মধুই ইহাদের মধ্যে উত্তম গ্রাহ্য সামগ্রী,—জিহ্বার বহুক্ষণ পরিতৃপ্তি বিধান করিতে পারে। শ্রীনাম মিছরি ও পানা দুইরূপেই রসনায় গৃহীত হন। পান-পানের সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদন অর্থাৎ জিহ্বার সম্বন্ধ অল্প, মিছরিতে আস্বাদন ক্রিয়াই অত্যন্ত প্রবল। নাম সর্ব্বদাই রসযুক্ত, রসনার দ্বারা সেবা। উচ্চারণ-প্রধান হইলে পানা বলা যায়। রসাস্বাদন-প্রধান হইলেই সিতারূপে আস্বাদ্য হন।

• •

[২০শে নভেম্বর, ১৯৩৮]

স্বরূপের জাগরণে যখন শ্রীনামপ্রভুর প্রতি মমতাভিশয্যের উদয় হয় এবং শ্রীনামপ্রভুও যখন নামোচ্চারণকারীকে প্রিয়জন জ্ঞান করেন, তখনই নামকীর্ত্তনকালে নামের প্রমধুর উপদ্রব বা নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের অত্যাচার উপলব্ধির বিষয় হয়। অত্যন্ত আপনজনের নিকটই শ্রীনামপ্রভু স্বীয় প্রতাপ বা চাপল্য প্রকাশ করেন। কান্ত ও কান্তার মধ্যে যেরূপ প্রণয়াধিক্যবশতঃ নানাপ্রকার চাপল্য লক্ষিত হয়, শ্রীনাম ও তদ্‌গ্রহণকারীর প্রতি প্রেমবশবর্ত্তিতা-নিবন্ধন নানাপ্রকারে চাঞ্চল্য বা চাপল্য প্রকাশ করেন। নাম-গ্রহণকারীকে আপনজন জ্ঞানে তাহার উপর নানাপ্রকারে স্বীয় অপ্রতিহত প্রভুত্বের অত্যাচার বিস্তার করিয়া থাকেন।

এই উপদ্রব অত্যন্ত মধুর। উহা চিত্তে সুধা বর্ষণ করে। স্বীয় বিচিত্র বিলাস অনুভব করাইয়া নাম-গ্রহণকারীকে একান্ত আপনার নিজের একচেটিয়া বা নিজের সম্পত্তি-জ্ঞানে নানাপ্রকারে তাহার সহিত রঙ্গ করিয়া যে স্বীয় প্রতাপ দেখান, উহা নামগ্রহণকারীকে আনন্দসিন্ধুতে নিমজ্জিত করে। "আমি যেথে নিয়ে যাব, দেখাইয়া আসিব, পরমধামে আকর্ষিয়া যাবে।"—শ্রীনাম-প্রভুও সেই-রকম-ভাবে স্বীয় মাধুরী প্রদর্শন করিয়া ভজনকারীর চিত্ত সবলে আকর্ষণ করেন। নাম-প্রভুর এইরূপ উপদ্রব সিদ্ধিকালেই লাভ হয়। তখনই শ্রীনামের রস-স্বরূপ উপলব্ধি হয়—রসের আস্বাদন হইতে থাকে। রসস্বরূপ শ্রীনামের উদয়েই রসাস্বাদন বা তাহার স্বেচ্ছাচারিতা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়। ইহা ভাবরাজ্য অতিক্রম-পূর্ব্বক প্রেমের স্তরে পৌঁছিলেই সম্ভব হয়, তাহার পূর্ব্বে নহে। প্রেমের রাজ্যে অবস্থান হইলেই শ্রীনামের বিলাস দর্শন বা রসাস্বাদন সম্ভব হয়।

• • •

[২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৮]

'কল্যাণকল্পতরু'র দ্বিতীয় পীঠিটীতে কামদাস্ত্রীর অর্থ বলা হইয়াছে। কৃষ্ণ—মদনমোহন, পঞ্চশরের দ্বারা শক্তিগণকে আকৃষ্ট করেন। যখনই জীব সাধুসঙ্গ করেন, তখনই কৃষ্ণ বাণ ছুঁড়িয়াছেন, জানিতে হইবে। জীবের হৃদয় স্পর্শ করা পর্য্যন্ত জীব শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি পর্য্যন্ত স্তর অতিক্রম করেন। জীবের হৃদয় স্পর্শ করাই ভাবোদয়। এর আগেকার অবস্থাগুলি In the course of the flying of the shaft that is shot by Krishna towards the target (the *jiva*-soul)। তার অর্থাৎ জীবের কেবলমাত্র target স্পর্শ করা মাত্র, রক্তপাত বা বিদ্ধ করা পরে। রক্তপাত মানেই অনুরাগাদি। একই ভক্তির বিভিন্ন অবস্থা। সাধনাবস্থার অর্থাৎ আসক্তি পর্য্যন্ত (In the course of the flying of the shaft এই অবস্থা পর্য্যন্ত) শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভক্তি শ্রদ্ধামূলা। ভাবোদয়ে রতির উদয়। ভাবভক্তি—রতিমূলা। প্রেমকেই 'ভক্তি' বলা যায়। প্রেম—ভক্তিমূলা। ভাবে জীবের সহিত হৃদয়ের সঙ্গে স্পর্শ হয় অর্থাৎ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর তরঙ্গের উদ্ভব হয়। শ্রদ্ধাতে রুচি ripples দেখা যায়। ripplesও সব সময় ঠিক বলা যায় না, stir (ক্ষোভিত)ও বলা যায়। তবু ও Calm (শান্ত), stagnant (স্থির) নয়—গতিযুক্ত স্রোতঃশীল। বিরজা নয়, বিরজাতে ripples নাই নিথর, নিস্পন্দ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সেরূপ নহে, তাহাতে লহরী আছে। শ্রদ্ধার অবস্থার stir and ripples, ভাবাবস্থায় তরঙ্গ—waves তাহার পর প্রাবন

[illegible] তখন আর কেবল ফল স্পর্শ নহে,
এদিক ওদিক করিয়া বিদ্ধ করিয়া সুষ্ঠিত, পাণ্ডিত্য কথা।

* *

বিশ্বের নানা প্রতিকূল অবস্থা বা বিঘ্ন-বিপদের মধ্য দিয়া শ্রীগুরুদেব যে কি ভাবে কত কৌশলে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, তাহার কোন কূলকিনারা পাওয়া যায় না। প্রভুপাদের দৃষ্টি খণ্ডিত ছিল না তিনি ত্রিকাল সত্যদর্শী, তথাপি আজ আমাদের এই যে বিপদের সম্মুখীন করিয়াছেন এবং তাহা হইতে রক্ষা করিতেছেন—ইহার মধ্যেই তাঁহার গভীর মঙ্গলময়ী-ইচ্ছা এবং গুপ্তগভীরলীলা-রহস্য আছে। চারিটা রাক্ষস বিশ্ব ধ্বংস করিবার জন্য উদ্যোগ হইয়া আছে। প্রভুপাদের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা সর্ব্বাবস্থায় জয়যুক্ত হউন—ইহাই আমাদের প্রাণের কথা হউক—

শ্রীউপদেশামৃতের "বৈরাগ্যাজ্জনিত" শ্লোকে যে 'বিবেকী' শব্দ আছে, তাহার দ্বারা অনুরাগের কথাই বলা হইয়াছে। 'বিবেকী' শব্দের অর্থ অনুরাগী, বিচার-বুদ্ধিযুক্ত নয়। ভাগবতে যে ধীর ও নরোত্তম সন্ন্যাসের কথা বলা হইয়াছে, সেই নরোত্তমই 'বিবেকী'। নরোত্তম—বিদ্বৎ, ধীর বিবিদিষা। 'বিবেকী' শব্দে অনুরাগী, নরোত্তম, বিদ্বৎ, পরমহংস, কৃতী প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

[২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৮]

হরিকথা বলিবার সময় শ্রোতার বুঝিবার সুবিধা হইতেছে কি না, তাহার দিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার। সকলের temparament (চিত্তের রুচি) কিম্বা ধরিবার capacity (ক্ষমতা) একরকম নয়। শ্রোতার temparament বা capacity লক্ষ্য করিয়া তিনি যাহাতে বেশ interest পাইতে পারেন, সেই ভাবে বলা দরকার। তবে তাহার মন যোগাইতে হইবে না, তাহা হইলে তাহার উপকার করা হইবে না, বঞ্চনা করা হইবে।

খুব বড় জিনিষের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে, তাহার পথও বলা হইয়াছে। এখন অগ্রসর হইতে হইবে। acceleration (ক্রমবর্দ্ধমান গতি) চাই। accelerated speedএ চলিতে হইবে। সে রাজ্যের নিত্য নূতন কথা কীর্ত্তন করা দরকার। তবে কৃত্রিমভাবে নূতন কথা বলিবার বাহাদুরী দেখাইতে হইবে না: আপনা হইতে তত স্ফূর্ত্তি পাইবে। কৃত্রিম-ভাবে দেখাইতে গেলে 'প্রাকৃত সহজিয়া' হইতে হইবে। সহজিয়া তত্ত্বস্ফূর্ত্তি না হইতেই তত্ত্বকথা বলিতে চায়। কৃষ্ণের shaft পূর্ণবেগে হৃদয়ে না পৌঁছাইতেই অর্থাৎ স্বাধিরূঢ়ি না হইতেই 'অনুভাব' দেখাইতে চায়। ইহা কৃত্রিম ও অনর্থাবহক কিন্তু আমার এই অনুভাব বা নামের উপদ্রব—ইহাই ত' সাধ্য ও প্রয়োজন। বিভাব—হেতু, অনুভাব-লক্ষণ ; কতকগুলি অন্তর্লক্ষণ এবং কতকগুলি বাহ্যলক্ষণ আছে। লক্ষণ যদি প্রকাশ না-ই পাইল, তবে আর কি হইল ? Calm থাকিলেই ত' হইবে না, ripples এর তরঙ্গ হওয়া দরকার, shaft হৃদয় স্পর্শ করিলে তাহার লক্ষণ প্রকাশ পায়। Shaft or শব্দব্রহ্ম, গুরুমুখ হইতে যখনই হরিনাম বা মন্ত্র বিনিঃসৃত হইয়াছে তখনই The Transcendental shaft is shot by কৃষ্ণ the Transcendental Eros or Cupid towards the target the--*jiva*-soul. In the course of the flying of the shaft সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি ইত্যাদি। যদি এই পথ বা আকাশ-অবকাশের (time or spaceএর) মধ্যে obstacle (বাধা) থাকে, তাহা হইলে shaft (তীর) target (লক্ষ্য) স্পর্শ করে না। Shaft এর বিদ্ধ করার অবস্থায় রক্তপাত, লুণ্ঠন প্রভৃতি অনেক বাহ্যলক্ষণ প্রকাশিত হয়। কেবল calm থাকা ত' বিরজার বিচার, সেখানে তরঙ্গ নাই। যেখানে shaft target স্পর্শ করে নাই, সেখানে রক্তপাতাদি দেখাইবার চেষ্টা কৃত্রিম ও জড় অনুকরণ প্রবৃত্তি ; তবে এগিয়ে যাওয়া দরকার। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, সঙ্গত্যাগ, সাধুবৃত্তি একান্তভাবে অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। তীর যাহার হৃদয় স্পর্শ করিল না, সে পথ অবকাশ বা time ও spaceএর মধ্যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, obstacle কিছু গাঢ় করাইয়াছে, আলো আসিতে দিল না, সেখানে shaft অন্যদিকে গেল, হরিনাম তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল না। গুরুমুখ-বিনিঃসৃত শব্দব্রহ্ম কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া হৃদি মাঝে প্রবেশ করে,—"সখি ! কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিল মন প্রাণ।" 'হৃদি মাঝে প্রবেশ', 'মরমে পশিল' ইহাই target স্পর্শ করা। স্পর্শ করিলে পরে উপদ্রব—আকুল করিল মন প্রাণ, ইহাই রক্তপাতাদি অনুভাব। যদি মরমে না পশে তাহা হইলে গুরুদেব হরিনাম উচ্চারণ করিলেন অর্থাৎ

পুষ্পবাণ ছোড়া হইল কিন্তু target missed হইল। প্রভুপাদের সেবা করিয়া যদি তত্ত্বস্ফূর্তি না হইয়া থাকে, তবে ঐ সেবা প্রভুপাদ গ্রহণ করেন নাই, নিজের সেবা হইয়াছে। প্রভুপাদ গ্রহণ করিলেই তত্ত্বস্ফূর্তি হইবে।

• • •

হনুমান্ ও গৌড়ীয়ের যুদ্ধের পিপাসার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। রাম—Absolute restricted by ethics রাম—একপত্নীব্রতধর, সীতাও একপতিব্রতা। হনুমান্ ব্রহ্মচারী। রাবণ তাঁহার প্রভুর ভোগে বাধা দিতে চায়, সেখানে যে যুযুৎসা, তাহাতেও ethics এর প্রেরণা আছে। হনুমান্ ব্যতীত সুগ্রীব, বিভীষণাদি অন্যান্য ভক্তগণের স্ত্রী আছেন। তবে সেখানে স্বামি-স্ত্রী ভোক্তৃভোগ্য সম্বন্ধযুক্ত নহেন। স্বামি-স্ত্রী অর্থাৎ একই বিভিন্ন সত্ত্বের দুইটী রূপ—part, যেমন বসুদেব-দেবকী, কৌশল্যা ও দশরথ। তথাপি ব্রহ্মচারী হনুমানই প্রভুর বিরুদ্ধাচরণকারীকে দমন করিবার জন্য initiative লইয়াছেন। ব্রজবাসীর যুযুৎসা নাই। দ্বারকা পর্য্যন্ত যুযুৎসা আছে। জরাসন্ধের সহিত দ্বারকাবাসী যাদবগণ যুদ্ধ করিয়াছেন। দন্তবক্র, শিশুপাল, শাল্ব, বিদূরথ, কাশীরাজ, পৌণ্ড্রক ইহাদের সকলকেই কৃষ্ণ মারিয়াছেন এবং তাহাতে দ্বারকাবাসীর যুযুৎসাও প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু মাথুরবাসীর যুদ্ধ নাই। কংসবধে তাঁহাদের যুযুৎসার উদয় হয় নাই। ব্রজে সখাগণের নন্দযশোদা বা গোপীগণের যুদ্ধ ইচ্ছা নাই। কৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে শ্রীমতীর সম্মুখেই হত্যা করেন। অরিষ্টাসুর কৃষ্ণবিরোধী ethics এর প্রতিমূর্ত্তি। 'অরিষ্ট' শব্দের অর্থ শত্রু, বাধা প্রতিবন্ধক—impediment অরিষ্টাসুর—embodiment or sum total of the impediment of প্রেম। Impediment অর্থাৎ যত অসুর ব্রজে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে সকলের sum total—অরিষ্টাসুর। সে ethicsএর প্রেরণায় কৃষ্ণকে আক্রমণ করিয়া শ্রীমতীকে (?) enjoy করিতে চাহিয়াছিল।

• • •

অবয়ের অনুশীলন হওয়া দরকার। যাহারা এই কথাটী বোঝে না, তাহারাই বলিতে চায় -"মায়া ও কৃষ্ণের সহিত একটা compromise হউক।" মায়ীরা বিচারে ত্যাগ ঘাটোয়ারা করিতে চায়। কৃষ্ণের সম্পত্তির কি ত্যাগ ঘাটোয়ারা করা চলে? ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটী দ্রব্যের উপাদান। মাটীটা খণ্ড বিখণ্ড করা যায়, আর অন্য মহাভূতগুলির কোনটাই ত্যাগ করা যায় না। মাটী অর্থাৎ ক্ষিতি, যার মধ্যে রুদ্র ও তাহার অংশী পুরুষাবতার সঙ্কর্ষণ ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছেন—"বিশ্বমেকরূপং দৃষ্ট্বা প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ" এই বাক্যে তাহাই জানা যায়। এইরূপ পৃথিবীর বা মাটীর অংশে বা খণ্ড বিখণ্ড সত্ত্বে কিন্তু বিরজায় ঐ সব নাই, সেখানে গঙ্গাদর, তাহা খণ্ডিত বিখণ্ডিত হয় না। "পার্থিবাদ্ধারণো যুদ্ধস্তাদাধিপ্রস্তরীমঃ" পার্থিব অর্থাৎ ক্ষিতি, পার্থিব বস্তু দাহ বা কাটাই রুদ্র। ক্ষিতি—inert, তাহার পরে ধূম অর্থাৎ motion কেবল আরম্ভ হইয়াছে, on the starting point, তাহার পর অগ্নি—on motion. যুদ্ধ—ক্রিয়া রজোগুণ—ব্রহ্মা, পরে তৃতীয় অগ্নি বা অনিরুদ্ধ বিষ্ণু।

• •

শ্রীল প্রভুপাদের কথা কয়জন লোক পৃথিবীতে ধরিতে পারিয়াছেন? ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা, লজ্জার কথা, কলঙ্কের কথা। প্রেয়ঃ আমরা চাহি না! প্রেয়টা জাগতিক বিচারের প্রেয়োবস্তু নহে; তথাপি তাহা যে কেবল দুঃখময় তাহাও নহে। জগতের প্রেয়ঃ বা অপ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ নহে। প্রেয়ঃই উপাদেয় এবং তাহাই প্রকৃত প্রেয়ঃ, প্রকৃত সুখ বা আনন্দময়। প্রেয়ঃই সুন্দর কচিরনক। প্রেয়ঃ জাগতিক Pessimism বা optimism কোনটাই নয়। জাগতিক pessimism বা optimism হইতে transcendental optimism এর দিকে গতি হইলে প্রথম মুখে একটা Pessimistic view আসিতে পারে, ওটা বেশী বড় কথা নয়। পরে যে দুঃখ দেখা যায়, তাহা জগতের সুখদুঃখ নহে। বিরহ বা বিপ্রলম্ভ জাগতিক দুঃখ বা সুখ নহে। সেটী unalloyed or transcendental optimism. "ধরি এত উপদ্রব, চিত্তে বহে সুখাভব" উপদ্রবও সেখানে সুখাভব বহন করে। প্রথম অবস্থায় একটা Pessimism আসিতে পারে -"বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে, রবিতপ্ত মরুভূমি সম"। পরেই optimism "ধরিবারে সুখা অনুপম"। ইহার পরে সকলই অর্থাৎ সুখ দুঃখ যাহাই দেখা যায় না কেন, সকলই অপ্রাকৃত, অবিমিশ্র সুখ—unalloyed transcendental optimism. উপদ্রব সেখানে অবাঞ্ছনীয় নহে।

"বিষয়ে সুখা অনুভব" বলিয়া পরে 'উপদ্রব'—অসুবিধার কথা বলিয়াছেন। "মোর চিত্তবিত্ত সব হরে" অর্থাৎ হৃদয় বিদ্ধ করে—পুলকাদি প্রাণ হরণ করে, তাহা দেখিতে দুঃখের মত বটে, কিন্তু সুখা বর্ষণ করে। মহাপ্রভু 'নয়নং গলদশ্রুধারয়া' প্রভৃতি বাক্যে উপদ্রবের পরিচয় দিয়া বলিতেছেন, "কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি" এই 'কদা' শব্দই বিরহদ্যোতক। সেই বিরহ বা শ্রীনামের উপদ্রব জড়ের মত অবাঞ্ছনীয় একেবারেই নয়, বরং সেই প্রেমরূপ অগ্নির জ্বালা সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়—তাহা পরম সুখময়। সেই জ্বালা পাইবার জন্য সঙ্গদোষ সমূলে উৎপাটিত হইতে পারিলেই চরম মঙ্গল লাভ হয়।

*

[৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৮]

ছইখানি বিপরীতগামী চলন্ত ট্রেণের যাত্রীর মধ্যে দেখা শুনা কতটুকু সময়ের জন্য হয়? পান্থশালায় বহু বিভিন্ন-দেশ-বাসী যেমন অতি অল্প সময়ের জন্য মিলিত হয়, তারপর পান্থশালার অধিকারীর আদেশে যে যাহার গন্তব্যস্থানে চলিয়া যায় আর তাহাদের কখনও দেখা শুনা হইবার সম্ভাবনা থাকেনা, সেইরূপ এই সংসারে দুদিনের জন্য কত রকমের পাকে মানুষ জড়াইয়া পড়ে! আমা কিছুতেই ছাড়িতে চায় না।

এক সংসারে সকলেরই হরিভজন হইবে, এমন কোন কথা নয়। একজন হয় ত' হরিভজনে প্রবৃত্ত হইলেন, আর একজন সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। সংসারের আঠা দূর না হইলে হরিভজন হয় না।

হরিভজনের চেষ্টাও করিব না, সংসার করিবার লোভটাও ছাড়িব না—বিষয়িলোকের—এই এক দুর্বুদ্ধি। শাস্ত্রে আশ্রম সম্বন্ধে বিধান আছে, ব্রহ্মচারী হইবার পর গৃহস্থ হইবে, গৃহস্থধর্ম্ম পালন করিবার পর 'বনী' অর্থাৎ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবে, তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ"—ইহা শাস্ত্রের বচন। কর্ম্মীদিগের পক্ষে এই বিধি। কর্ম্মী সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে মহঃ, জন তপঃ ও সত্যলোকে গতি হয়। এই চারিলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সংসার যদি ছাড়িতে না পার, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিধান দিয়াছেন—কৃষ্ণের সংসার কর। সংসারের সমস্ত বস্তুকেই কৃষ্ণসম্বন্ধিরূপে দর্শন কর। কৃষ্ণের সম্বন্ধে দেখিলে, তখন অন্য দৃষ্টি হইবে। তখন স্বামী স্ত্রীকে, মাতাপিতা সন্তানকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে বা বন্ধু বন্ধুকে অন্য দৃষ্টিতে দেখে। এই ছইটি পথ। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" যতদিন নির্ব্বেদ অর্থাৎ অনেক ভোগ করিবার পর ভোগে বিতৃষ্ণা না আসে, ততদিন কর্ম্ম কর। তবে বিতৃষ্ণা আনা দরকার। যদি কৃষ্ণ-নিষ্ঠার উদয় হয়, তবে।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।

অথবা যদি ভক্তিমার্গে রুচি হয়, তাহা হইলে আপনিই ভোগে বিতৃষ্ণা আসে। ভোগ কৃষ্ণসেবার অনুকূল নহে, সুতরাং উহাতে আমার প্রয়োজন নাই—এইরূপ বিচার হয়। কিন্তু ইহার কোনটারই দরকার নাই, কেবল কৃষ্ণই করিয়া যাইব—এরূপ বিচারও কোন প্রকারেই সমর্থন যোগ্য নহে।

নির্ব্বেদ কর্ম্মীর নিকট খুব বড় কথা; কিন্তু হরিভজন উহাতে নাই। সন্ন্যাসীরই হরিভজন হইবে—এমন কোন কথা নহে। পঞ্চোপাসক বা মায়াবাদীর বিচারে তিনটী আশ্রম ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির স্বীকার করিতেই হইবে, এবং ব্রাহ্মণের সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেই হইবে, নতুবা মোক্ষলাভ হইবে না। হরিভজনে ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসী বলিয়া কোন কথা নাই।

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥

শাস্ত্রে এসকল কথা আছে, কিন্তু লোকে তাহার কোন খোঁজ রাখিত না। শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বপ্রথম এই সকল কথা জগৎকে শিখাইলেন। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, তিনিই গুরু। এই জন্যই মহাপ্রভু রায় রামানন্দের দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ব ও ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা নাম মাহাত্ম্য প্রচার করাইয়াছেন।

সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচ-শূদ্র-দ্বারা করেন ধর্ম্মের প্রকাশ॥

'ভক্তি', 'প্রেম', 'তত্ত্ব', কহে যারে করি' 'বক্তা'।
আপনি প্রভু মহাপ্রভু-সহ হয় 'শ্রোতা'।
হরিদাস-দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ।
সনাতন-দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস॥

চৈঃ চঃ অ ৪।৮-৯

গুরুদেব বহির্দৃষ্টিতে যাহাই হউন না কেন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তাঁহার ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসী (বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত) হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণতা থাকেই। গুরুদেব, যিনি শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁহার ব্রাহ্মণতার অভাব নাই। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সকল কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

• • •

মায়ার সংসার ছাড়িতে হইবে, এ কথা শুনিলে জগতের লোক শিহরিয়া উঠে। বি • • দলের মত—কৃষ্ণদাস প্রকৃতি-দোষের মতই ব্যাপার বিশেষ। তাহাদের ধারণা, একজনের দাস হইতে মুক্ত হইয়া আবার যদি আর একজনের নিত্য দাস হইতে হইল, তাহাতে আর লাভ কি? কৃষ্ণদাস যে ব্রহ্মভূত অবস্থা হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণদাসের নিকট উহা যে নরকতুল্য—"নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়" অথবা কৃষ্ণদাসের নিকট "অভবোঽপি ক্ষতঃ"—একথা তাহারা জানেই না। তাহাদের বিচার ঠিক ক্রীতদাসের মত। Wilberforce, Hume প্রভৃতি যখন ক্রীতদাস প্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন ক্রীতদাসগুলি ঐ ব্যবস্থা ভাল মনে করে নাই। তাহাদের ধারণা একজন চিরকাল খাইতে পরিতে দেয়, ইহাই বেশ। স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের চেষ্টা করিতে হইবে—সেও ভীষণ বিপদ!

• • •

গুরুদেবের নিকট আসিয়া চাইপাশ চাহিয়া বসে। বিলাতের এক একটা দোকানেই (emporium এ) সব জিনিস পাওয়া যায়। একটা জিনিস এক দোকান হইতে কিনিয়া আর একটা জিনিসের জন্য আবার আর এক দোকানে যাইতে হয় না। সেইরূপ গুরুদেব যে যাহা চাহিবে, তাহাকে তাহাই দিবেন। প্রতীতার চিত্তবৃত্তি অনুসারে কেহ বা চাইপাশ চায়, কেহ চায়—কৌস্তুভ। গুরুদেব সবই দিতে পারেন। চাইপাশের প্রতিই যাহার দৃষ্টি, সে তাহাই চাহিবে। কিন্তু যাহারা বঞ্চিত হইতে চান না, তাঁহারা কৌস্তুভই চাহিবেন। যে জিনিসটি গুরুদেবের হৃদয়ের ধন, তাহা ছাড়া অন্য কিছু চাহিবেন না।

• • •

শ্রীগুরুদেবকে মানি, আর তাঁর সেবককে মানি না, অঙ্গীকে মানি, অঙ্গকে মানি না, বিভুকে মানি, বৈভবকে মানি না—এরূপ হয় না। "অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়ের" মত উহা ভণ্ডামি মাত্র। 'শ্রীগৌরসুন্দরকে মানি অথচ নিত্যানন্দকে মানি না'—এই যে গুণার্ণব মিশ্র বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভ্রাতার ন্যায় বিচার, ইহা কেবলমাত্র কপটতা, দাম্ভিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহার ফলে বঞ্চনাই লভ্য হয়।

শরণাগতির বিচারটি বুঝিতে যেন ভুল না হয়। তৃণের সম্বন্ধে কিছু অহঙ্কার আছে—তৃণ sprout এবং radicate করে, অর্থাৎ উহার অঙ্কুরোদ্গম এবং মূলের আরোপণ হইয়া থাকে, সুতরাং তৃণও শরণাগতের আদর্শ নহে। "কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়"—এই অনুসারে কাষ্ঠের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা অথবা "শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ। তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ।"—এই অনুসারে আত্মসমর্পণের নামে নিশ্চেষ্ট বা চুপচাপ থাকাই 'শরণাগতি'—এই বিচার আদৌ ঠিক নহে, সম্পূর্ণ ভ্রম। শরণাগতির ফলে বুদ্ধিভ্রংশ হয় না বা স্বতন্ত্রতা লোপ পাইয়া জড়বৎ অবস্থা লাভ হয় না।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

[স্থান—অধিষ্ঠানমন্দির, কাল—অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা, তারিখ—২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯]

নামশ্রেষ্ঠং মতমপি শচীপুত্রতত্ত্বস্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোচরাচীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্তং প্রথিতকরুণং শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।

আজ পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস। আজ সীমন্ত দ্বীপ পরিক্রমা হ'বে। সীমন্ত দ্বীপ—শ্রবণোপযোগী দ্বীপ আত্ম-নিবেদন ক'রে—সাধুর নিকট অভিগমন ক'রে—সদ্গুরুর চরণাশ্রয় ক'রে সর্ব্বপ্রথম অভিধেয় অনুষ্ঠান—শ্রবণ। 'গুরুপাদাশ্রয়েস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্' সদ্গুরুচরণাশ্রয়ের পর তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ এবং শিক্ষা ও উপদেশ শ্রবণ করতে হয় বিশ্রম্ভের সহিত গুরুসেবা করতে হয়।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম॥

কৃষ্ণদীক্ষা ও শিক্ষা দুই-ই দরকার। শ্রবণ করতে হয় কীর্ত্তনকারীর নিকট শ্রীগুরুদেব—কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী। মন্ত্রোচ্চারণকারী—দীক্ষাগুরু; কৃষ্ণবর্ণনমুখে যিনি ভজনের কথা বলেন, তিনি শিক্ষাগুরু। কি ক'রে কৃষ্ণের সুখ হয়, যিনি বলেন, তিনিই শিক্ষাগুরু। নাম-ভজন-শিক্ষাদাতা তিনি। আত্মনিবেদনের পর শ্রবণ করতে হ'বে। প্রথমেই শ্রবণ। শ্রবণকারীই—শিষ্য। শ্রবণাদি নবধা ভক্তি নিত্যা। ইহা সাধকের অনুশীলনের সাধন মাত্র নয়, সিদ্ধির পরেও চল্‌বে। ভাব ও প্রেম লাভের পরেও শ্রবণ-কীর্ত্তন করতে হ'বে। কা'র শ্রবণ-কীর্ত্তন? শ্রীহরির কথার শ্রবণ-কীর্ত্তন। শব্দ বা কথাকারে—অক্ষরাকারে ভগবান্ অবতীর্ণ হন। শব্দের আকারে ভগবানের বিলাস। শব্দী যাঁহার শব্দ, তাঁর নাম তিনি নামী। কীর্ত্তিত শব্দ বা কথা শরণাগত নিবেদিতাত্ম শ্রবণকারীর শ্রবণযন্ত্রে প্রবেশ করেন। এই কথা-শ্রবণ নিত্যকাল চল্‌বে অর্থাৎ শিষ্যত্ব নিত্য, যেমন গুরুর কীর্ত্তন বা শিক্ষকত্ব নিত্য, সেইরূপ। শিষ্য শ্রবণ করেন, গুরু কীর্ত্তন করেন। আমি গুরুর ভৃত্য—ইহাই শিষ্যত্বের উপলব্ধি—ইহাতে দম্ভ নাই, এখানে সর্ব্ব প্রকারে কীর্ত্তনকারী গুরুর কাছে শাসিত হ'বার বিচার। শাসিত হওয়াই শিষ্যত্ব। তাঁর মুখে অবতীর্ণ যে ভগবৎকথা, তাহা চিদিন্দ্রিয়ে অবতীর্ণ। সেই শব্দরূপী ভগবান্ সেবোন্মুখ চেতন ইন্দ্রিয়ে অবতীর্ণ। তাঁর দ্বারা শাসিত হওয়া দরকার। শিষ্যরূপে উপলব্ধিই সম্বন্ধ।

পরীক্ষিৎ শ্রবণে সিদ্ধিলাভ ক'রেছিলেন। তিনি জান্‌তে পেরেছিলেন, তাঁর আয়ুর মাত্র সাতদিন আছে। তাই তিনি মুমূর্ষুর কৃত্য কি জান্‌তে চেয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা ব'লেছিলেন। কিন্তু তা'তে তিনি সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নাই। আগন্তুক দৃষ্টিতে তাঁর কোন অভাব ছিল না। তবু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান্ কিসে হওয়া যায়, সেইটাই তাঁর দরকার হ'য়েছিল ব'লে তিনি এত ব্যাকুল হ'য়েছিলেন। ভগবানের সেবা লাভ—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ। সর্ব্বাপেক্ষা লাভের শেষ সীমা—ভগবৎ-সেবা প্রাপ্তি। ইহা কি ক'রে লাভ হ'বে এই ইচ্ছা তাঁর হৃদয়ে জেগে'ছিল। সেখানে অনেক দেবর্ষি, মহর্ষি প্রভৃতি ছিলেন, কিন্তু তাঁর কথার উত্তর অন্য কেউ দিলেন না। উত্তর দিলেন—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু। সকলেই একবাক্যে শ্রীশুকদেবকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠভক্ত ব'লে নির্দ্দেশ করলেন। তাঁর গুরুত্বে কারও সন্দেহ ছিল না। তাঁর কাছে হরিকথা—প্রচ্ছন্নভাবে গৌর-কথাই শুন্‌লেন।

যোষদ্ গদা পারিভবয়বতীর্দোর্হ
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥
(ভাঃ ১১।৫।৩৩)

[হে প্রণতপালক, হে মহাপুরুষ, (মহাভাগবত লীলাভিনয়কারী মহাজন) আপনিই একমাত্র গুরুজীবের নিত্য যোগ্য বস্তু, আপনিই জীবের মোহ-বিনাশক আপনিই বাঞ্ছাকল্পতরু, নিখিল ভক্তের আশ্রয়, শিব-বিরিঞ্চির

(সর্ব্বাশিষ্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের)
বন্দ্য, আপনিই সর্ব্বকারণ, নামপরাধাদি ভক্তার্চ্চি-হরণ-কারী এবং ভবসমুদ্রের একমাত্র ভেলাস্বরূপ। আমি আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করি।]

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

(ভাঃ ১১।৫।৩৩)

[হে মহাপুরুষ, আপনি প্রাণ অপেক্ষাও সুদুস্ত্যজা যারাধ্যলক্ষ্মী (অর্থাৎ আপনার অবিচ্ছেদ্যা অভিন্নশক্তি) —যাঁহার (কৃপাকটাক্ষ) দেবতাগণেরও বাঞ্ছিত, সেই মহালক্ষ্মীকে (বিষ্ণুপ্রিয়াকে) পরিত্যাগ করিয়া কোনও ব্রাহ্মণের শাপে তাঁহার বাক্যরক্ষার্থ সন্ন্যাসলীলা-প্রদর্শন, আবার বাহিরে আর্য্যরূপ মর্য্যাদা বা বৈধী ভক্তি পালন-রূপ ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন এবং মায়ামৃগ অর্থাৎ মায়ার অনুসরণকারী (অন্যাভিলাষী, ভোগী, ত্যাগী, কুতার্কিক, পাষণ্ড, অধম পড়ুয়া প্রভৃতি) সংসারাবিষ্ট জনসমূহের প্রতি মহাকরুণা প্রদর্শনাভিলাষে নিজচরণ-স্পর্শ প্রদান দ্বারা ভগবদ্ভক্তি বিতরণরূপ (উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে) গমন করিয়া সেই ভবার্ণব-নিমগ্ন জনগণকে, কৃষ্ণপ্রেম-সিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়াছেন, আমি আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি।)

পরীক্ষিৎ যাগযজ্ঞাদি যথেষ্ট করতে পারতেন, কিম্বা যোগ, ব্রত, তপস্যা প্রভৃতি না ক'রে শুধু কৃষ্ণের কথা শুনলেন। যদি শুনতে হয়, তবে কৃষ্ণের কথা শুনাই দরকার। মুমূর্ষু অবস্থায় এত অল্প সময়ে পূর্ণবস্তু প্রাপ্তির এত সহজ উপায় সৃষ্টির ইতিহাসে আর কিছু নাই।

সময় অল্প, যোগ্যতা নাই। এমতাবস্থায় পূর্ণ বস্তু প্রাপ্তি কি ক'রে হয়? শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণে তাহা লাভ হয়। শ্রীসূত গোস্বামী অব্রহ্মণ্যকুলে আবির্ভূত। শ্রীশুক দেবের নিকট তাঁর শুনে ব্যাস, নারদ প্রভৃতিও শুনলেন। সকল পথেরই লোক সেখানে ছিল। ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীশুকদেব তাঁর গুরু ব্যাস-দেবের নিকট কৃষ্ণকথা শুনে আত্মারাম হ'য়েও ভগবৎপ্রেমলাভকারী। তিনি ত্রিভুবনের মান্য। তাই, তিনি বল্লেন আর পরীক্ষিৎ শুনলেন।

নিত্যকাল শিষ্য থাকাই একমাত্র কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব-ঠাকুরের নিকট শুনতে হয়। কীর্ত্তন গান, কথা, রচনা, প্রবন্ধ আকারে আছে। কীর্ত্তনের মধ্যেই সব আছে। কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপের আশ্রিত ঠাকুর - শ্রীভক্তিবিনোদ কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী। কীর্ত্তনকারীর মুখে কীর্ত্তন শ্রবণ করলে শ্রবণকারীর হৃদয়ে আত্মনিবেদন পূর্ণভাবে উদিত হ'বার সুযোগ হয়। **কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি আত্মনিবেদন ও শ্রবণকে প্রকট করায়।** প্রতিবিরোধী যুগে—দম্ভই যেখানে বাগ্‌কাঠি, সেই কলিযুগে শ্রবণ কীর্ত্তনই আশ্রয়। কলি মানে—বিবাদ যেখানে দুই পক্ষে দ্বন্দ্ব সেখানে ঐক্য নাই বা একাত্মত্ব নাই। গুরুকে পেলে সব পাওয়া হ'য়ে যায়, গুরুকে জানলে জানতে আর কিছু বাকী থাকে না, আত্মনিবেদন ক'রে তাঁর কথাই শ্রবণ করতে হয়।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে - কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥

প্রেম—শেষ প্রয়োজন। নিজের চেষ্টার দ্বারা তাহা লাভ হয় না। শ্রবণাদিদ্বারা শোধিত চিত্তেই প্রেম উদিত হয়। শিষ্য কখনও গুরুর আসন গ্রহণ করেন না। আমি গুরুপাদপদ্মের ধূলি, ইহাই শিষ্যের অভিমান।

শ্রবণকারীই কীর্ত্তন করেন। বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তার বাহক-সূত্রে তিনি সকলকে সে কথা বলেন, গুরুর অনুগত হন বা গোষ্ঠী-বর্দ্ধন করেন, গুরুর আসন গ্রহণ করেন না। গুরুর সমান অভিমান তাঁর নাই। গুরুর নাম—চিরদাস। মোক্ষলাভের পরেও যেখানে গুরুর গুরুত্ব থাকে, তাহাই চিরদাস। শিষ্য গুরুর সাযুজ্য লাভ করেন না।

গোপী—গুরু। গুরুবর্গও, গুরুনাথ হ'চ্ছেন—কৃষ্ণ। তিনি গোপীনাথকে বল্‌ছেন,—"আমাকে শোধন কর, আমি শিষ্য থাকব।" যিনি আমার গুরু, তিনি আবার তাঁর গুরুর শিষ্য অভিমান করছেন।

সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যম্
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥

তুমি আমাকে বাহির মনে করতে পার আমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমি জানি, আমি তোমার নিত্য দাস। শিষ্যের দাসাভিমানই প্রবল। সিদ্ধির পর পরস্পর বন্ধুত্ব। তাতেই আমার উল্লাস হোক্। আমি তোমার পাদপদ্মের দাস। একসঙ্গে বসাতে চাইলেও আমি বস্‌ব না, এটা আমার সত্ত্বা। তোমার সহিত সমান আসনে আমি বস্‌ব না। আমি দাস। আমার হৃদয় দাস্যরস-ভাবিত হোক্, ইহাই শিষ্যের প্রার্থনা।

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপ-কৃপায় মিলে যুগলচরণ।
হায় প্রভু সনাতন গৌর-পরিবার।
সবে মিলি, বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার, সেই মহাশয়।
প্রভু লোকনাথ সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে।
হেন কি হইবে মোর নর্ম্মসখীগণে।
অনুগত এ অধমে করিবে শাসনে।

সেখানে কেবল ইঙ্গিতানুসারে শ্রবণ। গুরুর মাতাপিতৃগণও মন্ত্রের গুরু চাচ্ছেন। সকলেরই পরস্পর অনুগত অভিমান। চিত্রক পাচকের বেলায়ও তা'ই। নিজেকে গুরু বলা উচিত নয়। শিষ্য থাকা দরকার। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে কীর্ত্তন শ্রবণ করতে হয়। গুরুদেব যখন বলেন কীর্ত্তন কর, তখন যে কীর্ত্তন বা পাঠ করা হয়, তাহা শ্রবণেরই নামান্তর। ভক্তিশাস্ত্রপাঠ—শ্রবণ, শিষ্য হ'য়ে পড়া। যদিও পাঠটা বাহিরে দেখতে কীর্ত্তন, তথাপি ব্যাখ্যাটা শিষ্য হ'য়ে ব্যাখ্যা। শ্রবণমুখে উচ্চারণ করা হ'চ্ছে। নিজ হৃদয়ের সঙ্গে মিল ক'রে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। সেই ব্যাখ্যাদি সব করা যাচ্ছে শিষ্য হ'য়ে এবং গ্রন্থকার বেদব্যাসরূপী যে আমার গুরু বা বৈষ্ণব ঠাকুর, তাঁর হৃদয়ত্ব ভাব উপলব্ধি ক'রে। উপলব্ধি ক'রে যে পাঠ সেখানেও শ্রবণ। শ্রবণকারী যেন কীর্ত্তন করে, সেই কীর্ত্তনও শ্রবণ। তাহা গুরুর কীর্ত্তিত কথারই পুনরুক্তি। Power-house থেকে শক্তি সঞ্চার হচ্ছে। ভগবৎসেবার মূল উৎস—তিনি, তিনি Pipe এর সাহায্য দিয়ে জল দিচ্ছেন, কিন্তু Pipe যদি বলে আমি জল দিচ্ছি, তা' হ'লে অপরাধ হ'বে। গুরুদেবের প্রদত্ত শিক্ষা সেবোন্মুখ কর্ণ দ্বারা পান ক'রে, কর্ণ দ্বারা দর্শন ক'রে বিতরণ হ'চ্ছে। মহাপ্রভু বলেছেন,—

যারে দেখ তারে কহ—কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এইদেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥

মহাপ্রভুর এই আদেশ পালন করছেন ভক্তগণ। সেই আদেশ শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীব-রঘুনাথ-কবিরাজ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতী-ধারায় চ'লে আসছে। মহাপ্রভুর আদেশ ও শিক্ষা আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম পর্য্যন্ত এসেছে। গৌড়ীয়-মঠ বলছেন, কাণ দিয়ে দেখ, আস্বাদন কর, স্পর্শ কর, পৃথিবীর কেউ বল্‌বে না কাণ দিয়ে দেখ। কিন্তু গৌড়ীয়মঠ বলেন, শ্রবণ কর শিষ্য হও। শ্রবণই দর্শনকে নিয়মিত করবে, চক্ষুকে 'দোরস্ত' করবে—হৃদয়কে শোধন করবে।

আগে শোন। মন বড় বিশ্বাসঘাতক। সেই মন শোধিত হয় শুধু শব্দদ্বারা। ভগবৎকথা—নিত্যানন্দের কথা চিত্তকে শোধিত করে। শুদ্ধমন চক্ষুকে দোরস্ত করে, চক্ষুর দর্শন বদ্‌লে যায়। গৌড়ীয়মঠের সেবক অন্তরূপে দেখে। সে নিজকে দৃশ্য দেখে, দ্রষ্টার অভিমান তা'র নাই। সে জানে—

আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

সে বিষয়কে দ্রষ্টা এবং নিজকে দৃশ্য জ্ঞান করে; কিন্তু আর অন্যান্য সকলে দর্শক অভিমান করে, তবে দেখে। গৌড়ীয়মঠ বলেন,—আগে নিজকে দৃশ্য জ্ঞান কর। মাধবের দর্শনীয় তুমি—ধাম ও ধামবাসীর দর্শনীয় তুমি। সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। জগতের ধারণার সঙ্গে বিপ্লব। বক্তৃতালয়ে অনেক বক্তা দেখা যায়। কিন্তু এঁরা বক্তা নয়। বক্তা যা বল্‌বে যাঁকে লক্ষ্য করবে, সেই বস্তু একটা। যাঁর কথা তিনি ও কথা একটা জিনিষ। তিনি চেতন। তিনি পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত। সেই কথার তপস্ক ও পরিকর আছে। কথা লীলা করতে পারে, কথায়

আকার আছে। যে কীর্ত্তনকারীর এই বিশ্বাস আছে, তাঁর কাছে নিত্য হ'য়ে থাক। বিপ্লবের কথা ! তুমি চোখ্ দিয়ে দেখো না। শব্দ ও রূপ বা আকার একটা জিনিষ। ভক্ত নিজকে মাধবের দৃশ্য জানেন। মাংসচক্ষুতে দেখ্‌তে গেলেই বঞ্চনা কর্‌বে, পর্দ্দা দেখ্‌বে, তা'তে মোহগ্রস্ত হ'য়ো না, মূঢ় হ'য়ো না, নিজকে দর্শনীয় জ্ঞান কর। তিনি ব্রহ্মবস্তু। তুমি দেখ্‌তে গিয়ে জড় দেখ্‌ছ। তুমি জীবকে দেখ্‌তে গিয়ে তার দেহ ও মন লক্ষ্য কর্‌ছ। তোমার চেতন-দর্শন হ'চ্ছে না। তাই, তোমার দর্শনের মধ্যে সাড়া দেয় না, reciprocate করে না, তোমাকে স্বরাটের সন্ধান দেয় না, কথা বলে না ; জড় বস্তু তোমার সঙ্গে আলাপ করে না, কথা বলে না। যেমন ভোগ যাও, তাই থাকে। তুমি আত্মার দ্বারা আত্মাকে দেখ। সদ্‌গুরুর নিকট শ্রবণ ক'রেছেন যিনি, সদ্‌গুরুর চরণে নিজকে পূর্ণভাবে ডালি দিয়েছেন যিনি, যদি তাঁর কাছে শোন, তা হ'লে চক্ষুর দর্শন মে'মে যা'বে। তখন কাণ দিয়ে দেখ্‌বে। গৌড়ীয়-মঠসেবক বলেন,—সে-জগৎ থেকে যে সকল কথা আস্‌ছে তা, শ্রদ্ধাপূত কর্ণপুটে পান কর।

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।
বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা
রবিতপ্ত মরুভূমি-সম।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা অনুপম।
হৃদয় হৈতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
নর্ত্তনে নাচে অনুক্ষণ।

আপনা থেকেই বেরোবে। জল যখন আস্‌বে তখন আপনিই পড়্‌বে। দর্শক সেজো না। দর্শক সাজ্‌লে সাড়া দেবে না, তোমাকে ঠকাবে। শিষ্য হও। শ্রবণরূপ ভক্তি হ'তে বিচ্যুত হয়ো না। ভগবদ্‌রাজ্যের বার্ত্তাটা গুরুদেব দয়া ক'রে আমাদের বলেন, কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করে দেন। তাঁরা কিছু চান না। যেখানে আদায়ের চেষ্টা, সেখানে সেবা নাই, সে সেবক নয়, সে শিষ্যনামধারী হ'লেও বিরোধী। যেখানে পূর্ণ বস্তুতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বলি দেবার চেষ্টা, সেখানেই শ্রবণের অধিকার। আমাদের গুরুদেব বল্‌ছেন,—

আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয়-সমূহ সকলি মাধব।

সকলই মাধব। বিষয়ী বা বিলাসী - কৃষ্ণ। আমি বিষয়ী নই। যার ভাগো—তুমি আছে, তাকেই সাধারণ লোক বিষয়ী বলে। যে ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয় নিয়ে থাকে তা'কে বিষয়ী বলে। আব্রহ্মস্তম্ব সকলেই বিষয়ী। প্রকৃত বিষয়ী মাধব। গৌরের সংকীর্ত্তন-বিলাসে যোগ দিতে হ'বে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম সেবকের চিত্তবৃত্তি নিয়ে সর্ব্বজ্ঞ স্বয়ংরূপ শিক্ষা দিচ্ছেন—কি ক'রে নামের চরিতার্থতা করতে হয়। সংকীর্ত্তন-বিলাসে যোগ দান কর্‌লেই মঙ্গল হবে। নামবিলাসে যোগদান করা—কাণ দিয়ে দেখা দরকার। আগে উন্মুখ হও। উন্মুখ হয়ে সেই বৈকুণ্ঠকথামৃত সর্ব্বক্ষণ পান কর। কর্ণ হৃদয়কে শোধিত কর্‌বে, কর্ণদ্বারা সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ হ'বে।

পুরুষোত্তমের পুরুষত্ব বজায় রাখ। নিজকে পুরুষ মনে করো না। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। সেই পুরুষের ভোগ্য বা দৃশ্য হও। তাঁর যাতে সুখ হয়, সেই চেষ্টারা নিয়ে তাঁর কাছে যাও। তাঁর উপর প্রভুত্ব করো না, সর্ব্বতোভাবে তাঁর সেবা ক'রে, তাঁকে সর্ব্বস্ব দিয়ে তাঁকে সুখ দাও। দাসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত হও। গৌড়ীয়মঠ-সেবকের ইহাই প্রতিষ্ঠা—মুক্ত হ'বার পরও প্রতিষ্ঠা। ইহাই বৈকুণ্ঠ প্রতিষ্ঠা। প্রভুপাদ বলেছেন—

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।
আগে আত্মনিবেদন ক'রে পরে শ্রবণ কর্‌তে হবে
চিন্তয়ে হৃদয়শ্চিদ্বিচ্ছুদ্ধে সর্ব্বসংশয়াঃ।
শ্রীমদ্ভে চাত্ত কর্ণাদি দৃষ্টে এবাত্মনীশ্বরে॥

(ভাঃ ১।২।২১)

আত্মদর্শন হ'লে সব সংশয় চ'লে যা'বে, কর্ম্মফল থাক্‌বে না। সিদ্ধির পূর্ব্বেও গুরুর আনুগত্যে থেকে গুরু-গৌরাঙ্গের সুখের জন্য শ্রবণ কর্‌তে হ'বে এবং সিদ্ধির পরেও একমাত্র অনুশীলন—এই শ্রবণ। এইরূপ চিত্ত-বৃত্তি যেন আমার হয়। ইহাই আপনাদের শ্রীচরণে আমার প্রার্থনা।

পুরাণ

(৩)

দ্বাপরে ব্যাসগণ, যথা—

হে মুনে! যে যে মন্বন্তরে যে যে ব্যাসের উদয় এবং যেভাবে প্রত্যেক ব্যাসকর্তৃক বেদশাখাসমূহের ভেদ কৃত হয়, তাহা আমাকে বলুন।

এই বৈবস্বত মন্বন্তরে ও ভিন্ন ভিন্ন দ্বাপরে মহর্ষিগণ (ব্যাসগণ) কর্তৃক বেদ অষ্টাবিংশতি বার বিভক্ত হইয়াছে। যে-সকল অষ্টাবিংশতি-সংখ্যক ব্যাস অতীত হইয়াছেন তাঁহারা বিভিন্ন দ্বাপরে বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম দ্বাপরে স্বয়ং ব্রহ্মাকর্তৃক বেদসমূহ বিভক্ত হয়। দ্বিতীয় দ্বাপরে প্রজাপতি স্বয় বেদব্যাস হইয়াছেন। তৃতীয়ে শুক্র চতুর্থে বৃহস্পতি, পঞ্চমে সূর্য্য, ষষ্ঠে যমরাজ, সপ্তমে ইন্দ্র, অষ্টমে বশিষ্ঠ, নবমে সারস্বত, দশমে ত্রিধামা, একাদশে ত্রিবৃষ, দ্বাদশে ভরদ্বাজ, ত্রয়োদশে অন্তরীক্ষ, চতুর্দশে ধর্ম্মী, পঞ্চদশে ত্র্যারুণ, ষোড়শে ধনঞ্জয়, সপ্তদশে কৃতঞ্জয় ও অষ্টাদশ দ্বাপরে ঋণঞ্জয় ব্যাসরূপে কথিত আছেন। অতঃপর ঊনবিংশে ভরদ্বাজ, বিংশে গৌতম, একবিংশে তদপেক্ষা উত্তম 'হর্য্যাত্মা' ব্যাস হন। দ্বাবিংশে বাজশ্রবাঃ বেদ, ত্রয়োবিংশে সোমশুষ্ম-গোত্রীয় তৃণবিন্দু, চতুর্ব্বিংশে বাল্মীকি-নামক ভার্গবকুলরত্ন, পঞ্চবিংশে মহর্ষি শক্তি ব্যাস হন, অতঃপর ষড়্‌বিংশে হে মুনে! আমি (পরাশর) ব্যাস হই। আমার পরে সপ্তবিংশে জাতূকর্ণ এবং অতঃপর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস হন। এই অষ্টাবিংশতি জন ব্যাস পুরাতন বেদব্যাস নামে প্রসিদ্ধ; ইহারা ভিন্ন ভিন্ন দ্বাপরে বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করেন। আমার পুত্র এই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনির পর ভবিষ্যদ্দ্বাপরে শ্রৌণি ব্যাস হইবেন।

কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগণ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়—দ্বাদশ দ্বাপরে শততেজাঃ, ত্রয়োদশে ধর্ম্ম, চতুর্দ্দশে তরক্ষু, পঞ্চদশে ত্রাসন, অষ্টাদশে ঋতঞ্জয়, একবিংশে বাজশ্রবাঃ, দ্বাবিংশে তৃণবিন্দু ও পঞ্চবিংশে বিষ্ণু।

নানাকারণে পুরাণসমূহের অন্তর্দ্ধানকাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইলেও কোন্ পুরাণের পর কোন্ পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা আমরা বিষ্ণুপুরাণ হইতে অবগত হইতে পারি—

ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
অষ্টাদশং নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমম্।
আগ্নেয়মষ্টমঞ্চৈব ভবিষ্যং নবমং তথা।
দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্।
বারাহং দ্বাদশঞ্চৈব স্কান্দঞ্চাত্র ত্রয়োদশম্।
চতুর্দ্দশং বামনঞ্চ কৌর্ম্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্।
মাৎস্যঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চতঃ পরম্।

(বিষ্ণু ৩।৬।২২-২৪)

কোন আধুনিক পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকের মতে 'মার্কণ্ডেয়-পুরাণ' সর্ব্বাগ্রে উদ্ভূত বলিয়া সাব্যস্ত হইলেও শাস্ত্র ও যুক্তিবলে 'বিষ্ণুপুরাণ'ই সর্ব্বাদি পুরাণ, প্রাচীনতম পুরাণ ও সাত্ত্বত পুরাণরূপে নির্ণীত হয়। কারণ এই যে—ইহাতে পুরাণের লক্ষণসমূহ যেরূপ সম্যক্ দৃষ্ট হয়, অন্য কোনও পুরাণে তেমন হয় না। বিষ্ণুপুরাণে পুরাণের ক্রম ন্যূনাধিক অন্যান্য পুরাণের সহিত সমান আছে।

পুরাণ-বিভাগ

পুরাণ সাধারণতঃ দুই প্রকার—পুরাণ ও উপপুরাণ। পুরাণের মধ্যে মতভেদে কোন কোন পুরাণ মহাপুরাণ-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত পুরাণকেই পুরাণ বলে। আর, অন্যান্য ঋষিগণ কর্তৃক তৎপরবর্ত্তী সময়ে লিখিত পুরাণকে উপপুরাণ বলে। পুরাণ সর্ব্বশুদ্ধ অষ্টাদশ। পুরাণ আবার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। মহর্ষি বেদব্যাস রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বলিতেছেন—

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ।

ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত।
মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ সপ্তৈতানি তামসানি নিবোধত।

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—হে শুভদর্শনে! অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে মনীষিগণ বিষ্ণুপুরাণ, নারদীয় পুরাণ, মঙ্গলময় ভাগবত-পুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং বরাহ-পুরাণ—এই ছয়টী পুরাণকে 'সাত্ত্বিকপুরাণ' বলিয়া নাম দিয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মপুরাণ—এই ছয়টীকে 'রাজসিক' এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণ—এই ছয়টীকে 'তামসিক' বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন।

ত্রিবিধ পুরাণ সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণের অভিমত—

সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ।
তত্ত্বতস্তেষ্ণ মাহাত্ম্যং তামসেষু নিগদ্যতে চ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে।

সাত্ত্বিক পুরাণাদি শাস্ত্রে শ্রীহরির মহিমাই অধিক বর্ণিত হইয়াছে। রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার মাহাত্ম্যাধিক্য এবং তামসিক পুরাণে ব্রহ্মার ন্যায় অগ্নি ও শিবের মহিমা অধিক-রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোমিশ্র বিবিধ শাস্ত্রে সরস্বতী প্রভৃতি দেবতা ও পিতৃলোকের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রত্যেক পুরাণের শ্লোকসংখ্যা— (ভাঃ ১২।১৩।৪-৯)

ব্রাহ্মং দশসহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ।
শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশচ্চতুর্ব্বিংশতি শৈবকম্॥
দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতিঃ।
মার্কণ্ডং নব বাহ্নং পঞ্চদশচতুঃশতম্।
চতুর্দ্দশ ভবিষ্যং স্যাৎ তথা পঞ্চশতানি চ।
দশাষ্টৌ ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশৈব তু॥
চতুর্ব্বিংশতি বারাহমেকাশীতি সহস্রম্।
স্কান্দং শতং তথা চৈকং বামনং দশ কীর্ত্তিতম্॥
কৌর্ম্মং সপ্তদশাখ্যাতং মাৎস্যং তত্তু চতুর্দ্দশ।
একোনবিংশৎ সৌপর্ণং ব্রহ্মাণ্ডং দ্বাদশৈব তু॥
এবং পুরাণসন্দোহশ্চতুর্লক্ষ উদাহৃতঃ।
তদষ্টাদশভাগস্ত্র্যং শ্রীভাগবতমিষ্যতে।

(১) ব্রহ্মপুরাণে—দশসহস্র (১০০০০)
(২) পদ্মপুরাণে—পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্র (৫৫০০০)
(৩) বিষ্ণুপুরাণে ত্রয়োবিংশতি সহস্র (২৩০০০)
(৪) শিবপুরাণে—চতুর্ব্বিংশতি সহস্র (২৪০০০)
(৫) ভাগবতপুরাণে—অষ্টাদশ সহস্র (১৮০০০)
(৬) নারদীয়পুরাণে—পঞ্চবিংশতি সহস্র (২৫০০০)
(৭) মার্কণ্ডেয়পুরাণে—নব সহস্র (৯০০০)
(৮) অগ্নিপুরাণে—চতুঃশতাধিক পঞ্চদশ সহস্র (১৫৪০০)
(৯) ভবিষ্যপুরাণে—পঞ্চশতাধিক চতুর্দ্দশসহস্র (১৪৫০০)
(১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—অষ্টাদশ সহস্র (১৮০০০)
(১১) লিঙ্গপুরাণে—একাদশ সহস্র (১১০০০)
(১২) বরাহপুরাণে—চতুর্ব্বিংশতি সহস্র (২৪০০০)
(১৩) স্কন্দপুরাণে—একশতাধিক একাশীতি সহস্র (৮১১০০)
(১৪) বামনপুরাণে—দশ সহস্র (১০০০০)
(১৫) কূর্ম্মপুরাণে—সপ্তদশ সহস্র (১৭০০০)
(১৬) মৎস্যপুরাণে—চতুর্দ্দশ সহস্র (১৪০০০)
(১৭) গরুড়পুরাণে—ঊনবিংশতি সহস্র (১৯০০০)
(১৮) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—দ্বাদশ সহস্র (১২০০০)

সর্ব্বশুদ্ধ সমুদয় পুরাণে চারি লক্ষ শ্লোক আছে। 'মাৎস্যে' উক্ত হইয়াছে—"চতুর্লক্ষ-প্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা।" "তদর্দ্ধোহয়ং চতুর্লক্ষঃ সংক্ষেপেন নিবেশিতঃ" ইত্যাদি

উপপুরাণ

'পুরাণস্য সদৃশমুপপুরাণম্।' 'উপ'—এই উপসর্গ নানা অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে আমরা এস্থলে আধিক্য, হীনতা, সামীপ্য ও পশ্চাদ্ভাব—এই কয়টী অর্থে গ্রহণ করিতে পারি। 'উপপুরাণ' বলিতে ক্ষুদ্র পুরাণ, পরবর্ত্তি-পুরাণ, অবান্তর পুরাণ বা কল্পিত পুরাণ সাব্যস্ত হইয়া থাকে। উপপুরাণমাত্রই যে নিকৃষ্ট এবং কল্পিত তাহা নহে। তবে কোন কোন অপসম্প্রদায়ের মত স্থাপন করিবার জন্য যে কোন কোন উপপুরাণ কল্পিত হয় নাই তাহা নহে।

উপপুরাণ সর্ব্বসমেত ১৮টী। উপপুরাণের তালিকা সম্বন্ধে পুরাণাদি শাস্ত্রে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিই উপপুরাণ বলিয়া প্রচলিত—

আদি, নৃসিংহ, বায়ু, শিবধর্ম্ম, দুর্ব্বাসঃ, নারদ, নন্দিকেশ্বর, উশনঃ, কপিল, বরুণ, শাম্ব, কালিকা, মহেশ্বর, দেবী, দেব, পরাশর, মরীচি ও ভাস্কর-পুরাণ।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-তীর্থ গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারার্থ গঞ্জাম জেলার বহরমপুর নামক সহরে ৮ই মে তারিখে শুভবিজয় করিয়াছেন। বহরমপুর-নিবাসী সজ্জনগণ স্বামীজী মহারাজকে বিপুল সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহকারে ষ্টেশন হইতে গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ে লইয়া যান। সেই সংকীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া একজন পাশ্চাত্য দেশীয় সভ্যানুসন্ধিৎসু স্বামীজী মহারাজের সমীপে পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। স্বামীজী মহারাজ সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন দ্বারা শুদ্ধভক্তির প্রচার করিতেছেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হইতেছে। স্বামীজীর আগমনে স্থানীয় সজ্জনগণ সকলেই পরমোৎসাহিত হইয়াছেন।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ১০ই মে তারিখে জেলার শিলচরের নিকটবর্ত্তী তুরপাতিল গ্রামের বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীযুক্ত রজমোহন নাথ মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১২ই মে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শিলচরের নিকটবর্ত্তী রূপুর গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত রামবিহারী দেব মহোদয়ের বাসভবনে গমনপূর্ব্বক ছায়া-চিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন করেন।

গত ১০ই মে বুধবার কলিকাতা বড়বাজার পান-পোত্তার মহাজনগণের সাদর আহ্বানে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় সুপ্রসিদ্ধ বনবিহারী বাবুর গদীতে "শ্রীদামোদর-শিক্ষা" পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বহু শ্রদ্ধালু ও সজ্জন ব্যক্তি পণ্ডিতজীর মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমোপকৃত হন।

গৌড়ীয়মিশনের সম্পাদকবর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট পরিপূরণ-সেবায় অভিনিবিষ্ট থাকিয়া বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নিষ্কপট মঠ-সেবকগণ তাঁহার শরণাগত জীবনের আদর্শ ও তাঁহার শ্রীমুখে শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিয়া পরম মঙ্গল লাভ করিতেছেন।

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন মহোদয় গত ৩০শে বৈশাখ রবিবার সন্ধ্যায় লাক্ষিলিংএর নৃপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ পাব্লিক্‌হলে মিঃ বি, সি সেনগুপ্ত এম্-এ, বি-এল্ বারএট্-ল মহোদয়ের সভাপতিত্বে "আত্মানাত্মবিবেক" সম্বন্ধে একটি হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতা মহানগরীর অন্তর্গত টাঙ্গরার "ভূতনাথ মহাবাহা ইন্‌ষ্টিটিউট্"এর প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত (All Bengal Teachers' Associationএর Secretary) মহোদয় এবং টাঙ্গরা-প্রবাসী গৃহস্থভক্ত শ্রীযুত সন্তোষ কুমার দাসাধিকারী মহোদয়ের সাগ্রহ আহ্বানে শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও শ্রীধাম মায়াপুরের "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের" প্রধান শিক্ষক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল্ মহোদয় কয়েকজন ব্রহ্মচারিসহ গত ১৩ই মে শনিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় উক্ত স্কুলে উপস্থিত হন।

স্বামীজী মহারাজের অনুরোধে প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভাস্থ শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর নিকট প্রচারকদ্বয়ের পরিচয়-প্রদানমুখে একটী ক্ষুদ্র অভিভাষণ প্রদান করেন। তৎপর মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব প্রভু "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা" সম্বন্ধে সরল সহজ ভাষায় ঘণ্টাধিককাল একটী বক্তৃতা প্রদানের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল যাবৎ উক্ত বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতার পর সভাপতি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি ছাত্রদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, যাহাতে তাহারা লৌকিক ছাত্রজীবনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার অনুসরণ করিয়া পারমার্থিক ছাত্রজীবন আরম্ভ করিতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টান্বিত হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমার্ত্তিত্ব-পরিষদের একমাত্র পাক্ষিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

এতামাসাদ্য বিদ্যাং মমার্দ্ধমুষ্যুরো।
নির্ব্বিশ্ব হৃদয়ক্ষেত্র মুক্ত বৈকুণ্ঠমুষ্যুরো।
আনন্দিতাত্মি সমুদ্রমন্থিত
বিদ্যাপুত্র সমি ধারয়।

আনন্দিতাত্মা মুক্তা মুরিমন্দিরস্থঃ।
মুমুক্ষুঃ পরিত্রাণ বৈরাগ্যং মন্ত্রকম্।
শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ পুরুষ
'নিত্য' বলিয়া প্রাণ হরুষ।

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২০শে বৈশাখ, ১৩৬৬ | ৪৩শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-স্মৃতি

১৪ই বৈশাখ (১৩৪৩), ২৭শে এপ্রিল (১৯৩৬) প্রাতে ভক্তগণ শ্রীধাম-গোবর্দ্ধন শ্রীচটক-গিরি পরিক্রমণান্তে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের চটক-কুটীরে উপবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ মালিকায় শ্রীনাম করিতেছিলেন। ভক্তগণকে সম্মুখে দেখিয়াই হরিকথা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—আমরা দৈনন্দিন কালের বিভাগে প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা পাইয়া থাকি। দিবাভাগে পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ—ত্রিবিধ কাল। আমাদের জীবনের অপরাহ্ণ আগত প্রায়। সুতরাং কৃষ্ণের কৃপা লাভের জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। বাল-বৃদ্ধ-যুবা-নির্ব্বিশেষে সকলেই মনে করিতে পারেন যে, জীবনের অপরাহ্ণ সমাগত। কারণ জীবন কখন শেষ হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই। সুতরাং এইক্ষণ হইতেই হরিভজন আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলেন, জীবনের পূর্ব্বাহ্ণ ও মধ্যাহ্ন সংসারের ভোগ-সুখে কাটাইয়া অপরাহ্ণে হরিভজনের জন্য যত্ন করা যাইবে। আয়ুর যখন নিশ্চয়তা নাই—তখন জীবনকে পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ ত্রিবিধ ভাগে ভাগ করিলে কোন্ ভাগে কত বয় আছে কেহ বলিতে পারেন কি? পরক্ষণে কি হইবে, কে বলিতে পারে? জীবনের যে নিমেষগুলি চলিয়া যাইতেছে, জগতের যাবতীয় অর্থ একত্র করিলেও তাহার একটিকেও আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। এই সকল কথা করিয়া মুহূর্ত্তই মনুষ্য-জীবনের অকালেও হরিভজন না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে।

"জীবন সমাপিকালে করিব ভজন,
এবে করি সুখসুখ।
এমত কখন নাহি বলে বিজ্ঞজন
এদেহ পতনোন্মুখ

দিন যেমন অহোরাত্রে বিভক্ত ; জীবনচক্রেও সেইরূপ ভাবে হয় যায়। প্রবোধ-কালের পর নিশীথের কথা আমরা স্মরণ রাখিতে পারি না। নিশান্তে ভগবৎকথার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে জানা যায়। তখন জীবনের দিবাভাগে হরিভজনের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার উল্লেখ দেখা যায়—

"তখন ভাবিনু, জনম পাইয়া,
করিব ভজন তব।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই কথা আমাদের স্মরণ আছে। মহাজন আমাদের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়েছেন। কিন্তু আমরা তাহা রক্ষা করিতে যত্ন করিতেছি কোথায়? জীবনের প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, এমন কি অপরাহ্নেও আমরা প্রতিজ্ঞার বিপরীত গতিতেই চলিতেছি। যাঁহারা অসুস্থ হইয়া জীবন-সন্ধ্যায় দীর্ঘকাল শারীরিক-যন্ত্রণা ভোগ করেন, তাঁহাদের পক্ষে জাগতিক সুখের হেয়তা অনুভব করা হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করিবার বিশেষ সুযোগ আছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহারই বা আমরা কতজনে করি? প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণ কি সর্বক্ষণই থাকিবে? যে কোনও ক্ষণে বাতাস বন্ধ হইয়া অশেষ যন্ত্রণা দিতে পারে। ভজনের সুস্নিগ্ধ সময় হারাইলে হিতাগের অগ্নিকুণ্ডে প্রাণবায়ুর অবসান হইবে। কৃষ্ণ-ভজনই একমাত্র কৃত্য, ইহা বুঝিয়া যে-কালে জড়ভোগ ও জড়ত্যাগ চেষ্টা উভয়ই পরিত্যাগ করা যায়, তখনই জীবের স্বরূপ-সিদ্ধির যোগ্যতা ঘটে। ক্রমশঃ প্রাক্তন কর্ম নিঃশেষিত হইলে বস্তু সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের (ভাঃ ৩।৩৩।৬) 'যদ্যদ্যবেক-প্রবণাদ্যকীর্তনাৎ যৎস্মরণাদ্ যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ। শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন দর্শনাৎ।" (ভাঃ ৩।২২।৩৯) 'যৎপাদ-পঙ্কজপলাশবিলাস-ভক্ত্যা কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ। তদ্বন্ন হিক্ষমতয়ো বতরোঽপি কন্ধস্রোতোগণাস্তনয়নং তব বাসুদেবম্।" প্রভৃতি বিচারে জানা যায় হরিভজন-দ্বারাই সমস্ত সংস্কার ধ্বংস হয় এবং বস্তুসিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

জাতে দদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ

কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্যাৎ।
(ভাঃ ২।৩।১২)

[ভাগবতগণের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে এইরূপ জ্ঞানোদয় হয় যে, তাহাতে রাগাদি সকল উপদ্রব হইতে আত্মা প্রসন্ন হয়, আত্মপ্রসাদ লাভ ঘটিলে কৈবল্য-পথস্বরূপ প্রাকৃত-গুণনির্মুক্তি লাভ ঘটে, তদনন্তর ভক্তি-যোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব কোন্ নিবৃত্ত পুরুষ হরিকথাতে রতি না করিবেন?]

আপনাদের সম্মুখে সমুদ্রের তরঙ্গমালার নৃত্য দেখিতেছেন। মাতার স্তন-তরঙ্গে বদ্ধ জীবগণ নাচিতেছে। সেই নৃত্য কি?

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।

ত্যক্তাহঙ্কার হইয়া—প্রকৃতির গুণতরঙ্গে নৃত্য চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া—বহির্মুখিনী মায়ার সংস্পর্শ ছেদন করিয়া যখন শুদ্ধজীব কৃষ্ণের কৃপাকমলে—কৃপা-মুরলীর ধ্বনিতে আকৃষ্ট হন, তখন ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর তরঙ্গে রাসমণ্ডলে নৃত্য করিয়া থাকেন। জীব তখন কৈবল্য লাভ করেন। ভাগবতের কৈবল্য—নির্ব্বিশেষবাদীর কৈবল্য নহে। কেবলা ভক্তিই—কৈবল্য। অপ্রাকৃত গোপীর আনুগত্যই প্রকৃত কৈবল্য।

প্রকৃতির অন্তর্গত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—তিনটী গুণ। অপ্রাকৃত লোকে ভগবানের স্বরূপশক্তির সৎ, চিৎ ও আনন্দ—তিনটী বৃত্তি। প্রকৃতির রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি এবং তমোগুণে ধ্বংস। অপ্রাকৃত-লোকে ধ্বংস বলিয়া কোন কথা নাই। কৃষ্ণেচ্ছা যোগমায়াদেবী লীলার যাবতীয় সম্ভারের সন্নিকট-বিধানকারিণী। এইটীই 'সৎ'-বৃত্তির—সন্ধিনী শক্তির কার্য্য; ইহাকে অস্তিত্বের বলা যাইতে পারে। "চিৎ"-বৃত্তির—'সম্বিৎ'-শক্তির কার্য্যে আমরা জ্ঞানের বা অপ্রাকৃত-সত্ত্বগুণের ক্রিয়া দেখিতে পাই। যাবতীয় প্রাকৃত ধারণাকে অন্ধকারে রাখিয়া আনন্দবৃত্তি বা আহ্লাদিনী শক্তি যে প্রেমধারা গোপী-নাথের আনন্দ বিধান করেন, তাহাই প্রয়োজন। অজ্ঞ-জ্ঞানী যাবাবালী পরম প্রয়োজন সম্বন্ধে অন্ধকারে অবস্থিত।

তাহাদের সেই শোচনীয় অবস্থায় না পড়িয়া জীবনের অপরাহ্নে পরম প্রয়োজন-লাভের জন্য যত্নবতী হওয়া উচিত।

ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল প্রভুপাদ "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ" শ্লোকটী ব্যাখ্যা করেন। শ্রীভগবান্—ব্রজেশ নন্দ ও ব্রজেশ্বরী যশোদার নন্দন, অপর কাহারও নহেন। যাঁহারা তপস্যার দ্বারা ভগবান্‌কে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন, আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও তদ্মুহূর্ত্ত হইতেই ভগবানের নিত্যসেবা করিতেছেন, তাঁহাদের তুলনা কোথায়? প্রচুর পরিমাণে সেবা করিবার ফলেই নন্দ-যশোদা ভগবান্‌কে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন। ব্রজেশ-তনয়—যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই আমাদের উপাস্য। এখানে দেবকীনন্দনের উপাসনার কথা বলা হয় নাই, যশোদা-দুলালের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। নন্দ-যশোদার ন্যায় বসুদেব-দেবকী কৃষ্ণের সেবাধিকার পান নাই।

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্ত ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥"

নন্দ-নন্দনের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। তাহা অপেক্ষাও যিনি সেবা করিয়া কৃষ্ণের আনন্দ বিধান করেন, সেই নন্দের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কৃপা হইলে আমরা তাঁহার নন্দনের সেবা পাইব।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

নন্দনন্দন বৃন্দাবনে থাকেন—শুদ্ধ জীবাত্মার হৃদয়-বৃন্দাবনে। হৃদয় সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মল না হইলে ভগবান্‌কে হৃদয়-বৃন্দাবনে পাওয়া যায় না। ব্রজবাসিগণের মধ্যে বাৎসল্য-রসের মূল সেবক—নন্দ-যশোদা। তাঁহারা পর-ব্রহ্মকে বাৎসল্য-রসে বাধ্য করিয়াছেন। এখানে ঐশ্বর্য্যের বিচার নাই। যাহারা ভগবানের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হন তাহারা নন্দ-নন্দনের সেবা পা'ন না। "ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত।"

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে ব্রজবাসিগণ তাঁহার জন্য বড়ই উতালা হন। তাহাতে উগ্রসেনের পত্নী পদ্মার বিচার হইল—কৃষ্ণকে উহারা যে লালন-পালন করিয়াছে, তজ্জন্য উহাদের কিছু প্রাপ্য হইয়াছে; এই কারণে উহারা কৃষ্ণকে পাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছে। কৃষ্ণ একাদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত ব্রজে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে পালন করিতে উহাদের যাহা ব্যয় হইয়াছে এবং কৃষ্ণ একটু বড় হইয়া উহাদের যতদিন রাখালী করিয়াছে, তাহার বাবত কৃষ্ণের যাহা প্রাপ্য হইবে, এই দুইটীর জমা খরচ করিয়া উহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দিলেই উহারা আর গোলযোগ করিবে না। পদ্মার এই বিচার 'পদ্মানীতি' নামে অভিহিত। সেব্যের সেবার জন্য ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য সেবকগণের যে অনুরাগ তাহা পদ্মা বুঝিতে পারিলেন না। পদ্মানীতির অনুসরণগণের বিচার—সকলেই দেওয়া-নেওয়া-কার্য্যে ব্যস্ত। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, শুধু সেবা করিবার জন্যই ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে চা'ন। কৃষ্ণের সেবা করিয়াই তাঁহাদের আনন্দ—কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের 'দেওয়া-নেওয়া' সম্পর্ক নাই। ব্রজবাসিগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহাও পদ্মানীতির অবলম্বনকারিগণ বুঝিতে পারে না। আধ্যক্ষিকগণ পদ্মানীতির অনুসরণকারী, তাহারা ভক্তির ধার ধারে না।

কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বা ঐতিহাসিক ব্যক্তি-বিশেষ জ্ঞান করিলে অজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হয়। কৃষ্ণ ব্রজে পারকীয় রসপক্ষকে উপাসিত হন। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাসিগণের প্রতি যে টান ছিল, মথুরাবাসি-গণের প্রতি তত টান ছিল না।

ব্রজ-রামাগণের সেবাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেবা তাহার প্রমাণ কোথায়? অমলপ্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্-ভাগবত কি?

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকটি ও "আত্মাঃ প্রায় তত্ত্বং হরিরিহ পরমঃ" শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন এবং উপসংহারে কৃষ্ণ, তাঁহার নাম, অর্চ্চাবতার ও ভগবদ্ভক্তকে মাপিয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের কৃপালাভের জন্য তাঁহার সেবকগণের সেবা করিবার উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত-ব্যাখ্যা *

[শ্রীসারস্বত-প্রবণ-সদন, ১লা নভেম্বর, ১৯৫৮]

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী
তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুপারপাশিরমণা-
ত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ
প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে
সেবাং বিবেকী ন কঃ।

এই শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বিভিন্ন রসের সেবক-গণের আধারের ক্রমোৎকর্ষের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। বৈধভক্ত ও রাগানুগভক্ত, দুই প্রকার ভক্তেরই প্রাপ্য আধারের কথা বলা হইয়াছে। বৈধভক্ত বিধি বা শাস্ত্র শাসন-দ্বারা চালিত হইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হন। অবিধিমূলক কিছু করিতে পারেন, এইরূপ আশঙ্কা যাঁহার সম্বন্ধে আছে, সেইরূপ অনিষ্টকে শাসন করিবার জন্যই শাস্ত্রীয় বিধির প্রয়োজন হয়। বৈধভক্ত শাস্ত্রবিধির দ্বারা শাসনে ভক্তির অঙ্গ যাজন করিয়া থাকেন।

রাগবর্ত্মি লোভমূলক। শাস্ত্রশাসনদ্বারা বা কোন প্রকার চেষ্টাক্রমে লোভের উৎপত্তি হয় না। রাগাত্মিক সাধুর সঙ্গফলেই রাগমার্গে লোভের উৎপত্তি হইয়া থাকে। লোভ উদ্গমে একবারেই রুচির উদয় হয়। রাগ দুই প্রকার কৃষ্ণপ্রসাদজ বা তদ্‌ভক্ত-প্রসাদজ এবং সাধনাভি-নিবেশজ। কৃষ্ণ ও তদ্‌ভক্ত-প্রসাদজ রাগ বিরল; সাধনাভিনিবেশজই সাধারণ। বৈধী ভক্তির অনুশীলনক্রমে ক্রমপন্থায় রাগোদয় হইয়া থাকে।

বিধিপর মার্গ অর্চ্চনপ্রধান। বিধির গতি পরব্যোম পর্য্যন্ত। পরব্যোমকে সদ্‌ব্যোম, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি বলা হয়। এই বৈকুণ্ঠের বিচার করিবার সময় আমাদের খুব সাবধান হওয়া প্রয়োজন—যেন কোন প্রকারেই anthropomorphise না করিয়া ফেলি। বদ্ধ ভূমিকার বিচার, জড়জগতের হেয়তা, অনুপাদেয়তা জড়াতীত বৈকুণ্ঠরাজ্যে লইয়া যাইতে হইবে না। এখানকার কুণ্ঠা, মাপা, মাপিয়া লইবার বিচার বা three dimensionএর বস্তু সেখানে নাই। বৈকুণ্ঠ তৃতীয় মানের অতীত, তুরীয়, অধোক্ষজ বস্তু। সুতরাং বৈকুণ্ঠের বিষয় আলোচনা করিবার সময় আমাদের বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে।

বৈকুণ্ঠে ভগবানের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ-বিগ্রহ নারায়ণ অবস্থান করেন। ভগবান্ দুই প্রকারে স্বীয় লীলা প্রকাশ করেন অর্থাৎ তিনি দেবলীল ও নরলীল। ঐশ্বর্য্যপূর্ণ লীলাই দেব-লীলা এবং মাধুর্য্যপূর্ণ লীলা—নরলীলা। বৈকুণ্ঠে দেবলীলা প্রকাশিতা; তথায় ভগবান্ অজ, তাঁহার জন্মাদিলীলা নাই। বৈকুণ্ঠ ত্রিপাদবিভূতিময় শুদ্ধসত্ত্বভূমি। উহা কেবলমাত্র গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপা বিরজা বা নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ময় ব্রহ্মধাম নহে। বৈকুণ্ঠে মায়ার কোন প্রকার উপাধি নাই; স্বরূপশক্তির সহিত নিত্য-বিলাসই কেবল তথায় বর্ত্তমান। বৈকুণ্ঠ, পরব্যোম, সদ্‌ব্যোম বা চিদাকাশ তুরীয় বস্তু—তাহা বৈর্য্য, প্রস্থ ও উচ্চতা অতিক্রম করিয়া অবস্থিত।

বৈকুণ্ঠ অনন্ত; ভগবানের নারায়ণ স্বরূপও অনন্ত। নারায়ণ সকলের কারণ। পুরুষাবতারত্রয় আদি চতুর্ব্যূহ হইতে প্রকটিত। পুরুষাবতার—কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদ-শায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী। কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু—cause এবং এই জীবজগৎ ও জড়জগৎ—effect. তিনি তাঁহার শক্তির দ্বারা জীবজগৎ ও জড়জগৎ সৃষ্টি করেন। গর্ভো-দশায়ী বিষ্ণু সমষ্টিজীবের বা হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী এবং ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী। এই পুরুষা-বতারত্রয়ও নারায়ণ। কারণ, গর্ভ, ক্ষীর—এইগুলি মায়িক উপাধি; কিন্তু পুরুষাবতারত্রয় স্বরূপে মায়িক নহেন। তাঁহারা সকলেই মায়াস্পর্শরহিত, তুরীয় বস্তু, স্বীয় লক্ষ্মীর সহিত স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠে বিলাসপরায়ণ।

পুরুষাবতারগণ সকলেই চতুর্ব্যূহ ও দেবলীল; তাঁহাদের জন্মলীলা নাই। তাঁহাদেরও কারণ অর্থাৎ

* ৩১শে আক্টোবরের শ্রীউপদেশামৃত-ব্যাখ্যা, গৌড়ীয় ১৭।২৬ সংখ্যা ৪৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আদি আকর বা prime cause নারায়ণেরও অন্তলীলা নাই। কারণ তাহা স্বীকার করিলে prime cause এরও cause স্বীকার করিতে হয়; তাহা হইলে cause 'effect' হইয়া পড়েন। কারণ কার্য্য হইলে আর তাহার কারণত্ব থাকে না। বৈকুণ্ঠে বাসুদেব, সংকর্ষণাদি সকলেই লক্ষ্মীযুক্ত, চতুর্ভুজ, অজ এবং দেবসীন। সকলেই ব্যূহরূপে নারায়ণের সেবা করিতেছেন। সংকর্ষণ হইতে পুরুষাবতারত্রয় ও শেষ প্রকটিত। শেষ—Last Manifestation of Krishna.

বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য প্রবল। তথায় সম্ভ্রমের সহিত ভগবানের সেবা হয়। সেবা ও সেবকের মাখামাখি ভাব বৈকুণ্ঠে নাই। সেবক সর্ব্বদাই সম্ভ্রমভরে দূরে দূরে অবস্থান করেন। 'সেবা ভগবান্ পূজ্য, মহান্ এবং আমি দীন দরিদ্র, অত্যন্ত ক্ষুদ্র'—সেবকের এইরূপ অভিমানই বৈকুণ্ঠে প্রবল।

বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মাধুর্যধাম "জনিতঃ" অজ ভগবানের অন্তলীলাবিস্তারের ক্ষেত্র বলিয়া শ্রেষ্ঠ। বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যকে পরাভূত করিয়া মথুরায় মাধুর্য্য প্রকাশিত। দেবলীলাকে ক্রোড়ীভূত, অভিভূত করিয়া নরলীলা পরমচমৎকারিতা পূর্ণরূপে প্রকাশিত। এই জন্ম বদ্ধজীবের জন্মের ন্যায় নহে। কর্ম্মফলদ্বারা নিয়মিত হইয়া বহির্ম্মুখ জীব যে-প্রকারে দেহলাভ করে, ভগবানের অন্তলীলা ঐরূপ প্রাকৃত ব্যাপারবিশেষ নহে। এইজন্ম ভগবানের জন্মকে আবির্ভাব, প্রাদুর্ভাব বা উদয় বলা যায়।

বৈকুণ্ঠ যেরূপ শুদ্ধসত্ত্বভূমিকা, মথুরাও তদ্রূপ বিশুদ্ধজ্ঞানময়ী ভূমি।

যথাতে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন বৈ যা।
তৎসারভূতং যদ্ যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে॥

'ব্রহ্ম'শব্দের মুখ্য অর্থ কৃষ্ণ। ব্রহ্মজ্ঞান বলে কৃষ্ণজ্ঞানকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। 'যা' অর্থাৎ অথবা। 'যেন বা'—কৃষ্ণজ্ঞান অথবা প্রেমজ্ঞান, কৃষ্ণজ্ঞানের দ্বারা অথবা প্রেমের দ্বারা যিনি জগৎকে মথন করেন; আবার সেই কৃষ্ণজ্ঞান ও প্রেমের সার যেখানে বর্ত্তমান—সেই ধামই মথুরা। তৎসারভূতং যৎ—কৃষ্ণজ্ঞান ও প্রেমের সারবস্তু যাহা, তাহা। 'যস্যাং—যস্যাং পুর্য্যাং' যে পুরীতে বর্ত্তমান। সেই পুরীই 'মথুরা' নিগদ্যতে—কথিতে সেই পুরীকেই 'মথুরা' বলা হয়।

প্রেম ঘনীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় মথুরায় ঐশ্বর্য্য অভিভূত। ঐশ্বর্য্যের প্রখরতা মাধুর্য্যের কমনীয়তায় স্নিগ্ধ হইয়াছে। ভক্তগণ এই জন্ম কোটি কণ্ঠে মথুরাধামের গুণগান করিয়াছেন—

অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
যন্নামকেৎ নিবসতা নরেণ ভক্তিঃ প্রজায়তে॥
শ্রবণে মথুরা বদনে মথুরা নয়নে মথুরা হৃদয়ে মথুরা।
পুরতো মথুরা পরতো মথুরা মধুরা মধুরা মথুরা মথুরা॥

উপাস্যবস্তু প্রথমে শ্রবণ-পথের পথিক হন; শ্রুত হইয়া কীর্ত্তিত হন। কীর্ত্তনের পর সাক্ষাৎ দর্শন, তারপর হৃদয়ে তাঁহাকে ধারণ করা যায়। মথুরা মধুরা কেন? উপাসিতবা বস্তুও আমাদের প্রেমাস্পদ প্রিয়। শ্রুতি বলেন—"আত্মা বা প্রিয়মুপাসীত"। সেই প্রেমাস্পদের ধাম মথুরা—প্রেমের ক্ষেত্র। 'মধুর' শব্দটীর সহিত 'প্রিয়' শব্দের ঘনিষ্ঠতা আছে। প্রিয়বস্তু দূরে থাকিলে প্রথমে তাঁহার কথা শ্রবণ এবং পরে স্বয়ং কীর্ত্তনক্রমে প্রেমের উদ্দীপন হয়। তারপর দর্শন এবং স্মরণ। স্মরণ হইতে ধারণা, ধারণার পর ধ্যান, তারপর ধ্রুবানুস্মৃতি এবং অবশেষে সমাধি। কীর্ত্তিত বিষয় সামান্যাকারে স্মরণই 'স্মরণ'। বিষয় হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বিশেষভাবে স্মরণই ধারণা। রূপ, গুণ, লীলাবিষয়ক স্মরণ—ধ্যান। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় স্মরণ—ধ্রুবানুস্মৃতি এবং হৃদয়ে সাক্ষাৎদর্শনের নাম সমাধি।

মধু রাক্ষসের নাম হইতে এই ধামের নাম হইয়াছে মধুপুরী। মধু রাক্ষসের পুত্র লবণনামক রাক্ষস। শত্রুঘ্ন এই লবণ রাক্ষসকে শূলহীন অবস্থায় বধ করিয়াছিলেন। লবণ প্রকৃতিনির্ব্বাণবাদী ছিল। মধু রাক্ষস মায়াবাদী। সে তপস্যা বা বৈরাগ্যাভ্যাসদ্বারা রুদ্রের উপাসনা করিয়া রুদ্রের নিকট হইতে অমোঘ শূল লাভ করিয়াছিল। নির্ব্বিশেষজ্ঞানকে মথুরায় সম্পূর্ণরূপে নিরাস করা হইয়াছে; পূর্ণচিৎসবিশেষের পূর্ণত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। কৃষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণপ্রেমবিলাসবৈচিত্র্যের পূর্ণতা এখানে প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐশ্বর্য্যকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নরলীল ভগবান্ অন্তগ্রহণ করিয়াছেন—সকল প্রকার নির্ব্বিশেষবাদ সমূলে উৎপাটিত

হইতে নিষেধ। শাস্ত্র ইহার অধিক আর কিছু বলেন নাই বাসুদেবের কল্পকে আধ্যাত্মিক চিন্তাস্রোতঃ anthropomorphise করিয়া ফেলিতে পারে, আশঙ্কা করিয়া শাস্ত্র অতি গূঢ় ও গম্ভীরভাবে মথুরার কথা জানাইয়াছেন। শাস্ত্রে শুদ্ধসত্ত্বভাবের কথাই অধিক। তাহার পর সাবধানে বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের কথা বলিয়াছেন। তাহা অপেক্ষাও গোপনে মথুরার কথা বলিয়াছেন। তাহারও পরের কথা অর্থাৎ "রাসোৎসবাদ্ বৃন্দারণ্যম্"—এ বিষয়টি অত্যন্ত গোপনভাবে, গূঢ়তমভাবে কেবল মাত্র ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। শাস্ত্রে যে এসকল কথা নাই, তাহা শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শাস্ত্র বহির্ভূত কোন কথা বলেন নাই। তবে শাস্ত্র বিস্তৃতভাবে এই সকল কথা প্রকাশ করেন নাই। 'রস' শব্দ হইতে 'রাস' শব্দ উৎপন্ন। রসের কথা অতিশয় গূঢ়। "ব্যতীতা ভাবনাবর্ত্ম" ভাবনার পথ বিশেষভাবে অতিক্রম করিয়া তাহার অবস্থান।

সেই কৃষ্ণ; কৃষ্ণ রস-স্বরূপ। শ্রুতি—"রসো বৈ সঃ রসেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি। "সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া মৌনী হইয়াছেন। রাস বা বহু আশ্রয় ও এক বিষয় বিগ্রহের সম্মেলনে যে রসের সম্পূর্ণ অনুশীলন, তাহার অপ্রাকৃতত্ব লোকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কৃষ্ণকে জড়লম্পট মনে করিয়া নরকে যাইবে, এইজন্যই শাস্ত্র উহার ব্যাখ্যা করেন নাই।

মথুরায় প্রেমের আতিশয্যে ঐশ্বর্য্য অভিভূত। বৃন্দাবনে সেই প্রেম অত্যন্ত মাধুর্য্যপ্রাপ্ত হইয়া রসানুশীলনের অপূর্ব্ব চমৎকারিতাময় রাসরূপে প্রকটিত। পুরুষাবতারের পর বাসুদেব, সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহচতুষ্টয়; তাহার পর লক্ষ্মীসহ বিলাসবান্ পরতত্ত্ব নারায়ণ অর্থাৎ প্রথমে পুরুষ, তারপর পুরুষোত্তম, তারপর মিথুন। সেই মিথুন অপেক্ষা স্বকীয় বহুবল্লভত্ব এবং তাহা অপেক্ষাও পারকীয় বহুবল্লভত্বের উৎকর্ষ। সেই পারকীয় রসানুশীলন যে স্থানে হয়, তাহাই বৃন্দারণ্য—তাহার কথা কে বুঝিবে? সেই বৃন্দারণ্য হইতে "উদারপাণিরমণাৎ" উদারপাণি কৃষ্ণের রমণত্ব নিবন্ধন শ্রীগোবর্দ্ধন এবং "প্রেমামৃতস্রাবণাৎ" প্রেমামৃতের পরিপূর্ণ স্রাবনত্বরূপ বলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড ক্রমানুসারে শ্রেষ্ঠ। গোবর্দ্ধন-সম্বন্ধে আমরা ইহাই বলিতে পারি যে, 'রমণ' অর্থাৎ লীলাবিলাসের আতিশয্য, পূর্ণতম অভিব্যক্তি যে স্থানে, চেতনতার সর্ব্বোত্তম প্রকাশ যে স্থানে, তাহাকে অচেতনাবৃত প্রেমশূন্য দেহে আমরা অচেতন দেখিয়া থাকি। অপ্রাকৃত চাঞ্চল্য, চাপল্যের শেষসীমা, উচ্ছলিত লীলাবিলাসের শেষসীমা যাঁহাতে বিদ্যমান এবম যে উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সেই অসমোর্দ্ধ লীলা বিলাসের ক্ষেত্র, চেতনের পূর্ণতম অভিব্যক্তিরূপ অপ্রতিহত বিলাসের ক্ষেত্র যে গোবর্দ্ধন, আমাদের বিমুখতা, পরাঙ্মুখতা বা জড়বুদ্ধিক্রমে তাহাকে জড়, অচেতন প্রস্তরমাত্র দেখি। আর শ্রীরাধাকুণ্ড, যেখানে প্রেমের পরিপূর্ণতম প্লাবন—flood, চেতনের তীব্রতম গতি, accelerated velocity'র পরিপূর্ণতা যেখানে, তাহাকে দেখি stagnant, শৈবাল-পরিপূর্ণ পুষ্করিণী বিশেষ! একমাত্র শ্রীরূপের পদ-ধূলিরূপ অহৈতুক অভিলাষী রাগীত নিম্বার্কাদি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবের বা গৌর-ভক্তিহীন মধুর রসাশ্রিত ভক্তগণেরও শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রবেশাধিকার নাই।

যে গোবর্দ্ধন প্রেমের ঘনীভূত, জমাট solid অবস্থা, যে রাধাকুণ্ড বিলাসের বিচিত্র রঙ্গে চপল, তরল—liquid—সেই নিবিড়, নিভৃত গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ডকে অচেতন প্রস্তর বা বদ্ধজল মাত্র দেখি! দুর্ভাগ্যের চরম সীমায় গিয়াছি! ভাগ্য যতদূর মন্দ হইতে পারে, তাহা হইয়াছে—ইহাই নিদারুণ অবিবেক, ইহাই চরম দুরদৃষ্ট! অচেতনতার শেষসীমায় আমরা পৌঁছিয়াছি, আমাদের চেতনই অনাদিবহির্ম্মুখতার ফলে প্রস্তরের ন্যায় অনুভূতিশূন্য অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, তাই গোবর্দ্ধনকে দেখি—প্রস্তর! আমরা শব্দস্পর্শরহিত হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রেমের মহাপ্লাবন দেখিতে পাই না, তাহার তরল-রস দেখিতে পাই না। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। আমাদের শোচনীয় দুর্ভাগ্যের বিষয় স্মরণ করিয়া আমাদের হৃদয়ে প্রবল বেদনা ও আর্ত্তির সঞ্চার হোক্। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে, শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর শ্রীপাদপদ্মে আমাদের ইহাই প্রার্থনা হউক, যেন কোন জন্মে আমাদের এই

নিদারুণ অবিবেক দূর হয়। শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ড যেন কোন জন্মে আমাদের আশ্রয়স্থল হন। আমাদের নিষ্কপট ক্রন্দনে যদি শ্রীরূপ-রঘুনাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী আমাদের প্রতি অনুকম্পাযুক্ত হন, তাহা হইলেই আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইতে পারে। তাঁহাদের অকপট সেবার দ্বারাই শ্রীরাধাকুণ্ডাশ্রয় সম্ভব।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের শ্রৌত উপদেশ

(শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্যধৃত শ্রৌতবাক্য হইতে সংগৃহীত)

সবীজো বৈষ্ণবো যোগো নির্বীজস্তদ্বৈতঃ।
বীজং বিষ্ণুর্হি জগতঃ স্থাণ্বাদ্যাস্তদ্দেবতাঃ।
ইতি কৌর্ম্মে। (ভাঃ তাঃ ৩।২৮।১)

কূর্ম্মপুরাণ বলেন—বৈষ্ণবযোগই মূল বা প্রধান যোগ, অন্য দেবতার উপাসনাকে নির্বীজ যোগ বলা যায়। বিষ্ণুই জগতের বীজ বা আদি, অন্যদেবগণ বিষ্ণুরূপ মহীরুহের শাখা-প্রশাখা বিশেষ।

সর্ব্বথাব্যহরং বিষ্ণোর্নাম ভক্তিপূর্ব্বকম্।
অভক্ত্যোচ্চারিতং নৈব ফলদাত্রু ভবিষ্যতি।
নাম-স্বামিতয়া তস্য স্মরণং জায়তে যতঃ।
ভক্তস্যাতো নামকীর্ত্তিঃ সঙ্কেতাদাবপীরিতা।
অজামিলোঽপি স্মরণাদ্ভক্ত্যা মৃত্যোরমুচ্যত।
ইতি নারদীয়ে। (ভাঃ তাঃ ৬।৯।১৪)

নারদীয় পুরাণ বলেন—ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারিত হইলে তাহা সর্ব্বতোভাবে অঘ হরণ করেন। অভক্তির সহিত সেই নাম গৃহীত হইলে কখনও ফলদায়ী হইবেন না। নামী নামের সহিত অভিন্ন বলিয়া নামস্মরণেই বিষ্ণুস্মরণ হয়। অতএব সঙ্কেতাদিতেও ভক্তকর্ত্তৃক বিষ্ণু-নামোচ্চারণ বিহিত হইয়াছে। ভক্তির সহিত স্মরণহেতু অজামিলও মৃত্যু হইতে রক্ষিত হইয়াছিল।

অত আত্মবিবৃদ্ধির্যা বাসুদেবে রতিঃ স্থিরা।
শত্রুনাশ স্তথাজ্ঞান-নাশো নান্যঃ কথঞ্চন।
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। (ভাঃ তাঃ ৭।২।৬০)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে উক্ত হইয়াছে—

অতএব বাসুদেবে স্থিরা রতিই আত্মার পরমোৎকর্ষের কারণ। শত্রুনাশ ও অজ্ঞাননাশের আর অন্য উপায় নাই।—

অন্যথা কুর্ব্বতঃ কর্ম্ম স্বজনাৎ পাপসম্ভবঃ।
তদ্দেবার্পয়তো বিষ্ণৌ নৈব পাপায় তদ্ভবেৎ॥
মনোদোষবিহীনস্য নতু দোষবতঃ ক্বচিৎ।
ইতি কর্ম্মতন্ত্রে। (ভাঃ তাঃ ১১।৩।৪৬)

কর্ম্মতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—বিধি জানিয়া কর্ম্ম করিলে স্বজনহেতু পাপ হয়। **বিষ্ণুতে অর্পিত হইয়া উহা কৃত হইলে পাপ হয় না।** দোষযুক্ত ব্যক্তির কখনও বিষ্ণুকৃত্য হয় না, কেবল মনোদোষ-রহিত ব্যক্তির পক্ষেই ঐরূপ হইবে।

তন্ময়া তৎপ্রধানম্।
বিষ্ণোর্ভৃত্যোঽহমিত্যেব যদা স্যাদ্ভগবন্মতঃ।
নৈবাহং বিষ্ণুরস্তীতি বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বরো হ্যজঃ।
ইতি চ (কর্ম্মতন্ত্রে। (ভাঃ তাঃ ১১।৩।৪৭)

'তন্ময়' শব্দে তদ্বস্তু ভগবানের প্রাধান্য যাহাতে আছে। কর্ম্মতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে— "আমি বিষ্ণুর ভৃত্য।"—এইরূপে সর্ব্বদা ভগবন্ময় হইবে। জীব নিজকে জানিবে—"আমি কখনই বিষ্ণু নহি; কারণ, অজ বিষ্ণুই সর্ব্বেশ্বর।"

পরমাত্মানমেবৈকং কর্ত্তারং বেত্তি যঃ পুমান্।
স মুচ্যতেঽস্মাৎ সংসারাৎ পরমাত্মানমেতি চ।
ইতি ভারতে (ভাঃ তাঃ ১১।৭।

ইদং ময়া ক্রিয়ত ইদং ময়া ন ক্রিয়ত ইদং বিপরীতং ক্রিয়ত ইতি বুদ্ধিভেদঃ। রজস্তমো গুণনিমিত্তঃ ভবঃ। সর্ব্বং হি পরমেশ্বরঃ করোতি। (ভাঃ তাঃ ১১।৭।৮)

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—যে মানব পরমাত্মাকেই একমাত্র কর্ত্তা জানেন সে ব্যক্তি এই সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পরমাত্মাকে লাভ করেন।

[illegible] কার্য, ইঃ [illegible] কর্তা না অথবা এই বিশ্বগত কার্য্য মৎস্যত্ব ইত্যাদি জ্ঞানকে বৃদ্ধিতেও এসে যায়। এই প্রশ্ন বেদান্তমীমাংসানির্দ্দিষ্ট। কারণ, পরমেশ্বরই সকল কার্য্যের প্রযোজক কর্ত্তা।

গুণান্ জীবস্য চেষ্টেরান্ বিদ্বান্ বিকোর্ত্তণাংস্তথা।

তত্তদ্বৃত্ত্যা বিচিন্বীত পুরুষেণ স্বধীঃ সদা।

ইতি লোকতত্ত্বে (ভাঃ তাঃ ১১।৭।৪৩)

লোকতত্ত্বে উক্ত হইয়াছে—সুধীব্যক্তি জীবের গুণসকলকে সাধনীয় এবং বিষ্ণুর গুণসমূহকে সিদ্ধ জানিয়া তত্তদ্বৃত্তিদ্বারা পৃথক বিচার করিবেন।

যাহা: মনো বিলীনং স্যাৎ মুক্তো চিন্মাত্রকো মনঃ।

তেনৈবাত্মতত্ত্বেন সকলং স্থাস্যতিরেন মুক্তিঃ

ইতি মুক্তিতত্ত্বে (ভাঃ তাঃ ১১।৭।১-২)

মুক্তিতত্ত্বে কথিত আছে—মুক্তিতে যাহা বা জড় মন লয় প্রাপ্ত হয়, কেবল চিন্মাত্রক বা চিন্ময় মন থাকে। মুক্তিদ (শ্রীহরি) স্বাত্মাভিন্ন সেই মনোদ্বারা সকল অনুভব করেন;

তস্মাদ্বিভাত্ত নানাত্বং জীবানামীশতন্ত্রতা।

স্বামিকানাং বলত্বঞ্চ মুক্তাবপি সদেষ্যতে॥

এবং জ্ঞাত্বা বিমুচ্যান্তে পরানন্দং ব্রজন্তি চ।

ইতি তন্ত্রভাগবতে (ভাঃ তাঃ ১১।১০।৩৪)

তন্ত্রভাগবতে উক্ত হইয়াছে—অতএব জীবসমূহের বহুত্ব ও ঈশাধীনতা নিত্য। **মুক্তাবস্থায়ও নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর আনুগত্য সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।** যাহারা এই তত্ত্ব অবগত হন, তাঁহারা বিশেষভাবে মুক্ত হন এবং পরানন্দ লাভ করেন।

সঙ্গস্ত গুণসংপ্রীতির্গুণবত্তেঽভিনিশ্চয়াৎ।

স চেন্নরো ভবেত্তেন মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

ইতি দর্শনে (ভাঃ তাঃ ১১।১২।১-২)

দর্শনে কথিত আছে—**অত্যন্ত বিশ্বাসের সহিত গুণবান্ ব্যক্তিতে যে গুণাকৃষ্ট হইয়া সম্যক্ প্রীতি তাহাকেই সঙ্গ বলে।** সেই সঙ্গ যদি শ্রীহরিতে হয়; তবে জীব যে মুক্ত হয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

হরিসঙ্গবিহীনস্য হ্যসদ্দর্শনবাদিনঃ।

ন মুহ্যতেঽধিনক্তোঽপি সমো যাতি চ নিষ্ক্রয়াৎ।

গুণৈরসংবিহীনোঽপি তদ্ভক্তেষ্বপি চ ক্রমাৎ।

সঙ্গবান্ সুখভাগেব স্যাৎ গুণৈর্মুক্তিমেতি বা॥

স্বভক্তসঙ্গহীনস্য ব্যর্থমাত্মসমিনোঽপি বা।

স্বসঙ্গবিমুখিক্ষুৎসঙ্গে তেষু তস্য চ।

ইতি সংসঙ্গে (ভাঃ তাঃ ১১।১২।১-২)

সংসঙ্গে কথিত আছে—সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যদি কেহ হরিভক্তি শূন্য হইয়া হরির দর্শন করেন, সে কখনও মুক্ত হয় না, বরঞ্চ নিশ্চয়ই নরকে গমন করে। **অল্পগুণরহিত হইলেও যদি কাহারও ভগবদ্ভক্তদিগের সঙ্গলাভ হয়, তবে ক্রমশঃ গুণ হইতে মুক্তি ও পরানন্দ প্রাপ্তি হইবে।** নিজভক্তসঙ্গহীন অথবা তৎসঙ্গি-সঙ্গহীন ব্যক্তির ক্রমভঙ্গহেতু বিষ্ণু নিজসঙ্গলাভেচ্ছু ব্যক্তির বিঘ্নকারী হইয়া থাকেন; অতএব হরিভক্তগণের সঙ্গ সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

মযোবাস্যা মনো যস্য স মদাত্মা। তস্য তস্য দেহে ৮ত্তমত্বং। (ভাঃ তাঃ ১১।১৩।২৪)

আমাতে আত্মা বা মন যাঁহার সেই মদাত্মা। তাঁহার দেহাদিনিমিত্ত তত্ত্ব অপগত হইয়াছে।

গুণচেতসাং ত্যাগ এব বন্ধত্যাগঃ। (ভাঃ তাঃ ১১।১৩।২৮)

গুণযুক্ত চিত্তের পরিত্যাগই মোক্ষ।

মদ্ভক্তিযুক্তস্য ভক্ত্যনুসারি-জ্ঞানবৈরাগ্যেণ বিনাঽপ্যস্মাদ্ জ্ঞানাদ্ বৈরাগ্যাচ্চ ন প্রেমা ভবেৎ।

বৈরাগ্যার্থমপি বিষয়দোষানিজ্ঞানং—সনকাদীনাং ভাব্যং; দেবানাং তদপি ভগবদ্ভজনস্যৈব সারতাপরিজ্ঞানার্থমেবেত্যর্থঃ। (ভাঃ তাঃ ১১।২০।৩৪)

ভগবান্ বলিতেছেন—আমাতে ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির ভক্তির অনুকূল জ্ঞান-বৈরাগ্য ব্যতীত স্বতন্ত্র জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা মঙ্গল হয় না। সনকাদির ন্যায় বৈরাগ্যের নিমিত্তও বিষয়-দোষাদির জ্ঞান আবশ্যক। দেবগণের যে বিষয়দোষ তাহাও ভগবদ্ভজনের সারতাপরিজ্ঞানের নিমিত্ত।

রাগিণোঽপি তে ভক্তিযোগিনো ভক্তিফলত্বেন কিমপি নাপেক্ষান্তে।

জ্ঞানবৈরাগ্যরিক্তং তেষাং নিয়তং ভক্তিযোগিনাম্।

উদেতি ভগবদ্ভক্তা তত্র জ্ঞানযোগিনঃ।

ভক্ত্যাখ্যকং যতো জ্ঞানং জ্ঞানত্রেহাত্মিকা চ সা।

তথাপি জ্ঞানযোগিভ্যঃ মাধুর্য-জ্ঞানতোঽধিকম্।

ভক্তিযোগে ততো যত্নঃ কার্য্যো বিদ্বদ্ভিরঞ্জসা।

ইতি ত্রিযোগে (ভাঃ তাঃ ১১।২০।৩৫

ভক্তিযোগিগণ রাগবিশিষ্ট হইলেও ভক্তিফলে কিছু-মাত্র বস্তুর অপেক্ষা করেন না।

ত্রিযোগে কথিত আছে—ভক্তিযোগীদিগের ভগবদ্-ভক্তিবশতঃ সত্ত্ব যেরূপ অধিক জ্ঞান উদিত হয়, জ্ঞানি-গণের সেইরূপ হয় না। ভক্তির আনুষঙ্গিক যে জ্ঞান তাহা জ্ঞানযোগাপেক্ষা। তথাপি মানবজ্ঞান হইতে জ্ঞানযোগীর জ্ঞান অধিক। অতএব বিদ্বদ্গণ শীঘ্রই ভক্তিযোগে অধিক যত্ন করিবেন।

নাহং কর্ত্তা তু সর্ব্বস্য কর্ত্তৈকো বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
ইতি বিদ্যা তু সন্ন্যাসী নান্যথেতি কথঞ্চন।
ইতি নিবৃত্তে
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্নাস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।
ইতি চ (ভাঃ ভাঃ ১১।১২।১৩-১৪)

নিবৃত্তিধর্ম্মে ও গীতাতে ভগবদ্বাণী আছে—'আমি কর্ত্তা নহি, অব্যয় বিষ্ণুই সকলের একমাত্র কর্ত্তা, এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই সন্ন্যাসী, অন্যে নহে।

নিজকে অন্তর্যামীর অধীন ভাবিয়া আমাতে সকল কর্ম্মের ফল অর্পণ করত নিরাশী, নির্ম্মম ও জ্বরাহিত হইয়া যুদ্ধ কর।

প্রাকৃতান্তঃকরণস্থং জ্ঞানমস্ত্র স্থতিচ্ছিদম্।
তদেব তেন সংজ্ঞেয়ং চিত্তং প্রকৃতিসম্ভবম্।
তেনৈব সহ সন্ন্যাস্যেন্ নৈবং পূর্ব্বং কথঞ্চন।
জ্ঞানং প্রকৃতিজঞ্চাপি মূলনাশো বিনশ্যতি।
ততঃ পরং স্বরূপেণ জ্ঞানেনৈব জনার্দ্দনঃ।
বেত্তি মুক্তস্তথাত্মানং জীবানন্যাংশ্চ সর্ব্বশঃ।
ইতি মাহাত্ম্যে (ভাঃ ভাঃ ১১।১২।২৪)

মাহাত্ম্যে আছে—প্রাকৃতান্তঃকরণ-জাত জ্ঞানকে সংসারভেদক জ্ঞানাসিদ্বারা সম্যগ্রূপে ছেদনপূর্ব্বক প্রকৃতিজাত চিত্তকে বিনাশ করিবে। তখনই অবিদ্যার মূলস্বরূপ প্রাকৃতজ্ঞানের নাশ হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে। স্বরূপভূত জ্ঞানদ্বারা মুক্ত বিষ্ণু নিজকে ও অন্য সকল জীবকে সর্ব্ব-প্রকারে অবগত হন।

ইদং জ্ঞানং হরেঃ পূজা নরেরেবোদিতঃ সদা।
দর্শ্যতীনঞ্চ সর্ব্বত্রেত্যেবং ন্যাসো হরৌ স্মৃতঃ।
ইতি প্রভবে (ভাঃ ভাঃ ১১।১২।১১)

প্রভবে উক্ত হইয়াছে—এই জ্ঞানই হরির পূজা, শ্রীহরি সর্ব্বত্র এই পূজা সর্ব্বদা কথিত হইয়াছে। বিশ্বের সকলই শ্রীহরির অধীন, শ্রীহরিতে এইরূপ ন্যাসকেই "সন্ন্যাস" বলে।

অতস্তস্য ভবেৎ কামঃ কামিনং কলিরাবিশেৎ।
অধর্ম্মজ্ঞানরূপেণ কলিনাবিষ্টচেতসঃ।
সংস্থ ক্রোধো দুর্ব্বিষহস্তত্তমসি পাতাতে।
অন্তে তমসি মগ্নস্য চেতনেন্দ্রিয়সঙ্গতা।
সুখানুভবশক্তির্যা সা বিনশ্যতি সম্ভবা।
ইতি—ভাগবতে (ভাঃ ভাঃ ১১।২১।১৯-২২)

ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—অতঃপর তাহাতে কাম উৎপন্ন হইবে। কামিজনে কলি প্রবেশ করিবে। অধর্ম্ম অজ্ঞানরূপ কলিদ্বারা আবিষ্টচেতাঃ সাধুগণের প্রতি দুর্ব্বিষহ ক্রোধ উৎপন্ন হয় এবং সে তৎফলে নরকে পতিত হয়। অন্ততঃ নরকে নিমগ্ন ব্যক্তির চেতনেন্দ্রিয়সঙ্গতা যে সুখানুভূতি তাহা সম্ভবা তিরোহিত হয়।

স্বরূপভূতজ্ঞানস্থ সদা জীবস্য বিষ্ণুনা।
নিত্যং প্রাকৃতং জ্ঞানং তত্ত্বা দেহৈক্য দৃষ্টয়ে।
ইতি ভাগবতে ভাঃ ১১।২২।১০-১১)

ভাগবতে উক্ত আছে—বিষ্ণুসহ অবস্থিত জীবের সর্ব্বদাই স্বরূপভূত জ্ঞান আছে। (বদ্ধাবস্থায়) জীবের সর্ব্বদাই প্রাকৃত জ্ঞান। স্বরূপভূতজ্ঞান ভক্তিবলে বিষ্ণু হইতেই লাভ হয়।

দেহমাত্র স্বমাত্মানং যঃ পরঞ্চাভিপদ্যতে।
অন্তে তমসি মগ্নস্য সোত্তারণ্যা কুতশ্চিৎ।
ইতি পাদ্মে (ভাঃ ভাঃ ১১।২৩।৪৯)

পদ্মপুরাণে কথিত আছে—যে ব্যক্তি নিজকে ও পরমাত্মা ভগবান্‌কে দেহবিশিষ্ট মাত্র জ্ঞান করে সেই অন্ততামিস্রে পতিত ব্যক্তির কখনও নিস্তার নাই।

যদ্যধর্ম্মঃ কৃতঃ সদ্ভিঃ স ন বাচ্যঃ কথঞ্চন।
অসৎকৃতমধর্ম্মস্তু বদন্, ধর্ম্মমবাপ্নুয়াৎ॥
ইতি ব্যাসস্মৃতৌ। (ভাঃ ভাঃ ১।১৭।২২)

ব্যাসস্মৃতি বলেন—সাধুগণ যদি দৈবাৎ কোন অধর্ম্ম করেন, তাহা কদাপি প্রকাশ্য নহে। কিন্তু,

অসদ্ব্যক্তির আচরিত অধর্ম্মের কথা বলিলে নর্ম্ম লাভ হয়॥

যোগেশোপাসনাং বিনা নৈব মোক্ষঃ কস্যাপি সেৎস্যতি।
অযোগ্যোপাসনা-কর্ত্তু র্নিরয়ে ভবিষ্যতি॥
তস্মাত্তু যোগ্যতাং জ্ঞাত্বা হরেঃ কার্য্যমুপাসনম্।

ইতি তান্ত্রিকায়াম্ (ভাঃ তাঃ ১০।২৯।১৪)

তান্ত্রিকায় উক্ত হইয়াছে—যোগ্য-উপাসনা ব্যতীত কাহারও মোক্ষ হইবে না। অযোগ্য-উপাসনাকারীর নরক পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অতএব যোগ্যতা জানিয়া হরির উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

যে তু বিষ্ণুমবজ্ঞায় প্রিয়মেব হ্যুপাসতে।
উপেক্ষ্য বৈ হরিং তে তু কৃত্বা যাজ্ঞাং পতন্ত্যধঃ॥

ইতি প্রকৃতিসংহিতায়াম্ (ভাঃ তাঃ ১১।৫।৮)

প্রকৃতি সংহিতায় কথিত আছে—যাহারা বিষ্ণুকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক কেবল লক্ষ্মীকে আরাধনা করে অথবা হরির প্রতি উদাসীন হইয়া শ্রীদেবীর পূজা করে, তাহারা ভক্তিক্রিয়ার যোগ্য হইলেও অধঃপতিত হয়।

পারোক্ষ্যেণৈব তত্ত্বজ্ঞ লোকঃকাপি বিদন্তি যে।
তেঽপি **সংস্নেহনির্ম্মুক্তাস্তমো যান্তি** বিনিশ্চয়াৎ।
অপরোক্ষাস্ত চ জ্ঞানং তেষামুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।

ইতি দারুগণে (ভাঃ তাঃ ১১।৭।১১)

দারুগণে উক্ত হইয়াছে—যাহারা পরোক্ষজ্ঞান দ্বারা ঈশতত্ত্ব ও পরলোক জানিয়া থাকে, তাহারাও সাধুর স্নেহরহিত হইয়া নিশ্চিতই নরক লাভ করে। অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারাও কখনও তাহাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

পরাভবো মরণং সাধ্বজ্ঞানমথাপি বা।
ততঃ সদ্ভি সহা কুর্য্যাৎ সহবাসং ন চ॥

ইতি দারুগণে (ভাঃ তাঃ ১১।৭।৫৪)

দারুগণে উক্ত হইয়াছে—পরাভব-শব্দে মরণ অথবা অবজ্ঞা বুঝায়। **অতএব সাধুগণের সহিত সর্ব্বদা একাসন ও একশয্যায় উপবেশন করিবে না**

অথতঃ স্বতন্ত্রোঽহমীত্যেবং জীবঃ প্রভাবয়েৎ।
যথাতে হীনকোপেন রাজভাবেন দুষ্যতি॥

ইতি চ (স্বাতন্ত্র্যে) (ভাঃ তাঃ ১১।১১।১০)

স্বাতন্ত্র্যে উক্ত হইয়াছে—অতএব জীব 'আমি স্বতন্ত্র।' এইরূপ চিন্তা করিলে 'আমি রাজা হইয়াছি'—এইরূপ অভিমানকারী ভৃত্যের তুল্য ভগবৎকোপে নিহত হয়।

বেদেন সহবাদো যো বেদবাদ ইতীরিতঃ।
তর্কেণ বেদস্যাভ্যর্থকল্পনং তং বিদো বিদুঃ।
তন্ন কুর্য্যাৎ কদাচিচ্চ তৎ দুর্ব্বন্ বেদহা ভবেৎ। ইতি চ

যোগ-সাংখ্য-কণাদাক্ষপাদা বৈ হেতুবাদিনঃ।
পঞ্চীশ-শাক্যবুদ্ধাদ্যাঃ পাষণ্ডা ইতি কীর্ত্তিতাঃ।

ইতি নিগমে (ভাঃ তাঃ ১১।১৮।৩০)

বেদের সহিত বাদকে বেদবাদ বলে। তর্কবলে বেদের অন্যার্থকল্পনাকে পণ্ডিতগণ বেদবাদ বলেন। ঐ বেদবাদ কখনও কর্ত্তব্য নহে, কারণ ঐরূপ করিলে বেদদ্রোহী হইতে হয়। যোগ ও সাংখ্যশাস্ত্র প্রণেতা, কণাদ ও অক্ষপাদ সকলেই হেতুবাদী বা তার্কিক। পাশুপাত, শাক্ত ও বৌদ্ধাদি পাষণ্ড বলিয়া বিখ্যাত।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি

রসশব্দাবলী

(৪)

বিচ্ছিত্তি—আবরণেনাপি বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃৎ।

বিপ্রলম্ভ—দূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথবা মিথঃ। অতীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে॥

বিভাব—তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ।

বিভ্রম—বিভ্রমো ভাবহাল্যাদি-কৃষ্ণাদান-বিপর্য্যয়ঃ।

বিয়োগ—বিয়োগো নিজসঙ্গেন বিচ্ছেদো দয়িতস্য যঃ।

বিলাস—মুখরাগেক্ষণগতিস্থানাসনভ্রুকর্ম্মণাম্। সম্ভ্রমেণ তু যো ন্যাসো বিলাস ইতীর্য্যতে। গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্। তাৎকালিকস্তু বৈশিষ্ট্যাৎ বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজঃ।

বিলোক—ইষ্টৈষ্যপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিলোকঃ স্যাদবজ্ঞয়া।

বিষাদ—ইষ্টানবাপ্তি-প্রারব্ধকার্য্যাসিদ্ধি-বিপত্তিতঃ। অপরাধাদিতোঽপি স্যাদনুতাপো বিষাদতা।

বীভৎস—পূর্ত্তিং নিজবিভাবাদৈর্দুগুপ্সারতিরাগতা। অসৌ শুক্লিরসো বীরৈ বীভৎসাখ্য ইতীষ্যতে।

বেপথু—বিস্রাসামর্ষহর্ষাদ্যৈর্বেপথু র্গাত্রলোলতা।

বৈবর্ণ্য—বিষাদরোষভীত্যাদে বৈবর্ণ্যং বর্ণবিক্রিয়া।

বৈয়গ্র্য—বৈয়গ্র্যং ভাবগাম্ভীর্য্য-বিক্ষোভাসহতোচ্যতে।

বোধ—অবিদ্যামোহনিদ্রাদে র্জ্ঞাংসাবোধঃ প্রবুদ্ধতা।

ব্যপদেশ—জন্মব্যাজেন কেনাপি ব্যপদেশোঽত্র কথ্যতে।

ব্যাধি—অভীষ্টালাভতো ব্যাধিঃ পীড়িমোত্তাপলক্ষণঃ।

শান্তি—অত্যাকৃতস্য ভাবস্য বিলয়ঃ শান্তিরুচ্যতে।

শাবল্য—শবলত্বং তু ভাবানাং সংবর্দ্ধঃ স্যাৎ পরস্পরম্।

সঙ্কুলা—এষাং (প্রীত্যাদিভাবানাং) যথোত্তরাণাং সন্নিপাতেন সঙ্কুলা।

সন্ধি—স্বরূপয়োর্দ্বিয়োর্বাঽপি সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিঃ।

সমুৎকণ্ঠা—সমুৎকণ্ঠা নিজাভীষ্টলাভায় ত্বরমূহতা।

সম্বন্ধানুজ্ঞা—সা সম্বন্ধানুজ্ঞা ত্বক্তিঃ প্রোচ্যতে সন্নিবাদ্যদি যা পিতৃত্বাদিসম্বন্ধ-মননারোপবাক্যিকা।

সম্ভোগ—দ্বয়োর্মিলিতয়োর্ভোগঃ সম্ভোগঃ ইতি কীর্ত্ত্যতে।

সাধক—উৎপন্নরতয়স্তত্র সম্যক্ নৈর্ব্যাময়ত্বাগতাঃ। কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকৃতে যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

সাম—প্রিয়বাক্যস্য রচনং যুক্তং তৎ সাম গীয়তে।

সিদ্ধা—অবিজ্ঞাতাবিলম্বেষাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতা ক্রিয়াঃ। সিদ্ধাঃ স্যুঃ সাধতঃ প্রেমসৌখ্যাস্বাদপরাণোঃ। সংপ্রাপ্ত-সিদ্ধঃ সিদ্ধা নিত্যাসিদ্ধাশ্চ তে দ্বিধা।

সুপ্তি—সুপ্তির্নিদ্রা বিভাবা স্যাদ্যোগমার্গাতুভাবাত্মিকা।

সৌন্দর্য্য—অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিবেশো যথোচিতম্। সুশ্লিষ্ট-সন্ধিবন্ধঃ স্যাত্তৎ সৌন্দর্য্যমিতীষ্যতে।

স্বাধিভাব—অধিরূঢ়ান্ সিরূঢ়াংশ্চ ভাবান যো বশতাং নয়েৎ। সুরাজেব বিরাজেত স স্বাধী ভাব উচ্যতে।

স্নেহ সান্দ্রাত্মিকভবং কুর্ব্বন্ প্রেমা স্নেহ ইতীষ্যতে। আকৃষ্ট পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিত্তীপনীসনঃ। হৃদয়ত্ব দ্রাবয়ত্বেষ স্নেহঃ।

স্বকীয়া—কৃতগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ। পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ।

স্বরভেদ—বিষাদবিস্ময়ামর্ষ-হর্ষভীত্যাদিসম্ভবম্। বৈবর্ণ্যাৎ স্বরভেদঃ স্যাদ্যেন গদ্গদিকাদয়ঃ।

স্বরূপ—আবৃতং প্রকটঞ্চেতি স্বরূপং কথিতং দ্বিধা। অনাবৃতং যতঃ সিদ্ধং স্বরূপং ভাব ইষ্যতে।

স্বেদ—স্বেদো হর্ষ-ভয়-ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকস্তনোঃ।

হার্দ্দ—প্রসাদ আশয়ো যঃ স্যাৎ স হার্দ্দ ইতি কথ্যতে।

হাব—গ্রীবা-রেচক-সংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদিবিকাশকৃৎ। ভাবা-খ্যং প্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে।

হেলা—হাব এব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তশৃঙ্গারসূচকঃ।

শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

ভারতবর্ষীয় চাতুর্ব্বর্ণ্যস্থিত আর্য্যগণ চারিটী আশ্রমে অবস্থিত। এই আশ্রমবিভাগ বর্ণবিভাগের সহিত উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমের যে কোন একটীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া বর্ণধর্ম্ম সংরক্ষিত হয়। যাঁহাদের বর্ণ আছে, পরিচয় আছে, তাঁহাদেরই আশ্রমের প্রয়োজন। বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম সামাজিক বিধানের অন্তর্গত। যাঁহারা সামাজিক বর্ণের ও আশ্রমের নিকট কিছু প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণ আশা করেন তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে প্রাচীন নিবন্ধ বিধিনিষেধ পালন-রক্ষণ দ্বারা সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

সামাজিক মানবের দুইটী বৃত্তি উভয়ই সমাজের কল্যাণার্থ প্রযুক্তা হয়। সমাজে যাহাতে কোনপ্রকার অশ্রীতির উদয় না হয় এরূপ উদ্দেশে সামাজিক আর্য্যগণ বিধি, নিষেধ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে সকল ব্যবস্থা ও আচার প্রতিপালিত হয়, তাহার ফলস্বরূপ বর্ণাদিলাভ ও পুণ্য-

সকলাদি গৌণ উদ্দেশ্যও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। মানবের কর্ম্মাত্মিকা বৃত্তির জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম, পিত্রাদি-তর্পণ, সন্ধ্যাবন্দনাদি আচার, ব্রত, পুণ্যতীর্থবাস, পবিত্র সলিলে স্নান প্রভৃতি বিধি ও জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তির জন্য দেব-বিপ্রাদির পূজা, গুরুজনের সম্মান, আচার্য্যবানের জ্ঞানপ্রাপ্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রসমূহে নিবদ্ধ আছে। যাঁহারা এই বৃত্তি-দ্বয়ের চরিতার্থতার বাসনায় আত্মসুখ, ব্রহ্ম প্রভৃতি নিকৃষ্ট অভাব-সকলের প্রাপ্তি-লোভে ক্রিয়া করেন তাঁহারা সমাজের হীনস্থানীয়।

সমাজের অন্তরালে থাকিয়া গুহ্যজ্ঞানী সম্প্রদায় বিপ্রায় ভোজন করত সমাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করেন। যোগী সম্প্রদায় স্ব-স্ব অভাব সঙ্কোচ করিয়া সুখলাভ সম্ভবপর জানাইয়া সাংসারিক জীবগণের ত্যাগজনিত সুখভোগের আসক্তি বৃদ্ধি করেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দার্শনিকগণ স্ব-স্ব প্রক্রিয়ার দ্বারা সুখ-প্রয়াসীকে আহ্বান করেন এবং ক্রিয়াজনিত ফলে সুখী করিয়া সমাজের কল্যাণ করেন।

বর্ণধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের ন্যায় শ্রীবৈষ্ণবের ব্যবহারের সাদৃশ্য থাকিলেও তাঁহারা সমাজকে পোষণ করা বা তাহার কল্যাণের জন্য সহায়তা করা উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের ক্রিয়া দ্বারা সমাজ পুষ্ট হউক বা সমাজের সর্ব্বনাশ হউক এচিন্তা হৃদয়াকাশকে পূর্ণ করে না। শ্রীবৈষ্ণব বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রম চতুষ্টয়ের নিকট নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত, ন'ন। তাঁহার ক্রিয়া বর্ণবিধি অতিক্রম করিল বা আশ্রম নিয়ম মানিল না এজন্য তিনি কাহারও নিকট সঙ্কোচিত নহেন; যেহেতু ভগবদ্ভক্তি-বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাঁহার ক্রিয়াসমূহ ন্যস্ত। শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হউন বা ম্লেচ্ছ চণ্ডাল হউন একই কথা। গৃহস্থ হউন বা ভিক্ষু হউন তাঁহার গৌরব বা অগৌরব নাই। ভগবদ্ভক্তির জন্য শ্রীবৈষ্ণব নরক লাভ করুন বা স্বর্গলাভ করুন একই কথা। ভগবৎ-প্রাপ্তিতেও তাঁহার যে প্রেম ভগবদ্বিরহেও সে প্রেমের খর্ব্বতা নাই। শ্রীবৈষ্ণব কিছুই আশা করেন না। তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। ব্রহ্মকামীর অভাব-বশেই তিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের ঔৎকর্ষে মুগ্ধ। প্রাপ্তি হইলেই তাঁহার চিরবাঞ্ছিত ব্রহ্মরূপ চমৎকারিতা হেয় লাভ করে। ব্রহ্মকামী বাস্তিক নিগড়ে নিতান্ত অস্থির। শ্রীবৈষ্ণবের তাহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি নাই। শ্রীবৈষ্ণবের আবির্ভাব, ক্রিয়া-কলাপ সমস্তই বাহ্যিক কামকলাপ্রস্থ ক্রিয়াকারিগণের মত হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত পৃথক্।

শ্রীবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই জানিয়া মধ্যে মধ্যে অনেকে শ্রীবৈষ্ণবকে তাঁহার বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন ও সামাজিকগণের ন্যায় তাঁহাকে চারি আশ্রমের একটীর মধ্যে প্রোথিত করিবার চেষ্টা করেন। এ-চেষ্টা নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত, সামাজিক চেষ্টা-বিশেষ। পতিত-পাবন জগতের একমাত্র পরমগুরু শ্রীগৌরাঙ্গের চিন্ময় আবির্ভাবলীলা দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্বসংশয় বিদূরিত হয়। পরবিদ্যাশাস্ত্র বেদে লিখিত আছে "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি-শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" ভগবচ্চরিত্র দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্বসংশয়ের ছেদন হয়। কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, হৃদয়গ্রন্থি-ভেদ হইয়া সত্যের উপলব্ধি হয়। সদাচার পরায়ণ দশসংস্কারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও পরাবর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চিন্ময় চরিত্র অবলোকন করিবার পূর্ব্বে সংশয়হীন হইতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যচরিত্র পরাবর যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনিই জানেন যে শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহেন, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু নহেন। তিনি ঐগুলি হইতে পৃথক্—গোপীজনবল্লভের দাসানুদাস। তাঁহার আর স্বতন্ত্র পরিচয় নাই। আমি ব্রহ্ম বা অণু ইত্যাদি অনিত্য মায়িক বিচার তাঁহাকে স্পর্শ করে না। ঘটাকাশ, মহাকাশ, রজ্জুসর্প, প্রতিবিম্ব প্রভৃতি অনিত্য যুক্তিগুলির স্বরূপ প্রাপ্তির পর আর কোন প্রয়োজন থাকে না। আজকাল কতকগুলি ব্যক্তি শ্রীবৈষ্ণব শব্দকে এরূপ ঘৃণা ও বিপরীত অর্থ-সংযোগ দ্বারা সামাজিক করিবার চেষ্টা করিয়া কিরূপ অবৈষ্ণবতাচরণ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিতেও কষ্ট বোধ হয়। তাহারা মায়িক অনিত্য পরিচয়ে শ্রীবৈষ্ণবত্বকে কলুষিত করিয়া সামাজিক প্রতিপন্ন হইবার প্রয়াস করিয়াছে মাত্র।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের চিন্ময় লীলার অপ্রকটের কিছুকাল পরেই বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়, স্মার্ত্তকর্ম্মী ব্রাহ্মণগণ, জ্ঞানী হেতুবাদিগণ শ্রীবৈষ্ণবকে যতদূর কলঙ্কিত করিতে পারেন সহায়তা করিবার ছলে অপেক্ষা

কলুষিত করিয়াছেন। এখনও ঐরূপ শ্রেণীর লোকদিগের অভাব নাই। ক্রমে ক্রমে এইরূপ শ্রেণীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ব্রাহ্মণ করিবার চেষ্টা, শ্রীঈশ্বরপুরীকে শূদ্র বা ব্রাহ্মণ বর্ণাভিধানে কুণ্ঠিত করিবার প্রয়াস ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের শ্রীবৈষ্ণবশিক্ষা-প্রদানের অক্ষমতা বা ক্ষমতা প্রভৃতি স্থাপনের নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত সামাজিক উদ্দেশ্য বিশেষ। এই সকল উদ্দেশ্য ভক্তিবৃদ্ধির সহায়তা করে নাই। অতএব ভক্ত বৈষ্ণবের এ সকল ক্রিয়া আদরণীয় নহে। শ্রীবৈষ্ণবের সর্ব্বদা এইটী স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে তিনি শ্রীগোপীজনদাস দাসানুদাস পরতন্ত্র, স্বাধীন নহেন। স্বাধীনতা তাঁহাতে সম্ভবপর নহে, যেহেতু তাঁহার তদীয়স্বরূপ স্মৃতিতে ধর্ম্ম বিক্রয় দ্বারা তিনি কৃষ্ণদাস্য লাভ করিয়াছেন। এখন যদি বৈকুণ্ঠবাস্য জীবের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত বিতর্কসকল হৃদয়ে স্থান পায় তাহা হইলে তাহার কেবল কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্যাভিমান স্বপটতাবশতঃ কৃষ্ণের নিকট বিক্রীত হইয়াছে, বস্তুতঃ তদীয়স্বরূপ মায়ার নিকট বিক্রয় করিয়া মায়াদাস হইয়া সে-ব্যক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যস্ত। কৃত্রিম কৃষ্ণদাস, শ্রীবৈষ্ণব হইতে বহুদূরে অবস্থিত। তিনি প্রেমভক্তির সাধনের পরিবর্ত্তে কামের সাধনে অমিতা দুঃখ নিবৃত্তি করিতেছেন মাত্র। এই শ্রেণীর ব্যক্তির জন্যই সামাজিকগণ বিধিনিষেধ-সকল স্থাপন করিয়াছেন।

প্রাচীন-প্রসঙ্গ

[শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট লিখিত অমৃত বাজারের স্বনামধন্য শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের একটি পত্র]

শ্রীগৌরাঙ্গ

প্রণাম নিবেদনমিদং

আপনার নূতন গ্রন্থ পাইলাম। ভক্তগণ ক্লেশ করিয়া আহরণ করেন, আর আমরা দীনহীন তাহার দ্বারা জীবন রক্ষা করি। আপনাকে অনেকে ভক্তিবিনোদ আখ্যা দিয়াছেন; কিন্তু আমি আপনাকে সপ্তম গোস্বামী ভাবি। প্রকট সময়ে ছয় গোস্বামী ছিলেন, অপ্রকট সময়ে আপনি গোস্বামী। আপনি ধন্য ও আপনার কৃপা পাইলে আমি ধন্য হইব। আপনি প্রভু-প্রেরিত, এই শুষ্ককালে আপনি সনাতনধর্ম্ম সজীব করিতেছেন। আপনার গ্রন্থ (শ্রীধাম-পরিক্রমা) এখনও পাঠ করি নাই, স্পর্শ করিয়াছি, তাহাতেই অঙ্গ শীতল হইয়াছে।

নবদ্বীপ স্থাপন করিলেন, কিন্তু নবদ্বীপেশ্বরী কোথা? ঈশ্বরী ব্যতীত নবদ্বীপ শূন্যময়। তাঁহাকে আনয়ন করুন, করিয়া আমার ন্যায় কোটি কোটি জীবকে চিরকালে আবদ্ধ করুন।

সকলে একত্র হইয়া নবদ্বীপেশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে চাকিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহাতে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্যথিত হইয়া তাঁহার প্রিয়দাস শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে স্বপ্ন দিয়া গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল বিগ্রহ অর্পণ করেন। ইহার বৃত্তান্ত "নরোত্তম-বিলাস" গ্রন্থে ও "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে দেখিয়াছেন। সে বিগ্রহ অদ্যাপি শ্রীখেতুরীতে বিরাজ করিতেছেন। ঠাকুর ভগবান্ গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ আদেশ পালন করার অধিকারী কেবল আপনাকে নয়ন-গোচর হয়। এই নিমিত্ত কাতর হইয়া আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় লইলাম। দেবী-সম্বন্ধে অনেক কথা চৈতন্যমঙ্গলে আছে। 'ভক্তিরত্নাকরে' কিছু পাওয়া যায়, আর বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগলধ্যানের বিষয় লিখিয়াছেন। • • এতদ্ভিন্ন কিংবদন্তী দ্বারা বহুতর সংবাদ পাইবেন। কিমধিক, আমি আপনার নিতান্ত আশ্রিত বলিয়া জানিবেন।

প্রণাম

শ্রীশিশির কুমার ঘোষ দাস

88 Deoghor via .Vaidyanath

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী লক্ষ্ণৌ বেকাবাগস্থ-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজুদের প্রসাদের ঠাকুর বাড়ীতে গত ২৩শে বৈশাখ রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত 'শ্রীকৃষ্ণলীলা' ও 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে চরিতকথা কীর্ত্তন করেন। সভায় বহু উচ্চপদস্থ শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৪শে বৈশাখ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে কবির শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজতম শ্রীল রায় রামানন্দ গোস্বামী প্রভুর বিরহ-মহোৎসব সংকীর্ত্তন-মুখে সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ দিবস রাত্রি ৮টা হইতে কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "রায় রামানন্দ-সংবাদ" প্রসঙ্গ পাঠ, এবং মধ্যাহ্নে ২৫ জন লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে একটি মহতী সভায় মিঃ ই. ডি দেসাবস্তারম্ ব্যাড্‌ভোকেট মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীপাদ ব্রজগোপাল ব্রহ্মচারীজী 'শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর চরিতগাথা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-কাহিনী" সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে সভাপতি মহোদয়ের তেলেগু ভাষায় বক্তৃতা ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

উপদেষ্টক শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ২৪শে বৈশাখ হইতে ২রা জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত সপ্ত দিবস-কাল শ্রীযুক্ত পি, এন্, দে বার্চ্চেণ্ট মহোদয়ের কাশীর বাঙ্গালী-টোলাস্থিত বাসভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার কাশীর খ্রীষ্টীয় সঙ্ঘের ইউরোপীয়ান্ সেক্রেটারী Mr. Rev. S. R. Hollywood ও Mr. H. K. Dey স্বামীজী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীনেত্রানন্দ ব্রহ্মচারীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন।

ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ তীর্থ মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ পঞ্জাব জেলার বেরহামপুরাদি স্থানসমূহে বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

স্বামীজী মহারাজ গত ২৮শে বৈশাখ শ্রীযুক্ত রাধা-মোহন পট্টনায়ক ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ২৯শে বৈশাখ মিঃ বেঙ্কটেশ্বর রাও ব্যাড্‌ভোকেট মহাশয়ের গৃহে "গীতার শিক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং ৩০শে বৈশাখ "আন্ধ্র-ভাষানিবর্দ্ধিনী সমিতি"-গৃহে মান্যবর গোরাচাঁদ পট্টনায়ক এম্-এল্-এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। ৩০শে বৈশাখ প্রাতে একটি বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া সহরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করেন।

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ হরিবাসর দিবস স্বামীজী সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ২রা জ্যৈষ্ঠ মিঃ রঙ্গনাথ ব্যাড্‌ভোকেট মহোদয়ের সভাপতিত্বে "শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরামানুজাচার্য্যের দর্শন" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রত্যেক দিন বহু উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বামীজীর চেতনময়ী শ্রীচৈতন্যবাণী ও মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য আসিতেন।

গত ৩০শে বৈশাখ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কএকজন ব্রহ্মচারিসহ হাওড়া জেলার অন্তর্গত কাম্রপাট গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিমলকৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১লা ও ২রা জ্যৈষ্ঠ ধর্ম্মতলায় পরপর দুইটি বক্তৃতা ও ৩রা জ্যৈষ্ঠ ভবানীপুর বাজারে "শ্রীচৈতন্যদেব ও জীবে দয়া" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রতি দিবস বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি সভায় উপস্থিত থাকিয়া পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন।

স্বামীজী মহারাজ গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ রতনপোতা গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত হীরালাল দাস মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং কএকদিন পর কলিকাতা হইয়া পুনরায় হাজারীবাগ জেলায় প্রচারার্থ গমন করেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ১০ই মে রবিবার দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রচারার্থে বহির্গত হইয়া হাওড়া জেলার অন্তর্গত কাছপাট গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাটীতে শুভাগমন করেন। ঐ দিবস শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ পাত্রাল মহাশয়ের বহির্বাটীতে রাত্রি ৮।০ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পূর্ব্বনোপাখ্যান-পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয় সভাধিক লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন।

এতদ্ব্যতীত স্বামীজী মহারাজ ১লা জ্যৈষ্ঠ হইতে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত উক্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে ক্রমান্বয়ে "শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার দান" "সাধু ও গুরুতত্ত্ব" "শ্রীচৈতন্যদেব ও জীবে দয়া" ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী মহারাজের চিত্তাকর্ষণী বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী নিত্যকল্যাণ লাভে উন্মুখ হইয়াছেন। প্রত্যেক তারিখেই বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত-প্রবণ-সদনে গত ৩০শে বৈশাখ সন্ধ্যায় "জীবে-দয়া" সম্বন্ধে এবং ৭ই জ্যৈষ্ঠ "শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে অতি সরল ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। এই উভয় দিবস বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় সংবাদদাতার তড়িৎবার্ত্তায় প্রকাশ—শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রেয় ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সিলহটিয়ায় গত ৩রা হইতে ৯ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত যথাক্রমে "জীবের পরম ধর্ম্ম", "সমন্বয়ের যুগে গীতার বাণী" ও "শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান-বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বহু শিক্ষিত সজ্জন উক্ত সভায় প্রতিদিন উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা শ্রবণে পরমোপকৃত হইয়াছেন। স্থানীয় সজ্জনগণ জিজ্ঞাসু হইয়া ভক্তিশাস্ত্রীজীর নিকট আসিতেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদনমোহনদেব পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীজগন্নাথ পুরীস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিয়মিত ভাবে সকালে, সন্ধ্যায় ও দ্বিপ্রহরে পাঠ-কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইতেছে। বর্ত্তমান সপ্তাহে আলোচিত হয় শ্রীগুরু আচার্য্যদেবের আনুগত্যময় জীবন যাপনই আমাদের আত্মমঙ্গলের একমাত্র উপায়। দুঃসঙ্গ ও প্রতিষ্ঠাদি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ কায়-মনোবাক্যে—হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাই শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্য। এতদ্ব্যতীত শ্রীভক্তি-বিনোদবাণীবৈভব, সরস্বতী-সংলাপ, শ্রীল আচার্য্যকথা-প্রসঙ্গ, নদীয়াপ্রকাশ, গৌড়ীয় প্রভৃতি গ্রন্থও আলোচিত হইতেছে।

রায় রামানন্দের মিলনস্থান কড়ুরের নিকটবর্ত্তী মার্কণ্ডেয় নামক গ্রামে স্থানীয় জমিদার প্রকাশ নারায়ণ মহোদয়ের ভবনে গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীপাদ ব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক মহোদয় শুদ্ধ-ভক্তির কথা প্রচার করেন। কড়ুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামে হরিকথা প্রচারের ফলে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ শ্রীগৌর-সুন্দরের নিজজনের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতেছেন।

গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ ও ১৪ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার বিহার-শরিফ নালন্দা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাহা এম্-এ মহাশয় ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া শ্রীযুক্ত সুপতি রঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল, শ্রীপাদ শিবদ-বাস্তব-বিগ্রহ বিদ্যারত্ন বি এ, গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্য-পুরাণতীর্থ ও শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর পাড়ি বি-এ মহাশয়ের সহিত পারমার্থিক নানাবিষয়ের আলোচনা করেন। উক্ত অধ্যাপক মহাশয় শ্রীমঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে প্রথম দিবস যোগদান করিয়া গৌড়ীয়সম্পাদকের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সেইদিন "হরিভজন না হইলে ক্ষতি কি ?"—এবিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল।

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে 'হরিভজন ও সংসার" সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্পাদকের বক্তৃতা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির (politics) প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এবং

প্রবেশের ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানের কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পরমারাধ্য পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের অনুপস্থিতিতে তাঁহার আনুগত্যে অবস্থান করিয়া অকপট সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের চিত্তবিনোদন বাণী কীর্তন করিতেছেন।

ভূমিকায় বাণী শ্রবণ করিয়া বহু জীবের নিত্য মঙ্গল লাভ হইতেছে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা তাঁহার বাণীতে যে অনবদ্য-দৃঢ়তা রহিয়াছে, তাহাতে ভক্তের ছদ্মচাহি ও নাস্তিক মুহূর্তের মধ্যে ছিন্ন হয়।

শ্রীপুরুষোত্তমে উৎকল সমাগত শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের লীলাক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমে অভিযান করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছেন। আগামী ২রা শ্রীবৈষ্ণবাগ্রণী শ্রীশ্রীলপাদের পতিত গোস্বামিপ্রভু ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ মহামহোৎসব শ্রীপুরুষোত্তমধামে অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীগৌড়মণ্ডলে ঠাকুরের ভজনস্থলী শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপেও এই বিরহ-মহামহোৎসব শ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে সম্পন্ন হইবে। আগামী ৩রা আষাঢ় শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জন মহোৎসব, ৪ঠা আষাঢ় শ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা ও শ্রীশ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুর বিরহ মহামহোৎসব। ৭ই আষাঢ় শ্রীদেবশয়নী, ১২ই শ্রাবণ শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা ও শ্রীশয়ন একাদশী।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর প্রভু অনর্গল হরিকথা কীর্তন করিয়া সাধক-জীবনের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই মহাত্মার অহৈতুক শরণাগতিময় চরিত্রের কথা শতমুখে কীর্তন করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তিনি শ্রীল আচার্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদিষ্ট সেবা করিবার জন্য শ্রীল রায় রামানন্দের পন্থা অনুসরণ করিয়া রাজকার্য পরিত্যাগ পূর্বক সঙ্কল্প গৌড়ীয়মিশনের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও শরণাগতি অতুলনীয়। আধ্যক্ষিকতা ও শরণাগতির মধ্যে যে পার্থক্য বর্ত্তমান, তাহা তাঁহার চরিত্র সর্বক্ষণ সাক্ষ্য দিতেছে।

পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় পাবনা জেলায় সাহাজাদপুর, চাটুরিয়া জগন্নাথপুর, নাকালিয়া, বেলাইদহ প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া ময়মনসিংহ জেলার নহিষাবাটী নগরে কয়েকদিন যাবৎ হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী স্থানীয় ঠাকুরবাটীর জগন্নাথ মন্দিরের নাট্যমন্দিরে বহুলোক পরিবৃতা এক সভায় ২ দিবস 'ভাগবতধর্ম্ম' ও 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় বাজারে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনবিহারী বাবুর বাসায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "কপিলদেবের জননী দেবহূতিকে উপদেশ" প্রসঙ্গ অবলম্বনে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল পাঠমুখে বহু বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় বহু ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিবস বিভিন্ন বাটীতে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ এবং ব্যাখ্যা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ দাস মহোদয়ের আগ্রহাতিশয্যে প্রচারকগণ দুই মাইল দূরস্থ দেওয়ার গ্রামে বহু ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা-পরিবৃতা একটী সভায় সনাতনধর্ম্ম ও 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' বিষয়াবলম্বনে প্রায় ২ ঘণ্টার অধিককাল বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রত্যহ বক্তৃতার আদি ও অন্তে কীর্তন হয়।

চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আগত প্রায়। যাঁহারা শয়ন একাদশী করিয়া চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত আরম্ভ করেন, তাঁহারা শ্রীহরির শয়ন হইতেই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করিবেন।

শাস্ত্রবিধানে শ্রাদ্ধ

রংপুর জিলার সিঙ্গেশ্বরী গোপালরাড়-গ্রাম নিবাসী গৌড়ীয়মঠাশ্রিত স্বধামগত শ্রীব্রজনারায়ণ দাসাধিকারী মহোদয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের আনুগত্যে শ্রীপাদ হরিনারায়ণ দাসাধিকারীর পৌরোহিত্যে শাস্ত্রবিধানে সম্পন্ন হইয়াছে।

হাওড়া জেলার অন্তর্গত উত্তর মৌড়ী নিবাসী স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহাশয়ের শ্রাদ্ধকার্য্য বৈষ্ণবস্মৃতি বিধানে তদীয় সহধর্ম্মিণী সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-সংখ্যা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

এতাবত্যে বিহরন্ মহাপ্রভুরেকঃ।
নিত্যং হৃদাম্বুজে মম স্ফুরতু স্বরূপঃ॥
যদ্ভক্তিরেব সুলভা ন তু মুক্তিভক্তি-
র্নিষ্কিঞ্চনৈক-শরণৈর্ন যতোঽন্যদস্তি॥

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-সংখ্যা

—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর

"নিত্য" নিয়া প্রাণ হরয়॥

১৭শ খণ্ড } শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৫। আষাঢ়, ১৩৪৬; ১৭ই জুন, ১৯৩৯ }

ভক্তিতত্ত্ব-বিবেক—প্রথম প্রবন্ধ *

ভক্তির স্বরূপবিবেক

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

যুগপদ্রাজতে যস্মিন্ [illegible]
দলে চ কৃষ্ণচৈতন্য পঞ্চতত্ত্বাত্মিকা স্বয়ং
গৌরেঙ্গস্য [illegible]
ভক্তিতত্ত্ববিবেকোঽয়ং শ্রদ্ধয়া বক্তুমিচ্ছতি॥
বিশ্ববৈষ্ণবরাজস্য কৃপয়ৈবাকিঞ্চনস্য মে
প্রতিষ্ঠিরস্থাম ভূয়াৎ বলং ভক্তজনৈঃ ক্ষমা

বঙ্গাব্দ ১২৮৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ, রবিবারে শ্রীবিনোদের সভার অনুরক্ত-বিহগগণ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও পরম পদ পাঠ করেন। উহা তাঁহার স্বরচিত। তাঁহার বিরহতিথির বাসরে ও পরমটি প্রকাশিত

হে অম্বরজ বৈকুণ্ঠমহোদয়গণ!

বিশুদ্ধহরিভক্তি আস্বাদন ও বিশুদ্ধহরিভক্তি প্রচারই আমাদের এই সভার উদ্দেশ্য। অতএব বিশুদ্ধহরিভক্তি যে কি, তাহা আমাদের সর্ব্বাগ্রেই আলোচনা করা কর্ত্তব্য। এই পবিত্র আলোচনার দ্বারা আমাদের দুইটী ফললাভ হইবে। প্রথমতঃ বিশুদ্ধহরিভক্তি বুঝিতে পারিলে আর আমাদের কিছুই অজ্ঞাত থাকিবে না; আমরা অমিশ্রভাবে তাহা আস্বাদন করিয়া চরিতার্থ হইব। দ্বিতীয়তঃ চারিদিক হইতে দুর্ভাগ্যক্রমে নানা প্রকার মিশ্র মত আসিয়া আমাদের বুদ্ধিকে এতদূর দূষিত করে যে, পবিত্র-হরিভক্তি হইতে চ্যুত হইয়া আমরা মিশ্র মতকেই আদর করিতে থাকি। শুদ্ধা ভক্তি জানিলে সেরূপ মিশ্রমত হইতে রক্ষা পাইব। মিশ্রমত অপেক্ষা আমাদের শত্রু আর নাই। যাঁহারা বলেন যে, ভক্তি কিছু নয়, ঈশ্বর একটী ভাব-মাত্র, কল্পনাশক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিয়া আমরাই ভক্তিরূপ একটী চিত্ত-ব্যাধিকে বরণ করিয়াছি, তাঁহারা আমাদের প্রতিপক্ষ হইলেও ততদূর অনিষ্ট করিতে সক্ষম হন না, যেহেতু আমরা সহজে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারি এবং আমাদের সহজ রুচি দ্বারা উচ্চালিত হইয়া তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারি। কিন্তু যাঁহারা বলেন যে, ঈশভক্তিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, অথচ শুদ্ধভক্তির বিপরীত সিদ্ধান্ত ও আচারকে শিক্ষা দেন, তাঁহারা আমাদের অধিকতর অনিষ্ট করেন। ভক্তিচ্ছলে বিপরীত তত্ত্বে নীত করিয়া আমাদিগকে অবশেষে ঈশভক্তি হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। এইজন্য আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ অনেক যত্নসহকারে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করত আমাদিগকে মিশ্র মত হইতে মুহুর্মুহুঃ সতর্ক করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের উপদেশগুলি ক্রমশঃ আলোচনা করিতে থাকিব। শুদ্ধভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিবার উদ্দেশে তাঁহারা ভূরি ভূরি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থখানি অত্যন্ত উপাদেয়। উক্ত গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামী শুদ্ধভক্তির সামান্যলক্ষণে এই শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অন্যাভিলাষিতাশূন্য এবং জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে আনুকূল্যময় অনুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলি।

এই শ্লোকটীর এক একটী শব্দের বিশেষ আলোচনা না করিলে ভক্তির লক্ষণ বুঝা যাইবে না। এই শ্লোকে যে উত্তমা ভক্তি বলা হইয়াছে তাহার অর্থ কি? উত্তমা ভক্তি এই শব্দের দ্বারা কি আর একটী অধমা ভক্তি আছে ইহা বুঝিতে হইবে, কি আর কিছু? উত্তমা ভক্তির অর্থ এই যে, শুদ্ধা বা অমিশ্রা অবস্থায় যখন ভক্তি-লতিকা হয় তখন তাঁহাকে উত্তমা ভক্তি বলি। উত্তম জল বলিলে যেরূপ নির্ম্মল জলকে বুঝিতে হয় অর্থাৎ জলে কোন প্রকার অন্য দ্রব্য, ঘ্রাণ বা বর্ণ মিশ্রিত নাই এরূপ বুঝিতে হয়, সেইরূপ উত্তমা ভক্তি শব্দে নির্ম্মল, নির্গুণ, অমিশ্র, কেবলা ও অকিঞ্চনা ভক্তি বুঝিতে হইবে। এই সকল বিশেষণ দ্বারা ভক্তির অন্যথা বুঝিতে হইবে না বরং ভক্তির অন্যথা-ভাব-বর্জ্জিত হইলে শুদ্ধ স্বভাবই লক্ষিত হইবে। কেবল ভক্তি-শব্দটী ব্যবহার করিলে যে অর্থ হয়, ঐ সমস্ত বিশেষণ দ্বারা সেই অর্থই হইবে। তবে কি ভক্তিরসাচার্য্য শ্রীরূপ গোস্বামী অকারণ উত্তমা বিশেষণটী ব্যবহার করিয়াছেন? উত্তর, না। যেমত অনেকস্থলে সমল জল দেখিতে পাওয়ায় জলপানকর্ত্তা স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, এই পানীয় জল কি নির্ম্মল (Filtered)? সেইরূপ অনেক স্থলে মিশ্রা ভক্তি লক্ষিত হওয়ায় উত্তমা ভক্তির লক্ষণ করা আচার্য্যের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। বস্তুতঃ রসাচার্য্য মহাশয় কেবল ভক্তিরই লক্ষণ করিয়াছেন। ছল ভক্তি, প্রতিবিম্ব ভক্তি, ছায়া ভক্তি, কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রভৃতি ভাবসকল যে ভক্তি নয় তাহা ক্রমশঃ বিচারিত হইবে।

ভক্তির স্বরূপলক্ষণ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইল যে, আনুকূল্যময় কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। এই শ্লোকে অনুশীলন শব্দটীর অর্থ-বিচারে 'গুণমহত্ত্বমনী'-টীকাকার শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয় লিখিয়াছেন যে, অনুশীলন শব্দের অর্থ দ্বিবিধ। আদৌ প্রবৃত্তিনিবৃত্তি-স্বরূপ কায়বাঙ্-মানসচেষ্টারূপ। দ্বিতীয়তঃ প্রীতি-বিষয়ালম্বক মনের ভাবরূপ। দ্বিবিধ হইলেও, ভাবরূপ অনুশীলন চেষ্টারূপ অনুশীলনের অন্তর্গত। অতএব চেষ্টা ও ভাব উভয়ই পরস্পর উপমর্দ্দন করত চেষ্টাই একমাত্র অনুশীলনের লক্ষণ-রূপে পর্য্যবসিত হয়। কৃষ্ণ সম্বন্ধে কায়বাঙ্মানসীয় চেষ্টা আনুকূল্যাত্মিকা হইলেই ভক্তিনাম লাভ করে। কৃষ্ণের

প্রভৃতি কংস-শিশুপালাদির ন্যায় অন্তরঙ্গ প্রতিকূল চেষ্টা থাকিলেও সে চেষ্টা ভক্তি-নাম প্রাপ্ত হয় না। অনুকূল চেষ্টাই ভক্তি। ভজ্ ধাতু হইতে 'ভক্তি' শব্দ সাধিত হয়। অতএব গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিসাধনকোবিদৈঃ॥

এই শ্লোকানুসারে কৃষ্ণসেবাকেই ভক্তি বলা হইয়াছে। সেবাই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। জীব ও কৃষ্ণের সেবক-সেব্য ভাবই নিত্য।

মূলে যে কৃষ্ণানুশীলন-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল-ভক্তি শব্দের একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেই চরম বিশ্রাম। শ্রীকৃষ্ণ-রূপ ও শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণাদি অন্যান্য রূপেও ভক্তির ক্রিয়া হয়। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-রূপে ভক্তির যতদূর পূর্ণ ক্রিয়া হয় অন্যান্য রূপে তদপেক্ষা ন্যূনতা লক্ষিত হয়। এই বিষয়টী ভক্তির বিষয়-বিচারে পরে সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইবে। সম্প্রতি এই পর্য্যন্ত জ্ঞাতব্য যে, ভগবত্তত্ত্ব ব্যতীত ভক্তির বিষয়ান্তর নাই। তত্ত্ব ত্রিবিধ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব। স্বরূপতঃ তত্ত্ব এক ও অখণ্ড হইলেও জীবের তত্ত্বালোচনার অধিকার-তারতম্যক্রমে ঐ তত্ত্ব ত্রিবিধাকারে লক্ষিত হয়। কেবল জ্ঞানমার্গে যাঁহারা তত্ত্ব দর্শন করিতে যত্ন করেন, তাঁহারা ব্রহ্ম বই আর চরমে কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহারা এই মায়িক জগতের গুণগণকে ব্যতিরেক ভাবে* চিন্তা করিতে করিতে মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবার যে আধ্যাত্মিক চেষ্টা করেন, তদ্দ্বারা সমস্ত মায়ার বিপরীত গুণগণকে সঙ্কলীভূত করত একটী অচিন্ত্য, অব্যক্ত, নিরবয়ব, নিরাকার, নির্ব্বিকার ব্রহ্মতে অবস্থিত হইয়া তত্ত্ব দর্শন করিয়াছি এরূপ মনে করেন। বস্তুতঃ মায়িক গুণসঙ্গের অভাব হইলেই যে বস্তু-লাভ হয় ইহার প্রমাণ কি? আধ্যাত্মিক তার্কিকগণ নির্গুণ শ্রুতিগণকে প্রমাণ বলিয়া উক্তি করিয়া থাকেন। তাঁহার চক্ষু নাই, তিনি অবাঙ্‌মনসো-গোচর, তাঁহার শ্রোত্র নাই, তাঁহার অবয়ব নাই, এরূপ নির্ব্বিশেষ শ্রুতিবাক্য অনেক আছে বটে; কিন্তু শ্রীকবিকর্ণপূরকৃত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় ধৃত শ্রীমৎ প্রবুদ্ধানন্দ-বাক্য দৃষ্টি করিলে ঐ তর্কের সম্পূর্ণ নিরসন হয়।

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

যে যে শ্রুতিবাক্য নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের কল্পনা করে, সেই সেই শ্রুতিবাক্যেই সবিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ আছে। ভালরূপে শ্রুতিসমূহের সমন্বয় করিতে পারিলে সবিশেষ তত্ত্বই বলবান্ হইয়া পড়ে। যথা,—কোন স্থলে শ্রুতি বলিলেন যে, তাঁহার কর, চরণ, শ্রোত্র নাই, কিন্তু তাহাতেই দৃষ্ট হইবে যে, তিনি সকলই করেন, সর্ব্বত্র গমন করেন এবং সমস্ত বিষয় শ্রবণ করেন। ইহার শুদ্ধ মীমাংসা এই যে, বদ্ধজীবগণের ন্যায় তাঁহার প্রাকৃত করচরণাদি নাই, তাঁহার যে নিত্য বিগ্রহ আছে, তাহা বিশুদ্ধ চিন্ময়, প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত।

ফলতঃ কেবল-জ্ঞানমার্গে আলোচনা করিতে গেলে নিরাকার ব্রহ্মকেই চরম বলিয়া প্রতীত হয়। ইহার মর্ম্ম এই—এই যে, কেবলজ্ঞান প্রাকৃত বস্তু অর্থাৎ প্রাকৃত জগৎ হইতে আমরা যে বোধ লাভ করি তাহাতে যে সিদ্ধান্তই করা যাইবে তাহা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে অর্থাৎ হয় জড়ীয় সিদ্ধান্ত হইবে নতুবা ব্যতিরেক সিদ্ধান্ত দ্বারা জড়ের একটী বিপরীত তত্ত্ব গঠিত হইবে। চিন্ময় পরমতত্ত্ব তাহাতে দুর্লভ। শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বাদীদিগের প্রাপ্য তত্ত্ব এইরূপে নিরূপণ করিয়াছেন,—

"প্রথমতঃ শ্রোতৃণামেব বিবেকপ্রাবল্যেন যাবতা জগদ্-ব্যতিরিক্তং চিন্মাত্রং বস্তূপস্থিতং ভবতি। তস্মিংশ্চিন্মাত্রেপি বস্তুনি যে বিশেষাঃ স্বরূপভূতশক্তিসিদ্ধাঃ ভগবদ্বাদিরূপা বর্ত্তন্তে তানস্তু তে বিবেক্তুং ন ক্ষমন্তে। যথা রজনী খদ্যোতিনী জ্যোতির্মাত্রত্বেপি যে মণ্ডলাস্তর্বহিশ্চ দিবাবিমানাদি-পরস্পর-পৃথগ্‌ভূত-রশ্মিপরমাণুরূপা বিশেষা স্তাংশ্চর্ম্মচক্ষুঃ স্বয়ং। পূর্ব্বঞ্চ যদি মহতঃ কৃপাবিশেষেণ দিব্যদৃষ্টিতা ভবতি তদা বিশেষোপলব্ধিশ্চ ভবেৎ ন চ নির্ব্বিশেষচিন্মাত্র-ব্রহ্মানুভবেন তন্নীন এব ভবতি। ইদমেব স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে ইত্যনেন শ্রীগীতাসূক্তং। স্বস্য তস্য আত্মনো ভাবো ভাবনা আত্ম-নাধিক্যতা বর্ত্তমানত্বাং অধ্যাত্মশব্দেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ॥"

শ্রীজীব গোস্বামীর বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, অন্তরিন্দ্রিয় বৃত্তি দ্বারা যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয় তখন মায়াতিরিক্ত চিন্মাত্র বস্তুর দিগ্‌দর্শন হয় মাত্র, কিন্তু তৎসঙ্গে যে চিদ্বিশেষ

* বিচারে অন্বয় ও ব্যতিরেক দুইটী প্রণালী আছে। বস্তুর সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বিচার করাকে অন্বয় ও অন্যনিরূপণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক বিচার করাকে ব্যতিরেক বলা হইয়াছে।

আছে, তাহার দর্শন হয় না। যে ঐক্য সবিশেষ-তত্ত্ববৈচিত্র্যের শুষ্ক লাভ হয় তাহাই ব্রহ্মস্বরূপ অনর্থ হইতে রক্ষা হয়।

কেবল যোগমার্গে যাঁহারা তত্ত্বানুশীলন করেন তাঁহারা অবশেষে বিশ্বব্যাপী পরমাত্মতত্ত্বের বিরাম লাভ করেন, শুদ্ধ ভগবত্তত্ত্ব লাভ করিতে পারেন না। পরমাত্মা, ঈশ্বর, সগুণ বিষ্ণু প্রভৃতি যে-সকল বাক্য শ্রুত হওয়া যায়, সে সমুদয়ই যোগমার্গের অনুসন্ধেয়। এই মার্গে কিছু কিছু ভক্তির লক্ষণ আছে, কিন্তু শুদ্ধভক্তি নাই। ভাগবত-ধর্ম্মের অন্তর্গত যত ধর্ম্ম জগতে আছে সে সমুদয়ই এই পরমাত্মানুসন্ধানরূপ যোগ-বিশেষ। চরম ফল যে ইহারা সকলেই ভাগবতধর্ম্মে বিশ্রাম করিবেন এরূপ আশা করা যায় না, কেননা, যোগমার্গের যে-সকল সোপান আছে তাহাতে অনেক বাধাও ও অবশেষে অহংগ্রহোপাসনা* ইহা কেবল মধ্যাধিকারীর মধ্যে পতনের অত্যন্ত সম্ভাবনা। এই মার্গে পরমেশ্বরের নিত্য বিগ্রহ দর্শন ও চিন্ময়ের বিশেষ-ধর্ম্মের লাভ নাই। উপাসনাকালে যে বিগ্রহ কল্পনা করা যায়, তাহা হয় বিরাট্‌মূর্ত্তি অথবা জলস্থাবর্ত্তী ছিদ্রোৎপন্নমূর্ত্তি বস্তুতঃ ঐ ঐ মূর্ত্তির নিত্যতা নাই। ইহাকেই পরমাত্ম-দর্শন বলে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান অপেক্ষা এই মার্গ শ্রেষ্ঠ হইলেও ইহা সম্যক্ সিদ্ধমার্গ নয়। অষ্টাঙ্গযোগ, হঠযোগ, কুণ্ডলযোগ ইত্যাদি সপ্তপ্রকার যোগই ইহার অন্তর্গত রাজযোগ বা অধ্যাত্মযোগ কতকটা এই মার্গে স্থিত হইলেও অনেক স্থলে জ্ঞানমার্গের অন্তর্গত। সিদ্ধান্ত এই যে, পরমাত্ম-দর্শনকে শুদ্ধভক্তি বলা যায় না। এই বিষয়ে ভক্তিসন্দর্ভে কথিত হইয়াছে,—"অন্তর্যামিস্বময়-মায়া-শক্তিপ্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টং পরমাত্মেতি।" অন্তর্যামিস্বময় মায়াশক্তিপ্রচুর চিচ্ছক্তির অংশবিশিষ্ট তত্ত্বের নাম পরমাত্মা।

জগৎ সৃষ্টি হইলে পর ভগবানের যে অংশ মায়া শক্তির অধীশ্বররূপে জগতে প্রবেশ করত এই জগতের নিয়ামকরূপে অধিষ্ঠিত তিনিই জগদীশ্বর বা বিশ্বব্যাপী পুরুষ বিষ্ণু। এজন্য পরমনিত্য ভগবত্তত্ত্ব হইতে এই তত্ত্বের ন্যূনতা স্বতঃসিদ্ধ।

কেবল-ভক্তিমার্গে যে তত্ত্ব লক্ষিত হয় তাহার নাম ভগবান্। ভক্তিসন্দর্ভে ভগবত্তত্ত্বের এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়,—

পরিপূর্ণস্বরূপশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি।

ভগবান্ সম্পূর্ণ চিন্ময় সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট। তিনি জগৎ সৃষ্টি হইলে পরমাত্মারূপ অংশ-বিশেষক্রমে জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত বিরাড়াত্মগামী-স্বরূপে এবং জীবের অন্তর্ভূত হইয়া ক্ষিরোদকশায়ী ও গর্ভোদকশায়িরূপে বিরাজমান। পুনশ্চ সমস্ত মায়িক জগতের ব্যতিরেক তত্ত্বরূপ নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব দ্বারা ব্রহ্ম-স্বরূপে প্রকাশিত হন। অতএব ভগবান্‌ই মূল তত্ত্ব ও পরিপূর্ণ বস্তু-বিশেষ। তাঁহার স্বরূপ-বিগ্রহ চিন্ময়। সমস্ত আনন্দই তাঁহাতে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। তাঁহার শক্তি অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য, কখনই কোন ভাব-জ্ঞান-গত বিধির বশীভূত নয়। সেই অবিচিন্ত্য শক্তির বিবিধ প্রভাবক্রমে সমস্ত নিত্য ও বিশ্বস্থ জীবসমূহের বিধান হইয়াছে। জীব-শক্তি-নিঃসৃত জীবসমূহ তাঁহার একান্ত আনুগত্য-ধর্ম্ম ভজন করিয়া চরিতার্থ হয়। সেই আনুগত্য-ধর্ম্মের নাম ভক্তি। ভক্তি কেবল স্বীয় চিন্ময় চক্ষে তাঁহার অপ্রমেয়† সৌন্দর্য্য দর্শন করে। জ্ঞান বা যোগ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জ্ঞানকে আনিয়া যদি ভগবত্তত্ত্বে যোজনা করা যায়, তবে ঐ তত্ত্ব বস্তুহীনপ্রায় বস্তুর অভাব-স্বরূপ হইয়া পড়িবে। যোগকে যদি তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত করা যায়, তবে ঐ অপরিসীম পরমতত্ত্ব অতি সঙ্কীর্ণ জড়জগতে লুক্কায়িত পরমাত্মস্বরূপে প্রতীয়মান হইবে। ভক্তি অতি পবিত্র বস্তু। ভক্তি কখনই ভগবানের ভগবত্তার হানি দেখিতে পায় না। যদিও কোন স্থানে দেখে, তাহা সহ্য করিতে পারে না।

পরমতত্ত্বের এবম্ভূত ত্রিবিধাবির্ভাবের মধ্যে ভগবত্তত্ত্বরূপ আবির্ভাবই ভক্তির বিষয়। কিন্তু ভগবদাবির্ভাবেও একটী তাত্ত্বিক ভেদ আছে। স্বরূপ-শক্তির পূর্ণৈশ্বর্য্য-প্রকাশস্থলে ভগবদাবির্ভাবটী পরব্যোমনাথ দেবদেব নারায়ণস্বরূপে ভাসমান হন। স্বরূপ-শক্তির পূর্ণমাধুর্য্য-প্রকাশস্থলে ভগবদাবির্ভাবটী শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে ভাসমান হন। ঐশ্বর্য্য সর্ব্বত্র বলবান্ হইলেও মাধুর্য্যের প্রভাবে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। জড় জগতে এই কথাটীর তুলনা নাই, উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। জড় জগতে মাধুর্য্য অপেক্ষা ঐশ্বর্য্য বলবান্। কিন্তু চিজ্জগতে ইহার বিপরীত। চিজ্জগতে ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্য উচ্চ ও শক্তিমান্। হে অন্তরঙ্গ

* আমিই ঈশ্বর এইরূপ অভিমানপূর্ব্বক যোগাসনে করার নাম অহংগ্রহোপাসনা।

† যাহার সমান নাই বা অধিক নাই।

ভক্তগণ! আপনারা একবার ঐশ্বর্য্য ধ্যান করত মাধুর্য্য-তত্ত্বকে হৃদয়ে প্রেমের সহিত আনিয়া দেখুন, তাহা হইলেই এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। জড়ে যেরূপ সূর্য্যালোকে চন্দ্রালোক লীন হয়, মাধুর্য্যাস্বাদ হৃদয়ে উদিত হইলে ঐশ্বর্য্যের আস্বাদ আর সুখকর বোধ হইবে না। এই কারণেই শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন যে,—

লিঙ্গাস্তরস্বভেদেঽপি শ্রীনৃকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

নারায়ণ ও কৃষ্ণ-স্বরূপ সিদ্ধান্তক্রমে অভেদ হইলেও রসাধিক্যক্রমে কৃষ্ণরূপটী উৎকৃষ্ট হয়। যেহেতু রসতত্ত্বের এইরূপ অবস্থান। এই সকল তত্ত্ব ক্রমশঃ অধিকতর স্পষ্ট হইয়া পড়িবে। এইস্থলে এই মাত্র জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আনুকূল্যময় অনুশীলনই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। যাহা মূলে কথিত হইয়াছে তাহা সিদ্ধ হইল।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যতা ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃততা এই ভক্তির তটস্থ লক্ষণ। "বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্ব্ব-মবাপ্যতে"—এই শ্লোকার্দ্ধের দ্বারা 'ভক্তিসন্দর্ভে' ভক্তির তটস্থ-লক্ষণ বিচারিত হইয়াছে। শ্লোকার্দ্ধের অর্থ এই যে, আমি যে বিষ্ণু-ভক্তির কথা বলিতেছি, সেই ভক্তি দ্বারা জীব সকলই প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্তির যে আশা তাহারই নাম অভিলাষিতা। অন্যাভিলাষিতা শব্দে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ভক্তির স্বীয় উন্নতি ও উৎকর্ষ প্রাপ্তির যে অভিলাষ তাহা পরিত্যাজ্য। সাধনভক্তি ভাবস্বরূপতা লাভ করিবার যে অভিলাষ করে তাহা উত্তম, কিন্তু তদ্ভিন্ন সমস্ত অভিলাষই পরিত্যাজ্য। অন্য অভিলাষ দুই প্রকার অর্থাৎ ভুক্তি ও মুক্তি-প্রাপ্তির অভিলাষ। এই স্থলে শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

যে পর্য্যন্ত ভুক্তি ও মুক্তি-বাঞ্ছারূপ দুইটী পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে, সে-পর্য্যন্ত স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির যে পবিত্র সুখ তাহার কিছুমাত্র উদয় হয় না। কায়িক ও মানসিক ভোগ-মাত্রই ভুক্তি-শব্দার্থগর্ভ। ইহ জন্মে আরোগ্য, সুখাদ্য-প্রাপ্তি বলবীর্য্যাদি-লাভ, ধনলাভ, গৃহলাভ, স্ত্রীলাভ, জয়লাভ, সন্তানপ্রাপ্তি, যশ ও প্রতিষ্ঠা-লাভ, উচ্চপদ-লাভ ইত্যাদি যত প্রকার সুখ-ভোগ আছে সকলই ভুক্তির অন্তর্গত। মরণান্তে ব্রহ্মের-সাম্য, রাজকুলে জন্ম, স্বর্গলাভ, ব্রহ্ম-লোকাদি-লাভ প্রভৃতি যত প্রকার পারলৌকিক সুখ আছে, সে সমস্তই ভুক্তি। অষ্টাঙ্গ যোগাদির দ্বারা যে অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধি ও অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য্য আশা করা যায়, সে সমস্তই ভুক্তি। মুক্তি-পিশাচী হৃদয়ে চালিত হইলেই কামবশ হইয়া কাম-ক্রোধাদি ষড়্বর্গের বশীভূত। মাৎসর্য্য সহজেই হৃদয়কে অধিকার করিয়া লয়। অতএব শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিতে হইলে ভুক্তিবাঞ্ছা একেবারেই দূর করা উচিত। ভুক্তিবাঞ্ছা দূর করিতে হইলেই যে বদ্ধজীবের বিষয় ছাড়িয়া বনে যাইতে হয় এরূপ নয়। **বনে গেলে বা সন্ন্যাসী হইলেই বা ভুক্তি-বাঞ্ছা কিরূপে ছাড়ে? বিষয়ে অবস্থিত হইয়া বিষয়াগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিসম্বন্ধে আগ্রহ করিলেই ভুক্তিবাঞ্ছা দূর হয়।** অতএব শ্রীরূপ বলিয়াছেন,—

কৃচিদ্যদৃচ্ছয়া তত্র জনস্য ভজনে হরেঃ।
বিষয়েষু গরিষ্ঠোঽপি রাগঃ প্রায়ো বিলীয়তে॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

যে সময় কৃষ্ণ-ভজনে জীবের রুচি হয়, তখন জীবের রাগ বিষয়ে গরিষ্ঠরূপে থাকিলেও তাহা ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। তখন অনাসক্তভাবে বিষয়সকল আবশ্যক-মতে স্বীকার করত ঐ সকল বিষয়কে কৃষ্ণ-সম্বন্ধী করিয়া যে আচরণ করেন, তাহাকে যুক্ত-বৈরাগ্য বলে। ঐ অবস্থায় হরিসম্বন্ধী বস্তুসকলকে প্রাপঞ্চিক* জ্ঞান করিয়া জড়-মুক্তিবাঞ্ছা ক্রমে যাঁহারা ত্যাগ করিয়া যান, তাঁহাদের বৈরাগ্য ফল্গু বা তুচ্ছ। শরীরী জীবের পক্ষে বিষয়ত্যাগ সম্ভব নয়। কিন্তু বিষয়ের যে বহির্ম্মুখপ্রবৃত্তি তাহা দূর করত সমস্ত বিষয়েই ভগবদ্ভাবকে মিশ্রিত করিয়া বিষয় স্বীকার করিলে আর বৈষয়িক হইতে হয় না। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই কয়টী বিষয়। সংসারকে এরূপ ব্যবস্থা-পিত করা উচিত যে, সমস্ত রূপেই কৃষ্ণ সম্বন্ধ দেখা যায় অর্থাৎ হয় শ্রীবিগ্রহ, নয় ভাগবতরূপ কৃষ্ণের উত্থান-বাটীকা, নদী, পথ প্রভৃতি দেখা যায়, সমস্ত রসে কৃষ্ণপ্রসাদ পাওয়া

* প্রাপঞ্চিক = জড় সম্বন্ধীয়।

সমস্ত গ্রন্থে শ্রদ্ধাই সর্ব্ব উপদেষ্ট হয়, সমস্ত শ্লোকই কৃষ্ণভক্তিকে সদা বলিয়া জ্ঞান থাকে এবং ভক্তি-কথা বা কৃষ্ণলীলাদির কথা শ্রবণ করা যায়। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে বিষয়ে আর ভগবদ্বহির্মুখতা থাকে না। ভোগের যে সুখ তাহা আস্বাদন করিলেই মুক্তি সহজেই হৃদয়কে আক্রমণ করে। শ্রীরঘুনাথ সমস্ত বিষয়-গ্রহণরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে মুক্তি-বাঞ্ছা দূর হয় এবং শুদ্ধা ভক্তির অভ্যুদয় হয়। যেমত মুক্তি-বাঞ্ছা দূর করা কর্ত্তব্য, তদ্রূপ মুক্তিবাঞ্ছাও দূর করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। মুক্তি সম্বন্ধে একটু নিগূঢ় বিচার আছে। শাস্ত্রে পঞ্চবিধ মুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা,—

সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

ভক্তিদেবী কহিলেন,—হে মাতঃ! যাঁহারা আমার নিজ-জন অর্থাৎ শুদ্ধভক্ত তাঁহাদিগকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও একত্বরূপ পঞ্চবিধ-মুক্তি প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না। কেবল সেবাকে গ্রহণ করেন। সালোক্য-মুক্তিতে ভগবল্লোকপ্রাপ্তি। ভগবানের সহিত সমান ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির নাম সার্ষ্টি। ভগবৎসমীপতা-লাভের নাম সামীপ্য। চতুর্ভুজ আকার-প্রাপ্তির নাম সারূপ্য। সাযুজ্য-লাভের নাম একত্ব। সাযুজ্য দুই প্রকার, ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য। ব্রহ্মজ্ঞান চরমে জীবকে ব্রহ্মসাযুজ্য প্রদান করে। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রানুসারে আচরণ করিলে ব্রহ্মসাযুজ্য হয়। পাতঞ্জলীয় যোগানুষ্ঠানটী সুন্দররূপে করিতে পারিলে কৈবল্য-রূপ ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ হয়। ভক্তের পক্ষে উভয় সাযুজ্যই অত্যন্ত গর্হিত। যাহাদের চরমে সাযুজ্য-লাভের আশা থাকে, তাহারা যে ভক্তির আচরণ করে, তাহা সকৈতব অর্থাৎ অনিত্য ও ধূর্ত্ততাপরিপূর্ণ। তাহারা ভক্তিকে নিত্যধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে সক্ষম হয় না। ভক্তি তাহাদের নিকট কেবল ব্রহ্মলয়ের উপায়-স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হন। অতএব আধ্যাত্মিক চেষ্টাবান্ পুরুষদিগের নিকট ভক্তির নিতান্ত দুর্দ্দশা। সাযুজ্য-মুক্তিকে যাঁহারা শেষ ফল বলিয়া জানেন, তাঁহাদের হৃদয়ে কখনই শুদ্ধা ভক্তি উদিত হইতে পারে না। অন্যান্য প্রকার মুক্তি সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন, যথা—

অত্র ত্যাজ্যাতটস্থোক্তা মুক্তিঃ পঞ্চবিধাপি চেৎ।
সালোক্যাদিস্তদাপাত্র উক্ত্যা নাতি বিরুদ্ধ্যতে ॥
সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি।
সালোক্যাদি দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাসুখাং মতা ॥
কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য্যভুজ একান্তিনো হরেঃ।
নৈবাঙ্গীকুর্ব্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি ॥

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ মুক্তিই ভক্তের পরিত্যাজ্য বলিয়া উক্ত হইলেও সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সার্ষ্টি এই চারিপ্রকার মুক্তি ভক্তির অত্যন্ত বিরোধী নয়। উক্ত চারি প্রকার মুক্তি পাত্রবিশেষে সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা * এবং প্রেমসেবোত্তররূপ † দুই প্রকার আকার ধারণ করে। যাঁহারা অহংগ্রহোপাসনা প্রভৃতি উপায় দ্বারা বৈকুণ্ঠ লাভ করেন তাঁহারা ঐ মুক্তিক্রমে সুখ ও ঐশ্বর্য্যরূপ ফল প্রাপ্ত হন। সেবকগণ ঐ প্রকার মুক্তি কোনক্রমেই স্বীকার করেন না। কিন্তু একান্তী প্রেমমাধুর্য্য-মত্ত হরিভক্তগণ উক্ত পঞ্চ প্রকার মুক্তির কোনটীকেই অঙ্গীকার করেন না। অতএব শুদ্ধভক্তদিগের মুক্তিবাঞ্ছা কদাপি থাকে না। এই প্রকার বিচার দ্বারা ভক্তির অনন্যাভিলাষিতা সিদ্ধ হয়। ইহাই ভক্তির একটী তটস্থ § লক্ষণ।

জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত থাকা ভক্তির আর একটী তটস্থ লক্ষণ আছে। জ্ঞানকর্ম্মাদি শব্দে যে 'আদি' পদ আছে, তাহা-দ্বারা অষ্টাঙ্গযোগ, বৈরাগ্য, সাংখ্যাভ্যাস শুদ্ধ প্রেমের জন্য জড়-সুখাদির আশ্রয় ইত্যাদি ঔপাধিক ধর্ম্মসকলকে বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ভক্তি জীবের আনুকূল্যময় কৃষ্ণানুশীলন। জীব চিন্ময়, কৃষ্ণও চিন্ময় এবং ভক্তিবৃত্তি যদ্দ্বারা জীব কৃষ্ণের সহিত নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তাহাও বিশুদ্ধ চিন্ময়ী। জীব শুদ্ধাবস্থায় থাকিলে ভক্তিবৃত্তির স্বরূপ লক্ষণই একা কার্য্য করে। তখন তটস্থ লক্ষণের অবসর থাকে না। জীব বদ্ধ হইলে জড় জগতে অবস্থিত হইয়া ভক্তির স্বরূপ-পরিচয়ের সহিত

---

* যাহার উত্তররূপ অর্থাৎ আনুষঙ্গিক সুখ ও ঐশ্বর্য্য।

† যাহার উত্তররূপ প্রেমসেবা।

§ বস্তুতত্ত্ব-সম্বন্ধে বস্তু। যে লক্ষণ তাহাই সেই বস্তুর তটস্থ লক্ষণ। বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া তাহার যে লক্ষণ করা যায় তাহার নাম স্বরূপ লক্ষণ; যথা,—জল তরল বলিলে স্বরূপ লক্ষণ হয়। জল মাটির ন্যায় কঠিন নয়, বলিলে তটস্থ লক্ষণ হয়।

দুইটী তটস্থ পরিচয় সুতরাং উপস্থিত হয়। জড় জগতে জীবের অন্য অভিলাষ আছে বলিয়া শুদ্ধভক্তির পরিচয়-স্থলে সুতরাং অন্যাভিলাষিতাশূন্যতার পরিচয় দিতে হয়। চিজ্জগতে সে পরিচয়ের আবশ্যক থাকে না। সংসাররূপে পতিত হইয়া নানা প্রকার বহির্ম্মুখ কার্য্যে জীবের অত্যন্ত কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ একটী রোগ তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। সেই রোগের বিষদাহে প্রপীড়িত হইয়া যে সময় কূপ হইতে উদ্ধার হইবার বাসনা জন্মে তখনই জীব চিন্তা করিতে থাকেন—"আহা! আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা! আমি এই দুরন্ত ভবসাগরে পতিত হইয়া অপার বাসনারূপ ঊর্ম্মি দ্বারা ইতস্ততঃ নীত হইতেছি। সময়ে সময়ে কাম-ক্রোধাদি-রূপ নক্রগণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, করিতেছি। আমার ত' আশাসূর্য্য আর আমাকে দেখা দেন না। আমি কি করি? আমার কি কেহ বন্ধু নাই! আমার কি আর রক্ষার উপায় নাই! আমি কি করিলে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার হই তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না! হায়! আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা!" এইরূপ বলিতে বলিতে জীব নিরস্ত হইয়া পড়েন। তখন পরম কারুণিক কৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপূর্ব্বক তাহার হৃদয়ে পবিত্র ভক্তিলতার বীজ-স্বরূপ শ্রদ্ধা নামক একটী অসম্পূর্ণ ভাব নিক্ষেপ করেন। সেই বীজ সাধন-পর্ব্বের অনুশীলন দ্বারা পুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হয়। অবশেষে জীবের সৌভাগ্যোদয় হইলে ভক্তিলতায় প্রেমরূপ ফলের উৎপত্তি করে। শ্রদ্ধাবীজের পুষ্টিক্রম আমি ক্রমশঃ দেখাইতে থাকিব। কিন্তু এখন ঐ পর্য্যন্ত জানা উচিত যে, যে-দিবস ঐ শ্রদ্ধা-বীজের লাভ হয়, সেই দিন হইতে জীব-হৃদয়ে ভক্তি-দেবীর উদয়। শ্রদ্ধারূপা ভক্তি একটী সুকুমারী বালিকা। জীবের হৃদয়ে তাঁহার অবস্থিতি হইলে সেই সময় হইতে বিশেষ সতর্কতার সহিত তাঁহাকে নিরোগ অবস্থায় রাখা কর্ত্তব্য। যেমত সুকুমার বালককে গৃহস্থ অতি যত্নে রৌদ্র, শীত, দুষ্ট কীট, ক্ষুধা, পিপাসা হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করেন, জীবও তদ্রূপ নবপ্রসূতা শ্রদ্ধাদেবীকে সমস্ত অভদ্র হইতে অনাবৃত রাখিবেন, নতুবা জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, জড়াসক্তি, শুষ্ক বৈরাগ্যাদির অনিষ্টকর সংসর্গ-বশতঃ শ্রদ্ধা ক্রমশঃ উত্তমা ভক্তিরূপে পরিদৃষ্ট হইতে পারে না। অনর্থমিশ্র হইয়া ক্রমশঃ অন্যাকার ধারণ করিতে থাকেন। ক্রমশঃ ঐ শ্রদ্ধাদেবী ভক্তিরূপা না হইয়া অনর্থরূপা হইয়া পড়েন। যে পর্য্যন্ত প্রকৃত সাধুসঙ্গরূপ ধাত্রীদ্বারা সেবিতা হইয়া এবং ভজনরূপ ঔষধ-পথ্যাদিক্রমে অনর্থ-মুক্ত হইয়া শ্রদ্ধাদেবী নিষ্ঠারূপে উন্নতা না হন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার পতাকা-রিষ্ট দূর হয় না। নিষ্ঠা হইলে আর কোন অনর্থই তাঁহাকে সহজে পরাজয় করিতে পারে না। শ্রদ্ধাদেবীকে যত্নে পুষ্ট না করিলে জ্ঞান, বৈরাগ্য, আধ্যাত্মিক বিচার, সাংখ্যাদি অভ্যাস প্রভৃতি কীট, মশক ও মন্দ বায়ু দ্বারা তিনি দূষিতা হইয়া পড়েন। বদ্ধাবস্থায় জীবের জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি অনিবার্য্য; কিন্তু ঐ সকল জ্ঞানাদি ভাব যদি বিশুদ্ধ ভক্তের হয়, তবে তাহারা ভক্তিকে নষ্ট করে। অতএব শ্রীজীবগোস্বামী এস্থলে জ্ঞান শব্দে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানকে বলেন। নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিতান্ত দূষীকরণীয় ভজনীয়বস্তুসন্ধানজ্ঞান-রূপ ভগবজ্জ্ঞান ভক্তি-চেষ্টার সহায়। এই স্থলে বিবেচ্য এই যে, যখন জ্ঞান অগ্রে উপস্থিত হইয়া ভক্তিকে উৎপন্ন করিতে প্রস্তাবনা করে, তখন সেই জ্ঞান শুষ্ক, কিন্তু শ্রদ্ধার অনুশীলন করিতে করিতে জীব, মায়া ও ঈশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধ-নিরূপক যে জ্ঞানোদয় হয় তাহা ভক্তির সহকারী, তাহার নাম অহৈতুক জ্ঞান। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূত মহাশয় বলিয়াছেন—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া দেখুন যে, জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা আবৃত না হইয়া অর্থাৎ ঐ সকল ভাবকে স্বীয় পরিচারকরূপে রাখিয়া, অন্যাভিলাষশূন্যতা-সহকারে আনুকূল্যময় কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তি। ভক্তিই জীবের একমাত্র আনন্দময়ী প্রবৃত্তি, আর সমস্ত প্রবৃত্তিই বহির্ম্মুখ। ভক্তির সাহায্য পাইলে কর্ম্ম কখন কখন আরোপসিদ্ধা ভক্তিরূপে পরিচিত হন। ভক্তির সাহায্য পাইলে জ্ঞান কখন কখন সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিরূপে পরিচিত হন। কিন্তু কোন সময়েই উহারা স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি হইতে পারে না। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি কৈতবশূন্যা অমিশ্রানন্দ-স্বরূপা আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি সকৈতবা, মিশ্রভাব প্রকাশিনী। হে অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবগণ! আপনাদের স্বভাবতঃ স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিতেই রুচি হয়। আরোপসিদ্ধা বা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিতে রুচি হয় না। যেহেতু উহারা স্বরূপতঃ ভক্তি নয়। ভক্তি নামটী অন্যলোক

দ্বারা তত্ত্বতঃ অর্পিত হইয়াছে। তাহাদিগকে ভক্তি বলা যায় না, ভক্ত্যাভাস বলা যায়। যদি সৌভাগ্যক্রমে ভক্ত্যাভাস দ্বারা ভক্তির স্বরূপের প্রতি শ্রদ্ধা হয় তবেই উহারা ক্রমে ভক্তিরূপে পরিণত হয়। কিন্তু তাহা সহজ নয়। তাহাতে প্রায়ই শুদ্ধভক্তি হইতে জীবের চ্যুতি হয় বলিয়া স্বরূপসিদ্ধ ভক্তিকে বরণ করিবার ভূরি ভূরি উপদেশ।

হে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ! আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অদ্য শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ বর্ণন করিলাম। পূর্ব্বাচার্য্য মহোদয়গণের পূর্ব্বাপর বাক্য সমূহ অনুশীলনপূর্ব্বক তাঁহাদের মনোভাব স্বল্পাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে আমি এই নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করিলাম,—

পূর্ণচিদাত্মকে কৃষ্ণে তদধীনাণু-চিদাত্মনঃ।
উপাধিরহিতা চেষ্টা ভক্তিঃ স্বাভাবিকী মতা॥

শ্রীকৃষ্ণ বৃহচ্চৈতন্য সর্ব্বদা পূর্ণশক্তিসম্পন্ন, সূর্য্যস্থানীয় তত্ত্ববিশেষ, জীব তাঁহার কিরণস্থানীয় অণুচৈতন্য-স্বরূপ তত্ত্ববিশেষ। পূর্ণচৈতন্যের প্রতি অণুচৈতন্যের স্বাভাবিকী উপাধিরহিতা যে চেষ্টা তাহাই ভক্তি। অন্যাভিলাষ ও জ্ঞান, কর্ম্মাদির প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি উপাধি। স্বাভাবিকী চেষ্টা বলিলে আনুকূল্যময় অনুশীলনকেই বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

শ্রীশ্রীগৌরজন-বিরহতিথি

অদ্য অমাবস্যার-রজনিতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দুই নিজ-জন শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-তিথি। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবের শতবর্ষ-পরিপূর্ত্তি-উৎসব গতবৎসর অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার অপ্রকট লীলারও শতবর্ষের একদশ অর্থাৎ পঞ্চত্রিংশতি বৎসর পরিপূর্ণ হইল। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শুদ্ধভক্তিধারার সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিত্যসুহৃদ্বর শ্রীশ্রীলগৌরকিশোর প্রভুও শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-লীলার একবৎসর পরেই নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। যাঁহারা আমাদিগকে এই কাম-ক্রোধ-নক্র-মকরাদিসঙ্কুল, ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, উত্তাল-তরঙ্গায়িত ভবসাগর হইতে রক্ষা করিবেন, তাঁহারা একে একে সকলেই অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই অপ্রকটলীলা প্রকট-লীলা হইতেও ঔদার্য্যময়ী। কেননা, তাঁহাদের প্রকট-লীলায় আমাদের আধ্যক্ষিকতা তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম-নখের সৌন্দর্য্য ও ঔদার্য্য অনেক সময়ই বুঝিতে দেয় না। দাঁত থাকিতে যেরূপ দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না, তদ্রূপ সাধু-মহাজন প্রকট থাকিতে তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপার মহত্ত্বের কণা উপলব্ধির বিষয় হয় না; অধিক কি, তাঁহাদের সাধুত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধেও আমরা নানাপ্রকার সংশয়যুক্ত থাকি। যাঁহাকে আমরা আমাদের অনন্ত জীবনের একমাত্র নিয়ামক, কর্ণধার, আরাধ্য ও ইষ্টবস্তু জ্ঞান করি, সেই গুরুপাদপদ্মের মহতী করুণাময়ী প্রকটলীলা বিস্তার-সত্ত্বেও যখন আমাদের কর্ণকুহরে বাস্তব-সত্যের বাণী প্রবেশ করে না, যখন আমরা লঘু হইয়াও নিজকে গুরু অর্থাৎ গুরু অপেক্ষাও 'বুঝদার' মনে করি, যখন আনুগত্যহীন স্বতন্ত্র কাপট্যপূর্ণ জীবনকেই আদর করিতে থাকি, তখন সেই গুরুপাদপদ্ম অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে অধিকতর করুণা করেন। মহাপ্রভুর পরমোদার্য্যময়ী নবদ্বীপ-লীলায় মায়াবাদী, পড়ুয়া পাষণ্ডিগণের উদ্ধার না হওয়ায় মহাপ্রভু সন্ন্যাস-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রকট-লীলায় আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি অর্থাৎ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিবার কুবুদ্ধি সংশোধিত না হওয়ায় তিনি অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন। অতএব গুরুবর্গের অপ্রকট-লীলা বা বিরহ তাঁহাদের প্রকট-লীলা অপেক্ষা অধিকতর ভুবনমঙ্গলময়ী ও জড়সম্ভোগবাদের মস্তকে লগুড়স্বরূপ হইয়া আমার সহজ-ভজন অপ্রাকৃত-বিরহের উদ্বোধনকারিণী।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলায়ও যাহাদের চৈতন্য না হয়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাদপদ্মে শরণাগতি উপস্থিত না হয়, তাহাদের চিত্তবৃত্তি প্রস্তর হইতেও কঠিন। গুরুবর্গের বিরহ-লীলায়

যদি আমাদের জন্ম বিগলিত না হয়, অর্থাৎ ভোগবাদ বা প্রভুত্বের কামনা, আনুগত্যহীন স্বতন্ত্র জীবন যাপন করিবার পিপাসা, ভবসমুদ্রে কর্ণধারহীন হইয়া ভেলাতরণী ভাসাইবার প্রচেষ্টা, মৌখিক আনুগত্যের ছলনায় কপটতাযুক্ত দাম্ভিকতা, বৈষ্ণবের নিত্য অস্তিত্বে অবিশ্বাস, বৈষ্ণবের সহিত প্রতিযোগিতার পিপাসা, বৈষ্ণব-পক্ষাশ্রয় ও বৈষ্ণব-সেবার নামে মহতের নির্য্যাতন ও নিন্দা, শ্রৌত-শিক্ষা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আধাক্ষিকতা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর বিশ্বাস, কৃষ্ণ ও গুরুপাদপদ্মই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা—এই বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে জাগতিক বল-ভরসার প্রতি বিশ্বাস, অনুক্ষণ গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে তৃণাদপি সুনীচ হইয়া হরিকীর্ত্তন করিবার পরিবর্ত্তে প্রভুত্ব ও বৈষ্ণব-নিন্দার প্রতি প্রীতি, ভ্রম-প্রমাদাদিদুষ্ট সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের দ্বারা সাধু ও অসাধু নির্ণয়, নিজের চিত্ত সংশোধিত করিবার পরিবর্ত্তে অর্থাৎ নিজে শিষ্য হইবার পরিবর্ত্তে গুরুদেবকে সংশোধিত, নিয়মিত, দণ্ডিত বা শিষ্য করিবার চেষ্টা প্রভৃতি শত শত বৈষ্ণবাপরাধের উপশাখার উদ্গম হয়, তবে গুরু ও গৌরজনের মহাবদান্যময়ী অপ্রকট-লীলার কৃপা হইতেও আমরা বঞ্চিত হইয়াছি, জানিতে হইবে।

আমাদের পূর্ব্ব গুরু শ্রীশ্রীল ঠাকুর নরোত্তম কিরূপভাবে আচার্য্যগণের পাদপদ্মের বিরহ-লীলাকে অনুভব করিয়াছেন, তাহা আমরা গতানুগতিকভাবে 'মুখস্থ গাণ্ডার মত গান বা উচ্চারণ করিলেও ঠাকুর মহাশয়ের রূপানুগ চিত্তবৃত্তির কতটা অনুসরণ করিতে পারিয়াছি, তাহা একবারও বিচার করি না!

যে আনিল প্রেমধন করুণা-প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন?
কাঁহা দাস-রঘুনাথ পতিতপাবন?
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ?
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ?
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পা'ব?
সে-সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তম দাস॥

"পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব" বা "কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া"—এই চিত্তবৃত্তি থাকিলে কি আমাদের রামচন্দ্রপুরীর ন্যায় চিত্তবৃত্তি হয়। রামচন্দ্রপুরী গুরুপাদপদ্মকে অভাবগ্রস্ত জীব বা অল্পজ্ঞ মনে করিয়াছিল, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর ক্রন্দন-লীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে নাই; তাহার ধারণা—গুরুপাদপদ্মের ক্রন্দন-লীলাও অভাবগ্রস্ত জীবসুলভ ব্যাপার-বিশেষ। ইহারই নাম নির্ব্বিশেষ-চিত্তবৃত্তি। আর একদিকে রামচন্দ্রপুরী ঠাকুর হরিদাসের নীচকুলে আবির্ভাব-লীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া আচার্য্য-পাদপদ্মকে পাপী অস্পৃশ্য (?) ও কামাদিরিপুর বশীভূত বিচার করিয়াছিল! ব্রহ্মার সিদ্ধ পৌত্রগণ জগদ্গুরু ব্রহ্মার মোহন-লীলা বা 'বৈষ্ণবাগ্রগণ্য' চিরকেতু জগদ্গুরু শিবের আপাত দুরাচার-লীলার তাৎপর্য্য ধরিতে পারেন নাই। জগদ্গুরু ব্রহ্মা, শিব, পরাশর ব্যাস, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন, ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভৃতি আচার্য্যবৃন্দের ঐ সকল তথাকথিত দুরাচার-লীলার অবতার কেন হইয়াছিল? ঠাকুর হরিদাস যদি পাপযোনিতে আবির্ভূত হইবার লীলা প্রকাশ না করিতেন, তবে কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদের আসুরিকতাকেই লোকে আচার্য্যত্ব বলিয়া মনে করিত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তৃত্বকে আচার্য্যত্ব মনে করিত না।

আজ যদি ব্রহ্মা, শিব, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ প্রভৃতি জগদ্গুরুগণ তাঁহাদের ঐসকল লীলার অবতার না করিতেন, তবে লোকে আধাক্ষিকতা বা সুনীতিকেই ভক্তি মনে করিত। ভক্তিদেবী যে স্বতন্ত্রা ও নিরপেক্ষা, তাহা সুনীতি, দুর্নীতি বা নির্ব্বিশেষবাদ নহে,—ইহা লোকে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না।

আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবাচার্য্য আদিগুরু ব্রহ্মার বাণী প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার গুরু অনাচারী, দুরাচারী বা প্রাকৃত-সহজিয়া ছিলেন, তাহা নহে; তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ব্রহ্মার মোহন-লীলা ভাগবত-তাৎপর্য্যে বর্ণনই করেন নাই। ইহা দ্বারা তিনি প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মত জগদ্গুরুর কদাচারকে গোপন করিয়া অসৎকে সৎ বলিবার গোঁড়ামীর আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য-চরিত-লেখকগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলা গোপন করিয়া সত্যে ধামা-চাপা দেন নাই। আধাক্ষিকের নিকট যাহা সত্য, তাহাই সত্যের বাস্তবস্বরূপ নহে। শ্রীনামাভাস-শিক্ষায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-লীলার ঘটনাবলীকে

'মায়াময়' বলিয়া শিক্ষায় কবে আমাদিকের কথিত মতো ধামা-চাপা দেওয়া হয় নাই। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্বন্ধে প্রতীশ শ্রীনাথের আখ্যক্ষিকতার খণ্ডাঘাত করায় আখ্যক্ষিকের তথাকথিত সহকে ধামা-চাপা দিয়া প্রাকৃতসহজিয়াদের বা অনাচারকে আচার্য্যের বা পরমহংসের বলা হয় নাই। আখ্যক্ষিকগণের ঐ সকল আখ্যক্ষিকতা ও নির্বিশেষবাদের দুরপনেয় কলঙ্ক অপনোদনের জন্যই আচার্যদেবের ঐরূপ লীলা।

অধিক কি, যিনি আচার্য্য-শিরোমণিগণের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ বা আচার্য্যকুলের অংশিনী সেই বৃষভানুনন্দিনী ও যিনি সুনীতির আদর্শশিরোমণি একপতিব্রতধরারূপে জগন্মাতা, সেই সীতাঠাকুরাণীর চরিত্রে আখ্যক্ষিক প্রজাবৃন্দের কলঙ্কারোপ চেষ্টা জগতে উদ্ভূত হইয়া আমাদিগকে কি শিক্ষা দিয়াছে? স্বয়ং জগন্মাতাকেও আখ্যক্ষিকগণের প্রচেষ্টায় অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল। আখ্যক্ষিক-গণের চিত্ত সংশয়যুক্ত হইয়াছিল বলিয়া রঙ্গাজীর চিত্ত তদ্দ্বারা সংশয়-ভারাক্রান্ত হয় নাই। রঙ্গাজী এক মুহূর্ত্তের জন্যও জগন্মাতার সতীত্বে অবিশ্বাস করিয়া শ্রীসীতাদেবীর সেবা পরিত্যাগ করেন নাই।

যাঁহারা আচার্য্যকে নিত্য-পিতা ও গায়ত্রীকে নিত্যমাতৃ-রূপে বরণ করিয়াছেন, তাঁহারা মনোধর্ম্মীর ন্যায় প্রতি-মুহূর্ত্তে পিতা ও মাতার পরিবর্ত্তন করেন না। সাধুগণের 'বাপ' ও 'বাত্' (বাক্য) এক। আচার্য্যের পিতৃত্ব নিত্য। যিনি শিষ্য বা পুত্র, তিনি নিত্য নূতন পিতার অনুসন্ধান করেন না।

গৌরজন বা গৌরশক্তিগণ—সকলেই অন্বয়জ্ঞান। এক আচার্য্যকে সম্মান করিলে আর এক আচার্য্যের অবমাননা হয়, বা এক আচার্য্যকে অবমাননা করিলে আর এক আচার্য্যের অবমাননা হয় না, এক আচার্য্যের নামের পূর্ব্বে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ,' 'পরমহংস' বলা যায়, আর এক আচার্য্যকে তাহা বলা যায় না, শ্রবণগুরু-চিন্তামণি, শিক্ষাগুরু-সোমগিরি ও চৈত্যগুরু-শিখিপিঞ্ছমৌলি শ্রীরাধানাথ এক অন্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত নহেন—যাহারা কল্পনা করে, তাহারা এক নিত্য আচার্য্য-পিতার পুত্র নহে,—ইহাই শাস্ত্র তারস্বরে বলিয়া থাকেন।

গৌরজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে যে করুণা বিস্তার করিয়াছেন, সেরূপ করুণার আদর্শ আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল ঠাকুর ও ঠাকুরের অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের যে পাদপদ্মতরণী জীবোদ্ধারের জন্য রাখিয়া অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন, তাহাই ভক্তিবিনোদ-ধারার সেবকগণের একমাত্র সম্বল। যাহাতে সেই তরণী আমাদের একমাত্র আশ্রয়ের বস্তু হয়, যাহাতে তৎপ্রতি শরণাগতি দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়,—ইহাই ঠাকুরের পাদপদ্মরেণুগণের নিকট আমাদের অনুক্ষণ প্রার্থনীয় বস্তু হউক। ছদ্ম বৈষ্ণব-নিন্দার পরিবর্ত্তে বৈষ্ণব-বন্দনায় নিযুক্ত হউক; গুরু-বৈষ্ণবকে সংশোধন করিবার চেষ্টার পরিবর্ত্তে জগতে আত্মসংশোধনের অকপট-প্রচেষ্টা বলবতী হউক। সেই সৌভাগ্য কবে হইবে,—যবে মহাভাগ-গুরুবর্গের পাদুকা কৃপা-পূর্ব্বক আমার ধার্ষ্টিকতার মস্তকে সহস্র সহস্র আঘাত করিয়া আমাকে সংশোধন করিবেন? সেদিন কবে হইবে—যেদিন আমি আচার্য্য-পাদপদ্মে—বৈষ্ণবপাদপদ্মে অসদাচার দর্শন না করিয়া তাঁহাদের নিকট আমার কদাচারগুলি নিষ্কপটে খুলিয়া বলিব ও তাঁহাদের শুভীত্র শাসন সানন্দে বরণ

করিয়া লইব? সে-দিন আমার কবে হইবে—যে-দিন 'বড় আমি' 'প্রভু আমি', 'বৈষ্ণব আমি', 'প্রতিযোগী আমি', 'সন্ন্যাসী আমি', 'ব্রহ্মচারী আমি', 'গৃহস্থ আমি', 'বানপ্রস্থ আমি', 'ব্রাহ্মণ আমি', 'ক্ষত্রিয় আমি', 'বৈশ্য আমি,' 'শূদ্র বা অন্যান্য আমি', 'পুণ্যাত্মা আমি', 'পাপী আমি', 'শাসক আমি', 'শ্রীনামাচার্য্য আমি', 'মন্ত্রাচার্য্য আমি', 'বক্তা আমি', 'পাঠক আমি', 'লোক-শিক্ষক আমি', 'অধিক বুঝ্‌দার আমি', 'নিরপেক্ষ আমি', 'স্বতন্ত্র আমি' প্রভৃতি অভিমানে মত্ত না হইয়া, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত 'নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ' শ্লোকটী না ভুলিয়া শ্রীশ্রীআচার্য্যবর্গের পাদ-পদ্মের রেণুর রেণু হইতে পারিব?

শ্রীগৌরশক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির চরিত্র, প্রদ্যুম্নমিশ্র শ্রীরায়রামানন্দের চরিত্র, কন্থাধারী শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্র, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য চিত্রকেতু জগদগুরু শ্রীল মহাদেবের চরিত্র আধ্যক্ষিকতার বিচারে পরিমাপ করিবার লীলাভিনয় করিয়া জগতের পরবর্ত্তী আত্মমঙ্গলকামী সাধকগণের জন্য যে মহতী শিক্ষা বিস্তার করিয়াছেন, তাহা একমাত্র ভক্তিবিনোদ-ধারার সুসিদ্ধান্ত-সলিলে শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় অবগাহন করিলেই উপলব্ধি হইতে পারে।

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ জগতে আধ্যক্ষিকতার তাণ্ডব-নৃত্য দেখিয়া বাতবাহি-ছলে আপনাকে ভূতগ্রস্তপ্রায় প্রদর্শন করিয়া এই শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দকগণের প্রতি সম্ভাষণ পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর নিষ্কপটে হরিভজনই কর্ত্তব্য। গুরু-বৈষ্ণবগণের সুনির্ম্মল চরিত্রে যে-সকল দোষী দোষ দর্শন করে, তাহাদিগের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিবার জন্য ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

বৈষ্ণব চরিত্র,　　সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ,　　না সম্ভাষে তা'রে
থাকে সদা মৌন ধরি'॥

ভক্তিতত্ত্ববিবেক—দ্বিতীয় প্রবন্ধ

ভক্ত্যাভাস-বিবেক *

যদ্ভক্ত্যাভাসলেশোঽপি হন্যাত্তি কলমুত্তমম্।
তমানন্দনিধিং কৃষ্ণচৈতন্যং সমুপাস্মহে॥

হে অগ্রজ ভক্তগণ!

পূর্ব্ব প্রবন্ধে শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ বিচার করিয়াছি। এই প্রবন্ধে ভক্ত্যাভাস বিষয়ের বিচার করিব। ভক্তির তটস্থ লক্ষণেই ভক্ত্যাভাসের কথঞ্চিৎ বিচার হইয়াছে। ভক্ত্যাভাস ভক্তির তটস্থ লক্ষণের অন্তর্গত তত্ত্ব। কিন্তু যাহাতে ভক্তির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণদ্বয় নিরূপিত হয়, তাহাতে ভক্ত্যাভাসের বিশেষ বিচার হয় না; এইজন্য ভক্ত্যাভাস-বিষয়ে একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রস্তুত করিলাম। বোধ করি, এই প্রবন্ধ দ্বারা পূর্ব্ব প্রবন্ধের বিষয়টী আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, অণুচৈতন্য জীবের পূর্ণ-চৈতন্য কৃষ্ণে উপাধি-রহিতা স্বাভাবিকী চেষ্টার নাম ভক্তি। জীবের দুইটী অবস্থা—মুক্তাবস্থা ও বদ্ধাবস্থা। মুক্তাবস্থায় জীব সমস্ত জড় সম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া স্ব-স্বরূপ অর্থাৎ শুদ্ধ-চিৎস্বরূপে অবস্থিত। তখন উপাধি নাই। অতএব সে অবস্থায় ভক্তির তটস্থ লক্ষণের প্রয়োজন নাই। বদ্ধাবস্থায় জীব স্বীয় চিৎস্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন। জড়দেহে ও লিঙ্গদেহে আত্ম-অভিমান করত একটি নূতন ও বিকৃত স্বরূপকে স্বরূপ

* এই প্রবন্ধটী ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ২১শে ভাদ্র রবিবার দিবস শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবসভার অধিবেশন বিলাপে ও বিদ্বদ্বর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পাঠ করেন। ইহা তাঁহার স্বলিখিত প্রবন্ধ।

করিয়াছেন। এই অবস্থাতেই জীবের উপাধি। স্বচ্ছ কাচ মলযুক্ত থাকিলে তাহার ভিতর দিয়া সমস্ত বস্তু দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহা মলসংযুক্ত হইলে তাহার আর স্বচ্ছতা থাকে না। তাহার স্বভাবিক গুণ ধূলিতে আবৃত হইয়া থাকে। তখন ঐ কাচের একটি উপাধি ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। যখন অন্য কোন বস্তু আসিয়া এক বস্তুর স্বভাবকে আচ্ছাদন করে, তখন সেই আচ্ছাদনকেই ঐ বস্তুর উপাধি বলি। তদ্রূপভাবে আসিয়া জীবের বিশুদ্ধ চিৎ-স্বভাবকে আচ্ছাদন করে সেই আচ্ছাদনই জীবের উপাধি। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২ ৩৭) কথিত হইয়াছে—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

পূর্ণচৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে জীবের ভক্তিবৃত্তি-ক্রমে স্বাভাবিক অভিনিবেশই জীবের নিত্যধর্ম্ম। কিন্তু জীব সেই ঈশতত্ত্ব হইতে বহির্ম্মুখ হওয়ায় তাহার ভয় ও বিপর্য্যয়-স্মৃতি ঘটিয়াছে। ভগবানের যে একটী মায়া-শক্তি বলিয়া অপরা শক্তি আছে, সেই শক্তি হইতে নিঃসৃত এই জড় জগৎকে ভগবান্ হইতে একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব জ্ঞান করিয়া ক্রমক্রমে জীবের সংসার ঘটিয়াছে। পণ্ডিতগণ শ্রীগুরু-দেবাশ্রয় করত সেই ঈশরূপ পরমদেবতাকে অনন্যভক্তি-দ্বারা ভজন করেন। এই শ্লোকদ্বারা ইহাই স্থির হইল যে, দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থাৎ জড়াসক্তিই জীবের উপাধি। উপাধি-যুক্ত অবস্থায় জীবের ভক্তি সহজেই বিকৃত হইয়া ভক্ত্যাভাস-রূপে পরিণত হয়। যাঁহারা শুদ্ধভক্তির জন্য একান্ত লালায়িত, তাঁহারা সমাধিরূপে ভক্ত্যাভাসকে অতিক্রম করত কেবলা ভক্তির আশ্রয় লইবেন। এই কারণেই ভক্ত্যাভাস-বর্ণনে আমাদের উপস্থিত প্রবৃত্তি। ভক্ত্যাভাস-বর্ণন-কার্য্যটী অত্যন্ত গুরু, কেবল অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের এই প্রবন্ধটী শুনিতে অধিকার আছে। যেহেতু যাঁহারা ভক্ত্যাভাসকে ভক্তি বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে যদি ভাগোদয় না হইয়া থাকে, তবে কখনই সুখী হইবেন না। অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের নিকট এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমি অতুল সুখ লাভ করিতেছি।

শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী তদ্কৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্ত্যাভাস-বিচার সম্বন্ধে কোন পৃথক্ আলোচনা করেন নাই। "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্" ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে নিহিতভাবে ভক্ত্যাভাসের সমস্ত বিচার আছে। তিনি রতি-তত্ত্বের আলোচনায় রত্যাভাস-বর্ণনস্থলে ভক্ত্যাভাস বিচারটী স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন। আমি উক্ত রসাচার্য্য মহোদয়ের ঐ বিচার অবলম্বন করিয়া ভক্ত্যাভাস-বিবেক সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটী রচনা করিলাম। একটু উচ্চ অবস্থায় ভক্তিই রতিরূপে লক্ষিতা হন, তৎকালে যে ভক্ত্যাভাস, তাহাই ভক্তির প্রাগবস্থায় আছে বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে।

শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

প্রতিবিম্বত্বমথ ছায়া রত্যাভাসো দ্বিধা মতঃ॥

অতএব ভক্ত্যাভাস দুই প্রকার—প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস ও ছায়াভক্ত্যাভাস। প্রতিবিম্ব ও ছায়ার তাত্ত্বিক ভেদ এই যে, প্রতিবিম্ব বস্তু হইতে অত্যন্ত পৃথক্ হইয়া বস্বন্তরে কল্পিত হইয়া যায়। ছায়া বস্তুকে আশ্রয় করিয়া তন্নিকটে তাহার স্বরূপকে কথঞ্চিৎ প্রকাশ করে। একটী বৃক্ষ জলে প্রতিভাত হইলে সেই প্রতিভাকে প্রতিবিম্ব বলে। তাহা ঐ বস্তুতে সংলগ্ন থাকে না। বস্তুর সত্তায় তাহার সত্তা হইলেও তাহা বস্বন্তর বলিয়া প্রতীত হয়। ঐ বৃক্ষের অঙ্গ-সংলগ্নে ছায়ার প্রতিচ্ছবির অবস্থিতি, অতএব ছায়া বস্তুর নিতান্ত আশ্রিতরূপে পরিচয় দেয়। শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন যে, "তত্তান্নিরূপাধিত্বমেব রতের্মুখ্যস্বরূপত্বং সোপাধিত্বমাভাসত্বং তচ্চ গৌণ্যা বৃত্ত্যা প্রবর্ত্তমানত্বধিতি।" অর্থাৎ নিরুপাধিত্বই ভক্তির মুখ্য স্বরূপত্ব এবং উপাধিযুক্তত্বই ভক্তির আভাসত্ব। এই আভাসত্ব গৌণী বৃত্তি দ্বারাই প্রবর্ত্তমান। সাক্ষাৎ বৃত্তিকে মুখ্যবৃত্তি ও ব্যবধানযুক্তা বৃত্তিকে গৌণী বৃত্তি বলে। প্রতিবিম্ব ও ছায়া উভয়ই গৌণী বৃত্তি দ্বারা বর্ত্তমান। ভক্তি যখন মুখ্যবৃত্তি দ্বারা পরিচিত হন, তখন আর প্রতিবিম্ব বা ছায়া কিছুই থাকে না। তখন বস্তুই স্বয়ং প্রকাশ হয়। প্রথমে প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাসের বিচার করা যাউক। প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস তিন প্রকার, যথা—

১। নির্ব্বিশেষজ্ঞানাবৃত ভক্ত্যাভাস।

২। বহির্ম্মুখ কর্ম্মাবৃত ভক্ত্যাভাস।

৩। বিপরীত-তত্ত্বে ভক্তিবুদ্ধিজনিত ভক্ত্যাভাস।

নির্ব্বিশেষজ্ঞানাবৃত ভক্ত্যাভাসে নির্ব্বিশেষজ্ঞানাবরণই ভক্তির গৌণীবৃত্তিক্রমে ব্যবধান ক্রমে লক্ষিত হয়। যিনি

ভক্তিকে আস্বাদন করিবেন, তাঁহার ও স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির মধ্যে নির্ব্বিশেষজ্ঞানরূপ একটী ব্যবধান পড়িল। সেখানে আর সাক্ষাৎ বা মুখ্যবৃত্তিদ্বারা ভক্তিদর্শন সম্ভব হয় না। চিত্তত্বে বিশেষ নাই, কেবল জড়তত্বে বিশেষ আছে। জীব জড়মুক্ত হইলে এক নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে লয় হয়, এইরূপ জ্ঞানকে নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান বলে। যেখানে নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান, সেখানে শুদ্ধা ভক্তির অভাব। কৃষ্ণানুশীলনই যখন শুদ্ধা ভক্তি বলিয়া জানা গিয়াছে, তখন শুদ্ধা ভক্তির ক্রিয়া নির্ব্বিশেষ অবস্থায় অসম্ভব। নির্ব্বিশেষ অবস্থা যদি সিদ্ধ হয়, তবে সাধ্যা, সাধক ও সাধনের ভেদাভাবে কৃষ্ণই বা কোথায়, কৃষ্ণদাস জীবই বা কোথায় এবং ভক্তিরূপা চেষ্টাই বা কোথায়? যদি বল, চরমে ভক্তি না থাকুক, কিন্তু এখন কৃষ্ণানুশীলনরূপ ভক্তি আমি আচরণ করি, তবে তোমার যে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি, তাহা কখনই সরল ও নিত্য হয় না; তোমার মনে মনে আছে যে, তুমি কৃষ্ণকে সম্ভোগ করিয়া অবশেষে তাঁহার সত্তা লোপ করিবে। তোমার যে ভক্তি, তাহা ধূর্ত্ততায় পরিপূর্ণ ও সর্ব্বথা কুটিল। অতএব নিত্যসিদ্ধা ভক্তি যে কি বস্তু, তাহা তুমি জান না। এইজন্যই শ্রীরূপ গোস্বামী (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে) তোমার ভক্তির এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, যথা—

অন্যাভীষ্টনিষেধাদি প্রতিকূলতলক্ষিতঃ।
ভোগাপবর্গসৌখ্যাংশধ্বংসকঃ প্রতিবিম্বকঃ॥

সম্প্রতি তোমার পুলকাশ্রু প্রভৃতি দুই একটি লক্ষণ যাহা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, তোমার কৃষ্ণরতি হইয়াছে।

কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্নবীক্ষয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধোঽয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

তোমার যে রতি হইয়াছে, তাহা কেবল চিহ্নদর্শনে নির্ব্বোধ লোকেরাই প্রশংসা করে, কিন্তু অভিজ্ঞ লোকগণ তাহাকে রত্যাভাসই বলেন। তোমার যে পুলকাশ্রু, তাহা দুই কারণে হয়। তাহার এক কারণ এই যে, নির্ব্বিশেষ-গতিরূপ অপবর্গ ভালবাস। সেই অপবর্গের একমাত্র ধাতৃস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া তোমার আহ্লাদ হইতেছে, তাহা হইতেই তোমার পুলকাশ্রু, স্বাভাবিকী কৃষ্ণপ্রীতি হইতে নয়। তোমার ভক্তি কেবল অপবর্গের সৌখ্যাংশ-প্রকাশক প্রতিবিম্বস্বরূপ। যাহা হউক, এইরূপ ভক্ত্যাভাসে তোমার বিনা শ্রমে অভীষ্ট নির্ব্বাহ হইবে,—এই চিন্তাতেই তোমার সুখোদয় হইতেছে।

কারণ। যথা,—

বারাণসীনিবাসী কশ্চিৎসং ব্যাসবর্ত্ম প্রবেক্ষ্যতম্।
যতিগোষ্ঠ্যাং সভায়াং সিক্তাতি গ্রন্থগৈর্মধুরৈঃ॥

এই দেখ একটী বারাণসীনিবাসী নির্ব্বিশেষবাদী সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীদিগের গোষ্ঠী-মধ্যে বসিয়া হরিচরিত্র বর্ণন করিতে করিতে পুলকিত হইতেছে এবং নিজ গ্রন্থদ্বয় অশ্রুধারা সিঞ্চন করিতেছে। হরিচরিত্র-বর্ণন-সময়ে সন্ন্যাসী ইহাই মনে করিতেছে যে, আহা! কত সহজ উপায়ে আমি নির্ব্বিশেষ গতিটী হস্তগত করিতেছি।

এরূপ অবস্থার কারণ শ্রীরূপ গোস্বামী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, যথা,—

হৈবাৎ সদ্গুরুসঙ্গেন কীর্ত্তনাদ্যনুধাবিণাম্।
প্রায়ঃ প্রসরমনসাং ভোগমোক্ষাদিরাগিণাম্॥
কেষাঞ্চিদ্ধৃদি ভাবেন্দোঃ প্রতিবিম্ব ইবোদিতঃ।
তদ্ভক্তদ্বয়ভাস্বত্ত তৎসংসর্গপ্রভাবতঃ॥

এরূপ পুলকাশ্রু হওয়াও নির্ব্বিশেষবাদীর পক্ষে সহজ নয়, যেহেতু জ্ঞান ও বৈরাগ্য উভয় চিত্তকে কঠিন করে এবং সুকুমার স্বভাব ভক্তির সমস্ত লক্ষণকে দূর করে। কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদীদিগের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-কালে ভোগ-মোক্ষাদি-রাগরূপ ব্যাধি থাকিলেও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ক্রমক্রমে চিত্ত কিছু প্রসন্ন হয়। তৎকালে দৈবাৎ সদ্গুরুর সঙ্গক্রমে তাঁহাদের হৃদয়াকাশে উদিত ভাবচন্দ্রের প্রতিবিম্বস্বরূপ নির্ব্বিশেষভাব-দূষিত হৃদয়েও একটী প্রভা হয়, যাহা হইতে কিছু কিছু পুলকাশ্রু হইতে থাকে। যখন সৎসারিধ্য-অভাব হয়, তখন আবার নিজ শিষ্যগণের পুলকাশ্রুকে ভাবকালি বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। অতএব নির্ব্বিশেষ জ্ঞানাবৃত-চিত্তে কখনই ভক্তির উদয় হয় না। কিন্তু কখন কখন ভক্ত্যাভাস উদয় হয়।

বহির্ম্মুখ কর্ম্মাবৃত ভক্ত্যাভাসে বহির্ম্মুখ কর্ম্মাবরণই ভক্তির গৌণী বৃত্তিদ্বারা ব্যবধানরূপে স্থাপিত হয়। আস্বাদক ও আস্বাদন এতদুভয়ের মধ্যে বহির্ম্মুখ কর্ম্মরূপ একটী আবরণ আসিয়া পড়ে এবং ভক্তির মুখ্যস্বরূপকে দূরে নিক্ষেপ করে। বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম ও অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি কর্ম্ম। কর্ম্ম নিত্য ও নৈমিত্তিকরূপে দ্বিবিধ। সমস্ত পুণ্যজনক কর্ম্মই কর্ম্ম। কর্ম্মকে বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে

পুস্তক অত্যন্ত দুরূহ হইয়া পড়ে। অতএব যাঁহাদের কর্ম্মতত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিতে ইচ্ছা আছে, তাঁহারা সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতের প্রথমাংশের কতক পৃষ্ঠা পাঠ করিলে সমস্ত বিষয় অবগত হইবেন। স্মার্ত্তদিগের শাস্ত্র সমস্ত কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সেই সমস্ত কর্ম্মই বহির্ম্মুখ। কর্ম্মাঙ্গে যে নিত্যস্বরূপ বর্ণাশ্রমোচিত সন্ধ্যা-বন্দনাদির ব্যবস্থা আছে, তাহাই কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি বলিয়া স্মার্ত্তেরা মনে করেন। পরন্তু বিবেচনা করিলে সে কর্ম্মও বহির্ম্মুখ-কর্ম্ম। তাহাতে যে ভক্তি-লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহাও প্রতিবিম্বস্বরূপ ভক্ত্যাভাস-মাত্র। যেহেতু ঐ সমস্ত কর্ম্মের ফল, হয় অপবর্গ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষমুক্তি, নয় ভোগ অর্থাৎ ইহলৌকিক বা পারলৌকিক সুখলাভ। অনেকে মনে করেন যে, ভক্তিতত্ত্বে যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অঙ্গসকল ব্যবস্থাপিত আছে, সে-সকলও কর্ম্ম এবং কর্ম্মাঙ্গে যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা, সে সকলও ভক্তি। তাহার অনভিজ্ঞতাই এরূপ অতাত্ত্বিক-সিদ্ধান্তের একমাত্র জননী। কর্ম্ম ও সাধনভক্তিতে বাহ্য-বিষয়ে অনেকটা সৌসাদৃশ্য থাকিলেও মূলে একটি প্রকাণ্ড ভেদ আছে। তাহাকেই কর্ম্ম বলি, যাহা কৃত হইলে মনুষ্যের ঐহিক ও পারত্রিকের কোন প্রকার ফল লাভ আছে। সেই লাভ, হয় ভোগরূপে লক্ষিত হইবে, নয় নির্ব্বিশেষ মোক্ষরূপে লক্ষিত হইবে। তাহাকেই ভক্তি বলি, যাহা কৃত হইলে কিছুমাত্র লাভ হইবে কেবল স্বাভাবিকী কৃষ্ণরতিই সমুদ্ধ হইবে। অবান্তর ফল লব্ধ হইলেও তাহা তুচ্ছফল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। যে কার্য্য দ্বারা শুদ্ধভক্তি-চেষ্টার পোষক হয়, তাহা সহজেই ভক্তি, যেহেতু ভক্তিই ভক্তির জননী। জ্ঞান বা কর্ম্ম কখনই ভক্তিকে জন্ম দিতে সক্ষম হয় না। হে অন্তরঙ্গ ভক্তমহোদয়-গণ! কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণকে এই সূক্ষ্ম প্রভেদ দেখাইয়া আপনারা কখনই সন্তোষ লাভ করিতে পারিবেন না। কর্ম্মীদিগের যখন পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য-ফলে ও সৎসঙ্গলেশক্রমে কর্ম্মশ্রদ্ধা ও জ্ঞানশ্রদ্ধা দূরীভূত হয়, তখনই ভক্তির প্রাগ্‌ভাব-রূপ ভক্তিবীজরূপা শ্রদ্ধা উদিত হয়। সে শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই কর্ম্ম ও ভক্তির প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন না। যাঁহার হৃদয়ে এরূপ বিশ্বাস আছে যে, ভক্তিও কর্ম্মরূপা, তিনি শুদ্ধভক্তির চিন্ময় ভাব কখনও হৃদয়ে আস্বাদন করেন নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। তিক্ত ও মিষ্টের প্রভেদ কেবল আস্বাদনদ্বারাই জানা যায়, বিচার দ্বারা জানা যায় না। কিন্তু আস্বাদনান্তে বিচার করিলে তাহা অতি উত্তমরূপে জানা যায়। কর্ম্মজড়গণ যে হবিষ্যাদি করিয়া নৃত্য করেন, সে-সমুদায়ই পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবং "সদ্ভক্তসঙ্গেন" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা যে প্রতিবিম্ব ভক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই মাত্র, শুদ্ধ-ভক্তি নয়। তাহাদের পুলকাঙ্গ কেবল "ভোগ-সৌখ্যাংশ-ব্যঞ্জক" প্রতিবিম্ব-মাত্র। তৎকালে তাহারা হয় স্বর্গাদি সুখের চিন্তা, নয় মোক্ষাভিসন্ধি করিয়া থাকেন। ইহা প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস।

বিপরীত ভ্রমে ভক্তিবুদ্ধিজনিত ভক্ত্যাভাস আমরা সহজে আজকাল প্রচলিত পঞ্চোপাসনা ও যোগমার্গের ঈশ্বর-প্রণিধানে লক্ষ্য করি। আজকাল যাহাকে পঞ্চোপাসনা বলে, তাহাতে পাঁচটী উপাসনা-সম্প্রদায় কল্পিত হইয়াছে। পাঁচটীই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের অন্তর্গত। ঐ পাঁচটী উপাসনার নাম—শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব। এই পঞ্চোপাসনার মধ্যে যে একটী বৈষ্ণবশ্রেণী আছে, তাহা ভক্তিতত্ত্ব-সম্মত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় নয়। ভক্তিতত্ত্ব-সম্মত যে চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আছে, তাহা পঞ্চোপাসকদিগের অন্তর্গত নয়। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বাদিত্য—এই চারিজন চারিটী শুদ্ধভক্তি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য। তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য, যথা—

শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাশ্চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।

এই সম্প্রদায়-চতুষ্টয়কে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ॥

পঞ্চোপাসনান্তর্গত বৈষ্ণবগণ বস্তুতঃ নির্ব্বিশেষবাদী। তাঁহারা শুদ্ধভক্ত নহেন। পাঁচটী উপাস্য দেবতারই যে কল্পিত মূর্ত্তি, তাহা পঞ্চোপাসকগণ সকলেই স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে উপাসনা সিদ্ধ হইলে চরমে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই লভ্য হইবে। সেই সেই কল্পিত মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ তাহাতে যে ভক্তি করা যায়, সে ভক্তি নিত্য নয়। বস্তুতঃ তাহা জ্ঞানাবৃত ভক্ত্যাভাস মাত্র। জ্ঞানাবৃত ভক্ত্যাভাসে ভক্তিবুদ্ধি করিলে কখনও ভক্তির কার্য্য হয় না। তাহাতে যদি কাহারও ভক্তি-লক্ষণ পুলকাঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, সে কেবল ভোগাপবর্গ-সৌখ্যাংশব্যঞ্জক প্রতিবিম্ব মাত্র। পঞ্চোপাসকদিগের যেরূপ কল্পিত দেব-মূর্ত্তিতে ভক্ত্যাভাসমাত্র হইয়া থাকে, বৌদ্ধদিগেরও বিরাড্ বা হিরণ্য-

গর্ভরূপ কল্পিত-মূর্ত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক সেইরূপ পুনঃকাল হয় সে-সমুদায়ই প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস। প্রতিবিম্ব-ভক্ত্যাভাস উন্নত হইয়া যে কখনও শুদ্ধভক্তিস্বরূপ লাভ করিবে, তাহা মনে করা যাইতে পারে না, যেহেতু তন্মধ্যে যে কর্ম্মজড়তা ও নির্ব্বিশেষ চিন্তা আছে, তাহা পরিত্যাগ করিলে ঐ ভক্তির সত্তা লোপ হয়। নূতন করিয়া চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ সংস্কার না করিলে আর তাহাদের মঙ্গল নাই। সনক, সনাতন প্রভৃতি নির্ব্বিশেষবাদিগণ এবং পরমজ্ঞানী শুকদেব যখন পূর্ব্বধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করত ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিলেন, তখনই তাঁহাদের নূতন জীবন উপস্থিত হইল। সেই নবজীবন-বলে আমাদের আচার্য্য-পদ লাভ করিয়াছেন। প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস-সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

বিমুক্তাখিলতৃষ্ণৈর্যা মুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে।
যা কৃষ্ণেনাভিগোপ্যাত্ত ভক্তয়োঽপি ন দীয়তে॥
সা ভুক্তিমুক্তিকামত্বাচ্ছাং ভক্তিমকুর্ব্বতাম্।
হৃদয়ে সম্ভবত্যোঘাং কথং ভাগবতী রতিঃ॥

অখিল-তৃষ্ণামুক্ত মুক্ত জীবসকল যাহা অন্বেষণ করেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভজনশীল ব্যক্তিগণকেও যাহা সহজে দেন না, সেই ভাগবতী রতি ভুক্তি ও মুক্তিকামী, শুষ্ক-ভক্তি যাহারা আস্বাদন করেন না, তাহাদের হৃদয়ে কিরূপে সম্ভব হয়? এস্থলে উপলক্ষণে ইহাও নিশ্চিত হয় যে, বোবিৎসঙ্গ ও মায়িক-সেবনের দ্বারা যে ঔপাধিক সুখ লাভ হয়, তাহাকে ভাগবতী রতি বলিয়া যাহারা মনে করে, তাহারা স্বয়ং ভ্রষ্ট হইয়াছে ও জগৎকে ভ্রষ্ট করিতেছে।

এখন ছায়া ভক্ত্যাভাস বিচার করা যাউক। প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাসের ন্যায় ছায়া ভক্ত্যাভাস কুটিল ও ধূর্ত্ততাপূর্ণ নয়। ইহাতে সরলতা ও সদাগ্রহ সর্ব্বদাই থাকে। ছায়া ভক্ত্যাভাসের স্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক এইরূপে লক্ষিত হইয়াছে—

ক্ষুদ্র কৌতূহলময়ী চঞ্চলা দুঃখহারিণী।
রতেশ্ছায়া ভবেৎ কিঞ্চিৎ তৎসামূহ্যাবলম্বিনী॥
হরিপ্রিয়-ক্রিয়া-কাল-দেশ-পাত্রাদিসঙ্গমাৎ।
অপ্যানুষঙ্গিকাদেষা ক্বচিদেবোপলক্ষ্যতে॥
কিন্তু ভাগ্যং বিনা নাসৌ ভাবচ্ছায়াপ্যুদঞ্চতি।
যদ্ভূয়োদয়তঃ ক্ষেমং তত্র শ্রাদ্ধত্তরোত্তরম্॥
হরিপ্রিয়জনস্যৈষ প্রসাদতরলাত্মতঃ।
ভাবাভাসোঽপি সহসা ভাবরূপপ্রপদ্যতে॥
তস্মিন্নেবাপরাধেন ভাবাভাসোঽপ্যপাস্যতে।
ক্রমেণ ক্ষয়মাপ্নোতি খদ্যোতঃ পূর্ণশর্ব্বরে॥

ছায়া ভক্ত্যাভাস শুদ্ধভক্তির সহিত কিয়ৎ পরিমাণে সৌসাদৃশ্য প্রকাশ করে। কিন্তু ছায়া ভক্ত্যাভাস স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র কৌতূহলময়, চঞ্চল ও দুঃখহারী। হরির প্রিয়কার্য্য, প্রিয় কাল, প্রিয় দেশ, প্রিয় পাত্রাদি-সঙ্গক্রমে কোনস্থলে হরি-সম্বন্ধমাত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক স্বরূপতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তি-গণেতেও তাহা লক্ষিত হয়। সাম্প্রদায়িকেই হউক, অথবা দূরসম্বন্ধলব্ধ পঞ্চোপাসকেই হউক, ভাবচ্ছায়া কখনই প্রচুর ভাগ্যোদয় ব্যতীত উদিত হয় না। যেহেতু যত ক্ষুদ্র পরিমাণেই হউক, ভাবচ্ছায়া একবার উদিত হইলে উত্তরোত্তর মঙ্গলই জন্মে। শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রসাদ-তরল লাভ করিতে পারিলে ভাবাভাসও সহসা ভাবরূপে উন্নত হয় পুনশ্চ শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ হইলে, আকাশস্থ চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে যেরূপ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ উত্তম ভাবাভাসেরও ক্ষয়-প্রাপ্তি হয়। ছায়াভক্ত্যাভাস দুই প্রকার—

১। স্বরূপ-জ্ঞানাভাবজনিত ভক্ত্যাভাস।

২। ভক্ত্যুপাধিক বস্তু-শক্তিজনিত ভক্ত্যাভাস।

সাধক, সাধন ও সাধ্য এতত্ত্রয়ের যে স্বরূপ-জ্ঞান, তাহা শুদ্ধভক্তির স্বরূপ হইতে অভিন্ন। সেই স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয় নাই, অথচ সংসারসমুদ্র পার হইবার বাসনামাত্র জন্মিয়াছে, এমতস্থলে যে ভক্তি-লক্ষণ দেখা যায়, তাহা স্বরূপজ্ঞানাভাবজনিত ভক্ত্যাভাস। স্বরূপজ্ঞান হইবামাত্র ঐ ভক্ত্যাভাস শুদ্ধা ভক্তি হইয়া পড়ে। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব-গণও যতদিন শিক্ষাগুরুর চরণাশ্রয় করত স্বরূপজ্ঞান লাভ না করেন, ততদিন তাঁহাদের দীক্ষাগুরু-প্রদত্ত বস্তু-প্রভা উদিত হয় না, সুতরাং স্বরূপজ্ঞানাভাবে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি আচ্ছন্নভাবে থাকায় ভক্ত্যাভাসই লক্ষিত হয়। যে-সকল পঞ্চোপাসক নির্ব্বিশেষ-ফলানুসন্ধান শিক্ষা করেন নাই এবং নিজ নিজ ইষ্ট মূর্ত্তিকে পরমার্থ জ্ঞান করিয়া অর্থাৎ ভগবৎ-বৈভব জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদের ভক্তিও ছায়া-ভক্ত্যাভাস। তথাপি সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ও পঞ্চোপাসকাদির বৈষ্ণবের মধ্যে অনেকটা ভেদ থাকে। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের সবিশেষ বস্তুনিষ্ঠা পঞ্চোপাসক অপেক্ষাও অধিক।

ভক্তিলক্ষণে মতির সাম্প্রদায়ি... এটা শুদ্ধ-বৈষ্ণবতার
আশা থাকে, যে পঞ্চোপাসকের ভ...
আশা নাই সম্প্রদায়ের সাধুসঙ্গ হত কঠিন,
সাম্প্রদায়িক ভাগ্যক্রমে

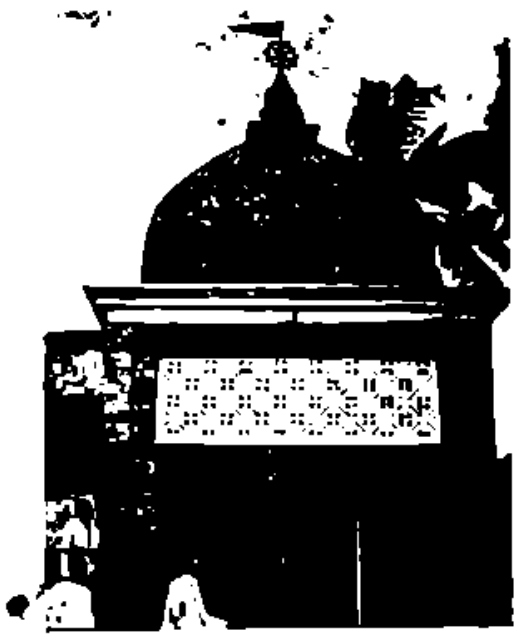

ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের সমাধিমন্দির

পঞ্চোপাসকের সাধুসঙ্গ হয় ও নির্বিশেষ-সঙ্গ না ঘটে, তবে তিনি সাম্প্রদায়িকমতে পুনরায় সংস্কৃত হইয়া শুদ্ধভক্তি অনুভব করিতে পারেন। ভক্তিসন্দর্ভের ৮টী শ্লোকের প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের ছায়া ভক্ত্যাভাসের ঔপচিত ফলপ্রাপ্তি-কথনে স্কন্দপুরাণে শ্রীমহাদেব-বাক্য যথা—

বৈষ্ণানাং কুলে জন্ম মানুষ্যং ভজতে যদি।
কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ॥

পঞ্চোপাসকদিগের মধ্যে যাহাদের প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস নাই, কিন্তু ছায়া ভক্ত্যাভাস উদিত হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে আদি বরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে—

জন্মান্তরসহস্রেষু সমারাধ্য জনার্দ্দনম্।
বৈষ্ণবত্বং লভেদ্ধীমান্ সঙ্কল্পাপক্ষয়ে সতি॥

শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত এই যে, সাত্ত্বগণ ক্রমশঃ দৌবয়, দৌবয়গণ ক্রমশঃ গাণপত্য ও গাণপতি-উপাসকগণ ক্রমশঃ শৈবত্ব, শৈবত্ব ক্রমশঃ পঞ্চোপাসকত্বপ্রাপ্ত বৈষ্ণবত্ব ও পঞ্চোপাসকান্তর্গত বৈষ্ণবগণ ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবত্ব ও সকলে ক্রমশঃ সাত্ত্বত্ব বা নির্গুণ ভক্তত্ব লাভ করেন। শাস্ত্রবাক্য-সমূহদ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে, ছায়া ভক্ত্যাভাস ক্রমশঃ ন্যূনতা হইতে পূর্ণতা লাভ করত সৎসঙ্গক্রমে অবশেষে শুদ্ধা ভক্তিরূপে প্রস্ফুটিত হয়।

ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তুশক্তিযুক্ত ভক্ত্যাভাস শাস্ত্রে সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট। তুলসী, মহাপ্রসাদ, বৈষ্ণবপদরেণু, বৈষ্ণব-প্রসাদ, একাদশী, শ্রীমূর্ত্তি, ক্ষেত্র, গঙ্গা, জন্মাষ্টমী-তিথি প্রভৃতি অনেক ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তু আছে। অজ্ঞানবশতঃ ঐ সমস্ত বস্তু-সংযোগেও জীবের স্খলবিশেষে মঙ্গল হয়। এমত কি, অপরাধরূপে তৎসংযোগ ঘটিলেও তদ্রূপ ফল হয়। তদ্রূপ সংযোগও ভক্ত্যাভাস।

ভক্ত্যাভাসের এবম্বিধ বিচিত্র ফল দেখিয়া ভক্তগণ কখনই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। এই সমস্ত ফল শুদ্ধা ভক্তির অতুলা প্রভাব হইতেই জন্মে। জ্ঞান বা যোগ পবিত্ররূপে কৃত না হইলে এবং একটু ভক্ত্যাভাসের সাহায্য না পাইলে কিছুমাত্র ফল দেয় না। কিন্তু ভক্তি-দেবী সর্ব্বদা স্বতন্ত্রা। তাঁহার প্রতি যে-কেহ যেরূপেই চউক যে-কোন চেষ্টা করে, তিনি তাহাকে অনায়াসে ফল দেন। ভক্ত্যাভাসে এই সমস্ত ফল দেখা যায় বলিয়া ভক্ত্যাভাস আচরণ কর্ত্তব্যরূপে নির্ণীত হয় নাই। শুদ্ধা ভক্তিই আচরণীয়া। যাঁহাদের সম্পূর্ণ মঙ্গল লাভ করিবার ইচ্ছা, তাঁহারা যেন কোনক্রমে প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাসকে চিত্তে স্থান দান না করেন এবং ছায়া ভক্ত্যাভাসকে সত্বর আশ্রয় পূর্ব্বক ভজন-বলে অতিক্রম করত শুদ্ধা ভক্তিদেবীর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতএব বিশ্ববৈষ্ণবদাসের এই মাত্র সিদ্ধান্ত আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুন—

প্রতিবিম্বস্তথা ছায়া ভেদাভেদবিচারতঃ।
ভক্ত্যাভাসো দ্বিধা দোহপি বর্জ্জনীয় রসার্থিভিঃ॥

যাঁহারা ভক্তিরস আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উভয় প্রকার ভক্ত্যাভাস হৃদয় হইতে বর্জ্জন করিবেন। তত্ত্ববিচার দ্বারা এই মাত্র স্থির হইল যে, ভক্ত্যাভাস দুই প্রকার, অর্থাৎ প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস ও ছায়া ভক্ত্যাভাস। প্রতিবিম্ব ভক্ত্যাভাস জীবের অপরাধ। ছায়া ভক্ত্যাভাস জীবের অসম্পূর্ণতা। কিন্তু শুদ্ধা ভক্তিই জীবের আচরণীয়।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাঞ্চরাজ্যপ্রবর

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমার্থিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ১৬ই আষাঢ়, ১৩৮৬; ১লা জুলাই, ১৯৭৯ | ৮৭শ সংখ্যা

অধিরোহবাদে গুরুগ্রহণ

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ)

অধিরোহবাদ অবলম্বন করিয়া জীব কৃষ্ণবিমুখ হন। অবতার-বাদ-আশ্রয়েই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন। কৃষ্ণোন্মুখ জীবগণই আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া জানেন। মন্দভাগ্য বদ্ধজীব অধিরোহ-বাদীকে গুরু বলিয়া স্থাপন করেন। তাহাতে তাঁহার মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, কণ্টকাকীর্ণ পথেই চলিতে হয়। অধিরোহ-বাদী গুরুর শিষ্য অধিরোহ-প্রথা অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুভক্তি হইতে অচিরেই বিচ্যুত হন। অধিরোহবাদের কচিক্রমে প্রথমতঃই শ্রীগুরুদেব ভ্রান্ত; 'আমাকেই গুরুদেবকে ভ্রান্ত করিতে হইবে' এই বিচার প্রবল হয়। অধিরোহ-বাদের গুরু তখন বিষম সঙ্কটে পড়েন। ভগবদ্ভক্তিতে অধিরোহ-বাদের কোন আশঙ্কাই নাই। সেখানে বিষ্ণু বা অবতার-বাদ প্রবল।

অধিরোহবাদে গুরু করিবার প্রথা থাকিলেও তাহা অবিদ্যা-কল্পিত অর্থাৎ তাহা সত্য নহে—পরিবর্ত্তনযোগ্য। অধিরোহবাদ সঙ্কল্প পরিবর্ত্তনময়। অধিরোহ-প্রথায় যিনি গুরু হন, তিনি পূর্ব্বগুরুদিগের কথিত সূত্রোল্লেখে বিবৃত করেন, কেন না, পরিবর্ত্তনই তাহার স্বভাব। অধিরোহবাদে গুরু অনিত্য, শিষ্যও অনিত্য এবং তাঁহাদের উপদেশও অনিত্য। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐ সম্বন্ধ অনিত্য অর্থাৎ কালপ্রভাবে সেই সম্বন্ধ নিশ্চয়ই বিচ্যুত হইবে, ইহা তাঁহারাও জানেন। নিত্য সত্য শ্রীকৃষ্ণ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে অবিদ্যামুক্ত নিরস্তকুহক সত্য ব্রহ্মরূপে জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন, যাহা ব্রহ্মদেবকে অধিষ্ঠিতভাবে নিত্যকাল প্রদান করিতেছেন, যাহা নারদ শ্রীব্যাসকে দিয়াছেন, শ্রীব্যাস যাহা নিত্যকাল

শ্রীমদ্ভাগবতকে দিয়েছেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্রীঈশ্বরপুরী এবং শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতপ্রমুখ ঈশ্বরকোটিতে প্রপঞ্চলীলায় অভিনয় করিয়াছেন তত্ত্ব গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের প্রকৃত গুরুদেবে যে নিত্য সত্যে সমন্বয় অবস্থিত, তাহার মধ্যে কোন বিরুদ্ধ বা ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা নাই—ইহাই অবতার-বিচার, ইহা অধিরোহের প্রতিকূল। অবতারবাদী বৈষ্ণবগণ নিত্য সত্যের আশ্রিত অধিরোহ-বাদী প্রাকৃত লীলাগণ নিজ নিজ পূর্ব্বগুরুদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন মাত্র। তাঁহারা নিত্যসত্য প্রকটে-পরাঙ্মুখ।

প্রচার-উদ্দেশে অবতারবাদের প্রথা উন্নয়ন করিয়া যাহা কিছু প্রচারিত হয়, তাহা কলিজনোচিত। আমরা তাদৃশ প্রচারের পক্ষপাতী নহি। অসংখ্য অধিরোহবাদী জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আবাহন করিবেন। তাহাকে আমরা শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান বলিব না। তাহা বিদ্বৎ-কথা বা গ্রাম্য-কথা নামে দূরতরূপে জানিব। শাস্ত্র ও গুরুর বাক্যই আমাদের অবলম্বন হউক। আমরা শাস্ত্র ও গুরুর নিকটই মাধুকরী করিব। ভোগপর কর্ম্মীর নিকট মাধুকরী করিব না।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা-প্রসঙ্গ

[স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা ; কাল ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯, শ্রীবরাহদ্বাদশী]

আগে এমন অবস্থা ছিল যে, উপবাস কেহই করিতে চাহিত না। উপবাসের বিধি যেন ভক্তির বালাই ; যত না ওরিয়া পারা যায়, ততই মঙ্গল। ঠাকুরের ভোগ হউক বা না হউক আফিসের বাবুদের ৯টার সময় খাওয়া চাই। বোধ আফিসে যাওয়া ত' অনুরাগ মার্গ সকল বিধি লঙ্ঘন করিয়া আফিসে দৌড়ান চাই ত'। শ্রীল প্রভুপাদ কিন্তু বিধিপালনকে ভালই বলিয়াছেন। নিজে তিনি ঐ আদর্শ দেখাইবার জন্য উদ্যোগীও ছিলেন। তিনি শ্রীব্রজপত্তনে কি কঠোরভাবে হরিভজনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন!

সেনাপতির আগেও যুদ্ধে নামিতে হইবে। শ্রীরূপ-সনাতন ইঁহারাই সেনাপতি। প্রবলোৎসাহে হরিকথা কীর্ত্তন করা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যতটুকু হয়, তাহাই করিতে থাক। কাঠবিড়ালী সেতু হইতে সমুদ্রের জলে বালি ঝাড়িয়া ফেলিলে সমুদ্রে যতটুকু ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই অন্ততঃ হউক। প্রশান্ত মহাসাগরের জলে হিমালয় পর্ব্বত আসিয়া পড়িলে যেরূপ বিরাট্ তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়, ততটা না হই বা হইল। কাঠবিড়ালীর যে বালিঝাড়া, তাহাতে যদি বিশাল সমুদ্রে একটু কিছু বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়া থাকে—অবশ্য সমুদ্রে তাহাতে বিক্ষোভ হয় না—তথাপি কাঠবিড়ালীর দিক্ হইতে তাহার যে চেষ্টা, সেইরূপ চেষ্টাই অন্ততঃ হউক, তাহাতেই মঙ্গল হইবে।

'যুদ্ধ' কথাটা জাগতিক ভাষার মলমাত্র। যেমন 'রস'—স্বয়ং কৃষ্ণ, সুতরাং অখণ্ড বস্তু। কিন্তু রসাভাসবিচারে 'অপরস' 'অনুরস' প্রভৃতি কথাও আছে। সেইরূপ যুদ্ধ বাস্তবিক হয় না। কৃষ্ণের সঙ্গে মায়ার যুদ্ধ হয় না, বা মায়া কৃষ্ণের প্রতিপক্ষও হইতে পারে না। যেখানে কৃষ্ণ আছেন, সেখানে মায়া নাই ; যেখানে মায়া, সেখানে কৃষ্ণ নাই। যেখানে আলো, সেখানে ছায়া থাকে না। আলো-ছায়ার যুদ্ধ হয় না ; কারণ, ছায়া কখনও আলোর প্রতিপক্ষ নহে। আলোর মাধুর্য্য বাড়াইবার জন্য ছায়া থাকে। পৃথিবী যখন আলোয় উজ্জ্বল, তখন সেখানে ছায়ার কালিমা আর থাকে না। ছায়া আছে বলিয়া আলোর উপাদেয়ত্ব অনুভূতির বিষয় হয়। কৃষ্ণের পরা শক্তি আছেন বলিয়া মায়াও আছে। এই জগৎ সেই জগতের বিকৃত প্রতিফলন। সবিলাস কৃষ্ণ বিশ্ব, তিনি সত্য ; সুতরাং তাঁহার প্রতিবিম্বও মিথ্যা হইতে পারে না, তবে ইহা নশ্বর। কৃষ্ণ আছেন বলিয়াই জগৎ আছে। যৎসত্তায় তৎসত্তা অর্থাৎ অন্বয়ভাবে দেখিলে তাঁহার সত্তা আছে বলিয়াই জগতেরও সত্তা আছে এবং যদসত্তায় তদসত্তা—অর্থাৎ তিনি না থাকিলে জগৎও

থাকে না—ইহাই ব্যতিরেক বিচার। অন্বয়-ব্যতিরেক-বিচারে কৃষ্ণই মূল এবং যেহেতু তিনি আছেন, সেইহেতু মায়াও আছে। যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ- জড় জগতের ভাষার মলমাত্র।

যুদ্ধ করিতে গেলে একনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। গতি বা লক্ষ্য এক। একনিষ্ঠ না হইলেই মরিবে। বহুবচন ও একবচন—দুইটি কথা আছে। অনন্যভজন বা একনিষ্ঠতা—ইহাই একবচন। অনন্য না হইলে ভজন হয় না। গুরু-বর্গের সঙ্গ লাভ করা চাই, তাঁহাদের কাছে যাওয়া চাই। কি করিয়া যাওয়া যায়? একমাত্র উপায়—অন্ততঃ একটি জীবকে গুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেওয়া। সমস্ত জীবন-ব্যাপি-চেষ্টার ফলে যদি একজনকে শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে ডালি দিতে পার, তাহা হইলে শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্তন-রাসে যোগদানের আশা লাভ হইতে পারে। এই ছাড়া আর পথ নাই। যদি অপরের উপকারের চেষ্টা না হয়, কেবল নিজের চিন্তা, নিজের কথাতেই নিবিষ্ট থাক, তাহা হইলে সুবিধা হইবে না। তাহা হইলে কীর্তনের শ্রেষ্ঠতা-স্থাপনের কি আবশ্যকতা ছিল? জপকেই শ্রেষ্ঠ বলা যাইত! কীর্তনের মধ্যে জপ আছে; কীর্তনই শ্রেষ্ঠ। অবশ্য এই ডালি দেওয়া বা পূজারী হওয়ার মধ্যে নিজের কোনও বাহাদুরী নাই। 'আমি কি করিয়া করিব?'—এই বলিয়া হতাশ হইয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিবার কোন কথা নহে। কৃপা আসিবে গুরুপাদপদ্ম হইতে। তাঁহারাই গাছ হইতে ফুল আনিয়া তোমার সাজিতে দিবেন, কৃতিত্ব বা বাহাদুরী তাঁহাদেরই। যুদ্ধের যে অস্ত্র, তাহা তাঁহাদেরই দাসী। তাঁহারা যুদ্ধ করাইয়া লইবেন। তখন আর নিজের খাওয়া-পরার চিন্তা, নিজের সুখ-দুঃখ, মঙ্গল-অমঙ্গল—কোন দিকে তাকাইবার অবসর থাকিবে না বা তাকাইবার কথা মনেও হইবে না।

যদি এইভাবে জীবন উৎসর্গ করা যায়, তবেই বাঁচিয়া যাইবে। তাহা না হইলে কেবল নিজের চিন্তা, নিজের সুখবাঞ্ছাই আসিবে। তখন হয় ধর্ম, অর্থ, কাম, না হয় মোক্ষ—ইহাই চাহিবে। ঐগুলি ত' দুঃসঙ্গ।

দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব, আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥

* * *

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।

* *

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অসার॥

* *

রজঃ ধাতু হইতে রাগ ও রজঃ এই দুইটি শব্দের উৎপত্তি। রজোগুণেই বাসনার জন্ম। রজোগুণ যত দিন প্রবল থাকিবে, ততদিন বাসনা বা বাহার শেষ নাই। চিদভিমুখী হইলে রাগ আর অচিৎ মায়াভিমুখ হইলে তখন রজঃ। চিত্ত যখন রঞ্জীন অর্থাৎ রঞ্জিত হয়, তখন নানা-প্রকার বাসনার উদয় হয়। কৃষ্ণবিষয়ক রাগেও চিত্ত রঞ্জিত হয়; সেটি পরম উপাদেয় অবস্থা। কিন্তু রজোগুণ-প্রভাবে চিত্ত রঞ্জীন হওয়া ভাল নহে। রজঃ ও তমোগুণ প্রবল হইয়া সত্ত্বকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করে। রজঃ ও তমোগুণের এই অভিযানে বাধা দিতে হইবে। রজ-স্তমোগুণের প্রতিরোধ করিতে হইলে পরতত্ত্বরামের ন্যায় শক্তি দরকার। মিশ্র-সত্ত্বও ভাল মিশ্রসত্ত্বও যখন আক্রান্ত হয় তখন বিষ্ণুর শক্তিবিশেষের আবেশ হয় আর যখন বিশুদ্ধসত্ত্ব বা বসুদেবের প্রতি রজস্তমোগুণের আক্রমণ-চেষ্টা হয়, তখন বাসুদেব-কৃষ্ণ আবির্ভূত হন।

* *

জড়পদার্থ হইয়া বসিয়া থাকিলে হইবে না। একটা দুঃসময় আসিতেছে। * * মুখে সবিশেষবাদ স্বীকার করে, কিন্তু অন্তরে সে নির্বিশেষ-পন্থী। কিন্তু নির্বিশেষ-পন্থী হইলেও অর্থাৎ নির্গুণ বা ক্লীব পর্যন্ত তাহার বিচার হইলেও ভালো তবুও মন্দের ভাল। * * এর দল সম্পূর্ণ নাস্তিক বা পাষণ্ড। তাহারাই এখন আধিপত্য করিতেছে। দেশের অবস্থা এই। ইহাদেরই নিকট শ্রীনামের মাহাত্ম্য প্রচার দ্বারা যাহাতে শ্রীনামের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা হয়—তাহাই করিতে হইবে।

* * *

একমাত্র কথা—শরণাগতি। অনেকে প্রশ্ন করেন—শরণাগতি কি করিয়া হয়? এ প্রশ্ন নিরর্থক। শরণাগতি নূতন করিয়া হয় না, তাহা আছেই। জল যদি বলে—'আমার তরলতাধর্ম কি করিয়া পাইব?' অথবা আগুন যদি বলে—

'চাই চাপা পড়িয়াছি, এখন কি করিয়া উদ্ধার দিব বা রক্ষা করিব ?' এই সকল প্রশ্ন নিরর্থক। শরণাগত কি করিয়া হইব—ইহা অশরণাগতের কথা। ঐ প্রশ্নে মনে হয়, অশরণাগতিটা বজায় রাখিয়াই শরণাগত হইবার জন্য চেষ্টা হইতেছে : প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না।

•

আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী তাহাদের আর্তি, অর্থার্থিতা ও জিজ্ঞাসা বজায় রাখিয়া শুদ্ধ ভগবদ্ভজন করিতে পারে না। জীবাত্মা আর্ত নহে, তাহার দুঃখ নাই। জীবাত্মার অর্থার্থিতা নাই, পরমার্থিতা আছে। জীবাত্মার জিজ্ঞাসাও নাই। ঐগুলি অনাদি-প্রতীতি হইতেই হইয়া থাকে। যতক্ষণ ঐগুলি থাকে, ততক্ষণ ভজন হয় না। ঐগুলি ছাড়িলে তবেই ভজন হয়। সম্বন্ধজ্ঞান না থাকিলে ভজন হয় না। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত ভজন করিলে তবে দেহাত্মাভিমান যায়। "সম্বন্ধ জানিয়া, ভজিতে ভজিতে, অভিমান হউ দূর।" শরণাগতি থাকিলে একনিষ্ঠ হওয়া যায়। একনিষ্ঠ হওয়া বা সতী-সাধ্বী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণে নিষ্ঠা হইলে ইতর বস্তুতে নিষ্ঠা থাকে না। "কৃষ্ণ-নিষ্ঠা, তৃষ্ণা-ত্যাগ"—ইহাই ভক্তের গুণ। 'শ্রদ্ধা মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ'—ইহাই প্রথম কথা। ইহাই আগে হউক।

কৃষ্ণে নিষ্ঠা আগে। সেইটি হইবার সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণা-ত্যাগ হয়। যেমন রস—

স্ত্রীপুত্রাদি-কথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুদ্ধিয়মরুক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবাদ্ত আসীত্রসঃ॥

(চৈতন্যচন্দ্রামৃত)

শ্রীগৌরসুন্দর যখন ভক্তিরস আবিষ্কার করিলেন, তখন জড়রসের আর স্থান ছিল না।

শ্রীনামের সুখ—ইহাই সর্বতোভাবে কাম্য। শ্রীনাম-প্রভুর সুখ আবার সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কখন হয় ? যে-নামে গুরুবর্গ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া সুখ পান, সেই নামে আহ্বান করিলেই তাঁহার সর্বাপেক্ষা অধিক সুখ হয়, অর্থাৎ গুরুর কৃষ্ণের অনুশীলনই কৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা অনুকূল অনুশীলন। শ্রীনামের অনুশীলন করিলেই সব হইবে। তিনি মনোমোহন : তাঁহার অনুশীলন হইলে মতি ভাল হইবে, সত্য সত্য অভাববোধ আসিবে। "সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস সে সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে নরোত্তম দাস" অথবা "হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া, এ অধম লইল শরণ"—এইরূপ দুঃখবোধ তখন হইবে। গুরুদেব যে নামে ডাকেন, সেই নামে ডাকিলে শ্রীনামের সর্বাপেক্ষা বেশী সুখ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত যে নাম বলিয়াছেন, সেই নামে এবং গুরুদেব যে নামে ডাকেন সেই নামে ডাকিলে সর্বাপেক্ষা বেশী সুখ হয়। ভক্তিসন্দর্ভ ২৬২ সংখ্যায় এই বিচারটি আছে।

• • •

নিজের দর্শন, শ্রবণ বা যে-কোনও ক্রিয়া শ্রীনামপ্রভুর সুখকর হইতেছে কি না, এ বিষয়ে আগ্রহ থাকিবে। তাহা হইলে আর ইতর রাগ আসিতে পারিবে না। আবার অপরের যাহাতে নামের প্রতি শ্রদ্ধা হয়, একজনও শ্রীনামের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইতে পারেন, সেজন্য জীবনপণ করিয়া চেষ্টা কর্তব্য, ইহাই জীবনের একমাত্র ব্রত হউক। ভিতরে বা বাহিরে সব দিকেই বিপদের সূচনা দেখা যাইতেছে। এই সময় স্বয়ং শ্রীনামের সুখসন্ধানতৎপর হইয়া অপরকে শ্রীনামের সুখসন্ধানতৎপর করাইবার ব্রত গ্রহণ না করিলে মঙ্গল নাই। এ বিষয়ে কেবল একনিষ্ঠতা ও শরণাগতি, কেবল ধৈর্য ও ধৈর্যের সহিত কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকা—ইহাই প্রয়োজন, 'দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্'।

• • •

উচ্চবিষয়ে লক্ষ্যটা থাকা দরকার কৃষ্ণের কৃপা পাইবার জন্য লালসা হওয়া দরকার। অনেক বাধা আসিবে, মন অস্থির হইয়া উঠিবে, সাংসারিক বা অন্য কোনও কারণে অনেক বিঘ্ন প্রবল হইয়া উঠিবে, কিন্তু সব সহ্য করিয়া যাইবে। "বিবহেত ধীরঃ"—এই কথাটা মনে করিয়া রাখিতে হইবে। যদি সাময়িকভাবে মন এদিক ওদিক যায়, বা পতনও হয়, তথাপি তাহাতে হতাশ হইবার কারণ নাই। "বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ ধুনোতি সর্বং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ।" অথবা "জাতশ্রদ্ধো"—ইত্যাদি। ইহা সেই গুরুবর্গেরই কথা। যাঁহারা দয়া করিবেন—তাঁহাদেরই অভয়বাণী। তাঁহারা Ethical principleএর violation বা immoralityকে support করেন নাই, তবে এই দুর্বলতা তাঁহারা ক্ষমা

করিয়াছেন। যদি কোন দোষ দুর্ব্বলতাবশতঃ হইয়া পড়ে, ঐ দোষ স্থায়ী হইবে না। মনমোহন শ্রীনামপ্রভুর সেবা-প্রভাবে উহা দূরীভূত হইবে। তাঁহারা এতটা দয়া করিতে পারেন ও করেন। সেই ক্ষমতায় বিশ্বাস থাকা দরকার। তাঁহাদের দয়ার উপর নির্ভর করিতে পারিলে আর চিন্তা নাই। শ্রীনাম—সর্ব্বশক্তিমান্।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শ্রৌত উপদেশ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৬শ সংখ্যার পর)

শ্রীস্তু বিদ্যা সমুদ্দিষ্টা দুর্গাহবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা।
তে অনাদি-হরেরিচ্ছা-নিয়তে সর্ব্বদৈব তু॥
ইতি মায়াবৈভবে। (ভাঃ তাঃ ১১।১১৩)

মায়াবৈভবে উক্ত হইয়াছে—লক্ষ্মীদেবী বিদ্যা এবং দুর্গা-দেবী অবিদ্যা বলিয়া উদ্দিষ্ট ও বিঘোষিত আছেন। তাঁহারা উভয়েই সর্ব্বদা অনাদি শ্রীহরির ইচ্ছাধীনা।

ভিন্নাংশস্যৈব জীবস্য বন্ধমোক্ষৌ ন মে ক্বচিৎ।
অভিন্নাংশাস্তু মৎস্যাদ্যাস্তেজসঃ কালবহ্নিবৎ॥
জীবা ভিন্নাংশকাস্তত্র তেজসঃ প্রতিবিম্ববৎ।
ইতি বৈলক্ষণ্যে। (ভাঃ তাঃ ১১।১১।৪)

বৈলক্ষণ্যে ভগবদ্বাক্য আমার ভিন্নাংশ জীবেরই বন্ধন ও মুক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু কদাচ আমার নহে। যেরূপ কাল ও বহ্নি সূর্য্য হইতে অপৃথক্, তেমন মৎস্যাদি অবতার-গণ আমার অভিন্নাংশ। সূর্য্যের প্রতিবিম্বের ন্যায় জীব সকল আমার বিভিন্নাংশ।

অন্যোন্যভেদে তৈস্মী সত্যভামা বনে তথা।
ন তু দেহবিয়োগোঽস্তি তয়োঃ কৃষ্ণচিদাত্মনঃ॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে। (ভাঃ তাঃ ১১।৩১।২০)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত আছে—ভীষ্মরাজের কন্যা রুক্মিণী অগ্নিতে এবং সত্যভামা বনে অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ-চিদাত্মস্বরূপ তাঁহাদের দুইয়ের কখনও দেহত্যাগ নাই।

অত আধ্যাত্মিকক্লেশৈরাধিভূতাধিদৈবিকৈঃ।
বাক্যৈশ্চ বেদতন্ত্রাদ্যৈরুপদেশৈশ্চ তাদৃশৈঃ॥
বলবদ্ভাসনৈর্ব্বাপি যস্য ভক্তির্ন চাল্যতে।
স এব পরমো ভক্তো বিষ্ণোর্হৃদয়বল্লভঃ॥
ইতি ভক্তিবিবেকে। (ভাঃ তাঃ ১১।১৪।২৪)

ভক্তিবিবেকে উক্ত হইয়াছে—অতএব আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ক্লেশে, বেদতন্ত্রাদির বাক্যে, তাদৃশ উপদেশে অথবা শক্তিশালী ব্যক্তির ভীতিপ্রদর্শনেও যাঁহার ভক্তি বিচলিতা হন না, তিনিই বিষ্ণুর প্রাণপ্রিয় পরমভক্ত।

সাত্ত্বিকানাং বাসুদেবে ভক্তিরুৎপদ্যতে।
(ভাঃ তাঃ ১।১।২৪)

সাত্ত্বিকগণের বাসুদেবে ভক্তি উৎপন্না হয়।

আধিকারিকদেবানাং স্বাধিকারাধিকাঙ্ক্ষিতা।
ভবতি শ্রীহরের্বিষ্ণোর্ভক্ত্যাতৈরপি যৎ সদা॥
ইতি যোগসংহিতায়াম্। (ভাঃ তাঃ ৩।৯।৪০)

ভক্তগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিতা ভক্তি যেরূপ বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত হয়, সেইরূপ আধিকারিক দেবগণের স্বাধিকার-কামনাও বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত।

ততোঽপি পরমাণুত্বং তদংশানাং তু বর্ণ্যতে।
অনন্তস্যাবিবেকার্থমেতোক্তা পরমাণুতা॥

অনন্তর যদিও তদংশসকলের পরমাণুত্ব কথিত হয়, তথাপি তাঁহার অনন্তত্ব জ্ঞাপনার্থই তাঁহার পরমাণুত্ব উক্ত হয়।

ভিদা যদি ন দৃষ্টেত জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ।
মুক্তো তদা বিমোক্ষায় কো যত্নং কর্ত্তুমর্হতি॥
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে। (ভাঃ তাঃ ৪।২২।২৭)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে—যদি জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ না থাকিত তবে মুক্তিপথে স্বীয় বিমুক্তির জন্য কেই বা যত্ন করিত?

স্পর্দ্ধন্ত ইব দেবাস্তু হরিণা যত্র কুত্রচিৎ।
হরেরেবাজ্ঞয়া কাপি দৈত্যাবেশাৎ তথাপি বা॥
ইতি চ। (ভাঃ তাঃ ৪।১৮।২৭)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ইহাও উক্ত হইয়াছে—যদি কোথায়ও বিষ্ণুর সহিত দেবগণ স্পর্দ্ধা করিতেছেন মনে হয়, তাহা

হইলে কম্পিত হইবে। কোথাও স্থিরভাবে আছে। অথবা ভৌতিকবেগবশতঃই ঐরূপ হইয়া থাকে।

রবেরোদয়কালেষু সূর্য্যাদিঃ প্রতিবিম্বিতঃ।
বায়ুনোচ্ছলিতঃ ভাতি ছিন্নভিন্নাদিরূপবান্॥
এবং বিষ্ণুচ্ছয়া ভাতগুণেষু প্রতিবিম্বিতঃ।
ছিন্নো ভিন্নো মৃতোঽহমীতি বহুধা প্রতিপদ্যতে॥
তদ্বদ্ব চ নিষ্টীকৃত উদকে নিঃসরাবকে।
ছেদভেদাদিনাপ্নোতি নিশ্চলং প্রতিবিম্বিতম্॥
এবং গুণৈর্বিমুক্তস্তু জীবোঽপ্নোতি দুঃখিতাম্।
সরাবদ্বদ্ গুণাঃ প্রোক্তা অজ্ঞানন্তু জলবদ্বৎ।
দৃষ্টীকৃতো দ্রবস্তদ্বজ্জীবস্তু প্রতিবিম্ববৎ॥

ভক্তভাগবতে (ভাঃ তাঃ ১০।১।৬৩)

ভক্তভাগবতে উক্ত হইয়াছে—যেরূপ উদকপূর্ণ সরাবাদিতে সূর্য্যাদি প্রতিবিম্বিত হইয়া বায়ুকর্তৃক উচ্ছলিত বা তরঙ্গায়িত হইলে ছিন্নভিন্নরূপে প্রতীত হয়, সেরূপ বিষ্ণুর ইচ্ছায় উৎপন্ন গুণসকলে প্রতিবিম্বিত জীবও "আমি ছিন্ন ভিন্ন ও মৃত" এরূপ বহুপ্রকারে প্রতীত হয়। সেই সূর্য্যাদি বিম্বই যদি সরাবরহিত দৃষ্টীকৃত বা নিশ্চল জলে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহে ছেদভেদাদিত্বেও নিশ্চল প্রতিবিম্বই অবস্থান করে। সেইরূপ গুণরহিত জীব দুঃখী হয় না। এস্থলে গুণসত্ত্ব সরাব, অজ্ঞান জল, দৃষ্টীকৃত দ্রব জীব ও গুণবজ্জ্ঞানই প্রতিবিম্ব সদৃশ উক্ত হইয়াছে।

অভেদ এব জীবস্য নিত্যাঃ প্রত্যেকশঃ পৃথক্।
দীপ-দেহ-নদী-বারি-ফলাদীনাং পৃথক্ স্বতঃ॥
ভেদাভেদৌ পরিজ্ঞেয়ৌ কার্য্য-কারণয়োরপি।
গুণস্য গুণিনশ্চৈব জাতিব্যক্তেস্তথৈব চ॥

ইতি চ (ভাঃ তাঃ ১১।২২।৪৫)

ভগবানের সহিত জীবের অভেদ এবং নানাপ্রকারে পার্থক্য নিত্য। দীপ-দেহ-নদী-বারি-ফলাদির স্বতঃই পরস্পর পার্থক্য আছে। কার্য্য-কারণ, গুণ-গুণী এবং জাতি ও ব্যক্তির ভেদাভেদ জানা কর্ত্তব্য।

জীবস্য সুখরূপস্য ন দুঃখং ক্বচিদিষ্যতে।
অতো মনোঽভিমানেন দুঃখী ভবতি নান্যথা॥

ইতি ভারতে। (ভাঃ তাঃ ১১।২৩।৫২)

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—সুখরূপী জীবের কখনও দুঃখ নাই। অতএব জীব মনের অভিমানবশতঃই দুঃখী হয়।

"সদা কালাদিসম্বন্ধাদ্দুঃখং দেহস্য দৃশ্যতে।
তথাপি নৈব দুঃখী স জড়ত্বান্নিয়মেন তু॥"
আত্মনঃ সুখরূপত্বাদ্ দুঃখং ন ক্বচিৎ।
তস্মান্মনোভ্রমেণৈব দুঃখী জীবো ন চান্যথা॥

ইতি তাৎপর্য্যে। (ভাঃ তাঃ ১১।২৩।৫৫)

তাৎপর্য্যে আছে—সর্ব্বদা কালাদি-সম্বন্ধহেতু দেহেরই দুঃখ হয়। জড়ত্ব ও প্রাকৃত নিয়মে কখনও জীবাত্মার দুঃখ হয় না। আত্মার সুখরূপত্বহেতু কখনও তাঁহার দুঃখ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব মনোভ্রম-বশতঃই জীব দুঃখী হয়, অন্যপ্রকার নহে।

অহংকারস্য সকাশাদ্দুঃখং নাত্মনঃ স্বতঃ।
অহংকারাদ্ধি সংসারো ভবেজ্জীবস্য ন স্বতঃ।
কুতশ্চিদানন্দতনোঃ স্বরূপেচ্ছানুযায়িনঃ॥

ইতি ভক্তভাগবতে। (ভাঃ তাঃ ১১।২৮।১৪)

ভক্তভাগবতে উক্ত আছে—অহঙ্কার হইতেই জীবের নানাপ্রকার অনর্থ দৃষ্ট হয়; কিন্তু জীবাত্মার মধ্যে সেসকল নাই। অহঙ্কার হইতেই জীবের সংসার উপস্থিত হয়, কিন্তু আত্মাতে কোন সংসার নাই। আনন্দতনু ও স্বরূপেচ্ছানুযায়ী বস্তুর সংসার কিরূপে হইবে?

যথাকাশে বিমানাদিরূপভেদঃ প্রতীয়তে।
তথা হরৌ জগদ্দিব্যং তৎসামর্থ্যাৎ প্রতীয়তে॥

ইতি ব্রাহ্মে। (ভাঃ তাঃ ৪।১।৫৫)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কথিত আছে—যেরূপ আকাশে মেঘবৃন্দ বিমানাদি বিভিন্নরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ ভগবচ্ছক্তিক্রমে শ্রীহরিতে এই জগৎ প্রতীত হয়।

যথা কম্বাপটাঃ সূত্র ওতাঃ প্রোতাশ্চ সংস্থিতাঃ।
এবং বিষ্ণাবিদং বিশ্বমোতঃ প্রোতং চ সংস্থিতম্॥

ইতি স্কান্দে। (ভাঃ তাঃ ৬।৩।১২)

স্কন্দপুরাণ বলেন—যেরূপ কম্বাবস্ত্র সূত্রে ওতপ্রোতভাবে সংস্থিত, সেরূপ বিষ্ণুতে এই বিশ্ব ওতপ্রোতভাবে সংস্থিত আছে।

দশেন্দ্রিয়-প্রাণ-মনোমূলং মন এব চ সংসারচক্রম্॥

(ভাঃ তাঃ ৭।৯।২১)

দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ ও মনের মূল প্রাকৃত মনই সংসারচক্র।

তস্মাত্তু জগদ্রূপং বিষ্ণোঃ সাক্ষাৎ সুখাত্মকম্।

নিত্যপূর্ণং সমৃদ্ধিষ্টং স্বরূপং পরমাত্মনঃ। ইতি বামনে
বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুণোদ্রেকাৎ কাল ইত্যভিধীয়তে। ইতি চ
প্রকৃত্যাদেস্তদধীনত্বাৎ প্রকৃত্যাদিরুদীর্য্যতে।
যথা রাজা স্বভৃত্যানাং স্বয়ং কর্ত্তেত্যুদীর্য্যতে।
যথা দেহঃ স্বতন্ত্রত্বাৎ স্বামিত্যাহুরঞ্জসা।
ইতি পাদ্মে। (ভাঃ তাঃ ১০।১০।৩১)

বামনপুরাণে কথিত আছে—রূপাদ্যাত্মক জগৎ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ সুখাত্মক রূপ। পরমাত্মার স্বরূপ নিত্য ও পূর্ণ বলিয়া সমৃদ্ধিই হইয়াছে। সর্ব্বগুণের উদ্রেক হেতু বিষ্ণুই কালসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। পদ্মপুরাণে কথিত আছে—যেরূপ ভৃত্যের কার্য্যে রাজা স্বয়ং কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত এবং যেরূপ আত্মার অধীনত্বহেতু দেহও স্বয়ং কর্ত্তা বলিয়া অনায়াসে উক্ত হয়, সেরূপ প্রকৃতি প্রভৃতির তদধীনত্বহেতু তিনি প্রকৃত্যাদিরূপে কথিত হন।

সর্ব্বং হরের্বশত্বেন শরীরং তস্য তদ্যতে।
অনন্তাধিপতিত্বাচ্চ তদনন্তঃ প্রকীর্ত্যতে॥
ন চাপ্যভেদো জগতাং বিষ্ণোঃ পূর্ণগুণস্য তু।
ইতি হরিবংশে চ। (ভাঃ তাঃ ১১।২।৪১)

'হরিবংশে' কথিত আছে—বিশ্ব শ্রীহরির অধীন বলিয়া উহা তাঁহার শরীররূপে কথিত। অনন্তাধিপতিত্বহেতু বিশ্ব অনন্ত বা স্বতন্ত্ররূপে অভিহিত। কিন্তু পূর্ণগুণাধার বিষ্ণু ও বিশ্বসমূহের মধ্যে অত্যন্ত অভেদও নাই।

এবং কারণকার্য্যেভ্যঃ পরমানন্দরূপিণম্।
অজ্ঞানাদ্ বহুধা প্রাহুরেকং সন্তং সুদুর্জ্জনাঃ॥
রূপাদ্যাত্মত্বশব্দাচ্চ তদ্রূপত্বেন চোদীর্য্যতে।
ন তু তস্য স্বরূপত্বাদ্বিদ্যোষানন্দরূপিণঃ॥
কথং জড়াজড়ৈক্যং স্যাৎ কুতঃ পূর্ণাল্পদোষয়োঃ।
পূর্ণাল্পজ্ঞানয়োশ্চৈব পূর্ণশক্ত্যল্পশক্তয়োঃ॥
নির্দ্দুঃখ-দুঃখাদ্যিতয়োঃ স্বতন্ত্র-পরতন্ত্রয়োঃ।
অতঃ সর্ব্বগুণৈর্যুক্তং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতম্॥
অভেদেন বিজানাতি তম এব প্রপদ্যতে।
বিষ্ণুং সর্ব্বতো বিষ্ণুং সর্ব্বতশ্চ বিলক্ষণম্॥
জ্ঞাত্বা পূর্ণগুণং যাতি মুক্তিং নান্যত্র সংশয়ঃ।
ইতি তত্ত্বভাগবতে। (ভাঃ তাঃ ১১।২।৩৭)

তত্ত্বভাগবতে উক্ত হইয়াছে—অতি দুর্জ্জন মায়াবাদিগণ অজ্ঞানবশতঃ এই প্রকার কার্য্যকার্য্য-হেতু একমাত্র সত্য পরমানন্দরূপী পরমেশ্বরকে বহুধা কল্পনা করে। তত্ত্বরূপের যোগ্য। সুন্দর। এবং তদ্বশ বলিয়া এই বিশ্ব তত্ত্বরূপ নামে অভিহিত হয়, কিন্তু সেই নির্দ্দোষ আনন্দরূপীর স্বরূপ বা অঙ্গরূপ বলিয়া নহে। কিরূপে জড় ও চেতন, পূর্ণ ও ক্ষুদ্র আনন্দ, পূর্ণ ও খণ্ড জ্ঞান, পূর্ণ ঐশ্বর্য্য-শক্তি, দুঃখহীনতা ও দুঃখযুক্ততা এবং স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্যের ঐক্য সম্ভব? অতএব সর্ব্বগুণযুক্ত ও সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত বিষ্ণুকে তদ্ভিন্ন পদার্থের সহিত অভেদ কল্পনা করিলে নরকই লাভ হয়।

শ্রীবিষ্ণুকে সকলের সার, সর্ব্বস্বতন্ত্র ও পূর্ণগুণাধার বলিয়া জানিলে নিঃসন্দেহে মুক্তি হয়।

বৈলক্ষণ্যাদ্ধরের্ভিন্নং তত্তদ্রূপাত্মকাত্মকম্।
ইতি বিশ্বং প্রপশ্যন্তি জ্ঞাননিষ্ঠা হরেঃ প্রিয়াঃ॥
ইতি সার্ব্বজ্ঞে। (ভাঃ তাঃ ১১।৭।২২)

সর্ব্বজ্ঞসূক্তে কথিত আছে—বিলক্ষণ বলিয়া হরি হইতে পৃথক্ এবং তদ্ধীননিয়মাধীনত্বহেতু তদাত্মক—হরির প্রিয় জ্ঞাননিষ্ঠ-ভক্তগণ এই বিচারে বিশ্বকে দর্শন করেন।

ইদং হি সর্ব্বং ভগবানিতেতরঃ।
প্রকৃতেঃ প্রাকৃতা চৈব ব্যতিরিক্তং গুণাদিকম্।
যে বিদুঃ পরমাত্মানং তে যান্তি পরমং পদম্॥
ইতি তত্ত্বভাগবতে। (ভাঃ তাঃ ১১।১৩।২৪)

তত্ত্বভাগবতে উক্ত হইয়াছে এই সমগ্র বিশ্ব যেন ঈশ্বরের অভিন্নমূর্ত্তি। প্রাকৃত বস্তু-সকল প্রকৃতিজাত এবং পরমাত্মা গুণাতীত—যাঁহারা এই তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারা পরমপদ লাভ করেন।

অবিদ্যমানতা নাম জগতঃ পরতন্ত্রতা।
যথাশক্তস্য পুত্রাদিবস্তুত্বাচ্যতে জনৈঃ॥
ইতি বিবেকে। (ভাঃ তাঃ ১১।২৮।২২)

বিবেকে কথিত আছে—জগতের অনিত্যতাই পরতন্ত্রতা বা ঈশ্বরাধীনতা। দৃষ্টান্ত এই যে, মানবগণ অসক্ত বা অকর্ম্মণ্য পুত্রদিগকে অসৎ বা মৃত বলিয়া থাকে।

বিষয়াভিনিবেশেন উত্তরদেহাভিনিবেশেন
পূর্ব্বদেহাস্মরণং যত্তন্মৃত্যুঃ। (ভাঃ তাঃ ১১।২২।৩৯)

বিষয়াভিনিবেশ ও পরবর্ত্তী দেহাভিনিবেশ-বশতঃ যে পূর্ব্বদেহ-বিস্মরণ তাহাকে মৃত্যু বলে।

(১১) **লিঙ্গপুরাণ**। এই পুরাণে অধিকন্তু কথাপ্রসঙ্গে শিবতোষোক্ত অধিক শিবমাহাত্ম্যকথন লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে ২টী ভাগ—পূর্ব্ব ও উত্তর।

পূর্ব্বভাগে—পুরাণবিষয়ক প্রশ্ন, সংক্ষেপসৃষ্টি, যোগাখ্যান, কল্পাখ্যান, শৈল-সনৎকুমার-সংবাদ, দধীচি-চরিত, যুগধর্ম্ম-নিরূপণ, সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ, ত্রিপুরাখ্যান, অরিষ্টকথন, প্রায়শ্চিত্ত, কাশী ও শ্রীশৈলবর্ণন, অন্ধকোপাখ্যান, বরাহ-চরিত, নৃসিংহচরিত, জলন্ধর-বধ, দক্ষযজ্ঞধ্বংস, কন্দর্পদহন, পাশুপত-দর্শন, বিনায়কোপাখ্যান।

উত্তরভাগে—বিষ্ণুমাহাত্ম্য, অম্বরীষোপাখ্যান, সনৎকুমার-মরীচ্যাদি-সংবাদ, শিবমাহাত্ম্য, যোগাখ্যান এবং পুরাণ-শ্রবণ-মাহাত্ম্য।

(১২) **বরাহপুরাণ** দুইভাগে বিভক্ত।

পূর্ব্বভাগে—মানবকল্পবিচার, ভূমি-বরাহসংবাদ, ব্রহ্মা-চরিত, গুরুচরিত, মহাতপার আখ্যান, অদিত্যাখ্যান, অগস্ত্যগীতা, রুদ্রগীতা, মহিষাসুরবধ, শ্বেতোপাখ্যান, মথুরা-মাহাত্ম্য, শ্রাদ্ধবিধি, যমলোক-বৃত্তান্ত, বিষ্ণুব্রত ও গোকর্ণ-মাহাত্ম্য।

উত্তরভাগে—পুলস্ত্য-কুবেরাজ-সংবাদ, তীর্থমাহাত্ম্য, কপিল, পুষ্করতীর্থ ও পুণ্যপর্ব্ব।

(১৩) **স্কন্দপুরাণ**। ইহাতে শিবমাহাত্ম্যাদিকথা। ইহা সপ্তখণ্ডে বিভক্ত।

১ম, মাহেশ্বর খণ্ডে—পৌরুষকল্পাখ্যান, দক্ষযজ্ঞ, সমুদ্র-মন্থন, দেবরাজচরিত, পার্ব্বত্যুপাখ্যান, পাশুপতাখ্যান, পঞ্চতীর্থমাহাত্ম্য, ধর্ম্মবর্ম্মনৃপাখ্যান, ইন্দ্রদ্যুম্নকথা, নাড়ীজঙ্ঘ-কথা, যমনক-কথা, মহীসাগর-সংযোগ, তারকবধ, ব্রহ্মাণ্ড-নিরূপণ, বর্করেশ-কথা, মহাকালোৎপত্তি, বাসুদেবমাহাত্ম্য, কোটিতীর্থবিবরণ, পাণ্ডব-কথা, স্কন্দমাহাত্ম্য, অরুণাচল, সনৎকুমারসংবাদ, গৌরীর তপস্যা, মহিষাসুর বধ এবং শোণাচল।

২য়, বিষ্ণুখণ্ডে—ভূমি-বরাহোপাখ্যান, কপ্রু-মাহাত্ম্য, ভরদ্বাজকথা, বিষ্ণুখণ্ডান্তর্গত উৎকল-খণ্ডে—পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য, মার্কণ্ডেয়োপাখ্যান, অম্বরীষোপাখ্যান, ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান, বিদ্যাপতি-কথা, বৈষ্ণিষ্ঠ্যোপাখ্যান, নারদোপাখ্যান, নীলকণ্ঠোপাখ্যান, নরসিংহবর্ণন, অশ্বমেধ কথা, স্নানযাত্রা-বিধি, গুণ্ডিচাকথন, শ্বেতরাজোপাখ্যান, বহ্ন্যুৎসব, দোল-যাত্রা, বিষ্ণুপূজা, দশাবতার ও স্নানাদিকথন। বিষ্ণুখণ্ডান্তর্গত বদরিকা-খণ্ডে—তীর্থ-মাহাত্ম্য, ভগবদধিষ্ঠান-নিরূপণ, কপালমোচনতীর্থ, পঞ্চনদতীর্থ, সুমেরুসংস্থিতি, ধূম্রকেশ, পুণ্ড্রাদিধারণ, মালাধারণ, পঞ্চামৃতস্নান, তুলসীপত্রমাহাত্ম্য, নৈবেদ্যমাহাত্ম্য, হরিবাসর, একাদশীমাহাত্ম্য,.....নাম মাহাত্ম্য, ধ্যানাদিকথন, মথুরাতীর্থ, দ্বাদশবনমাহাত্ম্য, শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য, ধ্রুবদেবচরিত, ব্যাধোপাখ্যান, অযোধ্যা-মাহাত্ম্য, চন্দ্রহরির উপাখ্যান, ধর্ম্মদুর্য্যুপাখ্যান, তীর্থের মাহাত্ম্য ইত্যাদি।

৩য়, ব্রহ্মখণ্ড। ইহাতে পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ আছে।

পূর্ব্বভাগে—গালবের তপস্যা, দেবীপতন, তীর্থ-বর্ণন রামনাথ-মহিমা, তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ, যাত্রাবিধান, সেতুবন্ধ, ধর্ম্মারণ্যমাহাত্ম্য, শিবকার্ত্তিকের-সংবাদ, কল্পসিদ্ধি কথন, ঋষিবংশ-কথন, চতুর্ব্বর্ণাশ্রম, দেবস্থান-বিভাগ, বকুলার্ক-কথা, ছত্রা নন্দাদি ষট্‌দেবী মাহাত্ম্য, ইন্দ্রেশ্বর, লোহাসুর-কথা, শ্রীরামচরিত, জাতিভেদ, স্ত্রীধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম-কীর্ত্তন, চাতুর্ম্মাস্যকৃত্য, শালগ্রাম-লক্ষণ, রামনাথ-নিরূপণ, পার্ব্বতীর জন্মবৃত্তান্ত, তারকাসুর-বধ, প্রণব-মাহাত্ম্য, দক্ষযজ্ঞ সমাপ্তি, দ্বাদশাক্ষর-নিরূপণ এবং জ্ঞানযোগ-কীর্ত্তন।

উত্তর ভাগে শিব-মহিমা, পঞ্চাক্ষর-মহিমা, গোকর্ণ-মহিমা, ভদ্রায়ুর উৎপত্তি, শবর-কথা, উমা-মহেশ্বর ব্রত।

৪র্থ, কাশীখণ্ডে—বিদ্যানারদ-সংবাদ, পতিব্রতাচরিত, সপ্তপুরী, সংযমিনী-নিরূপণ, শিবধর্ম্ম-চরিত, ধ্রুবলোকের কথা, স্কন্দ-অগস্ত্য-সংবাদ, কাশীমাহাত্ম্য, দিবোদাসের বিমুক্তি, বৈষ্ণবতীর্থ-কথন, দুর্গাসুরের পরাক্রম, দুর্গার জয়, বিশ্বেশ্বরের বিভব, কাশীযাত্রা ও পরিক্রম।

৫ম, অবন্তীখণ্ডে—মহাকালবনোপাখ্যান, অগ্নির উৎপত্তি, রুদ্রের উপাখ্যান, তীর্থবিবরণ, নৃসিংহ-অবন্তী, মার্কণ্ডেয়ের পূর্ব্ব-প্রলয়াবস্থাবর্ণনা।

৬ষ্ঠ, নাগর-খণ্ডে—হরিশ্চন্দ্র-চরিত্র, দুরাসুর-বধ, নাগ-বিল-কথা, তীর্থ-কথা, যুগনিরূপণ, নলেশ্বরকথা, ভীমাখ্যান, শোণনাথ, দুর্গাকথা, দক্ষযজ্ঞ-বধ, পরশুরাম-চরিত, রামেশ্বর ও লক্ষ্মণেশ্বর-কথাকীর্ত্তন, কুশ-লবেশ্বর-লিঙ্গ, দক্ষহস্তীর অষ্ট-ষষ্ঠ্যুপাখ্যান, কর্ণোৎপলোপাখ্যান, অষ্টেশ্বরকথা, যাজ্ঞবল্ক্য-খ্যান, গৌরীর উপাখ্যান, গণেশকথা, অজাগহের কথা, ধর্ম্মরাজকথা, জাবালি-চরিত্র, অন্ধকোপাখ্যান, নাগরোৎপত্তি-কথা, ভার্গবচরিত্র, বিশ্বামিত্র-চরিত্র, সারস্বত-চরিত্র, পিপ্পলাদ-চরিত্র, কংসারীশকথা, পিণ্ডক-কথা, সাবিত্র্যুপাখ্যান, রৈবতকথা, ভর্তৃযজ্ঞাখ্যান, সাধ্বাদিত্যকথা, ব্রাহ্মকল্প, ঘৃণিতীর্থ-কথা, অন্ধক-কথা, চাতুর্ম্মাস্যব্রত, অনন্তশয়নব্রত, মন্বন্তরব্রত, শিবরাত্রিব্রত, তুলাপুরুষদান, পৃথিবীদান, বালকেশকথা, পাপনিষ্কৃতি, সপ্তলিঙ্গ, যুগপরিণাম, নিষেধকথা, শাকম্ভরার কথা, একাদশরুদ্রকথা, দাদশাদিত্যকথা প্রভৃতি।

৭ম, প্রভাস-খণ্ডে—সোমেশ্বর-কথা, বিশ্বেশ্বর-চরিত্র, অর্কস্থানাখ্যান, শিববিগ্রহ, রবি-সোমাদিকথা, পঞ্চরুদ্রকথা, বরারোহাকথা, অজাপালকথা, মঙ্গলাচরিত্র, লালতেশ্বরী, লক্ষ্মীশ্বরাদিকথা, গণেশচরিত্র, সকুল, উতঙ্ক ও গৌতমের বৃত্তান্ত, আদিনারায়ণসংজ্ঞা, চক্রধরোপাখ্যান, সাধ্বাদিত্য, কণ্টকশোধিনী, মহিষমর্দ্দিনীকথা, কপালীশ্বর প্রভৃতিকথা, গঙ্গামাহাত্ম্য, সূর্য্য-দুর্ব্বাসঃকথা, বহুস্থানকথন, হিরণ্যসঙ্গম-কথা, নগরার্ক-কৃষ্ণ-সম্বর্ষণ-সমুদ্রকুমারী পিঙ্গলাকথা, চন্দ্রশর্ম্মকথা, একাদশী-দ্বাদশী-ব্রত, প্রহ্লাদ এবং ঋষির মিলন, দুর্ব্বাসার উপাখ্যান, যাত্রাকথন, গোপীগণের দ্বারকাগমন, গোপীসরোবর, ব্রহ্মতীর্থ-কীর্ত্তন, পঞ্চনদীর মিলন, কৃষ্ণ-পূজা, ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি, কৃষ্ণ-দুর্ব্বাসঃ-সংবাদ, কুশদৈত্যবধ, দ্বারকাতীর্থ।

(১৪) বামন পুরাণ। দুই ভাগে বিভক্ত; পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ। পূর্ব্বভাগে পুরাণবিষয়ক প্রশ্ন, ব্রহ্মার মস্তক-ছেদন, কপালমোচনোপাখ্যান, দক্ষযজ্ঞবিনাশ, কামদেব-দাহন, প্রহ্লাদের সহিত নারায়ণের যুদ্ধ, সুকেশকথা, সূর্য্যোপাখ্যান, ভুবনকোষ-বর্ণন, কামব্রতকথা, দুর্গাচরিত্র, পার্ব্বতী-চরিত, কুমার-চরিত্র, অন্ধকবধ, সাধ্যগণোপাখ্যান, জাবালিচরিত্র, অবতারকথা, মন্বন্তরগণের জন্মকথা, বলিচরিত, লক্ষ্মীচরিত, বামনচরিত, প্রহ্লাদের তীর্থযাত্রা, ধ্রুবচরিত, প্রেতোপাখ্যান, নক্ষত্র-পুরুষাখ্যান, ত্রিদাম-চরিত্র, ত্রিবিক্রম-চরিত্র, ব্রহ্মকৃত স্তব, প্রহ্লাদ-বলি-সংবাদ।

উত্তর-ভাগ ৬টী সংহিতায় সহস্রশ্লোকাত্মক।

(১) মাহেশ্বরী সংহিতায়—শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তগণের কথা।

(২) ভাগবতী-সংহিতায়—জগদ্ধাত্রী অবতার-কথন।

(৩) সৌরী-সংহিতায়—সূর্য্যের পাপনাশন-মহিমা।

(৪) গাণেশ্বরী সংহিতায়—গণেশ এবং মহেশের চরিত।

(১৫) কূর্ম্মপুরাণ। ইহাতে ২টী ভাগ আছে—পূর্ব্ব ও উত্তর। উত্তর-ভাগে ৪টী সংহিতা—ব্রাহ্মী, ভাগবতী, সৌরী ও বৈষ্ণবী।

পূর্ব্বভাগে—লক্ষ্মীপ্রত্যুম্নসংবাদ, কূর্ম্মের সহিত ঋষিগণের কথা, বর্ণাশ্রমাচার, সৃষ্টি বিবরণ, শঙ্কর-চরিত, কৃতবংশাখ্যান, স্বায়ম্ভুব মনুর বৃত্তান্ত, দেবতোৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞধ্বংস, কল্পবংশকীর্ত্তন, অত্রিবংশকথন, শ্রীকৃষ্ণচরিত, যুগধর্ম্মকীর্ত্তন, ব্যাসনৈমিষিকথা।

উত্তর ভাগে (১) ব্রাহ্মীসংহিতায়—ঈশ্বরগীতা, ব্যাস-গীতা, (২) ভাগবতী সংহিতায় ১ম পাদে—ব্রাহ্মণ-দিগের ব্যবস্থা, ২য় পাদে—ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বর্ণন, ৩য় পাদে—বৈশ্যজাতির চতুর্ব্বিধ বৃত্তি, ৪র্থ পাদে—শূদ্রবৃত্তি, ৫ম পাদে—বর্ণসঙ্কর জাতির বৃত্তি। সৌরীসংহিতায় ষট্‌কর্ম্ম-সিদ্ধির কারণ, ষোড়াঙ্গন্যাসকথন। (৪) বৈষ্ণবী সংহিতায়—মোক্ষলাভোপায়কথন।

(১৬) মৎস্যপুরাণ। ইহাতে সত্যব্রতের বিবরণ, মৎস্যাবতারের কথা, ব্রহ্মাণ্ডবর্ণন, ব্রহ্মার উৎপত্তি, দেবাসুরের জন্ম, মরুদ্গণের জন্ম, মদনভস্মকথা, লোকপালপূজা, বৈন্যের রাজ্যাভিষেক, সূর্য্যের উৎপত্তি, বৈবস্বত মনুর জন্ম, বুধের মিলন, চন্দ্রের উৎপত্তি, চন্দ্রবংশ, যযাতি-চরিত, কার্ত্তবীর্য্যচরিত, কৃতঘ্ন শাপ, বিষ্ণুর দশাবতার, পুরুবংশ-কথন, পূজাকথন, কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত, রোহিণীচন্দ্রব্রত, দ্বীপ ও লোকবর্ণন, অন্তরীক্ষচারিগণের বর্ণন, ধ্রুবমাহাত্ম্য, সুরেন্দ্রদিগের স্থান, ত্রিপুরাসুরের বৃত্তান্ত, মন্বন্তরনিরূপণ, চতুর্বর্ণোৎপত্তি, তারকামাহাত্ম্য, পার্ব্বতীর বিবাহ, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম, তারকাসুরবধ, নরসিংহবর্ণন, ব্রহ্মার সৃষ্টিবর্ণন, অন্ধকবধ, বামনদেবের মাহাত্ম্য, বরাহদেবের মাহাত্ম্য, সমুদ্র-মন্থন, কালকূটের শান্তি, দেবাসুর-সংগ্রাম।

(১৭) গরুড়পুরাণ। ইহাতে ২টী খণ্ড—পূর্ব্ব ও উত্তর। পূর্ব্বখণ্ডে—উপক্রম, সৃষ্টি-বিবরণ, বিষ্ণুর সহস্রনাম, বিষ্ণুর

নাম, ত্রৈলোক্যমোহন শ্রীধরের পূজা, বিষ্ণুপূজা, গুরুপূজা, দানধর্ম, প্রায়শ্চিত্ত, গণপতি এবং সমস্ত দেবতার পূজা, জ্যোতিষকথন, সাময়িক-কথা, স্বর্গস্থান নিরূপণ, মন্বন্তর-কথন, পিতৃগণের উপাখ্যান, যোগমার্গ, জ্ঞানকথন, সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশকীর্ত্তন, অবতার-বিস্তার-কথন, হরিবংশকীর্ত্তন, ভারতবংশকীর্ত্তন, অশৌচ ও চিকিৎসা, ব্রহ্মবিদ্যার কীর্ত্তন, ব্যাকরণ, তর্ক-শাস্ত্র, সদাচার, বিষ্ণুভক্তি, ত্রিবিদমন্ত্রের ফল, বিষ্ণু-গায়ত্রী, নৃসিংহস্তব, গুরাষ্টকস্তব, বেদান্ত ও সাংখ্যের সিদ্ধান্ত-কথা, ব্রহ্মজ্ঞান, গীতাসার।

উত্তর-খণ্ড প্রেতকল্পে পুরুরূপের ধর্ম্মপ্রকাশ, ঔর্দ্ধদেহিক কৃত্য, যমলোকপথবর্ণন, যমলোক-ও তাহার প্রতীকার, ধর্ম্মরাজের বৈভব, প্রেতের দুঃখকথন, প্রেতচরিত্র-কথন, নরকের বর্ণনা, নারায়ণ-বলি, পিণ্ড-কথন, অশৌচ মরণের ক্রিয়াবিধান, কর্ম্মবিপাক-কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনির্ণয়, সপ্তলোক-নিরূপণ, ব্রহ্মাণ্ডস্থিতি, ও তাহার নিরূপণ এবং মহাপ্রলয়-কথন।

(১৮) **ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ**। ইহাতে পূর্ব্ব, মধ্য ও উত্তর—এই তিন ভাগ। পূর্ব্বভাগে প্রক্রিয়া ও অনুষঙ্গপাদ আছে।

পূর্ব্বভাগে প্রক্রিয়াপাদে—মোটামুটিভাবে কৃত্যসকলের কথা, বৈমিধারণ্য কীর্ত্তন, ব্রহ্মার জন্ম ও লোকসৃষ্টি কথিত হইয়াছে।

পূর্ব্বভাগে অনুষঙ্গপাদে—কল্পনির্ণয়, মন্বন্তর-কথন, কালমাহাত্ম্য, প্রিয়ব্রতকথা, পৃথিবীর স্থৈর্য্য ও বিস্তার-কথন, নরকথন, সপ্তদ্বীপবর্ণন, পাতালবর্ণন, ঊর্দ্ধলোক-কথা, গ্রহ-গতিকথন, নীলকণ্ঠের উপাখ্যান, সূর্য্যরথাঙ্গ-কথন, যজ্ঞপ্রবৃত্তি, প্রতিসর্গের প্রভাবলক্ষণ, বেদবিভাগ, মন্বন্তর-কথা, পৃথু-কর্ত্তৃক পৃথিবীদোহন।

মধ্যভাগে (উপোদ্ঘাতপাদে)—সপ্তর্ষিগণের কথা, প্রজাপতি-সৃষ্টি, দেবতাসকলের জন্ম, বংশকথা, বৈবস্বত মনুর উৎপত্তি, মহাত্মা অত্রির বংশকথা, মনুর কথা, রাজর্ষি অনুত্ত চরিত, যযাতি-চরিত, যদুবংশ নিরূপণ, কার্ত্তবীর্য্যচরিত, ভৃগুবংশচরিত, বৃষ্ণিবংশকথা, সগরের উৎপত্তি, ভার্গবের চরিত, দেবাসুর-সংগ্রাম, কল্কির আবির্ভাব, বিষ্ণুমায়াস্তব, কলিরাজ-বংশ নিরূপণ, কলিযুগের ভাবিরাজ-গণের বৃত্তান্ত।

উত্তরভাগে—(উপসংহার-পাদ)। ইহাতে মনুগণের কথা, কল্প ও প্রলয়নিরূপণ, কালপরিমাণ, চতুর্দ্দশ-লোকবর্ণন, নরক, মনোময়পুরের কথা, প্রাকৃতিক লয়, শিবপুরবর্ণন, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গতি।

রামায়ণ

ভগবদ্ভক্তিসামার্থ্যাচ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥ (স্কান্দবচনম্)

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। সপ্তকাণ্ড—আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তরা কাণ্ড।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—'ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদার্থং সমুপবৃংহয়েৎ।' বেদার্থগ্রহণের জন্য যেমন পুরাণ-সকলের সাহায্য অত্যাবশ্যক, তেমন ইতিহাসের সহায়তাও প্রয়োজনীয়। শাস্ত্র সকলের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' আর্য্যভারতে সাদরে পূজিত হইয়া আসিতেছে। প্রতি মন্বন্তরে চতুর্যুগের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি-যুগের অবতারগণ অবতরণ করিয়া থাকেন। অবতার ও স্বয়ং ভগবানের লীলা নিত্য এবং উহা অনন্ত-চক্রের ন্যায় অবিরামগতিতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়া থাকে। সুতরাং 'বেদপুরাণের' ন্যায় 'রামায়ণ'-'মহাভারত'এর বিভিন্ন যুগে প্রাকট্য এবং বৈকুণ্ঠে নিত্যস্থিতি শাস্ত্র-প্রতিপন্ন সত্য। 'রামায়ণে' ভগবদবতার শ্রীরামচন্দ্রের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণু শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রামায়ণ, উত্তর-কাণ্ড, ১২৫তম সর্গে অর্থাৎ উপসংহারে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহার অনুবাদ এই—

"উত্তরকাণ্ড-সহিত এই ব্রহ্মপূজিত 'মুখ্য' আখ্যানের নাম রামায়ণ। ইহা মহর্ষি বাল্মীকিকৃত। এই স-চরাচর ত্রৈলোক্য যৎকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হইয়া আছে, সেই দেব বিষ্ণু পূর্ব্ববৎ স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সেই অবধি দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ নিত্য সন্তুষ্টচিত্তে এই রামায়ণ কাব্য দেবলোকে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এই রামায়ণের এক-পাদমাত্র পাঠ করিলে অপুত্রক ব্যক্তি পুত্র ও নির্ধন ব্যক্তি ধন লাভ করিবে এবং লোকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে। রম্য অযোধ্যাপুরী বহু বর্ষ জনশূন্য থাকিবে, পশ্চাৎ ঋষভ-রাজার সময়ে উহাতে পুনর্ব্বার লোক-নিবাস হইবে। ভবিষ্য বৃত্তান্ত, উত্তরকাণ্ড সহিত এই আদ্যন্ত আখ্যান প্রচেতার পুত্র মহর্ষি বাল্মীকিকৃত এবং ব্রহ্মার অনুমত।"

বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৯শ সংখ্যার পর)

শ

শঙ্করঘোষ—(ভক্তবান্ধবিশারদ) ব্রজে ইনি মৃদঙ্গী শ্রীসুধাকর নামে খ্যাত ছিলেন ॥ ১৪২ ॥

শঙ্কর পণ্ডিত—শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রিয়জন ; ইনি ব্রজের শ্রীভদ্রা—যাঁহার বক্ষে শ্রীকৃষ্ণ শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছিলেন। ॥ ১৫৭ ॥

শচী—শ্রীগৌরসুন্দরের মাতৃদেবী, ইনি পূর্ব্বে যশোদা ছিলেন। অদিতি, কৌশল্যা, পৃশ্নি ও দেবকী ইহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

শিখিমাহাতী - শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ-জন ; ইনি শ্রীরাধার দাসী রাগলেখা ॥ ১৮৯ ॥

শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী—ইনি ব্রজের নবঙ্গমঞ্জরীর প্রকাশ-স্বরূপ বলিয়া বিখ্যাত ॥ ১৮৩ ॥

শিবানন্দ সেন—শ্রীগৌরপ্রিয়জন ; ইনি ব্রজের বীরা-দূতী—যিনি গোপীসকলকে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহার সহধর্ম্মিণী—ব্রজের বিন্দুমতী, কবি-কর্ণপুরের জননী ॥ ১৭৬ ॥

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—শ্রীগৌরপার্ষদ ; ইনি পূর্ব্বে ধন্য-পত্নী ছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—ইনি বাজিক ব্রাহ্মণ ছিলেন ॥ ১৯১ ॥

শুভানন্দ বিজ-১-গৌর-পার্ষদ ; ইনি ব্রজের মালতী ॥ ১৯৪, ১৯৯ ॥

শ্রী—অদ্বৈতগৃহিণী ; ভগবতী যোগমায়ার প্রকাশ ॥৮৬॥

শ্রীকণ্ঠাভরণোপাধি অনন্ত—ইনি ব্রজের গোপালী ॥ ১৯৯, ২০৬ ॥

শ্রীকান্ত সেন—গৌরপার্ষদ; ইনি ব্রজের কাত্যায়নী ॥১৭৪॥

শ্রীগর্ভ—শ্রীগৌর-পার্ষদ। ইনি পদ্ম-শঙ্খাদি নয়টি নিধির অন্যতম ॥ ১০২-১০৩ ॥

শ্রীধর (খোলাবেচা)—শ্রীনিত্যানন্দ-শিষ্য ব্রাহ্মণ গোপালের অন্যতম। ইনি ব্রজের ছাতকারী কুসুমাসব ॥ ১৩৩ ॥

শ্রীধর ব্রহ্মচারী—শ্রীগৌর-পার্ষদ; ইনি ব্রজের চন্দ্রলতিকা ॥ ১৯৪, ১৯৯ ॥

শ্রীনাথ—গৌর-পার্ষদ ; ইনি চতুঃসনের অন্যতম সনন্দন মুনি ॥ ১০৭ ॥

শ্রীনাথ মিশ্র - ইনি ব্রজের চিত্রাঙ্গী ॥ ১৭১ ॥

শ্রীনিধি—শ্রীগৌর-পার্ষদ ; ইনি পদ্ম-শঙ্খাদি নয়টি নিধির অন্যতম ॥ ১০২-১০৩ ॥

শ্রীরাম পণ্ডিত—শ্রীগৌরপার্ষদ, শ্রীবাসের কনিষ্ঠ সহোদর, ইনি নারদের প্রিয় পর্ব্বত মুনি ॥ ৯০ ॥

শ্রীবাস পণ্ডিত—শ্রীগৌর-পার্ষদ ; ইনি পূর্ব্বে ছিলেন ॥ ৯০ ॥

শ্রীহর্ষ—গৌর-পার্ষদ; ইনি ব্রজের সুকেশিনী ॥১৯৪,২০১

স

সত্যরাজ খান—গৌর-পার্ষদ ইনি ব্রজে সুকণ্ঠী নাম্নী গান্ধর্ব্ব-নাটিকা ছিলেন ॥ ১৭৩ ॥

সত্যানন্দ ভারতী—গৌরপার্ষদ নয়জন সন্ন্যাসীর অন্যতম। পূর্ব্বে যে নয়জন উদ্ধবের মুনি জনক ঋষিকে ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণ করাইয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদেরই অন্যতম ১৯-১০০ ॥

সদাশিব কবিরাজ—গৌরপার্ষদ ; ইনি ব্রজের চন্দ্রাবলী ॥ ১৫৬

সনাতন গোস্বামী—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়জন ; ইনি ব্রজের রূপমঞ্জরীর প্রিয়তমা রতিমঞ্জরী, পণ্ডিতগণ নামভেদে ইঁহাকে লবঙ্গমঞ্জরী বলিয়া থাকেন। সনাতন মুনিও কার্য্যবশতঃ ইহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ॥ ১৮১-১৮২ ॥

সনাতন মিশ্র—শ্রীগৌর-নারায়ণের পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পিতা ; পূর্ব্বে ইনি সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন ॥ ৪৭ ॥

সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয় পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, কলিযুগে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারিটি সম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হইয়া জগতের পরম-মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

সারঙ্গঠাকুর—ইনি ব্রজের নান্দীমুখী, কেহ কেহ ইহাকে প্রহ্লাদ বলেন। কিন্তু শিবানন্দ সেনের মতে তাহা অস্বীকার্য্য ॥ ১৭২ ॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—গৌর-পার্ষদ ; ইনি পূর্ব্বে বৃহস্পতি ছিলেন ॥ ১১৯ ॥

কৌতুকেরী—অদ্বৈত-গৃহিণী; ইনি যোগমায়া ভগবতী ॥৮৬॥

গৌরাঙ্গ—শ্রীগৌর-পার্ষদ। কুকাবনের অনিমাদি অষ্ট-সিদ্ধির অন্যতম। ১৬-১৭ ॥

গুণার্ণবি—শ্রীগৌরপার্ষদ। পদ্ম-পদ্মাদি নয়টি নিধির অন্যতম। ১০২-১০৩ ॥

গুরুবানন্দ ঠাকুর—শ্রীনিত্যানন্দশিষ্য দ্বাদশ গোপালের অন্যতম ইনি ব্রজের সুবল নামক গোপাল ॥ ১২৭ ॥

গুরুদিমিশ্র—গৌর-পার্ষদ; ইনি ব্রজের গুণচূড়া ॥ ১৯৪,

গুলোচন—ইনি ব্রজের চক্ষুশেখরা ॥ ১২৭, ২০৭ ॥

গুর্গাদাস—নিত্যানন্দ-পত্নীদ্বয় বসুধা ও জাহ্নবীর পিতা। ইনি পূর্ব্বে বেদবতীর পিতা কক্ষটী ছিলেন ॥ ৬৫ ॥

গুরুল গোস্বামী—শ্রীগৌর-ভাববিলাসী; ইনি ব্রজের শ্রীরাধার শিক্ষা-প্রদাত্রী বিশাখা সখী; কাহারও কাহারও মতে ইনি ললিতাদেবী ॥ ১৬০ ॥

হ

হরি আচার্য্য—ইনি ব্রজের কালাক্ষী ॥ ১৯৬, ২০৭ ॥

হরিদাস—শ্রীগৌর-পার্ষদ; শচীকুমারের পূর্ব্ব মহাতপা ব্রহ্মা; ইনি প্রহ্লাদের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই এখন হরিদাসরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে মুরারিগুপ্ত বলিয়াছেন যে, কোন মুনিকুমার তুলসীলত্র-আহরণ-পূর্ব্বক প্রক্ষালন না করিয়া দেওয়ায় পিতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া যবনতা প্রাপ্ত হন, তিনিই এক্ষণে পরমভক্তিমান্ হরিদাসরূপে আবির্ভূত হন ॥ ১১-১৪ ॥

হরিদাস (বড়)—ইনি ব্রজের রক্তক নামক শ্রীকৃষ্ণভৃত্য ছিলেন ॥ ১৩৮ ॥

হরিদাস (ছোট)—ইনি ব্রজের পত্রক নামক শ্রীকৃষ্ণ-ভৃত্য ছিলেন ॥ ১৩৮ ॥

হলায়ুধ ঠাকুর—ইনি ব্রজের বলদেবসখা প্রবল-নামক গোপ-বালক ॥ ১৩৪ ॥

হস্তিগোপাল—ইনি ব্রজের হরিণী ॥ ১৯৮, ২০৬ ॥

হিরণ্যক—গৌর-পার্ষদ। ইনি ব্রজে যজ্ঞপত্নী ছিলেন ॥ ১৯২ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব

(পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ)

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চবিংশবিবহ-তিথি-বাসরে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহা-মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়ের রচিত শ্রীচৈতন্যদেব গ্রন্থের পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহোদয়ের এই গ্রন্থটি শিক্ষিত-সমাজে তথা সাধারণ ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছেন। বর্ত্তমান সংস্করণ পূর্ব্বসংস্করণ অপেক্ষা বহু গুণে পরিবর্দ্ধিত এবং কোন কোন স্থান সম্পূর্ণ পুনর্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বসংস্করণের গ্রন্থটি স্মল পাইকা টাইপে মুদ্রিত ছিল। এবার পাইকা টাইপে উৎকৃষ্ট আইভরিফিনিস্ কাগজে ৬৪টি মূল্যবান্ আলেখ্য ও একটি স্থানচিত্রের সহিত এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থটি নিম্নলিখিত শত পরিচ্ছেদে বিভক্ত—

১। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা, ২। বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা, ৩। বিদ্যা ও সাহিত্য-চর্চ্চা, ৪। সামাজিক অবস্থা, ৫। ধর্ম্মজগতের অবস্থা, ৬। সমসাময়িক পৃথিবী, ৭। নবদ্বীপ, ৮। আবির্ভাব ও জন্মকরণ, ৯। নিমাইয়ের বাল্য-লীলা, ১০। নিমাইয়ের বিদ্যারম্ভ ও চাঞ্চল্য, ১১। অদ্বৈত-সভা—বিশ্ব-রূপের সন্ন্যাস, ১২। উপনয়ন ও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন, ১৩। নিমাইয়ের প্রথম বিবাহ, ১৪। আত্ম-প্রকাশের ভবিষ্যদ্বাণী, ১৫। নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী, ১৬। নিমাইয়ের নগরভ্রমণ, ১৭। দিগ্বিজয়ি-জয়, ১৮। পূর্ব্ববঙ্গ-বিজয় ও লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধান, ১৯। সদাচার-শিক্ষাদান, ২০। নিমাই পণ্ডিতের দ্বিতীয়বার বিবাহ, ২১। গয়া-যাত্রা, ২২। গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে অধ্যাপনা, ২৩। বৈষ্ণবসেবা-শিক্ষাদান, ২৪। কামাই নাটশালা,

২৫। মুরারিগুপ্তের গৃহে, ২৬। ঠাকুর হরিদাস, ২৭। নিত্যানন্দের সহিত মিলন ও ব্যাসপূজা, ২৮। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট আত্মপ্রকাশ, ২৯। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, ৩০। শ্রীবাস-মন্দিরে সংকীর্ত্তন-রাস, ৩১। 'সাত প্রহরিয়া ভাব' বা মহাপ্রকাশ, ৩২। 'খড় ও ভাঁটিয়া বেটা' ৩৩। জগাই-মাধাই-উদ্ধার, ৩৪। শ্রীগৌরাঙ্গের বিভিন্ন-লীলা, ৩৫। আম্র-মহোৎসব, ৩৬। বুদ্ধিমন্ত খান, ৩৭। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে নাট্যাভিনয়, ৩৮। কাশি মিশ্রের গৃহে, ৩৯। দেবানন্দ পণ্ডিত, ৪০। শচীমাতা ও বৈষ্ণবাপরাধ, ৪১। দুগ্ধপায়ী ব্রহ্মচারী, ৪২। চাঁদকাজী, ৪৩। মহাপ্রভুর বিশ্বরূপ প্রদর্শন, ৪৪। 'দুঃখী' বা 'সুখী'? ৪৫। শ্রীবাসপুত্রের পরলোকপ্রাপ্তি, ৪৬। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সূচনা ৪৭। নিমাইর সন্ন্যাস, ৪৮। পরিব্রাজকরূপে শ্রীগৌরহরি, ৪৯। পুরীর পথে ও শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে, ৫০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, ৫১। দাক্ষিণাত্যাভিমুখে, ৫২। রায়-রামানন্দ-মিলন, ৫৩। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন তীর্থে, ৫৪। শ্রীচৈতন্যদেব ও ভট্টথারি, ৫৫। ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়-পুঁথি, ৫৬। উড়্পীতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ৫৭। পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন ও ভক্তসঙ্গে অবস্থান, ৫৮। মহাপ্রভু ও প্রতাপরুদ্র, ৫৯। গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন, ৬০। রথযাত্রা—প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা, ৬১। গৌড়ীয় ভক্তগণ, ৬২। কুলীনগ্রামবাসিগণের পরিচয়, ৬৩। অমোঘ-উদ্ধার, ৬৪। গৌড়ীয় ভক্তগণের পুনর্ব্বার নীলাচলে আগমন, ৬৫। মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমনে দৃঢ় সঙ্কল্প, ৬৬। শ্রীল রঘুনাথদাস, ৬৭। মহাপ্রভু বৃন্দাবনাভিমুখে ঝারিখণ্ড-পথে, ৬৮। প্রথমবার কাশী ও প্রয়াগে, ৬৯। মথুরা ও বৃন্দাবনে, ৭০। 'পাঠান বৈষ্ণব,' ৭১। পুনরায় প্রয়াগে—শ্রীরূপ-শিক্ষা, ৭২। কাশীতে শ্রীসনাতনশিক্ষা, ৭৩। প্রকাশানন্দ-উদ্ধার, ৭৪। সুবুদ্ধিরায়, ৭৫। পুনরায় নীলাচলে, ৭৬। ছোট হরিদাস, ৭৭। নীলাচলে বিবিধ শিক্ষা-প্রচার, ৭৮। পুরীতে শ্রীবল্লভ ভট্ট, ৭৯। রামচন্দ্রপুরী, ৮০। গোপীনাথ পট্টনায়ক ৮১। রাঘবের ঝালি, ৮২। নরেন্দ্রসরোবরে চন্দনযাত্রা, ৮৩। 'বেড়াসংকীর্ত্তন'—'পরিমণ্ডল-নৃত্য,' ৮৪। 'সেবা সে নিয়ম,' ৮৫। শ্রীচৈতন্যদাসের নিমন্ত্রণ, ৮৬। ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ, ৮৭। পুরীদাস ও পরমেশ্বর মোদক, ৮৮। পণ্ডিত জগদানন্দ, ৮৯। দেবদাসীর 'শ্রীগীতগোবিন্দ'-গান, ৯০। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, ৯১। উৎকলবাসিনী ভক্তমহিলা, ৯২। শিখিমাহাতি, ৯৩। কালিদাস ও ছড়ুঠাকুর, ৯৪। পুরীদাসের কবিত্ব-স্ফূর্ত্তি, ৯৫। অপ্রাকৃত ভাবাবেশে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, ৯৬। সমুদ্রবক্ষে, ৯৭। লীলাসঙ্গোপনের ইঙ্গিত, ৯৮। অপ্রকটলীলা, ৯৯। শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত গ্রন্থ, ১০০। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা। পরিশিষ্ট—শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত শ্রীশিক্ষাষ্টক।

গ্রন্থে নিম্নলিখিত আলেখ্যসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে—

১। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ (ত্রিবর্ণ), ২। শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু, ৩। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ৪। বল্লালদীঘি, ৫। বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ, ৬। চাঁদ কাজির সমাধি, ৭। নিমাইর সূতিকা-গৃহ, ৮। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস, ৯। শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ, ১০। 'অধোক্ষজ' বিষ্ণুমূর্ত্তি, ১১। শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির, ১২। শ্রীগৌরহরি, ১৩। শ্রীধর ও শ্রীমন্মহাপ্রভু, ১৪। শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, ১৫। মন্দার পর্ব্বত, ১৬। মন্দারে শ্রীমধুসূদনদেবের শ্রীমন্দির, ১৭। শ্রীমধুসূদনদেব, ১৮। মন্দারে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠের মন্দির, ১৯। কানাই নাটশালা, ২০। শ্রীচৈতন্য-মঠের প্রাচীন শ্রীমন্দির, ২১। শ্রীচৈতন্যমঠের বর্ত্তমান শ্রীমন্দির, ২২। দেবানন্দের শিষ্যগণকর্ত্তৃক শ্রীবাসকে অহিতকরণ, ২৩। পড়ুয়া-তাড়ন, ২৪। শ্রীসাক্ষিগোপাল-স্থান, ২৫। শ্রীভুবনেশ্বরের শ্রীমন্দির, ২৬। শ্রীঅনন্তবাসুদেবের শ্রীমন্দির, ২৭। পুরীর শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বার, ২৮। শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির, ২৯। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের স্থান, ৩০। যাজপুরে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ, ৩১। শ্রীরঙ্গম্ বা শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীমন্দির, ৩২। শ্রীনর্ত্তকগোপাল, ৩৩। শ্রীমধ্বাচার্য্য, ৩৪। শ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা, ৩৫। শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দির, ৩৬। শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির, ৩৭। শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা, ৩৮। শ্রীমদনগোপাল শ্রীবিগ্রহ, ৩৯। অমোঘের মুক্তি; মহাপ্রভুর কৃপা, ৪০। টোটা-গোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ, ৪১। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর সমাধি, ৪২। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, ৪৩। শ্রীআদিকেশব-বিগ্রহ,

৪৪। শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপবেশন-স্থান, ৪৫। শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের মিলন-স্থান, ৪৬। গিরিরাজ গোবর্দ্ধন, ৪৭। শ্রীহরিদেবের মন্দির, ৪৮। মানসী-গঙ্গা, ৪৯। শ্রীনন্দগ্রাম, ৫০। বর্ষাণ, ৫১ সঙ্কেত, ৫২। কাম্যবন, ৫৩। সোরোক্ষেত্র, ৫৪। প্রয়াগে শ্রীবেণীমাধবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণদ্বার, ৫৫ শ্রীবেণীমাধব বা শ্রীবিন্দুমাধব শ্রীবিগ্রহ, ৫৬। প্রয়াগে দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীরূপশিক্ষাস্থলী, ৫৭। শ্রীরূপশিক্ষার আদর্শ, ৫৮। কাশীতে শ্রীসনাতন-শিক্ষাস্থলী, ৫৯। আদিকেশবের শ্রীমন্দির, ৬০। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর (পুরী), ৬১। শ্রীনরেন্দ্রসরোবর, ৬২। গম্ভীরা (পুরী), ৬৩। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী সিদ্ধবকুল, ৬৪। চটক পর্ব্বত, ৬৫। কোণারকের ভগ্ন সূর্য্যমন্দির।

গ্রন্থের ভাব ও ভাষা অতি সরল ও সরস হইয়াছে। যাহাতে সকলসাধারণে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও তাঁহার প্রকৃত শিক্ষাসমূহ অবগত হইতে পারেন, এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থকার অতি প্রাঞ্জলভাষায় তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে কোনও অপ্রামাণিক পুস্তক বা কিংবদন্তী অবলম্বনে কোন কিছু লেখা হয় নাই, সমস্ত কথাই শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণের লিখিত প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তানুসরণে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্টে শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকের মূল ও অন্বয়মুখে সরল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। বলিতে কি, বঙ্গভাষায় সরল ও সংক্ষিপ্ত গদ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ উৎকৃষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই।

গ্রন্থ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যাইবে—শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

—শ্রীশিবদাস্তববিগ্রহদাস বিদ্যারত্ন

ভক্ত্যাভাস-বিবেক

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

"শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহসংখ্যা" গৌড়ীয়ে (১৭।৫৫; ২রা আষাঢ় ১৩৪৬) শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের রচিত "ভক্ত্যাভাসবিবেক" প্রবন্ধে ৭৬২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে ১১শ পংক্তিতে ০ (তারকাচিহ্নের) স্থানে নিম্নলিখিত কথাগুলি হইবে। উহা উক্ত সংখ্যায় স্থানাভাবে প্রকাশিত হইতে পারে নাই।

"কোন ব্রাহ্মণ নিজ বক্ষে ভগবন্মন্ত্রদ্বারা কবচ লিখিয়াছিলেন। কোন ব্রাহ্মণ ঐ ব্রাহ্মণকে আহার করিবার জন্য স্পর্শ করায় তৎক্ষণাৎ তাহার ভক্তি উদ্দীপিত হয়। কোন মূষিক তুলসী-সমীপে প্রদত্ত প্রদীপের বর্ত্তি অপহরণ-মানসে ঐ বর্ত্তি ধরিলে প্রদীপটী উদ্ধলিত হইল। মূষিক তাহা দেখিয়া পলায়ন করে। মূষিক মৃত হইলে বিষ্ণুদূতগণ তাহাকে যমদূতের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। তুলসী-ক্ষেত্রে প্রদীপদানের ফল এইরূপ। কোন পরিচারিকা জন্মাষ্টমীব্রত করিয়াছিল। ঐ দাসীর প্রভু সেই দাসীর সঙ্গ করায়, বৈষ্ণবসঙ্গের আভাসরূপ কার্য্যে তাহার ভক্ত্যাভাসজনিত ফলপ্রাপ্তি হয়। অজ্ঞাতিপ্রায়ে ভগবন্মন্দির-মার্জ্জন-কার্য্যেও উরূপ ফল লাভ হইয়াছে। অজামিলের কথা ত' প্রসিদ্ধই আছে। ভগবদ্ভক্ত্যাভাসের আভাসরূপ দৈবাৎ শিবচতুর্দ্দশীপালনকারী ব্যাধেরও সদ্গতি শ্রুত হওয়া যায়। এই সমস্ত ইতিহাস মহাভারত ও পুরাণাদিতে বিস্তীর্ণরূপে বর্ণিত আছে। শ্লোক উদ্ধার করিতে গেলে প্রবন্ধ বৃহৎ হইয়া পড়ে।"

প্রচার-প্রসঙ্গ

উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী ও শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর ব্রজবাসী প্রভৃতি কএকজন মঠসেবক সহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন।

উক্ত প্রচারকগণ সুলতানপুরনিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ নন্দী মহাশয়ের ভবনে গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ হইতে তিন দিবস যথাক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা প্রদর্শন করেন। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীএকাদশীতিথিতে তাঁহারা রাউজান থানা নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত কিশোরী-মোহন চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও তৎপরদিবস ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা প্রদর্শনমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে রাউজান হাইস্কুলে একটি সভায় শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী ও অধ্যাপক শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় "মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহারা ১৯শে জ্যৈষ্ঠ রাউজান বাজারে শ্রীযুক্ত অরুণচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা প্রদর্শন, ২০শে জ্যৈষ্ঠ স্থানীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র পাল মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণ-লীলা-প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা, ২১শে জ্যৈষ্ঠ ডাবুয়া-নিবাসী জমিদার ও মার্চেণ্ট শ্রীযুক্ত ভেজেন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের সুবৃহৎ প্রাসাদে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা কীর্ত্তন ২২শে জ্যৈষ্ঠ ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিপদ দে মহাশয়ের ভবনে, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা প্রদর্শন এবং তৎপরদিবস চট্টগ্রাম সহরের দেওয়ানবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র লালা মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করেন। প্রত্যেক দিন বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত থাকিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা আগ্রহসহকারে শ্রবণ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ পঞ্জাবের বিভিন্নস্থানে প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আগমন করেন। তথায় তিনি গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-বাসরের সন্ধ্যার পর সমাগত হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চন্দ্র দাস এম্-এ, এলাহাবাদ ম্যাক্লিয়ড-বেঙ্গলী কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত প্রবজ্যোতিঃ সেন এম্-এ, কলিকাতা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট শ্রীযুক্ত শচীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণের নিকট শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম ও তাঁহার দয়া সম্বন্ধে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার সিদ্ধান্তপূর্ণ বাণী শ্রবণ করিয়া সকলে পরমপ্রীতি লাভ করেন।

উপদেশক শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় উপদেশক শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ সেবকবৃন্দ সহ শিলঙের মিঃ বি, এন্, গাঙ্গুলী এম্-এ, পি-এইচ্, ডি মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে বিখ্যাত ডাক্তার এম্, কে, সেন এম্, বি মহোদয়ের কার্জ্জন-গেটস্থ বাস-ভবনে বহু শিক্ষিত সজ্জন-মণ্ডিত সভায় গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ 'শ্রীমন্মহাপ্রভু ও অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত' সম্বন্ধে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কএকজন ব্রহ্মচারী সহ গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ বিষ্ণুপুর-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস অধিকারী মহাশয়ের ভবনে গমন করেন এবং তৎপরদিবস ৩রা আষাঢ় প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তথায় গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের নিকট 'গুরুতত্ত্ব' সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তি-মূলে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ২রা আষাঢ় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণু-পাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চবিংশতিতম বার্ষিক বিরহ মহোৎসব শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ভক্তগ্রন্থ-ভক্তিবিনোদ-শ্রীগৌরকিশোর-সরস্বতী আচার্য্যের অধস্তন পরমারাধ্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে ও শ্রীপাদ সাগর মহারাজের নেতৃত্বে তথায় মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে উষঃকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ এবং 'গৌড়ীয়' হইতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মহিমা-কীর্ত্তন

হয়। শ্রীপাদ মাধব মহারাজ ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৩-৪৫ ঘটিকা হইতে ৪-৪৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম-রূপ-গুণ-সম্বন্ধে বক্তৃতামুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং ৯-১১টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের শতবর্ষপূর্ত্তি-সূচিকা সংখ্যা 'গৌড়ীয়'দ্বয় পাঠ করেন। মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সমাগত ভক্ত ও ভদ্রমহোদয়গণকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গত ২৪ হুন (১৯৬৯) শুক্রবার দিবস বিশেষ সমারোহে বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রের ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ৮ই হুন কয়েকজন ব্রহ্মচারী ও মঠাশ্রিত ১০জন ভক্ত সহ উৎসবে আসিয়া যোগদান করেন।

প্রত্যহ প্রাতে মহাজন পদ-কীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। উৎসব দিবস শ্রীমঠ হইতে বেলা ৮ ঘটিকায় একটী বিরাট্ নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। বিপ্রলম্ভ-ভাববিভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলালনাথ আগমন-প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। অতঃপর সমাগত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হয়।

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ও পূর্ণানুগত্যে শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের সেবক-বৃন্দ ময়মনসিংহ সহরের নিকটবর্ত্তী কেওটখালী নামক স্থানে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের সাদর আহ্বানে গত ২০শে হুন মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত তথাকার ক্লাব-গৃহে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। সভায় বহু উচ্চশিক্ষিত সজ্জন ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় নাটোরের রাজবাড়ীতেও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌর-লীলা প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন এবং ছায়াচিত্রযোগে শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন হইতেছে। শ্রীমঠেও প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় যথারীতি পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইতেছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-তিথিপূজাও মহাসমারোহে উক্ত মঠে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় কলিকাতায় ৪৫ নং গ্রেষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত জগবন্ধুদাস এম্-এ, (অডিটর জি, পি, ও) মহাশয়ের সাদর আহ্বানে গত ৫ই হুন সোমবার সন্ধ্যায় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পৃথু মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ১২ই হুন ২৯শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার শ্রীবাস-মাঙ্গাপুরস্থ শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের অপ্রকট-তিথিপূজা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে কীর্ত্তন, পাঠ ও বক্তৃতামুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উৎসব-দিবস অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীবাসপণ্ডিতের মহিমা, মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য, ভক্তের দর্শন ও অভক্তের দর্শনের বৈশিষ্ট্য, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, শরণাগতের নিকট বাস্তব-বস্তুর প্রকাশ প্রভৃতি বিষয়ে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহমহোৎসব —পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসবও বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসব-দিবস প্রাতে শ্রীমঠ হইতে একটী বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া চটক-পর্ব্বত, টোটাগোপীনাথ-মন্দির, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, নীলাকুটী, ভক্তিকুটী, সিদ্ধবকুল, গম্ভীরা, সার্ব্বভৌমালয় ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটস্থান পরিক্রমা করেন। অপরাহ্ণে উপদেশক শ্রীপাদ জ্যোতিশেখর ব্রহ্মচারী ভক্তি-কুসুম, শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল, শ্রীপাদ কৃতকৃৎ ব্রহ্মচারী ভক্তিসৌধ ও শ্রীপাদ গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ভক্তি-বিজ্ঞান মহোদয়গণ যথাক্রমে উড়িয়া, বাঙ্গালা, ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় ঠাকুরের অভিন্নত্ব-চরিত ও তাঁহার কৃপার কথা বক্তৃতামুখে আলোচনা করেন। বহু ব্যক্তিকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাঞ্চরাত্রপ্রবর
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

এনামজন্য নিয়তং যথার্থমনুকুরুতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণপাদে চ কৈমুত্যমনুগচ্ছতি ॥
আসক্তিরতি সদ্ভক্তসম্মতি
বিরক্তমুখ সমরি এবং।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
—শ্রীরূপগোস্বামী তাহা এমুন
'নিয়ত' নিয়ে প্রাপ্ত হয়ে।

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ২৩শে আষাঢ়, ১৩৪৬; ৮ই জুলাই, ১৯৩৯ | ৬৮শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীআচার্য্যকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাববাসর

[স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা; কাল—২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯]

নিতাইচাঁদের কথা লইয়াই থাকিতে হইবে। নিতানন্দকে লইয়াই গৌরসুন্দরের যা' কিছু বিলাস

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

শ্রীমহাপ্রভু—ভক্তরূপ। শ্রীনিত্যানন্দ—ভক্তস্বরূপ। ভক্তাবতার—শ্রীঅদ্বৈত। শ্রীবাস পণ্ডিত—ভক্ত এবং শ্রীগদাধর—শক্তি। শ্রীগৌরসুন্দর গদাধর ব্যতীত আর সবই নিত্যানন্দ। শ্রীগৌরসুন্দর সন্ধিনীবিগ্রহ এবং শ্রীগদাধর হ্লাদিনী-শক্তি। শ্রীনিত্যানন্দ সন্ধিনীবিশেষবিগ্রহ। মহাপ্রভু ও গদাধর ব্যতীত আর তিনজনই সন্ধিনী। তাঁহারা নিত্যানন্দ হইতে অভিন্ন। শ্রীঅদ্বৈত উপাধিকারণ; শ্রীবাস পণ্ডিত সুকৃতি বা ভক্তশ্রেষ্ঠ। তাঁহার অঙ্গনে, তাঁহার কীর্ত্তনে শ্রীগৌরসুন্দর নৃত্য করেন। নিত্যানন্দ তাঁহার পুত্ররূপে তাঁহার গৃহে থাকিতেন। শ্রীনিত্যানন্দকে লইয়াই শ্রীগৌরসুন্দরের বিলাসাদি সব। শ্রীঅঙ্গরূপে তিনিই প্রকাশিত। শ্রীনিত্যানন্দকে ধরিলে তাঁহার কৃপায় শ্রীমহাপ্রভুকে ও শ্রীনামপ্রভুকে পাওয়া যায়, শ্রীগদাধরের, শ্রীরূপসনাতনের কৃপা পাওয়া যায়। শ্রীনিত্যানন্দ বিশুদ্ধসত্ত্বের আকর। বিশুদ্ধসত্ত্বই বসুদেব; তাঁহা হইতে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হয়।

সত্ত্ব বিশুদ্ধ কখন হয়? "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ"। 'আহার' শব্দের অর্থ—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ।

আশয়—অন্তরের বা সংগ্রহ অর্থাৎ বাসনা। সেইটি শুদ্ধ হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়।

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥
(ভাঃ ১১।২০।২৯)

"সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে" বলিতে আশয়শুদ্ধি বুঝায়। আমি হৃদয়ে অবস্থিত হইলে অহৃদয়স্থিত কাম বিনষ্ট হয়। "কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি"—ইহা আশয়শুদ্ধি হইতে হইয়া থাকে।

'তার মধ্যে মোক্ষ—বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।' এখানে 'মোক্ষ-বাঞ্ছা' শব্দটি Contradictory. "মোক্ষ" শব্দের অর্থ সকল প্রকার বাসনার লয় বা রাহিত্য। 'মোক্ষবাঞ্ছা' বলিলে বাঞ্ছা-রাহিত্যের বাঞ্ছা বা বাসনাযুক্ততার বাসনা—এইরূপ বুঝাইবে। 'মোক্ষ' আর 'বাঞ্ছা' দুইটি apparently contradictory শব্দ, মায়াবাদীরা একথা কখনও স্বীকার করে না। তাহাদের বিচারে মোক্ষ কখনও বাঞ্ছা হইতে পারে না।

চিদ্‌বিলাসকে যিনি হইতে যাঁহারা দর্শন করেন—এ কথাটি তাঁহাদের। তাঁহারাই বলেন,—মোক্ষও বাসনামাত্র। বাসনাটি থাকিবেই। যদি চিদ্‌বিলাসের প্রতি বাসনা হয়, তাহা হইলে মঙ্গল ও উপাদেয়; নতুবা জড়বিলাসের বাসনা কোনও আকারে থাকিবে—স্থূল ভাবেই হউক আর সূক্ষ্মভাবেই হউক। অদ্বৈতবাদীদিগের বিচার—'বাসনা-মাত্রই দুঃখ এবং বিলাস-মাত্রই দুঃখজনক। নাম, রূপ, গুণ ও লীলা বা ক্রিয়া-মাত্রই জড়, সুতরাং দুঃখজনক। নাম, রূপ, গুণ, লীলা কখনও চিন্ময় হয় না। সুতরাং নাম, রূপ, গুণ, লীলা ধ্বংস হইয়া গেলেই মোক্ষ হইল।' কিন্তু যাঁহারা চিদ্‌বিলাসে বিলাসী, তাঁহাদের বিচার অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন—ইতর বাসনা সমস্তই কৈতব এবং সেই-সকল কৈতবের মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা সর্বপ্রধান। অদ্বৈত-বাদীকে তাঁহারা বলেন—মায়াবাদী। অথচ অদ্বৈতবাদ চিন্মাত্রবাদ; তাহা নিতান্ত জড়বাদ নহে। তথাপি তাঁহাকে বলিয়াছেন 'মায়াবাদ' কারণ, চিদ্‌বিলাসকে অস্বীকার করিয়া যা' কিছু ধারণা করা যায়, উহা মায়াবিলাসেরই প্রকারভেদমাত্র।

মায়াবাদী রুদ্রের উপাসক। রুদ্র মোক্ষের দেবতা, তাঁহার কাজ ধ্বংস করা। সৃষ্টির কার্য ব্রহ্মার। মায়া-বাদিগণ ধ্বংসকেই শেষ কথা বলিয়া জানে, তাই রুদ্র তাহাদের উপাস্য-দেবতা। ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতিগণ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিকার্যে দক্ষতা আছে বলিয়া প্রজাপতিগণের একজনের নাম—'দক্ষ'। ছাগধর্মে অর্থাৎ সৃষ্টিকার্যে পটু বলিয়া রুদ্রকর্তৃক দক্ষ ছাগমুণ্ড প্রাপ্ত হয়। যাহারা ধ্বংসবাদী, তাহারা সৃষ্টিকার্যকে উপহাসের চক্ষে দেখে। তাহাদের বিচার—সৃষ্টিকার্যটা ছাগধর্ম, সুতরাং নিতান্ত গর্হিত। দক্ষের ছাগমুণ্ড লাভ হইবার পর তুষ্ট রুদ্রকে অভিশম্পাত করেন যে, তাঁহার উপাসকবর্গ পাষণ্ডী হইবে। দাক্ষিণাত্যে ও হিমালয়-পূর্বাঞ্চলস্থিত স্থানগুলিতে এখনও বীরাচারী, কুলাচারী, তান্ত্রিক প্রভৃতি শৈব-সম্প্রদায় দেখা যায়।

মায়াবাদীমাত্রেই রুদ্রের উপাসক। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের প্রথমেই অষ্ট প্রকৃতিকে রুদ্রের অষ্ট-মূর্তিরূপে কল্পনা করিয়া প্রণাম করা হইয়াছে। মূর্তি নাই, অথচ মূর্তিকল্পনা। শুনা যায়, মক্কাতে যাঁহারা যান, তাঁহারা নাকি তথায় মস্‌জিদের সম্মুখে কাবা নামে একখানা কাল পাথরের সাম্‌নে প্রণাম করেন। অথচ তাঁহারা মূর্তি-বিরোধী। ব্রহ্মার সৃষ্ট যা' কিছু জিনিষ, সমস্তই রুদ্র কর্তৃক ধ্বংস হইবার যোগ্য। রজোগুণে সৃষ্টি হয়, আর তমোগুণে লয়। রুদ্রের উপাসক যাহারা, তাহারা তমোগুণেরই উপাসক; কেবল ধ্বংস—কেবল 'ইহা নহে'—এইরূপ তাহাদের বিচার। নির্বিশেষজ্ঞান—অজ্ঞান বা অতিজ্ঞান। উহা অতিতামসিক। নির্বিশেষবাদীর প্রাপ্য যে গতি, তাহাও তমোময়ী। চেতনের কোন প্রকার বিকাশ তথায় নাই। মায়াবাদী জানে, বিকাশমাত্রেই প্রকৃতির বিকার, সুতরাং ধ্বংসযোগ্য। অনাম, অরূপ—ইহাই শেষ কথা, তা'র পর আর কোনও কথা নাই।

অনাম বা অরূপ ভগবান্‌কেও বলা হয়। কিন্তু নির্বি-শেষবাদী অনাম বা অরূপ বলিতে যাহা বুঝে, সেই বিচারে বলা হয় না। রূপ বা নাম বলিলেই জগতের লোকের যে ধারণা জন্মায়, ভগবানের রূপ বা নাম তাহা নহে—সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। তাই তিনি অরূপ ও অনাম। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত রূপ তাঁহা হইতেই আসিয়াছে। সেই দিক্ হইতে যাঁহারা দেখেন, তাঁহারাই বলেন—চিদ্‌বিলাসে প্রবেশই শেষ কথা। সেই সৌভাগ্য-লাভের বাসনা না জাগিলে যে-কোনও আকারেই হউক বাসনা থাকিবে। গীতায়

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'ভক্তো যাং ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্'। আমাকে জানিলেই লীলায় প্রবেশ হয়। 'বিশতে তদনন্তরম্' অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে প্রবেশ; অন্তরে প্রবেশলাভ হইলেই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বতোভাবে জানা হইল। বিশতে তদনন্তরম্—স্বরূপসিদ্ধি। শ্রুতি বলিয়াছেন—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।' 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে'—ইহা ব্রহ্মার কার্য্য। 'যেন জাতানি জীবন্তি'—বিষ্ণুর কার্য্য, তিনি সত্ত্ব বা স্থিতির অধিষ্ঠাতা। যৎ প্রযন্তি—ইহা রুদ্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। কিন্তু এই টুকু বলিয়াই ত' শেষ করেন নাই; তাহা হইলে ধ্বংস বা বিলাসহীনতাই শেষ কথা হইত। শেষে বলিয়াছেন—'অভিসংবিশন্তি'—উহাই চিদ্‌বিলাসে প্রবেশের কথা। চিদ্‌-বিলাস ব্যতীত আর যাহা কিছু, সবই জড়বিলাস। এ দিক্ হইতে দেখিতে গেলে বিলাসহীনতা, বাসনারাহিত্য বা বাসনারাহিত্য বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক তাহা নহে। অন্য বাসনা না থাকিলেও বাসনারাহিত্যের বাসনাই প্রবল হইয়া উঠে।

যাঁহারা শ্রীনামপ্রভুর বিলাসের সেবক, মদনমোহনের বিলাসে যাঁহারা বিলাসী, তাঁহারাই কেবলমাত্র মোক্ষকামীর মোক্ষকামনার মধ্যেও ছলনা আছে, ইহা ধরিতে পারেন। সেই মদনমোহনের সেবা-ফলে কামপ্রবৃত্তি দূর হয়, মদনের প্রভাব থাকে না। মদন কিরূপ? 'ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্প'। 'ব্রহ্মাদি'—এখানে 'আদি' শব্দে রুদ্রকেও বলা হইয়াছে। মদন রুদ্রকেও বিব্রত করিয়াছিল। পরাশর বিষ্ণুপুরাণের বক্তা। রামানুজীয় সম্প্রদায় অর্চ্চন-প্রধান। তাঁহারা বিধির খুব আদর করেন। তাঁহাদের মতে পরাশরের ন্যায় ভক্ত আর নাই। স্বয়ং ভগবান্ বেদব্যাস যাঁহার পুত্র, তাঁহার ন্যায় ভক্ত আর কেহ হইতে পারে না। পরাশর নামটী এই সম্প্রদায়ে খুব দেখা যায়। রামানুজ-শিষ্য কুরেশের পুত্রের নাম পরাশর। শঠকোপের অন্য নাম পরাঙ্কুশ। অঙ্কুশ শব্দের অর্থ শর। পরাঙ্কুশ—পরাশর।

ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণকে জয় করিয়া সংরূঢ়—উদ্ভূত হইয়াছে দর্প যাহার, এমন যে কন্দর্প বা মদন, তাহারও দর্প চূর্ণ হইয়াছে। ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্পকন্দর্পদর্পহা শ্রীমদনমোহন। রুদ্র মদনকে ভস্ম করিয়া মদনারি বা কামারি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। মদনের অপর নাম মনসিজ। মনে যাহার জন্ম হইয়াছে, সে-ই মনসিজ। মনটা প্রাকৃত। প্রকৃতিতে যাহার জন্ম, প্রকৃতির অন্তর্গত যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি—কালী, রুদ্র—কাল। কালই ধ্বংস করে। মহাকাল ও মহাকালীই সৃষ্টি ও ধ্বংসের সকল ব্যাপার সম্পাদন করেন। গুণসংবৃত অর্থাৎ তমোগুণের দ্বারা মহাকাল সংহার-কার্য্য করিয়া থাকেন। মদন প্রকৃতিজাত, তাই রুদ্রের নিকট তাহার বিনাশ হইল। কিন্তু ভস্ম হইলেও মদনের অস্তিত্ব লোপ পাইল না, তাহার বিক্রম নষ্ট হইয়া গেল না। এখানে কিন্তু সেরূপ নহে। ভুবনমোহন যে মদন, তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছেন মদনমোহন;—তাহাকে ধ্বংস করেন নাই। ধ্বংসের ফলে নির্ব্বিশেষ বা শূন্যত্ব আসিয়া পড়ে। কিন্তু এখানে মদনমোহনের পুরুষত্ব বা পুরুষোত্তমত্ব পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত। মদন রুদ্রের প্রতিপক্ষ হইয়া আসিয়াছিল। তাহার মৃত্যুই হউক আর যাহাই হউক, সে রুদ্রের প্রতিপক্ষ। কিন্তু মদনমোহনের নিকট মদন প্রতিপক্ষ নহে—নিতান্ত পরাজিত, মুগ্ধ। মদন ভস্ম হইয়াও নষ্ট হয় না, কারণ সে-সেই অপ্রাকৃত মদন বা কামদেবেরই ছায়া। অপ্রাকৃত কামদেবের ধ্বংস নাই। মূলের বা বিম্বের ধ্বংস নাই বলিয়া ছায়া বা প্রতিবিম্বও ধ্বংস হয় না। বাধা দিতে চাহিলেও উহাই আবার নূতন বাহারূপে দেখা দেয়, উহার শেষ হয় না। মদনমোহনের নিকট মদনের দর্পই চূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু রুদ্রের নিকট তাহার দর্প চূর্ণ হয় নাই, রুদ্রও তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এইখানেই মদনারি ও মদনমোহনের বিশেষত্ব। মদনারির ন্যায় মদনমোহন তাহাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করেন নাই; তাহাকে রাখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু নিতান্ত মুগ্ধ, বশীভূত করিয়া, দর্প চূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। এইজন্য তিনি কামারি নহেন। কাম তাঁহার অরি বা প্রতিপক্ষ নহে। তিনি মন্মথমন্মথ। যে মন্মথ সকলের মন মথন বা মোহিত করে, তাহার মনকে তিনি মোহিত বা মথন করেন।

সেই মদনমোহনের সেবায় static ভাব নাই, তাঁহার সমস্তই dynamic; গতিশীল। তাঁহার রূপ, লীলা ও বেণুর অধরোর্দ্ধ মাধুর্য্যে স্থাবর তাহার স্থাবরত্ব ত্যাগ করিয়া জঙ্গমত্ব প্রাপ্ত হয়, আবার জঙ্গম স্থাবর হইয়া যায়।

আত্মারামগণ পর্য্যন্ত তাঁহার মাধুর্য্য-শ্রবণে, তাঁহার পাদপদ্ম-স্থিত তুলসীর আঘ্রাণে পাগল হইয়া যান! আত্মারামত্ব বা ব্রহ্মানন্দত্ব তখন কোথায় চলিয়া যায়! ভগবানের লীলাকথা শ্রবণে পাগল শুকদেব রাসলীলা কীর্ত্তন করিলেন। 'সনক-সনাতন-বর্ণিত-চরিতে'—সনক-সনাতন অর্থাৎ আত্মারাম যাঁহারা, তাঁহারাই তাঁহার চরিত্রবর্ণনে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করেন।

সেই মদনমোহনই শ্রীনাম। তাঁহার শরণ গ্রহণ ব্যতীত মদনের বিক্রম হইতে কি করিয়া ছুটি হইবে? কাম-প্রবৃত্তি (জড়রোগ) যে কোনও আকারেরই হউক, একমাত্র কৃষ্ণেই সেগুলি দূর হওয়া সম্ভব। কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া কাম নষ্ট করিতে গেলে সে চেষ্টা সফল হয় না; কারণ, কাম বা বাসনারাহিত্য অবস্থা হয় না। একদিক্ হইতে উহা প্রবল হইয়া উঠিবেই উঠিবে।

একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় কাম দূর হওয়া, সংসার-বাসনা রুদ্ধ-রোধ হওয়া ও মদনমোহনের সেবা পাওয়া সম্ভব। পুরুষাবতার হইতে আরম্ভ করিয়া পরাকাষ্ঠে কৃষ্ণের যত প্রকাশ—স্বয়ং-প্রকাশ পর্য্যন্ত সবই বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ। একমাত্র মধুর রস ব্যতীত অন্য সকল রসের আশ্রয়ও নিত্যানন্দ হইতে প্রকটিত। Official যে সমস্ত কার্য্য তাহা নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারাই হইয়া থাকে। Transcendental dalliance বা haremএর যে সমস্ত ক্রিয়া, তাহা নিত্যানন্দ প্রভু করেন না। মধুর রসে নিত্যানন্দ শ্রীজাহ্নবা, তিনি অনুগা। টোটা গোপীনাথের বামদিকে শ্রীরাধারাণী ও দক্ষিণদিকে তিনি আছেন। যাহা কিছু বৈভব, সমস্তই নিত্যানন্দ-প্রকটিত। ভক্তরূপ-বৈভব, জীব ও প্রধান—নিত্যানন্দেরই শক্তি ও কার্য্য। জগতে সিংহাদি জন্তু প্রভৃতির মধ্যে যে-সকল ভগবত্তেজঃ বা বিভূতি লক্ষিত হয়, উহা শ্রীনিত্যানন্দেরই বিকৃত বহিরঙ্গ অণুবৈভব।

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবং॥
(গী ১০।৪১)

সেই নিত্যানন্দের কৃপা পাইতে হইলে কাঙ্গাল হওয়া চাই। কাঙ্গালের প্রতি তাঁহার দয়া হয়। কাঙ্গালের রূপের মত রূপ নাই। নিত্যানন্দ সেই রূপে সন্তুষ্ট হন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় সেই রূপকে নিয়োজিত করেন। তাঁহার দয়ার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। পাপী, পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক—কোন বিচার নাই; কেবল অকপটে শরণ লইলেই হইল। শরণাগত বা অকিঞ্চনই রূপবান্। সে কুৎসিৎ বা দুঃখী নহে। মহাপ্রভু শ্রীবাসের দাসী দুঃখীর 'দুঃখী' নাম ঘুচাইয়া 'সুখী' রাখিলেন; কারণ, বাস্তবিক সে-ই সুখী। তা'র রূপের মত রূপ নাই।

অবধূত—অপরিচ্ছন্ন। বেশের দিকে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। সর্ব্বদা গৌরসুন্দরের প্রেমে তিনি উন্মত্ত। "নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।" চৈতন্যের কামপূরণ-চিন্তাতেই পাগল। তাঁহার আশ্রয় যে গ্রহণ করে, সেও পাগল হয়। সে পাগলামীতে সুখ আছে, তাহাতে দুঃখ নাই। নিত্যানন্দের বাতুল হইতে পারিলে তখন আর এ পরিচয় থাকিবে না। নিত্যানন্দের কৃপা হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের রাসে যোগদান করা সম্ভব হয়; নতুবা কপটতা ও ছলের কৌশলে প্রবেশ করিতে চাহিলেও শ্রীবাসের পাণ্ডবীয় দ্বার বহিষ্কৃত হইতে হইবে। শ্রীনিত্যানন্দ সন্ধিনীশক্তি-দ্বিগ্রহ। তাঁহার কৃপা হইলে সম্বিদ্‌বিগ্রহ কৃষ্ণের ও তৎপরে হ্লাদিনীর কৃপা লাভ হয়। সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—সকলের মধ্যেই আছে। নিত্যানন্দে সম্বিৎ ও হ্লাদিনী আছে। কৃষ্ণেও সন্ধিনী ও হ্লাদিনী বর্ত্তমান; আবার শ্রীরাধারাণীতে সম্বিৎ ও সন্ধিনী আছে। একই তত্ত্ব—মহাপ্রভু। তিনিই নিজকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। পঞ্চরূপ হইয়াও পরিপূর্ণ অদ্বয়জ্ঞান। মায়াবাদী যে দ্বৈতভাব আশঙ্কা করিয়া নির্ব্বিশেষ-বাদের আবাহন করত অদ্বয় স্থাপন করিতে চাহে, উহা প্রকৃত পক্ষে অদ্বয়জ্ঞান নহে। কারণ, উহাতে মূলে ভ্রমময় দ্বৈতভাব থাকিয়াই যায়। মোক্ষলাভে বাহ্যলয় বুঝাইলেও উহাই এক প্রকারের বাহ্যমাত্র। সেইরূপ বিলাস থাকিলেই তাহা জড় বা দ্বৈত হইবে, এই আশঙ্কায় বিলাস অস্বীকার করিয়া যে অদ্বয়-স্থাপনের চেষ্টা, তাহাতে দ্বৈতভাব দূর হয় না, থাকিয়াই যায়। এই যে বিলাসের লোপসাধন-চেষ্টা—ইহাই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধত্ব। চিত্ত যতক্ষণ রজস্তমোগুণাক্রান্ত থাকে, ততক্ষণই এই সকল বিচার। নিত্যানন্দের কৃপায় মন শুদ্ধ হইলে মদনমোহন শ্রীনাম-প্রভুর বিলাস-মাধুর্য্য বুঝা যায়। তাহা আর এক রাজ্যের কথা।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শ্রৌত উপদেশ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৭শ সংখ্যার পর)

অত্যন্তভক্তা বিষ্ণৌ চ সদা শ্রাদ্ধাদিকারিণঃ।
পিতৃলোকং সমাবিশ্য স্বসন্তানে পুনঃ পুনঃ॥
ক্ষিপ্রমেব প্রজায়ন্তে যে তু ভক্তিবিবর্জ্জিতাঃ।
মুক্তিযোগাস্তু দেবাস্তা মানুষা যজ্ঞভোগিনঃ।
মনুষ্যভেদা শ্রাদ্ধাদি-কর্ত্তো বিদ্বেষিণোঽসুরাঃ॥
ইতি চ ষাদ্যে। (ভাঃ তাঃ ৩।৩২।১৭-১৮)

ভদ্রপুরাণে কথিত আছে—বিষ্ণুতে অত্যন্ত-ভক্তিবিশিষ্ট সর্ব্বদা শ্রাদ্ধাধিকারী ব্যক্তিগণ ভক্তিবিবর্জ্জিত হইয়া পিতৃলোকে গমন করে এবং শীঘ্রই পুনঃ পুনঃ স্বীয় সন্তানে জন্মগ্রহণ করে।

দেবাদি জীব মুক্তিযোগী, মনুষ্যগণ যজ্ঞভোগী, শ্রাদ্ধাদিকারিগণ মনুষ্যোচিত গতি হইতে ভিন্নগতি লাভ করে, আর বিদ্বেষিগণ অসুর।

চিন্মাত্রোণীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্জ্ঞানানন্দস্তথৈব তু।
তাভ্যেব জড়যুক্তানি ভিন্নানি স্বরূপতঃ॥
ইতি ব্রাহ্মে। (ভাঃ তাঃ ২।৯।২২)

মুক্তগণের ইন্দ্রিয়সকল চিন্মাত্র বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। সেই সকল ইন্দ্রিয় জড়যুক্ত হইলেও স্বরূপ হইতে ভিন্ন।

যদা স্বরূপং জানাতি কালপ্রকৃতিবর্জ্জিতম্।
বাসুদেব-প্রসাদেন তদা মুক্তো ভবত্যসৌ॥
ইতি ভবিষ্যপুরাণে। (ভাঃ তাঃ ২।৯।৩)

জীব যখন বাসুদেব-কৃপায় কাল ও প্রকৃতির অতীত স্বীয় স্বরূপ অবগত হন, তখন সেই জীব মুক্ত হন।

যেন যেন যথা জ্ঞাত্বা নিয়তং মুক্তিরাপ্যতে।
তদ্বিজ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানং সাধারণং স্মৃতম্॥
ইতি বামনে। (ভাঃ তাঃ ২।৯।৩০)

যে যে উপায়ে যথাযথভাবে জ্ঞান-লাভানন্তর যে নিত্যা মুক্তি লাভ হয়, তাহাকে বিজ্ঞান বলে। সাধারণভাবে জ্ঞানকে জ্ঞান বলে।

কেবলং ভগবজ্জ্ঞানং সা সাংখ্যমভিধীয়তে॥
ইত্যাথর্ব্বণে। (ভাঃ তাঃ ৩।৩।১৯)

কেবল ভগবজ্জ্ঞানকেই সাংখ্য বলে।

ইন্দ্রিয়োপরমাখ্যঃ পুরুষার্থো মুক্তিঃ। (ভাঃ তাঃ ২।৯।৩৩)

ইন্দ্রিয়োপরতিরূপ পুরুষার্থই মুক্তি।

সম্যগ্‌জ্ঞানং তু সাংখ্যং স্যাৎ

কপিল-তন্ত্র বলেন—ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান-জ্ঞানের নিমিত্তই উহাকে যোগ বলে।

কৈবল্যজ্ঞানং পুরুষার্থঃ। দেহাদিষসঙ্গিনো জীবস্য তন্নিমিত্ত-সুখদুঃখাদয়ো ন সন্তি কিমুত দেহস্যাচেতনত্বাৎ॥
(ভাঃ তাঃ ৩।৩১।৪৭)

কৈবল্যজ্ঞানই পুরুষার্থ। দেহাদিতে অনাসক্ত জীবের তন্নিমিত্ত সুখদুঃখাদি নাই; অচেতন দেহের আর কথা কি?

তচ্চিত্রতৈব তাদাত্ম্যম্—"নৈকান্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি" ইত্যুক্তত্বাৎ। (ভাঃ তাঃ ৪।৯।৩৫)

তচ্চিত্রতাই তাদাত্ম্য (ভগবদভিন্নত্ব)—(সাধুগণ) "আমার সহিত সাযুজ্য চায় না"—এই উক্তিই ইহার প্রমাণ।

হরৌ নিয়তচিত্তত্বাদ্‌গৃহবত্তৎপ্রবেশনাৎ।
মোক্ষং তাদাত্ম্যমিত্যাহুর্ন তদ্রূপত্বতঃ কচিৎ॥
ইতি ভবিষ্যপর্ব্বণি। (ভাঃ তাঃ ৪।৯।৩৪)

ভবিষ্যপর্ব্বে কথিত আছে—গৃহে প্রবেশের ন্যায় হরিতে নিয়ত চিত্তসংযোগহেতু মোক্ষকে তাদাত্ম্য বলে, কিন্তু কদাপি তাঁহার সমত্বপ্রাপ্তিহেতু নহে।

অপকৃতভক্তিযুক্তা যে ন তেষাং বিষ্ণুদর্শনম্।
প্রায়ো ভবতি দুঃখস্য স্বভাবঃ প্রায়শো ভবেৎ॥
ইতি প্রকাশসংহিতায়াম্। (ভাঃ তাঃ ৪।২০।১৯)

যাহারা অপকৃতভক্তিযুক্ত তাহাদের বিষ্ণুদর্শন হয় না। তদবস্থায় অধিকাংশস্থলে তাহাদের সংসারদুঃখ নাশ হইয়া থাকে।

জীবেশোপাধিবিদ্বিদ্বা প্রোক্তঃ স্বরূপা বাস্তবের চ
বাস্তবোপাধির্যতি মুক্তাবস্থস্ত তু স্থিতিঃ ॥
সর্ব্বোপাধি বিনাশে চি প্রতিবিম্বঃ কথং ভবেৎ।
কথং চাস্তবিনাশাং প্রত্যুঃ সেংস্ততি ক্বচিৎ ॥
ইতি স্কন্দে। (ভাঃ ভাঃ ৪।২২।২৬)

স্কন্দপুরাণ বলেন—জীবের উপাধিস্বরূপ ও বাস্তব এই দুইরূপ কথিত। মুক্তি হইলে বাস্তবোপাধি নাশপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু স্বরূপোপাধি বর্ত্তমান থাকে। সর্ব্বোপাধি-নাশ হইলে জীব প্রতিবিম্ব বলিয়া কিরূপে কথিত হইবেন? নির্ভেদ-মুক্তিতে কুত্রচিৎ আত্মবিনাশের প্রসঙ্গই বা কিরূপে হইবে?

ভক্তিযুক্তো পৃথগ্‌মুক্তিমবাপবিষ্ণুপ্রসাদতঃ।
কামতস্তু ভবন্ধ্যাপি ভক্তা বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ ॥
দ্বেষিভাবগতা চাপি ভক্তং বিষ্ণুর্বিমোচয়েৎ।
অতোঽতিকরুণা বিষ্ণোঃ শিশুপালস্য মোক্ষণাৎ ॥
ইতি স্কন্দে। (ভাঃ ভাঃ ১০।৮৯।১১,১২)

স্কন্দ পুরাণে কথিত আছে—বিষ্ণুর প্রসাদে ভক্তিমার্গী পৃথক্ মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কাম অশুভকারী হইলেও ভক্তিযুক্ত হইলে বিষ্ণুর কৃপা আকর্ষণ করে। দ্বেষিভাবযুক্ত হইলেও ভক্তকে বিষ্ণু মুক্ত করেন। অতএব শিশুপালের মুক্তিতে বিষ্ণুর অতিশয় করুণা দৃষ্ট হয়।

দ্রব্যজ্ঞান-ক্রিয়া-বিষয়ে ভ্রমরূপং মনো

(ভাঃ ভাঃ ১১।১৩।৪৬)

ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তি ঘটিলে দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়া-বিষয়ে বিভ্রম ভ্রমাত্মক মন লয় প্রাপ্ত হয়।

উত্তমানাং তু যন্নাদেতাদৃশমপ্যনিত্যত্বাদিদোষবৎ স্বর্গাদিকং—তন্নান্ মোক্ষফল এব বেদ ইতি দর্শয়তি। নহি সর্ব্বপ্রমাণোত্তমো বেদোঽমঙ্গলে পর্য্যবসিতঃ।

(ভাঃ ভাঃ ১১।২১।২৪-২৫)

উত্তমগণের পক্ষে বক্তব্য এই—যেহেতু অনিত্যত্বাদি দোষযুক্ত বলিয়া স্বর্গাদি ইহ জগতের ন্যায়ই নশ্বর। অতএব মোক্ষফলই বেদ প্রদর্শন করিতেছেন। কখনও সর্ব্ব-প্রমাণোত্তম বেদ অমঙ্গলে পর্য্যবসিত হয় না।

অতৈর্ক্যতেঽপি চাজ্ঞাতে ন বিশেষো হরেঃ ক্বচিৎ।
তেষামেব বিশেষঃ স্যাদজ্ঞানাপগমেন তু ॥
ইতি বিবেকে। (ভাঃ ভাঃ ১১।২৮।৩৯)

বিবেকে উক্ত হইয়াছে—অন্তে জ্ঞাত হউক বা না হউক, তাহাতে শ্রীহরির কখনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। অজ্ঞানাপগমে আরাধক জীবেরই বিশেষ লাভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্ব

অনেকে মনে করেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতকে যখন সাত্ত্বিক পুরাণ বলা হইয়াছে, তখন তাহাও গুণেরই অন্তর্গত। নির্গুণশাস্ত্র ব্যতীত প্রকৃত সত্য নিরূপিত হইতে পারে না। কিন্তু স্বয়ং শ্রীব্যাসদেবের লেখনীর মধ্যেই পাওয়া যায়,—

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥
নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥
ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং যথা কাশী হ্যনুত্তমা।
তথা পুরাণব্রাতানাং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥

(ভাঃ ১২।১৩।১৫-১৮)

যেমন কাহারও লক্ষ টাকা থাকিলে তদন্তর্গতই সহস্র টাকা আছে বুঝিতে হইবে, তদ্রূপ অমল, নির্গুণ পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত সাত্ত্বিকপুরাণের অন্তর্গত, ইহা পৃথক্ করিয়া জানান হইয়াছে মাত্র। যেরূপ বিষ্ণু নির্গুণ বা শুদ্ধসত্ত্ব হইলেও সত্ত্বগুণের অধীশ্বর বলিয়া বিষ্ণুকে নির্দ্দেশ করা

হয়, শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধেও সেইরূপ বিচারই আনিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত ও ভাগবতধর্ম্ম নির্ম্মৎসর সাধুগণের শাস্ত্র ও ধর্ম্ম, তাহাতে কোনপ্রকার কপটতা নাই। কিন্তু আমাদের অনাদি-বহির্ম্মুখ স্বভাবের মৎসরতা ও কপটবৃত্তি তাহাতে নানাপ্রকার ছিদ্র অনুসন্ধানের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত হয়। কেহ কেহ বলেন, শাস্ত্রে অনেক ব্যাসের নাম পাওয়া যায়; আর ঋষিগণের মত যখন পরস্পর বিদ্যমান ও প্রতিযোগী, তখন এক ব্যাস যে শাস্ত্রকে নিজ প্রণীত শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বস্থাপন জন্য সাত্ত্বিক বলিয়াছেন এবং অপর ব্যাসের শাস্ত্রকে হেয় করিবার জন্য রাজসিক বা তামসিক বলিয়াছেন, সেইরূপ শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারের মতকে নিরপেক্ষ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ নিরপেক্ষতার নামে আত্মবঞ্চনাই অনেক সময় আমাদিগকে প্রকৃত সত্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া থাকে। ব্যাস বহু হউন তাহাতে আপত্তির কোন কারণ নাই, শ্রৌতশাস্ত্র-সংকলনকর্ত্তামাত্রই ব্যাস। ব্যাস ও মতবাদী ঋষি সম্পূর্ণ এক নহেন। কণাদ গৌতম, কপিল, পতঞ্জলি প্রভৃতি ঋষিগণের মত পরস্পর প্রতিযোগী; কারণ, তাঁহারা স্ব-স্ব মতের প্রচারক। তাঁহারা শ্রুতির একায়নত্বকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু শাস্ত্রকার মহাজন বা ব্যাসগণ কেহই বেদসংকলনকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের শ্রৌতবাণী পরিত্যাগ করিয়া স্ব-স্ব মতবাদ প্রচার করেন নাই। যেখানে যত ব্যাসই আবির্ভূত হইয়াছেন, সকলেই একমাত্র বেদবিভাগকর্ত্তা, ব্রহ্মসূত্রকার কিম্বা ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যকার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের কথাই গ্রহণ করিয়া পরস্পর আদান-প্রদানরূপ ব্যবহার করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। ব্যাস যে কেবল পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছেন, তাহা নহে, আরো অনেক ব্যাস হইতেছেন এবং হইবেন।

রাজনামাঙ্কিত মুদ্রা (Currency) একমাত্র রাজারই একচেটিয়া নিজস্ব বস্তু। অপর কোন ব্যক্তিই সেই মুদ্রা জাল করিতে পারে না। যেখানে যিনি যত ধনবানই থাকুন না কেন, সকলকেই রাজার নিকট হইতেই সেই মুদ্রা গ্রহণ করিয়া পরস্পর আদান-প্রদান ব্যবহার করিতে হয়। কেহ নিজে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া ধনবান্ বলিয়া প্রচারিত হইতে চাহিলে তাহাকে 'জালিয়াৎ' অপবাদে অভিহিত হইতে হয় এবং তজ্জন্য রাজদণ্ডও ভোগ করিতে হয়। তদ্রূপ যেখানে যত ব্যাস হইয়াছেন ও হইবেন সকলেই একমাত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভগবান্ বেদব্যাসের একচেটিয়া টঙ্কশালা (টাঁকশাল) হইতে সেই মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছেন ও করিবেন। সকলকেই তাঁহারই মুদ্রা গ্রহণ করিয়া আদান-প্রদানরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, নতুবা তাহাকে ব্যাসই বলা হয় নাই ও হইবে না। কাজেই বহু ব্যাসের প্রকাশ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের বাণী অপ্রামাণ্য হইয়া পড়িবে বা তৎপ্রতি লোকের সংশয় জন্মাইয়া দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যাইবে, বহির্ম্মুখতার চিত্তাপসর্পণবৃত্তির ঐরূপ আশা করার কোনই অবকাশ নাই। টঙ্কশালে যেরূপ বিভিন্ন অধিকারীর জন্য মোহর, টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানী, একপয়সা, অর্দ্ধ পয়সা, পাই পয়সা নির্দ্দিষ্ট হয়, আবার তদ্বিনিময়ে কখনও বা কড়িও পাওয়া যায়, সেইরূপ ব্যাসদেবের টঙ্কশালে যিনি যতটা মূল্য প্রদান করিতে পারিবেন, তিনি সেই পরিমাণে মুদ্রার অধিকারী হইবেন। সকলেই মোহর পাইবেন এইরূপ নহে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের টঙ্কশাল হইতে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন ব্যাসগণ যে ব্যাঙ্ক-সমূহ খুলিয়াছেন, তাহাতে যিনি যতটা Exchangeএ মূল্য দান করিতে পারিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণ মুদ্রারই অধিকারী হইয়াছেন। আবার কেহ বা ব্যাসদেবের সরকারী ব্যাঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ব্যাসের শ্রৌতবাণীর ভাণ্ডার পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে গমনের অধিকার বা যোগ্যতা দেখাইবার ফলে জাল-মুদ্রা, জাল-নোট কিম্বা কাণাকড়িই লাভ করিয়া ফেলিবেন। যাঁহারা ব্যাসদেবের বাণী পরিত্যাগ করিয়া মনোধর্ম্মের ভাণ্ডার হইতে ধনলাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা ঐ শেষোক্ত শ্রেণীরই অন্তর্গত। অনেক সময় কেহ কেহ বঞ্চিত হইয়া সরকারী ব্যাঙ্কেও জাল-নোট ও মেকি-মুদ্রা প্রভৃতি ভাঙাইতে আসে, কিন্তু সরকারী ব্যাঙ্কের লোক তাহা দেখিলেই ধরিয়া ফেলেন ও তৎক্ষণাৎ ঐ সকল মুদ্রাকে কাটিয়া দেন বা নষ্ট করিয়া ফেলেন সেইরূপ ব্যাসের শ্রৌতবাণী যাঁহারা শুনিয়াছেন মনোধর্ম্মিগণের ব্যাঙ্কের মুদ্রা তাঁহাদের নিকট আদানপ্রদান ব্যবহার করিতে আসিলে শ্রৌতবাণীর তীব্রসম্প্রদায় অমনি উহাদিগকে ধরিয়া ফেলেন ও তাহাদের মুদ্রা ছেদন করিয়া দেন। ইহাতে ঐ সকল ব্যক্তির মনে আঘাত লাগে। কারণ, তাহারা মনে করে,

আমরা যখন একটাকার সম্পূর্ণ মূল্য দিয়াই টাকাটি পাইয়াছি, তখন সরকারী ব্যাঙ্কারের ইহা কাটিবার অধিকার কি? কিন্তু তাহারা যে বঞ্চিত হইয়াছে, জালিয়াৎগণ কিংবা জালিয়াৎগণের হস্তে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ যে তাহাদিগকে জাল মুদ্রা দিয়াছে, একথা সেই ব্যক্তিগণ টাকার বাহ্যাকৃতির দর্শনের মোহে উচ্ছন্ন করিয়া মনে রাখিতে পারে না। শ্রৌতবাণীর বা ব্যাসবাণীর ব্যাঙ্কের মহাজনগণ হিংসা করিয়া, মৎসরতা করিয়া, অন্যায় গোঁড়ামি করিয়া বা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ করিয়া ঐরূপ কার্য্য করেন না; পরন্তু লোকে জাল জিনিষ গ্রহণ করিয়া বঞ্চিত না হউক, জালিয়াৎগণ জগৎকে আর বঞ্চিত করিবার সুযোগ না পাউক, তাঁহারা এরূপ মহদুদ্দেশ্যে ও পরোপকারের বশবর্ত্তী হইয়াই ঐরূপ মেকি-মুদ্রা ছেদন করিয়া থাকেন। কিন্তু বঞ্চিত ব্যক্তি মনে করিতে পারেন যে, একমাত্র সরকারের টাকশালের মুদ্রাগুলি প্রচলিত থাকিবে এরূপ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা কেন? অপরের নির্ম্মিত মুদ্রাও দু'মুদ্রাই; কিন্তু তাহাতে জগতে অনেক উৎপাতের উদ্ভব হইবে। ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাইবে এবং অর্থনৈতিক হইতে সামাজিক জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িবে। বঞ্চকের দলে জগৎ ভরিয়া যাইবে, লুণ্ঠন ও পরদ্রব্যহরণের রাজত্ব, স্বেচ্ছাচারিতার তাণ্ডবনৃত্য এবং নানাপ্রকার বিপদের আবির্ভাব উত্তরাধিকারিসূত্রে জগতে প্রসারিত হইতে থাকিবে। এক রাজার শাসন না থাকিলে অরাজকতার অসংখ্য অনর্থ ও অরিষ্ট প্রাদুর্ভূত হইবে। বৈয়াসকি-সম্প্রদায় এজন্যই মনোধর্ম্মের সমস্ত মেকি মুদ্রাগুলিকে ছেদন করিয়া দেন।

আমরা এসম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর উক্তি উদ্ধার করিতেছি; যথা স্কান্দে,—

"ব্যাস-চিন্তিতাকাশাদবজিহ্মানি কানিচিৎ।
অন্যে ব্যবহরন্ত্যেতান্যারীকৃত্য গৃহাদিব॥

তথৈব দৃষ্টং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরাশর-বাক্যম্;—

"ততোঽত্র মৎসুতো ব্যাস অষ্টাবিংশতিমেঽন্তরে।
বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ॥
যথাঽত্র তেন বৈ ব্যস্তা বেদশাখাস্তথা ময়া।
বেদাস্তথা সমস্তৈস্তৈর্ব্যাসৈরস্তৈস্তথা দ্বিজা॥
তস্মাদেতেষু ব্যাসানাং শাখাভেদান্ দ্বিজোত্তম!
চতুর্যুগেষু রচিতান্ সমস্তেষ্ববধারয়॥
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্।
কো হ্যন্যো ভুবি মৈত্রেয়! মহাভারতকৃদ্ভবেৎ"॥
(বিঃ পুঃ ৩ অঃ ৪, ২)

স্কান্দে এব,—

"নারায়ণাখিলস্রষ্টা জ্ঞানং কৃতযুগে দ্বিজম্।
কিঞ্চিদ্ন্যূনং তথা জাতং ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽখিলম্॥
গৌতমস্য ঋষেঃ শাপাজ্জ্ঞানে স্বজ্ঞানতাং গতে।
সঙ্কীর্ণবুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্ম-রুদ্র-পুরঃসরাঃ॥
শরণ্যং শরণং জগ্মুর্নারায়ণমনাময়ম্।
তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ॥
অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদান্ জুজ্ঞহার হরিঃ স্বয়ম্॥"

বেদশব্দেনাত্র পুরাণাদিরপি গৃহ্যতে। তদেবমিতিহাস-পুরাণ-বিচার এব শ্রেয়ানিতি সিদ্ধম্। তত্রাপি পুরাণস্যৈব গরিমা দৃশ্যতে। উক্তং হি নারদীয়ে,—

"বেদার্থাধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে!
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ।
মূলান্যোঽপি সুশাস্ত্রোঽপি ন গতিং লভতে দ্বিজাৎ॥"

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের শ্রেষ্ঠতা—স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে। জগতের লোক স্ব-স্ব গৃহ হইতে জাতদ্রব্য গ্রহণ করিয়া যেমন পরস্পর আদান-প্রদানরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, তেমনি বেদব্যাসের হৃদয়াকাশ হইতে উৎপন্ন কতকগুলি বাঙ্ময় শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া অন্যান্য মুনিগণ ও অপর লোকসকল অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদিরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বিষ্ণুপুরাণের পরাশরবাক্যেও দেখা যায়, —"মানবগণ দুর্ম্মেধ হওয়ায় সম্পূর্ণ বেদাধ্যয়নে অসমর্থ হইয়া পড়িল, ইহা দেখিয়া আমার পুত্র ব্যাস, বৈবস্বত মন্বন্তরীয় দ্বাপরযুগে চতুষ্পাদ এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সেই বুদ্ধিমান্ বেদব্যাস কর্ত্তৃক যেমন এক বেদ চারিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ অন্যান্য ব্যাস এবং আমিও বেদ বিভাগ করিয়া থাকি, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে তাঁহাদের পদবীই আমরা অনুসরণ করিয়া থাকি। হে দ্বিজোত্তম! ইহা নিশ্চয় জানিও, মানবগণকে মেধাহীন দেখিয়া সকল চতুর্যুগেই অপরাপর ব্যাসগণ বেদের নানাবিধ শাখা রচনা করিয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! তুমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে

প্রভু নারায়ণের অংশ-স্বরূপ জানিয়া। পৃথিবীতে এমাত্রীত এমন কে আছে যে, মহাভারত প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়? স্কন্দপুরাণেও আছে.—

"নারায়ণ হইতে প্রকাশিত জ্ঞান সত্যযুগে সম্পূর্ণই ছিল; ত্রেতাযুগে সেই জ্ঞানের কিছু অন্তর্ধান হয়। তাহার পর গৌতম ঋষির শাপে জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত হওয়ায় লোকে স্বরূপ-উপলব্ধি-বিষয়ে অসমর্থ হইলে ব্রহ্ম-রুদ্রপ্রমুখ দেবগণ শুভাশুভ-বিচার-বিমূঢ় হইয়া শরণাগতপালক নির্ব্বিকার শ্রীনারায়ণের শরণ লইয়াছিলেন। অনন্তর দেবগণ শ্রীভগবানের নিকটে ঐ বিষয় আবেদন করিলে পুরুষোত্তম ভগবান্-শ্রীহরি স্বয়ং পরাশর-পত্নী সত্যবতী হইতে মহাযোগী ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিলুপ্তপ্রায় সমস্ত বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন।"

নারদীয় পুরাণে,—

"হে বরাননে! বেদার্থ অপেক্ষাও পুরাণার্থকে অধিক মনে করি। কারণ, নিখিল বেদশাস্ত্র-শব্দ পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। সুদাস্তই হউক আর সুশাস্তই হউক, যে ব্যক্তি পুরাণকে বেদ হইতে অন্য প্রকার মনে করে, সে তির্য্যগ্ যোনি লাভ করে। তাহার উত্তমা গতি কখনও হয় না।"

কৃষ্ণনগর সবজজ কোর্টে স্বত্বের মোকদ্দমার সুবিস্তৃত রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় *

নদীয়া (কৃষ্ণনগর) সবজজ কোর্টে বাবু কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ওরফে—কুঞ্জবিহারী অধিকারী এক স্বত্বের মোকদ্দমা শ্রীপাদ রমানাথ গোস্বামী, শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিলাস প্রভৃতি গৌড়ীয়মঠের ৭জন শিষ্যের বিরুদ্ধে উপস্থিত করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ অথবা গৌড়ীয়মিশন নামে যে ৬৪টী মঠ ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ এবং বিলাতে স্থাপিত আছে, তাহা পাব্লিক্ ট্রাষ্ট নহে, তাহা 'প্রাইভেট্ ট্রাষ্ট' বলিয়া সাব্যস্ত হউক—ইহাই ছিল কুঞ্জবাবুর প্রার্থনা।

যে কারণে স্বত্বের মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহার বিবরণ এই,—১৯২০ সনের ১৪ আইনের (The charitable and Religious Trusts Act) ৩ ধারা মতে গৌড়ীয়মঠ—ওরফে গৌড়ীয়-মিশন নামীয় পাব্লিক্ ট্রাষ্ট সম্পত্তি কুঞ্জবাবুর রক্ষণাবেক্ষণে থাকায় তজন উক্ত কুঞ্জবাবু হইতে হিসাব-নিকাশ তলব করিবার জন্য বিবাদিগণ কৃষ্ণা জেলা-জজসাহেবের নিকট এক দরখাস্ত দাখিল করেন, তন্মূলে জজ সাহেব আদালতে ১৯৩৭ সনের ৩৯নং এক মোকদ্দমা (misc. case) উপস্থিত হয়; কুঞ্জবাবু উহাতে আপত্তিকারী হইয়া হিসাব-নিকাশ দাখিল করিতে অসম্মত হন এবং গৌড়ীয়-মিশনের সম্পত্তি পাব্লিক্ ট্রাষ্ট না হইয়া 'প্রাইভেট্ ট্রাষ্ট' বলিয়া সাব্যস্ত হইলে তিনি হিসাব-নিকাশের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন ভরসায় উক্ত আইনের ৫ ধারার বিধান মতে এই স্বত্বের মোকদ্দমা দায়ের করেন।

সুযোগ্য বিচারপতি মিঃ এস্. সি. সেন সবজজ বাহাদুরের নিকট উক্ত স্বত্বের মোকদ্দমা বিচার জন্য উপস্থিত হইলে ২৮।১১।৩৮ তাং হইতে ১৭।৪।৩৯ তাং পর্য্যন্ত মোট ৯৯ দিবস শুনানী হইয়া সাক্ষীর প্রমাণ গৃহীত হয়। বাদী পক্ষে ২২ জন সাক্ষীর জবানবন্দী হয় তন্মধ্যে ৫ দিবস ব্যাপী কুঞ্জবাবুর জবানবন্দী ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হয় এবং শতাধিক দলিলাদি প্রমাণিত হয়। বিবাদী পক্ষে কলিকাতার সুবিখ্যাত এটর্ণি মিঃ পেঃ এন্ বসু এবং রিটায়ার্ড সবজজ রায় মনোমোহন নিয়োগী বাহাদুরের কমিশন জবানবন্দী সহ ৩৬ জন সাক্ষীর জবানবন্দী হয় এবং সহস্রাধিক দলিল-পত্র প্রমাণিত হয়। তৎপর যথেষ্ট কাল অতিবাহিত হইলে এই মোকদ্দমার বিচারপতি—বর্ত্তমানে নদীয়ার এডিশনাল জজ্ মিঃ এস্. সি. সেন লিখিত ১০৮ পৃষ্ঠা

* Reference সহ ইংরেজী রায় স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইল।

typed foolscap pages. বাণী বাবু বিগত ২৩।৫।৩৭ তারিখে মকদ্দমার বহুস্থান সওয়াল, কিং কে. এম্. বসু বাবু কর্তৃক আদালতে প্রচারিত হয়।

উক্ত বাদে নিম্নলিখিত প্রধান বিষয়সমূহ মীমাংসিত হইয়াছে।

ইহা অথবা বিচার্য্য বিষয় :—

(ক) শ্রীধাম-মায়াপুরের যোগপীঠ-শ্রীমন্দির গৌড়ীয়মঠ নামীয় ট্রাষ্টের অন্তর্ভুক্ত কি না?

(খ) কলিকাতার ১১৪এ নং ল্যান্সডাউন রোডস্থিত বাড়ীটী গৌড়ীয়মঠ ট্রাষ্টের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কি না?

গৌড়ীয়মঠ কি বাণীর কথিত মত প্রাইভেট ট্রাষ্ট—অথবা ১৯২০ সনের ১৪ আইন মতে পাবলিক্ ট্রাষ্ট?

বাণী কি কি প্রতিকার পাইতে পারে?

ক এই প্রশ্নের উত্তরে আদালত সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির শ্রীগৌড়ীয়মঠ ট্রাষ্টের অন্তর্ভুক্ত বটে। আদালত আরও প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীরাধা-মদন, শ্রীমদ্বৈত-ভবন সর্ব্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান। উভয় পক্ষের স্বীকৃত মতে উক্ত উভয় মঠ এবং শ্রীগানন্দ-সুখদকুঞ্জ (বকুলতলা) ও পুরীর "শ্রীভক্তিকুটী" এই গৌড়ীয়-মিশনের অন্তর্গত বটে। (a)

(খ) আদালতের বিচারে প্রকাশ যে, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইলে কলিকাতার ১১৪এ নং ল্যান্সডাউন রোডস্থিত বাড়ীতে বাণী কুঞ্জবাবুর উদ্যোগে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কিন্তু উহা শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট এবং নির্দ্দেশ অনুসারে আরব্ধ হওয়ার পক্ষে বাণী যে প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছে তাহা যৎসামান্য এবং গ্রহণের নিতান্ত অযোগ্য। **উক্ত প্রতিষ্ঠান গৌড়ীয়-মিশনের অঙ্গীভূত হওয়া সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কণামাত্র প্রমাণ না থাকায় আদালত সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত গৌড়ীয়-মিশন বা ট্রাষ্টের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই।** (b)

লণ্ডন গৌড়ীয়-মিশন সোসাইটি সম্বন্ধেও একটী প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, উহা গৌড়ীয়-মিশনের অঙ্গ কিনা? আদালত প্রমাণ-গ্রহণে স্থির করিয়াছেন যে, উহা গৌড়ীয় মিশনের অঙ্গ ও শাখা বটে। (c)

Issues

(a) 4. Does the 'Trust' known by the name of Gaudiya Math include Jogapith Sree Mandir?

Does the premises situated at 114/A Lansdowne Road Calcutta appertain to the said 'Trust'?

5. Is the Gaudiya Math a Private Trust as alleged by the plaintiff? Is the Gaudiya Math a Public Trust to which Act XIV of 1920 is applicable?

6. To what relief, if any, is the plaintiff entitled? - (P. 12).

"I thus answer the first part of Issue No. 4 in the affirmative and the second part in the negative.

"As regards Issue No. 5, my answer is that the Gaudiya Math or Mission is not a Private Trust as alleged by the plaintiff, but that it is a Public Trust and that so far as this case is concerned, the provision of Act XIV of 1920 apply against the plaintiff from after the death of Prabhupad down to 28-4-37. (P. 237-38).

(b) "There is a dispute as to whether the premises situated at 114/A, Lansdowne Road, Calcutta, appertain to the Gaudiya Mission. On this point, there is not the least reliable evidence to show that it is a part of the Gaudia Mission. An Institution has been started there at the instance of the plaintiff after the demise of Prabhupad and after the dissensions have arisen between the parties. The evidence that this Institution was started according to the wishes of Prabhupad and at his instance is meagre and quite unacceptable. On the evidence, I hold that the premises situated at 114/A Lansdowne Road, Calcutta, does not appertain to the said Mission or Trust" (P. 233-34).

(c) "One more matter remains to be decided in this connection. There is a body styled "London Gaudiya Mission Society" in London. According to the defendants, this Society is included within the Gaudiya

প্রাইভেট ও পাবলিক ট্রাষ্ট বিষয়ে যে তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বাদী কৃষ্ণবাবু তাঁহার আরজি ও জবান-বন্দীতে বলেন যে শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং অন্যান্য সমস্ত মঠ তাঁহারই শাখা-মঠ। প্রভুপাদ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও তিনি কখনও গৃহ ত্যাগ করিয়া যতি সন্ন্যাসী নহেন। বাদী কৃষ্ণবাবু আরও বলেন যে, প্রভুপাদ বৈষ্ণব-সন্ন্যাস নেওয়ার পরও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছেন এবং তিনি গেরুয়া কাপড়াদি পরিধান করিলেও গরম কোট, মুজা ইত্যাদিও ব্যবহার করিতেন এবং কখনও সম্পূর্ণরূপে সংসারত্যাগ করেন নাই। (d)

শিষ্যগণ পৃষ্ঠপোষক ব্যক্তিগণ তাঁহাকে যে-সকল সম্পত্তি দান করিয়াছেন, তাহা তিনি গ্রহণ করিয়া নিজ প্রয়োজনে যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন এবং কতিপয় ছাপাখানা দ্বারা তিনি ব্যবসাবাণিজ্যে অর্থোপার্জন করিয়াছেন, জমীদারী ও মহাজনী কারবার করিয়াছেন। আরও বলেন যে, বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভা কখনও কোন কাজ করেন নাই, উহা শুধু নামে মাত্র একটী সমিতি ছিল। সমস্ত কার্য্যাদি শ্রীল প্রভুপাদ করিতেন। সমস্ত সম্পত্তির তিনিই একমাত্র মালিক ছিলেন এবং তিনি তদ্বিষয়ে যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার অধিকারী থাকিয়া ১৯২৩ সনের ১৮ই মে তারিখে তাঁহার পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যাবতীয় সম্পত্তি শ্রীচৈতন্য-মঠের বিগ্রহগণ-বরাবরে উৎসর্গ করেন এবং সেই তারিখে এক উইল সম্পাদন করত উক্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন ও তদ্দ্বারা বাদী সহ তিনজন ট্রাষ্টি নির্দ্দিষ্ট করেন। এই প্রকারে উক্ত যাবতীয় সম্পত্তি প্রভুপাদের প্রাইভেট ট্রাষ্ট সম্পত্তি বটে।

আদালত-সমীপে উভয় পক্ষ যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছে তদ্দৃষ্টে সুযোগ্য বিচারপতি নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিজাধিকৃত ভক্তপত্তনে শ্রীচৈতন্য-মঠ স্থাপন করেন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগণ সমক্ষে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি, পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, সমস্তই বিগ্রহগণ-বরাবরে উৎসর্গ করেন, সম্পত্তি উইল দ্বারা উৎসর্গীকৃত হয় নাই, কোন দলিল-মূলেও উৎসর্গীকৃত হয় নাই. শ্রীল প্রভুপাদের স্পষ্ট ব্যবহার দ্বারা নিঃসংশয় ও দৃঢ়রূপে উৎসর্গ স্থিরীকৃত হইয়াছে। (e)

Mission. But according to the plaintiff, this is an independent body absolutely unconnected with the Gaudiya Math or Mission. On a consideration of the whole evidence, I am inclined to hold that the London Gaudiya Mission Society is a part and a branch of the Gaudiya Math or Mission and I do hold accordingly." (P. 234).

(d) "A controversy has been raised as to whether Prabhupad was a *Yati Sannyasi* who had renounced the world and thus could not possess any personal property. In this connection the plaintiff has raised the question that Prabhupad being *a Sudra by birth* could not, under the Hindu Law, become strictly speaking a *Yati Snnasi*. The plaintiff has further attempted to show that even after taking Vaishnab Sannyas, Prabhupad used to keep connection with his natural relations and that although he used to wear *Gerua* cloths he also used overcoats, shoes etc. It is true that under the Hindu Law a non-Brahmin by birth could not become a Yati Sannyasi and thus wholly renounce the world. But in my opinion all these questions are irrelevant for the purpose of this case. It is the admitted case of both the parties that Prabhupad dedicated all his properties, present and future. The question that remains for decision is only as to whether the dedication is of a public or private nature. So I do not propose to enter into the controversy in detail". (P. 196).

(e) It is the plaintiff's case that Prabhupad dedicated all his properties (self acquired as well as ancestral) which beloged to him and also those properties which would, in future, belong to him to the Deities Guru Gouranga, Gandharbika and Giridhari which were established in the Chaitanya Math as Private

প্রভুপাদ উল্লিখিত সমস্ত নির্মাণ উক্ত উদ্দেশ্যে কোনরূপ ব্যবহার করেন নাই। শিষ্য এবং গৃহস্থ-পোষকগণ যে-সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছেন তাহা গৌড়ীয়-মিশনের প্রচারকার্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। **প্রভুপাদ নিজ প্রয়োজনে কখনও ব্যবহার করেন নাই।** (f)

Debutter on 18-5-1923 and that on the same date he executed a will (Ex. 12-L). The case of the defendants is that even though Chaitanya Math is not a Public property at the inception of it (and for that matter the Gaudiya Math or Mission) and the properties appertaining to it, the dedication was made for the public, charitable and religious purposes so the question narrows down to this—whether it was a case of private endowment or an endowment for public, charitable and religious purposes? Pravupad departed from this world on 1-1-1937. The plaintiff takes his stand on the will (Ex. 12-L) dated 18-5-1923 and contends that by this will Provupad created a private endowment by dedicating the properties (both self acquired and ancestral) by dedicating them to the idols installed by him at the Chaitanya Math. This is not, however, exactly his position as taken up in the plaint (vide paragraph 3 (d) of the plaint). The will could not operate as a present demise of the properties. It was to take effect from after the death of Prabhupad. So it comes to this that the will cannot be taken as the Deed of Dedication. It is thus a case of dedication without any document. The Law is clear that in the absence of any Deed of Dedication, the question as to the nature of the 'Trust' will depend on the inference to be legitimately drawn from the facts and circumstances. (P. 103-104).

(f) These constructions were made mainly at the expenses of the disciples of Prabhupad but also at the expenses of non-disciples (who, evidently, had reverence for Prabhupad

শুকতত্ত্ব বিচারে আদালত বলিয়াছেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ আশ্রয়-বিগ্রহ বটেন, তিনি শতকরা শতভাগ কৃষ্ণ-সেবায় নিয়োজিত থাকিয়া সকল বস্তু কৃষ্ণ-সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহার নিজের প্রয়োজনে কোন জিনিষ গ্রহণ অথবা ব্যবহার করেন নাই। ভগবৎ-সেবা ভিন্ন তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি বাহকসূত্রে (carrier) সমস্ত দান গ্রহণ করিয়া তাহা ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। (g)

and were attracted by his preaching works). Having regard to the extensive nature of these constructions, the use to which they were put and the fact of dedication made by Prabhupad who was himself a *Tyagi Mahapurush*, and who absolutely gave his life for the propagation of the religion of Mahaprovu, I can not accept the plaintiff's contention on the point that these constructions were gifts made to Prabhupad personally and absolutely, but I hold that they were gifts for the purposes of the Misson, that whatever was given to him was so given as the Head of the Mission and for the purposes of the Mission. (P. 161)

(g) But the general current of thought of the School appears to me that Guru is really *Asraya Bigraha* who is not the enjoyer of things but is a cent per cent servitor of God and as such, he is only the carrier of the offerings and contributions and several gifts made by different persons to God. In that view of the matter, the offerings and contributions, gifts and constructions cannot belong to Prabhupad personally * *. It is the case of both parties that there was a dedication. I have found that it was Prabhupad who dedicated all his properties, present and future, to the Presiding Deities of the Chaitanya Math. So even if the plaintiff's contention on this point, for the sake of argument, be accepted, Prabhupad dedicated all his properties and belongings to the said Deities". (P 231).

ছাপাখানা দ্বারা নিজে কখনও লাভবান্ হয়েন নাই; ছাপাখানা মিশনের বড় খোল এবং জীবন্ত মৃদঙ্গ-স্বরূপ কাজ করিয়াছে। তাহা দ্বারা যে অর্থোপার্জ্জন হইয়াছে তাহা সমস্তই মিশনের প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ছাপাখানা কখনও প্রভুপাদের নিজ সম্পত্তি ছিল না বা কখনও নিজ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় নাই। (h)

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা শুদ্ধ ভক্তগণের একটী কার্য্যকরী সমিতি। ইহা দ্বারাই শুদ্ধভক্তিপ্রচারের নানাবিধ অনুষ্ঠান ও প্রচেষ্টা প্রকাশিত হইয়াছে। এই একই সমিতি দ্বারা শ্রীচৈতন্যমঠ ও যোগপীঠ পরিচালিত (governed) হইতেছে। গৌড়ীয়-মিশনের শুদ্ধ ভক্তগণ দ্বারা এই সমিতি গঠিত। ইহা নানারূপ সেবাকার্য্য জীবন্ত-ভাবে জগতে প্রকাশ করিতেছেন। (i)

প্রভুপাদের যাবতীয় সম্পত্তির উৎসর্গ উক্ত পক্ষের স্বীকৃত বিষয়। শুধু প্রশ্ন এই যে, উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি জনসাধারণের উপকারার্থে নিযুক্ত হইয়াছে, কিম্বা প্রভুপাদের নিজ প্রয়োজনে বা নিজ গোষ্ঠীর প্রয়োজনে নিযুক্ত হইয়াছে। উৎসর্গের উদ্দেশ্য আলোচনা-প্রসঙ্গে সর্ব্বসাধারণের অর্থ-সাহায্যে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ও মেরামত, সাধারণ উৎসবাদি, পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, সংশিক্ষা-প্রদর্শনী, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, ধর্ম্মশালা, সমাধি-মন্দিরাদি, সর্ব্বসাধারণের চাঁদায় মঠাদি-পরিচালন, হিসাব-প্রকাশ, দানপত্র দলিলে সর্ব্ব-সাধারণের হিতকামনার উল্লেখ ইত্যাদি যে বিষয়ের

(h) "I now deal with the subject of Printing Press and the publication of the Journals * *. It has been described as "*Barakhol*" (big drum) "*Jivanta Mridanga*" (living drum) etc. * * It is thus clear that the income of the Press was meant for defraying the expenses of the Mission and that the Press is a means for propagation of Religion and that it is a source of income for maintaining the Maths and thus assisting in the propagation of religion. As we have seen, the Printing Works have been established with the money paid by different people and for the propagation of the objects of the Mission. It is not the personal property of anybody. The profits are not for the personal enjoyment of anybody. They are utilised for the benefit of the Mission". (P. 190, 193-94).

(i) "Next I deal with the subject of *Viswa Vaishnab Raj Sabha* over which there is a great controversy between the parties. The plaintiff's case is that Viswa Vaishnab Raja Sabha is or never was a working association but that it only existed in name, whereas the case of the defendants is that it is an association of religious persons, the object of which is to preach Suddha Bhakti as taught by Sree Chaitanya Mahaprabhu and as propounded by Bhakti Benode Thakur and followed and developed by Prabhupad and that one of the objects of that Sabha is to establish Maths for the propagation of the said Religion" (P 196-197).

"All these go to show that the *Viswa Vaishnav Raj Sabha* is responsible for the propagation of pure Religion throughout the world and that, as a matter of fact, Maths were established in different parts of the world by that Sabha, that the Sabha collects funds for meeting the expenses of the Mission, that it spends money so collected and publishes accounts, that it issues invitation letters for Nabadwipdham Parikrama and for Utsavas, that it has got its Secretaries, that it passes resolutions and holds meetings and that it makes arrangement for the safe custody of the finance, that the plaintiff is one of its Secretaries and that Jogapeeth is also controlled by this Sabha. From this evidence, it appears to me to be quite clear that Viswa Vaishnav Raj Sabha is a living and functioning organisation and not merely existing in name. It is synonimous with the Gaudiya Mission with numerous members who are the disciples of Prabhupad under the sole control and authority of Prabhupad. This existence of such associated body controlling the functions of Gaudiya Math would go to support the defendants' case about the public nature of the Gaudiya Mission". (P 205-206).

করিয়াছেন। তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল-সাধন। অতএব নিঃসন্দেহরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে গৌড়ীয়-মিশন প্রাইভেট ট্রাষ্ট নহে, উহা পাব্‌লিক্ ট্রাষ্ট বটে। (j)

(j) That the buildings and temples thereon were constructed by public donations made by disciples and nondisciples of Prabhupad, that the public effected additions and repairs at their own costs, that there were Utsavs at which public were invited and at which the public freely participated, the poor and the public were fed on public subscription and on begging, that accomodations were provided for the public joining the Utsav, that people could perform Darshan and pay votive offerings without paying any Bhet or taking any permission, that there were Kirtans, Path, Lectures in which public took part, that there are charitable Dispensaries, Pathsala and Schools, Dharmashramas, Leper Asylum connected with the Institution, that there are Samadhis within this Math, that accounts of Math and Utsavs were published for information to the public, that the cost of running the Institution was contributed by the public consisting of all sorts of people residing in various parts of India, that there re deeds in the names of the Presiding Deities of the Institution and that there are recitals in those deeds showing that the properties covered by those deeds were to be utilised only for public purposes, and that the gifts made to the Institution and the constructions etc. made for the Institution and the contributions and donations collected for the Institution were of an extensive nature. These elements, in my opinion, lead to the irresistable conclusion that the dedication was made for public and charitable purposes and that thereby a public, charitable and religious endowment or trust was created.

(P. 232-233).

মিশনের যাবতীয় বিত্ত উক্ত ট্রাষ্ট সম্পত্তি বটে ইহাতে ১৯২০ সনের ১৪ আইনের বিধান প্রযোজ্য হইবে।

এখন দ্রষ্টব্য এই যে, বাদী কুঞ্জবাবু হিসাবের জন্য কতদূর দায়ী। আদালত সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, যদিও কতিপয় দলিল-পত্রে কুঞ্জবাবুর নাম সেবাইত ও ট্রাষ্টী বলিয়া উল্লিখিত আছে, কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রভুপাদের গোমস্তা (Agent) ছিলেন। কেবল মাত্র তাঁহার সম্পাদকের (Secretary) কাজ করিয়াছেন। এই কারণাধীনে প্রভুপাদের প্রকটকাল পর্য্যন্ত কুঞ্জবাবু হিসাবের জন্য দায়ী হইবেন না। • শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট হইতে কুঞ্জবাবুর গৌড়ীয়মঠ পরিত্যাগের তারিখ ২৮।৪।৩৭ পর্য্যন্ত কুঞ্জবাবু ১০।১।৩৭ তারিখের গঠিত গভর্ণিং বডির মেম্বর ও সেক্রেটারীসূত্রে হউক কিম্বা মিশনের ম্যানেজারসূত্রে হউক ঐ সময় তিনি গৌড়ীয়-মিশনের ট্রাষ্টী (Trustee *de son tort*) হইয়াছিলেন এবং সে জন্য তিনি ঐ সময়ের হিসাব নিকাশ প্রদান করিতে দায়ী ও বাধ্য সাব্যস্ত হইয়াছেন। (k)

• অন্তরা :—বুঝিতে পারা যায় যে, এই সিদ্ধান্ত বর্ত্তমান মোকদ্দমার বিচারাধীন বা অন্তর্ভুক্ত বিষয় নহে এবং বলবতের অযোগ্য বলিয়া জেলা জজ্ সাহেবের নিকট উহা আলোচিত হইয়া কুঞ্জবাবুর হিসাব-সম্পর্কীয় দায়িত্বের যেরূপ-কাল পুনঃ সাব্যস্ত হইবে।—পরিচয়লেখক

(k) The plaintiff Kunja Babu, although he was described in some documents as a Sebait and Trustee of the Presiding Deities of the Math was only an Agent of Prabhupad • • Kunja Babu was merely a Secretary to Prabhupad.

After the death of Prabhupad, a Governing Body was formed with Kunja Babu as one of the members and he (Kunja Babu) was appointed the Secretary. The Governing Body was formed on 10-1-37. Kunja Babu left the Calcutta Gaudiya Math on 28-4-37 • • The fact is clear that even after the death of Prabhupad, Kunja Babu continued to manage the affairs of the Mission, may be under the control of the newly formed Governing Body. But he (Kunja Babu) himself was also a member of the Governing Body. So,

এই শেষ ৩ চয় প্রশ্নের উত্তরে আদালত বিচারে রায় প্রদান করিয়াছেন যে, কুঞ্জবাবু এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী নহেন। কুঞ্জবাবুর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইল। কুঞ্জবাবু হইতে মোকদ্দমার সম্যক্ খরচ বিবাদীপক্ষ পাইবেন। কুঞ্জবাবু কোন খরচ পাইবেন না। ১৯।১।৩৭ হইতে ২৮।৪।৩৭ তাং পর্য্যন্ত বাদী কুঞ্জবাবু হিসাব নিকাশের জন্য দায়ী সাব্যস্ত হইলেন। (I)

in any view of the case, he became a Trustee *de son tort* from the date of death of Prabhupad down to 28-4-37. So the provisions of Act XIV of 1920 applies against him from after the death of Prabhupad down to 28-4-37 ; and he is liable to render accounts for this period." (P. 236-237).

(I) "The result is that *the plaintiff is not entitled to any relief in this suit.* I thus order that the suit be dismissed on contest with costs, with this reservation that plaintiff will be liable to render accounts under the provisions of Act XIV of 1920 from after 1-1-1937 down to 28-4-37. In the circumstances, I do not allow any costs to the plaintiff. (P. 238).

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর শত শ্রীশ্রী ভক্তিসৌরভ প্রচার-প্রসঙ্গ (গৌড়ীয় সম্পাদক) শ্রীমৎ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শুদ্ধভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্যব্রত যাজন করিতেছেন।

গত ১২ই জুন ২৯শে কৈাষ্ঠ কাশীনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস চন্দ্র রায় এম্-এ, ডি-লিট্ মহাশয় কাশী শ্রীনাতন গৌড়ীয়-মঠে আগমন করিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন।

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়সেবক শ্রীপাদ পশুপালপঙ্কজমুক্ত দাসাধিকারী ভক্তিপ্রসূন গত ১২ই জুন শ্রীযুক্ত অমূল্যকৃষ্ণ গাঙ্গুলী ডি, এস্, পি মহোদয়ের বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৯শে জুন রথযাত্রাদিবস প্রাতে শ্রীচৈতন্যমঠে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বেলা ১ ঘটিকায় মঠাশ্রিত ও মঠবাসী ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহকারে শ্রীধামের যাবতীয় মঠ ও শ্রীমন্দিরাদি পরিক্রম করেন। বেলা ৩ ঘটিকায় অধিবাসগণ নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভায় মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল্ মহোদয় বক্তৃতা করেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীপাদ যতিশেখর ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিকুমুদপ্রমুখ ভক্তবৃন্দের সহিত মন্দরডঙ্গে গত ২৭শে জুন একটী নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় শ্রীনাম প্রচার করেন। পরমার্থীর প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয়, শ্রীযুক্ত লালা মদনমোহন প্রমুখ ভক্তিশাস্ত্রী সেবাধারিগণ প্রমুখ ভক্তবৃন্দের চেষ্টাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত বিশ্বাধর মহাপাত্র এস্-ডি-ও ও সাবজজ্ মহোদয়ের আগমনে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভু পরিপ্রশ্নমুখে শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনাম এবং বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গোবিন্দদাস মহাশয়ের ভবনে শ্রীহরিবাসর-মাহাত্ম্য ও ভক্ত্যঙ্গাদি প্রভৃতি সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পুরুষোত্তমের পুনর্যাত্রাদিবস শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভুর মূলগায়কত্বে বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ গত ২৪শে জুন রবিবার ল্যান্সডাউন রোডস্থ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন মহাশয়ের ভবনে ২ই ঘণ্টা হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

ঐদিন সন্ধ্যারাত্রিকের পর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণসদনে স্বামীজী মহারাজ "শ্রীচৈতন্যদেবের দার্শনিক বিচার" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক গত ১৬ই মে রেঙ্গুন হইতে প্রচারার্থ বহির্গত হইয়া মৌবিন, মিয়াংমিক্যা ওয়াকামা, মৌলমিন, যোগুলে, পিয়াপন, চাউলট্ প্রভৃতি স্থানে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ছায়াচিত্রযোগে বর্ম্মী ও বাঙ্গলা ভাষায় হরিকথা প্রচার করিয়া গত ২৭শে জুন পুনরায় রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ২৭শে জুন রবিবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগুর্ব্বৈষ্ণব-বন্দন ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রজবাসী প্রভু শ্রীচৈতন্য-

ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীনিতাইগৌর-মহিমা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন; সাধুপ্রসঙ্গে সকলেই উপকৃত হন। পাঠের পর উপস্থিত সকলকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

মৈমনসিংহ কর্পোরেশনের সেক্রেটারী মিঃ এস্, কে. ভৌমিক; শ্রীযুক্ত শশধর চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ রায় চৌধুরী ব্যারিষ্টার ও এটর্ণি; শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী প্রভৃতি সজ্জনবৃন্দ শ্রীহরিকথা শ্রবণ জন্য শ্রীমঠে আগমন করিয়াছিলেন।

সাত্বত শ্রাদ্ধ

পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অশেষ কৃপাপাত্র ও শ্রীনামাশ্রিত এবং পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের অন্যতম শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবক শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তি-প্রমোদ প্রভুর পরমা ভক্তিমতী সহধর্মিণী গত ১৩ই আষাঢ় ২৮শে জুন শ্রীহরিধ্বন ধামস্থিত তাঁহার পূর্বাশ্রমের পিতৃদেব ময়মনসিংহের স্বনামধন্য উকীল মহিমচন্দ্র রায় মহাশয়ের বিয়োগে শুষ্কপাড়ী নিবাসী পরম-ভাগবত শ্রীপাদ জয়ানন্দ ভক্তিব্রত, শ্রীপাদ বসুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল ও শ্রীপাদ ভক্তীন্দু রক্ষচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়গণের পৌরোহিত্যে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুসারে সাত্বত-শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বহু বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও সজ্জনসাধারণকে বিপুলভাবে হরিসঙ্কীর্তনমুখে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে। ১২ই আষাঢ় শ্রীধরন একাদশীর উপবাস বলিয়া একাদশাহে শ্রাদ্ধ না হইয়া পরের দিন সাত্বত শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান হইয়াছে।

পুণ্যাত্মা মহিমচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল মহাশয় গত ২রা আষাঢ়, ১৭ই জুন শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-তিথি-দিবস স্বধামে গমন করেন। তিনি তাঁহার অন্তিম শয্যায় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের গুণাবলী বহুবার কীর্তন ও স্মরণ করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, তিনি ভগবৎ-কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন। জাগতিক বিচারে তাঁহার ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীবী খুব কমই ছিলেন। তিনি মৈমনসিংহ ব্যবহারাজীবি-সম্প্রদায়ের নেতা ও Bar Association-এর সভাপতি ছিলেন। বঙ্গের বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনী ও প্রশংসা প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু সর্বোপরি তাঁহার গৌরব এই যে, তিনি শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার কৃতপূর্ব পাত্ররাজ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও বর্ত্তমান পাত্ররাজ পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তি ও শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানের প্রতি নানাভাবে সহানুভূতি ও আনুকূল্য করিয়াছেন। যদিও তিনি যুবা বয়সে ব্রাহ্ম-সমাজের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং স্কুলে ও কলেজে স্বনামপ্রসিদ্ধ মিঃ এ, এন্ বসু মহাশয়ের সতীর্থ ছিলেন, তথাপি প্রবীণ-বয়সে তাঁহার শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার শুদ্ধভক্তি প্রচারের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। তাঁহার নৈতিক চরিত্র আদর্শ-স্থানীয় ছিল। তিনি জীবনে কোন প্রকার নেশা, এমন কি ধূম-পান পর্য্যন্ত করেন নাই। তাঁহার স্বধাম-গমনের কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার সুবিজ্ঞ চিকিৎসক (Lt. Col. J. L. Sen) তাঁহাকে ঔষধার্থে সামান্য সুরাপানের ব্যবস্থা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি মৃত্যু বরং করিবেন তথাপি যাহাতে কলি বাস করে সেই বস্তু কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না। মৃত্যুশয্যায় এতটা সুদৃঢ়তা, বিশেষতঃ শুদ্ধভক্তগণের গুণকীর্তনের স্পৃহা বাস্তবিকই আদর্শ-স্থানীয়। তাঁহার কন্যার প্রতি তাঁহার শেষ আদেশ এই যে, 'গুরুপাদপদ্মে অচলা নিষ্ঠা রাখিবে।' আমরা শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট এই পরলোকগত মহাত্মার আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি।

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।
স্বর্গে স্থিতাস্তত্র পিতরোঽপি ধন্যা
যস্যাঃ সুতো বৈষ্ণবনাম লোকে॥

(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল মঃ ১৪৬।১৬৩)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাক্ষিকমুখপত্র

শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত

পরমার্হিতা-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৩০শে আষাঢ়, ১৪৪৬; ১৫ই জুলাই, ১৯৩৯ | ৪৯তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীমহাজনবাণী

বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি' ॥ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ

Don't converse with slanderers and scandal-mongers. Look not upon those wretches, that insult and scandalise the Lord's servants, nor upon those tigers in human shape that have insulted their Guru.

—The Golden words of

by C.

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত ব্যাখ্যা

[স্থান—শ্রীলারস্বত-প্রকোষ্ঠন, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা ; কাল—২রা নভেম্বর, ১৯৩৬]

কর্ম্মিণঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং বহুন্তীনিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশ-স্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তীরে নিবাসেঽস্তু কঃ কৃতী॥

১ম শ্লোকে আধারের কথা বলা হইয়াছে। সেই আধারে অবস্থিত আশ্রিতগণের তারতম্য এই শ্লোকে বলিয়াছেন। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর পূর্ব্বোক্ত আধারে অবস্থান হয় না। জ্ঞান-বিমুক্তভক্তিপরম শুদ্ধভক্তগণ প্রথম আধারে অবস্থিত। প্রপঞ্চেও বৈকুণ্ঠ আছেন—ক্ষীর-সমুদ্র, গর্ভ-সমুদ্র এবং কারণ-সমুদ্র। এই পুরুষাবতারগণের যে ২৪ জন লীলা-বতার আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রপঞ্চে অর্চ্চারূপে বৈকুণ্ঠ প্রকট করিয়া অবস্থিত আছেন। শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথ, ত্রিবাঙ্কুরে পদ্মনাভ, তিরুবন্তুরে আদিকেশব, সোরোক্ষেত্রে বরাহ, যাজপুরে বরাহ, কুর্ম্মাচলে কূর্ম্মদেব, সিংহাচলে নৃসিংহ-দেব, অহোবিলমে নৃসিংহদেব, মঙ্গলগিরিতে পানানৃসিংহ, মন্দারে মধুসূদন প্রভৃতি। ইঁহারা গর্ভোদশায়ীর অবতার ও তাঁহার অংশ-বৈভব বিষ্ণু ; আবহমানকাল প্রপঞ্চে প্রকট আছেন। প্রপঞ্চের অন্তর্ব্বর্ত্তী বৈকুণ্ঠ জীবের প্রতি অহৈতুকী করুণা করিবার জন্য ও ভক্তগণকে আনন্দ দান করিবার জন্য অর্চ্চারূপে অবতীর্ণ হন। প্রপঞ্চের অতীত ধাম বৈকুণ্ঠ। সেই প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠে শুদ্ধভক্তগণ অবস্থান করেন।

১০ম শ্লোকে বলেন, বর্ণাশ্রমবিরোধী ব্যক্তি চরাচার ; তাহারা শাস্ত্র অবহেলা করিয়া শাস্তি লাভ করে। তাহাদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয় নাই। বর্ণাশ্রমান্তর্গত কর্ম্মী ভাল লোক। সে নরপ্রধান—যদিও ফলকামনাযুক্ত। নিষ্কাম কর্ম্মী—ত্যাগী, সন্ন্যাসী বা মুমুক্ষু ; সে মুক্তি কামনা করে। সকাম কর্ম্মীর মত নশ্বর ফলভোগকামনা তাহার না থাকিলেও তাহার মোক্ষ-কামনা আছে।

মুক্তি দুইপ্রকারে হয়—ক্রমমুক্তি এবং সদ্যোমুক্তি। বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন হইতে হইলে "বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥" এই শ্লোকের অনুসরণ হয়। বর্ণাশ্রমে থাকিয়া অর্চ্চাসেবা বহুমানন করিয়া যাঁহারা অগ্রসর হন, তাঁহারা ক্রমশঃ বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্য যে বৈরাগ্য, তাহা লাভ করিয়া আবার সেই বৈরাগ্যের উদ্দেশ্য তীর্থপাদ বিষ্ণুর সেবোদ্দেশে প্রথমে হংস অবস্থা এবং পরে পরমহংস অবস্থা লাভ করেন। তাঁহাদের ভক্তি তখন শুদ্ধ হয়, মিশ্র হইতে শুদ্ধ হয়। ইঁহারা ক্রমপন্থী। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া তাহার উদ্দেশ্য যে হরিভক্তি, যদি তাহা উদ্দেশ্য না হয় তাহা হইলে প্রথমে ক্ষুদ্র বৈরাগী, ক্রমশঃ অকর্ম্মী, কুকর্ম্মী হইয়া নরকলাভ হইবে। কিন্তু যাঁহারা সাধুসঙ্গে ভজন করেন, তাঁহারা 'জাত-শ্রদ্ধো মৎকথাসু' এই শ্লোকাবলী অনুসারে নিজের বাসনা গর্হণ করিতে করিতে বর্ণাশ্রমকে যখন অনুকূল বোধ হয়, তখন সেই বৈষ্ণবর্ণাশ্রমের আদর এবং প্রতিকূল বোধ হইলে সেই অবৈষ্ণবর্ণাশ্রমকে অনাদর করেন। ইঁহারা হরিনাম-ভজনের অধিকারী। ইহাদের সাধ্য—ভগবৎপ্রেম এবং সাধন—শুদ্ধভক্তি।

'কর্ম্মিণঃ' (সর্ব্ব প্রকার সৎকর্ম্মনিপুণ পুণ্যবান্ কর্ম্মী হইতে) 'পরিতো'—সর্ব্বতোভাবে, হরির 'প্রিয়তয়া' প্রিয় বলিয়া জানিয়া, 'ব্যক্তিং বহুন্তি'—প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কেন না, তাঁহারা ত্রিবর্গ চা'ন না, জড়বিলাস চা'ন না ; তাঁহারা অপবর্গ বা মোক্ষ চা'ন, সত্ত্ব, রজঃ, তমো-গুণের অতীত হইতে চা'ন। এই জ্ঞানী দুই প্রকার—সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ। নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী মোক্ষ লাভ করিয়াছে মনে করে, কিন্তু ভগবানে ভক্তি না থাকায় তাহারই ঐ সাময়িক অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া ত্রিবর্গ বা আরও অধোগতি লাভ করে। মহিমরহিত মোক্ষকামনা-যুক্ত জ্ঞান নির্ব্বিশেষ জ্ঞান। মহিমজ্ঞানযুক্ত মুমুক্ষুই জ্ঞানি-ভক্ত। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানী কর্ম্মী অপেক্ষা কিছু শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু সবিশেষ-জ্ঞানী উভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানি-ভক্ত তদ্রূপাদি। 'তেভ্যঃ'—তাঁহাদের অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত হইয়া জ্ঞানবিমুক্তভক্তিই পরম হইয়াছে যাঁহাদের, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা জ্ঞানাবরণমুক্ত

শুদ্ধভক্ত। মহিমজ্ঞান তাঁহাদের ভক্তিকে নিয়মন করে না; তাঁহাদের সেবার জন্য সেবা। মহিমজ্ঞানযুক্ত অপেক্ষা এই নববিধভক্তি-যাজনকারী শুদ্ধভক্তগণ শ্রেষ্ঠ; যথা—অম্বরীষ। তিনি সেবার জন্য সেবা, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সেবা করেন—অবশ্য মর্য্যাদামার্গে। প্রহ্লাদও এইরূপ শুদ্ধভক্ত।

বৈকুণ্ঠে জ্ঞানিভক্ত আছেন। জড়ভরত প্রভৃতি প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছেন। অম্বরীষাদির সেবার জন্য সেবা। চতুঃসন, জড়ভরত প্রভৃতি শান্তরসের আশ্রয়। প্রহ্লাদ ও অম্বরীষের দাস্যাপেক্ষা হনুমানের দাস্য শ্রেষ্ঠ। তিনি অম্বরীষ ও প্রহ্লাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সীতারামের পরিচর্য্যা ছাড়া অন্য ক্রিয়াই নাই। তিনি প্রেমভক্ত। ইহারা সকলেই বৈকুণ্ঠে আছেন। বৈকুণ্ঠে অনেক প্রকোষ্ঠ আছে। দ্বারকা পর্য্যন্ত মহাবৈকুণ্ঠ। হনুমান্ অপেক্ষা প্রেমপর ভক্ত (যেমন অর্জ্জুন) শ্রেষ্ঠ। পাণ্ডবগণের অষ্টসখা—গৌরবযুক্ত সখ্য, আর হনুমানের গৌরবযুক্ত দাস্য; তাঁহার কিছু সঙ্কোচ আছে।

এই বিচারগুলি নিগূঢ়। ইহা প্রেমের দিক্ হইতে বিচার। কাহার কেমন রস বা দাস্য, তাহা পূর্ণ দাস্যে অবস্থিত যিনি, তিনিই বলিতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দর এই সকল কথা জানাইয়াছেন। প্রেমের বিলাস বা সৌখ্যের বৈশিষ্ট্য, অমৃতের স্বাদের বৈচিত্র্য যে কি, তাহা যিনি সেই সিন্ধুতে নিমজ্জিত, তিনিই বলিতে পারেন। শ্রীরূপসনাতনাদি গুরুবর্গ অপ্রাকৃত শব্দ-সাহায্যে ইহা বর্ণন করিয়াছেন। সিন্ধুর তরঙ্গের মধ্যে আবার তরতমের বিচার গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের নিজস্ব-সম্পত্তি। ইহা অন্য সম্প্রদায়ে নাই।

পাণ্ডব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রেমবিহ্বল বা প্রেমাতুর ভক্ত উদ্ধব। তিনি মহাবৈকুণ্ঠ দ্বারকায় আছেন। এই পর্য্যন্ত মহাবৈকুণ্ঠ; বিভুতত্ত্বের কথা এপর্য্যন্ত বলা হইল। দ্বারকার প্রেম-বিহ্বল উদ্ধবের অবস্থান—এই পর্য্যন্ত অন্যান্য সম্প্রদায় বলিতে পারেন। তাহার পর যে কেবল-প্রেমের কথা, ভগবদ্ভিন্ন ধাম, সেখানে ভগবান্ প্রেমবাধ্য হইয়া পাল্যরূপে, সর্ব্বপালক হইয়াও পাল্যের দ্বারা পাল্য বা লালা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সেবক—পালক, আর অন্বয়জ্ঞান পূর্ণ-ব্রহ্ম—পাল্য। এদিক্ হইতে দেখিলে এ জিনিষটা ছোট ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। পরলোকগত রা ০ ০ ও তার রা ০ ০ এইখানে ভুল করিয়াছেন। বিকৃত প্রতিফলনটাকেই তাঁহারা standard ধরিয়াছেন। তাঁহারা প্রতিবিরোধিনী যুক্তি দিয়া বিচার করিয়াছেন—cubical, superficial এবং linear expansion এর মধ্যে তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা anthropomorphise করিয়া এখানকার মরণশীল মানবের দোষদুষ্ট দর্শনের উপযোগী চশমার দ্বারা দেখিয়া দোষ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—মাথুরধাম হইতে পরব্যোম শ্রেষ্ঠ। কূপের দিকে তাকাইলে মাথা নীচু ও পা উঁচু মনে হয়। আয়নাতেও ঐরকম বিপর্য্যয় দেখা যায়। যখন কোন ফটোর block করা হয়, তখনও জিনিষটাকে উল্টা করিয়া করা হয়। সেইরূপ আধ্যক্ষিক দর্শনে দেখিতে গিয়া উঁহারাও উল্টা বুঝিয়াছেন। তাঁহারা প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক, গবেষণাপরায়ণ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু ইঁহাদের কি আধ্যক্ষিকতা! যেখানে সকলের পালক বা বিষয় বিগ্রহ, তাঁহাকে আধ্যক্ষিকতার দ্বারা anthropomorphise করিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে চায়! মায়া তাঁহাদের বুদ্ধি হরণ করিয়া বোকা করিয়া দিয়াছে। অবশ্য এ কথা একমাত্র ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীই বলিতে পারেন। কৃষ্ণ যেখানে প্রেমবশীভূত হইয়া মাধুর্য্যদ্বারা শাস্ত্রযুক্তি, বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিতেছেন, তাঁহাকে না বুঝিয়া এখানে যে অবৈধ হইতে বৈধের আদর, সেই বুদ্ধিতে উল্টা ধারণা করিতেছে। বিধিনিষেধাতীত পরব্রহ্ম অপেক্ষা বিধিবাধ্য পরব্রহ্ম রামকে, আবার তদপেক্ষা নারায়ণকে তাঁহারা বড় বলে। তাঁহাদের ধারণা, শ্রীনারায়ণ, রাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি অজ, আর রামের জন্ম হইয়াছে। সেই নারায়ণ হইতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ বলে। তাঁহাদের চিদ্বিলাস উপলব্ধি করিবার মত সেবাপর মস্তিষ্ক নাই, তাহারা মূর্খ। অবিদ্যা বা অজ্ঞানের সাহায্যে বিচার করিলে মূর্খতা হইবে, তাহা শ্রীচৈতন্যানুগজনই বুঝিতে পারেন।

শ্রবণে মথুরা, বদনে মথুরা, নয়নে মথুরা, হৃদয়ে মথুরা।
পুরতো মথুরা, পরতো মথুরা, মথুরা মথুরা মধুরা মধুরা॥

যেখানে ভগবান্ পাল্যের পাল্য, নিয়ন্ত্রিত, নিজে পালক হইয়াও পাল্য হইয়াছেন—সেই ধামই মথুরা। মথুরাবাসিগণ প্রেমৈকনিষ্ঠ। প্রেমাতুর উদ্ধব অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। উদ্ধব ঐ মথুরাবাসিগণের পদধূলি হইতে

আশা করেন। যে উদ্ধব লক্ষ্মী, সংকর্ষণ এমন কি নিজের শ্রীবিগ্রহ অপেক্ষাও প্রিয়, তাঁহার highest ambition মথুরাবাসিগণের পদধূলি।

মথ্যতে তু জগৎ সর্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা।
তৎসারভূতং যদ্ ধত্তাং মথুরা সা নিগদ্যতে॥

পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান এবং প্রেমজ্ঞান যেখানে বিরাজমান, লখিতের সার কৃষ্ণজ্ঞান যে ধামে আছে—তাহাই মথুরা। ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞান ভগবজ্ জ্ঞানের মধ্যে আছে। সেই ভগবজ্ জ্ঞানের মধ্যে স্বয়ংরূপের জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। সেই স্বয়ংরূপ-কৃষ্ণজ্ঞান ও প্রেমজ্ঞান যাথাযাথি যেখানে, সেই ধামই মথুরা। মথুরায় মমতার আতিশয্য। সেখানকার সব মঙ্গল, তাহার ভিতরে-বাহিরে কৃষ্ণ প্রতিফলিত হন। ঐশ্বর্যমিশ্র জনের কাকস্য সেখানে নাই। প্রেমেতেই যাহাদের নিত্য তাঁহারা সেই মাথুরধামে থাকেন। সেই মাথুরমণ্ডলের মধ্যে ব্রজধাম অবস্থিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"সর্ব্ব ঠাঞি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস ?"
"শ্রীবৃন্দাবনভূমি—যাঁহা নিত্যলীলা-রাস" ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৪৪)

রায় রামানন্দ জগদ্‌গুরু। মহাপ্রভু এখানে শিষ্যের ভঙ্গিমায় করিতেছেন এবং রায় রামানন্দ গুরুর আদর্শ দেখাইতেছেন। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তবাৎসল্য এবং জীবের একমাত্র গতিই যে রায় রামানন্দ তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। 'যাঁহানিত্যলীলারাস'—সেই বৃন্দাবনধাম 'রাসোৎসবাং' রাসোৎসব-নিবন্ধন মাথুরধাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেখানে কেবল কৃষ্ণের জন্ম বা আবির্ভাব মাত্র নহে। সেখানে কৃষ্ণের dalliance বা sport (লীলা) আছে। বয়স সেখানে তরুণ, কিশোর,—কেবল বালা নয়। সেখানে কৈশোর বা তারুণ্যলীলা প্রকাশিত। তিনি রসময়,—সর্ব্বক্ষণ রাসরত। কামদেবের কামের অভিব্যক্তি সেখানে হইয়াছে। তিনি অপ্রাকৃত মদন বা কামদেব, তিনি পুষ্পবাণ, গোবিন্দ ; তিনি কুসুমশরে গোপিকাগণকে বিদ্ধ করিয়া নিত্যরাসলীলায় নিত্যকাল ব্যাপৃত। সর্ব্বক্ষণ তাঁহার কাম বর্দ্ধিত হইতেছে। এই লীলা তাঁহার স্বরূপ, স্বভাব। এমন বৃন্দাবন হইতেও শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ।

ক্বচিত্ জলনিবাসেন দেবকীজন্মবাদতঃ
স্বতন্ত্ররূপপরিষৎবৈভবোদ্ভিন্নকৌতুকম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥

(ভাঃ ১০।৯০।৪৮)

স্বভাবের ধামে দেবলীলা অপেক্ষা নরলীলার শ্রেষ্ঠতা বা মাধুর্য্য বেশী। বারবার দুই হাতের দ্বারা অধর্ম্ম নিরাশ করেন; বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ। যত উপরে ভগবদ্ধাম, ততই নরলীলা পরিস্ফুট। দ্বারকায় হস্তদ্বয় দ্বারা অধর্ম্ম নিরাশ করেন—ইহা ঐশ্বর্য্যের বিচার। 'স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ'—স্থাবর ও জঙ্গমের পাপ হরণ করেন। 'সুস্মিত-শ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্'—তাঁহার হাস্যে রাস অপেক্ষা আরও মাধুর্য্য বেশী। মধুর-রতির আশ্রয়গণকে শ্রীবিগ্রহ অপেক্ষাও মন্দহাস্য বেশী উন্মত্ত করায়। সেই পরব্রহ্মের শ্রীবিগ্রহ বা বপুঃ দুইবার মধুর—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৯২ শ্লোক)

সেই বিগ্রহ—অপ্রাকৃত শ্রীবিস্মাপিতচরাচর। সেই অসমোর্দ্ধ রূপের দ্বারা স্থাবর জঙ্গম এমন কি লক্ষ্মীদেবীর সতীত্বকে পর্য্যন্ত টলমল করায়। নারায়ণের প্রতি তাঁহার অচল দাস্য চপল—চঞ্চল করায়। বপুঃ অপেক্ষা বদন—ভিন্নবার মধুর। তৎপেক্ষা হাস্য, মধুগন্ধিস্মিত—চা'রবার মধুর। 'অহো'—অদ্ভুতরসের উদয়। বর্ণনা এখানে fail হইয়া গেল।

কৃষ্ণের বপুঃ লক্ষ্মীর দাসীত্বকে টলমল করায়। কৃষ্ণের বদন নারায়ণকে উদ্ভ্রান্ত করে। অপরিকলিতপূর্ব্ব সেই বদনের ছবি দেখিয়া স্বয়ংকার বাসুদেব মুগ্ধ হইলেন। যে বদন দেখিয়া নারায়ণ মুগ্ধ, সেই বদন বা রূপ একমাত্র শ্রীগোপিকাগণের সেব্য বা সর্ব্বস্ব। গোপীগণ তাঁহাকে চমৎকৃত করিয়াছেন—সেই গোপী তাঁহার হাসি দেখিয়া মুগ্ধ। ইহার পর আর বাক্য চলে না।

এখানে গোবর্দ্ধনের কথা। সদা চঞ্চল-চপল—গোপীকে পাগল করিয়া রেন—'বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্'। চর্ম্মচক্ষুগ্রস্ত জীব নিজে paralysed, অচেতনাবৃত হইয়া গিয়াছে ; সে গোবর্দ্ধনকে দেখিতেছে পাষাণ, পাথর। যেখানে সিন্ধুর

প্লাবন,—পরিপূর্ণ প্লাবন, তাহাকে stagnant water মাত্র দেখিতেছে। এখানে Predominating aspect—solid এবং Predominated aspect—liquid. সেখানে static বা stagnant কিছু নাই। আমাদের চেতনই সেখানে static বা stagnant বা inert. দুর্ভাগ্যের একেবারে শেষসীমানায় গিয়াছি, তাই শ্রীরাধাকুণ্ডকে গোকুলপতির প্রেমের প্লাবনরহিত দেখিতেছি!! যেখানে 'সুস্মিতশ্রীমুখেন বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্', সেখানে আমরা দেখি পাথর—কথা বলে না। লাস্যের, চাতুর্য বা চাপল্যের মূর্ত্তি-বিগ্রহ যিনি, তিনি 'জবন', অর্থাৎ accelerating, dynamic, ever alert,—inert নহেন; তাঁহার হাত, পা নাই—এইরূপ দেখিতেছি। আমাদের দৃষ্টিতে তাঁহার হাত পা নাই, অথচ তিনি বেগবান্, গ্রহীতা। তিনি কমলনয়ন—'পঙ্কজি', অথচ আমরা দেখি তাঁহার চক্ষু নাই। নির্ব্বিশেষ-বাদী জড়তায় আবদ্ধ, সে কি বুঝিবে? তাঁহার 'বর্হ', স্রগ্দামালা প্রভৃতি আছে। তিনি শোনেন; আলো অপেক্ষাও —মনের অপেক্ষাও বেগবান্ শব্দ তাঁহার নিকট হইতে এ জগতে এবং এ জগৎ হইতে তাঁহার নিকট পৌঁছায়। শব্দরূপে তিনি অবতীর্ণ হন। তিনি নিজে শ্রবণ করিয়া শব্দের কীর্ত্তনকারীকে আপন দাস জ্ঞান করেন। তিনি সব জানেন, মাপিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সেবা—পরি-মাপক কেহ নাই। ইহার শেষ নাই; শেষ কেহ বলিতে পারে না। এই লীলা অনবরত অনন্ত তরঙ্গে উচ্ছল—মধুরা ও প্রবহমানা; সেই তরঙ্গের শেষ নাই।

পঙ্কপাণি—গোপাল। পঙ্কজদৃক্—পঙ্কজনয়নী বা ললনা। পঙ্কপাণিপঙ্কজদৃক্ পদে—গোপললনা। বৃন্দারণ্য, যেখানে রাসলীলা হয়, তাহাতে যোগদানকারিণী পরোঢ়া গোপীগণ, যাঁহারা কৃষ্ণের মধুর (চা'রবার) আস্বাদ্বারা বশীকৃত, তাঁহারা মথুরাবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা।

তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রীরাধারাণী শ্রেষ্ঠা; যাঁহার জন্য কৃষ্ণ রাসমণ্ডল পরিত্যাগ করিলেন। সেখানে বহু সমা'র মধ্যে আবার একলের নিষ্ঠা। যেখানে প্রেমের ঘনীভূত সার নিজের প্রণয়মূর্ত্তিকে মহাভাবস্বরূপা নিজের সৌন্দর্য্যদ্বারা আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান,—সেই গোবর্দ্ধন রাসস্থলী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং রাসস্থলীর সমস্ত গোপীকাগণ অপেক্ষা শ্রীরাধা শ্রেষ্ঠা। যাঁহার সৌন্দর্য্যের এক কণার নিকট রতি, গৌরী এবং লীলা (আধার-শক্তি) পরাজিতা; যাঁহার সৌভাগ্য নন্দনকাননবাসিনী শচী, অথবা নারায়ণের বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক সৌভাগ্যশালিনী যে সত্যভামা যাঁহার কস্তিপি অপেক্ষাও প্রিয়পতি কৃষ্ণের নিকট দাবী বেশী, সেই সত্যভামার সৌভাগ্যকে পর্য্যন্ত পরাস্ত করে। যিনি বর্শকরণের দ্বারা চন্দ্রাবলী প্রভৃতির কৃষ্ণবর্শকরণকে তিরস্কার করিয়া কৃষ্ণকে নিজের প্রাণবন্ধ করিয়াছেন—এমন যে হ্লাদিনীসার মহাভাবের মূর্ত্তি, তিনি লইয়া যান কৃষ্ণকে গোবর্দ্ধনে বা তাঁহার কুণ্ডে। যাঁহারা শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের ধূলিরূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারেন এবং শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুও যাঁহাকে কোন জন্মে স্বীয় পাদ-পদ্মধূলিরূপে স্বীকার করেন,—তাঁহারই সেই স্থান—কীবাত্মার চরম সাধ্যসার—পরমসৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ হয়, অন্যের নহে।

পর-সংশোধন ও আত্ম-সংশোধন

আমি আত্ম-সংশোধন অপেক্ষা পরকে সংশোধন করিতে খুব আনন্দ পাই। বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কিন্তু তাহা নহে। যিনি যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহার চরিত্র শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় এই,—

সবে কৃষ্ণ-ভজন করে, এই মাত্র জানে।
বৈষ্ণবের নিন্দা-কর্ম্ম না শুনয়ে কাণে॥

বৈষ্ণবের কোন নিন্দা-কর্ম্ম নাই, তথাপি যাঁহারা আত্ম-মঙ্গল চাহেন না, আত্ম-সংশোধন চাহেন না, তাঁহারা বৈষ্ণবকে সংশোধন করিবার জন্য তাঁহার নিন্দা-কর্ম্মই সর্ব্বদা দর্শন ও আলোচনা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব অদোষদর্শী, আর অবৈষ্ণব দোষদর্শী—মণিময় মন্দিরে পিপীলিকার ন্যায় ছিদ্র-দর্শী, তাহাদের বৃত্তি মক্ষিকাবৃত্তি। আধ্যক্ষিক ও নির্ব্বিশেষ-

বাহিরের জগতের নিকট খুব কাল মানুষ সাজিয়া এই মক্কিকাবৃত্তির অনুশীলন করিয়া থাকেন। তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

মায়াবাদি-জন, কৃষ্ণেতর মন,
কভু অভিমানে যে নিজে বৈষ্ণব।
যে ভস্ম বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী,
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব॥

নির্ব্বিশেষবাদী নিজকে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী মনে করিয়া বৈষ্ণবকে লম্পট কৃষ্ণের উপাসক, সুতরাং অসৎ বলিয়া মনে করে। আর বৈষ্ণব নিজকে অত্যন্ত পতিত জানিয়া সকলের মধ্যেই কৃষ্ণের অধিষ্ঠান-দর্শনে সম্মান করেন। নির্ব্বিশেষবাদী বৈষ্ণবের ছিদ্র ও গুরুর ছিদ্র অনুসন্ধান করেন ও গুরুকে 'দোরস্ত' বা সংশোধন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। শ্রীগৌরলীলায় রামচন্দ্রপুরীর দ্বারা সেই আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। "ব্যাস ভ্রান্ত বলি' তার উঠাইল বিবাদ।" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২১) ইহাই নির্ব্বিশেষ-বাদীর বিচারধারা যে, গুরুদেব ভ্রান্ত, ব্যাস ভ্রমপ্রমাদগ্রস্ত। পাছে ব্যাসের ভ্রান্তি হয়, গুরুদেবের পতন হয়, মহাপ্রভু সন্ন্যাস হইতে ভ্রষ্ট হন, এজন্য প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের বা বৈষ্ণবতা-লাভের পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের আদর্শ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয়। যাঁহারা এইরূপ প্রেরণায় আধ্যক্ষিক হইয়া নির্ব্বিশেষ-বাদের পথে চলিয়াছে, তাঁহারাই নিরপেক্ষতার নামে মহা-প্রভুর সন্ন্যাস হইতে পতনাশঙ্কা, জিহ্বালাম্পট্য, ব্যাসের ভ্রান্তি, জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা ও শিবের পতনাশঙ্কা প্রভৃতির কথা শ্রবণ করিবার অবসর প্রদান করে ও তদ্দ্বারা কৌতূহল-পরায়ণ হয়।

"শ্রীচৈতন্যচরিতের উপকরণ" নামক একটি নব-প্রকাশিত পুস্তকে এই জাতীয় চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে এবং লেখক, যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন প্রকার ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা আছে, ইহা শুনিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন, তাঁহা-দিগকে 'গোঁড়া'ভক্ত বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ শুষ্ক-গোঁড়ামিই শুদ্ধবৈষ্ণবতা। "কি জানি হইতেও পারে গুরুদেবের পতন, থাকিতেও পারে তাঁহার দোষ, নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক না কেন।" —যখনই কাহারও এইরূপ কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, তৎ-পূর্ব্বেই সেই ব্যক্তি আধ্যক্ষিকতারূপ পাষণ্ডতা ও নির্ব্বিশেষ-বাদের নফর হইয়া পতিত হইয়াছে। "গুরু পশুও হইতে পারেন, গৌরাঙ্গ স্ত্রীও হইতে পারেন, শ্রীরাম গ্রামও হইতে পারেন, শ্রীনাম শব্দও হইতে পারেন, মহাপ্রসাদ ডাঁশজাতও হইতে পারেন, শ্রীবিগ্রহ কাঠ-পাথরও হইতে পারেন, ব্যাসদেব ভ্রান্তও হইতে পারেন, উহাদিগকে একটুক যাচাইয়া দেখাই যাউক না কেন!"—যখনই গুরুবস্তুসম্বন্ধে এইরূপ আধ্যক্ষিক পরীক্ষার আসামী করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তখনই শিষ্যের শিষ্যত্ব বা জীবের জীবত্বের ধ্বংস হইয়াছে—জীব আত্মঘাতী নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িয়াছে।

নির্ব্বিশেষবাদীদিগের আর একটি চিন্তাধারা এই যে, যদি খুব বড় বড় লোক বা কোন মহাপুরুষের একনিষ্ঠ (?) পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ পরবর্ত্তিকালে কোন মহাপুরুষের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন, তবে জানিতে হইবে সেখানে গুরুই দোষী, সেবকগুরু দোষী নহেন; নতুবা শ্রদ্ধা বিনষ্ট হয় কেন? শিবপূজক কোন জগদ্বিখ্যাত আধ্যক্ষিকের যখন পরে জগদ্‌গুরু শিবের প্রতি অশ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল, তখন জগদ্‌গুরু শিবই দোষী, আধ্যক্ষিক দোষী নহেন; কালাপাহাড় পূর্ব্বে সনাতনধর্ম্মের একনিষ্ঠ গোঁড়া ভক্ত ছিল। পরবর্ত্তি কালে সনাতন-ধর্ম্মের ধ্বংসসাধনকেই জীবনের একমাত্র ব্রত করে। সুতরাং জানিতে হইবে, সনাতন-ধর্ম্মটাই খারাপ, কালাপাহাড়ই ভাল, নতুবা তাহার অশ্রদ্ধার উদয় হয় কেন? রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য হইয়াও যখন গুরুদেবকে অভাবগ্রস্ত বিচার করেন বা নির্ব্বিশেষবাদীর অভিনয়কারী বাউলিয়া কমলাকান্ত বিশ্বাস শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর একনিষ্ঠ সেবক হইয়াও যখন তাঁহাকে অভাবগ্রস্ত মনে করিবার অভিনয় করেন, তখন বাউলিয়ার বিচারই ঠিক অর্থাৎ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুই অভাবগ্রস্ত! যশোহর জিলার কোন লৌকিক গোস্বামী অপ্রাকৃত জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। যখন পরবর্ত্তিকালে তাঁহার ঠাকুরের আচরণের প্রতি শ্রদ্ধার লাঘব হইয়াছিল, তখন ঐ লৌকিক গোস্বামীর বিচারই ঠিক, ঠাকুরই বেঠিক! জগদ্‌গুরু পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যত্বের, অথচ পূর্ব্বে একনিষ্ঠ সেবকের অভিনয়কারী কোন কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদের অশেষ প্রশংসা করিয়া পরে শ্রদ্ধাহীন হইয়া বিবর্ত্ত গ্রহণ করিয়াছেন বা

পূর্ব্বে শিষ্যত্বের অভিনয় করিয়া পরে শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুর নিকট উপনীত হইবার অভিনয় করিয়াছেন বা প্রাকৃত সহজিয়া নির্ব্বিশেষবাদীর কবলে কবলিত হইয়াছিলেন বলিয়া কি আমার গুরুপাদপদ্মকে হীন মনে করিয়া নগ্ন সম্প্রদায়কে উচ্চাসন প্রদান করিব? শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধামের সম্বন্ধে শ্রীধাম-বিরোধিগণের প্রমাণাবলীকে আদৌ পাত্তাই দেন নাই। ঐসকল কথা কেহ তাঁহার নিকট তুলিতেই পারিতেন না, তুলিলে তিনি যেন সিংহের ন্যায় হুঙ্কার করিয়া উঠিতেন এবং বলিতেন,—"এইগুলির উপর প্রস্রাব করিয়া ভাসাইয়া দাও।" প্রতীপ শ্রীরঘুনাথের প্রত্যুত্তর তাহাই প্রমাণ করে। প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিচারে শ্রীল প্রভুপাদের ঐরূপ গুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠা সত্যকে ধামাচাপা দেওয়া বা উহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই, ইহাই প্রমাণ করিলেও উহাই শুদ্ধ-বৈষ্ণবতা।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্মের সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা যিনি স্বীকার করেন একমাত্র তাঁহাকেই আমরা 'ভক্ত' বলিব। ইনি বড় ভক্ত, কিন্তু ভগবানের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা মানেন না, বা এত বড় ভক্ত যখন শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছেন, তখন ভগবান্‌ই খারাপ, ইহা আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার হইতে পারে, শুদ্ধভক্তের বিচার নহে। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন,—"যে-সকল লোক আমার নিকট আসিবার অভিনয় করিয়াছে, তাহারা যদি সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করে, আমার প্রতি বিদ্রোহী হয়, তথাপি আমি শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছাড়িব না। হোমড়া চোমড়া লোক বা সহস্র সহস্র কপট ভক্তবৃন্দ আমাকে রক্ষা করিবেন না। বাস্তব সত্যই আমাকে রক্ষা করিবেন, কৃষ্ণই আমাকে রক্ষা করিবেন।" ইহাই শুদ্ধভক্তির কথা।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যাহারা শিষ্যত্বের ভাহারা শ্রীল প্রভুপাদের নিষ্কামত্ব বর্জ্জন করিয়া পরবর্ত্তিকালে কেহ বা কপট নির্জ্জনভজনানন্দী, কেহ বা গৃহব্রত, কেহ বা নিজ সম্প্রদায়ের নায়ক হইয়া নানাভাবে গ্রাম্য সংবাদপত্রে তথা পারমার্থিক (?) সংবাদপত্রে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বা শ্রীধামস্থ শ্রীল কৃষ্ণদাসবাবাজী মহাশয় তাহা করেন নাই। কেন না, তাঁহারা অন্যাভিলাষী বা আধ্যক্ষিক কোনটাই নহেন।

আমরা সত্য সত্যই হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম চাই কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণ আমাদিগের নিকট নানাপ্রকার বিভীষিকা উপস্থিত করেন। বাস্তব-সত্য এতটা ক্ষুদ্র নহে যে, ধাপ্পাবাজী, ষড়যন্ত্র, গণমত, উচ্চ-চীৎকার, কুবিষয়ী, নির্ব্বিশেষবাদী, গুরুদ্রোহি-সম্প্রদায়ের সহিত সহযোগ বা প্রাকৃত কোন বস্তুর দ্বারা তাহার গলা টিপিয়া মারা যায়। "যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।" যিনি আমার শ্রবণগুরু, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু এই অন্বয়তত্ত্বকে স্বীকার করেন, তিনি বৈষ্ণব; যিনি স্বীকার করেন না, তিনি ব্রহ্মা-রুদ্রের তুল্য হইলেও তাঁহাকে বৈষ্ণব জানিব না। এজন্যই শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন গাহিয়াছেন,—

ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধি নাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে পাইবেক নাশ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৩৪২)

মূলশাখি-সঙ্গ যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিহ নাশ পায়, কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ২২।৫৫)

শ্রীল রামানুজের দুইটী মূল্যবান্ উপদেশ এই :—

"Don't converse slanderers and scandal-mongers"

"Look not upon thos wretches that insult and scandalise the Lord's servants, nor upon those tigers in human shape that have insulted their Guru."—[*Golden words of Ramanuj* by Srinivas Aiyenger]

[অর্থাৎ নিন্দক এবং অপবাদ-রটনাকারী ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিবে না।

যাহারা ভগবানের ভৃত্যগণকে অপমানিত ও তাঁহাদের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে, সেই সকল নীচাশয় ব্যক্তিগণের মুখদর্শন করিও না। যাহারা তাহাদের গুরুদেবকে অপমানিত করিয়াছে—এইরূপ মনুষ্যাকৃতি ব্যাঘ্রগুলির দিকে কখনও তাকাইবে না।]

যাহারা শোচ্যতম ঘোষিৎসঙ্গী, তাহারা সুনির্ম্মল বৈষ্ণবগণের চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়া নরকের পথের যাত্রী হয়। নির্ব্বিশেষবাদী নিজকে ত্যাগী ও নৈতিক মনে করে; কিন্তু তাহাদের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ও দুরারোগ্য ঘোষিৎসঙ্গী জাগতিক কোন দুর্নৈতিক ব্যক্তিও হইতে পারে না।

আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণের নিকট নির্ব্বিশেষবাদী সুনীতি-পরায়ণ বলিয়া প্রচারিত হয়। তাহারা মুখে "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ," "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" প্রভৃতি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকে। চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের নেতৃবর্গ কামিনীকাঞ্চনের কথা শুনিলেই ধুৎকার করেন। তাহাদের বিচারে নির্জ্জন মাঠের মধ্যে একাকী ষোড়শী সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া যদি কেহ অবিকৃত চিত্তে চলিয়া যাইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি যথার্থ সিদ্ধপুরুষ। ইহাই তাহাদের সিদ্ধির স্বরূপলক্ষণ, অন্যান্যগুলি তটস্থলক্ষণ। তাহাদের উপদেশে দেখিতে পাওয়া যায়—যাহারা কখনও বৈধ যোষিৎসঙ্গও করে নাই, তাহারাই পারমার্থিক 'নৈষ্কর্ম্যকুলীন'! নির্ব্বিশেষবাদী তথাকথিত সুনীতি-যোগার সহিত প্রতিক্ষণে যে অবৈধ যোষিৎসঙ্গ করিয়া থাকে, তাহাতে সে নির্ম্মলতম বৈষ্ণবগণের চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিবার চেষ্টা করে। কোটি কোটি মহাবীর, কোটি কোটি সিদ্ধার্থ, কোটি কোটি প্রহ্লাদ যৌবনের কন্দর্পত্যাগ ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের মহিমার লেশ স্পর্শ করিতে পারে না। ভক্তি এত বড় জিনিষ! নির্ব্বিশেষবাদী যোষিৎসঙ্গের নিন্দা করিয়া সর্ব্বক্ষণই অবৈধ যোষিৎসঙ্গের ধ্যান করিয়া থাকে। নির্ব্বিশেষবাদী একদিকে যেমন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, আর একদিকে তেমনই ভীষণতম প্রচ্ছন্ন যোষিৎসঙ্গী। "বেদাশ্রয়ে নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক"—কবিরাজ গোস্বামীর এই বাক্যানুসারে মুখে বেদ মানিয়া ও বৌদ্ধগণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিন্দা করিয়া যাহারা নির্ব্বিশেষবাদ স্বীকার করেন, তাঁহারা যেমন পাষণ্ড বৌদ্ধ হইতেও অধিকতর নাস্তিক, তদ্রূপ মুখে তথাকথিত 'সুনীতি' 'সুনীতি' বলিয়া চীৎকার করিয়া যাহারা যোষিৎসঙ্গের নিন্দা করে, তাহারা অবৈধ যোষিৎসঙ্গের ধ্যান, ধারণা ও সমাধি লাভ করে এবং ঐরূপ সাধনের সিদ্ধিতে অবৈধ যোষিৎসঙ্গীর সহিত সাযুজ্য লাভ করে। ভগবদ্ভক্তগণ ঐরূপ প্রচ্ছন্ন যোষিৎসঙ্গের ধ্যান, সমাধি ও সাযুজ্য-লাভকে নরক অপেক্ষা ঘৃণা ও ভয় করেন। এই সকল নির্ব্বিশেষবাদিগণের যোষিৎসঙ্গস্পৃহা আরও প্রবলতরা ও জঘন্যতমা। ইহারাই শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায়,—

যে জন বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী,
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
মায়াবাদী জন, কুকৈতব মন,
মুক্ত-অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব॥

নির্ব্বিশেষবাদী রামচন্দ্রপুরী আত্ম-সংশোধন অপেক্ষা গুরুগৌরাঙ্গের সংশোধনের পক্ষপাতী। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বৈষ্ণবনিন্দা করিতে করিতে এইরূপ অসুর হইয়া পড়ে যে, তখন আর তাহাদের দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। কিন্তু বৈষ্ণবের বিচার তাহা নহে। বৈষ্ণব কেবল নিজের জন্য মনঃশিক্ষা রচনা করেন। শ্রীরূপ-রঘুনাথ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ এই আদর্শই দেখাইয়াছেন। তাঁহারা শিষ্যকে শাসন করিয়াছেন, বৈষ্ণবকে শাসন করেন নাই। মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে লোকশিক্ষার্থ শাসন করিয়াছেন, শ্রীপরমানন্দ পুরী বা শ্রীস্বরূপদামোদর তাহা করেন নাই। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বৈষ্ণবের গুরু হইতে চাহে, আর বৈষ্ণব বৈষ্ণবের শিষ্য হইতে চাহেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন,—"ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু আমার নিত্যসিদ্ধ গুরুদেব। তাঁহার পাদপদ্মই আমার একমাত্র জীবাতু।" আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী বলেন,—"বিল্বমঙ্গলই আমার একমাত্র গুরুপাদপদ্ম।" যে পাষণ্ড গুরুপাদপদ্মের সর্ব্বথা পবিত্র নির্ম্মল চরিত্রকে হিংসাবশতঃ নিন্দা করে, ঐসকল নরকযাত্রী পাষণ্ডের কুসিদ্ধান্ত কখনও শুনিতে হইবে না। উহাদের পাষণ্ডতার বধির থাকিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আরও অচলা নিষ্ঠাযুক্ত হইতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন,—"ভগবদ্ভক্ত এত বড় যে, বৈষ্ণবনিন্দকের শত শত প্রমাণাবলীর উপর প্রভাব করিয়া কোটি কোটি মহাসাগর সৃষ্টি করিতে পারেন। ঐসবগুলিকে সমুদ্রের অতলগর্ভে ভাসাইয়া দিয়া বৈষ্ণবপাদপদ্ম-ভেলায় ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে।" কাজেই পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রদর্শিত পথই আমাদের একমাত্র উপায়। পরচর্চ্চকের কোন দিন মঙ্গল হয় না, বৈষ্ণবনিন্দকের কথা দূরে থাকুক। আমি যেন কোটি কোটি জন্ম নিষ্কপট জগাই-মাধাইর দাসত্ব করিতে পারি, তথাপি আধ্যক্ষিক তথাকথিত সুনীতিবাদী, প্রচ্ছন্ন জঘন্যতম যোষিৎসঙ্গী নির্ব্বিশেষবাদিগণের মস্তকের তৃণও না হই। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর শ্রীচরণরেণু-লাভের জন্য আমার কোটি কোটি জন্ম হউক, তথাপি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, প্রচ্ছন্ন যোষিৎসঙ্গী নির্ব্বিশেষবাদিগণের কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগের প্রতিষ্ঠা-শৌকরীবিষ্ঠা ভোজনে যেন আমার চিত্ত প্রলুব্ধ না হয়।

নির্ব্বিশেষবাদিগণের ধরণা—বৈষ্ণবগণ প্রাকৃত ব্যভিচারকে ব্রজপ্রেম বলেন, বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়চালনাকে "অপ্রাকৃত

স্বতন্ত্রাচারো” শ্লোকের দ্বারা সমর্থন করিতে চাহে! প্রাকৃত কামুক নির্ব্বিশেষবাদিগণ অপ্রাকৃত কামদেবের কামের উপকরণ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সিদ্ধান্ত ও সুবিচার ধারণাই করিতে পারে না। করিবেই বা কিরূপে? অপরাধে যে তাহাদের মস্তিষ্ক জলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে। তাহারা আধ্যক্ষিকতা পিশাচীদত্তরূপ ব্যতীত অধিক আর কি বুঝিবে? বদ্ধজীবের কাম—প্রেম নহে। পশুনোমুখ বা পতিত জীবের ইন্দ্রিয়-চালনাও হরিভক্তি নহে। তবে আধ্যক্ষিকের চক্ষু ও বুদ্ধিমত্তা, বিচার-সিদ্ধান্তও সত্য নহে। তাহা আরও জঘন্য। ঐগুলি সব মনোধর্ম্ম—'এই ভাল, এই মন্দ।' উহা মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জনীয়। "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" এই কথাই সত্য।

আমি পাপী, অতিপাপী, মহাপাপী; গুরুদেব পাপী নহেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম পাপ-পুণ্যের অতীত। তিনি পতিতপাবন। আমি আমাকে সংশোধন করিব, বৈষ্ণবকে সংশোধন করিবার জন্য দুর্ব্বুদ্ধি ও আস্পর্দ্ধা উপস্থিত না হয়। জগতে যেসকল লোক সংস্কারক বা সত্যস্থাপনকারী বলিয়া আপনাদিগকে প্রচার করিয়া গুরুবৈষ্ণবকে সংশোধন করিতে গিয়াছে, তাহারাই চিরকাল প্রাকৃত অবৈধ যোষিৎ-সঙ্গীর বিষ্ঠার কৃমিত্ব লাভ করিয়াছে। তাহাদের এই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। কারণ, গুরুদ্রোহীকে কৃষ্ণ রক্ষা করেন না, কৃতঘ্নের কোথাও স্থান নাই।

প্রাকৃত-সাহজিক ও শুদ্ধবৈষ্ণব সিদ্ধান্ত

প্রাকৃত-সাহজিকতাকে বিদ্ধবৈষ্ণবতা ও অপ্রাকৃত-সাহজিকতাকে শুদ্ধবৈষ্ণবতা বলা যায়। 'বিদ্ধ' শব্দের সহিত বৈষ্ণবতা-শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত কি না, তাহাও একটি বিবেচ্য বিষয়। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সাহজিকের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে, তাহা একমাত্র কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ ব্যতীত অপর কেহই ধরিতে পারেন না। যেরূপ শ্রীবিষ্ণুস্বামী বা শ্রীধরস্বামিপাদের শুদ্ধাদ্বৈতবাদকে নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায় 'কেবলাদ্বৈতবাদ' বলিয়া ভ্রম করে, তদ্রূপ আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদিগণ শুদ্ধবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তকে 'প্রাকৃত সাহজিক মত' বলিয়া অজ্ঞতা, অপরাধ বা অভিসন্ধিমূলে প্রচার করেন। আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই মহাপ্রভুর ধর্ম্মকে সহজিয়া-ধর্ম্ম বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ইহাদের ধারণা এই যে, মহাপ্রভু বৌদ্ধ-সহজিয়া-মতকেই পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক বিচারের ভাষা দিয়া আচার ও প্রচার করিয়াছেন।

আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণ মনে করেন, শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ভা'ল-ভাতকেই 'মহাপ্রসাদ', কর্ম্মফলবাধ্য জন্ম-মৃত্যুকেই 'আবির্ভাব-তিরোভাব-লীলা' প্রভৃতি বাগ্‌বৈখরীর দ্বারা প্রচার করিয়া লোকবঞ্চনা করেন।

শুদ্ধবৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই, শুদ্ধবৈষ্ণবের ভ্রম-প্রমাদ নাই। শুদ্ধবৈষ্ণবের চরিত্রে পাপ বা কলঙ্ক নাই। যাহারা পাপ দর্শন করে, তাহারাই পাপী; যাহারা ভ্রম দর্শন করে, তাহারাই ভ্রম-প্রমাদগ্রস্ত; যাহারা বৈষ্ণবের জন্মমৃত্যু দর্শন করে, তাহারাই জন্মমৃত্যুর অধীন—এইরূপ শুদ্ধ বিচারকে আধ্যক্ষিক ও নির্ব্বিশেষবাদিগণ সত্যকে ধামাচাপা দিবার কৌশল এবং মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া স্থাপন করিবার গৌড়ামি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

প্রাকৃত-সহজিয়া ও শুদ্ধবৈষ্ণবের সিদ্ধান্তে ভেদ এই যে, প্রাকৃত-সহজিয়া প্রাকৃত ব্যভিচারকেই ভগবদ্ভক্তি বলিয়া স্থাপন পূর্ব্বক উহার প্রশ্রয় দান করে; আর শুদ্ধবৈষ্ণবের সিদ্ধান্ত এই যে, গুরুবৈষ্ণবের কোন দোষই নাই, দর্শন-কারীরই দোষ। পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত পাঠ করিয়া আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদিগণ বিচার করিয়া থাকেন, —এই দুই আচার্য্য প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম্মের সমর্থন করিয়াছেন! বস্তুতঃ ইহারা ভক্তিদেবীকেই সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন, সুনীতি বা দুর্নীতিকে উচ্চাসন প্রদান করেন নাই।

"সুদুরাচারঃ সর্ব্বহিংসা-পরদার-পরদ্রব্যাদিগ্রহণপরা-ত্বেনোক্তিঃ মাং ভজতে ইত্যেবং কীদৃগ্‌ভজনবানিত্যত আহ— অনন্যভাক্ মত্তোঽন্যদেবতান্তরং মন্ত্রকেরন্যৎ কদাচারে দুষ্টে

সতি কথং সাধুত্বম্? তত্রাহ—মন্তব্যো মননীয়ঃ; সাধুরেবৈষ ন ত্বেষ ইতি ভাবঃ; মন্তব্যমিতি বিধিবাক্যং, অন্যথা প্রত্যবায়ঃ স্যাৎ অত্র ঘনাক্ষরস্য প্রমাণমিতি ভাবঃ। নন্থ যাঃ ভক্তে ইত্যেতদংশেন সাধুঃ পরদারাদিগ্রহণাদেরসাধুত্বং স মন্তব্যস্তত্রাহ—প্রবৃত্তি। সর্ব্বেণাপ্যংশেন সাধুরেব মন্তব্যঃ, কদাপি তত্রাসাধুত্বং ন দ্রষ্টব্যমিতি ভাবঃ। সম্যগ্ব্যবসিতঃ নিশ্চয়ো যস্য সঃ। তস্যাস্যেদং স্বপাপেন নরকং ভিন্নযোনিং বা যদি ঐকান্তিকং শ্রীকৃষ্ণভজনন্তু নৈব ভিন্নাসাবিতি ন শোভনমধ্যবসায়ং বুদ্ধবানিত্যর্থঃ।

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদকৃতা টীকা— গীঃ ৯।৩০)

"ভক্তির উন্নতি-সোপানারূঢ় জীবদিগের ব্যবসায়—সর্ব্বাত্মসুন্দর তাহাতে যদিও উক্ত ঘটনা-ক্রমে দুরাচার এমত কি, দুঃসদাচার (পরহিংসা, পরদ্রব্য-হরণ, পরদারধর্ষণ, যাহাতে ভক্তির সহজে ত্রুটি হইতে পারে না, তাহা) লক্ষিত হয়, তথাপি অবিলম্বে যাইবে এবং তদ্দ্বারা প্রবলপ্রবৃত্তিরূপা মহত্তি দূষিত হয় না,—ইহাই জানিবে। কোন কোন পরমভক্তের পূর্ব্বে মৎস্যাদি-ভোজন এবং পূর্ব্বসংগৃহীত পরদার-সন্নাদি লক্ষ্য করিয়াও তাহাদিগকে 'অসাধু' মনে করিবে না।" (শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত রসিকরঞ্জনভাষ্য —গীঃ ৯।৩০)

শ্রীচৈতন্য বা শ্রীমহাজনের এই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত কখনই প্রাকৃত-সহজিয়াবাদকে সমর্থন করেন নাই। প্রাকৃত সহজিয়াগণ দুর্নীতিকেই 'ভক্তি' বলে, আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদিগণ সুনীতিকেই 'ভক্তি' বলিয়া থাকে; আর শুদ্ধভক্ত প্রাকৃত-সহজিয়াগণের দুর্নীতি ও নির্ব্বিশেষবাদিগণের সুনীতি—উভয়ের প্রশংসাই পরিত্যাগ করিয়া অধোক্ষজ কৃষ্ণে পরাগতিকেই ভক্তি বলিয়া থাকেন। আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে সুনীতি+ভক্তি='ভক্তি'। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ বলেন, ভক্তি—সম্পূর্ণা, নিরপেক্ষা, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রা। ভক্তির সহিত সুনীতি বা দুর্নীতি যোগ বা বিয়োগ করিয়া ভক্তির অস্তিত্ব রাখিতে চাহিলে উহাকে 'মায়াই' বলা হয়। **ভক্তির সহিত আর কিছুই যোগ বা বিয়োগ করা চলে না,** অর্থাৎ ভক্তি+সুনীতি='ভক্তি' বলা যেরূপ অপসিদ্ধান্ত, ভক্তি—সুনীতি='অভক্তি' বলাও তেমনি অপসিদ্ধান্ত। এজন্য শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে ভক্তের কোন দোষই নাই।

বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
বিনোদসেবক, না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি'॥

শুদ্ধভক্তিরাজ্যের মূলমহাজন শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু এই কথাই বলিয়াছেন,—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ
ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
রবৈষ্ণবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

(উপদেশামৃত ৬ষ্ঠ শ্লোক)

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত তাঁর স্বাভাবিক দোষ।
আর তাঁর দেহ-দোষে না করিহ রোষ॥
প্রাকৃত দর্শনে দোষ যদি দৃষ্ট হয়।
দর্শনেতে অপরাধ জানিবে নিশ্চয়॥
হীন-অধিকারী হ'য়ে, মহতের দোষ।
সিদ্ধভক্তে হীন জ্ঞানে না পাবে সন্তোষ॥
ব্রহ্মদ্রব গঙ্গোদক-প্রবাহে যখন।
বুদ্বুদফেন-পঙ্ক জলের মিলন॥
অল্প জল গঙ্গাজলে হেয় কভু নয়।
তদ্রূপ ভক্তের মল কভু নাহি রয়॥
সাধু-দোষদ্রষ্টা যেই কৃষ্ণ-আজ্ঞা ত্যজি।
গর্ব্বে ভক্তিভ্রষ্টা হৈয়া মরে অধো মজি॥

"ভজনবিজ্ঞ ভক্তে দুরাচার থাকিলে তদ্দ্রষ্টা তাঁহাকে দেখিয়া অপরাধী হন। তজ্জন্য প্রাকৃত দৃষ্টির পরিমাণমতে ভক্তদর্শন করিতে নিষেধ। **তাদৃশ দুরাচারে অবস্থান, অনন্যভক্তির বিনাশকারক নহে; পরন্তু অল্পবুদ্ধি দ্রষ্টার চক্ষে বিশেষ অপকারক।** যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্যভজন দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহাভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন। • • • শৌক্রজাতি-মদোন্মত্ত হইয়া ও সিদ্ধভক্তের আচার বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিলে ভক্তি থাকিতে পারে না। ভাগবত সিদ্ধমহাত্মগণের আচরণ

না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে 'পতিত' মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। যেহেতু সিদ্ধমহাত্মা বৈষ্ণবশুরুগণের ব্যবহারাবলীতে কটাক্ষ এবং তাঁহাদিগকে হীনজ্ঞানে কখনই জীবের কোন মঙ্গল হয় না। সুতরাং প্রাকৃত দৃষ্টিতে সিদ্ধভক্তকে কেবল বদ্ধ প্রাকৃত জীবগণের শিক্ষা মনে করিয়া সৎপথে আনয়নের চেষ্টাই বৈষ্ণবাপরাধ। অধোক্ষজরতি-সাধক ও সিদ্ধভক্তকে ভেদ আছে জানিয়া এক ব্যক্তিকে শিষ্য ও অপর ব্যক্তিকে গুরু জানিতে হইবে। **গুরুকে উপদেশ দিতে হইবে না; শিষ্যের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে না, ইহাই বিবেচ্য।"** (শ্রীল প্রভুপাদের অনুবৃত্তি)

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই প্রাকৃত-সাহজিক-সিদ্ধান্ত নহে। "যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্য-ভজনে দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহাভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন।"—এই উক্তি দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ প্রাকৃত দুরাচারকে 'সাধুতা' বা প্রাকৃত ব্যভিচারকে 'কৃষ্ণপ্রেম' বলিয়া স্থাপন করেন নাই।

সাধক ও সিদ্ধ দুই প্রকার ব্যক্তির সম্বন্ধেই দুরাচার-দর্শনের যে নিষেধবাক্য আছে, তদ্দ্বারা প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ সমর্থিত হয় নাই। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে কি প্রাকৃত দুরাচারকে বৈষ্ণবতা বলিয়া স্থাপনের প্রসঙ্গ আছে?

"বৈষ্ণবের তিন প্রকার কথা লইয়া দুই লোকে বিদ্বেষ-পূর্ব্বক আলোচনা করিতে পারে। (ক) শুদ্ধভক্তির উদয় হইবার পূর্ব্বে সেই ব্যক্তির যে-সকল দোষ ছিল, তাহা দুই লোকের এক প্রকারে আলোচ্য হয়। (খ) ভক্তির উদয় হইলে দোষসমূহ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। বিনষ্ট হইতে হইতে যে-কিছু কাল অতিবাহিত হয়, সেই সময়ে তাঁহার অবশিষ্ট দোষের বিষয়ে দুই লোকে দ্বিতীয় প্রকারে আলোচনা করিয়া থাকে। (গ) দুই লোকের তৃতীয় প্রকারে আলোচ্য বিষয় এই যে, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের দোষে স্পৃহা না থাকিলেও কখনও দৈবাৎ যদি কোন বিবিদ্ধাচার উপস্থিত হয়। সেই দোষ বৈষ্ণবে কখনই স্থায়ী হয় না। তথাপি দুই লোকে ঐ দোষের আলোচনা করিয়া জীবও বৈষ্ণব-নিন্দার দোষে পতিত হয়।"

(সজ্জনতোষণী ৫।২)

"বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের দোষের স্পৃহা না থাকিলেও কখনও যদি দৈবাৎ বিবিদ্ধাচার উপস্থিত হয়।"—এইরূপ উক্তি করায় শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি "বিবিদ্ধাচারকে" "বিশুদ্ধ বৈষ্ণবতা" বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন?

বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥
অজ্ঞানে বা হয় যদি 'পাপ' উপস্থিত।
কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত॥

(চৈঃ চঃ ম ২২।১৩৭-১৩৮)

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

(ভাঃ ১১।৫।৪৮)

যিনি অন্যভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং হরির পাদমূল ভজন করেন, সেই **কৃষ্ণপ্রিয় ব্যক্তির যদি কখনও বিকর্ম্ম (পাপ) কোন প্রকারে উৎপতিত হয়,** পরমেশ্বর হরি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট থাকিয়া সেই পাপ **বিনষ্ট করিয়া** থাকেন।

যিনি বৈদিক বিহিত ধর্ম্মসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভজন করেন, তাঁহার স্বভাবতঃ কোন নিষিদ্ধ-পাপাচারে মতি হয় না, যদি **কোন কারণেও পাপ উপস্থিত হয়** অর্থাৎ কৃত হইয়া পড়ে, কৃষ্ণ তাঁহাকে কোন প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া শুদ্ধ করিয়া লন।"

(চৈঃ চঃ অমৃতপ্রবাহভাষ্য ম ২২।১৩৭-৩৯)

শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই সকল সিদ্ধান্ত কি প্রাকৃত-সাহজিক সিদ্ধান্ত? সাধকের পক্ষেই যখন ঐ সকল উক্তি প্রযোজ্য হইয়াছে, তখন সিদ্ধগণের কথা আর কি? সিদ্ধগণের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বলিয়াছেন,—

বিকৃতত্ব যেন অবিজ্ঞাত বেদ-বাণী।
এইমত বৈষ্ণবেরো তত্ত্ব নাহি জানি॥
সিদ্ধ বৈষ্ণবের অতি বিষম ব্যবহার।
না বুঝি' নিন্দিয়া মরে সকল সংসার॥

অবোধ অগম্য অধিকারীর ব্যবহার।
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর॥
অধিকারি-বৈষ্ণবের না বুঝি' ব্যবহার।
যে জন নিন্দয়ে, তা'র নাহিক নিস্তার॥
অনন্তজনের যে আচার যেন ধর্ম্ম।
অধিকারিবৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম॥
কৃষ্ণ-কৃপায় সে ইহা জানিবারে পারে।
এসব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে॥
সবে ইথে দেখি এক মহাপ্রতিকার।
সবারে করিব স্তুতি বিনয়-ব্যবহার॥
অজ্ঞ হই' লইবেক কৃষ্ণের শরণ।
সাবধানে শুনিবেক মহান্তবচন॥
তবে কৃষ্ণ তা'রে দেন হেন-দিব্যমতি।
সঙ্কট নিস্তার পায়, না ঠেকয়ে কতি॥

(চৈঃ ভাঃ অ ৯ অধ্যায়)

এই সকল উক্তির দ্বারা কি শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন প্রাকৃত পাপ, ব্যভিচার, দুর্নীতি প্রভৃতিকে অপ্রাকৃত শুদ্ধবৈষ্ণবতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন? বা বৈষ্ণবের পাপাচার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন? ঠাকুর বৃন্দাবনের সিদ্ধান্ত এই যে, বৈষ্ণবে পাপ, দুরাচার বা কোনপ্রকার দোষই নাই। যাহারা বৈষ্ণবের ঐ সকল দোষ দর্শন করে, তাহারাই পাপী, ব্যভিচারী ও দোষী।

ইহাতে যে দোষ দেখে, তাহার সে দোষ।

(চৈঃ ভাঃ আ ১।১০৯)

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এই মাত্র বলেন,—মহাভাগবতের দিব্য ব্যবহার অবোধ ও অগম্য। ইহা ব্যতীত আর বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত কিছুই নাই।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়ে জগদ্‌গুরু ব্রহ্মার আচরণ দর্শনে বিস্ময়াপন্ন ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধ দেবতাগণের অসুর-যোনিতে জন্মগ্রহণ বা শ্রীমদ্ভাগবতে চিত্রকেতুর জগদ্‌গুরু শিবকে স্ত্রীসঙ্গী-কল্পনা-জনিত অপরাধ-লীলায় বৃত্রাসুররূপে জন্মগ্রহণ বা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন নিজ গুরুপাদপদ্ম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে যে নিম্নলিখিত উক্তি করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পাপ বা দুরাচারকেই কি ভগবদ্ভক্তিরূপে স্থাপন বা শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাপ ও দুরাচারকে পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন?

"মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য করিল তোমারে॥"
গৃহীত্বাপি যবনীপালিং বিশেদ্‌বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্॥

(চৈঃ ভাঃ অ ৬। ১২৩-১২৪)

শ্রীনিত্যানন্দ যবনীর পালিই গ্রহণ করুন, অথবা শৌণ্ডিকালয়েই প্রবেশ করুন, তথাপি তাঁহার শ্রীচরণ-কমল ব্রহ্মার বন্দনীয়।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের এই সকল উক্তি গুরুপাদপদ্মের দুরাচার সমর্থনের জন্য নহে বা গুরুদেব যবনী অপহরণকারী মদ্যপায়ী হইয়াছেন এইরূপ স্বীকার উক্তিও নহে। ইহা দ্বারা আধ্যক্ষিক নিত্যানন্দবিদ্বেষি-সম্প্রদায় মনে করিতে পারে যে, জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা বা শ্রীনিত্যানন্দ নিশ্চয়ই দুরাচারী ছিলেন। যেমন প্রাকৃত-সহজিয়াগণ এখনও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর "মাংস খাও মাংস খাও কেমত সন্ন্যাসী" প্রভৃতি উক্তি পাঠ করিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিশ্চয়ই যবক্ষ-মাংস ভোজন করিতেন, নতুবা শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এরূপ উক্তি করিলেন কেন?

যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা ও অনন্তজনকারী নহেন, তিনি প্রথমেই গুরু হইতে পারেন না; আর যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ অনন্তজনকারী গুরুদেব, সেই গুরুতত্ত্বও শ্রীনিত্যানন্দ ভিন্ন আর কিছুই নহেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' লিখিয়াছেন.—

"শ্রীগুরুতত্ত্ব—নিত্যানন্দ; সেই কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহকে যে পাষণ্ডী বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করে, সেই পাষণ্ডীর সঙ্গিগণের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখা ভগবদ্ভক্তের কর্ত্তব্য নহে। অসৎসঙ্গ-প্রভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেবাধিকার রুদ্ধ হইয়া পড়ে, সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন-কলেবর শ্রীগুরুদেবের স্মৃতি যাহাতে বিপর্য্যস্ত না হয় তদ্রূপ বিচারে ইহকালে ও পরকালে অবস্থিতি হওয়া আবশ্যক। যাহারা পরমার্থকে প্রাকৃত প্রয়োজনে পরিণত করে তাহারা ভোগের দাস, ভক্ত নহে। ভক্তত্রব ও ভক্ত—সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্ম্মবিশিষ্ট। তদ্রূপ অসৎ-সঙ্গিগণকে পরমার্থ-সম্মিলনের সহজ জ্ঞান করা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা; সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে জীব পরমার্থ বঞ্চিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশবিগ্রহ

নিত্যানন্দকে ও তদভিন্ন-প্রকাশ শ্রীগুরুদেবকে পৃথক্ জ্ঞান করে। তাহাদের গৌরসুন্দরের সেবা লাভ কখনও হয় না। তাহারা নিত্যকাল গুরুদ্রোহী হইয়া দুর্ভোগী হইয়া পড়ে।

অধুনাতন শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিরোধী কৈতবপূর্ণ ভক্তত্ব-সম্প্রদায় যে পথে চলিতেছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা অমঙ্গল আবাহন করিবেন। তজ্জন্য ভক্তগণ তাঁহাদের ভাবী-অমঙ্গল দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত।"

নির্ব্বিশেষবাদিগণের চিন্তাধারা এই যে, শুদ্ধবৈষ্ণবগণ লাম্পট্য ও ব্যভিচারের প্রশ্রয়-দাতা কিংবা শ্রীযামুনাচার্য্য ও "প্রপন্নামৃত" গ্রন্থে ভট্টনারায়ণের (শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর পূর্ব্ব নাম) তথাকথিত দুরাচারের কথা লিখিত আছে বলিয়া, শ্রীরামানুজাচার্য্য সেই শ্রীল ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুকে তাঁহাদের নিত্য সিদ্ধ গুরুপাদপদ্ম ও বৈজয়ন্তীবনমালার অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছেন বলিয়া অথবা শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি আচার্য্যবর্গ শ্রীবিল্বমঙ্গলকে গুরুপাদপদ্ম বা শ্রীবিল্ব-মঙ্গলদেব শ্রীচিন্তামণিকে শিক্ষাগুরু বলিয়া বরণ করিয়াছেন বলিয়া নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলিয়া থাকেন, "বৈষ্ণবগণ ব্যভিচারকেই 'ভক্তি' বলে, কামকে 'অপ্রাকৃত প্রেম' বলিয়া আখ্যা দেয়।" আবার কোন কোন নির্ব্বিশেষবাদী বলেন,—"যখন বৈষ্ণবগণের লেখনীর মধ্যেই তাঁহাদিগের গুরুবর্গের পাপ ও ব্যভিচারের (?) কথা স্বীকৃত হইয়াছে, তখন তাঁহাদের গুরুবর্গ যে পাপী ও দুরাচারী, ইহা তাঁহারা নিজেরাই প্রমাণ করিয়াছেন।" প্রকৃতপক্ষে আমরা গুরুবর্গে কোন পাপ বা দুরাচার কখনই স্বীকার করি না। গুরুপাদপদ্ম সর্ব্বদা পবিত্রতম। তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় উক্তি, তথাকথিত প্রমাণ ও ঘটনা সর্ব্বৈব মিথ্যা, মনঃকল্পিত ও দুরভিসন্ধিমূলক। আমরা সুদৃঢ় বিশ্বাস করি ও জানি যে, গুরুবর্গ জাগতিক কোন পাপ বা দুরাচারে কখনও প্রবেশ করেন নাই, করিতে পারে না। যাহারা গুরুপাদপদ্মে পাপাদির আরোপ করে, তাহারা হয় ভ্রান্ত, নয় অন্যাভিলাষী। তবে জগতের যে সমস্ত লোক গুরুবর্গে কোন পাপ বা দুর্নীতির কার্য্য আধ্যক্ষিক বিচারবুদ্ধিতে যখন লক্ষ্য করে, তখন তাহাদের দিক্ হইতে বিষয়টী বুঝিবার সুবিধার জন্য এই ভাবে বিষয়টী বর্ণিত হয় মাত্র এবং তৎসম্বন্ধীয় ভক্তিসিদ্ধান্ত আলোচিত হয়, জানিতে হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের ভক্তি-সিদ্ধান্ত এই যে, গুরুবর্গে কোন পাপ বা দুরাচার আদৌ নাই, পূর্ব্বে ছিল না, এখনও নাই, পরেও কোনও সময় থাকিতে পারে না। গুরুদেব পূর্ব্বে পতিত বা পতনোন্মুখ জীব নহেন। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি আচার্য্যগণ পূর্ব্বে পতিত ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ জগদ্গুরু। 'পাছে ব্যাস ভ্রান্ত হন—গুরুদেব হয়ত পতিতও হইয়া যাইতে পারেন'—এইরূপ বিচারের আসামী গুরুদেব নহেন। তবে আধ্যক্ষিকগণ যে ভ্রমপ্রমাদগ্রস্ত দৃষ্টিতে তথাকথিত দুরাচার দর্শন করে, তাহা তাহাদের দর্শনে ভ্রান্তি এবং ঐরূপ তথাকথিত দুরাচারের দ্বারাও "প্রবল-প্রবৃত্তি-রূপা ভক্তি দূষিত হয় না।" (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

অতএব কোনরূপেই গুরুবর্গে পাপ বা দুরাচারের অস্তিত্বও কল্পিত হয় নাই—কোনভাবেই প্রাকৃত কামকে অপ্রাকৃত ব্রজপ্রেম বলা হয় নাই; সেখানে প্রাকৃত কামের অস্তিত্বই নাই, তথায় উহা বলা হইয়াছে।—এইরূপ অভিসন্ধিমূলক নিজের কথা অপরের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা শশশৃঙ্গবৎ নিরর্থক।

নির্ব্বিশেষবাদিগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা গুরুম্যারা-বিদ্যার পারদর্শী, তাঁহারা ভক্তিসিদ্ধান্ত মাপিয়া ফেলিয়াছেন—এইরূপ বিশ্বাসে বিশ্বাসী। কাজেই তাঁহারা আধ্যক্ষিকতা-বলে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত ও প্রাকৃত-সহজিয়াসিদ্ধান্তের মধ্যে সুসূক্ষ্ম পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। পৃথিবীতে শতকরা প্রায় শত জনই নির্ব্বিশেষবাদী আধ্যক্ষিক আছে বলিয়া আমরা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তকে বিপর্য্যস্ত করিব না। যেখানে সমস্ত শাস্ত্র ও শ্রীরূপাদি গুরুবর্গের বাণী সমস্বরে "ন প্রাকৃতত্বদিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" গান করিয়াছেন, সেখানে নির্ব্বিশেষবাদীর প্রলাপে আমরা কিছুতেই কর্ণপাত করিব না।

শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় বলিতেন যে, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, বরং বৈষ্ণবাপরাধহীন প্রাকৃত-সহজিয়া ভাল, তথাপি আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদী ভাল নহে। প্রাকৃতসহজিয়া আত্মবৃত্তি ভক্তির ধ্বংসকারী নহে, তাহাদিগকে বিপথগামী বলা যায়; কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদী আত্মবৃত্তির ধ্বংসকারী। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ করিলে এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়।

প্রাপ্ত পত্র

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয়ের সমীপেষু—

মহোদয়,

গত ২৩শে আষাঢ় তারিখের সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'পত্রে "কৃষ্ণনগর সাব্‌জজ কোর্টের স্বত্বের মোকদ্দমার সুবিস্তৃত রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়" পাঠ করিলাম। সুযোগ্য বিচারপতি মিঃ এস্‌. সি, সেন সাবজজ বাহাদুর যে সুদীর্ঘ রায়টি প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার গুণবত্তা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতেছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের সহিত বিচারপতি মহোদয়ের সাক্ষাৎভাবে পরিচয় না থাকিলেও তিনি যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, বাদী কুঞ্জবাবু শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যত্বের অভিনয় এবং 'প্রেষ্ঠ' বলিয়া অভিমান করিয়াও তাহা করিতে পারেন নাই। এই ব্যক্তি গুরুদেবের চরণে অপরাধের কেবল পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিই করিয়াছেন। কুঞ্জবাবু গুরুদেবে কিরূপ জাতিবুদ্ধি করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বাক্য হইতে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ২৩শে আশ্বিনের গৌড়ীয়ে (১৯।১১) উদ্ধৃত হইয়াছিল। ২২।৭।৩৭ তারিখে কুঞ্জবাবু আদালতে শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"That the deceased was a Kayastha (Sudra by caste)" অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি জাতিতে কায়স্থ (শূদ্র)।

২৩।৮।৩৭ তারিখে আবার হাইকোর্টে সত্যপাঠবুক্ত হলফনামার ১ ও ৩৩ ধারাতে পুনঃ পুনঃ গুরুদেবে জাতিবুদ্ধি করিয়া বলিয়াছেন,—"I *reiterate* that the deceased was a Kayastha and was a Sudra"—আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, মৃত ব্যক্তি কায়স্থ ও শূদ্র ছিলেন।"

শ্রীব্যাসের বাক্যানুসারে গুর্ব্বপরাধী কুঞ্জবাবু "আমার বক্তব্য" নামক পুস্তিকা ছাপাইয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি গুরুদেবকে শূদ্রকুলোদ্ভূত বলিয়াছেন, কিন্তু শূদ্র বলেন নাই। এইরূপ সম্পূর্ণ অসত্য কথাকে তিনি সুধীসমাজের নিকট লুকাইতে পারেন নাই। কৃষ্ণনগরের সুযোগ্য বিচারকের রায়ের মধ্য দিয়াও কুঞ্জবাবুর স্বীকারোক্তি পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। এবার কুঞ্জবাবু গুরুদেবকে কেবল 'শূদ্র' বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহাকে একজন মায়িক জীব (!!) সাজাইয়াছেন; যথা—সুযোগ্য বিচারপতি মহোদয়ের বাক্য—

"The plaintiff has raised the question that Prabhupad being a *Sudra by birth* could not, under the Hindu Law, become strictly speaking a *Yati Sannyasi*. The plaintiff has further attempted to show that even after taking Vaishnab Sannyas, Prabhupad used to keep connection with his natural relations and that although he used to wear *Geruа* cloths, he also used overcoats, shoes etc."

অর্থাৎ প্রভুপাদ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও জন্মতঃ শূদ্র বলিয়া যতি সন্ন্যাসী নহেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পরও তিনি তাঁহার জাগতিক আত্মীয়স্বজনের সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছেন এবং ওভারকোট, জুতা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছেন। অন্যত্র কুঞ্জবাবু বলিয়াছেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ সুদে টাকা লাগাইয়া ব্যবসায়, জমিদারী ও ছাপাখানা প্রভৃতি চালাইয়া—অর্থোপার্জ্জন এবং মামলা মোকদ্দমা করিতেন।

Kunja Babu's Deposition at P. 5. (জবানবন্দী ৫ম পৃষ্ঠা)

Kunja Babu says in his examination-in chief—

"Even after taking Sannyas he (Srila Prabhupad) continued to look after his properties, money-lending business, the press and other affairs as before. He used to take the income derived from this.

Even after taking Sannyas he continued to lend money to people at interest and used to realise the dues. Once or twice he instituted suits for realisation of dues from the debtors. Properties were put to sale for realisation of dues and properties were transferred to him for satisfying the debts. All these were done under his supervision. I saw the existence of money-lending business even down to 1934."

ভাবার্থ—সন্ন্যাস নেওয়ার পরও তিনি শুধু সুদে টাকা লগ্নি করিতেন না, টাকা আদায়ের জন্য মোকদ্দমা করিতেন আপোষে টাকা আদায় না হইলে তিনি ঋণিকের বিষয়-সম্পত্তি নিলাম করিয়া নিজনামে খরিদ করিতেন—(যেন তিনি পাকা সুদখোর পাড়াগেঁয়ে মহাজন ছিলেন !!)।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি এতটা অপরাধপূর্ণ উক্তি, পৃথিবীর ইতিহাসে কোন শিষ্যক্রব করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। যাঁহারা কৃষ্ণবাবুর সহিত একাত্মা বা তাঁহারই চিত্তবৃত্তির ন্যায় যাঁহাদের অপরাধ ও অস্তাভিলাষপূর্ণ চিত্তবৃত্তি, তাঁহারা বলেন যে, "ইহা আইনকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য কৃষ্ণবাবুর একটি কৌশলমাত্র! বস্তুতঃ তাঁহার অন্তরে গুরুদেবের প্রতি সেরূপ বুদ্ধি নাই!"

যাঁহারা কৃষ্ণবাবুর এইরূপ সমর্থক বন্ধু বা প্রচ্ছন্ন-কৃষ্ণবাবু, তাঁহাদিগের এই কথা জানা উচিত যে, পিতা বা মাতাকে অন্তরে শ্রদ্ধা করিয়া কোন সৎপুত্রই আদালতে কার্য্য উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাদিগকে চোর বা ব্যভিচারিণী বলেন না। গুরুদেবকে লাঞ্ছিত করিয়া আইনকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধের বিচারে 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম-ভাঙ্গা'। শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীমন্তাগবতকে দিয়া অর্থোপার্জ্জন, স্ত্রীপুত্র-ভরণ-পোষণ অপেক্ষা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আদালতে নত করিয়া প্রদর্শন যে কত বড় পাষণ্ডতা, তাহা অস্তাভিলাষি-সম্প্রদায় বুঝিবে না। শ্রীল প্রভুপাদকে 'শূদ্র' বলা দূরে থাকুক, শূদ্রকুলোদ্ভূত বলিলেও গুরুভক্তিরাজ্যের সম্রাট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে 'শূদ্র' বলা হয়। এইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ কোন লৌকিক গোস্বামীকে গুরুবিদ্বেষী জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকৃত আত্মমঙ্গলকামী শিষ্যবর্গও তাহা করিবেন। যদি কাহারও স্বপ্নেও এই শ্রেণীর অপরাধীর সহিত সম্ভাষণ, তাহার সঙ্গ বা তাঁহাকে দলে আনিবার পিপাসা থাকে, তবে কি জানিতে হইবে না যে, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ঐ জাতীয়ই শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধী?

আর একটি বিশেষ গুরুতম কথা এই যে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার স্বলিখিত আত্মচরিতে লিখিয়াছেন যে, তিনি যখন পুরীতে ১২৮০ বঙ্গাব্দের ২৫শে মাঘ, কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে শুক্রবার বেলা ৩৯০ ঘটিকার পরে আবির্ভূত হন, তখন যাঁহারা সূতিকাগৃহে শিশুকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং দর্শকগণের মধ্যে এখনও যাঁহারা জীবিত আছেন, সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, শিশুর গায়ে সহজ উপবীত ছিল এবং উহা বামস্কন্ধের উপর হইতে দক্ষিণ হস্তের নিম্ন দিয়া দক্ষিণ কক্ষ পর্য্যন্ত বিলম্বিত ছিল। যাহারা শ্রীল প্রভুপাদের এইরূপ নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণত্ব তাঁহার আবির্ভাবলীলার সহিত সঙ্গে সঙ্গে অবস্থিত থাকিবার কথা শুনিয়াও তাঁহাকে 'Sudra by birth' ও 'Sudra by caste' বলেন, তাঁহারা কি শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যপদবাচ্য? আর যাঁহারা ঐরূপ গুর্ব্বপরাধীর সঙ্গাভিলাষী তাঁহারাই বা কি?

শ্রীল প্রভুপাদ কখনও ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ সহ্য করিতে পারিতেন না। কৃষ্ণবাবু যখন কপটতাপূর্ণহৃদয়ে বৈষ্ণব-বিচার-বিরোধী মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার আচরণকে কিরূপভাবে গর্হণ করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণবাবু যে সম্প্রদায়ের ভীষণ অমঙ্গল করিতেছেন, তাহা স্পষ্টভাষায় জানাইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের এতৎসম্পর্কিত পত্রাবলী যাঁহারা গৌড়ীয়ে পাঠ করিয়াছেন, ইহা তাঁহারাই জানেন। কাহারও কাহারও বা সেই ব্যক্তির অন্য কোন অতি গুরুতর জাগতিক দোষের জন্যও শ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ শাসন করেন নাই, যেমন কপটতাপূর্ণের প্রশংসিত নামাপরাধের কার্য্যের জন্য শাসন করিয়াছিলেন। গুরুভক্তিসিদ্ধান্তের বিচার এই যে, শত শত ভ্রূণহত্যা মদ্যপান প্রভৃতি জঘন্য পাপ ও দুরাচার হইতেও নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু শ্রীনামপ্রভুর চরণে যে অপরাধরূপ কপটতাপূর্ণ-শাস্ত্র-প্রশংসিত রাক্ষসশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান বা গুরুদেবে জাতিবুদ্ধি, মর্ত্যবুদ্ধি কিংবা গুরুদেবরূপ শালগ্রামকে দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার চেষ্টা যাঁহারা করেন, তাহাদের নিস্তার নাই—নিস্তার নাই—নিস্তার নাই। সেই সঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণ্য।

মাননীয় বিচারপতি মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধে যে-সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—"The general current of thought of the School appears to me that Guru is really *Asraya Bigraha* who is not the enjoyer of things but is a cent per cent servitor of God." অর্থাৎ "এই সম্প্রদায়ের প্রচলিত সিদ্ধান্ত আমার নিকট এই মনে হয় যে, গুরুদেব আশ্রয়-বিগ্রহ, যিনি স্বয়ং ভোক্তা বা বিষয়তত্ত্ব নহেন, কিন্তু যিনি শতকরা শতভাগ কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত থাকিয়া সকল বস্তুকে কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন।"

আমরা তথাকথিত সুনীতির ছল উঠাইয়া যেন গুর্ব্বপরাধীর ত্রিসীমায় পদার্পণ না করি, ইহাই আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, খুলনা।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের উপদেশাবলী

{ মিঃ সি, আর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রণীত গ্রন্থ হইতে অনুদিত }

(১)

Have earnest faith in the teachings of the great Teachers of yore.

পূর্ব্ব মহাজনগণের শিক্ষার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে।

Continue not the bondsmen of the senses.

ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া থাকিও না।

Do not remain content with the acquisition of secular knowledge.

জাগতিক-জ্ঞান-লাভেই সন্তুষ্ট থাকিও না।

Delight in the study of the writings that glorify the Lord and His works.

ভগবানের গুণ ও লীলা-কীর্ত্তনবিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠে রুচিবিশিষ্ট হও।

Once that your Master has opened your eyes to the Light of Lights, never again be seduced by the fatal charms of the senses.

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যখন একবার তোমার প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলিত হইয়াছে, তখন আর মায়ার কুহকে ভুলিও না।

Learn to regard all sensations with equal indifference.

ইন্দ্রিয়ের সুখ দুঃখ উভয়ের প্রতিই সমভাবে উদাসীন থাকিবে।

Recite the names and glories of the servants of the Lord with as much delight as you would His own.

ভগবন্নাম ও মহিমা-কীর্ত্তনে যে প্রকার আনন্দ হয় তাঁহার সেবকগণের নাম ও মহিমা-কীর্ত্তনেও তোমার সেই প্রকার উৎসাহ হউক।

Let it be engraven upon your heart that no one reaches the feet of the Lord sooner than he who ever remains devoted to the service of His servants.

তোমার হৃদয়ে ইহা দৃঢ়ভাবে গ্রথিত থাকুক যে, ভক্তের সেবায় যিনি সতত নিযুক্ত, তিনি যত শীঘ্র ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিতে পারেন কেহই তত শীঘ্র লাভ করেন না।

The wisest of men perishes hopelessly if he devotes not himself entirely to the service of the Lord and His Elect.

ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তের সেবায় পূর্ণভাবে নিযুক্ত না থাকিলে মহাজ্ঞানিগণেরও ধ্বংস অনিবার্য্য।

Never regard the life of the Vaishnavas as a means to the end.

কখনও বৈষ্ণব-সেবাকে উপায়রূপে গ্রহণ করিবে না, তাহাই উপেয় অর্থাৎ বৈষ্ণবের দ্বারা নিজের কোন অভাব-লাভ চরিতার্থ করিও না। বৈষ্ণব-সেবার জন্যই বৈষ্ণব-সেবা করিও।

It is verily the goal you should try to reach.

উপেয়ের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবে, তথায়ই তোমাকে পৌঁছিতে হইবে।

Never address any servant of the Lord in other than respectful language.

ভগবদ্ভক্তকে সম্বোধন করিতে হইলে কখনও শ্রদ্ধাসূচক শব্দ ব্যতীত অপর ভাষা ব্যবহার করিবে না।

Whenever you cast your eyes upon a Vaishnava, fail not to salute him first.

কোন বৈষ্ণবের দর্শনলাভ ঘটিলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার প্রতি প্রণত হইতে ভুলিও না।

Never sit stretched at your ease in the presence of the Lord or His Elect or other holy men.

ভগবদ্বিগ্রহ, তাঁহার নিজজন বা যে কোন পুণ্যাত্মা ব্যক্তির সম্মুখে পাদপ্রসারণপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইবে না।

Never sleep with your feet towards the house of the Lord or of your Teacher or of the Lord's Elect.

ভগবন্মন্দির, শ্রীগুরুদেব বা ভগবানের নিজ-জনের দিকে পাদপ্রসারণপূর্ব্বক নিদ্রা যাইবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পারমার্থিক মুখপত্র
শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ-ধর্ম্মপালক-প্রচারক-শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-প্রতিষ্ঠিত
পরমাহিত্য-পরিষদের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র

গৌড়ীয়

১৭শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শনিবার, ৬ই শ্রাবণ, ১৩৮৬; ২২শে জুলাই, ১৯৭৯ | ৫০তম সংখ্যা

বর্ষশেষে নিবেদন

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পতিতপাবনবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ আচার্য্যপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা ও আশীর্ব্বাদে বিশ্বে পরমকল্যাণের একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ "গৌড়ীয়ে"র সপ্তদশ বর্ষ অক্ষত ধারা বিপত্তির মধ্যে পূর্ণ হইল। নিরন্তকুহক পরমসত্য-বস্তু বা ভাগবতধর্ম্ম চিরকাল কোটি কোটি বিঘ্ন ও নির্য্যাতনের মধ্যে আচরিত ও প্রচারিত হইয়া আসিতেছেন। ভাগবতধর্ম্ম-সূর্য্যকে হীন, আবৃত ও অপ্রকাশিত রাখিবার জন্য কুবুদ্ধিস্বরূপ অন্ধকার ও নানা-বাধাবিপত্তিরূপ কুজ্ঝটিকা ও মেঘরাশির অভাব নাই। অন্ধকার, মেঘ বা কুজ্ঝটিকা দেখিয়া যেরূপ কোনও বুদ্ধিমান্ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি সূর্য্যদেবের অস্তিত্বে অবিশ্বাস ও সূর্য্যোদয়ের জন্য হতাশ হন না, সেইরূপ পরমসত্যবাদি নানা-প্রকার আসুরিকী ও অপরাধময়ী চেষ্টা দ্বারা আক্রান্ত হইলেও কোনও সত্যানুসন্ধিৎসু সত্যপ্রিয় ব্যক্তি তাঁহার বিষয় অশ্রদ্ধা করেন না ও তাঁহার নিত্যসেবা হইতে কিছুতেই বঞ্চিত হন না। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি", "শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ", "কুযত্ন দ্বারা নিশ্চিতা ত্বরতাদ্বা তথা পথস্থং করবো বস্তি" ইত্যাদি শাস্ত্রবাণী যে নিত্যসত্য তাহাই বর্ত্তমান যুগে বিশ্ববিজয়ী শ্রীগৌড়ীয়ের বাণীপ্রচারেই প্রকট সাক্ষ্য দিল। প্রকৃতমোদ্যমকে নানা আস্ফালন ও উৎপীড়ন কখনও সত্যপথকে রুদ্ধ করিতে পারে না। বিশুদ্ধসত্যকে ত' কোনও কালে স্পর্শই করিতে পারে না। বরঞ্চ উহারাই সত্যের নিকট ধ্বংস হইয়া যায়, যেমন আলোর নিকট অন্ধকার আপনিই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অন্ধকার যতই ঘনীভূত বা দৃঢ়বদ্ধ হউক না কেন, আলোককে ক্ষীণ বা হীন করিবার সাধ্য তাহার নাই। অন্ধকার বাস্তবিকভাবে পুষ্টিসাধনই

করিয়া থাকে। কলী যে মহাপ্রভুর সংকীর্তনের মূলচ্ছেদ করিয়াছিল তাহাতে মহাপ্রভুর কীর্তন বন্ধ হইয়া যায় নাই, আরও বাড়িয়া গিয়াছিল।

শ্রীগৌরনিত্যানন্দই সংকীর্তনৈক-পিতা। তাঁহারা দুষ্কৃত-পাষণ্ডিবিমর্দি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীগুরু-বৈষ্ণব নামহট্ট বিস্তার করেন, তাহা শ্রীগৌর-সুন্দরের মনোঽভীষ্টপূরক-কার্য। তাহাতে নিশ্চয়ই সাধু বৈষ্ণবগণেরই অধিকার, অকিঞ্চন—সর্বাগণ্যেরই অধিকার। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌরাঙ্গের ধন শ্রীহরিনাম **প্রত্যমূল্যেই** বিতরণ করিয়া থাকেন। যাহারা তদনুগ্রহের-বিরোধ বৈষ্ণবাপরাধের নিত্যসিদ্ধ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় 'অহৈতুকী ভাবে বিভূষিত হইয়া গাহিয়াই কি নাম এনেছে রে। নাম এনেছে, নামের হাটে, **প্রত্যমূল্যে** নাম বিলাতে রে।" ইত্যাদি কীর্তন করিতে করিতে শ্রীনিত্যানন্দ গুরুপাদপদ্মের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর বৈশিষ্ট্যে নিজে উন্মত্ত হইয়া জগৎকে উন্মত্ত করিতেন। তিনি যে শ্রীনামহট্টের বিস্তার করেন, তাহার ভক্ত ভক্তির-বিগ্রহ ও বিশ্বপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপর অর্পিত হয়। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই ভার তদীয় বৈষ্ণব শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামিপ্রভু-পাদের উপর অর্পণ করেন। শ্রীগৌরবাণীবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীনামহট্টের সেই ভার ভক্তির-বিগ্রহ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাবুধ গোস্বামী প্রভুর উপর অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজকে শ্রীনামহট্টের 'আড়দার' বলিয়া অভিমান করিয়াছেন। তদভিন্ন অন্যতম শ্রীগুরুপাদ-পদ্মও তদীয় আনুগত্যে শ্রীনামহট্টের পরিমার্জন ও বিস্তার-কার্য করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট পূরণ করিতেছেন। দশবিধ নামাপরাধই প্রপঞ্চাবতীর্ণ নামহট্টের আবর্জনা-স্বরূপ। তাহা দূরীভূত হইলে নামাভাসরূপ একটি পরিচ্ছিন্ন অবস্থা লাভ হয়। কিন্তু প্রত্যমূল্য ব্যতীত শ্রীনাম-লাভের উপায় নাই। শ্রীনামের হাটে প্রত্যমূল্যেই প্রেম-ধনের ক্রয়-বিক্রয় হয়। এহেন পতিতপাবন পরমদয়াল শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের নামহট্টের যাহারা নানাপ্রকারে বিঘ্ন উৎপাদন করে, জীবের হৃদয়ে বহু সুকৃতি-ফলে সঞ্চিত প্রত্যমূল্য অপহরণ ও নষ্ট করে, তাহাদের মত বিশ্বদ্রোহী, গুরুদ্রোহী, বৈষ্ণবদ্রোহী ও ভগবদ্দ্রোহী আর কেহই নাই। তাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কার্য—"প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন।" পাষণ্ডদলন কার্যটী প্রেমপ্রচারণেরই ক্ষেত্র প্রস্তুত-করণ। অপরাধী গুরু-দ্রোহী ও গুরুদ্রোণি কখনও চন্দ্র বিপ্রের ন্যায় জগদ্গুরু শ্রীহরিদাসের অনুকরণ করিলেও কস্মিনকালে গুরুভক্তের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারে না। তাহার কপটতা সরল ও অসত্যাভিলাষহীন ব্যক্তিমাত্রই শ্রৌতবাণীর কৃপায় ধরিয়া ফেলিতে পারেন।

হরিজনোপাসক, জীবে অহৈতুক দয়াময় ও নির্মৎসর সমালোচক "গৌড়ীয়" নিত্যকাল শ্রীগৌরবাণী কীর্তন করেন। গৌড়ীয়ের বাণীকীর্তনে—নিশ্চৎসর সমালোচনায় অসত্যাভিলাষী ও অপরাধময়ী চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কপটতা ধরা পড়িয়া যায়; তাহাদের দুর্মুখতা বন্ধ হইয়া যায়। তথাপি অসৎ নির্লজ্জগণের স্বভাব পরিবর্তিত হয় না। সত্যবাণীর এমনই বল যে, তাহা অসত্যের সকল প্রকার মুখোস ঘুচাইয়া স্বমহিমায় নিজেই প্রকাশিত হন। আমরা আমাদের গুরুবর্গের আদর্শে কখনও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রদর্শিত পথ হইতে একচুলও বিচলিত হইব না। তাঁহারাই কৃপাপূর্বক আমাদিগকে সেই বল প্রদান করিবেন। তাই বৈষ্ণব মহাজন গাহিয়াছেন—

গুরুদেব!
কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে,
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে বল দিয়া কর,
নিজমানে স্পৃহাহীন॥

অন্যত্র বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমিত' কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি'
ধাই তব পাছে পাছে॥

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় কীর্তন করিয়াছেন—

গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরু-চরণে রতি, সেই সে উত্তম-গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব আশা॥

'গৌড়ীয়' অধরোহবাদী শ্রৌতপন্থী। 'গৌড়ীয়' কখনও আরোহবাদ, তর্কপন্থা ও আধ্যক্ষিকতার সমর্থন করেন না। 'গৌড়ীয়' বুদ্ধিযোগের জন্য গণদেবতার নিকট প্রার্থী হন না। 'গৌড়ীয়' মনোধর্মী নহেন, তিনি আত্মধর্মী—সনাতনধর্মী—শুদ্ধভাগবত। 'গৌড়ীয়ে'র যে বিচারযুক্তি তাহা মনঃকল্পনা বা শুষ্কতর্কপ্রসূত নহে। 'গৌড়ীয়ে'র সহিত শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ-কবিরাজ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ ভক্তি-বিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতী ধারার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। 'গৌড়ীয়' গুরুদেব ও বৈষ্ণবরাজ। গৌড়ীয়ের বা বিশ্ববৈষ্ণবের রাজস্বরূপ শ্রীবিশ্বপুর। 'গৌড়ীয়' সেই 'বিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার' মুখপত্র। অবৈষ্ণব বিশ্বের সহিত বৈষ্ণব বা গৌড়ীয়বিশ্বের কোন সম্বন্ধ নাই। অশ্রৌত ও আত্মবিরোধীর সভা কখনও 'বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা' নয়। শ্রীসনাতনপাণ্ডিত শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মই তাহার নিত্য পাত্ররাজ। নামকীর্ত্তন-যজ্ঞ কখনও শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিয়ামকত্ব বা হোতৃত্ব ব্যতীত সম্পাদিত হইতে পারে না। সেই সদ্গুরুস্থিত শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞের ঋত্বিক্ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মের অহৈতুকী ও অমায়ার কৃপাই আমাদের একমাত্র ভরসা। জগতের কোনও বস্তু যেন আমাদিগকে ভ্রান্ত করিতে না পারে।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপাশীর্ব্বাদে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্তর্গত সমুদয় মঠ ও প্রতিষ্ঠান-সমূহে, ভারতবর্ষ ও তদ্বহির্ভূত স্থানে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতা ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শতবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব মহামহোৎসব সুদীর্ঘ মাসোধিক কাল অনুষ্ঠিত হইয়া বিশ্বে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপূর্ব্ব দান ও তাঁহার চরিত্রের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে হইয়া অমন্দোদয়দয়ার বিস্তার করিয়াছে। শ্রীল ঠাকুরের শতবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে 'গৌড়ীয়' বিশেষ-সংখ্যায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব-লিখিত "ভক্তিবিনোদ-দয়া করহ বিচার" প্রবন্ধ সেবোন্মুখ জীবমাত্রেরই পরমমঙ্গল সাধন করিয়াছে। উৎসবোপলক্ষে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে শিক্ষিত-সমাজে শ্রীঠাকুরের পরম-প্রিয় ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী প্রভু ও বৈষ্ণববৃন্দের বক্তৃতাও বিশেষ কল্যাণদায়িনী হইয়াছে। এই বর্ষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদে বিপুলভাবে ভক্তিসাহিত্য-প্রচার হইয়াছে। বাসীস্বরূপ পর্ব্বতের উপত্যকাস্থিত মানহানি মোকদ্দমায় বৈষ্ণবগণের সসম্মানে মুক্তিলাভ হইয়াছে। প্রয়াগে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীরূপশিক্ষা-কীর্ত্তন, লক্ষ্ণৌতে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ব্যাখ্যা, গোবর্দ্ধনে উপদেশ, নৈমিষারণ্যে গোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব-তিথিতে, শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা-কীর্ত্তন, শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক মিঃ হরিপদের মাদ্রাজের খ্রিষ্টিক পরিপ্রেক্ষের উত্তরে হরিকথা কীর্ত্তন, লক্ষ্ণৌতে শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক বাবুরাম অগ্নিহোত্রী ও রায়বাহাদুর মদন গোপাল সাহা-নার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন, শ্রীমায়াপুরে সংশিক্ষা-প্রদর্শনী, শ্রীমায়াগৌড়ীয়মঠে নিয়মসেবা, বিংভরমঠে শ্রীল গৌরকিশোর-বিরহ-মহোৎসব, শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক সপ্তাহাধিক কাল "শ্রীশ্রীউপদেশামৃত" ব্যাখ্যা, শ্রীল প্রভু-পাদের বিরহ-তিথিতে শ্রীসমাধিপীঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা ও ঢাকায় মাসাধিক কাল সজ্জনগণের নিকট প্রশ্নোত্তরচ্ছলে হরিকথা-কীর্ত্তন, ব্যাসপূজাতিথিতে চট্টগ্রামে শ্রীবিজয়ানিধি গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা, বিষ্ণুপ্রিয়া-আবির্ভাব-তিথিতে ঢাকায় 'শ্রীবৈষ্ণবস্মৃতি'-কার্য্যালয়, শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা, শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব ও শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনের অপূর্ব্ব সাফল্য, শ্রীধাম-পরিক্রমকালে শ্রীচৈতন্য-মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক সর্ব্বক্ষণ পরিপ্রশ্ন ও ইষ্টগোষ্ঠী-মুখে শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন, শ্রীগৌরজন্ম-পূর্ণিমার পর দিবস শ্রীবর-অঙ্গনে শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীগৌরপাদপীঠ স্থাপন, আসাম প্রদেশ ও গৌহাটী অঞ্চলে প্রবলভাবে শুদ্ধ-ভক্তিবাণী প্রচার, কৃষ্ণনগরের আদালতে স্বত্ব-সাব্যস্তের মামলায় বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষে জয়লাভ ইত্যাদি বহুবিধ গুরুগৌরপ্রীত্য-কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে।

পরিশেষে আমরা শ্রীগুরুবর্গের অভীষ্ট ও আদিষ্ট সেবাভার সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। কোটি কোটী বাধাবিপত্তির মধ্যেও বজ্রপাত শিরে বরণ করিয়া যেন "গৌড়ীয়" ও বৈষ্ণব-মহত্ত্বার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারি, ইহাই শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীআচার্য্যকথা-প্রসঙ্গ

[স্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ ; কাল—১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯, বেলা ৮ ঘটিকা।]

প্রঃ—'কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়' এ স্থলে 'কর্ম্ম' বলিতে কি বুঝায় ?

উঃ—ফলভোগকামনামূলে দেবপিত্রাদি-পূজনাদি যা' কিছু সবই নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম। কৃষ্ণ-সেবা করলে দেব-ঋষি-পিতৃ-ভূতঋণাদি সব শোধ হ'য়ে যায়। কৃষ্ণ-ভক্তি বা কৃষ্ণ-তোষণ হ'লে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন—কর্ম্ম। কৃষ্ণ-ভজন না করলে বর্ণাশ্রম নিজ সৃষ্টি রাখতে পারে না। কৃষ্ণ-তোষণ না হ'লে বর্ণাশ্রম বৃথা।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

(ভাঃ ১১।২০।৯)

ভগবৎকথায় যাঁ'র শ্রদ্ধা আছে অর্থে তাঁ'র আগ্রহ নাই। কর্ম্ম-অকরণজনিত প্রাত্যহিক তাঁ'র নাই, তাঁ'র যখন ক্রমশঃ ঘুচে যাচ্ছে—কৃষ্ণের সুখ হওয়ায়। শ্রদ্ধাতে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শব্দের উপর বিশ্বাস। শব্দ কৃপা ক'রে অবতীর্ণ হ'তে পারেন। অপ্রপঞ্চ হ'তে প্রপঞ্চে পূর্ণরূপ অক্ষরাকারে—শব্দাকারে অবতীর্ণ হ'তে পারেন। সেই শব্দ আশ্রয় করলে, সেই শব্দ যাঁকে প্রোতনা বা যোজনা করেন, সেই শব্দের সন্ধান পাওয়া যাবে। প্রথমেই শ্রদ্ধা চাই। আপ্তবাক্য-দ্বারা বা শ্রৌতপথে বিশ্বাসই হ'ল শ্রদ্ধা। কীর্ত্তনকারী প্রথমেই শব্দের মাহাত্ম্য—নামের মাহাত্ম্য বলবেন। শব্দই ক্রমশঃ পর পর ভজনের stageএ নিয়ে যাবে। শব্দের কৃপাতেই ভজন-সিদ্ধির চরম-সোপান লাভ হ'বে। যেটা latent form এ (গুপ্তভাবে) আছে সেটা প্রকাশ হ'বে। শব্দ নিজ আকর্ষণীবৃত্তি দ্বারা গুপ্ত শ্রদ্ধাকে প্রকাশ করে—ব্যক্ত করে—আবরণ দূর করে। এই কলিযুগে একমাত্র কর্ত্তব্য—নামের মাহাত্ম্য বলা। কৃষ্ণ আসুন ; তিনি এলেই তাঁ'র ভজনের প্রতিবন্ধক সব সরিয়ে দিবেন।

প্রঃ—শ্রদ্ধা কি ভক্তির অঙ্গ ?

উঃ—সাধু-সঙ্গের পর যে শ্রদ্ধা সেটা ভক্তির অঙ্গ। সাধুসঙ্গ হ'তেই ভক্তির প্রকৃত অঙ্গ যাজন আরম্ভ হয়। তৎপূর্ব্বে যে শ্রদ্ধা তা' ভক্তির অঙ্গ নয়, তা' ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি-জনিত।

প্রঃ—শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে অনেকে অর্থ দিয়েছেন, কিন্তু লোকের দোষে তা' সেবায় লাগে নাই, শুনা যায়। যাঁ'রা টাকা দিলেন, তাঁ'রা কোন ফল পাবেন কি না ?

উঃ—কৃষ্ণ অর্থ নেন না, চিত্তবৃত্তি নেন। শ্রীবিগ্রহ স্থূল বস্তু গ্রহণ করেন না—প্রীতি গ্রহণ করেন। অর্চ্চনকারী যে নৈবেদ্য দেন, সেই নৈবেদ্যের স্থূল পরিমাণ অনুসারে গ্রহণের তারতম্য হয়, না অর্চ্চকের ভূতশুদ্ধির পরিমাণ অনুসারে ভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন ? ভূতশুদ্ধি—চিত্তশুদ্ধি—সত্ত্বশুদ্ধি। সমস্তাচীর অভিমান বা শ্রীবিগ্রহের সমভূমিতে অবস্থান না হ'লে শ্রীবিগ্রহের সেবা হয় না। যাঁ'র চিত্ত যত শুদ্ধ তাঁ'র জিনিষই তিনি তত গ্রহণ করেন। ভগবান্ স্থূলের অনুসারে নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না। প্রভুপাদ যেখান সেখান থেকে কিছু গ্রহণ করতে নিষেধ ক'রেছেন। অন্য জায়গায় ভগবানের আরতি প্রভৃতির কি ত্রুটি কিছু আছে ? তবুও নিষেধ করলেন কেন ? চিত্তবৃত্তিতে যদি সেবা প্রবৃত্তি থাকে তবে গ্রহণ ক'রবেন, যদি না থাকে তবে ক'রবেন না। যদি উপাধি বা আবরণ না থাকে, অন্যাভিলাষরূপ মলিনা হৃদয়ে না থাকে, যদি আনুকূল্যের সহিত হৃষীক দ্বারা হৃষীকেশ-সেবন হয়, তবেই তিনি গ্রহণ করবেন। গ্রহণ না করলে ত' আর প্রসাদ হয় না। অভক্তের জিনিষ ভগবান্ গ্রহণ করেন না। সুতরাং ভক্ত ব্যতীত অন্যত্র কোথায় প্রসাদ পা'বে ?

গুরুপাদপদ্ম হৃষীকেশশ্রেষ্ঠ। তাঁ'কেই সব দিতে হ'বে। তিনিই সব ভগবানের নিকট পৌঁছিয়ে দিবেন। যিনি দিবেন তাঁ'র চিত্তবৃত্তি দেখুন। যদি অশ্রিতা, অহঙ্কার বা লাভপূজার অভিমান না রেখে দেন, তবেই গ্রহণ করবেন। প্রতিদানে যদি কিছু চান, তবে বণিগ্‌বৃত্তি হ'য়ে যাবে। যাঁ'র হাতেই দেন না কেন, গ্রহণকারী বিষ্ণু দ্রব্য দেখেন না, চিত্তবৃত্তি দেখেন। ত্রিজগতে এমন কি বস্তু আছে যে, তাঁ'কে

দেওয়া যাবে। অচ বস্তু দিয়ে কি তাঁকে সুখী করা যায়? তিনি জড় জগতে অর্পণের যোগ্য বস্তু চান, না জীবন্ত বা প্রাণবন্ত জিনিষ চা'ন—শরণাগত বা অকিঞ্চনকে চান? ফলার্পণ চান, না অকিঞ্চনতা চান? ফলার্পণ মিশ্রা ভক্তি; অকিঞ্চনতাই শুদ্ধা ভক্তি। সর্ব্বগুহ্যতম কোন্‌টী?

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥
(গীঃ ৯।২৭)

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(গীঃ ১৮।৬৫-৬৬)

যিনি সেবা করেন সেই সেবকের চিত্তবৃত্তি অনুসারে ভগবান্ গ্রহণ করেন। বিত্তর কৃষ্ণকে কিছুই দিতে পারেন নাই। দুর্য্যোধন অনেক উপহার দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি বিদুরের জিনিষই গ্রহণ ক'রেছিলেন। মদনমোহন কা'র জিনিষ গ্রহণ করেন? যা'র সেবার ইচ্ছা আছে তাঁ'র।

প্রঃ—টাকা যদি কোন প্রাকৃত-সহজিয়া কুপাত্রের নিকট দেওয়া যায়, তবে তাহা ভগবানের নিকট পৌঁছে কি না?

উঃ—গুরুদেব সর্ব্বজ্ঞ। যদি সেব বস্তুর জ্ঞান গোচরে আসে, তিনি যদি জানেন, তবে গ্রহণ হ'য়েছে। তা'তে যদি ব্যাঘাত হয়, তবে সব গেল। অকিঞ্চন হ'য়ে যে দেওয়া সেটা ভক্তিপ্রবৃত্তি। ভক্তি যেখানে আছেন, সেখানে হ্লাদিনী আছেন। হ্লাদিনী-শক্তি ব্যতীত ভক্তি থাকতে পা'রেন না। যদি ভক্তি থাকে তবে গুরু আছেন। গুরু ব্যতীত সেটা বিদ্ধ হ'য়ে গেল। দেওয়াটা স্থূলত্বের উপর নির্ভর করছে না; চিত্তবৃত্তিতে যদি থাকে যে তাঁ'কে দেব', তবে গ্রহণ করবেন। From the point of view of unalloyed devotion it is not an offering and Bhakti does not consist in offering something mundane, something gross. Bhakti is the automatic spontaneous propensity of the unalloyed heart to serve Guru and Gauranga. Unalloyed devotion of an unalloyed heart, fully submissive heart is called Bhakti. Gurudev is the giver of Bhakti. গুরু ভক্তিকে প্রকট করেন। Without Guru ভক্তি থাকে না। সেবকাভিমান যেখানে, 'আমি তোমার সেবক' এই শুদ্ধ অহঙ্কার বা আমি তোমার শরণাগত অকিঞ্চন সেবক—এই অভিমান যেখানে, সেখানে সব জিনিষ শুদ্ধ।

যেখানে আমি গুরু—'আমি ত' তোমার জন' এই অস্মিতা, সেখানে তা'কে চালিত করছেন গুরু। যেখানে গুরু নাই, সেখানে আলাদা ক'রে দিতে গেলে অস্মিতা বা অহঙ্কার আসবে। সেখানে দেওয়ার ভাণ বা অভিনয় করা হচ্ছে মাত্র। চিত্তবৃত্তি নিয়ে কথা, স্থূলগত তারতম্যে কিছু যায় আসে না।

হিরণ্যগোবর্দ্ধন রঘুনাথকে আপন জান ক'রে তাঁ'র সুখের জন্য জিনিষ দিলেন, যা'তে তাঁ'র কষ্ট না হয়। কিন্তু তিনি আমাদের কি দেখালেন? তিনি দেখালেন—সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে না দিয়ে গ্রহণ করা উচিত নয়; তাই তিনি নিজে গ্রহণ করলেন না, মহাপ্রভুকে দিলেন। মহাপ্রভু কি সব জিনিষের মালিক ন'ন? শ্রীল রঘুনাথ ভাবলেন, 'আমার দেহের সম্পর্কে আমার সুখের জন্য অস্মিতায় তাঁ'রা দিয়েছে, সুতরাং ইহা গৌরসুন্দরের সেবায় লাগবে না। তাই তিনি পরে বন্ধ ক'রে দিলেন। পৃথিবীর সকলের একমাত্র ভজনীয় ও সেব্য—মহাপ্রভু। সমস্ত কনক বা সমস্ত হরিণের মালিক একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দর। ঐরূপ অস্মিতায় প্রথম নৈবেদ্যে ময়লা আছে ব'লে দিলেন না। শ্রীল রঘুনাথের খাতিরে মহাপ্রভু গ্রহণ ক'রেছিলেন, কিন্তু পরে বন্ধ করাতে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হ'লেন। হিরণ্যগোবর্দ্ধন-প্রেরিত বস্তুতে তাঁ'র স্থূলগত দৃষ্টি হ'য়েছিল কি? চিত্তবৃত্তি যদি অকিঞ্চনা ভক্তি হয়, সেখানে গুরু জোর ক'রে খান। সেখানে ভোগ্য-ভোক্তৃ-ধর্ম্ম নাই। এই গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধের মধ্যে কৃষ্ণ সুখ পান। এ জগতের মত দৈহিক সম্বন্ধ নয়। শ্রীল রঘুনাথ যখন পুরীতে ভ্রমর থেকে সভা প্রসাদ বা ভগবদুচ্ছিষ্ট খাচ্ছেন, স্বরূপ-দামোদর তখন সেই বার্ষভানবীর উচ্ছিষ্ট-ভাগ নিলেন, জোর ক'রে খেলেন, দ্বিধা করলেন না—যদিও গুরু। এই যে কাড়াকাড়ি বা খাওয়া-খাওয়ি—তাতে সুখ হয় কা'র?—কৃষ্ণের। মহাপ্রভুও সেই জিনিষ জোর ক'রে খেলেন। মহাপ্রভু কোন্ জিনিষ খেলেন? তিনি খেলেন মদন-মোহনের উচ্ছিষ্ট—বার্ষভানবীর উচ্ছিষ্ট। বাইরের দিকে

যাওয়া যায় না, তাঁরা তা' যাচ্ছেন। কিন্তু তাতেই কৃষ্ণের কত সুখ। চিদ্বৃত্তি এখানে সম্পূর্ণ আলোদা।

গুরুদেবে যে অর্পণের বিচার তা' অন্যত্র। এইটি যেন বিষ্ণুপাদপদ্মে পৌঁছে যায়,—এটা কৃষ্ণার্পণ। অন্যত্রকারীরও সেই ধারণা। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু নির্গুণ বস্তু—ভিক্ষার বস্তু ছেঁড়া কেওড়ার দরকার নাই,—প্রভুপাদ বল্‌লেন। ভিক্ষার জিনিষ নির্গুণ। এটা চাঁদা নয়। ভিক্ষা ও চাঁদা এক নয়। চাঁদার কৈফিয়ৎ তলব হ'তে পারে—"I have the right to enquire how my subscription is utilised." তাঁর মধ্যে অহঙ্কার থাকে, কিন্তু ভিক্ষায় তা' নাই। ব্রাহ্মণের কাজ—সন্ন্যাসীর কাজ—ভিক্ষা। একজন অকিঞ্চনের ভিক্ষা ও গৌড়ীয়মঠের ভিক্ষার মধ্যে পার্থক্য আছে। একজন আর্থিক ভিক্ষুক, আর একজন পারমার্থিক ভিক্ষুক। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। দাতা পরার্থিতার motive নিয়ে ফকিরকে দিচ্ছে—জগতের অন্তর্গত আমার সুখ হ'বে বলে; সুতরাং সেখানেও নিজসুখবাঞ্ছা। ফকিরকে দিয়ে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়তর্পণ করা হ'ল, তাতে কিছু পুণ্য হ'তে পারে, আর গৌড়ীয়মঠকে দিলে সেটা ভগবানের কাছে পৌঁছে যায়—তা'তে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি হয়। কারণ, ভিক্ষুক হরি-বিমুখ, ইন্দ্রিয়তর্পণকামী—আর গৌড়ীয়মঠ কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা।

পাশ্চাত্ত্যে সব চলে। দাতা যে উদ্দেশ্যে দান করলেন, সেই উদ্দেশ্যে সেটা লাগল কিনা, দেখতে চায়। কিন্তু ভিক্ষাদাতা কৈফিয়ৎ তলব করেন না। তুলসী না দিলে প্রসাদ হ'বে না এরূপ নয়। প্রসাদ গুরুদেব পাঠিয়ে দেন। কোন ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে যেখানে সম্বন্ধ সেইখানেই অহঙ্কার। গুরু-গৌরাঙ্গ পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর সেবার জন্য—এটা নির্গুণ। যেখানে দেখতে চায় যে পৌঁছেছে কিনা—সেটা অর্পণ। অর্পণ ভক্তির নিম্নের সোপান। মহাপ্রভু একে 'এহো বাহ্য' বলেছেন। এ অর্পণে দাতার সুখ হয়। এতে শুদ্ধা ভক্তি নাই। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' ও 'জ্ঞানে প্রয়াসং' শ্লোক হ'তে শুদ্ধভক্তির আরম্ভ। জ্ঞানকর্মের আবরণ দূর হ'য়ে গেলে ভক্তি আরম্ভ হ'ল। তাই মহাপ্রভু কর্মার্পণ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি পরিত্যাগ ক'রে—'এহো হয়, আগে কহ আর' বল্‌লেন।

প্রশ্ন—• • বাবু যে টাকাটা Squander কচ্ছেন, তাহা কি প্রভুপাদের ইচ্ছা ছিল?

উঃ—জীবের স্বতন্ত্রতার জন্য কি প্রভুপাদ দায়ী? • • বাবুর গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। জীব স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার আছে। 'থাক তুমি কৃষ্ণাধীন'—এর নাম স্বাধীনতা বা মুক্তি—স্বরূপাবস্থিতি। কৃষ্ণাধীন থাকা—স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার, আর মায়ার সঙ্গ বা অধীনতায়—অসদ্ব্যবহার। এতে কৃষ্ণের কোন দোষ নাই। দোষ আমার স্বতন্ত্রতার। জীব স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার ক'রে কৃষ্ণকে ভুলে কর্মজ্ঞানাদি আহরণ করছে ব'লে কি কৃষ্ণকে দোষ দেওয়া যায়? Law violate করছে ব'লে কি Legislatorগণের দোষ? ধর্মশাস্ত্রকারগণের কি দোষ? আইনপ্রণয়নকারীর কি দোষ? তাঁরা জানেন, আইন ভঙ্গ হ'বে, তথাপি আইন কচ্ছেন কেন?

প্রঃ—সর্বজ্ঞ প্রভুপাদ জেনে শুনে • • বাবুকে নিষেধ করেন নাই কেন?

উঃ—শুদ্ধবৈষ্ণব ভগবান্ কারো স্বতন্ত্রতায় হাত দেন না। স্বতন্ত্রতা দেওয়া কি সর্বজ্ঞের দোষ? সর্বজ্ঞ কৃষ্ণ কত দয়া ক'রে এত বড় সম্পত্তি স্বতন্ত্রতা দিয়েছেন। স্বতন্ত্রতা দেওয়াতে তাঁর দোষ হ'ল, না তাঁর মাহাত্ম্য বাড়ল। ভাল হ'বার জন্যই তিনি বুদ্ধি দিয়েছিলেন। আমার অমঙ্গল হউক এটা তিনি চান না। তিনি মঙ্গলময়, মঙ্গলের জন্যই দিয়েছিলেন। আমার গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করা দরকার। গুরুদেবের কোন জিনিষ নিয়ে কি কেহ এরূপ করে? সকলেই অভীষ্টদেবকে দেয়। • • বাবুর ব্যাপারে ব্যতিরেক-ভাবে বুঝা গেছে কোন্‌টা ভোগ আর কোন্‌টা গুরুসেবা। • • বাবুর অসুবিধা দেখে আমাদের সাবধান হওয়ার সুবিধা হ'য়েছে। আলোর মাহাত্ম্য বেড়েছে—অন্ধকার আছে ব'লে। এটা ব্যতিরেকভাবে সুবিধা। স্বতন্ত্রতাটী দিয়েছেন—এটা কৃষ্ণের দয়া। অসদ্ব্যবহার হ'বে—এটা কৃষ্ণ জানেন, তজ্জন্য তাঁকে দোষী করা যায় না। Misuse হ'তে পারে, কিন্তু proper use করা দরকার। Absolute এর কোন দোষ নাই। গুরুদেবের সব ভাল। আমার গুরুর সব ভাল। গৌরের আমার সব ভাল। রাধাগোবিন্দমিলিততনু—গৌর। রাধার সব ভাল। কৃষ্ণের কুটিলতা প্রভৃতি সব ভাল।

প্রঃ—• • বাবু প্রভুপাদের অপ্রকটের পূর্ব পর্য্যন্ত কি প্রেষ্ঠ ছিলেন?

উঃ—পতিগণ কি বার্ষভানবী প্রভৃতি গোপীগণের বেশী

প্রেষ্ঠ ছিলেন? তাঁরা সেবার ত্রুটি কিছু করেন নাই। তাঁদের মত এমন দাসী আর নেই। তাঁরা তাঁদের প্রতি বিরোধ আচরণ করেন নাই। কেবল ছোগা দিয়ে সন্তুষ্ট রেখেছেন। কৃষ্ণপক্ষেরও কেহ বিরোধ করেন নাই, রাধা-পক্ষেরও কেহ চটেন নাই। কেবল ভোগ। কি লীলা! অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়। "মুহুস্তি যৎ সূরয়ঃ।" যুগপৎ রামচন্দ্র পুরী ও ঈশ্বর পুরী একসঙ্গে থাকেন কি ক'রে? মাধুরবিরহে যাঁর হৃদয় ভরপুর—যিনি ভক্তিলতা-কল্পবৃক্ষের মূল অঙ্কুর—শেষ সময়ে রামচন্দ্রপুরী তাঁর কাছে থাকেন কি করে? ভক্তির lineএর মধ্যে থাকলে সংসার থাকে না। অন্ধকারে হাতড়ান দরকার নাই। গুরু বা আচার্য্যের সহিত একচিত্তবৃত্তি হ'লেই সুবিধা। গুরুর সঙ্গে dovetailed না হ'লে—groping in the dark. Absolute দর্শন না হ'লে non-absolute দর্শন হ'বে।

প্রঃ—মহাজনের সম্বোধনে ভগবান্‌কে ডাকলে ভজন হয়। কিন্তু মহাজনের languageএ ডাকলে মর্য্যাদা লঙ্ঘন হ'বে না কি? Queen যেরূপ Kingকে আহ্বান করেন, প্রজা আমি সেরূপ সম্বোধন করতে পারি কি?

উঃ—মহাভাগবতগণ যে-ভাবে সম্বোধন ক'রে কৃষ্ণকে সুখ দিচ্ছেন, সেই ভাবে ডাকলে আমাদের উপর শীঘ্র কৃপা হ'বে। সেই সম্বোধন কৃষ্ণের খুব প্রিয়। এইরূপ সম্বোধনে নাম-প্রভুর কৃপা-কটাক্ষ শীঘ্র হ'বে। কৃষ্ণ-নামই ত' করতে হবে—এতে আর মর্য্যাদালঙ্ঘন কি হবে? উহা ত' তাঁর খুব প্রিয়। কৃষ্ণ বা নাম আমার গুরুর বাধ্য। Queen kingকে যে-ভাবে address করেন, সেভাবে প্রজা ডাকলে মর্য্যাদা লঙ্ঘন হয়, কিন্তু সেখানে তা' নাই।

প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥

হরা-কৃষ্ণ, হরা-রাম, হরা-হরি এই তিন নাম; সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন অভিধেয়তা। প্রত্যেকটির মধ্যে হরা থাকবে। হরার হরি আমাকে কৃপা করবেন। যদি সেই রসে যাই, তবে Queen বলবেন—আমার মত address কর। সেখানে পরস্পরের মধ্যে consort-hood—মধুর রস। যতক্ষণ না যাচ্ছি, সাধনকালে ততক্ষণ গৌরব-দাস্য। মধুরেও দাস্য আছে। আমার গুরু অখিলরসামৃত-সেবক। তাঁতে সকল রস আছে। King ও Queenএর মধ্যে একটী রস। সিদ্ধি পর্য্যন্ত বিধিমার্গে দাস্য-রসের দরকার। কিন্তু আশ্রয়বিগ্রহের মধ্যে বাৎসল্যাদি সব আছে, ঐ নাম গুরু বলেন ব'লে আমি কৃষ্ণ, রাম ও হরি বলব না, এটা নয়। হ্লাদিনীর কৃপায় যদি রুচি বা রাগ আসে, তবেই কৃষ্ণভজন হয়; যেমন মহাপ্রভুর কৃপায় সেউড় ভক্তের হ'য়েছিল। মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তকে হরেকৃষ্ণ নাম দিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বললেন—পারব না, আমি রামের চরণে মাথা বিকিয়েছি। কি নিষ্ঠা! মধুর রসের অধিকার দেবার একমাত্র মালিক যিনি সেই শ্রীরূপ তাঁর অমুজ অনুপমকে মধুররসের সেবাধিকার দিতে গেলেন। কিন্তু রামনিষ্ঠ অনুপম রামকে ছাড়তে পারলেন না। শ্রীরূপ তাঁর নিষ্ঠা দেখে সুখী হ'লেন। মহাপ্রভুর উপদেশ নিলে দোষ হ'বে না। যিনি স্বয়ংই নাম, তিনিই নিজে বলছেন—নাম কর। তিনি মহাপ্রভু। "সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যম্।" তিনি সমান জ্ঞান করলেও আমি সমান জ্ঞান করব না। তাতে মর্য্যাদা লঙ্ঘন হ'বে না। আমি কি সাধন—কি সিদ্ধি, সকল অবস্থাতেই দাস্য করব। ইহাই আমার সত্তা।

বার্ষভানবী কৃষ্ণ বলেন। আমিও বদ্ধাবস্থায় সে নাম করতে পারি, সে নাম বলতে পারি, মনে করি। কিন্তু তা' অসম্ভব। কৃষ্ণনামের মধ্যেই বিষ্ণুনাম আছে। সামনে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ থাকলেও অর্চ্চনকারী লক্ষ্মীনারায়ণেরই উপাসনা করছেন। অনর্থযুক্তের অর্চ্চিত বিগ্রহ রাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ নহেন। অর্চ্চনকারীর যোগ্যতা অনুসারে ভগবানের প্রকাশ। কামবীজ ও কামগায়ত্রীতে পূজা হয়। কখন ভাবে পূজা হয়। যেমন শ্রীরূপের গোবিন্দজী, সনাতনের মদনমোহন, শ্রীজীবের রাধাদামোদর, গোপালভট্টের রাধারমণ, ভক্তিবিনোদের রাধাগিরিধারী—প্রত্যেকের ভাবসেবা। ভাবসেবা ও অর্চ্চনের মধ্যে তফাৎ আছে। বৈধী ভক্তিতে রাধাগোবিন্দের সেবা হয় না। অনর্থযুক্ত অবস্থায় রাধা-গোবিন্দের সেবা নাই। লক্ষ্মীনারায়ণরূপে তিনি সেবা গ্রহণ করেন। অর্চ্চনমার্গ ই বিধিমার্গ। একটি পঞ্চরাত্রের মত, একটি ভাগবতের মত। পঞ্চরাত্রে যদি নামকে বা শব্দকে বাদ দেয় তবে সংসার হ'বে। অর্চ্চন করতে করতে

পঞ্চোপাসক হ'য়ে যা'বে। সেখানে শব্দানুশীলন বাদ দিয়ে অর্চ্চন কেবল ক্রিয়া-কলাপে পর্য্যবসিত, সেখানে অর্চ্চন থেকে চ্যুত হ'য়ে পঞ্চোপাসক না হ'য়ে পারে না। অর্চ্চন শুদ্ধ হ'লে ভজন হ'বে। শুকদেব ভাগবতে একই কথা কয়। শব্দানুশীলনের মধ্যে অর্চ্চন অনুস্যূত। নামানন্দ হ'লে বর্ণাশ্রম থেকে যা'বে, পৃথক্‌ভাবে জপ, ধ্যান বা অর্চ্চন বিরাম লাভ করবে। শ্রীনামকীর্ত্তনই সম্পূর্ণ অভিধেয়।

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারেঃ
বিরমিতনিজধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তা মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥

(বৃঃ ভাগবতামৃত ১।১।৯)

প্রঃ—নামভজন করতে থাকলে অর্চ্চনের ক্রিয়া-কলাপে দোষ হ'লে কোন অসুবিধা হ'বে না কি?

উঃ—শ্রদ্ধাবান হয়ে সাধুসেবা করতে করতে যদি শ্রীনাম ও মন্ত্রোচ্চারণ করে, তবে মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা ক্রিয়া-কলাপে যে ত্রুটি বা বৈগুণ্য হয়, নামসেবার তা' সব ধুয়ে মুছে যায়। ত্রুটিকে নির্ম্মিদ্র ক'রে দেন শ্রীনাম কৃপা ক'রে। শব্দেই সব হ'য়ে যা'বে। সব ধুয়ে মুছে যায় নামের উচ্চারণে। মূল—নামানুশীলন। নামের অনুশীলন হ'লে বিক্ষিপ্তচিত্ততা, বিবাদবিসংবাদ, বিতর্ক সব চ'লে যা'বে। নাম হ'লে স্বয়ংরূপের আগমনে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। সেই স্বয়ংরূপের মধ্যে রাম-নৃসিংহ-নারায়ণ-দ্বারকেশ-মথুরেশ সব আছেন।

প্রঃ—'সর্ব্বশক্তি নামে দিলা' ইহার অর্থ কি?

উঃ—চিচ্ছক্তির মধ্যে তিনটী শক্তি আছে। শক্তি ছিল না, দিয়েছেন, এরূপ নয়; শ্রীনামে সর্ব্বৈশ্বর্য্য আছে। তবে আধ্যক্ষিকগণকে বুঝাবার জন্য এই কথা ব'লেছেন। এই 'দিলা' ক্রিয়া কালের অন্তর্গত কোন tense নহে। তিনি ও তাঁর নাম একই সত্বের। সর্ব্বশক্তি অর্থে, ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য সবই আছে নামের মধ্যে। নাম যখন তখন স্বয়ংরূপ। স্বরূপশক্তি ব্যতীত স্বয়ংরূপ থাকতে পারেন না। এরা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্যরূপে অনুস্যূত।

প্রঃ—অর্চ্চা, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পর, ইহা কিরূপ?

উঃ—নামের মধ্যেই সব আছে। নাম—প্রথমে অর্চ্চা। জড়বদ্ধ জীবের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলভাবে যে নামের প্রকাশ তাহাই অর্চ্চা। এই অর্চ্চাপূজা রামানুজ-সম্প্রদায়ের কথা। তাঁরা অর্চ্চন-মার্গের লোক। অর্চ্চন-মার্গই—প্রপত্তি বা শরণাগতিই তাঁদের চরম কথা—সর্ব্বোত্তমা ভক্তি? ইহা মায়াবদ্ধের কথা নয়। মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ অর্চ্চা। অর্চ্চা নড়েন চড়েন না—মায়াবদ্ধ জীব তাঁকে static দেখে। যা' নড়ে, তা' dynamic—গতিশীল। চিদ্বৃত্তি যেখানে static সেইখানে শ্রীনাম শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকাশ হ'য়ে কৃপা কচ্ছেন।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

(চৈঃ চঃ মঃ)

যখন ভক্তিলতা-বীজ পাওয়া যায়, তখন অর্চ্চা ভিন্ন গতি নাই। অর্চ্চা নড়েন না। আজ্ঞাচিত্ত থেকে মুকুলিত—চিদ্‌চিৎ মিশ্র, বদ্ধ থেকে তটস্থের দিকে যাচ্ছে, তৎপরে মুক্তের দিকে যাওয়া। যখন তটস্থের দিকে গতি হচ্ছে, তখন ঈশ্বর, পরমাত্মা ও অন্তর্যামী এই তিনটি দেখছেন। সেখানে সচ্চিদানন্দের বিলাস নাই—লক্ষ্মীসহ বিলাস নাই। ভক্ত পরমাত্মাতে বিলাস দেখছেন।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্ম-ভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥ (ভাঃ ১২।১২।৫৫)

দেওয়া ও নেওয়া এই দুটো কাজ। পরমাত্মার সঙ্গে লক্ষ্মীসমন্বিত বিলাস আছে। কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী প্রভৃতি তিনজন পরমাত্মা।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

(শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬)

পরমাত্মা ভোগ করেন না, তিনি দেখেন মাত্র, আর জীব কর্ম্মফল ভোগ করে। এই পুরুষাবতারত্রয়ের জ্ঞান হ'লে আর সংসার থাকে না। ঈশ্বরের আনুগত্যের অভাব বা সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'লে শোক, অনুগত হ'লে শোক থাকে না। গর্ভোদশায়ী সমষ্টির অন্তর্যামী হিরণ্যগর্ভ, সেখানে লক্ষ্মী আছেন। যোগীর শেষ কথা—পরমাত্মা, হিরণ্যগর্ভে সাযুজ্য। কারণার্ণবশায়ী প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা, মহতের স্রষ্টা আদি মহাবিষ্ণু। যোগীদের নির্ব্বিলাস অন্তর্যামী।

ভক্তের মধ্যে সব আছে। ভক্ত একাধারে ব্রাহ্মণ ও যোগী। ব্রাহ্মণ, যোগি ও ভক্ত এই তিনটি স্তরভেদ। ভক্ত বা বৈষ্ণবের মধ্যে যোগিত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব অনুস্যূত আছে।

দুর্লভ বাসুদেব, পুরুষোত্তম দর্শন হয় যাঁদের, এরূপ মহাত্মা সুদুর্লভ। প্রথমে একল, তারপর যুগল, তারপর বৈভব, ও তারপর ব্যূহ। দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের মূল কারণ আদি চতুর্ব্যূহ। নারায়ণের চারি পার্শ্বে চারি জন আছেন—বৈকুণ্ঠে। এর পর পরতত্ত্ব। পরতত্ত্বকে শ্রী-সম্প্রদায় বল্‌ছেন—নারায়ণ, আমরা বল্‌ছি—বলদেব, তিনি মূল সঙ্কর্ষণ। দ্বারকেশ—পর, মথুরানাথ—পরতর, আর পরতম হচ্ছেন—শ্যামসুন্দর ব্রজেন্দ্রনন্দন। কৃষ্ণ চতুর্ভুজ নিয়ে এ জগতে আসেন না। তবে দেখাতে পারেন অন্য রূপে। তাঁর সকল শক্তিই আছে। যোগ্যতা নাই এরূপ নয়। কৃষ্ণ সব পারেন। তিনি মধুর রস, বৎসল রতি, সখ্য রতি ও দাস্য-রতির বিষয় হ'য়ে সেবা গ্রহণ করেন; এসব অনেকে ধারণা কর্‌তে পারে না। নন্দযশোদা বা গোপীগণের কথা বুঝ্‌তে পারে না। তাই বার্ষভানবীর উপর অনেকের কটাক্ষ আছে। ঈশ্বরপুরী উপাধ্যায় বলেছেন,—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্ত ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

অমিত ঈশ্বর হন কি করে? অজ সর্ব্বৈশ্বর্য্য গোপন ক'রে কি ক'রে ভক্তের বশ হন তা' সাধারণ লোকে বুঝ্‌তে পারে না। অজ নারায়ণকে তারা বড় মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণই মূল নারায়ণ। রসবিচারে লক্ষ্মী-নারায়ণ-সেবা অপেক্ষা বসুদেব-নন্দনের সেবা এবং তদপেক্ষা নন্দনন্দনের সেবার শ্রেষ্ঠত্ব। ব্রজবাসীর কৃপা না হ'লে নন্দনন্দনের কৃপা পাওয়া যায় না। গৌড়ীয়গণ ব্রজবাসী। আমরা যেন রামানুজীয় বিচার অবমাননা না করি। তা' হ'লে অপরাধ হ'বে। ব্রজবাসীর কৃপায় মধুর রতিতে প্রবেশ ক'রে তটস্থবিচারে এইরূপ বল্‌তে পারেন। ব্রজবাসীর কৃপা হ'লে তটস্থ হ'য়ে এরূপ বলা যেতে পারে। কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বল্‌তে পারেন আংশিক সেবা পূর্ণ সেবার অন্তর্ভুক্ত। নারায়ণ ছোট, কৃষ্ণ বড়—এইরূপ ভেদবুদ্ধি যেন না করি। ১৯০৩ অথবা ১৯০৪ সালে পুরীতে ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর ব'লেছিলেন—শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে গীতা আছে। গীতা, ভাগবত, উপনিষৎ পৃথক্ নয়। এখানে অন্বয়জ্ঞানের কথা বলেছেন। অন্বয়জ্ঞানের মধ্যে, শ্রীল ও কৃষ্ণের মধ্যে ভেদবুদ্ধি ক'রলে পায়ণ্ডতা হ'বে। যদি ভাগবত মানি আর বেদ, গীতা, উপনিষৎ না মানি, তবে অপরাধ হ'বে। সর্ব্বতোভাবে—পূর্ণভাবে বর্ণন আছে শ্রীমদ্ভাগবতে, আর অস্ফুট অসম্যক্ বর্ণন দেখা যায় অন্য শাস্ত্রে।

প্রঃ—নারায়ণ কি এ জগতে আসেন না? বসুদেব-দেবকী ও নন্দ-যশোদার সেবার বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ—রাম, নৃসিংহ, বরাহ ও শক্তির অংশ হইয়াও অংশলীলা প্রকট করেন। কিন্তু পরব্যোমে যে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ বা নারায়ণ আছেন তাঁদের অবতার নাই। প্রকট-লীলা হয় মানুষের আকারে, অন্যরূপে হয় না। মৎস্যদেব, কূর্মদেব প্রভৃতি বিষ্ণুতত্ত্বরূপে এসেছিলেন। কৃতমালা নদীতে মৎস্য-দেবের আবির্ভাব। তাঁকে মৎস্যতীর্থ বলে। মৎস্যদেব ক্ষুদ্রসাধারণ বিষয়বিগ্রহ। ক্ষুদ্রসাধারণ দেখানে বড় উপাদেয়। মানুষের মধ্যে অসাধারণ ভাব দেখালে অসুবিধা। তাই ভগবান্ মানুষের মধ্যে মানবলীলা দেখিয়ে তাঁদের উন্মুখ করেন।

যশোদা বলেন, আমি কৃষ্ণকে প্রসব করেছি। নন্দ-যশোদা ও কৃষ্ণ এক উপাদান। পরিপূর্ণ ঘনানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণ তাঁদের অঙ্গসম্ভূত। বাসুদেব বসুদেবের চিত্তে আবির্ভূত। কিন্তু কৃষ্ণ নন্দতনয়। বাসুদেব তনুজ নন—চিত্ত থেকে তাঁর আবির্ভাব। নন্দ-যশোদার দেহ কৃষ্ণের সমান সমান—এক জাতীয়। ব্রজবাসীদের সঙ্গে স্থূলভাবে যে লীলা, তাঁর চমৎকারিতা বেশী। তা' বিজ্ঞান-ঘনের চরম অবস্থা।

বসুদেব-দেবকী মথুরার কারাগারের মধ্যে বাসুদেবের স্তব করেন। কিন্তু নন্দ-যশোদা কোনদিন স্তব করেন না? তাঁরা মারেন, শাসন করেন। বসুদেব-দেবকী স্তুতি করেন—'তোমার দয়া' এরূপ বলেন। কিন্তু নন্দ বলেন—আমি দয়া কর্‌লে সে বাঁচবে। যশোদা বলেন—'আমি না হ'লে তাকে কে বাঁচাবে, কে খাওয়াবে?' কৃষ্ণ বড় কথা! প্রাণকোটিসর্ব্বস্ব প্রাণধনকে না দেখ্‌তে পেয়ে তাঁরা বলেন হন। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ অধোক্ষজ ভগবান্‌কে বল্‌ছেন, আমি না খাওয়ালে সে বাঁচবে না। অজ-ভব-রমা যাঁর সন্ধান পায় না, সেই কৃষ্ণকে কিরূপ বশ ক'রে ফেলেছেন! কি প্রগাঢ় প্রীতি! তাঁর এই বাৎসল্যের কণা লাভ হ'লে আমরা কৃতার্থ হ'ব। গোপীগণ এর চেয়েও বেশী।

প্রঃ—মহাভাগবতত্ব ও মহাভাগবতে কোন ভেদ আছে কি ?

উঃ—বৈকুণ্ঠশ্রেষ্ঠ আমার গুরুদেব। তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ—কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ। মহাভাগবত—বৈকুণ্ঠাকুর। গুরুর সেবকগণ গুরুই বৈকুণ্ঠ। গুরুদর্শন—ঈশ্বর দর্শন। গুরুদেব যে কৃপাশাসন করেন, সেটি ভক্তিবিনোদ, কৃষ্ণপ্রেমের প্রতিকূল নয়। ইহা কৃষ্ণপ্রেমের প্রসাদ বৈশিষ্ট্য। ইহা প্রভুত্ব করবার জন্য শাসন নয়। ইহা কৃষ্ণসুখপর। কৃষ্ণপ্রেম চমৎকার আওক এইজন্য। ঈশ্বরকে প্রেমের সিংহাসনরূপে পরিণত করার জন্য এই শাসন। সেখানে পুরুষাভিমান, ভোগ্য অভিমান বা প্রভুত্ব নাই।

গুরু মহাধিকারীর লীলা করেন। মধ্যমে না এলে শাসন হয় না। অধর দর্শনে—পূর্ণদর্শনে কেহ বিদ্বেষী নাই। বিদ্বেষী অচেতন। সেখানে সর্ব্বত্র গুরুদর্শন। কৃষ্ণলোকে বিদ্বেষী জড়বৎ। কাণাদি Stagnant হ'য়ে আছে—নড়ে চড়ে না; এটা অপ্রকট প্রকাশে। এখানে নড়ে চড়ে, কৃষ্ণের নিন্দাদি করে। ভক্তিবিনোদ বিদ্বেষীর কাছে প্রচার ক'রলেন না। তা'দের কাছে মৌন হ'লেন।

বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র,
সেই নিত্য হিংসা করি'।
ভক্তিবিনোদ, না দেখায়ে তা'রে,
থাকে সদা মৌন ধরি'॥

চেতনবস্তুর প্রতি বিদ্বেষ যে করে, সে কত অচেতন! বিদ্বেষী—শব। তাই ঠাকুর চুপ ক'রে থাকলেন—অসহযোগ করলেন। এটা মহাভাগবতের লীলা। তা'তে তিনি দেখালেন যে, আমি তোমাদের মত একজন। তোমরা জড়-গ্রস্ত paralysed, আমিও বাতগ্রস্ত। গৌরকিশোর প্রভুও এরূপ লোকবঞ্চনা ক'রেছেন। তিনি দেখালেন তোমরা বিষয়-বিষ্ঠাতে আছ—আমি পায়খানাতে থাকি। কি বঞ্চনা! কৃপাময় আচার্যবিগ্রহের কাজ হচ্ছে নিজে কেবল সুখবিমান করা এবং বহুকে নিয়ে কৃষ্ণকে সুখভোগ করান। গুরুদেব মহাভাগবতবর। 'মহাভাগবতবর শ্রীগৌরকিশোরবর'।

প্রঃ—কৃষ্ণলোকে চেতনজগতে কাণ আছে, ইহা কিরূপে হয় ?

উঃ—সেখানে কাণের ক্রিয়া নাই, সেখানে জড়বৎ। সেখানে উদ্দীপনা হয়। কাঠের কাণ দেখে উদ্দীপনা হচ্ছে। কাঠের কাণ দেখে ক্রোধ হয়। ঐ প্রেমের পুষ্টি করে। সেখান পূর্ণজ্ঞানময়। সেখানে বিদ্বেষটা বিক্রিয়। সেখানে বিদ্বেষের সম্ভাবনা নাই। এখানে যেমন মলমূত্রত্যাগাদি আছে, সেখানে তা' নাই। সেখানে কাণের ক্ষেত্র, চৈতন্যের জয় নাই। সেখানে সবটা কৃষ্ণ, ক্রিয়াকলাপ সর্ব্ব কৃষ্ণ। কাহারও কোন বিদ্বেষ নাই। গোকুলে লীলার চমৎকারিতা বেশী। সেখানে সব সুখময়, পরিপূর্ণ জ্ঞানঘনানন্দময়। অন্ধ-বক ইত্যাদি সেখানে ভাবরূপে আছে। এখানে প্রসব হচ্ছে দেখাচ্ছেন, অথচ প্রসব নয়—সেইজন্যই এখানে চমৎকারিতা বেশী। এখানে মানুষের মত ক্রিয়া। গোলোকে রক্তপাতাদি নাই, এখানে রক্তপাতাদি আছে। অপ্রকট-প্রকাশে ভাবটী আছে প্রেমের পুষ্টির জন্য। প্রেমের বিরোধী কোন কিছু সেখানে নাই।

প্রঃ—এখানে যদি কেহ অত্যাচার করে তবে তাহাও কি কৃষ্ণের কৃপা বা ইচ্ছা মনে করব ?

উঃ—চিত্তবৃত্তি দেখতে হ'বে। In good faithএ করছে কি না। আমি বলছি অত্যাচার, কিন্তু যদি অত্যাচার না হয়। যদি বাস্তবিক দেখে হয়, তবে নিজেকে শোধন করতে হ'বে। যদি প্রকৃত বিদ্বেষী হয়, তবে সঙ্গ ত্যাগ করা দরকার। উপকারকে অনেকে অত্যাচার মনে করতে পারেন। দুএরই ভ্রম হ'তে পারে। যদি প্রকৃত অত্যাচার হয়, তবে সঙ্গত্যাগ করাই ভাল। কেহ অপকার করলে তা'র উপকার ক'রে, কথা বলে—অপকারের প্রতিশোধ নেবেন। কৃষ্ণের ইচ্ছা ব'লেই অপকারের পরিবর্ত্তে উপকার করা। যদি সত্য কথা ব'লেও না হয়, তবে স'রে যেতে হ'বে। সেখানে ভক্তিবিনোদ সেখানে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করা ভাল। যদি বুঝা যায় যে, হরিকথা বললে অত্যাচারকারীর চিত্ত ফিরতে পারে, তবে হরিকথা বলতে হ'বে। নিজে উদ্বিগ্ন না হ'য়ে, sensitive না হয়ে, সব সহ্য করতে হ'বে। কৃষ্ণভক্তির জন্য সব resist করতে হ'বে। কারণ, ভক্তের যা কিছু কৃষ্ণের জন্য। কৃষ্ণের জিনিষ রক্ষা করতে হ'বে। তা'তে বিবাদ হয় হ'বে। কৃষ্ণ বাদ দিয়ে মারামারিতে আমাদের কিছু নাই। ভোগের মধ্যে নয়। তা'র মধ্যে আমরা নাই বা থাকব না।